শ্রীশ্রীগোপালচম্পূঃ।

(উত্তরচম্পূঃ)

(১ম খণ্ডঃ)

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্যেণ বেদবেদান্ত-ষড়্‌দর্শন-পুরাণ-শব্দানু-
শাসন-জ্যোতিষ-কাব্যালঙ্কারচ্ছন্দঃশাস্ত্রাদিপারগামীনেন নিখিল-
চতুর্থাশ্রমিকসাধকবৃন্দৈঃ সেবিতপাদযুগলেন বৈষ্ণব-
সিদ্ধান্তরাজ্যরক্ষণৈকসেনাপতিনা শ্রীমৎসনাতন-
রূপানুগতেন শ্রীবল্লভাত্মজেন

শ্রীমতা শ্রীজীবগোস্বামিপাদেন

নিখিলসিদ্ধান্তসারতয়া বিরচিতা।

শ্রীশ্রীভগবন্নিত্যানন্দপ্রভুবংশ্যেন বর্দ্ধমানপ্রদেশান্তর্গত-
মাণ্ডগ্রামবাস্তব্যেন

শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামিনা বিরচিতয়া

শব্দার্থবোধিকয়া টীকয়া সমন্বিতা।

কাশী[illegible]বাজারাধিপ-শ্রীগৌড়রাজর্ষি-মাননীয় মহারাজ-
শ্রী[illegible]চন্দ্রনন্দি মহোদয়স্যাদেশাৎ
শ্রীরাসবিহারিসাংখ্যতীর্থেন
বঙ্গাক্ষরানুদিতা [illegible]

তত্র—শ্রীমদুত্তরগোপালচম্প্বাং গূঢ়ার্থসঙ্কিতম্। মুন্যগ্নিপূরণাস্তায়াঃ হরের্লীলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৬॥
এতদুত্তরচম্প্বাস্তু বিলাসা স্তুয় ঈরিতাঃ। তত্র চাদ্যবিলাসস্য ব্যাখ্যাল্পা ক্রিয়তে ময়া ॥
বিচ্ছেদে তত্র সঞ্জাতে দুঃসহে হরিরাধয়োঃ। দুঃখমুক্ত্যা পুনস্তস্যাগত্যা গোষ্ঠে চিরস্থিতিঃ ॥ ০ ॥
তত্রাদ্যপূরণে গোপীকৃষ্ণয়োর্ভাব ঈরিতঃ। পুরাবৃত্তসংশ্রবণাত্তয়োর্দুঃখঞ্চ বর্ণিতম্ ॥ ০ ॥
ভ্রমাদিদোষরাহিত্যাৎ কবেরস্যাং ন কর্হিচিৎ। প্রামাণ্যায় ন কোষাদিপ্রমাণং প্রায় উহ্যতে ॥ ০ ॥

অথ তত্র সিদ্ধমন্ত্রবদ্ধবিধেষ্টঘটিতং মঙ্গলমাচরতি—শ্রীকৃষ্ণেতি। অস্যার্থঃ—পূর্ব্বচম্প্বাং ব্যাখ্যাত এব। যদ্বা হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! মাং পাহি। শ্রীকৃষ্ণেতি শ্রিয়া শোভাবিশেষেণ কৃষ্ণ কৃষ্ণতাস্ফূর্ত্তিকর! "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরমিত্যাদেঃ" সনাতনরূপাভ্যাং সহ বর্ত্তমান! তথা গোপালরঘুনাথয়োর্ভক্তয়োযে আপ্তব্রজাস্তেষাং বল্লভ! অথচ হে শ্রীকৃষ্ণেত্যাদিষট্কং পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধনম্। আপ্তান্ ব্রজতি অনুব্রজতীতি হে তথাভূত! বল্লভ! গ্রন্থকারপিতঃ! অথচ হে কৃষ্ণ! মাং পাহি। কৃষ্ণচৈতন্য! "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ" ইত্যাদেঃ সত্তানন্দজ্ঞানরূপ! সনাতন! নিত্যসিদ্ধরূপেণ শ্রীবিগ্রহেণ সহিত-গোপালেষু যে রূপবঃ লঘবঃ নাথা মুখ্যাশ্চ তৈরাপ্তস্য ব্রজস্য বল্লভ! যদ্বা প্রযুক্ত একঃ শ্রীশব্দঃ দীপকালঙ্কারেণ সর্ব্বত্রানুষজ্যতে। তত্র শ্রীকৃষ্ণেত্যত্র শ্রীশব্দঃ শ্রীরাধাবাচকঃ অন্যত্র শোভাবাচকশ্চ, তথাচ দীপকালঙ্কারলক্ষণং কাব্যচন্দ্রিকায়াম্—"জাতিক্রিয়াগুণদ্রব্যবাচকেন পদেন তু। একত্র বর্ত্তিনা সর্ব্ববাক্যার্থো দীপকং ভবে"দিতি। তত্তু ত্রিবিধং যথা দণ্ডী—"অর্থাবৃত্তিঃ পদাবৃত্তিরুভয়াবৃত্তিরিত্যপি। দীপকস্থান এবেষ্টমলঙ্কারত্রয়ং যথে"তি। তথাহি হে শ্রীব্রজবল্লভ! মাং পাহি রক্ষ। রক্ষণং তত্র নির্ব্বিঘ্নেন গ্রন্থপরিপূর্ত্তিরূপমিতি। ব্রজবল্লভেত্যনেন পুর্য্যাদিবিলাসী নেষ্ট ইতি সূচিতম্। তাদৃশত্বেন বিশিনষ্টি—শ্রীকৃষ্ণেতি। কৃষ্ণশব্দো যশোদাস্তনন্ধয়ে রূঢ় ইতি ব্যাখ্যাতারঃ। শ্রিয়া রাধয়া সহ কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ! স কিম্ভূতঃ! প্রকাশান্তরেণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! শ্রীশচীনন্দন! এবমপি শ্রীসনাতনরূপক! সনাতনং সর্ব্বাবতারকারনত্বেঽপি অপক্ষয়রহিতং রূপং স্বরূপং যস্য হে স। তস্য ব্রজলীলত্বং সাধয়তি হে শ্রীগোপাল গবাং পালক! তস্যাবতারিত্বং দর্শয়তি—হে শ্রীরঘুনাথাপ্তেতিরঘুনাথঃ শ্রীরামঃ অংশত্বেনাপ্তো ব্যাপ্তো যেন, মৃদা ঘটাদিবৎ তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াম্—"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নি"তি। যদ্বা রঘুনাথস্য আপ্তঃ সন্নিবেশো যত্র হে স। তথাচ "এবম্বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে। লীলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভি"রিত্যাদৌ তল্লীলাপ্রকটনাৎ ॥ ১ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! তুমি শোভাবিশেষদ্বারা কৃষ্ণতার স্ফূর্ত্তি কর, তুমি সনাতন এবং রূপের সহিত বিদ্যমান থাক, এবং তোমার যে গোপাল এবং রঘুনাথ নামে দুইজন ভক্ত আছে, এবং তাহাদের দুই জনের যে সকল আত্মীয় স্বজন আছে, তুমি তাহার বল্লভ; অতএব তুমি আমাকে রক্ষা কর। পক্ষান্তরে—হে কৃষ্ণ-

(ক) সম্পূর্ণাসীদাশু গোপালচম্পূ-
রেষাং যস্মাদাশয়াদেব পূর্ব্বা।
এষা তস্মাদুত্তরাপ্যুত্তরা স্যা-
দেবং দেবং তং কমন্যং ভজেম ॥ ২ ॥

অথ দুর্গমমধুররসলীলাবর্ণনে স্বসামর্থ্যায় সেব্যত্বেন নিজেষ্টদেবং শ্রীগোপীজনবল্লভমাশ্রয়তে—সম্পূর্ণাসীদিতি। তমিতি প্রসিদ্ধং, কমিতি তাদৃশভাবাশ্রিতস্যাতিরহস্যত্বাৎ কিংশব্দেন নির্দ্দিষ্টং। ভজনে তদনুশীলনপরানাত্মসাৎকৃত্য বহুবচনং প্রযুক্তবান্ ॥ ২ ॥

চৈতন্য! হে সনাতনরূপক। অর্থাৎ সত্তা, আনন্দ এবং জ্ঞানরূপ সনাতন বা নিত্যসিদ্ধ রূপ অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান আছ। হে আপ্তব্রজ! অর্থাৎ তুমি আপ্তগণের অনুগমন করিয়া থাক। হে বল্লভ! অর্থাৎ হে শ্রীজীবের জনক! গোপালদিগের মধ্যে যাহারা ক্ষুদ্র এবং প্রধান, তাহাদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ব্রজ-ভূমির তুমি বল্লভ, তুমি আমাকে রক্ষা কর।

অথবা হে শ্রীকৃষ্ণ! অর্থাৎ হে যশোদা-নন্দন! হে রাধিকা-সমবেত! হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! অর্থাৎ হে শ্রীশচীনন্দন! হে সনাতনরূপক! অর্থাৎ সকল অবতারের কারণস্বরূপ হইলেও তোমার স্বরূপ সর্ব্বদাই ক্ষয় বিরহিত। হে গোপাল! অর্থাৎ তুমি ধেনুগণের পালনকর্ত্তা। হে রঘুনাথাপ্ত! অর্থাৎ তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে অংশরূপে ব্যাপ্ত করিয়াছ। অথবা তোমাতেই রঘুনাথের সন্নিবেশ হইয়াছে। অতএব তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ১ ॥

যাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বে পূর্ব্ব গোপালচম্পূ শীঘ্র সম্পূর্ণ হইয়াছে,

(ক) "ব্রজবল্লভ! পাহি মাম্" ইত্যতঃ পরং "সম্পূর্ণাসীদাশু গোপালচম্পূঃ" ইত্যারভ্য ১৭ সংখ্যকগদ্যস্থ "গণনয়া পৌগণ্ডঃ" ইত্যতঃ পূর্ব্বং বধপর্য্যন্তং প্রায়েণ ১৫ সংখ্যকগদ্যপদ্যানি গৌরপুস্তকে ন সন্তি, পরন্তু তৎপরিবর্ত্তে ইমানি পাঠান্তরাণি সন্তি। তানি উদ্ধ্রিয়ন্তে যথা—

তদেবং গোলোকবিলাসে শ্রীগোপালপাল্যমানগোপালানাং গোপালানাং নিত্যমানঃ শ্রীগোলোকঃ কথিতঃ। তত্র চ শ্রীগোপরাজসভায়ামপূর্ব্ববীক্ষিতকবিক্ষিতিপতিকুমার-স্মকুমার-কুমারযুগলাবকলনমুদ্ভাবিতম্। তদনন্তরমপি বাল্যবিলাসে তদ্যুগলকৃতকৃষ্ণবাল্য-চরিতবর্ণনং কালিয়দমন-লীলাবসানমাচরিতম্। সম্প্রতি তু তৎ প্রথিতং কৈশোরচরিত-মাখ্যায়তে। তদ্যথা—

অথ দিনান্তরে চ পূর্ব্ববদেব ব্রজনরদেবসভান্তরে তয়োরেকতরঃ সমুৎকণ্ঠতয়া স্নিগ্ধকণ্ঠঃ

অথানুপূর্ব্ব্যা পূর্ব্বকথানুকথনীয়া ॥ ৩ ॥

তত্র প্রকারং প্রতিজানীতে—অথেতিগদ্যেন। আনুপূর্ব্বী-ক্রমস্তয়া সর্ব্বত্র গ্রন্থকারস্য শ্লোকাঙ্কঃ পৃথক্ নির্দ্দিষ্টঃ। স চ দ্বিবিন্দুক ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩ ॥

তাহার পরে ইহাই উত্তর গোপালচম্পূ এবং তাঁহার কৃপায় যেন ইহা সমাপ্ত হয়। অতএব সেই অভূতপূর্ব্ব এবং অনির্বাচ্য কোন দেবতাকে আমরা ভজনা করি ॥ ২ ॥

অনন্তর আনুপূর্ব্বিক বা ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বকথা কথিত হইবে ॥ ৩ ॥

স্বাগতমিদমুবাচ। অথ কৈশোরং বর্ণনীয়ং। কিন্তু রহস্যরসহারিপ্রসভায়াং সভায়ামস্যাং যথা লজ্জা ন সজ্জা স্যাৎ তথা যুজ্যতে। যদি চ যাতু নিজমাধুরীব ভঙ্কিতকুক্ষিম্ভরিণা হরিণা স্বকস্থখাবহমিতি রহস্তদনুযুজ্যেবহি, তদা তদুচিতমেব তদুপচিতমাচরিষ্যাব ইতি। অথ স্পষ্টস্তু ব্যাচষ্ট। ততশ্চ স্পষ্টং কৃতগমায়াং স্পষ্টসমায়াং সমুল্লসিতসম্মতিময়ে জন্মতিথিসময়ে হর্ষসমৃদ্ধিপ্রদবর্ষবৃদ্ধিপর্ব্বণি সর্ব্বনিঃশ্রেয়সমাবিস্তরাং বিস্তারয়তঃ সমস্তং নিস্তারয়তস্তস্য শ্রীমদ্ব্রজরাজসুতস্য বিশেষামেব নবশ্চোরং কিশোরমুদয়াঞ্চক্রে। তথাহি—

রাজ্যং সম্যগুপেত্য কৃষ্ণবপুষি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীময়ে
ক্রীড়াভির্ঘু নির্গময্য সময়ানৌদার্য্যপর্য্যাকুলম্।
পাত্রায় স্বয়মাগতায় গুণিতাবাসায় সম্বেদিনে
কৈশোরায় নিজং প্রদায় বিষয়ং পৌগণ্ডমন্তর্দধে ॥

ততশ্চ—

দৃষ্টিপ্রসাদকৃতসামভিরংশুদানৈঃ
শশ্বন্মনোহরণনির্ম্মিতবুদ্ধিভেদৈঃ।
অর্থান্তরাভিবিনিবেশজভাবদণ্ডৈঃ
কৈশোরকং বশয়তি স্ম হরেঃ সমস্তম্ ॥

তত্রচ—

মুখে পূর্ত্তিঃ কান্তির্নয়নযুগলে দৈর্ঘ্যমরুণ-
প্রভা হৃদ্ব্যচ্ছায়ঃ প্রততিরপি মধ্যেতু কৃশতা।
ইতীদং সৌন্দর্য্যং যদবধি মনাগপ্যধিজগে
জগন্নেত্রশ্রেণী তদবধি হরৌ তেন চকৃষে ॥

তদিত্থং তজ্জ্যেষ্ঠশ্চ নির্দ্দিষ্টঃ। তদাচ তালফলপাকাবসরে বর্ষাপ্রসরে কদাচিন্নিখিলসুখ-বর্দ্ধনস্য।"

অস্তি কিল (১) কলিতনিখিলবৃন্দাবনং বৃন্দাবনং নাম বনম্।

যত্র জ্যোতিশ্চক্রমিব ব্যোম্নি, ধর্ম্ম ইব ধর্ম্মিণি, তত্ত্বনির্ণয় ইব বেদে, সুখমিবাভীপ্সিতলাভে, রস ইব (২) বিভাবাদিবর্গে, ষাড়্‌গুণ্যমিবাত্মনি, স্বয়মিব স্বপ্রেমণি, নারায়ণ ইব পরমব্যোম্নি সর্ব্বেষামাশ্রয়ঃ স চ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণগ্‌জনানুভবনীয়তয়া নিজাং নিজাশ্রয়ণীয়তামুরীকরোতি ॥ ৪ ॥

"স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে" ইত্যাগমবাক্যাৎ, তস্য কৃস্য ধামত্বেন বৃন্দাবনস্যোপাস্যত্বাৎ তৎস্বরূপং বিশিনষ্টি—অস্তীত্যাদিনা গোলোকনাম সমামনন্তীত্যন্তেন গদ্যেন। কলিতানি প্রকাশীকৃতানি নিখিলানি লীলাসাধনানি বস্তূনি যস্যাঃ সা চাসৌ বৃন্দা লীলাশক্তিশ্চেতি আ অবনং রক্ষণং যস্য তৎ। যত্র বৃন্দাবনে সর্ব্বেষামাশ্রয়ঃ স চ কৃষ্ণঃ নিজাং নিজাশ্রয়ণীয়তামুরীকরোতি বিস্তৃণোতি স্বীকরোতীতি বা, জ্ঞাপকত্বেন তদ্ধেতুঃ সতৃষ্ণগিত্যাদি। আশ্রয়ণীয়ত্বে দৃষ্টান্তান্ দর্শয়তি—জ্যোতিরিত্যাদিনা। যথা জ্যোতিশ্চক্রং ব্যোমাশ্রয়ং, ধর্ম্মো বেদাশ্রয়ঃ, সুখং স্বেষ্টলাভাশ্রয়ং, রসো বিভাবানুভাবসঞ্চারিভাবাশ্রয়ঃ, ষাড়্‌গুণ্যম্ "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনে"তি ষড়্‌গুণা আত্মনি শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়ং স্বয়ং স্বপ্রেমাশ্রয়ং, নারায়ণঃ পরমব্যোমাশ্রয়ঃ,

---

বৃন্দাবন নামে এক বন আছে। তথায় যাহা হইতে নিখিল লীলা-সাধন বস্তু সকল প্রকাশিত হইয়াছে, সেই বৃন্দা বা লীলাশক্তির ঐ স্থানে রক্ষা হইয়া থাকে। ঐ বৃন্দাবনে সকলের আশ্রয়স্বরূপ অভিলাষী সেই শ্রীকৃষ্ণ আপনার অবলম্বনীয় ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন। তদ্‌বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেরূপ আকাশই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর আশ্রয়; বেদই ধর্ম্মের আশ্রয়; স্বকীয় অভীষ্ট লাভই সুখের আশ্রয়; বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারি-ভাবই রসের আশ্রয়; ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ষড়্‌বিধ গুণ বা শক্তি[illegible]ই শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া থাকে; স্বয়ং তিনি প্রেমের আশ্রয়; এবং পরমাকাশই নারায়ণের আশ্রয়; সেইরূপ

(১) কলিতং কৃতং নিখিলানাং মনুষ্যপশুপক্ষিমৃগাদীনাং যানি বৃন্দানি স্বস্ববর্গাস্তেষামবণং আশ্রতয়া রক্ষণং তৃপ্তির্বা যেন তৎ। ইত্যানন্দঃ।

(২) বিভাবানুভাবসাত্ত্বিকাদিবর্গে। আঃ।

যত্র চান্তর্দ্ধানবিদ্যয়া বিদ্যমানমস্মদাদীনামালোকমতীতং ধাম গোলোকনাম সমামনন্তি। যত্র চ (ক) গোলোকে সকলচিন্তামণীয়মানচিন্তালেশঃ কেশবঃ সর্ব্বানন্দভাসিনাং তদ্বাসিনাং প্রেম নাম পঞ্চমপুমর্থসম্পৎপর্য্যুদঞ্চনপ্রপঞ্চসঞ্চয়-ব্যসনমমুঞ্চংস্তদ্বশত এব যথাযথং পুত্রাদিতয়া বিলসন্ন কুত্রাপি ব্যভিচরতি ॥ ৫ ॥

তথা সর্ব্বেষামাশ্রয়োঽপি কৃষ্ণঃ। যত্রচ বিদ্যমানং গোলোকনামধাম সমামনন্তি সংকথয়ন্তি বিজ্ঞাঃ। তৎ কিম্ভূতম্ অন্তর্দ্ধানবিদ্যয়া অস্মদাদীনামালোকং দর্শনং অতীতমতিক্রান্তম্ ॥

যত্র চ লোকে গোলোকে কেশবস্তদ্বশতস্তেষাং বশ্যতয়ৈব যথাযথং যথাযোগ্যং পুত্রমিত্যাদিভাবতয়া বিলসন্ ন কুত্রাপি ব্যভিচরতি ন ত্যজতীত্যন্বয়ঃ। স কিম্ভূতঃ সকল-চিন্তামণিরিব আচরতি যশ্চিন্তালেশো যস্য সঃ। চিন্তালেশেন সর্ব্বকার্য্যসম্পাদনাদিতি ভাবঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ প্রেমনামা যঃ পঞ্চমপুমর্থঃ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেভ্যোঽধিকঃ স এব সম্পৎ ভক্তানাং পর্য্যুদঞ্চনং ঋণং তস্য প্রপঞ্চসঞ্চয়ে রত্যাদিজননে যদ্ব্যসনং তস্য ঋণস্যাশোধনং তৎ অমুঞ্চন্ অত্যজন্ তদৃণগ্রস্তঃ সন্নিতি ভাবঃ। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামি"ত্যাদেঃ ॥ ৪—৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণই সকলেরই আশ্রয়স্বরূপ। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, ঐ বৃন্দাবনে গোলোক ধাম বিদ্যমান আছে। কেবল অন্তর্দ্ধান-বিদ্যা-প্রভাবে তাহা অস্মদাদির দর্শনপথ অতিক্রম করিয়াছেন অর্থাৎ প্রপঞ্চ হইতে আবৃত থাকিয়া অপ্রপঞ্চ রূপে অবস্থিত আছেন ॥ ৪ ॥

যে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বশীভূত ভাবেই যথাযোগ্যরূপে পুত্র মিত্রাদি-ভাবে বিলাস পাইলেও কুত্রাপি সেই ভাবের ব্যভিচার হইতে পারে না। ঐ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তার লেশ মাত্রেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই কারণে তাঁহার চিন্তা লেশ সকল চিন্তামণি-রত্নের মত। ঐ গোলোকে যে সকল লোক বাস করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই সকল প্রকার আনন্দে ভাসমান। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রেম নামে এক বস্তু ধার দিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রেমসম্পত্তি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ অপেক্ষাও অধিক। সুতরাং ইহাকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলা যাইতে পারে। ঐ প্রেমসম্পত্তি ঋণ দিয়া

(ক) যত্র চ লোকে ইতি মাণ্ডপাঠঃ।

তাদৃশাত্তস্মাদেব চ নিষ্ক্রম্য রম্যতয়া তৈঃ সমমসমং প্রকাশমানঃ স খলু খলনাশনস্তদিদং জগদপি কদাচিৎ প্রমদয়তি। দিব্যনৃত্যনায়ক ইব নেপথ্যস্থানাৎ অথ তদ্বত্তত্র প্রবিশতি চ ॥৬

তদেবং স্থিতে (ক) বাঞ্ছিতসদন্তবক্রদন্তদন্তবক্রসংবত্তুদন্ততঃ পরতঃ পুনস্তেষাং বক্ষ্যমাণপ্রমাণলক্ষ্যতয়া তৎপ্রদেশপ্রবেশঃ স যদা বভূব ॥ ৭ ॥

তস্য প্রপঞ্চেঽবতরণং নির্ণয়তি—তাদৃশাদিত্যাদি প্রবিশতি চান্তেন গদ্যেন। তাদৃশাত্তস্মাদ্গোলোকাৎ তৈঃ সমং তদ্বাসিভিঃ সহ, অসমং নাস্তি সমো যত্র তদ্যথাস্যাৎ প্রমদয়তি স্বপ্রকাশেন তস্য সর্ব্বোত্তমতাং প্রকাশয়তি, তত্র দৃষ্টান্তঃ—নেপথ্যস্থানাৎ বেশরচনাগৃহাৎ দিব্যনৃত্যনায়ক ইবেতি। স যথা স্বেচ্ছয়া নাট্যস্থানং সঙ্গত্য তাদৃশনাট্যং বিস্তার্য্য পুনস্তত্র প্রবিশতি তথেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অধুনা গোলোকপ্রবেশপ্রকারং নির্দেষ্টুং প্রকরণমারভতে—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। বাঞ্ছিতসতাং সাধূনামন্তো বিনাশো যেন এবম্ভূতো বক্রদন্তো যো দন্তবক্রস্তস্য সংবত্তুদন্ততো বিনাশবৃত্তান্ততঃ, তেষাং গোলোকবাসিনাং বক্ষ্যমাণপ্রমাণানি পাদ্মোত্তরখণ্ডাদীনি তেষাং লক্ষ্যতয়া। অন্যৎ সুগমম্ ॥ ৭ ॥

এক্ষণে তাহারা তাহা পরিশোধ করিতে আসিলেও তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন না ॥ ৫ ॥

এই খলবিনাশী দুর্জ্জন-দর্পহারী নারায়ণ নিশ্চয়ই সেই গোলোক ধাম হইতে নির্গত হইয়া রমণীয় ভাবে সেই গোলোকবাসিগণের সহিত অতুল্য ভাবে প্রকাশমান হইয়া কদাচিৎ এই জগতও প্রকাশিত করিয়া থাকেন। যেরূপ দিব্যনৃত্যনায়ক নেপথ্য স্থান হইতে নির্গত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে নাট্যস্থানে আসিয়া মিলিত হয়, এবং তাদৃশ নাট্য কাব্য বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তথায় প্রবেশ করে; এইরূপ তিনিও জগৎ প্রকাশ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

এইরূপ ঘটনা ঘটিলে, যে সজ্জনগণের বিনাশ কামনা করিয়াছিল, সেই বক্রদন্ত বিশিষ্ট দন্তবক্র অসুরের বিনাশ ঘটনার পরে পুনর্ব্বার গোলকবাসীদিগের

(ক) বাঞ্ছিতঃ সতাং সাধূনামন্তো নাশো যেন স চ বক্রঃ কুটিলশ্চ যো দন্তবক্রস্তস্য সংবত্তুদন্ততঃ যুদ্ধবৃত্তান্ততঃ। আঃ।

তদা কদাচিদনবদ্যহরিভক্তিবিদ্যাবিশারদসর্ব্বমনোরথ-পারদশ্রীনারদকৃপাকূপারতরঙ্গলব্ধতৎপ্রসঙ্গসারৌ মধুকণ্ঠস্নিগ্ধ-কণ্ঠাভিধসূতপ্রভবনবকুমারৌ শ্রীমদ্‌ব্রজমহেন্দ্রতৎকুমারাদিভি-র্ব্বিরাজমানং তদেব সদনমাসদতাম্‌ ॥ ৮ ॥

তদা চ তদাচরিতনিয়োগং পরি তদেকবৃত্তিতয়া তন্ত্রী-নিযন্ত্রিতগীতযন্ত্রতুল্যৌ পরমকুল্যৌ পরস্পরং কথকতাং (১) কথঙ্কথিকতামপি মুহুঃ সম্প্রথয্য সর্ব্বশর্ম্মশীলাং শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজলীলাং কথায়ামুন্মীলয়ামাসতুঃ ॥ ৯ ॥

তদেবং তৎকথাকথকয়োর্মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োঃ সমাগমং বর্ণয়তি—তদা কদেত্যাদিগদ্যেন। তৌ কিম্ভূতৌ তদাহ—অনবদ্যা নির্দ্দোষা যা হরিভক্তিবিদ্যা তস্যাং বিশারদো নিপুণঃ স চাসৌ সর্ব্বমনোরথস্য পারদশ্চেতি সর্ব্বেষাং যো মনোরথঃ কামস্তস্য পারং তদধিকং দদাতীতি স চাসৌ নারদশ্চেতি তস্য কৃপৈব অকূপারঃ সমুদ্রঃ, তস্য তরঙ্গেণ লব্ধ স্তস্য তাদৃশপ্রসঙ্গস্য সারো যয়োস্তৌ আসদতাং প্রাপ্নুতঃ ॥ ৮ ॥

তদনন্তরং বৃত্তমাহ—তদা চেত্যাদিগদ্যেন। তদাচরিতনিয়োগং। পরীতি তস্য কথন-কর্ম্মণি যো নিয়োগস্তং পরি লক্ষীকৃত্য তদেকবৃত্তিতয়া তস্মিন্‌ যা একবৃত্তিরেকনিষ্ঠতা তয়া, তৌ কথায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজলীলামুন্মীলয়ামাসতুরিত্যন্বয়ঃ। তৌ কিম্ভূতৌ তন্ত্রীনিযন্ত্রিতগীতযন্ত্রস্য

সম্বন্ধে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড প্রভৃতি যে সকল ভাবী প্রমাণ সকল বিদ্যমান আছে, সেই সকল লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সেই প্রদেশে প্রবেশ হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

যৎকালে ঐ প্রদেশে তাঁহার প্রবেশ হয়, তৎকালে কৃষ্ণচরিত্রের বর্ণনকারী মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ সেই গৃহে আগমন করিয়াছিল। এই সূতসঞ্জাত নবকুমারদ্বয় যৎকালে ঐ গৃহে আগমন করে, তখন শ্রীমান্‌ ব্রজরাজ এবং তদীয় পুত্র ও আত্মীয় স্বজন সেই গৃহে বিরাজমান ছিলেন। এই দুই জনের সুখ্যাতির সীমা ছিল না। কারণ, যে দেবর্ষি নারদ, নির্দোষ হরিভক্তি বিদ্যাতে বিশারদ ছিলেন, এবং যিনি সকলের যেরূপ কামনা, তাহা অপেক্ষাও অধিক দান করিতে পারিতেন; সেই দেবর্ষি নারদের কৃপারূপ সমুদ্রের তরঙ্গদ্বারা মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ ঐ প্রসঙ্গের সারভাগ লাভ করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

তৎকালে নারদ মুনি ঐ দুইজনকে কথনকার্য্যে আদেশ করেন। সেই

(১) স্যাৎ কথঙ্কথিকঃ প্রষ্টেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। আঃ।

তত্র চ; তস্য পিতৃপৈতামহং বৃত্তং পূর্ব্বং তৌ বৃত্তং কুর্ব্বন্তৌ তচ্চরিতভব্যময়নব্যকাব্যস্যাপি তদিবাচরিতবন্তৌ জন্মবৃত্তেন চ জন্মবৃত্তমিব ॥ ১০ ॥

সমনন্তরঞ্চ যদ্বিচিত্রং তস্য চরিত্রং সক্রমতয়া সমবর্ণয়তাম্ ॥ ১১ ॥

সারঙ্গাদেস্তুল্যৌ পরমকুল্যৌ পরমমান্যৌ পরস্পরং কথকতাং বাচকতাং কথঙ্কথিকতাং প্রচ্ছকতামপি মুহুঃ সম্প্রথয্য সংশয়বিলয়াদিনা বিস্তীর্য্য ব্রজলীলাং কিম্ভূতাং সর্ব্বশর্ম্মশীলাং সর্ব্বাণি শর্ম্মাণি সুখানি শীলং স্বভাবো যস্যাস্তাম্ ॥ ৯ ॥

তৌ বিশিনষ্টি—তত্র চেত্যাদিগদ্যেন। তৌ কিম্ভূতৌ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পিতৃপৈতামহং বৃত্তং বৃত্তান্তং পূর্ব্বং বৃত্তং জীবিকাং অধীতং বা কুর্ব্বন্তৌ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরিতং ভব্যং শুভং তন্ময়ং যন্নব্যকাব্যং তস্যাপি বৃত্তং তদিব বৃত্তমিবাচরিতবন্তৌ, তত্র দৃষ্টান্তঃ জন্মনো বৃত্তেন অতীতত্বেন জন্মনো বৃত্তং ব্যবহারমিবেতি ॥ ১০ ॥

সমনন্তরমিত্যাদিগদ্যং সুগমং। সক্রমতয়া সুপারিপাটীতয়া ॥ ১১ ॥

আদেশ লক্ষ্য করিয়া একাগ্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক উভয়েই কথার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রকটিত করিল। তন্ত্রী সংযুক্ত গীতযন্ত্র সারাঙ্গ প্রভৃতির মত উভয়েই মহামাননীয়। উভয়েই পরস্পর সংশয় নিরাসাদি দ্বারা বাচকতা এবং প্রশ্ন-কারকতা বারংবার বিস্তার করিয়া ব্রজলীলা প্রকাশ করে। ইহারা যে ব্রজলীলা প্রকাশ করে, তাহার স্বভাবই এইরূপ যে, তাহাতে সকল প্রকার সুখ সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

তন্মধ্যে উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের পিতা এবং পিতামহের পূর্ব্বঘটনা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত বা অধ্যয়ন করিত। পরে জন্ম বৃত্তান্ত অতীত হইলেও লোকে যেরূপ জন্মের ঘটনা ব্যবহার করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা দুইজনে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্ররূপ মঙ্গলময় নবীন কার্য্য অতীত হইলেও তাহার ঘটনা যেন ব্যবহার করিয়াছিল ॥ ১০ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের যাহা বিচিত্র চরিত্র উভয়ে তাহা পারিপাটী রূপে বর্ণন করিয়াছিল ॥ ১১ ॥

তচ্চেত্থমুত্তরকথা-প্রথনার্থমনুস্মর্য্যতে ॥ ১২ ॥

অহো! যেন খলু পূতনা পূতনারী বভূব শকটঃ স কট-বল্লযুতয়া পতনমবাপ। তৃণাবর্ত্তস্তৃণাবর্ত্তবদ্বিঘটিতাঙ্গতাং গতবান্। অর্জ্জুনযুগলং চার্জ্জুনবৎ কৃতমনুগ্রহং জগ্রাহ। তত্র বৎসকস্তদ্বৎসকঃ বকস্তু বক এব।

ব্যোমশ্চ ব্যোমবদেব ভবিতুং যুক্তঃ ॥ ১৩ ॥

আস্তামপীদং। তদিদং তু তত্রাতিচিত্রং। যদহো! অঘোঽপ্যনঘ আসীৎ। কালীয়শ্চ মুক্তকঞ্চুক ইব জীবন্নেব নির্ম্মুক্ততয়াভিধীয়তে ইতি ॥ ১৪ ॥

অধুনা ক্রমেণ তচ্চরিত্রং বর্ণয়তঃ উত্তরকথা গোলোকপ্রবেশস্তৎপ্রথনার্থং বিস্তারার্থং ॥ ১২ ॥

তচ্চ অহো ইত্যাদিগদ্যেন বর্ণয়তি। যেন পূতনা পাপিনী রাক্ষসী পূতা চাসৌ নারী অর্থাৎ ধাত্রীচেতি তাদৃশী বভূব, যেন স শকটঃ কটবৎ তৃণাসন ইব ঘূর্ণয়া বিকৃতবৎ বিঘটিতমঙ্গং যস্য তদ্ভাবতাং। অর্জ্জুনযুগ্মং যমলার্জ্জুনৌ অর্জ্জুনবৎ কৃতং অর্জ্জুনে পাণ্ডুপুত্রে কৃতমনুগ্রহং যথা। বৎসকঃ বৎসাসুরঃ সকস্তদ্বৎ গোবৎসবৎ ক্ষুদ্রবদিত্যর্থঃ। বকাসুরস্তু বকঃ পক্ষিবিশেষস্তেন তুচ্ছ এব ব্যোমাসুরশ্চ ব্যোমবদেব শূন্যমিব অর্থান্মৃতো ভবিতুং যুক্তঃ ॥ ১৩ ॥

অপিচ তদ্বর্ণয়তি—আস্তামিত্যাদিগদ্যেন। অঘোঽপি অঘাসুরোঽপি অনঘঃ অতিপবিত্রং তস্য সাযুজ্যমুক্তিবর্ণনাৎ। কালীয়শ্চ জীবন্নেব নির্ম্মুক্ততয়া নিঃশেষেণ যো মুক্তো ভক্তিসম্বলিতত্বং তদ্ভাবতয়া জীবন্মুক্তঃ কথিতঃ ॥ ১৪ ॥

এক্ষণে উত্তর বা পর কথা, অর্থাৎ গোলোক প্রবেশ, বিস্তার করিবার জন্য, এইরূপে সেই কৃষ্ণচরিত্র অনুস্মরণ করা যাইতেছে ॥ ১২ ॥

আহা! যাঁহার কৃপায় পাপিণী পূতনা রাক্ষসী পবিত্র নারী অর্থাৎ ধাত্রী হইয়াছিল, শকটাসুর তৃণ নির্ম্মিত আসনের মত লঘু ভাবে পতিত হইয়াছিল, তৃণাবর্ত্ত অসুরের অঙ্গ তৃণ রাশির মত বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল; যিনি পার্থ অর্জ্জুনের মত যমলার্জ্জুন দুই অসুরকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আবার বৎসাসুর গোবৎসের মত ক্ষুদ্র হইয়াছিল, বকাসুর বক পক্ষীর মত তুচ্ছ হইয়াছিল; সুতরাং ব্যোমাসুরের ব্যোমের মত অর্থাৎ শূন্যের মত মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়া উচিত ॥ ১৩ ॥

ইহাদের কথা এক্ষণে স্থগিত থাকুক ইহাও কিন্তু অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার।

তদেবমপি পরমবীর্য্যশালী শালীনতা (ক) বশম্বদতয়া নিজজ্যায়সি যশঃ সম্বলয়ন্ ধেনুকপ্রলম্বৌ তৎপ্রতাপানল-জ্বালায়াং লম্বমানৌ যচ্চকার তেন লব্ধমধুরাচারতাপ্রচারশ্চায়ং নশ্চেতসি বিকারসারমাসাদয়তি ॥ ১৫ ॥

অহো ! নিজজনেষু সৌহৃদ্যহৃদ্যতাং তস্য পশ্য। যঃ খলু তানবন্ দবহুতাশনমপি নিজাশনমাচচার ॥ ১৬ ॥

অথাধুনা শ্রীবলদেবস্য তচ্চরিতং বর্ণয়ত স্তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। বলদেবস্য শালীনতা শ্লাঘাবিশিষ্টতা তয়া যা বশম্বদতা অধীনতা তয়া নিজজ্যায়সি বলদেবে যশঃ সংবলয়ন্ প্রচারয়ন্ পরমবীর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণঃ ধেনুকপ্রলম্বৌ তস্য বলদেবস্য প্রতাপানলজ্বালায়াং প্রতাপাগ্নিশিখায়াং লম্বমানৌ সংলগ্নৌ যচ্চকার তেন লব্ধো মধুরাচারতাপ্রচারঃ সোঽয়ং নোঽস্মাকং চেতসি বিকারসারং বিকারপ্রাবল্যং আসাদয়তি প্রাপয়তি ॥ ১৫ ॥

পুনস্তস্য প্রেমাধীনতাং বর্ণয়ত—অহো ইতিগদ্যেন। সৌহৃদ্যহৃদ্যতাং সৌহৃদ্যেন সখ্যতয়া যা হৃদ্যতা প্রিয়তা তাং অবন্ রক্ষন্ অবরক্ষণে ধাতুঃ। নিজাশনং নিজভোগ্যং। অন্যৎ সুগমম্ ॥১৬

আহা! সেই অঘাসুরও অনঘ অর্থাৎ অত্যন্ত পবিত্র হইয়াছিল। কঞ্চুক (খোলোস) মুক্ত সর্পের মত কালিয় সর্পও জীবিতাবস্থাতেই ভক্তি সম্বলিত ভাব ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

অতএব এইরূপ ঘটিলেও পরম বীর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণ, নিজের জ্যেষ্ঠ বলরাম আত্মশ্লাঘা বিশেষের অধীনতা বহন করাতে তাঁহার উপরে কীর্ত্তি প্রচার করিয়া এবং সেই বলদেবের প্রতাপ রূপ অগ্নির শিখা মধ্যে ধেনুক এবং প্রলম্ব এই দুই অসুরকে সংলগ্ন করিয়া যে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণ যে মধুর আচরণ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রচারে আমাদের হৃদয়ে প্রবল ভাবে বিকারের আবির্ভাব হইতেছে ॥ ১৫ ॥

আহা! আত্মীয় জনগণের উপর শ্রীকৃষ্ণের যে সখ্য এবং প্রেম আছে, তাহা দর্শন কর। যিনি ঐ প্রেমের অধীন হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দাবানল নামক হুতাশনকেও নিজে ভোজন করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

(ক) স্যাদধৃষ্টেতু শালীন ইত্যমরঃ। অাঃ।

বর্ষগণনয়া পৌগণ্ডোঽপ্যবিকলাঙ্গতয়া বামভুজং গিরিচ্ছত্রং পরি প্রচণ্ডদণ্ডং চকার। হংহো! তস্য বহলকুতূহলতামপি কলয়। যোঽয়ং কুদর্শনতাং প্রাপ্তমপি সুদর্শনং সুদর্শনমেব নির্ম্মিতবান্। শঙ্খচূড়নাম্নঃ খল্বস্য মণিচূড়তা ন যুক্তা স্যাদিতীব যক্ষতয়া বিত্তস্য যক্ষবিত্তস্য (ক) তস্য শঙ্খমাত্রাবশেষতয়াচূড়ামণিমপজহার। অরিষ্টং রিষ্টং চকার। কেশিনঃ প্রত্যয়মাকৃষ্য তদর্থেন চাত্মনি কৃতার্থতাং প্রকৃষ্য (খ) কেশবতাং নির্দ্দেশয়ামাস॥ ১৭ ॥

পুনস্তস্য তচ্চরিতং কথয়তঃ—বর্ষগণনয়েত্যাদি গদ্যেন। বর্ষগণনয়া পৌগণ্ডাবস্থোঽপি অবিকলাঙ্গতয়া শ্রমাদিরাহিত্যেন গিরির্গোবর্দ্ধনঃ স এব ছত্রং ছত্রবৎ জলাদিনিবারকঃ তং পরি লক্ষীকৃত্য বামভুজং তস্য প্রচণ্ডদণ্ডং চকার। তস্য কৃষ্ণস্য বহলকুতূহলতাং প্রচুরকৌতূহলং কলয় পশ্য। কুদর্শনতাং সর্পতাং সুদর্শনো গন্ধর্ব্বঃ সুদর্শনং তৎ স্বরূপমেব। হোরিকালীলায়াং শঙ্খচূড়স্য পরাজয়ং কথয়তঃ যক্ষতয়া বিত্তস্য খ্যাতস্য যক্ষবিত্তস্যাতিকদর্য্যস্য শঙ্খমাত্রাবশেষতয়া শঙ্খো ললাটাস্থি তন্মাত্রমবশেষো যত্র তদ্ভাবতয়া। অরিষ্টং বৃষভাসুরং রিষ্টমভাবং শূন্যং অর্থান্মৃত্যুগ্রস্তং চকার। কেশিনঃ প্রত্যয়মাকৃষ্যেতি কেশশব্দাৎ বিশিষ্টার্থে ইন্ প্রত্যয়ঃ। তমাকৃষ্টকেশবিশিষ্টতামাচ্ছিদ্য তদর্থেন কেশবিশিষ্টতয়াচ কৃতার্থতাং কৃতোঽর্থঃ প্রয়োজনমস্য তদ্ভাবতাং প্রকৃষ্য আত্মসাৎকৃত্য আত্মনি কেশবতাং কেশিনামানমসুরং বধিতবান্ ইতি যৌগিকার্থং নির্দ্দেশয়ামাস বোধিতবান্॥১৭॥

যদিচ শ্রীকৃষ্ণ বর্ষ গণনানুসারে পৌগণ্ড অর্থাৎ দশমবর্ষের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি শ্রম ঘর্ম্মাদি না থাকাতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ছত্রের মত জলাতপাদির নিবারক দেখিয়া আপনার বাম হস্তকে সেই ছত্রের প্রচণ্ড দণ্ডস্বরূপ করিয়াছিলেন। তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর কৌতূহল অবলোকন কর। কারণ, এই শ্রীকৃষ্ণ সর্পযোনি প্রাপ্ত সুদর্শন নামক গন্ধর্ব্বকে সুদর্শন বা তাহার স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হোরী লীলা কালে এই শঙ্খচূড় নামক অসুরের চূড়াতে মণি থাকা উপযুক্ত নহে, এই বিবেচনা করিয়াই যেন (যিনি যক্ষ নামে বিখ্যাত অতি কদর্য্য) সেই শঙ্খচূড়ের, শঙ্খ অর্থাৎ ললাটের অস্থি মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া

(ক) যক্ষবিত্তস্য ইতি মাণ্ডপুস্তকে নাস্তি।

(খ) প্রত্যয়ং জ্ঞানং। পক্ষে মত্বর্থীয় য প্রত্যয়ঃ। আঃ।

কিঞ্চ—

যা জন্মশ্রীরজনি গদিতা যা চ কৌমারশোভা
যা পৌগণ্ডদ্যুতিরঘরিপোর্যা চ কৈশোরলক্ষ্মীঃ।
একা সা সা হৃদয়মহরন্নস্তদা দ্রাগিদানীং
সংহত্যামূস্তদথ বলবল্লোভতঃ ক্ষোভয়ন্তি ॥ ১৮ ॥

অথ তস্য সর্ব্বসামপি লীলানাং মনোহরত্বং কথয়তঃ—কিঞ্চেত্যাদিনা। অঘরিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যা জন্মশ্রীঃ জন্মলীলাসম্পৎ অজনি জাতা, যা চ কৌমার-শোভা, গদিতা যা চ কৈশোরশোভা গদিতা একৈব সা সা মনোহরত্বেন নোঽস্মকং হৃদয়ং তদা দ্রাক্ ঝটিতি অহরৎ তা অমূরিদানীং সংহত্য মিলিত্বা তৎ হৃদয়ং বলবল্লোভতঃ ক্ষোভয়ন্তি অস্থিরং কুর্ব্বন্তি ॥ ১৮ ॥

চূড়ামণি অপহরণ করিয়াছিলেন। অরিষ্ট অর্থাৎ বৃষভাসুরকে রিষ্ট বা মৃত্যুর অধীন করিয়াছিলেন 'কেশো বিদ্যতে অস্য' (কেশ আছে যাহার) এই বাক্যে কেশ শব্দের উত্তর বিশিষ্টার্থে ইন্ প্রত্যয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ সেই কেশী অসুরের প্রত্যয়, অর্থাৎ কেশ বিশিষ্টতা রূপ অর্থ আকর্ষণ করিয়া এবং সেই কেশ বিশিষ্টতা অর্থ দ্বারা তাহার যে কৃতার্থতা ঘটিয়াছে, তাহা আত্মসাৎ করিয়া আপনাতে কেশ-বশতা, (অর্থাৎ তিনি কেশি নামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন) এইরূপ যৌগিক অর্থ প্রচারিত করিয়া জানাইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

অপিচ শ্রীকৃষ্ণের যে জন্ম-লীলারূপ শোভা ঘটিয়াছিল। তাঁহার যেরূপ কৌমার-শোভা কথিত হইয়াছে, এবং তৎপরে তদীয় যেরূপ কৈশোর-শোভা বর্ণিত হইরাছে; সেই সেই একই শোভা মনোহর ভাবে তৎকালে আশু আমাদিগের মন হরণ করিয়াছিল। এক্ষণে সেই সমস্ত শোভা একত্র মিলিত হইয়া আমাদের সেই অন্তঃকরণকে লোভ দেখাইয়া প্রবল ভাবে অস্থির করিতেছে ॥ ১৮ ॥

পিত্রোর্ব্বাৎসল্যমাদিস্থিতবয়সি মুকুন্দস্য পৌগণ্ডভাবে
সখ্যং তেষাং বহূনাং কিমপি মৃগদৃশাং নব্যতারুণ্যলক্ষ্ম্যাম্।
স্মারং স্মারং মনো নশ্চলতি ন পুরতঃ কিন্তু তত্রাথ ভূয়ঃ
সম্ভূয়াস্তে গৃহান্তর্নিধিমিব বণিজঃ সুষ্ঠু দূরং প্রয়াতু ইতি ॥১৯॥

তদেবমপি তত্তুলয়া তৎপোষার্থমুদ্যমান্তরং কুর্ব্বন্তঃ পরামৃশামঃ। যদ্যপি তত্র তত্র মোহনতাধুর্য্যং তন্মাধুর্য্যং তৌ সূতসুতৌ যথাযোগং ব্যঞ্জিতবন্তৌ। তথাপি "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে" ইতি রীত্যা ব্রজসতৃষ্ণেন

তথাপি বৈশিষ্ট্যং কথয়তঃ —পিত্রোরিতি। মুকুন্দস্য আদিস্থিতবয়সি পিত্রোর্যৎ বাৎসল্যং লালনাদি পৌগণ্ডাবস্থায়াং তেষাং বহূনাং যৎ সখ্যং নব্যতারুণ্যলক্ষ্ম্যাং নবকৈশোরসভায়াং যদ্বা নব্যতারুণ্যা লক্ষ্মীঃ শোভা যাসাং তাসাং মৃগদৃশাং শ্রীরাধাদীনাং কিমপি অতিরহস্যত্বাৎ মধুরভাবরূপং যৎ তত্তৎ স্মারং স্মারং স্মৃত্বা স্মৃত্বা নোঽস্মাকং মনশ্চলতি ন পুরতস্তদগ্রলীলায়াং দূরং প্রয়াত্বিত্যাদি অথ চিত্তে ভূয়ঃ সংভূয় মিলিত্বা আস্তে যথা বণিজঃ গৃহান্তঃ গৃহমধ্যে নিধিঃ সুষ্ঠু আস্তে ॥ ১৯ ॥

অথ গ্রন্থকার স্তত্র সঙ্গতিং দর্শয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। তত্তুলয়া মনোহরত্বেন তৎপোষার্থং বাৎসল্যাদীনাং পুষ্ট্যর্থং উদ্যমান্তরং বিচ্ছেদবর্ণনং কুর্ব্বন্তঃ। লক্ষণে শতৃপ্রত্যয়ঃ। কর্ত্তুং পরামৃশামঃ যদ্যপি তত্র তত্র মোহনতাধুর্য্যং মোহনতাভারবাহকং তন্মাধুর্য্যং ব্যঞ্জিতবন্তৌ প্রকাশয়ামাসতুঃ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বয়সে মাতা পিতার যেরূপ বাৎসল্য বা লালন পালনাদি হইয়াছিল পৌগণ্ডাবস্থায় তাঁহাদের সকলের যেরূপ সখ্য ঘটিয়াছিল; এবং নবীন কৈশোর শোভা আবির্ভূত হইলে মৃগনয়না শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ললনাদিগের যেরূপ অনির্ব্বাচ্য মধুর ভাব ঘটিয়াছিল; সেই সকল বিষয় বারংবার স্মরণ করিয়া আমাদের মন অগ্রগামী হইতে পারিতেছেনা। এক্ষণে ঐ মন লীলাতে দূরে গমন করুক। যেরূপ বণিকের গৃহ মধ্যে উত্তমরূপে নিধি অবস্থান করে, সেইরূপ সেই সকল বিষয় একত্র মিলিত হইয়া আমাদের মনোমধ্যে অবস্থান করিতেছে ॥ ১৯ ॥

অতএব এইরূপ হইলেও, তাঁহারা মনোহর ভাব থাকাতে বাৎসল্যাদিভাবের পরিপুষ্টির জন্য, আমরা বিচ্ছেদ বর্ণন করিতে পরামর্শ করিতেছি। যদ্যপি সেই সূত পুত্রদ্বয় তত্তৎ বিষয়ে মোহনতার ভার বাহক শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যথাবিধি প্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণেন ভক্তদুঃখভারনিঃসারবিশারদস্য শ্রীনারদস্য সম্বাদমনু তস্য যদুনিগমগমনং (ক) পুনর্ব্রজাগমনং গোলোকধামসঙ্গমনমপি সমাসাদ্বর্ণিতবন্তৌ ॥ ২০ ॥

তত্তৎ সর্ব্বং বর্ণ্যমানমবকর্ণ্য দিনান্তরে লব্ধান্তরে পূর্ব্ববদেব পূর্ব্বাহ্লে শ্রীকৃষ্ণসনাথসভাভাসমানঃ শ্রীব্রজনাথপ্রধানঃ সব্রজজনস্তদ্গমনাদিকস্য ব্যাসং তাবেব পপ্রচ্ছ ॥ ২১ ॥

তথাপীত্যাদি ব্রজে কৃষ্ণয়া সহ বর্ত্তমানো বজমতৃষ্ণ স্তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ শ্রীনারদস্য সংবাদমনু লক্ষীকৃত্য তস্য যদুপুরগমনাদিকং সমাসাৎ সংক্ষেপাদ্বর্ণিতবন্তৌ, শ্রীনারদস্য কিম্ভূতস্য ভক্তানাং যো দুঃখভারো দুঃখাতিশয় স্তস্য নিঃসারে দূরীকরণে বিশারদো নিপুণঃ তস্য ॥ ২০ ॥

তত্তৎ সর্ব্বমিতিগদ্যেন পুনস্তদ্ব্যাখ্যাতি—তত্তদিতি। শ্রীকৃষ্ণসনাথসভাভাসমান ইতি যুবরাজত্বেন শ্রীকৃষ্ণঃ সমানো নাথো যত্র, সা চাসৌ সভা চেতি তস্যাং ভাসমানঃ তদ্গমনাদিকস্য ব্যাসং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যদুপুরগমনাদিকস্য বিস্তারং, তাবেবেতি মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠাবেব অন্যৎ সুগমম্ ॥ ২১ ॥

করিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি "বিপ্রলম্ভ বা বিচ্ছেদ ব্যতীত কখন সম্ভোগসুখ পরিপুষ্ট হইতে পারে না" এইরূপ রীতি থাকাতে ঐ মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ ব্রজাভিলাষী শ্রীকৃষ্ণের সহিত, ভক্তগণের দুঃখ ভার মোচনে একান্ত নিপুণ, দেবর্ষি নারদের সংবাদ লক্ষ্য করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের যদুপুরে গমন, পুনর্ব্বার ব্রজে আগমন এবং গোলোক ধামে গমন, ইহা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছিল ॥ ২০ ॥

এইরূপে উভয়ে যখন বর্ণন করিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া অন্যদিনে অবসর বুঝিয়া অবিকল পূর্ব্বের মত পূর্ব্বাহ্লে শ্রীকৃষ্ণবিরাজিত সভায় দীপ্যমান, শ্রীব্রজরাজ প্রমুখ ব্রজবাসী জনগণ, মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠের নিকট শ্রীকৃষ্ণের যদুপুরে গমনাদির কথা বিস্তার করিয়া কীর্ত্তন করার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

(ক) পুনর্ব্রজাগমনমিতি আনন্দপুস্তকে নাস্তি

যতঃ—

(ক) যদপ্যন্তঃপীড়া প্রততনিজদুঃখ-শ্রবণত-
স্তথাবদ্ভাতা স্যাত্তদপি মনুজাস্তন্ন জহতি।
ব্রণং শুষ্কীভাবং গতমপি নিজং তে স্মৃততয়া
বলাৎ পীড়ং পীড়ং নিবিড়মনুভূতং বিদধতি ॥ ২২ ॥

অথবা—

চিরাদ্বন্ধৌ লব্ধেঽপ্যসুখমভিতো যাতি ন তদা
গৃহীত্বা তৎকণ্ঠং ন যদি বিনয়েত্তৎপ্রিয়তমঃ।
সদা শালীনস্তু স্বয়মিদমকুর্ব্বন্ ব্রজজন-
স্তথা কৃষ্ণ স্তাভ্যাং সদসি কথকাভ্যাগকথয়ৎ ॥ ২৩ ॥

ননু মহাদুঃখহেতোস্তস্য বিস্তরেণ শ্রবণে কথং তেষাং পৃচ্ছা জাতা তত্র সদৃষ্টান্তমাহ—যদিতি। যদ্যপি প্রততনিজদুঃখশ্রবণতঃ অন্তঃ পীড়া তাদৃগ্দুঃখং যদাভূৎ তথাবদ্ভাতা দীপ্তা স্যাৎ, তদপি তথাপি তে মনুজাস্তৎ তাদৃগ্দুঃখশ্রবণং ন জহতি ন ত্যজন্তি যথা নিজং ব্রণং শুষ্কীভাবং গতমপি বলাৎ স্মৃততয়া তে নিবিড়ং পীড়ং পীড়ং যথাস্যাৎ তথানুভূতং বিদধতি অনুভবং কুর্ব্বন্তি ॥ ২২ ॥

পুনর্দৃষ্টান্তরেণ তৎ সাধয়তি অথবেত্যাধিনা। চিরাৎ বহুদিনদূরপ্রবাসাৎ বন্ধৌ লব্ধেঽপি সতি তদা অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেন তদসুখং ন যাতি তদেব দর্শয়তি—স প্রিয়তমঃ তৎকণ্ঠং গৃহীত্বা তৎ অসুখং ন বিনয়েৎ ন বিস্মরেৎ। এবমপি সদা শালীনোঽধৃষ্টঃ নম্রো ব্রজজনঃ স্বয়মিদং বর্ণনং অকুর্ব্বন্ তথা কৃষ্ণোঽপি সদসি তাভ্যাং কথকাভ্যাং অকথয়ৎ শ্রাবয়ামাস ॥ ২৩ ॥

যেরূপ নিজের ব্রণ শুষ্ক হইয়া যাইলে ও মানবেরা তাহাকে স্মরণ করিয়া প্রবলভাবে অত্যন্ত মনঃপীড়া প্রাপ্ত হয়, এ বিষয় নিবিড় ভাবেই অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ বিস্তারিত নিজ দুঃখ শ্রবণ করিলে, যদ্যপি মনের কষ্ট সেইরূপেই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে বটে, তথাপি ব্রজবাসী জনগণ, আপন আপন দুঃখ বার্ত্তা শ্রবণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই ॥ ২২ ॥

অথবা বহু দিবস প্রবাসে বাস করিবার পর বন্ধুকে লাভ করিলেও তৎকালে সর্ব্বতোভাবে সেই অসুখ দূর হয় না। সেই প্রিয়তম তাহার কণ্ঠ ধরিয়া সেই

(ক) প্রতত স্থলে প্রতনেতি বৃন্দাবনগৌরানন্দপাঠঃ

অথ পৃষ্টৌ চ তৌ সুখদুঃখস্পৃষ্টৌ শ্রীরামচন্দ্রসভায়াং কুশ-লবাবিবাস্যাং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-সভায়াং প্রতুষ্টুবাতে। তত্র প্রথমতঃ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সমুৎকণ্ঠতয়া বভাষে ॥ ২৪ ॥

মঙ্গলাচরণম্।

তত্র চ ;—

গীর্দ্দেবীমনুয়ামঃ, সকলশ্রুতিসারভাগবতরূপাম্।
যদ্রসসিদ্ধান্তাভ্যাং, নবমপি কাব্যং প্রমাণতাং যাতি ॥২৫॥

প্রশ্নান্তরং, তয়োঃ কথনপ্রকারমাহ অথেত্যাদিগদ্যেন। সুখদুঃখস্পৃষ্টাবিতি শ্রীকৃষ্ণলীলায়াঃ স্বভাবেন সদা সুখময়ত্বাৎ, সুখেন বিরহস্য বর্ণনসময়ে মনঃকষ্টজনকত্বাৎ দুঃখেন চ সংসক্তৌ প্রতুষ্টুবাতে প্রস্তুতবন্তৌ। অন্যৎ সুগমম্ ॥ ২৩ ॥

অথ তত্র কথনে বিঘ্নাভাবার্থং শ্রীভাগবতরূপাং বাগ্দেবীমাশ্রয়ন্তে গীর্দ্দেবীতি। সকলশ্রুতিসারেতি "সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে" ইতি দ্বাদশস্কন্ধাৎ। যদ্রসসিদ্ধান্তাভ্যামিতি যস্যাঃ রস আস্বাদ্যোঽর্থঃ সিদ্ধান্তো বস্তুতাৎপর্য্যবিষয়ার্থাবধারণং তাভ্যাং উপলক্ষণে তৃতীয়া। অন্যৎ সুগমম্ ॥ ২৫ ॥

অসুখ ভুলিতে পারে না। এইরূপ সর্ব্বদা নম্র ব্রজবাসী লোক, স্বয়ং ইহা বর্ণন করে নাই। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও সভামধ্যে সেই দুইজন কথকদ্বারা শ্রবণ করাইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

অনন্তর ব্রজবাসী লোক সকল যখন তাহাদের দুই জনকে কৃষ্ণলীলা বলিতে অনুরোধ করিল, তখন উভয়েই সুখে এবং দুঃখে আক্রান্ত হইল। কৃষ্ণলীলা স্বাভাবিক সুখদায়িনী, অথচ বিরহবর্ণনকালে মনের কষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতেই এককালে সুখ দুঃখে মগ্ন হইয়াছিল। যেরূপ শ্রীরামচন্দ্রের সভায় কুশ এবং লব রামচরিত্র গান করিয়াছিল, সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উভয় কথক লীলা বর্ণন করিতে উপক্রম করে। অনন্তর প্রথমে স্নিগ্ধকণ্ঠ উৎকণ্ঠিত-ভাবে বলিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

তন্মধ্যে প্রথমে মঙ্গলাচরণ হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যে শ্রীমদ্ভাগবত সকল বেদান্তের সারভাগ। অতএব সকল বেদের

অথ পূর্ব্বচম্পূমনুস্মৃত্য কথা ;—॥ ২৬ ॥

দিনং দিনং চৈবমনন্দি স ব্রজঃ
কৃষ্ণেন কৃষ্ণঃ স ভৃশং ব্রজেন চ।
সিতাখ্যপক্ষঃ সিতকান্তিনা যথা
সিতাখ্যপক্ষেণ যথা সিতদ্যুতিঃ ॥ ২৭ ॥

তদেবমপি ;—

কৃষ্ণায়াসীত্তস্য তৃষ্ণা সমন্তা-
তৃষ্ণায়ৈ বা কৃষ্ণ ইত্যত্র ভেদঃ।
নাভূদিত্থং পুরুষং স্বপ্রকৃত্যা
যুক্তং বিজ্ঞাস্তত্র দৃষ্টান্তয়ন্তি ॥ ২৮ ॥

চম্পূদ্বয়মপ্যেকার্থকং নতু ভিন্নার্থকং তদেব বোধয়িতুমাহ—অথেতি স্বল্পগদ্যেন ॥ ২৬ ॥

তত্র পূর্ব্বচম্প্বাঃ ফলিতং নির্দ্দিশতি—দিনমিতি। স ব্রজঃ "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতিবৎ" ব্রজস্থজনঃ কৃষ্ণেন হেতুনা অনন্দি হৃষ্টবান্, স কৃষ্ণোঽপি ব্রজেন চ ভৃশমতিশয়মনন্দি উভয়ো নিগতাশ্রয়াশ্রয়িসম্বন্ধাৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ শুক্লপক্ষশ্চন্দ্রেণ চন্দ্রঃ শুক্লপক্ষেণ যথেতি ॥ ২৭ ॥

তাদৃশত্বেন তয়োরভেদং সদৃষ্টান্তমাহ—কৃষ্ণায়েতি। তস্য ব্রজস্য কৃষ্ণায় কৃষ্ণং সন্তোষয়িতুং তৃষ্ণা মনোরথ আসীৎ। কৃষ্ণশ্চ তস্য তৃষ্ণায়ৈ তৃষ্ণাং পূরয়িতুং বা আসীৎ বাশব্দঃ প্রসিদ্ধার্থঃ। ইতি হেতোরত্র ইত্থং ভেদো নাভূৎ। তত্র বিজ্ঞা ইত্থমভেদাংশে স্বপ্রকৃত্যা বুদ্ধ্যাদিভির্যুক্তং পুরুষং জীবং দৃষ্টান্তয়ন্তি দৃষ্টান্তরূপেণ বর্ণয়ন্তি ॥ ২৮ ॥

সার ভাগবতরূপা বাগ্‌দেবীর আমরা অনুসরণ করি। যে বাগ্‌দেবীর আস্বাদ্য বিষয় ভাগবত রসও সিদ্ধান্তদ্বারা নবীন কাব্যাকারে পরিণত, অর্থাৎ এই চম্পূরূপে প্রকাশ পাইয়াছে সেই এই নবীন কাব্যও মূলানুগামী বলিয়া প্রামাণিক হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

অনন্তর পূর্ব্বচম্পূ অনুস্মরণ করিয়া কথার উপক্রম করা যাইতেছে ॥ ২৬ ॥

যেরূপ শুক্লপক্ষে শীতরশ্মি চন্দ্র হৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং শীতরশ্মি দ্বারা শুক্লপক্ষ হৃষ্ট হইয়া থাকে ; সেইরূপ সেই ব্রজবাসী লোক দিন দিন শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আহ্লাদিত হইয়াছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণও ব্রজবাসী লোকগণের নিমিত্ত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

অতএব এইরূপ হইলেও ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যেরূপ

পিপাসূনাং নীরং ক্ষুদুদয়বতামন্নমভিতঃ
প্রতপ্তানাং শীতং হিমজড়হৃদাং তপ্তিনিকরঃ ।
যথা তদ্বৎ কৃষ্ণঃ সমজনি যদা গোকুলভুবাং
তদা বৈয়গ্র্যং স প্রতিজনসুখায় প্রতিগতঃ ॥ ২৯ ॥
তাতস্তদ্‌ভ্রাতৃবর্গস্তদখিলভগিনীভর্ত্তৃজামাতৃমুখ্যা
মাতা মাতুঃ পিতুশ্চ স্বসৃমুখমহিলাস্তদ্বদন্যে চ যে যে ।
সর্ব্বেষামেব তেষাং যুগপদপি বসন্নন্তরে বাসয়ংশ্চ
স্বান্তস্তান্ বাসুদেবশ্রুতিভণিতমিব ব্যঞ্জয়ামাস কৃষ্ণঃ ॥৩০॥

এবংভূতানাং গোকুলভুবাং সুখানি সম্পাদয়িতুং কৃষ্ণঃ চঞ্চলতাং যাতি তদাহ—পিপাসূনামিতি। তপ্তিনিকর ইত্যত্র "অঙ্কতিরঙ্ক্ষুধা তুরগ্নিশ্চেতিবৎ" তপধূপসন্তাপে ইত্যস্মাৎ তিঙ্‌প্রত্যয়েন তপ্তিরগ্নি স্তস্য নিকরঃ সমূহঃ যথা পিপাস্বাদীনাং নীরাদি তদ্বৎ যদা গোকুলভুবাং কৃষ্ণঃ সমজনি তদা তদীয়ানাং প্রতিজনানাং সুখায় স কৃষ্ণো বৈয়গ্র্যং প্রতিগতঃ ॥ ২৯ ॥

তস্য তেষাঞ্চ প্রকারান্তরেণাপৃথক্ত্বং ব্যঞ্জয়তি—তাতেতি। তদ্‌ভ্রাতৃবর্গ ইতি পিতৃব্যাদিঃ পিতৃস্বসৃপতিঃ তেষাং জামাতা চ এবং মাতা মাতামহ স্তস্য ভগিন্যাদিস্ত্রিয়শ্চ তদ্বদন্যে ব্রজস্থা যে যে তেষাং সর্ব্বেষা অন্তরে যুগপৎ একদাপি স্বয়ং বসন্ স্বান্তঃ স্বঙ্গদি তান্ বাসয়ন্ বাসুদেবশ্রুতি-ভণিতং বাসুদেব এবেদং সর্ব্বমিত্যাদ্যুপনিষৎ তদেব ব্যঞ্জয়ামাস ॥ ৩০ ॥

বাসনা হইয়াছিল, এবং সেই ব্রজবাসী লোকের চারিদিকে মনোরথ পূরণ করিতে শ্রীকৃষ্ণও বিদ্যমান ছিলেন। এই কারণে এই বিষয়ে কোনরূপ প্রভেদ ঘটে নাই। এই কারণে পণ্ডিতেরা অভেদাংশে পুরুষকে বা জীবকে স্বীয় প্রকৃতি বা বুদ্ধি তত্ত্বাদি দ্বারা যুক্ত বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

যেরূপ পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে জল তৃপ্তি সাধন, ক্ষুধার্ত্ত মানবগণের পক্ষে অন্ন তৃপ্তি সাধন, সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত জীবগণের পক্ষে হিমই তৃপ্তি সাধন; এবং শীতার্ত্ত-হৃদয় ব্যক্তিগণের পক্ষে তাপরাশি যেরূপ সুখকর হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ গোকুলবাসী মানবগণের পক্ষে সেইরূপে সুখকর হইয়াছিলেন ও এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় লোকগণের সুখের নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

পিতা এবং পিতার ভ্রাতৃগণ, ভগিনী, ভগিনীপতি, জামাতা প্রভৃতি আত্মীয়-গণ, মাতা ও মাতৃস্বসা এবং পিতৃস্বসা প্রভৃতি রমণীগণ, এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য

স্থরপতিমণিমানিতাঙ্গলক্ষ্মীঃ
শরদিজসারসসারহারিনেত্রঃ।
নিখিলমতিগতিঃ কথং ন স স্যাৎ-
পিতৃজননীসুখমাধুরীধুরীণঃ॥ ৩১॥

ধ্যানে কূর্ম্মবদীক্ষণে শকলিবদ্‌ঘ্রাণগ্রহে ধেনুবৎ-
স্পর্শে পক্ষিবদস্য পোষণপরৌ শশ্বদ্ব্রজেশাবমূ।
নিত্যং নিত্যমুদঞ্চদুৎকলিকিকামাশাং চিরাদ্বর্দ্ধিতাং
কৈশোরে প্রতিপদ্য সুষ্ঠু ফলিতাং জাড্যং মুদা জগ্মতুঃ॥৩২॥

অধুনা তস্য বাৎসল্যরসৈকপাত্রয়োর্মাতাপিত্রোঃ সুখদায়িত্বং নির্দ্দিশতি—স্থরপতীতি। স কৃষ্ণঃ কথং পিতৃজননীসুখমাধুরীধুরীণো ন স্যাদিত্যন্বয়ঃ। সুখমেব মাধুরী মাধুর্য্যং তস্যা ধুরীণো বাহকঃ, স কথম্ভূতঃ স্থরপতিমণিমানিতাঙ্গলক্ষ্মীঃ ইন্দ্রনীলমণিনা মানিতা স্বস্য শোভা-জয়িত্বেন পূজিতা অঙ্গানাং লক্ষ্মীঃ শোভা যস্য সঃ, শরদিজসারসসারহারিনেত্রঃ সারদপদ্মস্য যঃ সারঃ শ্রেষ্ঠতা তং হর্ত্তুং শীলং যয়োরেবম্ভূতে নেত্রে যস্য সঃ। নিখিলমতিগতিঃ নিখিলানাং জনানাং মতৌ বুদ্ধৌ গতিঃ সঞ্চারো যস্য অন্তর্যামিত্বাৎ সঃ॥ ৩১॥

তয়োর্ব্বাৎসল্যং ব্যঞ্জয়তি—ধ্যানে ইতি। অমূ ব্রজেশৌ শশ্বৎ সদা অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পোষণ-পরৌ সন্তৌ মুদা হর্ষেণ জাড্যং জগ্মতুরিত্যন্বয়ঃ। পোষণপরত্বং দৃষ্টান্তৈর্ব্যঞ্জয়তি—ধ্যানে ইত্যাদি-শকলি মৎস্যঃ তথাচ "দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি

ব্রজবাসী যে সমস্ত লোক আছে, সেই সমস্ত লোকেরই অন্তঃকরণ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এককালে বাস করিয়া, এবং স্বকীয় হৃদয়ে তাহাদিগকে বাস করাইয়া, "এই দৃশ্য-মান সমস্ত জগতই বাসুদেব" এই বাসুদেবশ্রুতির বাক্যের মত তিনি একত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন॥ ৩০॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ কেনই বা পিতা মাতার সুখরূপ মাধুরী বহন করিবেন না; কারণ ইন্দ্রনীলমণি ইঁহার অঙ্গশোভার কাছে পরাস্ত হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শোভাকে পূজা করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের নেত্র যুগল এমন সুন্দর যে, শরৎ কালের পদ্মের যে সারভাগ আছে, তাহাকেও জয় করিয়া থাকে। অধিক কি? স্বয়ং অন্তর্যামী বলিয়া নিখিল লোকের বুদ্ধিতে তাঁহার সঞ্চার হইয়া থাকে॥৩১॥

এই ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে পালন করিয়া আনন্দ ভরে

সদ্‌ভ্রাতৃতাং স্বমনু তস্য সমীক্ষ্য রামঃ
ফুল্লাঙ্গতাং প্রতিদিনং গতবান্ যথা তু ।
শেষপ্রমাণতনুতাং তনুয়াদসৌ কিং
দিষ্টক্রমাদিতি জনা মতিমিষ্টবন্তঃ ॥ ৩৩ ॥

পদ্মজে"তি বচনাৎ । কথং জাড্যং জগ্মতু স্তত্রাহ—নিত্যং নিত্যমুদঞ্চতী উৎকলিকা উৎকণ্ঠৈব তরঙ্গং যত্র এবম্ভূতাং চিরাদ্বর্দ্ধিতামাশামাকাঙ্ক্ষাং প্রতিপদ্য তত্রাপি কৈশোরে সুষ্ঠু ফলিতাং তামাশাং, প্রতিপদ্যেতি বাৎসল্যসীমা দর্শিতা ॥ ৩২ ॥

তস্মিন্ শ্রীরামস্য ভাবং ব্যঞ্জয়তি—সদিতি । রামঃ স্বং নিজং অনু লক্ষীকৃত্য তস্য সদ্‌ভ্রাতৃতাং সমীক্ষ্য প্রতিদিনং যথা যথাবৎ ফুল্লাঙ্গতাং গতবান্ । জনা স্তত্রৈবমনুমন্যন্তে ইত্যাহ—অসৌ রামো দিষ্টক্রমাৎ প্রেমসৌভাগ্যাৎ কিং শেষপ্রমাণতনুতাং অনন্তমূর্ত্তিং তস্য শয্যাদিরূপেণ তনুয়াৎ প্রকটয়েদিতি মতিং বুদ্ধিং প্রাপ্ত ইষ্টবন্তঃ ইচ্ছামকুর্ব্বন্ ॥ ৩৩ ॥

জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জড়তা পাইবার কারণ এই, তাঁহারা দুইজনে যে চিরবর্দ্ধিত আশা বা আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই আশাতে নিত্য নিত্য উৎকণ্ঠারূপ তরঙ্গ উত্থিত হইত। তাহার মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর অবস্থায় ঐ আশা ভাল করিয়া ফলিত হইয়াছিল। অতএব নন্দ এবং যশোদা ধ্যান কালে কৃষ্ণকে কূর্ম্মের মত, দেখিবার সময় মৎস্যের মত নির্ণিমেষ, ঘ্রাণ করিবার কালে ধেনুর মত, এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিবার সময় বিহঙ্গের মত হইতেন ॥ ৩২ ॥

বলরাম আপনাকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ আপনার উপরে শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট ভ্রাতৃভাব দর্শন করিয়া প্রত্যহ যেরূপ প্রফুল্ল-চিত্ত হইতেন, তাহাতে লোক সকল ঐ বিষয়ে এইরূপ বিবেচনা করিত যে বলরাম প্রেম সৌভাগ্য বশতঃ কি শ্রীকৃষ্ণের শয্যাদিরূপে অনন্তমূর্ত্তি বিস্তার করিবেন, এই বুদ্ধিতে তাহারা এইরূপ ইচ্ছাই করিয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

মুখ্যঃ প্রাণস্তদ্বিভেদাশ্চ যদ্বৎ
কৃষ্ণস্তদ্বৎ শ্রীলদামাদয়শ্চ।
একাত্মানঃ শশ্বদুদ্দিশ্য চৈকং
কার্য্যং যত্তে যান্তি তত্তদ্বিহারম্॥ ৩৪॥

যেষাং সেব্যঃ সমজনি স হরিঃ সেবকানাং নিজানাং
তেষাং প্রাণপ্রতিকৃতিরভবদ্দেহসাদৃশ্যভাজাম্।
সাহায্যং তং প্রতি তমপি বিনা তে ন তিষ্ঠন্তি সোঽপি
ন্যস্থাত্তত্র স্বমিতি বুধমতা তেষু দৃষ্টান্ততেয়ম্॥ ৩৫॥

সখ্যভাবেঽপি তস্য তেষাঞ্চাপৃথক্ত্বং ব্যনক্তি—মুখ্যেতি। মুখ্যঃ প্রাণো জীবঃ যদ্বৎ তদ্বিভেদাঃ প্রাণাপাণাদয়ঃ পঞ্চ যদ্বৎ কৃষ্ণ স্তদ্বৎ অংশী শ্রীলদামাদয় স্তদ্বৎ অংশা অধীনাঃ। অতএব একাত্মনঃ যদ্যস্মাৎ তে একং কার্য্যং শ্রীকৃষ্ণপ্রীণনমুদ্দিশ্য তত্তদ্বিহারং সখ্যযোগ্যব্যবহারং যান্তি॥ ৩৪॥

অধুনা তস্য দাসানাঞ্চ ভাবং ব্যনক্তি—যেষামিতি। স হরির্যেষাং নিজানাং সেবকানাং সেব্যোঽজনি জাতঃ স্বস্য দেহসাদৃশ্যভাজাং তেষাং প্রাণপ্রতিকৃতিঃ প্রাণপ্রতিমূর্ত্তিরভবৎ। তদেব কার্য্যেণ বোধয়তি—তে তং প্রতি সাহায্যং বিনা তমপি বিনাচ ন তিষ্ঠন্তি তাঃ। স হরিরপি তত্র তেষু স্বমাত্মানং ন্যস্থাৎ ন্যস্তবান্ তেষ্বিয়ং দৃষ্টান্ততা ইতি বুধমতা বিজ্ঞানাং সম্মতা॥ ৩৫॥

যেরূপ জীবের মুখ্যই প্রাণ, কিন্তু প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পাঁচটি জীব স্বরূপ প্রাণের অংশ মাত্র; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ মুখ্য বা অংশী, এবং শ্রীদামাদি বয়স্যগণ তাঁহার অংশ বা অধীন। অতএব যখন তাহারা সকলেই একাত্মা, এই হেতু তাহারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উদ্দেশ্য করিয়া বন্ধুতার যোগ্য ব্যবহার করিত॥ ৩৪॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ যে সকল নিজ সেবকগণের সেব্য হইয়াছিলেন, তিনি স্বকীয় দেহ-সাদৃশ্য-প্রাপ্ত সেবকগণের প্রাণ প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছিলেন। কারণ, তাহারা তাঁহার প্রতি সাহায্য ব্যতীত এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে কখনও থাকিতে পারিত না, এবং সেই কৃষ্ণ ও তাহাদের উপরে আপনাকে ন্যস্ত করিয়াছিনেল। তাহাদের উপর এইরূপ দৃষ্টান্ত পণ্ডিতগণের সম্মত জানিবে॥ ৩৫॥

বৎসগোষ্ঠবিপিনাদি চেদ্ভজেদ্ ঘ্রাণতর্পণমঘারিসৌরভম্।
তর্হি তত্র ধবলাবলির্ভবেদ্রাগজাগরধরা ন চান্যদা ॥ ৩৬ ॥
শ্রদ্দধ্যান্ন জগদ্যদস্য তু গুণৈর্ব্বন্যাশ্চ তে প্রাণিনঃ
সন্তি দ্রাগনুগাঃ পরস্পরমপি প্রীণন্তি যদ্দ্বেষিণঃ।
যদ্যেবং স্বয়মেব সোঽপি ভগবান্ শ্রীযুক্তবৈয়াসকিঃ
শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যবজ্রলিপিভির্নিষ্টঙ্কয়েন্নাগ্রতঃ ॥ ৩৭ ॥

৩৬ অথ বৎসাদীনাং সৌভাগ্যমাহ—বৎসেতি। চেদ্যথা ঘ্রাণতর্পণং অঘারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সৌরভং সুগন্ধিতা বৎসগোষ্ঠবিপিনাদি ভজেৎ ব্যাপ্নোতি তর্হি তদা তত্র দ্রাক্ ঝটিতি ধবলাবলি বৃষশ্রেণী অজাগরধরা জাগরং ধ্রিয়তে জাগরধরা ন জাগরধরা অজাগরধরা তৎসৌরভসেবনেন নিদ্রান্বিতা ভবেৎ। নচ অন্যদা অন্যসময়ে তদা জাগরিতা তিষ্ঠেদিতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

৩৭ শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধাং কো ন কুর্য্যাদিত্যাহ—শ্রদ্দধ্যাদিতি যদ্যস্মাদস্য তু কৃষ্ণস্যৈব গুণৈ বন্যা বনভবা স্তে মৃগপক্ষ্যাদয়ঃ প্রাণিনো দ্রাক্ শীঘ্রং অনুগাঃ সন্তি যৎ দ্বেষিণোঽহি নকুলাদয়ঃ পরস্পরং প্রীণন্তি অতো জগত্তৎ ন শ্রদ্দধ্যাদপিতু শ্রদ্দধ্যাদেব। যদ্যেবং তদা স্বয়মেব সোঽপি ভগবান্ 'উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি" লক্ষণাক্রান্তঃ শ্রীবৈয়াসকিঃ শ্রীশুকঃ শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যবজ্রলিপিভিঃ শ্রীভাগবতনাম্নী যা বজ্রলিপিঃ বজ্রবদতি দৃঢ়ানি লিখনানি তৈ নিষ্টঙ্কয়েৎ নিরূপণং কুর্য্যাৎ তথাচ যত্র নিসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ মৃগাদয় ইত্যাদি নাগ্রতঃ নতু শ্রীকৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবাৎ পূর্ব্বত্র ॥ ৩৭ ॥

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকারী শ্রীকৃষ্ণের গাত্র সৌরভ যদি বৎস, গোষ্ঠ এবং বন প্রভৃতি সকল স্থান ব্যাপ্ত করে, তাহা হইলে তৎকালে বৃষ বা ধেনু-শ্রেণী সেই সৌরভ সেবা করিয়া নিদ্রান্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যকালে তাহারা জাগিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এই শ্রীকৃষ্ণেরই সকল প্রকার গুণে বশীভূত হইয়া বনজাত পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবগণ শীঘ্র অনুগমন করিয়া থাকে এবং অহি নকুল প্রভৃতি বিদ্বেষী জন্তুগণও পরস্পর প্রীত হইয়া থাকে; তখন এই জগৎ তাঁহার উপরে কি শ্রদ্ধা করিবেন না। বলিতে হইবে, অবশ্যই শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। যদি এইরূপ ঘটিল, তাহা হইলে স্বয়ং সেই ভগবান্ ব্যাসনন্দন শ্রীযুক্ত শুকদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত নামক বজ্রলিপি (দৃঢ়তর লেখন) দ্বারা নিরূপণ,

তত্তদ্‌যদ্যপি শর্ম্মজাতমভবদ্‌গোষ্ঠে তথাপ্যচ্যুত-
দ্বেষায় প্রহিতান্মুহুর্নিজভটাৎ কংসেন ভীরুত্থিতা।
তস্মাদত্র ন তর্হি শান্তিরজনীত্যুন্নীয় লীলামিমাং
চিত্তং ধূতভয়ামিহানবরতং নির্ব্বক্তুমন্বিচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥

অথ তদ্দুঃখং স্মরন্তং ব্রজেশ্বরং প্রতি সান্ত্বনং সমাপনমাহ স্ম—॥ ৩৯ ॥

গোষ্ঠে দুঃখাগদঙ্কারঃ কুলালঙ্কার এষ তে
সর্ব্বাং শঙ্কাং পুনর্ধুন্বন্নর্ব্বাগঙ্কাগতস্তব ॥ ইতি ॥ ৪০ ॥

তদেবং গোষ্ঠতৎস্থজনানাং মহিমানং নিরূপ্য তত্র কংসকৃততাপবিদ্রবাদিভিরস্বাস্থ্যতাং নির্দ্দিশতি তত্তদিতি। যদ্যপি গোষ্ঠে তত্তৎ শর্ম্মজাতং সুখসমূহোঽভবৎ তথাপি মুহুরচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বেষায় কংসেন প্রহিতাৎ নিয়োজিতাৎ পূতনাদেঃ ভীর্ভয়মুত্থিতা তস্মাত্তর্হি তদা অত্র গোষ্ঠে শান্তিঃ স্বাস্থ্যং নাজনি ন জাতা ইত্যুন্নীয় বিবুধ্য ইহ গোষ্ঠে ধূতভয়াং ধূতং খণ্ডিতং ভয়ং যস্যা স্তামিমাং লীলাং অনবরতং সততং নির্ব্বক্তুং চিত্তমন্বিচ্ছতি অনুক্রমেণেচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥

অথেতি গদ্যং সুগমম্‌ ॥ ৩৯ ॥

সান্ত্বনপ্রকারং বর্ণয়তি—গোষ্ঠ ইতি। কংসকৃতভয়েন যং প্রতি ভবতোঽস্বাস্থ্যং জাতং সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সর্ব্বাং শঙ্কাং ধুন্বন্‌ খণ্ডয়ন্‌ পুনরর্ব্বাক্‌ অধুনা তব অঙ্কগতঃ ক্রোড়মাগত ইতি ॥ ৪০ ॥

করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে নিরূপণ করিতে পারেন নাই ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে গোষ্ঠ এবং গোকুলবাসী লোকগণের মহিমা বলিয়া এক্ষণে কংসকৃত উপতাপ এবং উপদ্রবাদি দ্বারা তাহাদের অসুখ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যদ্যপি গোকুল মধ্যে তত্তৎ সুখ রাশি ঘটিয়াছিল সত্য, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের উপর দ্বেষ করিবার জন্য কংসাসুর প্রেরিত পূতনাদি হইতে বারংবার ভয় উত্থিত হইয়াছিল। এই কারণে তৎকালে এই গোষ্ঠ মধ্যে শান্তি উৎপন্ন হয় নাই। ইহা বুঝিতে পারিয়া এই গোষ্ঠে অন্তঃকরণ কেবল অবিরত ভয়নাশিনী এই কৃষ্ণলীলা নির্ব্বাচন করিতে ক্রমান্বয়ে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ যখন সেই দুঃখ স্মরণ করেন, তখন স্নিগ্ধকণ্ঠ তাঁহার প্রতি সান্ত্বনাবাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

কংস ভয় দেখাইলে যাঁহার জন্য আপনার মনের কষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে

তদেবং শ্রীব্রজেশ্বর-সভান্তঃ প্রাতঃকথা কথিতা। যস্যাং সব্যবধানদেশে নিবেশেন শ্রীব্রজেশ্বর্য্যাদয়ঃ শ্রীরাধাদয়শ্চ প্রতিনিজকর্ণমভ্যর্ণিতবর্ণবর্ণং চক্রুঃ ॥ ৪১ ॥

অথ পূর্ব্ববদেকান্তে কান্তে বিরাজমানশ্রীকান্তে শ্রীরাধিকা-নিশান্তে নিশান্তস্তৎকথাশেষঃ সংশ্লেষমবাপ ॥ ৪২ ॥

সমাপনপ্রকারং নির্দ্দিশতি—তদেবমিতিগদ্যেন। ব্যবধানেন পুংলোকাদৃশ্যরূপেণ সহ বর্ত্তমানঃ সব্যবধানঃ স চাসৌ দেশশ্চেতি তস্মিন্ অভ্যর্ণিতবর্ণবর্ণং অভ্যর্ণিতং সমীপং প্রাপ্তং বর্ণোঽক্ষরং তস্য বর্ণঃ কথা বোধো বা যত্র, তৎপ্রতি নিজকর্ণং চক্রুরিত্যৎ সুগমম্ ॥ ৪১ ॥

অধুনা মধুররসপাত্রাণাং মহিমানং বক্তুং প্রকরণমারভতে—অথেত্যাদিগদ্যেন। একান্তে নির্জ্জনে কান্তে কমনীয়ে বিরাজমানঃ শ্রীকান্তো যত্র তস্মিন্ নিশান্তং গৃহং তস্মিন্ নিশায়ারাত্রেঃ অন্তঃ শেষে তৎকথাশেষঃ অবশিষ্টমধুররসঃ সংশ্লেষং সংলগ্নতাং অবাপ প্রাপ্তঃ ॥ ৪২ ॥

গোকুলে দুঃখরোগের চিকিৎসক, এবং আপনার কুলতিলক সেই এই শ্রীকৃষ্ণ, সকল প্রকার ভয় খণ্ডন করিয়া পুনরায় আপনার ক্রোড়দেশে আগমন করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

অতএব এইরূপে ব্রজরাজের সভামধ্যে প্রাতঃকালে কথা কথিত হইয়াছিল। তাহাতে, যে স্থানে পুরুষ লোক দেখা যায় না; এইরূপ দূরবর্ত্তী স্থানে উপবেশন করিয়া শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি নারীগণ, এবং শ্রীমতী রাধিকা প্রভৃতি গোপীগণ প্রত্যেকেই নিকটস্থিত বাক্যাক্ষরের বর্ণ বা কথা জ্ঞান, নিজ নিজ কর্ণগোচর করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

অনন্তর অবিকল পূর্ব্বের মত, নির্জন অথচ মনোহর শ্রীরাধিকার গৃহে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান হইলে, রজনীর অবসান হইলে, সেই কথার শেষভাগ বা অবশিষ্ট মধুররস সংলগ্ন হইয়াছিল ॥ ৪২ ॥

যত্র চ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—

স্বয়ং লক্ষ্মীরপ্যচ্যুতহৃদি গতাপ্যন্যবপুষা
তপস্তপ্ত্বা যং ক্বাপ্যলভত ন রাসাদিমহসি।
তমেতং গোবিন্দং বশিতমনুবিন্দন্ ব্রজরমা-
গণঃ শর্ম্মাবিন্দৎ কিয়দিতি কথং কঃ কথয়তু ॥ ৪৩ ॥

প্রসাদং যং স্বপ্নেঽপ্যলভত ন লক্ষ্মীরপি হরে-
স্তমেতং শ্রীগোপ্যঃ সমদধত রাসাদিমহসি।
অহো ! যস্যা ভাগ্যং স্পৃহিতমপি তাভির্ন কলিতং
কিমস্যা রাধায়াঃ কবয়তু কবিস্তন্ময়সুখম্ ॥ ইতি ॥ ৪৪ ॥

আসাং সৌভাগ্যং পরমব্যোমনাথপত্ন্যা মহালক্ষ্ম্যা অধিকমিতি নির্দ্দিশতি—স্বয়মিত্যাদিদ্বয়েন। স্বয়ং লক্ষ্মী তপ তপ্ত্বা অন্যবপুষা স্বর্ণরেখারূপেণ অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য হৃদি গতাপি রাসাদিমহসি যং ক্বাপি নালভত ইত্যন্বয়ঃ। ব্রজরমাগণ স্তমেতং গোবিন্দং বশিতং স্ববশাগন্নং অনুবিন্দন্ অনু সহার্থে একদা শর্ম্ম সুখমবিন্দৎ লব্ধবান্ তৎ শর্ম্ম কিয়ৎ কিংপরিমাণমিতি কঃ কবিঃ কথং কথয়তু আনন্দান্ন কথনযোগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তত্রাপি শ্রীরাধায়াঃ সৌভাগ্যং বিরলচরমিতি বিকচয়তি—প্রসাদমিতি। লক্ষ্মীঃ স্বপ্নেঽপি হরের্যং প্রসাদং সঙ্গমাদিসুখং নালভত তমেতং প্রসাদং রাসাদিমহসি শ্রীগোপ্যঃ সমদধত, সম্যক্ধৃতবত্যঃ। কিন্তু অহো আশ্চর্য্যে, যস্যা ভাগ্যং তাভি গোপীভিঃ স্পৃহিতং কামিতমপি ন কলিতং ন প্রাপ্তং অস্যা রাধায়া স্তন্ময়সুখং কৃষ্ণবশীকারময়ং সুখং কবিঃ কিং কবয়তু কথয়েৎ। বেদাগমাদীনাম-গোচরত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

এই বিষয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিয়াছিল। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও, তপস্যা করত স্বর্ণ রেখারূপে, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বাসিনী হইলেও, যিনি রাস ও দোল যাত্রা প্রভৃতির উৎসব, কুত্রাপি লাভ করিতে পারেন নাই, ব্রজবাসিনী ললনাগণ সেই গোবিন্দকে স্বয়ং বশীভূত জানিয়া এককালে যেরূপ সুখ লাভ করিয়াছিল সেই সুখ যে কত, তাহা কবি কি প্রকারে বর্ণন করিবে ॥ ৪৩ ॥

ইহার মধ্যে রাধিকার সৌভাগ্য আরও অধিক। দেখুন, কমলাদেবী স্বপ্নেও হরির যে সঙ্গমাদি সুখ লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু শ্রীমতী গোপীগণ রাস এবং দোলযাত্রাদির উৎসবে ঐ সুখ সম্যক্‌রূপে ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু

অথ ক্ষণমুষ্ণীভূয় তূষ্ণীভূয় চ পুনরাহ—তথাপি ভ্রাতর্মধু-কণ্ঠ! তদিদং মুক্তকণ্ঠং পুনরনুবদিতুং শক্তির্ন প্রসক্তীভবতি ॥ ৪৫ ॥

যতঃ ;—

কুলীনানাং শ্লাঘ্যৈর্নিজকুলজ-লোকৈঃ পরিবৃতি-
স্তথার্য্যাণাং রীতির্যদপি কিল তাসামবিচলা।
তথাপ্যুচ্চৈস্তত্তদ্বিচলনকৃতির্ধ্বস্তনিখিলা
মুকুন্দপ্রেমার্ত্তির্মম হৃদি বিমোহং প্রথয়তি ॥ ৪৬ ॥

তদেবং তাসাং শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদেন তাদৃগ্দুঃখং বর্ণয়িতুং স্বসামর্থ্যাভাবং কলয়তি—অথ ক্ষণমিত্যাদিগদ্যেন। অথানন্তরো বিরহস্মরণে তাপোদয়াৎ ক্ষণমুষ্ণীভূয়েতি তেন চ ক্ষণং তূষ্ণীং ভূয় পুনরাহ স্বকথনপ্রকারং নির্দ্দিশন্ তথাপীতি। মুক্তকণ্ঠং নিরর্গলং যথাস্যাত্তথা অনুবদিতুং বিরহস্যানুবাদং কর্ত্তুং অন্যৎ সুগমম্ ॥ ৪৫ ॥

বিরহবর্ণনে স্বদুঃখং নিবেদয়তি—কুলীনানামিতি। যদপি তাসাং কুলীনানাং শ্লাঘ্যৈর্নিজকুলজ-লোকৈঃ পরিবৃতিঃ পরিবেষ্টনং অর্থাৎ দৃঢ়রক্ষণমাসীৎ তথা আর্য্যাণাং সাধ্বীনাং রীতিঃ স্বভাবঃ অবিচলা স্থিরা, তথাপি মুকুন্দপ্রেমার্ত্তিরুচ্চৈরতিশয়েন তস্মাত্তস্মাদ্বিচলনকৃতির্যস্যা স্তথা সতী মম হৃদি বিমোহং প্রথয়তি বিস্তারয়তি, সা কিম্ভূতা ধ্বস্তং নিখিলং যস্যাঃ সা অতএব তাসাং লজ্জাদি ত্যাগঃ সূচিত ইতি ধ্বনিঃ ॥ ৪৬ ॥

আহা! ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়! যে রাধিকার সৌভাগ্য, ঐ সকল গোপীগণ ইচ্ছা করিয়াও লাভ করিতে পারে নাই, সেই রাধিকার তন্ময় সুখ বা কৃষ্ণ-বশীকরণ সুখ, কিরূপে কবি বর্ণন করিতে পারিবে? কারণ, ঐ তন্ময় সুখ বেদ আগমেরও অগোচর ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর বিরহ স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল উষ্ণ হইয়া এবং মৌনী থাকিয়া পুনর্ব্বার স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল। ভ্রাতঃ মধুকণ্ঠ! তথাপি অনর্গল এই বিরহবর্ণন অনুবাদ করিতে আমার শক্তি হইতেছে না ॥ ৪৫ ॥

যদ্যপি সদ্বংশজাত লোকদিগের মধ্যে যাহারা প্রশংসনীয়, এইরূপ নিজবংশীয় লোকগণ ঐ সকল গোপীদিগকে দৃঢ়রূপে রক্ষা করিয়াছিল; এবং যদ্যপি সাধ্বী রমণীগণের স্বভাব স্থির ছিল তথাপি যাহা হইতে সকল পদার্থের ত্যাগ হয় এইরূপ

পুনঃ সাস্রং শ্রীরাধামুখমীক্ষমাণ উবাচ;—॥ ৪৭ ॥

খরাংশোরংশুস্পৃগ্বপুরিব খরাংশোর্ম্মণিততি-
র্ব্বিধোঃ কান্তিস্পর্শিস্থিতিরিব বিধো রত্নবিততিঃ।
মুহুর্জ্বালাং হন্ত! দ্রবমপি বহন্তী যদ্ভব-
ন্মুরারের্দ্দিঙ্মাত্রাদ্ভ্রময়তি তদেষা মম মনঃ॥ ৪৮ ॥

তদেবমেবাবৃত্ত্যা পুনরপি তত্তদ্বিষয়মুবাচ ॥ ৪৯ ॥

তস্য বিরহকার্য্যং বর্ণয়তি—পুনরিতিগদ্যেন। সাস্রং অস্রেণ রোদনজনিতজলেন সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাৎ অন্যৎ সুগমম্ ॥ ৪৭ ॥

তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—খরাংশোরিতি। মুরারের্দৃঙ্মাত্রাৎ জ্ঞানমাত্রাৎ মুহুর্জ্বালাং মুহুর্দ্রবং সরসমপি বহন্তী যদভবৎ তত্তস্মাদেবারাধা মম মনো ভ্রময়তি। জ্বলনে দ্রবীভাবে চ দৃষ্টান্তদ্বয়ং ক্রমেণ বিবৃণোতি খরাংশোঃ সূর্য্যস্য মণিততিঃ সূর্য্যকান্তমণিসমূহঃ খরাংশো সুস্যাংশু কিরণঃ তং স্পৃশতি বপুর্য্যস্যাঃ সা যথা জ্বালাং বহতি বিধোশ্চন্দ্রস্য রত্নবিততি শ্চন্দ্রকান্ত সমূহ স্তস্য বিধোঃ কান্তিস্পর্শিনী স্থিতির্যস্যাঃ সা যথা দ্রবং বহতি ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বাসাং ভাববৈচিত্র্যং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—তদেবমিতিগদ্যেন ॥ ৪৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-জনিত কষ্ট, তত্তৎবিষয় হইতে বিচলিত করিয়া অত্যন্তরূপে আমার হৃদয়ে মোহ উৎপাদন করিতেছে ॥ ৪৬ ॥

পুনরায় সজল নয়নে রাধিকার মুখ দর্শন করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

আহা! যেরূপ সূর্য্যকান্ত মণিগণ নিজদেহে সূর্য্য কিরণ স্পর্শ করিয়া দীপ্তি বহন করে এবং যেরূপ চন্দ্রকান্ত মণিগণ নিজদেহে চন্দ্রকান্তি স্পর্শ করিয়া দ্রবীভাব বহন করে, বা গলিয়া যায়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানমাত্রেই বারংবার জ্বালা এবং বারংবার দ্রব বা সরসভাব বহন করিয়া এই রাধিকা আমার মনকে ঘূর্ণিত করিতেছে ॥ ৪৮ ॥

অতএব এইরূপ প্রকারেই আবৃত্তি করিয়া পুনরায় তত্তৎবিষয় বলিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

যথা ;—

যদা দৃষ্টিং যাতঃ কথমপি হরিস্তাসু স তদা (ক)
পরং স্ফূর্ত্তিভ্রান্তিং রচয়তি পুরাবন্ন তু পরম্
যদা স্পৃষ্টিং প্রাপ্তঃ ক্বচিদপি তদাপি প্রথমব-
দ্ভেদেতদ্বৈয়গ্র্যং মম হৃদয়মুচ্চৈর্দ্দলয়তি ॥ ৫০ ॥

তদেতদ্বৈয়গ্র্যং বৃষরবিসুতায়ামধিগমা-
দ্বিদূরং যদ্গুপ্তং হসতি কিমু বা রোদিতি যদা।
তদা তস্যা হাসে স্ফুরতি নিখিলং হৃষ্যতিতরাং
তথা রোদে গ্লানিং কলয়তিতরাং হা! জগদপি ॥ ৫১ ॥

তদ্বর্ণয়তি—যদেতি। যদা হরিস্তাসু কথমপি দৃষ্টিং দর্শনং যাতঃ তদা স তাসু পুরাবৎ পরং স্ফূর্ত্তিং রচয়তি নতু পরং সাক্ষাৎকারং, যদা ক্বচিদপি স্পৃষ্টিং স্পর্শনং প্রাপ্তঃ স্যাত্তদাপি প্রথমবৎ স্ফূর্ত্তিভ্রান্তিম্ রচয়তি [illegible] লিঙ্গনসুখং তদেতত্তাসাং বৈয়গ্র্যং মম হৃদয়ং উচ্চৈর্দ্দলয়তি বিদারয়তি ॥ ৫০ ॥

রাধায়া ভাববৈচিত্র্যং দৃষ্ট্বা কস্যাঃ সখ্যা ভাবং বর্ণয়তি—তদেতি। তদেতদ্বৈগ্র্যং প্রাপ্য স্থিতায়াং বৃষরবিসুতায়াং রাধায়াং তস্যাধিগমাৎ তস্যা হর্ষোদয়াদ্বিদূরং যদ্গুপ্তং যদা হসতি তস্য স্ফূর্ত্তিভ্রান্ত্যা শোকোদয়াৎ কিমু বা যদা রোদিতি তদা তস্যা হাসে স্ফুরতি সতি নিখিলং বিশ্বং হৃষ্যতিতরাং তথা রোদে রোদনে সতি গ্লানিং কলয়তিতরাং অতিশয়েন গ্লানিং প্রকটয়তি ॥ ৫১ ॥

যথন শ্রীকৃষ্ণ অতি কষ্টে তাহাদের দৃষ্টি গোচর হইতেন, তখন তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বের মত স্ফূর্ত্তি জন্মাইয়া দিতেন, কিন্তু সাক্ষাৎকার করিতেন না ; এবং যখন তিনি কখনও তাহাদের স্পর্শ সুখ অনুভব করিতেন, তখনও তিনি স্ফূর্ত্তি ভ্রম উৎপাদন করিতেন, কিন্তু আলিঙ্গন সুখ উৎপাদন করিতেন না। অতএব ঐ সকল গোপীগণের ব্যাকুলতা আমার হৃদয়কে প্রবল ভাবেই বিদীর্ণ করিতেছে ॥৫০॥

বৃষভানু নন্দিনী রাধিকা যখন ঐরূপ ব্যাকুলতা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেন, তাহা জানিতে পারিয়া কখন অত্যন্ত দূরে গোপনে হাসিত, এবং

(ক) স হরিঃ পুরাবৎ অদর্শনে বাস্তবস্ফূর্ত্তিময়কালবৎ তদাপি পরং বিচারাতীতং যথা-স্যাৎ তথা নতু পরং কেবলং স্ফূর্ত্তিভ্রান্তিং রচয়তি যদা ক্বচিদপি স্পৃষ্টিং প্রাপ্ত স্তদপি প্রথমবৎ স্ফূর্ত্তি ভ্রান্তিং রচয়তীত্যর্থঃ। আনন্দটীকা।

যদা রাসানন্দপ্রভৃতিহরিলীলাঃ স্ববলিতা-
স্তদা গোপ্যঃ সত্যং পরমপরমং শর্ম্ম সময়ুঃ।
পরং যাতায়াতং রচয়দভিতস্তদ্বিরহজং
মহাদুঃখং তাসাং হৃদয়মসকৃন্মর্দ্দয়তি নঃ ॥ ৫২ ॥
প্রিয়াণাং সর্ব্বাসাং পরমুপরি রাধাং প্রণয়বা-
নসাধারণ্যেন স্বহৃদি স পুরা লালয়তি যৎ।
তদেতন্নঃ সর্ব্বং সুখমহহ! হা! নাথ! রমণে-
ত্যদঃ স্তোকশ্লোকঃ পিবতি কিমহং বচ্মি করবৈ ॥ ৫৩ ॥

তাসাং তদ্বিরহজং মহাদুঃখন্তু অস্মান্ বিমর্দ্দয়তীত্যাহ—যদেতি। যদা রাসানন্দপ্রভৃতি হরিলীলা স্তাসাং সম্বন্ধে স্ববলিতা মিলিতাঃ তদা গোপ্যঃ পরমপরমং পরমোত্তমং শর্ম্ম সুখং সত্যং সময়ুঃ সঙ্গতবত্যঃ। অধুনা যাঃ সর্ব্বোত্তমং শর্ম্ম প্রাপ্তা স্তাসাং তদ্বিরহজং মহাদুঃখং অভিতঃ পরং যাতায়াতং একং মহাদুঃখং গতং একমাগতমিত্যেবং রচয়ৎ সৎ নোঽস্মাকং হৃদয়ং অসকৃন্নিরন্তরং মর্দ্দয়তি পীড়য়তি ॥ ৫২ ॥

অধুনা সর্ব্বাভ্যো রাধায়া বিরহঃ পরমদুঃখদঃ সতু মাং বিকলয়তীত্যাহ—প্রিয়াণামিতি। সর্ব্বাসাং প্রিয়াণাং মধ্যে রাধামুপরি উপরিশব্দযোগে ষষ্ঠ্যর্থে দ্বিতীয়া রাধায়া উপরি প্রণয়বানিত্যর্থঃ। যৎ যস্মাৎ পুরা স কৃষ্ণঃ অসাধারণ্যেন বৈশিষ্ট্যেন স্বহৃদি এতাং লালয়তি। অহহেতি খেদে। তস্যা "হা নাথ রমণ শ্রেষ্ঠ! ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজে"তি রাসপ্রসঙ্গীয়—স্তোকঃ স্বল্প

শোকের উদয় হইলে কদাচিৎ যখন রোদন করিত, তখন তাঁহার হাস্য স্ফূর্ত্তি পাইলে, হায়! নিখিল জগৎ অত্যন্ত হৃষ্ট হইত এবং তাঁহাদের রোদনে বিশ্ব সংসার গ্লানি অনুভব করিত ॥ ৫১ ॥

যৎকালে গোপীদিগের রাসকালীন আনন্দ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা সকল উপস্থিত হইত, তৎকালে গোপী সকল সত্যই পরমোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হইত। এক্ষণে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সুখ পাইয়াছিল, তাহাদিগের কৃষ্ণ বিরহ-জনিত মহাদুঃখ চারিদিকে (এক মহাদুঃখ গত হইয়াছে, এবং এক মহাদুঃখ আগমন করিয়াছে) এইরূপ ভাব উৎপাদন করিয়া আমাদের হৃদয় নিরন্তর দলিত করিতেছে ॥ ৫২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমাদের মধ্যে কেবল রাধিকার উপরে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কারণ, তিনি পূর্ব্বে অসাধারণভাবে আপনার হৃদয়ে এই রাধিকাকেই রক্ষা

ইদং স্মারং স্মারং জ্বলতি মম ধীর্য্যদ্ব্রজমৃগী-
দৃশাং লজ্জালূনাং হরিমনুরতির্ব্যক্তিমগমৎ।
তদাস্তাং রাধায়াঃ সবিধমিব তং তৎ স্ফুরণকৃৎ-
(ক) প্রমায়া স্তং দ্রষ্টুং দৃশি কুটিলতা মাং বিদহতি ॥৫৪॥

শ্লোকঃ নোঽস্মাকং তদেতৎ সর্ব্বং সুখং পিবতি অহং কিং বচ্মি কিং বা করবৈ তেন মমোন্মাদাবস্থাপ্রাপ্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

যাঃ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থমেব লজ্জাদিকমত্যজন্ সোঽপি তাস্ত্যক্ত্বা মথুরামাজগামেতি স্মৃত্বা মম চিত্তং ভ্রাম্যতীত্যভিপ্রেত্যাহ—ইদমিতি। লজ্জালূনাং ব্রজমৃগীদৃশাং যৎ হরিমনু লক্ষীকৃত্য রতিঃ প্রীতি-র্ব্যক্তিং প্রকাশমগমৎ। ইদং স্মৃত্বা স্মৃত্বা মম ধীর্ব্বুদ্ধির্জ্বলতি। তদাস্তামেতদপি মহা-পীড়াকৃদিত্যাহ—তস্য কৃষ্ণস্য স্ফুরণকৃৎ পমা বদ্ধির্যস্যা এবম্ভূতায়া রাধায়াঃ সবিধমিব নিকট-মিব তং দ্রষ্টুং দৃশি নেত্রে যা কুটিলতাভূৎ সা স্মৃতা সতী মাং বিদহতি ॥ ৫৪ ॥

করিতেন। হায়! হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হে মহাভুজ! তুমি কোথায় আছ কোথায় আছ, এইরূপ রাস প্রসঙ্গের শ্লোকটী অল্প হইলেও আমাদের এই সমস্ত সুখকেই নষ্ট করিতেছে। অতএব এখন আমি কি বলি এবং কি বা করি, কিছুই স্থির করিতে পারি না ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া লজ্জাবতী ব্রজসুন্দরীগণের প্রেম প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহা বারংবার স্মরণ করিয়া আমার বুদ্ধি জ্বালা অনুভব করিতেছে। এ কথার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাধিকা যখন মনে করিত যে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন রাধিকা কৃষ্ণকে নিকটে দেখিবার জন্য যেরূপ নেত্রের কুটিলতা বা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমি দগ্ধ হইতেছি ॥৫৪॥

(ক) প্রভাবায়াঃ পশ্যন্ দৃশমনজয়ন্ মাং বিদহতি। ইতি গৌরবৃন্দাবনানন্দপাঠঃ

অন্যৎ পশ্যতি কৃষ্ণমন্যবচনে কৃষ্ণং ব্রবীত্যন্যবাক্
শ্রুত্যা কৃষ্ণমহো! শৃণোতি সততং যা গোপসুভ্রূততিঃ।
তস্যাং কিং বত! গোপনং প্রবলতাং যদ্যশ্নুবানা স্ফুটং
রাধায়া জড়তা ন হি প্রবলতাং যায়াদমূদৃশ্যপি ॥ ৫৫ ॥
অথ বল্লবীবল্লভস্যাপি তথা কথা (ক) প্রথনীয়া ॥ ৫৬ ॥
একা শ্রীর্যদ্বশে ভাতি তদ্বশে সুখসন্ততি।
শ্রীকোটীর্ব্বশয়ন্ কৃষ্ণস্তৎকোটিং স্ফুটমর্হতি ॥ ৫৭ ॥

এবম্প্রকারেণাপি রাধায়া বৈশিষ্ট্যং প্রকাশয়তি—অন্যদিতি। অন্যৎ কৃষ্ণাদন্যৎ ভিন্নং বস্তু কর্ম্ম কৃষ্ণং পশ্যতি, অন্য বচনে অন্যস্য কথনে কৃষ্ণং ব্রবীতি, অন্য-বাক্-শ্রুত্যাং অন্যস্য বাচাং শ্রুতিঃ শ্রবণং তস্যাং কৃষ্ণং শৃণোতি। সততমিত্যস্য সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ কার্য্যঃ। এবম্ভূতা যা গোপসুভ্রূততিরাসীৎ। অমূদৃশ্যপি তস্যাং রাধায়াং স্ফুটং জড়তা নহি কিং প্রবলতাং প্রবরতাং যায়াদপি তু যায়াদেব সা কিম্ভূতা যদি যদ্যপি গোপনপ্রবলতাং অশ্নুবানা সেবমানা ভবতি অতো জাড্যেন দর্শনাদীনামভাবাৎ তস্যা বৈশিষ্ট্যমিতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

নন্থ যথা তাসাং কৃষ্ণে রতিরাসীত্তথা কৃষ্ণস্যাসীন্নবা রসস্যৈকনিষ্ঠত্বে বৈরস্যাপাতঃ স্যাদিত্যভিপ্রেত্যাহ—অথেতিগদ্যেন। তথা রতিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

তাসাং সঙ্গেন তস্য সুখপ্রাপ্তিমাহ—একেতি। একা শ্রীরিতি জগল্লক্ষ্মীরূপা শ্রীকোটীরিতি স্বরূপশক্তিরূপা অতঃ সুখলাভেঽপি বৈশিষ্ট্যং স্যাদত আহ—তৎকোটিং সুখসন্ততিকোটিম্ ॥ ৫৭ ॥

আহা! যে সকল গোপাঙ্গনা সর্ব্বদা অন্য পদার্থে কৃষ্ণ দেখিত, অন্যের কথায় কৃষ্ণ বলিত, এবং অন্যের বাক্যশ্রবণে কৃষ্ণকে শ্রবণ করিত এইরূপ সেই রাধিকাতে যে জড়তা আছে, তাহা কি প্রবলতা প্রাপ্ত হইবে না, কারণ, ঐ জড়তা যদি প্রবল গুপ্তভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই ইহা ঘটিবে ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর গোপী-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ প্রেম ব্যক্ত হইয়াছিল বলিতে হইবে ॥ ৫৬ ॥

যাহার বশে একমাত্র শ্রী বা ভুবনলক্ষ্মী শোভা পাইয়া থাকে, তাঁহারই বশে সুখ সমূহ দীপ্তি পায়। অতএব স্বরূপ শক্তিরূপা কোটি কোটি ভুবন লক্ষ্মীদিগকে বশীভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই কোটি কোটি সুখসমূহ প্রকাশ করিতে যোগ্য হইতেছেন ॥ ৫৭ ॥

(ক) তথা কথা প্রথনীয়েতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

তথাপি লীলারসবিশেষবশতয়া তদানীমন্যথা-প্রথয়াপি সন্তঃ সমপশ্যন্ত ॥ ৫৮ ॥

যথা ;—

ম্লানৌ ম্লানিং রুচৌ রোচিঃ প্রেয়সীনামনুব্রজন্।
বীক্ষিতঃ সোঽয়মন্তর্জ্জৈর্বৃত্তীনাং বৃত্তিমানিব ॥ ৫৯ ॥
গাম্ভীর্য্যাম্মুরশত্রোঃ স্ফুটমব্ধেরিব ন ভাতি কার্শ্যাদি।
কিন্তু তদন্বয়িজীবনধরাণাং তেন তচ্চ তর্ক্যেত ॥ ৬০ ॥

ননু তদাকথং কৃষ্ণস্য বিরহবৈক্লব্যং ন শ্রূয়তে তত্রাহ—তথাপীতিপদ্যেন। অন্যথা-প্রথয়াপি দুঃখভানবিস্তারেণাপি সংদদৃশুঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্যথাত্বং প্রপঞ্চয়তি ম্লানাবিতি। সোঽয়ং কৃষ্ণঃ প্রেয়সীনাং ম্লানৌ স্বস্য ম্লানিং তাসাং রুচৌ দীপ্তৌ রোচিঃ প্রকাশং অনুব্রজন্, বৃত্তীনাং বৃত্তিমানিব অন্তর্জ্জৈশ্চিত্তবিদ্ভি-বীক্ষিতঃ যথা বৃত্তিমান্ জনঃ বৃত্তীনাং হানৌ হানিং, বৃদ্ধৌ বৃদ্ধিমনুব্রজন্ বীক্ষিতো ভবতি তদ্বৎ ॥ ৫৯ ॥

ননু যদি কৃষ্ণস্য বিরহবৈক্লব্যং স্যাত্তদা প্রেয়সীনামিব ন কথং কার্শ্যাদি তত্রাহ— গাম্ভীর্য্যাদিতি। যথা অব্ধেঃ সমুদ্রস্য নদ্যাদীনাং জলানাং বৃদ্ধৌ হ্রাসে বা ন, বৃদ্ধির্ন হ্রাসশ্চ। তদন্বয়িজীবনধরাণাং কৃষ্ণে তাদৃশভাববতীনাং তেন বিরহোদ্রেকেণ তচ্চ কার্শ্যাদি তর্ক্যেত অনুমীয়েত ॥ ৬০ ॥

তথাপি তৎকালে পণ্ডিতেরা লীলারস-বিশেষের অধীন হইয়া বিস্তারিত দুঃখ-ভান করিয়াই কেবল দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

যেরূপ হৃদয়জ্ঞ (পর-দুঃখ-কাতর) ব্যক্তিগণ কৃষ্যাদি-জীবিকা-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন করে, অর্থাৎ জীবিকাসমূহের হানি হইলে হানি, এবং জীবিকাসমূহের বৃদ্ধি হইলে বৃদ্ধির অনুসরণকারীকে দর্শন করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকেও সকলে দর্শন করিত যে, তিনি প্রেয়সীদিগের মালিন্যে মলিন হইতেন, এবং তাহাদের স্ফূর্ত্তিতে প্রফুল্ল হইতেন ॥ ৫৯ ॥

যেরূপ নদীর জল বৃদ্ধি হইলে বা জল কমিয়া গেলে সমুদ্রের জল বৃদ্ধি হয় না, বা জল কমিয়া যায় না ; সেই শ্রীকৃষ্ণের গাম্ভীর্য্য হেতু কৃশতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইতে পারিত না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপর যে সকল নারী অনুরাগবতী ছিল,

যদ্যপি তাসাং লাভে হরিণা ন স্বৈরিতা যাতা।
তদপি স্বস্মিন্নভিমতিমাত্রে শশ্বৎকৃতার্থতাং মেনে ॥৬১॥
আস্তাং ব্রজসুভ্রূণামভিসৃতিসঙ্কেতধামমিলনাদি।
স্বৈরস্থিতিরপি তাসামবকলিতা কৃষ্ণমুন্মুদং কুরুতে ॥৬২॥
বলিমুষিতা নিজলক্ষ্মীরিব লব্ধুং তাঃ সদোৎকতাং যাতঃ।
কৃষ্ণশ্চিন্তামণিবত্তাসু চ রাধামচিন্তয়ন্নিতরাম্ ॥ ৬৩ ॥

নমু তাসাং লাভে কৃষ্ণস্য দূত্যাদিপারতন্ত্র্যং ঘটেতৈব তত্রাহ—যদ্যপীতি। স্বৈরিতা স্বাধীনতা ন যাতা, তদপি তথাপি স্বস্মিন্ অভিমতিমাত্রে অস্যা অহং প্রেয়ান্ ইত্যভিমানমাত্রে-কৃতার্থতাং মেনে। তেন কৃতার্থতা মতা অতোঽভিমানস্য পারতন্ত্র্যং নতু স্বস্যেতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

তাসাং প্রেম্না কৃষ্ণস্য বশিত্বং বর্ণয়তি—আস্তামিতি। অভিসারঃ সঙ্কেতধাম কেশব-কুঞ্জাদি তস্মিন্ মিলনাদি। তাসাং স্বৈরস্থিতিরপি অবকলিতা সতী কৃষ্ণমুন্মদং উদ্‌গতা মুৎ হর্ষো যত্র তং কুরুতে ॥ ৬২ ॥

তাসু কৃষ্ণস্য রতিং বর্ণয়তি—বলীতি। কৃষ্ণস্তা লব্ধুং সদা সর্ব্বদা উৎকতাং উৎকণ্ঠিতাং যাতঃ। যথা বলিনা দৈত্যেন মুষিতা আচ্ছিন্না নিজলক্ষ্মী নিজসম্পত্তীর্লব্ধুমিন্দ্রঃ সদোৎকতাং যাতঃ। তত্রাপি তাসু চ মধ্যে চিন্তামণিমিব রাধাং নিতরামচিন্তয়দিতি ॥ ৬৩ ॥

তাহাদের কৃষ্ণ বিরহ উপস্থিত হইলে লোকে ঐ কৃশতা প্রভৃতি অনুমান করিতে পারিত ॥ ৬০ ॥

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল নারীদিগকে লাভ করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি আপনাতে 'আমি ইহার প্রিয়তম' এইরূপ মাত্র অভিমান থাকাতে আপনাকে কৃতার্থ মানিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

ব্রজসুন্দরীগণের অভিসার পথে গমন, কেশব-কুঞ্জ প্রভৃতি সঙ্কেত স্থান এবং সেই স্থানে মিলনাদির কথা দূরে থাক, কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিতেন যে, ঐ সকল রমণী স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহাতেও তিনি অতিমাত্র আহ্লাদিত হইতেন ॥ ৬২ ॥

যেরূপ দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রের নিজ সম্পত্তি সকল হরণ করিয়া লইলে, ঐ সকল সম্পত্তি লাভ করিবার জন্য সুররাজ ইন্দ্র সর্ব্বদা উৎকণ্ঠা প্রাপ্ত হইতেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল নারীদিগকে লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত হইতেন। তাহাদের মধ্যে তিনি চিন্তামণিরত্নের মত শ্রীরাধিকাকে নিরন্তরই চিন্তা করিতেন ॥ ৬৩ ॥

নিমেষঃ কল্পঃ স্যাদপি নয়নপক্ষ্মাচলবর-
স্তথা দৃগ্বার্য্যব্ধির্ব্রজবররমাঃ পশ্যতি হরৌ ।
তদীদৃগ্ ভাবঃ কিং সমচরদমূভ্যস্তমথবা
ততোঽমূরিত্যেবং দ্বয়মপি ন নির্ণীতিময়তে ॥ ৬৪ ॥
কিমেষা স্ফূর্ত্তির্মে ব্যতিমিলনকর্ত্রী বনিতয়া (ক)
তয়া কিম্বা সাক্ষাৎকৃতিরিতি বিবেকাবিদুরধীঃ ।
হরিঃ স্বান্তজ্বালাবলয়িতবপুঃ ক্বাপি বলবৎ-
প্রফুল্লাঙ্গঃ ক্বাপি প্রতিমুহুরুদগ্রং ভ্রমমগাৎ ॥ ৬৫ ॥

তস্য তাসাঞ্চ রতিকাষ্ঠাং দর্শয়তি নিমেষ ইতি। ব্রজরমা হরৌ পশ্যতি সতি তাসাং সঙ্গাভাবেন নিমেষঃ কালঃ কল্পকালপ্রমাণঃ স্যাৎ। নয়নপক্ষ্মাপি অচলবরঃ পর্ব্বতাদপি সুস্থিরঃ স্যাৎ। তথা দৃগ্বার্য্যব্ধিঃ দৃগ্বারীণ্যেব অব্ধিঃ সমুদ্রঃ সমুদ্রবদশ্রুপ্রাচুর্য্যাৎ স্যাৎ। তং কৃষ্ণং প্রতি অমূভ্যঃ সকাশাৎ তৎ কিমীদৃগ্ ভাবঃ সমচরৎ। অথবা ততঃ কৃষ্ণাৎ সকাশাৎ অমূঃ প্রতি ইত্যেবং দ্বয়মপি ন নির্ণীতিং নির্ণয়ময়তে গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি যাবৎ ॥ ৬৪ ॥

তদেব পুনর্দ্দর্শয়তি কিমেষেতি। তয়া বনিতয়া প্রেয়স্যা সহ মে মমৈষা স্ফূর্ত্তিঃ কিং ব্যতিমিলনকর্ত্রী পরস্পরমিলনকারিণী কিম্বা সাক্ষাৎকৃতিরিতি বিবেকে বিবেচনায়াং অবিদুরা অনভিজ্ঞা ধীর্বুদ্ধির্যস্য সঃ। তত্র স্ফূর্ত্তৌ সাক্ষাৎকারে চ ক্রমেণ তস্য ভাবৌ বর্ণয়তি—ক্বাপি স্ফূর্ত্তৌ হরিঃ স্বান্তজ্বালয়া বলয়িতং শ্লিষ্টং বপুর্যস্য সঃ। ক্বাপি সাক্ষাৎকৃতৌ বলবন্তি প্রফুল্লানি অঙ্গানি যস্য সঃ। এবং প্রতিমুহুরুদগ্রং অত্যুচ্চং ভ্রমং ভ্রান্তিমগাৎ ॥ ৬৫ ॥

ব্রজবাসিনী সীমন্তিনীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিলে, তাহাদের এক নিমেষ কাল কল্পকাল পরিমিত হইয়া উঠে, নয়নের পক্ষ্ম বা নেত্রলোম, পর্ব্বত অপেক্ষাও নিশ্চল ; এবং চক্ষের জল সমুদ্রের মত অজস্র পড়িতে থাকে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের জন্য ঐ সকল রমণীগণের এইরূপ ভাব ঘটিয়াছে, অথবা রমণীগণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ভাব হইয়াছে, এই দুই প্রকার ভাবের মধ্যে কোনটীই নির্ণীত হইতে পারে না ॥ ৬৪ ॥

সেই প্রেয়সীর সহিত আমার এইরূপ স্ফূর্ত্তিই কি পরস্পরের মিলন-কারিণী হইয়াছে ? কিংবা সাক্ষাৎকারই পরস্পরের সংযোজক হইয়াছে ? এইরূপ

(ক) বনিতা-জানতাত্যর্থানুরাগায়াঞ্চ যোষিতি। ইতি নানার্থবর্গঃ। আ।

তদেবং দুঃখনিগীর্ণং যথাকথঞ্চন যদ্বর্ণিতং তচ্চান্যদিতোঽপ্যতিতরাং বর্ণয়িতুমভ্যর্ণীক্রিয়তে, তৎ খলু সর্ব্বায়ত্যাং পরমসুখাগত্যাঃ প্রত্যাসত্তয়ে সম্পৎস্যতে, দুর্গমকূপমরুভূভুবামনুপগমনায় দুর্গলঙ্ঘনবৎ ॥ ৬৬ ॥

ননু বিরহে নায়কনায়িকায়াঃ সামাজিকানাঞ্চ দুঃখাধিক্যমেবানুভূয়তে, নতু সুখগন্ধমাত্রং তৎ কথং বিরহো বর্ণিতো বর্ণয়িতব্যশ্চেতি তত্রাহ—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। দুঃখনিগীর্ণং দুঃখসংগ্রস্তং যথাকথঞ্চন যচ্চরিতং বর্ণিতং, যচ্চ ইতোঽপ্যন্যৎ অতিতরামতিশয়েন বর্ণয়িতুমভ্যর্ণীক্রিয়তে অনিকটো নিকটঃ ক্রিয়তে তৎদুঃখবর্ণনং খলু সর্ব্বোত্তরকালে পরমসুখানাং সমৃদ্ধিমৎসম্ভোগানাং যা আগতিঃ প্রাপ্তি স্তস্যাঃ প্রত্যয়নিকটভবনায় সম্পৎস্যতে যথা দুর্গমো দুষ্প্রাপ্যঃ কূপো যত্র সা চাসৌ মরুভূর্জ্জলরহিতভূমিশ্চেতি তস্যাং ভূরুৎপত্তির্যেষাং তেষামনুপগমনায়

বিবেচনা করিতে গিয়া তাঁহার বুদ্ধি পরাস্ত হইল। কারণ কখনও স্ফূর্ত্তি হইলে শ্রীকৃষ্ণের দেহ অন্তর্দাহে অভিভূত হইত, এবং কখন বা সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার সমুদয় অঙ্গ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। এইরূপে প্রতিক্ষণ তিনি ভীষণ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

অতএব এই যে দুঃখপূর্ণ চরিত্র যথাকথঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে, এবং ইহা ভিন্ন যে চরিত্রকে অত্যন্তভাবে বর্ণন করিতে নিকটবর্ত্তী করা যাইতেছে; সেই দুঃখবর্ণনা নিশ্চয়ই সকল কালে পরমসুখ সমূহকে নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য সংঘটিত হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত এই—যে মরুভূমিতে কূপটী পর্য্যন্ত নিতান্ত দুর্ল্লভ, সেই মরুভূমিতে যাহাদের উৎপত্তি হয়, সেই সকল লোক জলবহুল প্রদেশে গমন করিবার জন্য যেরূপ মহা কষ্টকর দুর্লঙ্ঘ্য প্রদেশকেও লঙ্ঘন করিয়া জলবহুল প্রদেশ লাভ করে এবং তাহাতে সুখ পাইয়া থাকে; সেইরূপ ইহাতেও দুঃখের মধ্যে সুখের সম্ভাবনা আছে (ক) ॥ ৬৬ ॥

(ক) করুণাদিবলে যে সুখানুভব তাহাতে সহৃদয় ব্যক্তির অনুভবই প্রমাণ। নচেৎ নিজের দুঃখের জন্য কেহই প্রবৃত্ত হয় না। ইহা স্বীকার না করিলে কারুণ্যপূর্ণ রামায়ণ শাস্ত্র কেবল দুঃখের কারণ হইত। দুঃখবর্ণন শ্রবণে যে সুখ তাহা অতীব প্রচ্ছন্ন, সেই জন্যই করুণাদি রসের অত্যাদর দৃষ্ট হয়। বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত শ্রোতা যখন অভেদবৎ হইয়া যায় তখনিই তাহা অনুভূত হয়। ইহা অনির্ব্বাচ্য এই জন্যই রসাস্বাদকে আলঙ্কারিকগণ ব্রহ্মানন্দানুভবের সহিত সমান করিয়া বর্ণন করেন। (সাহিত্যদর্পণ তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

ন চ বর্ণনায়াং তস্মৈ সম্পৎস্যত ইত্যেব বক্তব্যং। পশ্যত পশ্যত তদেতদ্রাধামাধবনির্ব্বাধব্যতিমিলননির্ব্বর্ণনায়াং সম্প্রত্যপি সম্পদ্যতে। যত এব চ যৎকিঞ্চিত্তদ্বর্ণয়িতুং শক্যতে ॥৬৭॥

তচ্চ বর্ণনং যথা—এবং কৃষ্ণ-কৃষ্ণপ্রেয়াণাং কৃতসম্মোহেন মহাভাবাধিরোহেণ সমং পূর্ণং কৈশোরমপি তূর্ণমায়াতম্ ॥৬৮॥

জলপ্রায়দেশগমনায় দুর্গো দুর্লঙ্ঘ্যদেশ স্তস্য লঙ্ঘনং মহাদুঃখদমপি জলপ্রায়দেশলাভেন সুখ-কৃদ্ভবতীতি ॥ ৬৬ ॥

ননু সর্ব্বাসাং লীলানাং সুখময়ত্বাৎ বর্ণনকালেঽপি পরমসুখাগতিঃ সম্পৎস্যত ইত্যেব নচ বক্তব্যমিত্যাহ নচেত্যাদিগদ্যেন। রাধামাধবয়োর্যৎ ব্যতিমিলনং পরস্পরসঙ্গমস্তস্য যন্নির্ব্বর্ণনং দর্শনং তস্যাং সম্প্রত্যপি কৈশোরাবস্থায়ামপি সা সম্পদ্যতে, যত এব অঙ্কুরোৎপত্তিবৎ যৎকিঞ্চিৎ বর্ণয়িতুং শক্যতে ॥ ৬৭ ॥

অথ পূর্ণকৈশোরাবস্থাগতিং বর্ণয়তি তথাহীত্যাদিগদ্যেন। কৃতঃ সম্মোহো যেন তেন মহাভাবে যোঽধিরোহো বিশেষেণ প্রবেশ স্তেন সমং সহ। অন্যৎ সুগমং ৬৮ ॥

তাহার লীলা বর্ণনা করিলেই সে সুখ ঘটিবে, ইহা বলিতে পারিবে না। দেখ দেখ, এই কৃষ্ণ রাধিকার নির্ব্বিঘ্নে পরস্পর মিলন এবং সেই মিলন দর্শনে এবং সম্প্রতি এই কৈশোর দশাতেও যখন সেই সুখ ঘটিতেছে, তখন অঙ্কুরোৎপত্তির মত যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে পারা যাইবে। বোধ হয়, এইরূপ অবস্থায় বর্ণনা করিলে সুখের সম্ভাবনা আছে, এবং কোন দোষ ঘটিবে না ॥ ৬৭ ॥

দেখুন, এইরূপে মোহকারী মহাভাবে প্রবেশের সহিত শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ-প্রিয়াদিগের পূর্ণ কৈশোর অবস্থা শীঘ্রই উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৬৮ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য যথা—

শ্রীগোপাব্ধিপদুগ্ধসিন্ধুজনিতং সৎকীর্ত্তিশুভ্রং স্ফুরৎ-
কৃষ্ণাভাবলিতং সুদীর্ঘনয়নজ্যোতির্বিধূতাম্বুজম্।
গোপীনেত্রচকোরজীবনরুচিং কামপ্রচারাকরং
কৈশোরামৃতপূর্ণমব্যয়কলং গোবিন্দচন্দ্রং ভজে॥ ৬৯॥

তত্র পূর্ণকৈশোরাবস্থং শ্রীকৃষ্ণং সেবতে শ্রীগোপেতি। অহং গোবিন্দচন্দ্রং ভজে ইত্যন্বয়ঃ ; গোবিন্দে চন্দ্রত্বমারোপিতং অতশ্চন্দ্রধর্ম্মং তত্র নিদ্দির্শতি, শ্রীগোপাব্ধিপো ব্রজরাজঃ স এব দুগ্ধসিন্ধুঃ ক্ষীরসাগর স্তস্মিন্ জনিতং। ক্ষীরসমুদ্রে চন্দ্রস্য জন্ম প্রসিদ্ধঃ। নহু চন্দ্রস্য শুভ্রতা দৃশ্যতে শ্রীকৃষ্ণস্য শ্যামতা অতঃ কথং সাদৃশ্যং তত্রাহ সৎকীর্ত্তিশুভ্রং কবিসম্প্রদায়রীত্যা কীর্ত্তের্যশসঃ শুক্লবর্ণত্বং, প্রতিপন্নত্বাৎ। বস্তুতস্তু স্ফুরন্তী যা কৃষ্ণাভা শ্যামতা তয়া বলিতং মিশ্রিতং, চন্দ্রপক্ষে কৃষ্ণঃ কলঙ্কঃ। পুনঃ কিম্ভূতং সুদীর্ঘনয়নয়োঃ যৎ জ্যোতিঃ প্রকাশ স্তেন বিধৃতং ধিক্কৃতং অম্বুজং যেন তং, চন্দ্রপক্ষে পদ্মমালিন্যকরং, পুনঃ কিম্ভূতং গোপীনাং নেত্রাণ্যেব চকোরা স্তেষাং জীবনং জীবনহেতুঃ রুচিঃ কান্তির্যস্য তং, পক্ষে স্পষ্টং কামপ্রচারাকরং "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং" ইতি বাক্যাৎ যঃ প্রেমা কামস্তস্য যঃ প্রচার স্তস্যাকর উৎপত্তিস্থানং তং, পক্ষে কামসোদ্দীপকত্বাৎ চন্দ্রস্য কামপ্রচারাকরত্বং, যদ্বা মনসশ্চন্দ্রদৈবতত্বাৎ কামস্য চ মনোভবত্বাৎ কামপ্রচারাকরত্বং। পুনঃ কিম্ভূতং কৈশোরমেব অমৃতং সুধা তেন পূর্ণং চন্দ্রস্যামৃতপূর্ণত্বং প্রসিদ্ধং। অব্যয়ানি কলা অংশা শক্ত্যাদয় শ্চতুঃষষ্টিকলা বা যস্য তং অমাকলাপেক্ষয়া চন্দ্রস্যাব্যয়কলত্বং॥ ৬৯॥

তাহার মধ্যে কৃষ্ণের কৈশোর দশা বর্ণিত হইতেছে। আমি কৃষ্ণরূপ চন্দ্রকে ভজনা করি। এক্ষণে চন্দ্রের ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হইতেছে। চন্দ্রের যেরূপ ক্ষীর সমুদ্রে জন্ম হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীব্রজরাজ নন্দরূপ দুগ্ধসিন্ধু হইতে এই চন্দ্রের জন্ম। আকাশের চন্দ্র শুভ্রবর্ণ, এই কৃষ্ণচন্দ্র শ্যামবর্ণ। তথাপি ইহার সামঞ্জস্য আছে, কবি সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, যশ শুক্লবর্ণ, সুতরাং সৎকীর্ত্তি দ্বারা কৃষ্ণচন্দ্র শুভ্রবর্ণ। বস্তুতঃ প্রস্ফুরিত কৃষ্ণবর্ণ প্রভাদ্বারা মিশ্রিত, চন্দ্রপক্ষে-স্ফুরিত কৃষ্ণ বা কলঙ্ক প্রভাদ্বারা আক্রান্ত কৃষ্ণচন্দ্র বিশাল লোচনদ্বয়ের প্রকাশদ্বারা পদ্মকেও তিরস্কার করিয়া থাকেন। অথচ গগনশশী পদ্মের মালিন্য করিয়া থাকে। চন্দ্রকে দেখিতে চকোর পক্ষীদিগের যেরূপ জীবনে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের কান্তি, গোপীদিগের নেত্ররূপ চকোর পক্ষীদিগের জীবন সর্ব্বস্ব। চন্দ্র

তাসাং যথা—

বক্ত্রেন্দুস্ফুটনেত্রকৈরবরুচিঃ পাণ্ডূভবদ্গণ্ডভূ-
র্বক্ষোজন্মসহস্রপত্রমুকুলামন্দা বলিভ্রাজিতা।
নব্যস্তব্যনিতম্ববিম্বপুলিনশ্রীকারিণী শ্রীহরে-
রাভীরী-নবযৌবনস্থিতিরধাজ্জ্যোৎস্নীব নেত্রপ্রথাম্ ॥৭০॥

তাসামপি তথৈব পূর্ণকৈশোরত্বং নির্দ্দিশতি বক্ত্রেত্যাদিনা। আভীরীনবযৌবনস্থিতিঃ শ্রীহরে নেত্রপ্রথামধাদিত্যন্বয়ঃ। বক্ত্রং মুখমেব ইন্দুশ্চন্দ্র স্তেন স্ফুটং প্রফুল্লং যন্নেত্রকৈরবং তস্য রুচিঃ শোভা যত্র সা, পাণ্ডূভবদ্গণ্ডভূঃ অপাণ্ডুঃ পাণ্ডুর্ভবতীতি পাণ্ডূভবন্তী গণ্ডভূর্গণ্ডস্থানং যত্র সা। বক্ষসি জন্ম যয়োরেবম্ভূতে সহস্রপত্রস্য পদ্মস্য মুকুলে কলিকে যত্র সা, পুনঃ কিম্ভূতা অমন্দা প্রশংসার্হা তথা বলিভিঃ ত্রিবলিভি র্ভ্রাজিতা দীপ্তা, পুনঃ কিম্ভূতা নব্যে স্তব্যে যে নিতম্ব-বিম্বে তে এব পুলিনং উচ্চস্থানং তেন শ্রিয়ং শোভাং কর্ত্তুং শীলমস্যাঃ, কথং নেত্রপ্রথাম-ধাত্তত্রাহ জ্যোৎস্নীব জ্যোৎস্নারাত্রি যথা কলাভিঃ পূর্ণা ভবতি তথেত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

যেরূপ কামোদ্দীপক, সেইরূপ কৃষ্ণচন্দ্র, কাম অর্থাৎ প্রেম * প্রচারের আকর। চন্দ্র যেরূপ অমৃত পূর্ণ, সেইরূপ কৃষ্ণও কৈশোর দশারূপ অমৃতদ্বারা পরিপূর্ণ। অমাকলা অপেক্ষা চন্দ্রের সকল কলারই ব্যয় হইয়া থাকে, এই কারণে গগণ চন্দ্র অব্যয়কল অর্থাৎ তাহার কলার ক্ষয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি প্রভৃতি কলা বা অংশ সকল অব্যয় বা স্থির, অথবা তাঁহায় চতুঃষষ্টি কলা অব্যয় ॥ ৬৯ ॥

ঐ সকল নারীদিগের পূর্ণ কৈশোরাবস্থা বর্ণিত হইতেছে। জ্যোৎস্নারাত্রি যেরূপ সকল কলায় পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপ গোপীদিগের নবযৌবনের প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের নেত্র স্ফুরিত হইয়াছিল। গোপীদিগের মুখরূপ চন্দ্রদ্বারা প্রফুল্ল নেত্র-রূপ কৈরব পুষ্পের শোভা হইয়াছিল। পূর্ব্বে উহাদিগের গণ্ডস্থল পাণ্ডুবর্ণ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের পদ্ম কলিকার মত স্তন-যুগল শোভা পাইতেছে। প্রশংসনীয় ত্রিবলিদ্বারা নারীগণ বিরাজিত হইয়াছে। উহাদের নিতম্ববিম্ব নবীন এবং প্রশংসার যোগ্য, অবিকল পুলিন বলিয়া বোধ

* গোপীদিগের কৃষ্ণগত যে কাম তাহাই প্রেম। বাহিরে মায়িকভাবে কামরূপে প্রতীতি হয় মাত্র। ইহাই গোস্বামিসম্মত সিদ্ধান্ত। যথা-প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং। ইত্যুদ্ধবাদয়োহপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥”

তদেবমুভয়েষাং নবযৌবনসাগরপরমানুরাগসুধাকরয়োঃ পরস্পরং ভূরি-পরিপূরিতাকরয়োঃ সর্ব্বত্র প্রচারঃ সঞ্চচার।

সঞ্চরতি চ তস্মিন্ যদেব তাসাং পূর্ব্বং কৃষ্ণকর্ত্তৃকপরিণয়নাপনয়নায় গর্গঃ কিল ব্যঞ্জিতং চকার, তদেব লোকমস্তোক-শঙ্কাসঞ্জিতমাচচার ॥ ৭১ ॥

যদি কৃষ্ণেন সমমাসামঙ্গসঙ্গঃ স্যাত্তদার্ব্বাগেব সর্ব্বমেব গোকুলং তদ্বিরহাকুলং স্যাদিতি ॥ ৭২ ॥

সংপ্রত্যুভয়েষাং পরমানুরাগসুধাকরয়োঃ সর্ব্বত্র প্রচারঃ সঞ্চরিত স্তদাহ তদেবমিতিগদ্যেন। নবযৌবনমেব সাগর স্তস্মিন্ যৌ পরমানুরাগৌ তাবেব সুধাকরৌ তয়োঃ। তয়োঃ প্রচারঃ সর্ব্বত্র সঞ্চচার। তয়োঃ কিম্ভূতয়োঃ পরস্পরং ভূরি-পরিপূরিতাকরয়োঃ ভূরিপরিপূরিতানামর্থাৎ কথামৃতানামা করয়োরুদ্ভবস্থানয়োঃ। সঞ্চরতি তস্মিন্ প্রচারে তাসাং পূর্ব্বং কৃষ্ণ কর্ত্তৃকপরিণয়নাপনয়নায় কৃষ্ণকর্ত্তৃকং যৎ পরিণয়নং বিবাহ স্তস্যাপনয়নায় খণ্ডনায়, কিল বার্ত্তায়াং যদেব গর্গো ব্যঞ্জিতং চকার-তথাচ পূর্ব্বচম্প্বাং "ব্রজরাজ ভবদিচ্ছয়া বয়মেবাগম্যাগম্য চা নয়োদ্বিজাতিসংস্কারান্ করিষ্যামঃ। সাবিত্রসমাবর্ত্তনবিবাহবৃত্তস্তু ন স্বয়মুদ্যমপাণঃ কাযাং কিন্তু সময়জ্ঞৈরসময়জ্ঞৈরস্মাভিরেবেতি" তদেব ব্যঞ্জিতং অস্তোকশঙ্কাসঞ্জিতং লোকমাচচার অস্তোকা বহুলা যাঃ শঙ্কা স্তাভিঃ সঞ্জিতং শঙ্কামিলিতমিত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

পরিণয়ননিষেধে গর্গস্য তাৎপর্য্যং দর্শয়তি যদীতিগদ্যেন। গর্গনিষেধবাক্যং যথা পূর্ব্বচম্প্বাং ব্রজরাজ ভবদিচ্ছয়া বয়মেবাগম্যাগম্যাচানয়োদ্বিজাতিসংস্কারান্ করিষ্যামঃ। সাবিত্র-

---

হইয়া থাকে। এইরূপ নিতম্বরূপ পুলিন দ্বারা নারীগণ মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ৭০ ॥

অতএব এইরূপে উভয় পক্ষে নবযৌবনরূপ সাগরে পরস্পরের যে পরম অনুরাগ দ্বয় আছে, সেই দুই অনুরাগই যেন দুইটি সুধাকর। এই দুই সুধাকর বহুল পরিমাণে পরিপুর্ণ (অর্থাৎ কথারূপ অমৃত), তাহার উৎপত্তি স্থানস্বরূপ এই অনুরাগরূপ চন্দ্রের সর্ব্বত্র প্রচার সঞ্চার হইয়াছিল। তাদৃশ প্রচার সঞ্চারিত হইলে, পূর্ব্বে গোপীদিগের কৃষ্ণকর্ত্তৃক বিবাহ বিধির খণ্ডনের জন্য, সত্যই গর্গমুনি যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, (তাহা পূর্ব্বচম্পূতে গর্গ বাক্য উক্ত হইয়াছে) সেই গর্গবাক্যই এক্ষণে লোকদিগকে বহুতর শঙ্কা দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিল ॥ ৭১ ॥

যদি কৃষ্ণের সহিত এই সকল নারীর বিবাহ হয়, তাহা হইলে, শ্রীকৃষ্ণের

গর্গবচনমেব চ মাতরপিতরাদিভিঃ কৃষ্ণায় তাসাং বিতরং বিঘ্ননিঘ্নং চকার ॥ ৭৩ ॥

যত্র চ সাক্ষাদ্‌যোগমায়া কৃষ্ণং বরিবস্যন্তী স্বাত্মনো গোপনায় পূর্ণিমা নাম্না তপস্যন্তী কৃচ্ছ্রবশ্যন্তী গত্যন্তরমপশ্যন্তী তাসামন্যত্র বিবাহং মৃষাভাববহমেব নির্ব্বাহয়ামাস সর্ব্বত্রানল্পস্বপ্নকল্পনায়ামপি প্রায়তয়া জাগরপ্রায়তয়া প্রচারণাৎ। তথা তাসাং পত্যাভাসাঙ্গসঙ্গমঞ্চ ভঙ্গমাসাদয়ামাস। তথৈব

সমাবর্ত্তনবিবাহবৃত্তন্তু ন স্বয়মুদ্যমপাত্রং কার্য্যং কিন্তু সময়জ্ঞৈরসময়জ্ঞৈরস্মাভিরেবেতি।" অঙ্গসঙ্গো বিবাহঃ অর্ব্বাগেব মথুরাগমনানন্তরমেব ॥ ৭২ ॥

বৃষভান্বাদয়ো গর্গবচনাৎ কৃষ্ণায় কন্যাং ন দত্তবান্ ইত্যাহ—গর্গেত্যাদিগদ্যেন। মাতরপিতরাদিভিঃ কর্তৃভিস্তাসাং কন্যানাং কৃষ্ণায় বিতরং দানং গর্গবচনং কর্তৃভূতং বিঘ্ননিঘ্নং বিঘ্নায়ত্তং চকার ॥ ৭৩ ॥

নন্ যদি গর্গবচনাৎ কৃষ্ণায় দানং প্রতিষিদ্ধং তদা তাসাং কৈঃ সহ বিবাহঃ সম্পাদিতঃ কথং বা পুনর্ব্রজাগমনানন্তরং কৃষ্ণেন সহ তাসাং বিবাহো বর্ণিতস্তত্রাহ যত্র চেত্যাদিগদ্যেন। বরিবস্যন্তী পরিচরন্তী তপ ইবাচরন্তী কৃচ্ছ্রবশ্যন্তী কৃচ্ছ্রস্য কষ্টস্য বশোঽধীনতা কৃচ্ছ্রবশং তমিবাচরন্তী, মৃষাভাববহং মৃষভাবো মিথ্যা তাং বহতি প্রাপয়তি তং, নন্ মিথ্যাকার্য্যে তাদৃশ ব্যবহারো ন ঘটতে তত্রাহ অনল্পস্বপ্নকল্পনায়াং প্রায়ো বাহুল্যেন জাগরপ্রায়তয়া প্রচরণাদিতি ঘোরনিদ্রাকালেঽপি নিদ্রিতো জনঃ প্রায়ো গৃহান্তরং গচ্ছতি বৃক্ষাদ্যারোহণমপি করোতি, নতু

মথুরা গমনের পরক্ষণেই, এই সমগ্র গোকুল মণ্ডল কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইবে ॥ ৭২ ॥

কন্যার মাতা ও পিতা প্রভৃতি যে কৃষ্ণকে স্ব স্ব কন্যাদান করিবেন তাহা কেবল গর্গবাক্যেই নিবারিত হইয়াছিল ॥ ৭৩ ॥

যে স্থানে সাক্ষাৎ যোগমায়া কৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিয়া, আপনার আত্মগোপনের নিমিত্ত পূর্ণিমা নাম ধারণপূর্ব্বক তপস্যা করত, যেন কষ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, এবং পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া গোপকন্যাদিগের অন্যত্র বিবাহ যে মিথ্যা-ভাব-ব্যঞ্জক, তাহা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। মিথ্যাকার্য্যে যে তাদৃশ ব্যবহার হইতে পারে না, তাহার দৃষ্টান্ত এই :— যেরূপ ঘোর নিদ্রাকালেও

হি "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়ে"ত্যাদিরীত্যা শুকেনেব (ক)শ্রীশুকেন দিগ্দর্শিতা ॥ ৭৪ ॥

তদেবং সতি স চ তাশ্চ পরমতর্ষকৃতাকর্ষতয়া প্রচ্ছন্নতয়া চ পরস্পরং সঙ্গমহর্ষমপি কথঞ্চিদাচিতং চক্রুঃ ॥৭৫॥

অথ পূর্ব্বোক্তরীত্যা তাসাং সন্নিহিতলোকেষু প্রতীত্যা মহানুরাগস্য ক্রমাদবগমাদ্গুরুর্ভির্ম্মনসি ভাবিতভাবিকৃষ্ণসঙ্গমাশঙ্কতয়া বচসি তু বিভাবিতবধূজনবনগমনকলঙ্কতয়া নির্ম্মিতে

কিমপি যথার্থং তথা মিথ্যাবিবাহেঽপি পত্নীত্বব্যবহারো নতু সঙ্গমাদিঃ। ময়া যথোক্তং তথৈব হি শ্রীশুকেন দিক্ কিঞ্চিদংশঃ দর্শিতঃ "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকস" ইত্যাদিনা। শ্রীশুকেন কিন্তূতেন শুকেনেব যথা শুকপক্ষী শিক্ষারূপেণ অনুজল্পতি মাংসং তথা নিত্যাসঙ্গং তাদৃগ্বাক্যং শুকেন দর্শিতমিতি ॥৭৪॥

এবঞ্চ তাসাং কৃষ্ণেনৈব সহ সঙ্গসুখং জাতমিত্যাহ তদেবমিতি। পরমতর্ষেণ পরমতৃষ্ণয়া কৃত আকর্ষো যস্য তদ্ভাবতয়া প্রচ্ছন্নতয়া চ জনাগোচরতয়া চ আচিতং সঞ্চিতং চক্রুঃ ॥ ৭৫ ॥

তদেবং প্রচ্ছন্নসঙ্গমলাভেঽপি স মহানুরাগো গন্ধ-নকুলগন্ধবৎ জনান্ বোধয়ামাস তত্তদ্গুরুবর্গাণাং কৃতাং শ্রীকৃষ্ণস্য কৃত্যঞ্চ নির্দ্দিশতি অথেত্যাদিগদ্যেন। সন্নিহিতলোকেষু গুর্ব্বাদিষু প্রতীত্যা ক্রমাদবগমাদিত্যন্বয়ঃ। মনসি ভাবিতো ভাবী যঃ কৃষ্ণসঙ্গম স্তস্য যা আশঙ্কা তয়া

নিদ্রিত ব্যক্তি প্রায়ই অন্য গৃহে গমন করে এবং বৃক্ষাদিতে আরোহণ করে, কিন্তু এই সকল কিছুই সত্য নহে; সেইরূপ মিথ্যা বিবাহেও পত্নীত্বের ব্যবহার হইতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্গমাদি হইতে পারে না। সেইরূপ তিনি তাহাদিগের পতির আভাসমাত্র পতিগণের অঙ্গ-সংস্পর্শে ভঙ্গ দিয়াছিলেন। আমি যেরূপ বলিলাম, সেইরূপ শুকদেবও ইহার কিঞ্চিৎ অংশ দেখাইয়াছেন। যথা :—"ব্রজবাসী লোকগণ স্ব স্ব পত্নীদিগকে স্ব স্ব পার্শ্বে অবস্থিত মনে করিয়া, কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপরে অসূয়া প্রকাশ করে নাই" (ভাগবত ১০।৩৩।৩৭) ॥৭৪॥

অতএব এইরূপ ঘটিলে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ পরমাভিলাষে আকৃষ্ট হইয়া এবং প্রচ্ছন্নভাবে পরস্পর মিলনসুখ কোন প্রকারে সঞ্চয় করিয়াছিল ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গোপীদিগের নিকটবর্ত্তী গুরুজন প্রভৃতি আত্মীয়

(ক) শুকেনেবেতি অস্পষ্টরূপেণ দর্শিতা ইতি ব্যঞ্জিতং। আঃ।

নিরোধে মিলদুদ্বোধে বলানুজন্মা দ্বিজন্মানং নর্ম্মপ্রিয়সখতয়া-নুবর্ত্তমানং নাম্না মধুমঙ্গলতয়া সমাম্নাতং তৎপ্রসঙ্গসঙ্গতং চকার। কথং রাধাদীনামাগমনবাধা বহূন্যহান্যধিকৃত্য দৃশ্যত ইতি ॥ ৭৬ ॥

মধুমঙ্গল উবাচ—পুরূণাং গুরূণাং নিরোধ এব নিদানতয়া তত্র বোধবিষয়ীভবতি।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—অহো! তত্তদপি রহোবৃত্তং কিং গুরূণাং কর্ণেষু বৃত্তং ॥ ৭৭ ॥

লোকানাং বচসি তু বিভাবিতঃ বনজনগমনকলঙ্ক সম্ভাবতয়া নিম্নিতে গৃহাদিষু নিরোধে তস্মিন্ কিম্ভূতে মিলন্ উদ্বোধঃ প্রকাশো যস্য তস্মিন সতি বলানুজন্মা কৃষ্ণঃ বটুং মধুমঙ্গলং তৎপ্রসঙ্গ সঙ্গতং চকারেত্যন্বয়ঃ। তং কিম্ভূতং দ্বিজন্মানং ব্রাহ্মণং নর্ম্মযুক্তা যা প্রিয়সখতা তয়া অনু-বর্ত্তমানং নাম্না মধুমঙ্গলতয়া সমাম্নাতং কথিতং প্রসঙ্গস্য মর্ম্মার্থমাহ কথমিত্যাদি সুগমং ॥ ৭৬ ॥

মধুমঙ্গলস্য তত্রোত্তরং সুগমমাহ পুরূণামিতিগদ্যেন। নর্ম্মতিরহস্যং গুরূণাং কর্ণেষু কথং বৃত্তমিতি শ্রীকৃষ্ণঃ শঙ্কতে অহো ইতি গদ্যেন ॥ ৭৭ ॥

লোকদিগের প্রতীতি হইল। এই কারণে ক্রমে তাহারা জানিতে পারিল। তাহাতেই গুরুজন সকল মনে মনে ভাবিয়া এইরূপ আশঙ্কা করিল যে, ইহাদের কৃষ্ণের সহিত মিলন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তাহারা বাক্যেও স্থির করিয়াছিল যে, বধূগণের বনগমনে কলঙ্ক হইয়াছে। এই হেতু গুরুজন সকল তাহাদিগকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। অথচ এই কথা ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছিল। তখন বলদেবের অনুজ শ্রীকৃষ্ণ, যে ব্যক্তি পরিহাসযুক্ত প্রিয়সুহৃদ্‌ভাব অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদাই অনুগমন করিয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি মধুমঙ্গল নামে অভিহিত; সেই ব্রাহ্মণকে সেই প্রসঙ্গে সঙ্গত করিয়া বলিয়াছিলেন। কেন বহুদিবস অতীত হইল, রাধিকা প্রভৃতি নারীগণের আগমন দেখিতেছি না? ॥ ৭৬ ॥

মধুমঙ্গল কহিলেন, সমস্ত গুরুজন যে তাহাদিগকে রোধ করিয়া রাখিয়াছে; বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে তাহারা তাহা জানিতে পারিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন. অহো! তত্তৎ গোপনকৃত কার্য্য কি গুরুজনদিগের কর্ণ গোচর হইয়াছে? ॥৭৭॥

মধুমঙ্গল উবাচ—

নান্তর্ব্বহিরপি যস্যাং, স্ফুরতি জ্ঞানং মনোবিকৃতৌ।
একস্যাপি ন তস্যা, ন ব্যক্তিঃ স্যাদমূদৃশাং কিমুত ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—পূর্ব্বমপি পূর্ব্বহিরন্তর্গমনে তাসু নবযৌবনং গতাসু গুরুনিরোধঃ পুরুরেবাসীৎ। অধুনা তু কীদৃগধিকঃ ॥ ৭৯ ॥

মধুমঙ্গল উবাচ—যদ্যপি নাস্মন্মুখতঃ সুখতয়া নিঃসরতি রতিপ্রতিকূলমিদং তথাপি ভবৎপ্রশ্নপ্রথাত এব কথাবিষয়ীক্রিয়তে। তথা চ শ্রুতং ময়া খল্বিদং বিশ্রুতং কুলপালিকানাং তাসু গালিদানমবকল্যতাম্ ॥ ৮০ ॥

মধুমঙ্গলস্তু তদা তস্যোন্মাদদশা জাতা, তয়া চ মনোবিকৃতৌ মনোবৈকল্যে যস্যাং নায়িকায়াং অন্তর্বহিরপি জ্ঞানং ন স্ফুরতি ইত্যাহ নান্তরিতি। একস্যাপি তস্য জ্ঞানস্য ন ন ব্যক্তিঃ স্যাদপি তু ব্যক্তিরেব তদা অমূদৃশাং মহানুরাগবতীনাং কিমুত তাসাং মহানুরাগো জগতি বরীবর্ত্তীতি ॥ ৭৮ ॥

ননু পূর্ব্বাবধি তাসু গুরুজনকৃতনিরোধ আসীদধুনাতু কীদৃগধিকঃ স ইতি শ্রীকৃষ্ণঃ যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি পূর্ব্বমপীতি গদ্যেন ॥ ৭৯ ॥

মধুমঙ্গলশ্চ তত্র গ্লানিং ভজমানো যদাহ তৎ বর্ণয়তি যদ্যপীত্যাদিগদ্যেন। যদ্যপি অস্মন্মুখতঃ সুখতয়া সুখজনকত্বেন রতিপ্রতিকূলমিদং নিরোধাদিকং ন নিঃসরতি মোহগ্রস্তত্বাদিতিভাবঃ তথাপীত্যাদিসুগমং কথাবিষয়ীকরণং নাম কুলপালিকানামিদং বিশ্রুতং প্রায়ঃ সর্ব্বত্র সঞ্চারিতং

মধুমঙ্গল কহিলেন, উন্মাদ দশা ঘটিলে এবং তাহাদ্বারা মনের বিকৃতি হইলে যে নায়িকার আন্তরিক এবং বাহ্যজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় না, এবং তাহার একটি জ্ঞানেরও প্রকাশ হইতে পারে না; অতএব অত্যন্ত অনুরাগবতী এই সকল রমণীদিগের কথা আর কি বলিব ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, পূর্ব্বাবধি নব-যৌবন-সম্পন্না সেই সকল নারীদিগকে পুরের বাহিরে এবং পুরের ভিতরে গমন করিতে গুরুজন সকলই সর্ব্বস্পূরূপে নিবারণ করিয়াছিল। এক্ষণে তাহা সেইরূপ, না তাহা অপেক্ষা অধিক? ॥ ৭৯ ॥

মধুমঙ্গল কহিলেন, যদ্যপি আমাদের মুখ হইতে সুখজনকরূপে রতির প্রতি-

কিং ধিগ্ধ্যায়সি হন্ত ! নিশ্বসিষি কিং বর্ত্মানি কিং প্রেক্ষসে
কিং সখ্যা মুখমত্র পশ্যসি কুচৌ কিং দৃগ্‌জলৈঃ সিঞ্চসে।
মূর্চ্ছাম্‌চ্ছসি কিন্তরাং কিমসকৃৎ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ং
তস্যাং জল্পসি কিং পুনঃ পুলকিতাং কম্পঞ্চ তন্তন্যসে ॥

ইতি ॥ ৮১ ॥

অথ কুলপালিকা (ক) পালিকানাং তাসাং দূনতাকর্য্যা (খ)

অতো ময়া বিশ্রুতং তাসু কুলপালিকাসু গালিদানং ভর্ৎসনং অবকলাতাং জনেষু প্রস্ফোটনেনেতি ॥ ৮০ ॥

তং গালিদানপ্রকারং দর্শয়তি কিমিতি। ধিকশব্দো নিন্দায়াং। হন্তেতি খেদে। কিং ধ্যায়সি কিং নিশ্বসিষি বর্ত্মানি পথঃ কিং প্রেক্ষসে কিং সখ্যা মুখমত্র পশ্যসি দৃগ্‌জলৈ র্নেত্রজলৈঃ কুচৌ সিঞ্চসি কিন্তরাং মূর্চ্ছাম্‌চ্ছসি প্রাপ্নোষি অসকৃৎ নিরন্তরং কি কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ং তস্যাং সখ্যাং জল্পসি কিং পুনঃ পুলকিতাং রোমাঞ্চবিশিষ্টতাং কম্পঞ্চ পুনঃ পুনস্তনোষি ইতি ॥ ৮১ ॥

তাসাং মহানুরাগোত্তজিজাগরিত আসীৎ যেন স্ব স্ব-মাতরং প্রতি তমচীকথদিত্যাহ অথেতি

কূল এই নিরোধাদি বিষয় নির্গত হইতেছে না, তথাপি আপনার প্রশ্নপ্রথার অনুসারেই সে কথা বলিতেছি। কুলপালিকাদিগের এই বিখ্যাত বিষয় প্রায়ই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে এই কারণে আমিও নিশ্চয় শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে ঐ সকল রমণীগণের উপর তাহাদের তিরস্কার হইতেছে বুঝিতে হইবে ॥ ৮০ ॥

হায় ধিক্ ! কি ভাবিতেছ, কেন নিশ্বাস ফেলিতেছ, কেন পথ সকল দর্শন করিতেছ, কেন এই স্থানে সখীর মুখ দর্শন করিতেছ ; কেন নেত্রজলে স্তনদ্বয় অভিষিক্ত করিতেছ ; কেন মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতেছ ? কেন নিরন্তর 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়, সখীর নিকটে বলিতেছ ; এবং কেনই বা বারংবার রোমাঞ্চ এবং বাষ্প বিস্তার করিতেছ ॥ ৮১ ॥

অনন্তর কুলপালিকা সকল যখন তাহাদিগকে রক্ষা করিতে থাকে, তখন

(ক) পালিকায়াস্তাসাং। ইতি গৌরবৃন্দাবনানন্দ পাঠঃ।

(খ) ননন্দা তু স্বসা পত্যুরিত্যমরঃ। ননন্দয়তি ভ্রাতৃজায়াং ইতি তট্টীকা। ননন্দা ননান্দা ইতি রূপদ্বয়ং তট্টীকায়াং।

ননান্দুঃ প্রতিস্বং মাতরং প্রতিবচনচর্য্যা-দিগ্ বর্ণনং চাব-
কর্ণ্যতাম্ ॥ ৮২ ॥

দৃগ্বীথীং কুলপালিকাঃ শ্রুতিপথং তাসাং কথা নাসিকা-
বর্ত্মানেকসুগন্ধিধূপরচনা বব্রুর্ময়া যোজিতাঃ।
তস্যাঃ কৃষ্ণময়ী দশা মনসি যা সা কেন যত্নেন বা
গচ্ছেদাবৃততাং ততো জননি! কিং মহ্যং বৃথা কুপ্যসি ॥
ইতি ॥ ৮৩ ॥

তদেবং বর্ণ্যমানমাকর্ণ্য ক্ষণং সম্লানবর্ণং নিবর্ণ্য চ পুনরসা-
বস্থা বার্ত্তায়া বিশেষানুবর্ত্তনায় মধুমঙ্গলং প্রস্থাপ্য চিন্তাং চান্তঃ
প্রাপ্য বিচারয়তি স্ম ॥ ৮৪ ॥

গদ্যেন। কুলপালিকাভিঃ সাধ্বীভিঃ পালিকানাং রক্ষিতানাং তাসাং দূনতা ম্লানতাকরী আননেন্দুষু। তদ্যথা স্যাৎ প্রতিস্বং স্ব স্ব মাতরং প্রতি বচনচর্য্যা যা দিক্ প্রদেশস্তস্য বর্ণনঞ্চ অবকর্ণ্যতাং শ্রূয়তাং ॥ ৮২ ॥

বচনচর্য্যাদিগ্ বর্ণনপ্রকারং বর্ণয়তি—দৃগ্বীথীমিতি। কুলপালিকা ময়াযোজিতাঃ সত্যঃ দৃগ্বীথীং নেত্রপথং বব্রুরাবৃতবত্যঃ তাসাং কুলপালিকানাং কথা শ্রুতিপথং কর্ণমার্গং বব্রুঃ তথা অনেকসুগন্ধিধূপরচনা অনেকস্য সুগন্ধিধূপস্য রচনা যাভিস্তা নাসিকাবর্ত্ম বব্রুঃ। তথাপি তস্যা মম যা কৃষ্ণময়ী দশা সা কেন যত্নেন বা আবৃততাং গচ্ছেৎ। ততস্তস্মাৎ হে জননি মহ্যং বৃথা কিং কুপ্যসি। ৮৩ ॥

তদেবং নিশম্য শ্রীকৃষ্ণস্য তদনন্তরকৃত্যং বর্ণয়তি তদেবমিতি গদ্যেন। সম্লানবর্ণং ম্লানেন সহ বর্ণো রূপং যত্র তদ্যথাস্যাত্তথা নিবর্ণ্য তদনুসন্ধায়। অন্যৎ সুগমং ॥ ৮৪ ॥

তাহাদের মুখচন্দ্র ম্লান হইয়া যায়; এইরূপে তাহাদের স্ব স্ব জননীর প্রতি যেরূপ বচন পরিপাটী ঘটিয়াছিল, এক্ষণে সেই অংশের বর্ণনা শ্রবণ কর ॥ ৮২ ॥

আমি যখন কুলপালিকাদিগকে নিয়োজিত করি, তখন তাহারা নেত্রপথ আবরণ করিয়া থাকে, সেই কুলপালিকাদিগের কথা কর্ণপথ বেষ্টন করিয়াছে, বিবিধ সুগন্ধি ধূপের রচনা দ্বারা তাহারা নাসিকাপথ আবরণ করিয়াছে; তথাপি আমার যে কৃষ্ণময়ী দশা আছে, কিরূপ যত্নে সেই দশা আবৃত হইতে পারে। অতএব হে জননি? কেন তুমি বৃথা আমার উপর কোপ করিতেছ ॥ ৮৩ ॥

এইরূপে মধুমঙ্গল যখন বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই বর্ণিত

তমেতং জনরবং মম গুরবশ্চানুভবমানীতবন্তঃ সন্তি, প্রায়শঃ পরমযশসঃ পিতরশ্চ তত্র কর্ণবিতরং করিষ্যন্তি। তর্হি কিন্তরামন্তরায়মিমমন্তরয়িতা। ইতি ক্ষণং শূন্যায়মানমনাঃ পুনশ্চিন্তয়ামাস।

ইতো ব্যবধানমেব খলু কলুষতাং গতস্য মম নিধানং ভবতি ॥ ৮৫ ॥

তথাহি ;

কলঙ্কো যত্র স্যাদপরিহরণীয়ার্থকৃতক-

স্ততো দূরাদ্ভাব্যং কুলজনি-জনৈনৈবমুচিতম্ ।

স কালাল্লুপ্তঃ স্যাদ্ভবতি হি চ তত্র প্রতিবিধি-

স্তদস্মান্ মে গোষ্ঠাদ্ব্যবাহিতিরকষ্টং প্রসজতি(ক) ॥ ৮৬ ॥

চিন্তচিন্তাপ্রাপ্ত্যনন্তরং বিচাররীতিং ভণতি তমেতামত্যাদিগদ্যেন। জনরবং গোপীভিঃ সহ মম রমণং পরমযশসঃ পরমং যশো যেষাং তে কর্ণবিতরং কর্ণয়োঃ সংমিলনং তর্হি তদা ইমমন্তরায়ং গুর্ব্বাদিবেদনেন রমণে বিঘ্নং কিন্তরাং তরয়িতা পারং গন্তা ? বিচারং দর্শয়তি— কলুষতাং জনরবং গতস্য মম ইতো ব্রজাৎ ব্যবধানমেব নিধানং উপায়ো ভবতি ॥ ৮৫ ॥

পদ্যেনাপি তথা নির্ণয়তি কলঙ্ক ইতি। অপরিহরণীয়োঽর্থঃ কৃতকোঽসম্ভবো যত্র স কলঙ্কো যত্র মে মম ব্যবহিতিঃ ব্যবধানং অকষ্টং প্রাপ্য প্রসজতি ॥ ৮৬ ॥

বিষয় শ্রবণ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহার বর্ণ ম্লান হইয়া গেল। এইরূপে ইহার অনুসন্ধান করিয়া পুনর্ব্বার তিনি এই বার্ত্তার বিশেষ তত্ত্ব লইতে মধুমঙ্গলকে প্রেরণ করিয়া এবং অন্তরে চিন্তা প্রাপ্ত হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

আমার গুরুজন সকল গোপীগণের সহিত আমার রমণরূপ জনরব অনুভব করিয়া লইয়াছেন। পরম যশস্বী পিতাপিতৃব্যাদি সকলেই এবং মাতৃগণ সম্পূর্ণরূপে এই বিষয়ে কর্ণদান করিবেন। তাহা হইলে আমি কিরূপে এইরূপ বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইব। এইরূপে ক্ষণকাল শূন্যমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যখন এইরূপ জনরব আমার প্রতি ঘটিয়াছে, এবং ইহাতে কলঙ্কিত হইয়াছি, তখন ইহা হইতে ব্যবধান হওয়াই আমার উপায় দেখিতেছি ॥ ৮৫ ॥

যে স্থানে কলঙ্ক অপরিহার্য্য, এবং তাহা লোপ করিবার কোনও সম্ভাবনা

(ক) প্রসজতি ইত্যত্র প্রসরতি ইতি গৌরানন্দপাঠঃ। প্রভবতি ইতি বৃন্দাবন পাঠঃ।

যেষাং পিত্রাদীনাং, স্নেহো মম জীবনং গোষ্ঠে।
অহহ! কু-দৈবাদভিতঃ, সঙ্কোচস্তেভ্য এব সঞ্জাতঃ ॥ ৮৭ ॥

অথ পুনরন্যথা চিন্তয়ামাস ;—॥ ৮৮ ॥

প্রাণাস্ত্যজন্তু দেহং, দেহঃ প্রাণানপি ত্যজতু।
হরিগোপ্যস্তু মিথস্তাঃ, প্রাণাঃ কথমিব মিথস্ত্যাজ্যাঃ ॥৮৯॥

পুনস্তদপি চান্যথা চকার।

একস্মিন্নাবাসে, দম্পত্যোর্ভবতি দুঃসহো বিরহঃ।
তস্মাদ্দূরে গমনং, সময়ং গমনীয়তাং নয়তি ॥ ৯০ ॥

তত্র সখেদং বর্ণয়তি যেষামিতি। গোষ্ঠে যেষাং পিত্রাদীনাং স্নেহো মম জীবনং তেন স্নেহেনাহং জীবামীতি। অহহেতি খেদে কুদৈবান্মন্দভাগ্যাৎ তেভ্যোঽভিতঃ সঙ্কোচ এব সংজাতঃ ॥ ৮৭ ॥

অথপুনরিতি গদ্যং সুগমং ॥ ৮৮ ॥

চিন্তনপ্রকারং দর্শয়তি প্রাণা ইতি। হরীতি খেদে। অন্যৎ সুগমং ॥ ৮৯ ॥

সংপ্রতি তাসাং ত্যজনমেব যোগ্যমিত্যাহ পুনরিতি গদ্যেন সুগমং ॥

চিন্তন প্রকারমন্যথা সদৃষ্টান্তং বর্ণয়তি একস্মিন্নিতি। আবাসে গৃহে দম্পত্যোঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ সময়ঃ কালঃ গমনীয়তাং যাপ্যতাং নয়তি প্রাপয়তি অতো দূরগমনং সংপ্রত্যুচিতমেবেতি ভাবঃ ॥ ৯০ ॥

নাই, ভদ্র বংশজাত ব্যক্তি সেই স্থান হইতে দূরে থাকিবে, ইহাই উচিত। সেই কলঙ্ক কালে লুপ্ত হইবে, এবং সেই বিষয়ে তাহাই প্রকৃত প্রতিবিধান। অতএব এই গোষ্ঠ হইতে পরম সুখে আমার ব্যবধানই সঙ্গত হইতেছে ॥ ৮৬ ॥

যে সকল পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের স্নেহই এই গোকুলে আমার জীবন, অর্থাৎ আমি যাঁহাদের স্নেহে বাঁচিয়া আছি হায়! দুরদৃষ্ট বশতঃ চারিদিকে তাঁহাদের নিকট হইতেই আমার সঙ্কোচ ঘটিল! ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার অন্য প্রকারে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রাণ দেহ ত্যাগ করুক, এবং দেহও প্রাণত্যাগ করুক; হায় গোপনীয় প্রাণস্বরূপা সেই সকল গোপীদিগকে আমি কিরূপে পরিত্যাগ করিব ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥

পুনর্ব্বার তাহাও আবার অন্যরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক গৃহে স্ত্রী পুরুষের বিরহ অসহ্য হইয়া থাকে অতএব দূরে গমন করিলেই সময়

কিন্তু হা ! (ক) বৃষভানুভানুকীর্ত্তিদাকীর্ত্তিদায়িনি ! ।

হা ! জন্মত এব মন্মনস্তয়া সন্মনস্তাধায়িনি !

হা ! কুমারতামারভ্য কায়বাঙ্‌মনঃসুকুমারতাপর্ব্বণা সর্ব্ব-হর্ষিণি ! হা ! মদ্বিনাভাবভাবনাজ্বালাজালসমুৎকর্ষিততর্ষিণি ! হা ! গত্যন্তররহিততয়া কথঞ্চিৎ কিঞ্চিন্মাং সঙ্গম্য চ মুহুরসঙ্গম্য দুঃখদগ্ধে ! হা ! দয়িতে ! দয়িতে ময়ি বিস্রব্ধে, সম্প্রতি দুষ্ঠুনিষ্ঠুরতয়া ময়া ত্যক্তুমিষ্যমাণা কথং জীবিষ্যসি ? । হা সর্ব্বসুখাধিকে ! রাধিকে ! কুত্র বামুত্র গমিষ্যসীতি ॥ ৯১ ॥

তদেবং কর্ত্তব্যে নির্ণীতে সতি শ্রীরাধায়াস্তাদৃগ্‌ভাবং স্মৃত্বা খিদ্যতি—কিন্ত্বিতিগদ্যেন। হা পিত্রোঃ কীর্ত্তিদায়িনি, জন্মত এব ময়ি মনো যস্যা স্তদ্ভাবতয়া সচ্চেদং মনশ্চেতি তস্য ভাবঃ সন্মনস্তা তামাধায়িতুং জনয়িতুং শীলমস্যা হে তথা। হা কুমারতাং কৌমারাবস্থামারভ্য কায়বাঙ্‌মনসাং যা সুকুমরতা সৈব পর্ব্বণা প্রস্তাবেন সর্ব্বান্ হর্ষয়িতুং শীলমস্যা হে তথা। হা মদ্বিনা-ভাবস্য মদ্বিরহস্য যা ভাবনা সৈব জ্বালাজালঃ দাহকসমূহ স্তস্য সমুৎকর্ষিতঃ শ্রেষ্ঠতা তত্র তর্ষিণি তদবিশিষ্টে মদ্বিরহজ্বালাগ্রস্তে। হা মদ্বিনা যস্যা গতির্ন তদ্গত্যন্তরং তদ্রহিততয়া কথঞ্চিৎ কিঞ্চিন্মাং সঙ্গম্য মুহুরসঙ্গম্য চ দুঃখেন দগ্ধে, হা দয়িতে প্রিয়ে, দয়িতে প্রিয়ে ময়ি বিস্রব্ধে কৃতবিশ্বাসে সম্প্রতি দুষ্ঠুনিষ্ঠুরতয়া অবিনীতস্য কাঠিন্যতয়া ময়া ত্যক্তুমিষ্যমাণা ইচ্ছাবিষয়া কথং জীবিষ্যসি। হা সর্ব্বসুখাধিকে রাধিকে কুত্র বা অমুত্র স্বর্গাদৌ গমিষ্যসীতি ॥ ৯১ ॥

অতিবাহিত হইতে পারিবে। সুতরাং এক্ষণে আমার দূর দেশে গমনই যুক্তি-সঙ্গত ॥ ৯০ ॥

কিন্তু হা বৃষভানু এবং কীর্ত্তিদার (অর্থাৎ পিতা মাতার) কীর্ত্তিদায়িনি ! হায় ! জন্মাবধিই আমার উপরে তোমার মন থাকাতে তুমি উৎকৃষ্টরূপে আমার প্রতি মন ধারণ করিয়াছ। হায় ! কৌমার অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া কায়মনোবাক্যের সৌকুমার্য্য বিস্তার করিয়া তুমি সকলেকেই হৃষ্ট করিয়া থাক। হায় ! তুমি আমার বিরহ-জ্বালাসমূহের উৎকর্ষদ্বারা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছ। হায় ! উপায়ান্তর না থাকাতে অতি কষ্টে অল্প সময়মাত্র আমাকে পাইয়া এবং

(ক) বৃষভানোস্তন্নাম্নো গোপস্য এব ভানবঃ রশ্ময়ঃ কীর্ত্তিদায়া তৎপত্ন্যাশ্চ যা কীর্ত্তিঃ তদ্দায়িনী তৎসম্বোধনং। আঃ।

অথ মধুমঙ্গলঃ সঙ্গম্য তদিদমরম্যং নিবেদয়ামাস ॥ ৯২ ॥

নিরচিন্বংস্তে সর্ব্বে, রাধাদীনাং নিরোধসাতত্যম্।
যস্মাদ্গৃহপাল্যস্তা, (ক) হরিণীরেতা নিরুন্ধতে পরিতঃ ॥
ইতি ॥ ৯৩ ॥

তদেবং পর্য্যগপর্য্যবস্যদিদন্তয়া চিন্তয়া লব্ধুং চামূরসম্ভাবনয়া ভাবনয়া সময়ং গময়িতুমসমর্থ (খ) সতৃষ্ণঃ স তু কৃষ্ণঃ

অধুনা মধুমঙ্গলঃ পরাবৃত্য যন্ন্যবেদয়ত্তদ্বর্ণয়তি—পদ্যসহিতেন অথেতিগদ্যেন। অরম্যমকুশলং, তে গুর্ব্বাদয়ঃ সর্ব্বে রাধাদীনাং নিরোধসাতত্যং নিরচিন্বন্ নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ। যস্মাৎ গৃহপাল্যঃ গৃহকিঙ্কর্য্য এতা হরিণীঃ স্ত্রীভেদাঃ পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন নিরুন্ধতে নিরোধং কুর্ব্বতে ইতি ॥ ৯২—৯৩ ॥

অধুনা কথঞ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণঃ কালক্ষেপং কৃতবানিত্যাহ—তদেবমিতিগদ্যেন। পর্য্যক্ সর্ব্বতঃ অ[illegible]র্য্যবস্যন্তী সমাপ্তিমগচ্ছন্তী ইদন্তা যস্যাং তয়া চিন্তয়া অমূর্গোপীঃ অসম্ভাবনয়া অমূঃ

বারংবার আমাকে না পাইয়া তুমি দুঃখদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে। হা প্রিয়ে! আমি তোমার বিশ্বাসী স্বামী। কিন্তু সম্প্রতি কঠিন অবিনয় অবলম্বন করিয়া আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। অতএব তুমি কিরূপে জীবন ধারণ করিবে। হা সর্ব্বসুখাধিকে রাধিকে! তুমি কোন স্থানে বা স্বর্গাদি স্থানে গমন করিবে ॥ ৯১ ॥

অনন্তর মধুমঙ্গল মিলিত হইয়া এইরূপ অমঙ্গল বিষয় নিবেদন করিল ॥ ৯২ ॥

রাধা প্রভৃতি সমস্ত রমণীগণ যে সতত রুদ্ধ হইয়া আছে, ইহাদের গুরুজন সকল ইহা নিশ্চয় করিয়াছিল। কারণ, গৃহ-কিঙ্করীগণ এই সকল রমণীদিগকে সর্ব্বতোভাবে রোধ করিতেছে ॥ ৯৩ ॥

অতএব এইরূপে এতৎ সংক্রান্ত চিন্তা সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত না হওয়াতে কৃষ্ণ ভাবিতে লাগিলেন, ঐ সকল রমণীদিগকে লাভ করা নিতান্ত অসম্ভব। এইরূপ

(ক) শ্লেষে মৃগী উত্তমস্ত্রীশ্চ। বৃন্দাবন টীকা। গৃহরক্ষিণ্যঃ শ্লেষেণ কুক্কুর্য্য। আঃ
(খ) সতৃষ্ণঃ ইত্যতঃ প্রাক্ স্খলদর্থঃ ইতি গৌরবৃন্দাবনপাঠঃ।

সবয়োভিঃ সমমেব রমমাণস্ত্রিযামাং বিরময়তি স্মেতি কৃতং হৃন্মর্ম্মভঙ্গকরেণাতিপ্রসঙ্গেন ॥ ৯৪

তদেতদুক্ত্বা কথকঃ সমাপনমাহ ;—॥ ৯৫ ॥

রাধে ! ন যুক্তমুক্তং স্যান্মুক্তশাতমথাপি বাম্ ।
মিথঃ প্রেমভরং ব্যক্তং বক্তুমুদ্যতবানহম্ ॥ ৯৬ ॥
পুরা কথেয়ং কথিতা মুরারে রাগবৃংহণী । (ক)
পশ্য সোঽয়ং প্রাণনাথঃ প্রসাদং তব বাঞ্ছতি ॥ ৯৭ ॥

সময়ং গময়িতুং অসমর্থঃ সতৃষ্ণঃ সাকাঙ্ক্ষঃ কৃষ্ণঃ সবয়োভিঃ সমমেব রমমাণঃ ত্রিযামাং রাত্রিং বিরময়তি স্মেতি অতো হৃন্মর্ম্মভঙ্গকরেণ অতিপ্রসঙ্গেন কৃতমলং ॥ ৯৪ ॥

অথ তাদৃশোদ্বিগ্নস্য কথকস্য কৃত্যং নির্দ্দিশতি—তদেতদিতিগদ্যেন ॥ ৯৫ ॥

তৎকৃতস্য শ্রীরাধাসান্ত্বনমেব তদাহ—রাধে ইতিপদ্যদ্বয়েন । হে রাধে ময়া মুক্তং শাতং সুখং যত্র তদুক্তং কিন্তু ন যুক্তং ন ন্যায্যং স্যাৎ, ননু তদঃ কথং বর্ণিতং তত্রাহ অথাপি । তথাপি বাং যুবয়োঃ প্রেমভরং প্রেমাতিশয়ং ব্যক্তং সুপ্রকাশং যথা স্যাত্তথা বক্তুমুদ্যতবানহং অতোঽন্যাযোঽপি বিরহবর্ণনে এতদেব মন্যেতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

পুরেতি । রাগবৃংহিণী রাগং বৃংহিতুং সঙ্গময়িতুং শীলমস্যাঃ । অন্যৎ সুগমং ॥ ৯৭ ॥

ভাবনায় সময় ক্ষেপ করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে সমবয়স্ক বন্ধুগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতএব হৃদয়ের মর্ম্মভেদী এই অতিপ্রসঙ্গে আর প্রয়োজন নাই ॥ ৯৪ ॥

এইরূপ কথা বলিয়া কথক সমাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫ ॥

হে রাধিকে ! আমি সুখবিরহিত বাক্য বলিয়াছি । কিন্তু তাহা উচিত হয় নাই । তথাপি আমি তোমাদের দুই জনের প্রেমাধিক্য প্রকাশ্যে বলিতে উদ্যত হইয়াছি ॥ ৯৬ ॥

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগজনক এই বাক্য কথিত হইয়াছে । দেখ, তোমার এই প্রাণনাথ, তোমার প্রসন্নতা (অনুগ্রহ) প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ৯৭ ॥

(খ) বৃংহণীতি আনন্দমাওপাঠঃ ।

তদেবং যথাকথা তথা লীলাপ্রথামুপলভমানাস্তদন্তে চ তস্যাঃ সম্প্রতি নাস্তিতায়াং বিশ্বস্তিকৃতাশ্বস্তিকা নিজনিজভবনং সর্ব্ব এব সানন্দং পর্ব্বতয়া জগ্মুঃ। শ্রীরাধামাধবৌ চ নিজ শয্যাগৃহং সুখময্যা স্পৃহয়া গৃহয়াঞ্চক্রাতে ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু ব্রজানুরাগ-
সাগরপ্রথনং নাম প্রথমং
পূরণম্ ॥ ১ ॥

সম্প্রতি গ্রন্থকারঃ সমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। এবং যথাকথা উক্তপ্রকারেণ কথকেন কথিতা। তথা তেন প্রকারেণ লীলাপ্রথাং উপলভমানাঃ সন্তঃ তদন্তে চ তৎকথায়াঃ পর্য্যবসানে তস্যাঃ পুরাকথায়াঃ সম্প্রতি নাস্তিতায়ামত্যন্তাভাবে বিশ্বস্তিকৃতাশ্বস্তিকাঃ বিশ্বস্তি বিশ্বাসঃ আশ্বস্তিরাশ্বাসঃ বিশ্বস্তৌ কৃতা আশ্বস্তির্যেষাং কৃতবিশ্বাসাস্তে নিজনিজভবনং সানন্দপর্ব্বতয়া আনন্দেন সহ পর্ব্ব উৎসবো যেষাং তদ্ভাবতয়া সর্ব্ব এব জগ্মুর্গতবন্তঃ ॥

শ্রীরাধামাধবৌচ সুখময্যা স্পৃহয়া নিজশয্যাগৃহং গৃহয়াঞ্চক্রাতে গৃহমাবাসং করোতীত্যর্থে লিঙ্ তত আতে ভাম ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীভগবন্নিত্যানন্দবংশাবতংসবিশ্ববিখ্যাত—শ্রীকেশোরীমোহনগোস্বাম্যাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামিকলিতায়াং শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূটীকায়াং প্রথমং পূরণম্ ॥ ১ ॥ ০ ॥

সম্প্রতি গ্রন্থকার সমাপন-প্রকার বর্ণন করিতেছেন। অতএব এইরূপে কথক যেমন কথা বলিয়াছিল, সেই প্রকারে লীলা প্রথা প্রাপ্ত হইয়া সেই কথার অবসানে, সম্প্রতি সেই পূর্ব্ব কথার অস্তিত্ব না থাকাতে এই বিশ্বাস সকলেই আশ্বাস করিল, এবং সকলেই আনন্দোৎসবে মগ্ন হইয়া নিজ নিজ ভবনে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা সুখময়ী বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া নিজ শয্যাগৃহে আবাস করিয়াছিলেন ॥ ৯৮ ॥

ইতি বৈষ্ণবজন-দাস্যাভিলাষী শ্রীরাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ বিলিখিত বঙ্গানুবাদে শ্রীমৎ উত্তরগোপালচম্পূকাব্যে ব্রজবাসীদিগের অনুরাগসাগর-বিস্তার নামক প্রথম পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥

দ্বিতীয় পূরণম্।

অক্রূর-ক্রূরতা-পূরণং।

অথাপরেদ্যুঃ প্রভাতবিরাজমানায়াং সব্রজযুবরাজব্রজরাজ-সভায়াং কথা ; যথা—॥ ১ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ ;—

অথ কেশিবধাৎ পূর্ব্বস্যাং ক্ষপায়াং লব্ধক্ষয়ায়ামরুণে চারুণে জাতে স খলু কমলেক্ষণশ্চপলেক্ষণতয়া ক্ষণকতিপয়-মিদং চিন্তয়ামাস ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়ে পূরণেঽক্রূরদৌত্যেন রামকৃষ্ণয়োঃ।
মথুরায়াং হহা যাত্রা বর্ণিতা দুঃখদায়িকা ॥ ০ ॥

অথ স্বয়ং গ্রন্থকারঃ সপ্রসঙ্গং বিরহকারণং বর্ণয়িতুং প্রকরণমারভতে—অথেত্যাদি-গদ্যেন। অপরেদ্যুঃ পরদিনে। প্রভাতঃ প্রকাশঃ। অন্যৎ সুগমং ॥ ১ ॥

অথ কথকো বিরহং বর্ণয়িতুং তৎপূর্ব্ববৃত্তান্তং বিবৃণোতি যথেত্যাদিগদ্যেন। লব্ধঃ ক্ষয়ো যস্যা এবম্ভূতায়াং রাত্রৌ সত্যাং সন্ধ্যারাগে অরুণে সূর্য্যসারথৌ জাতে উদিতে সতি যদ্বা অরুণে সূর্য্যসারথৌ সূর্য্যে চ জাতে কৃতোদয়ে সতি চপলেক্ষণতয়া চঞ্চলনেত্রতয়া। অন্যৎ সুগমং ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় পূরণে অক্রূর দৌত্য কার্য্য করিবে এবং তাহাতেই কৃষ্ণ বলরামের মথুরা নগরে সকলের দুঃখদায়িনী যাত্রা বর্ণিত হইবে।

অনন্তর পরদিন প্রভাত হইলে, ব্রজরাজের যে সভাতে সমস্ত ব্রজবাসী লোক এবং যুবরাজ বিরাজমান ছিলেন, সেই সভাতে কথা হইতে লাগিল ॥ ১ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন, অনন্তর কেশীবধের পূর্ব্বরাত্রি ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, এবং সূর্য্যসারথি বা সূর্য্যদেব অরুণ বর্ণ হইলে, সেই কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ, চঞ্চল চক্ষে কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

অহো ! স্বপ্নঃ সোঽয়ং। যত্র মঞ্চাৎ কৃতস্রংসনঃ কংসঃ স ময়া সমাকৃষ্ট ইব দৃষ্টঃ। সম্প্রত্যাশু চ তদেব প্রত্যাসন্নং। যদদ্য শ্বঃ কেশী মদভিনিবেশী ভবন্ যমস্য প্রতিবেশী ভবিতা। তদনন্তরং কংসধ্বংসনমেব প্রসক্তং। প্রসক্তে চ তস্মিন্মম নিগম এব গমনং সময়লব্ধতয়া যুক্তিবিস্রব্ধং। যতস্তস্য মৎ-ত্রস্তস্য ন খল্বত্র যাত্রা যুক্তিপাত্রায়তে। তস্য চাদ্যাপি বৃষ্ণিষু তর্জ্জনায়ামনারতস্য ময়ি চ দুর্জ্জনবিসর্জ্জনায়ামবিনাকৃতস্য বিনাশনং বিনা তত্র চাত্র চ মৎপিতুরুভয়কুলং ভয়াকুলং স্যাদিতি ॥ ৩ ॥

তস্য চিন্তনপ্রকারং নির্দ্দিশতি অহো ইত্যাদিগদ্যেন। কৃতস্রংসনঃ কৃতাধঃপাতঃ যমস্য প্রতিবেশী প্রতিবাসী তন্নিকটগামী ভবিতা। নিগমে মধুপুরে সময়েন কালেন লব্ধো লাভো যস্য তদ্ভাবতয়া যুক্তিবিস্রব্ধং যুক্ত্যা বিশ্বাসাস্পদং। ন স এবাত্রাগচ্ছেৎ কিমিতি তৎপুরে গমনং তত্রাহ যতো মৎত্রস্তস্য মত্তো ভীতস্য অত্র যাত্রা গমনং ন যুক্তিপাত্রায়তে যুক্তেঃ পাত্রো যোগ্যো যুক্তিপাত্র স্তদিবাচরতি যুক্তিযোগ্যো ন ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ অদ্যাপি বৃষ্ণিষু তর্জ্জনায়াং ভর্ৎসনায়ামনারতস্য উদ্যতস্য ময়ি চ দুর্জ্জনানাং পূতনাদীনাং বিসর্জ্জনায়াং প্রেরণায়াং অবিনাকৃতস্য সর্ব্বদা তৎপরস্য মৃত্যুং বিনা তত্রচ মৎপিতুঃ শ্রীবসুদেবস্য অত্রচ মৎপিতুঃ শ্রীব্রজরাজস্য চ উভয়কুলং ভয়াকুলং স্যাদিতি ॥ ৩ ॥

আহা ! স্বপ্নটী কি আশ্চর্য্য ! এই স্বপ্নে কংস মঞ্চ হইতে অধঃপতিত হইয়াছে, এবং আমি যেন তাহাকে আকর্ষণ করিয়া দর্শন করিতেছি। সম্প্রতি শীঘ্র তাহাই ঘটিয়া নিকটস্থ হইয়াছে। কারণ, কেশী অসুর আমার প্রতি অভি-নিবিষ্ট হইয়া অদ্যই হউক, আর কল্যই হৌক, যমের প্রতিবেশী হইবে। তাহার পরই কংস-বিনাশ উপস্থিত হইবে। তাহা ঘটিলে আমার মধুপুরে গমন, কালে লব্ধ হইবে বলিয়া যুক্তিসঙ্গত এবং বিশ্বাসযোগ্য। যখন সে আমা হইতে ভীত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই এই স্থানে তাহার আগমন যুক্তিসঙ্গত নহে। অথচ সেই কংসাসুর অদ্যাপি যদুবংশীয়দিগকে তর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, এবং আমার উদ্দেশে দুর্জ্জন পূতনাদিগকে প্রেরণ করিতে সেই দৈত্য সর্ব্বদাই

অথ পুনশ্চিন্তয়তি স্ম ;—

হন্ত ! হন্ত ! যদি কার্য্যপর্য্যায়তস্তত্র সুবিলম্বঃ সম্বলতে তদা মন্মাত্রাদিপ্রাণানাং নাত্রাঙ্গসঙ্গমঙ্গলং তর্কয়ামি ॥ ৪ ॥

ততশ্চ ;—

মাতুর্নেত্রচকোরচন্দ্রবদনস্তাতস্য দৃক্-চাতক-
শ্রেণীবারিভৃদন্যগোকুলজনস্যাপ্যাক্ষপদ্মাংশুমান্ ।
সোঽহং তান্ পরিহৃত্য হন্ত ! গমনং কুর্ব্বীয় চেত্তর্হ্যহো !
চন্দ্রাদিত্রয়বন্মমাপি ভবিতা (ক) ধিগ্বাতচক্রভ্রমঃ ॥ ৫ ॥

প্রকান্তরেণ যথা চিন্তিতবান্ তদাহ অথেত্যাদিগদ্যেন। যদি কার্য্যপর্য্যায়তঃ কার্য্যপ্রকারতঃ তত্র মথুরাদৌ সম্বলতে ঘটতে, অত্র বিষয়ে অঙ্গসঙ্গমঙ্গলং অঙ্গৈঃ করচরণাদিভিঃ সংসর্গেণ মঙ্গলং শুভং ন তর্কয়ামি অর্থাৎ প্রাণাঙ্গয়োঃ পরস্পরং বিচ্ছেদঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ চেদ্‌যদি সোঽহং তান্ পরিহৃত্য হন্ত খেদে গমনং কুর্ব্বীয় তর্হি তদা চন্দ্রাদি ত্রয়াণামিব মমাপি বাতচক্রভ্রমঃ বাতচক্রেণ ভ্রম উন্মাদঃ। দৃষ্টান্তপক্ষে বাতেন বায়ুবন্ধজ্যোতিশ্চক্রেণ চ ভ্রমো ভ্রমণং তত্র মেঘপক্ষে বাতঃ চন্দ্রসূর্য্যপক্ষে চক্রং। অহং কিম্ভুতঃ মাতুর্নেত্রমেব চকোর স্তস্মিন্ চন্দ্রবদাননং মুখং যস্য সঃ, তথা তাতস্য পিতুর্দৃক্‌নেত্রমেব চাতকশ্রেণী তস্যাং বারিভৃন্মেঘঃ তথা অন্যগোকুলজনস্যাপি অক্ষি নেত্রমেব পদ্মং তত্র অংশুমান্ সূর্য্যঃ তেষাং জীবাতুরহমেবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তৎপর ; অতএব তাহার মৃত্যু ব্যতীত সেই স্থানে মদীয় পিতা বসুদেবের, এবং এই স্থানে মদীয় পিতা শ্রীব্রজরাজের উভয় কুলই ভয়াকুল হইবে ॥ ৩ ॥

অনন্তর পুনর্ব্বার তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায় ! হায় ! যদি কার্য্যক্রমে মথুরাতে আমার অত্যন্ত অবলম্বন হয়, তাহা হইলে এই বিষয়ে আমার পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের জীবন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অমঙ্গল ঘটিবে, তাহা আমি অনুভব করিতে পারিতেছি ॥ ৪ ॥

হায় ! আমি যদি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি, তাহা হইলে চন্দ্র, মেঘ এবং সূর্য্যের মত আমারও বাতচক্র (বাতসমূহ) দ্বারা ভ্রম বা

(ক) বাতেন মেঘানাং চক্রেণ চন্দ্রসূর্য্যয়োর্ভ্রমঃ। শ্রীকৃষ্ণপক্ষেতু বাতচক্রং ব্যাধি তেন ভ্রমঃ। অর্থাৎ বাতুলত্বং। আঃ।

তদেবমেবমম্বুজলোচনে শয্যায়ামেব চিরং রচিতশোচনে সহসা কেশী সদেশীবভূব। অস্য চ নির্গ্রন্থনং প্রথমগ্রন্থ এব কথয়া গ্রন্থনমাসসাদ ॥ ৬ ॥

অথ শ্রীগোপেশ্বরীলাল্যস্তু লাল্যমানধবলাকলাপচ্ছলাৎ-পাল্যমানযশাস্ত্রিদশালয়মুনেরহঃ সহভাবমাসসাদ। যত্র চ সংশয়ানুশয়াতিশয়ময়মানং মুনিস্তং বিভাবিতয়া ভাবিতত্তল্লীলয়া সান্ত্বয়ামাস ॥ ৭ ॥

তদেবং কথক স্তস্য লীলান্তরং বর্ণয়িতুমারভতে—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। অম্বুজলোচনে শ্রীকৃষ্ণে রচিতং শোচনং শোকো যেন তস্মিন্ সদেশীবভূব অসদেশঃ সদেশো নিকটোঽভবৎ। অস্য চ কেশিনঃ নির্গ্রন্থনং বধকরণং প্রথমগ্রন্থে পূর্ব্বচম্পূাং কথয়া গ্রন্থনং প্রবন্ধং আসসাদ প্রাপ্তং ॥ ৬ ॥

অধুনা নারদেন সহ সঙ্গে ভাবিলীলানাং ক্রমং জ্ঞাতবানিতি বিভাব্যাহ—অথেত্যাদি-গদ্যেন। শ্রীগোপেশ্বরীলাল্যঃ শ্রীযশোদালালনীয়ঃ লাল্যমানো যো ধবলানাং ধেনূনাং কলাপঃ সমূহঃ স এব ছলং তস্মাৎ, ধেনুবৃন্দলালনচ্ছলাদিত্যর্থঃ, পাল্যমানং যশো যস্য সঃ ত্রিদশালয়মুনে নারদস্য রহ একান্তে সহভাবমেকত্র মিলনং প্রাপ্তঃ। যত্র চ সহভাবে মুনিস্তং কৃষ্ণং সান্ত্বয়ামাস তং কিম্ভূতং সংশয়ঃ অনুশয়ঃ পশ্চাত্তাপশ্চ তয়োরতিশয় স্তং অয়মানং গচ্ছন্তং কেন সান্ত্বয়ামাস তদাহ বিভাবিতয়া বিচারিতাবিশেষে উৎপাদিতয়া ভাবিনী যা তত্তল্লীলা তয়েতি ॥ ৭ ॥

উন্মাদ ঘটিবে। দৃষ্টান্তপক্ষে বাতদ্বারা বাতবদ্ধ জ্যোতিশ্চক্র দ্বারা ভ্রমণ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে মেঘপক্ষে বাত এবং চন্দ্র সূর্য্য পক্ষে চক্র। অথচ আমি আমার জননীর নেত্ররূপ চকোর পক্ষীর কাছে চন্দ্রবদন, পিতার নেত্ররূপ চাতক সমূহের কাছে আমি জলধর এবং অন্যান্য গোকুলবাসী লোক-দিগের নেত্ররূপ পদ্মপুষ্পের কাছে আমিই দিবাকর ॥ ৫ ॥

অনন্তর এইরূপে শয্যাতে শুইয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণ শোক করিলে সহসা কেশীদৈত্য নিকটস্থ হইয়াছিল। ইহার বধপ্রকরণ পূর্ব্বচম্পূতে কথাদ্বারা প্রবন্ধ করা হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

শ্রীমতী গোপেশ্বরী বা যশোদা যাঁহাকে লালন করেন, এবং যে শ্রীকৃষ্ণ ধেনু-দিগকে পালন করিবার ছলে সমস্ত যশোরাশিকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি

ততঃ সমস্তশস্তপালঃ শ্রীগোপালস্তং বিসর্জ্জ্য প্রসজ্যমান-মনস্তাপতয়াপি বহিরুপহিতসর্ব্বসুখশ্রীমুখপ্রকাশতয়া (ক) সখি-রামারামতয়া চ সহগোব্রজং ব্রজমাজগাম ॥ ৮ ॥

যথা ;—দাম্না দাম্না সুরসুমনসাং স্বর্গিভিঃ পূজ্যমানং
সাম্না সাম্না দ্রুহিণসদসাং বীথিভিঃ স্তূয়মানম্ ।
নাম্না নাম্না সপশুপশুপাং সম্মুখান্নির্ম্মিমাণং
ধাম্না ধাম্না সুখদমখিলঃ প্রাপ তং দৃশ্যমানম্ ॥ ৯ ॥

তেন সান্ত্বনানন্তরং তস্য কার্য্যং নির্দ্দিশতি —তত ইত্যাদিগদ্যেন। সমস্তং শস্তং ক্ষেমং পালয়তি যঃ শ্রীগোপালঃ স। সহগোব্রজং গোসমূহেন সহ যথাস্যাৎ তথা ব্রজমাজগামেত্যন্বয়ঃ। কিং কৃত্বা তদাহ নারদং বিসর্জ্জ্য বিসর্জ্জনং স্থানান্তরে প্রেষণং কৃত্বা প্রসজ্যমানো মনস্তাপো যস্য। তদ্ভাবতয়াপি বহির্বাহ্যে উপহিতং সর্ব্বং সুখং যস্মাৎ তচ্চ তৎ শ্রীমুখঞ্চেতি তস্য যঃ প্রকাশঃ প্রফুল্লতা তদ্ভাবতয়া সখিরামারামতয়া সখায়শ্চ রামশ্চ সখিরামৌ তয়োরারমণং যেন তদ্ভাবতয়েতিচ ॥ ৮ ॥

কথম্ভূতো ব্রজমাগতবান্ তদাহ- দাম্নেতি। অখিলজন স্তং দৃশ্যমানং প্রাপ। তং কিম্ভূতং সুরসুমনসাং দেবপুষ্পাণাং পারিজাতাদীনাং নির্ম্মিতেন দাম্না মালয়া পূজ্যমানং তথা

এক সময়ে দেবলোকবাসী দেবর্ষি নারদের সহিত নির্জ্জনে একত্র মিলিত হইয়াছিলেন। একত্র মিলিত হইলে দেবর্ষি নারদ,সংশয় এবং অনুতাপের আধিক্যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যথিত হইলে, তাঁহাকে পরবর্ত্তি ভাবিয়াই লীলাকথা প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ আপনাকে ব্রজলীলার পর যে সমস্ত পুরলীলা করিতে হইবে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে আর দুঃখিত হইলে চলিবে কেন! ইত্যাদি বাক্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

অনন্তর সমস্ত মঙ্গলের রক্ষাকর্ত্তা শ্রীগোপাল নারদ মুনিকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া সমস্ত ধেনুগণের সাহিত ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন। আসিবার কালে তাঁহার মনস্তাপ উপস্থিত হইলেও যাহাতে বাহ্যে সকল সুখ প্রকাশ হইতে পারে এইরূপভাবে তাঁহার শ্রীমুখ প্রফুল্ল হইয়াছিল, এবং সখাগণও বলরামের আরাম করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

যথা—আসিবার কালে সকলেই তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। তৎকালে

(ক) সখীনাং রামস্য চ সম্বন্ধে যা রামতা চারুতা তয়া। আ।

অত্র চ সুরাণাং বচনং ;—॥ ১০ ॥

ইন্দোরভ্যুদয়াৎ পরং বিকসতি দ্রাক্ কৈরবাণাং গণঃ
সিন্ধুঃ ক্ষুভ্যতি কান্তিপানময়তে দূরাচ্চকোরব্রজঃ।
গোপাঃ পশ্য মুদা মুরারিকলনাদেষামশেষাং দশাং
গচ্ছন্তোঽপ্যতিতৃপ্তিতাবশতয়া ধাবন্তি যাবদ্গতি। ইতি ॥১১

দ্রুহিণসদসাং বীথিভিঃ ব্রহ্মসভাস্থশ্রেণিভিঃ সাম্না বেদবাক্যেন স্তূয়মানং, তথা পশুভিঃ সহ পশুপালনাম্না সম্মুখান্ আত্মসম্মুখান্ নির্ম্মিমাণং, তথা ধাম্না শ্রীমূর্ত্ত্যা কান্ত্যা চ সুখদমিতি ॥ ৯ ॥

অত্রচেতি গদ্যং সুগমং ॥ ১০ ॥

বচনং যথা ইন্দোরিতি। ইন্দোশ্চন্দ্রস্য অভ্যুদয়াৎ কৈরবাণাং গণঃ শালূকসমূহঃ দ্রাক্ ঝটিতি পরং বিকসতি প্রফুল্লতি। তথা তস্মাৎ সিন্ধুঃ সমুদ্রঃ ক্ষুভ্যতি উচ্ছূনো ভবতি, তথা চকোরসমূহঃ দূরাৎ কান্তিপানং কান্তিরত্র সুধা, সুধাংশুরিতি তন্নাম নিরুক্তেঃ, তস্য পানময়তে প্রাপ্নোতি। পশ্য আলোচয়। গোপাঃ, মুদা হর্ষেণ মুরারেঃ কৃষ্ণস্য কলনাৎ দর্শনাৎ এষাং কৈরবসিন্ধুচকোরাণামশেষাং দশামবস্থাং গচ্ছন্তোঽপি অতিতৃপ্তিতাবশতয়া অতিতৃপ্তিঃ পরমং সুখং তস্য ভাবঃ অতিতৃপ্তিতা তস্যা বশতয়া যাবৎগতি গমনশক্তি তথা ধাবন্তি ॥ ১১ ॥

স্বর্গবাসী সুরগণ পারিজাত প্রভৃতি স্বর্গীয় পুষ্পের মালা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। ব্রহ্মসভাস্থ ব্যক্তিগণ বেদবাক্যদ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ পশুগণের সহিত পশুপালদিগের নাম করিয়া তাহাদিগকে আপনার সম্মুখীন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি শ্রীমূর্ত্তি এবং নিজ দেহকান্তিদ্বারা সকলের সুখ উৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

এই বিষয়ে দেবগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

চন্দ্রের উদয় হইলে কৈরব (শালুক) পুষ্প সকল শীঘ্র বিকসিত হইয়া উঠে, চন্দ্রের উদয়ে সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া থাকে ; এবং চকোর পক্ষী সকল দূর হইতেই সুধা পান করিয়া থাকে ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, এই সকল গোপগণ আনন্দে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এই কৈরব, সিন্ধু এবং চকোরের সকল প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও পরম সুখের অধীনতাহেতু যেরূপ শক্তি, সেই রূপেই গমন করিয়াছিল ॥ ১১ ॥

তদেবং ;—

আলোকঃ প্রীতিভাজাং কৃতিবলনিকরঃ কিঙ্করাণাং হৃদন্তঃ-
সারঃ সখ্যস্থিতানাং হৃদি লসদসবস্তাতমাত্রাদিকানাম্।
আত্মারামান্তরাণাং হরিরিহ সমগাৎ কেশিনং ঘাতয়িত্বা
গেহং যর্হ্যেষ তর্হি প্রতিনিজমগমংস্তে চ দেহং প্রসিদ্ধাঃ ॥১২॥
স্বেনাম্বা নিরমঙ্ক্ষয়ত্তমথ দৃগ্নীরং ব্যমুঞ্চৎ পিতা
সর্ব্বৈরন্যৈ পরিফুল্লদঙ্গবলিতাং রোমাঞ্চিতামাঞ্চিষুঃ।
অন্যচ্চ ক্বচন স্ফুরদ্বচনতাতীতং তদাসাদ্ যদা
হত্বা কেশিনমাব্রজৎ কলকলান্দোলিব্রজং স প্রভুঃ ॥১৩॥

কিঞ্চ ইহ গোষ্ঠে এষ হরিঃ কেশিনং ঘাতয়িত্বা "রামো রাজ্যমকারয়দিতিবৎ" স্বার্থে লিঙ্ হত্বেত্যর্থঃ। যর্হি গেহং সমগাৎ তর্হি প্রসিদ্ধাস্তে প্রীতিভাগাদয়ঃ, প্রতিনিজং দেহমগমন্ গতবন্তঃ, তে কে তান্ পরিচায়য়তি প্রীতিভাজাং লাল্যপ্রায়াণাং দামাদীনামালোকশ্চক্ষূরূপঃ কিঙ্করাণাং দাসানাং কৃতিবলনিকরঃ তত্তৎকার্য্যে বলসমূহরূপঃ সখ্যস্থিতানাং শ্রীদামসুবলাদীনাং হৃদন্তঃসারঃ হৃদয়মধ্যশ্রেষ্ঠাংশরূপঃ তাতমাত্রাদিকানাং হৃদি চিত্তে লসদসবঃ দীপ্তিং ভজন্তঃ প্রাণাঃ রামান্তরাণাং রামাভেদানাং মদায়ত্তদীয়ভাববতীনাং রাধাচন্দ্রাবল্যাদীনাং আত্মা জীবনরূপঃ ॥ ১২ ॥

কেশিবধানন্তরং ব্রজপ্রবেশে তন্মাত্রাদীনাং কৃত্যং বর্ণয়তি—স্বেনেতি। কেশিনং হত্বা যদা স প্রভুঃ কলকলরবেণ আন্দোলিতো যো ব্রজ স্তং আব্রজত্তদা অম্বা মাতা স্বেন দেহেন

অতএব এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ কেশীকে বধ করিয়া যৎকালে গৃহে আগমন করেন, তৎকালে প্রসিদ্ধ প্রীতিভাগী প্রভৃতি সকলেই প্রত্যেকে নিজ নিজ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের পরিচয় এই,—যাহাদিগকে প্রায়ই লালন করা যায়, সেই প্রীতিভাগী দামাদির শ্রীকৃষ্ণ নেত্রস্বরূপ, এবং কিঙ্করদিগের প্রত্যেক কার্য্যে তিনি বলসমূহস্বরূপ, সখ্যভাবযুক্ত শ্রীদাম সুবল প্রভৃতির তিনি হৃদয়মধ্যবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ অংশস্বরূপ; তিনি পিতা মাতা প্রভৃতির হৃদয়ে দীপ্তিশীল প্রাণস্বরূপ; এবং রাধিকা ও চন্দ্রাবলী প্রভৃতি রমণীদিগের তিনিই কেবল আত্মা ॥ ১২ ॥

যৎকালে সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কেশীকে নিধন করিয়া কলকলরবে আন্দো-

ততশ্চ প্রাতরতুলোৎপাতকাতরতয়া নাতিসম্ভালিতলালন-বিতরৌ মাতরপিতরৌ পুত্রং পরি সমাশ্লেষিতরৌ গৃহাপন-স্নেহালপন-স্নপন-দিব্য-বাসঃ-পটবাস-সমর্পণলেপানুলেপপ্রথনয়া তং ক্ষণকতিপয়ং বিশ্রময়ামাসতুঃ ॥ ১৪ ॥

করাদিনা নিরমঞ্ছয়ৎ পুত্রস্য সর্ব্বাঙ্গেষু করেণ পৃষ্ট্বা সম্বাহনমকরোৎ, অথ পিতা দৃগ্‌নীর মশ্রুজলং ব্যমুঞ্চৎ। অন্যে সর্ব্বে পরিফুল্লানি যান্যঙ্গানি তৈর্বলিতাং সম্মিলিতাং রোমাঞ্চিতাং রোমাঞ্চং আঞ্চিষুঃ ব্যঞ্জন্তি স্ম, তেষাং অন্যচ্চ কচন ভাবান্তরং স্ফুরদুচ্চরিতং যদ্বচনং তস্মাদতীত মাসীৎ ॥ ১৩ ॥

ততো মাতাপিত্রোর্ব্বাৎসল্যং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। প্রাত র্মাতাপিতরৌ তং বিশ্রময়ামাসতুরিত্যন্বয়ঃ। তৌ কিম্ভূতৌ অতুলো য উৎপাতস্তেন যা কাতরতা তয়া নাতিসম্ভালিতো নিরীক্ষিতো লালনস্য বিতরো বিস্তারো যয়ো স্তৌ, তথা পুত্রম্পরি সমাশ্লেষিতুং শীলং যেষাং তেষাং শ্রেষ্ঠৌ, ততো গৃহাপনং গৃহপ্রবেশঃ স্নেহাপনং স্নেহস্য প্রাপণং স্নেহালপনং স্নেহেন ভাষণং স্নপনং স্নানং দিব্যবাসঃ পীতপট্টাদিঃ অদঃ পটবাসঃ সুগন্ধি-দ্রব্যচূর্ণং তয়োঃ সমর্পণং লেপঃ সুগন্ধিদ্রব্যকল্কঃ, অনুলেপশ্চন্দনকুঙ্কুমাদিকর্দ্দমং তয়োঃ প্রথনা বিস্তার স্তয়া ক্ষণকতিপয়ং ব্যাপ্যেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

লিত ব্রজমধ্যে আগমন করেন, তৎকালে তাঁহার জননী হস্তাদিদ্বারা নির্মঞ্ছন করিলেন, অর্থাৎ পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে করস্পর্শ করিয়া সম্বাহন করিলেন। পিতা নন্দ অশ্রুজল মোচন করিয়াছিলেন। অন্য সকলের প্রফুল্লিত অঙ্গে রোমাঞ্চ ব্যক্ত হইয়াছিল। এবং তাহাদিগের কোন কোন স্থানে অন্য প্রকার যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বচনাতীত ॥ ১৩ ॥

অনন্তর প্রাতঃকালে মাতা পিতা সেই পুত্রকে বিশ্রাম করাইয়াছিলেন। অতুল্য উৎপাত দ্বারা কাতরতা ঘটাতে উভয়ে বিস্তারিতরূপে লালন হইতেছে কিনা, তাহা দর্শন করিতে পারেন নাই। অথচ পুত্রকে আলিঙ্গন করা উভয়েরই নিতান্ত অভ্যস্ত ছিল। ইহাদের মত কেহই পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে জানিত না। অথচ পুত্রকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করান, স্নেহ প্রকাশ করা, স্নেহ সম্ভাষণ, স্নান করান, পীত পট্ট বস্ত্রাদি এবং সুগন্ধি দ্রব্য চূর্ণ দান, সুগন্ধি দ্রব্যের লেপন, এবং চন্দন কুঙ্কুমাদির কর্দ্দম, ইহার বিস্তার করিয়া কতিপয় মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করাইলেন ॥ ১৪ ॥

যতস্তং সদা কোমলমেব কলয়াম্বভূবতুর্যুদ্ধাদিসময়ে তু নারায়ণব্যক্তীকৃততাৎকালিকশক্তিময়মিতি ॥ ১৫ ॥

অথ গবাং দোহনাবসরাবরোহঃ স্যাদিতি সর্ব্বসুখাপালঃ শ্রীলগোপালঃ স্বয়মগ্রজেন সমগ্রীভূয় তদীয়সামগ্রীকরকিঙ্কর-নিকরমাহূয় তাসামগ্রীয়ভূভাগমাগতবান্। আগতমাত্রে চ তত্র সরামশ্যামগাত্রে ॥ ১৬—১৭ ॥

নন্বু কংসবধানন্তরং নির্ম্মঞ্ছনাদিকং কথং বিরচিতং তত্রাহ—যত ইত্যাদিগদ্যেন। তৌ সদা তং কোমলমেব কলয়াম্বভূবতুঃ নিরীক্ষয়ামাসতুঃ। নন্বু তদা মহাকঠোরৈঃ সহ যুদ্ধং কথং কৃতং তত্রাহ যুদ্ধাদিসময়ে নারায়ণেন ব্যক্তীকৃতা যা তাৎকালিকশক্তিস্তয়া প্রচুরং কলয়াম্বভূবতুরিতি ॥ ১৫ ॥

ততঃ স্বজাতিকৃত্যং যৎকৃতবান তদাহ—অথেতিগদ্যেন। গবাং দোহনস্য যোঽবসরঃ অবকাশ স্তস্যাবতরণং সময়ঃ সমগ্রীভূয় মিলিত্বা তদীয়া দোহনীয়া যা সামগ্রী সা করে যেষাং তেচ তে কিঙ্করা দাসাশ্চেতি তেষাং নিকরঃ সমূহ স্তং তাসাং গবাং, অগ্রীয়ভূভাগঃ পুরস্থলং আগতবান্ ॥ ১৬ ॥

আগতেতি রামেণ সহ শ্যামগাত্রঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্মিন আগতমাত্রে সতি ॥ ১৭ ॥

যে হেতু জনক জননী সেই পুত্রকে কেবল কোমল বলিয়াই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তবে যে তিনি মহা কঠোর ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহার যুক্তি এই,—যুদ্ধকালে নারায়ণ তৎসময়োচিত প্রচুর শক্তির সৃষ্টি করেন। সুতরাং সেই শক্তিদ্বারা শত্রু নিপাত করিতে সক্ষম হন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর ধেনুদিগকে দোহন করিবার সময় উপস্থিত হইলে, সর্ব্ব-সুখ-পালক শ্রীমান্ গোপাল, স্বয়ং অগ্রজের সহিত মিলিত হইয়া, এবং যে সকল কিঙ্করদিগের হস্তে দোহন করিবার উপযুক্ত সামগ্রী সকল ছিল, সেই সকল ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিয়া ধেনুগণের সম্মুখবর্ত্তী স্থানে আগমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

বলরামের সহিত শ্যামলদেহ শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইবা মাত্র, তৎকালে ধেনুগণ মেঘকান্তি ঐ কৃষ্ণকে শীঘ্র পরিবেষ্টন করিল। ধেনুগণও একমাত্র

হুঙ্কারঘোষরচিতাখিলশব্দমোষঃ
স্রাগন্দকান্তিমমুমাস্তৃত ধেনুসঙ্ঘঃ।
বৎসান্ বিনাপি (ক) বলবৎস্নবমেষ তৈ স্তং
সদ্বৎসলঃ সহবলঃ শবলং চকার ॥ ১৮ ॥

তত্র তু ;—

সর্ব্বং চকার স হরিঃ পরিতঃ পুরাব-
দ্দধ্রে সুরর্ষিবচসা তু বিদূনমন্তঃ।
যদ্যপ্যদস্তদপি তস্য নিজব্রজায়
প্রত্যাগতির্হৃদি কৃতা স্থিরতাং পুপোষ ॥ ১৯ ॥

তদা গবাং তত্র স্নেহকৃত্যং তস্য চ বৎসলতাকৃত্যঞ্চ বর্ণয়তি হুঙ্কারেতি। তদা ধেনুসঙ্ঘঃ স্রাক্ শীঘ্রং অব্দকান্তিং মেঘবর্ণমমুং কৃষ্ণমাস্তৃত আবৃতবান্। স কিম্ভূতঃ হুঙ্কারঘোষরচিতেন অখিলানাং পশুপক্ষিপ্রভৃতীনাং শব্দো মোষশ্চোরিতো যেন সঃ। তদাচ সহবলঃ বৎসলঃ স এষ বৎসান্ বিনাপি বলবৎস্নবং বলবান্ স্নবো দুগ্ধক্ষরণং যস্য তং ধেনুসঙ্ঘং তৈর্বৎসৈঃ সহ শবলং মিশ্রণং চকার ॥ ১৮ ॥

তদৈকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবং বর্ণয়তি—সর্ব্বমিতি। স হরিঃ পুরাবৎ পরিতঃ সর্ব্বতো ভাবেন সর্ব্বং কার্য্যং চকার। নন্থ নারদবচসা মথুরাগমনে নির্দ্ধারিতে তত্রাপি চিত্তে অস্থিরতাং প্রাপ্তে চ কথং তস্য পুরাবৎ সর্ব্বকার্য্যকরণং ঘটতে তত্রাহ যদ্যপি সুরর্ষি-বচসা অদোঽন্তঃকরণং বিদূনং দধ্রে তদপি তস্য কৃষ্ণস্য নিজব্রজায়। প্রত্যাগতি হৃদি চিত্তে কৃতা সতী স্থিরতাং পুপোষ ॥ ১৯ ॥

হুঙ্কার শব্দ রচনা করিয়া পশু পক্ষী সকলেরই শব্দ অপহরণ করিয়াছিল। তৎকালে বৎসগণ ব্যতীতও যাহাদের প্রবলভাবে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতেছিল, সেই সকল ধেনুদিগকে স্নেহপরতন্ত্র এবং বলরাম-সমবেত সেই শ্রীকৃষ্ণ, বৎসগণকে মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বের মত সর্ব্বতোভাবে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যদ্যপি দেবর্ষি নারদের বাক্যে মথুরায় গমন নির্দ্ধারিত হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ

(ক) বলান্ স্নবঃ দুগ্ধক্ষরণং যস্য স তং। ধেনুসঙ্ঘং শবলং মিশ্রিতং। আ।

তথাহি ;—তস্য ভাবানামুদ্ভাবনা ;—॥ ২০ ॥

কংসং হন্তুং প্রয়াণি স্ফুরতি পিতৃমুখপ্রেমতদ্বিঘ্নরূপং
দেবর্ষের্ব্বাঙ্ন মিথ্যা কথমথ বিরহং হা! সহেয় ব্রজস্য।
নির্ণীতেঽপ্যত্র জাতে কৃতমসুখময়েনাস্য চিন্তামলেন
স্মর্ত্তব্যং তত্তু নিত্যং যদিহ সুখময়ং বৈভবং ভাবিসঙ্গে ॥ ২১ ॥

ইত্যচিন্ত্যত চানেন রথঃ কশ্চন চৈক্ষ্যত।
মহতাং হৃদয়ে যাতি প্রতিবিম্বং হি বিম্বতাম্ ॥ ২২ ॥

চিত্তস্য বিদূনতাকার্য্যং দর্শয়তি—তথাহীতি ক্ষুদ্রগদ্যেন ॥ ২০ ॥

ভাবানামুদ্ভাবনাং বিবৃণোতি—কংসমিতি। কংসং হন্তুমহং প্রয়াণি গচ্ছানি কিন্তু পিতৃমুখানাং পিত্রাদীনাং প্রেম তস্য প্রয়াণস্য বিঘ্নরূপং সৎ স্ফুরতি কিঞ্চ দেবর্ষের্বাক মিথ্যা ন স্যাৎ তথাত্বে এজস্য বিরহং কথং সহেয় সহ্যং কুর্য্যাং। অত্র নির্ণীতেঽপি জাতে অস্য চিন্তামলেন চিন্তাদোষেণ অসুখময়েন কৃতমলং ব্যর্থং। নন্বেবং তদা রজবিরহদুঃখমপরিহার্য্যং ভবেত্তত্রাহ ইহ ব্রজে ভাবিসঙ্গে ভবিষ্যতি মিলনে যৎসুখময়ং বৈভবং ভবেৎ তত্তু নিত্যং স্মর্ত্তব্যং তেনৈব তদ্দুঃখবিস্মৃতিঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

তদেবং চিন্তনানন্তরং কিং জাতং তদাহ—ইতীতি। ইতি এবম্প্রকারেণ কৃষ্ণেনাচিন্ত্যত চিন্তা কৃতাচ তদা চ কশ্চন রথশ্চ তেনৈক্ষ্যত দৃষ্টঃ। তত্র নিদর্শনং হি যতো মহতাং হৃদয়ে প্রতিবিম্বং বিম্বতাং স্বরূপতাং যাতি পুরাগমনং চিন্তিতং সৎ রথরূপেণায়াতমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাকুল ও দুঃখসন্তপ্ত হইয়াছিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের নিজ ব্রজে প্রত্যাগমন করা মনে করিয়া তিনি স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

ঐ রূপে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ ভাবের উদ্ভাবন হইয়াছিল। আমি ত কংসকে বধ করিতে চলিলাম। কিন্তু পিতামাতা প্রভৃতির ভালবাসা সে কার্য্যের বিঘ্নস্বরূপ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। দেবর্ষির বাক্যও মিথ্যা হইবার নহে। তাহা হইলে আমি কি প্রকারে ব্রজের দুঃখ সহ্য করিব? এই বিষয় নির্ণীত হইলেও এই অসুখময় দুষ্ট চিন্তায় প্রয়োজন কি? কিন্তু এই ব্রজে ভাবী মিলনে যে সুখময় বৈভব হইবে, তাহারই নিত্য স্মরণ করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ সুদীর্ঘ বিরহের পর যখন পুনর্মিলন অবশ্যম্ভবী তখন সেই চিন্তাতেই উপস্থিত দুঃখ দূর করা কর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং কোন এক খানি রথ

রথস্থপুরুষস্য দর্শনে তু ;—

রথী নিরস্ত্রঃ স্যাদ্দূত ইতি কৃষ্ণেন তর্কিতম্।
কংসাৎ কস্মাদসাবাগাদিত্যন্যৈরপি শঙ্কিতম্ ॥ ২৩ ॥

তদা চ বারুণীমনুরক্তঃ পতনসক্তঃ স দিননাথঃ কৃতনদীনাথপাথঃক্বাথঃ স্বমালোকং লোকমপি তমসি বেশয়ামাস ॥২৪॥

তদা তদ্রথস্থপুরুষস্য দর্শনে শ্রীকৃষ্ণস্যানুমানং বর্ণয়তি—রথীতি। নিরস্ত্রো রথী দূতঃ স্যাদিতি কৃষ্ণেন তর্কিতং বিচারিতং। অন্যৈরপি তু কংসাৎ সকাশাৎ কস্মাদ্ধেতোরসৌ জন আগাদাগতবানিতি শঙ্কিতং ॥ ২৩ ॥

অসৌ যদা গতস্তৎকালং ব্যনক্তি—তদাচেত্যাদিগদ্যেন। তদাচ দিননাথঃ সূর্য্যঃ স্বমালোকং স্বকীয়দর্শনং লোকং জগদপি তমসি অন্ধকারে বেশয়ামাস প্রবেশিতবান্, তদা স কিম্ভূতঃ বারুণীমনুরক্তঃ পশ্চিমায়াং দিশি অনুরাগবান্ পতনসক্তঃ কৃতো নিজোষ্মণা নদীনাথস্য সমুদ্রস্য পাথসাং জলানাং ক্বাথঃ পাকো যেন সঃ অদ্ভ্যো বা এষ প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতীতি লৌকিকশ্রুতিবাক্যাৎ সমুদ্রে তেজোময়স্য তস্য প্রবেশাৎ জলানামুষ্ণত্ববর্ণনং কৃতং ॥ ২৪ ॥

দর্শন করিলেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই, মহাত্মগণের হৃদয়ে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা বিম্বতা বা স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ গমন-বিষয়ে যে চিন্তা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই রথরূপে উপস্থিত হইল ॥ ২২ ॥

রথারূঢ় পুরুষকে (অক্রূরকে) দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিচার করিতে লাগিলেন, রথস্থিত ব্যক্তি যদি নিরস্ত্র হয়, তবে সেই জন দূত হইবে। অন্যান্য ব্যক্তিগণ চিন্তা করিতেছিল, কি হেতু এই ব্যক্তি কংসের নিকট হইতে আগমন করিল ॥ ২৩ ॥

তৎকালে দিননাথ সূর্য্যোদয়ে স্বকীয় দর্শন এবং ভুবনকে অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে সূর্য্য পশ্চিম দিকে অনুরক্ত, পতনোন্মুখ, এবং নিজের তেজে নদীপতি সমুদ্রের জল সকলকে পাক করিয়াছিলেন। অর্থাৎ অস্তাচল-চূড়াবলম্বী সূর্য্যের কিরণে পশ্চিমাকাশ রক্তাভ হওয়ায় তদীয় রাগে সাগর-সলিলও রক্তাভ হইল। ইহাতে বোধ হইল যেন সূর্য্য জলকে অগ্নিতে পাক করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

সত্যং সূর্য্যস্তুর্য্য-প্রহরস্থান্তং যযৌ কিন্তু।
সবলহরিঃ প্রতিহরিতং, হারিততিমিরং ব্যধান্নিজং কিরণম্ ॥২৫

তত উন্মুখতাং যাতেষু গোপজাতেষু সমমুন্ন(মি)তকর্ণসজ্ঞাতেষু চ গোব্রাতেষু তদবলোকনসতৃষ্ণৌ বলকৃষ্ণৌ রথস্থঃ স দূরত এবাক্রূরঃ সাক্ষাৎ পরিচিতিং বিনাপি পরিচিতবান্ ॥ ২৬

যতঃ ;—

চক্ষুরেব পরিচায়কং ভবেদ্রূপমাত্র ইতি গীঃ সতাং মতা।
তাদৃশামনুভবে তু কর্ণয়োর্দৃষ্টিশক্তিরপি কৃষ্টিমৃচ্ছতি ॥ ২৭ ॥

ননু তদা ব্রজে কিমন্ধকারো জাতঃ নহি নহীত্যাহ—সত্যমিতি। সূর্য্যশ্চতুর্থযামস্যান্তং সত্যং যযৌ। কিন্তু বলেন রামেণ সহিতো হরিঃ প্রতিহরিতং প্রতিদিশং নিজং কিরণং ময়ূখং ব্যধাৎ তং কিম্ভূতং হারিতং নাশিতং তিমিরং যেন স তং, নিজকিরণস্য তমোনাশকশক্তেরিতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

ততো রথস্থস্য বৃত্তান্তং বর্ণয়তি তত ইত্যাদিগদ্যেন। স রথস্থোঽক্রূরো দূরত এব পরিচিতিং বিনাপি বলকৃষ্ণৌ পরিচিতবানিত্যন্বয়ঃ। তৌ কিম্ভূতৌ রথস্যোন্মুখতাং যাতেষু গোপজাতেষু গোপ সমূহেষু সমং সহ উন্নতয়োঃ কর্ণয়োঃ সজ্জাতো যেষাং তেষু গোপসমূহেষু সৎসু তস্য রথস্থস্যাবলোকনসতৃষ্ণাবিতি ॥ ২৬ ॥

ননু পরিচিতিং বিনা কথং পরিচয়ং কৃতবান্ তত্রাহ—চক্ষুরিতি। রূপমাত্রে রূপমাত্রগ্রহণে চক্ষুরেব পরিচায়কং ভবেদিতি গীর্ব্বাক্ সতাং মতা, তত্র নিদর্শনং তাদৃশামনুভবে তু দৃষ্টিশক্তিরপি কর্ণয়োঃ কৃষ্টিমাকর্ষণং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

সূর্য্যদেব সত্যই চতুর্থ প্রহরের অন্তে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত প্রত্যেকদিকে অন্ধকার দূর করিয়া নিজ কিরণ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

অনন্তর সেই রথস্থিত অক্রূর দূর হইতেই পরিচয় না থাকিলেও কৃষ্ণ বলরামের নিকট পরিচিত হইলেন। যখন সমস্ত গোপগণ রথ দেখিতে উন্মুখ হইল, এবং যখন এককালে সমস্ত ধেনুগণের কর্ণ উন্নত হইয়া উঠিল, তখন কৃষ্ণ বলরামও সেই রথ দর্শন করিতে অভিলাষী হইলেন ॥ ২৬ ॥

কারণ "রূপমাত্র গ্রহণে চক্ষুই তাহার পরিচায়ক", এই রূপ বাক্য পণ্ডিত-

অস্তু তাবদনয়োঃ স্বরূপতা নীলরত্নবিধুলোভিশোভয়োঃ।
অঙ্ঘ্রিচিহ্নমপি চিত্রসন্নিভং দূরতোঽপি তমমূমুহন্মুহুঃ(ক) ॥২৮
তয়োস্তাদৃশরূপমপি নিরূপিতবান্ ; যথা ;—॥ ২৯ ॥
একঃ শ্যামদ্যুতীনামভিমতবিভবস্যাধিদেবাবতার-
স্তৎসধ্র্যঙ্ শুভ্রশোভাসমুদয়সুভগাভোগসারপ্রসারঃ।
(খ) তত্রাদির্ব্বস্ত্রকান্তিপ্রচিতিভগবতীকৃষ্টলক্ষ্মীপ্রচারঃ
কিঞ্চান্যঃ কান্তবাসশ্ছবিশবলনয়া স্পষ্টপূর্ব্বানুকারঃ ॥ ৩০॥

তচ্চরণচিহ্নস্য মোহনতাশক্তিং বর্ণয়তি—অস্ত্বিতি। নীলরত্নবিধ্বোরিন্দ্রমণিচন্দ্রয়োঃ লোভিনী লোভদায়িকা শোভা যয়োস্তয়োরনয়োস্তাবৎ স্বরূপতা মোহকতা অস্তু চিত্রসন্নিভং চিত্রসদৃশং অঙ্ঘ্রিচিহ্নমপি দূরতোঽপি অসম্যক্ দৃষ্টমপি তমক্রূরং মুহুরমূমুহৎ মোহয়ামাস ॥ ২৮ ॥

স তু তয়োঃ স্বরূপতাং নিরূপিতবানিত্যাহ তয়োরিতি স্বল্পগদ্যেন ॥ ২৯ ॥

তয়োঃ স্বরূপতাং বর্ণয়তি—এক ইতি। একঃ কৃষ্ণঃ শ্যামকান্তীনামভিতঃ সর্ব্বতো যো বিভবো বৈভবং তস্যাধিদেবতায়া অধিষ্ঠাতৃদেবতায়া অবতারঃ, তৎসধ্র্যঙ্ তস্য সহচারী শুভ্রশোভাসমূহস্য সুভগো য আভোগঃ পূর্ণতা তস্য সারপ্রসারো যত্র সঃ। তত্র মধ্যে আদিঃ কৃষ্ণবস্ত্রস্য কান্তি-প্রচিতিঃ কান্তিসমূহঃ সৈব ভগবতী গৌরী গৌরীবৎ পীতবর্ণা তয়া আকৃষ্টা যা লক্ষ্মীঃ শোভা তস্যাঃ প্রচারো যত্র সঃ। অন্যো বলঃ স কান্তবাসঃ কমনীয়ং যদ্বস্ত্রং তস্য ছবেঃ শবলনা কৃষ্ণ-পীতবর্ণতা তয়া স্পষ্টো যঃ পূর্ব্বানুকারঃ লক্ষ্মীপ্রচারো যত্র সঃ ॥ ৩০ ॥

গণের অনুমোদিত। তাদৃশ মহানুভব ব্যক্তিগণের অনুভবে দৃষ্টিশক্তি ও কর্ণ-যুগল আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ বলরামের এইরূপ শোভা ছিল যে, ইহাঁদিগকে দেখিলে ইন্দ্রকান্ত মণি এবং শশধরেরও মনে মনে লোভ হইত। অতএব এই উভয়ের মোহিনী শক্তি এখন দূরে থাক। চিত্রতুল্য পদচিহ্নও যখন সম্যক্‌রূপে দূর হইতে দৃষ্ট হইল, তখন সেই পদচিহ্ন, সেই অক্রূরকে বার বার মোহিত করিয়াছিল ॥ ২৮ ॥

সেই অক্রূরও কৃষ্ণ এবং বলরামের সৌন্দর্য্য নিরূপণ করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

যথা :—তাহার মধ্যে প্রথম শ্রীকৃষ্ণের রূপ অপূর্ব্ব। শ্যাম প্রভাসমূহের

(ক) তমমূ মুহুর্মুহুঃ। ইতি আনন্দপাঠঃ।

(খ) বস্ত্রকান্তিসমূহরূপা ভগবতী উত্তমা তয়া আকৃষ্টঃ আকর্ষিতঃ লক্ষ্মীপ্রচারো ব্যবহারো যেন তাদৃশঃ। অনেন বস্ত্রস্য পীতত্বং ব্যঞ্জিতং। আ।

তথা ;—

আদ্যঃ কৃষ্ণাম্বুজশ্রীবিজয়মুখমহাশোভয়া দত্তমোদ-
স্তৎসধ্র্যঙ্ পুণ্ডরীকদ্যুতিপরিচয়জিদ্বক্ত্ররোচির্ব্বিনোদঃ।
তত্রাদির্নেত্রশোভাবিরচিতরুচিমৎখঞ্জনদ্যোতনোদঃ
কিঞ্চান্যশ্চক্ষুরন্তারুণকুসুমরজঃপিঞ্জরালিপ্রতোদঃ ॥৩১॥

পুনস্তৌ বর্ণয়তি—আদ্য ইত্যাদিপঙ্ক্তিঃ। আদ্যঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাম্বুজস্য কৃষ্ণপদ্মস্য যা শ্রীঃ শোভা তাং বিজেতুং শীলমস্য তচ্চ তন্মুখঞ্চেতি তস্য মহাশোভয়া দত্তো মোদো হর্ষো যেন সঃ। তৎসহচারী যো বলঃ স পুণ্ডরীকং শুক্লপদ্মং তস্য দ্যুতেঃ পরিচয় স্তাং জয়তি যদ্বক্ত্রস্য মুখস্য রোচিঃ শোভা তয়া বিনোদঃ কৌতূহলো যস্য। তত্র মধ্যে আদিঃ কৃষ্ণো নেত্রশোভয়া বিরচিতঃ রুচিমৎ খঞ্জনদ্যোতস্য নোদঃ খণ্ডনং যেন সঃ। অন্যো বলঃ চক্ষুষোরন্তেনারুণং রক্তবর্ণং যৎ কুসুমরজঃ পুষ্পপরাগঃ তস্য যা পিঞ্জরালিঃর্থাৎ সুপক্তনাঃ প্রতোদো বাধা যেন সঃ ॥ ৩১ ॥

চারিদিকে যে বৈভব আছে, সেই বৈভবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার যে অবতার, এই অবতারের সহচরী যে শুভ্র বর্ণ শোভা, এবং এই শুভ্র শোভা সমূহের যে সুন্দর পরিপূর্ণতা, এই পূর্ণতার সারভাগ শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে প্রথম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে যে বস্ত্রের শোভাসমূহ আছে, তাহাই ভগবতী গৌরীর মত পীতবর্ণ, এবং তাহাদ্বারা যে শোভা আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই শোভা কৃষ্ণ-অঙ্গে প্রচারিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় বা শেষ বলরামেরও শোভা অপূর্ব্ব। কারণ, রমণীয় বস্ত্রের যে প্রভা আছে, সেই প্রভার কৃষ্ণবর্ণ এবং পীতবর্ণদ্বারা পূর্ব্বের মত বলরামের দেহে শোভা সঞ্চার হইয়াছে॥ ৩০ ॥

অগ্র শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব। ইহাঁর মুখ খানি নীলকমলের শোভা জয় করিয়া থাকে। এইরূপ মনোহর মুখের মহা শোভাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার সহচর বলরামের মুখ খানিও শ্বেতপদ্মের প্রভার পরিচয়কে পরাস্ত করিয়া থাকে। অতএব এইরূপ মুখদ্বারা বলরামের কৌতুহল হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, মনোহর খঞ্জন পক্ষীর যেরূপ চক্ষের সুখ্যাতি আছে তাহাও নেত্র-শোভা দ্বারা খণ্ডন করিয়া থাকেন। অপিচ বলরামও নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগ দ্বারা রক্তবর্ণ পুষ্পপরাগের রাশিকেও ব্যথা দিয়া থাকেন॥ ৩১ ॥

তথা ; —

আদ্যঃ শ্রীকুণ্ডলান্তর্ঝষমুখসুখকৃদ্দ্যোতগণ্ডস্থলীক-
স্তৎসধ্র্যঙ্ শশ্বদেকশ্রুতিকিরণলসৎকর্ণিকাভাবলীকঃ।
তত্রাদিশ্চাপবদ্‌ভ্রূমিল-তিলকুসুমঘ্রাণবাণচ্ছবীকঃ
কিঞ্চান্যস্তদ্দ্বিতীয়দ্যুতিজিতবিলসৎকামচেতোগবীকঃ ॥ ৩২ ॥

কিঞ্চ—আদ্যঃ কৃষ্ণঃ শ্রিয়া শোভয়া যুক্তে যে কুণ্ডলে তয়োরন্তর্ম্মধ্যবর্ত্তি যৎ ঝষমুখং মকরমুখং তদেব সুখকৃৎ তেন দ্যোতা প্রকাশিতা গণ্ডস্থলী যস্য সঃ। তৎসধ্র্যঙ্ তস্য সহচারী বলঃ শশ্বৎ সর্ব্বদা একশ্রুতৌ কিরণেন লসন্তী যা কর্ণিকা কর্ণভূষণং তস্যা আভাবলী দীপ্তিশ্রেণী যত্র সঃ। তত্রাদি স্তয়োর্ম্মধ্যে কৃষ্ণশ্চাপবৎ ধনুর্ব্বৎ যে ভ্রুবৌ তয়োর্মিলতি যৎ তিলকুসুমবৎ ঘ্রাণং নাসিকা তদেব বাণচ্ছবী শরপ্রতিবিম্বো যত্র সঃ। অন্যো বলঃ তদ্দ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণতুল্যঃ দ্যুত্যা কান্ত্যা জিতা বিলসন্ যঃ কামঃ কন্দর্প স্তস্য চেতো মন স্তস্য গবী স্থানং যেন মনসশ্চন্দ্রদৈবতত্বাৎ শুক্লবর্ণত্বং স্থানবাচিগোশব্দাদীপ্রত্যয়েন গবীতি সিদ্ধং ॥ ৩২ ॥

শোভাযুক্ত কুণ্ডলদ্বয়ের মধ্যে যে মকর মুখ আছে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পরম সুখজনক। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদ্বারা আপনার গণ্ডস্থল প্রকাশিত করিয়াছেন। তদীয় সহচর বলরামের এক কর্ণে যে কর্ণভূষণ সর্ব্বদা কিরণদ্বারা বিলাসিত থাকিত, তাহার প্রভাবলী সর্ব্বদাই বলরামের অঙ্গে বিরাজমান ছিল। এই উভয়ের মধ্যে প্রথম শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূযুগল ধনুকের মত সুন্দর ছিল। এই ভ্রূদ্বয়ের নিকটে যে তিলকুসুমের মত নাসিকা মিলিত হইয়াছিল, সেই নাসিকা যেন শর-প্রতিবিম্বের মত কৃষ্ণদেশে বিরাজ করিত। অপিচ, বলরামও কৃষ্ণের সমান ছিলেন। তিনি নিজ দেহকান্তি দ্বারা কান্তি-বিলাসিত কন্দর্পের হৃদয়ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

তথা ;—

আদ্যঃ স্বর্নাথরত্নদ্যুতিভুজভুজগদ্যোতিরত্নৈর্ব্বিচিত্র-
স্তৎসধ্র্যঙ্ পুষ্পরাগাভিধমণিরচিতস্তম্ভজিদ্বাহুচিত্রঃ।
তত্রাদিঃ শ্রীলনীলচ্ছবিনিকষদুরঃস্বর্ণরেখাপবিত্রঃ
কিঞ্চান্যঃ ক্রোড়ভাসাশিবগিরিমণিভূকান্তিসম্পল্লবিত্রঃ ॥৩৩

তথা ;—

আদ্যঃ সাঙ্গাধরাঙ্গচ্ছবি-কবি-কবিতাবর্দ্ধিনানর্দ্ধি-যুক্ত-
স্তৎসধ্র্যঙ্ তদ্বদেব প্রাতিলবরুচিরঃ সর্ব্ববিদ্বাদিরুক্তঃ।
তত্রাদিঃ পদ্মজিদ্ভ্যাং নিজকটকরবায়েব পদ্ভ্যাং প্রযুক্তঃ
কিঞ্চান্যস্তৎসহায়াবিব নিজচরণৌ চালয়ন্ ভীপ্রমুক্তঃ ॥৩৪॥

তথা আদ্যঃ কৃষ্ণঃ স্বনাথরত্নমিন্দ্রনীলমণিস্তস্যেব দ্যুতিঃ কান্তির্যয়োরেবম্ভূতৌ যৌ ভুজ-ভুজগৌ বাহুরূপসর্পৌ তযো দ্যোতিরত্নৈঃ দ্যোতনশীলৈ রত্নৈর্বিচিত্রো মনোহরঃ। তৎসহচারী বলঃ পদ্মরাগমণিনা রচিতো যঃ স্তম্ভ স্তং জয়তো যৌ বাহু তাভ্যাং চিত্রঃ। আদিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীলা শোভাবিশিষ্টা নীলচ্ছাবির্নীলকান্তির্যস্য স নিকষইব আচরতি এবম্ভূতং যৎ উরো বক্ষস্থলং শ্রীলনীলচ্ছবি চ তৎ নিকষদুরশ্চেতি তস্মিন্ যা স্বর্ণরেখা তয়া পবিত্রঃ সুশোভঃ। অন্যো বলঃ ক্রোড়ভাসা বক্ষঃশোভয়া শিবগিরিঃ কৈলাসঃ স এব মণিভূমি স্তস্য যা কান্তিসম্পৎ তস্যাং লবিত্রো দাত্রং তচ্ছোভাহারীত্যর্থঃ। ৩৩॥

তথা আদ্যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অঙ্গেন সহ বর্ত্তমানং যদধরাঙ্গং তস্য ছবিঃ শোভা যত্র এবম্ভূতা যা কবীনাং কবিতা তয়া বৰ্দ্ধি বর্দ্ধনশীলা যা নানার্দ্ধি র্নানাসম্পৎ তয়া যুক্তঃ। তৎসহচারী বল স্তদ্বদেব

প্রথম শ্রীকৃষ্ণের বাহুরূপ সর্পদ্বয়ের কান্তি ইন্দ্র নীলমণির মত সুন্দর ছিল। এই বাহুসর্পের দীপ্তিশীল রত্নরাশি দ্বারা আরও মনোহর হইয়াছিলেন। তদীয় সহচর বলরামেরও যে মনোহর বাহুযুগল ছিল, সেই বাহুদ্বয়দ্বারা পদ্মরাগ মণি নির্ম্মিত স্তম্ভও পরাজিত হইত। উভয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল, শোভাবিশিষ্ট নীলকান্ত মণির কষ্টি প্রস্তর ছিল, এবং ঈদৃশ মনোহর বক্ষঃস্থলে যে স্বর্ণরেখা ছিল, তাহাদ্বারা আরও শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল। অপর বলরামও বক্ষঃ-স্থলের দীপ্তিদ্বারা শিবগিরি কৈলাসরূপ মণিভূমির শোভা-সম্পত্তি অপহরণ করিতেন ॥ ৩৩ ॥

প্রথম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সহিত যে অধরাঙ্গ ছিল, সেই অধরাঙ্গের শোভা-

তথা ;—

আদ্যঃ সার্দ্রাঙ্গনীলপ্রগুণতরুলতাহস্ততাশস্তখেল-

স্তৎসধ্র্যঙ্ কন্দুকার্থং কৃতহলতুলয়া শাখয়া লব্ধমেলঃ।

তত্রাদিঃ সঙ্কুচদ্ধীরবয়বনিচয়ব্যাপ্তয়ে কৢপ্তচেলঃ

কিঞ্চান্যস্তস্য তদ্বন্মিলনকৃতিকৃতে বীক্ষিতাগামিবেলঃ ॥

ইতি ॥ ৩৫ ॥

শোভয়া কৃষ্ণতুল্যঃ প্রতিলবরুচিরঃ প্রতিক্ষণে কমনীয়ঃ, এবং সর্ব্ববিদ্বদ্ভিস্তাহাকবিভিরুক্তঃ। আদিঃ কৃষ্ণঃ পদ্মজিদ্ভ্যাং পদ্ভ্যাং নিজকটকস্য নিজরাজধান্যা বরায়েব শ্রেষ্ঠত্বায়েব প্রযুক্তঃ চরণদ্বয়েন ব্রজে নিয়োজিত ইত্যর্থঃ। অন্যো বল স্তস্য শ্রীকৃষ্ণচরণয়োঃ সহায়াবিব নিজচরণৌ চালয়ন্ ভিয়া ভয়েন প্রমুক্তঃ ॥ ৩৪ ॥

তথা আদ্যঃ কৃষ্ণঃ আদ্রেণ স্নেহেন সহ বর্ত্তমানমঙ্গং যস্যাঃ সা, নীলঃ শ্যামবর্ণঃ প্রকৃষ্টো গুণো যস্যাঃ সা, সার্দ্রাঙ্গা চাসৌ নীলপ্রগুণা চেতি এবম্ভূতা যা তরুলতা সা হস্তে যস্য তদ্ভাবতয়া শস্তা প্রশস্তা খেলা ক্রীড়া যস্য সঃ। তৎসধ্র্যঙ্ বলঃ কন্দুকার্থং ক্ষেপণার্থং কৃতা হলেন তুলা তুলনা যস্যা তয়া শাখয়া সহ লব্ধো মেলো মিলনং যস্য সঃ। তত্রাদিঃ কৃষ্ণঃ অবয়বানাং নিচয়ঃ সমূহ স্তস্য ব্যাপ্তয়ে আচ্ছাদনায় সঙ্কুচন্তী ধীর্ দ্ধিরস্য সঃ, কৢপ্তো নিহিত শ্চেলো বস্ত্রং যেন সঃ। অন্যো বলঃ শোভয়া তদ্বৎ তস্য রজস্য মিলনকৃতিকৃতে মিলনকরণায় বীক্ষিতা আগামিনী বেলাকালবিশেষো যেন সঃ ॥ ৩৫ ॥

সংশ্লিষ্ট কবিগণের কবিতাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নানা সম্পত্তি বর্দ্ধনশীল হইয়াছিল। তদীয় সহচর বলরামও শোভায় কৃষ্ণের মত সুন্দর ছিলেন, এবং তিনি প্রতিক্ষণে রমণীয় হইতেন, ইহা সকল কবিগণই বর্ণন করিতেন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রীকৃষ্ণ পদ্ম-বিজয়ী চরণযুগল যেন নিজ রাজধানীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের জন্যই নিক্ষেপ করিতেন। অন্য বলরাম শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ের সহায় তুল্য নিজের চরণযুগল চালনা করিয়া ভীত হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

যে তরুলতার অঙ্গ আর্দ্র এবং যাহার শ্যামবর্ণ উৎকৃষ্ট গুণ আছে, এইরূপ তরুলতা হস্তে বিদ্যমান থাকিতে অদ্য শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া প্রশস্ত হইয়াছিল। তদীয় সহচর বলরাম কন্দুক ক্ষেপ করিবার জন্য লাঙ্গল তুল্য শাখার সহিত মিলিত হইতেন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রীকৃষ্ণ অবয়ব সমূহ আচ্ছাদন করিবার জন্য সঙ্কুচিত-

কিঞ্চ ;—

শিতী সতড়িদংশুকৌ সদবতংসবামশ্রুতী
পুরুপ্রভবরোহিণী সুখসুতৌ বলাখ্যান্বিতৌ।
সকেলিসিতধেনুকৌ পরিহৃতান্যজন্মাস্পদৌ
দদর্শ বলকেশবৌ কলভবৎ স বৎসান্তরে ॥ ৩৬ ॥

বৎসানাং মধ্যে দর্শনস্য বৈশিষ্ট্যাত্তদাহ –কিঞ্চেত্যনন্তরং শিতীতি। সঃ অক্রূরো বৎসান্তরে গোবৎসানাং মধ্যে কলভবৎ হস্তিবালকবৎ বলকেশবৌ দদর্শেত্যন্বয়ঃ। তৌ কিম্ভূতৌ তদাহ—ষড়্ভির্বিশেষণৈঃ। শিতী মেঘঃ মেচকবর্ণঃ তড়িতা সমানং সতড়িৎ শিতীচ সতড়িচ্চ এবম্ভূতে অংশুকে যয়োস্তৌ, সন্ অবতংসঃ কর্ণভূষণং যত্র এবম্ভূতে বামশ্রুতী যয়োস্তৌ পুরুর্মহান্ প্রভবো যস্যাঃ সা চাসৌ রোহিণী চেতি তত্র বলপক্ষে রোহিণী তস্য জননী কৃষ্ণপক্ষে রোহিণী স্ত্রীগবী তয়োঃ সুখসুতৌ সুখকারকৌ বলাখ্যান্বিতৌ বলপক্ষে বলরূপনাম কৃষ্ণপক্ষে বলা বরা যা আখ্যা নাম তাভ্যামন্বিতৌ কেলিনা সহ সিতা ধেনবো যয়োস্তৌ পরিহৃতং অন্যজন্মনা আস্পদং প্রভুত্বং যয়োস্তৌ ॥ ৩৬ ॥

বৃদ্ধি হইয়া বস্ত্র পরিধান করেন, এবং দ্বিতীয় বলরাম তাঁহার মত ব্রজে মিলন করিবার জন্য পরবর্ত্তী কালবিশেষ দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

অপিচ, সেই অক্রূর গোবৎসদিগের মধ্যে হস্তি শাবকদ্বয়ের মত বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। এই দুই জনের মধ্যে এক জনের বস্ত্র নীলবর্ণ, এবং অপরের বস্ত্র বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল। উভয়েরই সুন্দর বাম কর্ণে উৎকৃষ্ট কর্ণভূষণ বিদ্যমান ছিল। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালিনা বা পুরুষবংশজা রোহিণী দেবীর সুখকারক ছিলেন। কৃষ্ণও অত্যন্ত প্রভাবশালিনী ধেনুদিগের সুখকারক ছিলেন। বলরাম 'বল' এই আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণও 'বরা' এই আখ্যা ধারণ করিয়াছিলে। উভয়েরই শুক্লবর্ণ ধেনু সকল ক্রীড়াসক্ত ছিল। অধিক কি, উভয়েই অন্য জন্ম অর্থাৎ গোপজন্মদ্বারা প্রভুত্ব বা ক্ষাত্র ধর্ম্মকে যেন পরিহার করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

অপি চ ;—

অসিতমণিসুবর্ণবর্ণবাসঃ কটিঘটিতামলশৃঙ্গবেণুসঙ্গৌ।
করধৃতপটুপট্টশুল্কযষ্টী মুসলি-হরী হরতঃ স্ম চিত্তমস্য ॥৩৭॥

দর্শনমাত্রতশ্চ নিশ্চলনফলযাত্রঃ কম্পসম্পৎপাত্রশঙ্কুবৎ-পুলকসঙ্কুলগাত্রতয়া সহসা সহসারং রথাদবততার।

অবতীর্য্য চ বিকীর্য্যমাণাঙ্গতয়া সাঙ্গমেব প্রণনাম। (০) তন্মাত্রপরিমাণতয়া (ক) বিশশ্রাম চ। নির্জপিতৃব্যতাদিতয়াস্তু বভ্রাম ॥ ৩৮ ॥

অধুনা যথা স তৌ দদর্শ তদ্দর্শয়তি—অসিতেতি। মুষলিহরী রামকৃষ্ণৌ অস্যাক্রূরস্য চিত্তং হরতঃ স্ম। তৌ কিম্ভূতৌ ক্রমেণ বিশেষণাভ্যাং দর্শয়তি—অসিতমণিঃ শূদ্রজাতিহীরকং অসিতমণিশ্চ সুবর্ণশ্চ তয়োর্বর্ণেন যুক্তং বাসো বস্ত্রং তদ্যুক্তা যা কটী তস্যাং ঘটিতৌ অমলশৃঙ্গ-বেণুসঙ্গৌ যয়োস্তৌ। করেণ ধৃতা পটুপট্টশুল্কং দৃঢ়পট্টরজ্জু স্তচ্চ যষ্টিশ্চ যাভ্যাং তৌ ॥ ৩৭ ॥

তয়োর্দর্শনানন্তরং তস্য ভাবং বর্ণয়তি—দর্শনেত্যাদিগদ্যেন। দর্শনমাত্রতশ্চ স রথাদবততারেত্যন্বয়ঃ। স কিম্ভূতঃ নিশ্চলনফলা স্থিরফলা যাত্রা যস্য সঃ, কম্পসম্পদাং পাত্রং আস্পদং শঙ্কুবৎ যানি পুলকানি তৈঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্তং গাত্রং যস্য তদ্ভাবতয়া সহসা সহসারং লক্ষেন সহিতং যথাস্যাত্তথা। বিকীর্য্যমাণানি বিক্ষিপ্যমাণান্যঙ্গানি যস্য তদ্ভাবতয়া সাঙ্গদণ্ডবদেব প্রণনাম তন্মাত্রপরিমাণতয়া তন্মাত্রাণি তানি ষড়দ্বাদশেত্যাদীনি পরিমাণানি যস্য তদ্ভাবতয়া বিশ্রামং কৃতবাংশ্চ। নন্দ কথং কনিষ্ঠয়ো ভ্রাতৃপুত্রয়োঃ প্রণমনং কৃতং তত্রাহ নির্জেতি বভ্রাম অনবস্থিতচিত্তো বভূব ॥ ৩৮ ॥

তৎকালে মুষলধারী বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ ঐ অক্রূরের চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন। উভয়ের বস্ত্র নীলবর্ণ ও সুবর্ণবর্ণে বিরাজিত ছিল। এইরূপ বস্ত্র-বেষ্টিত কটিদেশে বিমল শৃঙ্গ (শিঙ্গা) এমং বেণু সংলগ্ন ছিল। একজন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে পট্টবস্ত্রের রজ্জু, এবং অপর অর্থাৎ বলরাম নিজকরে যষ্টি ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

এই উভয়কে দর্শন করিবামাত্র অক্রূর রথ হইতে অবতীর্ণ হইল কৃষ্ণবলদেব-

(০) প্রণামএব পরিণামে বিশ্রামো জাতঃ, তদবস্থত্বেন স্থিতত্বাৎ। আ।

(ক) পরিণামতয়া ইতি গৌরবৃন্দাবনানন্দ পাঠঃ।

যতঃ ;—

প্রভাবানুভবী যঃ স্যাৎ প্রভাবস্তস্য কারণম্।
গুরুলাঘবভাবায় বুদ্ধয়ে চান্যথান্যথা (ক)॥ ৩৯॥

তদেবমবিরামং প্রণামমেব প্রসজতি তস্মিন্ গাবঃ পরাঃ পয়ঃ সবয়ঃসমবায়েন দুহ্যন্তাং নীয়তাঞ্চ তদ্গৃহানিতি নির্দিশন্নতীবাদরসঙ্করতয়া সঙ্কর্ষণসহায়ঃ কৃপাপূরতঃ পুরতঃ সংহায় স

তত্র নিদর্শনং বিবৃণোতি—প্রভাবেতি। যঃ প্রভাবানুভবী স্যাৎ তস্য গুরুলঘুভাবায় প্রভাবঃ কারণং স্যাৎ। অন্যথা প্রভাবানুভবাভাবে অন্যথা বুদ্ধয়ে চ পিতৃব্যত্বাদিজ্ঞানায় স্যাৎ। এবঞ্চ তয়োর্ভগবত্তাজ্ঞানেনাত্মনো লঘুত্বমননাৎ প্রণনামেতি ॥ ৩৯ ॥

তস্য প্রণামানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য কৃত্যং দর্শয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। অবিরামং প্রণামমেব প্রসজতি তস্মিন্ সতি সচায়ং হরিঃ সাভ্যুত্থানকরাভ্যাং প্রসারিতহস্তাভ্যাং তমুত্থাপয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। ননু তদা গবাং দোহনং কৈঃ কৃতং তত্রাহ পরা অবশিষ্টগাবঃ সমবায়েন

দর্শনমাত্রে অক্রূরের যাত্রার সফল হইয়াছিল। এবং সে তখন সকল সম্পত্তির আস্পদ হইয়াছিল ও শঙ্কুর মত রোমাঞ্চ সমূহ দ্বারা তদীয় অঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। শরীর রোমাঞ্চিত হইলে সহসা লম্ফ দান পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইল। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সেইরূপে তিন বার, ছয় বার এবং দ্বাদশ বার ঐ ভাবে প্রণাম করিয়া বিশ্রাম করিল। তিনি যে উভয়ের পিতৃব্য ছিলেন, এই বিষয়ে তাহার চিত্ত ব্যাকুল বা অনবস্থিত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

যে ব্যক্তি প্রভাব অনুভব করে, সেই তাহার গুরুত্ব এবং লঘুত্বের জন্য কারণ হইয়া থাকে। ইহার অন্যথা হইলে, অর্থাৎ প্রভাবের অনুভাব না থাকিলে সেই ব্যক্তি অন্যথা বুদ্ধির জন্য অর্থাৎ 'আমি পিতৃব্য' ইত্যাদি জ্ঞানের জন্য সমর্থ হইতে পারে। এইরূপে উভয়কেই ভগবান্ বলিয়া জ্ঞান করাতে অক্রূর দুই জনকে প্রণাম করিয়াছিল ॥ ৩৯ ॥

অক্রূর এইরূপে অবিরত প্রণাম করিলে, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রসারিত-বাহুযুগল দ্বারা ঐ অক্রূরকে উত্থাপিত করিলেন। অবশিষ্ট ধেনুদিগকে তোমরা সকলে

(ক) সর্ব্বমেবান্যথান্যথা ইতি গৌরবৃন্দাবনানন্দপাঠঃ।

চায়ং সিংহায়মানসংহননঃ সাভ্যুত্থানং করাভ্যাং তমুত্থাপয়ামাস ॥ ৪০ ॥

স তু গদ্গদগদান্ন তু স্বনাম গদিতুং শশাক ॥ ৪১ ॥

ততশ্চ প্রবয়ঃপশুপচয়েষু বিরচিততৎপরিচয়েষু তদ্ব্যগ্রতা-কাতরৌ তৌ ভ্রাতরৌ পিতৃব্যতাব্যবহারমপি বিস্মৃত্য তমালিঙ্গনেনাদৃত্য নিজনিজপাণিনা তৎপাণী বিধৃত্য স্বালয়মেবানিন্যতুঃ ॥ ৪২ ॥

হরিস্তু সদ্ব্যবহারং সমাহরন্নগ্রজমেব তত্র নিজাগ্রেসরং চকার ॥ ৪৩ ॥

সঙ্গতরূপেণ ভবদ্ভির্দুহ্যন্তাং তত্তদ্গৃহান্ নীয়ন্তাঞ্চেতি সবয়সঃ সর্বান্ নির্দিশন্ আজ্ঞাপয়ন্ অতীব আদরসঙ্কুলতয়া অত্যাদরমগ্নতয়া সঙ্কর্ষণসহায়ঃ সন্ কৃপাপূরতঃ পুরতোঽগ্রে দয়াসমূহেন সংহায় সঙ্গম্য সিংহ ইবাচরৎ সংহননং দৃঢ়তা যস্য সঃ ॥ ৪০ ॥

সম্প্রতি স্বল্পগদ্যেন তদ্ভাবং বর্ণয়তি। গদ্গদগদাৎ গদগদবাক্যাৎ। অন্যৎ সুগমং ॥ ৪১ ॥

অথ তদনন্তরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। প্রবয়ঃপশুপচয়েষু বৃদ্ধগোপসমূহেষু বিরচিত স্তস্যাক্রূরস্য পরিচয়ো যেষাং তেষু সৎসু অক্রূরস্য যা ব্যাগ্রতা তয়া কাতরে সন্তৌ স্বালয়মেবানিন্যতুঃ। অন্যৎ স্পষ্টং ॥ ৪২ ॥

হরিস্ত্বিতিগদ্যং সুগমং ॥ ৪৩ ॥

একত্র মিলিত হইয়া দোহন কর, এবং ইহাদিগকে স্ব স্ব গৃহে লইয়া যাও, সমবয়স্ক সর্বাদিগকে এইরূপ আদেশ করিলেন। অত্যন্ত আদরের সহিত বলরামের সহিত দয়ারাশি অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রে মিলিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৃঢ়তা সিংহের মত ভীষণ ছিল ॥ ৪০ ॥

কিন্তু সেই অক্রূর গদ্গদ বচনে আপনার নাম বলিতে সমর্থ হন নাই ॥ ৪১ ॥

অনন্তর বৃদ্ধ গোপসমূহ অক্রূরের পরিচয় লইলে, কৃষ্ণ এবং বলরাম এই দুই ভ্রাতা অক্রূরের ব্যগ্রতা দেখিয়া কাতর হইল, এবং তখন পিতৃব্যকে যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা ভুলিয়া গিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন দ্বারা আদর করিয়া, নিজ নিজ বাহুযুগল ধারণ করিয়া স্বকীয় আলয়েই আনয়ন করিলেন ॥ ৪২ ॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সদ্ব্যবহার অবলম্বন করিয়া, ঐ স্থানে অগ্রজ বলরামকেই আপনার অগ্রসর করিলেন ॥ ৪৩ ॥

অথ স যাথাতথ্যমাতিথ্যপ্রথমভাগং স্বাগতাদিকং প্রথয়িত্বা সহানুজন্মা রোহিণীজন্মা রসসম্পন্ময়ং ভোজ্যপ্রচয়ং তস্মৈ বলয়ামাস। ভুক্তবতে তু তস্মৈ মুখবাসনং মুখবাসমুখং সসুখং সমর্পয়ামাস তদনন্তরমেব চ শ্রীমদ্‌ব্রজরাজং প্রতি তং ভাজয়ামাস ॥ ৪৪ ॥

তত্র চ;—

অক্রূরং প্রণতং মিলন্ ব্রজপতিঃ কংসোত্থদুঃখং স্মরন্
সাস্রাশীর্ব্বচসাখিলক্লমহরং যদ্‌যদ্‌গুণৈস্তুষ্টুবে।
সারল্যেঽপ্যলমস্য তাদৃশি মনঃক্রৌর্য্যং তদীয়ং স্মর-
চ্চিত্তং ক্ষুভ্যতি জাজ্বলীতি মম হা ভস্মীভবত্যদ্য চ ॥ ৪৫ ॥

তত্র বলস্য তু কৃত্যং অথেত্যাদিগদ্যেন বর্ণয়তি। অনুজন্মনা শ্রীকৃষ্ণেন সহ বর্ত্তমানঃ রোহিণীজন্মা বলঃ। বলয়ামাস নিবেদিতবান্। মুখং বাসয়তি আমোদয়তি যঃ স মুখবাসঃ সুগন্ধিদ্রব্যাদিঃ তন্মুখমাদি যস্য তৎ সমুখং যথাস্যাত্তৎ ভাজয়ামাস প্রাপিতং চকার, মিলনং কারয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অক্রূরমিলনানন্তরং ব্রজরাজচরিত্রং বর্ণয়তি— অক্রূরমিতি। প্রণতমক্রূরং মিলন্ ব্রজপতি গুণৈস্তুষ্টুবে ইত্যন্বয়ঃ। মিলনপ্রকার বর্ণয়তি কংসোত্থদুঃখং স্মরন্ সাস্রাশীর্ব্বচসা রোদনসহিতয়া আশীর্ব্বচসা অখিলক্লমহরঃ অখিলো যঃ ক্লমো গ্লানি তস্য হরো হরণং যথাস্যাৎ। অস্যাক্রূরস্য বসুদেবস্য বা তাদৃশি অলমতিশয়ং সারল্যেঽপি তদীয়ং কংসীয়ং মনঃক্রৌর্য্যং মম চিত্তং স্মরৎ ক্ষুভ্যতি জাজ্বলীতি পুনঃ পুনর্জ্বলতি অদ্য চ ভস্মীভবতি ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর রোহিণীনন্দন অনুজের সহিত যথাযথ আতিথি সৎকারের প্রথমভাগ "স্বাগত প্রশ্ন" প্রভৃতি বিস্তার করিয়া বহুবিধ রসপূর্ণ খাদ্য সামগ্রী সকল তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তিনি ভোজন করিলে পর মুখের আমোদকারী সুগন্ধি দ্রব্যাদি পরম সুখে অর্পণ করিলেন। তাহার পরেই তাঁহাকে শ্রীমান্ ব্রজরাজের নিকটে মিলিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৪ ॥

প্রণতঃ অক্রূরকে মিলিত দেখিয়া ব্রজপতি বিবিধ গুণে স্তব করিতে লাগিলেন। যখন অক্রূরের সহিত মিলন হয়, তখন ব্রজরাজ কংসকৃত দুঃখ স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি চক্ষের জল ফেলিয়া আশীর্ব্বাদ বাক্যে সকল দুঃখ হরণ করিতে

অথ তেন বিশ্রামায়াদিষ্টং বাসমাসজ্য পর্য্যঙ্কোপবিষ্টং সম্মানিততয়া সুখাবিষ্টং পুনস্তাভ্যাং কৃতজননীসম্ভৃতভোজনাভ্যাং সহ রহসি নিবিষ্টমক্রূরং স্বয়ং কৃষ্ণস্তদ্দর্শনতঃ সমুদ্বুদ্ধকংসবধাদিতৃষ্ণস্তাদৃগিষ্টং পপ্রচ্ছ। যত্র চ ক্রমচাতুরী মাধুরীভিরিয়ং সর্ব্বসুখধুরীণতাং বহতি ॥ ৪৬ ॥

কিন্তাত ! সৌম্য ! সুখমাগতমত্র শং বঃ
কিন্তত্র কংসহতকেন হতে চিরস্থ।
তৌ জীবতঃ কিমিব বা পিতরাবিদানীং
কিম্বা তবাগমনমঙ্গলবীজমাসীৎ ॥ ৪৭ ॥

অথ যদর্থমক্রূর আগতবান্ তজ্জ্ঞানে সত্যপি শ্রীকৃষ্ণস্তৎ পৃষ্টবানিত্যাহ—অথেত্যাদি গদ্যেন। স্বয়ং কৃষ্ণঃ অক্রূরং তদিদমিষ্টং পপ্রচ্ছেত্যন্বয়ঃ। অক্রূরং কিম্ভূতং তেন ব্রজরাজেন বিশ্রামায় আদিষ্টং বাসং গৃহমাসজ্য পর্য্যঙ্কোপবিষ্টং সম্মানিততয়া সুখাবিষ্টং পুন স্তাভ্যাং কৃতং জননীসম্ভৃতং ভোজনং যাভ্যাং বলকৃষ্ণাভ্যাং সহ রহসি নিবিষ্টং, কৃষ্ণঃ কিম্ভূতস্তদ্দর্শনতঃ সমুদ্বুদ্ধো যঃ কংসবধাদিঃ তস্মিন্ তৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষান্বিতঃ। যত্র চ জিজ্ঞাসনে ইয়ং ক্রমচাতুরী মাধুরীভিঃ সর্ব্বেষাং সুখস্য ধুরীণতাং বাহকতাং ধারয়তি ॥ ৪৬ ॥

জিজ্ঞাসাপ্রকারং বর্ণয়তি—কিমিতি। হে সৌম্য তাত অত্র ভবতা সুখমাগতং কংসহতকে

লাগিলেন। এই অক্রূরের অথবা বসুদেবের তাদৃশ কার্য্যে অত্যন্ত সরলতা থাকিলেও তাহার মনের ক্রূরতা স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইতেছে, বারংবার জ্বলিতেছে, এবং অগ্র ভস্মীভূত হইতেছে ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর সেই ব্রজরাজ বিশ্রামের নিমিত্ত যে গৃহ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া অক্রূর পল্যঙ্কের উপরে উপবেশন করিলেন। বিশেষ সম্মান করাতে অক্রূর সুখে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। জননীর সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রী সকল ভোজন করিয়া কৃষ্ণ বলরাম ঐ স্থানে আগমন করিলেন। পুনর্ব্বার অক্রূর এই দুই ভ্রাতার সহিত নির্জনে উপবেশন করিলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র কংস বধাদির বাসনা অবগত হইয়াও তাঁহাকে এইরূপ ইষ্টবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐরূপ প্রশ্নে এইরূপ ক্রম চাতুরীর মাধুরী দ্বারা সকলের সুখ বহন করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

হে সৌম্য ! হে তাত ! আপনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত ? নিন্দিত

অথাক্রূর উবাচ ;—

তস্য যাদববীরেষু বৈরানুবন্ধঃ খলু ভবতা কৃতানুসন্ধ এব বিশেষতস্তু দেবকীবিবাহগতাহগারভ্য যঃ স চ ভবচ্ছ্রবসি সচমান এবাস্তে। মদ্বিধস্তু তত্র বর্ত্মশতপর্ব্বিকাস্তম্বদেব বর্ব্বর্ত্তি। বসুদেবসহোদরদেবভাগপুত্রঃ পরমশুদ্ধঃ স উদ্ধবনামাপি ভবদ্বিরহব্যাধিঃ পবনব্যাধিতয়াভিধীয়ত ইত্যুর্ব্বরিত ইবাস্তি!

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—

তদেতদপি জ্ঞায়তে। সাম্প্রতন্তু সপ্রতীকং কথ্যতাম্ ॥৪৮-৪৯

নিহিতকংসে চিরস্য ন হতে ন নষ্টে তত্র মথুরায়াং বো যুষ্মাকং কিং শং সুখং স্যাৎ। ইদানীং কিমিব বা তৌ পিতরৌ জীবতঃ কিম্বা তব আগমনমঙ্গলবীজং আসীৎ তৎ কথয়তু ॥ ৪৭ ॥

তত্রাক্রূরস্যোত্তরং বর্ণয়তি—তস্যেতিগদ্যেন। তস্য কংসস্য যাদববীরেষু উগ্রসেনাদিষু বৈরানুবন্ধঃ খলু ভবতা কৃতানুসন্ধঃ কৃতা অনুসন্ধা অনুসন্ধানং যস্য সঃ। স চ কংসঃ ভবচ্ছ্রবসি সমানঃ বদন্নেবাস্তে ॥ ৪৮ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণঃ স্বল্পগদ্যেনাহ তদপীতি সপ্রতীকং সাঙ্গং ॥ ৪৯ ॥

কংস চিরকাল নিহত না হইলে মথুরানগরে তোমাদের কি সুখ হইতে পারে? এক্ষণে কিরূপেই বা আমার সেই পিতা মাতা বাঁচিয়া আছেন? অথবা আপনার শুভাগমনের কারণ কি? তাহা বলুন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর অক্রূর উত্তর দিতে লাগিলেন। উগ্রসেন প্রভৃতি যদুবংশীয় বীরগণের উপর যে কংসের শত্রুতা নির্ব্বন্ধ (সাগ্রহ বৈর) বিদ্যমান আছে, নিশ্চয় তুমি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছ। বিশেষতঃ দেবকীর বিবাহের পরদিন হইতে আরম্ভ করিয়া সেই কংস তোমার নাম শ্রবণে এই কথাই বলিয়া থাকে। পথে যে দূর্ব্বার গুচ্ছ আছে, তাহাকে যেমন পদাঘাত করা যায়, সেইরূপ সে আমার পদাঘাত সহ্য করিবে। অপিচ, বসুদেবের সহোদর দেবভাগের উদ্ধব নামে যে পরম বিশুদ্ধ পুত্র আছে, সেই উদ্ধবও তোমার বিরহ-ব্যাধি-রূপ বাতরোগে বা উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়া উন্মত্তের মত বিদ্যমান আছে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ইহাও আমি জানি বটে, কিন্তু সম্প্রতি আপনি সমগ্ররূপে বর্ণন করুন ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

অক্রূরস্তু পরিতো নিরীক্ষ্য তদিদং সূক্ষ্মাক্ষরমুবাচ ;—অথ শ্রীনারদস্তু ত্বাদৃশি বিজয়সুখসারদস্তাদৃশি দুর্জ্জন্মপারদ ইতি স তব ব্রজপ্রেমাবৃতস্য তস্য চ ভয়েনাস্তৃতস্য যুযুৎসায়ামুৎসাহনায় দেবক্যাঃ সপ্তমাষ্টমগর্ভতয়া যুবামনুচিতমিব সূচিতবান্ ॥ ৫০ ॥

আদৌ দেবক্যা গর্ভঃ খলু রোহিণ্যাং মায়য়া লব্ধসন্দর্ভঃ কৃতঃ শ্রীবসুদেবঃ পুনস্তাং মায়ামপি যশোদায়াং লব্ধসম্ভবাং বিজ্ঞায় দেবক্যাঃ সম্ভূতং ত্বাং তৎপর্য্যঙ্কে নিধায় তাং তস্যাং লব্ধসম্ভবাং চকারেতি ॥ ৫১ ॥

স ভীতোঽক্রূরো যদাহ—তৎপরিত ইত্যাদিগদ্যেন বর্ণয়তি। ত্বমিব দর্শনমস্ত তস্মিন্ বিজয়সুখসারং দদাতীতি সঃ। কিঞ্চ স কংসইব দর্শনমস্য তস্মিন্ জনে দুর্জ্জন্মনাং পারমর্থান্মোক্ষং দদাতীতি সঃ। (কিঞ্চ স কংস ইব দর্শনমস্য তস্মিন্ জনে) নারদঃ ব্রজপ্রেমাবৃতস্য তস্য চ কংসস্য ভয়েন আস্তৃতস্য আচ্ছাদিতস্য তব যুদ্ধেচ্ছায়ামুৎসাহনায় যুবাং দেবক্যাঃ সপ্তমাষ্টমগর্ভতয়া অনুচিতমিব সূচিতবান্ ॥ ৫০ ॥

সূচনপ্রকারং দর্শয়তি—দেবক্যা গর্ভঃ খলু মায়য়া রোহিণ্যাং লব্ধঃ সন্দর্ভো রচনা যেন তথাকৃতঃ পুনঃ শ্রীবসুদেবো যশোদায়াং লব্ধঃ সম্ভবো যস্যা স্তাং মায়ামপি বিজ্ঞায় দেবক্যাঃ সম্ভূতং ত্বাং যশোদা পর্য্যঙ্কে নিধায় তাং মায়াং তস্যাং দেবক্যাং লব্ধসম্ভবাং চকার ॥ ৫১ ॥

তখন অক্রূর চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া এইরূপ অল্পাক্ষর বাক্য বলিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবর্ষি নারদ, তোমার মত লোকের উপর বিজয়ের সারভাগ দান করেন, এবং কংসের মত লোকের উত্তর দুষ্ট জন্মের পরে অর্থাৎ মোক্ষদান করিয়া থাকেন ; এই কারণে ব্রজবাসী প্রেমবদ্ধ তোমার এবং ভয়াকুল সেই কংসের যুদ্ধ বাসনা বিষয়ে উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত, দেবকীর সপ্তম এবং অষ্টম গর্ভরূপে তোমাদিগের নিকটে যেন অনুচিত বিষয়ের সূচনা করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

প্রথমে দেবকীর গর্ভ নিশ্চয়ই মায়াদ্বারা রোহিণীতে অধিষ্ঠান করে। শ্রীবসুদেব পুনরায় সেই মায়াকেও যশোদার গর্ভজাত জানিতে পারিয়া দেবকী-

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—মমেদমাশ্চর্য্যমিব ভাতি ॥ ৫২ ॥

অক্রূর উবাচ ;—শ্রীমদানকদুন্দুভিমুখাদপ্যদ্বন্দ্বীভবন্নহ-গনেন সফলিতকর্ণদ্বন্দ্বীভবন্নস্মি ॥ ৫৩ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ ক্ষণং বিলক্ষ ইব নিরীক্ষ্য সহসা তদিদমন্ত-শ্চিন্তিতমবাপ। আং আং তদিদমলুপ্তজ্ঞানস্যাপি মম ব্রজ-স্নেহাবেশবশাৎ পুরতঃ স্ফুরন্নাসীৎ। সম্প্রতি তু বিস্মৃতস্বপ্ন-বন্নিমিত্তং প্রাপ্য স্ফুরতি স্ম।

"বহূনি সন্তি রূপাণি নামানি চ সুতস্য তে" ইতি ॥

"প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ"

তচ্ছ্রুত্বা কৃষ্ণো যদাহ—তৎস্বল্পগদোন কথয়তি মমেতি ॥ ৫২ ॥

অক্রূরো যদাহ তদাহ—শ্রীমদিতিগদোন। অদ্বন্দ্বীভবন্ একাকী সন্ অনেন বৃত্তান্তেন সফলিতকর্ণদ্বন্দ্বীভবন্নস্ম্যহং ॥ ৫৩ ॥

তদেবং তন্নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যচ্চিন্তিতবান্ তৎকথয়তি অথেতিগদোন। ক্ষণং বিলক্ষঃ বিস্ময়ান্বিত ইব নিরীক্ষ্য সহসা অন্তশ্চিত্তে তদিদং চিন্তিতমবাপ। আং আং জ্ঞাতং অলুপ্তজ্ঞানস্যাপি মম ব্রজস্নেহাবেশবশাৎ তদিদং পুরতো ন স্ফুরন্নাসীৎ বিস্মৃতস্বপ্নবন্নিমিত্তং স্ফুরতি স্ম স্ফুরণপ্রকারং

সম্ভূত তোমাকে যশোদার ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া সেই মায়াকে দেবকীসম্ভূত করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমার যেন ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৫২ ॥

অক্রূর কহিলেন, আমি একাকী শ্রীমান্ বসুদেবের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া এই বৃত্তান্ত দ্বারা কর্ণযুগলের সার্থকতা করিয়াছি ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল বিস্ময়াপন্ন ব্যক্তির মত নিরীক্ষণ করিয়া সহসা অন্তঃকরণে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হাঁ জানিয়াছি, যদিচ আমার জ্ঞান লোপ হয় নাই, তথাপি আমার ব্রজবাসীদের উপর স্নেহাবেশ বশতঃ প্রথমে ইহা স্ফূর্ত্তি পায় নাই। কিন্তু এক্ষণে বিস্মৃত স্বপ্নের মত কোন এক নিমিত্ত উপলক্ষ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। "তোমার পুত্রের বহুতর নাম এবং রূপ আছে। পূর্ব্বে কোনকালে ইনি তোমার (বসুদেবের) পুত্র হইয়া জন্মিয়াছিল" এইরূপ গর্গমুনির সিদ্ধান্ত বাক্য সকল, ব্রজপালক শ্রীমান্ মদীয় পিতার প্রতি

ইতি চ ব্রজাবিতারং শ্রীমৎপিতরং প্রতি গর্গসিদ্ধান্তবর্গমেতে ন পর্য্যালোচিতবন্তঃ সন্তি।

যৎ খলু ব্রজাবিত্র্যাং শ্রীমন্মদীয়সবিত্র্যাং লব্ধজঠরবাসয়া মায়য়া সহ দ্বিভুজতয়া লব্ধহৃৎকমলবাসস্য মম শ্রীদেবক্যা হৃদয়-সম্ভবদুদয়মদ্রূপবিশেষচতুর্ভুজরূপাচ্ছাদনপ্রার্থনায়াং তত্র সঞ্চারঃ সম্পন্ন ইত্যস্যাপ্রতিপন্নতয়া তন্মাত্রপ্রতীতিমাগতবন্তঃ। ভবতু ময়া তু পিতৃব্যতায়াঃ পিতৃতায়াশ্চানুসর্ত্তব্যতয়া কর্ত্তব্য এব তয়োরুদ্ধার ইতি ॥ ৫৪ ॥

বর্ণয়তি বহুনেত্যাদি। গর্গসিদ্ধান্তবর্গঃ এতে ব্রজস্থা ন পর্য্যালোচিতবন্তঃ সন্তি। পর্য্যালোচনাভাবে হেতুং কথয়তি যদিতি, ব্রজাবিত্র্যাং ব্রজরক্ষিকায়াং শ্রীমন্মদীয়সবিত্র্যাং শ্রীমজ্জনন্যাং লব্ধে জঠরে বাসো যয়া তয়া মায়য়া সহ দ্বিভুজতয়া লব্ধো হৃৎকমলে বাসো যস্য তস্য মম শ্রীদেবক্যা কর্ত্র্যা হৃদয়সম্ভবদুদয়ো যস্য মদ্রূপবিশেষচতুর্ভুজরূপস্য আচ্ছাদনপ্রার্থনায়াং, তত্র তাদৃশ চতুর্ভুজরূপে সঞ্চারঃ সম্পন্ন ইত্যস্যার্থস্য অপ্রতিপন্নতয়া তন্মাত্রপ্রতীতিং দ্বিভুজত্বেন শ্রীমদ্যশোদায়াং জাতমাগতবন্তঃ প্রাপ্তবন্তঃ। ভবতু তথা পিতৃব্যতয়া ইতি মম ব্রজরাজপুত্রত্বা তস্য পিতৃব্যতা চতুর্ভুজরূপেণ জাতত্বাত্তস্য পিতৃতা তয়োঃ শ্রীবসুদেবক্যোঃ ॥ ৫৪ ॥

অভিহিত হইয়াছিল! এই সকল ব্রজবাসী তাহা পর্য্যালোচনা করে নাই। কারণ, ব্রজপালিকা শ্রীমতী মদীয় জননীর গর্ভে যোগমায়া বাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই মায়ার সহিত আমি দ্বিভুজভাবে হৃদয়কমলে বাস প্রাপ্ত হই। দেবকীর হৃদয় হইতে আমার রূপবিশেষ চতুর্ভুজ রূপের উদয় হইয়াছিল। পরে শ্রীমতী দেবকী আমার চতুর্ভুজ রূপের আচ্ছাদন প্রার্থনা করেন। এইরূপ প্রার্থনা করিলে সেই চতুর্ভুজরূপে সঞ্চার হইয়াছিল (ক)। এইরূপ অর্থ না জানিতে তাহারা এইমাত্র বিশ্বাস করিয়াছিল যে, আমি যশোদার গর্ভ হইতে দ্বিভুজ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আচ্ছা, তাহা হউক, তথাপি আমি ব্রজরাজের পুত্র বলিয়া তিনি পিতৃব্য. এবং চতুর্ভুজরূপে জন্মিয়াছি বলিয়া তিনি পিতা। সুতরাং সেই পথের অনুসরণ করিয়া আমি বসুদেব এবং দেবকীর উদ্ধার করিব ॥ ৫৪ ॥

(ক) এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বচম্পূর ৩য় পূরণের মূলে উল্লিখিত আছে এবং পাদটীকাতে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে।

স্পষ্টং চাচষ্ট—ততস্ততঃ ? ।

অক্রূর উবাচ ;—ততশ্চ বসুদেববধসমুদ্যতং তমধমং সান্ত্বতঃ শময়িত্বা ভ্রময়িত্বা চ স তু ক্রতুভুগ্-মুনির্যথাযথং গতঃ। তত্র গতে তূচ্ছৃঙ্খলঃ কংসঃ কালায়সশৃঙ্খলয়া সনির্ব্বন্ধং তব পিতরৌ ববন্ধেতি ॥ ৫৫ ॥

অথ ভ্রাতরাবুভাবপি সাস্রাবশ্রাবয়তা। তর্হি কিং পিত্রোরেব সন্দেশপ্রবেশায় ভবদায়াতং জাতম্।

অক্রূরঃ সলজ্জমুবাচ ;—নহি নহি ; কিন্তু কংসস্য তৌ খলু নিজযাতনামপি সহেতে। ন খলু ভবচ্ছ্রবসি চ তৎ-পাতনাং। কিন্তু তদিদমহমেব নিবেদয়ামি ॥ ৫৬ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণপ্রশ্নানন্তরং বাক্যোবাক্যং ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন বর্ণয়তি। অধমং নিন্দিতং কংসং সান্ত্বতঃ সান্ত্বনাবাক্যেন ভ্রমং জনয়িত্বা চ ক্রতুভুজো দেবা স্তেষাং, মুনির্নারদঃ উচ্ছৃঙ্খলঃ নিরঙ্কুশঃ, কালায়সশৃঙ্খলয়া লোহময়রজ্জ্বা, সনির্ব্বন্ধং যথা স্যাৎ ॥ ৫৫ ॥

অশ্রাবয়তাং স্বার্থে লিঙ্ অশৃণুতামিত্যর্থঃ সন্দেশঃ সম্বাদঃ। ভবদায়াতং ভবত আয়াতমা-গমনং। ভবচ্ছ্রবসি ভবতোঃ কর্ণে তৎপাতনাং তস্য পিতৃবন্দনস্য পাতনাং সম্বন্ধং নিবেদয়ামি কিন্তু অহমেব তদিদং নিবেদয়ামি ॥ ৫৬ ॥

পরে স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহার পর, তাহার পর। অক্রূর কহিলেন—অনন্তর সেই অধম কংস বসুদেবকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, দেবর্ষি নারদ সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিয়া এবং তাহার ভ্রম উৎপাদন করিয়া যথানিয়মে প্রস্থান করিলেন। নারদ মুনি প্রস্থান করিলে কংস নিরঙ্কুশ হইয়া লোহময় শৃঙ্খলদ্বারা আগ্রহের সহিত, তোমার পিতা মাতাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর কৃষ্ণ এবং বলরাম দুই ভ্রাতা সজল নয়নে ঐ বাক্য শ্রবণ করিলেন তবে কি পিতা মাতার সংবাদ প্রদান করিবার জন্য আগমন হইয়াছে ? অক্রূর লজ্জিতভাবে কহিলেন, না না, কিন্তু নিশ্চয়ই কংসের নিকট হইতে নিজ

ভবদ্ভ্যাং যদি জাতাভ্যাং গতাভ্যাং যোগ্যতামপি
পিত্রার্ত্তির্ন নিবর্ত্তেত পুত্রীয়া কুত্র বর্ত্ততাম্॥ ইতি॥ ৫৭॥

শ্রীকৃষ্ণস্তু তত্রোদ্বেগং হৃদি নিগৃহ্য সাবজ্ঞমুবাচ;—কংসঃ কিং নাম শশংস?।

অক্রূর উবাচ;—শংসনং তস্য কতি প্রতিশংসানি। তাৎপর্য্যন্তু পর্য্যগিদমেব পর্য্যবসীয়তাং। ভূতরাজধনুর্ম্মহব্যাজতঃ স্বসমাজং সাহায্যমানায্য দুর্ম্মন্ত্রণয়াস্মান্ প্রতার্য্য তৎকুতূহলকলনায় প্রজান্তরবদ্ভবন্তাবপি নিজব্রজবন্তাবস্মদ্দ্বারৈবাজুহাব যদর্থং তদেবেতি॥ ৫৮॥

নিবেদনপ্রকারং বর্ণয়তি—ভবদ্ভ্যামিতি। যদি পিতৃভ্যাং জাতাভ্যাং তত্রাপি যোগ্যতাং গতাভ্যামপি পিত্রোরার্ত্তির্দুঃখং ন নিবর্ত্তেত তদা পুত্রীয়া পুত্রেচ্ছা কুত্র বর্ত্ততাম্॥ ৫৭॥

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাক্রূরেণ সহ বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণস্ত্বিত্যাদিগদ্যেন। সাবজ্ঞং হেলনসহিতং যথাস্যাৎ শশংস কথয়ামাস। ভূতরাজো রুদ্রস্তস্য ধনুষো যো মহ উৎসব স্তস্য চ্ছলেন স্বসমাজং স্বপারিষদং সাহায্যং সহায়তাং আনায্য প্রাপয্য তস্য কুতূহলস্য কলনায় দর্শনায় নিজব্রজবিশিষ্টৌ ভবন্তৌ প্রজান্তরবৎ অন্যপ্রজাবৎ অস্মদ্দ্বারৈব যদর্থমাজুহাব তদেব তাৎপর্য্যমিতি॥ ৫৮॥

নিজ যন্ত্রণাও সহ্য করিতেছেন। কিন্তু তোমাদের দুই জনের কর্ণে সেই বন্ধন বৃত্তান্ত প্রবেশ করে নাই। আমি তাহাই এক্ষণে নিবেদন করিতেছি॥ ৫৬॥

তোমরা দুইজনে তাঁহাদের পুত্র হইয়া জন্মিয়াছ। অথচ তোমাদের যোগ্যতাও আছে। এইরূপ পুত্রদ্বারা যদি পিতামাতার দুঃখ নিবৃত্তি না হয়, তবে পুত্র কামনা আর কোথায় থাকিবে॥ ৫৭॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তদ্ বিষয়ে যে উদ্বেগ হইয়াছিল, তাহা তিনি হৃদয়ে গোপন করিয়া অবজ্ঞার সহিত বলিতে লাগিলেন। আচ্ছা, কংস কি বলিয়া দিয়াছে? অক্রূর কহিলেন, তাহার কথাতে কত প্রশংসা আছে। দেখ, ভূতরাজ রুদ্রের ধনুক থাকাতে তাহার যে উৎসব আছে, সেই ছলে নিজসভার সাহায্য করিয়া সেই কৌতূহল দর্শন করিবার নিমিত্ত, কংস যে নিমিত্ত আমাদের দ্বারাই নিজ নিজ

রামঃ সহাসমাহ স্ম ;—বৃংহিতক্ষুধি সিংহে মত্তমতঙ্গজ-বৃংহিতং খল্বিদম্ ॥ ৫৯॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—ভবতু বয়মপি সমাগম্য তমপি বলিমর্পয়িত্বা ভূতেশং তর্পয়িষ্যামঃ। কিন্তু তদ্ভূতরাজসভাজনং কদা।

অক্রূর উবাচ ;—চতুর্দ্দশ্যামিতি ॥ ৬০ ॥

তদেবং শেষং বিশেষমপি পৃষ্টবেষং বিধায় শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাহ ;—বিচারাদস্মাকং পরমমঙ্গলমেব যস্মাদিদং তস্মাচ্ছ্রীমৎ-পিতৃচরণেষু গোচরমাচরাম। তদেবমুক্ত্বা তং তস্মিন্নেব মুক্ত্বা স রামস্তত উত্থায় পিতৃপরিসরমাজগাম। অথ তদা-দেশাদুপবেশানন্তরং তেন বীক্ষিতমুখকঞ্জঃ সমঞ্জদঞ্জলিবচসা তদিদং ব্যঞ্জয়ামাস।

তদা বলস্য যদাহ তৎস্বপদ্যেন লিখতি—রাম ইতি। বৃংহিতা বৃদ্ধা ক্ষুৎ ক্ষুধা যস্য তস্মিন্ সিংহে মত্তমত্তঙ্গস্য মত্তকরিণঃ বৃংহিতমাস্ফালনং ॥ ৫৯ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং গদ্যেন বর্ণয়তি—ভবত্বিতি। তং কংসং, সভাজনং পূজনং ॥ ৬০ ॥

অক্রূরবাক্যানন্তরং যদাচরিতবান্ তৎপদ্যেন বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি। শেষমবশিষ্টং বিশেষমপি পৃষ্টবেষং পৃষ্টস্য বেষঃ প্রবেশো যত্র তং পৃষ্টবিষয়ং বিধায় যস্মাদিদং মথুরাগমনং ভাব্যং গোচরং প্রত্যক্ষতাং আচরাম প্রাপ্নুম। তদেবমুক্ত্বা তস্মিন্ অক্রূরে তমভিপ্রায়মুক্ত্বা

আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত তোমাদের দুই জনকে, অন্য প্রজার মত ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, তাহাই সম্পূর্ণরূপে বাক্যের তাৎপর্য্য বলিয়া স্থির কর ॥ ৫৮ ॥

বলরাম সহাস্যে কহিতে লাগিলেন, সিংহের ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে মত্তমাতঙ্গের যেরূপ আস্ফালন হইয়া থাকে ইহাও দেখিতেছি নিশ্চয় সেইরূপ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হৌক ; কিন্তু আমরাও সেই কংসের সহিত মিলিত হইয়া বলিপ্রদান পূর্ব্বক ভূতপতিকে তৃপ্ত করিব। কিন্তু কবে সেই ভূপতির পূজা হইবে ? অক্রূর কহিলেন, চতুর্দ্দশী তিথিতে ॥ ৬০ ॥

অতএব এইরূপে অবশিষ্ট বিশেষবাক্যকে প্রশ্নের বিষয়ীভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যখন মথুরায় গমন আমাদের বিচারে পরম মঙ্গলজনক, তখন আমরা

তাত! মঙ্গলবৃত্তং কিমপি বৃত্তমস্তি, কিন্তু যুগপদেব পর্ব্বেব সর্ব্বেভ্যঃ শ্রাবয়িতব্যম্ ॥ ৬১ ॥

অথ ব্রজরাজঃ সন্দেহমন্দেহতয়া সানন্দমিবোপনন্দাদীনানয়ামাস। যত্র চ কিঞ্চিদপি(ক) বিহিতাপিধানবিধানাঃ শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রধানা লব্ধানুসন্ধানা জাতাঃ। ততঃ সুখমুপাবিষ্টেষু তেষু শিষ্টেষু শ্রীবিষ্টরশ্রবাঃ (খ) কিঞ্চিদ্বিহসন্নিবাচষ্ট। অস্মান্ প্রতি সম্প্রতি ভোজক্ষিতিভৃদিষ্ট ইব সন্দিষ্টবানস্তি। যৎ

রামেণ সহিত স্তত উত্থায় পিতৃপরিসরং নিকটং গতবান্। তদাদেশাৎ পিতুরাজ্ঞয়া উপবেশানন্তরং তেন পিত্রা বীক্ষিতং মুখপদ্মং যস্য, সমঞ্জদঞ্জলি সমঞ্জন্তী সংহতা অঞ্জলিযস্য তদ্‌যথা স্যাৎ ব্যঞ্জয়ামাস। হে তাত! কিমপি মঙ্গলং বৃত্তং বৃত্তান্তং বৃত্তং বর্ত্তনমস্তি কিঞ্চ যুগপদেব সর্ব্বেভ্যঃ পর্ব্বেব উৎসব ইব শ্রাবয়িতব্যং শ্রাবণবিষয়ং কর্ত্তব্যং ॥ ৬১ ॥

তদনন্তরং শ্রীব্রজরাজকৃত্যং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। সানন্দমেবেত্যত্র হেতুঃ সন্দেহমন্দেহতয়া সন্দেহে মন্দা যা ঈহা চেষ্টা যস্য তদ্ভাবতয়া। যত্র চ বিষয়ে কিঞ্চিদপি বিহিতমপিধানং তিরোধানং যাসাং তাঃ, লব্ধমনুসন্ধানং যাভি স্তাঃ। তেষু উপনন্দাদিষু শ্রীবিষ্টরশ্রবাঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। ভোজক্ষিতিভৃৎ কংসঃ ইষ্ট ইব প্রিয়বৎ প্রজা ইতি

শ্রীমান্ পিতৃদেবের চরণ যুগল প্রত্যক্ষ করিতে পারিব। অতএব এইরূপ বলিয়া অক্রূরের নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অনন্তর বলরামের সহিত উত্থিত হইয়া পিতার নিকটে গমন করিলেন। পিতার আজ্ঞানুসারে উপবেশন করিবার পর ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম দর্শন করিতে লাগিলেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কৃতাঞ্জলিভাবে বাক্যদ্বারা ইহা ব্যক্ত করিলেন। হে তাত? কোন এক মাঙ্গলিক বৃত্তান্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু আপনি উৎসবের মত এই বৃত্তান্ত সকলেরই শ্রবণ গোচর করিবেন ॥ ৬১ ॥

অনন্তর সন্দেহ দ্বারা ব্রজরাজের চেষ্টা শিথিল হইয়া গেল। তখন তিনি যেন সহর্ষে উপনন্দ প্রভৃতি সকলকেই আনয়ন করাইলেন। যে বিষয়ে শ্রীমতী

(ক) বিহিতাপিধানা ইতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ।

(খ) বিষ্টরে অশ্বত্থে শ্রবতে ইতি অসুন্,—অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং। ইতিভগবদ্গীতা। যদ্বা বিষ্টরঃ কুশমুষ্ট্যাদিস্তাবিব শ্রবসী কর্ণৌ অস্য শঙ্কুকর্ণত্বাৎ। অতএব শঙ্কুকর্ণোঽপ্যস্য নাম ইতি কুঞ্জদাসঃ। বিষ্টরঃ কুশমুষ্ট্যাদাবশ্বত্থাসনয়োরপীতি বিশ্বঃ। ইত্যমর টীকা।

প্রজানিভাঃ প্রজা যূয়মিহ মহেশধনুর্ম্মহামহে সহেশাঃ সহশাবকাঃ সাবকাশমাগচ্ছত। বিশেষতস্তু নিজবীর্য্যতঃ সমীর্য্যমাণ-নিজ-দর্শনতৃষ্ণৌ রামকৃষ্ণৌ চেতি ॥ ৬২ ॥

ব্রজরাজ উবাচ;—ভবন্মন ইদং কিং মনুতে। যদ্ভবতি বসুদেবাদ্ভবতি চাস্মিংস্তস্য প্রীতির্ভবতীতি ॥ ৬৩ ॥

প্রকর্ষেণ জায়ন্তে তথা যূয়ং সহেশাঃ নৃপাদিসহিতাঃ সহশাবকা বালকসহিতাঃ অবকাশেন সহ বর্ত্তমানং যথাস্যাৎ এতত্তু বিনয়জ্ঞাপকং। সমীর্য্যমাণা সম্যক্‌প্রসারিতা নিজস্য কংসস্য দর্শনে তৃষ্ণা যয়োস্তৌ রামকৃষ্ণৌ চেতি ॥ ৬২ ॥

তদেবং নিশম্য শ্রীব্রজরাজো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—ভবদিতিগদ্যেন। তত্র গমনে ভবতি যৎ তদিদং ভবন্মনঃ কিং মনুতে। কিঞ্চ বসুদেবাৎ ভবতি যাতে চাস্মিন্ রামে তস্য কংসস্য প্রীতির্ভবতীতি ভবন্মনঃ কিং মনুতে ॥

ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি সকল রমণীগণের সকল বিষয়ই অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং তাঁহারা তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই সকল উপানন্দ প্রভৃতি শিষ্ট ব্যক্তিগণ সুখে উপবেশন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ যেন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন। সম্প্রতি ভোজরাজ কংস আমাদের প্রতি এক প্রিয় বিষয় আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা প্রজার তুল্য হইয়া উত্তমরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তোমরা মহাদেবের এই মহা কোদণ্ড-উৎসবে ভূপালাদির সহিত এবং বালকদিগকে সঙ্গে করিয়া অবকাশ মত এই স্থানে আগমন কর। বিশেষতঃ নিজের প্রভাবে কংস দর্শনে কৃষ্ণ এবং বলরামের সম্যক্ বাসনা বিস্তারিত হওয়াতে তাহারা দুইজন অবশ্যই আগমন করিবে ॥ ৬২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তথায় গমন করিলে তোমার যাহা হইবে, তদ্ বিষয়ে তোমার মন কি বিবেচনা করিতেছে, এবং বসুদেব হইতে এই বলরাম জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই বলরামের উপরে কংসের প্রীতি আছে, এই বিষয়েই বা তোমার মন কিরূপ ভাবিতেছে ॥ ৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ সস্মিতমুবাচ ;—যদ্যন্যথা স্যাত্তথাপি বৃথাপথ এব তন্মনোরথঃ যদ্ভবৎপ্রভাববলসংহিতস্য বলসহিতস্য মম কঃ খল্বহিতমাহিতমাহিতং কুর্ব্বীত। যত্র এব খল্বাবল্যবল্যমানে বাল্যে অপি মম পূতনাদয়স্তে ধূততামাপন্নাঃ। কিমুত তদ্বলত এব বলিতাং বলমানাভ্যামাবাভ্যাং বকবৎসকমুখানাং সুখাদেব প্রতিরিৎসনং জাতমিতি ॥ ৬৪ ॥

তত্র চ ;—

বক একঙ্গিলস্তাবদঘঃ সর্ব্বঙ্গিলঃ স্থিতঃ।
ইন্দ্রঃ সর্ব্বঙ্কষস্তেষু কংসকঃ কং সমীয়তি ॥ ৬৫ ॥

৬৪ শ্রুত্বা কৃষ্ণো যদাহ—তদ্গদ্যেন বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি। যদ্যন্যথা স্যাৎ প্রীতিং ন কুর্য্যাৎ তথাপি তস্য মনোরথো বৃথাপথ এব ফলদো ন স্যাৎ তত্রহেতুর্যৎ যস্মাৎ ভবতঃ প্রভাববলেন সংহিতস্য তত্রাপি বলসহিতস্য কঃ খলু অহিতমাহিত আধানবিষয়ং আহিত-মর্পিতং স্থাপিতং বা কুর্ব্বীত, যত এব ভবৎপ্রভাববলসংহিতত্বাৎ আবল্যবল্যমানে আবল্যং বলরাহিত্যং তেন বল্যমানে স্ফুরতি মম বাল্যে হপি তে পূতনাদয়ঃ ধূততাং ধ্বংসতা-মাপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ তদ্বলত এব বলিতাভ্যাং বলমানাভ্যাং বলিত্বেন নিরূপিতাভ্যাং আবাভ্যাং প্রতিরিৎসনং হিংসা ॥ ৬৪ ॥

তত্র স্বগমনার্থং কংসস্যাতিতুচ্ছতাং বর্ণয়তি—বকএবেতি। বক একং মাং গিলতীতি

শ্রীকৃষ্ণ সস্মিত মুখে বলিতে লাগিলেন, যদি ইহার অন্যথা হয়, অর্থাৎ কংস প্রীতি না করে, তাহা হইলে তাহার মনোরথ সফল হইতে পারিবে না। তাহার প্রতি কারণ এই, আমি আপনার প্রভাব বলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছি, এবং বলরাম আমার সহচর। অতএব আমার কোন্ ব্যক্তি অহিত বিষয় স্থাপন করিতে পারিবে? যে হেতু আমার বাল্যকালটী নিশ্চয়ই বলহীন বলিয়াই বিখ্যাত সুতরাং বল প্রকাশ হয় নাই, অথচ সেই দুর্ব্বল বাল্যকালে পূতনা প্রভৃতি সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা দুইজনে কেবল তাহার বলেই প্রবল হইয়াছি, এবং আমরা বলী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি। সুতরাং আমরা দুইজনে যে বকাসুর এবং বৎসাসুর প্রভৃতি অসুরদিগকে সুখে হিংসা করিয়াছিলাম, এই কথা আর কি বলিব ॥ ৬৪ ॥

তন্মধ্যে বকাসুর একমাত্র আমাকে গিলিয়াছিল। অঘাসুর সখা এবং বৎস

তদেতন্নিশম্য মিথো নিশাম্য চ সম্যগপ্রাতিপত্তিপরাহতেষু তেষু মাত্রাদিষু চ কৃতযাত্রাভঙ্গপ্রাণালিষু পুনরুবাচ—গোকোটিভির্ঘটিতকোটীনামস্মাকমন্যস্মিন্নটিতুর্মপি ঘটনা ন দৃশ্যতে। রাজ্ঞামাজ্ঞামতিক্রম্যাপযানে চ তদাগমনময়ং ভয়ং ভবত্যেব। কিমুত স্থানে। ততঃ সঙ্কোচং বিনা তত্রাস্মদ্গমনমেব তস্য শমনমুপলভামহে॥ ৬৬॥

একঙ্গিলঃ অঘাসুরঃ সর্ব্বান্ সখিবৎসাদীন্ গিলতীতি। তথা ইন্দ্রঃ সর্ব্বং কর্ষতি অতিবৃষ্ট্যাদিনা হিংসয়িতুং বর্ত্তিতবান্ কিন্তু কৈরপি অস্মাকং ন কিঞ্চিদরিষ্টং জাতং, তেষু মধ্যে নিন্দিতঃ কংসঃ কং সমীয়তি কস্য সমো ভবতি ন কস্যাপীত্যর্থঃ॥ ৬৫॥

তদেতচ্ছ্রবণানন্তরং তেষাং তাসাঞ্চ মুখাদিমালিন্যাদি নিরীক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণঃ সান্ত্বনার্থং যদাহ তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। মিথঃ পরস্পরং নিশাম্য চ শ্রাবয়িত্বা সম্যক্ অপ্রাতিপত্তিপরাহতেষু, অপ্রতিপত্তিঃ প্রবৃত্ত্যভাবঃ জ্ঞানাভাবো বা তয়া পরাহতেষু তেষু সৎসু কৃতা যাত্রাভঙ্গে প্রাণালয় ইন্দ্রিয়বর্গা যাভি স্তাসু মাত্রাদিষু চ সতীষু পুনরুবাচ। গোকোটিভির্ঘটিতা কোটিঃ প্রকর্ষো যেষাং তেষাং মহাসুখীনামিত্যর্থঃ। অন্যস্মিন্ মথুরাদিষু অটিতুং গন্তুং ঘটনা চেষ্টা, অপযানে পলায়নেচ তস্য কংসস্যাগমনভয়ং কিমুত স্থানে যোগ্যে বিষয়ে। তস্য কংসস্য শমনং শাস্তিঃ॥ ৬৬॥

প্রভৃতি সকলকেই গিলিয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র অতিবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রবদ্বারা তাহাদের সকলকে হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে নাই। অতএব তাহাদের মধ্যে নিন্দনীয় কংস কাহার সমান হইতে পারে? অর্থাৎ কাহারও সমান নহে॥ ৬৫॥

অনন্তর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং পরস্পরকে এই কথা শ্রবণ করাইয়া অজ্ঞানবশতঃ সকলেই সম্যক্‌রূপে পরাভূত হইলে, এবং সেই সকল জননী প্রভৃতি নারীগণের ইন্দ্রিয়বর্গ যাত্রা ভঙ্গ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। কোটি কোটি ধেনুদ্বারা আমাদের উৎকর্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে, অর্থাৎ আমরা মহা সুখী সুতরাং আমাদের মথুরা প্রভৃতি স্থানে গমন করিবার চেষ্টাও দেখি না। রাজার আজ্ঞা অতিক্রম করিয়া যদি পলায়ন করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই কংস আমাদিগের নিকটে আসিতে পারে, এইরূপ ভয় হইতেছে। অতএব যোগ্য স্থানে

তদেতদাকর্ণ্য সবৈবর্ণ্যমুপনন্দং প্রতি শ্রীমান্নন্দঃ প্রাহ স্ম ;—কিং কর্ত্তব্যমিতি ॥ ৬৭ ॥

স চোবাচ ;—তত্র গম্যমিতি সম্যগেবাহ বৎসঃ। অনগতির্নাম কামং তস্য ক্রোধমস্য চ ভয়ং বোধয়তি, গতিস্তু তং তদপ্যপগময়তি। কিঞ্চ ;—(ক)যদপূর্ব্বমপূর্ব্বং পূর্ব্বমপি রক্ষাং কুর্ব্বদাসীত্তদেব সর্ব্বমর্ব্বাঞ্চমপ্যাপদ্ধারং তারয়িষ্যতি ॥ ৬৮ ॥

তদেতন্নিশম্য ব্রজরাজো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন ॥ ৬৭ ॥

ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং উপনন্দো যাং মন্ত্রণামরচযৎ তদ্বর্ণয়তি- স চোবাচেতিগদ্যেন। তস্য কংসস্য অস্য ব্রজস্য। তদপি ক্রোধং ভয়মপি অপগময়তি নিরাসয়তি যদপূর্ব্বমসাধারণং অপূর্ব্বমদিষ্টং পূর্ব্বং পুরাপি রক্ষাং কুর্ব্বদাসীৎ তদেব সর্ব্বং অর্ব্বাঞ্চং আধুনিকমপি আপদ্ধারমাপৎ সমূহং তারয়িষ্যতি ॥ ৬৮ ॥

তাহার আগমন ভয় যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা আর বলিতে হইবে না। অতএব সঙ্কোচ ব্যতীত তথায় আমাদের গমন হইলেই আমরা কংসের শান্তি বোধ করিতেছি ॥ ৬৬ ॥

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মলিন মুখে শ্রীমান্ নন্দ উপানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—এক্ষণে কর্ত্তব্য কি ॥ ৬৭ ॥

উপানন্দ কহিলেন, সেই স্থানে যাওয়াই যে কর্ত্তব্য, ইহা বৎস শ্রীকৃষ্ণ উত্তমই বলিয়াছেন। তথায় যদি গমন করা না হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে কংসের ক্রোধ বৃদ্ধি পাইবে, এবং এই ব্রজমণ্ডলের ভয় ঘটিতে পারিবে। কিন্তু যদি তথায় গমন করা হয়, তাহা হইলে ক্রোধ এবং ভয় উভয়ই নিরস্ত হইবে। অপিচ, পূর্ব্বে যে অসাধারণ অদৃষ্ট রক্ষা করিয়াছিল, সেই সমস্ত অদৃষ্ট বর্ত্তমান বিপদ্‌সমূহ, উদ্ধার করিবে ॥ ৬৮ ॥

(ক) অপূর্ব্বং আধুনিকং পূর্ব্বং প্রাক্তনমপি যদপূর্ব্বং পুণ্যং রক্ষাং কুর্ব্বৎ সৎ আসীৎ, তদেব পুণ্যং কর্ত্তৃ অর্ব্বাঞ্চং উত্তরকালভবমপি সর্ব্বমাপৎসমূহং তারয়িষ্যতি। আ।

অথ তদেবং যুক্তিং বলয়তি গোপালবলয়ে প্রভাবভাবপূর্ণপূর্ণিমা চ তূর্ণমেব তত্রাগতা ॥ ৬৯ ॥

ততশ্চ ব্রজরাজেন কৃতে প্রশ্নে সা সস্নেহমুবাচ। ভবন্নন্দনস্য মথুরাপ্রয়াণে সর্ব্বানন্দ এব স্যাৎ। কংসাদয়ঃ সর্ব্ব এব নৃশংসা ধ্বংসায় সম্পৎস্যন্তে কিন্তু ব্রজাগতাবস্য বিলম্বসম্বলনং পশ্যাম ইতি যথাযুক্তমধ্যবস্যন্তু ॥ ৭০ ॥

উপনন্দ উবাচ ;—অবিলম্বাগমনাদ্বিলম্বাগমনমপি শ্রেয় এব বৈরিশমনন্তু যদি স্যাদিতি গমনমেব বরং রমণীয়ং। ততঃ সর্ব্বৈরপি গত্যন্তরমসঙ্গত্য সঙ্গতামিদমুচ্যত ইতি প্রোচ্য কিঞ্চি-

অথ "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে" ইতি রসশাস্ত্রোক্তিং সম্পাদয়িতুং তদা পৌর্ণমাসী তত্রাজগামেতি তদেবাহ—অথেতিগদ্যেন। তদেবং যুক্তিং বলয়তি বিচারয়তি গোপালবলয়ে গোপসমূহে প্রভাবঃ প্রভুত্বং ভাবো ব্রজে প্রীতিঃ তাভ্যাং পূর্ণা তূর্ণং শীঘ্রং ॥ ৬৯ ॥

ততশ্চেতি গদ্যং প্রায়ঃ সুগমং নৃশংসাঃ ক্রূরাঃ, কিন্ত্বস্য কৃষ্ণস্য ব্রজগতৌ বিলম্বসম্বলনং বিলম্বসংঘটনাং অধ্যবসায়ং কুর্ব্বন্তু ॥ ৭০ ॥

তদবগম্য উপনন্দো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—অবিলম্বেতিগদ্যেন। ততঃ ইতি উপনন্দমন্ত্রণানন্তরং

অনন্তর গোপসমূহ এইরূপে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রভাব এবং ব্রজের প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া পূর্ণিমা শীঘ্রই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ প্রশ্ন করিলে সেই পূর্ণিমা স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র মথুরায় গমন করিলে সকলেরই আনন্দ হইবে। কংস প্রভৃতি নৃশংসগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন সম্বন্ধে বিলম্বের সম্ভাবনা দেখিতেছি। অতএব এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করুন ॥ ৭০ ॥

উপানন্দ বলিলেন, যদি শত্রু নিধন হয়, তাহা হইলে শীঘ্র আগমন অপেক্ষা বিলম্বে আগমন ও শ্রেয়। সুতরাং বরং গমনই রমণীয় বোধ হইতেছে। অনন্তর

দপ্যননুশোচ্য শ্রীমন্মুখং বিলোচ্য শ্রীকৃষ্ণং প্রশ্নবিষয়ং কৃতবন্তঃ। তত্র গন্তব্যতা কদা মন্তব্যা ॥ ৭১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—গতিঞ্চ প্রাতস্ত্রয়োদশ্যাং যুক্তিবশ্যাং পশ্যামঃ, চতুর্দ্দশ্যাং খলু মহস্তন্মহনীয়তামাপ্স্যতি ॥ ৭২ ॥

তদেবং স্বন্তঃপারিদেবনেহমেবেহ পশ্যতি ব্রজনরদেবে সর্ব্বেহপ্যূচুঃ। সর্ব্বং ঘোষমনুঘোষণা সদ্য এবাসাদ্যতাং। যথা প্রাতরেব গোপাঃ সোপায়না রাজসভামভিযান্তীতি ॥ ৭৩ ॥

অসঙ্গত্য অপ্রাপ্য শ্রীমন্মুখং শ্রীকৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ। প্রশ্নবিষয়ং প্রশ্নাধার° তত্র মথুরায়াং গন্তব্যতা মন্তব্যা ॥ ৭১ ।

তদা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং গদ্যেনাহ—গতিঞ্চেতি। গতিং কিম্ভূতাং যুক্তিবশ্যাং যুক্ত্যধীনাং মহ উৎসব স্তস্য কংসস্য মহনীয়তাং পূজনীয়তাং ॥ ৭২ ॥

তন্নিশম্য সর্ব্বে যদূচুস্তৎ গদ্যেন বর্ণয়তি—তদেবমিতি। তদ্বচনপ্রকারং দর্শয়তি স্বান্তঃপরিদেবনে স্বচিত্তস্য পরিদেবনমনুশোচনং তেন ঈহা চেষ্টা যত্র তদ্যথাস্যাৎ ব্রজরাজে সতি। সর্ব্বং ঘোষং ব্রজমনুব্যাপ্য সদ্য এব ঘোষণা আসাদ্যতাং গচ্ছতু। যথেত্যাদি সুগমং ॥ ৭৩ ॥

সকলেই উপায়ান্তর না দেখিয়া 'ইহা সঙ্গত বলা হইতেছে' এইরূপ বলিয়া, ঐ বিষয় কিছুমাত্র অনুশোচনা না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই প্রশ্ন করিলেন, বৎস! কবে তথায় যাইতে মনন করিয়াছ ॥ ৭১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, প্রভাত হইলেই ত্রয়োদশী, ঐ ত্রয়োদশীতে গমন করাই যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছি। কারণ, চতুর্দ্দশীতে যে উৎসব হইবে, নিশ্চয়ই তাহা কংসের আদরণীয় ॥ ৭২ ॥

অনন্তর ঐ সময়ে ব্রজমহীপতি এইরূপে আপনার অন্তঃকরণের অনুশোচনা পূর্ণ চেষ্টা করিয়া দর্শন করিতে উদ্যত হইলে, সকলেই বলিতে লাগিল; সমস্ত ব্রজের মধ্যে সদ্যই এইরূপ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হৌক, যেন প্রাতঃকালেই গোপবৃন্দ বিবিধ উপহার লইয়া রাজসভায় (নন্দালয়ে) আগমন করেন ॥ ৭৩ ॥

অথ শ্রীমন্নন্দরাজশ্চ সগাজং ব্যাজহার। ভগবত্যা(ঃ) সম্মতে ভবতাং মতে সর্ব্বমেব মঙ্গলং সঙ্গংস্যত ইতি ভদ্রমাদিশ্যন্তাং, দিশ্যা দিশ্যা গোপাঃ প্রাভৃতপ্রভৃতিকৃতে ॥ ৭৪ ॥

তদেবং লব্ধানুমতির্বৃন্দাবনপতির্নিজপরিচারকানাদিদেশ। কথ্যতামিদমুত্তারং ক্ষত্তারং প্রতীতি ॥ ৭৫ ॥

তদেবং বিজ্ঞায় ব্রজরাজ্ঞী তু মোহেনাজ্ঞীভবন্তী ন কিঞ্চিদপি বক্তুং ব্যক্তুং বা শশাকেতি বদন্ মধুকণ্ঠশ্চ নিরুদ্ধকণ্ঠস্তদ্বদেবাসীৎ ॥ ৭৬ ॥

অধুনা ব্রজরাজকার্য্যং নির্দ্দিশতি—অথেত্যাদিগদ্যেন। সমাজং সভাস্থজনং ইতি হেতোঃ দিশি দিশি আদেশ্যা গোপাঃ প্রাভৃতপ্রভৃতিকৃতে প্রাভৃতমুপায়নং তদাদিনিমিত্তায় কৃতে ইত্যব্যয়ং নিমিত্তার্থং ॥ ৭৪ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণকৃত্যং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। উত্তারমত্যুচ্চং যথাস্যাৎ ক্ষত্তারং দ্বারপালকং ॥ ৭৫ ॥

তদা কথকস্যাবস্থাং স্বয়ং কবিঃ বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। অজ্ঞীভবন্তী ন অজ্ঞা অজ্ঞা ভবন্তী বক্তুং ব্যক্তুং কর্ত্তুং তদ্বদেব ব্রজরাজ্ঞীবদেব ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর শ্রীমান্ ব্রজরাজ সভাস্থ লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন, ভগবতীর সম্মতি ক্রমে এবং আপনাদের মতে সমস্তই মঙ্গল হইবে। অতএব বহুতর উপঢৌকন এবং আয়োজনাদির নিমিত্ত সকল দিকে আদেশ যোগ্য গোপদিগকে উত্তমরূপে আদেশ করা হইবে ॥ ৭৪ ॥

অতএব বৃন্দাবনপতি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অনুমতি পাইয়া আপনার পরিচারক দিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা দ্বারপালের প্রতি উচ্চস্বরে এই কথা বল ॥ ৭৫ ॥

তৎপরে ব্রজেশ্বরী ইহা জানিতে পারিয়া মোহে অভিভূত বা অজ্ঞান হইয়া কোন কথা বলিতে বা প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। মধুকণ্ঠ এই কথা বলিয়া ব্রজেশ্বরীর মত রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া গেল ॥ ৭৬ ॥

অথ কথায়াঃ সভায়ামপি তদ্বদেব মোহং গচ্ছতি সসমাজে ব্রজরাজে তস্য চরণরাজীবযুগলং যুগপদ্গৃহ্ণন্ ব্রজযুবরাজঃ পুনস্তমাজীবয়ন্নুবাচ। তাত! কথং কাতরায়সে? যথাপূর্ব্বং কথামাত্রং খল্বিদং, সোঽয়মহং পুনর্ভবদনুধ্যানরম্যতয়া কংসং নির্দ্দম্য চিরাৎ পুনরাগম্য ভবদ্দৃষ্টিপথানুবর্ত্তীভবন্নেবাস্মীতি ॥৭৭

ততঃ সপুলকপালিতমঙ্কং পালয়তি ব্রজভূপালে সর্ব্ব এবাখর্ব্বমানন্দগর্ব্বমূবাহেতি কথায়াং শান্তপ্রথায়াং মধুকণ্ঠ উবাচ;—॥ ৭৮ ॥

তদেবং সর্ব্বেষু মূর্চ্ছামাপন্নেষু শ্রীকৃষ্ণকৃত্যং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। মোহং গচ্ছতি সতীতি তস্য ব্রজরাজস্য তং ব্রজরাজং আজীবয়ন্ প্রাণয়ন্নুবাদীৎ। কাতরায়সে কাতর ইবাচরসি ভবদনুধ্যানরম্যতয়া ভবতো যদনুধ্যানং চিন্তনং তেন যৎ রমণীয়তা তয়া নির্দ্দম্য মারয়িত্বা ভবদ্দৃষ্টিপথস্য অনুবর্ত্তী অধীনঃ সন্ ॥ ৭৭ ॥

তদেবং সর্ব্বেষাং মহানন্দে জাতে যদ্ভূতং গদ্যেন বর্ণয়তি—তত ইতি। পুলকপাল্যা সহ বর্ত্তমানং যথাস্যাৎ তথা তং শ্রীকৃষ্ণং অঙ্কং ক্রোড়ং পালয়তি পরিমর্জতি। ব্রজরাজে সতি অখর্ব্বমতিশয়ং আনন্দগর্ব্বং প্রাপেতি। শান্তপ্রথায়াং শান্তা প্রথা বিস্তারো যস্যা তস্যাং ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর কথার সভাতে ও (ক) ব্রজেশ্বরীর মত সভাস্থ লোকদিগের সহিত ব্রজরাজ মোহাচ্ছন্ন হইলে, ব্রজ যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদপদ্ম যুগল এককালে ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সচেতন করিয়া বলিতে লাগিলেন। পিতঃ! আপনি কেন কাতরের মত হইতেছেন? ইহা পূর্ব্বের মত নিশ্চয়ই কেবল কথা মাত্র। আর আমি আপনাকে ধ্যান করাতে রমণীয়ভাবে কংস নিধন করিয়া অবিলম্বে আগমন করিয়া এখনই আপনার দৃষ্টিপথের অনুবর্ত্তী হইতেছি ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর প্রচুর রোমাঞ্চের সহিত ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইলে, সকলেই প্রচুর আনন্দ গর্ব বহন করিয়াছিল। এইরূপে (পিতা পুত্রাদির) কথা প্রবৃত্তি শান্ত হইলে মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ৭৮ ॥

(ক) যে ঘটনা পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে তাহাই কথকদ্বয় কীর্ত্তন করিতেছেন, অথচ ব্রজরাজ দুঃখপূর্ণ কথাকে কথা বলিয়া মনে করিলেন না, তন্ময় হইয়া যেন পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হইলেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শান্ত করিতেছেন।

কুত্র বা রমতাং পুত্রস্তবান্যত্র ব্রজাধিপ ।
ভক্তানুকম্পাসম্পাতী পশ্য তে বশ্য এব সঃ ॥ ৭৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণকৃতমহসি রাধাসদসি চ রাত্রিকথায়াং মধুকণ্ঠঃ সগদ্গদমুবাচ ;—

অয়ি ! সম্প্রতি শ্রীমাধবেন হৃতবিরহবাধে ! শ্রীরাধে ! পুরাবৃত্তমবধীয়তাম্ ॥ ৮০ ॥

স্ফূর্জ্জথুপ্রতিমমূর্জ্জিতং তদাঘোষণং সপদি ঘোষমন্বভূৎ ।
যদ্বভূবুরপরাঃ পরাহতা হা ! হতা ইব চরাধিকাদিকাঃ(ক) ॥৮১

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং কথয়তি—কুত্রেতি । হে ব্রজেশ্বর ! তব পুত্রঃ অত্র কুত্র অন্যত্র বা রমতাং নাম ভক্তানুকম্পাসম্পাতী ভক্তানাং প্রতি যা অনুকম্পা কৃপা তস্যাঃ সংপতনাবিশিষ্টঃ সন্ তে তব স বশ্য এব পশ্য ॥ ৭৯ ॥

তদেবং দিবসে কথাং সমাপ্য রাত্রৌ কথাপ্রসঙ্গমাহ—অথেতি গদ্যেন । শ্রীকৃষ্ণকৃতমহসি শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং মহঃ প্রকাশো যত্র তস্মিন্ রাধায়াঃ সদসি সভায়াং । হৃতা বিরহস্য বাধা যস্যা হে তথা ॥ ৮০ ॥

পুরাবৃত্তং বর্ণয়তি—স্ফূর্জ্জথ্বিতি । তদা মথুরাগমনপ্রক্রমে স্ফূর্জ্জথুপ্রতিমং বজ্রতুল্যং ঊর্জ্জিতং বলবদত্যুচ্চং ঘোষণং ঘোষং ব্রজমনু অভূৎ । যৎ যস্মাদপরা গোপ্যঃ পরাহতা বভূবুঃ । হেতি খেদে রাধিকাদিকা হতা ইব বভূবুঃ ॥ ৮১ ॥

হে ব্রজেশ্বর ? আপনার পুত্র এই স্থানে অথবা অন্য কোন স্থানে বিহার করুন। কিন্তু ভক্তগণের উপর কৃপাপরবশ হইয়া দেখুন, সর্ব্বদাই আপনার অধীন ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার গৃহে প্রকাশিত হইলে, রাত্রিকালের কথায় মধুকণ্ঠ গদ্ গদ্ স্বরে বলিতে লাগিল। অয়ি রাধিকে ? সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমার যে বিরহ হইয়াছিল এবং তাহার জন্য যে মানসিক বাধা ঘটিয়াছিল তাহা পরিহৃত হইলেও পুরাবৃত্ত শ্রবণ করুন ॥ ৮০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন আরম্ভ হইলে বজ্রতুল্য অত্যুচ্চ ঘোষণা ব্রজমধ্যে

ক) গোপসুভ্রুব ইতি গৌরবৃন্দাবন পাঠঃ

তথা সতি ;—

(ক) কাশ্চিন্ ম্লানাননাস্তচ্ছ্রবণদহনজজ্বালয়া কাশ্চনাসন্
ক্ষীণাঙ্গস্রস্তবেষা জড়নিভবপুষঃ কাশ্চ কাশ্চিদ্বিচিত্তাঃ।
তা এতাঃ কেন বর্ণ্যা য ইহ নিজ-হৃদি স্পৃষ্টতদ্ভাবকষ্টঃ
কিম্বা তৎস্পৃষ্টিশূন্যঃ স চ স চ যদলং জাড্যমেব প্রয়াতি ॥৮২

তাসাং পরাহতত্বং বর্ণয়তি—কাশ্চিদিতি। তস্য ঘোষণস্য শ্রবণমেব দহনং তস্য জ্বলয়া ম্লানমাননং মুখং যাসাং তা আসন্। কাশ্চন ক্ষীণান্যঙ্গানি যস্যাঃ স্রস্তঃ স্খলিতো বেশো যস্যাঃ সাচাসৌ সাচেতি সর্ব্বত্রাসন্নিত্যনেনান্বয়ঃ। কাশ্চ জড়নিভং জড়তুল্যং বপুর্যাসাং তাঃ কাশ্চিৎ বিগতং চিত্তং চেতনা যাসাং তাঃ। তা এতা গোপ্যঃ কেন বর্ণ্যা বর্ণনীয়াঃ? স কঃ য ইহ নিজহৃদি স্পৃষ্টং তদ্ভাবেন কষ্টং যস্য সঃ। কিংবা তৎস্পৃষ্টি স্তদ্ভাবস্পৃষ্টি স্তয়া শূন্য স্তত্রোদাসীন ইত্যর্থঃ। সচ সচ যৎ যস্মাৎ অলমতিশয়ং প্রথমং জাড্যং স্তম্ভং দ্বিতীয়ং জাড্যং মূর্খতাং প্রয়াতি॥ ৮২ ॥

অনুভূত হইয়াছিল। কারণ অন্যান্য গোপীসকল ঐ ঘোষণায় যেন পরাহত হইয়াছিল, এবং রাধিকা প্রভৃতি গোপী সকল যেন তাহাতে হত হইয়াছিল॥ ৮১ ॥

এইরূপ ঘটিবার পর সেই ঘোষণা শ্রবণ জন্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গদ্বারা কতিপয় গোপীর মুখ ম্লান হইয়াছিল। কোন কোন গোপীর অঙ্গ ক্ষীণ, বেশ ভূষা স্খলিত এবং দেহ জড়বৎ হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তির একেবারেই চৈতন্য ছিল না। এই সকল গোপীদিগকে কে বর্ণনা করিতে পারে। এবং সেইরূপ ব্যক্তিই বা কে আছে, যে ব্যক্তি আপনার হৃদয়ে ঐ ভাবে কষ্ট গ্রহণ করিয়াছে। কিংবা যে ব্যক্তি ঐ ভাবে কোন কষ্ট স্বীকার করে নাই, সেই ব্যক্তি বা কিরূপে ইহাদের দশা বর্ণন করিতে পারিবে। যে হেতু এই পূর্ব্বোক্ত দুই জনই অত্যন্ত জড়তা বা স্তম্ভ। অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি কেবল নিশ্চেষ্টতা দ্বিতীয় অতি জড়তা বা মূর্খতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে (খ)॥ ৮২ ॥

(ক) প্রেমতারতম্যেনাসামুত্তরোত্তরমবস্থাবৈশিষ্ট্যমাহ কাশ্চিদিত্যাদিনা। তত্র ভদ্রাদীনাং মুখবৈবর্ণ্যমাহ কাশ্চিম্লানাননা ইত্যনেন। তচ্ছ্রবণদহনজ্বালয়েতি পরপরত্রাপি গম্যং। পূর্ব্ব পূর্ব্বাবস্থাশ্চ। অথ শ্রীশ্যামলাদীনাং সহসা কার্শ্যমাহ কাশ্চনাসন্ ক্ষীণাঙ্গেতি। শ্রীচন্দ্রাবল্যাদীনাং প্রণয়মপ্যাহ জড়েতি। শ্রীরাধাদীনাং প্রণয়াতিশয়মপ্যাহ কাশ্চিদিতি। আ।

(খ) শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভাবী বিরহ জ্ঞানে গোপীগণ যে দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ভাবে যে ব্যক্তি ঠিক্ তন্ময়, সে ত জড়বৎ সুতরাং তাহার বর্ণনায় সামর্থ্য নাই। যে ব্যক্তি ঐ ভাবে ভাবিত নহে, সে কৃষ্ণ প্রেয়সীর -র্মই জানে না, সে অজ্ঞান মূর্খ, সেও বর্ণনে অপারগ।

অথ নিশি রমণীনাং মূর্চ্ছনং নির্ম্মমে যা
চিদুদয়মপি কল্যে ঘোষণা সৈব চক্রে।
বপুষি দহনতপ্তে ভেষজং তেন তপ্তি-
র্বিষমপি বিষদুষ্টে শ্রেষ্ঠমিষ্টং ভিষগ্‌ভিঃ ॥ ৮৩॥

লব্ধচেতনানাং চাসাং (ক) কংসাদাশঙ্কায়ামপি প্রস্তুতাতঙ্কায়াং দেবতাকলিতমিব রক্ষণায় ফলিতং কিঞ্চিদন্যদিদং ভাবপ্রভাবচেতিতং পৌর্ণমাস্যা চ পুরতো নিশ্চিতীকৃতং চেতসি স্ফুরতি স্ম ॥ ৮৪ ॥

নন্বেবম্ভূতানাং তাসাং কুতো বিরহজ্ঞানং তত্রাহ—অথেতিপদ্যেন। যা ঘোষণা নিশি রাত্রৌ রমণীনাং গোপীনাং মূর্চ্ছনং নির্ম্মমে, সৈবা ঘোষণা কল্যে প্রাতঃকালে চিদুদয়ং চিতো জ্ঞানস্যোদয়ং চক্রে। ননু যা মূর্চ্ছাং চকার সা কথং জ্ঞানমুৎপাদয়ামাস বিরোধাৎ তত্র নিদশনং দহনেনাগ্নিনা তপ্তে বপুষি তেন দহনেন তপ্তি স্তাপো ভেষজং নিবর্ত্তকং ভবতি, তথা বিষদুষ্টে বপুষি ভিষগ্‌ভির্বিষমপি শ্রেষ্ঠমিষ্টং জঙ্গমবিষে স্থাবরবিষং ভেষজং স্থাবরবিষে জঙ্গমঞ্চ ॥ ৮৩ ॥

ততো লব্ধজ্ঞানানাং তাসামবস্থাং বর্ণয়তি—লব্ধেত্যাদিগদ্যেন। লব্ধচেতনানামাসাং চেতসি কিঞ্চিদন্যৎ স্ফুরতি স্ম। তৎ কিম্ভূতং প্রস্তুতা আতঙ্কা ভয়ং যস্যাং কংসাদাশঙ্কারক্ষণায় দেবতাকলিতমিব ফলিতং কিঞ্চিদন্যৎ ইদন্তাবস্য শ্রীকৃষ্ণসামর্থ্যস্য যঃ প্রভাব স্তেন চেতিতং বোধিতং তত্তু পৌর্ণমাস্যা চ পুরতোঽগ্রতো নিশ্চিতীকৃতং নিশ্চয়রূপেণ দৃঢ়ীকৃতং ॥ ৮৪ ॥

অনন্তর যে ঘোষণা রাত্রিকালে গোপীদিগের মূর্চ্ছা উৎপাদন করিয়াছিল, সেই ঘোষণাই প্রাতঃকালে তাহাদের চৈতন্য প্রকাশ করিয়াছিল। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই, যেমন অগ্নিদ্বারা শরীর দগ্ধ হইলে, সেই শরীরে অগ্নি-তাপই ঔষধ, এবং বিষদূষিত শরীতে বিষই শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

ঐ সকল রমণীগণ যখন চৈতন্য লাভ করে, তখন কংস হইতে যে আশঙ্কা হয় সেই আশঙ্কা, ভয় সঞ্চার করিয়া দিলেও তাহাদের চিত্তে কোন অন্য বিষয় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। সেই চিত্তবিলসিত বস্তু যেন রক্ষা করিবার জন্য দেবতাগণ

(ক) কংসাদাশঙ্কায়াং কিম্ভূতায়াং অপি অন্যোঽপি প্রস্তুতো বর্ত্তমানঃ আতঙ্কঃ প্রিয়-বিরহজঃ তাপো যত্র তাদৃশ্যাং। অপ্যত্র সমুচ্চয়ে। আ।

যস্মিন্নঘঃ কালিয়কাদ্রবেয়ঃ কেশী তথারিষ্টবৃষশ্চ নষ্টঃ।
কংসশ্চ তস্মিন্ মৃত এব স স্যান্ন তত্র শঙ্কা-লবকোঽপি ভাতি।
ইতি ॥ ৮৫ ॥

তদেবং বিশ্বস্য সম্মতং বিশ্বস্য পুনশ্চিন্তয়ন্তি স্ম ॥ ৮৬ ॥

বকী-রিপোঃ কংসজয়েঽপি সিদ্ধে শঙ্কেমহি স্বার্থবিনষ্টিমেতাম্।
ভবেদসৌ যাদবরাজধান্যাং রাজেতি গোষ্ঠে কথমত্র তিষ্ঠেৎ ॥৮৭

তৎ প্রত্যায়য়তি—যস্মিন্নিতি। যস্মিন্ কৃষ্ণস্যাবপ্রভাবে অঘোঽঘাসুরঃ কদ্রুপুত্রঃ কালিয়ঃ কেশী বৃষাসুরো নষ্টঃ তস্মিন্ প্রভাবে কংসঃ মৃত এব স্যাৎ তত্র কৃষ্ণে শঙ্কালবোঽপি ন ভাতীতি ॥ ৮৫ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রকরণং সমাধত্তে তদেবমিতিগদ্যেন। এবং বিশ্বস্য বিশ্বাসং কৃত্বা বিশ্বস্য সম্মতং পুনশ্চিন্তিতবন্তঃ ॥ ৮৬ ॥

চিন্তনপ্রকারং কথয়তি বকীরিপোরিতি। বকীরিপোঃ কৃষ্ণস্য কংসজয়েঽপি সিদ্ধে এতাং স্বার্থবিনষ্টিং শঙ্কেমহি। অসৌ কৃষ্ণো যাদবরাজধান্যাং মথুরায়াং রাজেতি ভবেৎ, তদা গোষ্ঠে কথমত্র স তিষ্ঠেৎ ॥ ৮৭ ॥

কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া ফলিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের মহিমার প্রভাবে যেন সেই বিষয় প্রবোধিত হইয়াছিল। অথচ পৌর্ণমাসী অগ্রে তাহা নিশ্চয়রূপে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৮৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের যে প্রভাবে অঘাসুর, কদ্রুনন্দন কালিয় সর্প, কেশী অসুর এবং বৃষাসুর নষ্ট হইয়াছে, সেই প্রভাবে নিশ্চয়ই যে কংস মৃত্যু লাভ করিবে, তাহাতে আর অণুমাত্রও শঙ্কা করিতে হয় না ॥ ৮৫ ॥

এইরূপ বিশ্বাস করিয়া ভুবনের সম্মত বিষয় পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের কংসজয় সিদ্ধ হইলেও আমরা এইরূপ স্বার্থ বিনাশ শঙ্কা করিতেছি শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে রাজা হইবেন, তাহা হইলে কিরূপে এই গোষ্ঠে অবস্থান করিবেন? ॥ ৮৭ ॥

গ্রামীণা বয়মিহ গোপবর্গ-কন্যা
নাগর্য্যঃ পুরমনু সন্তি রাজপুত্র্যঃ।
কৃষ্ণস্তু গ্রহিলমনা গুণেষু তস্মা-
দস্যান্তঃ কথমিব নঃ প্রতি স্মৃতিঃ স্যাৎ ॥ ৮৮ ॥

নিমেষঃ (ক) কল্পঃ স্যাদ্‌যদপকলনে যস্য বিপিনে
গতৌ যৎকৃচ্ছ্রং তৎকলয়তি ন আত্মা ন তু পরঃ।
মধোঃ পূর্য্যাং তস্য ব্রজনমথ রাজ্যায় যদিদং
কথং তদ্বাস্মাকং বত ! কিমপি ধৈর্য্যং কলয়তু ॥ ৮৯ ॥

তস্যাত্র নাগমনে হেত্বন্তরং চিন্তিতবানিতি লিখতি—গ্রামীণা ইতি। ইহ গোষ্ঠে গোপবর্গকন্যা গ্রামীণা গ্রামভবা বয়ং। পুরং মথুরামনু লক্ষীকৃত্য নগরভবা রাজপুত্র্যঃ সন্তি। ননু বঃ প্রীতিবশেন পুনরাগমিষ্যতি তত্রাহুঃ—কৃষ্ণস্তু গুণেষু নাগরীজনৈকস্থানেষু মাধুর্য্যাদিষু গ্রহিলমনা আগ্রহচিত্তঃ তস্মাদ্ধেতোরস্য কৃষ্ণস্যান্তশ্চিত্তে নোঽস্মাকং কথমিব প্রতিস্মৃতিঃ স্যাৎ ॥ ৮৮ ॥

তদেবং তাসাং খেদং বর্ণয়তি—নিমেষ ইতি। যস্য অপকলনে অদর্শনে নিমেষঃ কালঃ কল্পতুল্যঃ স্যাৎ। যস্য বনগমনে যৎ কৃচ্ছ্রং স্যাৎ তন্নোঽস্মাকং আত্মা চিত্তং কলয়তি জানাতি নতু পরঃ। তস্য মধোঃ পুর্য্যাং ব্রজনং গমনং ইদং রাজ্যায় যৎ বর্ত্তেত খেদে তদ্বা কথমস্মাকং কিমপি ধৈর্য্যং কলয়তু স্থিরয়তু ॥ ৮৯ ॥

আমরা এই স্থানে যত গোপবৃন্দের কন্যা আছি, আমরা সকলেই গ্রামবাসিনী। আর মথুরাপুরে অনেক নগরবাসিনী রাজকন্যা আছে। নগরবাসিনী নারী-গণের মাধুর্য্যাদি গুণে যখন কৃষ্ণের মন আকৃষ্ট হইবে, তখন আর কিরূপে তাঁহার অন্তঃকরণে আমাদের স্মরণ থাকিবে ॥ ৮৮ ॥

হায়! যাহার বন-গমন হইলে এক নিমেষ প্রলয় কালের মত বোধ হইত, এবং তাঁহাদের গমন হইলে যে কষ্ট হইত, তাহা কেবল মনই জানিতেছে, অপরে তাহা কিরূপে জানিবে? তাঁহার মধুপুরীতে গমন যদি রাজ্যলাভের নিমিত্ত হইয়া থাকে, তাহাই বা কিরূপে আমাদের ধৈর্য্য সম্পাদন করিবে? ৮৯ ॥

(ক) ব্রহ্মপরিমিতোঽহরাত্রঃ। মানববর্ষেণ দেবানামহোরাত্রঃ, ষষ্ট্যধিকৈঃ অহোরাত্র-শতৈঃ দিব্যং বর্ষং। তৈঃ দ্বাদশভিঃ সহস্রৈঃ লৌকিকং চতুর্যুগং। তচ্চ দেবানামেকযুগং তৎ সাহস্রং ব্রহ্মণো দিনং, তাবত্যেব রাত্রিঃ। অমর টীকায়াং বিস্তরো দ্রষ্টব্যঃ।

অস্মাকং রাগজাতির্ব্বত ! লষতি ন নঃ শর্ম্ম তস্যাপি রাজ্যং
কিন্ত্বেকান্তস্থমিচ্ছত্যনুলবমপি তং সেবিতুং প্রাণকান্তম্ ।
আত্মাপ্যন্তর্ধিয়া তদ্দৃগমৃতবিরহং (ক) মীনবচ্ছঙ্কমান-
স্তৎপ্রাগেবাতিশুষ্যন্ গণয়তি নপরং নাপরং কিঞ্চনাত্র ॥৯০॥
হা ! তস্য স্মিতচারুবক্ত্রবলয়ং খেলাঞ্চি নেত্রাঞ্চলং
চিত্তানন্দবিধায়িগী(দো)র্ব্বিলাসিতং লীলাকুলং লোকনম্ ।
সাক্ষাৎকৃত্য ন জাতু তত্তদুপমাং চাসোঢ় যা বিঘ্নধী-
স্ত্যাগার্ত্তিং যদি সা সহেত গরলং তত্রামৃতং বেত্তি ন ॥৯১॥

পুনস্তদেব বর্ণয়তি—অস্মাকমিতি। বতেতি খেদে। অস্মাকং রাগজাতির্ন লষতি, তস্যাপি রাজ্যং নোঽস্মাকং শর্ম্ম ন সুখদং ন কিন্তু একান্তস্থং তং প্রাণকান্তং সেবিতুং রাগজাতিরনুলবং প্রতিক্ষণমপি ইচ্ছতি। তস্মিন্ কৃষ্ণে দৃক্দৃষ্টির্যস্য এবমাত্মাপি অমৃতবিরহং জাগ্রদ্বিচ্ছেদং মীনবৎ শঙ্কমান স্তৎ প্রাগেব মথুরাগমনপ্রাক্কালে এব অতি শুষ্যন্ পরং ন গণয়তি অস্মিন্ কালে কিঞ্চনাপরং ন গণয়তি, মূঢ়ঃ সন্ বর্ত্তত ইতি ভাবঃ ॥ ৯০ ॥

তত্র বিশেষং বর্ণয়তি—হা তস্যেত্যাদি। হেতি খেদে। তস্য কৃষ্ণস্য স্মিতেন মন্দহাস্যেন চারু মনোরমং বক্ত্রবলয়ং মুখমণ্ডলং সাক্ষাৎকৃত্য তথা খেলাঞ্চি খেলয়া পূজিতং নেত্রাঞ্চলং তথা চিত্তস্যানন্দং বিধাতুং শীলস্যাঃ সাচাসৌ গীর্বাক্চেতি তস্যা বিলসিতং বিলাসং, তথা লীলয়া আকুলং ব্যাপ্তং লোকনং দর্শনং সাক্ষাৎকৃত্য জাতু কদাচিদপি তত্তদুপমাঞ্চ ন অসোঢ় ন সহনং প্রাপ্তা তত্তন্নিরুপমমিত্যর্থঃ। যা বিঘ্নধীঃ বিঘ্নবুদ্ধিঃ সা যদি ত্যাগার্ত্তিং ত্যাগজন্যপীড়াং সহেত তত্র তদা গরলমমৃতঞ্চ ন ন বেত্তি অপিতু বেত্ত্যেব। তন্নামৃতমিতিপাঠে গরলমমৃতং ন বেত্তি ॥ ৯১ ॥

হায় ! আমাদের অনুরাগজাতি শোভা পাইতেছে না। তাঁহার রাজ্যও আমাদিগের সুখদায়ক নহে। কিন্তু সেই প্রাণেশ্বরকে নির্জ্জনে সেবা করিতে সেই অনুরাগজাতি অনুক্ষণই ইচ্ছা করিতেছে। মীন যেরূপ জলক্ষয় শঙ্কা করে, সেইরূপ কৃষ্ণার্পিত দৃষ্টি আত্মাও জাগ্রদবস্থার বিরহ-শঙ্কা করিতেছে, এবং মথুরায় যাইবার পূর্ব্বেই অতিশয় শুষ্ক হইয়া উৎকৃষ্ট বিষয় গণনা করিতে সমর্থ নহে এবং এই কালে অন্য বিষয়েও বিবেচনা করিতে পারে না ॥ ৯০ ॥

হায় ! সেই শ্রীকৃষ্ণের মৃদু মধুর হাস্যদ্বারা মনোহর মুখমণ্ডল, লীলাঞ্চিত

(ক) তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনরূপং যদমৃতং জলং তস্য বিরহং। আ।

তদেবং চিন্তাতুরাঃ পুরায় কৃতযাত্রং শ্যামগাত্রং বিলোকিতুং নিষ্কলঙ্কাশঙ্কাঃ সর্ব্বা এবাভিদ্রবন্তি স্ম। যাত্রাবিধানং তু প্রাতরভিধানং যাস্যতি ॥ ৯২ ॥

তদেতভিধায় মধুকণ্ঠঃ প্রতিপত্তিবিপত্তিতঃ স্তব্ধতাং লব্ধবতি মাধবে রাধাং তু সমুত্থমূর্চ্ছাবাধাং নিরীক্ষ্য মঙ্ক্ষু পুনরাহ স্ম ॥ ৯৩ ॥

বিরহকাতরাস্তা এবং বিলপ্য যচ্চকু স্তদ্বর্ণয়তি তদেবমিতিগদ্যেন। নিষ্কলঙ্কাশঙ্কাঃ নির্গতাঃ কলঙ্কাশঙ্কা যাসাং তাঃ। অভিদ্রবন্তি স্ম অভিদ্রুতবত্যঃ। যাত্রাবিধানন্তু প্রাতঃকালে অভিধানং কথনং প্রাপ্স্যতি ॥ ৯২ ॥

অধুনা কবিঃ সমাপনরীতিং বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। প্রতিপত্তিবিপত্তিতঃ প্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তৌ জ্ঞানে বা যা বিপত্তি স্তস্যা হেতোঃ স্তব্ধতাং লব্ধবতি মাধবে সমুদায়ন্তী যা মূর্চ্ছা তয়া বাধা যস্যাস্তাং রাধাং নিরীক্ষ্য মঙ্ক্ষু শীঘ্রং পুনরাহ স্ম ॥ ৯৩ ।

নেত্রাঞ্চল, চিত্তের আনন্দদায়ক বাক্যবিলাস এবং খেলাসঙ্কুল দর্শন সাক্ষাৎকার করিয়া কখনও বিজ্ঞ-বুদ্ধি তত্তৎ বিষয়ের উপমা প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ ঐ সমস্তই নিরুপম। অতএব ঐ বিজ্ঞ-বুদ্ধি যদি ত্যাগ-জন্য কষ্ট সহ্য করে, তাহা হইলে ঐ বিজ্ঞ-বুদ্ধি গরলকেও অমৃত বলিয়া জানিতে পারিবে ॥ ৯১ ॥

অতএব এইরূপে গোপীগণ চিন্তাকুল হইয়া এবং কলঙ্ক-শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া মথুরাপুরীতে গমনোদ্যত শ্যামলাঙ্গ কৃষ্ণের নিকটে ধাবমান হইল। কিন্তু যাত্রাবিধি প্রাতঃকালেই কথিত হইবে ॥ ৯২ ॥

এইরূপ কথা বলিয়া মধুকণ্ঠ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপত্তি (জ্ঞান) বিষয়ে বিপদ অর্থাৎ চৈতন্য থাকে কি না, এইরূপ বোধ করিয়া স্তব্ধভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং রাধিকারও মূর্চ্ছা-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া পুনরায় শীঘ্র বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

রাধে! পূর্ব্বকথা সেয়ং ন তু সাম্প্রতিকী স্থিতিঃ।
পশ্য ত্বদ্বদনং ম্লানং পশ্যন্ ম্লায়তি সোঽপ্যসৌ ৯৪ ॥

তদেবং ক্ষুধি ভোজনমিব তদন্তে সংযোগরসমেব পরিবেষ্য সর্ব্বানপি সুখেন বিশেষ্য কথকযুগলং নিজাবাসং সমাসসাদ। শ্রীরাধা-মাধবৌ চ নিজ-মোহন-মন্দিরমিতি ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু
অক্রূরক্রূরতাপূরণং নাম
দ্বিতীয়ং পূরণম্ ॥ ২ ॥

তত্র শ্রীরাধাং সান্ত্বয়তি—রাধে ইতি। হে রাধে সেয়ং পূর্ব্বকথা নতু সম্প্রতি ভবস্থিতি মর্য্যাদা। পশ্য সোঽপ্যসৌ কৃষ্ণস্ত্বদ্বদনং ম্লানং পশ্যন্ ম্লায়তি, ম্লানো ভবতি ॥ ৯৪ ॥

স্বয়ং কবিঃ সমাপনপ্রকারং নির্দ্দিশতি তদেবমিতিগদ্যেন। তদন্তে কথাতোষে পূর্ব্ব-শ্লোকোক্তং সংযোগরসমেব ক্ষুধি ক্ষুধায়াং ভোজনমিব পরিবেষ্য সর্ব্বানপি সুখেন বিশেষ্য বিশিষ্টান্ কৃত্বা কথকদ্বয়ং নিজালয়ং সমাসসাদ প্রাপ্তং। শ্রীরাধামাধবৌ চ নিজস্য মোহনং যস্মাৎ পরমরম্যং মন্দিরং সমাসসাদেতি ॥ ৯৫ ॥ ০ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরচম্পাং দ্বিতীয়ং পূরণম্ ॥ ০ ॥

হে রাধিকে! ইহা পূর্ব্ব কথা, এইরূপ মর্য্যাদা (ঘটনা) আধুনিক নহে। দেখুন, আপনার ম্লান মুখ দর্শন করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণও ম্লান হইয়া গিয়াছেন ॥ ৯৪ ॥

ক্ষুধার সময় যেরূপ খাদ্য সামগ্রীর পরিবেষণ করিতে হয় এবং তাহাই সুখের হয়, সেইরূপ কথকযুগল কথার শেষে (৯৪ সংখ্যক পূর্ব্ব শ্লোকোক্তি) সংযোগ-রস পরিবেষণ করিয়া, এবং সকলকেই সুখ বিশিষ্ট করিয়া নিজ গৃহে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা স্ব স্ব মোহন মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ৯৫ ॥

ইতি উত্তর গোপালচম্পূকাব্যে অক্রূরের ক্রূরতা পূরণ নামক দ্বিতীয় পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥

তৃতীয়ং পূরণম্।

মথুরাপুর-প্রস্থানম্।

অথ শ্রীকৃষ্ণকৃতমহসি শ্রীব্রজরাজ-সদসি প্রাতঃ কথায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—॥ ১ ॥

অয়ি ! শ্রীব্রজরাজ ! রাজমানশ্রীহরিমুখরুচিবিরাজমান ! পুনরিমমিতিহাসমবভাসয়ামঃ ॥ ২ ॥

অথ রাত্রাববশিষ্টস্বল্পমাত্রায়াং যাত্রামাত্রায়ামপি পাত্রো-চিতগাত্রায়াং রামভ্রাত্রা রচিতেন পূতনাদিবধাচরিতেন সম্বদ্ধা

তৃতীয়ে পূরণে রামকৃষ্ণয়োর্মথুরাগমঃ।

বর্ণ্যতে বিরহব্যাধি র্ব্রজস্থানাঞ্চ দুঃসহা ॥ ০ ॥

অথ স্বয়ং কবিলীলান্তরং সঙ্গয়িতুং সন্দর্ভমারভতে—অথেতিগদ্যেন। শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং মহঃ প্রকাশো যস্য তস্মিন্, সদসি সভায়াং ॥ ১ ॥

তৎস্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং লিখতি—অয়ীত্যাদিগদ্যেন। রাজমানো যঃ শ্রীহরি স্তস্য মুখস্য রুচ্যা কান্ত্যা বিরাজমান ! হে শ্রীব্রজরাজ ইতিহাসং পুরাবৃত্তং অবভাসয়ামঃ প্রকাশয়ামঃ ॥ ২ ॥

অবভাসনপ্রকারং বর্ণয়তি—অথ রাত্রাবিত্যাদিগদ্যেন। অবশিষ্টা স্বল্পা মাত্রা মানং যস্যাঃ তস্যাং

তৃতীয় পূরণে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের মথুরাতে গমন এবং ব্রজবাসিদিগের অসহ্য বিরহ-ব্যাধি বর্ণিত হইবে।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত শ্রীব্রজরাজ সভামধ্যে প্রাতঃকালে স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

হে ব্রজরাজ ! মনোহর শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কান্তি দ্বারা আপনি বিরাজ করিতে-ছেন। এক্ষণে আমরা এই পুরাতন ইতিহাস পুনরায় প্রকাশ করিতেছি ॥ ২ ॥

অনন্তর তখন রাত্রি প্রভাত হইতে অল্পমাত্র সময় ছিল। শ্রীকৃষ্ণের যাত্রাই একমাত্র পরিচ্ছেদ এবং রাজমন্ত্রীর উপরে তাহার অঙ্গ ব্যাপ্ত ছিল। ঐ সময়ে

বিরুদাবল্যঃ প্রাবল্যতঃ স্তুতিকৃদ্ভিঃ প্রস্তুতিমাপিতাঃ সর্ব্বানেব গর্ব্বাদুৎসাহয়ামাসুঃ। বর্ত্ততাং তাবদন্যেষাং বার্ত্তা। যত্র তৎপিতরৌ চ কংসধ্বংসনমপি সিদ্ধমিতি মত্বা নন্দিতরৌ বন্দিভ্যঃ কৃতবহুধনবিতরৌ বভূবতুঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীব্রজেশগৃহিণী-গতিং গতা
রোহিণী ন পৃথগত্র বর্ণ্যতে।
প্রাতিবিম্বরুচিবর্ণনং পুন-
র্জল্পতাং ভজতি (ক) বিম্ববর্ণনে ॥ ৪ ॥

যাত্রামাত্রায়াং-যাত্রায়া মাত্রা পরিচ্ছেদো যস্যাং তস্যাং পাত্রে রাজমর্গিণি অপি চ গাত্রমঙ্গং যস্যা স্তস্যাং, রামভ্রাতা কৃষ্ণেন বিরুদাবলী ছন্দোবিশেষেণ গদ্যপদ্যময়ী তাঃ প্রস্তুতিঃ প্রস্তাবং আপিতাঃ প্রাপিতা সত্যঃ গর্ব্বাৎ অনুরঞ্জনাৎ সর্ব্বানুৎসাহয়ামাসুঃ। বর্ত্ততামিত্যাদি প্রায়ঃ সুগমং। নন্দিতরৌ আনন্দবিশিষ্টজনানাং শ্রেষ্ঠৌ ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণে রোহিণ্যা বাৎসল্যভাবং বর্ণয়তি—শ্রীব্রজেতি। রোহিণী শ্রীব্রজেশ্বর্য্যা গতিমবস্থাং সুখদুঃখয়োর্গতা অতোঽত্র পৃথগ্ ন বর্ণ্যতে। তত্র নিদর্শনং বিম্ববর্ণনে পুনঃ প্রতি-বিম্বরুচিবর্ণনং জল্পতাং কেবলং বাচালতাং ভজতি ॥ ৪ ॥

বলরামের ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পূতনা প্রভৃতির বধ-চরিত্র অবলম্বন করিয়া বিরুদাবলী রচনা করেন। (ছন্দোবিশেষ-দ্বারা গদ্যপদ্যময় কাব্য * বিশেষের নাম বিরুদাবলী)। স্তুতিপাঠকেরা প্রবলভাবে এই বিরুদাবলীর প্রস্তাব করে। তাহাও শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে ঘটিয়াছিল। ঐ সকল বিরুদাবলী সগর্ব্বে সকলকেই উৎসাহিত করিয়াছিল। অন্যান্য লোকের কথা এখন দূরে থাক, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতাও কংসবধ সফল হইয়াছে ভাবিয়া, আহ্লাদিত চিত্তে স্তুতিপাঠকগণের উদ্দেশে বহুতর ধন বিতরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

রোহিণীও শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীর দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে

(ক) বিম্ববর্ণ্যতে ইত্যানন্দপাঠঃ। বিম্বেন তদ্বর্ণনেন স্বয়মেব বর্ণ্যতে। ক্রিঃ কন্ত্যাদেরিত্যনেন ক্রিঃ শতঃ কর্ম্মকর্ত্তরি যক প্রত্যয়ঃ। আ।

* শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদের সংকলিত শ্রীজীবের সংগৃহীত স্তবমালা গ্রন্থের "গোবিন্দবিরুদাবলীর নবম স্তবের টীকাতে ভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার সুন্দর ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অথ প্রস্থানস্থমঙ্গলবেলায়ামারব্ধমেলায়াং পুনস্তন্মন্ত্রণায়া যন্ত্রণায় (ক) লব্ধবৈয়গ্র্যাবেশয়ো ব্র্জেশয়োর্জ্যোতির্নিপুণাঃ শকুনজ্ঞানসদ্গুণাশ্চ দ্বারি সঙ্গম্য রম্যজনদ্বারা তাবাত্মগমনমধিগময়ামাসুঃ ॥ ৫ ॥

অনন্তরমন্তঃপুর এব তাননন্তরিতান্ বিধায় তদানীমুচিতদানীয়নিধানপাত্রপাণী শপথং সম্প্রথয্য তৌ প্রচ্ছন্নং পপ্রচ্ছতুঃ সর্ব্বমনুভবদ্ভির্ভবদ্ভিঃ কিমব ধীয়ত ইতি ॥ ৬ ॥

অধুনা মথুরাপ্রস্থানপ্রক্রমে যদ্যৎ বৃত্তান্তং জাতং তল্লিখতি—অথেত্যাদিগদ্যেন। প্রস্থানস্থা যা মঙ্গলবেলা তস্যাং। তস্যাং কিম্ভূতায়াং আরব্ধো মেলো বন্ধূনাং সমাগমো যস্যাং। তন্মন্ত্রণায়া মথুরাপ্রস্থানমন্ত্রণায়া যন্ত্রণায় সঙ্কোচায় লব্ধো বৈয়গ্র্যস্য আবেশো যয়ো স্তয়োঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রেষু নিপুণা দক্ষাঃ শকুনং শুভাশুভং তস্য জ্ঞানে সন্ গুণো যেষাং তে। তৌ ব্রজেশৌ অধিগময়ামাসুঃ বোধয়ামাসুঃ ॥ ৫ ॥

ততো ব্রজেশয়োঃ কৃত্যং লিখতি—অন্তঃপুরে এতান্ জ্যোতির্নিপুণান্ অনন্তরিতান্ সাক্ষাৎকৃতান্ উচিতানি যানি দানীয়ানি দ্রব্যাণি তেষাং নিধানপাত্রে পাণী করৌ যয়ো স্তৌ। শপথং সম্প্রথয্য বিস্তার্য্য প্রচ্ছন্নং গোপনং যথাস্যাৎ তথা পৃষ্টবন্তৌ। কিমবধীয়তে জ্ঞানবিষয়ীক্রিয়তে ॥ ৬ ॥

আর পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করা যাইবে না। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই, বিম্ববর্ণন স্থলে পুনর্ব্বার প্রতিবিম্বের দীপ্তি বর্ণনা করিতে গেলে কেবল বাচালতাই হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অনন্তর প্রস্থান করিবার শুভ সময় উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে সমস্ত বন্ধুগণের সমাগম হইয়াছিল। তখন পুনর্ব্বার মথুরা প্রস্থানের মন্ত্রণা সঙ্কুচিত করিবার জন্য শ্রীব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী ব্যাকুলতার আবেগ লাভ করিলেন। তখন জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদ এবং শুভাশুভ জ্ঞানে গুণবান্ পণ্ডিতগণ ইহাঁদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দুই জনের নিকটে আপনাদের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিল ॥ ৫ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী অন্তঃপুরের মধ্যেই ঐ সকল জ্যোতির্ব্বিদ্দিগকে

(ক) তদ্গুপ্তোক্তেঃ অন্যজনককর্ত্তৃকা শ্রবণরূপসঙ্কোচনার্থং মন্ত্রিকঙ্ গুপ্তোক্তৌ। যন্ত্রিকঙ্ সঙ্কোচনে। আ।

তে প্রোচুঃ ;—কথময়ং নিতান্তসুখবৃত্তান্ত একান্ততয়া পৃচ্ছ্যতে। সর্ব্বেষাং পুরত এব সোঽয়ং পুরস্কর্ত্তব্যঃ ॥ ৭ ॥

তথাহি ;—

ভীতিং মা কুরুতং ব্রজক্ষিতিপতী যুষ্মত্তনূজঃ স্ফুটং
কংসং ধ্বংসগতং বিধায় ভবিতা ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীপতিঃ।
যদ্বাং কীর্ত্তিকলাপনর্ত্তিতমুখী শশ্বাত্রিলোকী ভবে-
দ্বেদঃ পঞ্চমবেদতন্ত্রসহিতঃ সাক্ষিত্বমত্রাপ্স্যতি ॥ ৮ ॥

অথ তেভ্যশ্চ বহ্বীমংহতিসংহতিং বিধায় হৃদি সুখং নিধায়

ততো জ্যোতির্নিপুণা যথাবদন্ তল্লিখতি—তে প্রোচুরিতিগদ্যেন। নিতান্তো যঃ সুখবৃত্তান্তঃ স একান্ততয়া রহস্যতয়া পুরস্কর্ত্তব্যঃ পুরস্কারবিষয়ঃ ॥ ৭ ॥

তদেব পদ্যেন পরিপুষ্ণাতি—ভীতিমিতি। যুবয়োস্তনূজঃ পুত্রঃ যুষ্মত্তনূজঃ। যদ্‌যস্মাৎ ত্রিলোকী বাং যুবয়োঃ শশ্বৎকীর্ত্তে যশসঃ কলাপেন সমূহেন নর্ত্তিতং মুখং যস্যাঃ সা ভবেৎ। অত্র বিষয়ে বেদশ্চতূরূপঃ ঋগ্বেদাদিঃ, পঞ্চমবেদো মহাভারতং, তন্ত্রং শিবকল্পিত-শাস্ত্রং তাভ্যাং সহিতঃ ॥ ৮ ॥

তদেবং তেষাং বাক্যং নিশম্য নিশ্চয়য়োস্তয়োঃ সতো র্বৃত্তান্তান্তরং লিখতি—অথেতি-

---

দর্শন করেন। তৎকালে উভয়েরই হস্তে সমুচিত দাতব্য বস্তু সকল বিদ্যমান ছিল। তখন তাঁহারা শপথ বিস্তার করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনারা ত সকল বিষয়ই অনুভব করিয়া থাকেন, আপনারা এই সম্বন্ধে কিরূপ বুঝিতেছেন ? ॥ ৬ ॥

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিতে লাগিলেন, কেন এইরূপ নিতান্ত সুখজনক বৃত্তান্ত গোপনভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? সকলের সম্মুখেই এই বৃত্তান্ত পুরস্কারের উপযুক্ত ॥ ৭ ॥

দেখুন, হে ব্রজেশ্বর ! এবং হে ব্রজেশ্বরী ! আপনারা দুইজনে ভয় করিবেন না। আপনাদের এই পুত্র প্রকাশ্যে কংস বধ করিয়া ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মী-পতি হইবেন। কারণ, আপনাদের উভয়ের অবিরত কীর্ত্তি মণ্ডলদ্বারা ত্রৈলোক্যের মুখ নাচিয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ে চারিখানি বেদ, পঞ্চম বেদ মহাভারত এবং তন্ত্র বা শিবশাস্ত্র সাক্ষী থাকিবে ॥ ৮ ॥

অনন্তর নন্দ এবং যশোদা ঐ সকল জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের উদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে

শরণতয়া ধ্যাতনারায়ণচরণয়োরনয়োঃ পরিবারিতভৃত্যৌ কৃত-প্রাতঃকৃত্যৌ তাবেতৌ সখিসমেতৌ নিকামভীষিতদনুজৌ রামরামানুজৌ সমাজমাজগ্মতুঃ ॥ ৯ ॥

সমাগম্য চ তয়োঃ রোহিণীসহিতয়োঃ পদারবিন্দানি বন্দিত্বা তদঙ্কপালিসঙ্গশালিতয়া চিরং নয়নয়োঃ স্যন্দিত্বা স্থিতয়োরেতয়োরেকদ্বাদিক্রমেণ শতাতিক্রমেণ সর্ব্বেঽপ্যন্তরঙ্গা লব্ধ-সম্ভ্রমতরঙ্গাস্তদন্তঃপুরমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

অথ (ক) মদ্রকরদ্বীপভদ্রানপাদীনাং মধ্যমধ্যাসীনয়োঃ সার্দ্র-

গদ্যেন। বহ্বীমংহতিং প্রচুরং পূজাসন্দোহং অনয়োঃ সতোঃ, তাবেতৌ রামরামানুজৌ সমাজং সভামাগতবন্তৌ, তৌ কিম্ভূতৌ পরিবারিতা ভৃত্যা যয়োঃ তৌ কৃতং প্রাতঃকৃত্যং যাভ্যাং তৌ সখিসমেতৌ সখিভির্মিলিতৌ নিকামং যথাস্যাৎ তথা ভীষিতা দনুজা যাভ্যাং তৌ ॥৯॥

তয়োরাগমনানন্তরং বৃত্তান্তরং বর্ণয়তি—সমাগম্যচেত্যাদিগদ্যেন। তয়ো ব্রজেশয়ো রোহিণী-সহিতয়োরঙ্কপালিঃ ক্রোড়শ্রেণী তস্যাঃ সঙ্গস্য শালিতয়া শ্লাঘাবিশিষ্টতয়া চিরং নয়নয়োঃ স্যন্দিত্বা প্রেমাশ্রুক্ষরণং বিধায় স্থিতয়োরেতয়ো রামরামানুজয়োঃ সতোঃ লব্ধঃ সম্ভ্রমতরঙ্গো যেষাং তে তদন্তঃপুরমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

তদনন্তরং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথ মদ্রকেতিগদ্যেন। মদ্রকাদয়ঃ সখিবিশেষাঃ। সার্দ্রং

পূজা করিয়া এবং হৃদয়ে সুখ স্থাপনা করিয়া সরলভাবে নারায়ণের চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক দৈত্যকুলের নিতান্ত ভয় উৎপাদন করত সখাগণ-সমভিব্যাহারে ঐ রাজসভায় আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ বলরাম আগমন করিয়া প্রথমে পিতামাতা এবং রোহিণীর চরণারবিন্দ বন্দনা করিয়া তাঁহাদের ক্রোড়শ্রেণীর সঙ্গে প্রশংসনীয় ভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রুপাত করিয়া অবস্থান করিলে, এক দুই ইত্যাদি ক্রমে শতাধিক সমস্ত অন্তরঙ্গব্যক্তি সম্ভ্রমের তরঙ্গ লাভ করিয়া ঐ অন্তঃপুরে আগমন করিল ॥ ১০ ॥

অনন্তর কৃষ্ণ বলরাম যাত্রাকালোচিত মঙ্গলজনক দীপ এবং মঙ্গলজনক

(ক) মদ্রঙ্করদীপেতি গৌর বৃন্দাবনানন্দপাঠঃ।

নয়নয়োরনয়োর্বিকসদ্বদনাম্বুজয়োরগ্রজানুজয়োঃ সর্ব্বতঃ খর্ব্ব-বিচারতয়া স্থিতেষু সর্ব্বেষু স পুনরক্রূরঃ ক্রূরস্তদেতদ্বহিঃ প্রদেশতঃ সন্দিদেশ। সর্ব্বমঙ্গলসঙ্গতঃ কথমেতল্লগ্নং সম্যগ্ ন যাত্রালগ্নং ক্রিয়ত ইতি ॥ ১১ ॥

ততশ্চ তাবিমৌ শূরাণামগ্রিমৌ কংসঘাতায় লব্ধতৃষ্ণৌ রামকৃষ্ণৌ চিত্রায়মাণানাং পিত্রাদীনাং চরণবন্দনায়ানন্দনায়চ মধুরং বিধুরতাবিধুননমপি গদন্তৌ গদ্গদবর্ণরাশিভিরাশীরনু-গামনুজ্ঞামাদায় প্রসাদায়তসম্পদা যদা তৎস্থানাৎ প্রস্থানায় পদারবিন্দং দদানাবদৃশ্যেতাং তদা তদাদীনাং সম্মদালিভিঃ সমমদ্বন্দতাং বিন্দদ্দিব্যদুন্দুভিদ্বন্দ্ববৃন্দবাদ্যমশেষাভিবাদ্যতয়া সমুল্ললাস ॥ ১২ ॥

সরলং যথাস্থাৎ। রামকৃষ্ণয়োঃ সতোঃ খর্ব্বোহ্রস্বো বিচারো যেষাং তদ্ভাবতয়া স্থিতেষু ক্রূরো দুঃশীলঃ বহিঃ প্রদেশতো রাজপথাৎ যাত্রালগ্নং যাত্রায়াং যুক্তং ॥ ১১ ॥

ততো রামকৃষ্ণয়োঃ কৃত্যং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। চিত্রায়মাণানাং কুটুম্বায়মানং ব্রজং ত্যক্ত্বা পুরগমনায় কৃতমেতৌ সমুদ্যতাবিতি বিস্ময়বিশিষ্টানাং তৌ কথম্ভূতৌ বিধুরতায়া বিকলতায়া বিধূননং খণ্ডনং যেন তন্মধুরঙ্গদন্তৌ কথয়ন্তৌ গদ্গদবাগ্ভিঃ আশিষঃ অনুগতা যত্র তামনুজ্ঞাং প্রসাদঃ প্রসন্নতা তেন আয়তা বিস্তৃতা যা সম্পৎ তয়োপলক্ষিতৌ দদানৌ সন্তৌ দৃষ্টৌ তদাদীনাং রামকৃষ্ণাদীনাং সমদো হর্ষ গুচ্ছালিভিঃ শ্রেণীভিঃ সমং সহ অদ্বন্দতাং কলহশূন্যতাং একীভাবতাং বিন্দৎ প্রাপ্নুবৎ দিব্যং দুন্দুভিদ্বন্দ্বং দুন্দুভিযুগ্মং তস্য বৃন্দং সমূহ স্তস্য বাদ্যং অশেষাভিবাদ্যতয়া অশেষাণাং বাদ্যানাং পূজ্যতয়া শ্রেষ্ঠতয়া সমুল্ললাস সংদিদীপে ॥ ১২ ॥

ঘটের মধ্যে উপবেশন করিলে তৎকালে তাঁহাদের নয়ন হইতে জল পড়িতেছিল, অথচ মুখপদ্মও বিকসিত হইয়াছিল। তখন সকল দিকেই সকল ব্যক্তিগণ অল্পমাত্র বিচার করিয়া ঐ ভাবে অবস্থান করিলে পুনর্ব্বার সেই ক্রূর স্বভাব অক্রূর রাজ পথ হইতে বলিতে লাগিল। সর্ব্বমঙ্গল সংযুক্ত এই লগ্ন, সম্যক্‌রূপে যাত্রার অনুপযুক্ত ॥ ১১ ॥

অনন্তর বীরগণের অগ্রগণ্য ঐ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম কংসবধ করিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষী হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় উপবিষ্ট পিতা মাতা প্রভৃতির চরণ

তথা চ শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্লোকয়ন্তি ॥ ১৩ ॥

কংসধ্বংসকৃতে যদানিজগৃহাৎ কৃষ্ণেন যাত্রা কৃতা
তর্হ্যারম্ভত এব দুন্দুভিশতং বৃন্দারকৈর্ব্বাদিতম্।
আস্তামন্যকথা যথা স চ পিতা মাতা চ সা চিন্তয়া
ক্লান্তাত্মাপি মুদং সমস্তভবিকানন্দস্য মূলং যযৌ ॥ ১৪ ॥

অথ রথস্থানে সানেকবেদাদিঘোষসঙ্গলপোষং কৃতাগমনয়োরনয়োঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বমেব গোকুলমাকুলং বভূব।

তত্র চৈকতঃ শ্রীব্রজরাজাদয়ঃ পরতস্তু তদীয়জায়াদয় ইতি স্থিতে প্রস্থিতেরনুজ্ঞাপনায় পণায়তি পারতঃ কৃতাঞ্জলিসঞ্জনে

তথাচেতিগদ্যং সুগমং ॥ ১৩ ॥

তৎ শ্লোকনং নির্দ্দিশতি—কংসেতি। ভাবিকং মঙ্গলং আনন্দঃ সুখং সমস্তঞ্চ তৎ ভাবিকঞ্চেতি তেন সহ য আনন্দ স্তস্য মূলং কারণং মুদং প্রীতিং যযৌ ॥ ১৪ ॥

তদেবং তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—অথ রথেত্যাদিগদ্যেন অনেকবেদাদীনাং ঘোষেণ শব্দেন সন্মঙ্গলং তেন পোষং যথাস্যাৎ তথা কৃতাগমনয়োঃ সতোরাকুলং ব্যস্তং। প্রস্থিতেঃ প্রস্থানস্য

বন্দনা এবং তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্ত ব্যাকুলতার খণ্ডনকারী মধুরভাবে বলিতে লাগিলেন গদ্‌গদ বচনে আশীর্ব্বাদ-সঙ্গত অনুমতি লইয়া প্রসন্নতাদ্বারা বিস্তারিত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন, এবং যৎকালে ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পাদপদ্ম নিক্ষেপ করিতে দেখা গেল, তখন কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির আনন্দরাশির সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া দিব্য দুন্দুভি সকলের রাশিকৃত বাদ্য, সকল বাদ্যের শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১২ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে সকলেই এইরূপ শ্লোক বলিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন কংস বধের জন্য নিজগৃহ হইতে যাত্রা করেন, তদবধি দেবতাগণ শত শত দুন্দুভি বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। অন্যের কথা দূরে থাক, সেই পিতামাতার অন্তঃকরণ চিন্তা করিয়া কাতর হইলেও ইঁহারা দুইজনে সমস্ত আনন্দ এবং সুখের সহিত আনন্দের কারণস্বরূপ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন ॥১৪॥

অনন্তর রথের নিকটে দুই ভ্রাতা আগমন করিলেন। আগমনকালে নানাবিধ

কঞ্জলোচনে সর্ব্বৈঃপ্যূচুঃ। অস্মাভির্ভবতা প্রস্মারিতসর্ব্বৈঃ
সর্ব্বৈরপি ভবতা সমমেবাগমনীয়ম্ ॥ ১৫ ॥

যথা ;—

মাতা ভস্ত্রেব সেয়ং বকশমন ! তব ত্বদ্বশশ্বাসবর্গা
সোঽয়ং তাতশ্চ তদ্বৎ কিমপরমখিলং গোকুলং তাদৃগেব।
সর্ব্বেষাং শশ্বদন্তর্হৃদি বসসি যতস্ত্বং ততস্ত্বাং বিনা কিং ?
গেহৈরর্থৈঃ শরীরৈরসুভিরপি ভবেৎ প্রাণিনাং গোকুলস্য ॥১৬॥

অনুজ্ঞাপনায় পণায়তি স্তুবতি কঞ্জলোচনে সতি সর্ব্বৈঃপ্যূচুঃ তস্মিন্ কিম্ভুতে পরিতঃ সর্ব্বতো ভাবেন কৃতং কৃতাঞ্জলেঃ সঞ্জনং মিলনীকরণং যেন তস্মিন্, প্রস্মারিতঃ প্রকর্ষেণ স্মরণবিষয়ীকৃতঃ সর্ব্বো ভবতো বাল্যাদিলীলা যেষাং তেষাং ভবতা সমং সহ আগন্তব্যং ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বেষাং তত্রাগমনে হেতূন্ বিবৃণ্বন্ মাতেতি। সেয়ং মাতা ব্রজরাজ্ঞী তব বিচ্ছেদে হে বকশমন ভস্ত্রা ইব প্রাণবায়ুবহা বস্তুতো নিশ্চেষ্টৈব, সোঽয়ং জনকো ব্রজরাজঃ মাতৃতুল্যঃ, অপরং কিং বক্তব্যং, সর্ব্বং গোকুলং তাদৃগেব ত্বদ্বশশ্বাসবর্গ এব। তত্র হেতু যতস্ত্বং সর্ব্বেষামন্তর্হৃদি শশ্বৎ নিরন্তরং বসসি তস্মাদ্ধেতোঃ ত্বাং বিনা গোকুলস্য প্রাণিনাং গেহাদিভিঃ কিং ভবেৎ তানি সর্ব্বাণি ন সুখদায়ীনীতি অতস্তানি ব্যর্থান্যেবেতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

বেদধ্বনি হইতে লাগিল এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের যাত্রার মঙ্গল পরিপুষ্ট হইল। তখন সকল দিকে সমস্ত গোকুল আকুল হইয়াছিল। তন্মধ্যে একদিকে ব্রজরাজ প্রভৃতি এবং অন্যদিকে তদীয় পত্নী প্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন। এইরূপ ঘটনার পর প্রস্থানের অনুমতির জন্য কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে উদ্যত হইলে সকলেই বলিতে লাগিল। তুমি তোমার বাল্যলীলা প্রভৃতি সকল বিষয়ই আমাদিগকে ভাল করিয়া স্মরণ করিয়া দিয়াছ। অতএব আমরা সকলেই তোমার সহিতই আগমন করিব ॥ ১৫ ॥

অতএব হে বকশমন! এই তোমার মাতা ব্রজেশ্বরী ভস্ত্রার (কর্ম্মকারের হাপরের) ন্যায় প্রাণ বায়ু বহন করিতেছে মাত্র। নতুবা বাস্তবিক ভস্ত্রার মত নিশ্চেষ্ট। আর এই তোমার জনক ব্রজরাজ, ইনিও মাতার তুল্য। অন্য আর কি বলিব, সমস্ত গোকুল ঐ রূপেই তোমার অধীনে থাকিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কারণ, তুমি সকলেরই অন্তঃকরণে নিরন্তর

তদেবমস্রস্তম্ভং লম্ভয়ৎসু গোপসভাসৎসু তাদৃশদৃশা শ্রীকমলদৃশা স্বয়মুক্তম্ ॥ ১৭ ॥

যূয়ং মে প্রাণতোঽপি প্রিয়তমসুহৃদো যন্নিমিত্তং দবাগ্নিং
মেনেঽহং পানকাভং তমপি গিরিবরং কন্দুকপ্রায়মেব।
যদ্যপ্যেতন্ন যুক্তং বচসি রচয়িতুং স্যাদথাপি ক্লমং বঃ।
পশ্যংস্তত্তদ্যথা প্রাগকরবমধুনা তদ্বদেব প্রবচ্মি ॥ ১৮ ॥

তেষাং তাদৃশং বাক্যমবধায্য কৃষ্ণো যদাহ তৎগদ্যেন বর্ণয়তি—তদেবেতি। অস্রস্তম্ভং নেত্রজলৈঃ সহ স্তম্ভং প্রাপ্তেষু গোপসমূহেষু তাদৃশদৃশা তেষামিব দর্শনং বিচ্ছেদজন্যং জ্ঞানং যস্য তেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং বিবৃণোতি—যূয়মিত্যাদিদ্বয়েন। প্রিয়তমরূপেণ সুহৃদো যদর্থায় দবাগ্নিং পানকাভং সিতাসংস্কৃতং জলং তুল্যং মেনে, তমপি মহত্ত্বেন প্রসিদ্ধ গিরিবরং গোবর্দ্ধনং কন্দুকপ্রায়ং গেণ্ডুতুল্যং মেনে। যদ্যপি বচসি রচয়িতুমেতন্ন যুক্তং স্যাৎ তথাপি বো যুষ্মাকং ক্লমং পশ্যন অহং যথা তত্তৎ প্রাক্ অকরবং কৃতবান্ অধুনা তদ্বদেব প্রবচ্মি কথয়ামি অতো ন গর্ব্বাদি-দোষঃ ॥ ১৮ ॥

বাস করিয়া থাক। অতএব তোমাব্যতিরেকে গোকুলবাসী মানবগণের গৃহে, অর্থে, শরীরে এবং প্রাণে কি ফল হইবে ॥ ১৬ ॥

অতএব এইরূপে গোপ-সভাসদ্‌গণ নেত্রজলের সহিত স্তম্ভ প্রাপ্ত হইলে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ উঁহাদের ন্যায় বিচ্ছেদ জন্য জ্ঞান লাভ করিয়া স্বয়ং বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম সুহৃদ্। যাহাদের নিমিত্ত আমি দাবানলকে শর্করা-সংস্কৃত জল তুল্য ভাবিয়াছিলাম; এবং সেই অত্যুচ্চ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকেও কন্দুক তুল্য ভাবিয়াছিলাম। যদ্যপি এই সকল বিষয় বাক্যে বলা উচিত নহে, তথাপি তোমাদের ক্লেশ দর্শন করিয়া আমি পূর্ব্বে যেরূপ তত্তৎ কার্য্য করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেইরূপ বিষয়ই বলিতেছি ॥ ১৮ ॥

মাতুর্জীবনমেব তাতচরণাঃ কিঞ্চ ব্রজাবাসিনা-
মাত্মানস্তনয়া মম প্রিয়তমা গচ্ছন্তু সাকং ময়া।
তিষ্ঠেয়ুর্ব্বত ! যেঽপি তে পুনরমী স্পষ্টং জনন্যাস্তথা
ধেনূনাং চরণান্বয়াদ্বিদধতাং মৎপ্রাণরক্ষামিহ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ ;—শ্রীমৎপিতৃচরণানাং প্রতিনিধিতয়া-তত্তৎপ্রতিবিধিরচনায়· তদগ্রজযুগ্মং ব্রজনিষ্ঠমেব তিষ্ঠতাৎ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-রূপতয়া তদনুজযুগ্মন্তু সঙ্গমেব সঙ্গচ্ছতাৎ ॥ ২০ ॥

কিঞ্চ মম তাতচরণা মাতুর্জীবনমেব অত স্তদ্গমনেন মাতুর্গমনং সিদ্ধং ভবিষ্যতি ব্রজবাসিনাং তনয়াঃ পুত্রা আত্মান স্তেতু মে প্রিয়তমা ময়া সাকং সহ গচ্ছন্তু, এষাং গমনেন ব্রজ-বাসিনাং গমনসিদ্ধির্ভবিষ্যতীতি। ইহ যেঽপি তিষ্ঠেয়ু স্তে অমী স্পষ্টং যথা স্যাৎ তথা মম জনন্যা-শ্চরণান্বয়াৎ তথা ধেনূনাং চরণসেবনাৎ মৎপ্রাণরক্ষাং বিদধতাং তাসাং চরণসেবনমেব মৎপ্রাণ-রক্ষণহেতুঃ, যদি ময়ি স্নেহোঽস্তি তদা মদুক্তং কুরুতামিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

অথ ব্রজজনসান্ত্বনায় যদন্যদ্বিদধৌ তৎ গদ্যেনাহ কিঞ্চেত্যাদিনা। পিতৃচরণানাং প্রতিনিধিতয়া তস্যাগ্রজযুগ্মং তত্তৎ প্রতিবিধে রাজকার্য্যাদিকস্য রচনায় ব্রজনিষ্ঠমেব তিষ্ঠতাৎ তিষ্ঠতু। তাতস্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপতয়া তস্যানুজযুগ্মং কনিষ্ঠদ্বয়ং মম সঙ্গমেব সম্যক্ গচ্ছতু ॥ ২০ ॥

অপিচ, আমার পিতাই আমার জননীর জীবন। অতএব পিতার গমনেই মাতার গমন সিদ্ধ হইবে। ব্রজবাসিগণের পুত্র সকল আমার আত্মস্বরূপ এবং তাহারা সকলেই আমার প্রিয়তম। অতএব তাহারা আমার সহিত গমন করুক। ইহাদের গমনে ব্রজবাসিদিগের গমন সিদ্ধ হইবে। এবং এই স্থানে যাহারা থাকিবে, তাহারা স্পষ্টই আমার জননী এবং ধেনুগণের চরণ সেবা করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুক। অর্থাৎ মাতার চরণ সেবা এবং ধেনুগণের চরণ সেবাই আমার প্রাণ রক্ষার কারণ। অতএব যদি আমার উপরে স্নেহ থাকে, তাহা হইলে, আমার কথা রক্ষা কর ॥ ১৯ ॥

অপিচ, শ্রীমান্ পিতৃদেবের প্রতিনিধিরূপে তদীয় দুইজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ-কার্য্যাদি করিবার জন্য ব্রজের মধ্যেই অবস্থান করুন। এবং পিতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-রূপে তাঁহার কনিষ্ঠদ্বয় সম্যক্‌রূপে আমার সঙ্গে গমন করুন ॥ ২০ ॥

অথ তত্র তত্র যত্নতস্তেষু যুক্তেষু যথাযথং নিযুক্তেষু যথাযথা মাতৃতদযাতৃপ্রভৃতিষু পিতৃভ্রাতৃজ-স্বভ্রাতৃপ্রচিতিষু চানুজ্ঞাপন-সমাপনং তথা তথা বর্ণনং লুপ্তবর্ণপদতামাপ্নোতীত্যলমতি-প্রসঙ্গেন ॥ ২১ ॥

কিন্তু তেষাং কংসহননেঽতিবিলম্বং বিনা প্রত্যাগমনে চ নাসম্ভাবনাসীদিতীদমেব বিষীদন্মর্ম্মতামতিচক্রামেতি। কথাং সমাপ্য স্নিগ্ধকণ্ঠঃ পুনরুবাচ ॥ ২২ ॥

যন্ময়েদং পুরা বৃত্তং পুরাবৃত্তং প্রতীয়তাম্।
রাজন্! সুরারিহন্তায়ং তব ক্রোড়ে মুরান্তকঃ ॥ ২৩ ॥

তদা কথক স্তত্তদ্বৃত্তান্তবর্ণনে নিজাশক্তিং দ্যোতয়তি অথ তত্রেতি গদ্যেন। যুক্তেষু যথা-যোগ্যেষু যত্নতো যথাযথং নিযুক্তেষু সৎসু মাত্রাদিষু চ যথা যথা অনুজ্ঞাপনসমাপনং তথা তথা বর্ণনং লুপ্তবর্ণপদতাং লুপ্তে বর্ণপদে যত্র তদ্ভাবতাং আপ্নোতীতি অতি প্রসঙ্গেনালং ব্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ সমাপনপ্রকারং নির্দ্দিশতি কিন্ত্বিতিগদ্যেন। তেষাং প্রত্যাগমনেচ অসম্ভাবনা নাসীৎ অপিতু প্রত্যাগমনমেব ভবেৎ, ইতীদমেব বিষীদন্ বিষাদং কুর্ব্বন্ মর্ম্মতাং কথকস্বরূপতাং অতিচক্রাম অতিক্রান্তবান্ ইতি হেতোঃ কথাং সমাপেতি ॥ ২২ ॥

সমাপনপ্রকারং লিখতি যন্ময়েতি। ময়া যদিদং পুরাবৃত্তং পুরা প্রবন্ধমাবৃত্তং আবৃত্তীকৃতং এতৎ পুরাবৃত্তং প্রাচীনবৃত্তান্তং প্রতীয়তাং। তত্র হেতুমাহ হে রাজন্ অয়ং সুরারিহন্তা মুরান্তক স্তব ক্রোড়ে অস্তীতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

অনন্তর তত্তৎ স্থলে যত্নপূর্ব্বক তত্তৎ উপযুক্ত ব্যক্তিগণ যথাবিধি নিযুক্ত হইলে, এবং যথাবিধি মাতা, জননীর যাতা (যা) প্রভৃতি এবং পিতার ভ্রাতৃজাত স্বকীয় ভ্রাতৃগণের নিকটে অনুজ্ঞার সমাদান এবং তত্তৎ বিষয়ের বর্ণন, লুপ্তবর্ণ-পদতা প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ের বর্ণ এবং পদলোপ পাইতেছে। অতএব অত্যন্ত প্রসঙ্গে কোন ফলোদয় নাই ॥ ২১ ॥

কিন্তু তাহাদের কংসবধ কার্য্য অত্যন্ত বিলম্ব ব্যতিরেকে প্রত্যাগমন বিষয়ে কোন অসম্ভাবনা নাই। এই কারণেই বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া মর্ম্মভাব বা কথকের স্বরূপ অতিক্রম করিয়াছিল। এই কথা সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

মহারাজ! আমি এই যে পুরাবৃত্ত বিষয়ের আবৃত্তি করিতেছি, ইহা আপনি

তদেবমায়তিরম্যং নিশম্য শ্রীব্রজরাজেন চ তং পরস্পরাস্র-সার্দ্রাঙ্গতয়ালিঙ্গিতং নিশাম্য সর্ব্বৈহপ্যানন্দগর্ব্বেণ নিজনিজ-গম্যং জগ্মুঃ।

যদা শ্রীব্রজরাজ্ঞী তমন্তরঙ্গদ্বারাহূয় ভূয়ঃ পরিরভ্য নবমিব লভ্যং চকার ॥ ২৪ ॥

অথ রাত্রিকথায়ামারব্ধপ্রথায়াং শ্রীরাধামাধবয়োরগ্রতঃ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—অয়ি! সম্প্রাত সন্ততলব্ধকৃষ্ণাসঞ্জনে তৎকান্তিনর্ত্তিতনেত্রখঞ্জনে! সর্ব্বাধিকে! শ্রীরাধিকে!

যথা সমাপনং বিদধৌ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। আয়তৌ উত্তরকালে রম্যং রমণীয়ং নিশম্য শ্রুত্বা পরস্পরাণাং নেত্রজলৈঃ সার্দ্রাণি অঙ্গানি যস্য তদ্ভাবতয়া শ্রীব্রজ-রাজেন তং কৃষ্ণমালিঙ্গিতং নিশাম্য দৃষ্ট্বা সর্ব্বেহপি আনন্দস্য গর্ব্বেণ উদ্রেকেণ নিজনিজ-গম্যং স্থানং। যদা যত্রকালে শ্রীব্রজরাজ্ঞী অন্তরঙ্গজনদ্বারা তমাহূয় আহ্বানং কৃত্বা ভূয়ঃ পরিরভ্য পুনঃ পুনঃ সমালিঙ্গ্য নবং লভ্যমিব চকার ॥ ২৪ ॥

তদেবং পুরাবৃত্তং দিবা বর্ণিতমধুনা নিশায়াঃ পুরাবৃত্তং কথয়িতুং প্রক্রমতে—অথেত্যাদি-গদ্যেন। আরব্ধপ্রথায়াং আরব্ধা প্রথা বিস্তারো যস্যাঃ তস্যাং। অয়ি শ্রীরাধিকে সম্প্রাতি

প্রাচীন বৃত্তান্ত বলিয়া অবগত হউন। দেখুন, এই অসুরনিহন্তা মুরারি আপনারই ক্রোড়ে বসিয়া আছেন (ক)॥ ২৩ ॥

অতএব এইরূপে উত্তরকালে রমণীয় সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীব্রজরাজ পরস্পরের নয়ন জলে আর্দ্র দেহে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই আনন্দ মনে নিজ নিজ গন্তব্য স্থলে গমন করিয়াছিল। ঐ কালে শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী অন্তরঙ্গ লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া এবং পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিয়া যেন নূতন বস্তু লাভ করিলেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর রাত্রিকালের কথা বিস্তারিতরূপে আরম্ভ হইলে শ্রীমতী রাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিলেন। অয়ি সর্ব্বাধিকে! রাধিকে!

(ক) স্নেহাধিক্য বশতঃ অতীত বিষয়ে বর্ত্তমান ভ্রম হওয়ায় কথককে মধ্যে মধ্যে "ইহা বর্ত্তমান নহে অতীত" এইরূপে স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে। ইহা গ্রন্থকারের মহা রচনা কৌশল।

পুনরিদং পুরাবৃত্তং কর্ণবৃত্তং ক্রিয়তাং। অথবা তদা রথপথ-মাগতে সসমাজে ব্রজযুবরাজে তৎপ্রেয়সীনাং বৃত্তং মম্মতিবৃত্তি-মতিবৃত্তং কথং কথয়িতুং শক্নোমি ॥ ২৫ ॥

তথাহি ;—

মূর্খত্বং নির্ঘৃণত্বং হরিহরণমিহ ক্রৌর্য্যমক্রূরনাম্না
সর্ব্বেষাং বুদ্ধিলোপং শকুনসুভগতাকল্পনং চাত্র কৃত্যে।
ধাতুঃ (ক) পশ্যেতি শশ্বদ্বিকলিতবচসামার্য্যগোষ্ঠীগতানাং
বীরাণামপ্যমূষাং ভ্রমজনিতদশা হন্ত ! মাং দন্দহাতি ॥ ২৬ ॥

পুরাবৃত্তং কর্ণবৃত্তং কর্ণগোচরং ক্রিয়তামিত্যন্বয়ঃ। ভবতি ! কিম্ভূতে সন্ততং লব্ধং কৃষ্ণস্য সঞ্জনং মিলনং যস্যা সা, তথা তস্য কৃষ্ণস্য কান্তিভি নর্ত্তিতে নেত্রখঞ্জনে যস্যা সা পুরাবৃত্তবর্ণনে শোকাবেশেন নিজসামর্থ্যং বিভাব্যাহ অথবেতি। সসমাজে পরিকরসহিতে শ্রীকৃষ্ণে সতি তৎপ্রেয়সীনাং বৃত্তং বৃত্তান্তঃ মম্মতিবৃত্তিমতিবৃত্তং অতিক্রান্তং বৃত্তং মম মতে বুদ্ধে যা বৃত্তি বর্ত্তনং তয়া বৃত্তং বৃত্তান্তং কথয়িতুং কথং শক্নোমি ॥ ২৫ ॥

অকথনে হেতুং নির্দ্দিশতি—তথাহীত্যনন্তরং মূর্খত্বমিতি বীরাণামপ্যমূষাং ভ্রমজনিতদশা হন্তেতি খেদে, সা পুনঃ পুনর্দহতি। তেষাং কিম্ভূতানাং অক্রূরনাম্নোপলক্ষিতস্য ধাতুর্বিধাতু মূর্খত্বং নির্ঘৃণত্বং নির্দ্দয়ালুত্বং ইহ ব্রজে হরিহরণরূপং ক্রৌর্য্যং ক্রূরতাং তথা অত্র মথুরাগমনকৃত্যে সর্ব্বেষাং তৎকৃতং বুদ্ধিলোপং শকুনেন সুভগতাকল্পনঞ্চ পশ্যেতি শশ্বৎ বিকলানি বচাংসি যেষাং তথা আর্য্যগোষ্ঠীগতানাং শ্রেষ্ঠসভাগতানাং ॥ ২৬ ॥

তুমি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের মিলন লাভ করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাদ্বারা তোমার নেত্ররূপ খঞ্জন পক্ষী নৃত্য করিয়া থাকে। অতএব সম্প্রতি এই পুরাবৃত্ত পুনর্ব্বার কর্ণগোচর করুন। অথবা তৎকালে পরিজনবর্গের সহিত ব্রজ যুবরাজ রথপথে আগমন করিতে তদীয় প্রেয়সীদিগের বৃত্তান্ত আমার বুদ্ধিবৃত্তি অতিক্রম করিয়াছে। অতএব আমি কিরূপে তাহা বর্ণন করিব ? ॥ ২৫ ॥

হায় ! ঐ সকল রমণী ধীর হইলেও তাহাদিগের ভ্রম-জনিত দশা আমাকে বারংবার দগ্ধ করিতেছে। আপনি অক্রূর নামে উপলক্ষিত বিধাতার (মূর্ত্তিমতী)

(ক) অক্রূরনাম্না লক্ষিতস্য ধাতুর্বিধাতুর্মূর্খত্বং নির্দ্দয়ত্বং তথা হরিহরণরূপক্রৌর্য্যং। অত্র গমনকৃত্যে শুভসূচকসুভগতাকল্পনরূপং সর্ব্বেষাং বুদ্ধিলোপঞ্চ পশ্যেত্যন্বয়ঃ। আ।

নোপালভ্যো বিধাতা স তু ভবতি পরস্তদ্বদক্রূরনামা
কিন্ত্বেষ প্রাণনাথঃ স্ববিরহকৃদুপালভ্যতে নন্দপুত্রঃ।
এবং তাসাং মৃদূনামপি দুতহৃদয়জ্বালরূপৈর্বিলাপৈ-
রদ্যাপি স্মর্য্যমাণৈঃ প্রতিপদমপি নস্তপ্যতে চিত্তবৃত্তিঃ ॥ ২৭॥
আভি র্ভাগ্যং বধূনাং মধুনগরভুবাং যন্নুতং ভাবিকৃষ্ণ-
প্রেক্ষায়াং হন্ত! তস্মাদ্গতিরপি চ নিজা তত্র(ক)চৈষীতি শঙ্কে।
ইচ্ছা চাসাং মৃদূনাং স্বয়মপি রহসি প্রেক্ষ্যমাণে নিজাঙ্কে
লজ্জাবিস্তারভাজামসকৃদহহ! তাং চিন্তয়িত্বা দুনোমি ॥ ২৮ ॥

এবং বিধাতারং নিন্দয়িত্বা শ্রীকৃষ্ণমুপালভ্যতে নোপালভ্যেতি। বিধাতা অস্মাভি র্নোপালভ্যঃ ন নিন্দনীয়ঃ যতঃ সতু পরোহনাত্মীয়ঃ ভবতি তথা অক্রূরনামাপি জনস্তদ্বৎ বিধাতৃতুল্যঃ। নন্ু তদা ক উপালভ্য স্তত্রাহুঃ কিন্ত স্ববিরহকৃৎ এষ প্রাণনাথ এব যতঃ সোহয়ং বিধাত্রাদীনাং ন পরতন্ত্র ইতি ভাবঃ। এবং মৃদূনামপি তাসাং দূতহৃদয়জ্বালারূপৈঃ দূতং তাপিতং যদ্ধৃদয়ং তস্য জ্বালারূপৈ বিলাপৈরদ্যাপি স্মর্য্যমাণৈ স্তৈ র্নোহস্মাকং চিত্তবৃত্তিঃ প্রতিক্ষণমপি তপ্যতে সন্তপ্তং ভবতি ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ পুনঃ স্বখেদং বর্ণয়তি—আভিরিতি। আভি র্গোপীভিযৎ মধুনগরভুবাং মধুপুর-বাসিনীনাং বধূনাং ভাবিনী যা কৃষ্ণস্য প্রেক্ষা দর্শনং তস্যাং ভাগ্যং যন্নুতং স্তুতং। হন্তেতি খেদে। তস্মাৎ তত্র মধুপুরে নিজাগতিরপিচ ঐষি ইষ্টেতি শঙ্কে। তত্র গমনে কৃষ্ণদর্শনসম্ভবাৎ

মূর্খতা এবং নিলর্জ্জভাব দর্শন করুন। এই ব্রজে হরিহরণরূপ ক্রূরতা, এবং এই মথুরা গমনরূপ কার্য্যে সকলেরই বুদ্ধি লোপ, এবং শকুনদ্বারা সৌভাগ্যের কল্পনা দর্শন করুন। এইরূপে সকলেরই নিরন্তর বাক্য সকল স্খলিত হইয়াছিল, এবং শ্রেষ্ঠসভামধ্যে গমন করিয়াছিল ॥ ২৬ ॥

অথবা বিধাতাকে তিরস্কার করা উচিত নহে। কারণ, তিনি আমাদের আত্মীয় নহেন। ঐরূপ অক্রূরকে তিরস্কার করাও বৃথা, কারণ অক্রূর আমাদিগের পর। অতএব স্বকীয় বিরহকারী এই প্রাণনাথ নন্দপুত্রকেই তিরস্কার করা কর্ত্তব্য। এইরূপে তাহারা কোমল হইলেও তাহাদের হত হৃদয়ের জ্বালা স্বরূপ বিলাপ সকল অদ্যাপি স্মরণ করিয়া প্রতিক্ষণ আমাদের হৃদয় সন্তপ্ত হইতেছে ॥২৭॥

এই সকল গোপীগণ মধুপুরবাসিনী বধূগণের ভাবী কৃষ্ণদর্শন বিষয়ে যে

(ক) ইষুশ বাঞ্ছে ইত্যস্মাৎ ঘঞি এষঃ ইচ্ছা তং প্রাপ্তা ইতি কর্ম্মকারকাৎ ক্বে ষিত্বাদীপ্ আ।

তাসাং নাতিপ্রতীতিং মধুপুরগমনেন শ্রীহরেঃ কুর্ব্বতীনাং
বজ্রাণাং পাততুল্যঃ শিরসি যদভবত্তদ্রথারোহজল্পঃ।
তস্মান্নিন্দা কৃতা যদ্‌ব্রজপতিসদসামপ্যমূদৃগ্‌ভিরুচ্চৈ-
র্দুঃখপ্রাচুর্য্যমেতন্মম বিকলয়তি স্বান্তমদ্যাপি হন্ত! ॥ ২৯ ॥

রহসি নির্জ্জনে স্বয়মপি নিজাঙ্গে প্রেক্ষ্যমাণে এতচ্ছরীরং কৃষ্ণসঙ্গং বিনা বৃথা গমিষ্যতীতি তৎ গমনমেব শ্রেয় ইতি লজ্জাবিস্তারভাজাং মৃদূনাঙ্গীনাং তামিচ্ছাঞ্চ চিন্তয়িত্বা দূনোমি পরিতপ্যে ॥ ২৮ ॥

পুনঃ স্বদুঃখাতিশয়ং বিবৃণোতি তাসামিতি শ্রীহরের্মধুপুরগমনে নাতিপ্রতীতিং কুর্ব্বতীনাং তাসাং গোপীনাং তস্য রথে আরোহজল্প আরোণকথা শিরসি বজ্রাণাং পাততুল্যো যদভবৎ তস্মাদ্ধেতোরমূদৃগ্‌ভির্গোপীভি র্ব্রজপতিসদসাং যদুচ্চৈঃ নিন্দা কৃতা এতদ্দুঃখপ্রাচুর্য্যং। হন্তেতি খেদে। অদ্যাপি মম স্বান্তং চিত্তং বিকলয়তি ॥ ২৯ ॥

ভাগ্যের স্তব করিয়াছিলেন, হায়! তাহা অপেক্ষাও সেই মধুপুরে নিজের গমনও অভীষ্ট হইয়াছিল, আমি এইরূপ বিবেচনা করিতেছি। নির্জনে স্বয়ং অঙ্গ দর্শন করিলেও এই শরীর কৃষ্ণসঙ্গত ব্যতীত বৃথা হইবে। অতএব তথায় গমন করাই শ্রেয়; এইরূপে ঐ সকল বিস্তারিত লজ্জা প্রাপ্ত রমণীগণের তাদৃশ ইচ্ছা চিন্তা করিয়া আমি উপতপ্ত হইতেছি ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যে মধুপুরে গমন করিবেন ঐ সম্বন্ধে গোপীগণ অত্যন্ত প্রতীতি করিল না, তখন ঐ সকল গোপীগণের তাঁহার রথে আরোহণ-কথা মস্তকে যে বজ্রপতনের তুল্য হইয়াছিল; সেই হেতু এই সকল গোপীগণ ব্রজপতির সভাসদ্‌দিগকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছে। হায়! এই সমধিক দুঃখ বৃত্তান্ত অদ্যাপি আমার চিত্তকে ব্যাকুল করিতেছে ॥ ২৯ ॥

আয়াত প্রাণসখ্যো বয়মিহ নিকটাঃ কোটয়ঃ প্রাণনাথং
প্রত্যাবৃত্তং বিতন্মঃ কিমিব গুরুজনা নঃ করিষ্যন্তি নাম।
ইত্থং তাস্তং দ্রবন্তীর্ম্মৃদু চরিতবতীরপ্যলং তীব্রভাবাঃ
ক্ষিপ্তাশ্চক্রুর্যদন্যে তদিহ মম বলাৎ প্রাণঘাতং(ক) করোতি ॥৩০
হা ! হা ! সা রাসগোষ্ঠী নবনবমিলনোল্লাসশশ্বদ্বিলাসা
তল্লীলাকল্পবল্লী সমুদয়জনুষামঙ্কুরশ্রীঃ ক্ব যাতা।
হা ! ধিগ্যাক্রূরনাম্না কিতবনৃপতিনা দীক্ষিতা গোপগোষ্ঠী
সেয়ং তৎসর্ব্বনাশিন্যজনি কুত ইতি ক্রোশিকা মাং দহন্তি ॥৩১॥

অধুনা গোপীনাং মহোদ্ভটভাবং বর্ণয়ন্ খেদং বর্ণয়তি—আয়াতেতিপদাত্রয়েণ। হে প্রাণসখ্যঃ ইহ রাজবর্ত্মনি আয়াত। কোটয়ঃ কোটিসংখ্যা বয়ং। নিকটাঃ সত্যঃ প্রাণনাথং পরাবৃত্তং বিতন্মঃ করবামঃ। নাম গুরুজনাঃ শ্বশুরাদয়ো নোঽস্মাকং কিমিব করিষ্যন্তি যতো যদর্থং বয়ং কুলাদিকং ত্যক্তবত্য ইতি। ইত্থং প্রকারেণ মৃদুচরিতবতীরপি অলমতিশয় তীব্রভাবাঃ সতীঃ কৃষ্ণং দ্রবন্তী গচ্ছন্তী স্তা যৎ অন্যে শ্বশ্রূাদয়ঃ ক্ষিপ্তা নিন্দিতাশ্চক্রুস্তদিহ সময়েঽপি বলান্মম প্রাণঘাতং করোতি ॥ ৩০ ॥

হা হেতি খেদে। সা রাসগোষ্ঠী রাসসভা ক্ব যাতা, যা নবনবমিলনেন য উল্লাস স্তেন শশ্বদ্বিলাসো যত্র সা, পুনঃ কথম্ভূতা তল্লীলৈব কল্পলতা তস্যাঃ সমুদয়ঃ সজ্জঃ তস্য জনুষাং জন্মনাং অঙ্কুরশ্রীঃ অঙ্কুরস্য শ্রীঃ প্রকারো বৃদ্ধির্যস্যা যত্র সা, তথা হা ধিক্ খেদে। অক্রূরাহ্বয়েন কিতবনৃপতিনা শঠরাজেন যা গোপগোষ্ঠী দীক্ষিতা মন্ত্রগ্রহণশিষ্যবৎ তন্মন্ত্রণায়াং বশীভূতা

হে ? প্রাণসখীগণ ? তোমরা এই রাজপথে আগমন কর। আমরা কোটিসংখ্যক সখী নিকটবর্ত্তিনী হইয়া প্রাণনাথকে ফিরাইয়া আনিব। শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজন সকল আমাদের কি কার্য্য করিতে পারিবেন। কারণ, আমরা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত কুল প্রভৃতি পরিত্যাগ করি নাই। এই প্রকারে কোমল চরিত্রা গোপীগণ অত্যন্ত কঠিনভাবে সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলে, তাহাদিগকে শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজন সকল যে নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহা এই সময়েও প্রবলভাবে আমার প্রাণ নাশ করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

হায় ! হায় ! নব নব মিলনোল্লাসে যাহার সর্ব্বদা বিলাস হইত, তত্তৎ

(ক) প্রাণপানং করোতি। ইতি আনন্দপাঠঃ।

আস্তাং রাসাদিলীলাবলিরপি ললিতা হা ! দিনান্তে নিশান্তে
হ্যপ্যঞ্চন্ গোভির্ব্বিলাসী সহসখিনিচয়ঃ সাগ্রজঃ কৃষ্ণচন্দ্রঃ।
অস্মান্নেত্রান্তলক্ষ্মীবিলসিতকলয়া পৃষ্টবান্ সুষ্ঠু যস্তং
গোপাস্তূর্ণং নয়ন্তি ক্ব সমাগতিগিরো গোপিকা মাং তুদন্তি ॥৩২

সেয়ং তথাং কৃষ্ণেন সহ বিহারাদীনাং সর্ব্বেষাং নাশিনী কুতো অজনি ইতি কোশিকা আক্রোশং কুর্ব্বত্যো মাং দহন্তি ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ ললিতা মনোহরা রাসাদিলীলাবলিরপি আস্তাং তিষ্ঠতু। হেতি খেদে। দিনান্তে সন্ধ্যায়াং নিশান্তে প্রভাতেঽপি গোভিঃ সহ সখিসমূহেন বর্ত্তমানঃ অগ্রজেন রামেণ সহ বর্ত্তমানো বিলাসী যঃ কৃষ্ণচন্দ্রঃ, নেত্রান্তস্য লক্ষ্ম্যা শোভয়া যা বিলসিতকলা শিক্ষা তয়া অস্মান্ সুষ্ঠু পৃষ্টবান্। গোপা স্তং তূর্ণং শীঘ্রং নয়ন্তি ক্ব সমং কুত্র যোগ্য ইতিগির ইতিব্যাহারা গোপিকা মাং তুদন্তি ব্যথয়ন্তি ॥ ৩২ ॥

লীলারূপ কল্পলতিকা সমূহের উৎপত্তির অঙ্কুর-শোভা-সহকৃত সেই রাসসভা কোথায় গেল! হায়! অক্রূর নামক শঠরাজ যে গোপসভাকে দীক্ষিত করিয়াছে, শিষ্যের মত তদীয় মন্ত্রণায় বশীভূত সেই গোপসভা, কোথা হইতে কৃষ্ণের সহিত বিরহ প্রভৃতি সকল বিষয় বিনাশ করিল। এইরূপে বিলাসকারিণী রমণীগণ আমাকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ৩১ ॥

অপিচ, মনোহর রাসাদি লীলা সকল দূরে থাক। হায়? সন্ধ্যাকালে এবং প্রভাতকালেও ধেনুগণ, সখীগণ এবং জ্যেষ্ঠ বলরামের সহিত বর্ত্তমান, বিলাসী কৃষ্ণচন্দ্র কটাক্ষ শোভার বিলাস শিক্ষাদ্বারা আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গোপগণ শীঘ্র তাঁহাকে 'কোথায় যোগ্য স্থান' সেই স্থানে লইয়া যাইত। এইরূপ বাক্যে গোপীগণ আমাকে ব্যথিত করিতেছে ॥ ৩২ ॥

তদেবং স্থিতে—

রাধা যদ্যপি মূর্চ্ছিতা সমভবত্তস্যা স্তথাপি প্রিয়-
শ্চিন্তান্তঃ স্ফুরতি স্ম তদ্বদভিতো যদ্বচ্ছতাঙ্গং গতঃ।
সোঽয়ং যদ্যপি দৃষ্টিকৃষ্টিমকরোদস্যাঃ সকাশান্নিজ-
ক্ষোভাদ্বিভ্যদিয়ং তথাপ্যনুদিশং হা! তদ্দৃশি ব্যানশে ॥৩৩॥

তস্যাং সভায়াং রুরুদুর্যদেতা
গোবিন্দ! দামোদর! মাধবেতি।
তত্র স্মৃতেঽদ্যাপি মনো মমেদং
খেদং ভজৎ প্রাণভৃতিং ন বষ্টি ॥ ৩৪ ॥

তত্রাপি শ্রীরাধায়া বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—রাধেতি। তৎকালে যদ্যপি রাধা মূর্চ্ছিতা সমভবৎ তথাপি তস্যাঃ প্রিয়ঃ কৃষ্ণস্তদ্বৎ চিন্তান্তঃ চিন্তা অন্তশ্চিত্তে অভিতঃ স্ফুরতি স্ম। যদ্বৎ শতাঙ্গং রথং গতো জনো ভ্রমতি। সোঽয়ং যদ্যপি অস্যা রাধায়াঃ সকাশাৎ দৃষ্টিকৃষ্টিং দৃষ্টের্দর্শনস্ত কৃষ্টিরাকর্ষণমকরোৎ তথাপি নিজক্ষোভাদিয়ং রাধা বিভ্যৎ ভীতা সতী হেতি খেদে অনুদিশং দিশং দিশমনুকৃষ্ণস্য দৃশি দর্শনে ব্যানশে ব্যাপ্তা বভূব ॥ ৩৩ ॥

ততঃ সর্ব্বাসাং তদা রোদনপ্রকারং নির্দিশতি—তস্যামিতি। তস্যাং সভায়ামেতা গোবিন্দ-দামোদরমাধবেতি যৎ রুরুদুঃ তত্র রোদনে স্মৃতে অদ্যাপি মমেদং মনঃ খেদং ভজৎ সৎ প্রাণভৃতিং প্রাণধারণং ন বষ্টি ন কাময়তে ॥ ৩৪ ॥

এইরূপ ঘটিবার পর, যদ্যপি তৎকালে রাধিকা মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে রাধিকার মত চিন্তা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, যেরূপ রথারূঢ় ব্যক্তি ভ্রমণ করে, সেইরূপ ঐ শ্রীকৃষ্ণ যদ্যপি রাধিকার নিকট হইতে দৃষ্টির আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তথাপি হায়! আপনার ক্ষোভে ভীত হইয়া শ্রীরাধিকা চারিদিকে কৃষ্ণের দর্শনে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

সেই সভাতে ঐ সকল গোপীগণ, হে গোবিন্দ? হে দামোদর? হে মাধব? এই বলিয়া যে রোদন করিয়াছিল, অদ্যাপি সেই রোদন স্মরণ করিয়া আমার এই মন খেদান্বিত হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছুক নহে ॥ ৩৪ ॥

এবং বত ! সুদতীনাং, রুদতীনামপ্যরুন্তুদঃ স রথী।
অক্রূরঃ ক্রূরমনা, দূরং হরিমহৃত সূরজাপূরম্ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণস্তন্মুখ্যবর্গস্তদনুগতরথস্তৎপতাকাতদুদ্য-
দ্ধূলীনাং পালিরিত্থং ক্রমমনু নিমিষপ্রোজ্ঝিতং বীক্ষমাণা। (ক)
প্রত্যাবৃত্তৌ নিরাশা ব্রজযুবতিততিঃ প্রাণমত্যক্ষ্যদেষ
প্রাক্ চেন্নাত্মাগতিস্বীকৃতিকৃতিলিপিভিঃ সত্যমত্রে ব্যধাস্যৎ ॥৩৬॥

তদেবং মথুরাপ্রস্থানাবসরে অক্রূরায় ক্রুধ্যন্ কথকঃ কথয়তি—এবমিতি। বতেতি খেদে সুদতীনামেবং রুদতীনাং অরুন্তুদো মর্ম্মঘাতী ক্রূরমনাঃ স রথী অক্রূরঃ সূরজায়া যমুনায়াঃ পূরং প্রবাহো যত্র তৎ দূরং হরিমহৃত হৃতবান্ ॥ ৩৫ ॥

তদা গোপিকানাং প্রাণধারণে কা গতিরভূদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কৃষ্ণ ইতি। অগ্রে কৃষ্ণঃ ততো গোপানাং মুখ্যবর্গঃ শ্রেষ্ঠসমূহঃ ততস্তস্যানুগতরথস্ততস্তস্য রথস্য পতাকা ততস্তস্মাৎ রথাৎ উদ্যন্ত্যো যা ধূলয়স্তাসাং পালিঃ সমূহঃ ইত্থং ক্রমং অনুলক্ষীকৃত্য নিমিষঃ প্রোজ্ঝিতো যত্র স্থিরচক্ষু যথাস্যাত্তথা প্রেক্ষমাণা ব্রজযুবতিততির্গোপশ্রেণী কৃষ্ণস্য প্রত্যাবৃত্তৌ নিরাশা সতী প্রাণমত্যক্ষ্যৎ, চেদ্যদি এষ কৃষ্ণঃ দ্রাক্ ঝটিতি আত্মাগতিস্বীকৃতিলিপিভিঃ আত্মন আগতিস্বীকৃতিরাগমনস্বীকার স্তস্যাঃ কৃতৌ করণে যা লিপয়ঃ লিখনানি তৈঃ সত্যং ন ব্যধাস্যৎ বিধানং ন করিষ্যৎ তল্লেখনস্য তাসাং প্রাণধারণে গতিরভূদিতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

হায় ! এইরূপে সুদতী যুবতীগণ রোদন করিলে তাহাদের মর্ম্মভেদী কপট-চিত্ত সেই রথী অক্রূর যে স্থানে যমুনার প্রবাহ আছে, সেই দূরবর্ত্তী স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিল ॥ ৩৫ ॥

অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ, তাহার পরমুখ্য গোপীসমূহ তাহার পর তাহাদের অনুগত রথ, অনন্তর রথের পতাকাসমূহ এবং তাহার পর সেই রথোত্থিত ধূলিসমূহ, এইরূপ ক্রম লক্ষ্য করিয়া ব্রজ-যুবতীগণ স্থির নয়নে দর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমন বিষয়ে নিরাশ হইয়া যদি প্রাণত্যাগ করিত, তাহা হইলে এই শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র আপনার আগমন স্বীকার কার্য্যে বিবিধ পত্র লিখিয়া সত্যই কি কোন বিধান করিতেন না ॥ ৩৬ ॥

(ক) প্রেক্ষমাণা ইতি মাওপাঠঃ।

যদ্যপি সুরমুনিকথিতা স্বস্যাগতয়ে বিলম্বিতা জ্ঞাতা।
তদপি চ বলয়িতভৃষ্ণেনাস্যাং কৃষ্ণেন নাদৃতিঃ কলিতা ॥৩৭॥

তত্র তস্য তাসাঞ্চ সস্বেদজলকুঙ্কুমরাগেণ সাশ্রুকজ্জল-ভাগেন চ মুহুর্ম্মিথো লিখিতা (ক) দূত্যসঙ্গতমধুমঙ্গলপত্রিকাঃ পত্রিকা যথা—॥৩৮॥

আয়াস্যাম্যাশু হত্বা তমধিমধুপুরং কংসমপ্যস্তি দূরং
বৎসাদ্যা ঘাতধাম্নঃ পুরমপি কিমদস্তৎ প্রিয়াঃ কুত্র দুঃখম্।
কিন্ত্বন্যৎ প্রার্থিতং যদ্ভবদভিরুচিতং তদ্বিধত্ত প্রসহ্য
প্রাণে প্রাণেশ্বরীভির্ম্ময়ি কিময়ি পরং হন্ত! মন্তব্যমন্তঃ ॥৩৯॥

নন্বু মথুরাগমনে নানাকার্য্যবশাৎ বিলম্বো ভবিষ্যতি তৎ কথমাত্মাগতিস্বীকারঃ কৃত স্তত্রাহ—যদ্যপীতি। যদ্যপি স্বস্যাগতয়ে সুরমুনিকথিতা বিলম্বিতা জ্ঞাতা তদপিচ বলয়িতা বলযুক্তা তৃষ্ণা যস্য তেন কৃষ্ণেন তস্যাং বিলম্বিতায়াং আদৃতিরাদরো ন কলিতা গৃহীতা ॥ ৩৭ ॥

তদা তস্য তাসাঞ্চ লিপিপ্রকারং লিখতি—তত্রেতি গদ্যেন। স্বেদজলে ঘর্ম্মজলে যঃ কুঙ্কুমরাগস্তেন তথা অশ্রুভিঃ সহ যঃ কজ্জলভাগ স্তেন চ মুহু মিথঃ পরস্পরং লিখিতা স্তথা দূত্যে কর্ম্মণি সঙ্গতো যোগ্যো যো মধুমঙ্গলঃ স এব পাত্রং আধারো যাসাং তাঃ ॥ ৩৮ ॥

তৎপত্রিকাং লিখতি—আয়াস্যামীতি। হে প্রিয়াঃ অধিকৃতং পুরং যেন তং কংসং আশু হত্বা অহমায়াস্যামি, আগমনে শীঘ্রতাং বোধয়তি বৎসাসুরাদীনামাঘাতো যস্মাৎ এবম্ভূতং ধাম মূর্ত্তি যস্য তস্য মম অদো মথুরাপুরমপি কিং দূরমস্তি তত্তস্মাৎ হে প্রিয়াঃ! কুত্র দুঃখং কিন্ত্বন্যৎ যৎ

যদ্যপি দেবর্ষি নারদের কথানুসারে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের নিমিত্ত বিলম্ব জানা গিয়াছিল, তথাপি প্রবল তৃষ্ণান্বিত শ্রীকৃষ্ণ সেই বিলম্ব-বিষয়ে আদর গ্রহণ করেন নাই ॥ ৩৭ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীগণের ঘর্ম্মজলে কুঙ্কুম রাগ এবং নেত্রজলের সহিত কজ্জল ভাগদ্বারা বারংবার পরস্পরের পত্রিকা লিখিত হইয়াছিল, এবং দৌত্য কর্ম্মে উপযুক্ত মধুমঙ্গলই তাহার পাত্র বা আধার হইয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

হে প্রেয়সীগণ? যে আমার পুর অধিকার করিয়াছে, সেই কংসকে সত্বর

(ক) দূত্যকর্ম্মণি সঙ্গতো যো মধুমঙ্গলঃ স এব পত্রং বাহনং যাসাং তাঃ। পত্রং বাহন পক্ষয়োঃ। অ।

গচ্ছন্নেষ ত্বমদ্য স্ফুরসি দয়িত ! ভো ! কংসঘাতং বিধায়
স্বীকর্ত্তুং রাজতাং তৎকথমথ ভবতাদাগতিস্তে ব্রজায়।
তস্মাদস্মাভিরর্থ্যং তদিদমিহ ভবাংস্তত্র নানাবিরাজ-
ত্তীর্থে সর্ব্বার্থদে নঃ স্মৃতিমনু দদতামঞ্জলীনাং ত্রয়াণি ॥৪০॥

ভবতীনামভিরুচিতং প্রার্থিতমস্তি প্রসত্ত্যা প্রসন্নতয়া তদ্বিধত্ত। অয়ি ভোঃ প্রাণেশ্বরীভি র্ভবতীভিঃ প্রাণে ময়ি হন্তেতি খেদে পরমন্তশ্চিত্তে মন্তব্যং কিং স্যাৎ তস্য প্রকাশনং যোগ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণপত্রিকাং নির্দ্দিশ্য তাসাং পত্রিকাং নির্দ্দিশতি—গচ্ছেতি। ভোঃ দয়িত প্রিয় এষ ত্বং অদ্য গচ্ছন্ কংসঘাতং বিধায় তস্য রাজতাং স্বীকর্ত্তুং স্ফুরসি স্ফূর্ত্তিং প্রাপ্নোষি তৎ তথা তে তব ব্রজায় আগতির্ভবতাৎ, তস্মাদিহ বিষয়ে অস্মাভি স্তদিদং অর্থ্যং প্রার্থনীয়ং, তত্র সর্ব্বার্থদে নানাবিরাজত্তীর্থে নোঽস্মাকং স্মরণং লক্ষীকৃত্য অস্মভ্যং জলস্যাঞ্জলীনাং ত্রয়াণি ভবান্ কৃপয়া দদতাং দানং কুরুতাং ॥ ৪০ ॥

বধ করিয়া আমি আগমন করিব। আমার এই মূর্ত্তি দ্বারা বৎসাসুর প্রভৃতি সকলেই নিধন পাইয়াছে। অতএব আমার পক্ষে এই মথুরাপুরও নিতান্ত দূর নহে। অতএব হে প্রিয়াগণ! দুঃখের সম্ভাবনা আর কোথায়? কিন্তু অন্য যাহা কিছু তোমাদের প্রার্থিত বিষয় আছে, প্রসন্নতার সহিত তোমরা তাহার অনুষ্ঠান কর। হে প্রেয়সীগণ! তোমরা আমার প্রাণেশ্বরী, অতএব হায়! আমি তোমাদের প্রাণস্বরূপ, আমার উপরে তোমাদের যাহা অন্তরের মন্তব্য আছে, তাহা প্রকাশ করা উচিত ॥ ৩৯ ॥

হে প্রিয়তম! এই তুমি অদ্য গমন করিয়া পরে কংস বধ করিয়া সেই দেশের রাজত্ব স্বীকার করিতে স্ফূর্ত্তি পাইতেছ। অতএব কি প্রকারে তোমার ব্রজে আগমন হইতে পারে অতএব এই বিষয়ে আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি যে, সেই সর্ব্বার্থ-দাতা বিবিধ বিরাজমান তীর্থে আমাদের স্মরণ করিয়া, আপনি কৃপা পূর্ব্বক, আমাদের উদ্দেশে তিনবার জলাঞ্জলি দান করুন ॥ ৪০ ॥

নালং মে রাজ্যলিপ্সা কথমপি বলতে নির্ম্মমে তত্র সত্যং
কংসং হত্বা যদূনাং (০) সুখমভিবলয়ন্নস্মি চায়াতকল্পঃ।
বদ্ধঃ স্যাৎ কৃষ্ণসারঃ সপদি বিধিবশাত্তর্হি কিং পার্থিবাদে-
র্ম্মানস্তস্মিন্ সুখায় প্রভবতি ন বনং নাপি কান্তাসুসঙ্গঃ (ক)॥৪১॥

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পত্রিকাং লিখতি—নালমিতি। মে মম রাজ্যলিপ্সা নালং ন সমর্থা অতঃ কথমপি সা বলতে প্রাপ্নোতি, তত্র বিষয়ে সত্যং শপথং নির্ম্মমে করোমি, কংসং হত্বা যদূনাং সুখমভিবলয়ন্ সংযোজয়ন্ আয়াতকল্প আগততুল্যোঽস্মি। তত্র গমনে বিধিবশত্বমেব হেতুরিত্যাহ যর্হি বিধিবশাৎ সপদি কৃষ্ণসারো মৃগো বধ্যঃ স্যাত্তর্হি বন্ধনকর্ত্তুর্নৃপাদে স্তস্মিন্ বন্ধনে মানো গৌরবং সুখায় কিং প্রভবতি, তস্য বলং ন সুখায় প্রভবতি নাপি কান্তাসু সঙ্গঃ সুখায় প্রভবতি তদ্বদত্রাপীতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪১ ॥

আমার রাজ্যবাঞ্ছা সম্ভবপর নহে। অতএব যদি অতিকষ্টে সেই রাজ্যবাসনা উপস্থিত হয়, আমি সেই বিষয়ে শপথ করিতেছি যে, আমি কংসকে বধ করিয়া এবং যদুবংশীয়দিগের সুখ সঙ্ঘটন করিয়া আগত প্রায় হইয়াছি। দেখ, যদি দৈবাধীন কোন কৃষ্ণসার হরিণ সহসা বদ্ধ হয়, তাহা হইলে বন্ধনকর্ত্তা নৃপাদির যেমন সেই বন্ধন-জনিত গৌরব সুখের নিমিত্ত নহে, তাহার বন সুখের নিমিত্ত হয় না এবং কান্তাতে মিলনও সুখের নিমিত্ত হয় না, সেইরূপ এই স্থানেও জানিবে ॥ ৪১ ॥

(০) তর্হি তদা পার্থিবাদেঃ সম্বন্ধী তস্মিন্ কৃষ্ণসারে যো মানশ্চিত্তসমুন্নতিঃ স কিং সুখায় প্রভবতি ইতি ন। কান্তং মনোহরং যদ্বনং তন্ন প্রভবতি নাপি শোভনঃ স্বজাতীয়সঙ্গঃ ইতি চ নেত্যর্থঃ। তত্র শ্রীকৃষ্ণপক্ষে পার্থিবাদেঃ রাজাদেঃ, মৃগ পক্ষে তৃণাদে স্তথা মুখায় প্রধানং কর্ত্তুঃ পক্ষে তদঙ্গং প্রসারয়িতুং তথা বনং বৃন্দাবনং পক্ষে সামান্যমিতি। আ।

(ক) র্ম্মানস্তস্মিন্ মুখায় প্রভবতি ন বনং নাপি কান্তং সুসঙ্গঃ। ইত্যানন্দ পাঠঃ।

বৃন্দং ক্রীড়াবনানাং বহুবিধমভিতোঽপ্যস্তি তত্রাথ রাজ্ঞাং
কন্যা বহ্ব্যোঽপি কান্তাস্তব বিভববশাদুদ্ভবিষ্যন্তি ধন্যাঃ।
তল্লাভে মনস্তে কথমিহ ভবিতাস্মাস্থ বা কিং তপোভি-
র্লব্ধে ভোগে বিচিত্রে পুনরপি তনুমানীহতে বন্যবৃত্তীঃ ॥৪২॥
সত্যং তাঃ কেলিবন্যা বিদধতি লষিতং সর্ব্বতঃ সত্যমেব
ক্ষোণীপালাদিকন্যাঃ পরমগুণগণস্তোত্রভাজঃ স্ফুরন্তি।
সত্যং কুর্ব্বে ত্রিলোকী মম ন হি রতিদা নাপি তত্রস্থরামা
যদ্বদ্বৃন্দাবনং মে তদনুগতরমা যদ্বদেতা ভবত্যঃ ॥ ৪৩ ॥

পুনস্তাসাং পত্রিকাং লিখতি—বৃন্দমিতি। তত্র মথুরায়াং অভিতঃ সর্ব্বদিক্ষু ক্রীড়াবনানাং বৃন্দং সমূহঃ বহুবিধমপ্যস্তি অথ রাজ্ঞাং বহ্ব্যোঽপি ধন্যাঃ কন্যাস্তব বিভববশাৎ কান্তাঃ প্রিয়া উৎ উৎকৃষ্টরূপেণ ভবিষ্যন্তি, তল্লাভে তে মন ইহ ব্রজে কথং ভবিতা অস্মাস্থ বা কথং ভবিতা অতস্তপোভির্বিচিত্রে ভোগে লব্ধে সতি তনুমান্ প্রাণী বন্যবৃত্তী বন্যফলাদিনা প্রাণধারণং কিমীহতে কাময়তে ॥ ৪২ ॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য পত্রিকাং নির্দ্দিশতি—সত্যমিতি। সর্ব্বতস্তাঃ কেলিবন্যাঃ ক্রীড়াবনসমূহাঃ লষিতং বাঞ্ছিতং বিদধতি এতৎ সত্যং তথা পরমগুণগণৈঃ স্তোত্রং স্তবং ভজন্তে এবম্ভূতা রাজাদিকন্যাঃ স্ফুরন্তি সত্যমেব কিন্তুহং, সত্যং শপথং কুর্ব্বে, মথুরা কা ত্রিলোকী নহি মম রতিদা প্রীতিদা নাপি তত্রস্থরামা বরবর্ণিন্যঃ যদ্বৎ বৃন্দাবনং মম রতিদং তদনুগতরমা তস্মিন্ বৃন্দাবনে অনুগতা রমাশ্চেতি তা ভবত্যো যদ্বৎ প্রিয়াঃ ॥ ৪৩ ॥

সেই মথুরাতে সকল দিকে বহুবিধ কেলি বন সকল বিদ্যমান আছে। তৎপরে বহুতর রাজাদিগের প্রশংসনীয় কন্যা সকল, তোমার বিভব বশতঃ উৎকৃষ্ট রূপে তোমার পত্নী হইবে। তত্তৎ বিষয়ের লাভ হইলে এই ব্রজে এবং আমাদের প্রতি তোমার মন কি করিয়া থাকিতে পারিবে অতএব তপস্যাদিদ্বারা বিচিত্র ভোগ লব্ধ হইলে কোন্ প্রাণী বন্যবৃত্তি প্রার্থনা করে, বা বন্য ফলাদিদ্বারা প্রাণ ধারণ কামনা করে ॥ ৪২ ॥

সকল দিকে সেই সকল ক্রীড়াবন সমূহ অভীষ্ট বস্তুদান করিয়া থাকে, ইহা সত্য বটে ; এবং পরম গুণরাশিদ্বারা স্তুতিযোগ্যা রাজকন্যাগণ বিরাজ করিতেছে, ইহাও সত্য কথা, কিন্তু আমি সত্যই শপথ করিতেছি, যেরূপ বৃন্দাবন আমার

সা তে সর্ব্বাঙ্গশোভা বত ! সমধিগতা যেন নেত্রেণ যেন
শ্রোত্রেণাশ্রাবি বংশী সমগমি বপুষা যেন চ স্পর্শলক্ষ্মীঃ।
তেনৈবালক্ষি দূরং গমনমবগতং তেন সন্দিষ্টমুগ্রং
তেন স্বং বিপ্রলব্ধং রচিতমিতি হহা ! জীবিতং ধিগ্বিধিং ধিক্ ॥৪৪
যেয়ং দৃষ্টির্ম্ময়া বশ্ছবিপরিকলনাৎ কৃষ্যতে যা শ্রুতির্ব্বাগ্-
দূরস্থা রচ্যতে যা তনুরপি মিলনাদ্দব্যতে সব্যপেক্ষম্।
যদ্যোতাস্তত্র তত্র প্রতিকৃতিকৃতয়ে ন হ্যধীনা মম স্যু-
স্তর্হ্যেতাঃ স্বৈরিণীর্ব্বা কথমহমহহ ! প্রাণসখ্যঃ সহেয় ॥ ৪৫ ॥

পুনস্তাসাং পত্রিকাং লিখতি—সা তে ইতি। যেন নেত্রেণ তে তব সর্ব্বাঙ্গশোভা সমধিগতা তথা যেন শ্রোত্রেণ তে বংশী অশ্রাবি শ্রুতা, তথা যেন বপুষা তে স্পর্শলক্ষ্মীঃ স্পর্শসম্পৎ সমগমি সঙ্গতা, তেনৈব নেত্রেণ দূরং গমনং অবগতমলক্ষি, লক্ষিতং। তেন শ্রোত্রেণ উগ্রং মথুরাগমন-বৃত্তান্তং সন্দিষ্টমনুভূতং তেন বপুষা স্বং স্বীয়ং বিপ্রলব্ধং। বিচ্ছেদো রচিতং ইতি হেতোঃ হাহেতি খেদে। অস্মাকং জীবিতং ধিক্, বিধিং বিধাতারং চ ধিক্ ॥ ৪৪ ॥

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পত্রিকাং লিখতি—যেয়মিতি। ময়া বো যুষ্মাকং ছবেঃ শোভায়াঃ পরিকলনাৎ দর্শনাৎ যেয়ং মম দৃষ্টিঃ কৃষ্যতে আকৃষ্টা ভবতি তথা বো যুষ্মাকং শ্রুতিঃ শ্রবণং বাগ্দূরস্থা বাক্যাগোচরা রচ্যতে কৃতা ভবতি যা তনূরপি মিলনাৎ সব্যপেক্ষং দব্যতে গম্যতে অন্যথা জড়া যদ্যেতা দৃষ্ট্যাদয় স্তত্র তত্র প্রতিকৃতিকৃতয়ে প্রতিনিধিকরণায় মম নহি অধীনাঃ স্যুঃ

প্রীতিপ্রদ, সেই বৃন্দাবনবাসিনী বরবর্ণিনী (অর্থাৎ তোমরা) যেরূপ আমার প্রিয়া, সেইরূপ মথুরার কথা কি বলিতেছ, ত্রৈলোক্যও আমার পক্ষে সেইরূপ প্রীতিদায়ক নহে, এবং মথুরাবাসিনী সুন্দরী নারীগণও আমার সেইরূপ আনন্দদায়ক নহে ॥ ৪৩ ॥

যে নেত্রদ্বারা তোমার সর্ব্বাঙ্গশোভা প্রাপ্ত হইয়াছি, যে শ্রোত্রদ্বারা তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়াছি; এবং যে শরীরদ্বারা তোমার স্পর্শসুখ সঙ্গত হইয়াছে, সেই নেত্রদ্বারাই তোমার দূরগমন লক্ষিত হইয়াছে, সেই কর্ণদ্বারাই ভীষণ মথুরা গমন বৃত্তান্ত অনুভূত হইয়াছে, এবং সেই শরীরদ্বারাই স্বকীয় বিরহ বিরচিত হইয়াছে, হায় ! অতএব আমাদের জীবনকে ধিক্ এবং বিধাতাকেও ধিক্ ॥ ৪৪ ॥

তোমাদিগের শোভা দর্শন হেতু আমি এই যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি, এবং

অক্রূরক্রূরভাবং বিধিরশুভবিধিং মিত্রমামিত্রচর্য্যাং
অস্যামস্যাং দশায়াং সরভসমগমত্তত্র কান্যস্য বার্ত্তা।
অস্মজ্জীবোঽপ্যজীবস্থিতিমিহ নিয়তং প্রাপ্নুয়াদেবমত্র
স্বামিন্ ব্যাধিবত্তৎপ্রতিবিধিরুদিয়াৎ কালকল্পে বিলম্বে ॥ ৪৬ ॥

তর্হি এতা দৃষ্ট্যাদীঃ স্বৈরিণীঃ স্বতন্ত্রা বা। অহহেতি খেদে। হে প্রাণসখ্যঃ কথমহং সহেয় সহনং কুর্য্যাং ॥ ৪৫ ॥

পুনস্তাসাং পত্রিকাং লিখতি -অক্রূর ইতি। যস্যামস্যামস্মাকং দশায়াং সরভসমক্রূরঃ ক্রূরভাবং সমগমৎ তথা বিধিরশুভস্য বিধানং সমগমৎ মিত্রং জন আ সর্ব্বতো ভাবেন অমিত্রাণাং শত্রূণাং চর্য্যা আচরণং সমগমৎ তত্রান্যস্য কা বার্ত্তা ইহ বিষয়ে অস্মাকং জীবোঽপি নিয়তং অজীবস্থিতিং প্রাণরাহিত্যং প্রাপ্নুয়াৎ হে স্বামিন্ এবমত্র কালকল্পে আয়াস্যাম্যেব শীঘ্রমিতি কালস্য যঃ কল্পঃ কল্পনা তস্মিন্ বিলম্বে সতি নব্যা নূতনা যা আধিঃ ব্যাধিঃ সন্নিপাত জ্বরাদি স্তস্য মারকত্বেন তৎপ্রতিবিধি স্তৎসাদৃশ্যমুদিয়াৎ উদয়ং কুর্য্যাৎ ॥ ৪৬ ॥

তোমাদিগের যে কর্ণ বাক্যের অগোচর করিয়াছি, এবং যে শরীরে মিলন সংঘটিত হইলেও তাহাকে লজ্জিত করিয়াছি ; নচেৎ এই সকল দৃষ্টি প্রভৃতি যদি জড় হয়, তাহা হইলে তত্তৎ বিষয় প্রতিনিধি করিবার জন্য কখনও আমার অধীন হইবে না। অতএব হে প্রাণসখীগণ! হায়! কিরূপে আমি এই সকল দৃষ্টি-দিগকে স্বাধীন করিয়া সহ্য করিতে পারিব ॥ ৪৫ ॥

আমাদের এই দশাতে যে অক্রূর সবেগে ক্রূরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, বিধাতা ও অশুভের বিধান করিয়াছেন ; বন্ধুজন ও সর্ব্বতোভাবে শত্রুগণের আচরণ করিয়াছে, এই বিষয়ে অন্যের বার্ত্তা কি বলিব, এই বিষয়ে আমাদের জীবন ও নিয়তই প্রাণরাহিত্য প্রাপ্ত হইবে। হে নাথ! এইরূপে এই কাল গণনায়, (অর্থাৎ আমি শীঘ্রই আসিব, এইরূপে বিলম্ব হইল) নূতন সান্নিপাতিক জ্বরাদি ব্যাধির মারকত্ব-রূপে তাহার প্রতিবিধান উদিত হইতে পারিবে ॥ ৪৬ ॥

আয়াস্যাম্যেব শীঘ্রং ন খলু মম মনস্যন্যবার্ত্তাস্তি কাচিৎ
কাচিদ্বা দৈবতঃ স্যাত্তদপি ন ভবতীর্জাতু দীনাস্ত্যজানি ।
যা যা মধ্যে মদাপ্তির্মুহুরিহ ভবিতা তাং পুনঃ স্বপ্নরূপাং
মা শঙ্কধ্বং যথা প্রাগসতি চ বিরহে শঙ্কমানা বভূব॥ ইতি ॥৪৭॥

এতাবন্মামন্যাসাং বাচিকং হরিণাজনি ।
রাধায়া মূকতানূকমমিতং যত্তু নির্ম্মমে ॥ ৪৮ ॥

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পত্রিকাং লিখতি—আয়াস্যাম্যেবেতি। শীঘ্রমহমায়াস্যাম্যেব মম মনসি ন খলু কাচিদন্যবার্ত্তাস্তি দৈবতো হঠাৎ কাচিদ্বার্ত্তা স্যাত্তদপি দীনা দুঃখিতা ভবতীর্জাতু কদাচিদপি ন ত্যজানি। ইহাবস্থায়াং মধ্যে মুহুর্যাযা মদাপ্তির্মম প্রাপ্তির্ভবিতা তাং পুনঃ স্বপ্নরূপাং মা শঙ্কধ্বং বিরহে সতি যথা প্রাক্ শঙ্কমানা বভূব্ স্তথা মা শঙ্কধ্বমিতি ॥ ৪৭ ॥

ততঃ স্বয়ং কথক আহ এতাবদিতি। অন্যাসাং ব্রজরমাণাং এতাবৎ বাচিকং মানং হরিণা অজনি জাতং রাধায়া মূকতায়া অনূকং স্বভাবং যস্মাত্তদমিতং মাত্রং যত্তু নির্ম্মমে তত্তু সুবিরলমেব ॥ ৪৮ ॥

আমি নিশ্চয়ই শীঘ্র আগমন করিব। আমার মনে অন্য কোন প্রকার বার্ত্তা নাই। যদি দৈববশতঃ কোনও বার্ত্তা থাকে, তথাপি আমি কখন তোমাদিগকে কাতর দেখিয়া পরিত্যাগ করিব না। এবং এই অবস্থায় মধ্যে মধ্যে বারংবার আমাকে যে যেরূপে লাভ করিতে পারিবে, তাহাকে আর স্বপ্নস্বরূপ ভাবিয়া আশঙ্কা করিও না। বিরহ হইলে যেরূপ পূর্ব্বে আশঙ্কা করিয়াছিলে, সেইরূপ আশঙ্কা করিও না ॥ ৪৭ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণের পত্র লেখা হইলে কথক বলিতে লাগিলেন। অন্যান্য ব্রজরমণীগণের এই প্রকার বাচনিক মান শ্রীকৃষ্ণ হইতেই হইয়াছিল। কিন্তু যাহা হইতে মৌনীস্বভাব ঘটে, রাধিকার এইরূপ মান যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সত্যই নিতান্ত বিরল ॥ ৪৮ ॥

ততঃ স্ববৃন্দেন নিশান্তমাপিতা
বলেন বালাস্তদুরীকৃতাগতিং।
(ক) প্রাচীনতদ্রীতিশতেন নিশ্চিতাং
বিনির্ম্মিমাণা মুহুরেব তাং জগুঃ ॥ ৪৯ ॥

তদেবং স্নিগ্ধকণ্ঠস্য কথিতমনুব্যথিতমনসি শ্রীরাধিকাদি-সদসি বিকলঃ কমললোচনঃ স্বয়মেব সমবোচত ॥ ৫০ ॥

রাধে! শ্রবসি নাবেশং কুরু কিন্তু বিলোচনে।
বৃত্তং সমন্যসে হন্ত! বর্ত্তমানং ন বীক্ষসে ॥ ৫১ ॥

অধুনা সর্ব্বাসাং কিয়ৎসান্ত্বনপ্রকারং বর্ণয়তি—তত ইতি। স্ববৃন্দেন আত্মীয়জনসমূহেন বলেন বলাৎকারেণ, নিশান্তং গৃহং আপিতাঃ সংগমিতাঃ সত্যঃ তেন কৃষ্ণেন উরীকৃতা অঙ্গীকৃতা যা আগতিরাগমনং প্রাচীনং যৎ তস্য রীতিশতং তেন তং নিশ্চিতাং অচঞ্চলাং বিনির্ম্মিমাণাঃ সত্যঃ মুহুস্তাং তদুরীকৃতাগতিং জগুর্গীতবত্যঃ ॥ ৪৯ ॥

এবং তাসাং বৈকল্যং দৃষ্ট্বা স্বয়মেব কৃষ্ণো যদকথয়ত্তন্নির্দ্দিশতি—তদেবমিতিগদ্যেন। অনু লক্ষীকৃত্য ব্যথিতং মনো যস্য তস্মিন্ বিকলো বৈকল্যযুক্তঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং লিখতি রাধে ইতি। হে বিশিষ্টনেত্রে রাধে শ্রবসি কর্ণে এতদাবেশং ন কুরু কিন্তু হন্তেতি খেদে বৃত্তং গতং বিদ্যমানং মন্যসে যতো বর্ত্তমানং ন বীক্ষসে ॥ ৫১ ॥

আত্মীয় জনগণ বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে গৃহে প্রেরণ করিল। তখন গোপী-গণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাত আগমন কার্য্যকে শ্রীকৃষ্ণের পুরাতন শত শত রীতিদ্বারা নিশ্চিত বা অচল বোধ করিয়া বারংবার তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গীকৃত আগমন গান করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

অতএব এইরূপে স্নিগ্ধকণ্ঠের কথানুসারে শ্রীরাধিকা সভাস্থ ব্যক্তিগণ ব্যাকুল-চিত্ত হইলে, স্বয়ং কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

হে বিশিষ্টনেত্রযুক্তে শ্রীরাধিকে! তুমি এই কথা কর্ণাবিষ্ট করিও না। কিন্তু হায়! তুমি অতীত বিষয় বর্ত্তমান বোধ করিতেছ, এবং বর্ত্তমান বিষয় দেখিতে পাইতেছ না ॥ ৫১ ॥

(ক) প্রাচীনশ্রীকৃষ্ণব্যবহার শতেন। আ।

তদেতন্নিশম্য রম্যং তন্মুখং নিশাম্য শাম্যৎপীড়া সব্রীড়া তৎকাল-বলমানশীতলনয়ন-জল-বিন্দুভিস্তৎপাদারবিন্দদ্বন্দ্বমিন্দীবরাক্ষী শিরসা নিষেবমাণা সুচিরং সিষেচ ॥ ৫২ ॥

অথ সর্ব্বেষাং সুখসন্দোহে সম্ভৃতদোহে সর্ব্বে পর্ব্বেব লভমানা নিজনিজালয়ং সম্বভূবুঃ। শ্রীরাধামাধবৌ চ মোহন-মন্দিরং বিন্দতঃ স্মেতি ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু
মাথুরপুরস্থানপ্রস্থানং নাম
তৃতীয়ং পূরণম্ ॥৩॥

তদেবং শ্রুত্বা রাধায়াঃ সুখসম্পৎপূর্ব্বকং কৃত্যং দর্শয়তি তদেতদিতিগদ্যেন। এতন্নিশম্য শ্রুত্বা রম্যং তন্মুখং নিশাম্য দৃষ্ট্বা সা ইন্দীবরাক্ষী তৎপদারবিন্দদ্বন্দ্বং শিরসা নিষেবমাণা সুচিরং তৎ সিষেচ। কৈস্তদাহ তৎকালে বলমানং বলিষ্ঠং যৎ শীতলনয়নজলং তস্য বিন্দুভিঃ সা কিম্ভূতা শাম্যন্তী বিরহস্য পীড়া যস্যাঃ সা তথা লজ্জয়া সহ বর্ত্তমানা ॥ ৫২ ॥

অধুনা সমাপনপ্রকারং লিখতি—অথেতিগদ্যেন। সম্ভৃতদোহে সম্যক্ ভৃতো ধারিতো দোহঃ প্রপূরণং যস্য তস্মিন্ সুখসন্দোহে সর্ব্বজনাঃ পর্ব্বেব উৎসবমিব লভমানাঃ সন্তঃ সংবভূবুঃ সঙ্গতা। মোহনমন্দিরং তাদৃশগুণেন তৌ মোহয়তি যন্মন্দিরং তৎ প্রাপ্তবন্তৌ ॥ ৫৩ ॥ ০ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরচম্প্বাঃ তৃতীয়ং পূরণম্ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥

অতএব এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মুখদর্শন করিয়া, নীলোৎপললোচনা রাধিকার পীড়া নিবৃত্ত হইল, এবং তিনি লজ্জিত হইয়া তৎকালে প্রবল সুশীতল নয়ন-পতিত জলবিন্দুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদারবিন্দ যুগলকে মস্তকদ্বারা সেবা করিয়া বহুক্ষণ অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৫২ ॥

অনন্তর সকলেই আনন্দরাশির প্রবাহ সম্যক্‌রূপে পরিপূর্ণ হইয়া আসিলে, সকলেরই যেন উৎসব লাভ করিয়া নিজ নিজ ভবনে গমন করিয়াছিল। শ্রীরাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের মনোমোহন মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূকাব্যে মথুরাপুরে
প্রস্থান নামক তৃতীয় পূরণ ॥০ ॥০ ॥০

চতুর্থং পূরণম্।
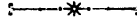
মথুরাপুর প্রবেশঃ।

ততঃ শ্রীব্রজযুবরাজবিরাজমানব্রজরাজকারিতপ্রথায়াং প্রাতঃ-কথায়াং মধুকণ্ঠ উবাচ ;—॥ ১ ॥

অথ সম্প্রতি শ্রীব্রজরাজলোচনসুখদ-বেষঃ স এষ শ্রীব্রজ-যুবরাজস্তদা স্বমাতরং কাতরমনস্তয়া গৃহগমনং প্রতি প্রতিকূল-মনসং মত্বা ক্রোশমর্দ্ধমর্দ্ধং গত্বা তস্যা ভাবান্তরায় কাঞ্চিৎ

চতুর্থে পূরণে মোদাৎ সসখ্যো রামকৃষ্ণয়োঃ।
মথুরাপুরমধ্যে চ প্রবেশঃ পরিগদ্যতে ॥ • ॥

অথ মথুরাপ্রবেশপ্রকারং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—তত ইতিগদ্যেন। ততো রাত্রিকথানন্তরং শ্রীমদ্ব্রজযুবরাজেন বিরাজমানো যঃ ব্রজরাজ স্তেন কারিতা প্রথা যস্যা স্তস্যাং ॥ ১ ॥

অধুনা স্বমাতরং বিচ্ছেদক্লেশরাহিত্যায় ছলয়িতুং শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তন্নির্দ্দিশতি—অথেতিগদ্যেন। ব্রজরাজস্য লোচনয়োঃ সুখদো বেষো যস্যঃ সঃ, তদা যাত্রাকালে কাতরং মনো যস্য তদ্ভাবতয়া গৃহগমনং প্রতি প্রতিকূলং যাত্রানিবারণচেষ্টং মনো যস্যা স্তাং স্বমাতরং মত্বা

চতুর্থ পূরণে সখাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া কৃষ্ণ বলরামের সহর্ষে মথুরাপুর-মধ্যে প্রবেশ বর্ণিত হইবে।

এইরূপে রাত্রি কথার অবসানে শ্রীমান্ ব্রজ-যুবরাজ বিরাজিত ব্রজরাজ কর্ত্তৃক যাহার বিস্তার হইয়াছে, সেই প্রাভাতিক কথাতে মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর সম্প্রতি শ্রীব্রজরাজ চক্ষের সুখদায়ক বেশে সেই ব্রজ যুবরাজ, যাত্রা-কালে আপনার জননীকে দেখিলেন, তিনি আপনার মনে যাত্রা নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ভাবিয়া একক্রোশের চতুর্থ ভাগ (একপোয়া) গমন করিয়া মাতার অনাগমন জন্য চিন্তা নিবৃত্তি করিতে ভোজন কালে প্রধান দধি-দুগ্ধাদি

কাঞ্চিদ্ভোজনাদিসামগ্রীয়ামগ্রীয়াং (ক) পথি শ্রমমপনেতুমিব প্রহিতৈঃ স্বহিতৈর্যাচিতবান্ ॥ ২ ॥

ততস্তদ্দ্বারা তৎপ্রয়াণক্রমরচনে তদ্যাচিতবচনে চাবেশাদ্বেশ্মপ্রবেশঃ কালাতিক্রান্ত্যা ক্লেশলেশশ্চ তস্যা বৃত্তঃ ॥ ৩ ॥

অথ যাবদ্ব্রজেশ্বরাদয়ঃ স্বস্বশকটং ঘটয়ন্তি স্ম তাবন্নিজরথং প্রথমানজবতয়া বাময়া গত্যা গান্দিনীসুতঃ কালিন্দীতীর্থবিশেষং প্রত্যাসাদিতবান্। কদাচিদ্বর্ত্মনশ্চ নিবর্ত্তেয়াতামেতাবিতি

ক্রোশমর্দ্ধমর্দ্ধং ক্রোশপাদং গত্বা তস্যাঃ স্বমাতু র্ভাবান্তরায় অনাগমনজন্যচিন্তানিবৃত্তয়ে কাঞ্চিৎ কাঞ্চিৎ ভোজনাদৌ যা সামগ্রী কারণং কলাপ স্তদ্ভবামগ্রীয়াং শ্রেষ্ঠাং দুগ্ধাদিকাং স্বহিতৈঃ প্রহিতৈর্জ্জনৈর্যাচিতবান্ তত্র হেতুমিব নির্দ্দিশতি পথি শ্রমমপনেতুং খণ্ডয়িতুমিবেতি ॥ ২ ॥

তাদৃশচ্ছলেন ব্রজরাজ্ঞ্যা গৃহপ্রবেশোঽভূত্তদ্বর্ণয়তি—তত ইতিগদ্যেন। প্রহিতজনদ্বারা কৃষ্ণস্য প্রয়াণক্রমস্য ব্রজসীমামতিক্রম্য যাগতি স্তস্যা রচনে কথনে তদ্যাচিতরচনে কৃষ্ণেন যাচিতস্য রচনে সাধনে চাবেশাৎ তস্যা বেশ্মপ্রবেশো বৃত্তঃ তথা কালাতিক্রান্ত্যা কালবিলম্বেন ক্লেশলেশশ্চ বৃত্তো গতঃ ॥ ৩ ॥

তদাপি অক্রূরস্য ক্রূরতা ন্যক্কৃতাভূদিত্যাহ— অথেতিগদ্যেন। যাবৎ ব্রজেশ্বরাদয়ঃ স্ব স্ব শকটং চালয়ন্তি স্ম তাবৎ গান্দিনীসুতোঽক্রূরঃ প্রথমানো জবো বেগো যস্য তদ্ভাবতয়া বাময়া গত্যা নিজরথং কালিন্দীতীর্থবিশেষমর্থাৎ ব্রহ্মহ্রদং প্রত্যাসাদিতবান্ প্রাপয়মাস। কদাচিৎ

সামগ্রী সকল, আপনার হিতকর জনসকল প্রেরণ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যেন পথশ্রম খণ্ডন করিবার নিমিত্ত বন্ধুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জননীর নিকট দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি সামগ্রী সকল প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

অনন্তর প্রেরিত জনকর্ত্তৃক ব্রজসীমা অতিক্রম পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের গমন বার্ত্তা কথিত হইলে, এবং কৃষ্ণের প্রার্থিত বস্তুর সাধনে অভিনিবেশ থাকাতে যশোদার গৃহপ্রবেশ ঘটিয়াছিল. এবং কালবিলম্ব হওয়াতে সেই ক্লেশও দূর হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

অনন্তর যে সময়ে ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব শকট চালাইতে লাগিলেন, সেই সময়ে গান্দিনীকুমার অক্রূর সবেগে রথ চালাইয়া কুটিলগমনে আপনার রথকে যমুনার তীর্থবিশেষে অর্থাৎ ব্রহ্মহ্রদে লইয়া গেল। তাহার কারণ এই, অক্রূর ভাবিয়াছিল, সরলপথে চলিলে কদাপি এই রামকৃষ্ণকে ব্রজবাসীগণ

(ক) সামগ্রীমগ্রামগ্রীয়মি বৃন্দাবন-গৌরানন্দপাঠঃ।

ব্রজস্থানা দৃষ্টিবঞ্চনায়। তে তু সরলপ্রজ্ঞা স্তৎকৌটিল্যগতিমবিজ্ঞায় দক্ষিণয়া গত্যা মধুপুরীদিশমুরীকৃতবন্তঃ ॥ ৪ ॥

যদা চাক্রূরস্তত্র মাধ্যাহ্নিকং ধর্ম্মকর্ম্ম কুর্ব্বন্নপূর্ব্বং কমপি বিগতভবং ভগবদ্বিভবং (ক) পশ্যন্নশ্যদুত্তালগতিতামবাপ। তদা তু তে কিং তাবদিদমিতি স্বচিন্তাঃ পথি ব্যথিততয়া চিরং তস্থুঃ ॥ ৫ ॥

বঞ্চনঃ অধ্বনঃ সকাশাদেতৌ রামকৃষ্ণৌ ব্রজস্থে নিবর্ত্তয়েতামিতি ব্রজস্থানাং দৃষ্টিবঞ্চনায়। তে তু ব্রজস্থাঃ সরলবুদ্ধয়ঃ তস্য কৌটিল্যমতিং কুটিলবুদ্ধিং অবিজ্ঞায় দক্ষিণয়া গত্যা মুখ্যমার্গেণ মধুপুরীদিশং উরীকৃতবন্তঃ স্বীচক্রিরে ॥ ৪ ॥

পথি যৎ স্বীয়মৈশ্বর্য্যং কৃষ্ণোঽক্রূরং দর্শয়ামাস তৎ প্রকাশয়তি—যদেত্যাদিগদ্যেন। তত্র কালিন্দীতীর্থবিশেষে বিগতো ভবঃ সংসারো যস্মাত্তং ভগবতো বিভবং পশ্যন্ নশ্যন্তী উত্তালা ভয়ানকা গতি যস্য তদ্ভাবতাং প্রাপ্তবান্। তদা তু তে ব্রজস্থা স্তাবদিদং বিলম্বনং কিমিতি চিন্তয়া সহ বর্ত্তমানা ব্যথিতং চিত্তং যেষাং তদ্ভাবতয়া পথি চিরং বহুকালং তস্থুঃ ॥ ৫ ॥

ফিরাইতে পারিবে, সুতরাং ইহাদিগের দৃষ্টিপথ হইতে বঞ্চনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সরলবুদ্ধি ব্রজবাসীগণ তাহার কুটিলবুদ্ধি জানিতে না পারিয়া প্রধান পথদিয়া মধুপুরীব দিকে গমন করিল ॥ ৪ ॥

যৎকালে অক্রূর সেই ব্রহ্মহ্রদে মধ্যাহ্ন কালীন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া সংসার বিনাশী ভগবানের কোন অপূর্ব্ব বৈভব দর্শন করিল, তখন তাহার ভয়ানক গতি বিনষ্ট হইয়া গেল। তৎকালে ব্রজবাসী সকলেই 'কেন এইরূপ বিলম্ব হইতেছে', এইরূপ চিন্তায় ব্যথিতহৃদয়ে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পথিমধ্যে অবস্থান করিল ॥ ৫ ॥

(ক) যমুনাজলে প্রদর্শিতং ভগবদ্বৈভবং। ভা ১০।৩৯।৪১।৪২

অক্রূরে বারিমগ্নে রহসি রথগতৌ রামকৃষ্ণৌ ব্যধত্তাং
বার্ত্তামাবিশ্য যাং যাং শৃণুত মম মুখাদদ্য সঙ্ক্ষেপতস্তাম্।
কিং কিং পুর্য্যাং বিধেয়ং তদিদমিদমহো! তত্র বা সংশয়ঃ কঃ
কিং গোষ্ঠে তত্তু ভাগ্যং স্মরতি ময়ি মুহুঃ কণ্ঠমস্রং* রুণদ্ধি ॥৬॥

অথ চিরাল্লব্ধদৃষ্টিপথে চ সরামকৃষ্ণতদ্রথে পুরস্কৃতশ্রীমন্নন্দাঃ সর্ব্বে সানন্দা বভূবুঃ। ততশ্চ;—তত্রৈব ক্ষণমুপবিশ্য পরস্পরমুপদিশ্য মন্ত্রং বলয়িত্বা দৈবমেব চ সদৈব সহায়তয়া কলয়িত্বা বল্লববলয়ঃ পুরঃ পুরতঃ স্থলং চলতি স্ম ॥ ৭ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণনেন মম শক্তির্নাস্তীতি দ্যোতয়ন্ কথকঃ প্রাহ—অক্রূর ইতি। রহসি নির্জ্জনে বারিমগ্নে অক্রূরে সতি রামকৃষ্ণৌ বার্ত্তাং বৃত্তান্তমাবিশ্য যাং যাং কৃতিং ব্যধত্তাং অদ্য সংক্ষেপতঃ মম মুখাৎ তাং শৃণুত। পুর্য্যাং কিং কিং বিধেয়ং অহো তদিদমিদং ঐশ্বর্য্যরূপং তত্র বা কঃ সংশয়ঃ গোষ্ঠে তত্তু ভাগ্যং কিং অনির্ব্বচনীয়ং তত্র মাধুর্য্যস্যৈব প্রকটনাৎ ইতি স্মরতি স্মরণং কুর্ব্বতি ময়ি মুহুরস্রং রোদনজলং কণ্ঠং রুণদ্ধি অতো ন কথনে শক্তিরিতি ॥ ৬ ॥

ততো রামকৃষ্ণয়োঃ শ্রীনন্দাদিভিঃ সহ সঙ্গমে জাতে যদ্বৃত্তান্তমভূত্তৎ কথয়তি—অথেতি গদ্যেন। রামেণ সহ বর্ত্তমানো যঃ কৃষ্ণ স্তস্য রথে চিরাল্লব্ধো দৃষ্টিপথো যস্য তস্মিন্ সতি পুরস্কৃতো হগ্রেকৃতঃ শ্রীমান্নন্দো যেষাং তে সর্ব্বে সানন্দা বভূবুঃ তত্রৈব স্থানে ক্ষণমুপবিশ্য পরস্পরমুপদিশ্য সর্ব্বে সাবধানা স্তিষ্ঠতেতি মন্ত্রং মন্ত্রণাং বলয়িত্বা পুষ্টীকৃত্য সদৈব দৈবং বিধিং সহায়তয়া কলয়িত্বা সম্মত্য বল্লববলয়ঃ বল্লবা গোপা এব বলয়ো গোলাকারঃ সন্ পুরঃ পুর্য্যাঃ পুরতঃ স্থলং অগ্রস্থলং চচাল জগাম ॥ ৭ ॥

অক্রূর নির্জ্জনে জলমগ্ন হইলে, কৃষ্ণ এবং বলরাম ঐ বৃত্তান্ত লইয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, অদ্য সংক্ষেপে আমার মুখ হইতে তাহা শ্রবণ কর।' আহা! পুরীতে তত্তৎ ঐশ্বর্য্য, সেই বিষয়েই বা কিরূপ সংশয় এবং গোষ্ঠে তোমাদের জন্য কিরূপ মাধুর্য্য প্রকটিত হইয়াছিল; এই সকল বিষয় আমি স্মরণ করিলে, বারংবার নেত্রজলে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে। অতএব আমার বলিবার শক্তি নাই, ইহা কথকের উক্তি ॥ ৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের সেই রথ, বহুক্ষণের পর দৃষ্টিগোচর হইলে

---

* অশ্রং অস্রং দ্বিরূপমপি দৃশ্যতে। চক্ষুর্জ্জলমিত্যর্থঃ।

তত্র তত্র চ পথিকানাং ভাগ্যপ্রথিমা কেন বর্ণ্যতাম্ ॥ ৮ ॥

যত্র হি ;—

পুরাদ্বিদূরাদথ যদ্গতাগতং
জনা ব্যধুর্যে পরিতোঽপি তে পথি।
আকস্মিকং বীক্ষ্য হরের্মুখাম্বুজং
বিসস্মরুস্তদ্বপুষো দৃশোরপি ॥ ৯ ॥

স পুরং প্রবিশন্ দেবীখরমাবিশ্য দক্ষিণে।
ববাস যা তত্র নাম্না খরবাসেতি তাং ব্যধাৎ ॥ ১০ ॥

তদা পুরস্থানাং ভাগ্যমভিনন্দতি তত্র তত্র চেতি গদ্যেন। যত্র যত্র রামকৃষ্ণাবগচ্ছতাং তত্র তত্র পথিকানাং ভাগ্যস্য প্রথিমা স্থূলতা কেন জনেন বর্ণ্যতাং ॥ ৮ ॥

ভাগ্যপ্রথিমায়াঃ কার্য্যং কথয়তি পুরাদিতি অথ মাঙ্গল্যে পুরাদ্বিদূরাজ্জনা যদ্গতাগতং ব্যধুঃ কৃতবন্তঃ পরিতঃ সর্ব্বত্রাপি গতাগতং ব্যধুস্তে জনাঃ পথি, আকস্মিকং হরের্মুখপদ্মং বীক্ষ্য তদা বপুষোদেহস্য দৃশোর্নেত্রয়োরপি গতাগতং বিসস্মরুঃ স্তব্ধা বভূবুঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণোঽস্য পুরপ্রবেশানন্তরং শুভশকুনদর্শনং বর্ণয়তি—সপুরমিতি পদ্যযুগলেন। স কৃষ্ণঃ পুরং প্রবিশন্ তাং দেবীং নাম্না খরবাসেতি ব্যধাৎ কৃতবান্। যৎ যস্মাৎ দক্ষিণে খরং গর্দ্ধভমাবিশ্য ববাসে ॥ ১০ ॥

শ্রীমান্ নন্দ প্রভৃতি ব্রজনারীগণ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। পরে সেই স্থানেই ক্ষণকাল উপবেশন করিয়া, পরস্পর উপদেশ দিয়া "সকলেই সাবধান হইয়া থাকে" এইরূপ মন্ত্রণার পুষ্টি সাধন করিয়া, এবং সর্ব্বদাই দৈবকে সহায় ভাবিয়া, গোপসকল গোলাকার ভাবে নগরীর অগ্রবর্ত্তী স্থলে গমন করিল ॥ ৭ ॥

যে যে স্থান দিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে পথিকদিগের ভাগ্য মহিমা কোন জন বর্ণন করিতে পারে॥ ৮ ॥

দূরবর্ত্তী নগর হইতে মানবগণ যে গতায়াত করিয়াছিল, এবং যে সকল লোক সকল স্থানেই যাতায়ত করিয়াছিল সেই সকল লোক পথিমধ্যে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করিয়া, তৎকালে দেহের এবং নেত্রযুগলের গতায়াত বিস্মৃত হইয়াছিল, অর্থাৎ সকলেই স্তব্ধ হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ পুর প্রবেশকালে প্রথমে সেই "দেবীখর" নামক স্থানে প্রবেশ

অদ্যাপি তাং জনাঃ সর্ব্বে মথুরায়াঃ পরিক্রমে।
দক্ষিণে সুষ্ঠু কুর্ব্বন্তঃ স্পৃশ্যন্তেঽপূর্ব্বয়া মুদা॥ ১১॥

তত্র চ;—সর্ব্বসুখায় কাম্যমুপবনং নিশাম্য স্বয়ং রথাদবতীর্য্য কীর্য্যমাণতৎপ্রদেশতয়া শকটঘটাবমোচনং বিধায় পুনরক্রূরং সন্নিধায় স্বং প্রতি সম্প্রতি নিজনিকায়গমনায় কৃতযত্নে তত্র স্বার্থবিদ্রত্নে সময়ান্তরমেব তদ্‌যোগ্যমিতি সময়মভিধায় কৃততদ্বিসর্জ্জনঃ পিপালয়িষিতসজ্জনঃ সায়মাসাদ্যবাদ্যমানদিব্যবাদিত্রং বিচিত্রং তৎপরং রামপুরঃসরতয়া সখিভির্ব্বলিত-

অদ্যাপীতি। অপূর্ব্বয়া মুদা কর্ত্তৃভূতয়া স্পৃশ্যন্তে স্পৃষ্টা ভবন্তি। অন্যৎ সুগমং॥ ১১॥

তদেবং পুরপ্রবেশানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—ততশ্চেতি গদ্যেন। তত্রচ পুরি সর্ব্বসুখায় কাম্যমুপবনং নিশাম্য শ্রুত্বা স্বয়ং রথাদবতরণং কৃত্বা কীর্য্যমাণো ব্যাপ্তস্তস্যোপবনস্য প্রদেশো যেন তদ্ভাবতয়া শকটঘটানাং শকটশ্রেণীনাং মোচনং কৃত্বা পুনরক্রূরং সংনিধায় সংগম্য স্বমাত্মানং প্রতি সংপ্রতি তৎকালে নিজগৃহে গমনায় কৃতযত্নে স্বার্থবিদাং রত্নে শ্রেষ্ঠে তত্রাক্রূরে স্থিতবতি সময়ান্তরমেব তত্র গমনং যোগ্যমিতি সময়ং প্রতিজ্ঞাং কথয়িত্বা কৃতং তস্য বিসর্জ্জনং যেন সঃ পিপালয়িষিতসজ্জনঃ পালয়িতুমিষ্টাঃ সজ্জনা যেন সঃ সায়ং রামপুরঃ সরতয়া সখিভি র্মিত্রৈর্বলিতঃ বেষ্টিতঃ সদেশো নিকটঃ যস্য সঃ। আসাদ্যবাদ্যমানং দিব্যং বাদিত্রং চতুর্ব্বিধবাদ্যং যত্র তৎ বিচিত্রং

করিয়াছিলেন। কারণ তথায় দক্ষিণদিকে খর অর্থাৎ গর্দ্দভকে শব্দ করিতে দেখিয়াছিলেন। এজন্য ঐ স্থানকে "খরবাসা" নাম প্রদান করিয়াছিলেন॥১০॥

অদ্যাপি সকল লোকে মথুরার দক্ষিণদিকে পরিক্রমণ করিতে গিয়া দেবীকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া সম্যক্‌রূপে আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন॥ ১১॥

ঐ নগরে সকলসুখবর্দ্ধক কাম্য উপবন শ্রবণ করিয়া স্বয়ং রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, উপবন প্রদেশ পরিব্যাপ্ত হইলে শকটশ্রেণীর মোচন করিয়া পুনর্ব্বার অক্রূরের সহিত মিলিত হইলেন। তৎপরে সম্প্রতি স্বার্থপরায়ণের অগ্রগণ্য অক্রূর, আপনার জন্য নিজগৃহে গমন করিতে সযত্ন হইয়া অবস্থান করিলে "সময়ান্তরে তথায় গমন করা উপযুক্ত" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিসর্জন দিলেন। অনন্তর সজ্জনদিগকে পালন করিতে ইচ্ছা করত বলরামকে অগ্রে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই বিচিত্রনগরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ

সদেশঃ শ্রীকেশবঃ প্রবিবেশ। যত্র তেন দৃশ্যমানা নগরী তং পশ্যন্তীব ব্যদৃশ্যত ॥ ১২ ॥

তথা হি;—যস্যাঃ খলু স্বস্মিন্নভিমুখানি গোপুরাণি মুখানীব তেন লক্ষিতানি। তানি চ স্ফটিকঘটিততয়া স্মিত-চ্ছবিশবলিতানীব। অক্ষীণানি গবাক্ষলক্ষাণি পুনরক্ষাণীব। তানি চ বিলক্ষণনিজেক্ষণতয়া ক্ষপিতনিমেষাণীব। মণি-কুট্টিমপটলানি মহাট্টালকপটলকপটলানি নিটিলানীব। তানি চ লড়হবড্রবড়ভীকূটতয়া নিজেক্ষণপর্ব্বণি ধৃতমুকুটানীব। গোপুরপুরস্তাদ্গতানি তোরণশতানি চিল্লীবলয়ানীব। তানি চ

তৎপুরং শ্রীকেশবঃ প্রবিবেশ। যত্র কালে তেন কৃষ্ণেন দৃশ্যমানা সা নগরী কৃষ্ণং পশ্যন্তীব ব্যদৃশ্যত ॥ ১২ ॥

তন্মহাগদ্যেন বর্ণয়তি—তথাহীত্যাদিনা। যস্যা নগর্য্যা স্বস্মিন্ অভিমুখানি গোপুরদ্বারাণি তেন কৃষ্ণেন মুখানীব লক্ষিতানি। লক্ষিতানীতিপদং সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। তানিচ দ্বারাণি স্ফটিকমণিযুক্ততয়া স্মিতহাস্যশোভামিশ্রিতানীব তেন লক্ষিতানি। স্থূলানি গবাক্ষলক্ষাণি চক্ষূংষীব। তানি চাক্ষীণি নিজস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ঈক্ষণং যৈ স্তদ্ভাবতয়া ক্ষপিতো নাশিতো নিমেষো যেষু তানীব। মণিকুট্টিমবৃন্দানি মহাট্টালকঃ পটলকমাচ্ছাদকং যেষাং তানি পটলানি পরিচ্ছদা যেষাং তানি নিটিলানি কপালানীব। তানি মহাকুট্টিমপটলানি চ লড়হা রম্যা বড্রা মহতী যা বড়ভী

কালে তাঁহার সখাগণ নগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ পরিবেষ্টন করিয়াছিল, এবং তৎকালে চতুর্বিধ দিব্য বাদ্য বাজিতে লাগিল। ঐ কালে শ্রীকৃষ্ণ নগরীকে দর্শন করিলে, নগরীকেও দেখা গেল যেন, সেও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছে॥ ১২ ॥

দেখুন, কৃষ্ণের সম্মুখবর্ত্তী পুরদ্বার সকল, ঐ নগরীর মুখসমূহরূপে লক্ষিত হইয়াছিল। ঐ সকল পুরদ্বার স্ফটিকমণি সংযুক্ত বলিয়া যেন তাহা মৃদু মধুর হাস্য মিশ্রিত বলিয়া লক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ স্থূল গবাক্ষদিগকে নগরীর চক্ষু বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। ঐ সকল চক্ষে বিলক্ষণ রূপে কৃষ্ণ-চক্ষু পতিত থাকাতে যেন তাহাদের চক্ষের নিমেষ ক্ষয় হইয়াছিল। মণিময় কুট্টিম ভূমি সকল নগরীর কপাল প্রদেশ বলিয়া লক্ষিত হইয়াছিল। মহা অট্টালক-শ্রেণী যাহাদের আচ্ছাদনকারী পরিচ্ছদস্বরূপ হইয়াছে, এইরূপ ললাটই দৃষ্ট হইল।

মন্দবাতসম্পাতকম্পাকুলতয়া স্তোকস্বাবলোকজাতভাবভঙ্গীসঙ্গী-
নীব। লব্ধশিল্পিপাটবানি হাটককপাটযুগলানি কান্তি-
সম্পদন্তঃশোভমানদন্তকুলানীব! তানি চ সমুদ্ঘটিততয়া
স্বীয়সুন্দরতাবন্দনার্থং ব্যাদীয়মানানীব হাটকসঙ্কটিতশক্র-
নীলালীনি শৃঙ্গাটকনিলয়াদীনি স্বকান্তিস্ফুরদন্তঃকরণচক্রাণীব।
তানি চ সাবলোককলোকবলনয়া সমুল্লসিতানীব। স্বর্গরত্ন-
কৃতযত্নানি বিটঙ্করত্নানি বিচিত্রালঙ্করণানীব। তানি চ ধৃতা-

শ্চন্দ্রশালিকা তস্যাঃ কূটঃ সমূহো যত্র তদ্ভাবতয়া নিজেক্ষণপর্ব্বণি নিজনেত্রোৎসবে ধৃতমুকুটানীব। গোপুরস্যাগ্রগতানি তোরণশতানি চিল্লীবলয়ানি বিলেপনবৃন্দানীব তানি তোরণশতানিচ মন্দ-বাতস্য যঃ সম্পাতো গতি স্তেন যঃ কম্প স্তেনাকুলতয়া স্তোকমল্লং যৎ স্বাবলোকং তেন জাতা যা ভাবভঙ্গী ভাবপরিপাটী তস্যাঃ সঙ্গিনীব। লব্ধং শিল্পিনাং পাটবং পটুতা যেষু এবম্ভূতানি স্বর্ণকবাটদ্বন্দ্বানি কান্তিসম্পদন্তর্মধ্যে যেষাং তানি চ তানি শোভমানদন্তানাং কুলানি বৃন্দানি তানীব। তানি হাটককবাটযুগলানিচ সমুদ্ঘটিততয়া মুদ্রিতরহিততয়া স্বীয়সুন্দরতা বন্দনার্থং ব্যাদীয়মানানি ব্যাদানীকৃতানীব। সঙ্কটিতং হাটকং স্বর্ণং যাসু এবম্ভূতাঃ শক্র-নীলানাং ইন্দ্রমণীনামালয়ঃ শ্রেণ্যো যেষু এবম্ভূতানি চতুষ্পথবর্ত্তিগৃহাদীনি স্বকান্ত্যা স্ফুরৎ অন্তঃ-করণচক্রং যেষু তানীব। তানি শৃঙ্গাটকনিলয়াদীনিচ স্বস্যাবলোকো দর্শনঃ যেষাং তেষাং

ঐ সকল মণিময় মহাকুট্টিম ভূমিতে রমণীয় অথচ দীর্ঘ চন্দ্র শালিকা সকল থাকাতে যেন তাহারা নিজের নেত্রোৎসবকার্য্যে মুকুটরাশি ধারণ করিয়াছিল। পুরদ্বারের অগ্রবর্ত্তী শত শত তোরণ যেন বিলেপন রাশি বলিয়া লক্ষিত হইয়াছিল। তাহাতে মন্দ মন্দ বায়ুর গতি হওয়াতে এবং তাহার দ্বারা কম্পাকুল হওয়াতে অল্প পরি-মাণে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাহাদের যেন বিশেষ ভাবভঙ্গী ঘটিয়াছিল। শিল্পি গণের নৈপুণ্য যুক্ত স্বর্ণময় কপাট যুগলের মধ্যে প্রভাসম্পত্তি বিদ্যমান থাকাতে যেন মনোহর দন্তপঙ্‌ক্তি লক্ষিত হইয়াছিল। সেই সকল স্বর্ণময় কপাটযুগল, মুদ্রিত (আবদ্ধ) না থাকাতে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যের স্তব করিবার জন্যই যেন ভবনরাজি মুখ ব্যাদান করিয়াছিল। স্বর্ণ সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রকান্ত মণিযুক্ত চতুষ্পথস্থিত গৃহ সকল, নিজকান্তিদ্বারা যেন অন্তঃকরণসমূহ প্রকাশিত করিয়াছিল। ঐ সকল চতুষ্পথবর্ত্তী গৃহশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণদর্শক লোকগণের সংসর্গে যেন উল্লাসিত

পারশিখিপারাবতরাববারতয়া তৎকৌতুকচাঞ্চল্যসঞ্জিত শিঞ্জিতানীব। বিধাতুরপি চমৎকারকারণানি বিবিধধাতু-প্রাচীরাণি প্রশস্তবস্ত্রাণীব। তানি চ সম্প্রতি সমুজ্জ্বলিতবর্ণতয়া পত্রোর্ণানীব। পরিতো বিদ্যোতমানান্যুদ্যানানি পরিবার-বলয়ানীব। তানি চ নানাপুষ্পফলবলনয়া তত্তদুপহারসম্ব-লিতানীব ॥ ১৩ ॥

লোকানাং বলনয়া ঘটনয়া সমুল্লসিতানীব। বিধাতুরপি চমৎকারকারণং যৎ স্বর্গরত্নং তেন কৃতং যত্নং যেষু তানি বিটঙ্করত্নানি সৌধসমীপস্থপক্ষিগৃহশ্রেষ্ঠানি বিচিত্রালঙ্কারাণীব তানি বিটঙ্ক-রত্নানি চ ধৃত্বা যে অপারা অসংখ্যাঃ শিখিনো ময়ূরাঃ পারাবতাশ্চ তেষাং রাবাণাং শব্দনাং বারঃ সমূহো যত্র তদ্ভাবতয়া তেষাং কৌতুকেন যৎ চাঞ্চল্যং তেন সঞ্জিতানি মিলিতানি শিঞ্জিতানি অব্যক্তধ্বনিরূপাণীব। বিবিধধাতুভিঃ রূপ্যাদিভিঃ রচিতানি প্রাচীরাণি প্রশস্তবস্ত্রানীব। তানি বিবিধধাতুপ্রাচীরাণিচ সংপ্রতি তৎক্ষণাৎ সমুজ্জ্বলিতবর্ণতয়া পত্রোর্ণানি ধৌতকৌষেয়-বস্ত্রাণীব। পরিতঃ সর্ব্বতো বিদ্যমানানি উদ্যানানি উপবনানি পরিবারবলয়ানি পরিবারবৃন্দাণীব তান্যুদ্যানানিচ নানাপুষ্পফলানাং যা বলনা ঘটনা তয়া তত্তদুপহাররূপেণ সংবলিতং সংযুক্তং যত্র তানীব ॥ ১৩ ॥

হইয়াছিল। বিধাতারও আশ্চর্য্যজনক স্বর্গীয় রত্নদ্বারা যাহাতে যত্ন করা হইয়াছিল, এইরূপ সৌধসমীপস্থ শ্রেষ্ঠ পক্ষিগৃহ সকল যেন বিচিত্র অলঙ্কারের মত লক্ষিত হইয়াছিল। এবং ঐ সকল সৌধসমীপবর্ত্তী উৎকৃষ্ট গৃহশ্রেণী, তত্রত্য অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য ময়ূর এবং পারাবতগণের শব্দসমূহ বিদ্যমান থাকাতে, তাহাদের কৌতুকে চাঞ্চল্য সংস্পৃষ্ট অব্যক্ত ধ্বনির মত লক্ষিত হইয়াছিল। বিবিধ রৌপ্য-নির্ম্মিত প্রাচীর সকল উৎকৃষ্ট বস্ত্র সমূহের মত লক্ষিত হইয়াছিল। ঐ সকল বিবিধ ধাতুনির্ম্মিত প্রাচীরশ্রেণী, সম্প্রতি সমুজ্জ্বল বর্ণ হওয়াতে ধৌত কৌশেয় বস্ত্রসমূহের মত লক্ষিত হইয়াছিল। সর্ব্বত্র বিদ্যমান উপবন সকল যেন ঐ গৃহের পরিবারবর্গের মত লক্ষিত হইয়াছিল। এবং ঐ সকল উপবন বিবিধ পুষ্প ফলের সংসর্গে যেন তত্তৎ বিষয়ের উপহার সকল লইয়া বিদ্যমান ছিল ॥ ১৩ ॥

সেয়ং স্বয়মেব প্রতিবীথি সফলরম্ভাক্রমুকস্তম্ভারোপপূর্ণকুম্ভ-সম্ভারৈঃ সপুলকেব চ সম্ভাবিতা। পরিতঃ পরিষ্কৃততীর-গম্ভীরপরিখানীরেণ স্বেদাম্বুনেব সম্বলিতা চ বিলোক্যতে স্ম ॥ ১৪ ॥

অথ লব্ধপুরপ্রবেশে বৃন্দাবনেশে বৃন্দাবনচরিতমদৃষ্টব-চ্চরীণাং (ক) খেচরীণাং তদা কাচিদন্যদা চ কাচিদিয়ং বর্ণনা নির্ব্বর্ণনীয়া ॥ ১৫ ॥

তথাহি ;—পশ্যত পশ্যতাসূর্য্যম্পশ্যা অপ্যেতাঃ কৃষ্ণদর্শন-

পুনস্তাং নগরীং শ্রীকৃষ্ণদৃষ্টাং বর্ণয়তি—সেয়মিতিগদ্যেন। সেয়ং নগরী স্বয়মেব প্রতিবীথি প্রতিমার্গে সফলরম্ভাশ্চ ক্রমুকস্তম্ভারোপশ্চ পূর্ণকুম্ভানিচ তেষাং সম্ভারৈঃ সমূহৈঃ পুলকেন সহ বর্ত্তমানেব সম্ভাবিতা। পরিতঃ সর্ব্বদিক্ষু পরিষ্কৃততীরং যস্যাঃ সা চাসৌ গম্ভীরপরিখা রাজধান্যাদিবেষ্টনসজলখাতং তস্যা জলেন স্বেদাম্বুনেব সংবলিতা মিলিতা চ বিলোক্যতে স্ম ॥ ১৪ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে পুরস্ত্রীণাং ভাবঃ খেচরীভিঃ কথিতস্তং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথ লব্ধেতি গদ্যেন। বৃন্দাবনেশে শ্রীকৃষ্ণে বৃন্দাবনে যচ্চরিত্রং চরিতং লীলাং অদৃষ্টবচ্চরীণাং পূর্ব্বকালে অদৃষ্টবতীনাং খেচরীণাং তদা কাচিদিয়ং বর্ণনা অন্যদা কাচিদিয়ং বর্ণনা নির্ব্বর্ণনীয়া নিঃশেষেণ বর্ণনাবিষয়ীভূতা ॥ ১৫ ॥

তাসাং বর্ণনাং লিখতি—পশ্যতেতিগদ্যেন। অসূর্য্যম্পশ্যা অপি সূর্য্যমপি যা ন পশ্যন্তীতি

প্রত্যেক স্বাভাবিক পথেই ফল সহিত রম্ভাবৃক্ষ, ক্রমুক (সুপারি) স্তম্ভের আরোপ ইত্যাদি বস্তু এবং পূর্ণকুম্ভ সমূহদ্বারা ঐ নগরীকে রোমাঞ্চিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঐ নগরীর সকল দিকেই পরিখা (গড়) ছিল। ঐ সকল পরিখার তীরও অত্যন্ত পরিষ্কৃত। এই পরিখার জলদ্বারা ঐ নগরীকে যেন ঘর্ম্ম-জলে আপ্লুত বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

অনন্তর বৃন্দাবনপতি পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে, পূর্ব্বকালে যে সকল খেচরী, বৃন্দাবনের লীলা পূর্ব্বে দর্শন করিতে পারে নাই ; তৎকালে তাহাদের কোন এক অপূর্ব্ব বর্ণনা, নিঃশেষ রূপে বর্ণন করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

তাহাই দেখুন, দেখুন ; :—এই সকল রমণী অসূর্য্যম্পশ্যা অর্থাৎ অন্তঃপুর-

(ক) বৃন্দাবনচরিতমস্য দৃষ্টবচ্চরীণাং বৃন্দাবন-গৌরানন্দপাঠঃ।

মহসি সর্ব্বংসহতয়া ললাটন্তপ-তপন-তপ্ততাং গতাস্তথা বাচংযমা অপ্যমূঃ স্বনিবারকান্ প্রতি পুনরপ্রিয়ম্বদতাপদতয়া পরন্তপতামাপুরিতি ॥ ১৬ ॥

যত্র সতি ;—

অপূর্ব্বং পূর্ব্বর্ত্মন্যসিতসিতচন্দ্রৌ বিলসত-
স্তদূর্দ্ধং হর্ম্ম্যাগ্রে কিল কমলবন্যা বিকসতি।
বকীজিদ্রামৌ বা বনবিহৃতিশীলাবিহ পুরে
নিরীক্ষন্তে রামা যদি তদতিচিত্রং বিজয়তে ॥ ১৭ ॥

তা এতা কৃষ্ণদর্শনমহসি উৎসবে সর্ব্বংসহতয়া ললাটং তপতি যঃ সূর্য্যস্তেন তপ্ততাং গতাঃ তথা বাচংযমা নিয়মপূর্ব্বকং বাগ্‌রহিতা অপি অমূঃ অপ্রিয়ং কটুং বদন্তি যা স্তাসাং ভাবঃ অপ্রিয়ম্বদতা তস্যাঃ স্থানতয়া আস্পদতয়া পরন্তপতাং প্রাপ্তাঃ ॥ ১৬ ॥

রামকৃষ্ণদর্শনানন্তরং রমণীনাং ভাবং কথয়তি—অপূর্ব্বমিতি। পূর্ব্ববর্ত্মনি অসিতসিতচন্দ্রৌ কৃষ্ণচন্দ্রশুক্লচন্দ্রৌ কৃষ্ণরামৌ অপূর্ব্বং যথাস্যাৎ তথা বিলসত স্তস্য বর্ত্মন উর্দ্ধং অট্টালিকায়া অগ্রে কমলবন্যা পদ্মততি বিকসতি প্রফুল্লতি বনবিহারশীলৌ কৃষ্ণরামৌ ইহ পুরে রামা যন্নিরীক্ষন্তে তদতিচিত্রং অত্যাশ্চর্য্যং বিজয়তে ॥ ১৭ ॥

চারিণী হইয়া যেন সূর্য্যকেও দর্শন করে নাই, তথাপি কৃষ্ণ দর্শোনোৎসবে সর্ব্ব দুঃখ সহ্য করিয়া সূর্য্যতাপে তাপিত হইয়াছে। এবং ইহারা নিয়ম পূর্ব্বক মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াও কটুভাষিণী রমণীগণের আস্পদ স্বরূপে যাহারা শত্রুদিগকে তাপ দেয়, তাহাদের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্ব পথে কৃষ্ণচন্দ্র এবং শুক্লচন্দ্র অপূর্ব্বভাবে বিরাজ করিতেছেন। সেই পথের উর্দ্ধে, অট্টালিকার অগ্রভাগে কমলশ্রেণী প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। রমণীগণ বনবিহারশীল কৃষ্ণ বলরামকে এই মধুপুরে যে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

অহহ ! মধুপুরীয়ং কৃষ্ণ-মাধুর্য্যসঙ্গা-
ল্লসতি মধুপুরীব প্রেক্ষ্যতামালিবর্গ !।
অপি চ সুবদনাভিশ্চন্দ্রশালাঃ সমন্তা-
দতিজবমধিরূঢ়াশ্চন্দ্রশালাঃ স্ফুরন্তি ॥ ১৮ ॥

এতাঃ কুণ্ডলিতৈককর্ণলতিকা দত্তাঞ্জনৈকেক্ষণা
লাক্ষারঞ্জনমঞ্জুলৈকচরণাঃ সম্বস্ত্রিতৈকস্তনাঃ।
ইত্যেকৈকবিধা হরিং প্রতি যযুস্তন্নাদ্ভুতং মন্যতাং
যস্মাদাযযুরেকসর্গগতিতামাকর্ণ্য তস্যা গতিম্ ॥ ১৯ ॥

পুনস্তাসাং বর্ণনা, হে আলিবর্গ সখীবৃন্দ ! অহহেতি হর্ষে। ইয়ং মধুপুরী কৃষ্ণমাধুর্য্যসঙ্গাৎ মধুপুরীব মধুনামালয়মিব নর্মতি প্রেক্ষ্যতাং দৃশ্যতাং তথা সুবদনাভিরাভিরতিজবং চন্দ্রশালা অত্যুচ্চ গৃহং চন্দ্রস্য শালা গৃহং মণ্ডলমিব স্ফুরন্তি ॥ ১৮ ॥

অতিজবেন গমনেন তাসামবস্থাং বর্ণয়তি এতা ইতি। কুণ্ডলবিশিষ্টা একা কর্ণলতিকা প্রশস্তঃ কর্ণো যাসা‘ তাঃ দত্তমঞ্জনমেকস্মিন্ ঈক্ষণে যাভিস্তাঃ সংবস্ত্রিতমাচ্ছাদিতমেকং স্তনং যাসাং তাঃ ইতি এবং প্রকারেণ একৈকবিধা একৈকপ্রকারা যাসাং তা যৎ হরিং প্রতি যযু স্তন্নাশ্চর্য্যং

হে সখীগণ ? ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ? এই মধুপুরী শ্রীকৃষ্ণের মাধুরীর সংসর্গে মধুপুরী অর্থাৎ মধুসমূহের আলয়ের মত শোভা পাইতেছে, দর্শন কর। এবং সুবদনা নারীগণ, চারিদিকে অত্যন্ত বেগে যে সকল চন্দ্রশালা বা অত্যুচ্চ গৃহে আরোহণ করিয়াছিল, সেই সকল নারী চন্দ্রের গৃহ বা চন্দ্রমণ্ডলের মত শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

এই সকল রমণীদের মধ্যে কোন কোন রমণী এক কর্ণে কুণ্ডল পরিয়াছিল; কেহ কেহ এক চক্ষে কজ্জল পরিয়াছিল; কেহ কেহ এক চরণে মনোহর অলক্তক দিয়া ছিল, কেহ কেহ বা একটী মাত্র স্তন বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিল। এইরূপে প্রত্যেকের এক এক প্রকার কার্য্য ঘটিলেও তাহারা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্য বোধ করিও না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সকলেই এক প্রকার উৎসাহে যাত্রা করিয়াছিল (ক)॥ ১৯ ॥

(ক) ইহাকে বিভ্রমনামক ভাব বলা যায়। প্রিয় বস্তুর আগমনে হর্ষ ও অনুরাগাদি বশতঃ ত্বরা জন্মে, সেই ত্বরাবশতঃ যে অস্থানে ভূষণাদির বিন্যাস তাহার নাম বিভ্রম।

স্নানেন দ্রুতমুজ্‌ঝিতেন বপুষি প্সানেন হৃন্মারুতে
ব্রীড়েনাভিনিবেশমাত্মনি জবাদুজ্‌ঝন্ত্য এব স্ত্রিয়ঃ।
বস্ত্রাণাং চ বিপর্য্যয়েণ নিখিলব্যত্যাসবিজ্ঞাপিকাঃ
শ্রীকৃষ্ণং পরিতঃ সমাযযুরমূর্ধিষ্ণ্যাদধিষ্ণ্যাদপি ॥ ২০ ॥

মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ
কর্ষন্নপি দ্রাগদদান্মহোৎসবম্।
গজেন্দ্রলীলেন মৃগেন্দ্রবিক্রমে-
ণাম্ভোধিজানন্দকরেণ চাত্মনা ॥ ২১ ॥

মন্থ্রা:, যস্মাৎ তস্যা গতিমাকর্ণ্য একসর্গগতিতাং একস্মিন্ সর্গে উৎসাহে গতি র্যাত্রা যাসাং তদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১৯ ॥

পুন স্তদ্বর্ণয়তি—অমূঃ পুরনার্য্যো ধিষ্ণ্যাৎ গৃহাৎ অধিষ্ণ্যাৎ মার্গাদপি পরিতঃ কৃষ্ণং সমাযযুঃ কথং তদাহ বপুষি উজ্‌ঝিতেন স্নানোপলক্ষিতাঃ তথা হৃন্মারুতে প্রাণে প্সানেন ভক্ষণেন অভিনিবেশমুজ্‌ঝন্ত্য স্তথা ব্রীড়েন লজ্জয়া আত্মনি চিত্তে জবাদভিনিবেশমুজ্‌ঝন্ত্য এব তথা বস্ত্রাণাঞ্চ বিপর্য্যয়েণ পরিধেয়োত্তরীয়বৈপরীত্যেন নিখিলানাং বেশভূষাদীনাং পরিবর্ত্তস্য বিজ্ঞাপিকাঃ সত্যঃ ॥ ২০ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণ স্তাসামানন্দোৎসবং দত্তবানিতি খেচরী বর্ণয়তি—মনাংসীতি। অরবিন্দ-লোচনঃ গজেন্দ্রইব লীলা ক্রীড়া গতি র্যস্য অথচ মৃগেন্দ্রঃ সিংহ ইব বিক্রমো যত্র তথা অম্ভোধিজা লক্ষ্মী স্তস্যা আনন্দকরেণ আত্মনা শ্রীমূর্ত্ত্যা তাসাং মনাংসি কর্ষন্নপি মহোৎসবং দত্তবান্ ॥ ২১ ॥

কোন কোন রমণী অস্নাত শরীরে, কেহ কেহ আহার ব্যতীত প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া, কেহ কেহ হৃদয়ের সংরূঢ় লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া এবং কেহ কেহ রমণী, বিপরীতভাবে পরিধেয় এবং উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া; এইরূপে সকল বেশভূষার পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক গৃহ হইতে এবং পথ হইতে শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে আগমন করিয়াছিল ॥ ২০ ॥

তৎকালে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ, গজেন্দ্রের মত গমন করিয়া, মৃগেন্দ্রের মত বিক্রম প্রদর্শন করিয়া, এবং সিন্ধুনন্দিনী কমলাদেবীর আনন্দ-দায়িনী শ্রীমূর্ত্তি দ্বারা ঐ সকল রমণীদিগের মন আকর্ষণ করিয়াও অত্যন্ত উৎসব দান করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

আসীদ্‌যচ্ছ্রুতমেব মানসহরং তদ্দৃষ্টিবর্ত্মাগতং
তচ্চাথ স্বয়মেব দৃষ্টিসুধয়া স্বং সেক্তুমুদ্যন্মহঃ !
আকৃষ্যাত্মনি তচ্চ লোচনগুণেনাসন্ যদা তাস্তদা
তৎস্ফূর্ত্তিচ্ছবিগহ্বরস্থিততয়া তদ্দূরতাং নাবিদুঃ ॥ ২২ ॥

(ক) পদ্মিন্যস্তাশ্চলতনুযুজঃ ফুল্লবক্ত্রারবিন্দাঃ
প্রাসাদাগ্রং হরিপরিচয়ায়াধিরূঢ়াঃ সমন্তাৎ।
যাবদ্‌যাবৎ পথি সুমনসাং বৃষ্টিমাচেরুরুচ্চৈ-
স্তাবত্তাবদ্বত সুমনসাং বৃদ্ধিমেবাভিজগ্মুঃ ॥ ২৩ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তাসামবস্থাং খেচরীবাক্যেন কথয়তি—আসীদিতি। যদ্‌যদা যদ্বস্তু শ্রুতমেব মানসহরমাকর্ষকমাসীৎ তদ্দৃষ্টিপথমাগতং তচ্চ বস্তু স্বয়মেব দৃষ্টিসুধয়া স্বমাত্মানং সেক্তুং উদ্যন্ মহ উৎসবো যস্মাত্তৎ। তচ্চ বস্তু লোচনগুণেন আত্মনি চিত্তে আকৃষ্য আসীৎ তদা তা স্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্ফূর্ত্তের্যা চ্ছবিঃ শোভা তস্যাং যৎস্থিতং স্থিতি স্তস্য ভাব স্তয়া তস্য কৃষ্ণস্য দূরতাং নাবিদুর্নবিদিতবত্যঃ ॥ ২২ ॥

পুনঃ খেচরীণাং বাক্যং বর্ণয়তি—পদ্মিন্য ইতি। তাঃ পদ্মিন্য উত্তমাঃ স্ত্রিয়ঃ চলয়া চঞ্চলয়া তন্বা যুজ্যন্তে চলতনুযুজঃ তথা ফুল্লমুখপদ্মাঃ হরেঃ পরিচয়ায় দর্শনায় সমন্তাৎ প্রাসাদাগ্রমধিরূঢ়াঃ সত্যঃ যাবদ্‌যাবৎ পথমধ্যে কৃষ্ণোপরি উচ্চৈঃ সুমনসাং পুষ্পাণাং বৃষ্টিমাচেরুস্তাবত্তাবৎ সুমনসাং দেবানাং সাধূনাং বা বৃদ্ধিং হর্ষদায়িতামভিজগ্মুঃ ॥ ২৩ ॥

তৎকালে যে যে বস্তু শোনা গিয়াছিল, সেই সমস্ত বস্তুই মনোহর বা আকর্ষক হইয়াছিল। তদীয় দৃষ্টিপথাগত সেই বস্তু, দৃষ্টিসুধাদ্বারা অভিষেক করিতে উৎসবান্বিত হইয়াছিল। সেই বস্তু চক্ষুর গুণে চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। তৎকালে ঐ সকল নারীগণ, শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তির শোভারূপ গহ্বরে অবস্থান করাতে শ্রীকৃষ্ণ যে দূরবর্ত্তী, ইহা জানিতে পারিল না ॥ ২২ ॥

ঐ সকল পদ্মিনী রমণীগণ চঞ্চল শরীরে এবং প্রফুল্লমুখে কৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত প্রাসাদের চারিদিকে আরোহণ করিয়া যেমন যেমন পথ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উপরে

(ক) ঔৎসুক্যাধিক্যেন পূর্ব্বারোহিতহর্ম্ম্যাগ্রাৎ সকাসাৎ প্রাসাদাগ্রমারোঢ়ুং চঞ্চলদেহযুক্তা ইত্যর্থঃ। আ।

তদেতৎ খেচরীণাং বচনমনূদ্য কথকেন স্বয়মুদ্যতে স্ম ॥২৪॥

তেঽমী বিপ্রা মম শিরসি সম্বাসমাসাদয়ন্তাং
যে দুর্ধর্ষংসং সুরমুনিবরৈরপ্যবজ্ঞায় কংসম্।
সদ্গন্ধাম্ভঃ কুসুমদধিভিঃ সাক্ষতৈঃ পূর্ণপাত্রৈঃ
প্রত্যুদ্গাম্য স্বয়মনুযযুঃ কৃষ্ণমভ্যর্চ্চনায় ॥ ২৫ ॥

ঊচুঃ সর্ব্বেঽপি পৌরা যদপি পশুভৃতস্তেঽপি সর্ব্বেঽতিপুণ্যা-
স্তন্নারীণাং তথাপি স্ফুটতরমহিমা মোহমন্তস্তনোতি।
এতা মাধুর্য্যপূরং ন তু পরমপরং চেতসা সন্দধানাঃ
কৃষ্ণং রামঞ্চ লোকাদ্ভুতমহবপুষং শশ্বদালোকয়ন্তি ॥ ২৬ ॥

তদেবং খেচরীণাং বাক্যং বর্ণয়িত্বা কথকো যদ্বদত্তে তৎ স্বয়ং কবি র্ব্বর্ণয়তি—তদেতদিতি-সুগমং ॥ ২৪ ॥

তত্র কথকবিধানং লিখতি—তেঽমীতি। যে বিপ্রাঃ সুরমুনিবরৈদুর্ধর্ষংসং কংসমবজ্ঞায় সদ্গন্ধাম্ভঃ উত্তমগন্ধযুক্তজলঞ্চ কুসুমঞ্চ দধিচ তৈঃ অক্ষতেন সহ যানি পূর্ণপাত্রাণি তৈঃ প্রত্যুদ্গাম্য সম্মুখমাগত্য স্বয়মভ্যর্চ্চনায় কৃষ্ণমনুযযুরনুগতাঃ তেঽমী বিপ্রা মম শিরসি সম্বাসমাসাদয়ন্তাং সঙ্গমিতা ভবন্তু ॥ ২৫ ॥

পুন স্তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—ঊচুরিতি। সর্ব্বেঽপি পৌরাঃ পুরবাসিজনা ইত্যূচুঃ যদপি পশুভৃতো গোপা স্তদপি তেঽপি সর্ব্বে অতিপুণ্যা স্তথাপি তত্রাপি তাসাং নারীণাং স্ফুটতর-মহিমা অন্তশ্চিত্তে মোহং তনোতি। এতা গোপ্যঃ অস্য কৃষ্ণস্য মাধুর্য্যপূরং চেতসা সন্দধানা নতু পরং ভিন্নমপরমৈশ্বর্য্যাদিকং সন্দধানাঃ সত্যঃ লোকানামদ্ভুতো মহ উৎসবো যস্মাৎ এবম্ভূতং বপুর্যস্য তং কৃষ্ণং রামঞ্চ সর্ব্বদা আলোকয়ন্তি বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্ ॥ ২৬ ॥

পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল, সেই সেই রূপেই তাহারা দেবতা বা সাধুগণের হর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥

খেচরীদিগের এইরূপ বাক্য অনুবাদ করিয়া কথক স্বয়ং বলিতে লাগিল ॥২৪॥

যে সকল ব্রাহ্মণগণ সুরবর এবং মুনিবরগণের অজেয় কংসকে অবজ্ঞা করত উত্তম গন্ধ যুক্ত জল, পুষ্প, দধি এবং অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) সহকৃত পূর্ণপাত্র সমূহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক স্বয়ং পূজা করিতে শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণেরা আমার মস্তকে আরোহণ করুন ॥ ২৫ ॥

পুরবাসিগণ সকলেই বলিয়াছিল যে, এই গোপগণ সকলেই অত্যন্ত

তদেবং স্থিতে তত্রাবস্থিতে চ কৌতুকসতৃষ্ণে শ্রীকৃষ্ণে কৃতপরিজনসঙ্ঘসঙ্গততয়া রঙ্গকারঃ কশ্চিন্নর্দ্দদ্গার্দ্দভসহস্রমর্দ্দয়ং স্তির্য্যগ্বর্ত্মনা পর্য্যাগাৎ ॥ ২৭ ॥

পর্য্যাগতে চ তস্মিন্নসাবসন্মানমর্দ্দনঃ ক্রীড়াধৃতগোবর্দ্ধনশ্চিন্তিতবান্। নূনমনূনবর্গস্য দূনসর্ব্বস্য তস্য সপরিকরস্য পর্ব্বপরিধানসামগ্রী সম্যগ্রীতিরিয়মনেন প্রণীয় নীয়তে। পুরপ্রবেশায় মঙ্গলং চেদমাত্মনো বেশায় নেষ্যামঃ। তস্মাৎপ্রথমতস্তৎপরাহৃতিপুণ্যাহং নির্ব্বাহয়ং স্তাবদেনং যাচনরচনেন

অধুনা কংসভয়জননার্থং তস্য কৃত্যং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যদ্বয়েন। কৌতুকে তৃষ্ণয়া সহ বর্ত্তমানে শ্রীকৃষ্ণে তত্ররাজপথেঽবস্থিতে সতি কৃতঃ পরিজনসমূহঃ সঙ্গে যস্য তদ্ভাবতয়া কশ্চিৎ রঙ্গকারঃ নর্দ্দৎ শব্দায়মানং যৎ গর্দ্দভসহস্রং তদর্দ্দয়ন চালয়ন্ তির্য্যগ্বর্ত্মনা গ্রাম্যপথেন পর্য্যাগাৎ পরিপ্রাপ্তঃ ॥ ২৭ ॥

পর্য্যাগতে চ তস্মিন্ রজকে অসতাং মানং গর্ব্বং মর্দ্দয়তি পীড়য়তি যোঽসৌ ক্রীড়য়া ধৃতগোবর্দ্ধনঃ কৃষ্ণশ্চিন্তিতবান্ নূনং নিশ্চিতমনূনমত্যুচ্চং গর্ব্বো যস্য তথা দূনা স্তাপিতাঃ সর্ব্বে যেন, পরিকরৈঃ সহ বর্ত্তমানস্য তস্য কংসস্য পর্ব্বণি যা পরিধানসামগ্রী তস্যা সম্যগ্রীতিঃ রূপতত্ত্বমিয়ং অনেন রজকেন প্রণীয় রঞ্জয়িত্বা নীয়তে। পুরপ্রবেশায় ইদঞ্চ মঙ্গলমাত্মনো বেশায় নেষ্যামঃ। তস্মাৎ প্রথমত স্তস্য পরাহৃতিপুণ্যাহং নির্ব্বাহয়ন্ নির্ব্বাহং কুর্ব্বন্ এনং

পুণ্যাত্মা। তাহা হইলেও তাহাদের নারীগণের মাহাত্ম্য আমার অন্তঃকরণে মোহ বিস্তার করিতেছে। কারণ, এই সকল গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যপ্রবাহ মনোদ্বারা সন্ধান করিয়া অথচ অন্যান্য ঐশ্বর্য্যাদির সন্ধান না করিয়া, অলৌকিক, উৎসবপ্রদ দেহধারী কৃষ্ণ এবং বলরামকে সর্ব্বদা দর্শন করিবে ॥ ২৬ ॥

অতএব এইরূপ ঘটনার পর, শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক দর্শনে সতৃষ্ণ হইয়া সেই রাজপথে অবস্থান করিলে, কোন একজন রঙ্গকার (রজক) পরিজনবর্গ সমভিব্যাহারে শব্দকারী সহস্র গর্দ্দভকে চালিত করিয়া গ্রাম্য পথ দিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৭ ॥

সেই রজক উপস্থিত হইলে অসাধুগণের গর্ব্ব বিনাশী এবং অবলীলায় গোবর্দ্ধন ধারী সেই শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। নিশ্চয়ই অত্যন্ত গর্ব্বিত সকলের পীড়াপ্রদ, পরিজন-বর্গ-বেষ্টিত সেই দুরাত্মা কংসের উৎসব কালে পরিধান

জাতক্রোধমাচর্য্য পুনরতিচর্য্য স্ফুটমপচর্য্য চ তদেতদাচ্ছাদন-বৃন্দমাচ্ছিন্দানীতি ॥ ২৮ ॥

প্রকাশমপি সহাসাভাসমাহ স্ম ॥ ২৯ ॥

"দেহ্যাবয়োঃ সমুচিতান্যঙ্গ! বাসাংসি চার্হতোঃ।
ভবিষ্যতি পরং শ্রেয়ো দাতুস্তে নাত্র সংশয়ঃ" ॥ইতি॥৩০॥

রজকঃ স তু রজসা তমসা চ মনসি ব্যাপ্তঃ সর্ব্বত্র লব্ধ-খ্যাতেস্তস্য দানবারাতেঃ প্রভাবং শৃণ্বন্নপি ন হৃদি স্পৃষ্টবান্। তৎপর্য্যবসায়িবস্ত্রাণামমীষাং তৎপ্রভাবাদেব তত্র সমাগমং কংসপ্রভাবাদেবেতি পরামৃষ্টবান্। তেন তেন দৃশি ব্যাপ্তশ্চ

রজকং যাচনবাক্যেন জাতক্রোধমাচর্য্য পুনরতিচর্য্য বলাৎকারোদ্যমং কৃত্বা স্ফুটমপচর্য্য তস্যা-[illegible]তমাচর্য্য তদেতদ্বস্ত্রবৃন্দং আচ্ছিন্দানি লুণ্ঠয়ানি ॥ ২৮ ॥

ততঃ প্রকাশং যদাহ—তৎ স্বল্পগদ্যেন নির্দ্দিশতি প্রকাশেতি। সুগমং ॥ ২৯ ॥

তত্র যাচনে শ্রীভাগবতীয়পদ্যং লিখতি—দেহীতি। অর্হতো যোগ্যয়োরাবয়োঃ হে অঙ্গ প্রিয় সমুচিতানি বাসাংসি দেহি, তথা চেৎ দাতুস্তে পরং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি অত্র সংশয়ো নেতি ॥ ৩০ ॥

তন্নিশম্য [illegible] রজকঃ সেঙ্গিতং হাস্যং চকারেতিগদ্যেনাহ—রজক ইতি। সতু রাজোগুণেন তমোগুণেন চ মনসি ব্যাপ্তঃ সর্ব্বত্র লব্ধখ্যাতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভাবং শৃণ্বন্নপি হৃদি ন স্পৃষ্টবান্, কিন্তু তত্র কংসে পর্য্যবসাতুং শীলমেষাং তানি চ তানি বস্ত্রাণি চেতি তেষাং। তস্য কংসস্য প্রভাবাদেব

সামগ্রীর এইরূপ তত্ত্ব, সেই রজক রঞ্জিত করিয়া লইয়া যাইতেছে। পুর প্রবেশের জন্য এইরূপ মঙ্গলই নিজ বেশের জন্য গ্রহণ করিব। অতএব প্রথমেই তাহার পরাভবের পুণ্যাহ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক প্রার্থনা বাক্যে এই রজককে রাগান্বিত করিয়া অত্যন্ত বল প্রদর্শন করিব। এবং প্রকাশ্যে তাহার অমঙ্গল করিয়া এই সকল বস্ত্ররাশি লুণ্ঠিত করিব ॥ ২৮ ॥

অনন্তর প্রকাশ্যভাবেও আভাস মাত্র হাস্যরস প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। হে প্রিয়! আমরা উভয়েই উপযুক্ত। অতএব তুমি আমাদিগকে সমুচিত বস্ত্র সকল প্রদান কর। তুমি যদি দান কর তাহা হইলে তোমার পরম মঙ্গল হইবে; এই বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ২৯—৩০ ॥

কিন্তু সেই রজকের মনে রজোগুণ এবং তমোগুণ ব্যাপ্ত থাকায় সর্ব্বত্র লব্ধ-

ফণধারীন্দ্রবারীন্দ্রনাকচারীন্দ্রপ্রভৃত্যুপহারী কৃতদীব্যদ্দিব্যবস্ত্র-সম্বস্ত্রণমপি তস্য ন দৃষ্টবান্ ততশ্চাসাবুদ্ভাসুরাসুরভাব-স্তদনুভাবমননুভূয় দূয়মানতয়া বহু জহাস ॥ ৩১ ॥

"ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ।
পরিধত্ত কিমুদ্বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ ॥
যাতাশু বালিশা মৈবং প্রার্থ্যং যদি জিজীবিষা।
বধ্নন্তি ঘ্নন্তি লুম্পন্তি দৃপ্তং রাজকুলানি বৈ ॥"

ইত্যাদিনা ॥ ৩২ ॥

তত্র রাজালয়ে সমাগমং পরামৃষ্টবান্। তেন তেন হেতুনা দৃশি জ্ঞানে ব্যাপ্তঃ স্বরূপজ্ঞানরহিতঃ অতএব ফণধারীন্দ্রোঽনন্তঃ বারীন্দ্রো বরুণো নাকচারীন্দ্রঃ শচীপতি স্তৎ প্রভৃতিভিরুপহারীকৃতং যৎ দীব্যৎ দ্যোতমানং দিব্যবস্ত্রং তেন সংবস্ত্রণং সমাচ্ছাদনং তস্য কৃষ্ণস্য ন দৃষ্টবান্। উদ্ভাসুরঃ প্রকাশমানোঽসুরভাবো যস্য সঃ, তস্য কৃষ্ণস্যানুভবং অননুভূয় অপরিলোচ্য শ্রীকৃষ্ণবাক্যেন উত্তপ্ততয়া বহু জহাস ॥ ৩১ ॥

তত্তু শ্রীভাগবতীয়পদ্যেন বর্ণয়তি—ঈদৃশান্যেবেতি। "ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ। পরিধত্ত কিমুদ্বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ।" "যাতাশু বালিশা মৈবং প্রার্থ্যং যদি জিজীবিষা। ঘ্নন্তি বধ্নন্তি লুম্পন্তি দৃপ্তং রাজকুলানি হে"তি উদ্বৃত্তা রাজতো নিঃশঙ্কচেষ্টাঃ কিং কথং বা রাজকুলানি রাজকীয়া লুম্পন্তি নিঃস্বং কুর্ব্বন্তি ॥ ৩২ ॥

কীর্ত্তি সেই দানকারি শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব শ্রবণ করিলেও সেই রজক তাহা হৃদয়ে ধারণ করিল না। কিন্তু ঐ সকল কংসাধিকৃত বস্ত্রগুলির কংসের প্রভাবেই ঐ রাজভবনে আনীত হইয়াছে, ইহা বলিতে লাগিল। রজঃ এবং তমোগুণে তাহার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হওয়ায় এবং শ্রীকৃষ্ণের না থাকাতে শ্রীকৃষ্ণের দেহ যে দেবদত্ত, প্রদীপ্ত, ও দিব্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহা ঐ রজক দর্শন করিল না। কারণ অনন্ত সর্প, বরুণ এবং দেবরাজ ইন্দ্রপ্রভৃতি মহাত্মগণ, ঐ বস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিয়াছিলেন। অনন্তর রজকের অসুরভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ায় তখন সে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিল না। তাহা-তেই রজক শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে উত্তপ্ত হইয়া বহুতর উপহাস করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০ম। ৪১অঃ। ৩৫। ৩৬। শ্লোকে) যেরূপ উপহাস

তদনু চ ;—

উপহসন্তমসন্তমমুং সরন্
সরজসং রজকং ব্রজরাজজঃ।
নিজকরং কলয়ন্ করবালভং
সপদি লাবনিভং বিলুলাব তম্ ॥ ৩৩ ॥

তদুপহাসবাক্যং নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তৎ কথয়তি—উপেতি। অসন্তং নিন্দাস্পদং রজোগুণসহিতমমুং রজকং ব্রজরাজজঃ কৃষ্ণো গচ্ছন্ নিজকরং করবাল ইব ভা দীপ্তির্যস্য করবাল তুল্যচ্ছেদকারকং কৃত্বা সপদি তৎক্ষণাৎ লাবপক্ষিতুল্যং তং বিলুলাব চ্ছিন্নবান্ ॥ ৩৩ ॥

বাক্য উক্ত হইয়াছে, তাহাই এই স্থানে প্রদর্শিত হইতেছে। "তোমরা নিত্যই পর্ব্বতে এবং বনে বিচরণ করিয়া থাক। অতএব হে মর্য্যাদানভিজ্ঞ! রাজ ভয়ে ভীত না হইয়া কেন তোমারা এইরূপ রাজকীয় বস্ত্র সকল ইচ্ছা করিতেছ। এই বস্ত্র পরিধান করা তোমাদের উচিত নহে। হে মূঢ়গণ! শীঘ্র গমন কর। যদি জীবনের আশা থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার কখনও এইরূপ প্রার্থনা করিও না। এই রাজবংশীয় লোক সকল গর্বিত ব্যক্তিকে বধ করে, বন্ধন করে এবং বিলোপ সাধান করিয়া থাকে" ॥ ৩২ ॥

তৎপরে নিন্দাস্পদ এবং রজোগুণযুক্ত রজক যখন উপহাস করে, তখন ব্রজরাজ কুমার শ্রীকৃষ্ণ, তাহার নিকটে গমন করিয়া এবং আপনার বাহুকে করবাল তুল্য চ্ছেদনকারক করিয়া লাব পক্ষীর (ক) মত তৎক্ষণাৎ তাহাকে চ্ছেদন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

(ক) লাব পক্ষীকে দেশ বিশেষে লড়ুয়া বলে। পানকৌড়ির মত জলচর পক্ষি বিশেষ।

অপাত্রজন্নথ রজকা হরের্দ্দিশঃ
পটাস্তু তে স্ফুটমলুঠন্ দৃশোঃ পথি।
স্বয়ং যযুর্যদভজমানতামমী (ক)
সমাসজন্নিহ ভজমানতামিমে ॥ ৩৪ ॥

তদা চ স্বকান্তিভিঃ কান্তীকৃতঘস্রং বস্ত্রাণাং পরঃসহস্র-মজস্রসুন্দরপুরন্দরস্তদিদং তদিদং গৃহ্যতাং গৃহ্যতামিতি সখিভিঃ প্রের্য্যমাণতয়া বিচার্য্য তেষু (খ) স্বপরিধার্য্যমসক্লন্নিঃসার্য্য

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—অপাত্রজন্নিতি। অথ অনন্তরং তদনুচরা রজকাদয়ো হরে দ্দিশঃ সকাশাৎ দিশঃ সর্ব্বাঃ অপাত্রজন্ অপগতাঃ, পটা বস্ত্রাণি নেত্রয়োর্বর্ত্মনি স্ফুটমলুঠন্ লুঠিতা অমী পটা ভজমানতাং সেব্যমানতাং স্বয়ং যযুস্তদা ইমে কৃষ্ণাদয়ঃ ভজমানতাং আদানতাং সমাসজন্ সংগতাঃ ॥ ৩৪ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণো যদাচরিতবান্ তৎ বর্ণয়তি—তদাচেতি গদ্যেন। সংশ্চাসৌ মত্তবনগজরাজশ্চেতি স ইবায়ং কৃষ্ণো নগর্য্যাং বিজহার। কথং তদাহ অজস্রসুন্দরপুরন্দরঃ সদাসুন্দরাণাং দেবেন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। স্বকান্তিভিঃ কান্তীকৃতঃ শোভা বিশিষ্টীকৃতো ঘস্রঃ প্রকাশো যস্য তৎ বস্ত্রাণাং পরঃসহস্রং তদিদং ইদং গৃহ্যতাং গৃহ্যতামিতি সখিভিঃ প্রের্য্যমাণতয়া প্রেরিতত্বেন বিচার্য্য তেষু

অনন্তর তদীয় অনুচর রজক সকল শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অন্যদিকে পলায়ন করিল। ঐ সকল বস্ত্র প্রকাশ্যে সকলেরই চক্ষের সম্মুখে ভূপতিত রহিল। বস্ত্র সকল স্বয়ংই তাঁহাদের সেব্য হইয়াছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

তৎকালে উৎকৃষ্ট বন্য গজরাজের মত সেই শ্রীকৃষ্ণ নগরী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ কালে সহোদর বলরাম এবং সহচরবর্গ তাঁহার সঙ্গে ছিল। যাহারা সর্ব্বদাই সুন্দর, তাহাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তৎকালে যে সকল বস্ত্র, কৃষ্ণের নিজপ্রভাদ্বারা শোভা সমন্বিত হইয়াছিল, "সেই সহস্রাধিক বস্ত্র, তোমরা গ্রহণ কর, তোমরা গ্রহণ কর" এই বলিয়া বন্ধুগণ দ্বারা

(ক) কস্মাদলুঠন্নিত্যত্রাহ যদ্ যস্মাৎ অমী পটাঃ স্বয়ং অভজমানতাং অলভ্যতাং যযুঃ। স্বয়ং লভ্যতাং ন প্রাপুরিত্যর্থঃ। যুক্তমৌপয়িকং লভ্যং ভজমানাভিনীতবদিত্যমরঃ। আ।

(খ) স্বপরিধার্য্যং। ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌর পাঠঃ।

সহসহজসহচরবারঃ পরিধার্য্য নিধার্য্য নিধার্য্যচূড়ামণিতয়া সর্ব্ব-নির্দ্ধার্য্যঃ সমত্তবনগজরাজ ইব নগর্য্যাময়ং বিজহার ॥ ৩৫ ॥

বিহরতি চ বিহসদ্বহুসংখ্যাবস্মিন্ প্রখ্যাতগুণতয়া সর্ব্বাতি-শায়কঃ কশ্চিদ্বায়কঃ সমস্তমল্লতল্লজলীলাসমুচিতবিরচিতচেলা-লঙ্কারগতল্লিকাং বলয়ামাস ॥ ৩৬ ॥

যঃ খলু খলকংসভিয়া ব্রজমব্রজন্নপি নিজসম্বন্ধিজনগত্যা-গত্যাসন্নসুখসম্পন্নতদ্বার্ত্তয়া তং দ্রষ্টুমার্ত্তমানস আসীৎ ॥৩৭॥

বস্ত্রেষু মধ্যে অসকৃৎ বহু স্বপরিধেয়ং নিঃসার্য্য পৃথক্কৃত্য সহসহজসহচরবারঃ সহজেন রামেণ মিত্রসমূহেনচ সহ বর্ত্তমানঃ পরিধার্য্যনিধার্য্য পরিধার্য্যরূপেণ নিধার্য্য নির্দ্ধারয়িত্বা নিশ্চয়ং কৃত্বা নির্দ্ধার্য্যচূড়ামণিতয়া নির্ভয়কর্ম্মকারকাণাং চূড়ামণিতয়া পরমমান্যতয়া সর্ব্বেষাং নির্দ্ধার্য্যঃ নিশ্চিতঃ ॥ ৩৫ ॥

তদাতু কস্যচিৎ বায়কস্য ভাগ্যং বর্ণয়িতুমারেভে বিহরতিচেতিগদ্যেন। বিহসন্তো বহবঃ সখায়ো যস্য অস্মিন্ কৃষ্ণে বিহরতি চ সতি প্রখ্যাতো গুণো যস্য তদ্ভাবতয়া সর্ব্বাতিশায়কঃ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠঃ কশ্চিদ্বায়ক স্তন্তবায়ঃ সমস্তানাং মল্লতল্লজানাং মল্লশ্রেষ্ঠানাং যা লীলা ক্রীড়া তস্যাং সমুচিত-রূপেণ বিরচিতা যা চেলালঙ্কারমতল্লিকা বস্ত্রভূষণপ্রাশস্ত্যং। বলয়ামাস রচিতবান্ ॥ ৩৬ ॥

নিজসম্বন্ধিজনানাং তত্র গতেরন্তরং যা আগতি স্তয়া হেতুভূতয়াপন্না প্রাপ্তা যা সুখসম্পন্না তস্যা বার্ত্তা তয়া উপলক্ষিতস্তং দ্রষ্টুমার্ত্তমানসো ব্যগ্রমানস আসীৎ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উৎসাহিত হইতে লাগিলেন। তৎপরে বিচার করিয়া ঐ সকল বস্ত্রের মধ্যে বারংবার আপনার পরিধেয় বস্ত্র পৃথক্ করিয়া রাখিলেন। তখন কোন বস্ত্র পরিধেয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিলেন। যে সকল ব্যক্তি নির্ভয়ে কর্ম্ম করে, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে চূড়ামণি এবং পরম মান্য। তাহা সকলেই নিশ্চয় করিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন ঐরূপে বিহার করেন, তখন তাঁহার বহুতর সখা হাসিতে লাগিল। তখন প্রসিদ্ধ গুণসম্পন্ন কোন একজন তন্তুবায় সমস্ত মল্ল শ্রেষ্ঠদিগের ক্রীড়া বিষয়ের উপযোগী করিয়া সম্যক্‌রূপে, বিরচিত প্রশস্ত বস্ত্র ও ভূষণের ব্যবস্থা করিয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

ঐ তন্তুবায় নৃশংস কংসভয়ে ব্রজে গমন করে নাই। তথাপি তাহার নিজ

সম্প্রতি তু—

অপূর্ব্বমেকমত্রাসীৎ পূর্ব্বং নৈক্ষ্যত যৎ ক্বচিৎ।
তস্মৈ সদ্যো দদৌ রূপ্যং (০) সারূপ্যং স্বস্য কেশবঃ ॥৩৮॥
দৃষ্টস্তচ্ছায়য়া স্পৃষ্টঃ কুর্ব্বংস্তদ্বেশমেষ যঃ।
ত্যক্তস্তু ন তয়া ব্যক্তং সারূপ্যং তন্ন্যরূপ্যত ॥ ৩৯ ॥
অথবা তত্র তদাবেশমেব প্রশংসামঃ ॥ ৪০ ॥

তং প্রতি ভগবৎকৃপাং বর্ণয়তি—অপূর্ব্বমিতি স্বস্য রূপ্যং সুন্দরং সদ্য স্তৎক্ষণাৎ। অন্যৎ সুগমং ॥ ৩৮ ॥

তস্য সৌভাগ্যং বর্ণয়তি—দৃষ্ট ইতি। যত্র কৃষ্ণে ন দৃষ্টস্তস্যচ্ছায়য়া কান্ত্যা স্পৃষ্ট স্তস্য বেশং কুর্ব্বন্ তয়া কান্ত্যা ন ত্যক্ত স্তৎসারূপ্যং ব্যক্তং ন্যরূপ্যত নিরূপিতম্ ॥ ৩৯ ॥

ন খলু কান্ত্যা স্পৃষ্টত্বেন তৎসারূপ্যপ্রাপ্তিঃ কিন্তু তদাবেশ এব কারণমিত্যাহ—অথবেতি। তথাহীতি ॥ ৪০ ॥

আত্মীয়বর্গ ব্রজে গমন করিয়া পরে যখন সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসে; তখন তাহাদের আগমনে ব্রজের সুখ সম্বাদ শ্রবণ করে। তাহাতেই উক্ত তন্তুবায় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে ব্যাকুল চিত্ত হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

কিন্তু সম্প্রতি তথায় এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাহা পূর্ব্বে কেহ কখন ও দেখে নাই। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ ঐ তন্তুবায়কে আপনার সুন্দর সারূপ্য পদ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন তন্তুবায়কে দর্শন করেন, তখন তাহার শরীরে কৃষ্ণকান্তি সংক্রান্ত হইল। সুতরাং তন্তুবায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধারণ করিল, এবং কৃষ্ণরূপ তাহার দেহ হইতে অপসৃত হইল না। এইরূপে স্পষ্টই সারূপ্যপদ লক্ষিত হইয়াছিল। অথবা তাহার শরীরে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ বা আবির্ভাবকেই আমরা প্রশংসা করিয়া থাকি ॥ ৩৯—৪০ ॥

(০) উৎকর্ষেণ দদৌ। ত্যাদেশ্চ রূপ ইতি রূপ্য প্রত্যয়ঃ। আ।

তথাহি ;—

পেশস্কার্য্যাবেশাৎ, কীটস্তদ্রূপতাং চিরাদেতি।
কৃষ্ণাবেশঃ কিং নহি, বায়কমাশ্বেব কৃষ্ণবৎ কুরুতাম্ ॥৪১॥

তং বায়কপ্রকরনায়কমস্মি বন্দে
নির্ম্মঞ্ছয়ামি শিরসাতিরসাৎ প্রণৌমি।
যশ্চিত্রসীবনপটং মণিবেশবেশং
বেশং ন্যবেশয়দলং বলকেশবাঙ্গে ॥ ৪২ ॥

অথ যঃ খলু মথুরাগারঃ পরমসুভগাচারঃ কশ্চিন্মালাকারঃ সুদুষ্প্রাপপুষ্পায় প্রায়শঃ শ্রীবৃন্দাবনং মুহুর্ব্বিবন্দতি স্ম। বিন্দন্নপি স খলু ধন্যঃ শ্রীমদ্বন্যবেশং কেশবমপি পশ্যতি স্ম।

তত্তু দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—পেশেতি। কীটস্তৈলপায়ী পেশস্কার্য্যাবেশাৎ চিরাত্তদ্রূপতামেতি গচ্ছতি কৃষ্ণাবেশঃ শীঘ্রমেব বায়কং কৃষ্ণবৎ কিং নাহি কুরুতাং ॥ ৪১ ॥

কথক স্বভাগ্যমভিনন্দয়ন্ তং প্রণমতি—তমিতি। অহমভিরসাৎ মহানন্দাৎ শিরসা তং বন্দে নির্ম্মঞ্ছয়ামি প্রকর্ষেণ স্তৌমি। তং কিম্ভূতং বায়কসমূহস্য প্রধানং। যো বলস্য কৃষ্ণস্য চাঙ্গে অলং বেশং ন্যবেশয়ৎ, তং কিম্ভূতং চিত্রং যৎ সীবনং সূচীকর্ম্ম তদ্যুক্তং পটং যত্র তং তথা মণিভিযো বেশ স্তস্য বেশঃ শোভা যস্মাৎ তং ॥ ৪২ ॥

তদেবং বায়কং কৃতার্থীকৃত্য কঞ্চিন্মালাকারং কৃতার্থীকৃতবানিতি কথকঃ কথয়তি—

তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন, তৈলপায়ী কীট (তেলা পোকা) পেশস্কারী বা কাচ কীটের আবেশে বহুক্ষণ পরে সেইরূপ প্রাপ্ত হয়। অতএব কৃষ্ণের আবেশ কি তন্তুবায়কে শীঘ্র কৃষ্ণের মত করিবে না ? ॥ ৪১ ॥

কথক কহিলেন, যে সকল তন্তুবায় আছে, ঐ তন্তুবায় তাহাদের মধ্যে প্রধান। আমি পরমানন্দে ঐ তন্তুবায়কে বন্দনা করি, নির্ম্মঞ্ছন করি, এবং মস্তক দ্বারা প্রণাম করি। কারণ, ঐ তন্তুবায় শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের অঙ্গে এরূপ মনোহর বেশ সন্নিবেশিত করিয়াছিল যে, ঐ বেশ মধ্যে বিচিত্র সূচী কর্ম্মোচিত কৌশল সমুত্থিত বস্ত্র, এবং ঐ বেশ হইতে বিবিধ মণিময় বেশের ও শোভা সম্পাদিত হইত ॥ ৪২ ॥

অনন্তর কথক বলিতে লাগিলেন, মথুরাবাসী একজন পরম সদাচার সম্পন্ন

পশ্যন্নপি তত্রাবিশ্য পুষ্পাহরণমপদিশ্য তত্র চাভিনিবিশ্য যত্র যত্র যদাসৌ হরির্বিহরতি তত্র তত্র চ পুষ্পহারমুপহার-মুপহারং রচয়তি (ক) স্ম। তদপ্যাস্তামহো! তত্রাত্মীয়-সখ্যসুখধাম্নঃ সুদাম্নঃ সমনাম্নি মিত্রতামপি সোঽয়ং তোয়দ-সুন্দরঃ স্বয়মুরীকরোতি স্ম। তথা চ সতি স খল্বত্র বসতীতি সম্প্রতি সহসা সহ সহচারিভির্ব্বিচারিতবতা পরমসচ্চরিতবতা তেন নাগরান্ পৃচ্ছতা তেভ্যঃ সুখমুখরতাং গচ্ছতা তস্য গৃহ-মেবানুজগৃহে ॥ ৪৩ ॥

অথেত্যাদি মহাগদ্যেন। যঃ খলু মথুরাবাসঃ সরসসুভগকৃত্যঃ সুদুষ্প্রাপ্যপুষ্পার্থং শ্রীবৃন্দাবনং লভমানোঽপি স ধন্যঃ শোভাবিশিষ্টঃ বেশো যস্য তং শ্রীকৃষ্ণং। কেশবং পশ্যন্নপি তস্মিন্ কৃষ্ণে আবিশ্য চিত্তং লগ্নীকৃত্য পুষ্পাহরণমপদিশ্য চ্ছলং কৃত্বা তত্রচ কেশবে অভিনিবিশ্য রচয়তি স্ম রচিতবান্। আত্মীয়সখ্যস্য সুখধাম্নঃ সুখাশ্রয়স্য সুদামগোপস্য সমনাম্নি তুল্যাহ্বয়ে তস্মিন্ সোঽয়ং বারিদসুন্দরঃ কৃষ্ণঃ সখ্যতামপি স্বয়ং স্বীচকার। মিত্রতাং স্বীকুর্ব্বতি সতি স খলু সম্প্রতি সহসা অতর্কিতং যথাস্যাৎ সম্প্রতি বসতীতি মিত্রৈঃ সহ বিচারিতবতা পরমসচ্চরিত্রবিশিষ্টেনা-নেন কৃষ্ণেন নাগরান্ পৃচ্ছতা তেভ্যো নাগরেভ্যঃ সুখমুখরতাং মুখস্য সুখং প্রারম্ভ স্তং রাতি দদাতীতি তদ্ভাবতাং যচ্ছতা দানং কুর্ব্বতা অনুজগৃহে অনুগৃহীতবান্ অর্থাত্তত্র জগামেতি ॥ ৪৩ ॥

মালাকার (মালী) সুদুর্ল্লভ পুষ্পের জন্য প্রায়ই সদা সর্ব্বদা বৃন্দাবনে গমন করিত। বৃন্দাবন যাইবামাত্র ঐ ব্যক্তি ধন্য হইত। কারণ, সে বন্য বেশধারী শ্রীমান্ নন্দকুমারকে দর্শন করিতে পারিত। তাঁহাকে দেখিলেও সে শ্রীকৃষ্ণের উপর মন প্রাণ অর্পণ করিয়া পুষ্প চয়নচ্ছলে তদ্গত মনে, যে কালে যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেন সেই সেই স্থানে পুষ্পহার উপহার করিয়া প্রদান করিত। এ কথাও দূরে থাক, আহা! আত্মীয়গণের সুখাশ্রয় সুদাম নামক গোপের মত ইহার "সুদাম" এই নাম ছিল। তাহাতেই জলধরবৎ সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপর স্বয়ং বন্ধুত্বও করিয়াছিলেন। এইরূপ ঘটনা ঘটাতেই "সেই মালাকার নিশ্চয়ই এই স্থানে বাস করে" তখন সহসা সহচরবর্গের সহিত এইরূপ বিচার

(ক) রচয়তি স্ম ইত্যত্র ভ্রমতিস্ম ইতি বৃন্দাবনানন্দ গৌর পাঠঃ

স হি পূর্ব্বমেব তদাগমনমবকলয্য রিক্তপাণিতয়া মিলনে দোষং সংশয্য সুকুমারকুসুমসমূহচিতাং তদুচিতাং মালাং বিরচয্য গন্তব্যমিতি তত্রাসজ্য স্থিতবান্ ॥ ৪৪ ॥

অথ যত্র স একচিত্ততয়া রহসি মর্ম্মবিত্ততুল্যং মাল্যং নির্ম্মিমাণস্তদ্বদহিতস্বহিতমহিতজনসহিত আসীত্তৎপর্য্যন্তমপ্যকৃতজল্পস্বল্পসখিসেবিতপর্য্যন্তৌ তাবেতৌ গতবন্তৌ ॥ ৪৫ ॥

তত্র কৃতগমনয়োঃ পুনরনয়োঃ পরমরমণীয়পরিমলে

তস্মৈ তাদৃক্ কৃপাহেতুপাত্রং স কিমকরোত্তত্রাহ—স হীতিগদ্যেন। দোষং সংশয্যেতি "রিক্তপানির্ন পশ্যেত্তু গুর্ব্বীশ্বরনৃপানি"তি বচনাৎ সুকোমলপুষ্পবৃন্দসঞ্চিতাং তত্র গৃহে আসজ্য আসক্তিং কৃত্বা ॥ ৪৪ ॥

তত্র রামকৃষ্ণয়োর্গমনপ্রকারমাহ—অথেতি। মর্ম্মবিত্ততুল্যং মর্ম্মধনসদৃশং তদ্বদবহিত একচিত্ত শ্চাসৌ স্বস্মিন্ হিতো সহিতঃ প্রশংসিতশ্চেতি এবম্ভূতো যো জন স্তেন সহিতঃ অকৃতো জল্পো বাক্যং যৈ স্তে যে সখায় স্তৈঃ সেবিতস্য সেবনস্য পর্য্যন্তঃ সীমা যয়ো স্তৌ ॥ ৪৫ ॥

তদনন্তরং যদ্বৃত্তমভূত্তন্মহাগদ্যেন বর্ণয়তি—তত্রেত্যাদিনা। পরমরণীয়ো যঃ পরিমলঃ

করিয়া পরম সচ্চরিত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ নগরবাসী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাহাদিগকে সুখরাশি প্রদান পূর্ব্বক তাহার গৃহেই গমন করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

ঐ মালাকার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণের আগমন জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু রিক্ত হস্তে সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নাই, বরং দর্শন করিলে দোষ আছে, ইহা সংশয় করিয়া সুকোমল কুসুমনির্ম্মিত, শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত এক মালা নির্ম্মাণ করিয়া গমন করা কর্ত্তব্য, এইরূপ ভাবিয়া তথায় গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর যে স্থানে মালাকার একচিত্তে নির্জ্জনে মর্ম্মধন তুল্য মালা নির্ম্মাণ করিতেছিল, এবং ঐরূপ একচিত্তে নিজের হিতকর এবং প্রশংসনীয় লোকের সহিত অবস্থান করিতেছিল; তখন কৃষ্ণ এবং বলরাম তাহার নিকটে গমন করিলেন। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সীমা প্রদেশে, শ্রীকৃষ্ণের অল্প সংখ্যক বন্ধুগণ কথা না কহিয়া পরিবেষ্টন করিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর কৃষ্ণ বলরাম দুই ভ্রাতা যখন ঐ স্থানে গমন করেন, তখন তাঁহাদের

দলিতকুসুমসমূহসৌরভরসবলে তদবধেয়তাং গতে সমাধেরুত্থিত ইব স মহাভাগধেয়ঃ সুদামনামধেয়ঃ সন্ততনিজধ্যেয়মেব রূপং নিধ্যেয়তামনৈষীৎ। নিধ্যায়ন্নেব চ লজ্জানম্রতাকম্রতরঃ পুলককুলসঙ্কুলকলেবরঃ শীঘ্রতাতিরসাৎ (বশাৎ) কেবলেন শিরসা নত্বা বরাসনাদিকমপি দত্ত্বা সদ্ভাগ্যতয়াত্মানং মত্বা গদ্গদনিগদ-তয়া স্তবংস্তয়োরনয়োর্ভক্তিপর্য্যন্তং প্রসাদং গত্বা সখিসমেতা-বেতাবাদৃত্য দিব্যমালাদিভিরলঙ্কৃত্য দূরানুব্রজনপূর্ব্বকং বিসসর্জ্জ ॥ ৪৬ ॥

সুগন্ধধারণাদিদ্বারা উৎপন্নহৃদ্যগন্ধ স্তস্মিন্, তত্র কিন্তূতে দলিতো বিদারিতঃ কুসুমসমূহস্য যৎ সৌরভং তস্য রভসবলমৌৎসুক্যবলং যেন তস্মিন্। মালাকারস্যাবধেয়তাং জ্ঞানবিষয়তাং গতে সতি স সমাধেরুত্থিত ইব বাহ্যজ্ঞানপ্রাপ্ত ইব নিধ্যেয়তাং সুচিন্তাবিষয়তাং প্রাপয়ামাস। লজ্জয়া যা নম্রতা তয়া কম্রতরঃ কান্তিশীলঃ। তথা পুলকসমূহেন সঙ্কুলং ব্যাপ্তং কলেবরং যস্য সঃ। শীঘ্রতাতিবশাদিতি "ঊর্দ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি। প্রাত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। গদ্গদো নিগদো ভাষণং যস্য তস্য ভাব স্তয়া গত্বা প্রাপ্য দূরে অনুব্রজনমনুগতি স্তৎ পূর্ব্বং যত্র তদ্যথাস্যাত্তথা বিসসর্জ প্রস্থাপিতবান্ ॥ ৪৬ ॥

গাত্র হইতে রমণীয় পরিমল উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই গন্ধে পুষ্প সমূহের সৌরভ এবং মনোহারিণী শক্তি বিদলিত হইয়াছিল। তাহা জানিতে পারিয়া সেই মালাকার যেন সমাধি হইতে উত্থিত হইল, বা বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইল। তখন মহাভাগ্যধর সুদামমালী সর্ব্বদা নিজের ধ্যান গম্য কৃষ্ণরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। সেই সময়ে লজ্জাও নম্রতাদ্বারা মালাকার মনোহর হইল, এবং তাহার সর্ব্ব শরীরে রোমাঞ্চরাশি আবির্ভূত হইল। অত্যন্ত দ্রুতবেগে কেবল মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া উৎকৃষ্ট আসনাদি প্রদান করিল। তখন সে আপনার পরম ভাগ্য ভাবিয়া গদ্গদ স্বরে উভয়কেই স্তব করিতে লাগিল। ভক্তি পূর্ব্বক স্তব করিয়া প্রসন্নতা লাভ করিল, বন্ধুগণসমবেত উভয় ভ্রাতাকে সমাদর করিয়া, এবং মনোহর মালাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, অনেক দূর অনুগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল ॥ ৪৬ ॥

তত্রালঙ্কারসময়ে কোঽপ্যেষ বিনোদচমৎকারবিশেষঃ সঞ্জাতঃ। যা কাচিদ্দিব্যমালা সামিকৃতাপি দীব্যন্তী বভূব। যামেব মুহুঃ পশ্যন্তং তং পশ্যন্মালাকারঃ সলজ্জতয়া নম্রতা-সজ্জদাকারঃ সম্ভৃতাশীরাসীৎ। তমেব শীঘ্রমেব সহ পরিবারেণ বিরচয্য তস্মিন্ পর্য্যর্পয়ামাসেতি। বিসৃষ্টিসময়ে চেদং সাভি-বাদনদৈন্যং নিবেদয়ামাস। হন্ত! যদি (ক) দুরন্তস্যাপি তস্যাতিপর্য্যন্তভূরাগম্যত তদা সর্ব্বপ্রাণতাবিলসদ্ভ্যাং ভবদ্ভ্যাং সাবধানতয়া ভাব্যমিতি॥ ৪৭॥

তদনন্তরবৃত্তং পুনর্ব্বর্ণয়তি তত্রালঙ্কারেতি গদ্যেন। বিনোদঃ কৌতূহলং তেন সহ চমৎকার-বিশেষঃ। সামিকৃতা অর্দ্ধরচিতাপি দিব্যন্তী প্রকাশমানা। যাং দিব্যমালাং পশ্যন্তং কৃষ্ণং পশ্যন্ এতন্মালাধারণৈঃ অস্য কামনা গম্যতে ইতি জানন্ নম্রতামাসজ্জন্ প্রাপ্নুবন্ আকারো যস্য সঃ সংভৃতাশীঃ সংভৃতা সম্যক্ ধৃতা আশীরভিলষিতপ্রাপণেচ্ছা যস্য সঃ। তামেব মালামেব তস্মিন্ কৃষ্ণে সংদত্তবান্ বিসর্জ্জনসময়ে সপ্রণামদৈন্যতাং তস্য কংসস্য অতিপর্য্যন্তভূঃ অতিপরিসর-ভূমিঃ সর্ব্বেষাং যে প্রাণাস্তেষু বিলসদ্ভ্যাং॥ ৪৭॥

সেই অলঙ্কার সময়ে কোন এক অপূর্ব্ব কৌতূহলযুক্ত আশ্চর্য্য বিশেষ সংঘটিত হইয়াছিল। যে কোন দিব্যমালা অর্দ্ধ বিরচিত হইয়াও শোভা পাইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ঐ মালা বারংবার দর্শন করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া মালাকার লজ্জিত ভাবে নতদেহে আশীর্ব্বাদ ধারণ করিয়াছিল। তখন পরিবারবর্গের সহিত সেই মালা নির্ম্মাণ করিয়া শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণকে দান করিল। মালা দিবার সময় প্রণাম এবং কাতরতার সহিত নিবেদন করিল। হায়! যদিচ সেই কংস দুরন্ত হইলেও আপনারা তাহার অত্যন্ত পরিসরভূমে আগমন করিয়াছেন, তথাপি যখন আপনারা সকলেরই জীবনরূপে বিরাজমান আছেন, তখন আপনাদের সাবধান হইতে হইবে॥ ৪৭॥

(ক) দূরং তস্যাপীতি। বৃন্দাবন পাঠঃ।

বিসৃষ্টাবেতৌ তু পুষ্পবন্তৌ দুষ্প্রধর্ষতেজসা সর্ব্বং খর্ব্বয়ামাসতুঃ। অত্রেদং মচ্চিত্তমধ্যমধ্যারোহতি ॥ ৪৮ ॥

ভক্তাঃ সন্তি সহস্রশঃ স্ফুটমমী শ্রীকৃষ্ণমন্বিচ্ছব-
স্তেষ্বাসন্নতদীয়চারুচরণা রাজন্তি চানেকশঃ।
বন্দে ত্বং তু সুদামদামরচনাচুঞ্চুং যদন্বেষয়ন্
শ্রীকৃষ্ণঃ সবলঃ স্বয়ং গৃহমসাবর্থীব তস্যান্বগাৎ ॥ ৪৯ ॥

অথ তত্র পথি চায়ং হরিঃ সর্ব্বচমৎকারকারণং কিমপি কৌতুকং চকার ॥ ৫০ ॥

ততো যদ্বৃত্তমদ্ভুতং কথয়তি—বিসৃষ্টাবিতিগদ্যেন। পুষ্পবন্তাবিতি একয়োক্ত্যা তৌ দ্বৌ রামকৃষ্ণৌ দুঃখেন প্রধর্ষো যস্য অর্থাৎ ধর্ষরহিতং যত্তেজস্তেন খর্ব্বয়ামাসতুঃ হীনং চক্রতুঃ। অত্র বিষয়ে মম চিত্তমধ্যং ইদমধ্যারোহতি সর্ব্বথা ব্যাপ্নোতি ॥ ৪৮ ॥

তদিদমস্তত্যং বিবৃণোতি—ভক্তা ইতি। শ্রীকৃষ্ণমন্বিচ্ছবোঽমী সহস্রশো ভক্তাঃ সন্তি, তেষু মধ্যে আসন্নে তদীয়চারুচরণে যেষাং তে ভক্তা অনেকশঃ সন্তি সুদামদামরচনাচুঞ্চুং সুদাম চাসৌ দাম রচনাচুঞ্চুশ্চেতি তস্য বন্দে বলরামসহিতঃ শ্রীকৃষ্ণোঽসৌ যমন্বেষয়ন্ তস্য গৃহং স্বয়মন্বগাৎ যথা অর্থী যাচকো জনঃ সাধুগৃহং যাতি ॥ ৪৯ ॥

অধুনা যথা কুব্জাং কৃতার্থামকরোত্তৎ বক্তুমারভতে—অথেতিগদ্যেন। সুগমং ॥ ৫০ ॥

এক কথায় কৃষ্ণ বলরাম এই দুই জনকে পরিত্যাগ করা হইলে, তাঁহারা অনিবার্য্য তেজঃপ্রভাবে সকলের তেজ খর্ব্ব করিলেন। এই বিষয়ে আমার চিত্তে এইরূপ কথা উত্থিত হইল ॥ ৪৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণকারী এইরূপ ভক্ত স্পষ্টই সহস্র সহস্র বিদ্যমান আছে। এবং শ্রীকৃষ্ণের চারুচরণ প্রাপ্ত অনেক অনেক ভক্তও বিরাজমান আছে। কিন্তু মাল্য নির্ম্মাণে বিখ্যাত সেই সুদাম নামক মালাকারকে আমি অভিবাদন করি। কারণ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত যাচক হইয়া তাহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর ঐ পথে শ্রীকৃষ্ণ সকল আশ্চর্য্যের কারণ এক অপূর্ব্ব কৌতুক প্রকাশ করিলেন ॥ ৫০ ॥

যথা ;—

কাঞ্চিৎ কুব্জাং সুবক্রাং স্ফটিকজঘটভাগঙ্গরাগং বহন্তীং
যাচিত্বামুং বিলিম্পন্নিজবপুরমুনা স্বানপি ভ্রাজয়িত্বা।
তামৃজ্বীং সন্বিধায় স্বগুণমহিমভির্বিস্মিতীকৃত্য লোকান্
শোকান্ কংসে নিধায় স্বয়মঘদমনস্তত্র ভূয়শ্চ কূর্দ্দ ॥ ৫১ ॥

অত্রেদং বিচারয়ামঃ ;—

লালসীতি যদি হার্দ্দমার্জ্জবং কৃষ্ণভক্তিমনু বাহ্যমন্যথা।
বাহ্যমপ্যলমৃজু প্রজায়তে সাক্ষ্যমায়তমিহ ত্রিবক্রয়া ॥ ৫২ ॥

তত্র কৌতুকং বিবৃণোতি—কাঞ্চিদিতি। অঘদমনঃ কৃষ্ণঃ কাঞ্চিৎ কুব্জাং স্ফটিকজঘটভাক্ স্ফটিকেন জাতো যো ঘটস্তৎস্থমঙ্গরাগং যাচিত্বা অমুমঙ্গরাগং নিজবপুর্বিলিম্পন্ তত্র পথি ভূয়শ্চ কূর্দ্দ ক্রীড়িতবান্ তথা অমুনা অঙ্গরাগেণ সখীনপি ভ্রাজয়িত্বা শোভয়িত্বা স্বগুণমহিমভিস্তাং ঋজ্বীং সরলাং সংবিধায় লোকান্ বিস্মিতীকৃত্য কংসে শোকান্নিধায় স্বয়ং চুকূর্দ্দেতি ॥ ৫১ ॥

অত্র বিচারসিদ্ধং নির্দ্দিশতি লালসীতি। যদি কৃষ্ণভক্তি মনুহার্দ্দং হৃদয়সম্বন্ধি আর্জ্জবং ঋজুতা লালসীতি অতিশয়েন ভ্রাজতে অন্যথা অন্যপ্রকারেণ বক্রতারূপেণেতি যাবৎ বাহ্যলালসীতি তদা কৃষ্ণভক্তিমনু বাহ্যমপি ঋজু প্রজায়তে ইহ বিষয়ে ত্রিবক্রয়া কুব্জয়া সাক্ষ্যমাগতং কুব্জৈব সাক্ষিণীতি ॥ ৫২ ॥

অঘদমনকারী শ্রীকৃষ্ণ, কুব্জা নাম্নী কোন এক রমণী স্ফটিকনির্ম্মিত ঘটে করিয়া অঙ্গরাগ লইয়া যাইতেছিল দেখিয়া তাহা প্রার্থনা পূর্ব্বক, সেই অঙ্গরাগ নিজ গাত্রে লেপন করিয়া, তাহা দ্বারা আপনার বন্ধুদিগকে শোভিত করিলেন। তৎপরে সেই কুব্জানারীকে সরল করিয়া নিজগুণ মহিমাদ্বারা লোকদিগকে বিস্মিত করিয়া, এবং সমস্ত শোক কংসের উপরে অর্পণ করিয়া তিনি তথায় বারংবার কূর্দন (উদ্দণ্ড নৃত্য) করিতে লাগিলেন (ক) ॥ ৫১ ॥

এই বিষয়ে আমরা এইরূপ বিচার করিতেছি। যদি কৃষ্ণের উপর ভক্তি থাকে, তাহা হইলে হৃদয়ের সরলতা অত্যন্ত শোভা পাইয়া থাকে। নচেৎ বাহ্য

(ক) মাতাপিতার নিপীড়নাদি জনিত দুঃখ তখন ভুলিয়া ছিলেন অর্থাৎ কংসকে ত নিশ্চয়ই বধ করিব এই ভাব জাগরূক হওয়াতেই ক্ষণকাল অঙ্গরাগ পরিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া ছিলেন।

আর্দ্দয়দ্রজকং কুব্জান্তানন্যান্ স সমর্দ্ধয়ৎ।
কংসস্তেনাপি তেনাপি ধ্বংসমেব প্রপন্নবান্ ॥ ৫৩ ॥
সদ্ভাবং চ প্রভাবঞ্চ প্রেক্ষাভাবঞ্চ তস্য তম্।
যথাযথমথানর্চ্চুঃ পথা লব্ধং (ক) বণিক্‌পথাঃ ॥ ৫৪ ॥
অত্রাপি তেষাং বাণিজ্যমেব বিলক্ষণমুৎপ্রেক্ষ্যতে ॥ ৫৫ ॥
যথা ;—
বহুলোকাদ্বহুধা বণিজ্যয়া ফলমন্বর্জ্জিতবন্ত এব তে।
অঘশত্রো র্যদিহ স্বয়ং ন তন্ন পিতার্জ্জন্ন পিতামহাদয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

তত্তন্নিশম্য কংসঃ যৎ কৃতবান্ তৎ কথয়তি—আর্দ্দয়দিতি। স কৃষ্ণঃ রজকমার্দ্দয়ৎ নাশয়ৎ কুব্জা অন্তে যেষাং তানন্যান্ সং সম্যক্ অর্দ্ধয়ৎ ঋধু বৃদ্ধৌ ধাতুঃ। কংসস্তেন তেন কার্য্যেণ ধ্বংসমেব প্রপেদে ॥ ৫৩ ॥

তত্র বণিক্‌পথানাং কৃত্যং বর্ণয়তি সদ্ভাবঞ্চেতি। বণিক্‌পথা বাণিজ্যকারিণঃ তস্য কৃষ্ণস্য সদ্ভাবং প্রণয়ং প্রভাবং প্রভুত্বং ভাবং চেষ্টাং প্রেম চ যথালব্ধং তং যথাযোগ্যমর্চ্চয়ামাসুঃ ॥ ৫৪ ॥

তেষাং দুর্ল্লভং বাণিজ্যমভূত্তদ্ব্যঞ্জয়তি—অত্রাপীতিগদ্যেন ॥ ৫৫ ॥

তৎ বাণিজ্যং বর্ণয়তি—বহুলোকাদিতি বণিজ্যয়া বাণিজ্যেন। ইহ দেশে অঘশত্রোঃ শ্রীকৃষ্ণাৎ যৎ ফলং স্বয়মর্জ্জয়ন্ তৎ তেষাং পিতাপিতামহাদয়ঃ নার্জ্জন্ন অর্জ্জিতবন্তঃ ॥ ৫৬ ॥

সরলতায় প্রকাশিত হয়। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি প্রকাশ পাইলে বাহ্য বস্তুও সরল হইয়া থাকে। কুব্জাই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ॥ ৫২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রজককে বিনাশ করিয়াছে, এবং কুব্জা প্রভৃতি অন্যান্য সকলকেই সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া কংসও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

বাণিজ্যকারী ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়, প্রভুত্ব এবং সেই চেষ্টা দর্শন করিয়া পথিলব্ধ সেই কৃষ্ণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥

ইহার মধ্যে তাহাদের বাণিজ্যই বিলক্ষণরূপে উৎপ্রেক্ষিত হইতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥

দেখুন, বণিক্‌গণ বাণিজ্যদ্বারা বহুলোক হইতে বহুপ্রকারে যে ফল উপার্জ্জন করিয়াছিল, এবং অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে স্বয়ং তাহারা যে ফল উপার্জ্জন

ততঃ পৌরান্ পৃচ্ছন্নয়মথ মখস্থানমনু য-
ন্নিরস্তস্তৎপালৈঃ প্রসৃততররক্তাক্ষিবিকৃতৈঃ।
ধনুঃ কর্ষন্ হর্ষাল্লঘু যদভনক্ তন্ন হি জনঃ
কদেত্যদ্ধা দ্রক্ষ্যন্ন যদি তদকূজিষ্যদভিতঃ॥ ৫৭॥

ক্রেঙ্কারং যদকৃত চাপমৈশমুচ্চৈ-
র্নির্ভেত্তুং বকরিপুণা বিনম্যমানম্।
তৎ কংসং জ্ঞপয়দিবায়মত্র কঃ স্যাদ্-
ভূতেশঃ পতিরুপগশ্চ যত্র নেশে॥ ৫৮॥

ততো লীলান্তরং বর্ণয়িতুমারভতে তত ইতি। অয়ং কৃষ্ণঃ পৌরান্ পৃচ্ছন্ মখস্য যজ্ঞস্য স্থানং অনু তৎপালৈ র্যদ্‌যস্মান্নিরস্তঃ তৈঃ কিম্ভূতৈঃ প্রসৃততরে অতিবিস্তৃতে রক্তাক্ষিণী তাভ্যাং বিকৃতৈ র্ঘোরৈ স্তস্মাৎ হর্ষাৎ ধনুঃ কর্ষন্ লঘু শীঘ্রং যদভনক্ ভগ্নবান্ তদ্‌যদি অভিতঃ সর্ব্বতো নাকূজিষ্যৎ অব্যক্তরাবং কৃতবৎ তদা জনঃ কদেতি সাক্ষাৎ নদ্রক্ষ্যৎ॥ ৫৭॥

তৎ প্রকারতাং কথয়তি ক্রেঙ্কারমিতি। নির্ভেত্তুং বকরিপুণা বিনম্যমানং যদৈশং শিবদত্তং চাপং উচ্চৈঃ ক্রেঙ্কারং রাবং ক্রেঙ্কারোঽব্যক্তশব্দস্তং অকৃত তদিদং কংসং জ্ঞাপয়দিব। অত্র কৃষ্ণে অয়ং কংসঃ কঃ স্যাৎ, যত্র পাতঃ পালকো ভূতেশনামা শিবঃ সমীপগতোঽপি নেশে ন সমর্থঃ॥৫৮॥

করিয়াছিল তাহা অত্যন্ত অধিক। সুতরাং তাহাদের পিতা এবং পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ কখনও সেইরূপ ফল উপার্জ্জন করে নাই॥ ৫৬॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসী মানবদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যজ্ঞ স্থানের নিকট গমন করিলে, রক্তনেত্র এবং বিকট মূর্ত্তি যজ্ঞস্থানের রক্ষকগণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ পরমহর্ষে ধনুক আকর্ষণ করিয়া তাহাকে ভগ্ন করিলেন। কিন্তু যদি সর্ব্বতোভাবে তাহার শব্দ না হইত, তাহা হইলে মানবে যথার্থই কখন দর্শন করিতে পারিত না, এত সংক্ষেপে ও অবলীলাক্রমে ধনুর্ভঙ্গ করিলেন যে মানবগণ জানিতেই পারিত না, কেবল শব্দ শুনিয়াই জানিতে পারিল॥ ৫৭॥

বকাসুর-নিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ ভাঙ্গিবার নিমিত্ত নত করিয়া ঐ যে শিবদত্ত কোদণ্ডকে ক্রেঙ্কার শব্দযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই শব্দে ধনুক যেন কংসকে জানাইতে লাগিল; শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই কংস কিছুই নহে। অধিক কি,

তত্র চ বিশেষঃ ;—

কোটী দ্বে শতকোটিহস্তগজরাড়্দন্তপ্রভে লস্তকঃ
স্তম্ভভ্রান্তিকৃদেকবজ্রঘটিতঃ কৃৎস্নং মহদ্‌যত্র চ
দিব্যং তত্ত্রিপুরপ্রধূননধনুর্বাহ্যং ত্রিশত্যা নৃণা-
মর্চ্চির্ভিঃ পরিচর্চ্চিতাখিলহরিচ্চক্রে বিভিন্নং হরিঃ ॥ ৫৯ ॥

তস্য ভঞ্জনপ্রকারং বর্ণয়তি—কোটী ইতি। যস্য চাপস্য কোটী দ্বে অগ্রভাগৌ শতকোটিহস্তো মানং যস্য এবম্ভূতো যো গজরাট্ তস্য দন্তয়োঃ প্রভেব প্রভা দীপ্তি যয়োস্তে, যস্য লস্তকো মধ্যভাগঃ স্তম্ভভ্রান্তিকৃৎ অথচ একমদ্বিতীয়ং যদ্‌বজ্রং পবিঃ হীরকং বা তেন ঘটিতঃ কৢপ্তঃ যত্র চ চাপে কৃৎস্নং মহৎ ঐশ্বর্য্যং। তৎ ত্রিপুরস্য সৎ বিধূননং ধ্বংসনং যস্মাৎ তচ্চ তৎ ধনুশ্চেতি তত্, দিব্যং নৃণাং ত্রিশত্যা ত্রিশতেন বাহ্যং বহনীয়ং অর্চ্চিভিঃ কান্তিভিঃ পরিচর্চ্চিতা লিপ্তা ইব অখিলা হরিতো দিশো যেন তৎ হরির্বিশেষেণ ভিন্নং বিদারণং চক্রে কৃতবান্ ॥ ৫৯ ॥

পালন কর্ত্তা ভূতপতি নামক মহাদেবও যদি সমীপবর্ত্তী হয়েন, তথাপি তিনি সমর্থ নহেন ॥ ৫৮ ॥

তাহার মধ্যে বিশেষ এই, শ্রীকৃষ্ণ যে ধনু ভগ্ন করেন, তাহার দুইটি অগ্রভাগ ভীষণ ছিল। কোন গজরাজের দন্ত যদি শত কোটি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হয়, এবং সেই দন্তের যেরূপ প্রভা থাকে ; তাহার সহিত একদিন ইহার অগ্রভাগদ্বয়ের সাদৃশ্য ঘটিতে পারে। ইহার মধ্যভাগ দেখিলে স্তম্ভ ভ্রম উপস্থিত হয়। বোধ হয় যেন একমাত্র বজ্র বা হীরক দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ শরাসনের সমগ্রই ঐশ্বর্য্য। ত্রিপুরাসুর-নিহন্তা মহাদেবের সেই দিব্য ধনু, তিন শত লোকে বহন করিয়া থাকে। তাহার এরূপ দীপ্তি আছে যে, তাহা দ্বারা অখিল দিঙ্‌মণ্ডল লিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে এই ভীষণ কোদণ্ড বিদারণ করেন। ৫৯ ॥

তদা চ ;—

শেষঃ স্বে মূর্দ্ধ্নি ঘূর্ণাং সমুদিতিরপি দিগ্দন্তিনাং দন্তভেদং
(ক) ছেদং ব্রহ্মা স্বধাম্নস্ত্রিজগদমনুত ধ্বস্তমুচ্চৈঃ সমস্তং।
নাশ্চর্য্যং তদ্যদেতৎ কুলিশকঠিনতাকূটজিৎকোট্যখণ্ড-
ব্রহ্মাণ্ডধ্বংসচণ্ডং হরধনুরমুনা (খ) খণ্ডখণ্ডং ব্যধায়ি ॥ ৬০ ॥

তথাপি ;—

(গ) কৃষ্ণো বার্ম্মুগ্‌যদাসীদ্ধনুরমরপতেস্তদ্ধনুস্ত্রোটজাগ্নি-
স্তস্মিন্ বিদ্যুদ্ধুতাশঃ কটকটিতরবঃ স্ফূর্জ্জিত গর্জ্জিতঞ্চ।
কালঃ সোঽবগ্রহান্তক্ষণতুলিততয়া সজ্জনানাং বিভাতঃ
কল্পান্তপ্রাবৃষস্তু স্ফুরণবলনয়া দুর্জ্জনানামদীপি ॥ ৬১ ॥

ধনুষো ভঙ্গে সর্ব্বেষাং শ্রোতৃণাং বৈকব্যং জাতমাসীত্তদ্বর্ণয়তি—শেষ ইতি। শেষোঽনন্তঃ স্বে মস্তকে ঘূর্ণামমনুত দিগ্দন্তিনাং সমুদিতিঃ সমূহোঽপি দন্তভেদমমনুত। ব্রহ্মা স্বধাম্নশ্ছেদমমনুত এবং ত্রিজগৎ সমস্তং ধ্বস্তমমনুত এতন্নাশ্চর্য্যং যদ্‌যস্মাদমুনা কৃষ্ণেন হরধনুঃ খণ্ডখণ্ডং ব্যধায়ি বিহিতং ধনুঃ কিম্ভূতং কুলিশস্য বজ্রস্য যঃ কঠিনতাকূটঃ রাশিস্তং জয়তীতি তথা কোটীনামখণ্ডব্রহ্মাণ্ডানাং ধ্বংসনে চণ্ডং তীক্ষ্ণং ॥ ৬০ ॥

কিঞ্চ প্রকারান্তরেণ তদ্বর্ণয়তি—তথাপীত্যাদিনা। কৃষ্ণো যদা বার্ম্মুক্ মেঘ আসীৎ তদা তদ্ধনুরিন্দ্রস্য ধনুরাসীৎ ধনুষ স্ত্রোটশ্ছেদ স্তস্মাজ্জাতোঽগ্নিরাসীৎ তস্মিন্ বিদ্যুদগ্নি স্তস্মিন্ কট-

বজ্রের যত প্রকার কঠিনতা রাশি বিদ্যমান আছে, ঐ হরধনু তাদৃশ কঠিনতাও জয় করিতে পারে; এবং অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করিতে প্রচণ্ড মূর্ত্তিধারণ করিয়া থাকে। যখন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ভীষণ হরধনুও খণ্ড খণ্ড করেন, তখন অনন্ত সর্পের মস্তক ঘুরিতে লাগিল; দিক্ হস্তীদিগের দন্ত ভাঙ্গিয়া গেল; ব্রহ্মা আপনার ব্রহ্মলোকের লয় উপস্থিত বিবেচনা করিলেন এবং সমস্ত ত্রিভুবনও একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল; ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য বিষয় নহে ॥ ৬০ ॥

তথাপি শ্রীকৃষ্ণ যখন মেঘ হইলেন, তখন সেই ধনু ইন্দ্রধনু হইয়াছিল।

(ক) চেদং। ইতিগৌরপুস্তক পাঠঃ।

(খ) খণ্ডদণ্ডং। ইতি বৃন্দাবনানন্দ গৌর পাঠঃ।

(গ) কৃষ্ণো মেঘো যদাসীৎ। তথা তৎ ঐশং ধনুরিন্দ্রস্য ধনুঃ তস্মিন্ ভঙ্গিজাতাগ্নিবিদ্যুৎ-সম্বন্ধী হুতাশোঽগ্নিঃ কটকটিতরবঃ। স্ফূর্জ্জিতং বজ্রনির্ঘোষো মেঘগর্জ্জিতঞ্চ যদাসীদিত্যনেনানুষঙ্গঃ। আ।

ততশ্চ হন্যতাং হন্যতামিতি জজ্ঘন্যমানেষু জেঘ্নীয়মানেষু চ সমাশাচ্ছাদকেষু * সৈনিকেষু।

কদারোপ্যা মৌর্ব্বী ধনুষি বত! কৃষ্যাপি চ কদা
শরস্তত্তদ্যত্নাদ্রিপুমনু বিসৃজ্যঃ স স কদা।
ইতীবায়ং কৃষ্ণঃ স্ফুটমুপহসংস্তস্য ধনুষঃ
কৃতাভ্যাং খণ্ডাভ্যাং পরবলমহন্নাশু সবলঃ॥ ৬২—৬৩॥

কটিতরবঃ স্ফূর্জিতং বজ্রপতনজনিতশব্দঃ গর্জ্জিতং মেঘশব্দশ্চাসীৎ। সকলোঽবগ্রহো বৃষ্টি-প্রতিবন্ধঃ তস্যাস্তৎক্ষণতুলিততয়া সজ্জনানাং বিভাতঃ প্রদীপ্তঃ কল্পান্তে যঃ প্রাবৃট্ মেঘস্তস্য স্ফুরণবলনয়া দুর্জ্জনানাং অদীপি দীপ্তবান্॥ ৬১॥

তদেবং তদ্রক্ষকাণাং কৃত্যং বর্ণয়তি ততশ্চেতিগদ্যেন। হন্যতাং হন্যতামিতি জজ্ঘন্যমানেষু অতিশয়ং গচ্ছৎসু জেঘ্নীয়মানেষু পুনঃ পুনর্হিংসামাচরৎসু সমাশাচ্ছাদকেষু সম্যক্ প্রকারেণ আশানাং দিশামাচ্ছাদকেষু সৎসু॥ ৬২॥

তদা শ্রীকৃষ্ণকৃত্যং বর্ণয়তি—কদেতি। রৌপ্যা রূপ্যনির্ম্মিতমৌর্ব্বী গুণো ধনুষি কৃষ্যা আকর্ষণীয়া কদা তত্তদ্যত্নাৎ শরঃ কৃষ্যঃ কদা রিপুং শত্রুং অনু লক্ষীকৃত্য স স শরো বিসৃজ্যঃ বিসর্জ্জনীয়ঃ ইতীব স্ফুটমুপহসন্ বলসহিতঃ সন্ পরস্য কংসস্য বলং সেনামাশু শীঘ্রমহন্ হতবান্॥ ৬৩॥

সেই ধনুর্ভঙ্গ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাতে বৈদ্যুতিক অগ্নি, তাহাতে কট কট শব্দ, বজ্রপাত-জনিত ধ্বনি এবং মেঘনাদ হইয়াছিল। বৃষ্টির প্রতিবন্ধ শেষ হইলে, সেই সময় যেরূপ মনোহর হয়, সাধুগণের পক্ষে সেই সময় সেই-রূপেই দীপ্তি পাইয়াছিল। এবং প্রলয়াবসানে মেঘের প্রকাশ হইলে যেরূপ সময় উপস্থিত হয়, দুর্জ্জনগণের পক্ষে সেই সময় সেইরূপ ভীষণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল॥ ৬১॥

অনন্তর সৈনিক পুরুষগণ 'বধ কর বধ কর' বলিয়া অত্যন্ত ধাবমান হইল, পুনঃ পুনঃ হিংসাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং সম্যক্প্রকারে সকল দিঙ্-মণ্ডল আবরণ করিতে লাগিল॥ ৬২॥

আহা কখন রৌপ্য নির্ম্মিত জ্যা (ধনুকের গুণ) ধনুকে আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য,

* মাশাব্দিকেষু ইতি বৃন্দাবন-গৌরানন্দপাঠঃ। অর্থস্তু—মা হন্যতামিতি নিষেধশব্দকর্ত্তৃষু। জীবতোঽস্য কংসায় সমর্পণার্থমিতি ভাবঃ। আ।

অথ তত্র কংসস্য (ক) বজ্রবড়ভীমারূঢ়বতা কেনচিৎ প্রশ্নোত্তরাণি—॥ ৬৪ ॥

হংহো ! ক্রেঙ্কার-রাবঃ কিমিতি ধনুরগাচ্ছ্যাম একঃ স শুভ্রঃ
কিন্তস্মাত্তস্য বেদীং পদদলিতভুবং নির্ম্মমে বক্মি কিং ধিক্ ।
আস্তাং তৎ সাবহেলং তদপি নিজবলাদুদ্ধৃতং লঘ্বকার্ষীদ্-
আঃ ! কিন্তদ্দেব ! বক্ষ্যে কিমিব পুনরদঃ সৈন্যযুক্তং মমর্দ্দ
ইতি ॥ ৬৫ ॥

ততঃ কংসস্য তদ্ভৃত্যানাঞ্চ কাকুবাক্যং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। বজ্রং হীরকং তেন নির্ম্মিতা যা বড়ভী চন্দ্রশালিকা তাং ॥ ৬৪ ॥

হাংহো খেদোক্তৌ। ক্রেঙ্কাররাবঃ কিং কথয়েতি প্রশ্নঃ। শুভ্রেণ সহ বর্ত্তমান একঃ শ্যামো ধনুরগাৎ ইত্যুত্তরং। এবং পরপরত্র ধনুনিকটগমনাৎ কিং ধনুষো বেদীং পদেন দলিতা ভূযত্র তাং নির্ম্মমে। ধিক্ কিং বক্মি তদাস্তাং সাবহেলং নিজবলাৎ তদপি লঘু শীঘ্রমুদ্ধৃতং অকার্ষীৎ হে দেব আঃকৃষ্টং কিং বক্ষ্যে কিমিব কথমিব সৈন্যযুক্তমদো ধনুর্ম্মমর্দ্দেতি ॥ ৬৫ ॥

কথন নিতান্ত যত্ন প্রকাশ পূর্ব্বক শর আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য ; এবং কখন বা শত্রু লক্ষ্য করিয়া সেই সেই শর পরিত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত স্পষ্টই উপহাস করিয়া, শীঘ্র কংস-সেনা বধ করিলেন ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর হীরক নির্ম্মিত চন্দ্রশালায় (চিলে কোঠার ছাদে) আরূঢ় কোন এক ভৃত্যের সহিত কংসের উত্তর প্রত্যুত্তর ঘটিয়াছিল ॥ ৬৪ ॥

হায় ! কোথা হইতে এইরূপ ক্রেঙ্কাররব হইতেছে বল ? একজন শ্যামবর্ণ, শুভ্রবর্ণের সহিত ধনুকের নিকট গমন করিয়াছেন ; তাহাতেই শব্দ হইতেছে। ধনুকের নিকট গমন করিয়া ধেনুকের বেদীভূমিকে পদ দলিত করিয়াছে। ইহাই প্রশ্ন। উত্তর :—হায় ধিক্ ! আর কি বলিব। প্রশ্ন :—ঐ সমস্ত কথা এখন থাক্। কোন্ ব্যক্তি অবলীলাক্রমে নিজবলে সেই ধনুক শীঘ্রই উদ্ধৃত করিয়াছে ! উত্তর :—মহারাজ ! কি কষ্ট ! আমি আর কি বলিব। প্রশ্নঃ— কিরূপে সৈন্য-রক্ষিত ঐ ধনু ভাঙ্গিয়া ফেলিল ! ॥ ৬৫ ॥

(ক) বজ্রবড়ভীং। ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।
বজ্রোরু বিপুলং পীনমিত্যাদ্যমরঃ ॥

এবং কংসস্য বস্ত্রং সহরজকপতি স্বৈরমাচ্ছিদ্য ভূয়-
শ্চাপং ছিত্ত্বা সসৈন্যং প্রহিতমপি বলং তেন সম্মর্দ্দ্য শশ্বৎ।
নিঃশঙ্কাবেশলেশঃ পুরবিভবমমুং প্রেক্ষমাণো বিজহ্রে
যোঽয়ং স শ্রীব্রজেশপ্রভবকুলমণির্ম্মাং প্রমত্তং করোতি ॥ ৬৬ ॥
বীর্য্যপ্রাগল্‌ভ্যতেজঃস্ফুরিতসুভগতাং বীক্ষ্য পৌরাঃ সমন্তা-
দেতৌ শ্রীকৃষ্ণরামৌ বিবুধবরতয়া মন্যমানা জজল্পুঃ।
হংহো! পশ্য প্রতাপচ্ছবিরবিমনয়োরাশু পশ্যন্নিরংশুঃ
সোঽয়ং বিশ্বপ্রসিদ্ধো রবিরপি নিয়তং
প্রত্যগদ্রৌ নিলিল্যে ॥ ৬৭ ॥

স্বয়ং কথকঃ পূর্ব্ববৃত্তং স্মরন্ বর্ণয়তি—এবমিতি। সোঽয়ং নিঃশঙ্কাবেশলেশঃ সন্ অমুং পুরবিভবং প্রেক্ষমাণো বিজহ্রে স শ্রীব্রজেশাৎ প্রভবো জন্ম যস্য স চাসৌ কুলমণিশ্চেতি স মাং প্রমত্তং করোতি। স কিম্ভূত এবং প্রকারেণ সহরজকপতি। যৌগপদ্যে ইত্যব্যয়ীভাবঃ। যুগপৎ কংসস্য বস্ত্রং রজকেন সহ স্বৈরমাচ্ছিদ্য তত্র বস্ত্রপক্ষে আচ্ছাদনং লুণ্ঠনং রজকপক্ষে সম্যক্ ছেদনং ভূয়ঃ পুনশ্চাপং ছিত্ত্বা তথা তেন কংসেন প্রহিতং সসৈন্যং বলং শৌর্য্যং শশ্বৎ সংমর্দ্দ্য ইতি ॥ ৬৬ ॥

অথ পৌরাণাং রামকৃষ্ণয়োর্ভাবং বর্ণয়তি—বীর্য্যেতি। বীর্য্যং প্রভাবঃ প্রাগল্‌ভ্যং ব্যাপকতা তেজঃ পরাক্রম স্তৈঃ স্ফুরিতসুভগতাং পৌরাঃ সমন্তাৎ বীক্ষ্য বিবুধবরতয়া দেবশ্রেষ্ঠত্বেন জজল্পুঃ ব্যক্তং চক্রুঃ। হংহো সম্বোধনে। অনয়োঃ প্রতাপচ্ছবিরবিং প্রতাপকান্তিসূর্য্যং পশ্য সোঽয়ং বিশ্বপ্রসিদ্ধো রবিরপি যং পশ্যন্ আশু শীঘ্রং নিরংশু নিষ্প্রভঃ সন্ নিয়তমস্তাচলে নিলিল্যে ॥ ৬৭ ॥

কথক স্বয়ং তখন পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল। এইরূপে যিনি রজকপতির সহিত কংসের বস্ত্র ছেদন করিয়া, সৈন্যগণের সহিত বারংবার শরাসন ছেদন করিয়া, এবং তাহাদ্বারা প্রেরিত সৈন্যদিগকেও অবিরত মর্দ্দন করিয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে চিত্তনিবেশ [illegible] নগরের বৈভব দর্শন করিয়া বিহার করিয়াছিলেন, তিনি ব্রজরাজবংশের মণি এবং তাঁহার বংশধর। তিনি আমাকে মত্ত করিতেছেন ॥ ৬৬ ॥

প্রভাব, ব্যাপকতা এবং তেজঃ প্রকাশিত সৌন্দর্য্য পরিদর্শন করিয়া

ততশ্চ তস্য সঙ্ঘট্টনার্থং নিজনিকটাদটত্যুদ্ভটে কটকে ভয়াৎ কংসেন কৃতবিঘটনে তস্য কূটতান্তরমবধায় তমবজ্ঞায় সখিভিঃ সঙ্ঘটিতখেলৌ লব্ধবেলৌ শাকটবাটমেবাটতুঃ ॥ ৬৮ ॥

শকটাবাসমাসজ্য চ সোঽয়মধর্ম্মবতাং বধঃ পরমধর্ম্ম এবেতি তৎকর্ম্মানন্তরং স্নানং পরিত্যজ্য চরণমাত্রমবনিজ্য তাভ্যাং পয়সা সিক্তং ভুক্তমুপযুজ্যতে স্ম ॥ ৬৯ ॥

ততশ্চ তয়োঃ লীলান্তরং বর্ণয়তি—ততশ্চেতি। কংসেন ভয়াৎ তস্য কৃষ্ণস্য সঙ্ঘট্টনার্থং পুরাচ্চালনার্থং নিজনিকটাৎ উদ্ভটে মিলিতে কটকে সেনায়াং অটতি গচ্ছতি সতি তস্মিন্ কিম্ভূতে কৃতং বিঘটনং অহিতং যেন তস্মিন্ তস্য কটকস্য কূটতান্তরং সচ্ছলচিত্তং জ্ঞাত্বা তচ্ছীকৃত্য সঙ্ঘটিতা সম্যগ্রচিতা ক্রীড়া যয়োস্তৌ লব্ধা বেলা দিবাশেষভাগো যাভ্যাং তৌ শকটগৃহং জগ্মতুঃ ॥ ৬৮ ॥

তত্র প্রবিশ্য তৌ যৎ কৃতবন্তৌ তদ্বর্ণয়তি—শকটেতি। অধর্ম্মবতাং বধঃ পরমধর্ম্ম এবেতি এতত্তু ঈশ্বর এব নতু সাধারণজনেষু তেষাং পাপিষ্ঠজনানাং স্পর্শেঽপি স্নানবিধানশ্রবণাৎ। তাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণরামাভ্যাং ভুক্তমন্নং উপযুজ্যতে অসেব্যত ॥ ৬৯ ॥

পুরবাসিগণ চারিদিকে ঐ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে দেবশ্রেষ্ঠরূপে বিবেচনা করিয়া জল্পনা করিতে লাগিল। 'ওহে! এই দুই জনের প্রতাপ, কান্তি-সূর্য্য কেমন শোভা পাইতেছে দর্শন কর। সেই জগদ্বিখ্যাত দিবাকর যাঁহাকে দর্শন করিয়া, শীঘ্র প্রভাবিহীন হইয়া নিয়তই অস্তাচলে বিলীন হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর কংস ভয় পাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নগর হইতে তাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করিল। তখন আপনার নিকট হইতে সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ সেনা অত্যন্ত অহিতকারী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ঐ সৈন্যের কপটচিত্ত জানিতে পারিয়া এবং সেই সৈন্য তুচ্ছ করিয়া উভয়েই সখাদিগের সহিত খেলা করিতে করিতে, দিবাবসান জানিতে পারিয়া শকট গৃহে গমন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

সেই শকট গৃহ প্রাপ্ত হইয়া "অধার্ম্মিকদিগকে বধ করা পরম ধর্ম্ম" ইহা ভাবিয়া সেই কর্ম্মের পরবর্ত্তী অবশ্য কর্ত্তব্য স্নান কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র পদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক, কৃষ্ণ বলরাম দুগ্ধ সংসৃষ্ট অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৯ ॥

তস্মাৎ দ্রবয়তি হরিণা, সায়ং শকটাবমোচনে ভুক্তম্।
যৎপাথেয়ং মাত্রা, সদয়ং ক্ষীরোপসেচনং প্রহিতম্ ॥ ৭০ ॥

তদেবং কথিতে সর্ব্বস্মিন্নপি ব্রজজনে ব্যথিতে মধুকণ্ঠঃ পুনঃ সমাপয়ন্নুবাচ ॥ ৭১ ॥

যৎ কংসঘাতায় গতং বকারিণা
স্বপ্নায়িতং তদ্‌ব্রজরাজ! মন্যতাম্।
পশ্যাগ্রতস্তে বয়সা নবশ্রিয়া
তেনৈব ভাতি স্বয়মব্জলোচনঃ ॥ ৭২ ॥

অধুনা সায়ংকৃত্যং বর্ণয়তি—যদিতি। যৎ পাথেয়ং পথি হিতং ক্ষীরোপসেচনং সদয়ং মাত্রা প্রহিতং তৎ হরিণা ভুক্তং সৎ মাং দ্রবয়তি আর্দ্রীকরোতি ॥ ৭০ ॥

স্বয়ং কবিঃ সমাধানং কুর্ব্বন্নাহ—তদেবমিতিগদ্যেন। এবং কথিতে মথুরাগমনাদিবৃত্তান্তে গদিতে কথিতে সতি ॥ ৭১ ॥

সমাপনরীতিং কথয়তি—যদিতি। হে ব্রজরাজ! তৎ স্বপ্নায়িতং স্বপ্নমিবাচরিতং। নবা নূতনা শ্রীঃ শোভা যস্য তেন বয়সা ॥ ৭২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সায়ংকালে শকট মোচন করিয়া সদয়ভাবে জননীর প্রেরিত, পথের সম্বল স্বরূপ ক্ষীর সামগ্রী সকল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে আর্দ্র করিতেছে ॥ ৭০ ॥

এইরূপে মথুরা গমনাদি বৃত্তান্ত সকল কথিত হইলে, এবং ব্রজবাসী মানবগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইলে, মধুকণ্ঠ পুনর্ব্বার সমাপন করিয়া বলিল ॥ ৭১ ॥

হে ব্রজরাজ! শ্রীকৃষ্ণ বিকার প্রাপ্ত হইয়া, কংসকে বিনাশ করিবার জন্য যে গমন করিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নের মত অলীক বিবেচনা করুন। দেখুন, স্বয়ং কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ, নব সৌন্দর্য্যপূর্ণ বয়সে আপনারই সম্মুখে শোভা পাইতেছেন ॥ ৭২ ॥

তদেবং সসমাজঃ শ্রীব্রজরাজস্তং নেত্রেণ গাত্রেণ চ যথাযথমালিঙ্গন্ সর্ব্বাঙ্গরিঙ্গৎপ্রমদমুল্ললাস ॥ ৭৩ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণকৃতমহসি রাধিকাসদসি চ কথাবশেষঃ ॥ ৭৪ ॥

যথা মধুকণ্ঠ উবাচ ;—

যাবদ্গোষ্ঠাৎ প্রতস্থে পুরমঘবিজয়ী তাবদারভ্য সভ্যা
বীরার্হং তস্য শর্ম্মপ্রকরমধিজগুস্তত্তদুল্লাসবাগ্‌ভিঃ।
অন্তর্বিজ্ঞাঃ প্রিয়াণাং বিরহজকদনং শ্বাসদৈর্ঘ্যেণ মধ্যে
মধ্যে সংলক্ষ্য দুঃখাদহহ ! মুহুরপি শ্বাসরোধং সমীয়ুঃ ॥৭৫॥

তন্নিশম্য ব্রজাধীশাদীনাং ভাবং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যিগদ্যেন। সর্ব্বাঙ্গরিঙ্গৎপ্রমদং সর্ব্বাঙ্গেষু রিঙ্গন্ প্রাপ্নুবন্ প্রমদো যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা দিদীপে ॥ ৭৩ ॥

যথা দিবা কথা বর্ণিতা তথা নিশায়ামপি কথাবশেষো বর্ণিত ইতি বক্তুমারভতে—অথেতিগদ্যেন। সুগমং ॥ ৭৪ ॥

তং কথাবশেষং বর্ণয়তি—যাবদিত্যাদি। বীরার্হং বীরেষু যোগ্যং শর্ম্মপ্রকরং সুখসমূহং পুরলীলাঘটিতবাণীভিঃ অধিগীতবন্তঃ ! অন্তর্বিজ্ঞা মধুররসভক্তাঃ প্রিয়াণাং শ্বাসদৈর্ঘ্যেণ বিরহজগ্লানিং সংলক্ষ্য। অহহেতি খেদে। দুঃখান্মুহুরপি শ্বাসস্য রোধং প্রাণপীড়াং সঙ্গতবন্তঃ ॥ ৭৫ ॥

অতএব এইরূপে সমস্ত সভাসদ্‌গণের সহিত শ্রীব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া এবং গাত্র দ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গীন আনন্দ লাভ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-বিরাজিত শ্রীরাধিকার সভায় অবশিষ্ট কথা বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৭৪ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন, যে পর্য্যন্ত অঘবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে মধুপুরে গমন করেন, তদবধি সভ্যগণ উল্লাস বাক্যে তদীয় বীরোচিত সুখ সমূহ কীর্ত্তন করেন। মধুর রসের ভক্তগণ প্রিয়তমাদিগের দীর্ঘ নিশ্বাসদ্বারা বিরহজন্য গ্লানি লক্ষ্য করিয়া, হায় ! দুঃখে বারংবার রুদ্ধশ্বাস হইয়াছিল ॥ ৭৫ ॥

যদা তা নাগর্য্যঃ কিল নিজবিলোকায় সময়ু-
স্তদা সত্যং তাসামনুমুখমপশ্যদ্বকরিপুঃ।
তথা তত্রাপ্যেষ স্পৃহিতমকরোদিত্যপি ঋতং
ব্রজস্ত্রীসারূপ্যং যদিহ মৃগয়ামাস পরিতঃ ॥ ৭৬ ॥
যদেতাবদপি শ্রীরাধাদীনাং কৃতাশীর্ভির্গীর্ভিরেব সম্পন্নম্ ॥৭৭
তথা হি ;—শ্রীশুকবচনম্ ॥

"গোপ্যো মুকুন্দবিগমে বিরহাতুরা যা
আশাসতাশিষ ঋতা মধুপুর্য্যভূবন্।
সম্পশ্যতাং পুরুষভূষণগাত্রলক্ষ্মীং
হিত্বেতরাস্তু ভজতশ্চকমেঽয়নং শ্রীঃ" ॥ ইতি ॥ ৭৮ ॥

ভা, ১০।৪২।২৪।

অথ তত্র নাগরীণাং ভাগ্যং বর্ণয়তি—যদেতি। যদা তা নাগর্য্যঃ নিজস্য বকরিপোর্বিলোকায় সময়ুঃ সঙ্গতা স্তদা অনু সহ একদা তাসাং মুখমপি বকরিপুরপশ্যৎ। তথৈব বকরিপু র্নাগরীষ্বপি যৎ স্পৃহিতং স্পৃহামকরোদিত্যপি ঋতং সত্যং যদ্‌যস্মাদিহ পুরি পরিতো ব্রজস্ত্রীসারূপ্যং মৃগয়ামাস ॥ ৭৬ ॥

তদা তাসাং শ্রীকৃষ্ণদর্শনং শ্রীরাধাদীনাং পূর্ব্বোক্তবাক্যবলাদেবেতি বর্ণয়তি—যদেতিগদ্যেন। এতাবদপি শ্রীকৃষ্ণদর্শনমপি নিষ্পন্নং সিদ্ধং ॥ ৭৭ ॥

অত্র প্রমাণত্বেন শ্রীভাগবতশ্লোকমুত্থাপয়তি—গোপ্য ইতি। গোপ্য যা ঋতাঃ সত্যা আশিষঃ

যে সময়ে নগরবাসিনী রমণীগণ বকরিপুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিল, তৎকালে বকরিপু এককালে তাহাদেরও মুখ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এবং ঐরূপে তিনি নাগরীদিগের নিকটে কোন বস্তু ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ইহা সত্য কথা। কারণ, তিনি ঐ মধুপুরের চারিদিকে ব্রজনারীগণের সারূপ্য অন্বেষণ করিয়াছিলেন ॥ ৭৬ ॥

কারণ, শ্রীরাধিকা প্রভৃতি রমণীগণের আশীর্ব্বাদ-পূর্ণ বাক্যসমূহ দ্বারাই মথুরানিবাসিনী সীমন্তিনীদিগেরও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ঘটিয়াছিল ॥ ৭৭ ॥

এই বিষয়ে ভাগবতে শ্রীশুকদেবের বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের

অথ কথাসদসি বলিতা শ্রীললিতা সোৎপ্রাসং পপ্রচ্ছ। ভবেৎ স্ত্রীমাত্রস্পৃহিতমপ্যনুগৃহীতমমূদৃশাং। যৎ কিমপি নাকার্য্যমার্য্যচরিতানাং কুব্জায়াং সুচরিতন্তু কথং ন্যুব্জী-কৃতম্ ॥ ৭৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্তু তৎপ্রকথকৌ কথকৌ সসঙ্কোচমালোচয়ন্নু-বাচ ;—ভবন্তাবিহ মম মর্ম্মানুভবন্তাবেব স্ত ইতি তাং কথাং যথাবদ্বদতাম্ ॥ ৮০ ॥

আশাসত তা মধুপুরি পুরুষভূষণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য লক্ষ্মীং শোভাং সম্পশ্যতাং অভূবন্। কৃষ্ণং কথম্ভূতং অনুভজত ইতরান্ ব্রহ্মরুদ্রাদীন্ হিত্বা শ্রীর্লক্ষ্মীযময়নমাশ্রয়ং চকমে ॥ ৭৮ ॥

তত্র কুব্জায়া বৃত্তান্তং নিশম্য শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণং কটাক্ষয়িতুং শ্রীললিতা যৎ পৃষ্টবতী তৎ গদ্যেন বর্ণয়তি—অথেতি। বলিতা মিলিতা সোৎপ্রাসং সেঙ্গিতং অমূদৃশাং শ্রীরাধাদীনাং অনুগৃহীতমপি স্ত্রীমাত্রস্পৃশিতং ভবেৎ তথার্য্যচরিতানাং কৃষ্ণাদীনাং ন কিমপি অকার্য্যমস্তি। ন্যুব্জীকৃতং নিতান্তশয়েন উক্তং ঋজুং ন ন্যুব্জং ন্যুব্জং কৃতং ন্যুব্জীকৃতং বক্রতাং প্রাপয়ৎ ॥ ৭৯ ॥

তস্যাঃ সোৎপ্রাসং বাক্যং শ্রুত্বা কৃষ্ণো যদাচরত্তদ্গদ্যেন বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণস্ত্বিতি। প্রথকৌ কথকৌ মম অভিপ্রায়ং অনুভবং কুর্ব্বন্তৌ ভবতঃ ॥ ৮০ ॥

বিরহে কাতর হইয়া যে সকল সত্য আশীর্ব্বাদ বাণী বলিয়াছিল, পুরুষ-ভূষণ শ্রীকৃষ্ণের দেহশোভা যাহারা দর্শন করিত ; মধুপুরে তাহাদের সেই সকল আশীর্ব্বাদ ঘটিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অপূর্ব্ব ছিল। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ লক্ষ্মীদেবীর সর্ব্বদা ভজনা করিত। কিন্তু কমলাদেবী ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ই বাসনা করিয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর সেই কথার সভাতে শ্রীললিতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরাধিকা প্রভৃতি নারীগণ যাহাকে অনুগ্রহ করে, তাহা স্ত্রী মাত্রেরই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। কারণ, শ্রেষ্ঠচরিত্র ব্যক্তিগণের নিকটে কোন কার্য্যই অকার্য্য নহে। কিন্তু কুব্জার কাছে সেই সুন্দর ও সরল চরিত্র কেন বক্র করা হইয়াছিল? ॥ ৭৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কুচিতভাবে ঐ দুই জন কথককে ঐ কথার উত্তরদাতা বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন। এই স্থানে তোমারাই দুইজন আমার হৃদয়ের মর্ম্মকথা অনুভব করিতে পার। সুতরাং তোমরাই সেই কথার নির্দ্দেশ কর ॥ ৮০ ॥

কথকাবূচতুঃ ;—শ্রীমতি ! ললিতে ! শ্রূয়তাম্ ॥
যঃ খলু করুণাশীল, স্তস্য বিচার্য্যা প্রবৃত্তির্ন।
নিখিলোপেক্ষিতজীবে, বাঢ়ং যস্যার্দ্রতা ভবতি ॥ ৮১ ॥
কিঞ্চ ;—
কুতুকী কুতুকাকৃষ্টোঽপ্যতিকরুণশ্চেদ্দরিদ্রবশ্যঃ স্যাৎ।
অত্র হি কেশবকুব্জা-বৃত্তং সুধীসহস্রেণ ॥ ৮২ ॥

অথ তয়োর্মধুকণ্ঠ এবোবাচ ;—তথা চানেন পুরস্তাদিদং বিচারিতম্।

চন্দ্রতি বদনবিলাসাদষ্টাবক্রতি তথাঙ্গকৌটিল্যাৎ
তস্মাদেষা পৃচ্ছ্যা তরলতি চিত্তং হি কৌতুকাৎ পরিতঃ ॥৮৩॥

কথকয়ো র্বাক্যং নির্দ্দিশতি—য ইতি। বিচার্য্যা বিচারণার্হা, আর্দ্রতা সুস্নিগ্ধচিত্ততা ভবতি ॥৮১॥ তৎফলং নিগময়তি—কিঞ্চেতি। কুতুকেনাকৃষ্টঃ কুতুকী চেদ্যদি অতিকরুণঃ অতিশয়-করুণাবিশিষ্টঃ স্যাত্তদা দরিদ্রস্য বশ্যঃ স্যাৎ অত্র বিষয়ে হি সুধীসহস্রেণ কেশবস্য কুব্জায়াশ্চ বৃত্তং বিবৃতং বিবরণং কৃতং ॥ ৮২ ॥

তত্র মধুকণ্ঠোক্তিং বর্ণয়তি—তথেতিগদ্যেন ॥

বিচারিতং বর্ণয়তি—যা বদনবিলাসাৎ চন্দ্রতি চন্দ্র ইবাচরতি, তথাঙ্গানাং কৌটিল্যাৎ অষ্টাবক্র-মুনিরিবাচরতি তস্মাদ্ধেতোরিয়ং পৃচ্ছ্যা প্রষ্টব্যা হি যতঃ কৌতুকাৎ পরিতো মে চিত্তং তরলতি চঞ্চলমিবাচরতি ॥ ৮৩ ॥

কথকদ্বয় বলিতে লাগিল, শ্রীমতি ললিতে ! শ্রবণ কর। যিনি নিশ্চয়ই দয়াময়, তাঁহার প্রবৃত্তি বিচারণীয় নহে। কারণ, সকলে যাহাকে অবজ্ঞা করে তাদৃশ জীবের উপরেও তাঁহার চিত্ত সুস্নিগ্ধ ভাবেই বিদ্যমান থাকে ॥ ৮১ ॥

অপিচ, কুতুকাকৃষ্ট কুতুকী যদি অতিশয় করুণা বিশিষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি দরিদ্রের বশীভূত হন। এই বিষয়ে সহস্র সহস্র পণ্ডিত, শ্রীকৃষ্ণের এবং কুব্জার চরিত্র বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ৮২ ॥

অনন্তর কথকদ্বয়ের মধ্যে মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল। তখন মধুকণ্ঠ পূর্ব্বে ইহারই বিচার করিতে লাগিল। যে নারী মুখের শোভায় চন্দ্রের মত আচরণ করে, এবং সমস্ত অঙ্গের বক্রতায় অষ্টাবক্র ঋষির মত আচরণ করে ; এই হেতু

আং আং সা খল্বেষা সৈরিন্ধ্রী কংসায় গন্ধসন্ধায়িনী ভবতি। যৎখল্বেকাকিনী কলিতপ্রযত্নং গন্ধভাজনরত্নং সনির্ব্বন্ধং করাভ্যাং রুন্ধানা রাজাবরোধমনুরুন্ধনা তর্ক্যতে। তস্মাদ্বস্ত্রমিব তস্য পর্ব্বণি শস্তমিমং নির্হারিণং গন্ধমপি নির্ব্বহাণি (ক) কিন্তু স্ত্রীয়ং খলু লোভয়িতব্যা ন তু রজকবৎ ক্ষোভয়িতব্যা। লোভঃ পুনরস্যাং কুরূপতাঘটিতকুটিলাঙ্গতয়া স্ফুটং পুরুষসঙ্গরহিতায়ামনঙ্গরঙ্গ-জন্মত এব সুকরঃ স্যাৎ। অনঙ্গরঙ্গমপি লব্ধমদঙ্গাবলোকনয়া নান্যতঃ পর্য্যালোচয়ামি। তস্মাদহমেব তন্নির্ব্বহনং সমর্ম্ম-বিলাসনর্ম্মণা নির্ম্মিমীয়। তদেবং বিচার্য্য চতুরাচার্য্যঃ স্পষ্টমাচষ্ট—বরোরু! গন্তুমুৎকতাং গতা কা ত্বমসি?। সোবাচ;—সুন্দরাস্য! দাস্যহমস্মি। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ;—কস্য? সোবাচ—কংসস্য।

তত্র চিন্তনং বর্ণয়তি—আসামিতিগদ্যেন। আং আং স্মৃতং গন্ধং সন্ধায়িতুং মেলয়িতুং শীলমস্যাঃ সা, কলিতো বিহিতঃ প্রযত্নো যত্র তং, গন্ধপাত্রশ্রেষ্ঠং সনির্ব্বন্ধং নির্ব্বন্ধেনাগ্রহেণ সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাৎ, রুন্ধানা দৃঢ়ং ধারয়মাণা রাজ্ঞঃ কংসস্য অবরোধোঽন্তঃপুরং রুন্ধনা বেষ্টমানা তর্ক্যতে। শস্তং শুভং নির্হারিণং দূরগামিনং গন্ধমপি বস্ত্রমিব নির্ব্বহাণি নিঃশেষেণ স্বীকরোমি। লোভেন বশ্যা ক্ষোভয়িতব্যা সঞ্চালয়িতব্যা কুরূপতাঘটিতানি কুটিলাঙ্গানি যস্যা স্তদ্ভাবত্বয়া দুর্দ্দর্শনত্বেন পুরুষসঙ্গরহিতায়ামস্যাঃ কন্দর্পরঙ্গজন্মত এব লোভঃ সুকরঃ স্যাৎ।

ইহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। কারণ, আমার চিত্ত কৌতুকে সর্ব্বতোভাবে চঞ্চল হইয়াছে ॥ ৮৩ ॥

হাঁ হাঁ স্মরণ হইয়াছে, স্মরণ হইয়াছে; ঐ রমণী কংসের দাসী। গন্ধ সংযোজন করাই ইহার কার্য্য। কারণ, নিশ্চয়ই এই নারী একাকিনী হইয়া প্রযত্ন সহকারে শ্রেষ্ঠ গন্ধপাত্র আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন পূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আছে। বোধ হইতেছে, এই নারী কংসের অন্তঃপুরে যাইতেছে। অতএব উৎসবে বস্ত্রের ন্যায় তাঁহার শুভ ও দূরগামী গন্ধ আমি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু নিশ্চয়ই এই স্ত্রীর লোভ উৎপাদন করিতে হইবে, কিন্তু

(ক) নির্হরাণীতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—রামাশিরোমণি ! কিংনামাসি ? ॥

সা সলজ্জমুবাচ ; — সুভগশক্র ! ত্রিবক্রেতি।

শ্রীকৃষ্ণঃ সগণঃ সহাসমুবাচ ;—তর্হি সান্বয়ঃ খল্বয়মাহ্বয় ?।

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—সর্ব্বাঙ্গ-গ্লেপনহরণমনুলেপনমিদং কস্য ?।

সা সহাসমাহ স্ম ;—বিদগ্ধশেখর ! যা যস্য কিঙ্করী সা তদর্থমেব সর্ব্বং চরীকরেতি।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—মধুরভাষিণি ! দাসী কাপি স্বামিসম্মতা কাপি তদুদাসীনস্থলগামিতয়া নাতিতন্মতা দৃশ্যতে।

সোবাচ ;—সুবদন ! তদপি সত্যং বদসি ; সাহন্তু তস্য সম্মতা ন তাবদন্যথা মতা ॥ ৮৪ ॥

লব্ধা যা মমাঙ্গানামবলোকনা দর্শনং তয়া পর্য্যালোচয়ামি অনুসন্ধধে। তন্নির্বহনং তস্যানঙ্গরঙ্গস্য নির্ব্বাহং সমস্মবিলাসনর্ম্মণা অভিপ্রায়েণ সহ যদ্বিলাসনর্ম্ম কৌতুকং তেন নিস্মাণং কুর্য্যাং। হে বরোরু! গন্তুমুৎসুকতাং চাঞ্চল্যং গতা ত্বং কাসি ? হে সুন্দরমুখ অহং দাসী। হে রামাশিরোণি সুন্দরীশ্রেষ্ঠে কিং নামা ত্বং ? হে সুভগপ্রধান সগণঃ গণসহিতঃ সন্ সান্বয়ঃ অনুগতোহর্থো যত্র সঃ। সর্ব্বাঙ্গস্য গ্লেপনং ম্লানতাং তস্য হরণং যেন তৎ। হে বিদগ্ধশ্রেষ্ঠ ! চরীকরোতি অতিশয়েন সাধয়তি হে মধুরভাষিণি ! তদুদাসীনস্থলগামিতয়া তস্য স্বামিনো যদুদাসীনস্থলং তদ্গান্তং শীলমস্যা স্তদ্ভাবতয়া অতি অধিকং স্বামিনো মতা সম্মতা। নান্যথা মতা নাদরণীয়া ॥ ৮৪ ॥

রজকের মত ইহার ক্ষোভ উৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে, এই রমণীর কুটিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কুরূপতা দ্বারা নির্ম্মিত। সুতরাং স্পষ্টই এই রমণী পুরুষ সহবাসে বঞ্চিত ; অতএব কামরস-জনিত লাভ নিশ্চয়ই সুলভ। আমার অঙ্গ দর্শন করিলেই অনঙ্গ-রঙ্গ উত্তেজিত হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিতেছি না। অতএব আমি সাভিপ্রায়ে বিলাস কৌতুক দ্বারা সেই অনঙ্গ-রঙ্গের নির্ব্বাহ করি। এইরূপ বিচার করিয়া চতুর চূড়ামণি স্পষ্ট বলিতে লাগিলেন—হে বরারোহে ! তুমি গমন করিতে অত্যন্ত চাঞ্চল্য প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব তুমি কে ? সেই রমণী কহিল, হে সুবদন ! আমি একজন দাসী। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কাহার ? রমণী কহিল কংসের দাসী। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে

সর্ব্বে সোপহাসমূচুঃ ;—পরমরমণীয়াঙ্গীয়ং কথমিব তদঙ্গী-কারং ন ধারয়তু ॥ ৮৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—তথ্যং কথ্যতাং। ক নু তস্য সম্মতাসি ?।

সা সপ্রণয়রোষমুবাচ ;—দৃষ্টমপি কথমিদং পৃষ্টং ক্রিয়তে ?। বহলপরিমলশর্ম্মণ্যস্মিন্ননুলেপকর্ম্মণ্যেব।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—স্ফুটমন্যাশ্চ ত্বাদৃশিম্মন্যা (ক) ধন্যাস্তস্য বিদ্যন্তে।

তন্নিশম্য সর্ব্বে সখায়ো যদাহু স্তদ্বর্ণয়তি—সর্ব্বে ইতি গদ্যেন। ইয়ং পরমরমণীয়াঙ্গী তস্য কংসস্যাঙ্গীকারং কথমিব ন ধারয়তু ॥ ৮৫ ॥

ততঃ পুনঃ কৃষ্ণকুব্জয়ো র্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য নু ভোঃ ক কস্মিন্ বিষয়ে কংসস্য সম্মতাসি ? দৃষ্টমপি গন্ধভাজনগ্রহণমপি। বহলপরিমলেন শর্ম্ম সুখং যস্মিন্ তস্মিন্-

রমণীশ্রেষ্ঠে ; তোমার নাম কি ? নারী কহিল, হে সর্ব্বপ্রিয়শ্রেষ্ঠ ? আমার নাম ত্রিবক্রা। শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুবর্গের সহিত হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার এই নামের সার্থকতা আছে দেখিতেছি। পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যাহা দ্বারা সকল অঙ্গের গ্লানি দূর হয়, এই অনুলেপন কাহার ? । নারী কহিল, হে চতুরশ্রেষ্ঠ ! যে যাহার দাসী, সে তাহার নিমিত্তই সকল বিষয় অত্যন্তরূপে সম্পাদন করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে সুভাষিণি ! কোন দাসী স্বামীর সম্মতিক্রমে, কেহ বা স্বামীর অসম্মতিক্রমে উদাসীন স্থানে গমন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে স্বামীর অত্যন্ত সম্মতি থাকে না। রমণী কহিল, হে সুবদন ? তাহা সত্যই বলিতেছেন, কিন্তু আমি স্বামীর সম্মতি পাইয়া এই কার্য্য করিতেছি। ইহাতে আপনি আমাকে অনাদর করিবেন না ॥ ৮৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্গণ উপহাস পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, এই রমণীর অঙ্গ সকল পরম রমণীয় দেখিতেছি, তবে কেন এই নারী কংসের পত্নী হইল না ? ॥ ৮৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে সুন্দরী, তুমি সত্য করিয়া বল, কোন বিষয়ে তুমি

(ক) খিত্যব্যাজরুষো মন্ধো। ইতি হ্রস্বঃ।

সোবাচ ;—সন্তু নাম ; কিন্তু মদ্ভাবিতমেব ভোজপতে রতের্ভাবনায় কল্পতে।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—যদি ন গর্হ্যম্মন্যসে তর্হ্যহমস্য ভাজন-মভ্যস্য সৌরভ্যমনুভবিতুমিচ্ছামি ॥

সোবাচ ;—গুরুভ্যঃ শপে তুভ্যং মমাপ্রদাতব্যং কিমপি নাস্তি ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—এবং চেদাবাভ্যাং তদিদং তাবদ্বিতর ॥

সা তু সানুরাগস্মিতমাহ ;—বিশ্বাদ্ভুতনবযুবানৌ যুবাং বিনা কস্তাবদেতাদৃগামোদপাত্রপাত্রতামর্হতি। ততো যদৃচ্ছয়া সর্ব্বমেব প্রতীচ্ছতম্ ॥ ৮৬ ॥

নুলেপকর্ম্মণি। ত্বাদৃশিস্মন্যা স্বৎসদৃশমানিন্যঃ ধন্যাঃ, তস্য কংসস্য। মদ্ভাবিতং ময়া সাধিতং রতেঃ প্রীতেঃ। গর্হং নিন্দনীয়ং গন্ধস্য ভাজনং সেবনমভ্যস্য দৃঢ়ীকৃত্য। গুরুভ্যঃ শপে, গুরূণাং শপথং দিব্যং করোমি। অপ্রদাতব্যমদেয়ং মৃগমদপঙ্কস্য শ্যামবর্ণত্বেন শ্রীরামাঙ্গেষু শোভাবৈশিষ্ট্যা দাবাভ্যামিতি। এতাদৃশ আমোদপাত্রস্যাতিসুগন্ধভাজনস্য পাত্রতাং যোগ্যতাং প্রতীচ্ছতং স্বীকুরুতং ॥ ৮৬ ॥

কংসের সম্মতি পাইয়াছ। রমণী প্রণয়রোষে বলিতে লাগিল, আপনি দেখিয়াও কেন ইাহর প্রশ্ন করিতেছেন। বহুল সৌরভ সুখপূর্ণ এই অনুলেপন কার্য্যেই আমি কংসের সম্মতি পাইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, স্পষ্ট দেখিতেছি, কংসের তোমার মত অন্যান্য অনেক প্রশংসনীয় রমণী বিদ্যমান আছে। রমণী কহিল, তাহা থাক, কিন্তু আমি যে কার্য্য সাধন করি, তাহাতেই ভোজরাজের অত্যন্ত প্রীতি হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যদি গর্হিত মনে না কর, তাহা হইলে আমি গন্ধপাত্র বার বার ধারণ করিয়া সৌরভ অনুভব করিতে ইচ্ছা করি। নারী কহিল, গুরুজনের দিব্য করিতেছি, আপনাকে আমার অদেয় কোন বস্তুই নাই। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের দুই জনকে এই গন্ধ দ্রব বিতরণ কর। সেই রমণী অনুরাগের সহিত মৃদু হাস্যে কহিল, আপনারা উভয়েই বিশ্ববিমোহন নব যুবা। আপনাদের দুই জন ব্যতীত আর

অথ সখায়ঃ পরস্পরং নীচৈরিব সহাসমূচুঃ।—হন্ত! দ্বয়মপি চকমে কামিনীয়ম্ ॥ ৮৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্তু তাং স্তুতাং বিদধৎ প্রত্যুবাচ;—তর্হি চিরাদেব তব ভবিকং ভবিষ্যতীতি ॥ ৮৮ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য পরমরমণীয়রূপবিলাসহাসস্নপিতলপিত-মাধুরীণাং সা ধুরীণচিত্তা তাভ্যাং দ্বাভ্যামপি পর্ব্বকৃতে কৃতং সর্ব্বমপি তদনুলেপনং রচিতার্পণং চকার ॥ ৮৯ ॥

প্রতীচ্ছতমিত্যনেন দ্বাভ্যাং তদ্দানং ব্যঞ্জিতং, তদ্বিভাব্য সখীনাং নর্ম্ম বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। সুগমং ॥ ৮৭ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রং বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণস্ত্বিতিগদ্যেন তাং কুব্জাং স্তুতাং প্রশংসিতাং বিদধৎ করিষ্যন্ ভবিকং মঙ্গলং ॥ ৮৮ ॥

তল্লোভকবাক্যং নিশম্য সা যদকরোত্তদাহ তদেবমিতিগদ্যেন। বিলাসো লীলা স্নপিতলপিতং সুকোমলালাপং তেষাং মাধুরীণাং ধুরীণচিত্তা ধুরীণো ভারবাহক শ্চিত্তং যস্যাঃ সা রচিতমর্পণং যস্য তচ্চকার ॥ ৮৯ ॥

কোন্ ব্যক্তি এইরূপ গন্ধপাত্রের যোগ্য হইতে পারে। অতএব যদৃচ্ছাক্রমে সমস্তই স্বীকার করুন ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ পরস্পর যেন অস্পষ্টস্বরে সহাস্যে বলিয়াছিল, আহা! এই দুইজন অনঙ্গ, এবং এই রমণী কাম-কামিনী (রতি) ॥ ৮৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই কুব্জাকে প্রশংসা করিবেন বলিয়া কহিতে লাগিলেন, তাহা হইলে শীঘ্রই তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ৮৮ ॥

অতএব এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের পরম মনোহর রূপ, লীলা এবং সুকোমল বাক্যের যত প্রকার মাধুরী আছে, ঐ রমণীর চিত্ত সেই সমস্ত মাধুরী বহন করিয়া উৎসবের নিমিত্ত যে সমস্ত অনুলেপন করিয়াছিল, সেই সমস্ত অনুলেপন ঐ দুই জনকে সমর্পণ করিল ॥ ৮৯ ॥

যৎ খলু গৌরমেচকভাগাভ্যাং দ্বিধাকৃতমুদয়চ্চান্দ্রমসবিম্ব-মিব সান্দ্রমপি সলিলবিরলতয়া কৢপ্তং (ক) বস্তুতস্তু শ্রীনিধিকর-সন্নিধিবশতয়া তদখিলেষু সখিষু চ পর্য্যাপ্তিমবাপ ॥ ৯০ ॥

কৃষ্ণস্তত্র সুপীতপীতনময়ীং চর্চ্চাং দধদ্দিদ্যুতে
রামঃ শ্যামকুরঙ্গনাভিমুখসদ্গন্ধশ্রিয়াশোভত।
যদ্বদ্বিদ্যুদিতদ্যুতির্বিজয়তে বিদ্যুত্ত্বদুদ্যত্তনু-
র্যদ্বদ্বিস্ফুরদঙ্কসঙ্করুচিশ্চাদভ্রশুভ্রদ্যুতিঃ ॥ ৯১ ॥

যৎ খলু কৃষ্ণরাময়োঃ সর্ব্বেষু সখীষ্বপি পর্য্যাপ্তমভূত্তদাহ যৎখল্বিতিগদ্যেন। গৌরঃ পীতঃ মেচকঃ কৃষ্ণঃ উদয়ৎ উদয়ং কুর্ব্বৎ চন্দ্রস্য সম্বন্ধি বিম্বমিব সান্দ্রং গণমপি কৢপ্তং দ্বয়োঃ সমর্পিতং বস্তুতস্তু শ্রীনিধেঃ কৃষ্ণস্য করস্য হস্তস্য সন্নিধিবশত্বেন পর্য্যাপ্তিং ব্যাপকতামবাপ ॥ ৯০ ॥

তদা তু অনুলেপনধারণেন দ্বয়োঃ শোভাবৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—কৃষ্ণ ইতি সুপীতপীতনময়ীং সুপীতং সুন্দরহরিদ্রাভং যৎ পীতনং কুঙ্কুমং তৎপ্রচুরাং চর্চ্চাং শোভাবৈশিষ্ট্যং দধৎ দিদ্যুতে শোভতে স্ম। শ্যামবর্ণো যঃ কুরঙ্গনাভি মৃগনাভিঃ স মুখমাদ্যো যস্য এবম্ভূতোঃ যঃ সদ্গন্ধ স্তস্য শোভয়া অশোভত। তত্র দৃষ্টান্তৌ বিদ্যুদ্বান্ মেঘ স্তস্য উদ্যন্তী যা তনুঃ সা যদ্বদ্বিজয়তে সা কিম্ভূতা সতী বিদ্যুতা উদিতা দ্যুতিঃ কান্তি র্যস্যাঃ সা অদভ্রা অনল্পা শুভ্রা দ্যুতি র্যস্য স চন্দ্রো যদ্বদ্বিজয়তে কিম্ভূতঃ সন্ বিস্ফুরৎ যদঙ্কং মৃগচিহ্নং তেন সঙ্করা মিলিতা রুচিঃ কান্তি যস্য সঃ ॥ ৯১ ॥

নিশ্চয়ই যে অনুলেপন শুক্ল এবং কৃষ্ণবর্ণ ভাগ দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উদয় প্রাপ্ত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় নিবিড় হইলেও অল্প জল থাকাতে সমর্থিত হইয়াছিল। বাস্তবিক কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের করকমলের সন্নিধান প্রযুক্ত, সেই অনুলেপন সমস্ত বন্ধুগণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৯০ ॥

তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর হরিদ্রাবর্ণ কুঙ্কুম দ্বারা সমধিক শোভা বিশেষ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলরাম, শ্যামবর্ণ মৃগনাভি প্রভৃতির সদ্গন্ধ শোভায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে রূপ দ্যুতিশালী মেঘের নবোদিত শরীর শোভা পায়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইয়াছিলেন, এবং প্রস্ফুরিত মৃগচিহ্ন সংস্পৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়া বহুল শুভ দ্যুতিশালী শশধর যেরূপ বি[illegible] করে, সেইরূপ বলরাম শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৯১ ॥

(ক) কৢপ্তমিত্যত্র কিলেতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

অথ পুনঃ কথাসদসি লজ্জাপ্রথাকরকথাবিশেষপ্রত্যাসন্নতয়া সন্নকণ্ঠে মধুকণ্ঠে সস্মিতং ললিতা ললাপ। অগ্রিমমপি কৌতুকমব্যগ্রং কথ্যতাং। যত্র যুস্মদীশিতুরস্য বেশঃ স্বার্থান্তরায় সম্পদ্যতে স্ম ॥ ৯২ ॥

মধুকণ্ঠঃ সমাধানমধত্ত। তদেবং তয়ানুরজ্য চর্চ্চয়া সজ্যমানঃ সোঽয়ং পূতনাদীনামপি পূততাবিধায়ী দীনদয়ানুযায়ী চিন্তয়াগাস। এষা খলু রুচিরাননাপ্যঙ্গসারল্যবৈকল্যাৎ কলিতহৃচ্ছল্যা ময়ি চ কৃতানুকূল্যা কৃপয়ানুপাল্যা স্যাদাপাততস্তু

তত্তন্নিশম্য কিং বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি অথেতিগদ্যেন। লজ্জায়াঃ প্রথাকরো বিস্তারকো যঃ কথাবিশেষ স্তস্য প্রত্যাসন্নতয়া নিকটতয়া সন্নকণ্ঠে স্তব্ধকণ্ঠে, সস্মিতং মন্দহাসসহিতং যথা স্যাৎ অগ্রিমং অগ্রে ভবিতুং যোগ্যং অব্যাকুলং যথাস্যাৎ যুস্মদীশিতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বার্থান্তরায় তস্যা উপভোগায় ॥ ৯২ ॥

তত্র মধুকণ্ঠঃ সমাধানং যদকরোত্তৎ স্বয়ং কবি বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। তয়া কুব্জয়া অনুরজ্য অনুরক্তো ভূত্বা চর্চ্চয়া অনুলেপেন আসজ্যমানঃ পূততাবিধায়ী পবিত্রতাকারী দীনদয়ানুযায়ী দীনেষু যা দয়া তামনুযাতুং গন্তুং শীলমস্য সঃ। অঙ্গসারল্যবৈকল্যাৎ অঙ্গানাং যা সরলতা আর্জ্জবং তস্য বৈকল্যাৎ কলিতং জনিতং যৎ হৃদয়ে শল্যং শঙ্কুর্যস্যাঃ সা, কৃতানুকূল্যা

অনন্তর পুনর্ব্বার কথার সভাতে লজ্জার বিস্তারকারী কথা বিশেষ উপস্থিত হওয়াতে মধুকণ্ঠের কণ্ঠরোধ হইলে, ললিতা মৃদু মধুর হাস্যে বলিতে লাগিল। যে কৌতুকে তোমাদের এই প্রভুর বেশ, তাহার (কুব্জার) উপভোগের কারণ হইয়াছিল, সেই অগ্রিম কৌতুক অব্যাকুলভাবে বর্ণন কর ॥ ৯২ ॥

মধুকণ্ঠ যাহা সমাধান করিলেন, তাহা কবি স্বয়ং নির্দ্দেশ করিতেছেন। অতএব এই প্রকারে কুব্জা অনুরক্ত হইয়া অনুলেপনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আসক্তচিত্ত করিল। তখন পূতনা প্রভৃতি পাপিষ্ঠদিগেরও পাবিত্রতা কারক, সেই দীন দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই নারী নিশ্চয়ই সুমুখী হইলেও, অঙ্গের সরলতা না থাকায় মনে ভাবিয়াছে যে, যেন ইহার হৃদয়ে শল্য নিহিত হইয়াছে। আমার উপরেও অঙ্গরাগ সমর্পণ করিয়া আনুকূল্য করিয়াছে। সুতরাং অনুকম্পা করিয়া ইহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আপাততঃ যখন

মমাবলোকনং তচ্ছল্যমস্যা নির্দ্দল্যমানং কর্ত্তুমর্হতীতি। স্পষ্টং চাচষ্ট—ত্রিবক্রে! ত্বামবক্রাং কর্ত্তুমনুজ্ঞাং যাচে ॥ ৯৩ ॥

অথ সা চ তাং বাচং নর্ম্ম জানতী সস্মিতমুবাচ—অথ-কিং? কিন্তু কথমিব।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—গ্রহণবিশেষচাতুর্য্যেণ। ততশ্চাখর্ব্বং সখিসভাসৎস্থ হসৎসু সা সরোমাঞ্চমুবাচ—তর্হি মম বাস-গৃহমাসদ্যতাং। শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মপি বহসন্নাহ স্ম। ন তাবদত্র তাবতী প্রক্রিয়া তর্ক্যা। বিশ্বস্য চমৎকারায় বিশ্বস্য সম্প্রত্যেব সন্নিধায় পশ্য। অথ তস্যাং সকম্পং সন্নিদধত্যাং সর্ব্বস্য চ পশ্যত শ্চমৎকারং ব্যস্যন্নসৌ নটকলামিব ঘটয়ামাস ॥ ৯৪ ॥

কৃতমানুকূল্যং অঙ্গরাগার্পণং যয়া সা। অতো মম কৃপয়াল্পপল্যা, অবলোকনং দর্শনং। অস্যাঃ কুব্জায়াঃ তচ্ছল্যং নির্দ্দল্যমানং নিঃশেষণ বিদার্য্যমাণং কর্ত্তুং যোগ্যং ভবতীতি। হে ত্রিবক্রে অবক্রাং ঋজুং ॥ ৯৩ ॥

অথ তয়োঃ পুন র্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—অথ সাচেত্যাদিগদ্যেন। নর্ম্ম পরিহাসং মন্দহাস্যং যথা স্যাৎ। অথকিং শব্দঃ সম্মতিবাক্যে। অখর্ব্বমনল্পং আসদ্যতাং সংগম্যতাং ভবতেতি শেষঃ। অত্র কালে তাবতী প্রক্রিয়া তব বাসগৃহগমনবিধির্ন তর্ক্যা ন প্রকাশ্যা, বিশ্বস্য বিশ্বাসং কৃত্বা, সংনিধায় নেত্রগোচরীকৃত্য পশ্য। সকম্পং যথাস্যাত্তথা সংনিদধত্যাং নেত্রগোচরং কুর্ব্বত্যাং চমৎকারমাশ্চর্য্যং বিনিক্ষিপন্ নটকলাং বেশান্তররচনামিব বিকাশমকরোৎ ॥ ৯৪ ॥

আমাকে দর্শন করিয়াছে, তাহাতেই কুব্জার সেই শল্য দলিত করা উপযুক্ত হইতেছে। তখন স্পষ্ট বলিলেন, হে ত্রিবক্রে? তোমাকে সরল করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৯৩ ॥

অনন্তর সেই কুব্জা সেই বাক্য পরিহাস-বাক্য জানিতে পারিয়া মৃদু মধুর হাস্যে বলিতে লাগিল, হাঁ তাহাতে ক্ষতি কি; কিন্তু তাহা কি প্রকারে হইবে? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, গ্রহণ বিশেষের চাতুরীদ্বারা নিঃশোধিত হইবে। তৎপরে সহচর সখাগণ উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলে, কুব্জা রোমাঞ্চিত শরীরে বলিতে লাগিল। তাহা হইলে আপনি আমার বাসগৃহে গমন করুন। শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু এই সময়ে সেইরূপ প্রক্রিয়া অর্থাৎ তোমার

যথা—

পদে পদাভ্যামাম্রশ্য কুব্জকং বামপাণিনা।
তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যান্তু চিবুকং তামৃজুং ব্যধাৎ ॥ ৯৫ ॥

ততস্তস্যাঃ পৃষ্ঠাদ্যবয়বততেঃ সা কুটিলতা
কটাক্ষং স্থৌল্যন্তু স্তনজঘনসক্‌থি স্ফুটমগাৎ।
মুকুন্দস্য স্পর্শান্ন তদিদমপূর্ব্বং ভবতি যৎ-
পরাসাং সুভ্রূণামপি সুভগতা তামভিগতা ॥ ৯৬ ॥

উদ্‌ঘটনপ্রকারং কথয়তি পদে ইতি। তস্যাঃ পদদ্বয়ে পদ্‌ভ্যামামৃশ্য আক্রম্য তথা বামকরেণ কুব্জকমামৃশ্য তথা চিবুকং তর্জ্জনীমধ্যমাঙ্গুলীভ্যামামৃশ্য তামৃজুং সরলাং কৃতবান্ ॥ ৯৫ ॥

তত্রশ্চমৎকারং বর্ণয়তি—তত স্তস্যা ইতি গদ্যেন। তস্যাঃ কুব্জায়াঃ পৃষ্ঠাদ্যবয়বততেঃ সা কুটিলতা কৌটিল্যমগাৎ গতবতী কটাক্ষং স্থৌল্যং কর্ণস্থলপর্য্যন্তমগাৎ তথা স্তনৌ জঘনে সক্‌থিনী স্ফুটং স্থৌল্যমগাৎ তু শব্দশ্চার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণসম্পর্কাৎ তদিদমপূর্ব্বং ন ভবতি, যৎ যস্মাৎ পরাসাং সুভ্রূণাং সুন্দরীণামপি সুভগতা সৌভাগ্যং তাং কুব্জাং অভিগতা ॥ ৯৬ ॥

বাস গৃহে গমন কার্য্য প্রকাশ করিও না। জগতের অদ্ভুতভাবের জন্য এখনই বিশ্বাস করিয়া স্বচক্ষে দর্শন কর। অনন্তর কুব্জা কম্পিতভাবে নেত্রগোচর করিতে লাগিল। যে সকল লোক দেখিতেছিল, তাহাদের আশ্চর্য্য বিনিক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন বেশান্তর রচনা করিলেন ॥ ৯৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দুই পদ দিয়া তাহার দুই পদ ধরিয়া, বাম হস্ত দ্বারা কুব্জ (কুঁজ) ধরিয়া, তর্জ্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা তাহার চিবুক আক্রমণ করিয়া তাহাকে সরলা করিলেন ॥ ৯৫ ॥

অনন্তর কুব্জার পৃষ্ঠ প্রভৃতি অবয়ব সমূহের কুটিলতা (বক্রতা) কটাক্ষে গমন করিল, সেই কটাক্ষ কর্ণস্থল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, এবং স্তনদ্বয়, জঘনদ্বয় এবং উরুদ্বয় স্পষ্টই স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে ইহা কখনও আশ্চর্য্যজনক বিষয় নহে। কারণ, তৎকালে পরমা সুন্দরী রমণীগণেরও যে রূপ সৌন্দর্য্য, সেই সৌন্দর্য্যও কুব্জাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৯৬ ॥

অথ হলহলায়মানং কোলাহলং লোকশ্চিত্রতয়া যং কলয়ামাস। তদ্বিশেষস্তু ন কেনচিৎ প্রস্তূয়েত। কিন্তু শুভগঙ্করণ্যা তস্য বিদ্যয়া সুভগম্ভাবুকায়াস্তদনন্তরবৃত্তেন তু তস্যা বৃত্তেনেদং পরামৃশামঃ ॥ ৯৭ ॥

সম্পত্তিঃ কিল গর্ব্বমাশু তনুতে দৈন্যং বিপত্তির্ব্বলা-
দেবং শাস্ত্রকথা বৃথা ন জগতি স্যাদেতদাকল্যতাম্।
কুব্জা সা কিল রূপযৌবনকলাসম্পদ্বতী যর্হ্যভূ-
ত্তর্হ্যেবাশু হরেশ্চকর্ষ রভসাদস্যোত্তরীয়াঞ্চলম্ ॥ ৯৮ ॥

তদৈব তেন মহাকোলাহলো জাত স্তদ্বর্ণয়তি—অথ হলহলেতিগদ্যেন। চিত্রতয়া আশ্চর্য্যত্বেন যং শ্রুতবান্, ন প্রস্তূয়েত তদ্বৃত্তান্তং জ্ঞায়েত। অশুভং করোতি যা শুভঙ্করণী তয়া বিদ্যয়া সুভগং ভবিতুং শীলমস্যাঃ সুভগম্ভাবুকা যস্যা স্তস্যা স্তদনন্তরবৃত্তান্তেন বয়মিদং পরামৃশামঃ ॥ ৯৭ ॥

তৎপ্রকারং স্বয়ং বর্ণয়তি—সম্পত্তিরিতি। কিল বার্ত্তায়াং, সম্পত্তি র্জ্জাতা সতী গর্ব্বং শীঘ্রং বিস্তৃণোতি তথা বিপত্তি র্জ্জাতা সতী দীনতাং বলাদ্বিস্তৃণোতি এবং শাস্ত্রকথা জগতি ন বৃথা স্যাৎ এতদাকল্যতাং অবধার্য্যতাং। কিল নিশ্চিতং রূপযৌবনকলাসম্পদ্বিশিষ্টা সতী সা কুব্জা যর্হ্যভূত্তর্হ্যেব শীঘ্রং রভসাৎ বেগাদস্য হরেরুত্তরীয়াঞ্চলং উত্তরীয়বস্ত্রান্তং চকর্ষ জগ্রাহ ॥ ৯৮ ॥

অনন্তর "হলহল"রূপে যে কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, তাহা লোকে আশ্চর্য্যভাবে শ্রবণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ কেহই জানিতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শুভঙ্করীদ্বারা কুব্জার সৌভাগ্য যে ঘটিয়াছিল, আমরা তৎপরবর্ত্তী বিবরণ দ্বারা এইরূপ পরামর্শ করিতেছি ॥ ৯৭ ॥

এইরূপ প্রবাদ আছে, সম্পত্তি হইলে শীঘ্রই গর্ব্ব বিস্তার করে, এবং বিপদ ঘটিলেই লোকের দৈন্য প্রবলভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইরূপ শাস্ত্রীয় কথা কখনও বৃথা হইবার নহে, ইহাই অবধারণ করুন। নিশ্চয়ই যৎকালে কুব্জা রূপ এবং যৌবন কলার সম্পত্তি লাভ করিল। অমনিই সে সবেগে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় বস্ত্রের অঞ্চল বা প্রান্তভাগ গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৯৮ ॥

ঈশিতাং যদি ভজেত দুর্গতস্তর্হ্যপি স্ফুরতি নীতিরস্য ন।
এহি বীর ! ভজ মাং স্মরাতুরামিত্যুবাচ জনধাম্নি কুব্জিকা ॥৯৯॥

ললিতোবাচ—

যদ্যেবমনন্তলীলস্য খল্বস্য সা ভোগবতী জাতা তদাস্মদ্বিধাতলস্পর্শতা-স্থিতিরপীয়ং তস্যাঃ সদৃশতাং যাতা তস্মাদগ্র্যমেবাব্যগ্রতয়া কথ্যতাম্ ॥ ১০০ ॥

মধুকণ্ঠঃ সসঙ্কোচমুবাচ—ততশ্চ পরমদয়ালুঃ কৌতুকপরতয়া সোঽয়ং সর্ব্বাতিশয়ালুরপি লজ্জালুতাং সজ্জন্ সমানবয়সঃ সবয়সঃ কৌমারাদেকারামং রামমপি সস্মিতং নিশাময়ংস্তদ্বঞ্চনময়ং স্ময়ং বিভ্রাণঃ প্রাহ স্ম ॥ ১০১ ॥

প্রকারান্তরেণাপি তস্যা অন্যায্যতাং ব্যনক্তি—ঈশিতামিতি। দুর্গতো দরিদ্রো জনো যদি ঈশিতাং প্রভুত্বং ভজেত তর্হ্যপি অস্য জনস্য নীতি র্ন্যায্যব্যবহারো ন স্ফুরতি পশ্য, জনধাম্নি জনবাসস্থানে ইত্যুবাচ হে বীর এহি আগচ্ছ স্মরাতুরাং মাং ভজেতি ॥ ৯৯ ॥

তদেবং নিশম্য শ্রীললিতা যদাহ—গদ্যেন তদ্বর্ণয়তি যদ্যেবমিতি। অস্য কৃষ্ণস্য ভোগবতী উপভোগার্হা। অস্মদ্বিধানাং যা অতলস্পর্শতাস্থিতি রতিগম্ভীরমর্য্যাদা ইয়ং অস্যাঃ কুব্জিকায়াঃ সদৃশতাং যাতা, উপভোগার্হতুল্যত্বাৎ। অগ্র্যং অগ্রে ভবং বৃত্তান্তং ॥ ১০০ ॥

তদা মধুকণ্ঠঃ সসঙ্কোচং যদাহ তদ্গদ্যেন বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদিনা। সর্ব্বাতিশয়ালুঃ সর্ব্বেভ্যোঽতিরিক্তস্বভাবো যস্য সোঽপি লজ্জাশীলতাং সজ্জন্ আশ্লিষন্ একস্মিন্ স্থানাদৌ আরামো

দরিদ্র ব্যক্তি যদি সম্পত্তিশালী হইয়া প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার ন্যায্য ব্যবহার প্রকাশ পায় না। দেখুন, কুব্জা লোক-সমাগম-পূর্ণ সেই স্থানে এই কথা বলিয়াছিল যে, হে বীর ! আপনি আগমন করুন, আমি কামাতুর হইয়াছি, আমাকে ভজনা করুন ॥ ৯৯ ॥

ললিতা বলিতে লাগিল, যদি অনন্তলীলাসম্পন্ন এই শ্রীকৃষ্ণের কুব্জা সত্যই উপভোগের যোগ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের মত নারীগণের যে অতিশয় গম্ভীর মর্য্যাদা আছে, সেই মর্য্যাদা এই কুব্জারও সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব ইহার পর বৃত্তান্ত তুমি অব্যাকুলভাবে বর্ণন কর ॥ ১০০ ॥

মধুকণ্ঠ সঙ্কুচিতভাবে বলিতে লাগিল। অনন্তর পরম দয়ালু সেই শ্রীকৃষ্ণ

"এষ্যামি তে গৃহং সুভ্রু! পুংসামাধিবিকর্ষণম্।
সাধিতার্থোঽগৃহাণাং নঃ পান্থানাং ত্বং পরায়ণম্"
ভা ১০।৪২।১২ ইতি ॥ ১০২ ॥

ললিতা সস্মিতমুবাচ—অহো! মহদ্ভির্যদুক্তং তদেব যুক্তমপশ্যাম।

বিশাখোবাচ—কিন্তদুচ্যতাম্।

ললিতা সহাসমুবাচ—

(ক) প্রাসাদীয়তি যঃ কুট্যাং পর্য্যঙ্কীয়তি মঞ্চকে।
তস্য সন্তোষশীলস্য কুব্জিকাপ্যপ্সরায়তে ॥ ইতি ॥১০৩॥

রমণং যস্য তং রামমপি মন্দহাস্যং যথা স্যাত্তথা শ্রাবয়ন্ তস্যাঃ কুব্জায়া বঞ্চনাপ্রচুরং ঈষদ্ধাস্য ধারয়ন্ ॥ ১০১ ॥

তদ্বচনঞ্চ শ্রীভাগবতীয়পদ্যেন নির্দ্দিশতি এষ্যামীতি। হে সুভ্রু সাধিতার্থঃ সাধিতোঽর্থো যেন সোঽহং পুংসাং মনঃপীড়ানিবর্ত্তকং তে তব গৃহং আগমিষ্যামি যতো "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" ইতি বচনাৎ অগৃহাণাং পথিকানামস্মাকং ত্বং পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ ॥ ১০২ ॥

তন্নিশম্য ললিতাবাক্যানন্তরং বিশাখাপ্রশ্নে ললিতা সহাসং যদাহ—তদ্বর্ণয়তি প্রাসাদীয়তীতি। যো জনঃ কুট্যাং পত্রকুটীরে প্রাসাদ ইবাচরতি য মঞ্চকে অসারকাষ্ঠস্তূপে পর্য্যঙ্কমিবাচরতি সন্তোষশীলস্য তস্য কুব্জিকা স্ত্রী অপি অপ্সরা ইবাচরতি অপ্সরাবৎ রমণীয়া ভবতি অতো ন কিঞ্চিদবদ্যং ॥ ১০৩ ॥

কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বাতিরিক্ত স্বভাব গ্রহণ করিলেও, লজ্জাশীলতার অধীন হইয়া সর্ব্বত্র সনবিহারী বলরামকেও মন্দ হাস্য শ্রবণ করাইয়া, কুব্জাকে প্রচুর পরিমাণে বঞ্চনা করিতে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১০১ ॥

হে সুন্দরি! আমি স্বকার্য্য সাধন করিয়া পুরুষদিগের মনঃপীড়া নিবারক তোমার গৃহে আগমন করিব। কারণ, শাস্ত্রে গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহাদের গৃহ নাই, তাহারা পথিক। অতএব পথিকদিগের (আমাদের) তুমিই পরম আশ্রয় ॥ ১০২ ॥

ললিতা মৃদু হাস্যে বলিল, আহা! মহদ্গণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমরা

(ক) ...চোপমানাদাচারে ক্যঃ। ভৃশাদেশ্চ্ব্যর্থে তস্লোপশ্চ ইত্যাভ্যাং সূত্রাভ্যাং সাধনীয়ানি নামধাতুপদানি।

কিঞ্চিদিব বিহস্য শ্রীরাধোবাচ—স্বানুরোধঃ খলু পরানুরোধায় স্যাত্তৎ কথময়মেবং ন ব্রূয়াৎ ? ॥ ১০৪ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ ;—ভবতীষু তাবদয়ং তাদৃশা এব তত্র পুনর্ব্বয়মীদৃশং পরামৃশামঃ ॥ ১০৫ ॥

কৃপালূনাং দীনঃ স্বমপি যদি দৃঙ্মাত্রময়তে।
তদা সর্ব্বা তেষাং ভবতি বিভুতা তস্য বশগা।
ত্রিবক্রায়াং কৃষ্ণঃ ক্ষণিককুতুকাদ্দৃষ্টিমদধা-
দহো ! সাসীৎপ্রেয়স্যনুকৃতিকৃতে বল্লিতবলা ॥১০৬॥

তত্তন্নিশম্য শ্রীরাধা যদবোচত্তদ্গদ্যেন বর্ণয়তি—কিঞ্চেত্যাদিনা। স্বানুরোধঃ স্বং প্রতি যাঽনুরোধঃ স পরস্যানুরোধকর্ত্তুরপি অনুরোধায় স্যাৎ তৎ কথময়ং মধুকণ্ঠ এবং ন ব্রূয়াৎ ॥ ১০৪ ॥

তদা সমাধায়াকো মধুকণ্ঠো যদবোচত্তদ্গদ্যেন বর্ণয়তি—ভবতীম্বিতি ॥ ১০৫ ॥

তস্য বর্ণনাবাক্যং নির্দ্দিশতি—কৃপালূনামিতি। স্বং নিজমভি লক্ষিত্বা দীনো জনঃ কৃপালূনাং দৃঙ্মাত্রং যদি অয়তে গচ্ছতি তদা তেষাং কৃপালূনাং সর্ব্বা বিভুতা যস্য দীনস্য বশগা স্যাৎ শৃণুত। ত্রিবক্রায়াং কুব্জায়াং ক্ষণিককুতুকাৎ কৃষ্ণো দৃষ্টিমদধাৎ অহো আশ্চর্য্যে। সা প্রেয়সীনাং ভবতীনাং অনুকৃতিকৃতে অনুকরণার্থং বল্লিতবলা লক্ষযুক্তং বলং যস্যাঃ সা আসীৎ ॥ ১০৬ ॥

উপযুক্ত বিবেচনা করিতেছি। বিশাখা কহিল, তাহা কিরূপ বল। ললিতা সহাস্যে বলিল। যে ব্যক্তি পর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া মনে করে যে, আমি অট্টালিকায় অবস্থান করিতেছি, এবং যে ব্যক্তি মঞ্চে (মাচাতে) থাকিয়া মনে করে যে, আমি পল্যঙ্কে অবস্থান করিতেছি, সেই সন্তোষশীল বা সর্ব্বদাই সুখী ব্যক্তি কুব্জা রমণীকেও যে অপ্সরার মত বোধ করিবে ইহা অসঙ্গত নহে ॥১০৩॥

ইহা শুনিয়া শ্রীরাধিকা যেন অল্পমাত্র হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন। আপনার প্রতি যেরূপ অনুরোধ, নিশ্চয়ই তাহা পরেরও (অনুরোধ কর্ত্তার) অনুরোধের নিমিত্ত হইতে পারে, তবে কেন মধুকণ্ঠ "এষ্যামি তে গৃহং সুভ্রূ" ("হে সুন্দরি ? আমি তোমার গৃহে আসিব") এই কথা বলিবে না ॥ ১০৪ ॥

আপনাদের উপরে এইরূপ অনুরোধ সেই প্রকারই বটে। কিন্তু সে স্থানে আমরা এইরূপ পরামর্শ করিতেছি ॥ ১০৫ ॥

আপনাকে লক্ষ্য করিয়া দীন ব্যক্তি যদি দয়ালু ব্যক্তিগণের দৃষ্টিমাত্র প্রাপ্ত

তথাপি তু—

করুণাশীলঃ সোঽয়ং, সকুতুকলীলঃ সমন্ততঃ স্ফুরতু।

প্রভবেদেনং বন্ধুং, বন্ধুং রাধে! তবৈব সৎ প্রেম ॥১০৭॥

তদেবং রাধামাধবৌ মিথঃ সুখাপনে কথাসমাপনে মোহন-মন্দিরমেবাবিন্দেতাম্ ॥ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু মথুরাপুরান্তঃপ্রবেশ-নির্দ্দেশশ্চতুর্থপূরণম্ ॥ ৪ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধাপ্রেমবশ্যত্বং বর্ণয়তি তথাপীত্যাদিনা। সঃ কুতুকলীলঃ কৌতুকেন সহ লীলা যস্য সঃ। সমন্ততঃ সর্ব্বভক্তেষু চ স্ফুরতি চেৎ স্ফুরতু কিন্ত্বেনং বন্ধুং প্রিয়ং হে রাধে তবৈব সৎপ্রেম বন্ধুং বশীকর্ত্তুং প্রভবেৎ ॥ ১০৭ ॥

তদেবং তৎপ্রসঙ্গং সমাপয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। মিথঃ পরস্পরয়োঃ সুখস্যাপনং প্রাপ্তি যস্মাৎ এবম্ভূতে কথাসমাপনে সতি আভিবিন্দেতামলভতাং ॥ ১০৮ ॥ ০ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরচম্প্বাং চতুর্থং পূরণম্ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥

হয় তাহা হইলে ঐ সমস্ত কৃপালুগণের সমগ্র প্রভুতা, দীনজনের অধীন হইয়া থাকে। আপনারা শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণিক কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া কুব্জার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, আহা কি আশ্চর্য্য! তাহাতেই সেই কুব্জা আপনাদের মত প্রিয়তমা রমণীগণের অনুকরণ করিবার নিমিত্ত লম্ফ দিবার উপযুক্ত বল পাইয়াছিল ॥ ১০৬ ॥

তথাপি সেই দয়াময় এবং কৌতুকলীলাকারী শ্রীকৃষ্ণ, সকল ভক্তগণের হৃদয়ে যদি প্রকাশিত হন, তাহা হইলে তিনি প্রকাশিত হউন। কিন্তু হে শ্রীরাধিকে! এই প্রিয়তম বন্ধুকে বন্ধন করিতে কেবল তোমারই উত্তম প্রেম সমর্থ এবং উপযুক্ত ॥ ১০৭ ॥

অতএব এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা পরস্পর সুখজনক কথার সমাপন হইলে মোহন মন্দিরেই গমন করিয়াছিলেন ॥ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূ কাব্যে মথুরাপুরমধ্যে প্রবেশ নির্দ্দেশ নামক চতুর্থ পূরণ " ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥

পঞ্চমং পূরণম্।

——✳——
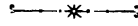
কংসবধ-কথা।

অথ শ্রীকৃষ্ণেন ভাসমানায়াং শ্রীব্রজরাজসভায়াং পুনঃ প্রাতঃকথা যথা ॥ ১ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—অথ রজনিরজনি।

(ক) প্রজাতায়াঞ্চ যস্যাং বহুশিবায়মানা শিবা শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শিবা জাতা, কংসং প্রতি স্ফুটমশিবেতি স্থিতে তস্যাং রজন্যাং স্বপ্ন-জাগরয়োস্তস্য মহাভয়জনন্যাং ব্যতীতায়াং স পুনর্দ্দম্ভী গম্ভীরং মল্ললীলারম্ভং সম্ভৃতবান্। ততশ্চালঙ্কৃতানাং

শ্রীমদুত্তরগোপালচম্প্বাং পঞ্চমপূরণে।

হস্তিমল্লাদিভিঃ সার্দ্ধং বর্ণ্যতে কংসনাশনম্ ॥ ০ ॥

অথ সপরিকরস্য কংসস্য ধ্বংসনং বক্তুং প্রকরণমারভতে অথেত্যাদিগদ্যেন ॥ ১ ॥

তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং যথা অথ রজনীতিগদ্যেন। অথানন্তরং রজনিঃ রাত্রিরজনি জাতা। যস্যাং রজন্যাং প্রজাতায়াং বহুশিবায়মানা বহূনি শিবানি সুখদানীব আচরতি চেষ্টতে বা যা যা শিবা শৃগালী সা শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শিবা মঙ্গলা জাতা। অশিবা অশুভদা তস্য স্বপ্নজাগরয়ো

এই পঞ্চম পূরণে হস্তি-মল্লাদির সহিত কংসবধ বর্ণিত হইবে।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-বিরাজিত শ্রীমান্ ব্রজরাজের সভায় পুনর্ব্বার প্রাতঃকালে কথা প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ১ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিল, তৎপরে রাত্রি উপস্থিত হইল। রাত্রি আসিলে বহু শুভ-দাতার মত এক শৃগাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুভজনক, এবং কংসের প্রতি স্পষ্টই অশুভ জনক হইয়াছিল। এইরূপ ঘটিলে কংসের স্বপ্ন এবং জাগরণ অবস্থায়

(ক) বহুমঙ্গলায়মানা শিবচতুর্দ্দশী। আ।

চালঙ্কৃতানাঞ্চ শুভ্রমঞ্চপ্রপঞ্চানামধিমধ্যমধ্যস্তং রঙ্গস্থলং ভ্রাজমান-চিত্রবিরচনং বভ্রাজে। বিদ্যুদ্ভ্রাজমানাদভ্রশরদভ্রাণাং তারকিতং নভ ইব।

তত্রাপ্যুন্নততমমঞ্চমঞ্চন্ কংসঃ স্বয়মখিলদুর্জ্জনরাজাবতংসতি স্ম। তত্তু রাজাধিপতাগর্ব্বগ্রস্ততয়া সম্ভবদপি অস্ততায়ামেব পর্য্যবস্যতি স্ম ॥ ২ ॥

মহাভয়জনন্যাং রজন্যাং ব্যতীতায়াং স কংসো দম্ভী অহঙ্কারী গম্ভীরং গাঢ়ং মল্ললীলারম্ভং সংপুষ্টং চকার। অলঙ্কৃতানাং পুষ্পমালাপল্লবাদিভি র্ভূষিতানাং তথালঙ্কৃতানাং শোভিতানাঞ্চ শুভ্রমঞ্চসমূহানাং মধ্যমধিকৃত্য বর্ত্ততে অধিমধ্যং তত্রাধ্যস্তং নিক্ষিপ্তং রঙ্গস্থলং বভ্রাজে দিদীপে তৎ কিম্ভূতং ভ্রাজমানানাং চিত্রাণাং রচনং যত্র তৎ। যথা বিদ্যুদ্ভি র্ভ্রাজমানানি অনল্পানি শরৎসম্বন্ধীনি অভ্রাণি মেঘা স্তেষাং মধ্যে তারাকিতং তারাগণসম্বলিতং নভ আকাশং শোভতে তদ্বৎ। তত্রাপি রঙ্গস্থলেঽপি অত্যুচ্চং মঞ্চমঞ্চন্ গচ্ছন্ অখিলদুর্জ্জনানাং রাজা কংসঃ অবতংসতি স্ম। তেষাং শিরোভূষণবৎ শুশুভে। অত্যুচ্চমঞ্চনিবেশনন্তু রাজ্ঞাং যোঽধিপতা-গর্ব্ব স্তেন গ্রস্ততয়া সম্ভবদপি শ্রীকৃষ্ণাৎ ত্রস্ততায়ামুদ্বেগতায়ামেব পর্য্যবসানমগচ্ছৎ ॥ ২ ॥

মহাভয়-দায়িনী সেই রজনী অতীত হইলে, সেই অহঙ্কারী কংস পুনর্ব্বার মল্লগণের সহিত গম্ভীরলীলা-পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই স্থানে মনোহর অনেক শুভ্র মঞ্চ ছিল। ঐ সকল মঞ্চ পুষ্প, মাল্য এবং পল্লবাদিদ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। এই মঞ্চ রাশির মধ্যস্থলে মনোহর বিবিধ চিত্র বিচিত্রিত এক রঙ্গস্থল বিরাজিত ছিল। চপলা-পরিশোভিত বহুল শারদীয় মেঘ রাশির মধ্যে তারকা-চিত্রিত আকাশের ন্যায় সেই রঙ্গস্থল দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেই রঙ্গস্থলের মধ্যেও অত্যুচ্চ মঞ্চে গমন করিয়া সমস্ত অখিল দুর্জ্জনগণের অধীশ্বর কংসরাজ, তাহাদের শিরোভূষণের মত শোভা পাইতে লাগিল। যদি সমস্ত ভূপতিগণের আধিপত্য গর্ব্বে মত্ত হইয়া অত্যুচ্চ মঞ্চে অবস্থান করা কংসরাজের সম্ভাবনা ছিল, তথাপি ঐ উচ্চ মঞ্চে উপবেশন কার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভয়েতেই পরিণত হইল ॥ ২ ॥

তত্র চ—

অক্রূরানকদুন্দুভী যদকৃত স্বে মঞ্চকে প্রান্তয়োঃ
পৌরীণাং গণভাজি দেবকসুতাং নন্দাদিকান্ দূরগে।
কিঞ্চ দ্বারি গজং দধে কুবলয়াপীড়ং নিজাগ্রস্থলে
মল্লান্ কূটতয়া স ভোজনৃপতিস্তস্মান্ন কঃ ক্ষুভ্যতি ॥ ৩ ॥

তত্র চ—

কংসাজ্ঞয়াসীদ্‌যদ্বাদ্যমত্র মল্লকলোচিতম্।
তদেব মঙ্গলং জজ্ঞে প্রস্থানে রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৪ ॥

অথ তয়োর্নিজতদনর্গলতাব্যঞ্জনায় স্বয়মনাগম্য প্রথম-

তত্র বসুদেবাদীনাং নিবেশনং বর্ণয়তি—অক্রূরেতি। স্বে মঞ্চকে ইতি গুরৌ বসতীতিবৎ সপ্তমী। স্বকীয়মঞ্চস্য সন্নিহিতয়োঃ প্রান্তয়োঃ অক্রূরং বসুদেবঞ্চ যদকৃত পৌরস্ত্রীণাং পুরস্ত্রীণাং গণভাজি মঞ্চকে যৎ দেবকীমকৃত, দূরগে মঞ্চকে যৎ নন্দাদীন্ অকৃত তথা রঙ্গস্থলস্য দ্বারি যৎ কুবলয়াপীড়ং গজং দধে নিজাগ্রস্থলে কূটতয়া নিশ্চলতয়া রাশিতয়া বা যৎ মল্লান্ স ভোজপতির্দধে তস্মাদ্ধেতোঃ কো জনো ন ক্ষুভ্যতি চাঞ্চল্যং ন ধত্তে ॥ ৩ ॥

মঙ্গলার্থন্তু কংসস্য কৃত্যং শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবস্যতীতি তৎপ্রকারং বর্ণয়তি—কংসেতি। অত্র রঙ্গস্থলে কংসাজ্ঞয়া যৎ মল্লকলোচিতং মল্লানাং নাট্যে উচিতং বাদ্যমাসীৎ তদেব বাদ্যং রামকৃষ্ণয়োঃ প্রস্থানে মঙ্গলং জজ্ঞে ॥ ৪ ॥

ততশ্চ রামকৃষ্ণয়ো রঙ্গপুরদ্বারপ্রবেশপ্রকারং বর্ণয়তি—অথ তয়োরিতিগদ্যেন। নিজয়ো

সেই ভোজরাজ কংস স্বকীয় মঞ্চের নিকটবর্ত্তী প্রান্তে যে হেতু অক্রূর এবং বসুদেবকে নিবিষ্ট করিয়াছিল; যে মঞ্চে পুরবাসিনী রমণীগণ ছিল, সেই মঞ্চে যে হেতু দেবকীকে স্থাপন করিয়াছিল; দূরবর্ত্তী মঞ্চে যে হেতু নন্দ প্রভৃতি গোপ-দিগকে নিবেশিত করিয়াছিল; রঙ্গস্থলের দ্বারদেশে যে কুবলয়াপীড় নামক গজকে রাখিয়াছিল, এবং আপনার অগ্রবর্ত্তী স্থানে নিশ্চলভাবে যে মল্লদিগকে রাখিয়া-ছিল, এই কারণে কোন্ ব্যক্তি না চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিল ॥ ৩ ॥

তাহার মধ্যে ঐ রঙ্গস্থলে কংসের আজ্ঞানুসারে মল্লগণের যে নাট্যোচিত বাদ্য হইয়াছিল, তাহা সেই বাদ্যই কৃষ্ণ বলরামের প্রস্থান কালে মাঙ্গলিক বাদ্য হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

অনন্তর রঙ্গ-পুর দ্বারে প্রবেশ করিবার কালে সরসতা প্রকাশের জন্য, স্বয়ং

প্রস্থাপিতস্থবিরগোপবর্গয়োঃ কৃতপ্রাতঃকৃতিসর্গয়োর্যদা রঙ্গ-পুরদ্বারপুরপ্রদেশপ্রবেশঃ সমজনি তদা তু লোককোলাহলত এব সর্ব্বস্তৎকলয়ামাস।

ততশ্চ সদোৎকটং মদোৎকটং গলৎকটং নগো বা নাগো বেতি নির্ণিনীষতাং কৃতব্রীড়ং কুবলয়াপীড়ং নিষ্পীড়য়িতুমংশুক-মাপীড়ঞ্চ দৃঢ়ীকুর্ব্বন্নগ্রজসখিব্রজকৃতানুব্রজনঃ সুরেতরমর্দ্দনঃ স্বয়মগ্রেসরতামবাপ ॥ ৫ ॥

স্তত্র রঙ্গপুরদ্বারপ্রবেশে অনর্গলতায়াঃ সরসতায়া ব্যঞ্জনায় স্বয়মপ্যনাগম্য প্রথমং প্রস্থাপিতাঃ স্থবিরা বৃদ্ধা গোপবর্গা যাভ্যাং তয়োঃ কৃতঃ প্রাতঃকৃত্যস্য সর্গ আচরণং যাভ্যাং তয়োঃ যদা রঙ্গপুরদ্বারস্য পুরঃপ্রদেশে অগ্রস্থানে প্রবেশো জাত স্তদা লোকানাং কোলাহলেন সর্ব্বো জন স্তৎ প্রবেশনং দদর্শ। ততশ্চ প্রবেশানন্তরং কুবলয়াপীড়ং দৃষ্ট্বা নগঃ পর্ব্বতঃ নাগো হস্তী বেতি নির্ণেতুমিচ্ছতাং। তং কিম্ভূতং সদোৎকটং সর্ব্বদা তীব্রং মদেনোৎকটং মত্তং গলৎকটং গলৎ গণ্ডস্থলং যস্য তং পর্ব্বতোঽপি সদা অতিরিক্তঃ মদেনাহং সর্ব্বতো মহানিতি গর্ব্বেণ উৎকটং অহঙ্কারিণং গলন্ কটো নির্ঝররূপেণ মধ্যদেশো যস্য সঃ। ততশ্চ সুরেতরোঽসুরস্তং মর্দ্দয়তীতি স কৃষ্ণঃ কৃতব্রীড়ং কৃতো ব্রীড়ো মন্দাক্ষং যস্য তং কুবলয়াপীড়ং নিষ্পীড়য়িতুং অংশুকং বস্ত্রং আপীড়ং শিরো ভূষণবস্ত্রঞ্চ দৃঢ়ীকুর্ব্বন্ অগ্রজেন রামেণ সখিসমূহেন চ কৃতমনুব্রজনমনুগতি যস্য সঃ। স্বয়মগ্রেসরতামগ্রগামিতামবাপ ॥ ৫ ॥

আগমন না করিয়াও কৃষ্ণ এবং বলরাম প্রথমেই প্রাচীন গোপবৃন্দ প্রেরণ করেন। তৎপরে প্রাতঃকৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়া যৎকালে উভয়েই রঙ্গ-পুর দ্বারের পুরবর্ত্তী প্রদেশে প্রবেশ করেন, তৎকালে লোকদিগের কোলাহলে সকল লোকই কৃষ্ণ বলরামের পুর প্রবেশ দর্শন করিয়াছিল। তাহার পর কুবলয়াপীড় নামে এক হস্তী উপস্থিত হইল। ঐ হস্তী সর্ব্বদা ভীষণ মদমত্ত, এবং ইহার গণ্ডস্থল হইতে মদবারি নির্গত হইয়া থাকে। ইহা হস্তী, অথবা কোন পর্ব্বত এই বলিয়া সকলেই নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করিল। পর্ব্বতও অহঙ্কার করিয়া সর্ব্বদা বলিয়া থাকে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, এইরূপ গর্ব্বে উৎকট, অহঙ্কারী এবং নির্ঝররূপে পর্ব্বতের কট বা মধ্যদেশ গলিতে থাকে। ফলতঃ হস্তী বা পর্ব্বত বলিয়া যাহারা নির্ণয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, ঐ কুবলয়াপীড় তাহাদের লজ্জা উৎপাদন

স্নিগ্ধা ন্যষেধন্ যে তত্র গিরা স্বং শত্রবস্তথা।
উভয়াংস্তান্ স্মিতেনৈব পশ্যন্ দ্বিপমগাদ্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

ততশ্চ শ্রীহরিণা—

তদ্বর্ত্ম্যপ্রার্থনং তৎকুপিতগজমপি প্রার্দ্দনং তন্নিজাঙ্গ-
স্যাভীক্ষ্ণং তস্য শুণ্ডারদপদবলনং তত্ততো মোচনঞ্চ।
তৎপুচ্ছাকর্ষণং তদ্ভ্রমণমভিমুখীভূয় তত্তাড়নং ত-
দ্বিক্রুত্য দ্রাক্ পতিত্বা দ্রবভরমনু নিষ্পাতনং সম্ভ্রমযু ॥ ৭ ॥

তত্র স্বপক্ষবিপক্ষয়োর্ভাবং বর্ণয়তি—স্নিগ্ধা ইতি। তত্র স্থলে স্নিগ্ধাঃ স্বপক্ষা আসন্ তে গিরা বাচা ন্যষেধন্ তথা শত্রবোঽপি হস্তিনমেনং গত্বা ত্বং ম্রিয়সে এবেতি রূঢ়বাক্যেন ন্যষেধন্ শ্রীকৃষ্ণস্তু মন্দহাস্যেন তান্ পশ্যন্ হস্তেন জগাম ॥ ৬ ॥

ততশ্চ শ্রীহরিণা যৎ কৃতং তৎ পদ্যযুগলেন বর্ণয়তি—তদ্বর্ত্মেত্যাদিনা। সিন্ধো স্তরঙ্গং প্রতিমং শ্রীহরিণাচরিতং তেষাং দর্শয়ন্ উন্মজ্জনং মজ্জনঞ্চানয়দিত্যন্বয়ঃ। অস্মভ্যং বর্ত্ম পন্থানং দেহীতি যাচনং তেন হস্তিপকেন কুপিতং গজং প্রতি প্রার্দ্দনং প্রকর্ষেণ গমনং। আভীক্ষ্যং পুনঃ পুন স্তস্য হস্তিনঃ শুণ্ডয়া রদাভ্যাং পাদাভ্যাঞ্চ নিজাঙ্গস্য বলনং মর্দ্দনং, তত স্তেভ্যো মোচনঞ্চ তস্য পুচ্ছস্যাকর্ষণং তেন গ্রহণায় ভ্রমণং, ভ্রমণে প্রয়োজনং অভিমুখীভূয় তস্য তাড়নং বেগেন গত্বা দ্রাক্ ঝটিতি ভূমৌ পতিত্বা দ্রবভরঃ বেগাতিশয়মনু সহ সংভ্রমযা সম্যক্ ভ্রমণং কারয়িত্বা-নিষ্পাতনং ॥ ৭ ॥

করিয়াছিল। ঐ হস্তীকে বধ করিবার নিমিত্ত বস্ত্র এবং শিরোভূষণ দৃঢ় করিয়া অসুরনাশী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই অগ্রসর হইলেন। তৎকালে অগ্রজ বলরাম এবং তদীয় বন্ধুগণ তাঁহার অনুগমন করেন ॥ ৫ ॥

সেই স্থলে যাহারা আত্মীয় ছিল, তাহারা বাক্যদ্বারা তাহাকে নিষেধ করিল। শক্রগণও ঐ হস্তীর নিকটে গিয়া "তুমি নিশ্চয়ই মরিবে" এইরূপ রূঢ় বাক্যে হস্তীকে নিবারণ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় লোকদিগকে মৃদু হাস্য পূর্ব্বক দর্শন করিয়াই হস্তীর নিকটে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের তরঙ্গ তুল্য যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা দর্শক-দিগকে দেখাইয়া তাহাদিগকে উন্মগ্ন এবং নিমগ্ন করিয়াছিলেন। "আমাদিগকে পথ দেও" কখন এইরূপ প্রার্থনা; হস্তিপক (মাহুত) দ্বারা গজের প্রতি কখন উৎকর্ষের সহিত গমন; কখন বারংবার সেই হস্তীর শুণ্ড এবং দন্ত যুগল দ্বারা

তদ্দন্ত্যাং বঞ্চিতাভ্যাং ক্ষিতিহতিবলনাৎ ক্ষোভণং তৎপুনশ্চ
প্রত্যাসদ্যাগ্রহস্তগ্রহণরচনয়া স্রংসনং ভূমিপৃষ্ঠে।
তদ্বর্ষ্মাক্রম্য তদ্ভদ্দশনবিঘটনং তেন তদ্ঘাতনঞ্চ
দ্রষ্টৄন্ সিন্ধোস্তরঙ্গপ্রতিগমনয়দুন্মজ্জনং মজ্জনঞ্চ ॥ যুগ্মকং ॥৮॥

হস্তিনঃ কথিতে ঘাতে হস্তিপাং তৎকথা বৃথা !
মল্লে ক্ষুণ্ণে তু তৎস্থানাং যূকানাং তৎকিমুচ্যতাম্ ॥৯॥

বঞ্চিতাভ্যাং গ্রহণে অক্ষমাভ্যাং দন্তাভ্যাং ক্ষিতে র্ভূমেঃ ইতি যোজনাত্তৎক্ষোভণং চাঞ্চল্য-জননং ততশ্চ প্রত্যাসদ্য সন্নিকটীভূয় অগ্রহস্তয়োর্দন্তয়ো র্গ্রহণরচনয়া ভূমিপৃষ্ঠে স্রংসনং নিক্ষেপণং তদ্বর্ষ্ম হস্তিনো দেহমাক্রম্য তস্য দন্তয়োরুৎপাটনং তেন দন্তেন হস্তিনো ঘাতনঞ্চ ॥ ৮ ॥

তত্র হস্তিপকানাং কা বার্ত্তা তত্র বর্ণয়তি—হস্তিন ইতি। হস্তিনো ঘাতে বিনাশে সতি হস্তিপং হস্তিনং পাতি পালয়তীতি হস্তিপা স্তেষাং হস্তিপকানাং তৎকথা ঘাতকথা বৃথা অলং। তত্র দৃষ্টান্তঃ মল্লে জনে ক্ষুণ্ণে প্রহতে চূর্ণীকৃতে বা তৎস্থানাং যূকানাং মৎকুনানাং তৎপ্রহণনং কিমুচ্যতাং কিং বাচ্যং স্যাৎ ॥ ৯ ॥

স্বকীয় অঙ্গের মর্দ্দন ; অনন্তর তাহা হইতে তাহার মোচন ; এই সেই প্রশ্ন কর্ত্তার আকর্ষণ ; তাহা দ্বারা গ্রহণের নিমিত্ত ভ্রমণ ; সেই ভ্রমণ অভিমুখ করিয়া তাহার তাড়ন, সবেগে গমন করিয়া শীঘ্র ভূতলে পতিত হইয়া বেগের আতিশয্যের সহিত, সম্যক্‌রূপে ভ্রমণ করাইয়া নিক্ষেপ ; তৎপরে গ্রহণে অসমর্থ সেই দন্ত যুগল দ্বারা ভূতলের আঘাত কার্য্য হেতু চাঞ্চল্য উৎপাদন ; অনন্তর আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া দন্তদ্বয়ের গ্রহণ সমাধা করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ ; তৎপরে হস্তীর দেহ আক্রমণ করিয়া তাহার দন্তদ্বয়ের উৎপাটন, এবং সেই দন্তদ্বারা হস্তীর বধও হইয়াছিল ॥ ৭—৮ ॥

হস্তী হত হইলে হস্তিপালকদিগের মরণ কথা বৃথা মাত্র। তদ্‌বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই মল্লজন হত বা চূর্ণিত হইলে তত্রত্য মৎকুণ (ছারপোকা) দিগের বধ কি আর বলিতে হইবে অর্থাৎ তাহা অনায়াসে সাধ্য ॥ ৯ ॥

তদা চায়ং বিশেষঃ।

পর্য্যটন্নট এবায়ং সিংহ এব স সংহরন্।
ভিন্দন্ ভিদুরমেবেতি করিণা হরিরৈক্ষ্যত ॥১০॥

হত্বা নাগং দন্তযুগ্মং গৃহীত্বা
ভ্রাত্রে প্রাদাৎ কংসশত্রুস্তদেকম্।
একো নির্ম্মাত্যাবয়োর্যদ্যশস্ত
(ক)দ্দ্বিষ্ঠং দিষ্টং স্যাৎ সমন্তাদিতীব ॥ ১১ ॥

কুঞ্জরং হরিরঘাতয়দ্বলো হ্প্যত্র রক্তমদবিন্দুভিশ্চিতঃ।
পারিপার্শ্বিকতয়া তদন্তিকে চ্ছায়য়েব যদসৌ তদাভ্রমৎ ॥১২॥

পুনঃ তেন করিণা হরিযথা দৃষ্ট স্তদ্বর্ণয়তি—তদাচায়ং বিশেষ ইত্যাদিনা। নট এবায়ং হরিঃ পর্য্যটন্ আত্মানং সংহরন্ সিংহ এবৈক্ষ্যত। আত্মানং ভিন্দন্ বিদারয়ন্ ভিদুরং বজ্রমেবৈক্ষ্যত দৃষ্টঃ ॥ ১০ ॥

তদনন্তরং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—হত্বেতি। নাগং হস্তিনং ভ্রাত্রে শ্রীরামায়। তত্র হেতুং দর্শয়তি আবয়োর্ম্মধ্যে একো যদ্যশঃ কীর্ত্তিং নির্ম্মাতি তৎ দ্বিষ্ঠং দ্বয়োঃ স্থিতং সমন্তাৎ দিষ্টমুপদিষ্টং আদিতীব ॥ ১১ ॥

অত্র কৃষ্ণরামযোরভেদপ্রায়তাং বর্ণয়তি—কুঞ্জরমিতি। হরিঃ কুঞ্জরং করিণং হতবান্। স বলোঽপি করিণো রক্তমদজলবিন্দুভিশ্চিতো ব্যাপ্তঃ যদ্যস্মাৎ তদন্তিকে পারিপার্শ্বিকতয়া অতিনিকটস্থতয়া তদাসাবভ্রমৎ দেহস্য চ্ছায়য়েব ॥ ১২ ॥

তৎকালে বিশেষ এই, ঐ হস্তী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিল, শ্রীকৃষ্ণ নটের মত পর্য্যটন করিতেছেন ; সিংহেরই মত আমাকে সংহার করিতেছেন ; এবং বজ্রকেও বিদারণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

কংসশত্রু শ্রীকৃষ্ণ হস্তীকে বধ করিয়া এবং তাহার দন্তযুগল গ্রহণ করিয়া একটি দন্ত ভ্রাতাকে প্রদান করিলেন। তাহার কারণ এই, একাকী যেরূপ যশ উপার্জ্জন করে, সেই যশ দ্বিষ্ঠ (উভয়েস্থিত) করিবার জন্য চারিদিকেই যেন উপদেশ দান করিতেছেন ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মাতঙ্গকে বিনাশ করিয়াছিলেন, এবং সেই বলরামও সেই হস্তীর

(ক) আবয়োর্মধ্যে একো যদ্ যশো নির্মাতি তৎ দ্বিষ্ঠং দ্বয়ো স্তিষ্ঠতীতি তাদৃশং দিষ্টং ভাগধেয়ং। আ।

তদেবং গীর্ব্বাণা অপি যদ্বৃংহিতবাণাদ্ভয়মযমানাস্তত এব কিল শশ্বদস্বপ্নান্নাম্নাপ্যস্বপ্না জাতাঃ সোঽয়ং কুবলয়াপীড়ঃ করী দানবারিবরীয়ানপি দানবারিকৃতদানমাপ্তবানিতি তে পুনর্লেখা বিস্ময়েন লেখ্যা ইবাসন্। তত্র চ সতি কংসং প্রতি সহসা ন কশ্চন ভিয়া শশংস ॥ ১৩ ॥

তদেবং কুবলয়াপীড়ে হতে চৈবমেবাভবদিতি বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। গীর্ব্বাণা দেবা অপি যস্য কুঞ্জরস্য যদ্বৃংহিতমাস্ফালনং তস্য বাণাৎ কেবলাৎ ভয়ময়মানা গচ্ছন্তঃ কিল বার্ত্তায়াং। তত এব ভয়াদেব অস্বপ্নাৎ স্বপ্নরাহিত্যাৎ নাম্নাপি অস্বপ্না জাতাঃ। সোঽয়ং করী দানবারয়ো দেবা স্তেভ্যো বরীয়ান্ শ্রেষ্ঠোঽপি দানবারিণা হরিণা কৃতং দানং খণ্ডনং মৃত্যুং প্রাপ্তঃ। তদা তে লেখা দেবা বিস্ময়েন লেপ্যা লেখ্যা প্রতিমা ইবাসন্। তত্র কুবলয়াপীড়ে হতে চ সতি ন শশংস ন কথিতবান্ ॥ ১৩ ॥

রক্তবর্ণ মদজল বিন্দু দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ, বলদেব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া দেহের ছায়ার মত ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

অতএব এই প্রকারে অমরগণও যে হস্তীর কেবল আস্ফালন রূপ-বাণ হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া. সত্যই সেই ভয়ে অবিরত অস্বপ্ন অর্থাৎ নিদ্রা না হওয়াতে নামেও অস্বপ্ন হইয়াছিলেন। ঐ কুবলয়াপীড় নামক হস্তী সমস্ত দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, দানব শত্রু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে ঐ সকল লেখ (দেবতাগণ) পুনর্ব্বার যেন বিস্ময়ে লেখ বা চিত্রলিখিতের মত হইয়াছিলেন। (ক) সেই কুবলয়াপীড় হত হইলে সহসা কোন ব্যক্তি ভয়ে কংসের প্রতি এই সম্বাদ বলিতে পারিল না ॥ ১৩ ॥

(ক) লেখ শব্দ দেব বাচী অথচ লিখিত বাচী, সুতরাং এখানে শ্লেষালঙ্কার

তদনু চ—

পূর্ব্বাহলুণ্ঠিতনৃপাংশুকশোভিতাংশূ
সদ্যোবিঘাতিতমহাগজদন্তপাণী।
তদ্রক্তদানরচিতাঙ্গদকঙ্কণৌ তৌ
তাদৃগ্গণৈর্ব্বিবিশতুর্নৃপতেঃ পুরস্তাৎ ॥ ১৪ ॥
শৌর্য্যমেব পুরুষস্য ভূষণং যত্র হেয়মপি যাতি গেয়তাং।
দন্তিরক্তমদবিন্দবস্তনুং কংসং সংসদি তয়োররূরুচন্॥১৫॥

তত স্তয়োঃ সপরিকরয়োঃ রঙ্গস্থলপ্রবেশং বর্ণয়তি—পূর্ব্বাহেতি। পূর্ব্বাহে লুণ্ঠিতানি যানি কংসস্য অংশুকানি বস্ত্রাণি তৈঃ শোভিতঃ অংশুর্বেশো যয়োস্তৌ, সদ্য স্তৎক্ষণাৎ বিঘাতিতো বিনাশিতো যো মহাহস্তী তস্য দন্তৌ পাণৌ যয়ো স্তৌ, তস্য হস্তিনো রক্তেন দানেন মদজলেন চ রচিতে অঙ্গদ-কঙ্কণে যয়ো স্তৌ, তাদৃশগণৈ স্তদ্বদ্ভূষণাদিবিশিষ্টৈঃ সাখিভিঃ সহ কংসস্যাগ্রে বিবিশতুঃ ॥ ১৪ ॥

বীভৎসিতমপি কদাপি কস্মিন্নপি প্রশস্যতে যত্তদ্বর্ণয়তি—শৌর্য্যমিতি। যত্র শৌর্য্যে হেয়ং নিন্দিতমপি গেয়তাং প্রশংসতাং গচ্ছতি। তয়োঃ কৃষ্ণরাময়োস্তনুং প্রতি দন্তিনো রক্তমদবিন্দবঃ কংসসভায়ামরুরুচন দিদীপিরে ॥ ১৫ ॥

তৎপরে পূর্ব্বদিবসে যে সকল রাজকীয়বস্ত্র লুণ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সকল বস্ত্রদ্বারা কৃষ্ণ এবং বলরামের বেশ শোভা পাইতেছিল; তৎক্ষণাৎ যে মহাহস্তী বিনাশিত হইয়াছিল, সেই হস্তীর দন্তযুগল উভয়েরই হস্তে বিদ্যমান ছিল। হত হস্তীর রক্তে এবং দানজলদ্বারা উভয়েরই অঙ্গদ এবং কঙ্কণ লিপ্ত হইয়াছিল। তখন দুই ভ্রাতা এইরূপ সমান শোভা বিশিষ্ট বন্ধুগণের সহিত ভূপতির সম্মুখে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

শৌর্য্যই পুরুষের ভূষণ; বীরত্ব থাকিলে হেয় বা নিন্দিত বস্তু ও প্রশংসা পাইয়া থাকে। দেখুন, কংসের সভাতে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের শরীরের প্রতি সেই হস্তীর রক্ত এবং মদবারিবিন্দু সকল শোভা পাইয়াছিল ॥ ১৫ ॥

অথ স্বহতগজরক্তরক্ততয়া প্রলয়কালকায়ব্যক্তনীললোহিতায়মানতাপাত্রস্য গাত্রস্য বিলোকনমাত্রতঃ প্রাপ্ততেজোধ্বংসং কংসং কাবিমাবিতি শংসন্তং পার্শ্ববর্ত্তিনঃ প্রোচুঃ। এতাবেবতাবিতি ॥ ২০ ॥

কংস উবাচ—অনয়োঃ করয়োঃ কিং দৃশ্যতে। গাত্রং বা কেন চিত্রপাত্রং কৃতম্ ?

সর্ব্বৈঃপ্যূচুঃ—কুবলয়াপীড়স্য দন্তাবিবাবকল্যেতে (ক)। গাত্রঞ্চ তদ্রক্তরক্তং ভবেৎ।

অথ তৌ দৃষ্ট্বা শঙ্কিতস্য কংসস্য বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। স্বেন হতো যো গজ স্তস্য রক্তেন যা রক্তবর্ণতা তয়া প্রলয়কালকায়ব্যক্তনীললোহিতায়মানতাপাত্রস্য প্রলয়কালে কায়স্য শরীরস্য ব্যক্তো ব্যঞ্জনং যস্য স চাসৌ নীললোহিতশ্চেতি প্রলয়কালেতি পাঠঃ সুরম্যঃ। তমন্ করোতি যো বর্ণ স্তস্য ভাব স্তয়াঃ পাত্রস্যানুকর্ত্তৃ গাত্রস্য দর্শনমাত্রতঃ প্রাপ্ত স্তেজসো ধ্বংসো যস্য তং কংসকাবিমাবিতি শংসন্তং কথয়ন্তং এতাবেব তৌ রামকৃষ্ণাবিতি ॥ ২০ ॥

তত্র কংসপার্শ্ববর্ত্তিনামুক্তিপ্রত্যুক্তী বর্ণয়তি—কংস উবাচেত্যাদিগদ্যেন। চিত্রস্য পাত্রং আধারঃ কৃতং, দন্তাবিবেতি ভয়াদিব শব্দঃ প্রয়োগঃ। কল্যেতে প্রত্যক্ষীক্রিয়েতে, তস্য রক্তেন

সেই দুরাত্মা কংস, স্বর্গের অদ্ধ পথ অনুসরণ করিয়া রহিয়াছে। মধ্য পথে অবস্থান করাতে ইহাকে তথায় প্রেরণ করা নিতান্ত অসাধ্য নহে। এইরূপ বিচার করিয়া হাসিয়া, সমস্ত মিত্রবর্গের সহিত ক্রীড়া করিয়া, পরস্পর পরম বৃত্তান্ত প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিহত হস্তীর রক্তে সর্ব্বাঙ্গ রক্তবর্ণ হওয়াতে তাঁহার গাত্র যেন প্রলয় কালীন মহাদেবের অনুকরণ করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র কংসের তেজোরাশি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গেল। যখন কংস বলিতে লাগিল, এই দুইটি কে ? তখন পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিল, এই দুই জনই সেই কৃষ্ণ ও বলরাম ॥ ২০ ॥

কংস কহিতে লাগিল, এই দুই জনের হস্তে কি দেখা যাইতেছে; এবং কাহা দ্বারা বা ইহাদের অঙ্গ চিত্রিত হইয়াচে ? সকলে কহিল, যেন কুবলয়াপীড়ের

(ক) আকল্যেতে ইত্যানন্দপাঠঃ।

কংসঃ সসংরম্ভদম্ভমুবাচ—হংহো ! অংহোবলিতা দ্বয়মপি বাঙ্মাত্রপাত্রায়মাণমিদমসম্ভবম্ ।

অথ পুনরদত্তোত্তরেষু ভয়োত্তরেষু চ তেষু স্বয়মেব তয়োঃ প্রভাবস্তং বোধয়ামাস ॥ ২১ ॥

যতঃ—

যদি ত্বং রে কংস ! স্বয়মসি বলা তর্হি ধিগমুং
কথং দ্বারে নাগং কলয়সি ন তত্র স্বকবপুঃ ।
রদাভ্যাং স শ্রেয়ানিতি যদি তদাবামিব কথং
ন তৌ গৃহ্ণাসীতি ধ্বনিতমমুকাভ্যাং স্বকলয়া ॥ ২২ ॥

রক্তবর্ণং কৃতঃ। সংরম্ভেণ ক্রোধেন সহ দম্ভমহঙ্কারং যথাস্যাৎ, হংহো রোষোক্তৌ। অংহো দুষ্কৃতং বলিতা দ্বয়মপি বাক্যমাত্রস্য পাত্রং যোগ্যমিবাচরতি ইদমসম্ভবং। অদত্তমুত্তরং যৈ স্তেষু ভয়ং উত্তরমধিকং যেষাং তেষু তয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ প্রভাবস্তং কংসং ॥ ২১ ॥

বোধনপ্রকারং বর্ণয়তি—যদীতি। রে কংস ! যদি ত্বং স্বয়ং বলবিশিষ্টোঽসি তদাধিকং দ্বারে কথমমুং দন্তিনং নিয়োজয়সি, তত্র দ্বারেণ স্বস্য শরীরং রদাভ্যাং দন্তাভ্যাং স দন্তী শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্যসে তদা কথমাবামিব তৌ দন্তৌ ন গৃহ্ণাসীতি, স্বকলয়া স্বভাবেন অমূভ্যাং কৃষ্ণরামাভ্যাং ধ্বনিতম্ ॥ ২২ ॥

দন্তদ্বয়ের মত দেখা যাইতেছে, এবং দেহও তাহার রক্তে রক্তবর্ণ হইয়াছে। কংস ক্রোধের সহিত অহঙ্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, ওরে পাপিষ্ঠগণ ! এই দুইটি কথাই অসম্ভব, ইহা কখনই বাক্যের যোগ্য পাত্র হইতে পারে না; সুতরাং ইহা অসম্ভব। অনন্তর পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ ভয়াকুল হইয়া উত্তর প্রদান না করিলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের প্রভাবই কংসকে তাহা জানাইয়াছিল ॥ ২১ ॥

কারণ, রে কংস ! যদি তুমি স্বয়ং বলবান্ হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে ধিক্ ! কেন তবে দ্বারদেশে হস্তী নিযুক্ত করিয়াছ, এবং আপনার দেহ রাখ নাই। ইহার দন্তযুগল প্রকাণ্ড বলিয়া যদি এই দন্তীকে তুমি শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমাদের মত কেন এই দন্তযুগল গ্রহণ কর নাই। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম স্বভাবে এই কথা উচ্চারণ করিলেন ॥ ২২ ॥

তদেবং সতি—

সোঽয়ং পূতনিকামহন্ শকটকং ব্যাবর্ত্তয়ত্তং মরু-
দ্দৈত্যং প্রার্দ্দয়দর্জ্জুনদ্বয়মপি প্রার্দ্দত্তদিত্যাদিকং।
শ্রীমদ্গোকুলকেলিমস্য কলয়ঁল্লোকঃ পুরা পশ্যত-
স্তাংস্তর্হ্যার্দ্দয়দদ্য চার্দ্দয়তি ভোঃ! পশ্যাপরান্ শৃণ্বতঃ ॥২৩॥

তত্র চ নয়নয়োর্ব্বিস্তারণয়া তাভ্যাং তয়োঃ সকলমপি রূপং যুগপৎ পাতুমিব বর্ণনারসরসনায় রসনায়াশ্চালনয়া নিখিলমপি মাধুর্য্যং লেঢ়ুমিব তল্লাভপর্ব্বগর্ব্বতঃ স্ফুট-নাসাপুটয়োঃ ফুল্লনয়া তাভ্যাং সমস্তমপি সৌরভ্যমভ্যন্তরে প্রবেশয়িতুমিব মুহুরপ্যস্তাভ্যাং হস্তাভ্যাং নির্দ্দেশনয়া তাভ্যাং

তদেবং সভাস্থো লোকঃ কৃষ্ণস্য ব্রজক্রীড়াং বর্ণয়িত্বা সর্ব্বানার্দ্রয়দিতি বর্ণয়তি—সোঽয়মিতি। অয়ং পূতনাং জঘান, শকটাসুরং ব্যাবর্ত্তয়ৎ স্বরূপবৈপরীত্যং প্রাপয়ামাস, শকটবৈপরীত্যেন তস্য নাশাৎ তৃণাবর্ত্তং নাশয়ামাস, জমলার্জ্জুনাবুৎপাটয়ামাসেত্যাদিকং অস্য কৃষ্ণস্য ব্রজকেলিং কলয়ন্ বর্ণয়ন্ তমগ্রে পশ্যতো জনান্ তদার্দ্রয়তি স্নিগ্ধান্ চকার অদ্য ভোঃ! পশ্য যানপরান্ শৃণ্বতঃ তানপ্যার্দ্রয়তি ॥ ২৩ ॥

তদেবং সুরনরসমূহে সুখং সর্জ্জতি চিত্রবাদিত্রবর্গে শব্দায়মানেচ সতি সর্ব্বেষামগ্রতঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বেষাং সুখদা স্তুতি যস্য সঃ, প্রস্তুতিং প্রশংসাং অবাপ্তবান্ ইত্যন্বয়ঃ। সুরনরসর্গে কিন্তুতে নেত্রয়োঃ প্রফুল্লত্বেন তাভ্যাং নেত্রাভ্যাং কৃষ্ণরাময়োঃ সকলমপি রূপং যুগপদেকদা

এইরূপ ঘটনার পর, সভাস্থলে লোকগণ বলিতে লাগিল, এই ইনিই পূতনাকে বধ করিয়াছেন; শকটাসুরের স্বরূপের বৈপরীত্য ঘটাইয়াছেন; তৃণাবর্ত্তকে নাশ করেন, এবং যমলার্জ্জুনকেও উৎপাটিত করেন ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্রজলীলা বর্ণন করিয়া, যে সকল লোক সম্মুখে কৃষ্ণ দর্শন করিতেছিল, তাহাদের সকলকেই আর্দ্র করিল; "ওহে! অদ্য দেখ" যে সকল লোক ঐ কথা শ্রবণ করিতেছিল, তাহাদিগকেও আর্দ্র করিল ॥ ২৩ ॥

তৎকালে সুর-নরগণ নয়নদ্বয়ের প্রফুল্লতা হেতু দুই চক্ষু দিয়া কৃষ্ণ বলরামের এককালে সকল রূপ পান (দর্শন) করিবার জন্য যেন চেষ্টা করিতে লাগিল; বর্ণনারূপ রস বা মনের প্রীতিদায়ক বস্তু আস্বাদন করিবার নিমিত্ত জিহ্বা চালনা

সাঙ্গমপ্যঙ্গমালিঙ্গিতুমিবেহমানে সুখঞ্চ সচমানে চ সুরনরসর্গে শব্দায়মানে চ চিত্রবাদিত্রবর্গে সর্ব্বেষাং সুখতঃ সর্ব্বসুখদস্তুতিঃ প্রস্তুতিমবাপেতি ॥২৪॥

স এষ তৎপ্রভাববিশেষঃ শশ্বদ্ভাবনামভিভবন্ বিভবতি স্ম। যত্র কংসেন যুদ্ধায় পূর্ব্বমেব প্রেরিতা বিপরীতবাদিতায়ামপি মল্লাঃ স্তুতাবেব পর্য্যবসিতাঃ।

তথাহি—তদেবং স্থিতে ক্রূরধামা চাণূরনামা শশংস। তত্র হে নন্দসূনো! হে রামেতি নিরাদরপিতৃনাম্না বিনা চ তন্নাম্না সম্বোধনদ্বয়মন্যথা বোধনায় প্রবর্ত্তিতমপি সরস্বত্যা

পাতুমিব ঈহমানে, তথা বর্ণনৈব রসো মনঃপ্রীতিদ স্তস্যাস্বাদনায় জিহ্বায়া শ্চালনয়া নিখিলমপি মাধুর্য্যং লেঢ়ুমাস্বাদয়িতুমিব ঈহমানে, তথা তল্লাভেন যৎ পর্ব্ব উৎসব স্তস্য গর্ব্বেণ প্রফুল্লনাসাপুটয়োঃ ফুল্লনয়া বিকাশেন তাভ্যাং নাসাপুটাভ্যাং সমস্তসুগন্ধং চিত্তে প্রবেশয়িতুমিব ঈহমানে তথামুহুরপি অস্তাভ্যাং ক্ষিপ্তাভ্যাং নির্দ্দেশনয়া সাধনেন হস্তাভ্যাং সাঙ্গমপি আলিঙ্গিতুমিব ঈহমানে সতি ॥ ২৪ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভাববিশেষো যথা স্ফূর্ত্তিমগমত্তদ্বর্ণয়তি—স এষ ইতিগদ্যেন। ভাবনাং পর্য্যালোচনামভিভবন্ প্রভূতবান্। বিপরীতং বক্তুং শীলমেষাং তস্য ভাবো বিপরীতবাদিতা তস্যাং কৃষ্ণস্য স্তুতাবেব ক্রূরস্য বসতিঃ স্থানং শশংস কথয়ামাস। আদররহিতো যঃ পিতৃনাম

দ্বারা যেন সকল মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; শ্রীকৃষ্ণের লাভরূপ উৎসবে এবং সেই উৎসবজনিত অহঙ্কারে, প্রফুল্ল নাসাপুটের বিকাশ হেতু সেই নাশাপুটদ্বয় দ্বারা, যেন সমস্ত সৌরভ, হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল; এবং অবিরত নিক্ষিপ্ত হস্তদ্বয়ের নির্দ্দেশ করিয়া, ঐ হস্তদ্বয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র অঙ্গ যেন আলিঙ্গন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপে সুরনরগণ সুখ মগ্ন হইলে, এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সকল শব্দিত হইয়া উঠিলে, সকলের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ, সকলের সুখদায়িনী স্তুতি গান শুনিয়া প্রশংসা লাভ করিলেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ সেই প্রভাব বিশেষ, অবিরত পর্য্যালোচনা পরিভব করিয়া প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ প্রভাব বিশেষ শুনিয়া কংস পূর্ব্বেই যুদ্ধের

তদ্বাগিন্দ্রিয়ং স্তুত্যর্থমেব নর্ত্তিতমাসীৎ। হে পিতৃনাম্না স্বনাম্না চ স্বচরিতসমুদাচারকুমারদ্বয়তয়া সমানাবতার! শ্রূয়তামিতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ সস্মিতমুবাচ—কামমাজ্ঞাপ্যতাম্।

চাণূর উবাচ—ভবতো ভাগধেয়ং চেতসি কিয়দাধেয়তামাপ্নোতু।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—কীদৃশম্ ?।

তেন বিনা চ কৃষ্ণবলনাম্না সম্বোধনদ্বয়ং অন্যথা নিন্দাপ্রবোধনায় প্রবর্ত্তিতমপি বাগ্দেব্যা কর্ত্র্যা তদ্বাগিন্দ্রিয়ং স্তুত্যর্থমেব নর্ত্তিতং নর্ত্তনবিশিষ্টমাসীৎ। হে পিতৃনাম্না কৃষ্ণ স্বনাম্নাচ স্বচরিতঃ মুদা হর্ষেণ সহাচারো ব্যবহারো যস্য তচ্চ তৎ কুমারদ্বয়ং চেতি তত্তয়া, সমানাবতার! তুল্যাবতার! শ্রূয়তামিতি ॥ ২৫ ॥

ততঃ কৃষ্ণচাণূরয়োর্বাকোবাকাং বর্ণয়তি—তত্র শ্রীকৃষ্ণঃ যথেচ্ছামাজ্ঞাপ্যতাং। ভাগধেয়ং

নিমিত্ত মল্লদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল। তাহারা অনেক বিপরীত ও বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছিল। কিন্তু সেই সমস্তই স্তবে পরিণত হইয়াছিল। দেখুন, এইরূপঘ টিলে ক্রূরগণের আস্পদস্বরূপ চাণূর নামে একজন পার্শ্ববর্ত্তী লোক বলিতে লাগিল। যাহাতে "হে নন্দ সূনো! হে বলরাম!" এইরূপে আদর বিরহিত পিতার নাম ব্যতীত কৃষ্ণ এবং বলরামের নামে যে দুইটি সম্বোধন হইয়াছিল, তাহা অন্য প্রকারে অর্থাৎ নিন্দা জানাইবার নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হইলেও, দেবী সরস্বতী (ক) তাহার (চাণূরের) বাগিন্দ্রিয়কে স্তব করিবার জন্যই যেন নর্ত্তিত করিয়াছিলেন। হে কৃষ্ণ হে রাম! তোমাদের দুই জনেরই ব্যবহার হর্ষ সমন্বিত, পূর্ব্ব কথিত "হে নন্দ সূনো হে রাম!" ইত্যাকার সম্বোধন পদে "নন্দ" এই পিতৃ নাম দ্বারা এবং "রাম" এই নিজ নাম দ্বারা, সেই হর্ষ এবং সুচরিত্র প্রকাশ পাইতেছে। এবং তাহাতেই তোমাদের দুই জনের অবতার সমান হইয়াছে, অতএব শ্রবণ কর ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাস্যে কহিলেন, যথা ইচ্ছা আজ্ঞা কর। চাণূর কহিল, তোমাদের

(ক) চাণূর কৃষ্ণতত্ত্বে অজ্ঞ, সে কৃষ্ণকে অবজ্ঞাবাক্য বলিতে পারে কিন্তু তাহার কণ্ঠস্থিতা বাগ্দেবী সরস্বতী তাহা কিরূপে সমর্থা হইবে এজন্য তাহার অর্থান্তর প্রয়োজন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীধরস্বামীপাদ প্রভৃতি টীকাকারগণও করিয়া থাকেন। এখানেও গ্রন্থকার তাহা প্রকাশ করিলেন।

চাণূর উবাচ—তেহমী মহারাজচরণা ভবতোরনুগ্রহময়দিদৃক্ষাচরণা বিরাজন্ত ইতি।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—সত্যং ; কিঞ্চিদস্মৎকৃত্যং পুনরুপদিশ্যতাম্।

চাণূর উবাচ—সঙ্গতমেদেবং ভবতঃ সঙ্কীর্ণং। তথাপি যুবয়োরিতঃ শশ্বৎপরাঙ্মুখতা নাস্মান্ সুখয়তি।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—বয়ং বনেচরা নরা ন রাজগণে গণেয়ানাং নীতিমুন্নীতিমানয়ামঃ। সম্প্রতি তু ভবদুপদেশমেবানুসরন্তঃ স্বদেশরূপমাচরিষ্যামঃ।

চাণূর উবাচ—সম্প্রতি যুবাং প্রতি রাজবর্য্যচরণা যদাদিশান্ত তৎপুনরাচর্য্যতাম্॥

শ্রীকৃষ্ণঃ সবিনয়মিবাহ স্ম—মল্লতল্লজ! যথাযথমাদিশ্যতাম্।

ভাগ্যং আধেয়তাং স্থাপনীয়তাং। ভবতোঃ প্রতি যোহনুগ্রহ স্তস্য প্রচুরেণ যা দর্শনেচ্ছা সেবাচরণং যেষাং তে। রাজাগ্রে ভবত ইদং সঙ্কীর্ণং সঙ্গতমেব। ইতো যুদ্ধাৎ বিমুখতা অস্মান্ ন সুখয়তি। রাজগণে রাজানুচরে গণেয়ানাং গণিতব্যানাং নীতিমুন্নীতিমুন্নয়নং লোকপ্রত্যক্ষতাং

দুই জনের মনে যে কিরূপ ভাগ্য অবস্থান করিতেছে তাহা বলিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন কিরূপ? চাণূর কহিবেন, এই পূজ্যপাদ মহারাজ, তোমাদের উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিয়া বিরাজমান আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সত্য বটে, কিন্তু আমাদের কোন কর্ত্তব্য কার্য্য উপদেশ করুন। চাণুর কহিলেন, মহারাজের সম্মুখে তোমার এইরূপ সঙ্কুচিত ভাব উপযুক্তই হইয়াছে। তথাপি তোমরা দুই জনে যদি বারংবার এই যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে আমরা সুখী হইব না। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমরা বনচর মানব, সুতরাং রাজার অনুচরের মধ্যে যাহারা মান্য গণ্য, আমরা তাহাদের নীতি লোক প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু সম্প্রতি আপনাদের উপদেশ অনুসরণ

চাণূর উবাচ—অস্মাভিঃ সহ ভবন্তাবথ ক্রীড়াসুখমনুভবন্তাবিহ ভবতাম্।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—বালানামস্মাকং ক্রীড়াবলোচনং রাজ্ঞাং রোচনমেব কিন্তু যুস্মাভিরিতি শোচনমেব প্রতিপদ্যতে।

তস্মাদ্ভবতামেব তদিদমুপহাসপ্রকাশনং ন তু তত্রভবতাং রাজবিভববতামুপপদ্যতে।

চাণূর উবাচ—রাজচরণেভ্য এব শপে রাজ্ঞামেবেয়মাজ্ঞা।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—কথমেব? ॥ ২৬ ॥

ন আনয়ামঃ ন প্রাপয়ামঃ। স্বদেশবাক্যং স্বযোগ্যং। আচর্য্যতাং করণবিষয়ীক্রিয়তাং। মল্লতল্লজ! হে মল্লশ্রেষ্ঠ! যথাবথং যথাযোগ্যং। যুদ্ধে ক্রীড়াসুখং অনুভবকারিণৌ স্থঃ। রোচনঃ প্রিয়মেব। যুস্মাভিঃ সহেতি শোক এব প্রতিপদ্যতে। তত্রভবতাং মল্লপূজ্যানাং নোপপদ্যতে উপপন্নং ন ভবতি। শপে শপথং করোমি ॥ ২৬ ॥

করিয়া স্বকীয় যোগ্য বিষয়ের অনুষ্ঠান করিব। চাণূর কহিলেন, এক্ষণে তোমাদের দুইজনকে মহারাজ যাহা আদেশ করিবেন, তাহারই অনুষ্ঠান কর। শ্রীকৃষ্ণ যেন সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, হে মল্লশ্রেষ্ঠ! যোগ্য বিষয়ের আদেশ করুন। চাণূর কহিলেন, অদ্য তোমরা দুই জনে আমাদের সহিত ক্রীড়া সুখ অনুভব করিয়া এই স্থানেই অবস্থান কর। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমরা বালক, আমাদের ক্রীড়া দর্শন রাজাদের পক্ষেই রুচিকর; কিন্তু আপনারা যে তাহা দেখিবেন, তাহাতে আমাদের যেন শোকই প্রকাশ পাইতেছে। অতএব আপনারাই কেবল এইরূপ উপহাস প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু রাজ বিভব যোগ্য পূজ্যপাদ ব্যক্তি গণের ইহা উচিত নহে। চাণূর কহিল, আমি মহারাজের নিকট শপথ করিতেছি, ইহা মহারাজেরই আজ্ঞা। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কি প্রকার ॥ ২৬ ॥

চাণূর উবাচ—

বালস্ত্বং ন হি পূতনাদিদলনাদাসীর্ন বাবিদ্যথাঃ
পৌগণ্ডঃ ক্ষিতিভৃদ্বিধারণমুখক্রীড়াকুলব্যাপৃতে।
নৈবায়ং ঘটসে কিশোর ইতি চ প্রত্যক্ষদিগ্দন্তিব-
দ্দন্তিপ্রার্দ্দনতান্তকর্ম্মরচনাদ্রাজ্ঞস্ততঃ কৌতুকম্ ॥ ২৭ ॥

অয়ন্তু তব জ্যায়ান্ প্রলম্বাদ্যালম্ভকর্ম্মণা জ্যায়ানেব ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—বৃথাস্মদ্দ্বেষাদেব পাপাত্তেষামন্যথাপত্তির্জাতা পর্ব্বতশ্চ লব্ধমখপর্ব্বতয়া শতপর্ব্বপাণে গর্ব্বখর্ব্বণার্থং (ক) স্বয়মেব তথা জাতঃ। স্বয়ন্তু বয়ং যথাবদেব সর্ব্বথা বর্ত্তামহে। ধনুরপি পুরাতনতয়া পুরা ঘুণাকীর্ণমিব জীর্ণং বহদ্ভির্দূরা-

তত্র চাণূরো রাজাজ্ঞায়াং হেতুং কথয়তি—বাল স্ত্বমিতি। পূতনাদিমারণাৎ ন হি ত্বং বাল আসীঃ, গোবর্দ্ধনবিধারণাদিক্রীড়াসমূহে ব্যাপারযুক্তে ত্বয়ি পৌগণ্ডো বয়ঃ নবা অবিদ্যথা ন অভবঃ। কিশোরোঽয়মিতি ত্বং ন ঘটসে যতঃ প্রত্যক্ষং দিগ্দন্তিবৎ দন্তিনঃ কুবলয়াপীড়স্য যা প্রার্দ্দনতা নাশকতা সা অন্তে যস্য এবম্ভূতস্য কর্ম্মণো রচনাৎ বিধানাৎ ততো ভবতোঃ মহাবলিষ্ঠত্বাৎ অস্মাভিঃ সহ যুদ্ধদর্শনে রাজ্ঞঃ কৌতুকম্ ॥ ২৭ ॥

রামস্যাপি মহাবলিষ্ঠত্বং বর্ণয়তি—অয়ন্ত্বিতিগদ্যেন। তব জ্যায়ান্ জ্যেষ্ঠো রামঃ প্রলম্বধেনুকাদিনাশনকর্ম্মণা শ্রেষ্ঠ এব। শ্রীকৃষ্ণবাক্যে অন্যথাপত্তির্মৃতিঃ, লব্ধং মখস্য যজ্ঞস্য পর্ব্ব উৎসবো যস্য তদ্ভাবতয়া শতপর্ব্বপাণে বজ্রহস্তস্য ইন্দ্রস্য গর্ব্বহ্রাসার্থং। যথাবদেব গোপ-

চাণূর কহিল, যখন তুমি পূতনাদিগকে দলন করিয়াছ, তখন তুমি কখনও বালক ছিলে না। গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি বিবিধ ক্রীড়া কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে তুমি পৌগণ্ড ও ছিলে না। এবং দিক্হস্তীর মত এই কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে বধ করিয়া যেরূপ কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে তুমি এখনও কিশোর নও। অতএব যখন তুমি এইরূপ মহা বলিষ্ঠ, তখন আমাদের সহিত তোমার যুদ্ধ দর্শন করিতে মহারাজের কৌতুক হইয়াছে এবং এই তোমার জ্যেষ্ঠ বলরাম, প্রলম্ব ধেনুকাদির বিনাশ কার্য্যে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমাদের উপর বৃথা দ্বেষ এবং পাপাচারণ হেতু তাহাদের

(ক) খর্ব্বতার্থং। ইতি আনন্দপাঠঃ।

দ্বিকীর্ণতয়া স্বয়মেব দীর্ণং সৎ স্পর্শমাত্রাৎ বিশীর্ণং জাতং। কুবলয়াপীড়শ্চ পীড়য়িতুং দ্রবন্নপদ্রবন্তং মামনাসদ্য সদ্যঃ পৃথিব্যন্তর্দ্দন্তাববগাঢ়াবাচরংস্তাবাক্রষ্টুং ন শশাক, পরন্তু প্রঘট্ট্যমানতয়া ক্রুট্যন্তাবেব ঘটয়ন্ স্বপ্রাণানপি বিঘটয়ামাসেতি। তত্র তত্র শীঘ্রতাগ্রাতালোকেন লোকেন পুনরহমেব তত্র কারণতয়া ঘটয়ামাসে। তথা হস্তিপা অপি তদধস্তাদ্ধাস্তমাপন্না এব বিপন্না ইতি মান্যথা মন্যথাঃ (ক)।

চাণূর উবাচ—ভবতানুচিতমেব সঙ্কুচিতচিত্তীভবতা তদিদমপলপ্যতে। রাজমহাশয়াস্তু তত্র তত্র ন জাতানুশয়াঃ।

পুত্রতয়া। বহস্তিভির্জ্জনৈঃ দূরাদ্বিকীর্ণতয়া বিক্ষিপ্ততয়া স্বয়মেব বিদীর্ণং সৎ মম স্পর্শমাত্রাৎ ভগ্নং জাতং। মাং পীড়য়িতুং গচ্ছন্ অপদ্রবন্তং পলায়মানং মামপ্রাপ্য ভূমিমধ্যে দন্তাববগাঢ়ৌ নিবিষ্টাবাচরন্ তৌ দন্তৌ বহির্নির্গময়িতুং ন শশাক প্রঘট্ট্যমানতয়া সন্দোলায়মানতয়া উৎপাটিতাবেব

মৃত্যু ঘটিয়াছে পর্ব্বোপলক্ষে যজ্ঞীয় উৎসব লাভ করাতে বজ্রপাণি ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য স্বয়ংই ঐরূপ ঘটিয়াছিল। আমরা কিন্তু স্বয়ংই সেই গোপপুত্ররূপেই সর্ব্বদা বিদ্যমান আছি। এই ধেনুকও নিতান্ত পুরাতন, এবং পূর্ব্বেই ইহাতে ঘুণ ধরিয়া জীর্ণ হইয়াছিল। বাহকগণ দূরে নিক্ষেপ করাতে স্বয়ংই বিদীর্ণ হইয়াছিল। তৎপরে আমার স্পর্শমাত্রে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কুবলয়াপীড়ও প্রথমে আমাকে মারিতে গমন করে। আমি ভয়ে পলাইয়া যাই। সে আমাকে না পাইয়া পৃথিবীর মধ্যে দন্তযুগল প্রবিষ্ট করে। ঐ দন্তযুগল উৎপাটন করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু টানাটানি করাতে তাহার দুই দন্ত ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাতেই সে আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করে। তত্তৎস্থলে লোকগণ অত্যন্ত দ্রুতভাবে দর্শন করিয়া আমাকেই সেই স্থানে বিনাশের কারণরূপে স্থির করিয়াছিল। হস্তিপকগণ তাহার নিম্নে হস্তিতল পাইয়া মরিয়া গিয়াছে। * ইহার আর অন্যথা ভাবিবেন না। চাণূর কহিল, তোমার চিত সঙ্কুচিত হওয়াতে

(ক) মান্যথা মথাঃ ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

* "শ্রীকৃষ্ণের কোনই শক্তি নাই" চাণূর ইহাই অবগত হউক। এই ভাব উৎপাদন করণাভিপ্রায়েই শ্রীকৃষ্ণ নিজের দুর্ব্বলতা প্রকটন করিতেছেন।

প্রত্যুত চিরায় নিজান্তিকস্থাপিতানাং গর্ব্বিতানাং গর্ব্বদমনার্থমেব তত্র প্রস্থাপিতানাং তেষাং বৃথাকৃতপালনবিশেষাণাং পরীবর্ত্তাদ্ভবন্তাবেব কেবলাবাত্মবলায় কল্পয়িতুমিচ্ছন্তি।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—তদতীবাস্মাকং বিস্ময়ায়কং ভাগ্যং। কিন্ত্বাত্মনাত্মনঃ স্তুত্যাঃ প্রস্তুত্যা লজ্জামহে। যদেতং মহারাজমিন্দ্রপদমপি প্রাপয়িতুং সেবাং করিষ্যামঃ তথাপি মল্লবিদ্যায়াং ন বয়ং কৃতবিদ্যা ইতি সঙ্কুচতি চিত্তম্।

চাণূর উবাচ—এতদপ্যপলপিতং বৃথা মা কৃথাঃ। যচ্ছ্রুতং বিশ্রুতমিদং। গোপাঃ খলু গোপালনং কুর্ব্বন্তঃ সদাস্মাকং

পরয়ন্ চেষ্টমানস্তত্যাজ। শীঘ্রতায়া য আম্রাত আক্রমণঃ তেনালোকো যস্য, তেন চানেন ঘটয়ামাসে কল্পয়াং বভূব। তদধস্তাদ্ধস্তিমাপন্না হস্তিপ্রাংসং প্রাপ্তাঃ তলং গতা মৃতা বভূবুঃ অন্যথা মা মন্যথা কল্প, সঙ্কুচিতচিত্তীভবতা ন সঙ্কুচিতং চিত্তং ভবতি সঙ্কুচিতচিত্তীভবন্ তেন, তদিদমনুচিতমে-

নিশ্চয়ই তুমি এই অনুচিত বিষয় অপহ্নব (গোপন) করিতেছ, অর্থাৎ তুমি মিথ্যা কহিতেছ। রাজা মহাশয়ের ও তত্তৎবিষয়ে শোক জন্মে নাই। বরং আপনার নিকটে যে সকল গর্ব্বিত লোক চিরকাল আছে, তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যই সেই স্থানে প্রেরিত, এবং যাহাদিগকে বৃথা পালন করা হইয়াছিল, সেই সকল লোকের পরিবর্ত্তে কেবল তোমাদের দুই জনকেই বলের সমকক্ষ বলিয়া কল্পনা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অতএব ইহা আমাদের পরম বিস্ময় কর ভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু আপনি আপনার স্তব করিয়া আমরা লজ্জিত হইতেছি। কারণ, এই মহারাজকেও ইন্দ্র পদ (স্বর্গ অথচ মৃত্যু) প্রদান করিতে আমরা সেবা করিব। তথাপি মল্লবিদ্যাতে আমরা কৃতবিদ্য বা পণ্ডিত নহি এই হেতু চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়াছে। চাণূর কহিল, তুমি এইরূপ অপহ্নব বৃথা করিও না। আহা! আমরা এই বিখ্যাত বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। নিশ্চয়ই গোপগণ গোপালন করিয়া সর্ব্বদাই আমাদের বিদ্যা

বিদ্যামভ্যস্যন্তীতি। তস্মাদকপটতয়াস্মাভির্যুষ্মাভিরপি রাজ্ঞা-মাজ্ঞা পালনীয়া। ন তু চালনীয়া।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—তথাপি বন্যানামস্মাকং ন ধন্যা তদ্বিদ্যা বিদ্যত ইতি সদ্যস্তাবদ্যুষ্মচ্ছিষ্টিমাচরন্তঃ স্বয়ং রাজ্ঞঃ সংজ্ঞাপনায় (ক) চ সম্পৎস্যামহে।

(খ)অতস্তদেতৎপর্য্যন্তমুদন্তং সন্তন্য দন্তিদন্তদ্বয়ং কংসপুরত-স্তদ্বক্ষসীব মঙ্ক্ষু শঙ্কুবন্নিখন্য মুষ্টিকেন মুষ্টিপ্রহারহতপ্রলম্ব-শ্চাণূরেণ চানূরুবিহগানুজবাহনঃ সসঞ্জ। লব্ধবলপ্রশস্তিনা মহাহস্তিনাভিনবতয়া দীব্যদ্দিব্যসিংহ ইব ॥ ২৮ ॥

বাপলপ্যতে অপহ্নূয়তে অসত্যং ভাষ্যতে, তত্র তত্র সঙ্কোচবারণং খণ্ডয়তি ন জাতোঽনুশয়ঃ শোকো যেষাং তে তত্র ভবৎসমীপে তেষাং বৃথাকৃতঃ পালনবিশেষো যেষাং তেষাং পরীবর্ত্তাৎ প্রতিনিধিত্বেন কেবলৌ ভবন্তাবেব দ্বৌ নিজবলায় সমর্থয়িতুমিচ্ছন্তি ॥

পুনস্তয়ো র্বাকো বাক্যং বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদিগদ্যেন। বিস্ময়াকং আশ্চর্য্যসাধকং ইন্দ্রপদমপি প্রাপয়িতুং শ্লেষেণ মরণান্তরং স্বর্গং। অপলপিতমপলাপং বিশ্রুতং বিখ্যাতমিদং শ্রুতং অস্মাকং বিদ্যাং মল্লক্রীড়াং চালনীয়া খণ্ডনীয়া বনবাসিনাং তদ্বিদ্যা ধন্যা প্রশংসনীয়া মল্লবিদ্যা। শিষ্টিং শাসনং অনুগতিং বা সঙ্গোপনায় বা বিজ্ঞাপনায় শ্লেষেণ মারণায় চ সম্পৎ-স্যামহে সম্পন্না ভবিষ্যামঃ। উদন্তং বৃত্তান্তং সন্তন্য বিস্তায্য মঙ্ক্ষু ঝটিতি শঙ্কুবৎ কীলবৎ

অভ্যাস করিয়া থাকে। অতএব অকপট ভাবে আমাদের এবং তোমাদেরও রাজার আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তথাপি আমরা বনবাসী, আমাদের সেই প্রশংসনীয় মল্লবিদ্যা হইতে পারে না। এই কারণে সদ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করিয়া স্বয়ং রাজাকে, নিবেদন করিবার জন্য (শরণের জন্য) বিদ্যমান থাকিব। অতএব এই পর্য্যন্ত হর্ষনাশী বিবরণ বিস্তার করিয়া কংসের বক্ষঃস্থলকে শীঘ্র শঙ্কুস্থাপনের মত (অর্থাৎ গোঁজ্ পুঁতিবার উপযুক্ত স্থানের তুল্য) কংসের সমক্ষে সেই হস্তীর দন্তযুগল

(ক) সম্যগ্জ্ঞাপনায়। শ্লেষে মারণায়। মারতোষনিশাননিশামার্থজ্ঞামিতি স্মরণাৎ। আ।

(খ) অথ তদেতদিতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

তত্র চ ;—

হস্তাহস্তি ভুজাভুজি প্রথয়তোরঙ্ঘ্র্যঙ্ঘ্রি চাভূন্মহ-
জ্জানূজানু কটাকটি প্রথনয়া ক্রোধঃ সমুদ্বুদ্ধবান্।
মুষ্টামুষ্টি তলাতলি প্রথমকং যচ্চান্যদাসীত্তয়ো-
র্যুদ্ধং তদ্ধরিমল্লয়োর্ব্বহুবিধং বুদ্ধং কিয়ৎ কল্পতাম্(ক) ॥২৯॥

কিন্তু চাণূরকং কৃষ্ণঃ কামপালশ্চ মুষ্টিকং।
হস্তরোধং দধৎ কংসে শ্বাসরোধং বিনির্ম্মমে ॥৩০॥

নিগৃহ্য ভূমৌ দৃঢ়ং স্থাপয়িত্বা মুষ্টিপ্রহারেন হতঃ প্রলম্বো যেন স রামঃ মুষ্টিকেন সসঞ্জ। অনূরুবিহগোহরুণ স্তস্যানুজো গরুড়ো বাহনং যস্য সঃ কৃষ্ণ শ্চাণূরেণ সসঞ্জ। তেন তেন স কথমিব সসঞ্জ, তদাহ—লব্ধা বলস্য প্রশস্তিরুত্তমতা যেন তেন সহ অভিনবতয়া দীব্যন্ ক্রীড়ন্ দিব্যসিংহ ইব ॥ ২৮ ॥

তত্র সঞ্জনপ্রকারং বর্ণয়তি—হস্তাহস্তীতি। হস্তেন হস্তেন যুদ্ধং প্রবৃত্তং, এবম্ভুজাভুজি, অঙ্ঘ্র্যঙ্ঘ্রি, জানূজানু কটাকটি মুষ্টামুষ্টি তলাতলি প্রথয়তো বিস্তারয়তো র্মহৎ যুদ্ধমভূৎ। অথ তয়োঃ ক্রোধঃ সমুদ্বুদ্ধবান্। প্রথমকং আদ্যং যচ্চান্যৎ প্রকারং বহুবিধং কিয়দ্বুদ্ধং বিজ্ঞাতং কল্পতাম্ ॥ ২৯ ॥

কামপালো রামঃ। হস্তরোধং দধৎ হস্তেন রুদ্ধা ধায়ন্ শ্বাসস্য রোধং বন্ধম্ ॥ ৩০ ॥

দৃঢ়রূপে ভূতলে স্থাপিত করিয়া, যিনি মুষ্টি প্রহারদ্বারা প্রলম্বাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেই বলরাম মুষ্টিকের সহিত সঙ্গত হইলেন, এবং গরুড় বাহন শ্রীকৃষ্ণ চাণূরের সহিত মিলিত হইলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন, যাহার বলে শ্রেষ্ঠতা আছে, এইরূপ মহাহস্তীর সহিত যেন এক দিব্য সিংহ অভিনব ভাবে মিলিত হইয়াছে ॥ ২৭—২৮ ॥

তখন হস্তে হস্তে, ভুজে ভুজে, চরণে চরণে, জঙ্ঘায় জঙ্ঘায়, কটিতে কটিতে, মুষ্টিতে মুষ্টিতে, এবং করতলে করতলে বিস্তার করিয়া উভয়ের মহৎ যুদ্ধ হইয়াছিল। অনন্তর যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়েরই ক্রোধ জন্মিয়াছিল। সেই মল্ল কৃষ্ণ বলরামের প্রথম এবং পরবর্ত্তী যে সকল যুদ্ধ অবগত হইয়াছিল, তাহা যে কি প্রকার, তাহা কি প্রকারে কল্পনা করা যাইবে ॥ ২৯ ॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হস্ত দ্বারা রোধ করত চাণূরকে ধারণ পূর্ব্বক এবং বলরাম হস্ত

(ক) কল্যতাং ইতি গৌরপাঠঃ।

একং তত্র বভূব চিত্রমখিলজ্ঞানাতিদূরং যথা
সাঙ্গং স্বাঙ্গমকর্ষি যর্হি হরিণা বিন্যাসি তদ্‌যর্হি চ।
ব্যত্যাসঃ স্ফুরতি স্ম তর্হি বলবন্মল্লে তু কিঞ্চাস্ফুর-
দ্দূরাদপ্যসকৃৎ পরিপ্রতিনিধির্ঘাতাদিকানাং বিধিঃ ॥ ৩১ ॥
সত্যং প্রাহরতাং মল্লাবপি মাধব-রাময়োঃ।
(ক) জবাদ্বৃংহয়মানৌ তৌ ন তু তল্লক্ষ্যতাং গতৌ ॥৩২॥

অখিলজ্ঞানাতিদূরং অখিলানাং জনানাং জ্ঞানস্যাতিদূরং দুষ্প্রাপ্যং যর্হি যদা অঙ্গৈঃ সহ স্বস্যাঙ্গং হরিণা অকর্ষি আকৃষ্টং, যর্হি চ তৎ বিন্যাসি বিন্যস্তং তর্হি তদা বলবিশিষ্টে মল্লে ব্যত্যাসো বিপর্য্যয়ঃ। কিঞ্চ দূরাদপি অসকৃৎ ঘাতকাদিকানাং বিধিঃ পরিপ্রতিনিধিঃ পরি সর্ব্বতোভাবেন প্রতিভূর্ভূত্বা অস্ফুরৎ ॥ ৩১ ॥

তত্র তত্র তয়োর্মল্লয়োরকিঞ্চিৎকরত্বং বর্ণয়তি—সত্যমিতি। জবাদ্বেগাৎ বৃংহয়মানৌ বৃদ্ধিং প্রাপ্তৌ তৌ মল্লাবপি মাধবরাময়োঃ প্রাহরতাং সত্যং কিন্তু তল্লক্ষ্যতাং তয়োর্বেধ্যতাং নতু গতৌ ॥ ৩২ ॥

দ্বারা রোধ করিয়া মুষ্টিককে ধারণ করিলেন। ইহাতেই তিনি কংসের নিশ্বাস বোধ করিয়াছিলেন অর্থাৎ চাণূর-মুষ্টিকের শ্বাস রোধকে কংস নিজের শ্বাস রোধ বোধ করিলেন কারণ ঐ দুই জনই তাহার প্রধান ॥ ৩০ ॥

তৎকালে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ অখিল লোকের জ্ঞানাতীত নিজের অঙ্গ, সমস্ত অঙ্গের সহিত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এবং যৎকালে তাহা বিন্যস্ত করিয়াছিলেন, তৎকালে বলশালী মল্লের বিপর্য্যয় হইয়াছিল, অপিচ দূর হইতেও বারংবার বিনাশাদি বিধি, সর্ব্বতোভাবে প্রতিনিধি হইয়া স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

ঐ দুই জন মল্ল বেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে প্রহার করিয়াছিল, সত্য, কিন্তু তাহারা ঐ দুই জনকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই ॥ ৩২ ॥

(ক) জবাদ্বৃংহয়মানৌ। ইত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌরপাঠঃ।

তদেবং স্থিতে তৎপ্রভাবমননুভবতামনুভবতামপি কংসং প্রত্যেব দোষশংসনমাসীৎ। তত্র পূর্ব্বেষু মল্লানামপি যথা ;—তত্র চাদৌ তেষাং ভাবনেয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

এতৌ স্যাতাং সুষ্ঠু বালৌ বলিষ্ঠৌ
কিন্তু শ্রেষ্ঠাং মল্লবিদ্যাং ন বিত্তঃ !
তস্মাৎ কস্মাদ্ভূভৃদস্মান্মৃধেঽস্মিং-
স্তদ্বিদ্যানাং পারগান্ বা নিযুঙ্ক্তে ॥ ৩৪ ॥

অন্তে তু ;—

জ্ঞাত্বাপ্যুচ্চৈস্তাবিমৌ মল্লবিদ্যা-
শাস্ত্রজ্ঞানামাদিবিজ্ঞানবিজ্ঞৌ।
হা ! ধিঙ্মৌঢ্যাদেব কংসোঽয়মস্মা-
নেতদ্যুদ্ধে ভীরুকোঽপি ন্যযুঙ্ক্ত ॥ ৩৫ ॥

তত্র বিপক্ষস্বপক্ষাণাং কংসং প্রতি দোষদানং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। তয়োশ্মল্লয়োর্মাধবরাময়োঃ প্রভাবং পরাক্রমং তেজঃ অনুভবতাং যুদ্ধে সক্তানাং পুনরননুভবতাং [illegible]নাং চ। অন্যৎ সুগমং ॥ ৩৩ ॥

তেষাং ভাবনাং বর্ণয়তি—এতাবিতি। ন বিত্তো ন জানীতঃ। ভূভৃৎ কংসঃ, অস্মিন্ মৃধে যুদ্ধে [illegible]দ্যানাং মল্লবিদ্যানাং পারগানস্মান্ কস্মান্নিযুক্তে তেনাস্মাকং লজ্জা জায়তে ॥ ৩৪ ॥

অন্যেষাং ভাবনাং বর্ণয়তি—জ্ঞাত্বেতি—তাবিমৌ কৃষ্ণরামৌ আদিবিজ্ঞানবিজ্ঞৌ মুখ্যজ্ঞাতারৌ

অতএব এইরূপ ঘটিলে যে সকল মল্ল, কৃষ্ণ বলরামের প্রভাব বা তেজ অনুভব করিতে পারে নাই, তাহারাও কংসের উপরে দোষার্পণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে যাহারা পূর্ব্বে ছিল, তাহাদের উপরে মল্লদিগের যেরূপ ভাবনা এবং তাহাদের মধ্যে প্রথমে তাহাদেরও ঐরূপ ভাবনা হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

এই দুই জন বালক সম্যক্‌রূপে বলিষ্ঠ হইতে পারে। কিন্তু ইহারা মল্লবিদ্যা অবগত নহে। অতএব কি কারণে মহারাজ আমাদিগকে এই যুদ্ধে মল্লবিদ্যার পারদর্শী করিয়া নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে সত্যই আমাদের লজ্জা হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

শেষে অপরে ভাবিতে লাগিল। এই দুই জন মল্লবিদ্যা এবং শাস্ত্রজ্ঞদিগের

তথান্যেষামপি নারীপ্রচুরাণামক্রূরাণা কংসায় দোষশংসনং যথা ;— ॥ ৩৬ ॥

ক্ব মল্লা বজ্রাদ্রিপ্রতিমবপুষঃ ক্বাতিমৃদুলা-
বিমৌ বালৌ তস্মাদিহ যুদনুমন্তৄন্ ধিগধিপান্।
কথং বা তে নিন্দ্যা ন খলু বয়মস্মিন্ সদসি যে
সতাং দ্বিষ্টে দৃষ্টিং সকুতুকমিবামী বিতনুমঃ ॥ ৩৭ ॥

উচ্চৈরধিকং জ্ঞাত্বাপি ভীরুকো ভয়শীলোঽপ্যয়ং কংস এতদ্‌যুদ্ধে মৌঢ্যাদস্মান্ন্যযুঙ্‌ক্ত হা ধিক্ এতেনাস্মাকং মৃত্যুরেব ভবেদিতি ॥ ৩৫ ॥

তদেবং মল্লানাং কংসে দোষশংসনং বর্ণয়িত্বা অন্যেষামপি তথা বর্ণয়তি—তথেত্যাদিগদ্যেন। নার্য্যঃ প্রচুরা যত্র অক্রূরাণাং সবলানামন্যেষামপি ॥ ৩৬ ॥

তত্রাসঙ্গতমেব কারণং তদ্বর্ণয়তি—ক্ব মল্লা ইতি। বজ্রপর্ব্বতস্যেব বপূংষি যেষাং তে অতিমৃদুলৌ নবনীতবৎ সুকোমলৌ ইহ বিষয়ে যুদনুমন্তৄন্ যুৎ যুদ্ধং তস্যানুমোদকান্ অধিপান্ ধিক্ আত্মনঃ শোচন্তি কথং বেতি তে বয়ং কথং বা ন নিন্দ্যাঃ যে সতাং দ্বিষ্টে অপ্রীতিজনকে অস্মিন্ সদসি সকুতুকমিব দৃষ্টিং বিতনুমঃ প্রসারয়ামঃ ॥ ৩৭ ॥

মধ্যে প্রথম এবং প্রধান জ্ঞানবান্। ইহা ভাল করিয়া জানিতে পারিয়া, হায়! ধিক্! এই কংস ভয়শীল হইয়াও মূর্খতা বশতঃ আমাদিগকে এই যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছে। অতএব আমাদের মৃত্যুই উপস্থিত দেখিতেছি ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে বহু বহু নারীগণের সহিত অন্যান্য লোকদিগের কংসের উদ্দেশে দোষ কীর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

যাহাদের শরীর বজ্র ও পর্ব্বতের তুল্য অত্যন্ত দৃঢ়, এইরূপ মল্লগণই বা কোথায়? অতএব এই স্থানে যুদ্ধের অনুমতিদাতা অধিপতিদিগকে ধিক্! এবং আমরা সকলেই বা কেন নিশ্চয়ই নিন্দা প্রাপ্ত হইব না। কারণ, আমরা সকলে সাধুগণের অপ্রীতিকর এই সভামধ্যে যেন কৌতুকাক্রান্ত হইয়া দৃষ্টি প্রসারণ করিতেছি ॥ ৩৭ ॥

ধিগস্মৎপুণ্যং যৎকথমপি হরের্বীক্ষণলবে-
ঽপ্যভূদুৎপাতোঽয়ং প্রণয়িজনতারাক্ষসনিভঃ।
ব্রজন্ বন্যাং প্রাতর্ব্রজমপি বিশন্ সায়মমুকঃ
সুখং যাসাং স্ত্রীণাং বহতি বরপুণ্যাঃ পরমমূঃ ॥ ৩৮ ॥
ধিগস্মান্ যাঃ কংসাদ্ভয়মনুসৃতা নাম চ হরেঃ
সমর্থা বক্তুং ন ব্রজবরদৃশস্তাঃ কতি নুমঃ।
সদা যা গায়ন্তি স্বগৃহবহুকর্ম্মণ্যপি গুণাং-
স্তদীয়ান্ শশ্বত্তদ্ধৃদি চ বিহরন্তি প্রতিপদম্ ॥ ৩৯ ॥

পুনরনুশোচন্তি ধিগিতিশ্লোকদ্বয়েন। বীক্ষণলবে বীক্ষণাৎ সূক্ষ্মকালেঽপি অয়মুৎপাতোঽভূৎ যঃ প্রণয়িজনতায়াং প্রণয়িসমূহে রাক্ষসতুল্যঃ। বন্যাং বনসমূহে প্রাত র্ব্রজন্ সায়মপি ব্রজং প্রবিশন্ অমুকঃ কৃষ্ণঃ যাসাং স্ত্রীণাং সুখং প্রাপয়তি তা অমূঃ পরং বরপুণ্যাঃ ॥ ৩৮ ॥

কিঞ্চাস্মান্ ধিক, যা বয়ং কংসাৎ ভয়মনুগতাঃ সত্যঃ হরের্নাম চ বক্তুং ন সমর্থা স্তা ব্রজবরদৃশঃ কতি নুমঃ স্তবং কারয়ামঃ যাঃ স্বগৃহবহুকর্ম্মণ্যপি তদীয়ান্ গুণান্ সদা গায়ন্তি তস্য চিত্তে চ শশ্বৎ প্রতিক্ষণং বিহরন্তি ॥ ৩৯ ॥

যে হেতু অতি কষ্টে অল্পমাত্র কৃষ্ণ দর্শন ঘটিলেও প্রণয়ীজন-সমূহের রাক্ষস-তুল্য এইরূপ উৎপাত ঘটিয়াছে, এই কারণে আমাদের পুণ্য কার্য্যে ধিক্! এই শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালে বন সমূহে গমন করিয়া এবং সায়ংকালে ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিয়া, যে সকল নারীগণের, সুখ উৎপাদন করেন, ঐ সকল রমণীদিগেরই পুণ্য অত্যন্ত অধিক ॥ ৩৮ ॥

আমাদিগকে ধিক্ থাক। কারণ আমরা কংস হইতে ভয় পাইয়া কৃষ্ণের নাম বলিতেও সমর্থ নহি, আমরা সেই সকল ব্রজসুন্দরীদিগকে কত বার নমস্কার করিব। যাহারা স্ব স্ব বহুবিধ গৃহকর্ম্মেও তদীয় গুণ সকল সর্ব্বদা গান করিয়া থাকে, এবং প্রতিক্ষণ তাঁহার চিত্তে বিহার করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

কস্যাতুলং ফলমিদং যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমং স্বত এব সিদ্ধম্।
একান্তধাম বিভুতাযশসোঃ সমন্তা-
দ্দৃগ্ভিঃ সদা নবনবাভমমূঃ পিবন্তি ॥ ৪০ ॥

তাসাং প্রেম্ণঃ পরমমহিমা শক্যতে কেন বক্তুং
পশ্যাস্মাকং তমনুগতবচ্চিত্তমেতদ্বিহায়।
যদ্গোবিন্দঃ শ্রমময়রুচাপ্যেষ সর্ব্বস্য চেতঃ
কর্ষত্যর্ব্বাগপি তদনুগঃ সুষ্ঠু সঙ্কর্ষণাখ্যঃ ॥ ৪১ ॥

তাসাং ভাগ্যং বর্ণয়ন্তি—কস্যেতি। কস্য পুণ্যস্য তুলারহিতং ফলমিদং যৎ সদা অমুষ্য রূপং অমূঃ সমন্তান্নেত্রৈঃ পিবন্তি, তৎ কথম্ভূতং লাবণ্যস্য সৌন্দর্য্যস্য সারমসমং তুলারহিতং স্বতএব সিদ্ধমনন্যসিদ্ধং বিভুতাযশসোরেকান্তাশ্রয়ং ॥ ৪০ ॥

তাভ্যো বয়ং হীনা ইত্যনুশোচন্তি—তাসামিতি। অস্মাকং পশ্য যত্তমনুগতবদেতচ্চিত্তবিষয় এষ গোবিন্দঃ। শ্রমময়েন শ্রমপ্রচুরেণ যা রুক্ কান্তি স্তয়া সর্ব্বস্যার্ব্বাগপি চেতঃ কর্ষতি তং সঙ্কর্ষণাখ্য স্তচ্চেতঃ সুষ্ঠু কর্ষতি ॥ ৪১ ॥

নিশ্চয়ই কোনও অনির্ব্বচনীয় পুণ্যের এই অতুলনীয় ফল হইবে। যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের এই অনুপম লাবণ্যসার স্বতই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐরূপ প্রভুতা এবং যশের একমাত্র আস্পদ স্বরূপ ঐ সকল রমণীগণ নেত্র দ্বারা সর্ব্বদাই নব নব বোধ করিয়া চারিদিকেই রূপ দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

কোন্ ব্যক্তি ঐ সকল নারীগণের প্রেমের পরম মহিমা বলিতে পারে? দেখ, আমাদের চিত্ত, এই চিত্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই অনুগমন করিয়াছে। এই গোবিন্দ বিবিধ শ্রম-জনিত কান্তি দ্বারা সকলের অর্ব্বাচীন চিত্তকে আকর্ষণ করে এবং বলরামও সেই চিত্ত ভাল করিয়া আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

ক্রুদ্ধং শক্রুমভিদ্রবন্নপি হরিঃ স্মেরাননাব্জে রসো-
ল্লাসাদ্‌ঘর্ম্মজলং দধদ্বিলসতি স্বাং সৌম্যতামত্যজন্।
যদ্রামঃ স্ফুটশোণনেত্রবদনস্তৎকোপতঃ শোভতে
তচ্চাস্য প্রকৃতির্যদেষ স হরেঃ সাক্ষাৎ প্রতাপানলঃ ॥ ৪২ ॥

এতে শ্রীবসুদেবনন্দবলিতাঃ শ্রীদেবকীসংহতাঃ
সর্ব্বে সাধুজনাশ্চ মাদৃশগিরা দীপ্তান্তরজ্বালয়া।
যস্মাত্তীব্রনিভালনং বিদধতঃ ক্ষুভ্যন্তি কংসে মুহু-
স্তস্মাদস্য বিনাশ এব চিরতাভানং বিনা সেৎস্যতি ॥ ৪৩ ॥

তাদৃশযুদ্ধসময়েঽপি কৃষ্ণরাময়োঃ শোভাবৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—ক্রুদ্ধমিতি। স্মেরেণ মন্দহাস্যেন যুক্তং মুখং যস্য স যুদ্ধরসেন য উল্লাস উৎসুকতা তস্মাৎ স্বামসাধারণাং সৌম্যতামত্যজন্ সন্ বিলসতি। শোণে রক্তবর্ণে নেত্রবদনে যস্য সঃ। মুষ্টিকং প্রতি কোপাৎ তচ্চ শোণনেত্রবদনত্বমস্য প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ, যদ্‌যস্মাৎ স এষ হরেঃ সাক্ষাৎ প্রতাপরূপোঽনলোঽগ্নিঃ ॥ ৪২ ॥

অথ সখেদং যথা কংসমরণমচিন্তয়ন্ তদ্বর্ণয়তি—এতে ইতি। বলিতা মিলিতাঃ সংহতাঃ সংশ্লিষ্টাঃ সর্ব্বে জনাঃ সাধুজনা মাদৃশগিরা মৎসদৃশজনানাং বাচা দীপ্তা যা অন্তরে চিত্তে জ্বালা উত্তাপ স্তয়া, যস্মাৎ তীব্রনিভালনং অত্যুষ্ণাবলোকনং কুর্ব্বন্তঃ কংসে মুহুঃ ক্ষুভ্যন্তি তস্মাদস্য কংসস্য বিনাশো মৃত্যুরেব চিরতাভানং বিলম্বং বিনা সেৎস্যতি সিদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কুপিত শক্রর প্রতি ধাবমান হইয়াও মন্দ হাস্যযুক্ত মুখ কমল এবং যুদ্ধরসের উল্লাস হেতু অসাধারণ সৌম্যভাব পরিত্যাগ না করিয়া বিরাজ করিতেছেন। বলরামের মুখ ও চক্ষু স্পষ্টই রক্তবর্ণ হওয়াতে, মুষ্টিকের উপর ক্রোধ প্রকাশিত হইলে, বলদেবের মুখও চক্ষু রক্তবর্ণ হওয়াই স্বভাব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এই কারণে বলরাম যেন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতাপানল বলিয়াই অনুমিত হইয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীবসুদেব এবং নন্দের সহিত মিলিত, শ্রীদেবকীসংসৃষ্ট সমস্ত সাধুজন, আমাদের মত সাধুজনের বাক্যে; প্রদীপ্ত অন্তরজ্বালায়, যে হেতু অত্যুষ্ণ দর্শন করিয়া, বারংবার কংসের উপর ক্ষুব্ধ হইতেছেন, তখন বোধ হয় যে অবিলম্বে কংসের মৃত্যু হইবে ॥ ৪৩ ॥

অথ তৎপ্রভাবমনুভবতাং কংসে দোষশংসনং যথা ;—

সোঽয়ং মূর্খঃ স্বান্তরে ভীত এব
ন্যাস্থন্মল্লান্ যঃ পুরস্তান্মুরারেঃ।
যদ্বদ্ব্যাধঃ কোঽপি সঙ্গোপিতাত্মা
সিংহস্যাগ্রে ন্যস্যতি গ্রামসিংহান্ ॥ ৪৪ ॥

যঃ পূতনাদিবলমস্য নিনায় নাশং
যঃ শক্রগর্ব্বমপি খর্ব্বয়তি স্ম সর্ব্বম্।
যঃ সর্ব্বসর্জ্জকমমূমুহদূহবর্জ্জং
তং ভোজরাড়ভিভবন্ কিল বাঢ়মীষ্টে ॥ ৪৫ ॥

অথেত্যাদিগদ্যপূর্ব্বকং কৃষ্ণরাময়োঃ প্রভাবং প্রতাপং শক্তিং বা অনুভবন্তঃ কংসে যং দোষ কথিতবন্তঃ তদ্বর্ণয়তি—সোঽয়মিতি। মূর্খঃ সোঽয়ং কংসঃ স্বচিত্তে ভীতএব সন্ মুরারেরগে মল্লান্ ন্যাস্থৎ নিক্ষিপ্তবান্ যথা কোঽপি ব্যাধঃ সঙ্গোপিত আত্মা যস্য তথাভূতঃ সন্ সিংহস্যাগ্রে গ্রামসিংহান্ কুক্কুরান্ নিক্ষিপতি ॥ ৪৪ ॥

পুনস্তস্য তেষাং বাক্যেন মূর্খতাং বর্ণয়তি—য ইতি। অস্য কংসস্য পূতনাদিসেনাং মৃত্যুং প্রাপয়ামাস। স তথা ইন্দ্রস্য গর্ব্বমপি সর্ব্বং সম্পূর্ণং যথাস্যাত্তথা খণ্ডিতবান্। তথা যঃ সর্ব্বসর্জ্জকং সৃষ্টিকর্ত্তারং ব্রহ্মাণং উহবর্জ্জং বিতর্করহিতং যথাস্যাত্তথা অমূমুহৎ মোহয়ামাস, তং কৃষ্ণং ভোজরাট্ কংসঃ অভিভবন্ অভিভবিতুং পরাজয়িতুং বাঢ়ং প্রতিজ্ঞাং যথাস্যাত্তথা ঈষ্টে প্রভুত্বং করোতি ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর যাহারা শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতাপ এবং শক্তি অনুভব করিয়াছিল, তাহারা কংসের উপর দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিল।

যেরূপ কোন ব্যাধ আত্মগোপন করিয়া সিংহের সম্মুখে গ্রাম্য সিংহ অর্থাৎ কক্কুরদিগকে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ এই মূর্খ কংস শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ভীত হইয়াই সম্মুখে মল্লদিগকে নিক্ষেপ করিয়াছে ॥ ৪৪ ॥

যিনি এই কংসের পূতনা প্রভৃতি সৈন্য সকল বিনাশ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রের সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছেন; এবং যিনি অতর্কিত ভাবে (হঠাৎ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধাতাকেও মোহিত করিয়াছিলেন; ওহে? অদ্য ভোজরাজ তাঁহাকে পরাভব করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছে ॥ ৪৫ ॥

ক্ব কৃষ্ণঃ স্বপ্রকাশাত্মা মল্লসঙ্ঘঃ ক্ব তামসঃ।
যুদ্ধং পশ্যানয়োশ্চিত্রং তেজস্তিমিরয়োরিব ॥ ৪৬ ॥
(০) সঙ্ঘর্ষেঽপি মিথঃ স্পৃষ্টির্নেক্ষ্যতে কৃষ্ণ-মল্লয়োঃ।
আদ্যস্য শক্তিবৈশিষ্ট্যাত্তেজস্তিমিরয়োরিব ॥ ৪৭ ॥
উচ্ছূনত্বং ক্ষতজমপি ন প্রেক্ষ্যতে দ্বেষিগাত্রে
দৈত্যারাতের্ন যদুদয়তে কশ্চিদৌদ্ধত্যলেশঃ।
পশ্যামুষ্য দ্বিষদভিমুখং বীর্য্যবর্য্যং বিষাভং
ভেদং ভেদং দ্বিষি নিখিলকং মর্ম্ম চূর্ণং চকার ॥ ৪৮ ॥

তদেবং কৃষ্ণমল্লয়ো র্যুদ্ধং কথঞ্চিন্ন সঙ্গচ্ছতে ইতি বর্ণয়ামাসুঃ ক্বেতি। মল্লসমূহ স্তমোগুণ-প্রকৃতিঃ অনয়ো র্যুদ্ধং চিত্রং পশ্য যথা তেজসঃ সূর্য্যস্য অনলস্য চ তিমিরস্যান্ধকারস্য মিলনং ॥ ৪৬ ॥

তদেব সাধয়ন্ বর্ণয়তি—সংঘর্ষ ইতি। মিথঃ পরস্পরস্য স্পর্শনং ন দৃশ্যতে, আদ্যস্য কৃষ্ণস্য শক্তিবৈশিষ্ট্যাৎ অন্যস্য মল্লস্য শক্তিহ্রাসাৎ যথা তেজস স্তিমিরস্য চ ॥ ৪৭ ॥

তাদৃশযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণস্য ক্লেশগন্ধো নাভূদপিতু চাণূরে তদ্বৈপরীত্যং জাতমিতি বর্ণয়তি—উচ্ছূনত্বমিতি। উচ্ছূনত্বং ভয়েন রোমাঞ্চাদি ক্ষতজং রক্তং যদ্‌যস্মাৎ দৈত্যারাতেঃ কৃষ্ণস্য দ্বেষিগাত্রে যুদ্ধরতশরীরে কশ্চিদৌদ্ধত্যস্য ধৃষ্টতায়া লেশঃ স্বল্পোঽপি ন উদয়তে, অমুষ্য কৃষ্ণস্য দ্বিষতশ্চাণূরস্য অভিমুখং বিষাভং বিষতুল্যং বীর্য্যবর্য্যং পশ্য, দ্বিষি চাণূরে ভেদং ভেদং বিদার্য্য বিদার্য্য নিখিলকং সর্ব্বং মর্ম্মস্থানং চূর্ণং চকার ॥ ৪৮ ॥

স্বপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? এবং তমোগুণসম্পন্ন মল্লগণই বা কোথায়? আলোক এবং অন্ধকারের মত এই শ্রীকৃষ্ণ এবং মল্লগণের বিচিত্র যুদ্ধ দর্শন কর ॥ ৪৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এবং মল্লগণের পরস্পর ঘর্ষণ হইলেও স্পর্শ দৃষ্ট হইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ তেজ থাকাতে আলোক এবং অন্ধকার মত উভয়ের স্পর্শ ও দর্শন অসম্ভব ॥ ৪৭ ॥

দৈত্যবিদারী শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধশীল শরীরে রোমাঞ্চ, জড়তা, ভয়, কম্পনাদি, রক্তপাত এবং কোন প্রকার ধৃষ্টতার গন্ধও উদয় হয় নাই। কিন্তু চাণূরের

---

(০) সঙ্ঘর্ষেঽপি ইতি ৪৭ শ্লোকঃ গৌরানন্দ পুস্তকে নাস্তি।

সূক্ষ্মাগ্নিস্তৃণমণ্ডলে পবিরগে কুম্ভাঙ্গজঃ সাগরে
(ক) চণ্ডাংশুস্তিমিরে যথা মুররিপোর্নামাপি সর্ব্বাংহসি।
তদ্বন্নন্দসুতঃ স এষ বিজয়ী রঙ্গস্থলান্তর্ম্মহা-
সারস্ফার-কদঙ্গ-সঙ্ঘবলিতে মল্লে পুরঃ প্রেক্ষ্যতাম্ ॥৪৯॥
অত্র কৃষ্ণস্য সংগ্রামে দৃশ্যতাং পরমাদ্ভুতম্।
চাণূরঃ পীড্যতে তেন বুক্কা কংসস্য ভিদ্যতে ॥ ৫০ ॥
মূঢ়স্তথাপ্যসৌ বজ্রমুষ্টিভ্যাং হরিমার্দ্দয়ৎ।
স তাভ্যাং হৃদি লগ্নাভ্যাং সম্মদাৎ পুলকং দধে ॥ ৫১ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য তেজো বর্ণয়তি—সূক্ষ্মাগ্নিরিতি। স এষ নন্দসুতো মল্লে বিজয়ী বর্ত্ততে অগ্রে প্রেক্ষ্যতাং। মল্লে কিম্ভূতে রঙ্গস্থলমধ্যে মহাসারেণাতিকাঠিন্যেন স্ফারং বিকটং যৎ কদঙ্গং কুৎসিতমঙ্গং তস্য সমূহেন যুক্তে, তদেবং তত্র কথং বিজয়ী তত্রাহ তৃণসমূহে সূক্ষ্মাগ্নিরিব, অগে পর্ব্বতে পবির্বজ্রমিব, সাগরে অগস্ত্যমুনিরিব তিমিরে সূর্য্য ইব, সর্ব্বাংহসি সব্বপাপে মুরারের্নাম ইব অপিকারাৎ রূপ গুণাদিচিন্তনমিব ॥ ৪৯ ॥

তত্র চাণূরপীড়নে কংসস্য পীড়নমভূদিতি বর্ণয়তি—অত্রেতি। বুক্কা হৃদয়ং বিদীর্ণং ভবতি ॥৫০॥

তত্র যুদ্ধে কৃষ্ণস্য কৌতুকং বর্ণয়তি---মূঢ় ইতি। তথাপি পীড়িতোঽপি অসৌ মূঢ়শ্চাণূরো

সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের বিষতুল্য প্রধান বীর্য্য দর্শন কর। ঐ বীর্য্য চাণূরকে সম্পূর্ণরূপে বিদীর্ণ করিয়া তাহার সমস্ত মর্ম্ম স্থান চূর্ণ করিয়াছিল ॥ ৪৮ ॥

যেরূপ সূক্ষ্ম অনল তৃণরাশি দগ্ধ করে, যেরূপ বজ্র পর্ব্বত বিদারণ করে, যেরূপ অগস্ত্য মুনি সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, এবং নারায়ণের নাম এবং গুণ কীর্ত্তনাদি সকল যেরূপ পাপরাশিকে ধ্বংস করে; সেইরূপ এই সেই নন্দকুমার, রঙ্গস্থলের অন্তর্গত মহাসারভাগ বা কাঠিন্যদ্বারা বিকট, অথচ কুৎসিত অঙ্গযুক্ত মল্লের উপরে জয়শীল হইতেছেন, সম্মুখে তাহা দর্শন করুন ॥ ৪৯ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে পরম আশ্চর্য্য দর্শন কর। শ্রীকৃষ্ণ চাণূরকে পীড়ন করিতেছেন, তাহাতেই কংসের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ৫০ ॥

তথাপি ঐ মূঢ় চাণূর বজ্রতুল্য মুষ্টি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পীড়ন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ হৃদি সংলগ্ন ঐ মুষ্টিদ্বয় দ্বারা সহর্ষে রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

(ক) তিমিরে তথা। ইতি বৃন্দাবন পাঠঃ।

তদেবং সপরিদেবনং সদেবনং চ লোকে বিলোকমানে।

অথাগ্রহীদ্ধরিরপি তং সকৃদ্ধস-
ন্নবিভ্রমন্নভসি চ যং নিভালয়ন্।
উবাচ ধিঙ্ মৃত ইতি বাঢ়রীঢ়য়া-
প্যপোথয়দ্ভুবি নৃপতেঃ প্রপশ্যতঃ॥ ৫২॥

মুষ্টিকেনাস্তয়া মুষ্ট্যা তুষ্টিং লব্ধবতঃ স চ।
বলস্য তলঘাতং যন্ প্রাণঘাতমপদ্যত॥ ৫৩॥

বজ্রতুল্যমুষ্টিভ্যাং হরিমার্দ্দিয়ৎ পীড়য়ামাস। স হরিঃ হৃদি লগ্নাভ্যাং তাভ্যাং সম্মদাৎ হর্ষাৎ পুলকং রোমাঞ্চং দধার॥ ৫১॥

তদেবং যুদ্ধদর্শকলোকানাং ভাবং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। পরিদেবনং শোকস্তেন সহ বর্ত্তমানং যথাস্যাৎ সদেবনং কংসস্য নিন্দয়া সহ বর্ত্তমানং যথাস্যাত্তথা বিলোকমানে লোকে সতি॥

তদা তেষাং হর্ষায় কৃষ্ণো যদকরোত্তৎ বর্ণয়তি—অথেতি। যথা স জগ্রাহ হরিরপি সকৃদেকবারং হসন্ তমগ্রহীৎ, নভসি আকাশে ভ্রাময়ামাস চ। যং নিভালয়ন্ পশ্যন্ লোকঃ শ্রীকৃষ্ণো বা উবাচ—ধিক্ ত্বং মৃত ইতি পশ্যতো নৃপতে র্বাঢ়রীঢ়য়া অত্যবজ্ঞয়াপি ভুবি অপোথয়ৎ নিচিক্ষেপ॥ ৫২॥

অথ রামস্য বিজয়িত্বং বর্ণয়তি—মুষ্টিকেনেতি। মুষ্টিকেন অস্তয়া নিক্ষিপ্তয়া মুষ্ট্যা তোষং লব্ধবতো বলস্য তলেন করতলেন ঘাতং হননং যন্ গচ্ছন্ প্রাণস্য ঘাতং নাশং প্রাপ॥ ৫৩॥

অতএব এইরূপে শোকের সহিত কংসকে নিন্দা করিতে করিতে লোকে দর্শন করিল, সে যে রূপ ধারিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে সেইরূপে একবার হাসিয়া গ্রহণ করিলেন। এবং আকাশপথে ঘুরাইতে লাগিলেন। যাহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হায় ধিক্! তুমি মরিয়া গিয়াছ, এই বলিয়া দর্শনকারী ভূপতিকে অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে ভূতলে প্রোথিত করিলেন॥ ৫২॥

মুষ্টিক যে, মুষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহা দ্বারা বলরাম সন্তোষ লাভ করেন। তখন মুষ্টিক বলরামের করতলের আঘাত পাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল॥ ৫৩॥

অগ্রে ব্যগ্রতয়াঙ্গসঙ্ঘমভিতঃ সম্যগ্রয়াৎ কম্পয়-
ন্নুগ্রম্পশ্যতয়াক্ষিযুগ্মমসকৃৎ ক্ষিপ্তীকৃতং ক্ষোভয়ন্।
রামশ্যামলনাম-কালদলিতঃ কংসস্য বর্ত্মাদিশন্।
দ্রাঙ্মল্লঃ স স লোকমন্যগগমদ্বিশ্বস্য (ক) চিত্রং দৃশি ॥৫৪॥
ক্রীড়াং কৃত্বাথ তাভ্যাং বকদলনবলৌ তত্র বিজ্ঞায় নাতি-
প্রাবীণ্যং তাববজ্ঞাবলিতমকিরতাং ক্ষৌণিপৃষ্ঠে যদা তু।
তর্হ্যাগাৎ কূটনামা য ইহ শলযুতস্তোশলো যশ্চ তং তং
সদ্যো বামাঙ্ঘ্রিহস্তপ্রহরণদলিতীকৃত্য নৃত্যং ব্যধত্তাম্ ॥ ৫৫ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অগ্রে ইতি। স স মল্লঃ অগ্রে ব্যগ্রতয়া অভিতোঽঙ্গসঙ্ঘং গাত্র-সমূহং বেগাৎ সম্যক্ কম্পয়ন্ উগ্রম্পশ্যতয়া ক্ষিপ্তীকৃতং নেত্রযুগলং সর্ব্বদা ক্ষোভয়ন্ রাম-শ্যামলৌ নামনী যস্য এবম্ভূতো যঃ কালঃ সংহারক স্তেন মারিতঃ সন্ কংসস্য বর্ত্ম পন্থানমাদেশং কুর্ব্বন্ বিশ্বত্র সর্ব্বস্মিন্ চক্ষুষি চিত্রমাশ্চর্য্যমাদিশন্ অন্যং লোকং পরলোকং জগাম ॥ ৫৪ ॥

তাভ্যাং কৃতমন্যোঽন্যমল্লানাং বধং বর্ণয়তি—ক্রীড়ামিতি। কৃষ্ণরামৌ তাভ্যাং মল্লাভ্যাং ক্রীড়াং কৃত্বা তত্র ক্রীড়ায়াং তয়ো র্নাতিপ্রাবীণ্যং বিজ্ঞায় অবজ্ঞায়া অবকলিতং প্রদর্শনং যথাস্যা-ত্তথা তৌ যদা ভূমিতলে বিক্ষিপতাং তদা শলমল্লসহিতঃ কূটনামা যো মল্ল স্তথা যশঃ তোশলোঃ গমৎ তং তং কৃষ্ণরামৌ সদ্য স্তং বামপদেন বামহস্তেন যৎ প্রহরণং তেন বিদারণীকৃত্য মৃত্যুং প্রাপয্য নৃত্যং ব্যধত্তাং ॥ ৫৫ ॥

সেই সেই মল্ল, অগ্রে ব্যাকুলভাবে চারিদিকে অঙ্গসমূহ, সবেগে কম্পিত করিয়া এবং অত্যন্ত ভীষণরূপে নিক্ষিপ্ত নেত্রযুগল, বারংবার ক্ষুব্ধ করিয়া, কৃষ্ণ বলরাম নামক কাল বা সংহারকর্ত্তা কর্ত্তৃক নিঃসারিত হওত কংসের পথ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক এবং সকলের চক্ষে আশ্চর্য্য উৎপাদন করত পরলোকে (যমালয়ে) গমন করিল ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ঐ মল্লদ্বয়ের সহিত ক্রীড়া করিয়া ঐ ক্রীড়ায় তাহাদের অত্যন্ত নৈপুণ্য না জানিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক যৎকালে তাহাদিগকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন, তৎকালে শল নামক মল্লের সহিত যে কূট নামক মল্ল তোশল নামক মল্ল ঐ স্থানে আগমন করিয়াছিল, কৃষ্ণ এবং বলরাম তাহা-

(ক) বিশ্বত্র ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌর পাঠঃ।

অথাপরেষাং মল্লানাং সমুদায়েন সমং সমমপি সমুদায়ং কর্ত্তুং সমুদায়মেব মেনাতে ॥ ৫৬ ॥

তে তু ;—

হতেষু তেষু মল্লেষু শৃগালীমাগতাঃ পরে।

পশ্যতো হাসয়ামাসুঃ কৃষ্ণরামপ্রধানকান্ ॥ ৫৭ ॥

জেতুং প্রস্থাপিতাঃ প্রাক্ ত্রিদিবমপি ময়া ত্বৎকসেনাধিনাথা-
স্তদ্বৎ প্রস্থাপ্য নাগং নৃপ! তব রচিতাস্তৎকৃতে চাদ্য মল্লাঃ।
এবং তদ্বত্ম্যসৌখ্যং তব বিরচয়তা নন্দতঃ স্বীয়মিত্রৈঃ
(ক) ক্রীড়া কার্য্যেতি কংসং সদাসি কিল দিশং-
স্তত্র চিক্রীড় কৃষ্ণঃ ॥ ৫৮ ॥

অথ সংগ্রামরসমত্তয়োঃ কৃষ্ণরাময়োরুৎসাহং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। অপরেষাং মল্লানাং সমুদায়েন সমূহেন সমং সমুদায়ং পৃষ্ঠস্থায়িবলং সমং সকলমপি সমুদায়ং যুদ্ধং কর্ত্তুং মেনাতে জ্ঞাতবন্তৌ মননং কৃতবন্তৌ ॥ ৫৬ ॥

তেষাং কৃত্যং বর্ণয়তি—তেত্বিত্যাদিগদ্যেন। তে অপরে মল্লাঃ মল্লেষু চাণূরাদিষু, পরে অন্যে মল্লাঃ শৃগালীং পলায়নং সংপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ পশ্যতঃ কৃষ্ণরামপ্রধানকান্ জনান্ হাসয়া মাসুঃ ॥ ৫৭ ॥

কংসং প্রতি কৃষ্ণস্যাক্ষেপবাক্যং বর্ণয়তি—জেতুমিতি। হে নৃপ! তব ত্বৎকসেনাধিনাথাঃ পূতনায়ঃ ত্রিদিবং স্বর্গং তৎস্থদেবং জেতুং প্রাক্ যথা ত্বদীয়সেনাধিনাথাঃ প্রস্থাপিতাঃ তদ্বৎ রঙ্গদ্বারি নাগং হস্তিনং প্রস্থাপ্য তৎ প্রাক্ ত্রিদিবপ্রস্থাপনকৃতে অদ্য মল্লাঃ প্রস্থাপিতাঃ। এবং

দিগকেও তৎক্ষণাৎ বামচরণ এবং বাম হস্তের প্রহার দ্বারা বিদারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম অন্যান্য মল্লসমূহের সহিত পৃষ্ঠস্থিত সমস্ত সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥ ৫৬॥

এই সকল মল্ল, চাণূর প্রভৃতি মল্লগণ হত হইলে, পলায়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম প্রভৃতি বীরদিগকে হাসাইয়াছিল ॥ ৫৭ ॥

হে মহারাজ! যেরূপ তুমি পূর্ব্বে আমাদিগকে জয় করিতে, তোমার সে

(ক) পীড়া কার্য্যেতি আনন্দপাঠঃ।

ভ্রাত্রোর্বিক্রীড়তোর্মিত্রৈর্ম্মধ্যে মধ্যে পরাজয়ঃ।
(০) তান্ হত্বা পশ্য কংসস্য স্বান্তং সঙ্ক্রান্তবান্মুহুঃ ॥ ৫৯ ॥

তদেবং মৈত্রেয়িকয়া চিত্রীয়মাণৌ ধন্যেন চাতুর্ব্বর্ণ্যেন নির্ব্বর্ণ্যমানৌ সমানমানৌ সবয়সঃ সম্মানয়মানৌ রামরামানুজ-নামানৌ দ্যাবাপৃথিব্যনবদ্যবাদ্যামনুবিদ্য-প্রমোদাদ্বিদ্যোত-মানৌ দিব্যনৃত্যপ্রতিমল্লতয়া লব্ধমল্লতালমানৌ তৎপর্ব্বণঃ

প্রকারেণ তব তদ্বর্ত্মানি সৌখ্যং বিরচয়তা ময়া হর্ষতঃ স্বীয়মিত্রৈঃ সহ ক্রীড়া কার্য্যেতি সভামধ্যে কংসং দিশন্ উপদিশন্ তত্র স্থলে কৃষ্ণঃ ক্রীড়াং কৃতবান্ ॥ ৫৮ ॥

তদা কংসস্য যো মোহো জাতস্তং বর্ণয়তি ভ্রাত্রোরিতি। তান্ মল্লান্ হত্বা মিত্রৈঃ সহ বিক্রীড়তোঃ কৃষ্ণরাময়োর্ম্মধ্যে মধ্যে মিত্রৈঃ পরাজয়ঃ কংসস্য চিত্তং মুহুঃ সংক্রান্তবান্ গোপাবালকৈরেতৌ পরাজিতৌ তদা কথং মল্লান্ জিতবন্তাবিতি ॥ ৫৯ ॥

ততঃ কৃষ্ণরামৌ সর্ব্বান্ জনান্ স্বৈকাশ্রয়ান্ অকুরুতামিতি বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। রামরামানুজনামানৌ মৈত্রেয়িকয়া মিত্রযুদ্ধেন চিত্রীয়মাণৌ মিত্রৈঃ সহ যুদ্ধেনাশ্চর্য্যং বিধীয়মানৌ অখিলজনান্ একাং ঘটিকাং দণ্ডং ব্যাপ্য একায়নান্ একমার্গান্ নিশ্মমতুরিত্যন্বয়ঃ। তৌ কথম্ভূতৌ

সকল পূতনা প্রভৃতি সেনাধিনায়কাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলে, এবং যেরূপ আমি তাহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলাম, সেইরূপ রঙ্গদ্বারে যে হস্তীকে পাঠাইয়াছিলে, তাহাকেও আমি স্বর্গে পাঠায়াছি, তাহাদিগকে পূর্ব্বে স্বর্গে পাঠাইবার জন্য অন্য মল্লদিগকেও স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছি. এই প্রকারে সেই পথে সুখ নির্ম্মাণ করিয়া পরমানন্দে স্বকীয় মিত্রগণের সহিত ক্রীড়া করিব। এইরূপে সভামধ্যে কংসকে উপদেশ দিয়া সেই স্থলে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিয়াছিলেন॥ ৫৮ ॥

সেই সমস্ত মল্লদিগকে বধ করিয়া কৃষ্ণ বলরাম যখন মিত্রগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন মধ্যে মধ্যে মিত্রগণ দুইজনকে পরাজয় করিতে লাগিল। সেই পরাজয়ে কংসের চিত্তে বারংবার এইরূপ উদিত হইতে লাগিল যে, গোপ বালকেরা ইহাদিগকে পরাজয় করিল, তবে কি প্রকারে ইহারা মল্লদিগকে জয় করিল ॥ ৫৯ ॥

অতএব এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম মিত্রযুদ্ধে মিত্রগণের সহিত আশ্চর্য্য

(০) তৌ মিত্রৈরিতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

সর্ব্বতঃ সমাহৃতবিমানৌ সুমনোভিঃ সুমনোভিঃ কৃতমানৌ ঘটিকামেকামখিলানেকায়নান্নির্ম্মমতুঃ ॥ ৬০ ॥

তদসহমানঃ সহমানঃ কংসস্তু দ্রবিণবলয়োরেকপর্য্যায়তয়েবাভেদমালক্ষ্য গোপদ্রবিণহরণাদিলক্ষণবক্ষ্যমাণনিজবচঃ-প্রচারণলক্ষ্যতঃ সব্যহস্তস্য দ্বিত্রবারমস্ততয়া স্ববাদিত্রং নিষিষেধ ॥ ৬১ ॥

ধন্যেন শ্লাঘ্যেন চাতুর্ব্বর্ণ্যেন ব্রাহ্মণাদিনা দৃশ্যমানৌ সবয়সঃ সখান্ সম্মানং প্রাপয়ন্তৌ স্বর্গধরিত্র্যোঃ যা প্রশংসনীয়বাদ্যবিদ্যা তামনুবিদ্যো লব্ধো যঃ প্রমোদো হর্ষ স্তস্মাৎ বিদ্যোতমানৌ প্রকাশমানৌ দিব্যনৃত্যপ্রতিমল্লতা পাত্রতা তদ্ভাবতয়া লব্ধৌ মল্লানাং তালমানৌ যাভ্যাং তৌ তৎ পর্ব্বত স্তস্য উৎসবস্য সর্ব্বতঃ সমাহৃতা বিমানা দেবরথা যাভ্যাং তৌ সুমনোভির্দ্দেবৈঃ সুমনোভিঃ পুষ্পৈঃ কৃতং মানং যয়োস্তৌ ॥ ৬০ ॥

তদা কৃষ্ণৈকগতান্ জনান্ অসহমানো মানেন গর্ব্বেণ সহ বর্ত্তমানঃ কংসঃ দ্রবিণবলয়োঃ দ্রবিণং ধনং, বলং শক্তি স্তয়োরেকপর্য্যায়তয়া একনামতয়েব অভেদমালক্ষ্য গোপানাং শ্রীনন্দাদীনাং যানি দ্রবিণানি তেষাং হরণাদিলক্ষণং কারণং যস্য এবম্ভূতং যৎ বক্ষ্যমাণং নিজবচস্তস্য প্রচারণমেব লক্ষ্যং তস্মাৎ। বামহস্তস্য ক্ষিপ্ততয়া স্বীয়ং যুদ্ধস্য বাদ্যং নিষেধং কৃতবান্ ॥ ৬১ ॥

উৎপাদন করিয়া, এক দণ্ডের মধ্যে সকল লোকদিগকে একপথাবলম্বী করিয়া দিলেন। তৎকালে প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ সকল তাঁহাদের দুই জনকে দর্শন করিতে লাগিল। সমান সম্মানশালী ভ্রাতৃদ্বয় সমবয়স্ক বন্ধুদিগকে সম্মান করিতেছেন, স্বর্গ এবং ধরিত্রীর প্রশংসনীয় বাদ্য বিদ্যা লাভ করিয়া প্রমোদভরে দীপ্তি পাইতেছিলে। উভয়েই নৃত্যের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। স্বর্গীয় এই হেতু উভয়কেই প্রতিমল্ল ভাবিয়া লয় এবং তাল অবগত হইয়াছিলেন। সেই উৎসবে উভয়েই সকলের নিকট হইতে দেবরথ সকল আহরণ করিয়াছিলেন। অধিক কি, তৎকালে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা উভয়ের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

সকল লোকেই কৃষ্ণের উপর আসক্ত চিত্ত হইয়াছিল, কিন্তু কংস তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া গর্ব্বিত হইলেন। তখন কংস দেখিল, ধন এবং শক্তি উভয়েই এক পর্য্যায়ে পরিণত হইয়াছে এই কারণে কোন প্রভেদ দেখিতে না পাইয়া, কংস আপনি যে ভাবী বাক্য প্রচার করিবে, তাহাতে শ্রীনন্দ প্রভৃতি

(ক) তত্র চ নিষিদ্ধে সিদ্ধেশ্বরবাদিত্রে তু শুদ্ধতয়া সিদ্ধে-তদীদ্ধে হিততয়া সহিতং সখিবর্গসহিততয়া চ বল্গু যদবল্গদ্-যচ্চ ব্রজদেবং বসুদেবমুগ্রসেনমপ্যুদ্দিশ্য তস্য তত্তদুগ্রং বচনমশৃণোত্তদ্দ্বয়মপি স্বচ্ছিদ্রবাধায় লক্ষ্যং বিধায় সহসা সহসাননতয়া পর্য্যক্ প্লবমানঃ স্বৈরী কংসবৈরী তস্মাদকস্মাৎ-কংসমঞ্চোপর্য্যেব পর্য্যৈক্ষ্যত ॥ ৬২ ॥

(খ) যত্র কংসেন সহ তেন সুদুঃসহং শ্রীহরের্বিগ্রহতেজ এব

তন্নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—তত্রচেতিগদ্যেন। সিদ্ধেশ্বরাণাং দেববাদকানাং বাদিত্রে শুদ্ধতয়া নির্দ্দোষতয়া সিদ্ধে সতি তত্র ঈদ্ধং দীপ্তমীহিতং চেষ্টা যস্য তদ্ভাবতয়া সহিতং মিলিতং, সখিবর্গঃ সহিতো যস্য তদ্ভাবতয়া চ যৎ বল্গু মনোহরং অবল্গৎ লক্ষপ্রদানং চকার। ব্রজদেবং শ্রীনন্দং উপদিশ্য উদ্দিশ্য তস্য কংসস্য পরুষবাক্যং তদ্দ্বয়ং স্ববাদিত্রনিষেধং তত্তদুগ্রবচনঞ্চ স্বস্য ছিদ্রং দোষঃ তস্য বাধায় তদ্দ্বয়ং লক্ষ্যং বিধায় সহসা হঠাৎ স কৃষ্ণো হাস্যমুখতয়া পর্য্যক্ প্লবমানো দ্রুতং গচ্ছন্ স্বৈরী স্বতন্ত্র স্তৎস্থানাৎ কংসস্য মঞ্চোপর্য্যেব পর্য্যৈক্ষত পরিদৃষ্টবান্ ।৬২॥

ততঃ কংসং হস্তং যথাচরৎ কংসোঽপি যথা চকার। তত্তদ্বর্ণয়তি—যত্রেতিগদ্যেন। তেন

গোপদিগের ধন হরণ প্রভৃতি কারণ সকল লক্ষিত ছিল। এইরূপ বাক্য প্রচার চ্ছলে দুই তিন বার বাম হস্ত নিক্ষেপ করিয়া আপনার যুদ্ধবাদ্য নিষেধ করিয়া-ছিলেন ॥ ৬১ ॥

তথায় নির্ম্মল বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই বাক্যকারী দেবগণের বাদ্য নিষিদ্ধ হইলে. শ্রীকৃষ্ণ তথায় প্রদীপ্ত চেষ্টা করিয়া এবং বন্ধুগণের সহিত যে মনোহরভাবে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন; এবং ব্রজরাজ, বসুদেব এবং উগ্রসেনেরও উদ্দেশে কংসের যে ভীষণ বাক্য শুনিয়া ছিলেন, এই দুইটী বিষয়কে আপনার দোষ ক্ষালনের জন্য লক্ষ্য করত, সেই স্বাধীন কংসবৈরী শ্রীকৃষ্ণ, সহসা সহাস্য মুখে দ্রুত গমন করিয়া, অকস্মাৎ সেই স্থান হইতে কংসের মঞ্চোপরি উঠিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

ঐ স্থানে সেই কংসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অসহ্য শারীরিক তেজই যুদ্ধকারক

(ক) তেন সিদ্ধেশ্বরাণাং বাদিত্রেণ দ্বারা ঈদ্ধং প্রকাশমানং ঈহিতং তেষাং কংসবধার্থ-মল্লাসেন বাদনাদিক্রিয়ালক্ষণচেষ্টা যস্য তত্তয়া সহিতম্। আ।

(খ) তেন দুঃসহং। ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

বিগ্রহকরমাসীৎ । অথ সমুপাগতধ্বংসঃ কংসশ্চ স্বং পরাজয়-মানা তস্মাৎ পরাজয়মানমনা ধৈর্য্যং হিত্বা খড়্গচর্ম্মণী গৃহীত্বা যদ্বিচচার তেনাপি দুর্দ্ধর্ষঃ সহর্ষগতিঃ স এষ ব্রজকুলগতিস্তৎ-কেশগ্রাহিতানির্ব্বাহিতাং কথমবাপ তৎখল্বসাবপি বোদ্ধুং শশাদবশতাপন্নঃ শশবন্ন শশাক ॥ ৬৩ ॥

লোকস্তু তদিদং শ্লোকয়ামাস ॥ ৬৪ ॥

শ্যেনঃ কপোতমিব পঞ্চমুখঃ করীন্দ্রং
বজ্রো গিরিং বিকিররাট্ কটুকাদ্রবেয়ম্ ।
কংসং নিগৃহ্য সহসা বশয়ন্ স এষ
ক্রীড়াং করোতি পরিতঃ পৃথুমঞ্চমঞ্চন্ ॥ ৬৫ ॥

কংসেন সহ শ্রীহরের্দুঃসহং বিগ্রহস্থ মূর্ত্তে স্তেজ এব বিগ্রহস্থ যুদ্ধস্য করং জনকমাসীৎ । সমুপাগতঃ সম্প্রাপ্তো ধ্বংসো মৃত্যু র্যস্য স কংসশ্চ স্বং নিজং পরাজয়ং কুর্ব্বত স্তস্মাৎ কৃষ্ণাৎ পরাজয়মানং পরাভবৎ মনো যস্থ সঃ তেনাপি কংসেনাপি দুর্দ্ধর্ষঃ স এষ ব্রজকুলপতিঃ কৃষ্ণো হর্ষেণ স্থখেন সহ গতি র্যস্থ সঃ কংসস্য কেশানাং গ্রহণশীলতায়া নির্ব্বাহস্বভাবতাং কথং প্রাপ্তবান্, তদসৌ কংসোঽপি বোদ্ধুং জ্ঞাতুং ন শশাক যথা শশাদঃ শ্যেনপক্ষী তস্থ বশতাপন্নঃ শশঃ শশকঃ ॥ ৬৩ ॥

তদালোকস্থ ভাবং বর্ণয়তি—লোকস্ত্বিতি স্বল্পগদ্যেন ॥ ৬৪ ॥

তং ভাবং বর্ণয়তি—শ্যেন ইতি । স এষ কৃষ্ণঃ স্থূলমঞ্চং গচ্ছন্ সহসা কংসং নিগৃহ্য বশয়ন্

হইয়াছিল । অনন্তর কংসের ধ্বংস উপস্থিত হইল । শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে পরাজয় করিলে তখন কংসের মন পরাজিত হইল । কংস তখন ধৈর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া খড়্গ এবং চর্ম্ম ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল । ঐ কংস কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় করিতে পারিল না । তখন ঐ ব্রজকুলপতি পরম স্থখে গমন করিতে লাগিলেন । তখন শ্রীকৃষ্ণ কংসের কেশরাশি গ্রহণ করিয়া কোনরূপে স্বাভাবিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন । যেরূপ শশক শ্যেন পক্ষীর বশতাপন্ন হইয়া শ্যেন পক্ষীর গ্রহণ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ ঐ কংস নিশ্চয়ই তাহা অবগত হইতে পারিল না ॥ ৬৩ ॥

তৎকালে লোকে এইরূপ শ্লোক দ্বারা স্তব করিতে লাগিল । যেরূপ শ্যেন পক্ষী কপোতকে আক্রমণ করে, যেরূপ সিংহ গজেন্দ্রকে নিগ্রহ করে, যেরূপ

তদেবং লোকে কৃতশ্লোকে হরিণা গৃহীতকেশঃ স (০) ভোজেশঃ প্রাণানামর্দ্ধং পূর্ব্বং মুমোচ, নিজাগ্রাততয়া মঞ্চাদবাঞ্চং-স্ত্বর্দ্ধমিতি হরিরপি তচ্ছাগ্রতাং বোদ্ধং যোদ্ধুমনস্তাবশান্ন শশাক ॥ ৬৬ ॥

কংসস্য কেশা হরিণা বিকৃষ্টাঃ প্রাণাশ্চ তন্মুষ্টিগতা বভূবুঃ।
চিত্রং ন চেদং স্মর তস্য বাল্যে তৎপূতনাস্তন্যবিকর্ষণঞ্চ ॥ ৬৭ ॥

পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন ক্রীড়াং করোতি যথা শ্যেনঃ কপোতং, সিংহঃ হস্তিশ্রেষ্ঠং, বজ্রঃ পর্ব্বতং গরুড়ঃ দুষ্টসর্পং নিগৃহ্য ক্রীড়াং করোতি ॥ ৬৫ ॥

তদা কংসস্য প্রাণত্যাগবেগং হরিরপি জ্ঞাতুং নাশক্নোৎ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। কৃতঃ শ্লোকঃ যশোযুক্তং পদ্যং যেন তস্মিন্ লোকে সতি, গৃহীতাঃ কেশা যস্য স ভোজেশঃ কংসঃ পূর্ব্বং ভয়েন প্রাণানামর্দ্ধং মুমোচ, নিজাগ্রাততয়া শ্যেনাক্রান্ততয়া মঞ্চাদবাঞ্চন্ অধঃপতন্ প্রাণানামর্দ্ধং মুমোচেতি। হরিরপি তস্য প্রাণমোচনস্য শীঘ্রতাং যোদ্ধুং মনো যস্য তস্য ভাব স্তস্যা বশাৎ বোদ্ধুং ন শশাক ন সমর্থোঽভূৎ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃককংসস্য বধে কিমপ্যাশ্চর্য্যং জাতং তদ্বর্ণয়তি—কংসস্যেতি। ইদমাশ্চর্য্যং ন বাল্যে পূতনাস্তন্যবিকর্ষণঞ্চ তচ্চরিতং স্মর। স্তন্যস্য পানে প্রাণানাং বিকর্ষণাৎ ॥ ৬৭ ॥

বজ্র পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে ; এবং যেরূপ গরুড় দুষ্ট সর্পকে নিগ্রহ করে ; সেইরূপ ঐ শ্রীকৃষ্ণ স্থূল মঞ্চে গমন করিয়া, সহসা কংসকে নিগ্রহ করিয়া ও তাহাকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বতোভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪—৬৫ ॥

অতএব এই প্রকারে লোকে যশোযুক্ত পদ্য বলিলে শ্রীকৃষ্ণ ভোজরাজের কেশ গ্রহণ করেন। তাহাতেই কংসের অর্দ্ধাংশ প্রাণবিয়োগ ঘটিল। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আক্রমণ করিলে মঞ্চ হইতে অধঃপতিত হইয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। শ্রীকৃষ্ণও যুদ্ধাভিলাষী মনের আবেশে তাহার প্রাণ মোচনের শীঘ্রতাও অবগত হইতে পারেন নাই ॥ ৬৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কংসের কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং কংসের জীবন, শ্রীকৃষ্ণের মুষ্টিগত হইয়াছিল। ইহা কিন্তু আশ্চর্য্য নহে। তুমি বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণের পূতনার স্তন্য দুগ্ধের আকর্ষণ স্মরণ কর ॥ ৬৭ ॥

(০) ভোজেশ ইতি আনন্দপুস্তকে নাস্তি

পতৎখড়্গচর্ম্মা গলদ্রত্নবর্ম্মা ভ্রমৎসর্ব্বকেশঃ স্খলন্মূর্দ্ধবেশঃ ।
স মঞ্চাদধস্তাজ্জনানাং পুরস্তাদনেনাধিরূঢ়ঃ পপাতাতিমূঢ়ঃ ॥৬৮॥
প্রাগাসীৎ স্তব্ধপক্ষ্মা ভয়মনু স যথা তদ্বদেব প্রমীতঃ
কংসোঽয়ং তেন মৃত্যুং গত ইতি নিখিলৈর্ভীরুভির্নাভ্যভাষি ।
শ্রীকৃষ্ণস্তৎপ্রতীতং সপদি বিরচয়ন্ হস্তিবৎ সিংহবর্য্যঃ
সাবজ্ঞং তং বিসংজ্ঞং সদসি তত ইতঃ ক্ষ্মাং চ কর্ষংশ্চকর্ষ ॥৬৯॥

তস্য প্রাণাকর্ষণে যৎ জাতং তদ্বর্ণয়তি—পতদিতি। সোঽতিমূঢ়ঃ কংসঃ জনানামগ্রে মঞ্চাদধস্তাৎ পপাত। কথম্ভূতঃ সন্ পতন্তী খড়্গচর্ম্মণী যস্য সঃ, গলৎ স্খলৎ রত্ননির্ম্মিতং বর্ম্ম কবচং যস্য সঃ, ভ্রমন্তঃ সর্ব্বে কেশা যস্য সঃ, স্খলন্ মূর্দ্ধনি বেশো ভূষা যস্য সঃ, তথা অনেন কৃষ্ণেনাধিরূঢ়োঽধিরোহণং যস্য সঃ ॥ ৬৮ ॥

তদা তস্য মৃতদেহেন কৃষ্ণঃ ক্রীড়াং যথা কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—প্রাগাসীদিতি। স যথা প্রাক্ ভয়ং প্রাপ্য স্তব্ধঃ পক্ষ্ম নেত্রচ্ছদরোমো য আসীৎ অয়ং কংসঃ তদ্বদেব প্রমীতো জ্ঞাতো দৃষ্ট স্তেন হেতুনা মৃত্যুং গত ইতি ভয়শীলৈরখিলৈর্জনৈ র্ন কথিতঃ, শ্রীকৃষ্ণ স্তেষাং প্রতীতং বোধং গচ্ছন্ সাবজ্ঞং সহেলং বিসংজ্ঞং মৃতং সভায়াং তত ইতো ভূমিং বিলিখন্ চকর্ষ যথা সিংহশ্রেষ্ঠো হস্তিনং কর্ষতি ॥ ৬৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন তাহার উপরে আরোহণ করেন,তখন তাহার খড়্গ এবং চর্ম্ম পতিত হইল, রত্নময় বর্ম্ম গলিত হইল, কেশ সকল ঘুরিতে লাগিল, মস্তকের আভরণ পড়িয়া গেল! এই মঞ্চাধিরূঢ় অত্যন্ত মূঢ় সেই কংস, সকল লোকের সম্মুখে মঞ্চ হইতে পড়িয়া গেল ॥ ৬৮ ॥

ঐ কংস পূর্ব্বে যেরূপ নেত্র রোম নিশ্চল করিয়া থাকিত, এখনও সকলে তাহাকে সেইরূপেই দর্শন করিল। এই কারণে “কংস মরিয়াছে” এই শুনিয়া ভয় প্রাপ্ত হওত সকল লোকে এই কথা বলিতে পারে নাই। কিন্তু সিংহবর যেরূপ হস্তীকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রতীতি জন্মাইবার নিমিত্ত অবজ্ঞা পূর্ব্বক সভার চারিদিকে ভূমিতলে লুণ্ঠিত করিয়া ঐ মৃত কংসকে আকর্ষণ করিতে (টানিতে) লাগিলেন ॥ ৬৯ ॥

ততো জয়জয়ধ্বনিপ্রসিতবাদ্যকোলাহল-
প্রসূনঘনবৃষ্টিযুক্-স্তুতিদিবস্পৃথিব্যাস্পদৈঃ।
কৃতপ্রমদবর্দ্ধনঃ সপদি কংসচিদ্বর্দ্ধন-
শ্চিরং নিজগণার্চ্চিতঃ স্থগিতবুদ্ধিরাসীদসৌ ॥ ৭০ ॥
কংসধ্বংসনশংসনপ্রথনভৃদ্গীর্ব্বাণগীর্ব্বান্ধব-
দ্যোবাদ্যোত্তমগন্ধসন্ধকুসুমাসারার্চ্চিরভ্যর্চ্চিতঃ।
ভূমিস্থাপ্যতিভূমিতাগতমহো ভূমা তদা ভূয়সা-
নন্দস্যন্দভরেণ ভাবিততয়া হারী হরির্ভাব্যতাম্ ॥ ৭১ ॥

ততোঽসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ স্থগিতা অন্তর্হিতা বুদ্ধির্যস্য এবমাসীৎ, কম্ভূতঃ জয়জয়ধ্বনিভিঃ প্রসিতো বদ্ধো যঃ কোলাহলো যৈস্তানি চ প্রসূনানাং পুষ্পাণাং ঘনং নিবিড়কষণং তেন যুক্ যুক্তা স্তুতি যৈস্তানিচ তানি স্বর্গপৃথিব্যৌ আস্পদং স্থানং যেষাং তানি চেতি তৈঃ কৃতং প্রমদস্য বর্দ্ধনং যস্য সঃ সপদি তৎক্ষণাৎ কংসস্য চিৎ জ্ঞানং মুক্তিস্তৎ বর্দ্ধয়তীতি স তথা চিরং নিজগণৈঃ স্বহিতৈ রর্চ্চিতঃ সম্মানিতঃ ॥ ৭০ ॥

অথ কথকস্তদ্ভাবাক্রান্তং শ্রীকৃষ্ণং ধ্যেয়ত্বেন নির্দ্দিশতি—কংসেতি। এবম্ভূতো হরি র্জনৈর্ভাব্যতাং। কিম্ভূতঃ কংসধ্বংসনস্য শংসনং কথনং তস্য প্রথনং বিস্তারঃ তৎ বিভ্রতি যে গীর্ব্বাণা দেবা স্তেষাং গীর্ব্বান্ধবঃ সহায়া যেষাং তেচ তে স্বর্গবাদ্যোত্তমা শ্চেতি তানি চ তানি স্বর্গবাদ্যানি তানি চ উত্তমগন্ধেন সন্ধা মিলিতা যে কুসুমাসারাঃ পুষ্পবর্ষাণি তানি চ তেষাং অর্চ্চির্ভি দীপ্তিভিরভ্যর্চ্চিতঃ পূজিতঃ তথা ভূমৌ স্থাস্যতি যা অতিভূমিতা আধিক্যং তয়া আগতং মহসস্তেজসো ভূমা প্রাচুর্য্যং যস্য সঃ তথা ভূয়সা বহুতরেণ আনন্দস্যন্দভরেণ আনন্দক্ষরণাতিশয়েন ভাবিততয়া হারী মনোহারী ॥ ৭১ ॥

অনন্তর তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি স্থগিত হইয়াছিল। তাহার কারণ এই, ঐ সময়ে জয় জয় ধ্বনি হইতেছিল, তাহার সঙ্গে বাদ্য কোলাহলও নিবিড়ভাবে পুষ্প বর্ষণ হইতেছিল। স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যবাসী লোকগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে স্তব করিতেছিল। এইরূপে দেবগণ এবং মানববৃন্দ তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। তিনিও কংসের জ্ঞান বা মুক্তি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার আত্মীয়গণ তদীয় হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সমাদর করিয়াছিল ॥ ৭০ ॥

'কংসের ধ্বংস হইয়াছে' এই কথার বিস্তার করিয়া দেবগণ যে সকল বাক্য

ততশ্চ ;—

যদা কঙ্কাদয়ো ভ্রাতুর্নির্ব্বেশায়াত্র সংযযুঃ।
সাহায্যায় তদা রামঃ পরিঘেণার্দ্দতি স্ম তান্ ॥ ৭২ ॥

অথ হরিবংশাদিমিশ্রীভূতশ্রীভাগবতমতপ্রভূততয়া কথাং প্রথয়িষ্যামঃ ॥ ৭৩ ॥

যথা ;—

তদেবং শ্রীমান্ গোবিন্দঃ স্বয়ং নন্দিত্বা শ্রীমন্নন্দরাজেন সাকং বিন্দমানং শ্রীমদানকদুন্দুভিং বন্দিত্বা তং গোচয়িত্বা সর্ব্বানপি রোচয়িত্বা শ্রীদেবকীমপ্যনুসন্ধায় তথা সন্ধায় গৃহায়

ততো রামচরিতং বর্ণয়তি—যদেতি। কঙ্কাদয়ঃ কংসস্য সহোদরকনিষ্ঠা নির্ব্বেশায় প্রত্যপকারায় তদা শ্রীকৃষ্ণস্য সাহায্যায় পরিঘেন লগুড়েন নাশয়ামাস ॥ ৭২ ॥

অথ শ্রীভাগবতবর্ণিতাতিরিক্তং ময়া যদ্বর্ণ্যতে তন্নানাদরণীয়ং যতো হরিবংশাদৌ তত্তদ্বর্ণিত—মর্য্যাদা[illegible] বিজ্ঞাপয়িতুং লিখতি—অথেতিগদ্যেন। হরিবংশাদিমিশ্রীভূতং যৎ শ্রীভাগবতং তস্য যা প্রভুততা বাহুল্যতা তয়া ॥ ৭৩ ॥

তাং কথাং বর্ণয়তি—যথেত্যাদিগদ্যেন। বিন্দমানং লভমানং গৃহায় সন্ধায় গৃহং গন্তুং সন্ধানং কৃত্বা বৃহন্মহিলাভিঃ বৃদ্ধস্ত্রীভিঃ সহ সম্বিধায় সংমিল্য যথাসন্ধং সন্ধানং যথা লব্ধঃ সম্বন্ধো

বলিতেছিলেন, সেই বাক্যের সহায় স্বরূপ স্বর্গীয় উৎকৃষ্ট বাদ্য সকল, এবং সুগন্ধ সম্মিলিত পুষ্পরাশির দীপ্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অভ্যর্চ্চিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের ভূমিতলস্থিত অলৌকিক-ভাবসম্পন্ন তেজোরাশি শোভা পাইতে লাগিল। বহুতর আনন্দ স্ফুরণের আতিশয্যে পরিপূর্ণ হওয়াতে পরম মনোহর হইয়াছিলেন। অতএব এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সকলে ধ্যান করুক ॥ ৭১ ॥

অনন্তর যৎকালে কঙ্ক প্রভৃতি কংসের সহোদরাদি তাহার প্রত্যুপকার করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন বলরাম অনুজ শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা করিবার জন্য পরিঘ (হুড়্কো) দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিল ॥ ৭২ ॥

অনন্তর হরি কংসাদি সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচুর মত অবলম্বন করিয়া আমরা এই কথা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিব ॥ ৭৩ ॥

অতএব এই প্রকারে শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দিত হইয়া শ্রীমান্ নন্দরাজের

বৃহন্মহিলাভিঃ সহ সম্বিধায় যথাসম্বন্ধমন্যানপি লব্ধসম্বন্ধান্ ধৃতানন্দান্ বিধায় কংসেন কৃতবন্ধনস্য হৃতধনস্য তজ্জনকস্য মোচনার্থমপি জনানভিধায় মতঙ্গজব্রজেনাপি ক্রষ্টুং সুষ্ঠু দুষ্করং কংসকলেবরমীষৎকরতয়া বামকরেণ কচনিকরে বিকৃষ্য তদ্বর্ত্মপরিখাং পরি পরিহৃষ্যল্লোকসার্থা বৃতপিতৃদ্বয়ানুগন্তৃতয়া বিশ্রান্তিতীর্থমনু বিশ্রান্তিমবাপ ॥ ৭৪ ॥

তদনু সঙ্কর্ষণাদয়শ্চ কঙ্কমুখান্ সঙ্কর্ষন্তঃ সর্ব্বেষাং হর্ষং বর্ষন্তঃ কৃতকর্ষপ্রাণানামমিত্রাণাং পর্ষদং চক্রুঃ ॥ ৭৫ ॥

যেষু তানন্যানপি ধৃত আনন্দো যেষু তান্ বিধায় কৃতং বন্ধনং যস্য, হৃতং ধনং যস্য তস্য তজ্জনকস্য তস্য কংসস্য পিতুরুগ্রসেনস্য। অভিধায় কথয়িত্বা মতঙ্গজব্রজেন হস্তিসমূহেন ক্রষ্টুং আকর্ষণং কর্ত্তুং কংসশরীরং ঈষৎকরতয়া হেয়তয়া বামকরে কেশসমূহে বিকৃষ্য তৎকলেবরং পথসমীপ-প্রণালীং পরি পরিকর্ষন্ হৃষ্যন্ হর্ষযুক্তঃ লোকসার্থেন লোকসমূহেনাবৃতং যৎ পিতৃদ্বয়ং তস্য অনুগন্তৃকতয়া অনুগমনশীলতয়া বিশ্রান্তিতীর্থং লক্ষীকৃত্য বিশ্রামং প্রাপ ॥ ৭৪ ॥

তদা রামস্য প্রভাবপুরঃসরং কৃত্যং বর্ণয়তি—তদন্বিতিগদ্যেন। সঙ্কর্ষণাদয় ইত্যত্রাদিপদেন

সহিত শ্রীমান্ বসুদেবকে বন্দনা করিলেন। তাঁহাকে মোচন করিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিলেন। শ্রীদেবকীর অনুসন্ধান করিয়া এবং সেই গৃহে গমন করিতে সন্ধান লইয়া প্রাচীনা মহিলাগণের সহিত মিলিত হইলেন। যাহাদের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে যথাবিধি আনন্দিত করিলেন। কংস যাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল এবং যাঁহার ধন অপহরণ করিয়া লইয়াছিল, সেই পিতার মোচনের নিমিত্ত কংস-পিতা উগ্রসেনের নিকট ঐ কথা বলিয়া অন্যান্য লোক-দিগকেও সেই কথা বলিলেন। মাতঙ্গবৃন্দও যাহাকে ভাল করিয়া আকর্ষণ করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে বামকরে সেই কংস শরীরের কেশাকর্ষণ করিলেন। পথের সমীপস্থিত জল-পরিখার নিকটে সেই দেহ আকর্ষণ করিলেন। তখন শ্রীনন্দ এবং বসুদেব আনন্দিত লোকসমূহ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিলে, তিনি বিশ্রান্তি তীর্থ (বিশ্রাম ঘাট) লক্ষ্য করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

তদনন্তর বলরাম প্রভৃতি সকল লোক, কঙ্ক প্রভৃতি লোকদিগকে আকর্ষণ করিয়া, সকলের হর্ষ বর্দ্ধন করত, শত্রুমণ্ডলীর প্রাণাকর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ৭৫ ॥

পরস্পরপ্রধনে নিধনং গতান্ ভুবর্লোকাৎ পতিতান্ (ক) ক্রব্যাদাল্লোঁকানিব যান্ সভ্যাঃ পশ্যন্তি স্ম। তদেবং স্থিতে সাধূনাং মনসি চ সুস্থিতে ॥ ৭৬ ॥

শ্রীমন্নন্দমহাশয়া দ্রুততরং প্রস্থাপয়ন্ যং নরং
গোষ্ঠং কংসবিনাশশংসনকৃতে প্রাগাদয়ং তদ্‌যদা।
তস্মাত্তর্হি ন কেবলাঃ সুখময়া বাদ্যস্বনাস্তাং পুরী-
মাপ্তাঃ কিন্তু জনাশ্চ কেচিদিহ যে তদ্‌যৌগপদ্যং যযুঃ ॥৭৭॥

ততশ্চ মৃতপ্রিয়তয়াননুসংহিতসংহননক্রিয়তামাপন্নাঃ

শ্রীদামাদয়ঃ। সঙ্কর্ষয়ন্তো বিনাশয়ন্তঃ কৃতাঃ, কর্ষা আকৃষ্টাঃ প্রাণা যেষাং তেষাং পর্ষদং সভাং তেষামেকত্র মিলনাৎ ॥ ৭৫ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—পরস্পরেতিগদ্যেন। প্রধনং যুদ্ধং তস্মিন্ নিধনং মৃত্যুং যান্ সভ্যা অপশ্যন্ যথা ভুবর্লোকাৎ পতিতান্ ক্রব্যাদান্ রাক্ষসান্ লোকানিব। তদেবমিত্যাদি সুগমং ॥৭৬॥

ততো ব্রজরাজবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—শ্রীমন্নিতি। শ্রীমন্নন্দমহাশয়াঃ কংসনাশনকথনায় যং নরং গোষ্ঠং প্রাস্থাপয়ন্ নিযুক্তবন্তঃ, যদায়ং জনস্তদ্গোষ্ঠং প্রাগাৎ তর্হি তস্মাৎ গোষ্ঠাৎ কেবলাঃ সুখময়া বাদ্যস্বনাঃ তাং মধুপুরীং নাপ্তাঃ কিন্তু ইহ পুরীস্থিতা যে কেচিজ্জনা স্তেঽপি তদ্‌যৌগপদ্যং বাদ্যৈক্যং যযুঃ ॥ ৭৭ ॥

তদনন্তরং কংসাদেঃ স্ত্রীণাং মাতৃণাঞ্চাবস্থাং বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। সংহতা মিলিতা

তৎকালে সভ্যগণ দর্শন করিল যে, পরস্পরের যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল লোক, রাক্ষস লোকের মত ভূলোক হইতে পতিত হইতেছে। অতএব এই প্রকারে সাধুগণের চিত্ত সুস্থ হইয়াছিল ॥ ৭৬ ॥

শ্রীমান্ মহানুভাব নন্দ কংসের বিনাশ সম্বাদ বলিবার জন্য যে লোককে গোষ্ঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং যৎকালে ঐ লোক গোষ্ঠে গমন করিয়াছিল, তখন সেই গোষ্ঠ হইতে কেবল সুখময় বাদ্য ধ্বনি সকল সেই মধুপুরী আচ্ছাদন করে নাই, কিন্তু ঐ পুরীস্থিত লোকগণ ঐ বাদ্য ধ্বনির সহিত এককালে যোগ দিয়াছিল ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর কংসাদির স্ত্রীগণ পতিগণ মরণদশা প্রাপ্ত হইলে পরস্পর ললাটে

(ক) ক্রব্যাল্লোঁকানিব ইতি বৃন্দাবনানন্দ গৌর পাঠঃ।

কংসাদিস্ত্রিয়স্তত্রাগত্য গত্যন্তররহিতাঃ স্ব-স্বপত্যঙ্গমাশ্লিষ্য দ্বিষ্যমাণনিজপ্রাণা রোদনং কুর্ব্বাণা রোদনং বিজহুস্তথা তন্মাতরশ্চ কাতরতামবাপুঃ ॥ ৭৮ ॥

তত্র চ—

চিহ্নানি দয়িতঘ্নানি নিহ্নুবানাঃ পুরাভবন্।
কংসস্ত্রিয়ঃ শুগার্ত্ত্যা তদ্ব্যক্ত্যামার্জ্জন্ হ্রিয়ং হরেঃ ॥৭৯॥

তথাপি—

রোদনং সপদি রোদনং তথা তন্নিশম্য চ নিশাম্য চাজিতঃ।
স্বং সতাপমবগত্য(ক) সত্যকৃত্তাঃ সসান্ত্বমভিতোঽপ্যসান্ত্বয়ৎ ॥৮০॥

সংহননক্রিয়া আঘাতক্রিয়া যাসাং তদ্ভাবতামাপন্নাঃ সত্যস্তত্রাগত্য গত্যন্তররহিতা বৈধব্যবিঘাতক-কৃত্যরহিতা দ্বিষ্যমাণনিজপ্রাণা দ্বেষবিষয়ীকৃতা নিজানাং প্রাণা যাসাং তাঃ রোদনং ক্রন্দং কুর্ব্বাণা রোদনমশ্রুজলং বিজহুর্মুমুচুঃ, কাতরতাং বৈক্লব্যম্ ॥ ৭৮ ॥

তদা তাসাং দুস্ত্যাজ্যাপি লজ্জা পরিহৃতেতি বর্ণয়তি—চিহ্নানীতি। দয়িতং স্বামিনং ঘ্নন্তি যানি চিহ্নানি তানি পুরা নিহ্নুবানা গোপনং কুর্ব্বাণা অভবন্, তাঃ শুগার্ত্ত্যা শুচা শোকেন যা আর্ত্তিঃ পীড়া তয়া তচ্চিহ্নানাং ব্যক্ত্যা প্রকাশেন হরেঃ সকাশাৎ হ্রিয়ং লজ্জামমার্জ্জন তত্যজুঃ ॥ ৭৯ ॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাচরিতং বর্ণয়তি—রোদনমিতি অজিতঃ কৃষ্ণ স্তাসাং রোদনং নিশম্য শ্রুত্বা তথা রোদনমশ্রুজলমোচনং দৃষ্ট্বা চ তাপেন সহ আত্মানমবমত্য ধিক্কৃত্য সত্যকৃৎ সসান্ত্বং সান্ত্বনাসহিতং যথাস্যাত্তথা সর্ব্বতঃ প্রকারেণ অসান্ত্বয়ৎ ॥ ৮০ ॥

করাঘাত করিতে লাগিল। তখন তাহারা সেই স্থানে আসিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া স্ব স্ব পতির আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নিজ নিজ প্রাণের উপর দ্বেষ করিয়া রোদন করিতে করিতে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। ঐ রূপ তাহাদের মাতৃগণও কাতরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৭৮ ॥

যে সকল চিহ্ন থাকিলে পতি বিয়োগ হয়, পূর্ব্বে ঐ সকল রমণীগণ ঐ সকল পতিঘ্ন চিহ্ন গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহারা শোক-জনিত কষ্টে সেই সকল চিহ্ন প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লজ্জা ত্যাগ করিয়াছিল ॥ ৭৯ ॥

তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল রমণীগণের রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, এবং

(ক) অবমত্য ইত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌর পাঠঃ।

সান্ত্বয়ন্নপ্যমূঃ কৃষ্ণো ন বিবেদ স্বসান্ত্বনম্।
ইতি তত্র নিযুজ্যান্যান্ নিন্যুস্তং যদবঃ পুরম্॥ ৮১॥

যত্র চ পুর্য্যন্তরুপপ্লবং ব্যাজমাচরিতবন্তঃ। যদা চাক্রূরং স্বগৃহায় নিনীষন্তং নিষিধ্যন্নীতিবিধ্যগ্রণীর্নিজাবরজগৃহমেব ব্রজরাজঃ সাগ্রজং তং নিনায়॥ ৮২॥

উপবেশয়ামাস চ যথা—
মধ্যে কৃষ্ণং রামমপ্যত্র কৃত্বা পার্শ্বদ্বন্দ্বে শৌরিনন্দাবভূতাম্।
অগ্রে ব্যগ্রা যাদবপ্রাগ্র্যলোকাস্তে সঙ্গন্তুং সুষ্ঠু সম্মর্দ্দমাপুঃ॥৮৩॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্য লৌকিকীং গতিং বর্ণয়তি—সান্ত্বয়দিতি। ন বিবেদ ন লেভে ইতি হেতোর্যাদবস্তত্র তাসাং সান্ত্বনাবিষয়ে অন্যান্ নিযুজ্য তং শ্রীকৃষ্ণং পুরং পুরমধ্যং প্রাপয়মাসুঃ॥ ৮১॥

তদা চ যদূনাং কৃত্যান্তরং বর্ণয়তি—যত্রচেতিগদ্যেন। উপপ্লবং ব্যাজং বিপ্লবেন কালবিলম্বং। যদ্বা উপ সমীপে প্লবো গতির্যত্র শোকভঞ্জনার্থং অন্যোঽন্যস্যাগমনাৎ কালবিলম্বং যদা চ স্বগৃহায় নিনীষন্তমক্রূরং নিষেধং কুর্ব্বন্ নীতিবিধৌ অগ্রণী মূর্থ্যঃ ব্রজরাজো রামসহিতং কৃষ্ণং নিজস্যাবরজো বসুদেব স্তস্য গৃহমেব প্রাপয়ামাস উপবেশয়ামাস চ॥ ৮২॥

তত্রোপবেশনপ্রকারং বর্ণয়তি—মধ্যে ইতি। অপিকারাৎ কৃষ্ণমপি মধ্যে কৃত্বা পার্শ্বদ্বয়েন

অশ্রুপাত দর্শন করিয়া, আপনাকে উপতপ্ত বোধ করত ধিক্কার দিতে লাগিলেন, এবং প্রবোধ বাক্যে সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন॥ ৮০॥

শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল নারীদিগকে সান্ত্বনা করিয়াও আপনার প্রবোধ জানিতে পারিলেন না। এই কারণে যাদবগণ তথায় অন্যান্য লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুর মধ্যে লইয়া গেল॥ ৮১॥

তথায় যাদবগণ পুর মধ্যে কেবল বিপদেই কাল বিলম্ব করিয়াছিল। যৎকালে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে আপনার গৃহে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তখন নীতি বিধির অগ্রগণ্য ব্রজরাজ অক্রূরকে নিবারণ করিয়া বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আপনার কনিষ্ঠের গৃহেই পাঠাইয়াছিলেন॥ ৮২॥

তিনি তাঁহাদিগকে সেই গৃহে উপবেশন করাইলেন ঐ স্থানে কৃষ্ণ এবং

দ্বয়ং তন্মেলনায়াসীদশেষাণাং তদগ্রতঃ।
জ্যায়সাং গোপভূভর্ত্তা গান্দিনেয়ঃ কনীয়সাম্ ॥৮৪॥

অথ তং কংসদারাদিরোদনং সন্তানতঃ সন্তপ্তমেব সন্তং শ্রীমন্তং পুত্রাপরাধরাহুকলিতমুখবিধুশ্রীরাহুকঃ সঙ্গত্য গত্যন্তর-রহিতঃ স্বহিতসহিতঃ কনকদণ্ডলক্ষিতক্ষিতিপমণ্ডনমণ্ডলমগ্রতো নিধায় মূর্দ্ধানমবাগ্রং বিধায় তস্থৌ ॥ ৮৫ ॥

বসুদেবব্রজদেবাবভূতাং অগ্রে তে ব্যগ্রা উৎকণ্ঠিতা যাদবশ্রেষ্ঠা যত্র এবম্ভূতা লোকাঃ সুষ্ঠু সংগমন্তং সংমর্দ্দং পরস্পরগাত্রসংশ্লেষং আপুঃ প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৮৩ ॥

তত্র সংগমনে সহায়ং বর্ণয়তি—দ্বয়মিতি। অশেষাণাং জনানাং তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ মেলনায় তয়োরগ্রে দ্বয়মাসীৎ তত্র বৃদ্ধানাং মেলনায় গোপরাজ আসীৎ কনিষ্ঠানাং মেলনায় অক্রূরঃ আসীৎ তত্রচ পরিচয়দানমেব হেতুরিত্যবগন্তব্যং ॥ ৮৪ ॥

অধুনা বন্ধনমুক্তস্যোগ্রসেনস্য সংমিলনং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। অথ তং শ্রীকৃষ্ণং সংগত্য আহুক উগ্রসেনো মূর্দ্ধানমবাগ্রমধোবিধায় তস্থাবিত্যন্বয়ঃ। তং কিম্ভূতং কংসজায়াদীনাং যৎ রোদন-সন্তানং বিস্তার স্তস্মাত্তাপেন সহ বর্ত্তমানমেব, শ্রীমন্তং স্বভাবাৎ শোভাবিশিষ্টং, আহুকঃ কিম্ভূতঃ পুত্রস্যাপরাধ এব রাহুস্তেন কলিতা গ্রস্তচন্দ্রবৎ মুখশোভা যস্য সঃ সংগত্য গত্যন্তরেণ স্বস্য জীবনো-পায়রহিত আত্মীয়জনেন মিলিতঃ কনকদণ্ডেন লক্ষিতং যৎ রাজ্ঞাং মণ্ডনং ছত্রাদি তস্য মণ্ডলং সমূহং অগ্রতো নিধায় বর্ত্তমানঃ ॥ ৮৫ ॥

বলরামকে মধ্যে করিয়া উভয় পার্শ্বে বসুদেব এবং ব্রজরাজ বিদ্যমান ছিলেন। অগ্রে লোকগণ উৎকণ্ঠিত যাদবশ্রেষ্ঠদিগকে লইয়া উত্তমরূপে গমন করিতে পরস্পর গাত্র ঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৮৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের মিলনের নিমিত্ত উভয়ের অগ্রে সকল লোকের মধ্যে কেবল দুইটি মাত্র লোক ছিল। তন্মধ্যে বৃদ্ধদিগের মিলনের জন্য গোপ-রাজ এবং বলিষ্ঠদিগের মিলনের জন্য অক্রূর নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৮৪ ॥

তখন কংস-পত্নীদিগের বিস্তারিত রোদনে শ্রীকৃষ্ণ সন্তপ্ত হইলেন। তখন উগ্রসেনের মুখশশী পুত্রের অপরাধরূপ রাহু দ্বারা কবলিত হইল। তখন তিনি কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া, আপনার হিতৈষী ব্যক্তি-গণের সহিত মিলিত হইলেন। উগ্রসেন কনকদণ্ড চিহ্নিত রাজাদিগের ছত্র

তং পুনরবধায় শ্রীমন্নন্দসহিতানকদুন্দুভিরুত্তস্থৌ। উত্থিতয়োশ্চ তয়ো রামরামানুজাবপি তাদৃগবস্থৌ বভূবতুরনুবভূবতুশ্চ সোঽয়মিতি। অনুভূয় চ বিদূয় ভূয়সাদরেণ সম্ভূয় দরেণ ধূয়মানমমুমুগ্রসেননামানং প্রণামপুরঃসরতয়া পুরত এব নিবেশনয়া পুরশ্চক্রতুঃ ॥ ৮৬ ॥

স তু সুতসুততাপরাধসম্বাধসঙ্কোচতঃ শোচন্নিদমবোচত।
যদ্যপি মন্তুবিধাতুঃ, স্বজনঃ সুজনেঽভিধাতুমর্হেন্ন।
তর্হ্যপ্যনন্যগতিতা, বলবত্যেতং প্রলাপয়তি ॥ ৮৭ ॥

তং দৃষ্ট্বা শ্রীমন্নন্দপ্রভৃতীনাং কৃতং সম্মাননং বর্ণয়তি—তং পুনরিতি। অবধায় অয়ং যদুরাজ ইতি বুদ্ধ্বা। উত্তস্থৌ উত্থিতবন্তৌ তাদৃগবস্থৌ উত্থানং কৃতবন্তৌ। সোঽয়ং যদুরাজ ইতি। বিদূয় পরিতপ্য প্রচুরাদরেণ সংভূয় মিলিত্বা পুরত অগ্র এব প্রণামপুরঃসরতয়া নিবেশনয়া স্থাপনয়া তং পুরশ্চক্রতুঃ পুরস্কৃতবন্তৌ। তং কিম্ভূতং দরেণ ভয়েন ধূয়মানং কম্পমানং। সতু উগ্রসেননামা সুতেন সুত উৎপত্তির্যস্য তস্য ভাবঃ এবম্ভূতো যোঽপরাধস্তেন যঃ সম্বাধো ভয়ং সঙ্কোচ স্তস্মাদ্ধেতোঃ শোচন্ ইদমুবাচ ॥ ৮৬ ॥

তস্য সঙ্কোচবাক্যং বর্ণয়তি—যদ্যপীতি। মন্তুরপরাধ স্তস্য বিধানকর্ত্তুঃ। আত্মীয়জনঃ সুজনে অভিধাতুম্ আলাপং কর্ত্তুং নার্হেৎ ন যোগ্যো ভবতি, বলবতী অনন্যগতিতা ন বিদ্যতে অন্যগতির্যস্য তদ্ভাবতা এতং স্বজনং প্রলাপয়তি প্রকর্ষেণ বাচয়তি ॥ ৮৭ ॥

প্রভৃতি অগ্রে রাখিয়া এবং আপনার মুখ অধো দিকে স্থাপিত করিয়া অবস্থান করিল ॥ ৮৫ ॥

'ইনিই যদুরাজ' ইহা জানিত পারিয়া শ্রীমান্ নন্দের সহিত বসুদেব উত্থিত হইলেন। তাঁহারা দুইজন উত্থিত হইলে রাম এবং রামানুজও উত্থিত হইলেন, এবং ইনিই যে সেই যদুরাজ ইহাও অনুভব করিলেন, এবং অনুভব করিয়া উপতপ্ত হইলেন। পরে প্রচুর সমাদর পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তখন ভয়-সন্তপ্ত ঐ উগ্রসেনকে প্রণাম পূর্ব্বক সম্মুখে স্থাপিত করিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী করিয়াছিলেন। সেই উগ্রসেনও পুত্রসম্ভূত অপরাধ এবং সেই অপরাধ-জনিত ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥

যদ্যপি অপরাধ কর্ত্তার আত্মীয় লোক সাধুজনের সহিত আলাপ করিবার

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—কামমাদিশ্যতাম্ ॥ ৮৮ ॥

উগ্রসেন উবাচ—

স এবাধিপতির্ভূম্যাং যস্তামসবিনাশনঃ।
বিধ্বস্তশার্ব্বরাদ্ভানোরন্যঃ কঃ স্যাদহর্পতিঃ ॥ ৮৯ ॥
বৃদ্ধো যঃ স তু বৃদ্ধানামেব বর্ত্মানুবর্ত্ততাম্।
অকূলকালজবগঃ কঃ কুর্য্যাৎপ্রতিকূলতাম্ ॥ ৯০ ॥
তস্মাদিদং ছত্রাদিকং স্বেন সত্রাক্রিয়তামিতি ॥ ৯১ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণোগ্রসেনয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী গদ্যেন বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণ ইতি ॥ ৮৮ ॥

তত্রোগ্রসেনবাক্যং বর্ণয়তি—স এবেতি। যো ভূম্যাং তামসপ্রাণিনাং বিনাশকঃ স এবাধিপতিঃ স্যাৎ তত্র নিদর্শনং বিধ্বস্তং শার্ব্বরং সর্ব্বব্যাপকং তমো যস্মাৎ তস্মাৎ সূর্য্যাৎ কোঽন্যো ভিন্নো দিবস্পতিঃ স্যাৎ ॥ ৮৯ ॥

মম বাক্যং পালনীয়মিত্যভিপ্রেত্য বদতি—বৃদ্ধ ইতি। যো বৃদ্ধঃ বহুদর্শী সতু বৃদ্ধানাং বয়োধিকানামেব বর্ত্ম মার্গং অনুবর্ত্ততাং অনুতিষ্ঠেৎ, অকূল ইয়ত্তারহিতো যঃ কালঃ তস্য জবো বেগ স্তং গচ্ছতি যঃ স কঃ প্রতিকূলতাং কুর্য্যাৎ ॥ ৯০ ॥

অত স্তব রাজ্যপ্রাপ্তৌ কঃ প্রতিবন্ধং কুর্য্যাদতো ভবান্ তৎ স্বীকুরুতামিতি নিবেদয়তি তস্মাদিতিগদ্যেন। স্বেন আত্মনা সত্রা স্বাধীনতা ক্রিয়তাং ॥ ৯১ ॥

উপযুক্ত নহে, তথাপি এই প্রবল অনন্য দশাই এই আত্মীয় লোককে উৎকর্ষের সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিতেছে ॥ ৮৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যদৃচ্ছাক্রমে আজ্ঞা করুন। উগ্রসেন কহিলেন। যে ব্যক্তি তামসিক জীবগণের বিনাশ কর্ত্তা তিনিই ভূতলে অধীশ্বর হইবার যোগ্য। দেখ, যাহা হইতে সর্ব্বব্যাপক অন্ধকার বা রজনীর নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সেই সূর্য্য ভিন্ন অন্য আর কে দিবাকর হইতে পারে ॥ ৮৮—৮৯ ॥

যে ব্যক্তি বৃদ্ধ বা বহুদর্শী, সেই ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠদিগের পথ অনুসরণ করিবে। কারণ ইয়ত্তাবিহীন বা অসীমকালের বেগাধীন হইয়া কোন্ ব্যক্তি প্রতিকূলতা অনুষ্ঠান করিতে পারে ॥ ৯০ ॥

অতএব ছত্র প্রভৃতি এই রাজকীয় সমস্ত বস্তু নিজে আয়ত্ত করিয়া লও ॥ ৯১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

রাজংস্তব তনূজস্য মদ্বিহিতবিনাশনতা সর্ব্বৈরেব নিশামিতা। কথমিব তামন্যথয়ানি। কিন্তু মম তন্নাশনতায়ামুপলক্ষণতা পরং লক্ষ্যতে।

যস্মাদ্ভবদ্বিধবিষয়কাপরাধময়কাল এব তত্র পরং কারণং। ময়া তু লব্ধবুদ্ধিবলতয়া স্ববশায়ামপি দশায়াং জ্ঞাতমপি তদ্বৈরমবজ্ঞাতং। বাল্যদশায়াং তৎ কিল ন জ্ঞাতমেব। তথাপি তেন পূতনাদিযূথং ক্রমশঃ প্রস্থাপিতং। তাদৃশ-কালেনৈব চ সংস্থাপিতম্ ॥ ৯২ ॥

একচ্ছত্ররাজ্যস্বীকারে শ্রীযুধিষ্ঠিররাজসূয়ে করদানমাপতিতং স্যাত্তদনুচিতং তত্র বহুকালবাস-সম্ভাবনায়ামত্র রাজ্যকার্য্যঘটনা সুচারুর্ন স্যাদিতি চ বিভাব্য তদস্বীকারে যুক্তিং দর্শয়িত্বা তস্যৈব রাজ্যকরণং সাধয়তি তত্রাত্মানি তন্ন সঙ্গতমিতি শ্রীকৃষ্ণো যদবাদীত্তদ্বর্ণয়তি রাজন্নিতিগদ্যেন। তব তনূজস্য কংসস্য ময়া বিনাশনং যস্য তদ্ভাবতা নিশামিতা শ্রুতা। তামন্যথা কথং করোমি তন্নাশতায়াং কংসস্য হননে মমোপলক্ষণতা অবলম্বনতা। ভবদ্বিধো বিষয়ো যস্য এতদ্ভূতো যোঽপরাধস্তস্য ময়ো বিকার এব কালো যম এব। লব্ধং বুদ্ধিবলং যস্য তদ্ভাবতয়া স্বাধীনায়ামপি দশায়াং কংসকৃতবৈরং জ্ঞাতমপি অবজ্ঞাতং হেলাকৃতং তৎ কংসকৃতং ন জ্ঞাতং তেন কংসেন তাদৃশকালেন অপরাধোত্থিতেন সংস্থাপিতং সংহারীকৃতম্ ॥ ৯২

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! আমি যে আপনার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছি, ইহা সকলেই শ্রবণ করিয়াছে। আমি কিরূপেই বা এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতে পারি। কিন্তু আমি যে বিনাশের একমাত্র উপলক্ষণ ইহা উত্তমরূপেই লক্ষিত হইতেছে। কারণ, ভবাদৃশ ব্যক্তি যে অপরাধের অধীন, সেই অপরাধ বিকৃতি-যমই তত্তৎ বিষয়ে পরম কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইযাছে। কিন্তু আমি বুদ্ধি এবং বল লাভ করিয়া স্বাধীন অবস্থাতেও তাহার শত্রুতা জানিতে পারিয়াও তাহা অবজ্ঞা করিয়াছি। আমি বাল্য দশাতেই সেই শত্রুতা জানিতে পারিয়া-ছিলাম। তথাপি কংস পূতনা প্রভৃতি বহুবিধ দলকে প্রেরণ করিয়াছিল, আমিও সেই কালেই তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলাম ॥ ৯২ ॥

তথা হি—

স্তন্যান্মাং তুদতী বকী খলমরুৎকর্ষংশ্ছলাৎ সংহরন্
বৎসাখ্যো নিগিরন্ বকো ময়জনির্ব্বিচ্ছেদয়ন্মিত্রকৈঃ।
ভুঞ্জানঃ সগণং ফণী হৃতবলং কুর্ব্বন্ প্রলম্বঃ স চ
ঘ্নন্তু ক্ষ্মাতুরগো গিলন্ স্বয়মনশ্যদ্দূষণং কিং মম ॥ ৯৩ ॥

যোঽয়ং বা তনয়স্তব স্বয়মসাবক্রূরকং প্রেষয়ন্
মামানায্য নিঘাতয়ন্ কুবলয়াপীড়েন মল্লৈঃ পুনঃ।
যুষ্মৎকুৎসনভর্ৎসনশ্রবণজান্মন্তোর্ম্ময়া ভীরুণা
প্রায়শ্চিত্রকৃতা ধৃতঃ কচতটে ওস্মাদকস্মান্মৃতঃ ॥৯৪॥

স্বস্য দোষাভাবমুদ্‌ঘাটয়তি তথাহীত্যাদিনা। বকী পূতনা স্তন্যং স্তনদুগ্ধং প্রদাপ্য তুদতী ব্যথাং কুর্ব্বতী, তথা খলমরুৎ তৃণাবর্ত্তশ্ছলাৎ কর্ষন্ সংহরন্, বৎসাসুরঃ সংহর্ত্তুমিচ্ছন্ বকো-নিগিরন্ গিলন্, ময়জনির্ব্যোমো মিত্রৈঃ সহ বিচ্ছেদয়ন্ ফণী অঘাসুরঃ সগণং মাং ভুঞ্জানঃ, প্রলম্বো হৃতো বলো রামো যেন তং মাং কুর্ব্বন্ স চোক্ষা বৃষাসুরঃ ঘ্নন্ হন্তুমিচ্ছন্ তুরগঃ কেশী গিলন্ স্বয়মনশ্যৎ হতস্তত্র তত্র মম কিং দূষণম্ ॥ ৯৩ ॥

তথাপি মাতুলস্য কংসস্যানিষ্টং কর্ত্তুং মমেচ্ছা ন জাতা, কিন্তু সোঽয়ং মাং হন্তুং চেষ্টিতবান্ তত্র মম কো দোষ ইত্যাহ যোঽয়মিতি। নিঘাতয়ন্ ময়া কচতটে কেশৈকদেশে ধৃতো গৃহীত স্তস্মা-দ্ধেতোঃ হঠান্মৃতঃ ময়া কিম্ভূতেন যুষ্মাকং যে কুৎসনভর্ৎসনে তয়োঃ শ্রবণেন জাতাৎ মন্তো রপরাধাৎ ভীরুণা "কর্ণৌ পিধায় নিরীয়াৎ যদকল্প ইশ" ইত্যাদি শাস্ত্রাৎ তদপরাধক্ষয়ার্থং প্রায়শ্চিত্তকৃতেতি ॥ ৯৪ ॥

দেখুন, পূতনা স্তন্য দুগ্ধ দান করিয়া আমাকে ব্যথা দিয়া মরিয়া যায়। নৃশংস তৃণাবর্ত্ত, ছল পূর্ব্বক সংহার করিতে গিয়া মৃত্যু পথে পতিত হয়। বৎসাসুর সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া যায়। বকাসুর গিলিতে ইচ্ছা করিয়া এবং ব্যোমাসুর বন্ধুগণের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া মরিয়া যায়। অঘাসুর বন্ধুবর্গের সহিত আমাকে ভোজন করিতে যাইয়া যমালয়ে গমন করে। প্রলম্বাসুর আমার বলরামকে হরণ করিয়া মরিয়া যায়। সেই বৃষাসুর বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া এবং কেশী গিলিতে আসিয়া স্বয়ং কালকবলে হত হইয়াছে। সেই বিষয়ে আপনার এবং আমার অপরাধ কি ? ॥ ৯৩ ॥

এবং এই যে আপনার পুত্র, ইনি স্বয়ং অক্রূরকে প্রেরণ করিয়া কুবলয়া-

তস্মাত্তস্য সজাতীয়বিজাতীয়বালঙ্গিলস্য মাতুলাহের্ম্মারণমপি তদুদ্যমকারণমেব জাতং। ন তু মদীহাস্পদীকৃতং। তথা চ সতি কথমিব রাজ্যং প্রাজ্যতয়া মহ্যং রোচতাম্ ॥৯৫॥

স এষ চাব্যভিচারিসঙ্কল্পস্য মম সঙ্কল্পঃ প্রতিকল্পঃ সত্যং বচসামপি জল্পবিষয়ীভবিষ্যতি ॥ ৯৬ ॥

ফলিতং যদকথয়ৎ তদ্বর্ণয়তি তস্মাদিতিগদ্যেন। সজাতীয়ানাং বিজাতীয়ানাং বালান্ শিশূন্ গিলতীতি তস্য মাতুলরূপসর্পস্য মারণমপি তেষাং পাপানামুদ্যমমেব, যদ্বা তৎপাপমেব উত্তমকারণমেব নতু মমেচ্ছাস্পদীকৃতং তথাচ সতি ইচ্ছাং বিনাপি মৎকর্তৃকমারণেঽপি সতি প্রাজ্যতয়া শ্রেষ্ঠতয়া নির্দ্দোষত্বেন ॥ ৯৫ ॥

কিঞ্চ রাজ্যস্বীকারে সত্যসঙ্কল্পস্য মম সঙ্কল্পহানিঃ স্যাদিত্যবদদিতি বর্ণয়তি—স এষ ইতি গদ্যেন। ব্যভিচাররহিতঃ সঙ্কল্পো যস্য তস্য মম কিং বক্তব্যং প্রতিকল্পং সত্যবচসাং সাধূনামপি জল্পবিষয়ী কথনাস্পদং ভবিষ্যতি ॥ ৯৬ ॥

পীড় হস্তী এবং মল্লগণের দ্বারা আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন। আমি আপনাদের কুৎসা এবং ভৎর্সনা শ্রবণে অপরাধ মনে করিয়া ভীত হই। সেই অপরাধ ক্ষয়ের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করি। তাহার পর যেমন তাহার কেশের এক পার্শ্ব গ্রহণ করি, অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। সুতরাং এই বিষয়েই বা আমার অপরাধ কি ? ॥ ৯৪ ॥

অতএব যিনি আত্মীয় এবং পরকীয় বালকদিগকে গিলিয়া খাইতেন, সেই মাতুলরূপ সর্পের বিনাশই তত্তৎপাপময় উদ্যমের উত্তম কারণ হইয়াছে। কিন্তু তাহা আমার ইচ্ছার বিষয়ীভূত নহে। যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ ইচ্ছা ব্যতিরেকেও যদি আমার দ্বারা তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে নির্দ্দোষরূপে বা শ্রেষ্ঠভাবে এই রাজ্য কিরূপে রুচিজনক হইতে পারে ? ॥ ৯৫ ॥

অপিচ, যদি রাজ্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আমার সঙ্কল্পের হানি হইবে আমার সঙ্কল্পের কস্মিন্ কালেও ব্যভিচার নাই। সুতরাং আমার এইরূপ সঙ্কল্পে সত্যবাদী সাধুগণেরও কথায় আস্পদ হইবে, বা এই বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা চলিবে ॥ ৯৬ ॥

যথা—

অহং স এব গোমধ্যে গোপৈঃ সহ বনেচরঃ।
প্রীতিমান্ বিচরিষ্যামি কামচারী যথা গজঃ॥ ৯৭॥
এতাবচ্ছতশোঽপ্যেবং সত্যেনৈব ব্রবীমি তে।
ন মে কার্য্যং নৃপত্বেন বিজ্ঞাপ্যং ক্রিয়তামিদম্॥ ৯৮॥
ভবান্ মান্যোঽস্তু রাজা মে যদূনামগ্রজঃ প্রভুঃ॥ ইতি ॥৯৯॥

তদেবমস্য সর্ব্বেঽপি সুশীলতামনুশীলয়ন্তস্তদেতন্মুখমাধুর্য্য-পূর্য্যমাণসলিলকলিলবিলোচনাঃ (ক) ক্ষণকতিপয়ং তদবস্থমেব

তং সঙ্কল্পং বিবৃণোতি অহমিতি। কামচারী স্বেচ্ছাচারী যথা হস্তী॥ ৯৭॥

অহন্তু রাজ্যং ন করিষ্যামি ভবাংস্তু মম বাক্যং স্বীকুরুতামিত্যাহ এতাবদিতি। এতাবদেবংরূপঃ শতশঃ সঙ্কল্পোঽস্তি এবং সত্যেন নৃপত্বেন মম কার্য্যং নাস্তি, ময়েদং বিজ্ঞাপ্যং ভবতঃ ক্রিয়তাম্॥ ৯৮॥

বিজ্ঞাপ্যং বর্ণয়তি—ভবানিতি। ভবান্ মম মান্যো রাজা ভবতু যতো যদূনাং দেবকাদীনাম গ্রজঃ প্রভুঃ সমর্থঃ॥ ৯৯॥

তথাপি তত্র তদনঙ্গীকারং বিভাব্য ভয়প্রদর্শনয়া যদাহ তদ্বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্য পঙ্ক্তেন। অস্য কৃষ্ণস্য এতৎ পূর্ব্বোক্তরচনাশ্রয়ং যন্মুখং তন্মাধুর্য্যেণ পূর্য্যমাণং হৃদয়াধারং

আমি বনচর। আমি ধেনুগণের মধ্যে গোপগণের সহিত প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে স্বেচ্ছাচারী হস্তীর মত বিচরণ করিব॥ ৯৭॥

এই প্রকার আমার শত শত সঙ্কল্প আছে আপনাকে সত্য কথাই বলিতেছি আমার রাজত্বে কোন প্রয়োজন নাই। অতএব আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি তাহা স্বীকার করুন॥ ৯৮॥

আপনি সকলের মান্য, যদুবংশীয়দিগের জ্যেষ্ঠ এবং সমর্থ। সুতরাং আপনিই রাজা হউন॥ ৯৯॥

অতএব এই প্রকারে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সৌজন্যের বিষয় অনুশীলন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য সংযুক্ত মুখ মাধুরীদ্বারা সকলের হৃদয়াধার

(ক) তন্মুখমাধুর্য্যে ইতি মাঙপাঠঃ।

তস্থুঃ। শ্রীমদানকদুন্দুভ্যাদয়ঃ কতিপয়ে বিভ্যতি স্ম। শ্রীমন্নন্দাদয়স্তু নন্দন্তি স্মেতি স্থিতে তং স্বতঃ পরতশ্চ ভীতমালোচয়ন্ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাহ স্ম। বিরাট্‌কুলমিদং সম্প্রতি বিরাড্‌জাতং। ততো যদি ভবান্ পতিতামিমামুর্ব্বীমুর্ব্বীপতিতামুরীকুর্ব্বীত তদা দিনকতিপয়ং বয়মপি সাহায়কমাহরিষ্যামঃ। ন চেৎ সদ্য এব গোকুলং প্রপদ্য তদনবদ্যমুখমভিমুখমানয়িষ্যাম ইতি॥ ১০০॥

তদেবং কেশবস্যাভিনিবেশতঃ সর্ব্বেষামপ্যন্যথা ক্লেশতস্তং ভোজেশং তূষ্ণীকামেব পুষ্ণন্তং শ্রীগোকুলপ্রেমতৃষ্ণঃ সোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মেব সনির্ব্বন্ধং মুকুটবন্ধবন্ধুরং করোতি স্ম॥ ১০১॥

মুখ্য ইতিপাঠে প্রধানং মাধুর্য্যং তেন সলিলং তেন কলিলে মিশ্রে বিলোচনে যেষাং তে ক্ষণকতিপয়ং ব্যাপ্য তদবস্থং অশ্রুজলকলিলং ক্লিন্নলোচনং যথা স্যাৎ তথা স্থিতবন্তঃ। বসুদেবাদয়ঃ কতি জনাস্তস্য রাজ্যানঙ্গীকারেণ ভীতা বভূবুঃ তেন চ শ্রীনন্দাদয়স্তু ননন্দুঃ। উগ্রসেনং স্বত আত্মীয়জনেভ্যঃ পরতঃ শত্রুজনেভ্যঃ। বিরাট্‌কুলং ক্ষত্রিয়জাতকুলং বিরাড্‌জাতং বিগতো রাজা যত্র তদ্রূপেণ জাতং পতিশূন্যত্বেন পতিতামিতি ভূমেঃ পালকতাং অঙ্গীকুর্ব্বীত সাহায়কং তত্র সহায়ভাবং সঞ্চয়িষ্যামঃ তদনবদ্যমুখং তত্রত্যং প্রশস্তমুখং সম্মুখং প্রাপয়িষ্যামো বহুত্বন্তু বলদেবাপেক্ষয়া॥ ১০০॥

অথ শ্রীকৃষ্ণো বলাৎকারেণ তং রাজ্যে নিবেশিতবানিতি বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন।

পরিপূর্ণ হইল, এবং আনন্দজলে নেত্র যুগল ভাসিয়া গেল। এইরূপ অবস্থায় সকলেই কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিল। শ্রীমান্ বসুদেব প্রভৃতি কতিপয় লোক ভীত হইলেন, এবং শ্রীমান্ নন্দ প্রভৃতি কতিপয় লোক আনন্দিত হইলেন। এইরূপ হইলে শ্রীকৃষ্ণ সেই উগ্রসেনকে স্বত এবং পরতঃ ভীত বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন এই ক্ষত্রিয় কুল সম্প্রতি রাজশূন্য হইয়াছে। এক্ষণে এই ভূমির অধিপতি নাই। অতএব যদি আপনি এই ভূমিপালকতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমরাও কিছু দিন সাহায্য সংগ্রহ করিব। নচেৎ এখনই গোকুলে গমন করিয়া সম্মুখে তত্রত্য সেই প্রশস্ত সুখ প্রদান করিব॥ ১০০॥

অতএব এই প্রকারে সকলেরই শ্রীকৃষ্ণের উপর অভিনিবেশ থাকাতে, এবং

তং প্রতি সর্ব্বেণ সমমগর্ব্বেণ মূর্দ্ধানমানম্য স্বয়মসাবাবেদয়াগাস। রাজংস্তস্য বীরগতিং গতস্য সৎকারকারণং ভবৎপুরঃসরাঃ সর্ব্বেঽপি বয়মনুসরামঃ। শ্রীমৎপিতরৌ তু লব্ধশ্রমবিসরৌ নিজনিজাবাসমেবাসীদতামিতি। শ্রীদামাদীন্ প্রতি চ জগাদ। আবাং তাবৎ ক্রূরকর্ম্মণি প্রতিরুদ্ধাবিতি ভবন্ত এব শ্রীমৎপিতৃচরণানুগতিমনুভবন্তঃ শকটাবরোহ এব রাত্রিং ক্ষিপন্ত্বিতি ॥ ১০২ ॥

অন্যথা ক্লেশতঃ পালকত্বাভাবেন কষ্টাৎ চ মৌনীভূয় বর্ত্তমানং সনির্ব্বন্ধং সাগ্রহং যথাস্যাত্তথা রাজবর্য্যাহেন মুকুটস্য যো বন্ধো বন্ধনং তেন বন্ধুরং রম্যং চকার তত্র হেতুঃ শ্রীগোকুলাপ্রেমতৃষ্ণ ইতি রাজ্যাকরণে তৎপ্রেমহানেঃ ॥ ১০১ ॥

তদনন্তরং মৃতানাং সৎকারার্থং তৎ নিবেদ্য যৎ কৃত্যান্তরমকরোত্তদ্বর্ণয়তি তং প্রতীত্যাদিগদ্যেন। অগর্ব্বেণাহমীশ্বর ইতি গর্ব্বরাহিত্যেনাসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ বীরগতিং গতস্য স্বর্গং গতবতঃ সৎকার এব কারণং যত্র তদ্যথা স্যাৎ। লব্ধঃ শ্রমস্য সমূহো যাভ্যাং তৌ। ক্রূরকর্ম্মণি শব দাহে শকটাবরোহে শকটারোহণে এব ॥ ১০২ ॥

রাজ্যের অধীশ্বর ব্যতীত কষ্ট হওয়াতে ঐ ভোজরাজ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন শ্রীগোকুলবাসীদিগের প্রেমাধীন সেই শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ংই আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে মুকুট বন্ধন দ্বারা মনোহর করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিলেন ॥ ১০১ ॥

পরে তাঁহার প্রতি সকলেই অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া মস্তক অবনত করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই নিবেদন করিলেন। মহারাজ? সেই বীরবর এক্ষণে বীরগণের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব আমরা সকলেই আপনাকে অগ্রে লইয়া তাহার সৎকারের অনুষ্ঠান করিব। শ্রীমান্ বসুদেব এবং নন্দ এই দুই জনে সমধিক পরিশ্রান্ত হওয়াতে স্ব স্ব আবাসেই গমন করুন। শ্রীদাম প্রভৃতির উদ্দেশে বলিলেন, আমরা দুইজনে নিষ্ঠুর শবদাহ কার্য্যে অনুরুদ্ধ হইয়াছি, অতএব তোমরাই শ্রীমান্ পূজ্যপাদ পিতৃদেবের অনুগমন অনুভব করিয়া শকটারোহণ করিয়াই রাত্রি যাপন কর ॥ ১০২ ॥

ততস্তথা বিধায় পুনর্বিশ্রান্তিং সন্নিধায় তরণিভিস্তরণি-দুহিতুরুত্তরতীরে মৃতকায়ান্নিধায় (ক) তেষাং প্রেতকার্য্যং সন্বিধায় শ্রীমদানকদুন্দুভি-ভবনমেব সহরামঃ সমাজগাম ॥ ১০৩ ॥

আগম্য চ সর্ব্বেষামগম্যং তদবরোধমবরুন্ধানঃ সাবধানমমূ মাতরপিতরৌ নমশ্চকার। কিন্তু (০) স্বপ্রভাবানুভবাল্লব্ধ-পিতৃভাবাভিভবাবত এবাসম্ভবন্তৌ তত্রভবন্তৌ তাবনুভূয় দূয়মান ইব তথা নিবেশয়ামাস। (খ) যথাস্মদ্ব্রজরাজদ্বন্দ্ব-

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—তত ইতি গদ্যেন। তথা বিধায় তৌ তাংশ্চ তত্র তত্র প্রেষ্য সংনিধায় সংগম্য তরণিভিঃ নৌকাভির্যমুনায়াঃ নিধায় স্থাপয়িত্বা রামেণ সহ শ্রীবসুদেবগৃহং গতবান্ ॥ ১০৩ ॥

সমাগমপ্রকারং বর্ণয়তি—আগম্যচেতিগদ্যেন। তদবরোধং তস্যান্তঃপুরং অবরুন্ধানঃ অর্গলয়া রোধং কুর্ব্বন্ সাবধানং সাদরং যথা স্যাৎ, লব্ধপিতৃভাবস্যাভিভব স্তিরস্কারো যয়োস্তৌ অসম্ভবন্তৌ প্রণামগ্রহণে সঙ্কুচিতৌ তত্রভবন্তৌ পূজ্যৌ দূয়মানো দুঃখিত ইব। অস্মাকং মদ্ব্রজরাজদ্বন্দ্বং যুগলং তদ্বদেব তত্র যথা নির্দ্বন্দ্বা ভেদরহিতা যা সদয়তা তন্ময়ং হৃদয়ং যয়োস্তৌ

অনন্তর তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়া পুনর্ব্বার বিশ্রাম করিয়া নৌকাদ্বারা সূর্য্যদুহিতা যমুনানদীর উত্তর তীরে মৃতশরীর সকল সংস্থাপিত করিয়া, এবং তাহাদের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিয়া, বলরামের সহিত শ্রীমান্ বসুদেবের গৃহেই আগমন করিলেন ॥ ১০৩ ॥

আগমন করিয়া সকলের অগম্য সেই অন্তঃপুর অর্গলদ্বারা অবরোধ করিয়া সাবধানে সেই জনক-জননীকে নমস্কার করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব অনুভব করিয়া উভয়েই পিতৃভাব এবং মাতৃভাবের তিরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। এই কারণে সেই পূজ্যপাদ পিতামাতা নমস্কার গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে এইরূপ জানিতে পারিয়া যেন দুঃখিত মনে নিবেশিত

(ক) মৃতকান্নিধায়েতি গৌর-বৃন্দাবনানন্দ-পুস্তকপাঠঃ।

(০) লব্ধপিতৃভাবো হভি ভবত এব ইতি গৌরপাঠঃ।

(খ) নিবেদয়ামাসেতি গৌর-বৃন্দাবনানন্দপুস্তকে পাঠঃ।

বদেব নির্দ্বন্দ্বসদয়তাময়হৃদয়তয়া তং বলবলিতং তাবালিঙ্গন্তা-
বলিঙ্গবদ্বহুসময়মাসাতে স্ম ॥ ১০৪ ॥

যতঃ ;

রসয়তি ন হি যাবন্মাধুরীমস্য তাব-
ন্নয়তি মনসি ভক্তস্তীব্রভাবং প্রভাবম্।
স কথমিতরথা বা শ্রীশুকঃ শশ্বদেতৎ
স্ফুটমধুরিমভাজং শ্রীব্রজং সুষ্ঠু নৌতি ॥ ১০৫ ॥

অথ শ্রীমদানকদুন্দুভিনা সমং বহিরাগত্য স্বয়মেবানুস্মৃত্য ভৃত্যবৎসলঃ শ্রীবৎসলক্ষ্মা দিদৃক্ষয়া নির্নিমিষপক্ষ্মাঃ সর্ব্বশম্মদ-

---

কৃষ্ণরামৌ বলেন বলিতং যুক্তং যথাস্যাত্তথা তাবালিঙ্গন্তৌ অলিঙ্গবৎ ব্যক্ততারহিতবৎ এক দেহাবিব বহুকালং স্থিতবন্তৌ ॥ ১০৪ ॥

ননু শ্রীবসুদেবদেবক্যোঃ শ্রীকৃষ্ণে কথং শঙ্কা শ্রীব্রজরাজদ্বন্দ্বে কথং ন সেত্যাশঙ্কায়াং তত্র মাধুর্য্যভাব এব হেতুরিতি মাধুর্য্যভরিতং প্রশংসনীয়ত্বেন বর্ণয়তি—রসয়তীতি। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মাধুরীং ভক্তো যাবন্ন রসয়তি নাস্বাদতে তাবন্মনসি তীব্রভাবং ভয়সম্ভ্রমাদিজনকং প্রভাব-মৈশ্বর্য্যং নয়তি প্রাপয়তি, স পূর্ব্বোক্তনির্ণয়ঃ কথমিতরথা বা ভবতু যতঃ শ্রীশুকঃ শশ্বৎ শ্রীব্রজং সুষ্ঠু নৌতি স্তৌতি। ব্রজং কথম্ভূতং এতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্ফুটো যো মধুরিমা মাধুর্য্যং তং ভজতে য স্তং ॥ ১০৫ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যোদ্ধবেন সঙ্গতিং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। শ্রীবৎসলক্ষ্মা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবস্য

করিলেন। আমাদের যেরূপ ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী, সেইরূপ ইহাঁদের দুই-জনেরও হৃদয় সমান সদয় ভাবে পরিপূর্ণ থাকাতে তাঁহারা দুইজন, বলরামের সহিত কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া স্থাবর পদার্থের মত অনেকক্ষণ উপবেশন করিয়া রহিলেন ॥ ১০৪ ॥

ভক্ত ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী না আস্বাদন করিতে পারে, সেই পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভয় এবং সম্ভ্রমজনক তীব্র ঐশ্বর্য্যের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ নির্ণয় অন্য কি প্রকারেই বা হইত পারে? যেহেতু শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রস্ফুটিত মাধুরীযুক্ত ঐ ব্রজের উত্তমরূপে স্তব করিয়া থাকেন ॥ ১০৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের সহিত বাহিরে আসিয়া স্বয়ংই তাহার অনুস্মরণ

যশাঃ সঙ্কোচবশাৎ পূর্ব্বং দূরত এব লব্ধনিজালোচনপূরমুদ্ধব-মারাদনুগৃহীতজনদ্বারা সানুগ্রহং গৃহাদাজুহাব ॥ ১০৬ ॥

ততশ্চ ;—

অন্যোঽন্যং মিলতি স্ম যর্হ্যভিনবং তর্হি স্বয় নাবিদৎ
কোঽহং কুত্র কদা ক এব ইতি স প্রেয়ান্ স চ শ্রীপ্রভুঃ।
কিঞ্চাদূরগতাশ্চ তন্ন বিবিদুর্যত্তত্র সিদ্ধান্তিতাং
কো গচ্ছেন্নিজতত্ত্বমেতদনয়োঃ প্রেমা পরং বেত্তি হি ॥ ১০৭ ॥

দর্শনেচ্ছয়া নিমেষরহিতং পক্ষ্ম যস্য সঃ, সর্ব্বেষাং শর্ম্ম সুখং দদাত্যেবং ভূতং যশো যস্য সঃ, উদ্ধবমনুগৃহীতজনদ্বারা গৃহাদাজুহাব আহ্বানমকরোৎ। তং কিম্ভূতং সঙ্কোচবশাৎ পূর্ব্বং দূরত এব লব্ধা নিজস্যালোচনপূরঃ সমূহো যেন তম্ ॥ ১০৬ ॥

তত স্তয়ো মিলনে দুর্গম্যভাবং বর্ণয়তি —অন্যোঽন্যমিতি। যর্হি যদা অভিনবং নূতনং যথা স্যাৎ তথান্যোঽন্যং পরস্পরং মিলতি স্ম মিলিতবান্। তর্হি তদা স চ প্রেয়ানুদ্ধবঃ স চ শ্রীকৃষ্ণঃ অহং কঃ কুত্রাস্মি কদাবাস্মি এতে জনাঃ কে ইতি স্বয়ং ন জ্ঞাতবান্। তন্নিকটস্থজনাশ্চ যত্তন্ন বিবিদু স্তত্র সিদ্ধান্তিতাং তৎকারণজ্ঞানাভাবাৎ কো গচ্ছেৎ পরং কেবলমনয়োঃ প্রেমা এতন্নিজতত্ত্বং বেত্তি ॥ ১০৭ ॥

করিলেন। ভৃত্যবৎসল শ্রীকৃষ্ণের নেত্ররোম নির্ণিমেষ বা নিশ্চল হইল। তাঁহার যশে সকলের সুখ উপস্থিত হইল। তখন তিনি উদ্ধবের দর্শন বাসনায় অনুগৃহীত লোকদ্বারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই উদ্ধবকে নিকটে ডাকাইলেন। অথচ সঙ্কুচিতভাবে পূর্ব্বেই দূর হইতেই উদ্ধব বারংবার তাঁহাকে দর্শন করিতেছিল ॥ ১০৬ ॥

তৎপরে যৎকালে নূতনভাবে পরস্পর মিলিত হইলেন, তখন সেই প্রিয়তম উদ্ধব এবং শ্রীকৃষ্ণ, "আমি কে ; কোথায় আছি, কোন্ সময়ে আছি, এবং এই সকল লোকেই বা কে" ইহা স্বয়ং জানিতে পারেন নাই। অপিচ, নিকটস্থিত লোকসকল যখন তথায় তাহার কোন কারণ জানিতে পারে নাই, তখন অন্যে কে আর ইহার কারণ জানিতে পারিবে। কেবল উভয়ের প্রেমই এই নিজতত্ত্ব জানিতে পারে ॥ ১০৭ ॥

অথ রামেণ সমং রামানুজঃ সব্যাজমানকদুন্দুভেঃ কিঞ্চিদন্তরিতমঞ্চন্নমুঞ্চ ন মুঞ্চন্নাসীৎ। অঞ্চিত্বা চ শীতলিতবিরহময়স্বহৃদয়বাপ্যাকারয়া (ক) নিজবাষ্পধারয়া মুহুরপি তন্মুখনিরীক্ষণপূর্ব্বকতদালিঙ্গনপর্ব্বণি তমন্তরঙ্গতয়াভিষিঞ্চন্নিবালোক্যত ॥ ১০৮ ॥

অথ সহরামোদ্ধবঃ শ্রীশূরোদ্ভবমনুজ্ঞাপ্য ভোজরাজ-গৃহং প্রাপ্য কংসপত্নীনাং বাষ্পং নির্ব্বাপ্য রাজসভায়ামুগ্রসেনং সহযাদবসেনমানায্য তবৈব রাজ্যং ন্যায্যমিতি প্রত্যায্য সিংহাসনং স্বীকার্য্য পুনঃ শ্রীশূরজনিকায্যমাগতবান্ ॥ ১০৯ ॥

তদনন্তরং বৃত্তং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। সব্যাজং সচ্ছলং অন্তরিতং ব্যবহিতস্থানং গচ্ছন্ অমুমুদ্ধবঞ্চ ন মুঞ্চন্ অর্থাৎ সঙ্গীকুর্ব্বন্ অবর্ত্তত। অঞ্চিত্বা চ বিরহময়ং বিরহপ্রচুরং যৎ স্বহৃদয়ং তদেব বাপী দীর্ঘিকা তদাকারয়া নিজাশ্রুধারয়া মুহুরপি পর্ব্ব উৎসব স্তস্মিন্ অন্তরঙ্গতয়া শীতলিতং যথস্যাত্তথা তমভিষিঞ্চন্নিব তেন আলোক্যত দৃষ্টঃ ॥ ১০৮ ॥

তদনন্তরং যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—অথ সহেতিগদ্যেন। শ্রীশূরোদ্ভবং শ্রীবসুদেবং, বাষ্পং নেত্রজলং নির্ব্বাপ্য মোচয়িত্বা যাদবসেনাভিঃ সহ বর্ত্তমানং সংগময্য প্রত্যায্য প্রত্যয়ং কারয়িত্বা রাজ্ঞঃ সিংহাসনং স্বীকারং কারয়িত্বাচ শ্রীবসুদেবগৃহমাগতবান্ ॥ ১০৯ ॥

অনন্তর বলরামের সহিত রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ সকপটে বসুদেবের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়া, এবং ঐ উদ্ধবকেও সঙ্গে করিয়া লইলেন। তাঁহার নিকটে গমন করিলে বিরহপূর্ণ দীর্ঘিকাকৃতি স্বকীয় হৃদয়, এবং তাহার মত নিজ অশ্রুধারাদ্বারা বারংবার তদীয় মুখদর্শন পূর্ব্বক আলিঙ্গনরূপ উৎসবে যাহাতে শীতল হয়, এইরূপে তাঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার এইরূপ অবস্থাই দর্শন করিলেন ॥ ১০৮ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এবং উদ্ধবের সহিত শ্রীবসুদেবের অনুমতি লইয়া ভোজরাজের গৃহে গমন করিলেন। তথায় কংস পত্নীদিগের নেত্রজল মোচন করিয়া, যাদব সৈন্যগণের সহিত উগ্রসেনকে আনয়ন করাইয়া "আপনারই

(ক) স্বহৃদয়বাষ্পাকারয়া। ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ্বরতাতিতুচ্ছা
যস্যেক্ষ্যতে বিষ্ণুপদেশিতা চ।
সা তস্য গোলোকমহেন্দ্রসূনোঃ
(ক) কাম্যা কথং কংসকরাজ্যলক্ষ্মীঃ ॥ ১১০ ॥

(খ) অথ সমুদ্ধবলসদুদ্ধবসহিতাভ্যাং তাভ্যাং সহ মহারথ-মূহ্যমানমনোরথমারুহ্য স পুনরানকদুন্দুভির্ব্রজমহীপতিং প্রতি মিলনায় বিশঙ্কটং তদীয়শকটব্রজমাজগাম। আগম্য চ গাঢ়ালিঙ্গনতয়া সঙ্গম্য রম্যস্বজনসম্বলিতেন তেন তেন সহ

নন্ কথং তাদৃশরাজ্যং শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং ন স্বীকৃতবান্ তত্রাহ—ব্রহ্মাণ্ডেতি। যাচ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রহ্মাণ্ডকোটীনামীশ্বরতা অতিতুচ্ছা সতী দৃশ্যতে তথা বিষ্ণুপদস্য মহাবৈকুণ্ঠস্য ঈশিতাচ তস্য গোলোকমহেন্দ্রঃ শ্রীমন্নন্দ স্তস্য পুত্রস্য সা কংসরাজলক্ষ্মীরীক্ষ্যতে তথা অন্যা কা বেতি যদ্বা কংসরাজলক্ষ্মীঃ কেন প্রকারেণ কম্যা বাঞ্ছনীয়া ॥ ১১০ ॥

অধুনা শ্রীবসুদেবেন শ্রীব্রজরাজং স্বগৃহমানেতুং যৎ কৃতং তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। সম্যক্ যঃ উদ্ধব উৎসব স্তেন লসন্ প্রকাশমানো য উদ্ধব স্তেন সহিতাভ্যাং তাভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং উহ্যমানঃ প্রাপণীয়ো মনোরথো যেন তং মহারথমারুহ্য স বসুদেবঃ বিশঙ্কটমতিনিবিড়তয়া

রাজ্য উপযুক্ত” এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া, এবং সিংহাসন স্বীকার করাইয়া পুনর্ব্বার শ্রীবসুদেবের গৃহে সকলেই ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১০৯ ॥

যাঁহার কাছে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরত্বও অত্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া লক্ষিত হয়, এবং বিষ্ণুপদের ঐশ্বর্য্যও যাঁহারর পক্ষে অত্যন্ত সামান্য বস্তু, সেই গোলক-পতি নন্দমহারাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের কংসরাজ লক্ষ্মী কেন মনোনীত হইবে ? ॥১১০॥

অনন্তর সম্যক্‌রূপে উৎসব প্রকাশ পাইলে সেই বসুদেব একমহারথে আরোহণ করিলেন। উদ্ধবের সহিত কৃষ্ণ এবং বলরাম সেই রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই রথে আরোহণ করিলে সকল মনোরথ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। তখন বসুদেব ব্রজরাজের সহিত মিলিত হইবার জন্য অত্যন্ত নিবিড় ও

(ক) রাজলক্ষ্মী রিতি মাও পাঠঃ।

(খ) সদুদ্ধবেতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌর পাঠঃ।

পরস্পরং লব্ধধ্বংসকংসকৃতচরোপদ্রববার্ত্তাং বর্ত্তয়ামাস। বর্ত্তয়িত্বা চ পুনঃ প্রার্থয়ামাস। যাবৎ স্থিতিস্তাবদস্মদ্‌গৃহ এব স্বগৃহ ইব সর্ব্বৈঃ সহ ভোক্তব্যমিতি ॥ ১১১ ॥

ততশ্চ প্রতিদিনমেবং নির্ব্বর্ত্তমানে মহাপর্ব্বণি সরামঃ শ্রীরামানুজঃ পলায়িতযাদবচয়সমাচয়নময়নবরাজ্যপ্রাজ্যস্থাপন-সময়ে রাজসভায়াং শ্রীবসুদেবস্য সভায়াং বা বিরাজতে স্ম। অন্তরান্তরা চ শকটাবরোহণমাসাদ্য শ্রীদামাদ্যনিজমিত্রৈঃ সহ বিচিত্রং ক্রীড়তি স্মেতি ॥ ১১২ ॥

দুর্গম্যং তস্য শকটসমূহং আযযৌ। রম্যস্বজনাঃ শ্রীব্রজরাজস্য কনিষ্ঠভ্রাত্রাদয় স্তৈঃ সংবলিতেন মিশ্রিতেন লব্ধো ধ্বংসো যস্য স চাসৌ কংস শ্চেতি তেন কৃতচরঃ প্রাগুবিকো য উপদ্রব স্তস্য বার্ত্তাং। প্রার্থনাপ্রকারো যথা তত্রভবতোহত্র যাবৎ স্থিতি স্তাবদস্মাকং গৃহএব স্বগৃহ ইব সর্ব্বৈঃ সহ ভোক্তব্যমিতি ॥ ১১১ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি -ততশ্চেতিগদ্যেন। মহাপর্ব্বণি সম্যক্ য উদ্ধব উৎসব স্তস্মিন্ সতি শ্রীরামানুজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কংসভয়েন পলায়িতা যে যাদবসমূহা স্তেষাং সমাচয়নময়মেকত্রীকরণ-প্রচুরং যন্নবরাজ্যস্থাপনকর্ম্ম তস্য সময়ে কদা রাজসভায়াং কদা বা শ্রীবসুদেবসভায়াং বিররাজ অন্তরান্তরাচ মধ্যে মধ্যে শকটগৃহং প্রাপ্য বিচিত্রমাশ্চর্য্যং যথাস্যাত্তথা ক্রীড়াং চকার ॥ ১১২ ॥

দুর্গম তদীয় শকট সমূহের নিকট গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া মিলিত হইলেন। ব্রজরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি রম্য আত্মীয় সহিত মিলিত হইয়া বসুদেব পরস্পর মৃতপুত্র কংসের পূর্ব্বকৃত চর দ্বারা উপদ্রব বার্ত্তা বলাবলি করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন। যাবৎকাল আপনি এই স্থানে অবস্থান করিবেন, তাবৎকাল নিজ গৃহের মত আমার এই গৃহে সকলের সহিত ভোজন করিবেন ॥ ১১১ ॥

অনন্তর এইরূপে প্রতিদিন মহোৎসব নিবৃত্ত হইলে, অগ্রজের সহিত শ্রীকৃষ্ণ, কংস ভয়ে পলায়িত যাদববৃন্দকে একত্র-করণরূপ প্রচুর নবরাজ্য স্থাপন, এবং সেই স্থাপন কার্য্যের সময়ে কখন রাজসভায়, এবং কখন বা ব্রজরাজের

অথ দিনকথাং সমাপয়তঃ স্নিগ্ধকণ্ঠস্য বচনং যথা ॥ ১১৩ ॥

কংসং নিহতবান্ যঃ প্রাক্ সোঽয়ং ক্রোড়গতস্তব।
দ্বীপাৎ প্রত্যাগতং বিত্তমিবৈতং পশ্য গোপতে! ॥ ১১৪ ॥

(ক) অথ তত্র গতায়াং কথায়াং সমাপ্তপ্রথায়াং পরমানন্দিনঃ শ্রীমদ্ব্রজবন্দিনস্তদিদং পঠন্তি স্ম ॥ ১১৫ ॥

জয় কৃতমথুরাপ্রবেশভাবুক!।
মাথুরজনতাসুভগম্ভাবুক! ॥
নানাবিলসিতনন্দিনাগর!।
নগরবধূজনমোহননাগর! ॥ (ক)

স্বয়ং কবিঃ সমাধাতুং বর্ণয়তি —অথেতিগদ্যেন ॥ ১১৩ ॥

তদ্বাক্যং লিখতি—কংসমিতি। হে গোপতে! ব্রজরাজ! এবং কৃষ্ণং পশ্য দ্বীপাৎ সমুদ্রমধ্যস্থভূমেঃ সকাশাৎ প্রত্যাগতং বিত্তং ধনমিব ॥ ১১৪ ॥

অনন্তরং বন্দিজনবাক্যং লিখিতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। সমাপ্তা প্রথা যস্যাং তস্যাং পরমানন্দবিশিষ্টাঃ ॥ ১১৫ ॥

তেষাং পঠনপদ্ধতিং বর্ণয়তি—জয়েতি। কৃতং মথুরাপ্রবেশে ভাবুকং মঙ্গলং যস্য হে স। মাথুরজনতায়াঃ সুভগমৈশ্বর্য্যাদিযুক্তং কর্ত্তুং শীলমস্য হে স। নানাবিলসিতঃ নাগরো নগরসম্বন্ধী জনো যেন হে স। নগরবধূজনানাং মোহনে নাগর দক্ষ! ॥ ক ॥

সভায় বিরাজ করিতেন। এবং মধ্যে মধ্যে শকট গৃহ প্রাপ্ত হইয়া বিচিত্র ভাবে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১১২ ॥

অনন্তর দিনকথা সমাপন করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠের বাক্য হইয়াছিল ॥ ১১৩ ॥

হে ব্রজরারাজ! পূর্ব্বে যিনি কংসবধ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আপনার ক্রোড়দেশে বিরাজ করিতেছেন। আপনি সমুদ্রের মধ্যস্থিত ভূমি হইতে সমাগত ধনের মত এই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করুন ॥ ১১৪ ॥

অনন্তর সেই স্থানে সেই বিস্তারিত কথা সমাপ্ত হইলে শ্রীব্রজরাজের স্তুতিপাঠকগণ পরম আনন্দিত হইয়া এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল ॥ ১১৫ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! মথুরা প্রবেশ কালে আপনার মঙ্গল ঘটিয়াছিল, অতএব

(ক) গতায়ামিতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপুস্তকেষু নাস্তি।

সরজককংসকবসনাদায়ক !।
কৃতরুচিবায়িনি নিজরুচিদায়ক ! ॥
ভক্তগণে ধৃতকরুণাপূরক !।
মালাকারমনোরথপূরক ! ॥ (খ)
তনুততকুব্জাচন্দনচিত্রক !।
কুব্জাবক্রিমহৃতিকৃতচিত্রক ! ॥
কংসমখস্থিতধনুরনুযোজক !।
নগরজনানাং সুখশততযোজক ! ॥ (গ)

রজকেন সহ বর্ত্তমানং যৎ কংসস্য বসনং তস্যাদায়ক ! গ্রাহক !। স্বস্মিন্ কৃতা রুচিঃ শোভা যেন তস্মিন্ তন্তুবায়ে নিজস্য রুচিশ্চতুর্ভুজাদি তস্ত দায়কঃ !। ধৃতঃ করুণাসমূহো যস্য মালাকারস্য মনোরথং পরমাং ভক্তিং পূরয়তি যঃ হে স ॥ খ ॥

তনৌ শরীরে ততঃ তেন বিস্তৃতেন কুব্জয়া দত্তেন চন্দনেন চিত্রাণি যস্য কুব্জায়া বক্রিমাণো হৃত্যা হরণেন কৃতং চিত্রমাশ্চর্য্যং যেন হে স ॥

আপনার জয় হৌক। মথুরাবাসী জনগণের ঐশ্বর্য্যাদি সম্পাদন করাই আপনার উদ্দেশ্য; অতএব আপনার জয় হৌক। আপনি নানাবিধ বিলাস দ্বারা নগর-বাসী লোকদিগকে আনন্দিত করিয়া থাকেন। আপনি নগরবাসিনী রমণীদিগের মন ভুলাইতে একান্ত দক্ষ। আপনি রজকের সহিত কংসের বসন সকল গ্রহণ করিয়াছেন। তন্তুবায় আপনার শোভা সম্পাদন করিলে, আপনি চতুর্ভুজাদি দান করিয়া তাহারও শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভক্তগণের উপর আপনি করুণারাশি বর্ষণ করিয়া থাকেন। আপনি মালাকারের মনো-বাঞ্ছা পূরণ করিয়াছেন। কুব্জাদত্ত চন্দন দ্বারা আপনি নিজ শরীরে বিচিত্র অনুলেপন করিয়াছিলেন। কুব্জার বক্রতা কার্য্যে আপনার আশ্চর্য্যবোধ হইয়াছিল। কংসের যজ্ঞীয় ধনুক কোথায় আছে, আপনি ইহার প্রশ্ন করিয়া-

কংসধনুর্মখধনুরনুভঙ্গদ ! ।
তদসহনোদ্ধতযোদ্ধৃষু ভঙ্গদ ! ॥
হস্তিপমনু নিজবর্ত্ম সমর্দ্দক ! ।
তস্মিন্ ধৃতরুষি হস্তিবিমর্দ্দক ! ॥ (ঘ)
ভ্রাত্রা সহ করিদন্তবিভূষণ ! ।
রঙ্গং প্রবিশন্ ভোজবিভূষণ ! ॥
গজরক্তাদিভিরঙ্গং পরিচিত ! ।
বহুবিধভাবৈর্বিবিধং পরিচিত ! ॥ (ঙ)

কংসমখস্থিতধনুষোঽনুযোজক তৎকুত্রাস্তীতি প্রশ্নকারক সুখশতং যোজয়তি সঙ্গময়তি হে স ! । ধনুষোঽনুভঙ্গদ ! অনুহীনে তুচ্ছরূপেণ ভঙ্গং দদাতীতি হে স। ধনুষো ভঙ্গস্যাসহনে উদ্ধতা যে যোদ্ধার স্তেষু ভঙ্গং দদাতি তৎপরাজয়কারক ! । হস্তিনমনু লক্ষীকৃত্য নিজস্য বর্ত্ম পন্থানং সম্যক্ যাচক ! ধৃতা রুট্ ক্রোধো যেন তস্মিন্ হস্তিপে সতি হস্তিবিমর্দ্দক হস্তিনাশক ! ॥ গ—ঘ ॥
ভ্রাত্রা রামেণ হস্তিদন্তো বিভূষণং যস্য। ভোজং ভোজকুলং বিভূষয়তি শোভয়তীতি হে স। অঙ্গং পরিচিত অঙ্গং ব্যাপিতবৎ বহুবিধভাবৈঃ সর্ব্বরসকদম্বৈ বিবিধং মিত্রশত্র্বাদিরূপং যথাস্যাৎ তথা পরিচিত পরিচয়ং প্রাপ্ত ! ॥ ঙ ॥

ছিলেন। নগরবাসী লোকদিগকে আপনি অসীম সুখ সংযোগ করিয়া থাকেন। আপনি তাচ্ছীল্য করিয়া কংসের যজ্ঞধনুভঙ্গ করিয়াছেন। যে সকল গর্ব্বিত যোদ্ধা সেই ধনুর্ভঙ্গ সহ্য করিতে পারে নাই আপনি তাহাদিগকেও পরাজয় করিয়াছেন। হস্তিপককে লক্ষ্য করিয়া আপনি সম্যক্‌রূপে আপনার পথ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই হস্তিপক রাগান্বিত হইলে আপনি সেই হস্তীকে মর্দ্দন করিয়াছিলেন। বলরামের সহিত আপনি করিদন্তদ্বারা বিভূষিত হইয়াছিলেন। আপনি রঙ্গে প্রবেশ করিয়া ভোজকুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। গজরক্তাদি দ্বারা আপনার অঙ্গব্যাপ্ত হইয়াছিল। বিবিধ ভাবে বা সকল প্রকার

জগতি সমন্তাদপ্রতিমল্লক ! ।
কংসাগ্রে হততৎপ্রতিমল্লক ! ॥
সদসি সমস্তে নাস্তিসমোহন ! ।
মল্লনটনকৃতবিশ্ববিমোহন ! ॥ (চ)
কংসজ গুরুনিন্দনকম্পাকুল ! ।
দৃষ্টিবিকীর্ণদ্যুতিশম্পাকুল ! ॥
প্লুতিলীলাকৃতমঞ্চক্ষোভক ! ।
ক্রীড়াবিক্রমকংসক্ষোভক ! ॥ (ছ)

অপ্রতিমল্লক ন বিদ্যতে প্রতিমল্লো যস্য। হতা স্তদীয়াঃ প্রতিমল্লা যেন হে স। সমস্তে সদসি সভায়াং নাস্তি সমমূহনং বিতর্কো যস্য উপমারহিত ! মল্লনটনেন কৃতং বিশ্বস্য মোহনং যেন হে স ॥ চ ॥

কংসেন জাতং যৎ গুরুজননিন্দনং তেন যঃ ক্রোধেন কম্প স্তেন আকুল বিক্ষিপ্ত ! । দৃষ্ট্যা বিকীর্ণা দ্যুতিঃ কান্তির্যস্যা সা চাসৌ শম্পা বিদ্যুচ্চেতি তাং আকুলয়তি পরাভবতি অতিচঞ্চলনেত্র ! । প্লুতিলীলয়া গতিখেলয়া কৃতমঞ্চস্য ক্ষোভো যেন, ক্রীড়য়া যো বিক্রম আস্ফালনং তেন কংসস্য ক্ষোভশ্চাঞ্চল্যং যেন হে স ! ॥ ছ ॥

রসদ্বারা আপনি শত্রু মিত্ররূপে পরিচিত। জগতের চারিদিকে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই। আপনি কংসের সম্মুখে তাহার প্রতিমল্লদিগকে বধ করিয়াছেন। সমস্ত সভার মধ্যে আপনার সম্বন্ধে সমান তর্ক করিতে কেহই পারে নাই, অর্থাৎ আপনি উপমারহিত। আপনি মল্লবেশে নৃত্য করিয়া বিশ্ব মোহিত করিয়াছেন। কংসকৃত গুরুজনের নিন্দা শুনিয়া আপনার ক্রোধ হয়, এবং সেই ক্রোধজনিত কম্পে আপনি আকুল হইয়াছিলেন। আপনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে দ্যুতি বিকীর্ণ করেন, সেই দ্যুতিরূপ বিদ্যুৎকেও আপনি পরাভব করিয়া থাকেন। আপনি লম্ফনলীলা অবলম্বন করিয়া মঞ্চস্থলের ক্ষোভ জন্মাইয়া দিয়াছেন। আপনি ক্রীড়া করিতে করিতে যে আস্ফালন

সহসা মঞ্চাৎ কংসনিপাতক ! ।
তেন ধ্বস্তত্রিজগৎপাতক ! ॥
অখিলজনানাং দুঃখবিমোক্ষদ ! ।
কংসস্যাপি চ সহসা মোক্ষদ ! ॥ (জ)
মোচিতবসুদেবাদিকবন্ধক ! ।
সাধুসুখং প্রতি ধৃতনির্ব্বন্ধক ! ॥
বিশ্রান্তিং প্রতি কংসাকর্ষক ! ।
ব্যঞ্জিতনিজবলবলয়োৎকর্ষক ! ॥ (ঝ)
কংসপিতরি জিতরাজ্যনিধায়ক ! ।
নিজযশসাখিলশর্ম্মবিধায়ক ! ॥
ব্রজতঃ পোষ্যাখিলনিস্তারক ! ।
পুনরপি চ ব্রজসুখবিস্তারক ! ॥ (ঞ)

সহসা বলাৎ মঞ্চাৎ কংসং নিপাতয়তি ভূমিগতং করোতীতি স, তেন কংসনিপাতনেন ধ্বস্তং ত্রিজগতাং পাতকং তাপো যেন হে স ! । যদ্বা তদ্দৌরাত্ম্যত্বাৎ ত্রিজগতাং পাপোৎ-পত্তেরখিলজনানাং দুঃখস্য বিমোক্ষং দদাতীতি স ॥

অতিপাপিনঃ কংসস্যাপি সহসা বলান্মোক্ষদায়ক ! মোচিতো বসুদেবাদীনাং বন্ধো যেন স। সাধূনাং শ্রীব্রজেশাদীনাং সুখং প্রতি নির্ব্বন্ধ আগ্রহো যস্য হে স। বিশ্রান্তিঘট্টং প্রতি সৎকারার্থং কংসস্যাকর্ষক হে স। তত্র ব্যঞ্জিতো নিজবলয়স্য সবলমণ্ডলস্যোৎকর্ষো যেন হে স ॥ জ—ঝ ॥

কংসপিতরি উগ্রসেনে কংসেন হৃতং যদ্রাজ্যং তস্য নিধানকারক ! । নিজকীর্ত্ত্যা অখিলানাং

করিয়াছিলেন, তাহাদ্বারা কংসের চাঞ্চল্য হইয়াছিল। আপনি সহসা সেই মঞ্চ হইতে কংসকে ভূতলে নিক্ষেপ করেন। সেই কংস নিপতিত হইলে আপনি ত্রিভুবনের পাপ এবং তাপকে দূরীভূত করিয়াছেন। আপনি অখিল লোকের দুঃখ মোচন করিয়া থাকেন। আপনি বলপূর্ব্বক অতি পাপিষ্ঠ কংসকেও মুক্তি দান করিয়াছেন। আপনি বসুদেবাদির বন্ধন মোচন করিয়াছেন। শ্রীব্রজেশ্বর প্রভৃতি সাধুজনের যাহাতে সুখ হয়, তাহার জন্য আপনি আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিাছেন। আপনি বিশ্রান্তি ঘাটে সৎকারের নিমিত্ত কংসকে ও আকর্ষণ

জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় ।
জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় বীর ! ॥ (ট) ॥১১৬ ॥

তদেবং কথকয়োঃ কথয়া বন্দিতাং বন্দনপ্রথয়া চ লব্ধা-ধানপোষাঃ শ্রীকৃষ্ণলাভসন্তত সন্তোষাঃ সর্ব্বে যথাস্বং তদানুকুল্যসুখমর্জ্জয়ামাসুঃ ॥ ১১৭ ॥

শর্ম্মণঃ সুখস্য বিধায়ক হে স। ব্রজতঃ সমূহেন যে পোষ্যাঃ পোষণীয়া অখিলা জনা স্তেষাং নিস্তারক ! পুনরপি ব্রজস্য সুখবিস্তারক হে স ॥ ঞ ॥

জয় জয়েত্যাদি বিরুচ্ছন্দসো বর্ণনারীতিরেতাদৃশীতি জ্ঞেয়া ॥ ট ॥ ১১৬ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ প্রকরণং সমাপয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। বন্দনপ্রথয়া প্রশংসাবিস্তারেণ চ লব্ধোঽবধানেনেন পোষঃ পুষ্টিযেষাং তে। শ্রীকৃষ্ণলাভেন সন্ততং সন্তোষো যেষাং তে। যথাস্বং যথাযোগ্যং তদানুকূল্যসুখং তয়োঃ কথকয়ো স্তেষাং বন্দিনাঞ্চানুকূলতাজনকং সুখমর্জ্জিত-বন্তঃ ॥ ১১৭ ॥

করিয়াছিলেন। সেই স্থানে নিজবল মণ্ডলের উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপনি অবশেষে কংসপিতা উগ্রসেনকে কংস হইতে হৃতরাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন। আপনি নিজের যশোদ্বারা সকলের সুখ উৎপাদন করিয়াছেন। সকলের মধ্যে যে সকল লোক আপনার পালনীয়, আপনি তাহাদের নিস্তার করিয়া থাকেন। পুনর্ব্বার বলি, হে ব্রজের সুখ বিস্তারক ! হে বীর ! আপনার জয় আপনার জয় পুনশ্চ বার বার বলি আপনার কেবলই জয় হৌক * ক—ট ॥ ১১৬ ॥

অতএব এইরূপে কথকদ্বয়ের কথা এবং বন্দিগণের প্রশংসা প্রণালীদ্বারা সকলেই সাবধানে পরিপুষ্ট হইল, এবং শ্রীকৃষ্ণের লাভে অবিরত সন্তোষ হইলে, সকলেই যথাবিধি কথকদ্বয় এবং স্তুতি পাঠকগণের আনুকূল্যকারী সুখ উপার্জ্জন করিয়াছিল ॥ ১১৭ ॥

* এখানে মূল শ্লোকে ১৬টী "জয়" শব্দ আছে। উহাকে "বারবার" বলিয়াই শেষ করা গেল।

অথ লব্ধপ্রথায়াং রাত্রিকথায়াং শ্রীরাধামাধবয়োরগ্রতঃ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—॥ ১১৮ ॥

তদেতৎ প্রমদবৃত্তে স্থিতে প্রতিলবমপি গোকুলং প্রস্থিতে চ তৎপ্রদেশতঃ সন্দেশঃ শ্রীমৎকেশবসদেশমাগতঃ। তত্রা-ন্যেষাং প্রাতঃ প্রস্তোতব্যঃ। সম্প্রতি তু কংসপিতরি রাজ্যার্পণস্য শ্রবনতঃ কিঞ্চিদবাঞ্চিতভয়ময়চিরবিরহক্রমানাং ব্রজরমাণামতিনিভৃতস্বস্তিমুখসম্ভৃতঃ সোঽয়মাকর্ণ্যতাম্ ॥১১৯॥

অথ স্বয়ং রাত্রিকথাং বর্ণয়িতুম্ প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। লব্ধা প্রথা বিস্তারো যস্যাঃ তস্যাং রাত্রিকথায়াম্ ॥ ১১৮ ॥

তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—তদেদিতিগদ্যেন। প্রমদবৃত্তে প্রমদস্য সুখস্য বর্ত্তনে, প্রতিলবং প্রতিক্ষণমপি তস্মিন্ গোকুলং প্রস্থিতে সতি তৎপ্রদেশতঃ গোকুলস্থানাৎ সন্দেশঃ শ্রীকৃষ্ণনিকটমাগতঃ। তত্রান্যেষাং দাস্যাদিভক্তানাং সন্দেশঃ প্রাতঃ প্রস্তোতব্যঃ প্রস্তাববিষয়ঃ স্যাৎ, সম্প্রতিতু উগ্রসেনে রাজ্যার্পণশ্রবণাৎ কিঞ্চিদবাঞ্চিতোঽধরীকৃতো ভয়প্রচুরচিরবিরহক্রমো যাসাং তাসাং ব্রজরমাণাং অতিনিভৃতস্বস্তিমুখসম্ভৃতঃ অতিনিভৃতমতিরহস্যঞ্চ তৎ স্বস্তিমুখঞ্চেতি তেন সম্ভৃতঃ পূর্ণঃ সোঽয়ং সন্দেশঃ শ্রূয়তাম্ ॥ ১১৯ ॥

অনন্তর রাত্রিকালের কথা বিস্তার প্রাপ্ত হইলে শ্রীরাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলিতে লাগিলেন ॥ ১১৮ ॥

অতএব এইরূপ সুখকার্য্য ঘটিলে এবং তাহা গোকুলে উপস্থিত হইলে, সেই গোকুল হইতে শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সম্বাদ হইয়াছিল। তন্মধ্যে দাসী এবং ভক্তগণের সম্বাদ প্রাতঃকালে বর্ণিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি কংসপিতা উগ্রসেনকে যে রাজ্য সমর্পণ করা হইয়াছে, এই কথা শ্রবণে যে সকল রমণীগণের ভয়বহুল চির বিরহক্রম, অল্প মাত্র কমিয়াছিল, সেই সকল ব্রজসুন্দরীগণের অত্যন্ত গোপনীয় এবং স্বস্তিবাচন পূর্ণ সম্বাদ শ্রবণ করুন ॥ ১১৯ ॥

বিরহস্তব গোপালীর্দ্দয়িত ! মিথো যাঃ সপত্নীশ্চ।
রঞ্জয়তি স্ম সমস্তাঃ প্রাণাৎ কথমহহ ! তা বিরঞ্জয়তি ॥ ১২০ ॥
বিপিনং সদনং যাসাং সদনং পিবিনং বভূব গোপীনাং।
তাসাং ত্বদ্বিযুজাং কিং মৃতিজীবনয়োর্ব্বিপর্য্যয়ো ন স্যাৎ ॥১২১॥
যাসাং চন্দনচন্দ্রপ্রভৃতি চ বস্তুপ্রতাপনং ভবতি।
হরিরহিতানাং তাসাং বহ্নিঃ কিং বত ! ন শীততামযিতা ॥১২২॥
বিশ্লেশস্তব ভদ্রঃ ক্লেশং স হরেদ্ভবন্নেব।
আশা সেয়ং ধৃষ্টা ত্বৎস্পৃষ্টা তত্র বিঘ্নমাতনুতে ॥১২৩॥

তাসাং বাক্যং নির্দ্দিশতি—বিরহ ইতি। দয়িত হে স্বামিন্! মিথঃ পরস্পরং যাঃ সপত্নী গোঁপালীঃ সমস্তা স্তা স্তব বিরহো রঞ্জয়তি স্ম, তব সাক্ষাৎকারে সপত্নীত্বব্যবহারঃ, বিরহেতু সর্ব্বা একাবস্থা এব পরস্পরমীপ্যাদ্যভাবাৎ। অহহেতি খেদে। স বিরহ স্তাঃ সর্ব্বাঃ প্রাণাৎ কথং বিরঞ্জয়তি বিযোজয়তি ॥ ১২০ ॥

কিঞ্চ যাসাং গোপীনাং বিপিনং সদনং গৃহং বভূব, তৎ সদনং বিপিনং অতস্ত্বৎসঙ্গরহিতানাং তাসাং মৃতিজীবনয়োঃ কিং বিপর্য্যয়ো ন স্যাৎ বিপিনসদনয়ো বিপর্য্যয়স্য যোগ্যত্বাৎ ॥ ১২১ ॥

কিঞ্চ হরিবিরহহতানাং যাসাং চন্দনাদি বস্তু প্রতাপনং ভবতি। বতেতি খেদে। তাসাং বহ্নিরনলঃ কিং শীততাং শীতলতাং ন অয়িতা গন্তা বহ্নেঃ শীতলত্বে তত্রৈব প্রবেশো বিহিতঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১২২ ॥

কিঞ্চ ভদ্রঃ শুভং তব স বিশ্লেষো ভবন্ উৎপত্তিকাল এবাস্মাকং তৎক্লেশং হরেদেব কিন্তু শীঘ্রমাগমিষ্যামীতি ত্বৎস্পৃষ্টা সেয়ং ধৃষ্টা প্রগল্‌ভা আশা তৎক্লেশহরণে বিঘ্নং বিতনোতি ॥ ১২৩ ॥

হে প্রিয়তম ! তোমার যে বিরহ পরস্পর সমস্ত গোপী এবং সপত্নীদিগকে রঞ্জিত করিয়াছিল, আহা ! এক্ষণে সেই বিরহ কি প্রকারে সকলকে প্রাণ হইতে বিযুক্ত করিবে ॥ ১২০ ॥

যে সকল গোপীগণের অরণ্যই গৃহ হইয়াছিল, এবং সেই গৃহই অরণ্য হইয়াছিল ; অতএব তোমার সঙ্গ বিরহিত সেই সকল গোপীদিগের মরণে এবং জীবনে কি বৈপরীত্য হইবে না ? ॥ ১২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতরা রমণীগণের চন্দ্র এবং চন্দন প্রভৃতি বস্তু তাপপ্রদান করিত। হায় ! তাহাদের কাছে অগ্নি কেন শীতলত্ব প্রাপ্ত হইবে না ? ॥১২২॥

অপিচ, তোমার সেই বিরহ উৎপত্তি কালেই আমাদের সেই ক্লেশ নিশ্চয়ই

ভবতা মর্য্যাদার্থং যঃ খলু পর্য্যাপিতঃ কালঃ।
কালঃ স ভবন্নঘহর! লবশঃ কল্পায় কল্পতেঽস্মাকং ॥ইতি॥১২৪
অত্র চেদং শ্রীরাধাসখীনাং তদনুপদ্যমানং পদ্যম্ ॥ ১২৫ ॥
অঘহর! বিরহব্রণতা ন হি নঃ কৃচ্ছ্রায় তাদৃশে শ্রয়তি।
রাধালবণিমগলনং যদি বলনং তত্র নাপি কুর্ব্বীত ॥ ১২৬ ॥

কিঞ্চ হে অঘহর! মর্য্যাদার্থং ভবতা যঃ কালঃ পর্য্যাপিত ইয়ত্তাং গমিতঃ স কালঃ কালঃ সংহারকো ভবন্ লবশঃ প্রতিক্ষণমস্মাকং কল্পায় নাশায় কল্পতে। যদ্বা ভবন্নিতি সম্বোধনং। স কালো লবশঃ লবে লবে কালে কালে কল্পায় কল্পকালপরিমাণায় কল্পতে ॥ ১২৪ ॥

তত্রাপি শ্রীরাধায়া বৈশিষ্টং বর্ণয়তি—অত্র চেদমিতিগদ্যেন। তদনুপদ্যমানং তাসামনুগম্যমানম্ ॥ ১২৫ ॥

যথা হে অঘহর! তাদৃশাং বিরহব্রণতা নোঽস্মাকং নহি কৃচ্ছ্রায় কষ্টায় শ্রয়তি ভজতে। যদি রাধায়া লবণিম্নো লবণিমায়াঃ প্রতিক্ষণসৌন্দর্য্যাৎ গলনং ক্ষরণং তত্র বিরহে বলনং সংযোগং নাপি কুর্ব্বীত তদেবাস্মাকং কষ্টায়াভূৎ ॥ ১২৬ ॥

অপহরণ করিবে। কিন্তু "আমি শীঘ্র আসিব" এইরূপ তোমার কৃত প্রগল্ভ আশা সেই ক্লেশ হরণে বিঘ্ন বিস্তার করিতেছে ॥ ১২৩ ॥

হে অঘনাশন! আপনি মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যেরূপ কালের ইয়ত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই কাল এখন কাল হইয়া প্রতিক্ষণে আমাদের নাশ করিতে সমর্থ হইতেছে, অথবা ক্ষণে ক্ষণে সেই কাল প্রলয় কালের মত দীর্ঘ হইতেছে ॥ ১২৪ ॥

এইস্থানে রাধিকার সখীদিগের তদ্ভাবানুগত পদ্য আছে ॥ ১২৫ ॥

তদর্থ যথা—হে অঘহর! সেই সকল রমণীগণের বিরহব্রণ, কখনও আমাদের কষ্ট উৎপাদন করে না। কিন্তু যদি রাধিকার প্রতিক্ষণে সৌন্দর্য্যের ক্ষয় হয়, এবং সৌন্দর্য্য ক্ষয় যদি সেই বিরহে সংযোগ না করে; তাহাই আমাদের কষ্ট কর জানিবে ॥ ১২৬ ॥

তত্র কারণমন্যদস্তু (ক) তদিতং তু মহদেব দুঃসহম্ ॥১২৭॥

আনীতং ঘৃতপায়সান্নমনয়া কৃষ্ণায় কিঞ্চিত্ত্বয়া-
(খ) লব্ধব্যং শুক ! তন্ময়া চ মধুরং নাম্না রুতং তন্যতাং।
ইত্থং প্রাতরনূদ্য নিত্যমপি তাং রাধাং মুহুঃ শারিকা
বৃন্দারণ্যনিবাসিনী মধুপুরক্ষ্মানাথ ! তোতুদ্যতে ॥১২৮॥

এবং প্রিয়সখীলেখং বাচকস্য বকীরিপোঃ।
লুম্পৎকল্পস্তদা বাষ্পঃ স্থৈর্য্যকল্পমচীকৢপৎ ॥ ১২৯ ॥

তদ্ব্যঞ্জয়িতুং গদ্যেনাহ—তত্রেতি সুগমম্ ॥ ১২৭ ॥

তদ্বর্ণয়তি আনীতমিতি। হে শুক ! অনয়া রাধয়া কৃষ্ণায় কৃষ্ণং ভোজয়িতুং ঘৃতপায়সান্নমানীতং তৎ কিঞ্চিৎ ত্বয়া লব্ধব্যং ময়াচ লব্ধব্যং কৃষ্ণস্য নাম্না মধুরং রুতং শব্দ স্তস্য তাং বিস্তার্য্যতাং নিবেদনে নামোচ্চারণস্য বিধানাদিতি ভাবঃ। ইত্থং প্রকারেণ নিত্যং প্রাতরনুবাদং কৃত্বা হে মধুপুরক্ষ্মানাথ ! বৃন্দারণ্যনিবাসিনী সা সারিকা তাং রাধাং মুহু স্তত্রাপ্যতিশয়েন ব্যথয়তি ॥ ১২৮ ॥

স্বয়ং কথকঃ কথয়তি এবমিতি। তদা লুম্পৎকল্পঃ লুম্পনং ছেদনং কুর্ব্বন্ বিধির্যস্য স বাষ্পঃ বকরিপোঃ স্থৈর্য্যকল্পঃ স্থৈর্য্যস্য প্রলয়ং অচীকৢপৎ কল্পয়ামাস ॥ ১২৯ ॥

সেই স্থানে অন্যকারণ হয় হৌক ; কিন্তু ইহাই অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইতেছে ॥ ১২৭ ॥

হে শুক ! এই রাধিকা কৃষ্ণকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত ঘৃতমিশ্রিত পায়সান্ন আনয়ন করিয়াছিল, সেই কিঞ্চিৎ দ্রব্য তুমি লাভ করিবে এবং আমিও লাভ করিব এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের নামে মধুর শব্দ বিস্তৃত হৌক হে মধুপুর ভূপতে ! এই প্রকারে নিত্যই অনুবাদ করিয়া বৃন্দাবনবাসিনী সেই শারিকা, সেই রাধিকাকে বারংবার ব্যথিত করিতেছে ॥ ১২৮ ॥

এই প্রকারে প্রিয় সখীর লেখা যখন পূতনানিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধকণ্ঠের মুখে শ্রবণ করেন তখন সেই নেত্রজল কম্পচ্ছেদন করিয়া তাঁহার স্থৈর্য্যের অবসান করিল ॥ ১২৯ ॥

(ক) কারণমন্যদস্ত্বদস্তু। ইত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌর-পাঠঃ।

(খ) লভ্যং তস্য ময়া চ শীঘ্রমনয়োর্নাম্না শুক, স্বস্ত্যতাং ইতি গৌর-বৃন্দাবনানন্দপাঠঃ।

তদেতৎকথারম্ভ এব তাসাং শ্বাসানাং বহির্নিক্রমণমিব বীক্ষ্য স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সোৎকণ্ঠং সমাপয়ন্নাহ স্ম—॥ ১৩০॥

রাধে যোঽয়ং দয়িতস্ত্বয়ি দয়িতঃ কথমনার্দ্রতাময়িতা।
তব তনুলতিকামস্রৈঃ, সিঞ্চতি পশ্যাম্বুদশ্যামঃ ॥১৩১॥

তদেবং মধুরোপসংহারেণ ব্যাহারেণ সর্ব্বমানন্দয়ন্তাবমন্দ-প্রেমানন্দমন্দিরতয়া বন্দিনাবমূ তেন সহ যথাস্বমাবাসং বিন্দতঃ স্ম, শ্রীরাধাগোবিন্দৌ চ কন্দর্পমন্দিরম্ ইতি ॥ ১৩২ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু কংসবিধ্বংসনং
নাম পঞ্চমং পূরণম্ ॥ ৫ ॥

তন্নিশম্য তাসাং প্রাণাপদং দৃষ্ট্বা স্নিগ্ধকণ্ঠো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতি গদ্যেন। শ্বাসানাং প্রাণানাং সোৎকণ্ঠং যথা স্যাৎ ॥ ১৩০ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—রাধে ইতি। হে রাধে সোঽয়ং দয়িতঃ স্বামী ত্বয়ি প্রীতিমান কথমনার্দ্রতাং গন্তা যতোঽম্বুদশ্যামঃ শ্রীকৃষ্ণো হস্রৈর্নেত্রজলৈস্তব তনুলতাং সিঞ্চতি পশ্য ॥ ১৩১ ॥

সমাপনরীতিং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। মধুরসোপসংহারো যত্র এবম্ভূতেন বাক্যেন সর্ব্বং হর্ষয়ন্তৌ উৎকৃষ্টপ্রেমানন্দাশ্রয়তয়া অমূ বন্দিনৌ কথকৌ তেন সর্ব্বেণ সহ স্ব স্ব গৃহং লেভাতে। কন্দর্পমন্দিরং রতিগৃহং ॥ ১৩২ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরচম্প্বাং পঞ্চমং পূরণম্ ॥ ৫ ॥

অতএব এইরূপে কথার উপক্রমেই সেই সকল গোপীদিগের শ্বাস যেন বহির্গত হইয়াছে দেখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠ উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক কথা সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১৩০ ॥

হে রাধিকে! তোমার এই স্বামী তোমার উপর অনুরক্ত থাকিয়া কিরূপে কঠিন ভাব অবলম্বন করিবেন। কারণ ঐ দেখ নব ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ নেত্রজল বর্ষণ করিয়া তোমার তনুলতা সিক্ত করিতেছেন ॥ ১৩১ ॥

অতএব এই প্রকারে ঐ দুইজন কথক বাক্যদ্বারা মধুর রস উপসংহার করত, সকলকে আনন্দিত করিয়া এবং বহুল প্রেমানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া সেই সকল লোকের সহিত যথাযোগ্য স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়াছিল; অপিচ শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকাও কন্দর্প মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৩২ ॥

ইতি শ্রীউত্তরগোপালচম্পূ কাব্যে কংসবধ নামক পঞ্চম পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥

ষষ্ঠং পূরণম্।

নন্দবিসর্জ্জনম্।

অথ শ্রীগোবিন্দকৃতমহসি ব্রজেন্দ্রসদসি প্রাতঃ কথা প্রথামাপ। যত্র মধুকণ্ঠ উবাচ ॥ ১ ॥

তদেবং কংসমারণানন্তরমুচ্চাবচবারণায় যত্র কুত্রচিদ্‌-গতযাদবকুলাকারণায় সমুদ্ভূতকংসপক্ষনির্হারণায় চ ব্রজাগমনায়ালব্ধাবসরে কংসহরে তৎপর্য্যন্তবৃত্তং প্রতিলবমপি শ্রবসি বৃত্তং

শ্রীমদুত্তরচম্প্বাস্ত ততঃ ষষ্ঠকপূরণে।

শ্রীব্রজেশং ব্রজে প্রেষ্য শ্রীকৃষ্ণঃ কষ্টমাযয়ৌ ॥ • ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ প্রস্তাবান্তরং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। শ্রীগোবিন্দেন কৃতং মহো দীপ্তির্যত্র তস্মিন্ প্রথাং বিস্তারং প্রাপ্তা যত্র মধুকণ্ঠোঽবাদীৎ ॥ ১ ॥

তং প্রস্তাবং মধুকণ্ঠঃ কথয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন।.অয়ং শ্রেষ্ঠোঽগ্রে আননীয়ঃ অয়ং কনিষ্ঠঃ পরত্র আননীয় ইত্যেবং যদুচ্চাবচং তস্য বারণায় যত্র কুত্রচিদ্‌গতযাদবকুলানাং আহ্বানায় ব্রজং পিপীড়য়িষতাং সমুদ্ভূতকংসপক্ষাণাং নির্হারণায়চ ব্রজাগমনায় ন লব্ধোঽবসরো যস্য তস্মিন্

মনোহর উত্তর গোপালচম্পূ কাব্যে শ্রীব্রজরাজকে ব্রজে প্রেরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে কষ্ট পাইয়াছিলেন, ষষ্ঠপূরণে তাহাই বর্ণিত হইবে।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণবিরাজিত ব্রজরাজ সভায়, প্রাতঃকালের কথা বিস্তারিত হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে মধুকণ্ঠ বলিয়াছিল যথা—॥ ১ ॥

অতএব এই প্রকারে কংসবধের অনন্তর "ইনি শ্রেষ্ঠ ইঁহাকে অগ্রে আনয়ন করিবে. ইনি কনিষ্ঠ, ইহাঁকে পরে আনয়ন করিবে" এইরূপ উচ্চারণ নিবারণের নিমিত্ত, যে কোন স্থানে অবস্থিত যাদবদিগকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত এবং ব্রজপীড়নেচ্ছু হইয়া সমুৎপন্ন কংসপক্ষীয়দিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত, কংস-বিনাশী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আসিতে অবসর উপস্থিত হইলে, উপানন্দ প্রভৃতি

কুর্ব্বতামুপনন্দাদীনাং সানন্দানামপি বিলম্বাশঙ্কাশঙ্কুসঙ্কুলানাং সন্দেশঃ প্রবিবেশ যথা ॥ ২ ॥

হরের্মাতা ভক্তং তদবধি ন ভুঙ্ক্তে তদনুগা-
স্তথা তস্মিন্ গোপাঃ প্রতিমুহুরুপায়াতিবিধুরাঃ।
কিমন্যদ্বক্তব্যং ব্রজমনুগতং যৎপশুকুলং
বনস্থং যদ্বা তন্নিখিলমিহ শীর্য্যদ্বিলপতি ॥ ইতি ॥ ৩ ॥

অথ কুতশ্চিন্মনঃস্থসঙ্কোচতঃ সম্প্রতি প্রতিগমনাদ্বিরম্য ভাবিলীলাসূচনদেবর্ষিবচনস্মরণাত্তদেব চ নিয়ম্য সহমানতাং বহন্নপি তদেবং নিশম্য সম্যগুৎসুকতয়া গম্যমেবেতি মনঃ পুনঃ

কংসহরে কৃষ্ণে সতি প্রতিলবং প্রতিক্ষণমপি শ্রবসি কর্ণে বৃত্তং বৃত্তান্তং কুর্ব্বতাং বিলম্বাশঙ্কৈব শঙ্কুঃ কাল স্তেন সঙ্কুলানাং ব্যাপ্তানাং সন্দেশবাক্যং ॥ ২ ॥

তৎ সন্দেশবাক্যং বর্ণয়তি--হরেরিতি। তদবধি ভক্তমন্নং ন ভুঙ্‌ক্তে। তথা তদনুগা অপি ন ভুঞ্জতে তস্মিন্ ব্রজে গোপা উপায়ে প্রাণধারণোপায়ে অতিবিধুরা অতিখণ্ডিতা বর্ত্তন্তে। ইহ সময়ে শীর্য্যৎ বিশীর্ণীভবৎ বিলপতি রোদিতি ॥৩॥

অনন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। মনসি তিষ্ঠতি মনঃস্থঃ স চাসৌ সঙ্কোচশ্চেতি তস্মাৎ প্রতিগমনাৎ পুনর্ব্রজযানাৎ বিরতো ভূত্বা ভবিষ্যতাং লীলানাং সূচনং

সকলেই সেই পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত প্রতিক্ষণে কর্ণগোচর করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বিলম্বাশঙ্কারূপ শঙ্কুদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে, তাঁহাদের নিকটে সম্বাদ আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২ ॥

তদবধি শ্রীকৃষ্ণের জননী অন্ন ভোজন করেন না, এবং তাঁহার অনুচরগণও অন্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ব্রজবাসী গোবৃন্দ অন্ন ভোজন করে না। সুতরাং তাহাদের প্রাণ ধারণ করা নিতান্ত কষ্টকর হইয়াছে। অধিক আর কি বলিব, ব্রজস্থিত যে সকল পশুকুল, অথবা বনবাসী পশুসকল ও বিশীর্ণ হইয়া বিলাপ করিতেছে ॥ ৩ ॥

অনন্তর সম্প্রতি কোন এক প্রকার মানসিক সঙ্কোচভাববশতঃ প্রতি গমন হইতে বিরত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যৎলীলা সূচক দেবর্ষি নারদের

সঙ্গম্য সোঽয়ং ব্রজপ্রাণব্রজঃ স্বাগ্রজং রহো নির্ব্ব্যাজং ব্যাজহার। আর্য্য! অত্রভবতাত্র সাহায্যং ধার্য্যতাং। অহং পুনর্ব্রজমেব ব্রজানীতি। স পুনঃ সাস্রমুবাচ;— ভ্রাতর্ভবন্তং বিনা মম সর্ব্বং বিনাশমায়াতীতি ন ময়া কিমপি স্যাৎ। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—তর্হি কিং কার্য্যং?। স উবাচ— যদূনুগ্রসেনানুগতান্ বিধায় দ্রুতমুভাভ্যামেবাবাভ্যাং গোকুলং গন্তব্যং। তদিদং ময়াপি ভব্যং নিবেদয়িতব্যমাসীৎ দিষ্ট্যা স্বয়মেব দিষ্ট্যা তদুট্টঙ্কিতম্॥ ৪॥

যদ্দেবর্ষিবচনং তস্য স্মরণাৎ তদেবচ নিশম্য অঙ্গীকৃত্য ব্রজবিরহদুঃখস্য সহনাৎ বহন্নপি স্থিরঃ। তদেবং ব্রজীয়সন্দেশং নিশম্য শ্রুত্বা ব্রজস্থানং ময়া গম্যমেবেতি পুনঃ পুনঃ মনঃ সংগম্য সোঽয়ং ব্রজপ্রাণব্রজঃ ব্রজজনস্য ব্রজো গতিঃ স্বাগ্রজং রামং রহো নির্জ্জনস্থানে নির্ব্ব্যাজমকপটং ব্যাজহার উক্তবান্। আর্য্য হে পূজ্য তত্রভবতা মান্যেন অত্র মথুরায়াং সাহায্যং ধার্য্যতাং পুষ্যতাং ব্রজানি গচ্ছানি। স রামঃ সরোদনং যথা স্যাৎ। সর্ব্বং বলমন্ত্রণাদিকং আগচ্ছতে অতো ময়া ন কিমপি স্যাৎ সাহায্যং। দূরত এব কিং কর্ত্তব্যং উগ্রসেনস্যানুবর্ত্তিনো বিধায় দ্রুতং শীঘ্রং তদিদং ভব্যং মঙ্গলং ময়াপি নিবেদয়িতব্যং। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন স্বয়মেব ত্বয়া আনন্দেন তদুট্টঙ্কিতং উত্থাপিতম্॥ ৪॥

বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাই অঙ্গীকার করিলেন। কিরূপে ব্রজ বিরহদুঃখ সহ্য করিতে হইবে, তাহাও বহন করিয়া এবং ঐ প্রকার ব্রজসম্বাদ করিয়া, সম্যক্ উৎকণ্ঠিতভাবে “আমি ব্রজে নিশ্চয়ই গমন করিব” এইরূপে পুনর্ব্বার চিত্তসংযম করিলেন। এইরূপ ভাবিয়া ব্রজবাসী জনগণের উপায় স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় অগ্রজকে নির্জ্জনে অকপটে বলিয়াছিলেন। আর্য্য! আপনি এই মথুরাতে আমার সাহায্য সম্পাদন করুন। আর আমি ব্রজেই গমন করি। বলরাম পুনরায় সজল নয়নে বলিলেন, ভাই! তুমি ব্যতীত আমার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, অতএব আমাদ্বারা কোন কার্য্যই হইতে পারে না; সুতরাং সাহায্য করা দূরের কথা। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তবে কি করিতে হইবে। বলরাম কহিলেন, সমস্ত যাদবদিগকে উগ্রসেনের অনুবর্ত্তী করিয়া আমরা উভয়েই শীঘ্র গোকুলে

অথ শ্রীকৃষ্ণস্তেন সাকং শ্রীবসুদেববিনাকৃতযদুকুলবিরাজমানযদুরাজসভায়াং গত্বা ক্ষণাদবসরঞ্চ মত্বা তদিদং নিবেদনমুদ্রয়া বেদয়ামাস। মম কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তিরস্তীতি ॥

সর্ব্বে সসম্ভ্রমমূচুঃ—কামমাজ্ঞাপ্যতাম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—সম্প্রতি ভবন্তঃ সর্ব্বে স্বভবনমেব সমাগতবন্তঃ। রাজমহাশয়শ্চ নিজরাজাসনমেবাসনং বিধায় যথাপূর্ব্বং ভবতাং পর্ব্ব বিতনিতারঃ (ক)। ময়া পূর্ব্বমপীদং নিবেদনং চক্রে। যন্মহ্যং রাজ্যং ন রোচতে কিন্তু মম বৃন্দাবনমেব সুখবৃন্দায় কল্পত ইতি ॥ ৫ ॥

তত্র রাজাজ্ঞাং প্রার্থয়িতুং যন্নিবেদিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথ শ্রীকৃষ্ণ ইতি গদ্যেন। তেন সাকং রামেণ সহ শ্রীবসুদেবেন বিনাকৃতং বিরহিতং যৎ যদুকুলং যদুসমূহ স্তেন বিরাজমানা যা যদুরাজসভা তস্যাং গত্বা নিবেদনমুদ্রয়া কৃতাঞ্জলিপুরস্কারেণ জ্ঞাপিতবান্। সসম্ভ্রমং মান্যতাসহিতং যথা স্যাৎ যথাপূর্ব্বং পূর্ব্বকালে যথা পর্ব্ব সুখং বিতনিতারঃ বিশেষেণ তনিতুং বিস্তারয়িতুং শীলমেষাং তে। পূর্ব্বসময়েঽপি চক্রে কৃতং। সুখবৃন্দায় সুখসমূহস্য জনকায় কল্পতে ॥ ৫ ॥

গমন করিব। অতএব এইরূপ শুভবিষয় আমিই বলিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমিই স্বয়ং আনন্দে এই বিষয় উত্থাপন করিয়াছ ॥ ৪ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত শ্রীবসুদেববিরহিত ও যাদবগণ কর্ত্তৃক বিরাজিত যদুরাজের সভায় গমনপূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যে অবসর বুঝিয়া নিবেদনমুদ্রা বা কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক এই কথা নিবেদন করিলেন। আমার কিছু নিবেদন আছে। তাহা শুনিয়া সকলে সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিল, স্বেচ্ছাক্রমে আজ্ঞা কর। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সম্প্রতি আপনারা সকলেই স্ব স্ব ভবনে আগমন করিয়াছেন; এবং রাজা মহাশয়ও নিজ রাজসিংহাসনকে আসন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদের সুখ বিস্তার করিবেন। আমি পূর্ব্বেই ইহা নিবেদন করিয়াছিলাম যে, আমার রাজ্য রুচিকর নহে, কিন্তু আমার বৃন্দাবনই সুখরাশি বর্দ্ধন করিবে ॥ ৫ ॥

(ক) পর্ব্ব বিততার। ইতি আনন্দ পাঠঃ।

তদেবমবধায় মুখাবলোকনং ব্যতিবিধায় সৎসু সভাসৎসু বিকদ্রুনামা যদুবৃদ্ধঃ সমৃদ্ধক্ষোভমাচচক্ষে। পূর্ব্বমস্মাকমেকঃ কংসকঃ এব ধ্বংসক আসীৎ। তদ্বলাদন্যে পুনরস্মাভির্ন গণ্যেষু কৃতাঃ। ভবতা প্রমাপিতে তু তস্মিন্ প্রচুরপ্রমাণাস্তদ্বিধা জাতাঃ। যতো জরাসন্ধাদয়স্তৎসম্বন্ধাহিতনির্ব্বন্ধাঃ কোটয়ঃ প্রসারিতশস্ত্রকোটয়ঃ সন্তি। তস্মাদ্ভবন্মাত্রাশ্রয়-প্রণয়নীয়প্রাণত্রাণযাত্রা যদবঃ স্বয়ং যথাবদবস্থাপ্যন্তাং সংস্থাপ্যন্তাং বা ॥ ৬ ॥

তদেতন্নিশম্য সর্ব্বেষু ক্ষুভিতেষু বিকদ্রুনামা যদুর্যদবোচৎ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। মুখাবলোকনং ব্যতিবিধায় পরস্পরং মুখদর্শনং কৃত্বা সমৃদ্ধক্ষোভং সম্যক্ ঋদ্ধঃ বৃদ্ধঃ ক্ষোভো যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ তথাবদৎ। ধ্বংসকো বিনাশকঃ। তদ্বলাৎ কংসবলাৎ অন্যেন গণনীয়াঃ কৃতাঃ প্রমাপিতে মারিতে কংসে সতি প্রচুরপ্রমাণা প্রচুরাণি বহূনি প্রমাণানি বলিষ্ঠত্বে মর্য্যাদা যেষাং তে তদ্বিধাঃ কংসতুল্যাঃ তৎসম্বন্ধাহিতনির্ব্বন্ধ তস্য কংসস্য শ্বশুরাদিতয়া সম্বন্ধেন আহিতো নির্ব্বন্ধ আগ্রহঃ যেষাং তে কোটিসংখ্যকাঃ প্রসারিতাঃ মুক্তনিরর্গলাঃ শস্ত্রকোটয়ো যেষাং তে। ভবন্মাত্রং আশ্রয়ো যত্র প্রণয়নীয়া প্রণয়বিষয়া প্রাণত্রাণযাত্রা প্রাণোপায়ো যেষাং যথাবদবস্থাপ্যন্তাং অবস্থিতাঃ ক্রিয়ন্তাং সংস্থাপ্যন্তাং সংস্থাপিতাঃ ক্রিয়ন্তাং বিনাম্যন্তাং ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়া এবং পরস্পর মুখ দর্শন করিয়া সভাসদ্‌গণ অবস্থান করিলে, বিকদ্রু নামে একজন বৃদ্ধ যাদব অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত বলিতে লাগিল। পূর্ব্বে আমাদের একমাত্র কংসই ধ্বংসকারক হইয়াছিল। সেই কংসের বলে আমরা অপরকে গণনাই করি নাই। কিন্তু তুমি সেই কংসকে নিধন করিলে পর কংসতুল্য কতিপয় লোকের নিজেকে বলিষ্ঠ ভাবিয়া অত্যন্ত মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যে হেতু কংসের শ্বশুরাদি সম্বন্ধে আগ্রহ স্থাপন করিয়া জরাসন্ধ প্রভৃতি কোটি কোটি লোক কোটি কোটি শস্ত্র বা শস্ত্রের অগ্রভাগ প্রসারণ পূর্ব্বক বিদ্যমান আছে। অতএব এক্ষণে যাদবগণের প্রাণত্রাণের উপায়, প্রণয়পূর্ব্বক কেবল মাত্র তোমাকেই অবলম্বন করিয়াছে। এক্ষণে তুমি স্বয়ং এই যাদবদিগকে যথাবিধি অবস্থাপিত কর, অথবা সংস্থাপিত কর ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ—

"অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভ"ইতি গীর্ব্বাণবাণীসন্দর্ভসাক্ষিতয়া ভবানস্মাকমেব সত্যমপত্যঃ ন তু গোপত্যধিপানামিত্যস্মৎ-প্রত্যবস্থাপনমেব ভবতা প্রত্যহমাচরণীয়ং। তেষামপকার-কারকশ্চ ন কশ্চন সম্প্রতি ভাতীতি যথাভব্যং স্যাত্তথা ব্যবহর্ত্তব্যমিতি কিমধিকং মর্ম্মব্যঞ্জনয়া সাধূনাং শক্রজিৎসু পরমধর্ম্মবিৎসু ॥ ৭ ॥

অথ তদেতদতিক্রম্যং নিশম্য সম্যগ্বাচং সংযম্য দুর্ম্মনা ইব তস্মাদপগম্য শ্রীবসুদেবদেবকীভ্যাং ধর্ম্ম্যং হর্ম্ম্যমাগম্য শ্রীরামেণ সমমেব তাবনু নিবেদয়ামাস। শ্রীযৎপিতরাবাজ্ঞা-বিতরায়াবধানমত্রাধত্তাং। তাবূচতুঃ—হন্ত! তৎ কিং?।

পুনস্তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—কিঞ্চেতিগদ্যেন। গীর্ব্বাণবাণীসন্দর্ভসাক্ষিতয়া দেবানাং ব্যাহারস্য যঃ সন্দর্ভঃ সূক্ষ্মতাৎপর্য্যং স এব সাক্ষী যস্য তদ্ভাবতয়া অপত্যং পুত্রঃ, গোপত্যধিপানাং গোপালকপতীনাং ইতি হেতোরস্মাকং প্রত্যবস্থাপনং সুষ্টু পালনং। তেষাং গোপানাং ভাতি প্রকাশতে ভব্যং কুশলং মর্ম্ম তাৎপর্য্যং ॥ ৭ ॥

তৎ শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—অথ তদেতদিতিগদ্যেন। অনতিক্রম্য অতিক্রমানর্হং নিশম্য মৌনীভূয় অপগতো ভূত্বা শ্রীবসুদেবদেবকীভ্যাং সহ ধর্ম্ম্যং হর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং হর্ম্ম্যমিষ্টকা-

---

অপিচ, "ইহার অষ্টম গর্ভ তোমাকে বধ করিবে" এইরূপ দৈববাণী সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া এই বিষয়ে সাক্ষী আছে। তাহাতে সত্যই তুমি আমাদের পুত্র, কিন্তু গোপালক পতিদের তুমি পুত্র নও। অতএব তুমি প্রত্যহই আমাদিগকে উত্তমরূপে পালন করিবে। এক্ষণে সেই গোপদিগের কোনও অপকারক বস্তু বিদ্যমান নাই। অতএব যাহা লাভ হয়, তাহাই তুমি করিবে। সুতরাং সাধুগণের শক্রবিজয়ী পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বিদ্যমান থাকাতে আর অধিক মর্ম্ম কথা বা তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া কি হইবে ॥ ৭ ॥

অনন্তর এইরূপ অনুল্লঙ্ঘনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মৌনাবলম্বন করিলেন। পরে যেন দুঃখিত মনে তাহা হইতে অপসৃত হইয়া শ্রীবসুদেব এবং

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—যদ্‌ব্রজলোকং বিলোকং বিলোক-মাযচ্ছাবঃ ॥৮ ॥

অথ তদেতদবধার্য্য তৌ তূষ্ণীকামেবাপুষ্ণীতাম্।

তৌ হি পূর্ব্বমুগ্রসেনমুকুটবন্ধমনু তদ্বচনপ্রবন্ধমাকর্ণ্য বৈবর্ণ্যমেবাসন্নৌ স্তঃ। যঃ খল্বব্যভিচারিতয়া বৈশম্পায়নাদিভিরপি হরিবংশাদিষু প্রচারিত এবাস্তি। যথা দর্শিতমহং স এব গোমধ্য ইত্যাদি। জানাতে স্ম চ তাবস্য মনোবৃত্তং। যদ্‌ব্রজগমনে লব্ধসঙ্গমনে সর্ব্বমসৌ বিস্মরতীতি। ততশ্চিরাদেবমূচতুঃ;—ততঃ পরিহৃতাবেব চিরলব্ধশ্বাসরূপাভ্যাং যুবাভ্যামাবামিতি তত্রাক্রূরস্য জনন্যা চ বিচারতঃ ক্রূরমিদং

নির্ম্মিতালয়মাগম্য সমং সহ শ্রীবসুদেবদেবক্যৌ অনু লক্ষীকৃত্য। আজ্ঞাবিতরায় আজ্ঞাদানায় অবধানং মনঃসংযোগং কুরুতাম্। হন্তেতি হর্ষে। তৎ কিং কিং প্রকারকং। যদ্‌ব্রজলোকং ব্রজভুবং আবামাগচ্ছাবঃ তং কিম্ভূতং বিলোকং বিগতা লোকা যস্মাৎ প্রায়ঃ সর্ব্বে মথুরায়াং গতবন্ত ইতি পুনর্বিলোকং দীপ্তিরহিতং ॥ ৮ ॥

তদ্বাক্যং শ্রুত্বা তৌ তু চিন্তাব্যাকুলাবভূতামিতি বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তূষ্ণীকাং মৌনতাং। তৌ বসুদেবক্যৌ মুকুটবন্ধং বা রাজ্যাভিষেকং শ্রীকৃষ্ণবচনপ্রবন্ধং রচনাং আসন্নৌ প্রাপ্তৌ ভবতঃ। য স্তদ্বচনপ্রবন্ধঃ অব্যভিচারিতয়া নৈয়ত্যেন প্রচারিতঃ প্রকাশীকৃতঃ। তৌ

দেবকীর সহিত ধর্ম্মযুক্ত অট্টালিকায় আগমন করিলেন। তথায় বলরামের সহিত তিনি ঐ দুইজনকে লক্ষ্য করিয়া নিবেদন করিলেন। শ্রীমান্ পিতা মাতা আজ্ঞাদানের জন্য এইস্থানে মনঃসংযোগ করুন। তাঁহারা দুইজনে কহিলেন, আহা! তাহা কি বল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমরা দুইজনে জনসমাগমশূন্য এবং দীপ্তি বিরহিত ব্রজভূমে গমন করিব ॥ ৮ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য অবধারণ করিয়া বসুদেব এবং দেবকী মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। ইহাঁরা দুইজনে পূর্ব্বেই উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য রচনা শ্রবণ করিয়া মালিন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ বাক্য প্রবন্ধ অব্যভিচরিতভাবে বা নিয়তই বৈশম্পায়নাদিকর্ত্তৃক হরিবংশ

প্রোক্তং। যদ্যত্র ব্রজজনানাং গমনাগমনমস্তি তর্হি ব্রজ এবায়মস্তীতি গমনং বাস্য কথং নিরোধবিষয়ীক্রিয়তে ইতি। অথ সর্ব্বে তস্যা মুখং পশ্যন্তশ্চিরং বিমৃশ্য তস্থুঃ ॥ ৯ ॥

তদেবং সতি পুনর্বিবিক্তমিতাভ্যাং রামাজিতাভ্যামক্ষীণ-মমড়ক্ষীণমিদং নির্ণিক্তং বিবিক্তং। তদিদমাবাভ্যাং সরলতয়া পরমনয়োর্গুরুচরণয়োর্নিবেদিতং। তৎপুনরমূভ্যাং স্বানিষ্টং বিতর্ক্য প্রত্যাদিষ্টং গুর্ব্বাজ্ঞালঙ্ঘনন্তু ন মঙ্গলায় কল্পেত।

পিতরৌ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মনোবৃত্তিং জ্ঞাতবন্তৌ। লব্ধং ব্রজবাসিনাং সংগমনং সংমিলনং যত্র তস্মিন্ অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ চিরাল্লব্ধৌ শ্বাসরূপৌ প্রাণরূপৌ তাভ্যাং যুবাভ্যাং আবাং পরিজ্ঞতাবেব ক্রূরং পরুষং। অস্য কৃষ্ণস্য নিরোধস্য বিষয়ীক্রিয়ত ইতি। চিরং বিমৃশ্যেতি কেনাভিপ্রায়েণ ইয়ং বদতীতি ॥ ৯ ॥

ততঃ কিমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তদেবং সতি পিত্রোঃ পরিদেবনে অক্রূরমাত্রাচ ক্রূরবাক্যশ্রবণে সতি পুনর্নির্জ্জনস্থানং গতাভ্যাং অক্ষীণং পূর্ণং অমড়ক্ষীণং উভয়কর্ত্তৃক মন্ত্রণা যথাস্যাদিদং নির্ণিক্তং পরিষ্কৃতং বিবিক্তং বিচারিতং। অনয়ো গুরুচরণয়োঃ পিত্রোঃ

প্রভৃতি গ্রন্থে প্রচারিত হইয়াছে। যথা—"আমি সেই গোকুলেই আছি" ইত্যাদি। সেই বসুদেব এবং দেবকী শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ মনোবৃত্তি জানিয়াছিলেন। যেহেতু ব্রজ গমন কালে সকলের মিলন হইলে শ্রীকৃষ্ণ সকলেই ভুলিয়া যাইবেন। অনন্তর বসুদেব এবং দেবকী বহুক্ষণের পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ইহার পরে তোমরা দুইজনে বহুক্ষণের পর দুইটি প্রাণবায়ু লাভ করিয়া আমাদের দুইজনকে নিশ্চয়ই পরিহার করিয়াছ। ঐ স্থানে অক্রূরের জননী বিচার করিয়া নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছিল। যদি এইস্থানে ব্রজবাসী জনগণের গমনাগমন হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেই বিদ্যমান আছেন। অতএব কৃষ্ণের গমনই বা কেন নিবারিত হইবে। অনন্তর সকলে তাহার মুখ দেখিয়া, বহুক্ষণ বিচার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

এইরূপ ঘটিবার পর, অর্থাৎ পিতা মাতার বিলাপ এবং অক্রূর জননীর ক্রূর বাক্য শ্রবণ করা হইলে, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম নির্জন স্থানে গমন করিয়া, যাহাতে সম্পূর্ণ রূপে উভয় কর্ত্তৃক মন্ত্রণা হইতে পারে, এইরূপে পরিষ্কার করিয়া বিচার

যদাজ্ঞাপালনায় পরমমর্য্যাদঃ স খলু রঘুবর্য্যঃ প্রাজ্যং রাজ্যমপি পরিত্যজ্য নবভার্য্যয়া সহ রাক্ষসচর্য্যাভীষণমপি বনং বাঢ়মবগাঢ়ং চকার। তদাজ্ঞালঙ্ঘনস্য পরামৃশ্যতে চ ফলং। জরাসন্ধাদয়স্ত্বস্মৎসম্বন্ধেন কৃতানুসন্ধে ব্রজেঽপ্যুৎপাতং পাতয়িষ্যন্তীতি প্রস্তুতমস্তু তাবদপ্রস্তুতমন্যদন্যদপি তস্মাচ্ছ্রী-ব্রজেশচরণসমাধানমেব সাম্প্রতং সাম্প্রতমিতি ॥ ১০ ॥

প্রত্যাদিষ্টং ব্রজাগমননিবারণায়েতিশেষঃ। যদ্গুর্বাজ্ঞাপনায় যদ্গুরোঃ। রঘুবর্য্যঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠং রাজ্যমপিকারান্মাত্রাদিবন্ধুজনমপি নবভার্য্যয়া নবোঢ়য়া সীতয়া সহ রাক্ষসানাং যা চর্য্যা আচরণং প্রাণিহিংসনং তেন ভীষণমপি বনং বাঢ়ং দৃঢ়মবগাঢ়ং অবগাহনং বাসাশ্রয়ং। তস্য গুরোরাজ্ঞা-ত্যাগস্য ফলং পরামৃশ্যতে পরামর্শবিষয়ীভবতি। কৃতোঽনুসন্ধো ঽনুসন্ধানং যস্য তস্মিন্ ব্রজে পাতয়িষ্যন্তি নিক্ষেপয়িষ্যন্তীতি প্রস্তুতমস্তু। অন্যদন্যৎ প্রস্তুতমপি আপতিষ্যতি সাম্প্রত মধুনা। সাম্প্রতং যোগ্যং ॥ ১০ ॥

করিতে লাগিলেন। আমরা কিন্তু দুইজনে পূজ্যপাদ জনক জননীর নিকটে প্রবলভাবে এই কথা নিবেদন করিয়াছিলাম। কিন্তু জনক জননী আপনাদের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া, যাহাতে ব্রজে গমন না হয়, তাহার জন্য ঐ কথা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অথচ গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেও মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। দেখুন, যে গুরুজনের আজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্ত, গুরুজনের পরম মর্য্যাদাবেত্তা সেই রঘুপতি রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট রাজ্য, মাতা এবং স্বজনবর্গ পরিত্যাগ করিয়া,নববিবাহিতা পত্নী জানকীর সহিত,প্রাণিহিংসক ভীষণ রাক্ষসসঙ্কুল অরণ্যে দৃঢ়রূপে বাসাশ্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘনের ফল পরামর্শ করা যাইতেছে! জরাসন্ধ প্রভৃতি জীবগণ আমাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ব্রজে উপদ্রব করিবে। অতএব এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয় থাক, অন্যান্য অপ্রস্তাবিত বিষয়ও উপস্থিত হইতে পারিবে। এই কারণে এক্ষণে শ্রীমান্ ব্রজ-রাজের চরণালম্বনই উপযুক্ত দেখিতেছি ॥ ১০ ॥

তদেবং মন্ত্রং বিধায় শ্রীব্রজেশিতুরনসাং সমূহং সন্নিধায় তাভ্যাং তস্য পরিসরঃ সমাগম্য চ প্রণম্য সম্যগাসনমাস্থিতয়োস্তয়ো রাম এব তস্মিন্ সদসি যদ্বৃত্তং তৎপ্রবৃত্তং চক্রে।

তত্র স্বয়ং কৃষ্ণস্তু পিতৃপিতৃব্যাদীনপি (ক) সবিনয়ং পশ্যন্ কিঞ্চিদ্বিহসন্নিব তস্য শেষমাহ স্ম। হন্ত! কাদাচিৎকীমাকাশবাণীং প্রমাণীকৃত্য ময়ি নিজদেবকীপুত্রতামপি তে সূচয়ন্তি তদন্তর্গতং স্বমতং কারণং তু নাবতারয়ন্তীতি॥ ১১ ॥

এবং মন্ত্রণাং কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। অনসাং শকটানাং সমূহং সন্নিধায় নিকটং কৃত্বা তস্য ব্রজেশিতুঃ পরিসরো নিকটস্থভূমিঃ সঙ্গতঃ। সম্যক্ প্রকারেণাসনমাস্থিতয়োরুপবিষ্টয়ো স্তয়োর্ম্মধ্যে রাম এব যদ্বৃত্তং বৃত্তান্তং তৎ প্রবৃত্তং গোচরং চক্রে। পিতা শ্রীব্রজরাজঃ পিতৃব্যৌ সুনন্দনন্দনৌ তদাদীন্ তস্য রামবাক্যস্য শেষমবশিষ্টভাগং। হন্তেতি খেদে। কাদাচিৎকীং কদাচিদ্ভবাং নিজস্য মম দেবকীপুত্রতাং তে যদবঃ তদন্তর্গতং আকাশবাণ্যন্তর্ম্মধ্যং স্বস্য মম মতং কারণন্তু দ্বিভুজরূপতয়াবির্ভবনং নাবতারয়ন্তি প্রকাশয়ন্তীতি ॥ ১১ ॥

অতএব এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া শ্রীমান্ ব্রজরাজের শকট সমূহ নিকটবর্ত্তী করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ব্রজরাজের নিকটস্থ ভূমিতে গমন করিলেন। তথায় আগমন ও নমস্কার করিয়া বলরামই সম্যক্‌রূপে আসনে সমাসীন জনক জননীর নিকটে, সেই সভায় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কর্ণগোচর করিলেন, কিন্তু সেইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সবিনয়ে পিতা এবং পিতৃব্যদিগকে দর্শন করিয়া, যেন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলরামের অবশিষ্ট বিষয় বলিতে লাগিলেন। হায়! ঐ সকল যাদবগণ (কোন সময়ে যে দৈববাণী হইয়াছিল) তাহাকে প্রমাণ করিয়া, আমি যে নিজে দেবকীর পুত্র, ইহাই সূচনা করিতেছেন। কিন্তু আকাশ বাণীর অন্তর্গত, আমার অভিমত কারণ (অর্থাৎ আমি যে দ্বিভুজ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলাম) ইহা প্রকাশ করেন নাই॥ ১১ ॥

(ক) পিতৃব্যাদীনপি। ইতি আনন্দগৌর-বৃন্দাবনপাঠঃ।

অথৈতাবৎ কথিতবতি মধুকণ্ঠে স্নিগ্ধকণ্ঠশ্চিন্তয়তি স্ম—বস্তুতঃ খল্বয়মনুগতাচিন্ত্যশক্তিতয়া শ্রীদেবক্যাং চতুর্ভুজরূপেণ শ্রীযশোদায়ান্তু দ্বিভুজরূপেণ স্ফুরতি স্ম। "ফলেন ফলকারণমনুমীয়ত" ইতি ন্যায়েন। যদা তু কংসভয়াশ্চতুর্ভুজরূপাচ্ছাদনায় দেবকীচ্ছাজায়ত তদা তু কংসভয়াশ্চতুর্ভুজরূপমন্তর্ভূতং বিধায় তত্রাবির্ব্বভূবেতি পূর্ব্বচম্পূমনু (ক) শ্রীভাগবতানুগতযুক্তিভিরুক্তিভিঃ স্থাপিতং। তত্তু ন পূর্ব্বমুভয়ত্রাপি জ্ঞাতমাসীদিতি। অথ স্পষ্টং সস্মিতমাচষ্ট—কথং তে স্বয়মপি কারণমবতারয়েয়ুঃ। অবতারিতে তু তস্মিন্ বসুদেবেনাপহৃতাপত্যস্য গোপত্যধিপস্য ন্যায়ঃ সত্যঃ স্যাদিতি। ভবতু ব্রজপতিনা তত্র কিং প্রতিপন্নম্॥ ১২॥

আপাতত স্তন্নিশম্য ব্রজরাজসভাসদাং বিষণ্ণতাং বীক্ষ্য স্নিগ্ধকণ্ঠশ্চিরং চিন্তয়িত্বা যদকথয়ৎ তদ্বর্ণয়তি—অথৈতাবদিতিগদ্যেন। অনুগতা অচিন্ত্যশক্তি র্যস্য তদ্ভাবতয়া ফলেন দেবক্যা ঐশ্বর্য্যভাবেন যশোদায়াঃ মাধুর্য্যভাবেন ফলস্য পুত্রৈশ্বর্য্যস্য দ্বিতীয়ে সামান্যপুত্রস্য কারণং অনুমীয়তে অনুমানবিষয়ীভূয়তে। শ্রীভাগবতস্যানুগতা যুক্তি র্যাসু তাভিরুক্তিভির্ব্বচনৈঃ। তত্তু নাপূর্ব্বং নাশ্চর্য্যং উভয়ত্রাপি মাতরি মতং তদাবির্ভাবস্বরূপং। সস্মিতং মন্দহাসসহিতং যথা স্যাৎ। তে যদবঅবতারয়েয়ুঃ প্রকাশয়েরন্। অপহৃতাপত্যস্য অপহৃতং অপত্যং যোগমায়াংশকন্যারূপং যস্য তস্য গোপত্যধিপস্য শ্রীযশোদাপত্যু ন্যায় উচিতঃ সত্যঃ স্যাৎ যং পরিবর্ত্তয়তি তত্রাধিকারোঽস্যাস্য ইতি ভাবঃ। কিং প্রতিপন্নং অবগতমঙ্গীকৃতং বা॥ ১২॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ এই পর্য্যন্ত কথা বলিলে পর স্নিগ্ধকণ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিল। বাস্তবিক কিন্তু নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অচিন্তনীয়। যেরূপ নিয়মে "ফল দ্বারা কারণ অনুমান করা গিয়া থাকে;" সেই নিয়মে এই অচিন্তনীয় মহত্ত্বসম্পন্ন শ্রীহরি; দেবকীর ঐশ্বর্য্যভাব ফলে শ্রীদেবকীতে চতুর্ভুজ রূপে, এবং যশোদার মাধুর্য্যভাব ফলে শ্রীযশোদাতে দ্বিভুজরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে সময়ে কংসের ভয়ে চতুর্ভুজ রূপ আচ্ছান করিবার জন্য দেবকীর ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই

(ক) পূর্ব্বচম্পাং তৃতীয়পূরণে জন্মলীলায়াং দ্রষ্টব্যম্।

মধুকণ্ঠ উবাচ—তচ্ছ্রুত্বা তু ব্রজনৃপতির্ব্বহিরবিহতং বিহস্য তদন্যথা অধ্যবস্যতি স্ম।

"অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ" ইতি কংসং প্রত্যাকাশবাণী।

"কিং ময়া হতয়া মন্দ! জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক্ব বা পূর্ব্বশত্রুর্ম্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা" ॥

ভাঃ ১০।৪।১২।

ইতি দেবীবাণ্যা ব্যভিচারিতা। অব্যলীকতাপর্য্যবসিত-ভাষিণানকদুন্দুভিনা চ মাং প্রতি নির্দ্বন্দ্বমিত্থমেবোক্তম্।

তস্মিন্ প্রশ্নে মধুকণ্ঠো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—তচ্ছ্রুত্বেতিগদ্যেন। বহিরবহিতং অবধানং যথাস্যাৎ তথা বিহস্য তৎ দেবকীপুত্রত্বং তদন্যথা মৃষা অধ্যবস্যতি স্ম নিশ্চয়ং কৃতবান্। অস্যাস্ত্বামিত্যাদ্যাকাশবাণী কিং ময়েত্যাদি বাক্যেন ব্যভিচারিতা ন নিত্যসাধিকা। তথা অব্যলীকতায়াঃ সত্যতায়া যৎপর্য্যবসিতং সমাপনং তৎভাষিতুং শীলমস্য তেন বসুদেবেন চ নির্দ্বন্দ্বং নির্বিরোধং যথা স্যাৎ এবম্প্রকার উক্তং যথা দিষ্ট্যেত্যাদি এবং ভ্রাতর্ম্মম সুতঃ কচ্চিদিত্যত্র রামমুদ্দিশ্য সুতেন। ন

সময়ে শ্রীমতী যশোদাতে প্রকাশিত দ্বিভুজ রূপই চতুর্ভুজ রূপকে অন্তর্হিত করিয়া সেইস্থানে আবির্ভূত হইয়াছিল। পূর্ব্ব গোপাল চম্পূতে শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুগত যুক্তি সম্পন্ন বাক্য সমূহ দ্বারা এই বিষয় স্থাপিত হইয়াছিল (ক) ইহা কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। উভয় জননীতেই সেই আবির্ভাব সুখ ঘটিয়াছিল। অনন্তর মৃদু হাস্যের সহিত স্পষ্ট বলিতে লাগিল, যাদবগণ কি করিয়াই বা স্বয়ং কারণ প্রকাশ করিতে পারেন? এবং সেই কারণ প্রকাশিত হইলে, বসুদেব যাঁহার যোগমায়ার অংশ স্বরূপ অপত্য হরণ করিয়াছিলেন, সেই যশোদাপতি ব্রজরাজের ন্যায়ই সত্য হইতে পারে; যাহা হৌক, সেই বিষয়ে ব্রজরাজ কিরূপ অবগত হইয়াছেন ॥ ১২ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন, তাহা শুনিয়া ব্রজরাজ বাহ্য সতর্কতার সহিত হাস্য করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে দেবকীর পুত্র, ইহা মিথ্যারূপে নিশ্চয় করিলেন। "হে বুধ! (অথবা

(ক) পূর্ব্ব চম্পূ তৃতীয়পূরণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বর্ণনে এ সকল সিদ্ধান্ত বিশেষ রূপে মীমাংসিত আছে।

"দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ! প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে।
প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎসমপদ্যত" ॥ ইতি ॥

তস্মান্নূনং "প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজ" ইতি মাং প্রতি ব্যঞ্জিততত্ত্ববর্গস্য গর্গস্য খল্বিদং প্রপঞ্চনমেবান্তঃ কারণমুদঞ্চতি। ভবতু পিত্রোঃ পুনরিদং সুখসম্বিদমেব তনুতে। যন্নিজপুত্রং প্রতি ধন্যাঃ পুত্রভাবমাচরন্তীতি।

বিশেষতশ্চানকদুন্দুভিনা মম তজ্জন্যা চ ভবজ্জনন্যা ন দ্বৈতমস্তীতি তৈস্তদ্ভদ্রমেবোচ্যতে ॥ ১৩ ॥

একবচননির্দ্দেশেন, অন্যথা সুতাবিত্যুক্তং স্যাৎ। ব্যঞ্জিততত্ত্ববর্গো যেন তস্য গর্গস্য প্রপঞ্চনমন্তর্হৃদয়স্থ-কারণং উভয়ত্রাপি প্রকাশনং উদঞ্চতি উদ্গতং ভবতি। পিত্রোরাবয়োঃ সুখসম্বিদং সুখজ্ঞানমবতনুতে বিস্তারয়তি। যদ্‌যস্মাৎ নিজস্য মম পুত্রং প্রতি ধন্যাঃ সুভগাঃ পুত্রভাবং রচয়তি। বসুদেবেন সহ মমাদ্বৈতমভেদোঽস্তি তজ্জন্যা তস্য জায়য়া দেবক্যা সহ ভবজ্জনন্যা ব্রজরাজ্ঞ্যা ন দ্বৈতমস্তীতি তৈ যদুভি র্ভদ্রমেবোদিতং ॥ ১৩ ॥

অবুধ!) তুমি যাহাকে বহন করিতেছ, দেবকীর এই অষ্টম গর্ভ, তোমাকে বধ করিবে।" কংসের প্রতি এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল। "হে দুষ্ট? আমাকে বধ করিয়া কি হইবে। যে পুত্র জন্মিয়াছে, নিশ্চয়ই সে তোমায় বধ করিবে। যে কোন স্থানে তোমার পূর্ব্বশত্রু বর্ত্তমান; তুমি দীনজনকে বৃথা বধ করিও না।" এইরূপ দেবকীর বাক্য দ্বারা ঐ পূর্ব্বোক্ত দৈববাণী ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় নাই। সভ্যতার সমাপন করিয়া বসুদেবও আমার প্রতি এই প্রকারে নির্বিরোধেই বলিয়াছিলেন। যথা:—"হে ভ্রাতঃ? আমি প্রাচীন, এখন পর্য্যন্ত পুত্র হয় নাই, সুতরাং আমার পুত্র জন্মিবার আশা নিবৃত্তি পাইয়াছে। তবে আমার পুত্র জন্মিয়াছে, ইহা পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।" এই কারণে নিশ্চয়ই "হে বসুদেব? পূর্ব্বে কোন না কোন জন্মে ইনি তোমার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এইরূপ বাক্য, গর্গমুনি তত্ত্বরাশি প্রকটিত করিয়া আমার প্রতি বলিয়াছিলেন, এবং নিশ্চয়ই তাঁহার এইরূপ বিস্তারিত বাক্যে হৃদয়স্থিত কারণ উত্থিত হইতেছে। যাহা হৌক, আমরা দুইজনেই যখন পিতা তখন এইরূপ সম্বাদ আমাদের সুখ জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতেছে। কারণ, প্রশংসনীয় ব্যক্তিগণ

কিন্তু ;—

যাত্র স্যাদস্থরাদ্ভীতিঃ সা তত্র বিরহজ্বরাৎ।
ভাবদ্বয়ং ভবত্যেবেত্ত্যাকুলং স্থত ! মন্মনঃ ॥ ১৪ ॥

ভবতু তথাপ্যেষামেব সাহায্যং কার্য্যং। যতঃ সর্ব্বজ্ঞানাং মতমবধার্য্য কার্য্যমেব তদ্বিচার্য্য খলু ময়া কংসবধায় অত্রাগমনং * ন বিস্রংসিতং। শ্রূয়তে হি পূর্ব্বং মুনিহিতায় দশরথেনাভিনবতনয়স্য রাক্ষসক্ষয়ায় প্রস্থাপনং। যঃ খল্বন্যদা তদ্বনগমনক্ষণ এব ক্ষীণপ্রাণতামবাপেতি। ক্ষণং রোদনং বিষ্টভ্য তমেতং বাহুভ্যামবষ্টভ্য চ তদেতন্মুখমীক্ষামাস ॥ ১৫ ॥

তদেবং পরমসরলস্বভাবো ব্রজাধীশো যদবদদিতি তদ্বর্ণয়তি—যাত্রেত্যাদিসপদ্যগদ্যেন। অত্র মথুরায়াং তত্র ব্রজে হে স্থত তব ভাবদ্বয়ং ভবত্যেব কিন্তু মন্মন আকুলং ভবতি ॥ ১৪ ॥

গদ্যং যথা সর্ব্বজ্ঞানাং গর্গনারদাদীনাং তদ্বিচার্য্য সর্ব্বজ্ঞানাং মতং ন খণ্ডনীয়মিতি বিচার্য্য ন বিস্রংসিতং ন খণ্ডিতং। অভিনবতনয়স্য নবকৈশোরস্য শ্রীরামস্য প্রস্থাপনং নিয়োজনং। অন্যদা তস্য চতুর্দ্দশবর্ষবনবাসে ক্ষীণপ্রাণতাং মৃত্যুং যঃ প্রাপেতি। এবং বদন্ ক্ষণং রোদনং বিষ্টভ্য সুস্তব্ধং কৃত্বা তং কৃষ্ণমবষ্টভ্য সমালিঙ্গ্য তৎ পরমমনোহরং এতস্য কৃষ্ণস্য মুখং দদর্শ ॥ ১৫॥

আমার পুত্রের প্রতি পুত্রভাব আচরণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বসুদেবের সহিত আমার, এবং তদীয় ভার্য্যা দেবকীর সহিত তোমার জননী ব্রজেশ্বরীর কোন প্রভেদ নাই। এই কারণে যাদবগণ এই কথা ভালই বলিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

কিন্তু হে পুত্র! এই মথুরাপুরীতে অসুর হইতে যে ভয় জন্মিয়াছে, গোকুলে সেই ভয়, তোমার বিরহ জ্বর হইতে উৎপন্ন। এই কারণে তোমার দ্বিবিধভাব হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে আমার মন আকুল হইয়াছে॥ ১৪ ॥

যাহা হয় হোক, তথাপি ইহাদের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। কারণ, নারদ এবং গর্গ প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞগণের মত নিশ্চয় করিয়া প্রতিপালন করিবে, কদাচ তাহা খণ্ডন করিবে না। ইহা বিচার করিয়া আমিও নিশ্চয়ই তোমার মথুরাপুরীতে আগমন করিতে পূর্ব্বে বাধা দেই নাই। ইহাও শুনা গিয়াছে যে, দশরথ

---

* তবাগমনমিত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌরপাঠঃ।

ততঃ স চৈব তমেনং সচমানঃ সগদ্গদং জগাদ ;—তাত ! দুষ্টা নষ্টা এব ভবিষ্যন্তীতি ন তত্র সন্দিহ্যতাং। তথৈব হি দৈবফলং মম তাতচরণেষু বর্গশ এব গর্গঃ প্রতিজ্ঞাতবানস্তি। কদাচিন্ময়ি চৈকান্তে বনান্তে দেবর্ষিবর্য্য ইতি। তথা মম চ বাসস্তাতমহাশয়ানামুপাসনময় এব সম্পৎস্যতে। তচ্চ গোপানামুপসমাজমেব। ন তু যাদবানামেবাদবীয়ঃ। তে খল্বস্মাকং জ্ঞায়ত এতে তু সুহৃদ ইতি জ্ঞাতিভিঃ সুহৃদাং খল্বেতাদৃশ এব

ততঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কিং কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—তত ইতি গদ্যেন। সচ শ্রীকৃষ্ণস্তমেনং শ্রী.জরাজং সচমানঃ সঙ্গচ্ছমানঃ সরোদনং গদিতবান্। হে তাত হে পিতঃ দুষ্টা নষ্টা এব ভবিষ্যন্তি নাশং গমিষ্যন্তি। তথৈবহীতি দুষ্টনাশার্থং বর্গশঃ পুনঃপুনঃ সজাতীয়বাক্যেন প্রতিজ্ঞাতবান্ উপনয়নাদিকং ভবতা ন কর্ত্তব্যমিত্যাদিনা তথা বনান্তে বনস্বরূপে বননিকটে বা শ্রীনারদঃ তাত হে জনক মহাশয়ানাং পূজ্যচিত্তানাং উপাসনা প্রচুর এব সম্পন্নো ভাবী। তচ্চ নিবসনং গোপানামুপসমাজং সভাসামীপ্যমেব দবীয়ো দূরভবং। তে গোপাঃ খলু নিশ্চিতং অস্মাকং

নামে সূর্য্য বংশীয় রাজা মুনির হিতসাধনার্থে রাক্ষসকুল নিধন করিতে অভিনব পুত্র রামচন্দ্রকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবং ঐ রাজা দশরথ শেষে নিশ্চয়ই অন্য সময়ে, পুত্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস কালেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়া এবং ক্ষণকাল রোদন স্থগিত করিয়া বাহুযুগল দ্বারা ঐ পুত্রকে আলিঙ্গন করত, শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম রমণীয় মুখ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

অনন্তর সেই শ্রীকৃষ্ণ ঐ পিতার নিকটে মিলিত হইয়া সরোদন বলিতে লাগিলেন। হে তাত ? দুষ্ট লোকগণ নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে। অতএব এই বিষয়ে আপনি সন্দেহ করিবেন না ! সেই রূপই দুষ্টদমনের নিমিত্ত গর্গমুনি "আপনি ইহার উপনয়নাদি কার্য্য করিবেন না" ইত্যাদি সজাতীয় বাক্য দ্বারা আমার পিতৃচরণে বারংবার দৈব ফল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। একদা আমি নির্জন স্থানে অথবা বন প্রান্তে অবস্থান করিলে দেবর্ষি নারদও বলিয়াছিলেন। অপিচ, আমার এই স্থানে বাস হইলে পিতৃ মহাশয়ের যথেষ্ট উপাসনা কার্য্য সাধিত হইবে। আমার সেই নিবাস ও গোপদিগের সভা সমীপে হইবে, কিন্তু যাদবগণের সভা সমীপে আমার অবস্থিতি হইবে না। যাদব নিকটে বাস করা

ভেদঃ। সুহৃৎসু তদ্ধিতায় কদাচিদ্বাসঃ সদা তু জ্ঞাতিষু তদালোকসুখায় ভবতীতি ॥ ১৬ ॥

এবমুক্তবতি রামানুজে রামনামাপি স্বং তৎসদৃশমেব পরামৃশন্নাহ স্ম—পিতর্য্যাবাভ্যাং স্নিগ্ধাভ্যাং পোষিতৌ লালিতৌ ভৃশমাবামিতি কিং বক্তব্যং। যতঃ পিত্রোরাত্মনোঽপ্যভ্যধিকা প্রীতিরাত্মজেষু ভবতীতি ॥ ১৭ ॥

অথ কৃষ্ণশ্চ তদেব স্থাপয়ন্ প্রাহ স্ম।—

আস্তাং তাবন্মম তনূজস্য বার্ত্তা। অস্য চ শ্রীমন্মদগ্রজস্য ভবানেব ধর্ম্মতঃ পিতা।

জ্ঞাতয়ঃ সজাতীয়া এতে যাদবাস্তু সুহৃদো মিত্রাণি। জ্ঞাতিসুহৃদাং ভেদং স্বয়মেব ব্যাখ্যাতি সুহৃৎসু তেষাং হিতায় কদাচিন্মম বাসঃ নতু সর্ব্বদা জ্ঞাতিষু গোপেষু সদাতু তেষাং দর্শনসুখায় বাসো ভবতীতি ॥ ১৬ ॥

ততস্তন্নিশম্য রামঃ ক্ষুণ্ণমনাঃ স্বস্য গোপত্বমিব ব্যঞ্জয়ন্ যদাহ তদ্বর্ণয়তি—এবমিতিপদ্যেন। স্বমাত্মানং তৎসদৃশং পুত্রসদৃশমিব পরামৃশন্নাহ—পিতেত্যাদি অন্যৎ সুগমম্ ॥ ১৭ ॥

ততস্তন্নিশম্য সহর্ষমনাঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তদেব স্থাপয়ন্ যদাহ তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন।

অনেক দূরের কথা। সেই সকল যাদবগণ নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞাতি, এবং এই সকল গোপগণ আমাদের সুহৃদ। জ্ঞাতিবর্গের সহিত বন্ধুগণের নিশ্চয়ই এইরূপ পার্থক্য জানিবেন। প্রভেদ দেখুন, তাহাদের হিতের জন্য মিত্রবর্গের নিকটে কখনও আমার বাস হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞাতিবর্গের নিকটে সর্ব্বদা বাস হইতে পারে না। কিন্তু গোপদিগকে দর্শন করিবার সুখে গোপগণের নিকটে সর্ব্বদাই আমার বাস হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে বলরামও আপনাকে পুত্রের মত বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন। হে পিতঃ! আপনারা দুইজনে স্নেহপরতন্ত্র হইয়া আমাদের দুই জনকে নিরতিশয় লালন পালন করিয়াছেন। অধিক আর কি বলিব, যে হেতু পিতা মাতার নিজাপেক্ষাও তনয়গণের উপর সমধিক প্রীতি জন্মিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঐ কথাই সমর্থন করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—আমি যে

যতঃ ;—

"স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ।
শিশূন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্পৈঃ পোষরক্ষণে" ॥১৮॥

তস্মাচ্ছ্রীমদার্য্যস্য চাস্য ভবচ্চরণপরিচর্য্যাপরং বর্য্যা। কিন্তু সুহৃদামেষাং সুখমভিমুখং বিধায় শ্রীচরণমাগমিষ্যামঃ।

ব্রজরাজ উবাচ—বৎস! তাবদ্বয়মপ্যত্র বৎস্যামঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—তাত! তথা বিধেয়ং যথা ভবদ্ব্যতি-রেকাদেকাকিতয়া মাতা মা তাপং যাসীৎ।

ব্রজরাজ উবাচ—তামপি ভবতঃ সমীপমেবাপয়িষ্যামঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—ততঃ সর্ব্বমপি গোকুলমুৎসন্নতামাপন্নং স্যাৎ।

পোষণরক্ষণে অকল্পৈরসামর্থ্যৈঃ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টান্ পরিজ্ঞাতান্ যৌ স্বস্য পুত্রবৎ পুষ্ণীতাং স পিতা স্যাৎ সা চ জননী স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বজনকং সবিনয়ং যন্ন্যবেদয়ত্তদ্বর্ণয়তি—তস্মাদিতিগদ্যেন। অস্য রামস্য ভবতঃ পরং পরিচর্য্যা বর্য্যা শ্রেষ্ঠা, সুখমভিমুখং গোচরং। ততস্তাতপুত্রয়োর্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—তত্র তাতবাক্যং বৎসেত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণবাক্যং তাতেত্যাদি। তথাবিধেয়ং তথা কর্ত্তব্যং যথা ভবতোঃ ব্যতিরেকাৎ বিচ্ছেদাৎ যাসীৎ সা প্রাপ্তা। তাং ত্বন্মাতরমপি প্রাপয়িষ্যামঃ। উৎসন্নতাং

আপনার পুত্র একথা এখন থাক। আপনিই ধর্ম্মত এই মদীয় শ্রীমান্ অগ্রজের পিতা। কারণ লালন পালনে অসমর্থ হইয়া বন্ধুগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন। তখন এই শিশু তুই জনকে আপনার পুত্রের মত পালন করিয়াছেন। এইরূপে যাঁহারা লালন পালন করেন, তিনিই পিতা এবং তিনিই মাতা হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

অতএব এই শ্রীমান্ মদীয় অগ্রজ এবং আপনার পরিচর্য্যা দয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য। কিন্তু এই সকল বন্ধুগণের সুখ সম্পাদন করিয়া আমি আপনার শ্রীচরণ প্রান্তে উপস্থিত হইব। ব্রজরাজ কহিলেন, বৎস! তবে আমরাও এই স্থানে বাস করিব। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, পিতঃ! আপনি সেইরূপ কার্য্যের

ব্রজরাজ উবাচ—তর্হি সর্ব্বমপি ব্রজং নিকটং ঘটয়িষ্যামঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—সম্প্রত্যস্মাকং বহুলাঃ প্রত্যহং সঙ্খ্যাধিক্য-প্রত্যয়তঃ সুষ্ঠু বহুলা জাতাঃ। তাসামুপনগরবনং কিমুপ-জীবনং স্যাৎ। গাবশ্চাস্মাকং কুলদেব্য ইতি তা এব সেব্যতামর্হন্তি। যদি বা মদর্থং সর্ব্বং ভবতাং মাং বিনা তু ব্যর্থমিতি সমর্থনীয়ং। তর্হি চ মৎপ্রাণা এব তা ইতি তা এব প্রাণনীয়াঃ ॥ ১৯ ॥

বিনাশতাং আপন্নং প্রাপ্তং স্যাৎ। ব্রজরাজ উবাচ—ঘটয়িষ্যামঃ আনয়িষ্যামঃ। কৃষ্ণ উবাচ—বহুলা গাবঃ সংখ্যাধিক্যপ্রত্যয়তঃ অসংখ্যাতসংখ্যাধিক্যপ্রথিতাতঃ সুষ্ঠু বহুলা গণনাতীতা জাতাঃ, উপনগর-বনং নগরসমীপস্থং বনং কিমুপ জীবনং জীবনোপায়ঃ স্যাৎ, তাসাং সেবৈবাস্মাকং ধর্ম্মঃ যতস্তাঃ কুলদেব্য ইতি অতস্তাঃ সেব্যতামর্হন্তীতি। নন্থ তাসাং গবাং তত্র নিযুক্তযুক্তলোকদ্বারা সেবা ভবিষ্যতি তত্রাহ—যদিবেতি, যদিবা ভবতাং সর্ব্বং মদর্থং মাং বিনা চ তৎ সর্ব্বং ব্যর্থমিতি তা গাব এব মৎপ্রাণা স্তুতস্তা মৎপ্রাণপোষণায় প্রাণনীয়াঃ সেবনীয়াঃ ॥ ১৯ ॥

অনুষ্ঠান করিবেন, যাহাতে আপনি ব্যতীত পিতা একাকী হইয়া যেন কষ্ট প্রাপ্ত না হন। ব্রজরাজ কহিলেন, তবে তোমার জননীকেও তোমার নিকটে পাঠাইয়া দিব ?। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন. তাহা হইলে সমগ্র গোকুলই উৎসন্ন হইয়া যাইবে। ব্রজরাজ কহিলেন, তবে সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে নিকটে আনয়ন করিব ?। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সম্প্রতি আমাদের ধেনুগণ প্রত্যহই এতদূর সংখ্যায় অধিক হইয়াছে যে, সেই বিশ্বাসে এখন তাহারা সম্পূর্ণরূপেই গণনাতীত হইয়াছে। নগরের সমীপস্থ অরণ্যে কি তাহাদের জীবনোপায় হইতে পারে ? ধেনুগণই আমাদের কুল-দেবতা, এই কারণে তাহাদিগেরই সেবা করা উচিত। অথবা যদি আপনারা এইরূপ স্থির করিয়া থাকেন যে, সকল বস্তুই আমার নিমিত্ত, এবং আমি ব্যতীত সকল বস্তুই যদি বৃথা হইয়া থাকে ; তাহা হইলে এই সকল ধেনুই আমার প্রাণ স্বরূপ ; এবং এই সকল ধেনুদিগকেই সেবা করিবেন ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ, যদবোঽপি নাহিতং ব্যাহরন্তি, স্ফুটমুপলব্ধ-কংসসম্বন্ধজরাসন্ধনির্ব্বন্ধাদক্ষৌহিণীলক্ষিতদুর্জ্জনলক্ষাণি মথুরা-মবরোৎস্যন্তি। তর্হি গর্হিতমেব ভবেৎ। তত্রাস্তামস্মৎ-সামীপ্যমস্মদসামীপ্যতশ্চ ভবদবস্থানং যদ্যস্মৎসম্বন্ধং বিনা লব্ধসন্ধং ভবেত্তর্হ্যেব কৃচ্ছ্রং নচ্ছে্ৎ। গূঢ়পুরুষদ্বারেণ জ্ঞাতে হ্যস্মৎসম্বন্ধে জরাসন্ধাদয়স্ত এতে কংসবন্নভয়ানুবন্ধা ইতি ছলবলমেকমেকং ন প্রস্থাপয়িষ্যন্তি। কিন্ত্বক্ষৌহিণীভির্দ্র-বন্তঃ সর্ব্বং ব্রজমপ্যুপদ্রাবয়িষ্যন্তি। তস্মাদস্মাভির্যুষ্মাভিশ্চ গোপয়িতব্য এব গন্ধশ্চ ব্যতিসম্বন্ধস্য। এতে চ ময়া যাদবা

সম্প্রতি দোষান্তরমস্তি তৎ স্বয়ং বর্ণয়তি—কিঞ্চেতি। অস্মাকমহিতং ন ব্যাহরন্তি কথয়ন্তি যতঃ উপলব্ধঃ কংসসম্বন্ধো যস্য স চাসৌ জরাসন্ধশ্চেতি তস্য নির্ব্বন্ধাদাগ্রহাৎ অক্ষৌহিণ্যঃ সেনাসংখ্যয়া লক্ষিতানি যানি দুর্জ্জনলক্ষাণি তানি মথুরাং অবরোৎস্যন্তি অবরোধং করিষ্যন্তি, তর্হি ভবচ্চরণানাং গর্হিতং নিন্দনং ভবেৎ। তত্রাস্মৎসামীপ্যমাস্তাং অস্মদসামীপ্যতশ্চ ভবদবস্থানং যদ্যস্মৎসম্বন্ধং বিনা লব্ধসন্ধং ভবেত্তর্হি কৃচ্ছ্রং নচ্ছে্ৎ কষ্টং ন প্রাপ্নুয়াৎ। কিঞ্চ গূঢ়পুরুষদ্বারেণ চারেণ ভবতামস্মৎসম্বন্ধে জ্ঞাতে তে এতে জরাসন্ধাদয়ঃ কংসবন্নভয়ানুবন্ধাঃ সভয়া ইতি হেতোঃ ছলমেব বলং যস্য তমেকমেকং বকাদিবৎ ন প্রস্থাপয়িষ্যন্তি কিন্তু অক্ষৌহিণী-ভিরুপলক্ষিতা ভবন্তঃ উপদ্রাবয়িষ্যন্তি উপদ্রবযুক্তং কারয়িষ্যন্তি, তস্মাদস্মাভিঃ সহ যুষ্মাভিশ্চ ব্যতিসম্বন্ধস্য পরস্পরসম্বন্ধস্য গন্ধো লেশোঽপি গোপয়িতব্য এব। এতেঽপি যাদবা ময়া

অপিচ, যাদবগণও আমাদের অহিত বলিবেন না। কারণ, স্পষ্টই কংসের সহিত উপলব্ধ করিয়া, জরাসন্ধের আগ্রহে অক্ষৌহিণী (সেনা বিশেষ) সমন্বিত লক্ষ লক্ষ দুর্জ্জনগণ মথুরা আক্রমণ করিবে। কিন্তু তাহা হইলে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম সাধিত হয়। তথায় আমাদের সন্নিধানের কথা দূরে থাক। আমাদের সান্নিধ্যবশতঃ আপনার অবস্থিতি যদি আমাদের সম্বন্ধ ব্যতীত সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলে কষ্টকর হইবে না: দ্বিতীয়তঃ গূঢ়চরদ্বারা আমাদের সম্বন্ধ জানিতে পারিলে ঐ সকল জরাসন্ধ প্রভৃতি নিশ্চয়ই ভীত হইবে না। এই কারণে তাহারা কপট বলশালী এক একটিকে পূতনাদির মত প্রেরণ করিবে না কিন্তু তাহারা বহুবিধ অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে গমন করিয়া সমস্ত ব্রজবাসী ব্যক্তিগণের উপদ্রব

দুর্গান্তরে দবয়িতব্যাঃ। ভবন্তস্ত্বসঙ্খ্যা ন তথা কর্ত্তুং শক্যাঃ। সঙ্খ্যামতিচরন্তীনাং বনেচরন্তীনাং গবামাবরণং তু সুতরামেব দুষ্করং। তস্মাত্তেষাং দুর্গবদস্মদৌদাসীন্যমেব ভবতাং রক্ষায়াং প্রাবীণ্যমর্হতি।

কিন্তু তাবদেব তদ্বিধেয়ং যাবৎ সর্ব্ববিপক্ষপক্ষাপক্ষয়ং বিধায় স্বয়মেব শ্রীমদ্‌ব্রজমাব্রজামঃ। আব্রজিতে চ তস্মিন্ ন পুনরন্যত্র ব্রজনমপি স্যাৎ। যতো নিরুপাধিস্নেহব্যগ্রভবদগ্রিমস্বজনবর্গদর্শনসুখমাত্রফলপাত্রতয়া নিরুপাধিরসৌ পুরুষার্থঃ কথং বাধিতঃ স্যাৎ। তদেবং ব্যস্য যন্নিবেদিতং তদেবেদং সমস্য নিবেদয়ামি ॥ ২০ ॥

দুর্গান্তরে অর্থাৎ দ্বারকায়াং দবয়িতব্যা দূরে স্থাপনীয়াঃ, ভবন্তো গোপাস্তু অসংখ্যা ন তথা কর্ত্তুং দুর্গান্তরে স্থাপয়িতুং শক্যা স্তথা সংখ্যামতিচরন্তীনাং সংখ্যাতীতানাং বনেচরন্তীনাং গবামাচ্ছাদনন্তু সুতরামেব দুষ্করং। তেষাং যাদবানাং দুর্গবৎ অস্মদৌদাসীন্যমেব ভবতাং রক্ষায়াং প্রাবীণ্যং নৈপুণ্যমর্হতি। নন্বেবং ব্রজে ত্বং কিং ন গমিষ্যতি তত্রাহ—কিন্ত্বিতি। তৎ বিধেয়ং কর্ত্তব্যং যাবৎ সর্ব্ববিপক্ষপক্ষাণাং অপক্ষয়ং বিনাশং বিধায় স্বয়মেব শ্রীমদ্ব্রজং আগচ্ছামঃ। তস্মিন্নাগতেচ ন পুনরন্যত্র মথুরাদৌ গমনমপি ন স্যাৎ। তত্র হেতুং প্রকাশয়তি—যত ইতি। নিরুপাধি নিষ্কপটো যঃ স্নেহ স্তেন ব্যগ্রাণাং ভবদগ্রিমস্বজনবর্গাণাং দর্শনসুখমাত্রং যৎ ফলং তস্য পাত্রতয়া আশ্রয়তয়া নিরুপাধি নিচ্ছলঃ পুরুষার্থঃ কথং বাধিতঃ স্যাৎ। তদেবং ব্যস্য বিস্তার্য্য যন্নিবেদিতং তদেবেদং সমস্য সঙ্ক্ষিপ্য নিবেদয়ামি ॥ ২০ ॥

করিবে। অতএব আমাদের সহিত আপনাদের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, আপনারা সেই সম্বন্ধ গোপন করিবেন কিন্তু লেশমাত্রও প্রকাশ যেন না করেন। এবং এই সকল যাদবদিগকে আমি দুর্গের মধ্যে, অর্থাৎ দ্বারকা পুরীতে স্থাপন করিতে পারিব। কিন্তু আপনারা অসংখ্য, এই কারণে আমি আপনাদিগকে সেইরূপ স্থাপন করিতে পারিব না। সুতরাং সংখ্যাতীত বনচারিণী ধেনুদিগকে গোপন করিয়া রাখিতে নিতান্ত অসাধ্য হইয়া উঠিবে। অতএব তাহাদিগকে দুর্গে স্থাপন করার মত আপনাদিগকে রক্ষা করিতে আমাদের ঔদাসীন্যই প্রবল উপায় দেখিতেছি কিন্তু আমি যে পর্য্যন্ত সকল শত্রু নিধন করিয়া স্বয়ংই মনোহর

"যাত যূয়ং ব্রজং তাত! বয়ং চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্" ॥
ভা, ১০।৪৬।২৩ ইতি ॥ ২১ ॥

তদেতৎপর্য্যন্তং মধুকণ্ঠঃ প্রোচ্য ভ্রাতরমবলোচ্য প্রাহ স্ম—অত্র "তাতেতি" নিজান্তঃ (ক) স্থাপিতপুত্রতাভাবনায়া যোগ্যমেব সম্বোধনং। "জ্ঞাতী"নিতি তত্রাপি "স্নেহদুঃখিতা" নিতি স্নেহস্য নিরবধিকত্বাৎ প্রতিক্ষণং দিদৃক্ষুষু তন্মুখ্যেষু তেষ্বেবাব-

যন্নিবেদিতং তৎ শ্রীভাগবতপদ্যেন সূচয়তি—যাতেতি। বো যুষ্মান্ জ্ঞাতীন্ সজাতীয়ান্, সুহৃদাং আত্মীয়ানাং বসুদেবাদীনাম্ ॥ ২১ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ শ্রীভাগবতীয়পদ্যস্যার্থঃ স্বাভীষ্টসাধক ইতি মধুকণ্ঠদ্বারা প্রকাশিত ইতি লিখতি—তদেতদিতিগদ্যেন। ভ্রাতরং স্নিগ্ধকণ্ঠং নিরীক্ষ্য প্রোবাচ—নিজস্য চিত্তে স্থাপিত

ব্রজে আগমন না করি, তাবৎ কাল আপনাদের সেইরূপ কার্য্য করিতে হইবে। সেই ব্রজে আগমন করিলে আর মথুরাদি স্থানে গমনও হইতে পারিবে না। কারণ, অকপট স্নেহে ব্যাকুল, ভবাদৃশ স্বজনবর্গের দর্শন সুখ মাত্র ফল অবলম্বন করাতে ঐ অকপট পুরুষার্থের কিরূপে ব্যাঘাত ঘটিতে পারিবে? । অতএব এইরূপ বিস্তার করিয়া আমি যাহা নিবেদন করিয়াছি, তাহাই আচার সংক্ষেপ করিয়া নিবেদন করিতেছি ॥ ২০ ॥

গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকদ্বারা সেই অর্থ সমর্থন করিতেছেন। হে পিতঃ! আপনরা সকলেই ব্রজে গমন করুন। আমরা বসুদেবাদি আত্মীয়গণের সুখ সম্পাদন করিয়া স্নেহাকুল আপনাদিগকে (জ্ঞাতিদিগকে) দর্শন করিতে আগমন করিব ॥ ২১ ॥

মধুকণ্ঠ এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভ্রাতা স্নিগ্ধকণ্ঠকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিল। এই শ্লোক মধ্যে যে "তাত" শব্দ আছে কেবল আপনার অন্তঃকরণস্থিত তদীয় পুত্রভাব বিবেচনা করিয়া এইরূপ উপযুক্ত সম্বোধন করা হইয়াছে। "জ্ঞাতীন্" এবং তন্মধ্যে "স্নেহ-দুঃখিতান্ এইরূপ পদ যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার বিশেষ কারণ আছে। স্নেহের নাকী সীমা নাই, এই কারণে উপনন্দ প্রভৃতি

(ক) স্থায়ি তৎপুত্রেতি আনন্দ-গৌর-বৃন্দাবনপাঠঃ।

স্থানং প্রতিক্ষণমেব স্ববীক্ষণদানং চ বিবক্ষিতং। বয়মিতি "অস্মদোর্দ্বয়োশ্চ" ইতি পাণিনীয়স্মরণাদস্তু তাবন্মম বার্ত্তা কিন্ত্বাবাং দ্বাবপ্যেষ্যাব ইতি ব্যঞ্জিতং। "দ্রষ্টু" মিতি তেষা-মিবাত্মনোঽপি তদ্দর্শনমাত্রপুরুষার্থতা সমর্থিতা। "অথাপি ভূমন্! মহিমা গুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হতী" ত্যত্র "বোধবিষয়ী-ভবিতু" মিতিবদ্দর্শনবিষয়ীভবিতুমিত্যর্থান্তরেঽপি তদ্বদেব সিদ্ধান্তিতং। "সুহৃদা"মিতি যদূনামজ্ঞাতিত্বমুপকার্য্যত্বমাত্রং চ ধ্বনিপাত্রং কৃতং। তত্র চ সুখং বিধায়েতি ক্ত্বাপ্রয়োগেণ সাবধিকনির্দ্দেশাত্তদ্দুয়াদিনাশনানন্তরং পুনস্তদনপেক্ষত্বমপি লক্ষিতমিতি ॥ ২২ ॥

যা পুত্রভাবনা তস্যাঃ, তন্মুখ্যেষু উপনন্দাদিষু চেতনেষু দর্শনমুভয়নিষ্ঠং ভবতি অত আহ—তেষামিবেতি তেষাং দর্শনমাত্রমেব পুরুষার্থো যস্য তদ্ভাবতা। তদ্বদেব তদ্দর্শনমাত্রপুরুষার্থবৎ। উপকার্য্যত্বং মিত্রবৎ সাহায্যভাবঃ, ধ্বনিপাত্রং ব্যঞ্জনা-বোধ্যস্থানং তদনপেক্ষত্বং সুখবিধানাপেক্ষত্বম্ ॥ ২২ ॥

ব্যক্তিগণ দর্শনেচ্ছু হইলে তাঁহাদের নিকটে প্রতিক্ষণ অবস্থিতি, এবং প্রতিক্ষণেই আপনার দর্শন দান কথিত হইয়াছে 'বয়ম্' শব্দটি 'অস্মদোর্দ্বয়োশ্চ" অর্থাৎ অবিশেষণ অস্মদ্‌শব্দের একত্বে এবং দ্বিত্বে বহুবচন হইয়া থাকে, এইরূপ পাণিনীর সূত্রানুসারেই ঘটিয়াছে। আমার কথা এখন থাক, কিন্তু আমরা দুইজনেই আগমন করিব, ইহাই 'বয়ম্' এই পদদ্বারা সূচিত হইয়াছে। "দ্রষ্টুম্" এই পদদ্বারা যেমন তাঁহাদের দর্শন সেইরূপ আপনারও তাঁহাদিগকে দর্শন করা পুরুষার্থ, এইরূপ অর্থ সমর্থিত হইয়াছে। "তথাপি হে সর্ব্বব্যাপক! যাহাদের অন্তরাত্মা অত্যন্ত নির্ম্মল, তাহারাই আপনার গুণ ও মহিমা অবগত হইতে পারেন" এই শ্লোকে যেমন 'বিবোদ্ধুম্' এই পদের অর্থ বুঝিবার জন্য বোধবিষয়ীভূত হইবার জন্য সেইরূপ 'দ্রষ্টুম্' এই পদের অর্থ, দর্শনবিষয়ীভূত হইবার জন্য; এইরূপ অর্থান্তর হইলেও পূর্ব্বোক্ত অর্থই সিদ্ধান্ত করিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। "সুহৃদাম্" এই কথা বলাতে যাদবগণ যে জ্ঞাতি নহে, এবং মিত্রের মত সাহায্য প্রদর্শন আবশ্যক; ইহাই ব্যঞ্জনা বা ব্যঙ্গার্থদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে

তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সোৎকণ্ঠং পপ্রচ্ছ—অথ তত্র কিং ব্যবসিতং শ্রীব্রজেশচরণানাম্ ॥ ২৩ ॥

মধুকণ্ঠঃ প্রাহ স্ম—ব্রজরাজশ্চ তদীয়বাচো যুক্তিরচনমনভিরুচিতমপি বাঢ়মুচিতমিতি মত্বা মনসি স্বললাটং হত্বা বাষ্পস্পৃষ্টমস্পষ্টমাচষ্ট। ভবন্মাতা তু বামা কথমিয়দ্বুধ্যতাম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—তাং প্রতি চ যথেষ্টপ্রণামপূর্ব্বকং নিজেষ্টদ্বারা ময়েদং সন্দেষ্টব্যমিতি প্রোচ্য স্বহস্তলিপিভিস্তৎপত্রং বিরোচ্য শ্রীদামহস্তবিন্যস্তং কৃতবান্ ॥ ২৫ ॥

তদেতন্নিশম্য স্নিগ্ধকণ্ঠঃ শ্রীব্রজেশ্বরেণ তদা কিং কৃতমিতি যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—তত্রেতিগদ্যেন। ব্যবসিতমনুষ্ঠিতম্ ॥ ২৩ ॥

তত্র মধুকণ্ঠো যদকথয়ৎ তল্লিখতি—মধুকণ্ঠ ইত্যাদিগদ্যেন। তদীয়বাচো যুক্তিরচনং কৃষ্ণসম্বন্ধীয়বচসো যৎ যুক্তিরচনং তদনভিরুচিতমপি বাঢ়ং সত্যমুচিতমিতি মত্বা চিত্তে স্বস্য ললাটং কপালং নিহত্য বাষ্পেণ স্পৃষ্টং যথাস্যাৎ অস্পষ্টং বাক্যং কথয়ামাস। বামা দোষদর্শিনী ইয়ৎ তব মন্ত্রণাম্ ॥ ২৪ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্তাং সান্ত্বয়িতুং যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণ ইতিগদ্যেন। নিজস্যেষ্টো যো জনস্তস্য দ্বারা বিরোচ্য শোভয়িত্বা শ্রীদামহস্তে সমর্পিতবান্ ॥ ২৫ ॥

"সুখং বিধায়" এই স্থানে আনন্তর্য্য অর্থে ক্ত্বা প্রয়োগ হইয়াছে। এই প্রয়োগদ্বারা সুখ বিধান পর্য্যন্ত অবধি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং ভয়াদি বিনাশের পুনর্ব্বার সুখ বিধানের অনপেক্ষভাব, অর্থাৎ সুখ বিধান করিয়া আমরা অন্য কোন কার্য্য করিব না, ইহাই লক্ষিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

এই স্থানে স্নিগ্ধকণ্ঠ উৎকণ্ঠা সহকারে বলিতে লাগিলেন। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, ঐ স্থানে পূজ্যপাদ শ্রীমান্ ব্রজরাজ কিরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

মধুকণ্ঠ বলিল, ব্রজরাজও শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যুক্তিরচনা, আপনার অভিপ্রেত না হইলেও, 'সত্যই উচিত' এইরূপ মনে ভাবিয়া ললাটে করাঘাত করিয়া সজলনয়নে অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন। তোমার জননী কিন্তু প্রতিকূল অর্থাৎ এই বাক্যে দোষ দর্শন করিবে, অতএব সে কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে? ॥২৪॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তাঁহার প্রতি যথেষ্ট প্রণামপূর্ব্বক নিজ প্রিয়জনদ্বারা

শ্রীদামা চ শ্রীব্রজরাজ-শুশ্রূষায়াং কৃতানুসন্ধস্তন্মুখবন্ধ-মতীব তদ্দীনম্মন্যতানুবন্ধমনুসন্ধায় তং বিহায় নিবেদ্যমেব সগদ্গদং গদতি স্ম। যথা সম্প্রতি বয়ং দুষ্টজনাৎ কষ্টমাশঙ্ক্য স্পষ্টমেব নায়াস্যামঃ। কিন্তু শ্রীমৎপিতৃচরণপরিচরণপ্রভাবা-ন্মমাগ্রজেন সহ অষড়ক্ষীণমক্ষীণমাগমনং প্রত্যহমপি বিদ্যত এব ॥ ২৬ ॥

তথাহি ;—

আদ্যেঽহ্নি ক্ষীরভক্তং ঘনদধিবলিতা রোটিকা তস্য পশ্চা-
ত্তৎপশ্চাদ্দুগ্ধপূপং তদনু বহুবিধান্নাদ্যমন্যেষু চান্যৎ।
মাতর্মহ্যং নিকায্যে ঽহ্নি রসয়তে পর্য্যবেষি ত্বয়া য-
ন্ন স্বপ্নস্তত্র (ক) বা তৎ স্ফুরণময়মিতি
স্মর্য্যতাং কিন্তু সত্যম্ ॥ ২৭ ॥

ততঃ শ্রীদামা যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—শ্রীদামাচেতিগদ্যেন। কৃতোঽনুসন্ধোঽনুসন্ধানং যস্য সঃ, তস্য পত্রস্য মুখবন্ধং অতীব তস্য কৃষ্ণস্য দীনম্মন্যতায়া অনুবন্ধো যত্র তং অনুসন্ধায় বিনিবেদ্যং বিনিবেদয়ামাস। নায়াস্যামো ব্রজমিতি শেষঃ। অষড়ক্ষীণং অগ্রজেন সহ মন্ত্রণাসিদ্ধং অক্ষীণং স্পষ্টমাগমনম্ ॥ ২৬ ॥

তদাগমনকার্য্যং বোধয়তি—আদ্যে ইতি। তস্য পশ্চাৎ ঘনদধিমিলিতা রোটিকা তৃতীয়

আমি এইরূপ নিবেদন করিব। এই কথা বলিয়া, স্বহস্তে লিখিয়া সেই পত্রের শোভা সম্পাদন করিয়া, সেই পত্র শ্রীদামের হস্তে অর্পণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীদাম ও শ্রীব্রজরাজের শুশ্রূষা কার্য্যের সূক্ষ্মতা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ঐ পত্রের মুখবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত কাতরভাবের বিষয় বর্ণিত আছে, ইহা অনুসন্ধান করিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিলেন এবং বক্তব্য বিষয় স্বয়ংই গদ্‌গদ-স্বরে বলিতে লাগিলেন। যথা :—এক্ষণে আমরা দুষ্ট লোকের নিকট হইতে কষ্ট আশঙ্কা করিয়া স্পষ্টই ব্রজে আগমন করিব না। কিন্তু শ্রীমান্ পূজ্যপাদ পিতৃদেবের পরিচর্য্যাপ্রভাবে জ্যেষ্ঠের সহিত মন্ত্রণা-সিদ্ধ মদীয় স্পষ্ট আগমন প্রত্যহই বিদ্যমান আছে ॥ ২৬ ॥

দেখুন, প্রথম দিবসে ক্ষীর সংযুক্ত অন্ন, তাহার পর দ্বিতীয় দিবসে ঘন দধি

(ক) ন স্বপ্ন স্তন্ন বা তৎ। ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

কিঞ্চ ;—

যাবন্নাশ্নাসি মাতস্ত্বমিতি নিশময়ে হন্ত! নাশ্নানি তাব-
দ্যদদ্যশ্নামীব তর্হ্যপ্যনুভবদসু মে যেঽসবঃ শোষয়ীয়ুঃ।
গোষ্ঠং গচ্ছানি পশ্যান্যপি নিজজননীং তদ্বিধামেবমেব
হ্যদ্যত্তেজঃপ্রকাশাদ্রিপুগণমচিরাদুৎসহিষ্যে বিজেতুম্॥

ইতি ॥ ২৮ ॥

দিনে দুগ্ধযুক্তং পূপং তদনু তৎপশ্চাৎ অন্যেষু দিনেষু বহুবিধান্নাদ্যং হে মাত র্মহতি নিকায্যে গৃহে মহ্যং ভবতী রসয়ন্তে আস্বাদয়তি, যৎ ত্বয়া পযাবেষি পরিবেষণং কৃতং তচ্চ মৎকর্ত্তৃকাস্বাদনে স্বপ্ন স্তস্য মনঃস্ফুরণং বা ন স্মর্য্যতাং কিন্তু সত্যং স্মর্য্যতাম্ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ হে মাতঃ! যাবত্ত্বং নাশ্নাসি ন খাদসি ইতি নিশময়ে শৃণোমি। হন্তেতি খেদে। তাবদহং নাশ্নামি ন খাদামি, যদ্যশনমিবাচরামি তদা মে অসু চিত্তং অনুভবৎ শোষং শুষ্কমীয়াৎ, যে অসবঃ প্রাণাঃ শোষমীয়ুঃ। অতো গোষ্ঠং গচ্ছানি নিজজননীং ত্বাং পশ্যান্যপি এবং ত্বদ্বিধাং জননীতুল্যাং অন্যামপি পশ্যানি রিপুগণক্ষয়ানন্তরং গোষ্ঠমাগমিষ্যামি তত্র ন কালবিলম্ব ইত্যাহ-মমোদ্যত্তেজঃপ্রকাশাদচিরাৎ রিপুগণং বিজেতুমুৎসহিষ্যে ॥ ২৮ ॥

মিশ্রিত রোটিকা (রুটি), তাহার পরে তৃতীয় দিবসে দুগ্ধসংযুক্ত পূপ (পিঠে) তৎপশ্চাৎ অন্যান্য দিবসে অন্যান্য বহুবিধ অন্ন প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী। হে জননি! আপনি আমার মহাগৃহ মধ্যে এই সকল খাদ্য সামগ্রী আমাকে আস্বাদন করাইয়া থাকেন এবং আপনি যে ঐ সকল সামগ্রী পরিবেশষণ করিয়াছিলেন, তত্তৎকার্য্য আপনি স্বপ্ন বলিয়া মনে করিবেন না, আমার স্ফুরণও স্মরণ করিবেন না; কিন্তু সত্য বলিয়া স্মরণ করুন ॥ ২৭ ॥

অপিচ, হে জননি! যে পর্য্যন্ত আপনি না ভোজন করেন, আমি এই কথা শ্রবণ করি, হায়! সে পর্য্যন্ত আমি ভোজন করি না। যদ্যপি আমি বোধ করি যে, যেন আমি ভোজন করিতেছি, তাহা হইলেও আমার চিত্ত শুষ্ক হইয়া যাইবে, এবং আমার প্রাণ বায়ু সকল শুষ্ক হইয়া যাইবে। অতএব আমি গোষ্ঠে গমন করিব, নিজজননী তোমাকে দর্শন করিব, এবং আপনার মত জননীতুল্য অন্য রমণীকেও দর্শন করিব। শত্রু বিনাশের পর আমি গোষ্ঠে আগমন করিব, তখন আর কাল বিলম্ব হইবে না। আমি আমার সমুদিত তেজঃপ্রকাশে অবিলম্বে শত্রুদিগকে জয় করিতে উৎসাহিত হইব ॥ ২৮ ॥

অথ তদেতন্নিশম্য সম্যগস্রাবিলং সন্দেশহরশ্চ ব্যাজহার। সত্যং শ্রীব্রজেশ্বরীচরণাশ্চ স্বপ্নবদিদং সাম্প্রতভবদ্ভোজনাদিকং সরোদনং বদন্তি স্ম। ভবদ্দুঃখমাশঙ্ক্য স্বাভোজনমপি গোপয়ন্তি স্মেতি ॥ ২৯ ॥

অথ তদেতদবধার্য্য সাশ্চর্য্যতয়া স্থিতেষু তেষু ব্রজমহীক্ষিদাদ্রবীক্ষিতমাচচক্ষে।—ভবতঃ প্রেমবশ্যানাং বয়স্যানামেষাং বর্ত্তনে কা বার্ত্তা। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—শ্রীমন্মাতৃবদেব তে চামী মমেপ্সিতসখিজনা বীক্ষয়া (ক) মামুপলপ্স্যন্তে। কিন্তু মাতুর্বৎসলতাস্বভাবতয়া কদাচিদন্যথাপ্রথা ভাসিষ্যতে ন পুনরমীষাং প্রণয়ভাজামিতি। ব্রজেশ্বর উবাচ—প্রথমতস্তাবদেত ইব গাবঃ কথমেতাবতীং প্রক্রিয়াং শ্রাবণীং কুর্ব্বন্তু ॥ ৩০ ॥

তদেবং শ্রুত্বা গোষ্ঠীয়দূতো যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। অস্রেণ নেত্রজলেনাবিলং সমলং যথাস্যাৎ। রোদনেন সহিতং যথাস্যাত্তথা ভবদ্ভোজনাদিকমিদং স্বপ্নবৎ বদন্তি স্ম। নিজানশনশ্রবণে ভবদ্দুঃখমাশঙ্ক্য স্বাভোজনমপি আচ্ছাদয়ামাসুঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীব্রজরাজ স্তদবস্থাং শ্রুত্বা যদন্যৎ পৃষ্টবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তেষু সর্ব্বেষু আর্দ্রবীক্ষিতং সজলনেত্রং যথাস্যাত্তথা। এষাং শ্রীদামাদীনাং বর্ত্তনে জীবধারণে ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যোত্তরং ঈপ্সিতা মনসি স্মৃতাঃ সখিজনাঃ শ্রীমাতৃবৎ দৃষ্ট্যা উপলব্ধং বিধাস্যন্তে। অন্যথাপ্রথা

অনন্তর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বার্ত্তাবহ সম্যক্‌রূপে অশ্রু কলুষিত নয়নে বলিতে লাগিল। সত্যই পূজ্যপাদ শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী সম্প্রতি আপনার ভোজনাদি কার্য্য, সরোদনে স্বপ্নের মত বলিয়াছেন। এবং "তাঁহার অনশন শ্রবণে আপনার দুঃখ হইবে" এই আশঙ্কা করিয়া নিজে যে ভোজন করেন না তাহা ও গোপন করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর এইরূপে বাক্য অবধারণ করিয়া সমস্ত ব্রজবাসী লোকগণ অবস্থান করিলে, ব্রজভূপাত সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন। তোমার প্রেমাধীন এই

(ক) বাষ্পয়া ইতি আনন্দ-বৃন্দাবন-গৌরপাঠঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—যদ্যপি তাস্বপি মম তথাস্ফূর্ত্তিজূর্ত্তিমপনয়েত্তথাপি প্রকারান্তরমপি বহির্বৃত্তিসমাধানায় বিধাস্যামি। যথা—তাসাং গন্ধানুসন্ধানমেব প্রধানং রবগণশ্রবণং চ। রূপনিরূপণন্তু তৎপ্রধানকমেব। তস্মাৎ স্তোককৃষ্ণোঽয়ং তদভ্যস্তমদস্তোকসৌরভ্যপরিরভ্যমাণবস্ত্রসম্বস্ত্রণয়া কৃতমন্মুরলীখূরলীকতয়া চ তথা সুবলশ্চায়ং বলবসনাবলম্বতয়া তদীয়-

স্বপ্নস্ফূরণরূপা দ্যোতিষ্যতে। এষাং সুষ্ঠু বিবেচকত্বাৎ ততো ব্রজেশ্বরপ্রশ্নঃ এতে সখায় ইব এতাবতীং বিরহে সাক্ষাৎকাররূপাং শ্রাবণীং শ্রবণগোচরীম্ ॥ ৩০ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্তু যৎ যুক্ত্যান্তরমবাদাত্তদ্বর্ণয়তি—যদ্যপীত্যাদিগদ্যেন। তাস্বপি গোস্বপি স্ফুরণং জূর্ত্তিং পীড়াং অপনয়েৎ খণ্ডয়েৎ, তাসাং গবাং গন্ধস্য অনুসন্ধানং গন্ধগ্রহণেন ইষ্টানিষ্টজ্ঞানাৎ তথা রবগণশ্রবণং শব্দসমূহশ্রবণং তৎপ্রধানক° গন্ধানুসন্ধানপ্রধানকমেব। তাভিরভ্যস্ত° সুষ্ঠু পরিচিতং, যন্মম অস্তোকং বহুলং সৌরভ্যং সুগন্ধ স্তেন পরিরভ্যমাণং ম্রক্ষিতং যদ্বস্ত্রং তস্য

সকল বয়স্যগণের প্রাণ ধারণের উপায় কি ? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, শ্রীমতী জননীর মত এই সকল আমার অভীষ্ট সখাগণ দর্শনদ্বারা আমাকে উপলব্ধ করিতে পারিবে, দেখিতে পাইবে। কিন্তু মাতার স্বাভাবিক বাৎসল্য থাকাতে কখন ইহা স্বপ্ন বিলাসের মত স্ফূর্ত্তি পাইবে। কিন্তু এই সকল প্রেমাধীন বন্ধুগণের সেইরূপ হইবে না। কারণ, ইহারা অত্যন্ত উত্তম বিবেচক। ইহা শুনিয়া ব্রজেশ্বর কহিলেন, প্রথমতঃ এই সকল বন্ধুগণের ন্যায় এই সকল ধেনুগণ, কিরূপে এইরূপ অর্থাৎ বিরহে সাক্ষাৎকাররূপ প্রক্রিয়া শ্রবণ গোচর করিবে ? ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যদ্যপি ঐ সকল ধেনুগণের উপরেও আমার প্রকাশ কষ্ট নাশ করিতে পারে, তথাপি আমি বাহ্যবৃত্তি সমাধান করিবার জন্য অন্য প্রকার উপায় অবলম্বন করিব। যথা :—ধেনুগণের গন্ধানুসন্ধানই প্রধান কারণ, অর্থাৎ ইহারা গন্ধদ্বারা ইষ্টানিষ্ট বিষয় জানিতে পারে। গন্ধানুসন্ধানের মত শব্দসমূহ শ্রবণ এবং রূপ নিরূপণও প্রধান উপায় (ক) অতএব এই স্তোক কৃষ্ণ

(ক) গাবো ঘ্রাণেন পশ্যন্তি বেদৈঃ পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ। চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে নরাঃ। গো সকল ঘ্রাণে, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে, এবং রাজগণ দূত মুখে দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু অপর প্রাণিগণ কেবল এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিয়া থাকে। ইতি নীতি।

শৃঙ্গসঙ্গিতয়া চ তাসাং মধ্যমধ্যাসিতং কুরুতাং। ততশ্চ মমাখিলগুণনিধয় এতে সর্ব্বেহপ্যনয়োঃ প্রতিনিধয়ঃ স্যুর্যত্র বন্যাশ্চ তে ধন্যাঃ সর্ব্বাভিবাদ্যা মৃগনগাদ্যা মৎস্ফূর্ত্তিমূর্ত্তি-মাগচ্ছেয়ুরিতি সর্ব্বমেব সমঞ্জসং ভবিতেতি ॥ ৩১ ॥

অথ নিজপরিচারকান্ শূদ্রাভীরকুমারকান্ হতবিচারকা-ন্নিশাম্য বৈবশ্যাদ্বৈশ্যাভীররাজি শাম্যদ্বচনশক্তিভাজি স্বয়মেব সোঽয়মস্রতোয়ধরঃ প্রাহ স্ম—মম সখীয়মানানামেষামখিলানাং তেষামিব যদ্যপি গতিস্তথাপি তাতানুগতিস্তু বিশেষতঃ স্তুতি-মাসীদতীতি ॥ ৩২ ॥

যা সম্বস্ত্রণা তেন সমাচ্ছাদনং তয়া, তথা কৃতায়া মম মুরল্যাঃ খূরলী অভ্যাসঃ স এব কলা মধুরশব্দ স্তদ্ভাবতয়া চ বলস্য শ্রীরামস্য যদ্বসনং সুনীলবস্ত্রং তদেব অবলম্বো যস্য তদ্ভাবতয়া তথা তদীয়ং বলসম্বন্ধি যৎ শৃঙ্গং তৎ সঙ্গিতয়াচ তাসাং গবাং মধ্যমুপবেশং কুরুতাং। অনয়োঃ স্তোককৃষ্ণ-সুবলয়োঃ। বন্যা বনভবা মৃগনগাদ্যাঃ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং অভিবাদ্যাং মম স্ফূর্ত্তিরূপাং মূর্ত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

তদেবং সর্ব্বান্ সান্ত্বয়িত্বা নিজভৃত্যান্ প্রতি যদবদৎ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। হতো বিচারো যৈ স্তান্, বৈশ্যাভীরাণাং রাজা তস্মিন্, শাম্যন্তী যা বচনশক্তি স্তাং ভজতে তস্মিন্, ব্রজরাজে সতি অস্রতোয়ধরঃ নেত্রজলধরঃ। সখায় ইবাচরন্তি যে তেষামেষাং স্তোককৃষ্ণাদীনাং তেষামিব মম পিত্রাদীনামিব গতিরবস্থা দশা তথাপি তাতস্য পিতুরনুগতিঃ দশা ততঃ পিত্রাদিভ্যঃ সকাশাদনুগতিঃ সেবা স্তুতিং প্রশংসনীয়তাং আসীদতি গচ্ছতি ॥ ৩২ ॥

ধেনুগণের অভ্যন্ত, আমার বহুল সৌরভ নিশ্রিত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন থাকাতে এবং অনুষ্ঠিত মুরলী অভ্যাসের মধুর শব্দদ্বারা, এবং এই সুবল বলরামের নীল-বসন অবলম্বন করিয়া এবং তাঁহার শৃঙ্গের সঙ্গী হইয়া ঐ সকল ধেনুগণের মধ্যে উপবেশন করুক। তাহার পর আমার অখিল গুণনিধিস্বরূপ এই সকলেই স্তোক কৃষ্ণ এবং সুবলের প্রতিনিধি হইবে। যাহাতে বনজাত সেই সকল পশু বৃক্ষাদি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও পূজ্য হইয়া আমার স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ রূপ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। অতএব এইরূপে সকল বিষয়েরই সামঞ্জস্য ঘটিবে ॥ ৩১ ॥

অনন্তর আপনার ভৃত্য শূদ্র জাতীয় আভীর পুত্রদিগকে বিচার বিহীন

অথ মধুমঙ্গলমপি তদিদং স্নেহসঙ্গতমাহ—

হন্ত! ভবন্তশ্চ তত্র যান্তু। যদ্ভগবতীসেবাং মন্মঙ্গলায় মৎপ্রতিনিধিতয়া কুর্ব্বাণাঃ পুনস্তদপূর্ব্বজননাৎ পূর্ব্ববত্তদখর্ব্ব-পর্ব্বণে সম্পৎস্যন্ত ইতি ॥ ৩৩ ॥

তদেবং বিস্রম্ভ্য তত্তদঙ্গসৌরভ্যপরিরভ্যমাণবসনাদিনা তৌ স্তোককৃষ্ণ-সুবলৌ বিশেষতস্তত্তদ্‌গুণবাসিতৌ বিধায়ান্যা-

---

অথ প্রিয়সখং মধুমঙ্গলং যদাহ তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। স্নেহেন সঙ্গতং মিলিতং যথাস্যাৎ। যান্তু গচ্ছন্তু, ভগবতী পৌর্ণমাসী, অপূর্ব্বজননাৎ মথুরাগমনরূপাৎ তত্তু রাজ-বিয়োগজন্যং মমাপরিহার্য্যব্রজত্যাগোৎপত্তিরূপং বা, অখণ্ডপর্ব্বণে সম্পূর্ণোৎসবায় যতো মম পুনর্ব্রজাগমনেন তত্তৎসর্ব্বসুখানি সম্পন্নানি ভবিষ্যন্তি ॥ ৩৩ ॥

এবং সান্ত্বনীকৃত্য তত্তৎ কার্য্যেনাপি যথা তৎ সুখমপুষত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। বিস্রম্ভ্য প্রণয়ং প্রস্ফুট্য তেষাং তেষাং হস্তাদীনামঙ্গানাং যৎ সৌরভ্যং তেন পরিরভ্যমাণং

(হতজ্ঞান) দর্শন করিয়া, বৈশ্যরাজ নন্দ মহারাজের বাক্‌শক্তি অবশভাবে নিবৃত্ত হইয়া গেলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই নেত্রজল ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। যদ্যপি এই সকল ভৃত্য বালক পিতা মাতা প্রভৃতির ন্যায় আমার বন্ধু তুল্য সুতরাং ইহাদিগের ও যদি এই সমস্ত স্তোক কৃষ্ণ এবং সুবলাদির মত দশা হইয়া থাকে, তথাপি বিশেষতঃ পিতৃ প্রভৃতির অনুগমনরূপ সেবাই, তাহাদিগের প্রশংসার সম্বন্ধে যোগ্য হইতেছে অর্থাৎ পিতৃপাদের অনুগামী হইয়া থাকিলেই তাহাদের ব্যবস্থা হইবে ॥ ৩২ ॥

অনন্তর মধুমঙ্গলকেও স্নেহপূর্ব্বক এই বাক্য বলিতে লাগিলেন। ওহে তোমরাও আমার মঙ্গলের জন্য আমার প্রতিনিধিরূপে ভগবতী পৌর্ণমাসীর সেবা করিতে সেইখানে গমন কর। আর মথুরা গমন হেতু রাজবিরহ জন্য যে কষ্ট হইয়াছে, তোমরা তথায় গমন করিলে পূর্ব্বের মত সম্পূর্ণ উৎসবের জন্য সকল প্রকার সুখসম্পন্ন হইবে ॥ ৩৩ ॥

অতএব এই প্রকারে প্রণয় প্রকাশপূর্ব্বক তত্তৎহস্তাদি অঙ্গসমূহের সৌরভ্য মিশ্রিত বসনাদি দ্বারা ঐ স্তোক কৃষ্ণ এবং সুবলকে বিশেষতঃ তত্তৎ

নপি যথান্যায়ং নিজালঙ্করণাদিনালঙ্কৃত্য সেবাদিকারিণশ্চ যথা-বদাদৃত্য কৃত্যবিশেষান্ শ্রীমৎপিতৃচরণেষু গোচরতাং নিনায়।

নীত্বা চ তদনুজ্ঞাং গৃহীত্বা স্বয়ং তত্রৈব স্থিত্বা মন্ত্রসদনাদ্বহিঃ-স্থিতান্ মাথুরবিপ্রজনানন্তর্নীত্বা তদ্দ্বারা সর্ব্বানেব যদূন্ বিজ্ঞাপয়ামাস। ত এতে ব্রজায় ব্রজিষ্যন্তীতি ॥ ৩৪ ॥

তে চ শ্রীবসুদেবনরদেবপ্রমুখাস্তত্রৈব সুখাদাগতাঃ। আগম্য চ রম্যপরিচ্ছদাদিনা তানভ্যর্চ্চ্য চানুব্রজ্য চ চর্চ্চ্য-মানতদ্ভদ্রতয়া পুরময়ামাসুঃ ॥ ৩৫ ॥

যদ্বসনাদি তেন স্বস্য স প্রসিদ্ধো বশীকরণলক্ষণো যো গুণ স্তেন বাসিতৌ ভাবিতৌ বিধায় অন্যান্ শ্রীদামাদীন্ গোচরতাং জ্ঞাতসারতাং প্রাপয়ামাস। অন্তর্নীত্বা মন্ত্রঃ মন্ত্রণা তস্য সদনং প্রবেশ্য তেষাং দ্বারা তে এতে শ্রীব্রজরাজাদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

তেষাং তদ্বৃত্তবিজ্ঞাপনানন্তরং যদভূত্তদ্বর্ণয়াত—তেচেত্যাদিগদ্যেন। নরদেব উগ্রসেনঃ, চর্চ্চ্যমানং কথ্যমানং তেষাং ভদ্রং সাধুতা যৈ স্তদ্ভাবতয়া অয়ামাসু র্জগ্মুঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রসিদ্ধ বশীকরণরূপ গুণদ্বারা সুবাসিত করিয়া, এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও যথাবিধি স্বীয় অলঙ্কারাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, সেবক প্রভৃতি আজ্ঞাবহদিগকে যথাবিধি আদর করিলেন। পূজ্যপাদ পিতৃদেবের নিকটে বিশেষ বিশেষ কার্য্য সকল জ্ঞাত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদিগকে জ্ঞাতসার করিয়া, তদীয় অনুমতি গ্রহণ করতঃ স্বয়ং সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। মন্ত্রণাগৃহের বাহিরে অবস্থিত মথুরাবাসী বিপ্রদিগকে মধ্যে লইয়া তাঁহাদের দ্বারা সমস্ত যাদব দিগকে নিবেদন করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন যে, এই ব্রজরাজ প্রভৃতি ব্রজে গমন করিবেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবসুদেব এবং রাজা উগ্রসেন প্রভৃতি সকলেই সেই স্থানে পরম সুখে আগমন করিয়াছিলেন। আগমন পূর্ব্বক মনোহর পরিচ্ছদাদিদ্বারা তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা এবং তাঁহাদের অনুগমন করিয়া তাহাদের সাধু বিষয় অনুশীলন করিতে করিতে পুর মধ্যে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

স তু যশস্বী স্বয়মস্বীকৃতরাজ্যতয়া কিমপি তত্রত্যং তান্ প্রত্যনপবর্জ্য কিন্তু প্রাগ্বলিবলিতবলিকংসহৃতঘৃতকুপ্য-ভাজনানি যানি তান্যেব বিসর্জ্য কেশবঃ কেবলতায়াং মিথঃ ক্ষুভিততাভীতস্তৈরেব সহ শ্রীব্রজমহনীয়াননুজ্ঞাপ্য মনসি কয়াপ্যবস্থয়া ব্যাপ্যমানঃ পুরমাজগাম রামস্তু তান্ দূরমনু-বব্রাজ ॥ ৩৬ ॥

ব্রজেশ্বরস্তু প্রলীনমনস্তায়ামপি জীবন্মুক্তবদেব সংস্কার-

তদনন্তরং শ্রীকৃষ্ণরামৌ যচ্চক্রতুস্তদ্বর্ণয়তি—স ইতিগদ্যেন। তান্ ব্রজবসতিগণান্ ন স্বীকৃতং রাজ্যং যেন তদ্ভাবতয়া রাজগৃহং অনপবর্জ্য অদত্ত্বা প্রাক্ পূর্ব্বং বলিরুপহারো বলিত আত্মসাৎকৃতো যেন স চাসৌ বলবিশিষ্টো যঃ কংস স্তেনাদৌ কৃতানি পশ্চাৎ ধৃতানি যানি কুপ্যভাজনানি অহেমরূপ্যাদীনি তানি বিসর্জ্য সমর্প্য মিথঃ কেবলতায়াং স্বস্য ব্রজবাসিনাং একাকিতায়াং যা ক্ষুভিততা তয়া ভীতঃ সন্ তৈ পিতৃব্যাদিভিঃ সহ শ্রীব্রজমহনীয়ান্ শ্রীব্রজরাজং গৌরবাৎ বহুবচনং। তেষামনুজ্ঞাং প্রাপ্য চিত্তে কয়া অনির্ব্বচনয়াপি অবস্থয়া ব্যাপ্যমানঃ পুরমাযযৌ। রামস্তু দূরং ব্যাপ্য অনুগতবান্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীব্রজেশ্বরস্য তত্র স্নেহোঽতিমহানিতি বর্ণয়তি—ব্রজেশ্বরস্ত্বিতি। প্রলীনং স্তব্ধভাবাপন্নং

কিন্তু সেই যশস্বী শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পূর্ব্বে রাজ্য গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই, তত্রত্য কোনও বস্তু ব্রজবাসীদিগকে দান করেন নাই। কিন্তু যে কংস পূর্ব্বে উপহার আত্মসাৎ করিয়াছিল, সেই বলিষ্ঠ কংস স্বর্ণরূপ্য ব্যতীত যে সকল পাত্র প্রথমে হরণ করিয়া এবং পশ্চাৎ তাহা ধারণ করিয়াছিল, সেই সকল পাত্রই সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার এবং ব্রজবাসী দিগের পরস্পর একাকি ভাবে ক্ষোভ ভীত হইলেন। তৎপরে পিতৃব্যাদির ও পূজনীয় শ্রীমান্ ব্রজরাজের নিকট হইতে অনুমতি লইলে তাঁহার মনোমধ্যে কোনও এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। ঐ অবস্থায় তিনি নগরে আগমন করিলেন। কিন্তু বলরাম অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

কিন্তু ব্রজরাজের অন্তঃকরণ নিস্তব্ধ ভাব অবলম্বন করিলেও জীবন্মুক্ত ব্যক্তির

বশাদিদং জগাদ—বৎস! নিজানুজবৎসল! স কেবলতয়া মনোবলং হাস্যতি। তস্মাদনুজং তমেবানুযাহীতি ॥৩৭॥

অথ স্বসম্বন্ধাদধিকদুঃখানুবন্ধাদাশঙ্কমানঃ সঙ্কর্ষণঃ সধৈর্য্যং সর্ব্বাননুজ্ঞাপ্য শীঘ্রগত্যা স্বভ্রাতরং প্রাপ্য ক্বচিদেকান্তমনুযাপ্য নিজনিজবাহুভ্যাং পরস্পরং গ্রীবাং পরিধাপ্য তেন সহ রুরোদ। তদলমতিবিস্তরেণ ॥ ৩৮ ॥

মনো যস্য তদ্ভাবতায়ামপি। সপ্রাণরূপঃ কেবলতা অস্মাকং তব চ রহিতত্বেন একাকিতয়া মন্ত্রণায়া অভাবেন মনোবলং সঙ্কল্পবিকল্পাদিকং হাস্যতি ত্যক্ষ্যতি, অনুযাহি অনুগচ্ছ ॥ ৩৭ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। অধিকদুঃখস্যানুবন্ধো যস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য বিচ্ছেদেন কেবলস্য স্বস্য সম্বন্ধাৎ সধৈর্য্যং ধৈর্য্যেণ সহ বর্ত্তমানঃ যথাস্যাদেকান্তং নির্জ্জনস্থানং অনুযাপ্য অনুগতিং কারয়িত্বা পরিধাপ্য দৃঢ়ং বেষ্টয়িত্বা তেন কৃষ্ণেন ॥ ৩৮ ॥

মত কেবল সংস্কার বশতই এইরূপ বাক্য বলরামকে বলিয়াছিলেন। হে বৎস! হে নিজভ্রাতৃবৎসল! তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সেই প্রাণ বায়ু সঙ্কল্পবিকল্প প্রভৃতি মনের বল পরিত্যাগ করিবে। অতএব সেই অনুজেরই অনুগমন কর॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে স্বকীয় সম্বন্ধ কেবল একমাত্র দুঃখের কারণ। এই কারণে ভীত হইয়া বলদেব ধৈর্য্য সহকারে সকলের অনুমতি লইয়া দ্রুত গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে কোন এক নির্জ্জন স্থানে পরস্পর অনুগমন করিয়া স্ব স্ব বাহুদ্বারা পরস্পরের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাঁহার সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। অতএব আর অধিক বিস্তারে প্রয়োজন নাই॥ ৩৮ ॥

যতঃ ;—

কংসস্য ধ্বংসনান্তে ব্রজবসতিগণে
গচ্ছতি স্বীয়গেহং
তং কৃষ্ণং তং চ রামং তমপি পশুপতি-
ক্ষ্মাপতিং তাংশ্চ গোপান্।
শ্রীদামাদ্যাংশ্চ তাংস্তানপি চ তদনুগান্
নব্যবিচ্ছেদভীতে-
রন্তঃ স্মৃত্বা মদন্তর্ব্বিরসবশতয়া
সর্ব্বমর্ব্বাগ্জহাতি ॥ ৩৯ ॥

তদেবমুট্টঙ্কয়ন্মধুকণ্ঠঃ শ্রীব্রজাধিপাদীনামাধিমবধায় পুনরভিদধে ॥ ৪০ ॥

তয়ো স্তদ্রোদনবর্ণনে মম চিত্তং ব্যাকুলায়তে ইতি লিখতি কংসস্যেতি। স্বীয়গেহং ব্রজগেহং গচ্ছতি সতি স পশুপতিক্ষ্মাপতিং শ্রীব্রজেশং তান্ শ্রীদামসুবলাদীন্ তদনুগান্ অন্তঃ স্মৃত্বা ন ব্যবিচ্ছেদভীতেঃ মদন্তর্ম্মমচিত্তং বিরসবশতয়া ব্যাকুলত্বেন অর্ব্বাক্ অধুনা সর্ব্বং বচনাদি ত্যজতি ॥ ৩৯ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ কথকস্য মধুকণ্ঠস্য বৃত্তং লিখতি—তদেবমিতিগদ্যেন। আধিং মনঃপীড়ামনুচিন্ত্য ॥ ৪০ ॥

গ্রন্থকার কহিতেছেন কারণ, কংসের ধ্বংস হইলে পর ব্রজবাসী জনগণ স্ব স্ব ভবনে গমন করিলে, সেই কৃষ্ণ, সেই বলরাম, সেই পশুপালিত শ্রীমান্ ব্রজরাজ সেই সকল গোপবৃন্দ, সেই সকল শ্রীদাম প্রভৃতি সখাগণ, এবং তদীয় তত্তৎ অনুচরদিগকে নবীন বিরহ প্রযুক্ত স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় ব্যাকুলতা নিবন্ধন অধুনা সকল বস্তু পরিত্যাগ করিতেছে * ॥ ৩৯ ॥

অতএব মধুকণ্ঠ এইরূপ উল্লেখ করিয়া এবং শ্রীমান্ ব্রজরাজ প্রভৃতির মনঃপীড়া চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

---

* এই নন্দাদি পরিত্যাগরূপ দুঃখ যে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মনে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহৃদয় ভিন্ন বুঝিবার সামর্থ্য নাই। ইহার বর্ণনাও বহুতর, কিন্তু গ্রন্থকার তদ্ভাবময় হইয়াই বলিলেন "অলমতিবিস্তরেণ" আর বাড়াবাড়ির দরকার নাই।

যঃ স্বাং কৃষ্ণঃ পুরা তৃষ্ণাং বর্দ্ধয়ামাস ধৃষ্ণুজম্।
স সাক্ষাদ্ভবতামঙ্কে স্বং কেলিং বহতি প্রভো! ॥৪১॥

অথ শ্রীকৃষ্ণশ্চ তচ্চরণারবিন্দং শিরসা বিন্দন্ সনির্ব্বেদং নিবেদিতবান্ ॥ ৪২ ॥

অহহ! বহুলমন্তুং জন্তুরেষ প্রলাপী
রচিতমচিততাতঃ ক্ষন্তুমর্হেস্ত্বমেব।
কথমপি নিজমঙ্গং ব্যাধিনা দুঃখদং স্যা-
ত্তদপি ন হি তদঙ্গী ত্যক্তুমিচ্ছেৎ কদাপি ॥ ৪৩ ॥

তেন কথিতং বিকাসয়তি—য ইতি। পুরা প্রাপঞ্চিকলীলায়াং যঃ কৃষ্ণঃ ধৃষ্ণুজং প্রগল্ভজাতং যথাস্যাৎ তাং তৃষ্ণাং স্পৃহাং বর্দ্ধিতবান্। প্রভো হে ব্রজাধীশ! ॥ ৪১ ॥

ততঃ স কথকো যৎ কথিতবান্ তদেব বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। সনির্ব্বেদং সখেদং যথাস্যাৎ ॥ ৪২ ॥

তন্নিবেদনং কথয়তি—অহহেতি। খেদে। এষোঽহং জন্তুর্জনঃ রচিতা যা মচিততা শঠতা মচ ধাতো রূপং তস্যা হেতো বহুলমন্তুং প্রচুরাপরাধং প্রলাপী প্রলপনশীলোঽভবৎ এতৎকার্য্যং সমাধায়াহং শীঘ্রং ব্রজং গমিষ্যামীত্যাদিরূপং মুহুর্মুহু র্বচনজাতং বাদিতা যদ্বা অচিতেতি চিঙ্‌ধাতো লুঙন্তপদং স্বরান্তাৎ সে গুণাভাবশ্চ। স্ব ইতি পাণিনীয়গ্রন্থস্থং বৈদিকসূত্রং স্বরান্তাৎ সে র্লোপো গুণাভাবশ্চ ক্বচিৎ স্যাদিতি বৃত্তিঃ ইতি। ভাষায়াং ছান্দসা অপি ক্বচিৎ প্রযুজ্যন্তে ইতি বৈয়াকরণা। অতঃ সুষ্ঠ্বর্থঃ প্রতিপদ্যতে। ত্বমব ভবান্ তং ক্ষন্তুমর্হো যোগ্যো ভবেঃ তং নহি ত্যক্তুমর্হঃ—তত্র দৃষ্টান্তঃ কথমপি কেন প্রকারেণ যদ্যপি নিজমঙ্গং ব্যাধিনা দুঃখদায়কং স্যাৎ তথাপি অঙ্গী দেহী কদাপি তদঙ্গং ত্যক্তুং নহি কাময়েৎ ॥ ৪৩ ॥

হে ব্রজরাজ! যিনি পূর্ব্বে লীলা প্রপঞ্চকালে বিবিধ প্রগল্‌ভতার সহিত স্বকীয় বাসনা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ আপনার ক্রোড়দেশে কেলি করিতেছেন ॥ ৪১।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আপনার মস্তক দ্বারা তদীয় চরণারবিন্দ স্পর্শ করিয়া সখেদে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

আহা! হায় আমি যে প্রকার প্রাণী, আমি প্রলাপ করিয়া শঠতা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বহুতর অপরাধ করিয়াছি। আপনি পিতা, আপনার সেই অপরাধ

ততশ্চ ;—

আলিঙ্গ্যত ব্রজেশিত্রা পিত্রা সপুলকং সুতঃ।
সর্ব্বৈশ্চানন্দগর্ব্বেণ রোমপর্ব্বেহ সন্দধে ॥ ৪৪ ॥

তদেবং প্রাতঃকথাং মধুকণ্ঠঃ সমাপ্য শ্রীমাধবপদসীম্নি রাধিকাসদসি কথয়ামাস ॥ ৪৫ ॥

যে খলু তস্য ব্রজাব্রজনায় ব্যঞ্জিতা বিঘ্নাস্তে সর্ব্বে প্রাগুক্তলজ্জানিঘ্না এব মন্তব্যাঃ। তদেব পুরস্তাদ্ব্যঞ্জয়ন্ মথুরায়াশ্চলন্তং সুবলং বলানুজঃ স্ববল্লভারোচকবাচি কবলিতং চকার ॥ ৪৬ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—আলিঙ্গ্যতেতি। সুতঃ কৃষ্ণঃ সপুলকং পিত্রা আলিঙ্গ্যত ইহ সময়ে সর্ব্বৈঃ সভ্যৈঃ রোমপর্ব্ব রোমোৎসবঃ সন্দধে সম্যক্ প্রকারেণ দধ্রে ॥ ৪৪ ॥

ততো রাত্রিবৃত্তান্তং কথয়িতুং প্রক্রমতে—তদেবমিতিগদ্যেন। শ্রীকৃষ্ণপদসমীপে ॥ ৪৫ ॥

তত্র মধুকণ্ঠ-কথাং বর্ণয়তি—যে খল্বিতিগদ্যেন। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজাগমনায় বিঘ্না লীলাশক্ত্যা ব্যঞ্জিতাঃ প্রকাশিতাঃ প্রাগুক্তায়া লজ্জায়া নিঘ্না আয়ত্তাঃ তদেব লজ্জাধীনবিঘ্নত্বং অগ্রে ব্যঞ্জয়িতুং বলানুজঃ কৃষ্ণঃ স্ববল্লভানাং রোচকং যদ্বাচিকং তেন বলিতং সংযুক্তং চকার ॥ ৪৬ ॥

ক্ষমা করা উচিত। দেখুন যদি কোন প্রকারে নিজ দেহই ব্যাধিদ্বারা দুঃখ দায়ক হইয়া থাকে তাহা হইলেও দেহধারী পুরুষ কখনও ঐ ব্যাধিগ্রস্থ দেহ যে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর পিতা ব্রজরাজ রোমাঞ্চিত দেহে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময়ে সমস্ত সভ্যগণ আনন্দ মদে রোমোৎসব (রোমাঞ্চ) ধারণ করিয়াছিল ॥৪৪॥

অতএব এই প্রকারে মধুকণ্ঠ প্রাতঃকালের কথা সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদ প্রান্তে শ্রীরাধিকার সভায় বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমনের জন্য লীলা শক্তি দ্বারা যে সকল বিঘ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত পূর্ব্বোক্ত লজ্জার অধীন বলিয়াই মানিতে হইবে। ঐ লজ্জার স্বাধীনভাব প্রকাশ করিতে সুবল যখন মথুরা হইতে গমন করে, তখন

যথা ;—

সত্যং সন্ত্যজ্য যুষ্মান্ নিয়তমদনুগপ্রাণনা নিষ্প্রমাণা
ধর্ম্ম্যং মে নাস্তি কিঞ্চিত্তদপি সবয়সঃ শ্রূয়তাং মন্নিবেদ্যম্।
যুষ্মাকং যাতিসেতুর্ম্ময়ি রতিরতুলা সা তু মাং হ্রেপয়ন্তী
তত্তুল্যাসক্তিরিক্তং হ্নুতত্তনুমকরোন্নাস্মি দূরঃ কদাপি ॥৪৭॥

তদ্বর্ণয়তি সত্যমিত্যাদিভিঃ পদ্যকুলকৈঃ। নিয়তাঃ মমানুগতপ্রাণা যাসাং তাসাং ভাবঃ। নিয়তমদনুগতপ্রাণতা তয়া নির্গতং প্রমাণং যাসাং তা এবম্ভূতা যুষ্মান্ সন্ত্যজ্য মে ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মায় হিতং কার্য্যং কিমপি নাস্তি তদপি হে সবয়সঃ সখ্যঃ মম নিবেদ্যং ভবতীভিঃ শ্রূয়তাং অতিক্রান্তঃ সেতুর্মর্য্যাদা যয়া সা অতুলা বো যুষ্মাকং ময্যস্তি সাতু মাং হ্রেপয়ন্তী লজ্জান্বিতং কুর্ব্বন্তী তত্তুল্যাসক্তিরহিতং তত্তুল্যরতিহীনং হ্নুততনুং গুপ্তশরীরং মামকরোৎ কদাপি মম দূরো নাস্তি ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় প্রিয়গণের রুচিজনক আদেশ বাক্য দ্বারা সুবলকে সংযুক্ত করিয়াছিলেন অর্থাৎ সুবলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন (ক) ॥ ৪৬ ॥

তোমাদিগের প্রাণ নিয়তই আমার অনুগত। এই কারণে তাহাদের আর কোন প্রমাণ ছিল না। এইরূপ অবস্থায় আমি যখন সত্যই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আমার ধর্ম্মযুক্ত কার্য্য কোথায়!। তথাপি হে সখীগণ! তোমরা আমার বক্তব্য বাক্য শ্রবণ কর। তোমাদের আমার উপরে যে মর্য্যাদালঙ্ঘনকারিণী অনুপমা প্রীতি আছে তাহা কিন্তু আমাকে লজ্জিত করিয়া তত্তুল্য রতি বিহীন এবং গুপ্ত শরীর করিয়াছে। সুতরাং আমি কদাপি তোমাদের দূরবর্ত্তী নহি ॥ ৪৭॥

(ক) শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলা প্রভৃতি মনের অবস্থা জানাইতে হইলে সুবল ভিন্ন হইতে পারে না। কারণ সুবল সখ্য ও মাধুর্য্য উভয় রসের পাত্র।

পুর্য্যামস্যাং যদস্মি প্রকটমপি হি তং হন্ত ! কুর্য্যাং কথং তৎ
কিন্তু চ্ছায়াসদৃক্ষঃ স্ফুটমিহ বিহরে তত্র তু স্বেন নিত্যম্।
আবেশো যত্র যস্য স্ফুরতি সনিয়তং তত্র ভাতি স্বয়ং যৎ
স্ফূর্ত্তিং স্বাং সোঽয়মস্মীত্যনুভজতি যথা তেন নান্যেন তদ্বৎ ॥৪৮

সোমাভে ! দর্শরাত্রাবপি নিজরুচিভিঃ পূর্ণিমাভ্রান্তিতস্ত্বং
মদ্বিশ্লেষজ্বরার্ত্তিপ্রথিনবমদশা দুর্ব্বশাঙ্গী যদাসীঃ।
তর্হি ত্বামঙ্গকান্তিস্ফুরদসিতমণিশ্রীচয়ব্যাপ্তসর্ব্বঃ
সোঽহং শিশ্লেষ তত্তদ্বিনিমিতদশয়া যত্র চিত্রং জগন্তু ॥৪৯॥

কিঞ্চাস্যাং পুর্য্যাং প্রকটং যদস্মি ভবামি। হন্তেতি খেদে। তৎকথমপি হি তং তিরোহিতং কুর্য্যাং, কিন্তু মম চ্ছায়াসদৃক্ষঃ ছায়ায়াঃ প্রতিমায়াঃ সদৃশো দেহ ইহ পুর্য্যাং বিহরেৎ তত্র ব্রজেতু স্বেন স্বরূপেণ নিত্যং বিহরেৎ তত্র নিদর্শনং যত্র যস্যাবেশঃ স্ফুরতি স আবেশ স্তত্র নিয়তং স্বয়ং ভাতি প্রকাশতে যৎ যস্মাৎ স্বাং স্বকীয়াং স্ফূর্ত্তিং সোঽয়মস্মীতি যথা যথাবৎ অনুভজতি অন্যেন ছায়াসদৃশেন নেতি তদ্বৎ আবেশবৎ ন ভবতি ॥ ৪৮ ॥

গতাং স্ফূর্ত্তিমনুস্মারয়তি—সোমাভেতি। সোমাভে হে চন্দ্রাবলি ! দর্শরাত্রৌ অমাবস্যা-নিশায়ামপি নিজকান্তিভিঃ পূর্ণিমাভ্রান্তিতঃ মম বিশ্লেষজ্বরেণ যা আর্ত্তিপ্রথিঃ পীড়াবিস্তার স্তয়া নবমদশা মূর্চ্ছা যস্যা সা দুর্ব্বশানি বিকলান্যঙ্গানি যস্যাঃ সা ত্বং যদা আসীস্তদা অঙ্গকান্ত্যা অঙ্গশোভয়া স্ফুরন্ যোঽসিতমণিরিন্দ্রনীলমণি স্তস্য যঃ শ্রীচয়ঃ শোভাপূর স্তেন ব্যাপ্তঃ সর্ব্বঃ সকলো যেন সোঽহং ত্বাং শিশ্লেষ আলিঙ্গিতবান্ যত্তদ্বিনিমিতদশয়া মদ্বিশ্লেষার্ত্ত্যাদেঃ পরিবর্ত্তন-দশয়া চিত্রমাশ্চর্য্যং ত্বং জগন্থ গতাসীঃ ॥ ৪৯ ॥

অপিচ, আমি যে এই পুরীতে প্রকাশ্যে বিদ্যমান আছি, হায়! তাহা আমি কিরূপে অন্তর্হিত করিতে পারি। কিন্তু এই ব্রজনগরে আমার প্রতিমূর্ত্তির সমান এক দেহ অবস্থিত থাকিবে। এই ব্রজমণ্ডলে স্পষ্টই তাহা স্বরূপভাবে নিত্যই বিহার করিবে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই, যে স্থানে যাহার যেরূপ আবেশ স্ফূর্ত্তি পায়, সেই আবেশ সেই স্থানে নিয়তই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে কারণ, যেরূপ লোকে "আমিই সেই ব্যক্তি হইয়াছি" এইরূপ স্বকীয় মূর্ত্তির অনুভজনা করিয়া থাকে, সেইরূপ ছায়া সদৃশ দেহদ্বারা সেই আবেশের মত স্ফূর্ত্তি ভজনা করে না ॥ ৪৮ ॥

হে চন্দ্রাবলি! অমাবস্যার রাত্রিতেও পূর্ণিমাভ্রমে যৎকালে আমার বিরহ

সোমাভে ! মানমৈচ্ছঃ প্রতিপদি ললিতে ! মামযাসীর্ব্বনান্তে
পাল্যাসীর্ব্বাসসজ্জা পরিচরসি পুরা রাধয়া মাং বিশাখে ! ।
এতদ্দিঙ্মাত্রমুক্তং ভবদবগতয়ে জ্ঞেয়মন্যৎ কথং বা
স্বপ্নং তত্তদ্বিদিত্বা গ্লপয়থ নিজকং মানসং মামপীহ ॥৫০॥
পদ্মে ! ভদ্রে ! সশৈব্যে ! ত্রিতয়মপি ভবদ্রূপমুদ্ভ্রান্তচিত্তং
মদ্বিশ্লেষাত্তমালং পরি বিলুঠিতবদ্যত্র তত্রাহমাসম্ ।
আলিঙ্গন্ যুষ্মদঙ্গান্যুদনময়মহো ! যাবদভ্যস্য তাবৎ
ক্রুদ্ধা বৃদ্ধাঃ কুতশ্চিদ্ব ! যদুপগতাস্তন্ন মে যাতি দুঃখম্ ॥৫১॥

কিঞ্চ হে সোমাভে ! প্রতিপদি তিথৌ মানমৈচ্ছ ত্বং ইষ্টবতী হে ললিতে ! বনান্তে মাং ত্বং অযাসীঃ প্রাপ্তা। হে পালি ত্বং বাসকসজ্জাসীঃ হে বিশাখে ! পুরা রাধয়া সহ পরিচরসি পরিচর্য্যাং করোষি ভবতীনামবগতয়ে এতদ্দিঙ্মাত্রং প্রদেশমাত্রং ময়োক্তং অন্যৎ মৎসংযুক্তং জ্ঞেয়ং। তদা কথং বা তত্তৎস্বপ্নং বিদিত্বা নিজং মানসং গ্লপয়থ গ্লানিং নয়থ ইহ স্থিতং মামপি গ্লপয়থ ॥ ৫০ ॥

কিঞ্চ শৈব্যয়া সহিতে হে পদ্মে হে ভদ্রে ত্রিতয়মপি ভবতীনাং রূপং স্বরূপং মদ্বিশ্লেষাৎ উদ্ভ্রান্তচিত্তং যথাস্যাত্তথা তমালং বৃক্ষং যত্র যদা পরিলুঠিতবৎ পরিলুঠিতমিব তত্র তদা অহং

জ্বরে পীড়া বিস্তার দ্বারা নবম দশা বা (মূর্চ্ছা) উপস্থিত হওয়াতে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যাকুল হইয়াছিল, তৎকালে অঙ্গ কান্তি দ্বারা প্রস্ফুরিত ইন্দ্রনীল মণির শোভাসমূহ দ্বারা আমার সকল দেহ ব্যাপ্ত হইলে. আমি যে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার বিরহ জনিত পীড়া প্রভৃতির পরিবর্ত্তন দশা উপস্থিত হয় এবং তাহাতে তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলে ॥ ৪৯ ॥

হে চন্দ্রাবলি ! তুমি প্রতিপদ তিথিতে মনে করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে। হে ললিতে ! তুমি বনের মধ্যে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে। হে পালি ? তুমি বাসক সজ্জা হইয়াছিলে। হে বিশাখে ! তুমি পূর্ব্বে রাধিকার সহিত আমার পরিচর্য্যা করিয়াছিলে। তোমাদের বোধের জন্য আমি অল্পমাত্রই বলিয়াছি। ইহা ব্যতীত অন্যান্য আমার সংক্রান্ত বিষয় অবগত হইও। অতএব তোমরা কিরূপেই বা তত্তৎ বিষয় স্বপ্ন বোধ করিয়া আপনার মনকে ব্যথিত করিতেছ, এবং আমি মথুরায় আছি, অথচ এই প্রবাস দশাগ্রস্ত আমাকেই বা কেন কষ্ট দিতেছ ॥ ৫০ ॥

হে পদ্মে ! হে ভদ্রে ! হে শৈব্যে ! তোমাদের এই তিন জনের রূপ

অন্যেদ্যুঃ শ্রীলরাধে ! মম পুরগমনস্ফূর্ত্তিসঞ্জাতমূর্ত্তিং
ত্বামালিঙ্গ্যানুচুম্বন্ গিরিবনমনয়ং তৎকথং ব্যস্মরস্ত্বম্ ।
তত্রাগম্যাথ সর্ব্বাঃ কলকলবিরুতং যর্হি চক্রুস্তদানীং
তত্রাবাং হা ! যথাস্বং পৃথকদপগতৌ ন স্মরস্যেব তচ্চ ॥৫২॥

তত্রাসং যাবৎ অভ্যাস্য অভিগম্য যুষ্মাকমঙ্গানি আলিঙ্গন্ উদয়মগমং প্রাপ্তবান্ তাবৎ বৃদ্ধাঃ ক্রুদ্ধাঃ সত্যঃ কুতশ্চিৎ সকাশাৎ। বতেতি খেদে। যৎ উপগতা স্তস্মাৎ মে মম দুঃখং ন যাতি ॥ ৫১ ॥

কিঞ্চ হে শ্রীলরাধে ! অন্যদিবসে মম পুরগমনস্য যা স্ফূর্ত্তিস্তয়া সঞ্জাতা মূর্ত্তিঃ মূর্চ্ছা যস্যাস্তাং ত্বামালিঙ্গ্য তদনুচুম্বন্ সন্ গিরিস্থবনং ত্বামনয়ং প্রাপয়ং তৎ কথং ত্বং ব্যস্মরঃ বিস্মৃতা। অথানন্তরং সর্ব্বা স্তত্রাগম্য কলকলবিরুতং যর্হি যদা চক্রু স্তদানীং। হেতি খেদে। তত্র যথাস্বমাবাং পৃথক্ অপগতৌ পলায়িতবন্তৌ তচ্চ ন স্মরস্যেব ॥ ৫২ ॥

(দেহ) উদ্ভ্রান্তচিত্তে আমার বিয়োগে যে তমাল বৃক্ষের নিকটে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, সেই স্থানে আমি বিদ্যমান ছিলাম। তখন আমি নিকটে গিয়া তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ ভরে মগ্ন হইয়াছিলাম। কিন্তু প্রাচীনা রমণীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া, হায় ! কোন স্থান হইতে যে উপস্থিত হইয়াছিল, এই কারণে আমার দুঃখ দূর হইতেছে না ॥ ৫১ ॥

হে শ্রীমতি রাধিকে ! অন্য দিন আমার পুরগমনের কথা প্রকাশ পাইলে তোমার মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন আমি তোমাকে আলিঙ্গন করি, এবং তৎপরে চুম্বন করিয়া আমি তোমাকে পর্ব্বতস্থিত বনে লইয়া যাই। তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়াছ। অনন্তর যৎকালে সমস্ত নারীগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া কোলাহল শব্দ করিয়াছিল। হায় ! তৎকালে আমরা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক ভাবে যে পলায়ন করিয়াছিলাম, তাহা কেন তুমি স্মরণ করিতেছ না ? ॥ ৫২ ॥

স্বপ্নে যদ্‌রাধিকে ! ত্বং মম শয়নমিহাপ্যাশ্রিতা রাজপুর্য্যাং
স্বপ্নস্তন্নাস্তি নূনং পরিমলিতমভূদ্‌যত্ত্বয়া তস্য বাসঃ।
আস্তাং তৎস্পষ্টমদ্যাপ্যনুমদবয়বং পদ্মিনীরত্নগন্ধং
বিন্দন্নন্ধোঽপি লোকঃ স্মিতশবলমুখঃ শীর্ষমীষদ্ধুনীতে ॥৫৩॥
আস্তাং প্রাগদ্য সদ্যস্তনশশিকলয়ালঙ্কৃতশ্রীরসৌ য-
দ্বৃত্তং তদ্‌যুষ্মকাভিঃ সশপথমভিতঃ পৃচ্ছ্যতাং শ্যামলৈব।
যদ্যপ্যেবং তথাপি স্ফুটগতির্মচিরাদাগতিং চেন্মদীয়া-
মীহধ্বে সর্ব্ববিঘ্নপ্রশমনরচনা স্যাদ্‌যদা তর্হি কুর্য্যাম্ ॥৫৪॥

কিঞ্চ হে রাধিকে ! রাজপুর্য্যাং স্বপ্নে যৎ ত্বং মম শয়নং শয্যামাশ্রিতা অবিচ্ছেদেন প্রসুপ্তস্য মম তব স্বপ্নং দর্শনমস্তি যৎ যস্মাৎ তস্য শয়নস্য বাসো বস্ত্রং ত্বয়া পরিমলিতং পরিমর্দ্দিতমভূৎ তৎ আস্তাং স্পষ্টমদ্যাপি মদবয়বমনু লক্ষীকৃত্য পদ্মিনীরত্নস্য তব গন্ধং বিন্দন্ লভমানঃ অন্ধোঽপি জনঃ মন্দহাস্যমিশ্রিতমুখঃ মস্তকমল্পং কম্পয়তি অয়মপূর্ব্বো গন্ধ ইতি ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চ প্রাক্ পূর্ব্ববৃত্তমাস্তাং অদ্য যদ্বৃত্তান্তমভূত্তৎ যুষ্মকাভিঃ স্থানে অকযুষ্মাভিঃ শপথসহিতং যথা স্যাৎ তথা অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেন শ্যামলৈব পৃচ্ছ্যতাং অসৌ কিম্ভূতা সচ স্তনয়ো যা শশিকলা নখচন্দ্রলেখা তয়া অলঙ্কৃতা শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ সা এবং সর্ব্বদা সর্ব্বাভিঃ সহ মম বিহারোঽস্তি তথাপি স্ফুটা গতির্জ্ঞানং যস্যা এবম্ভূতাং মদীয়ামাগতিং চেৎ যদি ঈহধ্বে ইচ্ছথ স্তর্হি যদা সর্ব্ব-বিঘ্নপ্রশমনরচনাং যদা স্যাত্তদা আগতিং কুর্য্যাং ॥ ৫৪ ॥

হে রাধিকে ! এই রাজপুরীতে স্বপ্নাবস্থায় তুমি যে আমার শয্যা অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহা নিশ্চয়ই স্বপ্ন নহে। যে হেতু সেই শয্যায় বস্ত্র, তোমাদ্বারা পরিমল যুক্ত হইয়াছিল। সে কথা এখন দূরে থাক ; অদ্যাপি স্পষ্টই আমার অবয়ব লক্ষ্য করিয়া পদ্মিনী রমণীর শিরোমণি যে তুমি, তোমার সেই গন্ধলাভ করিয়া অন্ধ ব্যক্তিও মন্দ হাস্যপূর্ণমুখে 'এই গন্ধ অপূর্ব্ব' বলিয়া ঈষৎ মস্তক কম্পিত করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

অপিচ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এখন দূরে থাক। অদ্য যে বৃত্তান্ত ঘটিয়াছে, তোমরা জ্ঞান পূর্ব্বক শপথের সহিত সর্ব্বতোভাবে তাহা শ্যামলাকে জিজ্ঞাসা কর। ঐ শ্যামলার স্তনদ্বয়ে সদ্য যে নখ চন্দ্র রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার দ্বারা ইহার শোভা ভূষিত হইয়াছে। দেখ, সেই রমণী এই প্রকার। আমার সকল নারীর

তদেবমেতাবৎপ্রথামেব কথাং সমাপ্য পুনর্ম্মধুকণ্ঠঃ প্রোবাচ ॥ ৫৫ ॥

রাধে ! সোঽয়ং সত্যবাদী ত্বামলঙ্কৃত্য শোভতে।
ত্বদ্গন্ধবন্ধনঃ পুষ্পন্ধয়ঃ স্বর্ণাব্জিনীমিব ॥ ৫৬ ॥
ঊষানিরুদ্ধবদ্রাধে ! যয়োঃ স্বাপ্নশ্চ সঙ্গমঃ।
সাক্ষাদাসীত্তয়োর্ব্বা কিং বিশ্লেষঃ স্থাতুমর্হতি ॥৫৭॥

স্বয়ং কবিরেতৎপূরণং পূরয়িতুং প্রস্তৌতি—তদেবমিতিগদ্যেন। এতাবতী প্রথা বিস্তারো যত্র তামেব কথাং ॥ ৫৫ ॥

তদ্বচনং লিখতি—রাধে ইতি। তব গন্ধেন সৌরভ্যেণ বন্ধনং যস্য সোঽয়ং পুষ্পন্ধয়ো মধুকরঃ স্বর্ণপদ্মিনীমিব ॥ ৫৬ ॥

কিঞ্চ ঊষানিরুদ্ধয়োরিব যয়োঃ স্বপ্নভাবঃ সঙ্গমঃ সাক্ষাদ্বভূব। এবম্ভূতয়ো স্তয়ো র্যুবয়োশ্চ বিশ্লেষো বিরহঃ কিং স্থাতুমর্হতি নার্হত্যেব ॥ ৫৭ ॥

সহিত সর্ব্বদাই বিহার হইয়া থাকে। যদ্যপি এইরূপ হয়, তথাপি যাহাতে স্পষ্টই জানিতে পারিতেছ, এইরূপ আমার আগমন কার্য্য যদি তোমাদের অবিলম্বে প্রার্থনীয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে যখন সকল প্রকার বিঘ্ননাশ হইবে, তখনই আমি আগমন করিব ॥ ৫৪ ॥

অতএব মধুকণ্ঠ এইরূপে এই পর্য্যন্ত কথাবিস্তার সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥

হে রাধিকে ! সৌরভবদ্ধ এবং পুষ্পমধুলুব্ধ মধুকর যেরূপ স্বর্ণ নলিনীকে শোভিত করিয়া বিরাজ করে, সেইরূপ এই সত্যবাদী শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ৫৬ ॥

হে রাধিকে ! ঊষা এবং অনিরুদ্ধের মত তোমাদের দুইজনের স্বপ্ন জনিত মিলন যখন সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তখন তোমাদের দুই জনের বিরহ কি আর থাকিতে পারে ! (ক) ॥ ৫৭ ॥

(ক) শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৬২।৬৩ অধ্যায়ে এই বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। শোণিত পুরের বাণরাজের কন্যা ঊষা স্বপ্নে কৃষ্ণ তুল্য মূর্ত্তি দর্শন করেন এবং তাহার সখী চিত্রলেখাও নানাবিধ মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া প্রদর্শন করিলে ঊষা কৃষ্ণ বলরাম ও প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি দেখিয়া লজ্জিতা হয়েন। পরে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাই সঙ্কল্পিত মূর্ত্তি ভাবিয়া তাহাতে আসক্ত হন। ইত্যাদি।

ইতি বিস্ময়রসান্দ্রানন্দশস্তং সমস্তং
সপদি কথকবর্য্যৌ তাবনুজ্ঞাপ্য যাতৌ ।
হরিরপি নিজকান্তাসঙ্গসর্ব্বাঙ্গশোভঃ
সুভগশয়নলক্ষ্মীমঞ্জসালঞ্চকার ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূগনু ব্রজপতিবিসর্জ্জনকষ্টং
নাম ষষ্ঠং পূরণম্ ॥ ৬ ॥

মধুরেণ সমাপয়েদিতি ন্যায়েন স্বয়ং কবিঃ পূরণং সমাপয়তি—ইতীতি। বিস্ময়রো বিসরণশীলো যঃ নিবিড়ানন্দ স্তেন সহ শস্তং মঙ্গলং যত্র তৎ সমস্তং সম্পূর্ণং সপদি সাক্ষাৎ তথা তাবনুজ্ঞাপ্য যাতৌ নিজকান্তায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সঙ্গেন সর্ব্বাঙ্গে শোভা যস্য সঃ প্রশস্তশয্যাশোভাং ভূষয়ামাস ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরচম্পাং ষষ্ঠং পূরণম্ ॥ ০ ॥

এইরূপে দুইজন কথক সেই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার অনুমতি লইয়া যাহাতে বিস্তারিত নিবিড় আনন্দ দ্বারা মঙ্গল ঘটিয়াছে, সেই সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ করিয়া ছিল, শ্রীকৃষ্ণও নিজ কান্তা শ্রীরাধিকার সংসর্গে সর্ব্বাঙ্গীন শোভা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রশস্ত শয্যা শোভা অলঙ্কৃত করিলেন ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূ কাব্যে ব্রজরাজ বিসর্জ্জন জনিত কষ্ট নামক ষষ্ঠ পূরণ ॥ ০ ॥

সপ্তমং পূরণম্।
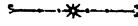
ব্রজে নন্দপ্রবেশঃ।

অথ পুনঃ প্রাপ্তঃ শ্রীকৃষ্ণকৃতপ্রভায়াং শ্রীব্রজরাজসভায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ॥ ১ ॥

যা খলু পূর্ব্বং ব্রজযুবরাজেন ব্রজরাজং প্রতি রচিতযন্ত্রণা মন্ত্রণা শ্রাবিতা সা নিজব্রজ্যায়াঃ পূর্ব্বমেব পূর্ব্বসন্দেশপ্রবেশক-দ্বারা নিজাগ্রজাদীন্ প্রতি ব্রজরাজেন বিশিষ্টতয়া সন্দিষ্টা। স্বেষাং তেষামপি ব্যক্তিমিলনে দুঃসহতৎপ্রস্তাবসহনায় লব্ধ-

---

শ্রীমদুত্তরগোপালচম্প্বাং সপ্তমপূরণে।

ভদ্রে ব্রজে ব্রজেশস্য প্রবেশো বর্ণ্যতেঽধুনা ॥ ০ ॥

অধুনা স্বয়ং কবিঃ প্রস্তাবান্তরং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। শ্রীকৃষ্ণেন কৃতা প্রভা যস্যাঃ তস্যাং ॥ ১ ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং লিখতি—যা খল্বিতিগদ্যেন। রচিতা যন্ত্রণা পীড়া যয়া তয়া নিজস্য ব্রজ্যায়া গমনাৎ পূর্ব্বসন্দেশস্য প্রবেশকো দূত স্তস্য দ্বারা বিশিষ্টতয়া বৈশিষ্ট্যেন। স্বেষাং তেষাং ব্রজরাজাদীনাং পরস্পরমিলনে দুঃসহো য স্তৎপ্রস্তাবঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরায়াং স্থিতিরূপ স্তস্যা

সম্প্রতি এই মনোহর উত্তর গোপালচম্পূ কাব্যের সপ্তম পূরণে, ব্রজরাজের শুভজনক ব্রজ মধ্যে প্রবেশ বর্ণিত হইবে ॥

অনন্তর পুনর্ব্বার প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণবিরাজিত শ্রীব্রজরাজের সভামধ্যে স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

পূর্ব্বে ব্রজ যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজের প্রতি এক মন্ত্রণা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। নিশ্চয়ই সেই মন্ত্রণা দ্বারা, যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে। নিজ গমনের পূর্ব্বেই পূর্ব্ববার্ত্তাবহ দ্বারা ব্রজরাজ উপানন্দ প্রভৃতি অগ্রজদিগের প্রতি বিশেষ করিয়া সেই মন্ত্রণা আদেশ করিয়াছিলেন। আত্মীয়বর্গের এবং সেই সকল ব্রজরাজ

প্রবেশেঽপি তস্মিন্ সন্দেশে তন্ত্রজাদয়স্তদাশাপাশানুবন্ধ(দ্ধ)তয়া কদাচিদন্যথা স্যাদিতি মনসি কথয়িত্বা প্রথিমলসদুচ্চপদসদসি সর্ব্ব এব সমুচ্চয়ময়ামাসুঃ। কিং বহুনা? ধৃততদনুসন্ধা নীরন্ধ্র-সমুদয়বন্ধাঃ পুরন্ধ্রীপ্রভৃতীস্ত্যক্তলজ্জাদৃতীর্বধূরাদায় ব্রজাধীশ্বরী চ কিঞ্চিদন্তরিততয়া তদেবানঞ্চ। ততশ্চ দূরাদেব ব্রজনরদেব-প্রভৃতীনাং হ্রসদখিলকৃতীনামাগমনমনুল্লাসমালোচ্য সর্ব্ব এব শোচ্যমানজীবনা বভূবুঃ ॥ ২ ॥

সহনায় তস্মিন্ সন্দেশে লব্ধঃ প্রবেশো যস্য তস্মিন্ সতি উপনন্দাদয় স্তদাশাপাশানুবন্ধতয়া তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজাগমনে যা আশা সৈব পাশো রজ্জু স্তয়া যোঽনুবন্ধ স্তদ্ভাবতয়া প্রথিম্না স্থূলতয়া লসদুচ্চপদং উচ্চস্থানং যত্র তস্মিন্ সদসি সমূহং জগ্মুঃ ধৃতা তস্য শ্রীকৃষ্ণব্রজাগমনস্য অনুসন্ধা অনুসন্ধানং যাভি স্তাঃ নীরন্ধ্রসমুদায়বন্ধা নিষিদ্ধ উত্থানবন্ধো যাসাং তাঃ পুরন্ধ্রী প্রভৃতীঃ তথা ত্যক্তলজ্জা দূতীঃ তথা বধূরাদায় গৃহীত্বা কিঞ্চিদন্তরিততয়া ব্যবহিতত্বেন তদেব প্রথিমলসদুচ্চপদসদ আনঞ্চ জগাম। হ্রসন্তঃ অখিলাঃ কৃতয়ো যেষাং তেষাং ন বিদ্যতে উল্লাসো হর্ষো যত্র তদাগমনং শোচ্যমানং শোকবিষয়ং জীবনং যেষাং তে ॥ ২ ॥

প্রভৃতির পরস্পর মিলন কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থানরূপ অসহ্য প্রস্তাব সহ্য করিতে না পারিয়া সেই সম্বাদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপ সম্বাদ আসিলেও উপানন্দ প্রভৃতি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমনরূপ আশা পাশে নিবদ্ধ হওয়াতে "কখনও ইহার অন্যথা হইতে পারে" এইরূপ মনে মনে বলিয়া যাহাতে স্থূলত্বশোভিত উচ্চস্থান আছে, এইরূপ সভা মধ্যে সকলেই মিলিত হইলেন। অধিক কি, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন অনুসন্ধান করিয়াছে; এবং যাহাদের উত্থান বন্ধ নিবিড়; এইরূপ পুরন্ধ্রীদিগকে লইয়া, নির্লজ্জা দূতীদিগকে এবং বধূদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীও কিঞ্চিৎ ব্যবধানে থাকিয়া স্থূলত্ব শোভিত সভার উচ্চস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর দূর হইতেই যাঁহাদের সকল প্রকার কার্য্য শিথিল হইয়াছে, এইরূপ ব্রজেশ্বর প্রভৃতি মহোদয়দিগের নিরানন্দে আগমন পর্য্যালোচনা করিয়া সকলেরই জীবন শোচনীয় হইয়াছিল ॥ ২ ॥

অথ সর্ব্বসহগতসঙ্গততয়া তত্রায়াতে ব্রজনাথে যথাযথং নিখিলেষু চ তেষু মিলিতেষু স ধীরধীঃ স্বপরেষামন্তরাধিমন্তরিতং বিধাতুং স্বাঙ্গজাতস্য মঙ্গলং বচসি সঙ্গময্য বিজয়বৃত্তান্তমেব বর্ত্তয়ামাস ॥ ৩ ॥

তদনন্তরমেব চ তাং তন্মন্ত্রণামিতি স্থিতে কৃষ্ণসুখৈক-সুখধিয়ঃ সর্ব্বেঽপি তে সুধিয়ঃ প্রোচুঃ—ভবতুঃ স্বদুঃখমপি সোঢ়ব্যং তদীহিতং তু বোঢ়ব্যমিতি ॥ ৪ ॥

ততঃ কিংবৃত্তমভূত্তদাহ—অথ সর্ব্বেতিগদ্যেন। সর্ব্বে সহগতাঃ সঙ্গতা মিলিতা যস্য তদ্ভাবতয়া স ধীরধীঃ ধীরা নিশ্চলা ধীর্বুদ্ধির্যস্য সঃ ব্রজাধীশঃ স্বেষাং পরেষাঞ্চ অন্তরাধিং মনঃপীড়াং অন্তরিতং তিরোহিতং কর্ত্তুং স্বাঙ্গজাতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শুভং সঙ্গময্য সঙ্গমিতং কৃত্বা বিজয়বৃত্তান্তং শত্রুগণবিনাশনরূপং বর্ণিতবান্ ॥ ৩ ॥

তদেতন্নিশম্য তে সর্ব্বে যৎকৃতবন্ত স্তদ্বর্ণয়তি—তদনন্তরমিতিগদ্যেন। তন্মন্ত্রণাং পূর্ব্বপূরণবর্ণিতাং সম্প্রত্যস্মাকং বহুলাঃ প্রত্যহং সংখ্যাধিক্যপ্রত্যয়তঃ সুষ্ঠু বহুলা জাতা ইত্যাদিরূপাং যাং তন্মন্ত্রণাং তাং এবং স্থিতে সতীত্যর্থঃ। কৃষ্ণসুখেনৈব একাঃ সুখধিয়ো যেষাং তে সু শোভনা ধিয়ো বুদ্ধয়ো যেষাং তে তদীহিতং শ্রীকৃষ্ণচেষ্টিতং বহনীয়মিতি ॥ ৪ ॥

অনন্তর সকলেই এক সঙ্গে গমন করিয়া মিলিত হইলে, তথায় ব্রজনাথ আগমন করিলে, এবং ঐ সকল ব্যক্তি যথাবিধি মিলিত হইলে, স্থির বুদ্ধি সেই ব্রজরাজ আত্মীয়বর্গ এবং অনাত্মীয়দিগের মানসিক পীড়া অন্তরিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল বার্ত্তা বাক্যে বর্ণিত করিয়া শত্রুবিনাশরূপ বিজয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন ॥ ৩ ॥

তাহার পরেই ষষ্ঠ পূরণোক্ত আমার এই মন্ত্রণা (অর্থাৎ আমার এক্ষণে ধেনু সকল প্রত্যহই সংখ্যাতীত হইয়া অগণ্য হইয়াছে, এইরূপ পরামর্শ) শ্রবণ করিবেন। এই কথা বলিবামাত্র, কৃষ্ণ সুখেই যাহাদের একমাত্র সুখ বুদ্ধি ঘটে সেই সকল সুধীগণ বলিতে লাগিল। আচ্ছা, তাহাই হোক, নিজ দুঃখও সহ্য করিতে হইবে, এবং শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাও বহন করিতে হইবে ॥ ৪ ॥

অথ তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য মাতুরসহনমসহমানঃ স ব্রজনরেশানস্তত্র বিচিত্রেষু কৃষ্ণৈকমিত্রেষু তেষু তত্তৎপ্রস্তোতৃষু সতৃষ্ণশ্রোতৃষু চ সৎসু তাং প্রতি তাং তৎপত্রিকাং চ কেনচিদ্বাচিতামাচচার। যথা ;—

"আদ্যেঽহ্নি ক্ষীরভক্ত"মিত্যাদিকং বিস্মায়নং সান্ত্বনমিব চ জাতং। বাচিতায়াং হি তস্যাং তদগুমেকং গণ্ডযুগলং বিস্তৃতলোচনগলদুষ্ণশীতধারাভ্যামাস্তৃতমাচেরুঃ। কিমুত সা মাতা ॥ ৫ ॥

নন্বু তৎশ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণজনন্যাঃ কিং সান্ত্বনভূত্তদাহ—অথতত্রেতিগদ্যেন। শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরায়াং স্থিতেরসহনং বিচিত্রেষু কৃষ্ণৈকমিত্রেষু বিগতং চিত্রমদ্ভুতং যেষু কৃষ্ণস্য প্রধানসখিষু সুবলাদিষু তত্তৎপ্রস্তোতৃষু তত্তৎপ্রস্তাবকর্ত্তৃষু তৃষ্ণয়া সহ বর্ত্তমানেষু শ্রোতৃষু চ তাং শ্রীকৃষ্ণজননীং তাং পত্রিকাং শ্রীকৃষ্ণহস্তলিখিতাং বাচিতাং বাচনবিষয়তাং। আদ্যেঽহ্নীতি পূর্ব্বপূরণে বর্ণিতং বিস্মায়নং বিস্ময়জনকং তে সর্ব্বে একদণ্ডং ব্যাপ্য বিস্তৃতে যে লোচনে তাভ্যাং গলন্তী বিচ্ছেদেন যা উষ্ণা কৃষ্ণস্যাগমনবার্ত্তয়া হর্ষেণ যা শীতা চ ধারা তাভ্যাং গণ্ডযুগলং আস্তৃতমাচ্ছাদিতং চক্রুঃ ॥ ৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের জননী মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান করা অসহ্য বোধ করিলেন। ব্রজনরপতি তাহাও আবার সহ্য করিতে পারিলেন না। তথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রধান বন্ধুগণ, তত্তৎ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া এবং শ্রোতৃগণ সতৃষ্ণভাবে অবস্থান করিল, ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণ জননীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্বহস্ত লিখিত সেই পত্রিকা একজন দ্বারা পাঠ করাইলেন। যথা :— "প্রথম দিনে ক্ষীর মিশ্রিত অন্ন" ইত্যাদি (ক) পূর্ব্বোক্ত শ্লোক, বিস্ময় জনক হইলেও সান্ত্বনার মত হইয়াছিল।" ঐ পত্রিকা পাঠ সমাপ্ত হইলে তাহারা সকলেই যখন বিস্তৃত লোচনদ্বয় হইতে নির্গলিত (বিচ্ছেদ বশতঃ) উষ্ণ এবং (শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তার হর্ষ বশতঃ) শীতল জলধারা দ্বারা গণ্ডদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়াছিল, তখন সেই জননী যে ঐরূপ করিবেন, তাহা আর কি বলিব ! ॥ ৫ ॥

(ক) উক্ত চম্পূর ৬ষ্ঠ পূরণে ২৭ নং শ্লোক ও তাহার অর্থ দ্রষ্টব্য।

ততশ্চ,— শ্রীমানুপনন্দস্তানমন্দমুবাচ ;— যন্ত্রণায়ামপি নাস্মাভিঃ স্বতন্ত্রতয়া তন্মন্ত্রণাদন্যদাচরিতব্যং। স হি বাল্যকল্প এব সত্যসঙ্কল্পঃ সর্ব্বং পাল্যং চকার। যত এব চাস্মাভিঃ শক্রযজ্ঞশ্চ সাবজ্ঞঃ কৃতঃ। কিং পুনরধুনা? তস্মাদুত্থায় তৎকথনমব্যর্থয়িতুং যথাযথং সর্ব্বৈরাচর্য্যতাং। যথা যথার্হ-বর্ণাদাকর্ণয়ন্ স সুখং প্রাপ্নোতীতি ॥ ৬ ॥

তদেবং যুক্তং তদুক্তমাকর্ণ্য সর্ব্বৈরপ্যবর্ণ্যত। ব্রজস্য সম্যগ্রীতিরিয়ং তস্যাগমনসামগ্রী ভবতি। তাস্মাত্তৎপ্রীতি-

তথাপি কালবিলম্বমসহমানান্ প্রতি শ্রীমদুপনন্দো যদাহ তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। যন্ত্রণায়াং তদ্বিচ্ছেদপীড়ায়ামপি সত্যাং অস্মাভিঃ স্বাতন্ত্র্যেণ তস্য কৃষ্ণস্য মন্ত্রণাৎ অন্যৎ শীঘ্রং তদাগমনোপায়ঃ নাচরিতব্যং বাল্যকল্পঃ বাল্যসদৃশ এব পাল্যং পালনবিষয়ং সাবজ্ঞঃ হেলয়া মিলিতঃ কৃতঃ। অধুনা নচ কৈশোরাবস্থঃ স ইতি তস্মাৎ চিন্তাশয়নাৎ তৎ কথনং তস্য বচনং অব্যর্থয়িতুং সত্যং কর্ত্তুং যথার্হবর্ণাৎ দূতাৎ শ্রুত্বা স শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ৬ ॥

নন্ু তাদৃশং তদ্বাক্যং শ্রুত্বা সর্ব্বে জনাঃ কিমাচেরুস্তদ্বর্ণয়তি তদেবমিতিগদ্যেন। তদুক্তং

অনন্তর শ্রীমান্ উপনন্দ তাহাদিগকে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আমাদের যন্ত্রণা হইলেও আমরা তাঁহার মন্ত্রণা ব্যতিরেকে অন্য কোন বিষয় স্বাধীনভাবে অথচ শীঘ্র অনুষ্ঠান করিতে পারির না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই সত্যনিষ্ঠ হইয়া সকলকে পালন করিয়াছেন, এবং আমরাও শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যেই ইন্দ্রযজ্ঞ অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। এখনকার কথা আর কি বলিব, অর্থাৎ এখনও শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর দশা উপস্থিত হয় নাই (ক) অতএব গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সত্য করিবার জন্য সকলেই যথাবিধি অনুষ্ঠান করুন। তাহা হইলে সেই কৃষ্ণ দূত মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন ॥ ৬ ॥

অতএব এইরূপে উপনন্দের কথিত উপযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই

(ক) ৫ বৎসর কৌমার, ১০ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, "একাদশ-সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ।" ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় বাক্যে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলে ১১ বৎসর বাস করেন। তবে তথায় যোগমায়াপ্রভাবে কৈশোরভাব আনয়ন করিয়া মধুর লীলা আস্বাদ করেন।

মদ্ভিস্তন্নীতিরেব সেবনীয়া। শ্রূয়তে হি গোমূত্রযাবকাদিনা স্বোদরম্ভরাণাং (ক) ভরতাদীনামজ্ঞাতবনায় চিরং গতস্যাপি রঘুনাথস্য তথৈবাগমনপ্রতীক্ষা। অথ কথং বা ত্রিলোকী-বিজয়িদনুজব্রজবিজয়িতয়ার্জ্জিতং রাজ্যমপি ব্রজমুদ্দিশ্য ব্যক্তং ত্যক্তবতস্তস্য তু সা নাস্মাভিরাদরণীয়া। কথং বা ত্যক্তরাজ্য-স্যাপি তস্য স্বয়মেব বশীভূতসর্ব্বাধিরাজ্যস্য গোপত্বধর্ম্মলক্ষণায় গবাং রক্ষণায় স্নিগ্ধৈরপ্যস্মাভিরাকারণীয়তা রমণীয়তাং বহতু। কিন্তু ঝটিতি গূঢ়পত্রিকয়া তদ্দুঃখং বিঘটয়িতব্যমিতি ॥৭॥

ব্যক্তং যুক্তিসিদ্ধং অবর্ণত বর্ণিতবন্তঃ। আগমনসামগ্রী আগমনকারণং তৎপ্রীতিমদ্ভি স্তত্র কৃষ্ণে প্রীতিবিশিষ্টৈঃ অজ্ঞাতবনায় চিরং গতস্য অজ্ঞাতং যদ্বনং তদ্গাস্তং চিরং যাতুঃ তথৈব তাদৃশদুঃখেন জীবধারণেন। অথ অতঃ ত্রিলোকীবিজয়িনো যে দনুজব্রজা দানবসমূহা স্তান্ বিজেতুং শীলমস্য তদ্ভাবতয়া অর্জ্জিতং সাধিতং রাজ্যমপি কথং বা সা মন্ত্রণা বশীভূতং সর্ব্বাধি-রাজ্যং যস্য তস্য গোপত্বধর্ম্মণো লক্ষণায় নিদর্শনায় স্নিগ্ধৈ স্নিগ্ধৈৈরস্মাভিরপি অস্মাভিরাকারণীয়তা আহ্বানবিষয়তা রমণীয়তাং প্রকমতাং বহতু ধারয়তু। গূঢ়পত্রিকয়া রহস্যপত্রেণ তস্য মনঃকষ্টং বিঘটয়িতব্যং খণ্ডনীয়ং ॥ ৭ ॥

বলিতে লাগিল। ব্রজের এইরূপ যথাবিধি নিয়মই শ্রীকৃষ্ণের আগমনের কারণ হইতেছে। অতএব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিয়া তাঁহারই নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক। এবং এইরূপ শোনা যায়, রামচন্দ্র যখন বহুকাল বনে গমন করেন, তখন ভরত প্রভৃতি ভক্তগণ গোমূত্র এবং যবমণ্ড প্রভৃতি বস্তু দ্বারা স্ব স্ব উদর পূরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে বনে রামচন্দ্র গমন করেন তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল। এই কারণে তাঁহার সেইরূপ দুঃখেই রামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর যে সকল দৈত্যকুল ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে, তাহা-দিগকে পরাজয় করিয়া যে রাজ্য উপার্জ্জন করেন, তাহাও তিনি ব্রজের উদ্দেশে স্পষ্টই পরিত্যাগ করেন। অতএব কেন আমরা তাঁহার সেই মন্ত্রণা আদর করিব না। যিনি রাজত্ব পরিত্যাগ করেন, তথাপি স্বয়ংই সকল প্রকার সম্রাজ্য যাঁহার নিকটে বশীভূত হইয়াছে; সেই শ্রীকৃষ্ণের গোপত্ব ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে

(ক) স্বোদরম্ভরীণামিতি বৃন্দাবনানন্দ পাঠঃ।

অথ ব্রজরাজশ্চ ব্যাজহার ;—ভদ্রং তন্মাতরমাপৃচ্ছ্য যচ্ছত প্রত্যুত্তরমিতি ॥ ৮ ॥

তদেবং স্থিতে তদাপ্রচ্ছনপূর্ব্বকং ব্রজস্য ব্রজরাজ্ঞ্যাশ্চ পত্রং যথা ॥ ৯ ॥

আজ্ঞা যা তে তথাসীদ্ব্রজজলধিবিধো ! সৈব সর্ব্বব্রজেন
ত্বন্মাত্রাপি প্রকর্ষাদরচি ন চ চিরং তত্র কোঽপি ব্যধত্ত
কিন্তু প্রাণাধিকোটিপ্রতিমমুখরুচে নেত্রবৃন্দেন ভূয়-
স্ত্বৎকান্তীনাং দিদৃক্ষা চপলিতগতিনা মন্যতে জাতু নৈব ॥ ১০ ॥

শ্রীব্রজরাজস্তু তন্নিশম্য সংমত্য যদাহ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। ভদ্রং মঙ্গলমেতৎ ॥ ৮ ॥

তদনন্তরবৃত্তং কথকঃ কথয়তি তদেবমিতিগদ্যেন। তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণজনন্যাঃ অপ্রচ্ছনং জিজ্ঞাসনং পূর্ব্বে যত্র তদ্‌যথাস্যাৎ ॥ ৯ ॥

তত্র ব্রজজনস্য পত্রং যথা আজ্ঞা যেতি। হে ব্রজজনবিধো ব্রজরত্নাকরচন্দ্র যা তবাজ্ঞা নিয়োগো যথাসীৎ সৈব সর্ব্বব্রজেন তব জনন্যাপি প্রকর্ষেণ রচিতাভূৎ। তত্র কোঽপি জনো ন চ বিলম্বং বিহিতবান্ প্রাণানাং যা অধিকোটিরধিকা কোটি স্তৎপ্রতিমা তৎসদৃশা মুখরুচি র্যস্য হে স কৃষ্ণ অস্মাকং চপলগতিনা চঞ্চলগমনেন নেত্রসমূহেন তব কান্তীনাং দর্শনেচ্ছা তামাজ্ঞাং জাতু কদাচিদপি কিন্তু ন মন্যতে ॥ ১০ ॥

এবং গোপালন করিতে, আমরা বন্ধু বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া থাকি। সেই আহ্বান বাক্য কেনই বা রমণীয়ভাব ধারণ করিবে না। কিন্তু গোপনীয় পত্রিকা দ্বারা শীঘ্র তাঁহার মনের কষ্ট খণ্ডন করিতে হইবে ॥ ৭ ॥

অনন্তর ব্রজরাজও বলিতে লাগিলেন, ইহাই ভাল বিবেচনা বটে। তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমরা প্রত্যুত্তর প্রদান কর ॥ ৮ ॥

অতএব এইরূপ ঘটিলে তৎকালে ব্রজবাসী লোকগণের এবং ব্রজেশ্বরীর জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক পত্র বিবরণ যথা ॥ ৯ ॥

হে ব্রজসাগরের চন্দ্র! তোমার যেরূপ আজ্ঞা হইয়াছে, সমস্ত ব্রজবাসী লোক এবং তোমার জননীও, উত্তমরূপে সেই আজ্ঞা পালন করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি সেই বিষয়ে বিলম্ব করে নাই। কিন্তু হে শ্রীকৃষ্ণ ? তোমার মুখ কান্তি, কোটি সংখ্যাধিক প্রাণের তুল্য। এই কারণে চপল গতি নেত্র সমূহ দ্বারা

সত্যং তত্তদ্দিবসমনুতে ভোজনং তত্তদাসী-
দিত্থং চিত্তে স্ফুরতি মম হা ! তত্র চাসীন্ন তৃপ্তিঃ ।
যস্মান্মোহাদহহ ! ময়কা পুত্র ! তৎপূরণায়
প্রাপ্তো নাসীদবসর ইতি স্বান্তমন্তর্দুনোতি ॥ ইতি ॥১১॥

অথ পূর্ব্বং দুঃখাদেব সাক্ষাৎকিমপ্যনিবেদিতবতা ব্রজ-ক্ষিতিভৃতা সম্প্রত্যানকদুন্দুভিং প্রতি তদিদং পত্রং দত্তম্ ॥১২॥

সপ্তমপুত্রার্পণমনু, নাসীন্ময়ি ভিন্নদৃষ্টিতা যত্তে ।
তদয়ং চাষ্টমপুত্রঃ, স্যাত্তব তদিমৌ সমং পাল্যৌ ॥ ১৩ ॥

ব্রজরাজ্ঞ্যাঃ পত্রং যথা সত্যমিতি । হে পুত্র তত্তদ্দিবসমনুলক্ষীকৃত্য তত্তৎ তে তব ভোজনং সত্যমাসীৎ, মম চিত্তে ইত্থং স্ফুরতি-হেতি । অহহেতি খেদে যস্মান্মোহাৎ তত্র ময়কা মম তৃপ্তির্নাসীৎ তত্র পূরণায় তৃপ্তিপূর্ত্তৈর্ব্বত বাবসরো ন প্রাপ্ত ইতি হেতোঃ স্বান্তঃ চিত্তমন্তর্দ্দুনোতি উত্তপতি ॥ ১১ ॥

তদা শ্রীব্রজরাজো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন সুগমং ॥ ১২ ॥

পত্রং যথা যৎ যস্মাৎ সপ্তমপুত্রস্য শ্রীরামস্যার্পণং অনু পশ্চাৎ তে তব ময়ি ভিন্নদৃষ্টিতা ভেদ-দর্শনং নাসীৎ তত্তস্মাদয়ঞ্চ কৃষ্ণ স্তবাষ্টমপুত্রঃ স্যাৎ ত্বয়ি মম ভিন্নদৃষ্টিত্বাভাবাৎ তস্মাদিমৌ রামকৃষ্ণৌ সমতুল্য ত্বয়া ভবতা পাল্যৌ ॥ ১৩ ॥

পুনর্ব্বার তোমার প্রভাসমূহ দেখিতে যে ইচ্ছা হইয়াছে, সেই দর্শনেচ্ছা কিন্তু সেই আজ্ঞা কখনও মানিবেন না ॥ ১০ ॥

ব্রজেশ্বরীর পত্র যথা :—হায় হায় ! হে পুত্র ! তত্তৎ দিবস লক্ষ্য করিয়া তোমার সত্যই তত্তৎ বিষয়ের ভোজন হইয়াছিল, ইহাই আমার চিত্তে উদিত হইতেছে, যে হেতু মোহ বশতঃ আমার সেই বিষয়ে তৃপ্তি হয় নাই, এবং তৃপ্তি পরিপূর্ণ হইবার অবসরও পাই নাই ; এই কারণে অন্তঃকরণ অন্তরে উত্তাপ পাইতেছে ॥ ১১ ॥

অনন্তর দুঃখ হওয়াতে ইতঃপূর্ব্বে ব্রজরাজ সাক্ষাৎ কোনও বিষয়ই নিবেদন করেন নাই । কিন্তু সম্প্রতি বসুদেবের প্রতি এইরূপ পত্র প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

যখন সপ্তম পুত্র বলরামকে সমর্পণ করিবার পর আপনার আমার প্রতি ভেদ

তদেবং বিধায় বুদ্ধিসমৃদ্ধা বৃদ্ধাঃ শ্রীব্রজরাজাদীন্ নিত্য-কৃত্যাদিভির্যোজয়িত্বা ভোজয়িত্বা চ তদুপদেশসদেশরূপমেব সর্ব্বে ব্যবহরন্তি স্ম। তত্র তু যদ্যপ্যন্তর্ব্বলিতাধয়স্তথাপি তদেকস্ফূর্ত্তিতয়া লব্ধব্রহ্মসমাধয় ইব সংস্কারমাত্রেণ তত্তদ্ব্যব-হারপাত্রেহা ব্যলোক্যন্তেতি কৃতবর্ণপদলোপিতত্তদ্বিশেষবর্ণ-নয়া সাম্প্রতং তু পুনরাকর্ণ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥

অথ তদনন্তরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তত্তদা এবং পত্রাণাং প্রেষণং বিধায় বুদ্ধ্যা সমৃদ্ধা মহান্তঃ তদুপদেশসদেশরূপং তস্য কৃষ্ণস্য উপদেশতুল্যং। অন্তর্বলিতা মিলিতা আধয়ঃ পীড়া যেষাং তে তত্তদ্ব্যবহারপাত্রেহাস্তেষু তেষু ব্যবহারযোগ্যেষু ঈহা চেষ্টা যেষাং তে তথা দৃষ্টাঃ বর্ণাশ্চ রূপং পদঞ্চ ব্যবসায় স্তয়োর্লোপবিশিষ্টা যা তত্তদ্বিশেষবর্ণনা তয়া কৃতং ব্যর্থং আকর্ণ্যতাং শ্রূয়তাং ॥ ১৪ ॥

জ্ঞান হয় নাই। এই কারণে এই শ্রীকৃষ্ণও আপনার অষ্টম পুত্র হইবে। সে হেতু আপনার উপরেও আমার ভেদ জ্ঞান নাই। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে সমভাবে আপনি প্রতিপালন করিবেন॥ ১৩॥

অতএব এই প্রকারে পত্র প্রেরণ করিয়া মহামতি বৃদ্ধগণ শ্রীব্রজরাজ প্রভৃতি সকলকে নিত্যকর্ত্তব্য কার্য্যাদি দ্বারা নিযুক্ত করিয়া এবং তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া সকলেই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের তুল্যই বলিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে যদ্যপি তাহাদের সকলেরই মনে মনঃপীড়া মিলিত হইয়াছিল, তথাপি সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হওয়াতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মত, কেবলমাত্র সংস্কার বশতঃ তাহাদিগকে তত্তৎ ব্যবহার যোগ্য বিষয়ে যত্নশীল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অতএব রূপ এবং ব্যবসায়ের লোপ বিশিষ্ট তত্তৎবিশেষ বর্ণনায় কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু সম্প্রতি যাহা বলিতেছি, পুনর্ব্বার তাহা শ্রবণ করুন॥১৪॥

রাজিতযুষ্মচ্চক্ষূ রাজীবঃ সৈষ রাজতে ব্রজপ !
কংসধ্বান্তধ্বংস, স্তদ্বংশপ্রাচ্যভূধরোত্তংসঃ॥ ইতি॥ ১৫॥

অথ পশুপতিরাজ্ঞী তং সমানায্য পুত্রং
নমিতশিরসমঙ্কে ধারয়ন্তী চিরায়।
নিজনয়নকুচাক্ষিক্ষীরধারাভিরেনং
সপুলকমভিষিঞ্চত্যঞ্চিতানন্দমাসীৎ॥ ১৬॥

তদেবং প্রাতঃ কথায়াং কৃতপ্রাথায়াং (ক) গতায়াং শ্রীরাধিকামাধব-সদসি স্নিগ্ধকণ্ঠঃ কথয়ামাস॥ ১৭॥

তদাহ—রাজিতেতি। রাজিতো যুষ্মাকং চক্ষূরূপো রাজীবঃ পদ্মং যেন সঃ। হে ব্রজপ ব্রজপতে! স এষ রাজতে স কিম্ভূতঃ কংস এব নিবিড়ান্ধতমঃ তস্য ধ্বংসো যস্মাৎ সঃ, পুনঃ কিম্ভূত স্তব বংশ এব প্রাচ্যভূধর উদয়গিরি স্তস্যোত্তংসঃ শিরোভূষণরূপঃ অনেন শ্রীকৃষ্ণস্য সূর্য্যোপমা দর্শিতা॥ ১৫॥

ততো ব্রজরাজ্ঞ্যা বাৎসল্যং বর্ণয়তি—অথেতি। তং পুত্রং শ্রীকৃষ্ণং সমানায্য নমিতশিরসং তমঙ্কে ক্রোড়ে চিরায় ধারয়ন্তী সতী নিজনয়নকুচাক্ষিক্ষীরধারাভিঃ নয়নে চ কুচৌ চ নয়নকুচা নিজস্য নয়নকুচা নিজনয়নকুচা স্তেনামক্ষি ক্ষরিতং যৎ ক্ষীরং জলং দুগ্ধঞ্চ তয়ো র্ধারাভিরেনং কৃষ্ণং সরোমাঞ্চং যথাস্যাৎ তথাভিষিঞ্চতী অঞ্চিতঃ প্রাপ্ত আনন্দো যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা আসীৎ॥ ১৬॥

স্বয়ং কবিঃ রাত্রিবৃত্তান্তং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—তদেবমিতি। কৃতা প্রথা বিস্তারো যস্যা স্তস্যাং॥ ১৭॥

হে ব্রজরাজ! যিনি তোমাদের নেত্ররূপ পদ্মকে শোভিত করিয়াছেন। এই তিনি বিরাজ করিতেছেন, এই শ্রীকৃষ্ণ কংসরূপ নিবিড় অন্ধকার ধ্বংস করিয়া থাকেন, আপনার বংশরূপ উদয়গিরির শিরোভূষণ স্বরূপ॥ ১৫॥

অনন্তর ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করাইয়া নত মস্তক পুত্রকে বহুক্ষণ ক্রোড়ে লইয়া ধারণ করিলেন এবং নিজ নয়ন নির্গত জল এবং নিজ স্তন নির্গলিত দুগ্ধ দ্বারা তাহাকে রোমাঞ্চিত কলেবরে অভিষেক করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন॥ ১৬॥

অতএব এই প্রকারে বিস্তারিত প্রাতঃকালের কথা সমাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার সভাস্থলে স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল॥ ১৭॥

(ক) গতায়ামিতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপুস্তকেষু নাস্তি।

অথ বলানুজসন্দেশং বলয়ন্নবলাস্থ তাস্থ ত্বরিততদাগমন-রহিততাসংহিততদ্বিরহজ্বালয়া সুতরামবলাস্থ সুবলঃ সময়ং ন সম্বলতে স্ম ॥ ১৮ ॥

তত্র শ্রীরাধিকায়া বিরহজ্বালা যথা ;—

বৃক্ষান্ পৃচ্ছতি বর্ত্ম পশ্যতি হরিং তত্রাত্মতাং মন্যতে
তৎসর্ব্বং মনুতে মৃষা বিতনুতে চীৎকারমুৎকম্পতে।
লালাং মুঞ্চতি চেতনাং বিসৃজতি স্ফারাট্টহাসা নট-
ত্যেবং চেদ্বৃষভানুজাজনি তদা কুত্রাস্তি সন্দেশ্যতা ॥ ১৯ ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং কথয়তি—অথেতিগদ্যেন। বলানুজস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সন্দেশং ব্রজবাসিষু বলয়ন্ যোজয়ন্ তাস্বলাস্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীষু ত্বরিতং শীঘ্রং যত্তস্যাগমনং তস্য যা রহিততা তয়া সংহিতঃ সঙ্গিতো যো বিরহ স্তস্য জ্বালয়া সুতরামবলাস্থ বলরহিতাস্থ ক্ষীণাস্থ সুবলঃ তৎসন্দেশ-মর্পয়িতুং সময়মবসরং কালং ন সংবলতে স্ম ন সঙ্গতবান্ ॥ ১৮ ॥

তত্র শ্রীরাধায়া স্তাং বর্ণয়তি—বৃক্ষানিতি। বৃক্ষান্ হরিং পৃচ্ছতি বর্ত্ম তদাগমনপন্থানং পশ্যতি তদা হরিমাত্মতাং নিজরূপতাং মন্যতে যথা রাসলীলায়াং কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যা ইত্যাদি, তৎ সর্ব্বং মৃষা মিথ্যাং মনুতে চিৎকারশব্দং বিতনুতে উদধিকং কম্পতে লালাং মুঞ্চতি মুখামৃতং চেতনাং জ্ঞানং বিসৃজতি স্ফারো দীর্ঘঃ অট্টহাসো যস্যা সা নটতি নৃত্যং করোতি চেদ্যদি বৃষভানুজা রাধা এবমজনি জাতা তদা সন্দেশ্যতা সন্দেশবিষয়তা কুত্রাস্তি ॥ ১৯ ॥

অনন্তর সুবল শ্রীকৃষ্ণের আদেশ বাক্য ব্রজবাসীগণের নিকটে যোজনা করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের শীঘ্র ব্রজে আগমন হইবে না বলিয়া যখন কৃষ্ণপ্রিয়গণ কৃষ্ণ বিরহ যন্ত্রণায় সুতরাং বলহীনা বা ক্ষীণা হইয়াছিল, তখন তিনি কৃষ্ণ সম্বাদ অর্পণ করিতে আর সময় পাইলেন না ॥ ১৮ ॥

সেইকালে শ্রীরাধিকার বিরহ যন্ত্রণা বর্ণিত হইতেছে। যথা :—বৃষভানু-নন্দিনী রাধিকা বৃক্ষদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন শ্রীকৃষ্ণের আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণের উপরে আত্মরূপ ভাবিতে লাগিলেন ; (রাস লীলায় কোন নারী পূতনার মত আচরণ করিয়াছিল) এই সমস্ত বিষয় মিথ্যা ভাবিতে লাগিলেন ; চীৎকার শব্দ করিতে লাগিলেন, অধিক কাঁপিতে লাগিলেন, মুখ হইতে লালা মোচন করিতে লাগিলেন, চৈতন্য

অথ ;—

দৃষ্ট্বা কঞ্চিৎকাকমায়ান্তমৈন্দ্রা-
দাশাভাগাৎ পৃচ্ছতী তৎক্রমেণ।
রাধালীনাং মধ্যমাসাদয়ন্তী
লব্ধা প্রান্তং কৃষ্ণমিত্রস্য তস্য ॥ ২০ ॥

বীক্ষ্যামূঃ সুবলং বলানুজসখং মূর্চ্ছামবাপুশ্চিরং
জাগ্রত্যশ্চ চিরায় নৈব বিবিদুঃ পৃচ্ছাম তং কিংন্বিতি।
দত্তং স্বস্তিমুখং চ নাদিষত তা বাষ্পাক্ষতান্ধীকৃতা-
স্তেন স্বেন তু বাচিতং কিমপি তং শ্রোত্রাতিথিং চক্রিরে ॥২১

কিঞ্চ দৃষ্ট্বেতি। ঐন্দ্রাদাশাভাগাৎ পূর্ব্বস্যা দিশঃ সকাশাৎ তৎক্রমে মথুরাগমনাদিক্রমেণ পৃচ্ছতী সতী আলীনাং সখীনাং মধ্যং তমাসাদয়ন্তী প্রাপয়ন্তী রাধা তস্য বর্ণসাদৃশ্যেন কৃষ্ণমিত্রস্য কাকস্য প্রান্তং লব্ধা লেভে ॥ ২০ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—বীক্ষ্যেতি। অমূর্গোপ্যঃ শ্রীকৃষ্ণসখং সুবলং বীক্ষ্য চিরং মূর্চ্ছামবাপুঃ প্রাপ্তা চিরায় জাগ্রত্যঃ মূর্চ্ছাভঙ্গং লব্ধা তং সুবলং কিং পৃচ্ছাম বয়মিতি নৈব বিবিদুঃ। তথা সুবলেন দত্তং স্বস্তিমুখং পত্রঞ্চ নাদিষত ন গৃহীতা যতো বাষ্পাক্ষতান্ধীকৃতা বাষ্পযুক্তে যে অক্ষিণী তয়োর্ভাবো বাষ্পাক্ষতা তয়া অন্ধীকৃতাঃ স্বেন আত্মীয়েন সুবলেন বাচিতং তং সন্দেশং কিমপি কথঞ্চিদপি শ্রোত্রাতিথিং কর্ণগোচরং চক্রিরে। তত্তু সত্যং সন্তজোত্যাদি পূর্ব্বপূরণে বর্ণিতম্ ॥ ২১ ॥

পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং তিনি সুদীর্ঘ অট্টহাস্যের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। যদি রাধিকার এইরূপ দশা ঘটিল, তখন আর কিরূপে তৎকালে আদেশ বাক্য বলা যাইতে পারে! ॥ ১৯ ॥

অনন্তর রাধিকা পূর্ব্ব দিগ্ভাগ হইতে কোন একটী কাককে আসিতে দেখিয়া ক্রমে ক্রমে মথুরাদিগমনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাহাকে সখীগণের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার বর্ণ সাদৃশ্য দর্শনে কৃষ্ণ মিত্র সুবলের সমীপে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

ঐ সকল গোপীগণ কৃষ্ণের সখা সুবলকে দর্শন করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। পরে বহুক্ষণের পর চৈতন্য হইলে (আমরা সুবলকে যে কি

সত্যং সন্ত্যজ্য যুষ্মানিত্যাদিকং ॥

ততশ্চ স খলু শ্রীকৃষ্ণসখঃ সখীনামবধানমাত্মনি চিত্বা প্রতিপত্রং যাচিত্বা তচ্চ গ্রস্তত্তুক্তিভিরভ্যস্তং স্বাক্ষরবিন্যস্ততয়া ভূত্বা পুনর্নিজপত্রিকান্তরিতঃ কৃত্বা সখ্যে প্রস্থাপয়ামাস ॥ ২২ ॥

তত্তু প্রতিপত্রং যথা ;—

যৎসন্দিশসি বলানুজ ! সম্প্রত্যপি মিলনমস্তি নস্ত ইতি।
তৎসর্ব্বং তব মথুরাস্থিতিবিশ্রুতিরস্মদন্বিতং গিলতি ॥ ২৩ ॥

তাসাং তদবস্থাং দৃষ্ট্বা যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। সখীনাং গোপীনাং অবধানং সমাধানং আত্মনি চিত্বা অধিগম্য তচ্চ প্রতিপত্রং গ্রস্তা বাষ্পরুদ্ধা যা স্তাসামুক্তয় স্তাভি র্হেতুভি রভ্যস্তং আবৃত্তীকৃতং সাক্ষরেণ বিন্যস্তো বিন্যাসো যত্র তদ্ভাবতয়া ভূত্বা পূরয়িত্বা নিজপত্রিকায়া অন্তর্মধ্যে অন্তরিতং আচ্ছাদিতং কৃত্বা সখ্যে শ্রীকৃষ্ণায় প্রেরিতবান্ ॥ ২২ ॥

তচ্চ প্রতিপত্রং পদ্যত্রয়জটিতং তত্র প্রথমং বর্ণয়তি—যদেতি। হে বলানুজ যৎ সন্দিশসি সংপ্রত্যপি ইদানীমপি নোঽস্মাকং তে তব মিলনমস্তীতি কিন্তু তব মথুরাস্থিতিবিশ্রুতিরস্মাসু অন্বিতং সম্বন্ধং তৎ সর্ব্বং গিলতি ॥ ২৩ ॥

জিজ্ঞাসা করিব) তাহা জানিতে পারিল না। তাহারা স্বস্তিবাচন যুক্ত পত্র গ্রহণ করিল না। তাহার কারণ এই, বাষ্পপূর্ণ নয়ন দ্বারা তাহারা তৎকালে অন্ধ হইয়াছিল। অবশেষে "আমি সত্যই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ বাক্য যখন সেই আত্মীয় সুবল কর্ত্তৃক পঠিত হয়, তখন তাহারা অতি কষ্টে সেই পত্র শ্রবণগোচর করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

অনন্তর সেই কৃষ্ণ সুহৃৎ সুবল সখীদিগের অবস্থা মনে মনে জানিতে পারিয়া প্রত্যুত্তর পত্র প্রার্থনা করেন, তাহাদের বাষ্পরুদ্ধ উক্তি সমূহ দ্বারা সেই উত্তর পত্র আবৃত্তি করিয়া স্বাক্ষরে বিন্যস্ত করিয়া সেই পত্র পরিপূর্ণ করেন। অনন্তর নিজ পত্রিকার মধ্যে প্রত্যুত্তর পত্র আচ্ছাদন করিয়া নিজসুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তাহা প্রেরণ করেন ॥ ২২ ॥

সেই প্রত্যুত্তর পত্র এই—হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি যাহা আদেশ করিতেছ, এখন ও আমাদের তোমার সহিত মিলন আছে কিন্তু তোমার মথুরায় অবস্থিতি যে প্রচার হইয়াছে, তাহাই আমাদের সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই গ্রাস করিতেছে ॥ ২৩ ॥

ইহ নিজমাগমনং বা যদসকৃদস্তীতি সন্দিশসি।
সত্যং তৎপ্রিয়! তদপি ভ্রময়তি চিত্তং মুহুস্ত্বদন্তর্দ্ধিঃ ॥ ২৪ ॥

এষ্যসি সত্যং ত্বমিহ
ব্রজজনতায়াঃ সুখং দাতুং।
অপি যঃ ক্ষণময়কালঃ
স তু নঃ প্রতি কল্পতেঽত্র কল্পায় ॥ ইতি ॥ ২৫ ॥

অত্র শ্রীরাধাসখীনাং বিশেষতয়ায়ং বাক্‌শেষঃ ॥ ২৬ ॥

দ্বিতীয়ং যথা ইহেতি। বা শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ স্ফূর্ত্তিরূপেণ মিলনং ইহাগমনঞ্চ যদসকৃৎ মুহুরস্তীতি সন্দিশসি হে প্রিয় তৎ সত্যং তদপি তথাপি তব অন্তর্দ্ধিরসাক্ষাৎকারশ্চিত্তং মুহুর্ভ্রময়তি ॥ ২৪ ॥

তৃতীয়ং যথা এষ্যসীতি ব্রজজনসমূহস্য সুখং দাতুং ইহ ব্রজে ত্বমেষ্যসি আগমষ্যসি সত্যং অপি সম্ভাবনায়াং যঃ ক্ষণকালঃ স তু নোঽস্মাকং কল্পায় কল্পপরিমাণায়। অত্র সময়ে প্রতিকল্পতে ॥ ২৫ ॥

অত্রাপি শ্রীরাধায়া বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—অত্রেতিগদ্যেন। সুগমং ॥ ২৬ ॥

হে নাথ! এই ব্রজে তোমার স্ফূর্ত্তিরূপে মিলন এবং আগমন আছে, বলিয়া যাহা আদেশ করিয়াছ, তাহা বটে, তথাপি তাহা আমাদের চিত্ত ব্যাকুল করিতেছে ॥ ২৪ ॥

তুমি ব্রজবাসী লোকদিগকে সুখদান করিতে সত্যই এই ব্রজে আগমন করিবে। কিন্তু এই যে এক মুহূর্ত্তকাল তাহা আমাদের কাছে কল্প পরিমিত কাল বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২৫ ॥

ঐ স্থানে শ্রীরাধিকার সখীসকল বিশেষ রূপে এইরূপ বাক্য বলিয়া শেষ করিয়াছিল ॥ ২৬ ॥

বৈদ্যাস্তত্র বলন্তে, ধন্বন্তরিবন্মধোঃ পুর্য্যাম্।
উন্মাদাপস্মারজমৃতিহৃতিকৃতিকং মহৌষধং পৃষ্ট্যাম্ (ক)॥
ইতি॥ ২৭॥

তদেবং তাসাং তৎকথনং দুঃখপ্রথনমিতি মত্বা সমাপয়ন্ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সোৎকণ্ঠমুবাচ॥ ২৮॥

হরি হরি বিপ্রলম্ভলম্ভং
কথিতমিদং প্রথিতং স্বজূর্ত্তয়েঽপি।
মিলনমিহ কিল প্রপশ্যতাং ন-
স্তব হরিণা হরিণাক্ষি! সৌখ্যকারি॥ ২৯॥

তং বাক্যশেষং কথয়তি—বৈদ্যা ইতি। তত্র মধোঃ পুর্য্যাং ধন্বন্তরিবৎ বৈদ্যা বলন্তে প্রফুল্লন্তি উন্মাদাপস্মারাভ্যাং যা মৃতি স্তস্য হৃতৌ নাশে কৃতিকং নিপুণং যন্মহৌষধমস্তি ভবতা তৎ পৃচ্ছ্যং জিজ্ঞাসনীয়ং॥ ২৭॥

স্বয়ং কবি স্তথা পিদ্যান্ স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। দুঃখস্য প্রথনং বিস্তারো যত্র তৎ॥ ২৮॥

তৎ স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং লিখতি—হরিহরীতি, অয়ং খেদবাচকঃ। হরের্যো বিপ্রলম্ভস্তস্য লম্ভঃ প্রাপ্তি র্যত্র তৎ প্রথিতং বিস্তৃতমিদং স্বস্য জূর্ত্তয়ে পীড়ায়ৈ অপিশব্দাৎ যুষ্মাকঞ্চ হে হরিণাক্ষি ইহ হরিণা সহ তব মিলনং পশ্যতাং নোঽস্মাকং সৌখ্যকারি সুখজনকং॥ ২৯॥

সেই মধুপুরীতে ধন্বন্তরির মত বৈদ্য সকল বিরাজ করিতেছে। উন্মাদ এবং অপস্মার রোগে যে মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যু নাশ করিবার জন্য যে নিপুণ মহৌষধ আছে, আপনি তাহাই জিজ্ঞাসা করিবেন॥ ২৭॥

অতএব এই প্রকারে গোপীদিগের সেই বাক্য, দুঃখবহুল বিবেচনা করিয়া সেই বাক্য সমাপন করিবার জন্য স্নিগ্ধকণ্ঠ উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক বলিতে লাগিল॥ ২৮॥

হায় হায়! শ্রীকৃষ্ণের বিরহযুক্ত এই বিস্তারিত বাক্য নিজের এবং তোমাদেরও পীড়া জনক। হে হরিণলোচনে! এই স্থানে হরির সহিত তোমার মিলন দর্শন করিলেই আমাদের সুখ জন্মিবে॥ ২৯॥

(ক) পৃচ্ছ্যমিতি মাও গৌর পাঠঃ।

তদেবং রাত্রিকথাসত্রং প্রথয়িত্বা সর্ব্বমপি সুখেন গ্রথয়িত্বা কথকৌ বাসমাসন্নৌ ॥ ৩০ ॥

ততশ্চ ;—

তদুদিতনববর্ষং রাধিকামাধবাখ্যা-
বভিনববরবীরুদ্ভূরুহাগ্র্যাবুপেত্য।
বলয়িভুজলতাভ্যাং বাঢ়মন্যোঽন্যসক্তৌ
প্রমদবনবিলাসং বিভ্রতৌ দীব্যতঃ স্ম ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু
ব্রজেশব্রজপ্রবেশঃ সপ্তমং
পূরণম্ ॥ ৭ ॥

স্বয়ং কবিঃ পূরণং সমাপয়তি তদেবমিতিগদ্যেন। রাত্রিকথারূপং সত্রং যজ্ঞবিশেষং বিস্তারয়িত্বা গ্রথয়িত্বা মিলিতং কৃত্বা ॥ ৩০ ॥

তদাচ শ্রীরাধামাধবয়োর্বিলাসং বর্ণয়তি—তদুদিতেতি। তদুদিতনববর্ষে গোলোকপ্রবেশ-প্রথমবর্ষে অভিনবা অতিনূতনা বরা শ্রেষ্ঠা বীরুল্লতা যত্র তৌ চ তৌ ভূরুহাগ্র্যৌ বৃক্ষশ্রেষ্ঠৌ চেতি উপেত্য সংগম্য বলয়বিশিষ্টাভ্যাং ভুজলতাভ্যাং বাঢ়ং দৃঢ়মন্যোন্যসক্তৌ পরস্পরমিলিতৌ প্রমদবনে যো বিলাসস্তং বিভ্রতৌ পুষ্পন্তৌ দীব্যতঃ স্ম ক্রীড়য়ামাসতুঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরচম্প্বাং সপ্তমং পূরণম্ ॥ ০ ॥

অতএব এই প্রকরে রাত্রি কথারূপ যজ্ঞ বিস্তার করিয়া এবং সকলকেই সুখ নিবদ্ধ করিয়া, কথকদ্বয় গৃহে গমন করিল ॥ ৩০ ॥

অনন্তর গোলোক প্রবেশের প্রথম বৎসরে অভিনব এবং শ্রেষ্ঠ লতাযুক্ত প্রধান বৃক্ষদ্বয়ের মত তাঁহারা দুইজনে সঙ্গত হইয়া কায় বিশিষ্ট ভুজলতা দ্বারা দৃঢ়ভাবে পরস্পর মিলিত হইলেন। পরে প্রমদ কাননে বিলাস করিয়া উভয়েই বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীগোপাল চম্পূ কাব্যে ব্রজরাজের ব্রজ প্রবেশ নামক সপ্তম পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ৭ ॥

অষ্টমং পূরণম্।

চতুঃষষ্টিবিদ্যাধ্যয়নম্।

অথ প্রাতঃ কথায়াং শ্রীব্রজযুবরাজবিরাজমানব্রজরাজসদসি লব্ধপ্রথায়াং মধুকণ্ঠঃ কবয়ামাস ॥ ১ ॥

ততশ্চ তত্র স্বস্তিমুখে লব্ধাভিমুখে রামরামানুজাবত্রত্যবৃত্তান্তমঞ্চিত্বা কিঞ্চিদত্রাসমাসামাসতুঃ। তত্র জন্মারভ্য নাসীদভ্যস্ততেতি শ্রীকৃষ্ণরাময়োর্দেবক্যাং মাতরীব যাচনাদিচরিতমনালোচ্য (ক) শ্রীবসুদেবস্তয়াসহ মন্ত্রয়ামাস। রোহিণ্যা

শ্রীমদুত্তরগোপালচম্প্বামষ্টমপূরণে।

শ্রীগুরোরধ্যয়নাদি সাঙ্গমত্র বিরচ্যতে ॥

অথ স্বয়ং কবির্লীলান্তরং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথ প্রাতরিতিগদ্যেন। কবয়ামাস বর্ণয়ামাস। কবৃ বর্ণনে ধাতুঃ ॥ ১ ॥

মধুকণ্ঠবর্ণিতং লিখতি—ততশ্চেতিগদ্যেন। স্বস্তিমুখে পত্রে লব্ধমভিমুখং যস্য এবম্ভূতে সতি রামকৃষ্ণৌ তত্রত্যবৃত্তান্তং ব্রজসম্বন্ধীয়বার্ত্তাপ্রবৃত্তিং অঞ্চিত্বা গত্বা প্রাপ্য কিঞ্চিৎ শঙ্কারাহিত্যং যথাস্যাত্তথা আসামাসতুঃ উপবিষ্টবন্তৌ। অভ্যস্ততা শিক্ষিততা নাসীদিতি মাতরীব

উত্তর গোপাল চম্পূর অষ্টম পূরণে, অবন্তীপুর নিবাসী সান্দীপনি নামক শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত অধ্যয়নাদি কার্য্য বর্ণিত হইবে।

অনন্তর শ্রীব্রজ যুবরাজ বিরাজিত ব্রজরাজের সভামধ্যে প্রাতঃকালের কথা বিস্তার প্রাপ্ত হইলে মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

অনন্তর সেই স্থানে পত্র অভিমুখীন হইলে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ব্রজ সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কিঞ্চিৎ নির্ভীকভাবে উপবেশন করিলেন তথায় জন্মাবধি

(ক) অনালোক্য ইতি আনন্দবৃন্দাবনগৌর পাঠঃ।

মেবানয়োঃ পুত্রতয়া প্রণয়ো ভবিতেতি। অথানকদুন্দুভেঃ সন্নন্দনন্দনাবুদ্দিশ্য প্রেরিতো দূতঃ (ক) সম্বলিতবর্ণদূততয়া ব্রজং সম্ভূতবান্। তত্র চাস্তাং নাম প্রশস্তিব্রক্ষিতং তত্তদ্বচনং বিবক্ষিতং পুনরিদমেব লক্ষিতং। ভবতাং গমনসময়ে ময়েদং (খ) নাধিগমিতমাসীৎ। রামমাতুরাগমনমত্র কামনীয়মিতি। তদেতন্নিশম্য তু শ্রীরোহিণী ব্যাকুলতারোহিণী বভূব ॥ ২ ॥

রোহিণ্যাং ব্রজরাজ্ঞ্যামিব মাতরেতদ্দেহীত্যাদিকং যাচনাদিচরিতং ন দৃষ্ট্বা তয়া দেবক্যা প্রণয়ঃ পুত্রভাবব্যবহারঃ। অথানন্তরং সন্নন্দনন্দনৌ শ্রীব্রজরাজকনিষ্ঠৌ সংবলিতো নিরুদ্ধীকৃতো বর্ণদূতো লিপি যত্র তদ্ভাবতয়া ব্রজং মিলিতবান্। বর্ণদূতো যথা তল্লিখতি তত্র চাস্তামিতি। বিবক্ষিতং তত্তদ্বচনং প্রশস্ত্যা গুণস্তুত্যা ম্রক্ষিতং নামাস্তাং অধিগমিতং জ্ঞানবিষয়ং নাসীৎ কামনীয়মিচ্ছাবিষয়ং স্যাৎ। ব্যাকুলতামারোঢ়ুং শীলমস্যাঃ সা ॥ ২ ॥

উভয়ের শিক্ষা হয় নাই। এই কারণে ব্রজেশ্বরীর মত জননী রোহিণী এবং দেবকীর নিকটে 'জননি' তুমি আমাকে এই বস্তু দাও এইরূপ কোন প্রার্থনাদি কার্য্য না দেখিয়া শ্রীবসুদেব পত্নীর সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরামের রোহিণীর উপরেই পুত্রভাবের ব্যবহার হইবে। তৎপরে বসুদেব, ব্রজরাজের কনিষ্ঠ সন্নন্দ এবং নন্দনের উদ্দেশের এক দূত প্রেরণ করেন। সেই দূত পত্র লইয়া ব্রজে গমন করে। তথায় গুণ স্তুতি পূর্ণ যে যে বাক্য বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছিল, তাহা এখন থাক। কিন্তু তখন পুনর্ব্বার ইহাই লক্ষিত হইয়াছিল। তোমাদের গমন কালে আমি ইহা মনোব্যথা বশতঃ জানিতে পারি নাই। এই স্থানে রাম মাতার আগমনই প্রার্থনীয়। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোহিণী ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

(ক) প্রেরিত ইত্যানন্দ বৃন্দাবন গৌরপুস্তকে নাস্তি।
(খ) নাধিনাধিগমিতমিত্যানন্দ বৃন্দাবন গৌর পাঠঃ।

যথা ;—

আজ্ঞা পত্যুর্দ্দিদৃক্ষাপ্যথ নবসুতয়োর্জাতু হাতুং ন শক্যা
সেয়ং গোবিন্দমাতা বত ! কথমিব বা হেয়তামাশু জাতু ।
তস্মাদেকৈকনেত্রাদ্যবয়বমপি চেদ্ভাগমেকং তনোর্মে
পূর্য্যাং জীবে ন কুর্য্যাদপরমিহ বিধিস্তর্হ্যহং নিস্তরেয়ম্ ॥ ৩ ॥

তদেবং তস্যা বৈমনস্যং ব্যবস্যন্তী শ্রীহরিমাতা ব্যাহরতি স্ম ॥ ৪ ॥

তস্যা ব্যাকুলতাপ্রকারং বর্ণয়তি—আজ্ঞেতি। পত্যুরাজ্ঞা হাতুং ন শক্যা অথ নবসুতয়ো রামকৃষ্ণয়ো র্দিদৃক্ষাপি জাতু কদাচিদপি হাতুং ন শক্যা সেয়ং শ্রীকৃষ্ণজননী বতোৎখেদে বা বিকল্পার্থে কথমিব হেয়তাং পরিত্যাগবিষয়তাং যাতু গচ্ছতু! তস্মাৎ চেদ্‌যদি মম তনো জীবনোপলক্ষিতং একৈকনেত্রাদ্যবয়বমপি ভবেত্তর্হি র্বিধিরেকং ভাগং পূর্য্যাং কুর্য্যাৎ তর্হ্যহং নিস্তরেয়ং নিস্তারং গচ্ছেয়ং ॥ ৩ ॥

তদেতন্নিশম্য ব্রজরাজ্ঞী যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তস্যা রোহিণ্যা বিমনস্কতাং ব্যবস্যন্তী অনুভবন্তী কথয়ামাস ॥ ৪ ॥

পতির আজ্ঞাও পরিত্যাগ করিতে পারা যাইবে না, এবং নব কুমার কৃষ্ণ বলরামের দর্শন বাসনাও কখন পরিত্যাগ করা যাইবে না, হায়! এই জননীকে কিরূপে পরিত্যাগ করা যাইবে। অতএব যদি আমার নেত্রাদি প্রত্যেক অবয়ব জীবন দ্বারা উপলক্ষিত হয়, তাহা হইলে বিধাতা এক ভাগ পরিপূর্ণ করিবেন, এবং তাহা হইলে আমিও নিস্তার প্রাপ্ত হইব ॥ ৩ ॥

অতএব এই প্রকারে রোহিণীর চিত্তবৈকল্য অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জননী বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তুভ্যং মহ্যং চ মন্যে বিধিরদিত বপুঃ প্রাণমপ্যেকমেব
প্রত্যেকং পুত্ত্রযুগ্মং যদিহ ন ভিদয়া কিঞ্চিদালোকয়াবঃ।
তস্মাদ্দুষ্পুণ্যতা মে যদি ন সবিধতাং হা! তয়োঃ কর্ত্তুমীষ্টে
শিষ্টে! রামাম্ব! তর্হি স্বয়মভিগমনাদেব মাং জীবয়াশু ॥ ৫ ॥

ততশ্চ সর্ব্বাভিরনর্ব্বাচীনাভিঃ কৃষ্ণমাতুর্মন্ত্রণমেব যুক্তিপরতন্ত্রং ক্রিয়তে স্ম। কৃত্বা চ মুহূর্ত্তজ্ঞেভ্যঃ শুভমুহূর্ত্তং ধৃত্বা প্রতিস্বং সমগ্রীকৃতনানাসামগ্রাভির্বিশঙ্কটশকটান্ ভৃত্বা বিসূরিতপূরিতং ভূরিদূরং তয়া সহ সৃত্বা সবাষ্পকণ্ঠং কণ্ঠং গৃহীত্বা কথঞ্চিদেব পরিদেবনয়া তাং হিত্বা নিববৃতে। যত্র

তব্যাহারং বর্ণয়তি—তুভ্যমিতি। ?াং মাঞ্চ হৃদয়ে কৃত্বা বিধিরেকং বপুঃ অদিত খণ্ডিতবান্। দ্বয়ং শরীরমভূৎ প্রাণমপি একমেব যদ্‌যস্মাৎ প্রত্যেকং পুত্রযুগ্মং রামকৃষ্ণরূপং কিঞ্চিৎ ভিদয়া ভেদেন নালোকয়াবঃ ন পশ্যাবঃ তস্মাৎ হেতি খেদে। মে মম যদি তয়োঃ পুত্রয়োঃ সবিধতাং নৈকট্যং কর্ত্তুং ন ঈষ্টে ন সমর্থা তর্হি হে শিষ্টে রামজননি! তত্র স্বয়মভিগমনাৎ আশু শীঘ্রং মাং জীবয় ॥ ৫ ॥

ততশ্চ তত্র বৃদ্ধা পুরস্ত্র্যঃ সম্মতিং দদুরিতি—বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। অনর্ব্বাচীনাভিঃ প্রাচীনাভি র্যুক্তিপরতন্ত্রং যুক্ত্যধীনং যুক্তিসিদ্ধং। মহূর্ত্তজ্ঞেভ্য দৈবজ্ঞেভ্যো ধারয়িত্বা সমগ্রীকৃতা রাশীকৃতা যা নানাসামগ্র্য স্তাভির্বিশঙ্কটান্ স্থূলশকটান্ ভৃত্বা পূরয়িত্বা বিসূরিতেন অনুতাপেন পূরিতং যথাস্যাত্তথা ভূরিদূরং প্রচুরদূরগস্থানং তয়া রোহিণ্যা সম সৃত্বা গত্বা বাষ্পেণ

তোমাকে এবং আমাকে হৃদয়ে করিয়া বিধাতা এক শরীর খণ্ডন করিয়াছেন, শরীর হইয়াছে দুইটী কিন্তু প্রাণ একই আছি। যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম এই প্রত্যেকেরই কোন প্রভেদ দর্শন করি না। অতএব হায়! আমি যদি সেই পুত্রদ্বয়ের নিকটে না যাইতে সমর্থ হই, তাহা হইলে হে ভদ্রে! রাম জননি? তথায় স্বয়ং গমন করিয়া শীঘ্র আমার প্রাণ দান কর ॥ ৫ ॥

অনন্তর সমস্ত বৃদ্ধা রমণীগণ কৃষ্ণ জননীর যন্ত্রণাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছিল। এইরূপ মন্ত্রণা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিয়া দৈবজ্ঞ লোকদিগের নিকট হইতে শুভলগ্ন ধারণ করিয়া, প্রত্যেকেই রাশীকৃত নানাবিধ সামগ্রী দ্বারা স্থূল শকট সকল পরিপূর্ণ করিয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে বহু দুর পর্য্যন্ত রোহিণীর সহিত

কৃষ্ণপ্রসূর্নিজপ্রসূতত্তৎপ্রসূত্যয়োঃ কৃতে কৃতেপ্সিততয়া বীপ্সিতান্ ভোগানুপভোগাংশ্চ তস্যাং সমর্পিতবতী। গদ্গদযুক্তমুক্তবতী চ। প্রতিলবমাবকয়োঃ শাবকয়োর্বৃত্তং নিজেষ্টসন্দেশমুখমুখেন সন্দেষ্টব্যং। দেবকীং প্রতি মম চ তদিদং নিবেদয়িতব্যম্ ॥ ৬ ॥

যথা ;—

আবকয়োরভিদা যা, লোকে সম্ভাবিতা জাতা!
সম্প্রতি সা প্রকটাভূদ্দেবকীপুত্রেণ তত্র যদ্ভেদঃ ॥৭॥

সহ কণ্ঠং যথাস্যাত্তথা গৃহীত্বা পরিদেবনয়া শোকেন তাং হিত্বা ত্যক্ত্বা নিবৃত্তা বভূব। যত্র যদা কৃষ্ণরাময়োঃ কৃতে নিমিত্তায় কৃতমীপ্সিতমিচ্ছাবিষয়ভূতং যত্র তদ্ভাবতয়া দৃষ্টান্ ভোগান্ উপভোগাংশ্চ বস্ত্রাদীন্ সমর্পিতবতী, প্রতিলবং প্রতিক্ষণং শাবকয়োর্বালকয়োঃ বৃত্তান্তং নিজেষ্টসন্দেশপ্রাধান্যেন সন্দেষ্টব্যং প্রেষণীয়ং ॥ ৬ ॥

তদা দেবকীং প্রতি নিবেদনং যথা আবকয়োরিতি আবয়োরভেদবুদ্ধিঃ। হে দেবকি সম্প্রতি সা অভেদবুদ্ধিঃ পুত্রে মম গোপালে প্রকটাভূৎ যদ্যস্মাত্তত্র গোপালে মম পুত্রে ইতি ভেদো ন ॥ ৭ ॥

গমন পূর্ব্বক বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কণ্ঠ গ্রহণ করত, অতি কষ্টে শোকাকুল চিত্তে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন ও নিবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কৃষ্ণমাতা নিজ পুত্র এবং রোহিণীর পুত্রের জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রত্যবেক্ষণ করিয়া বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী এবং বহুবিধ বস্ত্রাদি উপভোগ্য বস্তু সকল সমর্পণ করিলেন। তৎপরে গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন, প্রতিক্ষণে আমাদের উভয়ের পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত আপনাদের প্রিয় এবং প্রধান সম্বাদ বোধ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন ; এবং দেবকীর প্রতিও আমার এইরূপ বাক্য জানাইবেন ॥ ৬ ॥

হে দেবকি! আমরা দুইজনে যে অভিন্ন, জগতে তাহা সকলেই বিবেচনা করিতে পারিয়াছে। কারণ, সম্প্রতি সেই অভেদ বুদ্ধি আমার পুত্র গোপালে প্রকটিত হইয়াছে। তাহারও কারণ এই, সেই গোপালে 'আমার পুত্র' বলিয়া কোন ভেদ নাই ॥ ৭ ॥

অথ ব্রজমাত্রমনুস্মরৎস্ফুরদতনুব্যসনমিদং হৃদয়ং ক্ষুভ্যতি। ততঃ কৃতং তন্নিবৃত্তিবৃত্তাবস্তরেণেতি বিরম্য মধুকণ্ঠঃ সমাপনমিব প্রাহ স্ম ॥ ৮ ॥

তদিদং কথনীয়ং স্যান্নৈব বৃত্তং ব্রজেশ্বর !
যদ্যেষ ভবদুৎসঙ্গসঙ্গী দৃশ্যেত নাধুনা ॥ ৯ ॥

তদেবমানন্দিতেষু ব্রজবন্দিতেষু স্নিগ্ধকণ্ঠঃ পপ্রচ্ছ। অথ তত্র কিং বৃত্তং তৎকথ্যতাম্ ॥ ১০ ॥

তদেবং বর্ণয়িত্বা সখেদো মধুকণ্ঠো যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। স্ফুরদতনু স্থূলং ব্যসনং দুঃখং যত্র তৎ হৃদয়ং তত স্তস্মাৎ তস্য ব্যসনস্য নিবৃত্তৌ যদ্বৃত্তং বৃত্তান্তং তস্য বিস্তরেণ কৃতং ব্যর্থং যথা সমাপনং তথৈব ॥ ৮ ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং কথয়তি—তদিদমিতি। হে ব্রজেশ্বর তদিদং বৃত্তান্তং নৈব কথনীয়ং স্যাৎ যদ্যেষ কৃষ্ণঃ অধুনা ভবতঃ ক্রোড়ে সঙ্গী ন দৃশ্যেত ॥ ৯ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—তদেবমিতিগদ্যেন। তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠপ্রশ্নো যথা অথ তত্রেতি ॥ ১০ ॥

অনন্তর ব্রজমাত্র স্মরণ করিয়াই হৃদয় মধ্যে অত্যন্ত বৃহৎ দুঃখ প্রকাশিত হওয়াতে এক্ষণে আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে। অতএব সেই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য বিস্তারিত বিবরণে কোন প্রয়োজন নাই। এই কারণে বিরত হইয়া মধুকণ্ঠ যেন সমাপনের কথা বলিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

হে ব্রজরাজ! এক্ষণে সেই বৃত্তান্ত কাহাকেও বলিবেন না। কারণ অধুনা শ্রীকৃষ্ণকে আপনার ক্রোড়দেশে অবস্থান করিতে দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৯ ॥

অনন্তর এই প্রকারে ব্রজের পূজ্য ব্যক্তিগণ আনন্দিত হইলে স্নিগ্ধকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন। আচ্ছা, সেই স্থানে কি ঘটিয়াছিল, বর্ণন কর ॥ ১০ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ ;—

রোহিণ্যা ব্রজতঃ কৃতাগমনয়া গোবিন্দরামৌ যদা
বন্দিত্বা মিলতাং তদাস্ফুরদসাবুচ্চৈর্যশোদেত্যপি।
স্ফূর্ত্তিঃ সা চ পরং তয়োর্ম্মনসি ন স্বস্যাপি তস্যা বভৌ
প্রেম্ণোরীতিরিয়ং ন বুদ্ধিবিষয়ঃ কস্যাপি পশ্যাদ্ভুতম্ ॥ ১১ ॥

রোহিণীচরণয়োর্নিপত্য চ
স্বপ্রসূস্ফুরণবান্ যদা হরিঃ।
হা! রুরোদ স ভৃশং তদা চ সা
রোদিতি স্ম কুররীব তন্মনাঃ ॥ ১২ ॥

তদা মধুকণ্ঠো যদকথয়ৎ তল্লিখতি—রোহিণ্যা ইতি। কৃতমাগমনং যস্যা স্তয়া সহ গোবিন্দ-রামৌ বন্দিত্বা যদা মিলতাং তদাসৌ যশোদেত্যপি উচ্চৈরস্ফুরৎ সা চ স্ফূর্ত্তিঃ পরং কেবলং গোবিন্দরাময়োর্ম্মনসি ন কিন্তু তস্যা রোহিণ্যাঃ স্বস্যাপি নিজস্যাপি সা স্ফূর্ত্তির্ব্বভৌ প্রেম্ন ইয়ং রীতিঃ কস্যাপি ন বুদ্ধিবিষয়া স্যাদিত্যদ্ভুতং পশ্য ॥ ১১ ॥

তদাচ যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি---রোহিণীতি। স্বপ্রসূর্ব্রজরাজ্ঞী তস্যাঃ স্ফুরণবিশিষ্টো হরি র্যদা। হেতি খেদে। স ভৃশমতিশয়ং রুরোদ তদা সা রোহিণী তন্মনাঃ সতী কুররীব রুদিতবতী ॥১২॥

মধুকণ্ঠ কহিতে লাগিল, যৎকালে রোহিণী ব্রজ হইতে আগমন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তৎকালে যশোদাও অত্যুচ্চরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। সেই স্ফূর্ত্তি কেবল কৃষ্ণ বলরামের মনে নহে, কিন্তু সেই রোহিণীর নিজের মনেও সেই স্ফূর্ত্তি উদিত হইয়াছিল। প্রেমের এই প্রকারই রীতি যে, তাহা কাহারও বুদ্ধি গোচর হয় না, এই আশ্চর্য্য দর্শন কর ॥ ১১ ॥

হায়! রোহিণীর চরণ যুগলে পতিত হইয়া যৎকালে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে নিজ জননী যশোদার স্ফূর্ত্তি হয়, তখন কৃষ্ণ অত্যন্ত রোদন করিলেন। তখন রোহিণীও তদ্গত চিত্তে হরিণীর মত রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্লেষবাসরপুরঃসরজং চরিত্রং
কৃষ্ণে সবাষ্পমনুশৃণ্বতি তজ্জনন্যাঃ।
পপ্রচ্ছ তামনু বলস্তদুবাচ সা চ
স্বস্মিংস্তদেকময়তামনুভাবয়ন্তী ॥ ১৩ ॥

দিনান্তরে তু (ক) বলিতপত্নীষু সর্ব্বাসু সপত্নীষু তাসাং শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজসম্বন্ধমনভীপ্সিতমভীক্ষ্য সা জগাদ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বস্মিন্ যঃ স্নেহনামা পদার্থঃ
শ্রীমান্ সোঽয়ং রাজতে গোষ্ঠ এব।
তস্মিন্নুচ্চৈর্গোপরাজ্ঞ্যামথাসৌ
পুত্রো বশ্চেত্তৎপ্রসঙ্গে ক্ব দোষঃ ॥ ১৫ ॥

ততো বৃত্তান্তরং যদভূত্তদ্বর্ণয়তি—বিশ্লেষেতি কৃষ্ণস্য জনন্যা বিচ্ছেদদিনপূর্ব্বচরিত্রে অনুশৃণ্বতি কৃষ্ণে সতি তাং রোহিণীং বলঃ পপ্রচ্ছ সা চ স্বস্মিন্নাত্মনি তদেকময়তাং শ্রীযশোদয়া অভেদতাং অনুভাবয়ন্তী তৎপূর্ব্বচরিত্রমুবাচ ॥ ১৩ ॥

শ্রীরোহিণ্যা ব্রজএব বর্ত্তিতব্যং পুরাদৌ তদেব প্রকারন্তরেণ বর্ণয়তি—দিনান্তরেঽপিতিগদ্যেন। বলিতো মিলিতঃ পতির্যাসাং তাসু সা রোহিণী ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্ গোষ্ঠে গোপরাজ্ঞ্যাং শ্রীযশোদায়াং স স্নেহ উচ্চৈঃ রাজতে অথসৌ বো যুষ্মাকং পুত্রশ্চেৎ তস্য ব্রজস্য প্রসঙ্গে দোষঃ ক্ব ন কুত্রাপি ॥ ১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আপনার জননীর বিচ্ছেদ দিবসের পূর্ব্ব-চরিত্র শ্রবণ করিলে পর, বলরাম রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রোহিণীও যশোদার সহিত আপনার অভেদ অনুভব করাইয়া সেই পূর্ব্ব-চরিত্র বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

অন্যদিনে পতির সহিত সমস্ত সপত্নীগণ মিলিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজসম্বন্ধ তাহাদের অনভিপ্রেত বিবেচনা করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বসংসারে স্নেহনামে যে এক পদার্থ আছে, সেই শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণই গোষ্ঠমধ্যে সেই মূর্ত্তিমান্ স্নেহপদার্থ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই স্নেহ আবার গোষ্ঠমধ্যে শ্রীমতী যশোদাতেই অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। অতএব সেই কৃষ্ণ যদি তোমাদের পুত্র হয়, তাহা হইলে ব্রজের প্রসঙ্গে আর দোষ কোথায়! ॥ ১৫ ॥

(ক) দিনান্তরেষু ইতি গৌর পাঠঃ।

তদেবমতৃষ্ণং নিশম্য তূষ্ণীকাং সেবমানয়োর্ব্বসুদেব-দেবক্যোরপরা হাস্যপরাঃ প্রোচুঃ ॥ ১৬ ॥

গোপানাং দধিদুগ্ধাদিলুব্ধমনসস্তব নাযুক্তমিদমুক্তম্ ॥১৭॥

তদেবং নিশম্য সাপি তেষাং স্বমতমধিগম্য ব্রজনৃপতি-পত্ন্যাং সানুতাপং মনঃসঙ্গম্য মৌনমেবাললম্বে ॥ ১৮ ॥

অথানকদুন্দুভিপ্রভৃতিভিরনয়োর্ব্রতবন্ধেঽপি কৃতানুবন্ধে ব্রজবন্ধূনামানয়নং সাপি ন প্রস্তুতবতী ॥

রামকৃষ্ণৌ চ তত্র সতৃষ্ণাবপি তেষাং মনসি কর্ম্মণি চান্যাদৃশতাং সন্দৃশ্য (ক) ব্রজদেশজানাং তত্র ক্লেশমপি প্রজামাত্রনিমন্ত্রণায়ামপি ন তানামন্ত্রয়িতুং মন্ত্রিতবন্তৌ। তদলমস্মাকং তদ্ব্রতবন্ধবর্ণননির্ব্বন্ধেন। কিন্তু ততঃ পূর্ব্বং

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। অতৃষ্ণমাকাঙ্ক্ষারহিতং যথাস্যাত্তথা নিশম্য তূষ্ণীকাং মৌনতাং। হে রোহিণি এবম্ভূতায়া স্তব উক্তমিদং নাযুক্তম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

সাপি রোহিণী তেষাং জনানাং অনুতাপেন খেদেন সহ বর্ত্তমানং মনঃ সঙ্গম্য সংযোজ্য ॥ ১৮ ॥

অধুনা রামকৃষ্ণয়ো ব্রতবন্ধং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথত্যাদিগদ্যেন। কৃতোঽনুবন্ধো যত্র তস্মিন্ সাপি রোহিণ্যপি ন প্রস্তাবয়ামাস। তেষামানকদুন্দুভিপ্রভৃতীনাং মনসি কর্ম্মণিচ

অতএব ইচ্ছাবিরহিত চিত্তে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বসুদেব এবং দেবকী মৌনাবলম্বন করিলে, অন্যান্য রমণীগণ সহাস্যে বলিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

হে রোহিণি! গোপদিগের দধি-দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রীতে তোমার মন অত্যন্ত লুব্ধ হইয়াছিল। তাহাতেই তোমার এইরূপ বাক্য নিতান্ত অযৌক্তিক নহে ॥ ১৭ ॥

অতএব এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোহিণীও ঐ-সকল লোকগণের স্ব স্ব মত জানিতে পারিয়া, এবং সখেদে ব্রজরাজ-পত্নী যশোদার উপরে চিত্তসংযুক্ত করিয়া, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বকই অবস্থান করিলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর বসুদেব প্রভৃতি সকলেই কৃষ্ণ বলরামের উপনয়নাদি ব্রতবন্ধের কারণ

(ক) ব্রজদেশজনানাং। ইতি আনন্দ পাঠঃ।

সুদামমালাকারদ্বারতঃ শ্রীব্রজেন্দ্রং প্রতি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনস্য পত্রমিদং (ক) শ্রোত্রামৃতপানপাত্রতয়াবধীয়তাম্ ॥ ১৯ ॥

তাত ! শ্বঃপ্রাতরেতে যদুনৃপকুলজা যজ্ঞসূত্রেণ পুত্রী-
কুর্য্যুর্ম্মাং স্বার্থহেতোরহমপি তু বহিস্তদ্বিদধ্যাং হৃদান্যৎ।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যাম্যহমিতি চ ময়া প্রাগবোচং ভবৎসু
স্বামেতাং হন্ত ! জিহ্বাং কথমিতরদশাং ত্বত্তনূজঃ স কুর্য্যাম্ ॥২০॥

অস্মাদৃশতাং ব্রজবন্ধূন্ প্রত্যনুরাগ-হীনতাং তত্র ব্রতানুবন্ধে তান্ ব্রজদেশজান্ নামন্ত্রিতবন্তৌ ন মন্ত্রয়ামাসতুঃ তত্তস্মাৎ ব্রজদেশজনিমন্ত্রণাভবাৎ তয়োর্ব্রতবন্ধস্য বর্ণনে যো নির্ব্বন্ধ আগ্রহ স্তেনালং ব্যর্থং। শ্রোত্রামৃতপানপাত্রতয়া শ্রোত্রে এবামৃতপানপাত্রং যস্য তদ্ভাবতয়া অবধীয়তাং আপীয়তাম্ ॥ ১৯ ॥

তৎপত্রং বর্ণয়তি—তাতেতি। হে তাত এতে যদুনৃপকুলজাঃ শ্বো ভাবিদিনে প্রাতঃকালে স্বার্থহেতোর্মম ক্ষত্রিয়ত্বপ্রকাশায় যজ্ঞসূত্রেণ পুত্রীকুর্য্যুঃ অহমপি তু বহিস্তৎক্ষত্রিয়ত্বেন যজ্ঞসূত্র-গ্রহণং বিদধ্যাং কুর্য্যাং কিন্তু হৃদা চিত্তেনান্যৎ গোপত্বং বিদধ্যাং জ্ঞাতীনিত্যাদি। যয়া জিহ্বয়া ভবতঃ প্রাগবোচং। হন্তেতি খেদে এতাং স্বাং জিহ্বাং তব পুত্রঃ সোঽহং কথমিতরদশামিতরে দশা অবস্থা যস্যাং তাং কুর্য্যাং ॥ ২০ ॥

নির্দ্দেশ করিলেও, রোহিণীও ব্রজ-বন্ধুদিগের আগমন সম্বন্ধে কোনও প্রস্তাব করি-লেন না। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ব্রতবন্ধ বিষয়ে অত্যন্ত সতৃষ্ণ ছিলেন। কিন্তু বসুদেব প্রভৃতি সকল লোকের মনে এবং কার্য্যে অন্যরূপ ভাব, অর্থাৎ ব্রজ-বন্ধু-দিগের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়া, এবং তথায় ব্রজবাসীদিগের নিশ্চয়ই ক্লেশ হইতেছে, বিবেচনা করিয়া, কেবলমাত্র প্রজাদিগের নিমন্ত্রণ হইলেও, সেই সকল ব্রজবন্ধু-দিগকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য পরামর্শ করিলেন না, অতএব যখন ব্রজবন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইল না তখন আমাদের ব্রতবন্ধ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কি হইবে। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে সুদাম নামক মালাকার দ্বারা শ্রীব্রজরাজের প্রতি শ্রীব্রজযুবরাজের এই কল্পমাত্র সকলেই কর্ম্মরূপ অমৃত পাত্র দ্বারা পান কর, বা সেই পত্র শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

সেই পত্র এইরূপ, যথাঃ—হে পিতঃ এই সকল যদুবংশীয় নৃপতিগণ আগামী

(ক) পানেতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকেষু নাস্তি।

মা ক্রুধং মম যজ্ঞসূত্রকুতুকালাভেন নির্বিঘ্নতা-

মস্মিন্নস্মি তু যুষ্মদীয়সুহৃদামর্থায় বদ্ধপ্রভঃ।

তস্মান্মত্তনুরূপমৎসবয়সাং গায়ত্রদীক্ষামহঃ

সন্তত্য ব্রজরাজ! তেন মম তৎপূর্ণং স্বয়ং তন্যতা ইতি ॥২১

তদেতচ্ছ্রীমদুপনন্দনন্দপ্রভৃতয়শ্চ তদানীমনুসন্দধতে স্ম। পূর্ব্বমন্ত্রণাপরতন্ত্রতয়া সঙ্কিতং তদিদমস্মাস্থ তেন স্বয়মুদাসীনত্বং প্রপঞ্চিতং। তত্তদ্বিহিতং পুনরস্মদ্বৈশ্যজাত্যুচিতমেবান্তশ্চিন্তিতম্।

কিঞ্চ মা ক্রুধমিতি। হে ব্রজরাজ মম যজ্ঞসূত্রকুতুকালাভেন নির্ব্বিঘ্নতাং বিরাগতাং মাক্রুধং অস্মিন্ মধুপুরে যুষ্মদীয়সুহৃদামর্থায় প্রয়োজনায় বদ্ধা প্রভা স্বরূপগোপনতা যস্য সোঽস্মি। তস্মান্মম তনুরূপা যে মম সবয়সঃ সখায় স্তেষাং গায়ত্রদীক্ষামহঃ ব্রতবন্ধোৎসবং সন্তত্য বিস্তীর্য্য তেন কার্য্যেণ মম তৎপূর্ণং ব্রতবন্ধং স্বয়ং তন্যতাম ॥ ২১ ॥

তদেবং পত্রং নিশম্য তেষাং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। তদিদমুদাসীনত্বং

দিবসে, প্রাতঃকালে, আমার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যজ্ঞসূত্র দ্বারা আমাকে পুত্র অর্থাৎ পুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন। আমিও বাহ্যিক সেই ক্ষত্রিয় ভাবের জন্য যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিব। কিন্তু মনে মনে গোপভাব গ্রহণ করিব। কিন্তু হায়! আমি আপনাদের নিকট যে জিহ্বাদ্বারা "আপনারা জ্ঞাতি আপনাদিগকে আমি দর্শন করিতে আসিব" পূর্ব্বে এই কথা বলিয়াছিলাম; এখনও আমি আপনার পুত্র আছি, অতএব আপনার পুত্র হইয়া কিরূপে সেই জিহ্বার অন্য প্রকার অবস্থা দেখাইব ॥ ২০ ॥

হে ব্রজরাজ! আমার যজ্ঞসূত্র উৎসবের অলাভে আপনারা দুঃখ প্রকাশ করিবেন না। এই মধুপুরে আপনাদের সুহৃদ্বর্গের জন্য আমি আমার স্বরূপভাব গোপন করিয়াছি। অতএব আমার শরীর স্বরূপ যে সকল সখা আছে, তাহাদের গায়ত্রী দীক্ষারূপ উৎসব বিস্তার করিয়া সেই কার্য্যদ্বারা আমার সেই ব্রতবন্ধ স্বয়ং পরিপূর্ণ করিয়া বিস্তারিত করুন ॥ ২১ ॥

অতএব এইরূপ পত্র শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ উপানন্দ এবং নন্দ প্রভৃতি সকলেই

তস্মাদ্বয়মপি তৎপ্রতিনিধীনামেষামন্তস্তদেকতয়া
বহিস্ত্বিতরবিবেকতয়া ব্রতবন্ধং সন্দধামেতি ॥ ২২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—তদনন্তরমন্তরং সন্তন্যতাম্।

মধুকণ্ঠ উবাচ—তত্র চাত্র চ জাতে চ দ্বিজাতেরিতব্রতজাতে বেদবেদাঙ্গাধ্যয়নায়ানয়োরিচ্ছা জাতা। জাতায়াং তস্যামেতা-বন্যজনপ্রচারমনুবরন্তৌ (ক) তদিদং বিচারিতবন্তৌ অধ্যয়নং নাম গুরুকুলমধ্যগমনপূর্ব্বকমেব পূর্ব্বসূরিভির্বিহিতং। তত্র যদ্যপি গুরুযোগ্যাঃ পুরুমহিমানঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদিনামানঃ

অস্মাসু ন তেন কৃষ্ণেন স্বয়ং প্রপঞ্চিতং বিস্তারিতং। তত্তদ্বিহিতং ব্রতবন্ধাদিকং অন্তশ্চিন্তিতং যত্র চিত্তাভিনিবেশ স্তদেব তৎকার্য্যসাধকং ভবতীতি। এষাং তৎসখানামন্তশ্চিত্তে স একঃ কেবলঃ যত্র তদ্ভাবতয়া বাহ্যে ইতরবিবেকতয়া অয়ং শ্রীদামা অয়ং সুবল ইত্যাদিভেদতয়া সন্দধাম সংযোজয়াম ॥ ২২ ॥

ততঃ স্নিগ্ধকণ্ঠ স্তদনুরূপং কৃত্যং পৃচ্ছতি অন্তরমনুরূপং ॥

তত মধুকণ্ঠো যদুত্তরং দত্তবান্ তদ্বর্ণয়তি—তত্রেতি। দ্বিজাতেষু ঈরিতো বিহিতো যো ব্রতজাতঃ ব্রতসমূহ স্তস্মিন্ জাতে সতি অনয়ো রামকৃষ্ণয়োঃ। এতৌ রামকৃষ্ণৌ অন্যজনপ্রচারং

তৎকালে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বমন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া যাহা সংগৃহীত হইয়াছিল, এক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট স্বয়ং সেই ঔদাসীন্য বিস্তারিত করেন নাই। তত্তৎ বিহিত ব্রতবন্ধাদি কার্য্য সকল, আমাদের বৈশ্যজাতির উচিতই অন্তরে চিন্তা করিয়াছেন। কারণ যে বিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ হয়, তাহাই কার্য্যসাধক হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। অতএব এই সকল শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ, সকলেই তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ। ইহাদের হৃদয়ে কেবল শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান আছে, এবং বাহিরে 'ইনি শ্রীদাম এবং ইনি সুবল' এইরূপ পার্থক্য বিদ্যমান আছে। অতএব আমরা এইরূপ ভাবেই ব্রতবন্ধ সংযোজন করিব ॥ ২২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তৎপরে অনুরূপ কার্য্য বিস্তার কর। মধুকণ্ঠ কহিলেন, সেইস্থানে এবং এইস্থানে দ্বিজাতিগণের বিহিত ব্রতসমূহ সম্পন্ন হইলে, চারিবেদ

(ক) তস্যামেতা একান্তং ব্রজনপ্রচারং। ইত্যানন্দ পাঠঃ। তস্যামেতাবজ্জন প্রচারং ইতি বৃন্দাবন-গৌর পাঠঃ।

সর্ব্বতঃ প্রচরন্তি। তথাপি ত আবাং স্বাভাবিকজ্ঞানাদি-প্রভাবাবিতি মত্বা সঙ্কোচমেব রোচয়িষ্যন্তি। তে হি পরম-বৈষ্ণবা বৈষ্ণবং তত্ত্বমনুভবিষ্যন্ত্যেব। অধ্যেতব্যং চাবাভ্যামবশ্য-মেব বশ্যং। মর্য্যাদালঙ্ঘনে খলু ন লোকমঙ্গলং মন্যামহে। তস্মাদ্যঃ শব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ শৈবশ্চ ভবতি স এব পুরু গুরুঃ কর্ত্তব্যঃ। তথাবিধাশ্চ পূর্ব্বং কাশ্যবংশ্যতয়া শিবসেবকা মধ্যে মধ্যে প্রভাসং গচ্ছন্তঃ। সম্প্রতিশিবান্তিকতাশন্তমায়ামবন্তি কায়াং সান্দীপনিমহানুভাবাঃ সন্তীতি তত্রৈব গন্তব্যং। কিন্তু যথা নান্যে জানন্তি তথা। অন্যথাবয়োরতিদূরগতিকথায়াং

অন্যজনেষু প্রচরণমনুষ্ঠানমনুচরন্তৌ অনুগচ্ছন্তৌ। গুরুকুলেষু মধ্যং নায্যং সন্তোষকদ্রব্য হস্ততয়া যৎগমনং তৎপূর্ব্বং যস্য তৎ॥ পুরুর্মহান্ মহিমা যেষাং তে স্বাভাবিকো নিত্যসিদ্ধো। জ্ঞানাদিপ্রভাবো যয়ো স্তৌ রোচয়িষ্যন্তি প্রকাশয়িষ্যন্তি। অধ্যেতব্যঞ্চাবশ্যমেব বশ্যং কমনীয়ং। আবয়োঃ স্বাভাবিকবিদ্যাসত্ত্বেঽপি গুরুকুলবাসো যোগ্য এব তদাহ মর্য্যাদালঙ্ঘনে লোকমঙ্গলং ন মন্যামহে শব্দব্রহ্মণি নতু পরব্রহ্মণি শৈবাঃ শিবোপাসকাশ্চেতি তস্য পরব্রহ্মাগোচরত্বাৎ। পুরুর্মহান্ অতগুরুর্গুরুঃ করণীয়ঃ। কাশীভবাঃ কাশ্যাস্তেষাং বংশভবত্বেন শিবস্যান্তিকং নিকটং তস্য

এবং শিক্ষা কল্পাদি বেদাঙ্গের অধ্যয়নের নিমিত্ত কৃষ্ণ বলরামের ইচ্ছা হইয়াছিল। তাদৃশ ইচ্ছা হইলে অন্যলোকের যেরূপ প্রথা আছে, তাহার অনুসরণ করিয়া উভয়ে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, গুরু-কুলে গুরুর সন্তোষকারী বস্তু হস্তে লইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে হয়। তন্মধ্যে যদ্যপি গুরুর উপযুক্ত মহামহিমশালী কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদি নামে বহুতর লোক সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছেন, তথাপি আমাদের জ্ঞানাদি প্রভাব স্বাভাবিক বা নিত্যসিদ্ধ, এই ভাবিয়া তাঁহারা সঙ্কোচভাবই প্রকাশ করিবেন। আমরা দুইজনে যাহা অধ্যয়ন করিব, তাহা অবশ্যই রমণীয় হইবে। আমাদের স্বাভাবিক বিদ্যা থাকি-লেও গুরুকুলে বাস অবশ্য উপযুক্ত। অতএব এইরূপ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে নিশ্চয়ই জগতের মঙ্গল হইবে না। অতএব যিনি শব্দ-ব্রহ্মে (বেদে) দক্ষ অথচ শৈব বা শিবের উপাসক, সেই মহাত্মাকেই গুরু করিতে হইবে। এইরূপ সান্দী-পনি নামক মহানুভাব গুরুগণ অবন্তীদেশে অনেক বিদ্যমান আছেন। পূর্ব্বে

লব্ধপ্রথায়াং যাদবকুলে শাত্রবভব উপদ্রবঃ স্যাৎ। তথা শ্রীমৎ-পিতৃপ্রভৃতিভৃতিভুক্‌পর্য্যন্তা ব্রজজনাশ্চ দেহভৃতিং ন মংস্যন্তে। কিমুত সম্প্রতি প্রতিজনসন্তাপসন্তানজননী সাস্মজ্জননী ॥২৩॥

তদেবং তাভ্যাং বিচার্য্য যথোচিতং যদুষু চ সঞ্চার্য্য পরান্ প্রতার্য্য তদেব রচিতং। তত্র চৈকান্তনিশান্তবিশ্রান্ততয়া ব্রত-ধারিণী তৌ বিরাজেতে ইতি চ প্রতারণকারণং বিচারিতং। অথ দূরং গুপ্তঞ্চ গমনং নান্যজনসঙ্গমমর্হতীতি তত্র দুঃখদশা-রোহিণীষু বসুদেবদেবকীরোহিণীষু শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাহ স্ম ॥ ২৪ ॥

তাব স্তয়া শন্তমাঃ সুখপ্রচারা যত্র তস্যাং। অন্যে উদাসীনপ্রায়া অতো রহস্যেন গন্তব্যং। লব্ধা প্রথা বিস্তারো যস্যাং তস্যাং শাত্রবভবঃ শত্রুসমূহজাতঃ। দেহভৃতিং দেহধারণং দেহং ত্যক্ষ্যন্তীত্যর্থঃ। প্রতিজনেষু সন্তাপস্য সন্তানং বিস্তারং জনয়তীতি অতিকাতরা সা মম জননী ব্রজরাজ্ঞীতি ॥ ২৩ ॥

তন্মন্ত্রণানন্তরং যদভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। যথোচিতং যথাযোগ্যং কর্ণগতং কারয়িত্বা তদেব মন্ত্রণাসিদ্ধং কৃতং। তত্র চ মথুরায়াং একান্তং রহস্যং যন্নিশান্তং গৃহং তত্র বিশ্রান্তো বিশ্রামো যয়ো স্তদ্ভাবতয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণৌ ইতি চেতি নির্জ্জনগৃহমধ্যবিশ্রামরূপং তত্র হেতুরথদূরমিতি অন্যজনানাং সঙ্গমনং সঙ্গঃ। দুঃখদশামারোহিতুং শীলমাসাং তাসু ॥ ২৪ ॥

তাঁহারা কাশীজাত ব্যক্তিগণের বংশে উৎপন্ন হইয়া শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং মধ্যে মধ্যে প্রভাসতীর্থে গমন করিয়া থাকেন। ঐ অবন্তীদেশেও শিবের নৈকট্য সম্বন্ধে বিবিধ সুখ প্রচারিত হইয়া থাকে। অতএব আমরাও সেই অবন্তীদেশে গমন করিব। কিন্তু যাহাতে অন্যান্য ব্যক্তিগণ না জানিতে পারে, সেই রূপেই আমরা গমন করিব। ইহার অন্যথা হইলে—আমাদের দুইজনের অতিদূর গমনের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে যাদবদিগের বংশে শত্রুসমূহ হইতে উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারিবে। তাহা হইলে শ্রীমান্ পূজ্যপাদ পিতৃদেব প্রভৃতি হইতে বেতনভুক্ ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলেই ও ব্রজবাসী ব্যক্তিগণ দেহত্যাগ করিবে। তাহা হইলে যিনি সম্প্রতি প্রত্যেক লোকের নিকটে সন্তাপ বিস্তার করিয়া থাকেন, সেই মদীয় জননী যশোদা যে প্রাণ ত্যাগ করিবেন, তাহা আর কি বলিব ॥ ২৩ ॥

অতএব এই প্রকারে কৃষ্ণ এবং বলরাম যথাবিধি বিচার করিয়া এবং তাহা

সঙ্গে চেন্মম রামোঽয়ং সঙ্গিনাং কোটিরাগতা।
অহং চেদস্য সঙ্গী স্যাং সঙ্গিনাং ন্যর্ব্বুদং মতম্ ॥ ২৫ ॥

তাবাবাং ভবদাশীর্ভিঃ প্রভাবমতুলং গতৌ।
গম্যেবহি পরীভাবং যেনাসৌ ভুবনেষু কঃ (ক) ॥ ২৬ ॥

তদেতন্নিশম্য প্রথমৌ তৌ প্রথমানতৎপ্রভাবভাবতয়া কিঞ্চিদাশ্বস্তিযুক্তাবাস্তাং শ্রীব্রজেশ্বরী-সখী (খ) তু সা খিন্নে-

তাসাং চিন্তাজন্যদুঃখং নাশয়িতুং কৃষ্ণো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—সঙ্গে চেদিতি। চেদ্যদি অয়ং রামো মম সঙ্গে স্যাৎ তদা সঙ্গিনাং কোটিরাগতা ভবেৎ চেদ্যদি অস্য রামস্যাহং সঙ্গী স্যাত্তদা সঙ্গিনাং ন্যর্ব্বুদং দশকোটিস্মৃতম্ ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ তাবিতি। যেন কর্ত্রা আবাং পরীভাবং পরাভবং গম্যেবহি অসৌ ভুবনেষু কোঽস্তি ॥ ২৬ ॥

ততঃ কিংবৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। প্রথমৌ বসুদেবদেবকৌ প্রথমান

যাদব গণের কর্ণগোচর করিয়া, অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে প্রতারণা করত মন্ত্রণাসিদ্ধ বিষয়েরই অনুষ্ঠান করিলেন। সেই মথুরা পুরীতে নির্জ্জনগৃহে বিশ্রাম করিয়া ব্রতধারণ পূর্ব্বক উভয়েই বিরাজ করিতে লাগিলেন। নির্জ্জনে গৃহমধ্যে বিশ্রামই প্রতারণার কারণ বলিয়া বিচারিত হইয়াছিল। কারণ, দূরে গমন এবং গোপনে গমন অন্যলোকের সঙ্গ পাইবার উপযুক্ত। তথায় বসুদেব, দেবকী এবং রোহিণী দুঃখদশা প্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

এই বলরাম যদি আমার সঙ্গে থাকেন, তাহা হইলে জানিবেন যে এক কোটি-সঙ্গী হইল। এবং আমি যদি বলরামের সঙ্গী হই, তাহা হইলে জানিবেন যে, দশকোটি সঙ্গী উপস্থিত আছে ॥ ২৫ ॥

আপনাদের অশীর্ব্বাদে আমরা উভয়েই অতুল প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব ত্রিভুবনের মধ্যে এমন কে আছে যে, সেইব্যক্তি আমাদের দুইজনকে পরাভব করিতে পারে ॥ ২৬ ॥

এইবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমে সেই বসুদেব এবং দেবকী উভয়ের বিস্তীর্ণ

(ক) ভুবনে স কঃ। ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

(খ) শ্রীব্রজেশ্বরী-সখী রোহিণী তু। ইত্যানন্দপাঠঃ।

বাসীদিতি স্থিতে গুরুকুলং প্রস্থিতয়োরনয়োর্বৃত্তং বৃত্তং করবাম ॥ ২৭ ॥

ব্রাহ্মণান্ কতিচিদাত্মমর্ম্মগাং-
স্তীর্থকারিজনবেশধারিণঃ।
বর্ত্মনি স্বমনুভৈক্ষদায়কা-
নাদদে হরিরমীভিরর্থিতঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্যমসমাপ্তমিত্যতো
নৈব যানমুররীচকার যৎ।
ভ্রাতৃযুগ্মমিদমিচ্ছমাত্মনো
বীর্য্যমেব বহুযানমাদদে ॥ ২৯ ॥

তৎপ্রভাবভাবনয়া প্রথমানো য স্তয়োঃ প্রভাব স্তস্য ভাবনয়া সূতীগৃহে চতুর্ভুজরূপাদিদর্শনাদিনা আশ্বাস্তিরাশ্বাসঃ। শ্রীব্রজেশ্বরী সখী রোহিণীবৃত্তং ব্যবহারং বৃত্তং বিবরণং ॥ ২৭ ॥

গুরুকুলগমনে বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—ব্রাহ্মণানিতি। আত্মমর্ম্মগান্ নিজাভিপ্রায়জ্ঞান্ তীর্থকারিজনানাং বেশো গৈরিকরঞ্জিতবস্ত্রাদি তস্য ধারিণঃ বর্ত্মনি পথি অমীভিরর্থিতো যাচিতোঽপি হরিঃ স্বমনু আত্মানং লক্ষীকৃত্য ভিক্ষালব্ধবস্তুদায়কান্ তান্ ন আদদে ন গৃহীতঃ ॥ ২৮ ॥

ননু সুকোমলৌ তৌ কিমিতি ন যানেন গতৌ তত্রাহ ব্রহ্মচর্য্যমসমাপ্তং ইত্যতো হেতো যানং নৈব ভ্রাতৃযুগ্মং স্বীচকার ইদমিত্থং আত্মনো বীর্য্যং পরাক্রমমেব বহু প্রচুরযানং আদদে গৃহীতবান্ । ২৯ ॥

প্রভাব চিন্তা করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। শ্রীব্রজেশ্বরীর সখী সেই রোহিণীও খেদান্বিত হইয়াই রহিলেন। এইরূপ ঘটিলে কৃষ্ণ বলরাম গুরুকুলে অবস্থান করিবার পর যে সকল বিবরণ ঘটিয়াছিল, আমরা তাহাই বিবৃত করিয়া বলিব ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে নিজের অভিপ্রায় বেত্তা এবং গৈরিক রঞ্জিত বস্ত্রাদিধারী কতিপয় ব্রাহ্মণ দর্শন করেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নদান করিতে উদ্যত হন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করিলেন না ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হয় নাই বলিয়া উভয়েই শকটাদি যান স্বীকার করেন নাই।

পশ্যন্ পশ্যন্ গ্রামসঙ্ঘান্ বিচিত্রান্
কৃষ্ণো রামেণোজ্জয়িন্যৈ প্রতস্থে।
যস্মিন্ যস্মিন্ গোষ্ঠমায়াতি দৃষ্টিং
তস্মিন্ স্তম্ভাদ্বাসমাসজ্য শশ্বৎ ॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মচার্য্যুচিতবেশধারিণা-
বিত্যমূ পরিচিতৌ ন কেন চ।
যদ্যপি স্ফুটমথাপি তেজসা
লোচনানি বিশতঃ স্ম পশ্যতাম্ ॥ ৩১ ॥

তত্র চ ;—
রামমজানন্ জ্যোতিঃ, পরমিহ পান্থস্তদাবন্ত্যাঃ।
তিমিরং জ্যোতিঃ কিম্বেত্যজিতে দৃষ্টে তু সন্দিদিহুঃ ॥৩২॥

তত্র গমনপ্রকারং বর্ণয়তি—পশ্যন্নিতি। গ্রামসঙ্ঘান্ গ্রামসমূহান রামেণ সহ উজ্জয়িনী অবন্তী তাং হৃদয়ে কৃত্বা স্তম্ভাৎ ব্রজস্মরণেন স্তব্ধীভাবাৎ বাসমাসজ্য বাসং বিধায় প্রতস্থে ॥ ৩০ ॥

কিঞ্চ ব্রহ্মেতি ইতি হেতোরমূ রামকৃষ্ণৌ যদ্যপি পশ্যতাং জনানাং তেজসা সহ লোচনানি বিশতঃ স্ম অথাপি তথাপি তদ্বেশধারিত্বাৎ স্ফুটং ন পরিচিতাবিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ রামমিতি তদাবন্ত্যাঃ জনাঃ পরং জ্যোতিরিতি রামমজানন্ জ্ঞাতবন্তঃ অজিতে কৃষ্ণে দৃষ্টে তু সতি কিং তিমিরং কিম্বা জ্যোতিরিতি সন্দেহং চক্রুরনির্ব্বাচ্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

এই কারণে দুইভ্রাতা এই প্রকারে আপনার পরাক্রমকেই যান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ বিনা যানেই কেবল সামান্য বলে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২৯॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত বহুবিধ বিচিত্র গ্রাম সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে যে যে স্থানে গোষ্ঠ তাঁহার নয়নগোচর হইত, তত্তৎ স্থানে ব্রজস্মরণ করিয়া স্তম্ভিতভাবে বারংবার বাস করিয়া উজ্জয়িনী বা অবন্তী দেশে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মচারী ব্যক্তির সমুচিত বেশধারী ঐ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যদ্যপি তেজের সহিত সমস্ত দর্শকবৃন্দের নেত্র মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথাপি ব্রহ্মচারীর বেশ থাকা প্রযুক্ত প্রকাশ্যে কেহই উভয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ৩১ ॥

তৎকালে তথায় অবন্তী দেশীয় লোকগণ বলরামকে পরম জ্যোতি বলিয়া

যত্র যত্র পশুপেশ্বরপত্নী স্নেহশর্ম্ম তদিয়ায় ঘনাভম্।
তত্র তত্র নগরং বিপিনং চ স্বান্তরার্দ্রময়তাং সমবাপ ॥ ৩৩ ॥
কস্যাঃ পুণ্যবতী শিখাগ্রিমমণেরঙ্কে বিবৃদ্ধিঙ্গতঃ
(ক) কস্যাঃ সোয়মুরোজয়ো নিজকলামুল্লাসয়ন্ দেবিতা।
এবং তত্র চ তত্র চাসকৃদসৌ নানাঙ্গনাতর্কিতাৎ
ধিন্বন্ কর্ণযুগং দধেঽথ পিদধে তত্তৎস্পৃহাভীতিতঃ ॥ ৩৪॥

কিঞ্চ যত্রেতি ঘনাভং মেঘবর্ণং তৎ পশুপেশ্বরী ব্রজরাজ্ঞী তস্যাঃ স্নেহশর্ম্ম স্নেহমূর্ত্তিরিতীয়ায় জগাম তত্র তত্র নগরং নগরস্থজনং বিপিনং বনস্থপ্রাণী স্বান্তরে স্বচিত্তে আর্দ্রময়তাং স্তিমিততাং সমবাপ ॥ ৩৩ ॥

তত্র স্ত্রীণাং ভাবং বর্ণয়তি—কস্যা ইতি। পুণ্যবতীনাং যা শিখা মস্তকধার্য্যা তস্যা অগ্রিমমণি শ্রেষ্ঠা অঙ্কে ক্রোড়ে বিবৃদ্ধিং বিশেষেণ বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ। সোঽয়ং কস্যা রামায়া উরোজয়োঃ স্তনয়োঃ নিজকলাং নিজকুতুকতাং। উল্লাসয়ন্ দেবিতা ক্রীড়াং করিষ্যতি। অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ নানাঙ্গনা তর্কিতাদালোচিতাৎ কর্ণযুগং ধিন্বন্ প্রীণয়ন্ দধে তত্তৎ স্পৃহায়াঃ শৃঙ্গাররসনিবেশাৎ ভীতিত ভয়েন কর্ণযুগমপিদধে আচ্ছাদিতবান্ ॥ ৩৪ ॥

জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিল, তখন তাহারা অন্ধকার কিংবা জ্যোতি বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল ॥ ৩২ ॥

যে যে স্থানে মেঘ-কান্তি শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকিতেন, ব্রজেশ্বরীর স্নেহ-মূর্ত্তিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইত। কিন্তু তত্তৎস্থলে নগরবাসী লোক এবং প্রাণী স্ব স্ব অন্তরে স্তিমিতভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

কোন পুণ্যবতী নারীর শিখা বা মস্তক ধার্য্য শ্রেষ্ঠ মণির ক্রোড়দেশে এই পুরুষ বৃদ্ধি পাইতেছে! এবং এই পুরুষ কোন্, রমণীর স্তনদ্বয়ের নিজ কৌতুহল উল্লাসিত করিয়া ক্রীড়া করিবেন! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ তত্তৎস্থলে নানাবিধ নারীগণের বারংবার আলোচিত বিষয় হইতে কর্ণ যুগল প্রীত করিলেন, এবং অনন্তর তত্তৎ ইচ্ছার বা শৃঙ্গাররসের অভিনিবেশ ভয়ে কর্ণ যুগল আচ্ছাদনও করিলেন ॥ ৩৪ ॥

ক) কস্যাঃ কান্তরুচিঃ স এষ ভবিতা কান্তঃ কলাকোবিদঃ
নিত্যানন্দ বৃন্দাবন গৌর পুস্তকে দ্বিতীয়পাদঃ দৃশ্যতে।

অথ সবিশেষসঙ্গোপনায় সঙ্গিভ্যো বিচ্ছিদ্য বিদ্যমানয়োঃ সর্ব্ববিদ্যানন্দিসান্দীপনিসভানিকটমটিতয়োরনয়োরিদং তদীয়-সভ্যাস্তর্কিতবন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

একং প্রাবৃষিজং পরং শরদিজং মেঘং তদা মন্মহে
যদ্যেতৌ তিমিরাপহৌ ন হরিতাং স্যাতাং কুমারপ্রভৌ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিমাবিতি মনাগুৎপ্রেক্ষিতুং শক্নুমঃ
কিন্ত্বেকোঽসিতকান্তিরেষ তদপাকৃত্যাত্র বিভ্রাজতে ॥ ৩৬ ॥

তদেবং পন্থানমতিক্রম্য গুরুগেহপ্রবেশে যদ্‌বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি অথেতিগদ্যেন। স্বয়ো বিশেষো বসুদেবপুত্রতা তস্য সংগোপনায় বিচ্ছিদ্য বিরলীভূয় সর্ব্বাবিদ্যাভিরানন্দবিশিষ্টা যা সান্দীপনিসভা তস্যা নিকটমটিতয়োর্গচ্ছতোঃ সতো স্তৎস্থসভ্যা ইদং তার্কিতবন্ত আলোচয়ামাসুঃ ॥ ৩৫ ॥

তত্তর্কণপ্রকারং বর্ণয়তি—একমিতি। যদ্যেতৌ কুমারপ্রভৌ কুমারসদৃশৌ হরিতাং দিশাং তিমিরাপহৌ ন স্যাতাং তদেকং প্রাবৃষিজং শ্যামং মেঘং পরং শরদিজং শুভ্রমেঘং মন্মহে। কিঞ্চেমৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিতি মনাগীষদ্রূপেণ উৎপ্রেক্ষিতুং বয়ং শক্নুমঃ কিন্ত্বেকোঽসিতকান্তিঃ কৃষ্ণবর্ণঃ এষ তদপাকৃত্য উৎপ্রেক্ষাং নিবার্য্য বিভ্রাজতে ভাতি অতো বর্ণভেদাৎ তদুৎপ্রেক্ষা ন যোগ্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর তাহারা দুইজনে যে বসুদেবের পুত্র, ইহা গোপন করিবার জন্য সঙ্গিগণের নিকট হইতে বিযুক্ত হইয়া বিরহিতভাব দুই জনেই সর্ব্ব বিদ্যা দ্বারা আনন্দিত সান্দীপনির সভা সমীপে গমন করিলে, তত্রত্য সভ্যগণ তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

যদ্যপি কার্ত্তিকেয় তুল্য এই দুই জন সমস্ত দিঙ্মণ্ডলের তিমিরবিনাশী না হইতেন, তাহা হইলে আমরা একজনকে বর্ষাকালের কৃষ্ণবর্ণ মেঘ, এবং অপরকে শারদীয় শুভ্রবর্ণ মেঘ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতাম। দ্বিতীয়তঃ এই দুই জনে যে চন্দ্র ও সূর্য্য, সে সম্বন্ধে অল্পমাত্রও উৎপ্রেক্ষা করিতে পারা যায় না। কিন্তু এই যে একজন কৃষ্ণবর্ণ; ইনি সেই উৎপ্রেক্ষাও নিবারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন। অতএব বর্ণভেদে উৎপ্রেক্ষাও অসম্ভব হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

ততশ্চ ;—

ক্ষৌমং বস্ত্রযুগং পবিত্রকময়ং যজ্ঞোপবীতং তথা
মৌর্ব্বীং মেখলিকাবলিং খদিরজং দণ্ডং রুরোশ্চর্ম্ম চ।
ধৃত্বা ক্ষত্রিয়তাবিভাবকতয়া সদ্ব্রহ্মচর্য্যান্বিতা-
বাচার্য্যস্য সভাং স্বভাবসুভগৌ শুভ্রাসিতৌ জগ্মতুঃ ॥৩৭॥

সান্দীপনেঃ সদসি বিপ্রসহস্রদীপ্তে
তস্মিংস্তদা বিবিশতুর্দ্দনুজারিরামৌ।
জ্যোতির্গণাঞ্চিদিবিষদ্গুরুকান্তিকান্তে
যদ্বাদ্বিযজ্য সুরবর্ত্মনি সূর্য্যচন্দ্রৌ ॥ ৩৮ ॥

তদেবং তয়োঃ সভাপ্রবেশং বর্ণয়তি—ক্ষৌমমিতি পট্টবস্ত্রযুগ্মং পরমপবিত্রং যজ্ঞোপবীতং মূর্ব্বানির্ম্মিতাং মেখলাশ্রেণীঃ খদিরদারুজাতং দণ্ডং তথা মৃগচর্ম্ম ধৃত্বা ক্ষত্রিয়তাং বিভাবয়তি যচ্চিহ্নং তস্য ভাবস্তয়া প্রশস্তব্রহ্মচর্য্যাযুক্তৌ সন্তৌ তথাচ মনুঃ। কার্ষ্ণরৌরববাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ। বসীরন্নানুপূর্ব্বেণ শাণক্ষৌমাদিকানিচ। মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা। ক্ষত্রিয়স্যতু মৌর্ব্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী। ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাট খাদিরৌ। পৈলবৌডুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধাতব ইতি স্বভাবেন সুভগৌ মনোহরে শুক্লকৃষ্ণৌ তাবাচার্য্যস্য গুরোঃ সভাং গতবন্তৌ ॥ ৩৭ ॥

কিঞ্চ বিপ্রসহস্রেণ দীপ্তে প্রকাশিতে সান্দীপনেঃ সদসি সভায়াং তদা কৃষ্ণরামৌ প্রবিষ্টবন্তৌ সুরবর্ত্মনি গগনে জ্যোতির্গণ স্তারকাশ্রেণী তেনাঞ্চিঃ সম্মানিতো মিলিতো যো দিবিষদতাং দেবানাং গুরু বৃহস্পতি স্তস্য কান্ত্যা শোভয়া কান্তে কমনীয়ে তস্মিন্ বিযজ্য মিলিত্বা সূর্য্যচন্দ্রাবিব অদ্ভুতোপমেয়ং ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর স্বভাব সুন্দর কৃষ্ণ এবং বলরাম পট্টবস্ত্র যুগল পরম পবিত্র যজ্ঞোপবীত, মৌর্ব্বী মেখলা শ্রেণী, খদির কাষ্ঠের দণ্ড এবং রুরু নামক মৃগের চর্ম্ম ধারণ করিয়া, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশক চিহ্ন থাকাতে সাধু ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আচার্য্যের সভাস্থলে গমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

যেরূপ তারকা শ্রেণী দ্বারা সম্মিলিত সুরগুরু বৃহস্পতির শোভাদ্বারা মনোহর আকাশে সূর্য্য এবং চন্দ্রমা মিলিত হইয়া প্রবেশ করেন, সেইরূপ তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের দ্বারা পরিশোভিত সান্দীপনির সভা মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মবর্চ্চসমদান্নৃপচিহ্নৌ বীক্ষ্য তাবপি ন তে যদুদস্থুঃ।
তচ্চ যুক্তিমিব যন্মহদগ্রে নোন্নতিঃ খলু ভবেদিতরেষাম্ ॥৩৯

এষাং তনুর্যদ্যপি নানযোর্নতা
ব্রাহ্মণ্যগর্ব্বং শ্রয়তামভূদিহ।
তথাপি বাঢ়ং হৃদয়ং দ্রবাত্মনা
বাষ্পাভবন্ন্যাঞ্চিচদেতয়োর্দ্যুতিঃ ॥ ৪০ ॥

ততশ্চ সন্দীপিতভক্তী পাণিসন্দিতসমিদ্ভিঃ কৃতপুরঃস্থলসক্তী সান্দীপনিং নিজবিদ্যার্থিতাব্যঞ্জনয়া বাচা রঞ্জয়ন্তৌ

তত্র তয়োশ্চ প্রবেশে যজ্জাতং তদ্বর্ণয়তি ব্রহ্মেতি নৃপচিহ্নৌ তৌ কৃষ্ণরামাবপি বীক্ষ্য ব্রহ্মবর্চ্চসস্য ব্রহ্মতেজসো গর্ব্বাৎ তে সভ্যা যন্নোদস্থুর্নোত্থিতবন্তঃ তচ্চ উত্থানরাহিত্যং যুক্তমিব। ইবেতি ঈশ্বর দর্শনে তস্য যোগ্যত্বাৎ যদ্যস্মাৎ মহতামগ্রে সম্মুখে ইতরেষাং কনিষ্ঠানাং উন্নতিরুচ্চতা খলু ন ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥

তত্রাপি তয়োরৈশ্বরীং শক্তিং বর্ণয়তি—এষামিতি ব্রাহ্মণ্যগর্ব্বং শ্রয়তাং সেবমানানাং তনুর্দ্দেহো যদ্যপি অনয়োঃ কৃষ্ণরাময়োর্নতা প্রণতা নাভূত্তথাপি এতয়োঃ কান্তিবাষ্পী উষ্মী ভবন্তী তেষাং হৃদয়ং দ্রবাত্মনা দ্রবস্বরূপেণ বাঢ়মাঞ্চিচৎ গময়ামাস হৃদয়মার্দ্রয়াঞ্চকারেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ততশ্চ তয়োঃ কৃত্যং বর্ণয়তি ততশ্চেতি সন্দীপিতা ভক্তির্যয়োস্তৌ পাণিভ্যাং সন্ধিতাঃ সংমিলিতা যাঃ সমিধঃ কাষ্ঠানি তাভিঃ কৃতা পুরস্থলে অগ্রে শক্তিঃ প্রভাবো যয়োঃ। কাষ্ঠরাশিঃ

রাজ চিহ্নে চিহ্নিত সেই কৃষ্ণ এবং বলরামকে দেখিয়াও ব্রহ্ম তেজের অহঙ্কারে সেই সকল সভাগণ যে উত্থিত হয় নাই; ইহা যেন উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহার কারণ এই, মহৎ ব্যক্তিগণের সম্মুখে কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের উন্নতি, অথবা উচ্চতা নিশ্চয়ই হইতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

যে সকল সভ্য ব্রহ্ম তেজের গর্ব্ব করিত তাহাদের শরীর যদ্যপি ঐ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের নিকটে প্রণত হয় নাই বটে, তথাপি ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের কান্তি উষ্ম হইয়া দ্রবরূপে তাঁহাদের হৃদয় একান্ত আর্দ্র করিয়াছিল ॥

অনন্তর উভয়েই ভক্তি প্রকাশ করিয়া হস্ত সংস্পৃষ্ট সমিধ রাশি দ্বারা অগ্রবর্ত্তী স্থলে প্রভাব প্রদর্শন করিলেন। আমরা দুই জনেই বিদ্যার্থী। এইরূপ ভাব

স্ববর্ণগোত্রবর্ণনপূর্ব্বং সিতাসিতাবিতি নামব্যাহরণেন চাত্যপূর্ব্বং ববন্দাতে ॥ ৪১ ॥

তদ্ব্যঞ্জনং চ;—

শ্রীমন্মহাকুলজবিপ্রবতংসরত্ন !
বিদ্যানিধে ! বিহিতবৈদিকমর্ম্মধর্ম্ম ! ।
অজ্ঞানদুঃখবিনিবর্ত্তক ! দীনবন্ধো !
ত্রায়স্ব নৌ স্বচরণং (ক) শরণং প্রপন্নৌ ॥ ইতি ॥ ৪২ ॥

কৃত্বা সমিৎপাণি র্ব্রহ্মনিষ্ঠং শ্রোত্রিয়মিত্যাদিশ্রুতেঃ। নিজয়োঃ বিদ্যার্থিতায়া ব্যঞ্জনং প্রকাশনং যেন তয়া বাচা স্বয়োঃ স্বং ক্ষত্রিয়ত্বং গোত্রং গার্গ্যাস্তয়ো স্ববর্ণনং পূর্ব্বে যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা গোপনায় সিত ইতি নাম প্রকাশনেন অত্যপূর্ব্বং সভক্তি দণ্ডবদিব প্রণামং চক্রতুঃ ॥ ৪১ ॥

নিজবিদ্যার্থিতাব্যঞ্জনং বর্ণয়তি—শ্রীমন্নিতি। হে শ্রীমন্ হে মহাকুলজাত হে বিপ্রাণাং বতংসঃ অবতংসঃ শিরোভূষণং তস্য রত্ন হে বিদ্যার্ণব হে বিহিতং বৈদিকধর্ম্মাণাং মর্ম্ম তত্ত্বং যেন হে অজ্ঞানেন যদ্দুঃখং তস্য নিবর্ত্তক হে দীনবন্ধো নৌ আবাং ত্রায়স্ব বিদ্যাদানেন অজ্ঞানদুঃখাৎ রক্ষ স্বসুন্দরং চরণং শরণং প্রপন্নৌ ॥ ৪২ ॥

প্রকাশ করিয়া বাক্য দ্বারা সান্দীপনিকে রঞ্জিত করিলেন। আমাদের উভয়েরই ক্ষত্রিয় বর্ণ, এবং আমাদের জাতি ও গোত্র এইরূপ বর্ণনা পূর্ব্বক 'সিত' এবং 'অসিত' অর্থাৎ "বলদেব ও কৃষ্ণ" এইরূপে উভয়ের নাম বলিয়া ভক্তি পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ॥ ৪০—৪১ ॥

তখন উভয়েই এইরূপে বিদ্যার্থিভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হে শ্রীমন্! হে মহাকুলজাত! হে বিপ্রগণের শিরোভূষণ রত্ন! হে বিদ্যার্ণব! হে সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মের তত্ত্ববিধায়ক! হে অজ্ঞান জনিত দুঃখ বিনাশক! হে দীনবন্ধো! আমরা দুইজনে আপনার সুন্দর চরণে শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি বিদ্যাদান করিয়া অজ্ঞান জনিত দুঃখ হইতে আমাদের দুইজনকে ত্রাণ করুন ॥ ৪২ ॥

(ক). সুচরণং ইতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ।

স্বগোপনকৃতেঽদাতাং নোপায়নমনুত্তমম্।
কিন্তু বন্যফলং চিত্রং পবিত্রং দূরসম্ভবম্ ॥ ৪৩ ॥
গুরোর্বিশেষসম্প্রশ্নাদাহতুস্তৌ সনিহ্নবম্।
জাতৌ বসুতয়া খ্যাতাদাবাং যাদববংশজাৎ ॥ ৪৪ ॥
চাতুর্য্যপি তয়োরেষা তটস্থঘটনাং গতা।
যন্মোহনতয়া সর্ব্বধুরীণত্বমুরীকৃতম্ ॥ ৪৫ ॥

নম্বতিদরিদ্রস্য সমিৎপাণিত্বং বিহিতং তত্তু তয়োর্নযোগ্যং স্যাৎ অথচ ভোগার্থং কিঞ্চিদ্দেয়মেব অতস্তদ্দানং বর্ণয়তি—স্বেতি স্বয়োর্গোপনকৃতে গোপনহেতবে অনুত্তমং নাস্তি উত্তমো যস্মাৎ তদুপায়নং ন অদাতাং নার্পিতবন্তৌ কিন্তু দূরে সংভব উৎপত্তির্যস্য তদাশ্চর্য্যং পবিত্রং বন্যফলং অদাতামিতি ॥ ৪৩ ॥

তয়োরসাধারণতাং দৃষ্ট্বা বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছৌ গুরৌ তৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি গুরোরিতি। সনিহ্নবং গোপনসহিতং বসুতয়া খ্যাতাৎ যাদববংশজাৎ আবাং জাতৌ ভীমো ভীমসেন ইতি প্রয়োগবৎ বসুদেবেত্যত্র বসুতয়েতি নির্দ্দেশো ন মিথ্যাত্বং গময়তি তয়োঃ সত্যবাণীত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥

কিন্তু তয়োর্নিহ্নবতা ন জাতেতি বর্ণয়তি—চাতুর্য্যপীতি তয়োরেষা চাতুর্য্যপি তটস্থায়াঃ স্বরূপ বোধিকায়া ঘটনাং যোজনতাং গতা যদ্‌যস্মাৎ সর্ব্বেষাং মোহনতয়া সর্ব্বধুরীণত্বং সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বং উরীকৃতং স্বীকৃতং ॥ ৪৫ ॥

আত্মগোপনের নিমিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট উপহার প্রদান করেন নাই। কিন্তু দূর জাত, পবিত্র এবং বিচিত্র বন্য ফল সমর্পণ করিয়াছিলেন। (কারণ গুর্ব্বাদিকে রিক্ত হস্তে দেখা নিষিদ্ধ) ॥ ৪৩ ॥

উভয়ের অসাধারণভাব দেখিয়া গুরুদেব বিশেষ করিয়া প্রশ্ন করিলে, উভয়েই গোপন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। যদুবংশে বসুরূপে (রত্নরূপে) বিখ্যাত একজন ব্যক্তি আছেন। আমরা দুই জনে তাঁহার পুত্র ॥ ৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের এইরূপ চাতুরীও স্বরূপবোধিকা শক্তির সংযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ সকলেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। যে হেতু সর্ব্ব মোহিনী শক্তি থাকাতে এইরূপ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠভাব স্বীকৃত হইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

গুরুশ্চাভিবদন্ প্রাহ সময়ো ন সুদুর্ল্লভঃ ।
ততঃ সময়মন্বীক্ষ্য স্থীয়তাং বত ! সুব্রতৌ ! ॥ ৪৬ ॥

কিন্তু প্রথমং তাবদ্ভিক্ষাশিক্ষাং সুশিক্ষিতৈরমীভিঃ ক্ষাত্রিয়তামানক্ষতিপূর্ব্বাং কুর্ব্বাথামিতি ॥ ৪৭ ॥

তদেবমনুজ্ঞাতৌ যাতৌ চ বিধায় তত্রস্থান্ প্রতি তু গুরুর্জগাদ ॥ ৪৮ ॥

ততো গুরুর্যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি গুরুরিতি। অভিবদন্ অভিনন্দন্ ইতি প্রাহ নোঽস্মাকং বিদ্যাদানে সময়ঃ কালঃ সুদুর্লভঃ। বতেতি হর্ষে ততঃ সুব্রতৌ ভবন্তৌ সময়মন্বীক্ষ্য ময়া স্থীয়তাং এতত্তু স্বগৃহে দীর্ঘকালবাসার্থং তয়োরিতি জ্ঞেয়ং॥ ৪৬ ॥

তত্রাহারার্থং গুরূপদেশঃ বর্ণয়তি কিন্ত্বিতিগদ্যেন। ভিক্ষায়াং যাশিক্ষা তাং সুশিক্ষিতৈরমীভি র্ব্রাহ্মণৈঃ সহ ক্ষত্রিয়স্য ভাবঃ ক্ষত্রিয়তা তয়া যো মনোঽভিমানস্তস্য ক্ষতির্হানিঃ পূর্ব্বা যত্র তাং ভিক্ষাং কুর্ব্বাথাং ॥ ৪৭ ॥

তয়োর্দ্দর্শনেন মোহং প্রাপ্য গুরুর্যদাচরত্তদ্বর্ণয়তি তদেবমিতিগদ্যেন। অনুজ্ঞাতৌ যাতৌ গতৌ চ তৌ বিধায় তত্রস্থান্ সভ্যান্ ॥ ৪৮ ॥

গুরুও অভিনন্দন করিয়া বলিলেন, বিদ্যাদান করিতে আমাদের সময় অত্যন্ত দুর্ল্লভ। আহা! ইহা পরম সুখের বিষয় যে তোমরা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়াছ, এই জন্য কাল প্রতীক্ষা করিয়া আমি তোমাদিগকে এই স্থানে রাখিব ॥ ৪৬ ॥

তোমাদের ক্ষত্রিয় বলিয়া যে অভিমান আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এই সকল সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রথমতঃ ভিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা কর (ক্ষত্রিয় জাতির ভিক্ষা কর্ত্তব্য নহে, বলিয়া অভিমান করিলে চলিবে না) ॥ ৪৭ ॥

অতএব এইরূপে অনুমতি লইয়া উভয়েই গমন করিল। তখন গুরু তত্রত্য লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

স্নিহ্যতি স্ম মম চিত্তমেতয়োর্দর্শতাত্তদনুমীয়তে স্ফুটম্।
স্নিগ্ধমধ্যবসতী স্বজন্মনা স্নেহমাত্রবহিরন্তরাবমূ ॥ ৪৯ ॥
যুগলং তদিদং সিতাসিতং যদপি স্নেহময়ং বিরোচতে।
তদপি স্ফুটমেতদূহতে মম বুদ্ধির্ননু মূলমন্তিমম্ ॥ ৫০ ॥
সামুদ্রকেঽপি (ক) লিখিতান্তরচিহ্নসারা-
নেতাবতীত্য মহিতার্বাসিতঃ সিতশ্চ।
তত্রাপি চিত্রমসিতে স্ফুরতি প্রভা যা
বুদ্ধিং বিমোহয়তি সা বত! মাদৃশাশ্চ ॥ ইতি ॥ ৫১ ॥

তদ্গুরুবাক্যং বর্ণয়তি—স্নিহ্যতীতি। এতয়োর্দ্দর্শনাৎ মম চিত্তং স্নিগ্ধমভূত্তস্মাৎ স্ফুটমনুমীয়তে অমূ স্বজন্মনোপলক্ষিতৌ স্নিগ্ধমধ্যে নবনীতাদিমধ্যে বসতি বাসো যয়োস্তৌ অতঃ স্নেহমাত্রে বহির্বাহ্যং অন্তর্মধ্যং তে যয়োস্তৌ ॥ ৪৯ ॥

তত্রাপি গুরোর্বিতর্কং বর্ণয়তি—যুগলমিতি। যদপি সিতাসিতমিদং যুগলং স্নেহময়ং স্নেহস্য স্বরূপং প্রচুরং বা বিরাজতে তদপি তথাপি মম বুদ্ধিঃ স্ফুটমেতৎ উহতে বিতর্কয়তি ননু নিশ্চিতং অন্তিমমসিতং মূলং প্রধানমিতি ॥ ৫০ ॥

কিঞ্চ সামুদ্রকে শুভাশুভচিহ্নবোধকে শাস্ত্রে লিখিতমন্তরং ভেদো যেষাং তেষাং চিহ্নানা

এই দুই জন বালককে দর্শন করিয়া অবধি আমার চিত্ত স্নেহযুক্ত হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে, এই দুই জনে জন্মাবধি নবনীতাদি স্নিগ্ধ পদার্থের মধ্যে বাস করিত, এবং তাহাতেই স্নেহমাত্রে উভয়ের বাহ্য এবং আন্তরিক ভাব বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজনে দেহ ও মন দুই কোমল হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

যদ্যপি সিতাসিত এই যুগল পদার্থ, কেবল স্নেহরূপ হইয়া বিরাজমান হইতেছে বটে, তথাপি আমার বুদ্ধি স্পষ্টই এইরূপ বিতর্ক করিতেছে যে, অন্তিম অর্থাৎ অসিতই (কৃষ্ণই) ইহার মূল ॥ ৫০ ॥

শুভাশুভ চিহ্ন বোধক সমুদ্রক শাস্ত্রেও যে সকল ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন লিখিত

(ক) লিখিতান্নরচিহ্নসারান্। ইত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌরপাঠঃ।

অথ দীদিবিভিক্ষাগতেষু জীবিকারূপাবমূ এবাস্তাম্ ॥৫২॥

যত্র চ ;—

এতাভ্যাং সমবেতাভ্যাং নালভ্যং কিঞ্চিদস্তি যৎ।

তস্মাদন্যে তু তদ্ভৈক্ষে যাতাঃ সর্ব্বেঽপি বাহকাঃ ॥ ৫৩ ॥

কিন্তু ;—

বিপরীতমভূদেতদনয়োর্ভিক্ষমাণয়োঃ।

ভিক্ষিতব্যজনাস্তেঽপি যাতাস্তদ্দৃষ্টিভিক্ষুতা ॥ ৫৪ ॥

যে সারাঃ শ্রেষ্ঠা স্তানতীত্য অতিক্রম্য অসিতঃ সিতঃ মহিতৌ পূজিতৌ তত্রাপি চিত্রমাশ্চর্য্যং অসিতে যা প্রভা দীপ্তিঃ স্ফুরতি সা প্রভা বতেতি হন্তে মাদৃশাঞ্চ বুদ্ধিং বিমোহয়তি ॥ ৫১ ॥

ভিক্ষায়ামপি তয়োঃ বৈশিষ্টং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। দীদিবি ভিক্ষায়াং অন্নভিক্ষায়াং যে গতা স্তেষু অমূ অসিতাসিতৌ জীবিকারূপাবেব সর্ব্বেষামাস্তাং ॥ ৫২ ॥

তথা বর্ণয়তি—এতাভ্যামিতি সমবেতাভ্যাং মিলিতাভ্যাং যৎ কিঞ্চিদপি অলভ্যং নাস্তি তস্মাৎ তদ্ভৈক্ষে ভিক্ষালব্ধন্নাদৌ অন্যেতু সর্ব্বে বিপ্রা বাহকা জাতাঃ ॥ ৫৩ ॥

তত্রাশ্চর্য্যং বর্ণয়তি বিপরীতমিতি। এতয়োরসিতসিতয়ো ভিক্ষমাণয়োরেতদ্বিপরীতমভূৎ তেঽপি ভিক্ষিতব্যা ভিক্ষাশ্রয়া জনা স্তয়ো দৃষ্টের্দ্দর্শনস্য ভিক্ষুতাং যাতা গতাঃ ॥ ৫৪ ॥

আছে, সেই সকল চিহ্নের সারভাগ সকল অতিক্রম করিয়া এই সিত এবং অসিত পূজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এই অসিত দেহে বিচিত্রভাবে যে প্রভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, হায়! তাহা মাদৃশ ব্যক্তিগণেরও বুদ্ধি মোহিত করিতেছে ॥ ৫১ ॥

অনন্তর সেই সকল ব্যক্তি খাদ্যভিক্ষার নিমিত্ত বহির্গত হইলে ঐ সিত এবং অসিত কান্তি বালকদ্বয় (রামকৃষ্ণ) সকলের জীবিকা স্বরূপ হইয়াই বিদ্যমান ছিলেন ॥ ৫২ ॥

এই সিত এবং অসিত বালক যে স্থানে মিলিত হইতেন, সেই স্থানে আর কোন অনলভ্য বস্তু থাকিত না। এই কারণে সকলেই সেই ভিক্ষালব্ধ খাদ্যাদি বস্তুর ভারবাহক হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

কিন্তু এই সিত এবং অসিত যখন ভিক্ষা করিতেন, তখন এইরূপ বিপরীত ভাব ঘটিয়াছিল। ইহারা যে সকল লোকের নিকটে ভিক্ষা করিবেন, সেই সকল লোকও তাঁহাদিগকে দেখিবে বলিয়া ভিক্ষা করিয়াছিল ॥ ৫৪।

তত্র তু ;—

মাতৃদৃষ্টিমকরোন্ন কেবলং যুগ্মমেতদিহ দাতৃযৌবতে।
কিন্তু তচ্চ সুতদৃষ্টিমাতনোত্তত্র দিব্যতরুণেঽপি সাম্প্রতম্॥৫৫॥

কিঞ্চ ;—

তত্র তত্র সর্ব্বত্র ভিক্ষামকুরুতাং যত্র যত্র সহচারিণাং সব্রহ্মচারিণাং পরিচয়ঃ প্রচরেদন্যত্র পুনরপচারায় স্যাদিতি সদাচারং যদা চরিতবন্তৌ তন্নিজসঙ্গাগতচরাণাং দ্বিজবরাণাং তদপরিচিততাং ব্যজ্য পরিত্যজ্যমানানাং সঙ্গোপনায় চ সঙ্গময়ামাসতুঃ॥ ৫৬॥

কিঞ্চ এতদ্যুগলং দাতৃযৌবতে দাতৃণাং যুবতীসমূহেষু কেবলং মাতৃদৃষ্টিং নাকরোৎ তচ্চ দাতৃযৌবতং সাংপ্রতং দিব্যতরুণে দিব্যনবযৌবনেঽপি তত্র যুগ্মে পুত্রদৃষ্টিং বিস্তারয়ামাস ততো মাতৃস্নেহাৎ প্রচুরভিক্ষাং দদাবিতি ভাবঃ॥ ৫৫॥

ভিক্ষাসময়েঽপি তৌ যথা কুরুতাং তদ্বর্ণয়তি—কিঞ্চেতিগদ্যেন। সব্রহ্মচারিণাং সতীর্থানাং যত্র যত্র পরিচয়ঃ প্রচরেৎ তত্র সর্ব্বত্র ভিক্ষামকুরুতাং অন্যত্র পুনরপচারায় অহিতাচরণায় স্যাদিতি সদাচারং যদ্যস্মাদাচরিতবন্তৌ তত্তস্মাৎ নিজসঙ্গে যে আগতচরাঃ পূর্ব্বস্মিন্নাগতা স্তেষাং তত্র ভিক্ষাস্থলে অপরিচিততাং ব্যজ্য পরিত্যজ্যমানানাং সংগোপনায় রক্ষণায় তান্ সংগময়ামাসতুঃ॥ ৫৬॥

তন্মধ্যে ঐ স্থানে দাতাদিগের যে সকল যুবতি ছিল, তাহাদের উপরে ঐ সিত এবং অসিত কেবল মাতৃ দৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু দাতাদিগের যুবতিসমূহ, দিব্য নব যৌবন সত্ত্বেও ঐ যুগলের উপরে পুত্রদৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিল॥ ৫৫॥

অধিকন্তু যে যে স্থলে সহচর সহাধ্যায়ীদিগের পরিচয় প্রচারিত আছে, তত্তৎ সকল স্থলেই উভয়ে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। অন্য স্থানে ভিক্ষা করিলে অনিষ্টাচরণ হইতে পারে, এই কারণে উভয়েই সদাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং নিজসঙ্গে যে সকল দ্বিজবরগণ পূর্ব্বে আগমন করিয়াছিল, তাহাদের ভিক্ষা স্থলে অপরিচিত ভাবব্যক্তি করিয়া যাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য উভয়ে সেই সকল ব্যক্তিদিগকে মিলিত করিলেন॥ ৫৬॥

তদেবমুপধয়া পরস্পরাবধারিতয়া লব্ধনিজসম্মানাভ্যাং দিনং দিনমাভ্যামুপচিতং যাচিতং নিজপুরতঃ সমাচিতমপি প্রসজ্য স তু চতুরগুরুঃ শ্রীকৃষ্ণগুরুঃ পুরুকুতুকতয়া বিভজ্য তয়োরেতয়োরধিকমনুরজ্যতে স্ম। অনুরজ্য চ সুকুমারৌ তাবিমৌ কুমারৌ ন কর্ম্ম কারয়তি স্ম। তথাপি ভক্তিসমবেতৌ তাবেতৌ তদ্দৃষ্টিবিপ্রকৃষ্টতয়াতিনিকৃষ্টমপি কর্ম্মাকুরুতামেব ॥ ৫৭ ॥

অথ কদাচিদ্‌গুরুপত্নী গুরুং পপ্রচ্ছ—ভগবন্! ভবদন্তেবাসিনামন্তঃ কতমঃ সদ্ভক্ততম ইতি।

অথ গুরুস্তয়োঃ স্নেহাতিশয়ং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। উপধয়া ছলেন যুক্তাভ্যাং পরস্পরেণাবধাতুং গুরোরুপদেশং প্রতিবিধানং কর্ত্তুং শীলং যয়ো স্তদ্ভাবতয়া লব্ধং নিজসম্মানং যয়ো স্তাভ্যামাভ্যাং প্রতিদিনমুপচিতং সমৃদ্ধং যাচিতং বস্তু নিজাগ্রে সমাচিতং প্রস্তুতমপি প্রসজ্য সংগৃহ্য চতুরাণাং গুরুরুপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণস্য গুরুরধ্যাপকঃ পুরুকুতুকতয়া প্রচুরকৌতূহলেন যাচিতং সর্ব্বান্ বিভজ্য বিভাগং বিধায় এতয়োস্তয়োরধিকং অনুরজ্যতে স্ম অনুরক্তো বভূব। তাবিমৌ কিঞ্চিদপি কর্ম্ম ন কারয়ামাস। তথাপি তৌ তদ্দৃষ্টিবিপ্রকৃষ্টতয়া গুরোর্দ্দর্শনব্যবহিততয়া অতিনিকৃষ্টং সম্মার্জন্যা স্থানপরিষ্কারাদিকং ॥ ৫৭ ॥

তদেবং গুরুকুলবাসবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। ভবদন্তেবাসিনাং ভবচ্ছাত্রাণাং

অতএব এই প্রকারে উভয়েই ধর্ম্মকার্য্যের পরীক্ষা দ্বারা পরস্পর গুরুর উপদেশ প্রতি বিধান করিতেন। এইরূপে সম্মান লাভ করিয়া প্রতিদিন উভয়ে বর্দ্ধিত ও প্রার্থিত বস্তু গুরুসম্মুখে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। কিন্তু চতুরগণের উপদেষ্টা সেই শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক প্রচুর কৌতূহলের সহিত সেই যাচিত বস্তু বিভক্ত করিয়া ঐ উভয় ছাত্রের উপর অধিক অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুকুমার ঐ কুমারদ্বয়কে কোন কর্ম্ম করাইতেন না। তথাপি ভক্তিযুক্ত হইয়া ঐ দুইজন শিশু গুরুর দৃষ্টি ব্যবধানে সম্মার্জ্জনী দ্বারা স্থান পরিষ্কার প্রভৃতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট কার্য্যও করিতেন ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর একদা গুরুপত্নী গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে ভগবন্!

স উবাচ—তাবেতৌ সিতাসিতৌ ক্ষত্রিয়সুতৌ।

সা তু সস্মিতমাহ স্ম—অহন্তু কাঞ্চিদপ্যনয়োর্ভবদ্বরিবস্যাং ন পশ্যামি।

স উবাচ—ময়া স্নিগ্ধতয়া নিষিদ্ধমানতামনুরুধ্য ন তৌ প্রকটং কিঞ্চিদ্ঘটয়তঃ। কিন্ত্বপ্রকটং ঘটয়ত এবেতি লক্ষ্যতে ॥ ৫৮ ॥

তদেবং স্থিতে কদাচিদকালবৃষ্টিদৃষ্টিমবষ্টভ্য সা কাষ্ঠ-ঘটনায়ামপরাহ্ণদিষ্টে কাংশ্চিত্তদিতরাংশ্ছাত্রানাদিষ্টবতী।—পুত্রকাঃ কাষ্ঠং কুত্র লভ্যতামিতি।

তেষু চ সমস্তেষু কিঞ্চন ত্রস্তেষু তাবেতৌ তু তৎপরম্পরয়া-নিশময়াসাসতুঃ। নিশম্য চ পৃথগেব পরমকাষ্ঠভক্তিতয়া

মধ্যে মদ্ভক্ততমঃ কতমঃ। গুরোরুত্তরং তাবেতাবিতি। গুরুপত্নীজিজ্ঞাসা অহন্ত্বিতি বরিবস্যা পরিচর্য্যা তাং। গুরোরুত্তরং ময়েতি। নিষিধ্যমানতাং যুবাং কিঞ্চিদপি কর্ম্ম ন কুরুথ ইত্যেবং অনুরুধ্য স্বীকৃত্য প্রকটং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম ন ঘটয়তঃ ন চেষ্টেথে কিন্তু অপ্রকটং তৎ কুরুত এবেতি লক্ষ্যতে ॥ ৫৮ ॥

তথাপি তয়োস্তত্র পরিচর্য্যাং বর্ণয়তি—তদেবং স্থিতে ইতিগদ্যেন। অকালবৃষ্টে যা দৃষ্টি দর্শনং তামবষ্টভ্যাশ্রিত্য কাষ্ঠঘটনায়াং কাষ্ঠানয়নায় অপরাহ্ণকালে সিতাসিতেতরান্ ভিন্নান্ কাংশ্চিৎ ছাত্রান্ সা গুরুপত্নী আদিদেশ হে পুত্রকাঃ কুত্র কাষ্ঠং লভ্যতামিতি কিঞ্চন ত্রস্তেষু

আপনার যে সকল ছাত্র আছে, তাহাদের মধ্যে অন্তরে কোন্ ব্যক্তি অত্যন্ত সাধুভক্ত! গুরু কহিলেন, এই সিত এবং অসিত নামে দুইজন ক্ষত্রিয়পুত্রই-আমার আন্তরিক ভক্ত। গুরুপত্নী মৃদুহাস্যে বলিতে লাগিলেন, আমি কিন্তু কদাপি এই দুইজনকে আপনার প্রতি পরিচর্য্যা করিতে দেখি নাই। গুরু কহিলেন, আমি স্নেহ পরতন্ত্র হইয়া সেবা করিতে নিষেধ করিয়াছি। সেই অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া এই দুইজন প্রকাশ্যে কোন কার্য্যই করে না। কিন্তু অপ্রকাশ্যে উভয়েই যে কার্য্য করিয়া থাকে, ইহা লক্ষ্য করিয়াছি ॥ ৫৮ ॥

অতএব এইরূপ ঘটিলে একদা অকালে বৃষ্টি দর্শন করিয়া সেই গুরুপত্নী

পরমকাষ্ঠকৃতে বিদূরকাষ্ঠাং চলিতয়োস্তয়োরেতয়োরবলোক-লোকনেন তে চান্যে চপলমেব চলিতবন্তঃ। কৃতপ্রবেশে তু মহাগহনপ্রদেশে লুপ্তদৃষ্টিসৃষ্টির্বৃষ্টিরায়াতা। আয়াতায়াং তু তস্যাং নান্যে কিঞ্চিদপ্যাঞ্চিতুং চাশক্নুবন্। সিতশ্যামাবমূ তু চারূণি চারূণি দারূণি বিচিত্য কৃতকৃত্যতয়া তস্থতুঃ! কিন্তু রাত্রিরাগতেতি ন গৃহযাত্রিকতামবাপতুরিতি কিং বহুনা! গোষ্ঠ-লোককর্ণকষ্টপ্রদেনৌষ্ঠস্পন্দনেনেতি ॥ ৫৯ ॥

অপরাহ্নে কথং বনং গচ্ছাম ইতি ত্রাসযুক্তেষু সৎসু তাবেতৌ সিতাসিতৌ তু পরস্পরয়া তদ্বৃত্তান্তং শ্রুতবন্তৌ তেভ্যঃ পৃথগেব ভূত্বা পরমা কাষ্ঠা সীমা যস্যা এবম্ভূতা ভক্তির্যয়োঃ স্তদ্ভাবতয়া পরমকাষ্ঠকৃতে উত্তমকাষ্ঠনিমিত্তায় বিদূরকাষ্ঠাং অতিদূরাদিশং চলিতয়োঃ সতো স্তস্যাবলোকেন তে চান্যেচ চপলং শীঘ্রং চলিতবন্তঃ। মহাগহনস্য মহাবিনস্য প্রদেশে কৃতঃ প্রবেশো যত্র তস্মিন্ লুপ্তা দৃষ্টিসৃষ্টে দর্শনব্যাপারো যয়া সা চাসৌ বৃষ্টিশ্চেতি সা আগতা। আগতায়াং তাদৃশবৃষ্টৌ ত্বন্যে সতীর্থাঃ কিঞ্চিদপ্যঞ্চিতুং গন্তুং নাক্রবন্ ন শক্তাঃ। অমূ তু রম্যাণি কাষ্ঠানি বিচিত্য বিশেষেণ সংগ্রহং কৃত্বা কৃতং কৃত্যং যাভ্যাং তদ্ভাবতয়া স্থিতবন্তৌ গৃহযাত্রিকতাং গৃহে চলনতাং নাবাপ্তৌ গোষ্ঠস্থলোকানাং কর্ণয়োঃ কষ্টপ্রদেন মম ওষ্ঠয়োঃ স্পন্দনেন চালনেনেতি ॥ ৫৯ ॥

কাষ্ঠ আনিবার জন্য অপরাহ্ণ সময়ে সিত এবং অসিত ব্যতীত কতিপয় ছাত্রদিগকে আদেশ করিলেন যে, হে পুত্রগণ! তোমরা কোন স্থান হইতে কাষ্ঠ আনয়ন কর। সেই সমস্ত ছাত্রগণ "আমরা অপরাহ্নে কি করিয়া বনে গমন করিব" এইরূপে কিঞ্চিৎ ভীত হইলে ঐ সিত এবং অসিত পরস্পরায় ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। শুনিবামাত্র তাহাদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক, উত্তম কাষ্ঠের নিমিত্ত অতিদূর দেশে উভয়েই গমন করিলেন। তাঁহাদের দুইজনকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া অন্যান্য ছাত্রগণও অতিদ্রুত প্রস্থান করিল। তাঁহারা মহাবন প্রদেশে প্রবেশ করিলে, দর্শনশক্তি লোপ করিয়া ভীষণবৃষ্টি উপস্থিত হইল। তাদৃশ বৃষ্টি উপস্থিত হইলে অন্য ছাত্রসকল অল্পমাত্রও গমন করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু ঐ সিত এবং অসিত বালক মনোহর কাষ্ঠ সকল সংগ্রহ করিয়া কৃতার্থভাবে অবস্থান করিলেন। কিন্তু তখন রাত্রি আসিয়াছিল বলিয়া উভয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিতে পারেন

এবং প্রোচ্য শোচ্যমানতদবসরং ব্রজবাসিপ্রকরমধিগম্য ক্ষণং বিরম্য কথকঃ প্রথয়ামাস ॥ ৬০ ॥

প্রাতস্তু ভ্রাতঃ! সন্দীপিতমন্যুঃ সান্দীপনিঃ পত্নীং নিন্দিত্বা প্রাতঃক্রিয়ামপি হিত্বা ধাবিত্বা তত্রাজগাম। যত্র সঞ্চিতদারু গুরুভক্তিকারু সক্লেশেঽপি বেশে পরমচারু সঙ্গিনস্তান্ সূচিতনক্তমুদন্তৌ পরিহসন্তৌ লসন্তৌ চ বিদ্যেতে। তত্র সজ্জতি তু লতাদ্যাবরণেন কৃষ্ণস্তরণে গুরুচরণে লজ্জাং সজ্জতঃ স্ম। নিজং নর্ম্মরচনং বচনং

অথ স্বয়ং কবি স্তদ্বর্ণনে খিদ্যমানস্য কথকস্য ভাবং বর্ণয়তি—এবমিতিগদ্যেন। শোচ্যমানে তস্মিন্ বৃত্তান্তে অবসরং যস্য তং ব্রজবাসিসমূহং প্রথয়ামাস বিস্তৃতবান্ ॥ ৬০ ॥

তৎপ্রথনং বর্ণয়তি—প্রাতরিতি। হে ভ্রাতঃ স্নিগ্ধকণ্ঠ। সন্দীপিতো মন্যুঃ ক্রোধো যস্য সঃ ধাবিত্বা বেগেন তত্র বনে জগাম। যত্র বনে সঞ্চিতানি দারূণি যাভ্যাং তৌ, গুরুভক্তিং কর্ত্তুং শীলং যয়োস্তৌ, ক্লেশেন সহ বর্ত্তমানো য স্তস্মিন্ বেশে বনপ্রবেশে পরমচারু পরমরুচিরৌ সঙ্গিন স্তান্ প্রতি সূচিতো নক্তং রাত্রেরুদন্তো বৃত্তান্তো যাভ্যাং তৌ, পরিহাসং কুর্ব্বন্তৌ চ বিদ্যেতে ভবতঃ। গুরু চরণে তত্র সজ্জতি সতি তৌ লজ্জাং সজ্জতঃ স্ম লজ্জিতবন্তৌ গুরুচরণে কিন্তুতে

নাই। অতএব গোকুলবাসী ব্যক্তিগণের কর্ণ কষ্টকর এইরূপ বহুতর ওষ্ঠচালনে আর (ক) প্রয়োজন নাই ॥ ৫৯ ॥

এইরূপ বলিয়া ব্রজবাসী লোকদিগের শোচনীয় সেই বৃত্তান্তে অবসর অবগত হইয়া ক্ষণকাল বিরত হইয়া কথক বিস্তার পূর্ব্বক বলিত লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

কিন্তু ভাই স্নিগ্ধকণ্ঠ! প্রাতঃকালে সান্দীপনির ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তখন পত্নীকে নিন্দা করিয়া এবং প্রাতঃকৃত্যও বিসর্জ্জন দিয়া সেই বনে গমন করিলেন। ঐ অরণ্যে কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়া গুরুভক্তি প্রদর্শক ক্লেশকর পরিচ্ছদেও পরম মনোহর সেই সিত এবং অসিত বালকদ্বয় রাত্রি কালের বৃত্তান্ত বর্ণনাপূর্ব্বক সেই সকল সঙ্গীদিগকে পরিহাস করিয়া বিলাস পাইতে

(ক) সেই রাত্রি ভীষণ হিংস্র জন্তুপূর্ণ অরণ্য মধ্যে কাষ্ঠভার মস্তকে লইয়া অনাহারে অনিদ্রায় রামকৃষ্ণের সমধিক কষ্টই হইয়াছিল, তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিলে তাহা শুনিয়া ব্রজবাসিজনের মনে অত্যন্ত ব্যথা উপস্থিত হইবে বলিয়া গ্রন্থকার তাহার বিস্তৃতি করিলেন না।

গুরুভিস্তদাকর্ণিতমিতি। কার্য্যং সদ্যো ন পর্য্যাপ্তমিতি চ ॥ ৬১ ॥

ততশ্চেমৌ দত্তসুখচয়াববাঙ্মুখতয়া নমস্কুর্ব্বন্তৌ পরিষ্বজ্য রজ্যমানতয়ানয়োঃ সর্ব্ববিদ্যাস্ফূর্ত্তির্ভবতাদিতি মনসি বিবিচ্য সমতিরিচ্যমানবাষ্পামৃতবিতানধারয়াভিষিচ্য সকলকলাপূর্ণঃ স দ্বিজরাজস্তূর্ণং সমাবর্ত্তনমিব বর্ত্তয়ামাস। তথাপি তু মম প্রাণাঃ পীড্যন্তে ॥ ৬২ ॥

লতাদ্যাবরণেন কৃতং স্তরণং প্লবনং যস্য তস্মিন্। লজ্জাহেতুং নির্দ্দিশতি নিজমিতি তন্নিজং নর্ম্মবচনং গুরুভিরাকর্ণিতং শ্রুতং ইতি হেতোঃ কার্য্যং গুরুগৃহে কাষ্ঠপ্রাপণং সদ্যো ন পর্য্যাপ্তং ন সম্পন্নমিতি ॥ ৬১ ॥

তত্র গুরুরাগতে যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেমাবিমাতিগদ্যেন। দত্তঃ সুখসমূহো যাভ্যাং তৌ নতমুখতয়া নমস্কুর্ব্বন্তৌ গুরুষু তথাযোগ্যত্বাৎ ততো গুরুঃ রজ্যমানতয়া অনুরাগেণ তৌ পরিষ্বজ্য অনয়োঃ সর্ব্ববিদ্যাস্ফূর্ত্তির্ভবতাদিতি মনসি বিবেচনং কৃত্বা সম্যকপ্রকারেণাতি-রিচ্যমানেতি ক্ষরিতং যদ্বাষ্পামৃতং নেত্রজলং তস্য যা বিতানা বিস্তৃতা ধারা তয়াভিষেকং কৃত্বা সকলকলা শ্চতুষষ্টিকলা স্তাভিঃ পূর্ণঃ সমাবর্ত্তনং বেদাধ্যয়নান্তরগার্হস্থ্যাধিকারপ্রয়োজনকর্ম্ম তদিব বর্ত্তয়ামাস কথকঃ কথয়তি তথাপীতি ॥ ৬২ ॥

ছিলেন। লতাদি আবরণ দ্বারা যাঁহার কষ্ট হইয়াছিল, সেই পূজ্যপাদ গুরুদেব সেইস্থানে উপস্থিত হইলে উভয়েই লজ্জিত হইয়াছিলেন। লজ্জিত হইবার কারণ এই, পরিহাসপূর্ণ স্বকীয় এই বাক্য গুরুদেব শ্রবণ করিয়াছেন। এই কারণে গুরুগৃহে কাষ্ঠ লইয়া যাওয়া সদ্যঃসম্পন্ন হইতে পারে নাই ॥ ৬১ ॥

অনন্তর উভয়েই সুখরাশি প্রদান করিয়া নতমুখে গুরুকে নমস্কার করিলেন। তিনিও অনুরাগের সহিত আলিঙ্গন করিয়া "এই দুইজনের সকল বিদ্যা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউক" এইরূপ মনে মনে বিবেচনা করিলেন। সম্যক্ প্রকারে অত্যন্ত গলিতনেত্রজলের বিস্তারিত ধারা দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া, চতুঃষষ্টিকলাপূর্ণ সেই দ্বিজরাজ শীঘ্র যেন সমাবর্ত্তন কার্য্য (বেদাধ্যয়নের পর গৃহাশ্রমে প্রবেশ সাধন কার্য্য) সম্পাদন করিলেন। কথক বলিলেন, তথাপি আমার প্রাণ পীড়িত হইতেছে ॥ ৬২ ॥

গত ;--

বিধির্যঃ সর্ব্বত্রাপ্যশুভশুভকারীতি বিদিতঃ
স যেষাং যন্মৈত্রীমভিলষিতপাত্রীং বিতনুতে।
শুকো মুক্তোঽপ্যুচ্চৈঃ কবয়তি যয়ো র্যত্র পিতৃতাং
তদীয়প্রাণোঽসাবহহ! গুরবে দারু চিতবান্ ॥ ৬৩ ॥
তদাস্তাং প্রকৃতং পুনরনুসরামঃ ॥ ৬৪ ॥

অথাচার্য্যঃ সমিধঃ পরেষাং শিরসি সন্ধার্য্য তাবিমৌ গৃহমনুসার্য্য ভার্য্যয়া সহ পুরস্কার্য্যতাং প্রাপয়ামাস। প্রাপয্য চ সর্ব্বমধ্যাপয়ামাস।

তৎপীড়নাহেতুং বর্ণয়তি—বিধিরিতি। যো বিধির্ব্রহ্মা সর্ব্বত্রাপি অশুভশুভকর্ত্তেতি বিদিতঃ স ব্রহ্মা যেষাং যা চাসৌ মৈত্রী চেতি তামভিলষিতস্য পাত্রীং যোগ্যাং বিতনুতে। মুক্তোঽপি শুকো মুনিঃ যত্র কৃষ্ণে যয়োঃ পিতৃতাং পিতৃভাবং কবয়তি বর্ণয়তি। অহহেতি খেদে। তদীয়প্রাণঃ পিত্রীয়প্রাণোঽসৌ কৃষ্ণো গুরবে গুরুং সন্তোষয়িতুং দারু কাষ্ঠং চিচায় ॥ ৬৩ ॥

কথকঃ প্রতিজানীতে—তদেতি। তৎ গুরুবরিবস্যাচরণমাস্তাং প্রকৃতং প্রক্রান্তমনুগচ্ছামঃ ॥ ৬৪ ॥

তৌ প্রতি গুরোঃ স্নেহকার্য্যং বর্ণয়তি—অথাচার্য্য ইতিগদ্যেন। পরেষামন্যচ্ছাত্রাণাং শিরসি সমিধঃ কাষ্ঠানি সন্ধার্য্য তাবিমৌ গৃহং প্রাপয্য পুরস্কার্য্যতাং পুরস্কারবিষয়তাং।

পীড়ার কারণ এই যে, বিধাতা সর্ব্বত্র শুভাশুভ কর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত, তিনি যাহাদের সেই মৈত্রীকে অভীষ্ট বিষয়ের যোগ্য বলিয়া বিস্তার করিতেছেন। মুক্ত হইয়াও শুকদেব যে কৃষ্ণে আপনাদের দুইজনের পিতৃ-মাতৃভাব বর্ণন করিয়া থাকেন, হায়! পিতা-মাতার প্রাণস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ গুরুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কাষ্ঠচয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

সেই গুরুসেবার অনুষ্ঠান এখন থাক, আমরা এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর আচার্য্য অন্যছাত্রদিগের মস্তকে কাষ্ঠ সকল স্থাপিত করিয়া ঐ দুইজনকেই গৃহে লইয়া গিয়া ভার্য্যার সহিত পুরস্কার করিয়াছিলেন। পুরস্কার

তত্র তু, মিত্রযুস্বভাবচিত্রচরিত্রস্য তস্য তদিদং সর্ব্বমনঃ পবিত্রং করোতি ॥ ৬৫ ॥

যথা ;—

তস্মিন্ সতীর্থশতকেষু সমেষু কৃষ্ণঃ
শ্রীদাম-শর্ম্মণি যদেষ স্বরজ্যতি স্ম।
গোষ্ঠস্থতন্নিজসখাহ্বয় এব হেতু-
স্তস্মিন্ যথা কিল সুদামনি চার্জ্জুনে চ ॥ ৬৬ ॥

অত্র (অথ) চিত্রতামত্রমন্যদপি মন্যতাং। সত্যং তত্র স চান্যে

মিত্রযুস্বভাবচিত্রচরিত্রস্য মিত্রবৎসলস্বভাবেন চিত্রমাশ্চর্য্যং চরিত্রং যস্য তস্য তদিদং সর্ব্বং কৃত্যং মনঃ কর্ম্মভূতং পবিত্রং করোতি ॥ ৬৫ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীদামবিপ্রে সখ্যতাং বর্ণয়তি—তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ গুরুগৃহে সতীর্থশতকেষু সহাধ্যায়িশতেষু সমেষু তুল্যেষু যদনস্মাদেষ কৃষ্ণঃ শ্রীদামব্রাহ্মণে "শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণো ব্রূয়া"দিতি স্মৃতেঃ। সুষ্ঠু অনুরক্তো বভূব। ননু তুল্যেষু শতকেষু কথং তত্রানুরাগ স্তত্রাহ তস্মিন্ শ্রীদাম-ব্রাহ্মণে গোষ্ঠস্থ শ্চাসৌ স চেতি গোষ্ঠস্থস স চাসৌ নিজস্য সখ্যুরাহ্বয়ো নামচেতি স এব হেতুঃ কিল বার্ত্তায়াং সুদামনি মালাকারে যথা বিশেষকৃপা যথা পার্থে অর্জ্জুনে সখ্যং এতয়োঃ সমানাহ্বয়ত্বাৎ ॥ ৬৬ ॥

তত্র তয়োঃ সর্ব্বেভ্য উৎকর্ষং বর্ণয়তি—অত্রেতিগদ্যেন। অন্যদপি চিত্রতামত্রং চিন্তায়া

দিবার পর সমস্ত অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন। আহা! মিত্র-বৎসল স্বভাব দ্বারা যাঁহার চরিত্র আশ্চর্য্য তাঁহার ঐ সমস্ত কার্য্য, মনকে পবিত্র করিয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

সেই গুরুগৃহে শত শত নিজতুল্য সহাধ্যায়ী থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ যে "শ্রীদাম-শর্ম্মা" নামক ব্রাহ্মণের উপর অনুরক্ত হইয়াছিলেন, গোষ্ঠস্থিত কৃষ্ণসখা শ্রীদামের তুল্য নামই ঐরূপ অনুরাগের কারণ। ইহা সত্য যে শ্রীকৃষ্ণের সুদাম নামক মালাকারের উপর যেরূপ কৃপা ছিল, সেইরূপ দয়া পার্থ-অর্জ্জুনের প্রতিও বিদ্য-মান ছিল ॥ ৬৬ ॥

এইস্থানে আর একটি আশ্চর্য্যের আধার স্বরূপ বিষয় বিবেচনা করুন। সেই

চ কেচন তাভ্যামেতাভ্যাং সহাধ্যয়নায়াধ্যবসায়ং কৃতবন্তঃ। কিন্ত্বধ্যবসায়মাত্রেণ কিং ভবতু ॥ ৬৭ ॥

তথা হি ;—

সত্যং বহবশ্ছাত্রাঃ
কৃতগুরুযাত্রা মুরারি-রামাভ্যাম্।
কিন্ত্বধিগতিসধ্ব সাঃ
হংসাঃ কিং স্যুঃ সুপর্ণসধ্র্যঞ্চঃ ॥ ৬৮ ॥

অনূচানান্ সমাবৃত্তানপি সব্রহ্মচারিণৌ।
বিজিগ্যাতে রামকৃষ্ণাবপি প্রথমকল্পিকৌ ॥ ৬৯ ॥

বিস্ময়স্বস্থ পাত্রঃ মন্যতাং তত্র সভায়াং সতাং বিদ্যমানানাং মধ্যে স চ শ্রীদামা অন্যেচ কেচন এতাভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং অধ্যবসায়ঃ সময়ং। কিন্তু প্রতিজ্ঞামাত্রেণ কিং ভবতু ন কিঞ্চিৎ ॥ ৬৭ ॥

তদকিঞ্চিৎকরত্বং বর্ণয়তি—সত্যমিতি। কৃষ্ণরামাভ্যাং সহ কৃতা গুরৌ গুরুসমীপে যাত্রা গতির্যেষাং তে বহবশ্ছাত্রাঃ সন্তি সত্যং। কিন্তু অধিগতিরধিগতঃ সন্ মহান্ হংসো মৎ-সরোঽহমেব সুন্দর ইতি যেষাং তে হংসাঃ পক্ষিণঃ সুপর্ণো গরুড় স্তস্য সধ্র্যঞ্চঃ সহচারিণঃ কিং স্যুর্ভবেয়ুঃ ? ॥ ৬৮ ॥

কিঞ্চ সব্রহ্মচারিণৌ সতীর্থৌ রামকৃষ্ণাবপি প্রাথমকল্পিকৌ প্রথমকল্পভবৌ সন্তৌ অনূচানান্ সাঙ্গবেদবিচক্ষণান্ অতএব সমাবৃত্তান্ বেদাধ্যয়নান্নিবৃত্তান্ গৃহে গমনায় গুরোর্লব্ধানুজ্ঞানপি বিজিগ্যাতে ॥ ৬৯ ॥

সভায় যে সকল লোক বিদ্যমান ছিল, তাহাদের শ্রীদাম এবং অন্যান্য কতিপয় লোক ঐ কৃষ্ণ এবং বলরামের সহিত অধ্যয়নের অধ্যবসায় করিয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র অধ্যবসায় দ্বারা কি হইতে পারে ॥ ৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের সহিত যাহারা গুরুসমীপে যাত্রা করিয়াছিল, এইরূপ অনেক ছাত্র ছিল সত্য, কিন্তু যাহারা আমিই সুন্দর বলিয়া সমধিক মাৎসর্য্য করিয়াছিল, এইরূপ হংসসকল কি গরুড় পক্ষীর সহচর হইতে পারে ? ॥ ৬৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্য-নিরত এক গুরুর ছাত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও প্রথমকল্পে উৎপন্ন হইয়াও যাহারা শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গের সহিত বেদপাঠে নিপুণ, অতএব গৃহ-

সকৃন্নিগদনাদেতৌ সাঙ্গান্ বেদানধীয়তুঃ।
তুষ্টুবাতে স্ম তৌ সর্ব্বেরসকৃন্নিগদেন তু ॥ ৭০ ॥
অহোরাত্রৈঃ ষষ্ট্যা চতুরধিকয়া তৎপরিমিতাঃ
কলাশ্চিত্তস্যান্তর্নিদধতুরমূ শ্চিত্রবদমূ।
যতশ্চিত্তং বিশ্বস্য চ বলিতচিত্রং সমভব
ন্নযদ্বোদ্ধু শক্তঃ সমজনি তদা তদ্গুরুরপি ॥ ৭১ ॥

কিঞ্চ এতৌ রামকৃষ্ণৌ গুরুমুখাৎ সকৃদেকবারং কথনাদঙ্গৈঃ "শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ। ছন্দসাং বিচিতিশ্চৈব ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে" ইত্যুক্তৈরঙ্গৈঃ সহ। অসকৃদ্বহুবারং নিগদেন বেদানধীয়ানৈঃ সর্ব্বৈরেতৌ সুষ্টু স্তুতৌ ॥ ৭০ ॥

কিঞ্চ চত্বারি অধিকানি যত্র এবম্ভূতয়া ষষ্ট্যা উপলক্ষিতৈরহোরাত্রৈ স্তৎপরিমিতা শ্চতুঃ-ষষ্টিরূপাঃ তাস্তু শৈবতন্ত্রে উক্তাঃ যথা গীতবাদ্যনৃত্যনাট্যালেখ্যাদয়ঃ। অমূ কৃষ্ণরামৌ অমূঃ কলাশ্চিত্র-বৎ চিত্তমধ্যে নিদধতুঃ বিশ্বস্য চ বলিতং রচনারূপং চিত্রং যত্র তৎ সমভবৎ অত স্তদা তয়ো র্গুরুরপি যদ্বোদ্ধুং জ্ঞাতুং ন শক্তঃ সমজনি ॥ ৭১ ॥

গমনের নিমিত্ত গুরুর নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে জয় করিয়া-ছিলেন অর্থাৎ যাহারা বিদ্যাশেষ করিয়া যাইতেছেন তাঁহারাও নবাগত কৃষ্ণ বল-রামের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

একবার বলাতেই ঐ কৃষ্ণ বলরাম শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গের সহিত বেদ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এবং বারংবার অধীতবেদের আলোচনা ও ব্যাখ্যা করাতে বেদধ্যায়ী সকল ব্যক্তিই ভাল করিয়া দুইজনকে স্তব করিয়াছিল ॥ ৭০ ॥

ঐ কৃষ্ণ এবং বলরাম চতুঃষষ্টি দিবসে (দুইমাস চারিদিনে) চতুঃষষ্টি সংখ্যক ঐ সকল কলা (ক) চিত্তের মধ্যে চিত্র কার্য্যের মত অর্পণ করিয়াছিলেন

(ক) চতুষষ্টি কলাঃ। ভাগবত ১০।৪৫।২৭।

(ভাবার্থ দীপিকা ও বৈষ্ণব তোষণী মতে)

১। গীত অর্থাৎ গানশিক্ষা (গীত নির্ম্মাণ, স্বরজাতি রাগভেদ, তাল মাত্রাদি রচনা প্রকার সাধক বাধক স্বরাদি মেল ও মান সকলের পরিজ্ঞান।

২। বাদ্য অর্থাৎ বাদ্য চারি প্রকার তাহার শিক্ষাদি পূর্ব্ববৎ (৩) নৃত্য (৪) নাট্য (রূপকময়) ৫। আলেখ্য (চিত্রকর্ম্ম)।

৬। বিশেষকচ্ছেদ্য (অর্থাৎ তিলক সময়ে নানা বিচ্ছেদরচনা)।

সান্দীপনেরধীতং হরি-রামাভ্যামিতি খ্যাতম্।
সান্দীপনিস্তু তাভ্যাং ভ্রমমপহতবান্ বহুত্র বিদ্যাসু ॥ ৭২॥

কিঞ্চ তয়োস্তস্মাদধ্যয়নং ন কেবলং স্বার্থমপি কিন্তু গুরোরপ্যুপকারার্থমিতি বর্ণয়তি—সান্দীপনেরিতি তাভ্যাং কৃষ্ণরামাভ্যাং বহুষু বিদ্যাসু ভ্রমং তত্যাজ ॥ ৭২ ॥

যেহেতু চিত্তের মধ্যে বিশ্বের রচনারূপ চিত্রকার্য্য রচিত হইয়াছিল, এই হেতু কৃষ্ণ বলরামের গুরুদেবও সেই চিত্ত বুঝিতে পারেন নাই ॥ ৭১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম সান্দীপনির নিকট হইতে যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ইহা বিখ্যাত হইয়াছিল। এবং সান্দীপনিও কৃষ্ণ বলরাম দ্বারা অনেক বিদ্যাতে ভ্রমত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৭২ ॥

৭। তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার (তণ্ডুল এবং কুসুমাদি পূজোপহার সকলের বিবিধ প্রকার রচনা)।

৮। পুষ্পাস্তরণ (পুষ্পাদি দ্বারা শয্যানির্ম্মাণ)।

৯। দশন-বসনাঙ্গরাগ (অর্থাৎ দন্ত ও বসনের নানা প্রকার রঞ্জন।

১০। মণিভূমিকাকর্ম্ম অর্থাৎ ময়দানবনির্ম্মিত পাণ্ডবসভাতুল্য মণিবদ্ধ ভূমি ক্রিয়া।

১১। শয়নরচন (পর্য্যঙ্কাদি নির্ম্মাণ)।

১২। উদকবাদ্য অর্থাৎ সরোবরাদি-স্থাপিত-ভাণ্ডে অথবা জল-পূরিত-পাত্রে মধুর মধুর নানা তাল সমুত্থান।

১৩। উদকঘাত (অর্থাৎ জল স্তম্ভ বিদ্যা)

১৪। চিত্রযোগ (নানা অদ্ভুত দর্শনে সম্যক্ উপায়)।

১৫। মাল্যগ্রন্থনবিকল্প। ১৬। কেশশেখরাপীড় যোজন।

১৭। নেপথ্যযোগ (অলঙ্কার করণ)।

১৮। কর্ণপত্রভঙ্গ (অর্থাৎ কর্ণাদিতে রচিত তিলক)।

১৯। গন্ধযুক্তি (কস্তুরিকাদি গন্ধানুলেপন)। ২০। ভূষণযোজন। ২১। ইন্দ্রজাল।

২২। কৌচুমারযোগ অর্থাৎ কুচুমার নামক ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশিত আপনাতে নানারূপ প্রকটন।

২৩। হস্তলাঘব অর্থাৎ চমৎকার দর্শনার্থ অলক্ষিতে হস্তাদি সঞ্চালন দ্বারা তত্তৎ বস্তুর প্রবর্ত্তন।

২৪। চিত্রশাকাপূপভক্ষ্যবিকারক্রিয়া অর্থাৎ শাক পিষ্টক প্রভৃতি ভক্ষ্য বস্তুর নানা প্রকার নির্ম্মাণ।

২৫। পানকরস-রাগাসবযোজন। অর্থাৎ পেয় রসের নানাবিধ বর্ণ এবং মধুরত্ব যোজন।

২৬। সূচীবাপকর্ম্ম—সূত্র-ক্রীড়া অর্থাৎ সূত্রসঞ্চালনে পুত্তলিকাদির চালন।

তদেবং তত্রাপি সর্ব্ববিশিষ্টতয়া প্রতিষ্ঠিতয়োরপি তয়োরেতয়োরন্তর্বৃত্তিবিশেষং বর্ণয়িষ্যামঃ ॥ ৭৩ ॥

তদেবমধ্যয়নায় নিবিষ্টচিত্তয়োরপি তয়ো ব্রজস্ফূর্ত্তি দুষ্পরিহরেতি বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিনা। অন্তর্বৃত্তে শ্চিত্তবর্ত্তনস্য বিশেষং ॥ ৭৩ ॥

অতএব এইরূপে সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষরূপে সকলশাস্ত্রে উভয়েই প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, উভয়ের আন্তরিক বৃত্তিবিশেষ আমরা বর্ণনা করিব ॥ ৭৩ ॥

২৭। বীণাডমরুবাদ্য। ২৮। প্রহেলিকা (গোপন বাক্যের অর্থ পরিজ্ঞান)।

২৯। প্রতিমালা অর্থাৎ সকল বস্তুর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ।

৩০। দুর্ব্বচোযোগ অর্থাৎ যাহা যাহা বলিবার সামর্থ্য হয় না তত্তৎ সকলের উপায়।

৩১। পুস্তকবাচন অর্থাৎ পুস্তকে কোন বর্ণ বিদ্যমান না থাকিলেও সেই বর্ণ সংযোজন পূর্ব্বক অতিক্রুত পাঠ করন।

৩২। নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন অর্থাৎ নাটকাদি শাস্ত্রের পরিজ্ঞান এবং তন্নির্ম্মাণ।

৩৩। কাব্যসমস্যাপূরণ অর্থাৎ কাব্যে সমস্যার সংক্ষেপোক্ত গুপ্ত পদের সহসা পূরণ করিতে অসমর্থ হইলেও শ্লোকের অংশান্তর দ্বারা পূরণ।

৩৪। পট্টিকাবেত্র-বাণবিকল্প অর্থাৎ সূত্রোক্ত চিপিটাকার বন্ধনাদি দ্বারা কষা (অশ্ব-তাড়না চাবুক) এবং বাণের কল্পনা।

৩৫। তর্কুকর্ম্ম (সূত্র নির্ম্মাণ সাধন লোহ শলাকা অর্থাৎ টেকো দ্বারা সাধ্য বিবিধ সূত্র কল্পনা।

৩৬। তক্ষণ (সূত্রধরের কর্ম্ম)।

৩৭। বাস্তু বিদ্যা (অর্থাৎ গৃহোচিত ভূম্যাদি এবং তন্নির্ম্মাণাদির ভেদ জ্ঞান।

৩৮। রূপ্য রত্ন পরীক্ষা, অর্থাৎ রূপ্যাদি রত্নের সৎ অসৎ জ্ঞান।

৩৯। ধাতু বাদ (স্বর্ণাদি কল্পনা)।

৪০। মণিরাগ অর্থাৎ মণি সকলের নানা প্রকার বর্ণ নির্ম্মাণ জ্ঞান।

৪১। আকার জ্ঞান (দর্শন মাত্রে মণি প্রভৃতির উদ্ভব ভূমি জ্ঞান)!

৪২। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ (অর্থাৎ বৃক্ষাদির চিকিৎসা জ্ঞান)।

৪৩। মেষ ও কুক্কুটশাবক-যুদ্ধবিধি। ৪৪। শুক শারিকা প্রলাপন।

৪৫। উৎপাদন (মন্ত্রণা দ্বারা পরস্পর আসক্তি-ত্যাজন)।

৪৬। কেশ মার্জ্জন কৌশল।

৪৭। অক্ষর মুষ্টিকা কথন। অর্থাৎ অদৃষ্ট অক্ষর তথা মুষ্টিকাস্থিত বস্তুর স্বরূপ এবং সংখ্যার কথন।

গুরোর্ব্বাসে তস্মিন্নিশি নিশি হরিঃ স্বাগ্রজমনু
ব্রজস্থানাং বার্ত্তাং কথয়তি সবাষ্পং শয়নকে।
তথৈব স্বপ্নে যৎ প্রতিপদমসৌ জল্পতিতরা-
মদঃ স্মারং স্মারং জ্বলতি মম হা! হৃজ্জলরুহম্ ॥৭৪॥

গুরো র্বাসে তস্মিন্ প্রতিরাত্রৌ শয়নে স্থিত্বা হরী রামং লক্ষীকৃত্য ব্রজস্থানাং বার্ত্তাং সরোদনং কথয়তি। তথৈব স্বপ্নে নিদ্রায়াং প্রতিক্ষণং যৎ যাং বার্ত্তাং হরির্জ্জল্পতিতরাং অতিশয়েন বক্তি। অদ শ্চরিত্রং স্মৃত্বা স্মৃত্বা। হেতি খেদে। মম হৃদয়রূপং কমলং জ্বলতি দহ্যতি ॥ ৭৪ ॥

সেই গুরুকুলে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ অগ্রজকে লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক রাত্রিকালে সরোদনে শয্যার মধ্যে ব্রজবাসীদিগের সম্বাদ বলিতেন। সেইরূপ নিদ্রাবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণ প্রতিক্ষণে যে বার্ত্তা অত্যন্ত বলিতেন। হায়! সেই চরিত্র বারংবার স্মরণ করিয়া আমার হৃদয়রূপ কমল দগ্ধ হইতেছে ॥ ৭৪ ॥

৪৮। ম্লেচ্ছিতবিকল্প (বিবিধ ম্লেচ্ছ ভাষা তথা ভরত শাস্ত্রের জ্ঞান)।
৪৯। দেশভাষা-জ্ঞান।
৫০। পুষ্প শকটিকা নিমিত্ত জ্ঞান। অর্থাৎ পুষ্প শকটোপাধিক বিদ্যা নিমিত্ত জ্ঞান।
৫১। যন্ত্র মাতৃকা (পূজা নিমিত্ত মাতৃকা বর্ণে যন্ত্র নির্ম্মাণ)।
৫২। ধারণ মাতৃকা।
৫৩। সংপাট্য। (অভেদ্য হীরকাদির দ্বৈধীকরণ)।
৫৪। মানসী কাব্য ক্রিয়া। অর্থাৎ পরমনস্থিত অর্থের শ্লোক নির্ম্মাণ।
৫৫। ক্রিয়াবিকল্প। অর্থাৎ এক এক ক্রিয়া বহু প্রকার নিষ্পাদন।
৫৬। চ্ছলিতকযোগ। (পরস্পর বঞ্চনার উপায়)।
৫৭। অভিধান, কোষ ও চ্ছন্দো জ্ঞান।
৫৮। বস্ত্রগোপন। অর্থাৎ তুল সূত্রাদিময় বস্ত্রের পট্টবস্ত্রাদি রূপে দর্শন প্রক্রিয়া।
৫৯। দ্যূতবিশেষ।
৬০। আকর্ষণক্রিয়া। (দূরস্থিত ক্রিয়া-দ্রব্যের আকর্ষণ)।
৬১। বালক্রীড়নক। (শিশুর খেলনা প্রভৃতি)।
৬২। বৈনায়কী।
৬৩। বৈজয়িকী।
৬৪। বৈতালিকী।

যথা ;—

ভ্রাতর্ম্মাথুরলোকবৃত্তকথনং যত্নান্মনস্যানয়ে
বিস্মর্ত্তুং ব্রজবৃত্তমত্র বলতে তৎপ্রত্যুত স্মারকম্।
মাতা মাতরমাদধাতি পিতরং চিত্তেঽপি তা বন্ধুতা
বন্ধূন্ মে করবাণি কিং বত ! ময়া কালঃ কথং ক্ষিপ্যতাম্ ॥৭৫॥

ইদানীং মাতা মাং স্মরতি শয়নাদ্ভ্রংশিতবপুঃ।
পিতা তদ্বৎকিন্তু প্রসজতি মিথস্তন্ন মিথুনম্।
জ্বলত্যুচ্চৈর্ব্বহ্নৌ নিজবপুষি কো বা সখিজনং
পরিষ্বক্তুং হা ! ধিক্ পতনমিহ তস্যাপি লষতি ॥৭৬॥

তাং বার্ত্তাং বর্ণয়তি—ভ্রাতরিতি। হে ভ্রাতঃ ব্রজস্থানাং বৃত্তান্তং বিস্মর্ত্তুং যত্নান্মনসি মাথুর লোকবৃত্তকথনং আনয়ে প্রাপয়ামি। কিন্তু প্রত্যুত তদত্র ব্রজবৃত্তেঃ স্মারকং সদ্বলতে স্মারকং ভূত্বা সমর্থয়তি। মাথুরলোকবৃত্তান্তে মাতেতি শ্রুতে মম চিত্তে মাতরং ব্রজরাজ্ঞীং সা আদধাতি এবং পিতেত্যাদৌ অহং কিং করবাণি বতেতি খেদে। ময়া কালঃ কথং যাপ্যতাং ॥ ৭৫ ॥

কিঞ্চেদানীমিতি ইদানীং সংপ্রতি মাতা মাং স্মরতি তদ্বৎ শয়নাৎ ভ্রংশিতং চালিতং বপুর্যস্য স পিতা মাং স্মরতি কিন্তু তত্র গৃহে মিথঃ পরস্পরং মিথুনং যুগ্মং প্রসজতি একবিচ্ছেদেন বিরহস্যাত্যসহ্যত্বাৎ। নিজবপুষি বিরহাগ্নৌ উচ্চৈর্জ্জ্বলতি সতি হা ধিক সখিজনং পরিষ্বক্তুং ভাবে ক্তুং। হাদিযোগে দ্বিতীয়া। সখিজনস্য তত্র পরিষ্বজনং হা ধিক্ তস্য সখিজনস্যাপি ইহ বহ্নৌ কো বা জনঃ পতনং লষতি কাম্যতি ॥ ৭৬ ॥

ভাই ! আমি ব্রজবাসীদিগের বৃত্তান্ত ভুলিয়া যাইবার জন্য মথুরাবাসী লোকদিগের বৃত্তান্ত, যত্নপূর্ব্বক মনোমধ্যে আনয়ন করিতেছি। কিন্তু প্রত্যুত সেই বৃত্তান্ত এই ব্রজবৃত্তান্ত বিষয়ে স্মরণ হইয়া সমর্থন করিতেছে। মাতা বলিলেই কি মাতৃনাম শ্রবণ করিলে আমার সেই ব্রজরাজ্ঞীর কথা মনে পড়ে। পিতা বলিলে ব্রজরাজের নাম হৃদয়ে জাগরূক হয়। বন্ধুদিগের নাম শুনিলেই বাল্য সখা ব্রজবন্ধুদিগের নাম স্মরণ হইয়া থাকে। অতএব এই সকল বিষয়ে আমি কি করিব। হায়! কি করিয়াই বা আমি কাল যাপন করি! ॥ ৭৫ ॥

সম্প্রতি জননী আমাকে স্মরণ করিতেছেন। ঐ পিতা ও শয্যা হইতে উঠিয়া গিয়া আমাকে স্মরণ করিতেছেন। কিন্তু সেই গৃহে উভয়েই বিদ্যমান আছেন।

মাতাপ্যস্তু পিতাপ্যস্তু সখায়ঃ সন্তু দূরতঃ।
গোষ্ঠং বনং চ তৎসর্ব্বং দন্দগ্ধি হৃদয়ং মম ॥ ইতি ॥৭৭॥

তদেবং স্থিতে তত্র সঙ্কর্ষণস্তু সবাষ্পবর্ষ সান্ত্বয়তি॥ ভ্রাতর্ম্মম সর্ব্বং বিহায়ার্ব্বাগেব তত্র প্রকটমটিতুমিচ্ছা। ভবানেব তু সঙ্কোচং রোচয়মানস্তত্র স্থগিতায়তে। তদেবমপ্যাপাততঃ সন্ত্বনায় কিমপি তেষু স্বয়ং স্মর্য্যমাণমপি বিস্মর্য্যমাণং করোষি। যৎ খলু তেষু মাত্রাদিষু মুহুরতিমাত্রং যাত্রাং বিনাপি প্রত্যক্ষপাত্রায়সে ॥ ৭৮ ॥

কিন্তু মাতেতি তৎ সর্ব্বং স্মৃতং সৎ মম হৃদয়মতিশয়েন দহতি ॥ ৭৭ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য খেদোক্তিং নিশম্য রাম স্তং সান্ত্বিতবান তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। বাষ্পস্যা স্রজলস্য বর্ষেণ সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাৎ। অর্ব্বাগেব অধুনৈব প্রকটং যথাস্যাত্তথা তত্রাটিতুং গন্তুং মমেচ্ছা তত্র সমানে ভবানেব সঙ্কোচং প্রকাশয়মানঃ স্থগিতায়তে স্তব্ধ ইবাচরতি। স্বয়মাত্মনা বিস্মরণবিষয়ং করোষি। যাত্রাং তত্র গমনং বিনাপি প্রত্যক্ষপাত্রায়সে প্রত্যক্ষযোগ্যমাচরসি ॥ ৭৮ ॥

না থাকিলে একের বিচ্ছেদে অসহ্য বিরহ উপস্থিত হইবে। নিজের শরীর বিরহানলে সমধিক জ্বলিয়া উঠিলে, তথায় বন্ধুজনের আলিঙ্গনকে ধিক্। কারণ, কোন্ ব্যক্তি না ঐ অনলে বন্ধুজনের পতন বাঞ্ছা করিয়া থাকে! ॥ ৭৬ ॥

মাতাও থাকুন এবং পিতাও থাকুন, এবং বন্ধুগণও দূরে থাক। কিন্তু সেই গোষ্ঠ এবং বৃন্দাবনকে স্মরণ করিলে আমার মন নিরতিশয় দগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

এইরূপ ঘটিলে পর বলরাম নেত্রজল মোচন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ভাই! সকল বস্তু পরিত্যাগ করিয়া এখনই আমার সেই স্থানে প্রকাশ্যে যাইতে হইয়াছে। কেবল তুমিই সঙ্কোচভাব প্রকাশ করিয়া যেন স্থগিত হইয়া আছ। অতএব এইরূপে আপাততঃ সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপরে স্বয়ংই যাহা কিছু স্মরণ হইতেছে, তাহাই তুমি বিস্মরণ করিয়া দিতেছ। যে হেতু সেই সকল জননী প্রভৃতির নিকটে তুমি গমন ব্যতিরেকেও বারংবার প্রত্যক্ষ হইবার উপযুক্ত হইতেছ ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—আং আং সত্যং সত্যং ; তথাপি তেষাং তত্তন্মুহুঃ স্বপ্নায়মানতামাপ্নুবন্মম চ তদ্রূপতয়া ভাতি কিং কুর্য্যামিতি ॥ ৭৯ ॥

তদেবং ভ্রাতৃদ্বয়ং সবাষ্পং ব্যতিষজ্য নিদ্রাতীত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ৮০ ॥

যতঃ ;—

প্রত্যক্ষকল্পমাসীদ্যৎ প্রত্যক্ষং তদিহেক্ষ্যতাম্।
কৃষ্ণঃ সোহয়ং ভবান্ সোহয়ং সভায়াং হি ব্রজাধিপ ! ॥৮১॥

তদেতন্নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—আমামিতি। স্বপ্নায়তাং স্বপ্নতুল্যতাং প্রাপ্নুবন্ মম চ তদ্রূপতয়া স্বপ্নায়মানতয়া ভাতি তদ্দর্শনসুখং ন স্মর্য্যতে কিং কুর্য্যাং ইতি ॥ ৭৯ ॥

কথক স্বং প্রসঙ্গং সমাধত্তে তদেবমিতিগদ্যেন। সবাষ্পমশ্রুজলসহিতং যথা স্যাত্তথা ব্যতিষজ্য পরস্পরেণ মিলিত্বা নিদ্রাতি নিদ্রাং গতং।

অলমতিবিস্তরেণেতি তস্য তদ্বিরহস্য গতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৮০ ॥

তদেব বর্ণয়তি—প্রত্যক্ষেতি। যৎ পুরা প্রত্যক্ষকল্পং স্ফুরণরূপেণ প্রত্যক্ষসদৃশং আসীৎ তদিহ সময়ে প্রত্যক্ষামিন্দ্রিয়বেদ্যং দৃশ্যতাং হি যতঃ হে ব্রজাধিপ ! অস্যাং সভায়াং সোহয়ং কৃষ্ণঃ সোহয়ং ভবানিতি অতো বিচ্ছেদাভাবাৎ তদ্বর্ণনেনালং ॥ ৮১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হা হা, স্মরণ হইয়াছে, স্মরণ হইয়াছে, এ কথা সত্য এ কথা সত্য। তথাপি তাঁহাদের স্বপ্নতুল্য তত্তৎ বস্তু প্রাপ্ত হইয়া আমারও সকল বস্তু স্বপ্নের মত প্রকাশ পাইতেছে। অতএব আমি কি করিব ॥ ৭৯ ॥

কথক বলিলেন, এইরূপে দুই ভ্রাতা অশ্রুজল মোচন পূর্ব্বক পরস্পর মিলিত হইয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন। অতএব আর অধিক বিস্তারে কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৮০ ॥

যে হেতু হে ব্রজরাজ ! পূর্ব্বে যে বস্তু স্ফুরণরূপে প্রত্যক্ষের তুল্য হইয়াছিল, এই সময়ে সেই বস্তু ইন্দ্রিয়বেদ্য দর্শন করুন। কারণ, এই সভাতে এই সেই শ্রীকৃষ্ণ, এবং এই সেই আপনি রহিয়াছেন। অতএব বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং বিচ্ছেদ বর্ণনা বৃথা ॥ ৮১ ॥

তদেবং তান্ সন্তোষ্য ত্রিযামা-কথয়া শ্রীকান্তলাভেন সুখাধিকা রাধিকাদিকাশ্চ পোষ্যন্তে স্ম ॥ ৮২ ॥

যথা মধুকণ্ঠঃ প্রাহ—অথ ব্রজনাগরীণামনুরাগসাগরঃ স এষ জাগরানন্তরমিদং পরামমর্শ ॥ ৮৩ ॥

স্বপ্নঃ সোঽয়ং সমন্তাৎ কিমথ বত ! ময়া রাসতুল্যোঽভিদৃষ্টঃ
স্বপ্নো নায়ং মদঙ্গং পরিমলবলিতং যেন গোপাঙ্গনানাম্।
হা ! ধিঙ্মে ব্রহ্মচর্য্যং বিগলিতমথবা বুদ্ধিপূর্ব্বং তদেত-
ন্ন স্যাদস্মান্ন দোষঃ স্ববিরহদহনাৎ প্রত্যুতামূস্তরন্তি ॥ ৮৪ ॥

যথা দিবাসভায়াং ব্রজরাজাদীন্ তথা নিশাসভায়াং তৎপ্রেয়সীগণং সান্ত্বিতবানিতি বর্ণয়তি তদেবমিতি সুখাধিকঃ স্বপ্রিয়লাভেন সুখমধিকং যাসাং তাঃ। পোষ্যন্তে স্ম পুষ্টীকৃতাঃ ॥ ৮২ ॥

গুরুগৃহেঽপি শ্রীকৃষ্ণো যৎ পরামৃষ্টবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। অনুরাগনিধিঃ স এষ কৃষ্ণ ইদং বক্ষ্যমাণং পরামর্শং কৃতবান্ ॥ ৮৩ ॥

তৎপরামর্শনং বর্ণয়তি—স্বপ্ন ইতি। রাসতুল্যঃ সোঽয়ং স্বপ্নো ময়া অভিদৃষ্টঃ পুনর্বিবিনক্তি অয়ং স্বপ্নো ন কিন্তু জাগরণসদৃশঃ যেন গোপাঙ্গনানাং পরিমলঃ সুগন্ধ স্তেন বলিতং সংযুক্তং মদঙ্গমভূৎ। ব্রহ্মচর্য্যে তত্ত্বাখ্যায়াং বিভাব্যাহ মে মম ব্রহ্মচর্য্যং বিগলিতং বিনষ্টং হা ধিক্ বুদ্ধিপূর্ব্বং বুদ্ধি র্জ্ঞানং সা পূর্ব্বে পূর্ব্বকালে যস্ত তদেতন্ন স্যাৎ অস্মাদ্ধেতো র্মম ন দোষঃ প্রত্যুত অমূর্গোপ্যঃ নিজবিরহানলাৎ তরন্তি মৎসাক্ষাৎকারেণ বিরহনিবৃত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৮৪ ॥

অতএব এই প্রকারে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া রাত্রিকথা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ লাভ হইলে রাধিকা প্রভৃতি গোপাঙ্গনাদিগকে সমধিক সুখশালিনী করিয়া পুষ্ট করিয়াছিল ॥ ৮২ ॥

মধুকণ্ঠ কহিল, অনন্তর ব্রজনারীগণের অনুরাগসাগর ঐ শ্রীকৃষ্ণ জাগরণের পর এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩ ॥

হায় ! আমি চারিদিকে কি সেই রাসের তুল্য স্বপ্ন দেখিতেছি ! অথবা ইহা স্বপ্ন নহে, কিন্তু ইহা জাগরণের তুল্য। যে হেতু আমার অঙ্গ, গোপাঙ্গনাদিগের দেহপরিমলে সংযুক্ত হইয়াছে। অতএব আমার ব্রহ্মচর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। হায় ধিক্ ! অথবা ইহা আমার জ্ঞান পূর্ব্বক হয় নাই, সুতরাং আমার ইহাতে

বস্তুতশ্চ মৎপ্রাণসপর্য্যায়াভিস্তাভিঃ পরিচর্য্যয়া ব্রহ্মচর্য্যং ন পর্য্যয়মর্জ্জয়তীতি তাপনীদর্শিনা মহর্ষিণাপি নিরূপিতমস্তীতি ॥ ৮৫ ॥

তদেতাবন্মাত্রপাত্রং রাত্রিকথাপ্রাপণং সমাপয়ন্ মধুকণ্ঠঃ প্রাহ—॥ ৮৬ ॥

সোঽয়ং রাধে! ভবৎপ্রাণ ইতি সত্যং ভবন্মতম্।
তস্মাদ্‌গতাগতং কুর্ব্বন্নৈষ দোষেণ দৃশ্যতাম্ ॥ ৮৭ ॥

বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বাভাবাৎ ন দোষ ইতি বিচারিতং সংপ্রতি বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বেঽপি ন দোষ ইতি পরামৃষ্টবানিতি বর্ণয়তি—বস্তুতশ্চেতি। মৎপ্রাণসপর্য্যায়োভিঃ মম প্রাণস্য সমানঃ পর্য্যায়ো যাসাং তাভি র্মম প্রাণরূপাভিরিত্যর্থঃ। তাভিঃ কর্ত্রীভিঃ পরিচর্য্যয়া শুশ্রূষয়া ব্রহ্মচর্য্যং পর্য্যয়ং ব্যতিক্রমং ন অর্জ্জয়তি তাপনীদর্শিনা দুর্ব্বাসসা নিরূপিতং "স বো হি স্বামী ভবতী"ত্যাদিনা ॥ ৮৫ ॥

তদেবং প্রকরণং সমাপয়তি—তদেতাবদিতিগদ্যেন। এতাবন্মাত্রং পাত্রং যোগ্যো যত্র তৎ রাত্রিকায়াঃ প্রাপণং ॥ ৮৬ ॥

সমাপনরীতিং বর্ণয়তি—সোঽয়মিতি। ভবত্যাঃ প্রাণঃ ভবৎপ্রাণঃ তস্মাদিতি ভবৎপ্রাণত্বাৎ অতঃ আগমনাভাবে তব জীবনমেব ন স্যাৎ কার্য্যান্তরায় গত্বা পুনরাগমনং কুর্য্যাদতো দোষেণ নৈব দৃশ্যতাং ॥ ৮৭ ॥

দোষ নাই। প্রত্যুত ঐ সকল গোপী, আমার বিরহানল হইতে উত্তীর্ণ হইতেছে। কারণ আমার সাক্ষাৎকারে তাহাদের বিরহ নিবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৮৪ ॥

বাস্তবিক কিন্তু আমার প্রাণরূপা সেই সকল গোপীগণ পরিচর্য্যা করাতে আমার ব্রহ্মচর্য্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। তাপনীদর্শী মহর্ষি দুর্ব্বাসাও "সেই আমাদের স্বামী হইবে" এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৮৫ ॥

অতএব এইরূপে মধুকণ্ঠ এই পর্য্যন্ত যোগ্য বিষয়যুক্ত রাত্রিকথার সমাপন ঘটাইয়া বলিতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥

হে রাধিকে! এই কৃষ্ণ যে তোমার প্রাণ, ইহা সত্যই তোমার মত। অতএব কার্য্যান্তরের নিমিত্ত তিনি গমন করিয়াছেন, পুনর্ব্বার আগমন করিবেন। অতএব তুমি ইহাকে দোষ দৃষ্টিতে দর্শন করিও না ॥ ৮৭ ॥

তদেবং তামপি কারিতকৃষ্ণপ্রত্যক্ষতাসুখলক্ষতয়া ভাসয়িত্বা কথকযুগ্মং তদ্‌যথাযথং সর্ব্বেণ সহ স্বাবসথং জগাম ॥৮৮॥

তথা সহ মাধবস্তু সহসা বিলাসনিলয়ং বিরাজয়ামাস ॥৮৯॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমন্বধ্যয়ন-
স্পাষ্টপ্রতিষ্ঠ(ক)মষ্টমং
পূরণম্ ॥ ৮ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ সমাধত্তে—তদেবমিতি। কারিতা যা কৃষ্ণস্য প্রত্যক্ষতা তয়া সুখস্য লক্ষ্যো যস্যাং তদ্ভাবতয়া তামপি শ্রীরাধাং দীপায়িত্বা স্বাবসথং স্বগৃহং যযৌ ॥ ৮৮ ॥

ততশ্চ সুখবিলাসং বর্ণয়তি—তয়েতি। সহসা উৎসবেন বিহারসদনং ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরচম্পূামষ্টমং পূরণং ॥ ০ ॥

অতএব এইরূপে রাধিকাকেও কৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করাইয়া এবং সেই সুখ চিহ্নে তাঁহাকে প্রদীপ্ত করিয়া কথক যুগল, যথাবিধি সকলের সহিত স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন ॥ ৮৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণও রাধিকার সহিত উৎসবের সহিত বিলাসগৃহ বিরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ৮৯ ॥

ইতি উত্তর শ্রীগোপাল চম্পূ কাব্যে, স্পষ্ট অধ্যয়ন প্রতিষ্ঠা নামক অষ্টম পূরণ ॥ ০ ॥ ৮ ॥

(ক) অধ্যয়নেন স্পষ্টা প্রতিষ্ঠাযত্র তৎ।

নবমং পূরণম্।

গুরুতনয়-সমানয়নম্।

অথ শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশলব্ধবরিমণি ব্রজরাজপদসীমনি কথা। যথা স্নিগ্ধকণ্ঠঃ প্রাহ—॥ ১ ॥

তদেবং কলাকলাপবলিতাঙ্গেষু বেদবেদাঙ্গেষু সাঙ্গেষু তয়োরেতয়োঃ সমাবর্ত্তনং গুরুর্ব্বর্ত্তয়ামাস। যত্র তৎপুরবাসিনঃ সর্ব্বেঽপি তৎপর্ব্বেহমানাঃ সমুদিত্য প্রশস্তবস্ত্রালঙ্কারান্ সমুচ্চিত্য তৌদিত্যপত্যারিপুরামাবদ্যোতয়ন্ত ॥ ২ ॥

শ্রীমদুত্তরগোপালচম্প্বাং নবমপূরণে।

যমালয়াদ্‌গুরোঃ পুত্র আনীত ইতি বর্ণ্যতে ॥

তদেবং গুরুগেহে অবস্থিতয়োস্তয়োঃ কিং বৃত্তমভূদিতি বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশেন লব্ধো বরিমা যস্য তস্মিন্ সদসি ব্রজরাজস্য যৎ পদং স্থানং তস্য সীমনি মর্য্যাদায়াং কথা তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ॥ ১ ॥

তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। কলাকলাপৈশ্চতুঃষষ্টিকলাভির্বলিতানি যুক্তান্যঙ্গানি যেষাং তেষু বেদাশ্চত্বারঃ, বেদাঙ্গানি ষট্ তেষু সাঙ্গেষু সংপূর্ণেষু সৎসু এতয়োরসিতসিতয়োঃ সমাবর্ত্তনং গৃহগমনায়ানুজ্ঞাং বিহিতবান্। যত্র সমাবর্ত্তনে তৎ পর্ব্বেহমানাঃ সমাবর্ত্তনোৎসবং চেষ্টমানাঃ মিলিত্বা সমুচ্চিত্য সমীপং প্রাপয্য দিত্যপত্যরিপুঃ কৃষ্ণঃ রামো বলশ্চ তৌ দ্যোতিতবন্তঃ ॥ ২ ॥

উত্তর গোপাল চম্পূর নবম পূরণে শ্রীকৃষ্ণ যে যমালয় হইতে গুরু পুত্রকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত হইবে।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা যাহার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই ব্রজরাজ সভার মর্য্যাদা বিষয়ে এইরূপ কথা হইয়াছিল। তথায় স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিলেন॥ ১ ॥

অতএব এই প্রকারে চতুঃষষ্টি কলা সংযুক্ত, চারি বেদ এবং শিক্ষা কল্পাদি

অথানয়োরক্ষীণাং দক্ষিণাং দাতুং ভাববতোর্ম্মহাপ্রভাববতোঃ কৃতকার্য্যঃ স বেদাচার্য্যস্তন্নির্দ্ধার্য্য পত্নীমন্ত্রণয়া সপত্নীভূয় জলধিলীনচরং নিজকুমারবরং পরং যাচিতবান্ ॥ ৩ ॥

তচ্চ নিশম্য স এষ রম্যস্বভাবঃ সম্যগেব শর্ম্ম সঙ্গম্য সকলকলানিধিস্তব কুলকলানিধির্নিবেদিতবান্ ॥ ৪ ॥

ননু গুরুস্তয়োঃ সমাবর্ত্তনানুজ্ঞাং দত্তবান্ তৌহি কিং গুরুদক্ষিণাং ন দদতু স্তত্রাহ—অথেতি-গদ্যেন। অক্ষাণাং সংপূর্ণাং দক্ষিণাং দাতুং ভাববতোরভিপ্রায়বিশিষ্টয়ো র্মহাপ্রভাববতোরনয়োঃ সতোঃ স বেদাচার্য্যঃ কৃতকার্য্যঃ তয়োঃ সম্পূর্ণবিদ্যাদানং যেন সঃ তদ্দক্ষিণা দানগ্রহণং নির্দ্ধার্য্য পত্ন্যা যা মন্ত্রণা তয়া সপত্নীভূয় পূর্ব্বস্মিন্ সমুদ্রে লীনং মগ্নং নিজপুত্রজ্যেষ্ঠং দক্ষিণাত্বেন যাচিতবান্ ॥ ৩ ॥

তদ্‌যাচনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণো যৎকরোত্তদ্দর্শয়তি—তচ্চেতি। শর্ম্ম সুখং গুরুসন্তোষকরণেন সর্ব্বসুখজননাৎ। হে ব্রজরাজ! তব বংশদ্বিজরাজঃ ॥ ৪ ॥

ষড়ঙ্গ সকল সম্পূর্ণ হইলে, আচার্য্য ঐ সিত এবং অসিতের সমাবর্ত্তন কার্য্য, অর্থাৎ গৃহগমনের জন্য অনুমতি করিয়াছিলেন। সমাবর্ত্তন কার্য্যে সমাবর্ত্তনের উৎসব বাসনা করিয়া সেই পুরবাসী সকলেই মিলিত হইয়া প্রশস্ত বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি নিকটে লইয়া গেলে, দানবারি শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁহাদের সহিত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন (ক) ॥ ২ ॥

অনন্তর মহা প্রভাবশালী সেই কৃষ্ণ এবং বলরাম সম্পূর্ণ গুরু দক্ষিণা দান করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, সেই বেদাচার্য্য গুরুদেব সম্পূর্ণ বিদ্যাদান কার্য্য সমাপন করিয়া, এবং তাহারা যে গুরু দক্ষিণা দান করিবে, তাহার গ্রহণ অবধারণ করিয়া পত্নীর মন্ত্রণানুসারে সযত্ন হইয়া পূর্ব্বে যে পুত্র সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছিল, সেই নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই উৎকৃষ্ট দক্ষিণারূপে প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩ ॥

হে ব্রজরাজ! সেই কথা শ্রবণ করিয়া সম্যক্‌রূপে সুখ সঙ্ঘটন করিয়া

(ক) এই সমাবর্ত্তন উৎসবে ব্রহ্মচারী ভ্রাতৃদ্বয়ের যে স্নান হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে হইবে। কারণ এই পূরণে ৫৬ নং পদ্যের মধ্যে পরে "স্বধীয়ন্ সমাপ্তব্রতাস্ত্বাভিষেক" এইরূপ লেখা দৃষ্ট হয়।

মহতঃ কিল শীলমীদৃশং কৃতপূর্ত্ত্যপ্যুপকৃত্য লজ্জতে।
অপি ভৃত্যজনাদলন্তৃতান্নিজসেবাময়মীষদিচ্ছতি ॥ ৫ ॥
বাৎসল্যতঃ পরং দেব-কীর্ত্তিং নৌ দাতুমিচ্ছসি।
পরন্তু ভবতা দত্তা বিদ্যা সর্ব্বং করিষ্যতি ॥ ৬ ॥

ততশ্চ ;—

গুরুযুগমভিবাদ্য তন্মহত্ত্বং জননিচয়েঽধিগময্য বিদ্যয়া তৌ।
দিবিজমেব শতাঙ্গমঙ্গসাঙ্গং বিদধতুরাদধতুঃ স্বমত্র চাশু ॥৭॥

তন্নিবেদনং বর্ণয়তি—মহত ইতি। মহতো জনস্য কিল নিশ্চিতং ঈদৃশং শীলং স্বভাবো ভবতি। কৃতা পূর্ত্তি যত্র এবমুপকৃত্য লজ্জতে ভৃত্যজনাদপি অলংভৃতামতিশয়েন পুষ্টাং নিজসেবাং অয়ং মহান্ ঈষদল্পমিচ্ছতি এতে এতাদৃশীং সেবাং ন কুর্য্যুরিতি ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ হে দেব গুরো ! পরং কেবলং বাৎসল্যতঃ নৌ আবয়োঃ কীর্ত্তিং দাতুমিচ্ছসি, পরন্তু ভবতা আবাভ্যাং সর্ব্বা দত্তা বিদ্যা সর্ব্বং করিষ্যতি অতোঽহং সমুদ্রলীনং পুত্রমানয়িষ্যামীতি ॥ ৬ ॥

তদ্দক্ষিণাদানার্থং তৌ ততো গতবন্তাবিতি বর্ণয়তি—গুরুযুগমিতি গুরুযুগং তৌ জায়াপতী প্রণম্য জনস্য সমূহে বিদ্যয়া গুরোর্মহত্ত্বং অধিগময্য জ্ঞাপয়িত্বা স্বর্গজাতং শতাঙ্গং বজ্রমেব সাঙ্গং পরিকরসহিতং অঙ্গং বিদধতুঃ অত্র বিষয়ে স্বং চিত্তমাদধতুরাহিতবন্তৌ ॥ ৭ ॥

এই মনোহর স্বভাব সম্পন্ন, সকল বালা বেত্তা আপনার এই কুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ নিবেদন করিলেন ॥ ৪ ॥

মহৎ লোকের নিশ্চয়ই এইরূপ স্বভাব যে, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে উপকার করিয়াও লজ্জিত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা যে ভৃত্যদিগকে অত্যন্ত ভরণ পোষণ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের নিকট হইতে অল্প পরিমাণে নিজ সেবা ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

হে গুরুদেব ! আপনি কেবল বাৎসল্য গুণেই আমাদের দুইজনকে কীর্ত্তি-দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু আপনি যে আমাদিগকে বিদ্যাদান করিয়াছেন, সেই বিদ্যাই সকল কার্য্য করিবে। অতএব আমি আপনার সমুদ্রলীন পুত্রকে আনয়ন করিব ॥ ৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম গুরুদেব এবং গুরু পত্নীকে প্রণাম করিয়া বিদ্যাদ্বারা গুরু মাহাত্ম্য সকল লোকের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া স্বর্গজাত বজ্রের মত অঙ্গ পরিকর বদ্ধ করিলেন, এবং ঐ বিষয়ে শীঘ্র চিত্ত সমর্পণ করিলেন ॥ ৭ ॥

অথ তথা গুরোরাদেশতঃ প্রভাসদেশসদেশসমুদ্রং সরথমনুদ্রবন্তৌ রামকৃষ্ণাখ্যাবন্তৌ সারথিরথিনৌ সন্তৌ লবত এব গতবন্তৌ। গত্বা চ তস্য প্রথমপ্রথমানদর্শনতঃ সকুতুকং পরামর্শমীয়তুস্তরাং। অহো! ঘনরসানাং বিস্তারাকারঃ সোঽয়মকূপারঃ পশ্যতাং চক্ষূংষি বিস্তারয়তি। অস্মদবলোকনতঃ শর্ম্মবানিব চ কর্ম্মবানবলোক্যতে। যতস্তরঙ্গসঙ্ঘরিঙ্গণয়া সম্যগালিঙ্গনায়াভিগচ্ছন্নিব। পিণ্ডীভূতডিণ্ডীরমণ্ডলীমণ্ডিততয়া স্ময়মান ইব। কৃতমকরাকারনাসিকাবারপ্রসারণতয়া শশ্বদাজিঘ্রন্নিব। সমুচ্ছলৎকচ্ছপাক্ষিলক্ষলক্ষিতয়া লক্ষয়ন্নিব।

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যিগদ্যেন। প্রভাসদেশস্য সদেশে যঃ সমুদ্র স্তং সরথং যথাস্যা তথা অনুগচ্ছন্তৌ রামকৃষ্ণরূপে যে আখ্যে নামনী তাভ্যাং বিশিষ্টৌ সারথিনা সহ যো রথ স্তদ্বিশিষ্টৌ লবতঃ শীঘ্রাৎ। তস্য সমুদ্রস্য প্রথমং প্রথমানং বিস্তৃতং যদ্দর্শনং তস্মাৎ সকুতুকং যথাস্যাৎ তথা পরামর্শং অতিশয়েন বুবুধতুঃ। ঘনরসানাং জলানাং অকূপারঃ সমুদ্রঃ। আবয়োর্দর্শনে সুখাবিশিষ্ট ইব কর্ম্মবান্ সমাদরকর্ত্তা সন্ দৃশ্যতে। যত এবম্ভূততয়া নিয়ম্যতে তথাচ তরঙ্গসঙ্ঘস্য সমূহস্য রিঙ্গণয়াগত্যা সম্যগালিঙ্গনায় অভিগচ্ছন্নিব পিণ্ডীভূতো যো ডিণ্ডীরঃ ফেন স্তস্য মণ্ডলী গোলাকারতয়া স্ময়মানো মন্দং হসন্নিব। কৃতো মকর আকারো মূর্ত্তি র্যেষামেবং ভূতানাং নাসিকাসমূহানাং প্রসারণতয়া আজিঘ্রন্নিব সমুচ্ছলন্তো যে কচ্ছপাস্ত এব অক্ষীণি নেত্রাণি তেষাং লক্ষং দশাযুতং তেন লক্ষিততয়া চিহ্নিততয়া লক্ষয়ন্ পশ্যন্নিব পঞ্জন্যকোটীনাং

অনন্তর ঐরূপ গুরুর আদেশানুসারে কৃষ্ণ এবং বলরাম নামধারী উভয়েই রথে চড়িয়া প্রভাস দেশের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র তটে গমন করিলেন। উভয়ের রথে সারথি ছিল, এবং উভয়েই অনুগমন করিয়া শীঘ্রই সেইস্থানে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া সমুদ্রের বিস্তারিত দেহ দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উভয়ে অত্যন্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আহা! জল রাশির বিস্তারকারক এই সমুদ্র, দর্শকবৃন্দের নেত্র সমূহ বিস্তার করিতেছে। আমাদের দুইজনকে দেখিয়া যেন সমুদ্র সুখবিশিষ্ট হইয়া সমাদর করিতেছে। কারণ, তরঙ্গসমূহের কম্পনে সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গন করিবার জন্য যেন সম্মুখে গমন করিতেছে। পিণ্ডীকৃত ফেন সমূহের গোলাকারভাবে বিভূষিত হইয়া যেন

পর্জ্জন্যকোটিগর্জিতচর্য্যতাসম্যগর্জ্জিতনাদতয়া বাদয়ন্নিব। তত্ত-দুচ্চাবচভাবপ্রচয়প্রচিতাবয়বতয়া নৃত্যন্নিব।

জিতসর্ব্বসপত্নপ্রত্নৃপপ্রযত্নদুর্ল্লভরত্নব্যঞ্জিনিজাবর্ত্তাঞ্জলিতয়া বলিমুপহরন্নিব চ নিরূপ্যতে ইতি ॥ ৮ ॥

তদেবমুৎপ্রেক্ষ্য প্রেক্ষমাণয়োরনয়োরমূদৃশতয়া সাক্ষাদেব দেবশরীরঃ সন্ নীরধিরসৌ প্রেক্ষ্যতে স্ম। প্রেক্ষ্যমাণশ্চায়ং

গর্জ্জিতস্য শব্দস্য চর্য্যা যস্য তদ্ভাবতয়া পর্জ্জন্যকোটিগর্জ্জিতচর্য্যতা তয়া সম্যক্ নাদঃ শব্দো যস্য তদ্ভাবতয়া বাদয়ন্নিব। তে তে যে উচ্চাবচভাবপ্রচয়াস্তরঙ্গরঙ্গিণ উচ্চাবচত্বসমুদায়া স্তৈঃ প্রচিতানি পৃথগিব দৃষ্টানি অবয়বানি যস্য তদ্ভাবতয়া নৃত্যন্নিব। জিতাঃ সর্ব্বে সপত্না রিপবো যৈ স্তেচ তে প্রত্না নব্যা নৃপাশ্চেতি তেষাং প্রযত্নেন দুর্লভানি যানি রত্নানি তানি ব্যঞ্জিতুং শীলমেষাং তে চ তে নিজস্য আবর্ত্তা ঘূর্ণাস্তে এবাঞ্জলয়ো যস্য তদ্ভাবতয়া বলিমুপহারং সমর্পয়ন্নিব চ ॥ ৮ ॥

তাবেতৌ নিরীক্ষ্য সমুদ্রশ্চ যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। অমূদৃশতয়া পূর্ব্ব-

---

মৃদু মধুর হাসিতেছে। মকরাকৃতিধারী নাসিকা সমূহের প্রসারণ করিয়া যেন বারংবার আঘ্রাণ করিতেছে। উচ্ছলিত কচ্ছপরূপ লক্ষ লক্ষ নেত্রে চিহ্নিত হইয়া যেন আমাদিগকে দর্শন করিতেছে। কোটি কোটি মেঘ গর্জ্জনের অনুষ্ঠান হওয়াতে ইহারও সবিশেষ শব্দ হইতেছে, এবং সেই শব্দে যেন সমুদ্র বাদ্যধ্বনি করিতেছে। তরঙ্গ সমূহ দ্বারা তত্তৎ উচ্চাবচ (নানাপ্রকার) ভাব সমূহে অবয়ব সকল পৃথক্‌রূপে লক্ষিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন নৃত্য করিতেছে। অধিক কি, সমস্ত শত্রুবিজয়ী নবভূপতিগণের প্রযত্ন দুর্ল্লভ। (যাহা যত্ন করিয়াও পাওয়া যায় না) রত্ন সকল, ইহার আবর্ত্ত বা জলভ্রমি দ্বারা প্রকাশিত হওয়াতে সেই সকল রত্ন প্রকাশক আবর্ত্ত সমূহ যেন অঞ্জলির মত হইয়াছে, এবং এইরূপ অঞ্জলি থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, এই সমুদ্র উপহার অর্পণ করিতেছে ॥ ৮ ॥

অতএব এইরূপে উৎপ্রেক্ষা করিয়া, যখন কৃষ্ণ এবং বলরাম দর্শন করিতে লাগিলেন, তখন পূর্ব্ববর্ণিত স্বরূপ অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ দেব শরীরধারী

প্রণমন্ সঞ্জিতাঞ্জলিতয়া সগদ্গদং জগাদ। বরুণঃ খলু করুণতয়া মামিদমুপাদিদেশ ॥ ৯ ॥

ভবতি ভবাল্লঁবণাব্ধি, র্ভবন্তি চেৎক্ষুদ্রবাব্ধিমুখ্যাস্তে।
পারাবারবিহীনঃ, কৃষ্ণঃ পুনরেক এব করুণাব্ধিঃ ইতি ॥১০

তল্লক্ষণস্তু ভবানেব লক্ষ্যতে। যস্যায়মগ্রজশ্চ সাবয়বযশঃপ্রচয় ইব বিরাজতে। তস্মাদাজ্ঞাং কুরুধ্বং কিঙ্করস্য কিঙ্করোঽয়ং কিঙ্কুরুতাদিতি ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—অস্মাকং গুরুপুত্রস্য কুত্র গাত্রলবমাত্রং বর্ত্ততে তদুদ্দিশ্যতাম্ ॥ ১২ ॥

বর্ণিতস্বরূপতয়া বারধিঃ সমুদ্রঃ অদৃশ্যত তাভ্যাং প্রেক্ষ্যমাণঃ প্রণমন্ সঞ্জিতা পরস্পরমিলিতা অঞ্জলি যস্য তদ্ভাবতয়া উপলক্ষিতঃ করুণতয়া মাং প্রতি যা করুণা কৃপা তয়া ॥ ৯ ॥

তমুপদেশং বর্ণয়তি—ভবতীতি। ভবান্ লবণসমুদ্রো ভবতি ইক্ষুরসসমুদ্রাশ্চ ভবন্তি কিন্তু পারাবারহীনঃ পুনরেক এব কৃষ্ণঃ করুণাসাগর ইতি ॥ ১০ ॥

তদেব নির্দ্দিশতি—তদিতি। তৎপারাবারহীনত্বে করুণাব্ধিত্বং লক্ষণং যস্য সঃ অবয়বেন সহ বর্ত্তমানং যদ্যশঃ তস্য সমূহ ইব কিঙ্করস্য বরুণস্য কিঙ্করো ভৃত্যোঽয়ং জনঃ কিঙ্কুরুতাদিতি ॥ ১১ ॥

তন্নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—অস্মাকমিতি। গাত্রলবমাত্রং গাত্রস্যাতিসূক্ষ্মাংশমাত্রং তদুদ্দিশ্যতাং বিজ্ঞাপ্যতাং ॥ ১২ ॥

সেই জলনিধি প্রত্যক্ষ হইল। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম সমুদ্রকে দর্শন করিলে সমুদ্র প্রণাম সহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিল। বরুণ করুণা পূর্ব্বক আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন ॥ ৯ ॥

"তুমি হইতেছ লবণ সমুদ্র, এবং অন্যান্য প্রধান ইক্ষুরসের সমুদ্র সকলও বিদ্যমান আছে। কিন্তু পারাবার বিহীন এবং শ্রীকৃষ্ণই করুণার সাগর" ॥ ১০ ॥

কিন্তু সেই বরুণ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আপনাতেই লক্ষিত হইতেছে। আপনার এই জ্যেষ্ঠও মূর্ত্তিমান্ (শুভ্র) যশোরাশির মত বিরাজ করিতেছেন। অতএব আপনারা দুইজনে আজ্ঞা করুন,—কিঙ্করের (বরুণের) কিঙ্কর, অর্থাৎ দাসানুদাস আপনার কি করিবে ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমাদের গুরুপুত্রের কোথায় শরীরের সূক্ষ্ম অংশ মাত্র আছে, তাহা বলিয়া দেও ॥ ১২ ॥

সমুদ্র উবাচ ;—ভবচ্চরণনখরশিখরাবলেরঞ্জলং শিরসা নির্ম্মঞ্ছয়ামি। সতু দরকলেবরপঞ্চজনোদরমঞ্চন্নাসীৎ। যদি কদাচিদদ্য চ বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—যদ্যনুজ্ঞাপ্যতে ভবতা তদা তং তস্মান্নির্য্যাপয়ামঃ ॥ ১৪ ॥

সমুদ্র উবাচ ;—ইতস্তনং মম কথনং সহমহাসাহসং ধৃষ্টতাপরামৃষ্টং স্যাৎ। কিন্তু যথেচ্ছা মহেচ্ছানাং ॥ ১৫ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বাগ্রজং ব্যাজহার ;—আর্য্যচরণাঃ! স্বয়ং

তদেতৎ শ্রুত্বা যন্নিবেদিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—ভবচ্চেতি। ভবতশ্চরণয়ো যানি নখরাণি নখা স্তেষাং শিখরাবলেরগ্রদেশপঙ্‌ক্তেঃ অঞ্চলং তস্যাঃ শেষাংশং নির্ম্মঞ্ছয়ামি আরাধয়ামি, সতু গুরুপুত্রঃ দরঃ শঙ্খঃ স এব কলেবরং যস্য স চাসৌ পঞ্চজনশ্চেতি তস্যোদরং গচ্ছন্নাসীৎ কিন্তু বর্ত্ততি ॥ ১৩ ॥

তন্নিশম্য শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিং বর্ণয়তি—যদ্যেতি। তং গুরুপুত্রং তস্মাৎ পঞ্চজনোদরাৎ নির্যাপয়ামঃ নির্গমিতং বা কুর্ম্মঃ ॥ ১৪ ॥

তদা সমুদ্রস্যোক্তিং বর্ণয়তি—ইত ইতি। ইতস্তনং অতঃপরং মহাসাহসেন সহযুক্তং যৎ ধৃষ্টতাপরামৃষ্টঃ ধৃষ্টতায়াঃ প্রাগল্‌ভ্যস্য পরামর্শো যত্র তৎ স্যাৎ মহতী ইচ্ছা যেষাং তেষাং যথা কামঃ ॥ ১৫ ॥

তদেবং নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। স্বাগ্রজং রামং। রথমিতি

সমুদ্র কহিল, আমি মস্তক দ্বারা আপনার পদনখের অগ্রভাগ সমূহের শেষভাগ আরাধনা করিতেছি। কিন্তু সেই গুরুপুত্র শঙ্খ মূর্ত্তিধারী পঞ্চজনের উদরে গমন করিয়াছে। যদি কদাপি এখনও থাকে ত আছে ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যদি তুমি অনুমতি কর, তাহা হইলে গুরুপুত্রকে পঞ্চজনের উদর হইতে বহির্গত করিয়া আনি ॥ ১৪ ॥

সমুদ্র কহিল, ইহার পর আমি যাহা বলিব, তাহাই মহা সাহসে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত ধৃষ্টতা প্রকাশ করিবে। কিন্তু মহোদয়গণের যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহাই করিবেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় অগ্রজের প্রতি বলিতে লাগিলেন। পূজ্যপাদ আর্য্য!

রথমবস্থিতিং (ক) প্রথয়ন্ত্বিতি ! তদেবং প্রোচ্য কিঞ্চিদপ্যননু-শোচ্য (খ) বার্দ্ধিনা সার্দ্ধং বার্দ্ধিমবগাহ্য তস্য কম্বুভূপতের্ব্বসতেরবাহ্যদেশং বিবেশ। স তু পঞ্চজনঃ প্রাচানগীর্ণপঞ্চজন-বালকমিব তমালোকত। কৃষ্ণশ্চান্বাচয়তস্তস্যাঙ্গসঞ্চয়নায় সতৃষ্ণ আসীৎ। তদেবং সতি বকাসুরবৃত্তমেব তত্র বৃত্তমিতি কিং বহুনা। কিন্ত্বয়মেব বিশেষঃ। তস্যোদরচরচরং তং কুমারবরগদরং বিচিন্বন্ দর চ ন তদঙ্গমবাপ তং তু নিজদরং চকারেতি ॥ ১৬ ॥

সপ্তমীপ্রাপ্তৌ কর্ম্ম। প্রথয়স্ত বিস্তারয়স্ত। অনুশোকমকৃত্বা বর্দ্ধিনা সমুদ্রেণ বার্দ্ধিং জলনিধিং তস্য শঙ্খরাজস্য অবাহ্যদেশং নিকটং প্রবিষ্টবান্। প্রাচীনঃ প্রাগ্ভবো গীর্ণো নিগরণং যস্য স চাসৌ পঞ্চজনস্য সামান্যমনুষ্যস্য বালকশ্চেতি তমিব তং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্টবান্। অন্বাচয়তঃ স্বস্য সংলগ্নস্য আদ্যাদিগণপাঠাৎ ষষ্ঠ্যাং তসিঃ। অঙ্গস্য শঙ্খস্য সঞ্চয়নায় সংগ্রহায় সাকাঙ্ক্ষ আসীৎ, বকাসুরস্য বৃত্তান্তং স্বস্য গিলনোদ্গারাদ্যনন্তরং মরণমেব জাতং। উদরে চরতি গচ্ছতীতি উদরচরং তস্য প্রাগ্ভূতস্তং যস্য তং অনেকধা বিচিন্বন্ তদঙ্গং দর চ ঈষদপি ন প্রাপ্তবান্ তস্য শঙ্খাঙ্গং নিজস্য দরং চকার ॥ ১৬ ॥

আপনি স্বয়ং রথে আরোহণ করিয়া থাকুন। অতএব এইরূপ বলিয়া, কোনও প্রকার শোক না করিয়া, সমুদ্রের সহিত সমুদ্রের মধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক, সেই শঙ্খ রাজের গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেই পঞ্চজন, পূর্ব্বে যাহাকে গিলিয়াছিল, সেই সামান্য মানবের মত সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিল। শ্রীকৃষ্ণও পর পর ভাবে শঙ্খের স্বকীয় অঙ্গসংলগ্ন অঙ্গের সংগ্রহ করিবার জন্য অভিলাষ করিয়াছিলেন। অতএব এইরূপ ঘটিলে তথায় বকাসুরের বৃত্তান্তই ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ অগ্রে গিলিয়া ফেলে, পরে উদ্গার করিবার পরই মরণ ঘটিয়াছিল। অধিক আর কি বলিব। কিন্তু এইমাত্র বিশেষ ছিল। যে কুমার পূর্ব্বে সেই শঙ্খের উদরে গমন করিয়াছিল, সেই কুমারকে অনেকবার

(ক) রথমনুস্থিতিং। ইত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌরপাঠঃ।

(খ) বার্ জলং ধীয়তে অত্র; কির্দ্দোঽন্তর্গেঃ। ইতি কিঃ। বার্দ্ধিঃ সমুদ্রঃ

অবন্তীখণ্ডে ত্বেবমাহ ;—

ততঃ পঞ্চজনং হত্বা গ্রাহরূপং মহাসুরম্।

তন্মধ্যস্থং স জগ্রাহ শঙ্খং গ্রস্তং হি যৎপুরা॥ ইতি॥১৭

অথ নিজাগ্রজসদেশং প্রবিশন্নুবাচ ;—আর্য্য! তৎকলে-বরকলাপি কলিতা। তস্মাদ্‌যত্র তজ্জীবস্তত্র গন্তব্যম্।

রাম উবাচ ;—যথাদিশন্তি ভবন্ত ইতি॥ ১৮॥

ততশ্চ সমুদ্রদর্শিতেন পথা রুদ্রকোটির্যথা তথা বীর্য্যং প্রকীর্য্য যমমপি সংযন্তুং সংযমনীমগমতাম্।

কিন্তু দূরতঃ ক্রূরক্রেঙ্কারপূরমাকর্ণিতবন্তৌ। অদূরতস্তু

অত্র প্রামাণ্যং দর্শয়তি—তত ইতি। গ্রাহঃ কুম্ভীর স্তদ্রূপং। পুরা তেন পঞ্চজনেন যৎ শঙ্খং গ্রস্তং তৎ গৃহীতবান্॥ ১৭॥

তদেবং তদন্তনরবৃত্তং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। সদেশং নিকটং তস্য গুরুপুত্রস্য দেহলেশ-মপি তত্র রামবাক্যং বর্ণয়তি—যথেতি॥ ১৮॥

ততস্তৌ সংমন্ত্র্য যমপুরীং যথাগতবন্তৌ তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। রুদ্রাণাং প্রলয়ে অন্তকারিণাং রুদ্রাণাং হরাণাং কোটি র্যথা বীর্য্যবান্ তথা বীর্য্যং প্রকীর্য্য প্রদর্শ্য সংযন্তুং বশীকর্ত্তুং

অন্বেষণ করিয়া অল্পমাত্রও তাহার অঙ্গ পাইলেন না, কিন্তু সেই শঙ্খ-শরীরকে আপনার বস্ত করিলেন॥ ১৬॥

অবন্তী খণ্ডেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কুম্ভীররূপী মহাসুর পঞ্চজনকে বধ করিয়া পূর্ব্বে সে যে শঙ্খ গ্রাস করিয়াছিল। তাহার মধ্যস্থিত শঙ্খ গ্রহণ করিলেন॥ ১৭॥

অনন্তর স্বীয় অগ্রজের নিকটে আসিয়া বলিলেন, আর্য্য! সেই গুরুপুত্রের দেহের অংশও দেখিতে পাই নাই, অতএব যে স্থানে তাঁহার জীব আছে, চলুন সেই স্থানে গমন করি। বলরাম বলিলেন, তুমি যাহা আদেশ কর॥ ১৮॥

অনন্তর সমুদ্র প্রদর্শিত পথ দিয়া প্রলয়ান্তকারী কোটিরুদ্রের মত তেজ

তৎকারণমপি নির্ব্বাণং (ক) নির্ব্বর্ণিতবন্তৌ। শঙ্খপ্রধ্বানানন্তরং হ্যবন্তীখণ্ডে তদিদং বর্ণ্যতে ॥ ১৯ ॥

তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ কৃতান্তালয়বাসিনঃ।
নরকান্তর্গতা মর্ত্ত্যাঃ পাপাচারপরায়ণাঃ ॥
সুখমাপুঃ প্রশান্তাশ্চ বহ্নয়ঃ কৃষ্ণদর্শনাৎ।
শস্ত্রাণি কুণ্ঠতাং প্রাপুর্যন্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥
বিদীর্ণানি তদা ব্যাস ! বাসুদেবস্য দর্শনাৎ।
অসিপত্রবনং নাম শীর্ণপত্রমজায়ত ॥ (খ)

সংযমনীং তস্য পুরীং জগ্মতুঃ। ক্রূরং ক্রেঙ্কারপূরং অত্যুচ্চরবং শ্রুতবন্তৌ। নির্ব্বারং নিশ্চলং যথাস্যাত্তথা বর্ণয়ামাসতুঃ। তত্র প্রমাণং শঙ্খেত্যাদি ॥ ১৯ ॥

তানি অবন্তীখণ্ডোক্তানি বচনানি লিখতি—তেনেত্যাদীনি। বিগতং ত্রস্তং ত্রাসো যেষাং তে সুখং আপুঃ প্রাপ্তবন্তঃ কৃষ্ণদর্শনাত্তেষাং দাহকা অগ্নয়ঃ প্রশান্তা বভূবুঃ। শস্ত্রাণ্যস্ত্রাদীনি যন্ত্রাণি কুম্ভীপাকাদীনি তানি বিদীর্ণানি ছিন্নভিন্নানি বভূবুঃ। শীর্ণপত্রং শীর্ণধারং অরৌরবং ন বিদ্যন্তে

বিকীর্ণ করিয়া যমকেও বশীভূত করিতে যমপুরীতে গমন করিলেন (গ) কিন্তু দূর হইতেই অতি ভীষণ অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ করিলেন। এবং অদূরে নিশ্চলভাবে তাহার কারণও বর্ণনা করিলেন। শঙ্খ ধ্বনির পর অবন্তী খণ্ডেও এইরূপ বর্ণিত আছে ॥ ১৯ ॥

সেই শব্দে যমপুরীস্থিত, নরকের মধ্যবর্ত্তী অত্যন্ত পাপাচারী মানবগণের শঙ্কা দূর হইয়াছিল, এবং তাহারা সুখ পাইয়াছিল। নারকীদিগের দাহকারী অগ্নি সকলও কৃষ্ণ দর্শনে শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল। তৎকালে নর

(ক) নির্ব্বাণং বর্ণিতবন্তৌ। ইতি মাণ্ডপাঠঃ।

(খ) শান্তপত্রমজায়ত। ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

(গ) ভুবনকোষের মধ্য গত ত্রিলোকীর মধ্যে নরক পুরী অবস্থিত। দক্ষিণদিকে ভূমির অধোদেশে এবং জলের উপরি ভাগে নরকস্থিতি বর্ণিত আছে। ধর্ম্মরাজ যম ইহার অধিপতি, তিনি ভবকালের আদেশে মৃত প্রাণিগণের কর্ম্মানুরূপ দণ্ড বিধান করেন। (ভাগবত ৫।২৬।৫) ইহা দেবলোকবিশেষ, কারণ যম একজন দেবতা। সুতরাং তাহা পাঞ্চভৌতিক জড় দেহধারী মানবের প্রত্যক্ষ নহে। যাতনা দেহপ্রাপ্ত জীবকে দণ্ড দান করাই তাহার কার্য্য।

রৌরবং নাম নরকমরৌরবমভূত্তদা।
অভৈরবং ভৈরবাখ্যং কুম্ভীপাকমপাচকম্ ॥
শৃঙ্গাটকমশৃঙ্গাটং লোহসূচ্যপ্যসূচিতাম্।
জগাম জগতামীশে প্রাপ্তে তত্র জনার্দ্দনে ॥
দুস্তরা স্থতরা জাতা তদা বৈতরণী নৃণাম্।
নরকান্তে তদা যাতে তত্র বিশ্বেশ্বরে বিভৌ ॥
পাপক্ষয়াত্ততঃ সর্ব্বে বিমুক্তা নারকা নরাঃ।
পদমব্যয়মাসাদ্য দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং তমোপহম্ ॥
বিমানাযুতসাহস্রৈরারুঢ়াস্তে সমন্ততঃ!
সমীক্ষ্য পুণ্ডরীকাক্ষং মুক্তাস্তে সর্ব্বপাতকাৎ ॥
ততঃ শূন্যং মুনে! জাতং সর্ব্বং নিরয়মণ্ডলম্।
দর্শনাত্তস্য দেবস্য বিষ্ণোর্বিশ্বস্বরূপিণঃ ॥” ইতি .০ ॥

রুরবোঽহিতিক্রুরা ক্রময়ো যত্র তৎ। অভৈরবং ভয়রাহিত্যকরং অপাচকং তপ্ত-তৈলাদিনা যঃ পাকোঽভূৎ তেন রহিতং। শৃঙ্গং পর্ব্বতাগ্রং তস্মাদাটনং নিক্ষেপণং যত্র নরকে তৎ তদ্ভাবযুক্তং বভুব। অসূচিতাং বাপনশক্তিরাহিত্যং জগাম। তদা নৃণাং দুস্তরা বৈতরণী নদী স্থতরাং স্থখেন তরণং যস্য এবং জাতাঃ। নরকস্যান্তো বিনাশো যস্মাত্তস্মিন্ নরকাদ্বিমুক্তাঃ দৃষ্টঃ অব্যয়ং পদং ক্ষয়রহিতং স্থানং প্রাপ্য তমোঽজ্ঞানং তদপহন্তীতি তৎ। সর্ব্বপাতকাৎ সর্ব্বং পাতয়তি যদজ্ঞানং তস্মা মুক্তা হরের্দাসত্বং গতা ইত্যর্থঃ। ২০ ॥

নারায়ণ দর্শন করিয়া খড়্গাদি অস্ত্র সকল কুণ্ঠিত হইয়াছিল, এবং কুম্ভীপাক প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। অসিপত্র নামে যে নরক ছিল, তাহার ধার শীর্ণ হইয়াছিল। তৎকালে রৌরব নামক নরকেও রৌরব বা অত্যন্ত ক্রূরগণ ছিল না। ভৈরব নামক নরকে আর ভয় ছিল না, এবং কুম্ভীপাক নরক ও আর কাহাকে পাক করিত না। তথায় ত্রিজগতের অধীশ্বর জনার্দ্দন উপস্থিত হইলে যে নরকে পর্ব্বত হইতে নিক্ষেপ করে, সেই নরক তখন সেই ভাব পরিত্যাগ করিল। তৎকালে মানবগণের দুস্তর বৈতরণী নদী স্থখে উত্তীর্ণ হইবার যোগ্য হইয়াছিল। নরকনাশী সেই মহাপ্রভু বিশ্বপতি তৎকালে তথায়

তদেবং কথয়ংস্তস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং শুদ্ধপিতৃত্বাদিভাবেষু শ্রীব্রজেশ্বরাদিমহানুভাবেষু বাসুদেবস্য দর্শনাদিত্যাদিবচনেষু নামান্তরাণি বিন্যস্য গোপয়ন্ কথকঃ প্রথয়ামাস। তদেবমেব শ্রীগর্গেণ দর্শিতং। "তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো-গুণৈ"রিতি ॥ ২১ ॥

প্রস্তুতমনুসরামঃ—অথ যদেতজ্জাতং ধর্ম্মরাজস্ত তচ্ছর্ম্মতয়া মতবান্। পরমকরুণাময়স্য ব্রজধরণীশতনয়স্য পুরতঃ স্বদারুণতাবারণতঃ ॥ ২২ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং নিশম্য শ্রীব্রজরাজাদীনাং বাৎসল্যাধিক্যং স্যাদিত্যভিপ্রেত্য-কথকো যৎ সমাধানমকরোত্তল্লিখতি—তদেবমিতিগদ্যেন। তদেবং কথয়ন্ শ্রীকৃষ্ণস্য নামান্তরাণি বিন্যস্য শ্রীব্রজেশ্বরাদিষু তস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং গোপয়ন্। তদেবং স্বয়ং ভগবত্ত্ব-গোপনং ॥ ২১ ॥

ততঃ কথকস্তত্রত্যং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—প্রস্তুতমিত্যাদিগদ্যেন। যদেতজ্জাতং নিরয়মণ্ডল শূন্যত্বপ্রকারঃ যমস্তু তেষাং শর্ম্মতয়া সুখভবনেন তন্মেনে তত্র হেতুং বর্ণয়তি তস্যাগ্রে স্বস্য দারুণতা ভয়ঙ্করতা তস্যা যৎ বারণং তস্মাদিতি ॥ ২২ ॥

উপস্থিত হইলে, অনন্তর নরকবাসী সমস্ত মানব, পাপক্ষয় হেতু মুক্তি লাভ করিয়াছিল। তখন তাহারা অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হইয়া এবং অজ্ঞানচ্ছেদী সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া চারিদিকে কোটি কোটি ব্যোমযানে আরোহণ পূর্ব্বক তাহারা পুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন করত সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিল। হে মুনে! অনন্তর সেই বিশ্বময় দেবদেব নারায়ণকে দর্শন করিয়া সমস্ত নরকমণ্ডল শূন্য হইয়াছিল ॥ ২০ ॥

অতএব বিশুদ্ধ পিতৃভাব প্রভৃতি ভাবযুক্ত শ্রীব্রজরাজ প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণের নিকটে "বাসুদেব দর্শনে" ইত্যাদি বাক্যে, তিনি যে স্বয়ং ভগবান্, তাহা কথক বলিয়া, অবশেষে অন্য নাম সকল উল্লেখ করিয়া গোপনে কথক বিস্তার করিতে লাগিল। শ্রীগর্গও এইরূপ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। "হে নন্দ! অতএব তোমার এই পুত্র, সকল প্রকার গুণে নারায়ণের তুল্য ॥ ২১ ॥

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে। অনন্তর যমালয়ে কৃষ্ণ

অথাজস্রস্রবদস্রকুলং বিপুলপুলকসঙ্কুলং কম্পস্তম্ভগদ্‌গদ-বশংবদগদনং স্বেদসম্ভেদসদনং কৃতাগমনং মুহুর্বিহিতগমনং শমনং বিলোক্য শ্লোক্যচরিতঃ সোঽয়মন্তশ্চিন্তয়ামাস ॥ ২৩ ॥

অহো ! মহাভাগবতোঽয়মীক্ষ্যতে
দুরাত্মতামুষ্য কথং নিশম্যতে ।
যুক্তাথবা রীতিরিয়ং মদগ্রতঃ
পাপাগ্রতঃ সা চ গুণা হি সঙ্গজাঃ ॥ ২৪ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তং শমনং বিলোক্য শ্লোকং স্তুতিবিষয়ং চরিত্রং যস্য সোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ অন্তশ্চিত্তে চিন্তিতবান্। তং কিম্ভূতং অজস্রং সদা স্রবৎ ক্ষরিতং অস্রকুলং নেত্রজলসমূহো যস্য তং বিপুলৈঃ স্থূলৈঃ রোমাঞ্চৈ র্ব্যাপ্তং কম্পস্তম্ভাভ্যাং সহ গদ্গদং বশম্বদং প্রিয়ং গদনং বচনং যস্য তং, স্বেদস্য ঘর্ম্মজলস্য সম্ভেদসদনং সমুদ্ররূপং কৃতমাগমনং যেন তং বারম্বারং বিহিতং নমনং প্রণামো যেন তং ॥ ২৩ ॥

তস্য চিন্তনপ্রকারং বর্ণয়তি—অহো ইতি। অহো হর্ষে বিস্ময়ে বা। অয়ং যমঃ অস্য দুরাত্মতা কথং শ্রূয়তে অথবা ইয়ং রীতি র্মদগ্রতো যুক্তা পাপানাং পাপবিশিষ্টানাং অগ্রতঃ অগ্রে সাচ দুরাত্মতা যুক্তা হি যতো গুণাঃ সঙ্গজা ভবন্তীতি ॥ ২৪ ॥

দর্শনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, ধর্ম্মরাজ তাহা সুখ বলিয়াই বোধ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে পরম করুণাময় শ্রীব্রজরাজ তনয়ের সম্মুখে যমের ভয়ঙ্কর ভাব নিবারিত হইয়াছিল ॥ ২২ ॥

অনন্তর সেই প্রশংসনীয় চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ শমনকে দেখিলেন যে, তাহার নেত্র হইতে অবিরত জলধারা পতিত হইতেছে, স্থূল রোমাঞ্চ জলে সর্ব্ব শরীর ব্যাপ্ত হইয়াছে ; কম্প স্তম্ভ এবং গদ্‌গদ স্বরে প্রিয় বচন বলিতেছে ; ঘর্ম্ম জলের সমুদ্র উপস্থিত করিয়াছে, এবং বারংবার প্রণাম করিতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

আহা ! এই ধর্ম্মরাজ যমকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া দর্শন করিতেছি। তবে কেন ইহার দুর্দ্দান্ত স্বভাব শ্রবণ করা যায়। অথবা আমার সম্মুখে এইরূপ রীতিই উপযুক্ত। সেই দৌরাত্ম্যও পাপিষ্ঠগণের সম্মুখে উপযুক্ত বটে। কারণ, গুণ সকল সঙ্গেই ঘটিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

অথবা ;—

শরণান্মদমূন্ বহির্ম্মুখান্ বিষয়ার্থং দুরিতান্যপীপ্সতঃ। (ক)
মম সম্মুখিতান্ বিভাবয়ন্ কৃপয়া ভীষয়তে মুহুর্যমঃ ॥ ২৫ ॥

তদেবং বিচার্য্য কৃতাবলোচনে কমললোচনে যমঃ সমভাষত ॥ ২৬ ॥

কারুণ্যং ত্বয়ি কিল পারশূন্যমাস্তে
ক্রূরাত্মন্যপি ময়ি তে কথং নু দৃষ্টিঃ।
কিম্বাসাবপি করুণাবিলাস এব
ভ্রষ্টানাং যদসকৃদুদ্ধৃতিং স বষ্টি ॥ ২৭ ॥

কিম্বা পাপিনাং হিতার্থমস্য দূরাত্মতেতি যদাচন্তয়ত্তদ্বর্ণয়তি—শরণেতি। শরণভূতা-ন্মৎসকাশাৎ বহির্ম্মুখান্ অমূন্ জীবান্ অতএব বিষয়ভোগার্থং দুরিতানি পাপানি কাময়তঃ মম সম্মুখিতান্ সেবানুরঞ্জিতান্ বিভাবয়ন্ সম্পাদয়ন্ করুণয়া যাতনাদিনা মুহুর্ভীষয়তে ভয়ং প্রাপয়তি মৎসম্মুখত্বে ভয়ং ভয়ং ন দদাতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

কথক স্তদনন্তরঃ বৃত্তং বর্ণয়তি—তদেবমিতি। যমং প্রতি কৃতমবলোচনং যেন তস্মিন্ সতি ॥ ২৬ ॥

যমবাক্যং বর্ণয়তি—কারুণ্যমিতি। ভগবতি ত্বয়ি পারশূন্যং কারুণ্যমাস্তে কিল প্রসিদ্ধঃ ক্রূরাত্মনি ময্যপি নু ভোঃ কথং তে কৃপাদৃষ্টির্জাতা। কিম্বা অসৌ দৃষ্টিঃ করুণাবিলাস এব যদ্‌যস্মাৎ স করুণাবিলাসঃ ভ্রষ্টানাং অসকৃন্মুহুরুদ্ধৃতিং উদ্ধারং কাময়তে বষ্টি ॥ ২৭ ॥

অথবা আমি রক্ষা কর্ত্তা বলিয়া আমার নিকটে এই সকল বহির্ম্মুখ জীবগণ, বিষয় ভোগ করিবার জন্য বিবিধ পাপ কামনা করিয়া থাকে ; এবং ইহাদিগকে আমার সেবানুরক্ত বিবেচনা করিয়া সদয়ভাবে যাতনাদি দ্বারা বারংবার ভয় দেখাইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

অতএব এইরূপ বিচার করিয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিলে যম বলিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

হে প্রভো ! আপনাতে যে অপার করুণা আছে, ইহা প্রসিদ্ধ। তাহা না হইলে নৃশংস স্বভাব সম্পন্ন আমার প্রতি আপনার কৃপা দৃষ্টি হইবে কেন ?

(ক) অভীপ্যতঃ। ইতি মাঃ পাঠঃ।

ভবতি নরকশান্তির্য্যস্য নাম্নাপি তস্যা-
গমনমিহ ন তু স্যান্নারকোত্তারণায়।
কিমপি কিল নিদেশ্যং তত্তব স্যাদিতীত্থং
বিমৃশদতিসুখান্তর্ম্মজ্জতি স্বং মদীয়ম্ ॥ ২৮ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাহ ;—

মোচনং ন খলু ভোগমন্তরা-
রব্ধকর্ম্ম-নিচয়াদিতি স্থিতিঃ।
কাময়ে তদপি শাসনাদ্গুরো-
স্তত্তনূজতনুমোচনং ততঃ ॥ ২৯ ॥

কিঞ্চ ভবতীতি তত্তস্মাত্তব কিমপি নিদেশ্যমাজ্ঞাপনীয়ং স্যাদিতি ইত্থং বিমৃশৎ পরামৃশৎ অতিসুখবিশিষ্টমন্তশ্চিত্তং স্বমাত্মানং মদীয়ঞ্চ মজ্জতি তত্র মগ্নং করোতি ॥ ২৮ ॥

তদ্বাক্যং নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যন্নির্দ্দিদেশ তদ্বর্ণয়তি—মোচনমিতি। খলু নিশ্চিতং আরব্ধানাং প্রারব্ধানাং কর্ম্মণাং নিচয়ঃ সমূহ স্তং প্রাপ্য তস্য ভোগমন্তরা বিনা মোচনং ন ভবতি ইতি স্থিতিঃ শাস্ত্রমর্য্যাদা তদপি তথাপি গুরোঃ শাসনাৎ আজ্ঞয়া তস্য তনূজস্য পুত্রস্য তনুমোচনং ততো নরকাৎ ॥ ২৯ ॥

অথবা এই প্রকার দৃষ্টি নিশ্চয়ই করুণার প্রকাশ মাত্র। কারণ, সেই করুণা প্রকাশ, বহির্মুখ জীবগণের বারংবার উদ্ধার কামনা করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

যাঁহার নামমাত্রেই নরকের শান্তি হইয়া থাকে, তাঁহার এই স্থানে আগমন, কখনও নরকবাসীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য হয় নাই। অতএব আপনার অবশ্যই কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত সুখের মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে, এবং আমাকেও সুখী করিতেছে ॥২৮॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ভোগব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্মফল সমূহ হইতে মোচন হয় না? ইহাই শাস্ত্রের মর্য্যাদা। তথাপি আমি গুরুর অনুমতি ক্রমে নরক হইতে গুরুপুত্রের শরীর মোচন করিতেছি ॥ ২৯ ॥

আচার্য্যাণাং পুত্রঃ, স তু মম ভবতা পুরানীতঃ।
আনীয়তাং মদাজ্ঞাদরতস্তব নাত্র কর্ম্মলঙ্ঘঃ স্যাৎ ॥ ৩০ ॥

যম উবাচ ;—

প্রভুবর! যত্র তস্য তৎপুত্রতা তদ্গাত্রং নষ্টমেব। গাত্রান্তরৈরেবাস্মাভির্জীবানাং যাত্রা ক্রিয়তে। সম্প্রতি চ স্বর্গং গচ্ছতা নারকবর্গাণাং মধ্যাদবশিষ্টস্য ক্লিষ্টস্য তস্য ভৃশমনচ্ছং দিষ্টং বিতর্ক্য রক্ষিতস্য যদাজ্ঞাপয়ন্তি প্রাজ্ঞানাং শিরোমণয়স্তদেব কর্ত্তব্যং ॥ ৩১ ॥

ননু ভবতৈব মমাধিকারো দত্তঃ কারিণাং কর্ম্মফলং দাস্যামি বেদাজ্ঞালঙ্ঘনেন তৎ কথং কুর্য্যাং তত্রাহ আচার্য্যাণামিতি। মমাচার্য্যাণাং সতু পুত্রঃ পুরা ভবতা আনীতঃ স মম স্বয়ং ভগবৎ আজ্ঞায়া আদরেণ আনীয়তাং এতেন তব নাত্র কর্ম্ম পাপিনাং দণ্ডদানরূপং তস্য লঙ্ঘঃ লঙ্ঘনং স্যাৎ। বেদবক্তুর্মমাংশত্বাৎ তদাজ্ঞায়া মদাজ্ঞা বলবতীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

তদেবং নিশম্য যমো যদবদত্তদ্বর্ণয়তি —প্রভুবরেতিগদ্যেন। তস্য গুরোঃ জীবানাং যাত্রা অভিনির্য্যাণং ক্রিয়তে। তস্য গুরুপুত্রস্য ভৃশমতিশয়মনচ্ছং শমনং দিষ্টং ভাগ্যং বিতর্ক্য রক্ষিতস্য যৎ কার্য্যং আজ্ঞাপয়ন্তি তদেব কর্ত্তব্যং ॥ ৩১ ॥

তুমি পূর্ব্বে আমার আচার্য্য পুত্রকে আনয়ন করিয়াছ। অতএব আমার আজ্ঞা স্বয়ং ভগবানের আজ্ঞা, এইরূপ বোধ করিয়া আদর পূর্ব্বক সেই পুত্রকে আনয়ন কর। তাহা হইলে তোমার পাপীদিগকে দণ্ডদানরূপ কর্ম্মের লঙ্ঘন হইবে না। তাহার তাৎপর্য্য এই, আমি বেদবক্তা, সেই আজ্ঞা আমার অংশ-স্বরূপ ; সুতরাং তাহা হইতে আমার আজ্ঞা বলবতী জানিবে ॥ ৩০ ॥

যম কহিল, হে প্রভুবর! যে স্থানে সেই গুরুর পুত্রভাব লক্ষিত হইতে পারে, তাহার সেই দেহও নষ্ট হইয়াছে। আমরা অন্য শরীরেই জীবদিগকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া থাকি। সম্প্রতি নরকবাসী সকলেই স্বর্গে গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন যে অবশিষ্ট আছে, সেই আপনার গুরুপুত্র, এবং সে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। তাহার মলিন অদৃষ্ট দর্শন করিয়া তাহাকে রাখিয়া দিয়াছি। প্রাজ্ঞগণের চূড়ামণি আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই করা যাইবে ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—অব্যাজমেব ব্যাজহার ধর্ম্মরাজঃ। ময়াপ্যেতদ্বিচার্য্য পঞ্চজনদেহং বিদার্য্য তৎকলেবরলেশ-লব্ধয়েঽভিনিবেশঃ কৃতঃ।

তমেব লেশং পেশলশরীরং বিধায় জীবয়িষ্যামীতি। অথ তদলাভাদেব পরেত-নরদেবস্য তব ভবনমাগমং। ভবতু ভবতা তাবদ্‌যথাবদেব স সমানীয়তাম্‌ ॥ ৩২ ॥

যম উবাচ—সাম্প্রতিকেন প্রতীকেন তস্য পিত্রোঃ প্রতীতিঃ প্রীতিশ্চ ন স্যাদিতি যদি ভবদাদেশঃ সম্পদ্যতে তর্হি প্রাচীন-বদর্হিতবপুষা তমানয়ানি। প্রাগ্বপুর্ন পুনরস্মাকং বিষয়তা-মাপ্নোতীতি ॥ ৩৩ ॥

তদেবং নিষ্কপটং তদ্বাক্যং নিশম্য শ্রীকৃষ্ণ স্তং যদবাদীত্তদ্বর্ণয়তি শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদিগদ্যেন। তস্য গুরুপুত্রস্য শরীরলেশলাভায় তৎ কিমর্থং তদাহ পেশলশরীরং সুন্দরদেহং জীবয়িষ্যামীতি অথ পঞ্চজনদেহবিদারণানন্তরং তল্লেশালাভাদেব যদ্দেহেন বর্ত্ততে তেনৈব সঃ ॥ ৩২ ॥

তৎ শ্রুত্বা যমো যন্নিবেদিতবান্ তদ্বর্ণয়তি যম ইত্যাদিগদ্যেন। সম্প্রতিভবঃ সাম্প্রতিক স্তেনা-বয়বেন প্রতীতিরাবয়োস্তনয় ইতি জ্ঞানং অর্হিতবপুষা পূজিতং সুন্দরং যদ্বপুস্তেন। যতঃ অস্য পূর্ব্বশরীরং বিষয়তাং গোচরতাং ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ অকপট বাক্যই বলিয়াছে। আমিও ইহা বিবেচনা করিয়া, পঞ্চজনের দেহ বিদারণ করিয়া, সেই গুরুপুত্রের দেহের অংশ মাত্র ভাল করিবার জন্য মনোযোগ করিয়াছিলাম। এবং আমি সেই দেহের লেশ মাত্র লইয়া তাহার মনোহর শরীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে বাঁচাইব। তৎপরে তাহার সেই দেহের অংশ না পাওয়াতে প্রেতপতি তোমার ভবনে আমি আগমন করিয়াছি। তাহা হৌক, তথাপি সে যে অবস্থায় আছে, তাহাকে তুমি আনয়ন কর ॥ ৩২ ॥

যম কহিল, এক্ষণে তাহার যে শরীর হইয়াছে, সেই শরীর দেখিলে তাহার পিতামাতার 'এই আমাদের পুত্র' এইরূপ প্রত্যয় এবং মনের সন্তোষ হইবে না। যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বের মত পূজিত শরীরে তাহাকে আনয়ন করি। কিন্তু পূর্ব্বের শরীর আমাদের গোচর হইতে পারিবে না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—ভদ্রং ভদ্রং, পঞ্চতাং গতানি তদ্বপুরঞ্চিতানি পঞ্চভূতানি তত্রৈব সঞ্চিতানি ভবিষ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

যম উবাচ—যথাদিশন্তি শ্রীমদীশচরণা ইতি।

অথ তদেতন্নিবেদ্য সুখং সম্বেদ্য চ নিজান্তর্বেদ্যামনুগম্য পুনরাগম্য চ প্রাচীনরম্যতনুমনুগতং তং দর্শয়ামাস। দৃষ্টমাত্রং তমানন্দেন নিজতনাবমাতৃভ্যাং মাতৃভ্যাং ভ্রাতৃভ্যামালিঙ্গ্য পুনঃ পুনরভীক্ষ্যমাণমুখং বীক্ষ্য ন তৃপ্তং (ক) স খলু ধর্ম্মরাজঃ সভয়মর্ম্মতয়া স্তব্ধ ইবাসীৎ। ক্ষণতশ্চানুজ্ঞামনুযাচমানং নরকশমননামানং প্রত্যাহ স্ম ॥ ৩৫ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণ আহ ভদ্রমিতি। তদ্বপুষি অঞ্চিতানি গতানি পঞ্চভূতানি পঞ্চতাং গতানি স্বস্মিন্ স্বস্মিন্ মিলিতানি বভূবুঃ। সম্প্রতি তত্রৈব বপুষি সঞ্চিতানি ভবিষ্যন্তি ॥৩৪॥

যমস্তু তদাজ্ঞাং স্বীচকারেতি বর্ণয়তি—যথেত্যাদিগদ্যেন। অথ কার্ৎস্নেন তদেতন্নিবেদ্য সুখং সংবেদ্য জনয়িত্বা নিজান্তর্বেদ্যাং নিজাধিপীঠে প্রাচীনা যা রম্যা তনু স্তামনুগতং তং দর্শিতবান্। নিজতনৌ আনন্দেন অমাতৃভ্যাং মারহিতাভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং কৃষ্ণরামাভ্যাং দৃষ্টমাত্রং যথাস্যাৎ তমালিঙ্গ্য অভীক্ষ্যমাণমুখং সর্ব্বতোভাবেন দর্শনীয়মুখং বীক্ষ্য ন তৃপ্তং নালমিতি বিরতং সভয়মর্ম্মতয়া ভয়সহিতেন মর্ম্মস্বরূপং যস্য তদ্ভাবতয়া ক্ষণতঃ পরং অনুজ্ঞাং যাচমানং নরকশমনং নাম যস্য তং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি কথিতবান্ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ভাল ভাল, পঞ্চতা প্রাপ্ত তাহার শরীরস্থিত যে সকল পঞ্চভূত স্ব স্ব অংশে মিশাইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি সেই সকল পঞ্চভূত সেই শরীরেই সঞ্চিত হইবে (খ) ॥ ৩৪ ॥

যম কহিলেন, প্রভুচরণ যেরূপ আদেশ করিতেছেন, তাহাই হইবে। অনন্তর এইরূপ নিবেদন করিয়া এবং উৎপাদন করিয়া, আপনার বেদীমধ্যে গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আগমন করিয়া, রমণীয় পূর্ব্ব দেহধারী তাহাকে দেখাইয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের স্ব স্ব শরীরে অপরিমিত আনন্দ

(ক) ন তৃপ্তমিত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌর পুস্তকেষু বর্ত্ততে।

(খ) এই ব্যাপারটী অমানুষিক। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের আদেশে কিছুই অসম্ভব হইতে পারে না।

ন ত্বং গুরোঃ সুতকৃতে ভগবন্নিহাগাঃ
স্বৈচ্ছেব তে রচয়িতুং নিখিলানপীষ্টে ।
তস্মাৎ পরং ময়ি দয়ারচিতেতি মন্যে
তচ্চেন্মমাপি নুদ নারকসঙ্গমীশ ! ॥ ৩৬ ॥

ইতি কাকুভিরাদৃত্য ত্রয়মপ্যলঙ্কৃত্য বলিমুপহৃত্য দূরমনুসৃত্য তদনুজ্ঞামধিকৃত্য প্রমাণানুররীকৃত্য কৃতকৃত্যম্মন্যঃ স্বভৃত্যজনৈঃ সহ নৃত্যন্নিব পরেতনৃপতিগৃহং গতবান্ ॥ ৩৭ ॥

তৎকথনপ্রকারং বর্ণয়তি—ন ত্বমিতি হে ভগবন্ ! গুরোঃ ! সুতস্য কৃতে নিমিত্তায় ত্বমিহ নাগাঃ নাগচ্ছঃ যত স্তে তব স্বৈচ্ছেব নিখিলমপি রচয়িতুমপি ঈষ্টে সমর্থা ভবতি, কিমুতৈকং গুরুপুত্র-মিতি। তস্মাদ্ধেতো ময়ি পরং দয়া রচিতা ইতি মন্যে চেৎ যদি তৎ কারণং স্যাৎ তদা হে ঈশ মমাপি নারকসঙ্গং নরকনিবাসিনাং সঙ্গং নুদ খণ্ডয় ॥ ৩৬ ॥

ইতি নিবেদ্য স যমো যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি ইতীতিগদ্যেন। কাকুভি ভীতিহৃদাদিভি-রাদরং কৃত্বা ত্রয়ং কৃষ্ণরামৌ গুরুপুত্রঞ্চ বস্ত্রভূষণাদিনা ভূষয়িত্বা বলিমুপহারমুপঙ্গত্য সমর্প্য তৎ-সঙ্গেন দূরং দেশমনুসৃত্য গত্বা তস্য কৃষ্ণস্যানুজ্ঞামধিকৃত্য প্রণামান্ বিস্তৃত্য আত্মানং কৃতকৃত্য-ম্মন্যঃ নৃত্যন্নিব তাদৃশপাদচালনেন তদ্বৎপ্রতীতেঃ ॥ ৩৭ ॥

হইয়াছিল, এবং সেই আনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, বারংবার তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়াও দুই ভ্রাতার তৃপ্তি হয় নাই। তখন সেই ধর্ম্মরাজও ভীত ভাবে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ক্ষণকালের পর আজ্ঞাপ্রার্থী নরকশমন নামধারী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

হে ভগবন্ ! আপনি গুরুপুত্রের জন্য এই স্থানে আগমন করেন নাই। কারণ, আপনার ইচ্ছায় অখিল পদার্থ সৃজন করিতে পারে। অতএব একমাত্র গুরুপুত্রকে সৃজন করা অতি সামান্য কথা। সুতরাং আপনি আমার প্রতি অত্যন্ত করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি ইহাই কারণ হয়, তাহা হইলে হে জগদীশ ! নরকবাসীদিগের সহিত আমার সঙ্গও নিবারণ করুন ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে কাকূক্তি দ্বারা আদর করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং গুরুপুত্র তিনজকে অলঙ্কৃত করিয়া, উপহার সমর্পণ পূর্ব্বক অনেক দূর তাঁহাদের অনুগমন করিয়া, তাহাদের অনুমতি লইয়া, প্রণাম বিস্তার করিয়া, এবং

স তু গুরুকুমারস্তমিমমনয়ো রূপসারং স্নেহবারং মধুরবচঃ-প্রচারং তৎকৃপাধীননিজপ্রাচীনতত্তদবস্থাসংস্কারসঞ্চারং চাবকলয্য প্রমদমহসি পর্য্যবশ্যন্নমূ এব তথা শশ্বৎ পশ্যতি স্ম। যথা গৃহপথান্তঃপ্রথমানং রথদ্রবমপি নাবগচ্ছতি স্ম ॥ ৩৮ ॥

তদেবং যদা সোঽয়ং ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমা ভ্রাতৃভ্যাং সহ গুরুগৃহমভ্যাগতবান্। তদা গুরুদম্পতী ইতি মাত্রং কিং বচনস্য পাতয়িতব্যং। সর্ব্ব এব তৎপুরবাসিনঃ সবৈয়গ্র্যং তদ্বর্ত্মাগ্রমাত্রাসিন স্তচ্ছব্দধ্বনিনা বিতর্কপ্রকাশিনঃ স্বমধ্য-

স তু গুরুপুত্র স্তদা কিমকরোদিত্যপেক্ষায়াং তস্য বৃত্তং বর্ণয়তি—স ত্বিতিগদ্যেন। অনয়োঃ কৃষ্ণরাময়োস্তমিমং রূপসারং স্নেহসমূহং মধুরবাক্যপ্রচারং তথা তস্যাঃ কৃপাধীনা যা নিজপ্রাচীনা তত্তদবস্থা তস্যা যঃ সংস্কারঃ স্মরণজনকশক্তিবিশেষ স্তস্যাত্মনি সঞ্চারং অধিগম্য প্রমদমহসি আনন্দোৎসবে পর্য্যবস্যন্ নিমজ্জন্ অমূ শ্রীকৃষ্ণরামৌ শশ্বন্নিরন্তরং তথা দৃষ্টবান্। যথা গৃহপথমধ্যে প্রথমানং রথবেগমপি নাবগতবান্ ॥ ৩৮ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। সোঽয়ং কৃষ্ণো যদা ভ্রাতৃভ্যাং রামগুরুপুত্রাভ্যাং মিলিত্বা। তদা গুরুজায়াপতী ইতি মাত্রং কেবলং বচনস্য কিং পাতয়িতব্যং আধারয়িতব্যং সর্ব্ব এব তৎপুরবাসিনঃ কোলাহলং কলয়ামাসুঃ। কিম্ভূতাঃ সন্তঃ তদ্বর্ত্মনঃ অগ্রমাত্রে

আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া, স্বকীয় ভৃত্যবর্গের সহিত যেন নৃত্য করিতে করিতে প্রেতপাতি ধর্ম্মরাজ গৃহে গমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

সেই গুরুপুত্র কৃষ্ণ এবং বলরামের ঐরূপ অদ্ভুত রূপসার, স্নেহরাশি, মধুর বাক্য সমূহ, এবং তাঁহার কৃপার অধীন নিজের যে পূর্ব্বাবস্থা, এবং তাহার যে স্মরণ জনক শক্তি বিশেষ, সেই শক্তিবিশেষের আপনাতে সঞ্চার হইয়াছে। জানিতে পারিয়া আনন্দোৎসবে নিমগ্ন হইলেন, এবং নিমগ্ন হইয়া কৃষ্ণ বলরামকে সেইরূপে বারংবার দেখিতে লাগিলেন যে, যাহাতে গৃহপথমধ্যে বিস্তারিত রথকেও জানিতে পারিলেন না ॥ ৩৮ ॥

অতএব এই প্রকারে যৎকালে ব্রজরাজ-কুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত (ক) গুরুগৃহে আগমন করিলেন, তৎকালে কেবলমাত্র বাক্য দ্বারা গুরু এবং গুরু-পত্নীর বিষয় আন্দোলন করিয়া কি হইবে, এবং কেবল সেই বাক্যই কেন

(ক) এক ভ্রাতা বলরাম, অপর ভ্রাতা গুরুপুত্র।

বলিততদ্বালকপালকবলগোপালাবলোকনেন পরমানন্দভাসিনঃ কোলাহলং কলয়ামাসুঃ! বলগোপালৌ তু রথাদবপ্লুত্য গুরুবালকং পুরস্কৃত্য পরমাদৃত্য তেন সমং লব্ধসুখসম্পত্ত্যো-রাচার্য্যদম্পত্যোঃ পদাগ্রে নিপত্য ক্ষণং বিললম্বাতে। গুরূ তু পুরু রুদন্তৌ ত্রয়মপি নিজনিজভুজাভ্যাং রুন্ধন্তৌ নহীদং বিবিদতুঃ। তদন্যদপি ধন্যমধন্যং বা কিঞ্চিদস্তীতি। তদেবং পরমাবেশময়ে ক্ষণকতিপয়ে গতে সর্ব্বেষাং মতেন পরমমঙ্গল-শতেন তান্ গৃহমেব গ্রাহয়মাসতুঃ। গ্রাহয়িত্বা চ ভোজনাদিনা সুখং যোজয়ামাসতুঃ ॥ ৩৯ ॥

আসিতুমুপবেষ্টুং শীলমেষাং তে তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শঙ্খধ্বনিনা বিতর্ক্যং গুরুপুত্রঃ প্রাপ্ত ইতি প্রকাশিতুং শীলমেষাং তে স্বয়োর্ম্মধ্যে বলিতো মিলিতো য স্তস্য গুরো র্বালক স্তস্য পালকৌ যৌ বলগোপালৌ রামশ্রীকৃষ্ণৌ তয়োরবলোকনেন দর্শনেন পরমানন্দে ভাসিতুং দ্যোতিতং শীলমেষাং তে। শ্রীরামকৃষ্ণৌতু রথাদবপ্লুত্য ভূমৌ সংগত্য গুরুবালকেন সহ লব্ধা সুখসম্পত্তি র্যাভ্যাং তয়ো গুর্ব্বোঃ ক্ষণং বিলম্বিতবন্তৌ তৌ তু পুরু বহলং রুদন্তৌ নিজনিজভুজাভ্যাং রামকৃষ্ণস্বপুত্রান্ রুন্ধন্তৌ আবৃণ্বন্তৌ সন্তৌ নহীদং জ্ঞাতবন্তৌ। তদন্যৎ রামকৃষ্ণাভ্যাং অন্যৎ ভিন্নং ধন্যং অধন্যং বা কিঞ্চিদস্তীতি আনন্দাবেশেন বিচারস্য বিস্মৃতেঃ। পরমাবেশময়ে পরমাবেশপ্রচুরে তস্মিন্ গতে তান্ সরামকৃষ্ণপুত্রান্ প্রাপয়ামাসতুঃ সুখং সম্পাদিতবন্তৌ ॥ ৩৯ ॥

প্রশংসনীয় হইবে; সেই পুরবাসী সমগ্র লোকেই ব্যস্তভাবে কোলাহল করিয়া-ছিল। পুরবাসী সকল লোকেরই সেই পথের অগ্রে উপবেশন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা ছিল। শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি দ্বারা 'গুরুপুত্র আসিয়াছে' এইরূপ তর্ক সকলেই প্রচার করিতে লাগিল। ঐ উভয়েরই মধ্যে গুরুবালক মিলিত হইয়াছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে রক্ষা করিতে ছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সকলেই পরমানন্দে ভাসিতে লাগিল। বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, গুরুপুত্রকে অগ্রে লইয়া, পরম সমাদরে সেই গুরুবালকের সহিত, সুখসম্পত্তি প্রাপ্ত সেই গুরু এবং গুরুপত্নীর পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া ক্ষণকাল বিলম্ব করিলেন। সেই গুরু এবং গুরুপত্নী অধিক রোদন করিয়া তিন জনকেই স্ব স্ব বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া, "কৃষ্ণ বলরাম ব্যতীত অন্য কোন

শ্রীকৃষ্ণরামৌ চ তত্র তত্র লাভাদ্বলিতযত্নানি রত্নানি রথাদানীয় চানুনীয় চ তয়োরঙ্গীকারায়োপযোজয়ামাসতুঃ ॥৪০॥

তদেবং সতি লব্ধতাদৃগাদরাভ্রেষয়োঃ সহাগতচরা যে মাথুরবিপ্রবরাস্তদ্দ্বারা চ কলিতবিশেষয়োশ্চরিতকংসদ্বেষয়োরনয়োর্দ্দর্শনায় দিবসত্রয়ং তত্রকীয়লোকাঃ সঙ্ঘট্টং ঘটয়ামাসুঃ ॥ ৪১ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণরামৌ চ যৎ কৃতবন্তৌ তত্রাহ—শ্রীকৃষ্ণেতিগদ্যেন। তত্র সমুদ্রে তত্র যমপুরে লাভাৎ বলিতঃ সংবৃতো যত্নো যেষাং তানি রত্নানি তয়ো র্গুর্ব্বোরুপহারয়ামাসতুঃ ॥ ৪০ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি তদেবমিতি। লব্ধ স্তাদৃক আদরে আবেশো যয়ো স্তয়োঃ সহাগতচরাঃ প্রাক সহ আগতা স্তেষাং দ্বারাচ কলিতো বিশেষো ব্রজবাসাদনন্তরং মথুরায়ামাগমো যয়োঃ চরিত আচরিতঃ কংসস্থ দ্বেষো যয়ো স্তয়োরনয়োঃ কৃষ্ণরাময়ো স্তত্র ভবা লোকাঃ সংঘট্টং অন্যোঽন্যগাত্রসংমর্দ্দং কলয়ামাসুঃ ॥ ৪১ ॥

প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় বস্তু যে আছে" ইহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এইরূপে পরম অভিনিবেশ পূর্ণ কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, সকলের সম্মতি ক্রমে শত শত পরম মাঙ্গলিক আচারে তাহাদিগকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদিগকে গৃহে প্রেরণ করিয়া ভোজনাদি দ্বারা তাহাদের সুখ সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম সমুদ্রে এবং যমপুরে যত্ন সহকারে যে সকল রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল রত্ন রথ হইতে আনয়ন করিয়া বিনয় পূর্ব্বক গুরু দম্পতির অঙ্গীকারের জন্য উপহার দিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

অতএব এইরূপ ঘটিলে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম আদর বিষয়ে তাদৃশ উচিত ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন। তখন পূর্ব্বে যে সকল মথুরাবাসী প্রধান ব্রাহ্মণ সকল এক সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহাদের দ্বারা যে যে বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা অবগত হইলেন। এইরূপে কংসদ্বেষী কৃষ্ণ এবং বলরামকে দেখিবার জন্য তত্রত্য লোক সকল, তিন দিন পর্য্যন্ত উভয় ভ্রাতার গাত্র মর্দ্দন করিয়াছিল ॥ ৪১ ॥

যথা ;—

নরাণাং তত্রৌঘে জলধিতুলয়া সংপ্লবমিতে
ন পূর্ব্বং নাপূর্ব্বং কলয়িতুমভূদ্‌গুর্ব্বনুজনঃ।
পরং তূল্লোলাভং ভুজবলয়মেষাং ঝষনিভং
তথা নেত্রস্তোমং প্রতিবিধু লসন্তং সমসজৎ ॥ ৪২ ॥

যত্রাবন্তশ্চ নৃপতিঃ সন্দেহং সন্ত্যজ্য ব্যজ্যমানপিতৃ-ষ্বস্থপতিতাস্নেহং তাবপি স্বগেহং নীত্বার্য্যচরিতঃ সভার্য্যঃ সবহু-মানং মানয়ামাস ॥ ৪৩ ॥

সংঘট্টন প্রকারং বর্ণয়তি—নরাণামিতি। তত্র স্থানে নরাণামোঘে সমূহে সমুদ্রসাদৃশ্যেন সংপ্লবং মিলন্তমিতি প্রাপ্তে গুরুভ্যো হীনজনঃ ন পূর্ব্বং ন প্রাক নাপূর্ব্বং ন পশ্চাদিতি কলয়িতুং জ্ঞাতুমভূৎ পরন্তু এষাং নরাণাং ভুজবলয়ং ভুজমণ্ডলং উল্লোলাভং তরঙ্গসদৃশমভূৎ তথা নেত্র-স্তোমং নেত্র সমূহো ঝষনিভং মৎস্যনেত্রসদৃশং নির্নিমেষমভূৎ বিধুশ্চন্দ্র স্তৎসদৃশং যথাস্যা তথা লসন্তং দীপ্যমানং কৃষ্ণং সমসজৎ সংমিলিতবান্ ॥ ৪২ ॥

তত্রান্যং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—যত্রেতিগদ্যেন। আবন্তঃ অবন্তীদেশোদ্ভবঃ রাজা সন্দেহং ইমৌ মম শ্যালপুত্রৌ ভবেতাং ন বেতি যঃ সন্দেহ আসীৎ তং সম্যক্ ত্যক্ত্বা ব্যজ্যমানা যা দ্বয়োঃ পিতৃষ্বস্থপতিতা তয়া স্নেহো যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ তথা দ্বৌ রামকৃষ্ণাবপি শ্রেষ্ঠচরিতো ভার্য্যয়া সহ বর্ত্তমানঃ সংমিলিতবান্ ॥ ৪৩ ॥

সেই স্থানে নরগণ সমুদ্রের তুলনায় মিলন প্রাপ্ত হইলে গুরুজন হইতে হীন লোকে পূর্ব্ব পশ্চাৎ জানিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু ঐ সকল মানবগণের ভুজ-মণ্ডল বৃহত্তরঙ্গ তুল্য হইয়াছিল, নেত্র সকল মৎস্য নেত্র তুল্য নির্নিমেষ হইয়াছিল ; এবং অবিকল চন্দ্রের মত বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহারা মিলিত হইয়াছিল ॥ ৪২ ॥

ঐ স্থানে অবন্তীদেশীয় ভূপতি "এই দুইজন আমার কি শ্যালক পুত্র হইবে, অথবা না" এইরূপ সন্দেহ সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া যখন বোধ করিলেন যে, আমি এই দুইজনের পিতৃষ্বসার (পিসীর) পতি, সেইভাব প্রকাশ পাইলে স্নেহের সহিত, সেই উদার চরিত মহারাজ পত্নীর সহিত, কৃষ্ণ বলরামকে সম্মান করিলেন ॥ ৪৩ ॥

অথ মাথুরপুরমনুগমনমনুজ্ঞাপয়িতুং যাচমানয়োরনয়োরাচার্য্যঃ সগদ্গদং জগাদ ॥ ৪৪ ॥

আত্মা স্নিহ্যতি মে স্বতো যুবকয়োর্বুদ্ধিঃ সুতপ্রাপণং
তত্রোপাধিবিধিং বিধায় তমপত্রপ্তং করোত্যুচ্চকৈঃ।
তস্মাদ্ যাদবকৌ যুবামনুজনুঃ শিষ্যৌ চ পুত্রৌ চ তৌ
ভূয়াস্তং কিমু বা গুরূ চ পিতরৌ চৈবং সমভ্যর্থয়ে ॥ ৪৫ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি অথেতিগদ্যেন। মাথুরপুরমনুলক্ষীকৃত্য গমনং গতিং অনয়োঃ কৃষ্ণরাময়োরাচার্য্যো বেদ্যাধ্যাপকঃ ॥ ৪৪ ॥

তস্য সগদ্গদং বাক্যং বর্ণয়তি—আত্মেতি। যুবয়োঃ সম্বন্ধে মমাত্মা জীবঃ স্বতঃ স্নিহ্যতি বুদ্ধিঃ তত্র স্নেহে যুবাভ্যাং সুতপ্রাপণং কর্ত্তৃভূতং সৎ উপাধিবিধিং বিশেষণতাং বিধায় তমাত্মানং উচ্চকৈরপত্রপ্তং নির্লজ্জং করোতি তস্মাদেবমভ্যর্থয়ে যাচে যুবাং যাদবৌ সন্তৌ অনুজনুঃ প্রতিজন্ম মম শিষ্যৌ ভূয়াস্তাং কিমু মম পুত্রৌ চ ভূয়াস্তাং যেন বিশেষসম্বন্ধাৎ স্নেহবৈশিষ্ট্যং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর মথুরাপুরীতে গমন করিবার জন্য যখন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম আচার্য্যের নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, তখন বেদাধ্যাপক গদ্গদস্বরে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

তোমাদের দুইজনের উপর আমার আত্মা এবং বুদ্ধি স্বতই স্নেহ প্রকাশ করিতেছে। সেই স্নেহে তোমরা দুইজনে যে আমার পুত্রকে লইয়া আসিয়াছ ইহা তাহার উপাধিবিধি মাত্র। বিধি আমার আত্মাকে অত্যন্ত নির্লজ্জ করিতেছে। অর্থাৎ তোমরা যাহা করিলে তাহা জগতে অতুলনীয় অসম্ভব। তোমাদের গুরুভক্তিও বিশ্বের আদর্শ। সুতরাং ইহার অনুরূপ আমি কিছু দিতে পারিলাম না বলিয়া বিশেষ লজ্জিত হইয়াছি, অতএব আমি এইরূপ প্রার্থনা করি, তোমরা দুইজনে যদুবংশীয় হইয়া প্রত্যেক জন্মে আমার শিষ্য অথবা আমার পুত্র হও, এবং আমরাও জনক জননী এবং পিতা মাতা হইব ॥ ৪৫ ॥

তাবূচতুঃ ;—

ভবতা বিদ্যয়া বদ্ধৌ কৃতাবাবাং যদি প্রভো ! ।
তদা ভবত এবেচ্ছা কারণং দুর্নিবারণম্ ॥ ৪৬ ॥

তদেবং বাষ্পার্দ্রবদনতয়া স্বকৃতাভিবাদনতৎকৃতাভিবদনাভ্যাং লব্ধচিরতাবিলবিলম্বৌ যদা কথঞ্চিন্নিজপ্রস্থানপথাবলম্বৌ তদাপি তাভ্যাং সহিতনৃপতিসর্ব্বলোকসহিতাভ্যামনুব্রজনচর্য্যয়া মধ্যে মধ্যে কৃতস্তম্ভৌ কথঞ্চন কৃতরাজানুব্রজনবিষ্কম্ভৌ দূরানুব্রাজিপুরুজনরাজিরাজিগুরুগুরুপত্নী-

তস্য তাদৃশং যাচনং নিশম্য তৌ যথা বদতাং তদ্বর্ণয়তি—ভবতেতি। হে প্রভো ! আবাং ভবতো ব্বিদ্যয়া বদ্ধৌ কৃতৌ স্বঃ। তদা ভবত এব ইচ্ছা কারণং দুর্নিবারণং অতো ভবতো রাবাং শিষ্টৌ ভবেবেতি ॥ ৪৬ ॥

তদনন্তরং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। বাষ্পেণ নেত্রজলেনার্দ্রং বদনং যয়ো স্তয়োর্ভাবস্তয়া, স্বকৃতাভিবাদনতৎকৃতাভিবদনাভ্যাং স্বাভ্যাং কৃতং যদভিবাদনং পাদস্পর্শপূর্ব্বকপ্রণামঃ তেন গুরুণা কৃতং যদভিবদনং আশীর্ব্বচনং তাভ্যাং লব্ধা যা চিরতা চিরকালতা তয়া অবিলশ্ছিদ্র-রহিতো বিলম্বো যয়ো স্তৌ, যদা নিজয়োঃ প্রস্থানে পথো মার্গস্যাবলম্বো যাভ্যাং তৌ, তদাপি হিতেন সহ বর্ত্তমানঃ সহিতঃ স চাসৌ নৃপতি শ্চেতি স চ সর্ব্বলোকশ্চ তাভ্যাং সহিতাভ্যাং গুরুভ্যাং অনুব্রজনচর্য্যয়া পশ্চাদ্গামনাচারেণ কৃতঃ স্তম্ভো যয়ো স্তৌ, কৃতো রাজ্ঞ আবন্ত্যস্যানুগমনেন বিষ্কম্ভঃ প্রতিবন্ধো যয়ো স্তৌ দূরে অনুব্রজিতুং শীলমস্যাঃ সা চাসৌ পুরুজনরাজি র্বহুজন-

---

তাঁহারা দুইজনে বলিলেন, হে প্রভো ! যখন আপনি আমাদের দুই জনকেই বিদ্যাদ্বারা বদ্ধ করিয়া শিষ্য করিয়াছেন, তখন আপনার ইচ্ছাই অনিবার্য্য কারণ জানিবেন ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের মুখ বাষ্পজলে পরিপ্লুত হইল। তখন উভয়েই পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিলে এবং গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করিলে, তাহা দ্বারা বহুক্ষণ বিলম্ব হইলে উভয়ের অচ্ছিদ্র অর্থাৎ অবিচ্ছেদে অনেক সময় বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এইরূপে যখন তাঁহারা অতি কষ্টে প্রস্থান কালে পথ অবলম্বন করিলেন, তথাপি হিতকারী সেই ভূপতি এবং সর্ব্বলোকের সহিত গুরু এবং গুরুপত্নী তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। গমন কালে মধ্যে মধ্যে উভয়ের

গুরুপুত্রছাত্রাদিভিঃ সহ সহসা বিয়োক্তুমপ্রাপ্তারম্ভৌ কৃচ্ছ্রাদেব তাবন্তর্গ্রামাদনন্তর্ভাগমাগতৌ।

অথ জনরাজিং নিবর্ত্তয়ন্তৌ মধুরমেবং ব্যাহরতাম্ ॥ ৪৭ ॥

দেহস্য নৌ মাথুরধাম জন্মভূ-
র্গুণাবলেঃ সেয়মবন্তিকাপুরী।
তন্মাথুরস্থানিব বঃ সমন্ততঃ
সন্দ্রষ্টুমাবন্ত্যজনান্মনঃ স্থিতম্ ॥ ইতি ॥ ৪৮ ॥
যত্র চ সর্ব্ব এবেদং সগদ্গদং জগদুঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রেণী তয়া রাজিনো দীপ্তিশীলা যে গুরুশ্চ গুরুপত্নী চ গুরুপুত্রশ্চ গুরুচ্ছাত্রাদিশ্চ তৈঃ সহ সহসা বলেন বিয়োক্তুং বিচ্ছেত্তুম্ অপ্রাপ্ত আরম্ভঃ যয়ো স্তৌ কৃষ্ণরামৌ গ্রামমধ্যাৎ অনন্তর্ভাগং বহির্দ্দেশং আগতৌ সন্তৌ জনশ্রেণীং নিবৃত্তিং প্রাপয়ন্তৌ নিবর্ত্তয়িতুং সুমিষ্টমেবং ব্যাহরতাং কথিতবন্তৌ ॥ ৪৭ ॥

তদ্ব্যাহরণং বর্ণয়তি—দেহস্যেতি। নাবাবয়ো র্মাথুরধাম দেহস্য জন্মভূর্জ্জন্মস্থানং গুণশ্রেণ্যা জন্মভূঃ সেয়ং অবন্তিকাপুরী তস্মাৎ মাথুরস্থান্ জনানিব বো যুষ্মান্ আবন্ত্যজান্ সমন্ততঃ সংদ্রষ্টুং মে মনঃ স্থিতং মনঃ প্রতিজ্ঞাতম্ ॥ ৪৮ ॥

তৎ শ্রুত্বা সর্ব্বে যদবদন্ তদ্বর্ণয়ন্তি—যত্র চেতিগদ্যেন। সুগমম্ ॥ ৪৯ ॥

স্তম্ভ হইয়াছিল। অবন্তী দেশীয় রাজা অনুগমন করাতে তাঁহাদের কোনরূপ প্রতিবন্ধ ঘটিয়াছিল। দূরদেশ পর্য্যন্ত অনুগামী বহুজনসমূহ দ্বারা বিরাজমান গুরু, গুরুপত্নী, গুরু পুত্র এবং বহুসংখ্যক ছাত্রদিগের সহিত সহসা বিচ্ছেদের উপক্রম করিতে উভয়েই পারিলেন না। তখন অতি কষ্টে দুই ভ্রাতা গ্রামের মধ্য হইতে গ্রামের বহির্ভাগে আগমন করিলেন। তৎপরে জনসমূহকে নিবারণ করিয়া মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

মথুরা দেশই আমাদের দুইজনের এই দেহের উৎপত্তি স্থান, এবং এই অবন্তী নগরী আমাদের দুই ভ্রাতার গুণসমূহের উৎপত্তি স্থান। এই কারণে মথুরা দেশবাসী ব্যক্তিদিগের মত অবন্তী দেশীয় আপনাদিগকে চারিদিকে দর্শন করিতে আমার মন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

ঐ বিষয়ে সকলেই এইরূপ বলিয়াছেন। ভিক্ষুক দিগের মনে যে লোভ-

ভিক্ষূণাং মনসি যদস্তি লোভ্যবস্তু
স্বেনাদস্তদনুমতং যদীশ্বরেণ।
বৈদুষ্যং কিয়দনুবর্ণ্যমীশিতুস্ত-
দ্ভিক্ষাকেষ্বপি সুকৃতং কতি প্রগেয়ম্ ॥ ৫০ ॥

তদেবং তেষাং প্রতিপাদ্যং সার্দ্রমাস্বাদ্য গুরুদম্পতী পুনঃ স্নেহাৎ কৃতানুগতী চরণপরামর্শাদিভিঃ সদ্মবর্ত্মনে নিষ্পাদ্য দূরমনুগচ্ছত ॥ ৫১ ॥

স্বগুরুপুত্রছাত্রাদীনপি প্রেমমাত্রগম্যরম্যসম্বাদসঙ্গিমুহুঃপরি-

তৎ গদ্গদং বর্ণয়তি—ভিক্ষূণামিতি। ভিক্ষূণাং মনসি যৎ লোভ্যবস্তু অস্তি স্বেনেশ্বরেণ যদি তদদোঽনুমতং স্যাৎ তস্যেশিতুঃ বৈদুষ্যং বিজ্ঞতা তস্য লোভ্যবস্তুনো ভিক্ষাকেষু যাচকেষ্বপি কতি সুকৃতং প্রগেয়ম্ ॥ ৫০ ॥

ততো গুরুদম্পত্যো র্ব্যবহারং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তেষাং সর্ব্বেষাং প্রতিপাদ্যং অবন্ত্যাং ভগবদাগমনযাচনং মাত্রং সস্নেহং যথাস্যাত্তথা স্বস্য কৃতানুগতী কৃতা অনুগতি যাভ্যাং তৌ, চরণপরামর্শাদিভিশ্চরণস্য বিক্রমস্য যঃ পরামর্শো বিতর্কস্তদাদিভিঃ সদ্মবর্ত্মনে তয়ো র্গৃহমার্গং হৃদয়ে নিষ্পাদ্য ॥ ৫১ ॥

তৎপরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—স্বগুর্ব্বিতি। প্রেমমাত্রেণ গম্যো যো রম্যসম্বাদ স্তেন সঙ্গি সঙ্গ-

[ভি]ক্ষু বস্তু আছে, স্বকীয় ঈশ্বর বা প্রভু যদি ঐ লোভনীয় বস্তু অনুমতি করেন তাহা হইলে সেই প্রভুর পাণ্ডিত্য যে কত, তাহা আর কত বর্ণন করিব। এবং লোভনীয় বস্তুর প্রার্থনাকারী যাচকদিগের যে কত পুণ্য আছে, তাহা আর কত গান করিব ॥ ৪৯—৫০ ॥

অতএব এই প্রকারে সকল লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় (অবন্তী দেশে তোমাদের আগমন) স্নেহ পূর্ব্বক আস্বাদন করিয়া সেই গুরু এবং গুরুপত্নী অনুগমন পূর্ব্বক চরণস্পর্শী এবং বিতর্কাদিদ্বারা গৃহ গমনের পথ মনে মনে সম্পাদন করিয়া (অর্থাৎ এই পথ দিয়াই ইহারা যাইবে) এইরূপ স্থির করিয়া দূরদেশ পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন ॥ ৫১ ॥

স্বকীয় গুরুপুত্র এবং ছাত্র দিগেরও কেবল মাত্র প্রেমদ্বারা সংবেদ্য রমণীয়

ষঙ্গিতয়া নিবর্ত্তনায় সম্পাদ্য রাজপ্রস্থাপিতানুব্রাজিসেনারাজিমপসাদ্য রথং পন্থানমুপসাদ্য তমেব সহাগতবরপুরোহিতৈঃ সহাসাদ্য তদ্দ্রবেণ বায়ুমনুহরন্তৌ দিব্যাদিব্যজনানাং মনোহরন্তৌ মধুপুরীমভি নাতিদূরীবভূবতুঃ। তথা ভূত্বা চ রথমাস্থাপ্য তান্ পুরোহিতান্ প্রস্থাপ্য পিত্রাদীনামাজ্ঞামাজ্ঞাতুং মুহূর্ত্তং বিশশ্রমতুঃ ॥ ৫২ ॥

ততশ্চ যাদবা স্তেভ্যো বিশেষং সাশ্চর্য্যতয়া বিজ্ঞায় শ্রীমদানকদুন্দুভিং মধ্যে বিধায় বৈদিকলৌকিকমঙ্গলকোলাহলৈরিমৌ পুরমাপয়ামাসুঃ। (ক) লোকাশ্চ বিবিধা স্তদা-

---

বিশিষ্টং যথাস্যাৎ তথা পরিষ্বঙ্গিতয়া পরিষ্বঙ্গবিশিষ্টো যো ভাব স্তয়া তান্ নিবর্ত্তনায় সংপাদ্য রাজপ্রস্থাপিতানুব্রাজিসেনারাজিং রাজ্ঞা প্রস্থাপিতা যা অনুব্রজনশীলা সেনাশ্রেণী তাং অপসাদ্য বিনিবর্ত্ত্য রথং পন্থানং উপসাদ্য প্রাপয্য তমেব রথং সঙ্গাগতবরপুরোহিতৈঃ সহাসাদ্য প্রাপ্য তস্য রথস্য দ্রবেণ বেগেন বায়ুমনুহরন্তৌ পরাজয়মানৌ দিব্যজনো দেবাদিঃ, অদিব্যজনো মনুষ্যাদি স্তেষাং মধুপুরীমভি লক্ষীকৃত্য নাতিদূরৌ বভূবতুঃ নিকটপ্রায়ং জগ্মতুঃ। তৌ নিকটস্থৌ ভূত্বা রথং স্থিরীকৃত্য আজ্ঞামাজ্ঞাতুং অবগন্তুং বিশ্রামমকুরুতাম্ ॥ ৫২ ॥

তদেবং তয়োরাগমনবার্ত্তাং নিশম্য মহাহর্ষেণ যাদবা যদ্বিদধু স্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। তেভ্যঃ পুরোহিতেভ্যঃ সাশ্চর্য্যতয়া তত্রত্যং বিশেষং বিজ্ঞায় তৎপিতরং মধ্যে কৃত্বা ইমৌ

সম্বাদের সহিত বারংবার আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবৃত্ত করত, রাজপ্রেরিত অনুগামিনী সেনা শ্রেণী ও নিবৃত্ত করিয়া দিলেন। পথে রথ লইয়া গিয়া এবং একত্র সমাগত শ্রেষ্ঠ পুরোহিতগণের সহিত সেই রথই প্রাপ্ত হইয়া সেই রথ বেগে বায়ুর গতি পরাজয় করিতে করিতে, দেবতা এবং মানবগণের মনোহরণপূর্ব্বক দুই ভ্রাতা প্রায় মধুপুরীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে নিকটে আসিয়া এবং রথ থামাইয়া, পুরোহিত দিগকে প্রেরণ করিয়া, পিতা প্রভৃতির আজ্ঞা জানিবার জন্য ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন ॥ ৫২ ॥

অনন্তর যাদবগণ সেই সকল পুরোহিতের নিকট হইতে আশ্চর্য্যভাবে বিশেষ

(ক) চেয়ুঃ ইত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌরপুস্তকে নাস্তি।

লোকায় তত্র চেয়ু স্তত্র তত্র বিদ্যায়াং বিদুরা স্তয়ো স্তত্তদ্বিদ্যা-চতুরতাচাতুরক্ষ্যায় সমাগম্য রম্যং সুখমন্বহমবাপুরিতি ॥ ৫৩ ॥

তদেবং স্নিগ্ধকণ্ঠঃ কথয়িত্বা সমাপনমাহ স্ম ॥ ৫৪ ॥

যত্র যত্র তব বংশচন্দ্রমাঃ
সোঽয়মেতি বত ! গোপনায়ক ! ।
তত্র তত্র কুমুদং বিকাসয়ন্
দ্যাং নিজদ্যুতিভিরশ্নুতে মুহুঃ ॥ ৫৫ ॥

রামকৃষ্ণৌ পুরং প্রবেশিতবন্তঃ তয়ো র্দর্শনায় বিবিধলোকা স্তত্র চাগতবন্তঃ তথা তস্যাং তস্যাং বিদ্যায়াং বিদুরাঃ পণ্ডিতা স্তয়ো রামকৃষ্ণয়ো স্তত্তদ্বিদ্যাসু যা চতুরতা তস্যা শ্চাতুরক্ষ্যায় অর্থাৎ প্রাকট্যায় অণ্বহং প্রতিদিনম্ ॥ ৫৩ ॥

স্বয়ং কবি স্তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন ॥ ৫৪ ॥

সমাপনবাক্যং বর্ণয়তি—যত্র যত্রেতি। হে গোপনায়ক ! সোঽয়ং তব বংশচন্দ্রমা যত্র যত্রাগচ্ছতে তত্র তত্র কুমুদং বিকাশয়ন্ নিজকান্তিভির্দ্যাং স্বর্গং মুহুরশ্নুতে ব্যাপ্নোতি ॥ ৫৫ ॥

বৃত্তান্ত অবগত হইয়া. শ্রীমান্ বসুদেবকে মধ্যে রাখিয়া, বৈদিক এবং লৌকিক মাঙ্গলিক কোলাহলে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে পুরে লইয়া গেলেন। তৎকালে বিবিধ মানবগণ তাঁহাদিগকে দেখিবার অন্য সেই স্থানে আগমন করিল। তত্তৎ-বিদ্যায় পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের তত্তৎবিদ্যা বিষয়ে চাতুরী প্রকাশের জন্য সমাগত হইয়া প্রতিদিন মনোহর সুখ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

অতএব এইরূপ বলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠ সমাপন বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

হে গোপনায়ক ! এই আপনার বংশের শশধর যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানে কুমুদ (পক্ষান্তরে পৃথিবীর আনন্দ) বিকাসিত (এবং বর্দ্ধিত) করিয়া বারংবার স্বর্গ ব্যাপ্ত করিতেছেন ॥ ৫৫ ॥

অথ শ্রীগোপনায়কঃ সগদ্গদং জগাদ ;—

ক্ক চ যদি পুরু যুদ্ধা রাজ্যমাপ্নোতি পুত্র-

স্তদপি যদি চ মত্বা তুচ্ছমায়াতি গেহং।

সুখমুদয়তি পিত্রো স্তত্র সত্যং তথাপি

শ্রবণমিহ যদা যত্তর্হি তাদৃগ্মনঃ স্যাৎ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণং নবাগমনমিব তৃষ্ণগ্‌ভবন্নালিঙ্গনসঙ্গিনং বিধায় তচ্ছিরসি চিবুকং নিধায় রোচমানলোচনতয়া বাষ্পং মুমোচ। তং মুঞ্চতি তস্মিন্ সর্ব্বোঽপি তাদৃগেব দৃগেকতানতামাততান ॥ ৫৭ ॥

ততঃ শ্রীব্রজরাজঃ সগদ্গদং যৎ জগাদ তদ্বর্ণয়তি—ক্কচেতি। যদি পুরু বহু যুদ্ধা রাজ্যং প্রাপ্নোতি যদি চ তৎ রাজ্যমপি তুচ্ছং মত্বা গেহমায়াতি আগচ্ছতি তত্র পিত্রোঃ সুখমুদয়তি প্রকাশতে যদা ইহ কালে যত্তৎ শ্রবণং তর্হি মন স্তাদৃক্ সুখোদয়বিশিষ্টং স্যাৎ ॥৫৬॥

ততঃ শ্রীব্রজরাজেন বিহিতং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—ইতীতিগদ্যেন। তৃষ্ণগ্‌ভবন্ কামুকো ভবন্ শ্রীকৃষ্ণমালিঙ্গনসঙ্গিনং আলিঙ্গনান্বিতং বিধায় শ্রীকৃষ্ণস্য শিরসি স্বস্য চিবুকং নিধায় রোচমানং দর্শনলালসং লোচনং যস্য তদ্ভাবতয়া অশ্রুজলং মুমোচ। তং বাষ্পং মুঞ্চতি ব্রজরাজে সতি ব্রজরাজস্যেব দৃগেকতানতাং নয়নয়োরেকতানতাং কৃতৈকনিষ্ঠাং বিস্তৃতবন্তঃ ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর শ্রীব্রজরাজ গদ্‌গদ্ স্বরে বলিতে লাগিলেন। যদি কোন স্থানে অনেক যুদ্ধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং যদি সেই রাজ্য তুচ্ছ মানিয়া গৃহে আগমন করিয়া থাকেন, সেই বিষয়ে পিতা মাতার সুখ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদি এই সময়ে তত্তৎ বিষয় শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে মনে তাদৃশ সুখোদয় হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

এই হেতু শ্রীকৃষ্ণ যেন নূতন আগমন করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তাঁহাকে দেখিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইলেন। এবং তৎপরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তকে চিবুক রাখিয়া সতৃষ্ণ নয়নে অশ্রুজল মোচন করিলেন। ব্রজরাজ বাষ্পজল মোচন করিলে সকলেই সেইরূপে নয়নের একাগ্রতা বিস্তার করিল ॥ ৫৭ ॥

তত্র চ ব্রজবন্দিন স্তদিদং পঠন্তঃ সর্ব্বং নটয়ন্ত ইব বভূবুঃ ॥ ৫৮ ॥

যথা ;—

সহভ্রাতৃবর্য্যং গুরোর্গ্রামগামী।
ধৃতব্রহ্মচর্য্যং নিজাধীতিকামী ॥
তদাবন্তিকায়াং জবাল্লব্ধসঙ্গঃ।
গুরোরন্তিকায়াং সভায়াং সদঙ্গঃ ॥
সমস্তেষু সত্ত্বেষু চাসীদতীব।
প্রিয়ঃ সর্ব্বতত্ত্বেষু যদ্বত্ত জীবঃ ॥

অথ ব্রজবন্দিনাং বৃত্তং বর্ণয়তি—তত্রেতি। তত্র চ সভায়াং সর্ব্বং নটয়ন্ত ইব নৃত্যং কারয়িতার ইব ॥ ৫৮ ॥

ভ্রাতৃবর্য্যেণ সহ সহভ্রাতৃবর্য্যং গুরোর্গ্রামং অবন্তীপুরং গমনশীলঃ, ধৃতং ব্রহ্মচর্য্যং যত্র তদ্‌যথাস্যাৎ নিজকর্ত্রী অধীতিরধ্যয়নং তত্র কামী ॥

অবন্তিকায়াং পুরি জবাৎ বেগাৎ লব্ধঃ সঙ্গো যেন সঃ, অন্তিকায়াং নিকটস্থায়াং সৎ অঙ্গং সন্নিহিতং যস্য সঃ ॥

সত্ত্বেষু প্রাণিষু অতিশয়েন প্রিয় আসীৎ যদ্বৎ সর্ব্বসত্ত্বেষু বস্তুষু যদ্বা ক্ষিত্যাদি চতুর্বিংতি-তত্ত্বেষু যথা পঞ্চভূত গন্ধাদিপঞ্চভূতগুণ নেত্র নাসিকা জিহ্বা কর্ণ ত্বক্ হস্ত পাদ মুখপায়ুলিঙ্গ প্রকৃতি মনোবুদ্ধি চিত্তাহঙ্কারেষু জীবঃ প্রিয়ঃ ॥

সেই স্থানে ব্রজের স্তুতি পাঠকগণ নিম্নলিখিত বিষয় পাঠ করিয়া যেন সকল-কেই নাচাইতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত গুরুর গ্রাম অর্থাৎ অবন্তী পুরে গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য ধারণ পুর্ব্বক আপনি অধ্যয়ন বিষয়ে কামনা করিয়াছিলেন। সেই অবন্তী নগরে সবেগে সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। গুরুর নিকটস্থিত সভাতে আপনার সাধু অঙ্গ সন্নিহিত করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত প্রাণিগণের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। অথবা সমস্ত সত্ত্ব অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত চতুর্বিংশতি-তত্ত্বে, (যথা ;—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, রূপ-রসাদি পাঞ্চভৌতিক গুণ, নেত্র, নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণ, ত্বক্, হস্ত, পদ, মুখ (বাক্) পায়ু এবং উপস্থ প্রভৃতি, মন, বুদ্ধি,

সমস্মাদ্বিবিক্তং গুরোর্ভক্তিকারী।
সবর্গাতিরিক্তং সমিৎপত্রহারী॥
গুরোরিত্থমাপ্তপ্রসাদাতিরেকঃ।
স্বধীয়ন্ সমাপ্তব্রতান্তাভিষেকঃ॥
গুরোর্দ্দক্ষিণাশাং দ্রুতং ভর্ত্তুমীপ্সুঃ।
গতো দক্ষিণাশাং সুতং তস্য লিপ্সুঃ
দরগ্রস্তমেতং বিচিন্বন্ দরান্তঃ।
চিরান্নাশমেতং বিজানন্ন শান্তঃ॥
প্রগৃহ্যাথ তস্মাদ্দরং পাঞ্চজন্যং।
অবাদীদকস্মাত্তদেত্যাগ্রজন্যম্॥

সমস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ বিবিক্তং পৃথক্ যথাস্যাৎ তথা গুরোর্ভক্তিকারকঃ, সবর্গাৎ সতীর্থাৎ অতিরিক্তং যথাস্যাৎ কাষ্ঠপত্রসমাহারকঃ॥

ইত্থং তাদৃশপরিচর্য্যয়া প্রাপ্তঃ অনুগ্রহস্যাতিরেকো যত্র সঃ, স্বধীয়ন্ সুষ্ঠু মর্ম্মার্থবোধেনা-ধ্যয়নং কুর্ব্বন্ সমাপ্তঃ যৎ ব্রহ্মচর্য্যরূপং ব্রতং তস্যান্তে অভিষেকো যস্য সঃ॥

গুরোর্দক্ষিণায়াং যা আশা প্রার্থনা তাং শীঘ্রং ভর্ত্তুং পোষয়িতুমিচ্ছুঃ সন্ দক্ষিণাং দিশং তস্য গুরোঃ সুতং লব্ধুমিচ্ছুর্গতঃ॥

দরং শঙ্খ স্তেন গ্রস্তং এতং গুরুসুতং দরান্তঃ শঙ্খমধ্যে বিচিন্বন্ এতং চিরান্নাশং বিশেষেণ বুধ্যন্ ন শান্তো বিরতঃ॥

অথ তস্মাৎ পাঞ্চজন্যং শঙ্খং প্রগৃহ্য অকস্মাৎ হঠাৎ অগ্রজন্মমগ্রজমেত্য অবাদীৎ কথিতবান্॥

চিত্ত এবং অহঙ্কার পদার্থে) জীবের মত অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্‌ভাবে গুরুর ভক্তি করিতেন। ইনি সহাধ্যায়ীসমূ-হের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাষ্ঠ এবং পত্র আহরণ করিতেন। এইরূপ পরিচর্য্যা করিয়া গুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। পরে মর্ম্মার্থ বোধপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাপ্ত হইলে, তাহার অন্তে স্নান * করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দক্ষিণা বিষয়ে গুরুর

* এই পূরণে ২ শ্লোকের অনুবাদের পাদ টীকা দ্রষ্টব্য

স্থলং ধর্ম্মরাজঃ প্রতস্থেঽতিতূর্ণং।
ততঃ শর্ম্মভাজঃ সুখং প্রাপ পূর্ণম্ ॥
যদা তারকাণাং পতি স্তত্র যাতঃ।
তদা নারকাণামভূত্তাপঘাতঃ ॥
অগৃহ্ণাদ্‌গুরোঃ শাবমন্তাৎ প্রমুক্তং।
যথাবদ্বয়ো-ভাব-দেহাদি-যুক্তম্ ॥
গুরুং তস্য ভার্য্যামপি প্রাপ্য তস্মাৎ।
অধিন্বিষ্ট কার্য্যাৎ পরানপ্যকস্মাৎ ॥

তথা ধর্ম্মরাজো যমস্য স্থলং স্থানং অতিশীঘ্রং প্রতস্থে ততঃ শর্ম্মভাজো যমাৎ পূর্ণং সুখং প্রাপ ॥

তারকাণাং পতিশ্চন্দ্রঃ অথচ তারকাণাং নিস্তারকাণাং প্রভু স্তত্র যাতো গত স্তদা নারকাণাং নরসমুহানাং সূর্য্যতাপস্য ঘাতঃ অথচ নারকাণাং নরকভোগিনাং তাপস্য যন্ত্রণায়া ঘাতো বভূব ॥

অন্তাৎ যমাৎ প্রকর্ষেণ মুক্তং গুরোঃ শাবং বালকং জগ্রাহ। তং কিম্ভূতং যথাবদ্বয়ো যথাবদ্ভাবঃ সত্তা যথাবদ্দেহাদি স্তৈর্যুক্তম্ ॥

গুরুদম্পতী প্রাপ্য তস্মাৎ পুত্রদানাৎ কার্য্যাৎ তাবধিন্বিষ্ট প্রীণিতবান্ ধিবি প্রীণনে ধাতুঃ। অকস্মাৎ সহসা পরানপি অধিন্বিষ্ট ॥

যেরূপ আশাছিল, শীঘ্র তাহা পরিপূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিয়া, গুরুপুত্র আনিতে ইচ্ছুক হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করেন। শঙ্খকবলিত সেই গুরুপুত্রকে শঙ্খ-মধ্যে অনেক প্রকার সংগ্রহ করিয়া, এবং পরে (বহুকাল নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে) ইহা বিশেষরূপে জানিতে পারিয়া বিরত হন নাই। অনন্তর তিনি তাহা হইতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ গ্রহণ করিয়া অকস্মাৎ জ্যেষ্ঠের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিলেন। পরে অতিশীঘ্র ধর্ম্মরাজের নগরে প্রস্থান করিয়া ছিলেন। অনন্তর তিনি সুখ-প্রাপ্ত যম হইতে পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। যৎকালে তারকাদিগের পতি চন্দ্র অথচ নিস্তারকদিগের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ঐস্থানে গমন করেন তখন নারক (বা নরদিগের সূর্য্যতাপের,) অথচ নরক ভোগকারী মানবদিগের যন্ত্রণার বিনাশ হইয়াছিল। যমের নিকট হইতে মুক্ত করিয়া গুরুপুত্রকে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ঐ বালকের অবিকল পূর্ব্বের মত বয়ঃক্রম, সত্তা এবং দেহাদি সংযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই পুত্র দান করত গুরু এবং গুরুপত্নীকে প্রীত

তমেতং সমায়াতমীক্ষস্ব গোষ্ঠং।

তদানন্দসম্পাতদোহস্মিতোষ্ঠম্ ॥ ইতি ॥ ৫৯ ॥

ততশ্চ তত্তচ্ছ্রবণাল্লব্ধনষ্টবিত্ত ইব সুখবলিতচিত্তঃ সর্ব্বং এব স্বস্বসদনমাসসাদ ॥ ৬০ ॥

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণসদসি স এব কথকঃ পৃথগিদং কথয়ামাস ॥ ৬১ ॥

দেবি ! শ্রীমতি ! রাধিকে ! যদমুনা সন্দিষ্টমাসীৎ পুরা
বৃত্তাদূর্দ্ধমভীষ্টমুদ্ধবমনু প্রেম্ণা প্রিয়েণ ত্বয়ি।
কথ্যং তত্তু বিচারয়ন্মম মনঃ সম্ভ্রাম্যতি ক্ষুভ্যতি
ক্রুধ্যত্যস্যতি দিব্যতি স্ফুটসুখং ব্যস্যত্যলং মাদ্যতি ॥৬২॥

গোষ্ঠং সমায়াতং তমেতং ঈক্ষস্ব পশ্য তস্যানন্দসম্পাতস্য যো দোহঃ পূরণং তেন স্মিতং মন্দহাস্যযুক্তং ওষ্ঠং যস্য তম্ ॥ ৫৯ ॥

তদেবং তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। লব্ধং নষ্টবিত্তং যেন স ইব তত্তচ্ছ্রবণাৎ সুখেন বলিতং সংযুক্তং চিত্তং যস্য সঃ নিজনিজগৃহং প্রাপ্তবান্ ॥ ৬০ ॥

স্বয়ং কবিঃ রাত্রিবৃত্তান্তং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন ॥ ৬১ ॥

হে দেবি ! শ্রীমতি রাধিকে ! ত্বয়ি অমুনা প্রিয়েণ প্রেম্ণা পুরা অভীষ্টঃ উদ্ধবমনু লক্ষীকৃত্য বৃত্তান্তাদূর্দ্ধং যৎ সন্দিষ্টমাসীৎ কথং কিঞ্চিৎ প্রকারেণ মম মনস্তদ্বিচারয়ৎ সম্ভ্রাম্যতি চঞ্চলতি, ক্ষুভ্যতি ক্ষোভযুক্তং ভবতি, ক্রুধ্যতি অস্যতি ক্ষিপতি, দীব্যতি হর্ষতি, স্ফুটসুখং যথাস্যাত্তথা ব্যস্যতি বিস্তৃতং ভবতি, অলমতিশয়েন মাদ্যতি হর্ষতি ॥ ৬২ ॥

করেন, এবং অকস্মাৎ অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও সন্তুষ্ট করেন। অতএব এখন দর্শন করুন, শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে আগমন করিয়াছেন। দেখুন, সেই আনন্দরাশির পরিপূরণে শ্রীকৃষ্ণের অধরে মৃদু মধুর হাসি খেলা করিতেছে ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অপহৃত ধনলাভ করিলে যেরূপ আনন্দ হয়, তাহার মত সকলেই সুখপূর্ণ হৃদয়ে স্ব-স্বভবনে গমন করিলেন ॥ ৬০ ॥

অনন্তর শ্রীরাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের সভায় সেই কথকই আবার পৃথক্ করিয়া এইরূপ কথা বলিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥

হে দেবি ! শ্রীমতি রাধিকে ! পূর্ব্বে এই প্রিয়তম উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া

তস্মাৎপ্রণিধায় পরং তৎপ্রচারণীয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

কিন্তু ;—তদ্বৃত্তান্তস্য সিদ্ধান্তং কুর্ব্বন্নিব তবান্তিকে।

সোঽয়ং নিতান্তং কান্তস্তে ন সঙ্গস্যান্তমিচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

ইতি স্বমনঃ পরিতোষ্য তেন স্বসঙ্গেন চ সঙ্গিনঃ পরিপোষ্য কথকযুগ্মং স্ববাসমাসসাদ। শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ চ পুরাতনবিরহাকর্ণনাল্লব্ধতৃষ্ণৌ লীলানিলয়ং শীলয়ামাসতুঃ ॥৬৫॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু গুরুতনয়-

সমানয়নং নাম নবমং পূরণম্ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ তস্মান্মনসঃ তৎ। তথাভাবাৎ প্রণিধায় পরং তন্ময়া প্রচারণীয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

তৎপ্রচারণেঽপি নাস্তি প্রয়োজনমিতি কথয়তি—কিন্ত্বিত্যাদিনা। সিদ্ধান্তং মর্ম্মার্থং ন তব সঙ্গস্যান্তং শেষমিচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

এবং বর্ণয়িত্বা কথকঃ সুখীভূতবানিতি—বর্ণয়তি—ইতীতিগদ্যেন। তেন পরিতুষ্টমনঃ সঙ্গেন চ। পুরাতনং যৎ বিরহস্যাকর্ণনং শ্রবণং তৎ প্রাপ্য লব্ধতৃষ্ণৌ সন্তৌ লীলামন্দিরং শীলয়ামাসতুঃ সেবিতবন্তৌ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরচম্প্বাং নবমং পূরণম্ ॥ ৯ ॥

সেই ঘটনার পর আপনাকে যেরূপ অভীষ্ট বিষয় আদেশ করিয়াছিলেন, আমার মন কোন প্রকারে তাহা বিচার করিয়া বিচলিত, ক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত, হৃষ্ট, এবং স্পষ্টই বিস্তৃত হইতেছে, এবং অতিশয় আনন্দিত হইতেছে ॥ ৬২ ॥

মনের এইরূপ ভাব হওয়াতে আমি সাবধানে সেই উৎকৃষ্ট বিষয় প্রচার করিব ॥ ৬৩ ॥

কিন্তু আপনার নিকটে সেই বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত করিয়াই যেন এই প্রিয়তম আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহে ॥ ৬৪ ॥

এইরূপে আপনাদের মন পরিতুষ্ট করিয়া এবং সেই পরিতুষ্ট মনের সংসর্গে সঙ্গীদিগকেও পরিতুষ্ট করিয়া কথক দ্বয় স্ব স্ব আবাসে গমন করিল। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকাও পুরাতন বিরহবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সতৃষ্ণভাবে লীলামন্দিরে গমন করিলেন ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূকাব্যে গুরুপুত্র আনয়ন

নামক নবম পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ৯ ॥
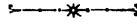
দশমং পূরণম্ ।

উদ্ধব-সন্দেশঃ ।

অথ পরেদ্যবি সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণশ্রোতৃকতয়া জাতব্রজেশ্বরসুখ-প্রথায়াং প্রাতঃকথায়াং মধুকণ্ঠ উবাচ ॥ ১ ॥

অথ পুরুবাসরাণ্যতিক্রম্য গুরুপুরাদাব্রজিতস্য তস্মিন্নজিতস্য সর্ব্বসম্পন্মহিম্নাপি মহিতস্য সেয়ং মনঃকথা জাতা। হন্ত! নিহ্নুততয়া দূরতমকৃতগমনস্য মম চিরং সমাচারস্তত্র তাতচরণাদিভির্নাসাদিতঃ। সম্প্রাতি তু দূরগমনমপি নিশাময়িষ্যতে

শ্রীমদুত্তরগোপালচম্প্বাং দশমপূরণে।
উদ্ধবস্য ব্রজে যানং সপ্রকারমুদীর্য্যতে ॥ • ॥

অথ শ্রীমদুদ্ধবস্য দূততয়া ব্রজাগমস্য বৃত্তান্তং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। পরেদ্যবি পরদিবসে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রোতা যত্র তদ্ভাবতয়া জাতা ব্রজেশ্বরস্য সুখপ্রথা যয়া তস্যাং প্রাতঃকথায়াং ॥ ১ ॥

অথেত্যনন্তরে পুরুবাসরাণি বহুদিনানি তস্মিন্ মধুপুরে কৃষ্ণস্য মনঃকথা জাতা। হন্তেতি খেদে। নিহ্নুততয়া গুপ্তভাবেন দূরতমে দেশে কৃতং গমনং যস্য তস্য মম তত্র ব্রজে নাসাদিতঃ প্রাপিতঃ দূরগমনমপি তৈ নিশাময়িষ্যতে শ্রোষ্যতে তেষু তাতচরণাদিষু পূর্ত্তিং পূর্ণতাং না-

---

এই উত্তর গোপালচম্পূকাব্যের দশম পূরণে উদ্ধবের ব্রজে গমন সবিস্তারে বর্ণিত হইবে ॥

অনন্তর পরদিনে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রোতা থাকাতে ব্রজরাজের সুখবিস্তারকারিণী প্রাতঃকালীন কথাতে মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর বহুদিন অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গুরুপুর হইতে মধুপুরে আগমন করিলেন। তখন সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য মাহাত্ম্যে পূজিত হইলেও সেই শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ মনের কথা হইয়াছিল। হায়! আমি গোপন ভাবে দূরবর্ত্তী

যা চ তেষু মধ্যে মধ্যে মদীয়া স্ফূর্ত্তিঃ সা পুনর্ব্বিরহ-শান্তয়ে পূর্ত্তিং নাসাদয়তি। ততশ্চ তেষাং মদ্বিলোকনমেব শোকং দবয়িতা। তদেব কথং সম্ভবেদিতি শ্রীমদগ্রসম্ভবেন সহ রহশ্চিন্তয়ানীতি। অথ তেন তথা কৃতসম্ভাষণঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রাহ স্ম; ভবান্ খল্বত্রকীয়পিত্রাদীনামাজ্ঞামবজ্ঞাতুং বিত্রাসং ভজতি। তেষাং চ প্রাকাম্যং নাবাম্যং স্পৃতি। তস্মাৎ পুরুকুলজন্মানং জননীং পৃচ্ছাবঃ। সা খলু তত্রকীয়া-মত্রকীয়ামপি বার্ত্তামনুবর্ত্ততে। তদেবং সম্মন্ত্র্য ক্বচিদেকান্ত-গততয়া তামামন্ত্র্য বাষ্পপরামৃষ্টং পৃষ্টবন্তৌ। মাতঃ! কচ্চিৎ কশ্চিদ্ব্রজাদাব্রজন্নাসীৎ।

সোবাচ—মধ্যে মধ্যে কোঽপি কোঽপি ব্রজাদাব্রাজী-দেব। কিন্তু ভবদ্দর্শনং বিনা দুঃখতঃ শুষ্কতামেব গচ্ছন্ গচ্ছতি স্মা

সাদয়তি ন যাতি তেষাং শোকং দবয়িতা দূরং কারয়িতা শ্রীমদগ্রসম্ভবেন রামেণ রহো নিজ্জনে তেন কৃষ্ণেন তথাকৃতং সম্ভাষণং যস্য সঃ প্রাহ অত্রকীয়পিত্রাদীনাং মথুরানিবাসিনাং পিত্রাদীনাং আজ্ঞাং অবজ্ঞাতুং হেলয়িতুং বিশেষেণ বিত্রাসং ভয়ং। তেষামত্রকীয়পিত্রাদীনাঞ্চ প্রাকাম্যং স্বচ্ছন্দানুমতিঃ অবাম্যং সরলতাং ন স্পৃশতি। পুরুকুলে মহাকুলে জন্ম যস্যা স্তাং জননীং একান্তগতয়া একান্তে রহস্যে গতং গমনং যয়ো স্তদ্ভাবতয়া বাষ্পেণ পরামৃষ্টং সংশ্লিষ্টং যথা স্যাত্তথা পৃষ্টবন্তৌ আব্রজন্ আগচ্ছন্ বভূব, আব্রাজীৎ আগতবান্, ভবতো দর্শনং বিনা শুষ্কতাং ম্লানতাং অন্যত্র অবন্তীপুরে

প্রদেশে গমন করি। তাহাতেই পূজ্যপাদ পিতৃদেব প্রভৃতি মহোদয়গণ বহুদিন আমার সমাচার ব্রজমধ্যে প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহারা আমার দূরগমনও শ্রবণ করিবেন। আর যে মধ্যে মধ্যে ব্রজবাসী ব্যক্তিগণের উপরে আমার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাহা কিন্তু বিরহনাশের নিমিত্ত পূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না। অতএব আমার দর্শনই তাহাদিগের শোক দূর করিবে। তাহাই বা কিরূপে সম্ভব অতএব শ্রীমান্ অগ্রজের সহিত নিজ্জনে চিন্তা করা যাউক। অনন্তর ঐ রূপে শ্রীকৃষ্ণ সম্ভাষণ করিলে বলরাম বলিতে লাগিলেন। তুমি নিশ্চয়ই এই

এতাবূচতুঃ—আবয়োরন্যত্র গতং তৈরবগতং বা।

সোবাচ—স্ফুটং তাবন্নাবগতং। কিন্তু সুহৃদামন্তরং নিমেষসমনন্তরদর্শনান্তরায়তায়ামপি বিকল্পকোটীঃ কূটীকরোতি। কিন্তুরাং চিরতরং তদন্তরায়ে।

এতাবূচতুঃ—পরমমত্যা ভবত্যা খলু কিমিদং তর্ক্যতে। আবয়োরহ্নায় নিহ্নুত্য ব্রজমনুব্রজনাব্রজনং পিত্রোর্ন বর্জ্জনবিষয়ঃ স্যাদিতি।

সোবাচ—ময়াপ্যাগৃহ্য তয়োর্ম্মনো গৃহ্যমানমাসীৎ। ন তু সরসতাপরামৃষ্টং দৃষ্টং। তত্র চ তৎপার্শ্ববর্ত্তিনঃ সুতরাং প্রতীপবর্ত্তিন এব ॥ ২ ॥

তৈ র্ব্রজবাসিভিরবগতং জ্ঞাতং বা। নিমেষসমনন্তরদর্শনং অব্যবহিতদর্শনং নিমেষেণ সমনন্তরদর্শনস্যান্তরায়ঃ প্রতিবন্ধো যত্র তস্য ভাব স্তস্যামপি সুহৃদামন্তরং চিত্তং বিকল্পকোটীঃ অত্রাস্তি নবেতি কোটীঃ পূর্ব্বপক্ষান্ কূটীকরোতি রাশীকরোতি তদন্তরায়নিমেষব্যবধানে পরমা উৎকৃষ্টা মতি র্যস্যাঃ তয়া ভবত্যা তর্ক্যতে বিচার্য্যতে, অহ্নায় ঝটিতি নিহ্নুত্য গোপনীয়ব্রজং অনুগমনাগমনং বর্জ্জনবিষয়ো জ্ঞানবিষয়ো ন স্যাৎ বর্জ্জগতৌ ধাতুঃ। আগৃহ্য আগ্রহং কৃত্বা তয়ো র্দম্পত্যো র্গ্রহণবিষয়মাসীৎ। সরসতাপরামৃষ্টং সাভিপ্রায়তাবিমর্ষণং দৃষ্টং প্রতীপবর্ত্তিন স্তত্র বিরোধিন এব। ২ ॥

মথুরাবাসী পিতামাতা প্রভৃতির আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবার জন্য বিশেষরূপে ভয় পাইতেছ। মথুরাবাসী পিতা-মাতাদিগের স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক অনুমতি ও সরলতাস্পর্শ করিতেছে না। অতএব মহাবংশজাতা জননীকে আমরা জিজ্ঞাসা করি। সেই জননীই কেবল মথুরার এবং ব্রজের সম্বাদ অবগত আছেন। অতএব এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া কোনস্থানে নির্জ্জনে গমন পূর্ব্বক জনীনকে সম্বোধন করিয়া সজল নয়নে দুইভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন। জননি! জিজ্ঞাসা করি ব্রজ হইতে কোন লোক কি আগমন করিয়াছিল? জননী কহিলেন, মধ্যে মধ্যে কোন লোক ব্রজ হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু তোমাদের দর্শন ব্যতীত দুঃখে ম্লান হইয়া গমন করিয়াছে। কৃষ্ণ বলরাম কহিলেন, আমরা দুইজনে যে অবন্তীপুরে গমন করিয়া ছিলাম, তাহা কি তাহারা জানিতে পারিয়াছে? জননী কহিলেন,

অথ তদেতৎ প্রস্তূয় ভূয়ঃ শ্রীব্রজরাজ্ঞীমুখানাং দূয়মানানি মুখানি ধ্যানাদনুভূয় ত্রয়মপি ভূয়সা নয়নপয়সা ব্যাপ্তমাসীৎ। পশ্চাত্তু নিশ্চিকায়। কশ্চন মর্ম্মগকর্ম্মঠজনঃ সন্দেষ্টুং ঝটিতি ঘটনীয় ইতি ॥ ৩ ॥

তদেবং মিলিত্বা বিচার্য্য দেবার্য্যমিত্রেণ তু রহসি মনসীদং বিচার্য্যতে স্ম। স এব সন্দেশহরস্তত্র দেশরূপঃ স্যাৎ।

তদেবং তয়ো র্ব্রজগমনে নিবারণমেবায়াতং ইতি বিভাব্য সা যৎ বিহিতবতী—তৎগদ্যেন বর্ণয়তি—অথেতি। দূয়মানানি উপতপ্তানি ত্রয়ং সা চ রামকৃষ্ণৌ চ বহুলনেত্রজলেন ব্যাপ্তং বভূব। মর্ম্মগকর্ম্মঠজনঃ মর্ম্মগো২ভিপ্রায়জ্ঞঃ স চাসৌ কর্ম্মঠঃ কর্ম্মকুশলশ্চেতি সন্দেষ্টুং সাভিপ্রায়ং বেদয়িতুং শীঘ্রং ঘটনীয়ো নিযোজনীয়ঃ ॥ ৩ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। দেবারয়ো দৈত্যা স্তেষামমিত্রং শত্রুঃ

ঘটিলেও বন্ধুবর্গের চিত্ত, "শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে আছেন কিনা" এইরূপ বিকল্পের পূর্ব্ব-পক্ষ সকল বিস্তারিত করিতেছে। অতএব বহুকাল নিমেষের অন্তরাল হইলে সুহৃদ্‌গণের চিত্ত যে কি করিতে পারে, তাহা আর কি বলিব। দুই-ভ্রাতা বলিলেন, আপনি মহামতি, অতএব আপনি এই সম্বন্ধে কি অনুমান করিতে-ছেন, আমরা দুইজনে যদি শীঘ্রই গোপন করিয়া ব্রজের উদ্দেশে গতায়াত করি তাহা হইলে পিতা মাতা নন্দ যশোদাকে আমরা ত্যাগ করিয়া যাই এরূপ জ্ঞান হইবে। তিনি কহিলেন, আমিও আগ্রহ করিয়া সেই দম্পতীর হৃদয় গ্রহণ করিয়া ছিলাম। কিন্তু কোনরূপ অভিপ্রেত পরামর্শ দেখিতে পাই নাই। সুতরাং তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণও তদ্‌বিষয়ে বিরোধী বলিতে হইবে ॥ ২ ॥

অনন্তর এইরূপ প্রস্তাব করিয়া পুনর্ব্বার ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির উপতপ্ত মুখ সকল, ধ্যানযোগে অনুভব করিয়া তিন জনেই প্রচুর নয়নজলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে কিন্তু এইরূপ নিশ্চয় করিলেন, কোন সর্ব্বজ্ঞকুশল ব্যক্তিকে স্বাভিপ্রায় জানাইবার জন্য শীঘ্র নিযুক্ত করিতে হইবে ॥ ৩ ॥

অতএব এইরূপে মিলিত হইয়া, এবং বিচার করিয়া দানবারি শ্রীকৃষ্ণ,

যঃ খলু বিলক্ষণবিচক্ষণঃ সর্ব্বেষামত্রকীয়তত্রকীয়ানাং সম্মততয়া লক্ষ্যেত। স্বল্পমাত্রঞ্চ মম সঙ্কোচপাত্রং ন স্যাৎ। তত্তদ্বিধতা চ তত্রৈব সবিধতাং বিধত্তে যন্মনসি তত্তন্মম মাধুর্য্যমপি সম্যক্ পর্য্যবস্যতি। কেবলমাধুর্য্যজ্ঞানং চেত্ত-দ্দুঃখদুঃখিতয়া ন স তত্র ধুর্য্যতাং লভেত। ঐশ্বর্য্যমাত্রপর্য্য-বসানং জ্ঞানং চেত্তেষু কেবলমন্মাধুরীধুরীণেষু কুরীতিতামেব মন্যেত। উভয়াজ্ঞানং চেদতিতুচ্ছতামেব সঙ্গচ্ছেৎ। কুত্রে চ ন মম প্রেমবশতায়াং চাবগতায়াং দোষদৃষ্টিমপি পরামৃষ্টি-মানয়েত ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্তেন রহসি নির্জ্জনে স্থানে। তত্র ব্রজে স এব সন্দেশহরো দূতো দেশরূপ উচিতঃ স্যাৎ। বিলক্ষণবিচক্ষণঃ উত্তমবিবেচকঃ অত্রকীয়তত্রকীয়ানাং মাথুরব্রজোদ্ভবানাং সবিধতাং সমানপ্রকারতাং যন্মনসি যস্য চিত্তে সম্যক্ পর্য্যবস্যতি নির্দ্ধারিতো ভবতি। তদ্দুঃখদুঃখিতয়া তেষাং ব্রজস্থানাং দুঃখেন যা দুঃখিতা তয়া ধুর্য্যতাং শ্রেষ্ঠতাং ন লভেত যা কেবলা মম মাধুরী তস্যা ধুরীণেষু বাহকেষু কুরীতিতাং কুস্বভাবতামসদ্ব্যবহারতামেব। উভয়াজ্ঞানাং মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানং অতিতুচ্ছতামতিনিন্দতাং। দোষদৃষ্টিমপি পরামৃষ্টং পরামর্শং নানয়েৎ ন প্রাপয়েৎ ॥ ৪ ॥

নির্জ্জনে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি অসাধারণ পণ্ডিত, এবং যে ব্যক্তি মথুরাবাসী এবং ব্রজবাসী সকলেরই সম্মান পাত্র বলিয়া লক্ষ্য লইতে পারে, সেই দূতই ব্রজের সমযোগ্য হইবে, কিন্তু ঐ দূত অল্পমাত্রও আমার সঙ্কোচ পাত্র হইবে না। যাহার চিত্তে আমার তত্তৎমাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যও সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই দূতের এই সকল গুণরাশিই ব্রজের সাম্য পাইবার উপযুক্ত। যদি কেবল মাত্র আমার মাধুর্য্য জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহাদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করাতে সেই দূত শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে না। যদি তাহার জ্ঞান কেবল মাত্র আমার ঐশ্বর্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে আমার মাধুরী বাহক ব্যক্তিগণের নিকট সেই জ্ঞান অসদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইবে। আমার মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য যদি এই উভয় জ্ঞানথাকে, তাহা হইলে সেইজ্ঞান অত্যন্ত নিন্দা প্রাপ্ত হইবে, এবং কোনও স্থানে আমার প্রেমাধীন ভাব অবগত হইলে, তাহাতে দোষ দৃষ্টির পরামর্শ করিবে না ॥ ৪ ॥

অথ তাদৃগত্র কতমঃ শস্তমঃ স্যাদিতি বিচিন্তয়ন্নয়মকস্মাদিব সস্মার। আং আং দুর্ল্লভং লিপ্সোর্বিস্মৃতনিজকণ্ঠস্থিত-চিন্তামণেরিব মম কুণ্ঠতা জাতা। যতস্তথাবিধঃ সোঽয়মুদ্ধব এব মদুদ্ধবমাসাদয়িতা ॥ ৫ ॥

তথাহি ;—

মদর্চ্চনায়াখিল-বাল্যকূর্দ্দনং
বাল্যেঽপি দভ্রং কলয়াম্বভূব যঃ।
মৎপ্রেমগোপায় সমীরজাং রুজং
কৈশোরকে চাস্তি মমায়মুদ্ধবঃ ॥ ৬ ॥

তদ্বিচারানন্তরং কিং বৃত্তং জাতং ইত্যপেক্ষায়াং তৎ বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ অকস্মাৎ হঠাদিব। আং আং স্মৃতং দুর্ল্লভং লিপ্সোর্ম্মম কুণ্ঠতা জাতা, বিস্মৃতো নিজকণ্ঠস্থিতশ্চিন্তামণি র্যস্য তস্যেব। মদুদ্ধবং মমোৎসবমানন্দং প্রাপয়িতা ॥ ৫ ॥

তস্যোদ্ধবস্য স্বৈকনিষ্ঠতাং নির্দিশতি—মদর্চ্চনায় অখিলবাল্যকূর্দ্দনং সমগ্রবাল্যক্রীড়াং দভ্রমল্পং কলয়াম্বভূব খ্যাপয়ামাস। যশ্চ কৈশোরে মৎপ্রেমগোপনায় সমীরো বায়ু স্তস্মাৎ জাতাং রুজং রোগং কলয়াম্বভূব অতোঽকার্য্যো মমায়মুদ্ধবোঽস্তি ॥ ৬ ॥

অনন্তর এইস্থানে তাদৃশ কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত হইতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন হঠাৎ স্মরণ করিলেন। হাঁ হাঁ, স্মরণ হইয়াছে, নিজকণ্ঠ-স্থিত চিন্তামণিরত্ন বিস্মৃত হইলে তাহার যেরূপ অবস্থা ঘটে, সেইরূপ দুর্লভ বস্তুপ্রার্থী আমার কুণ্ঠিতভাব ঘটিয়াছে। কারণ, তাদৃশগুণ সম্পন্ন সেই উদ্ধবই আমার আনন্দ উৎপাদন করিবে ॥ ৫ ॥

দেখুন যিনি আমাকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত বাল্যকালেও সমগ্র বাল্য-ক্রীড়া, ঈষৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং যিনি কৈশোর অবস্থায় আমার প্রেম গোপন করিবার জন্য বায়ুরোগ ব্যক্ত করিয়াছিলেন ; অতএব এই উদ্ধবই আমার বিদ্যমান আছেন ॥ ৬ ॥

মৎপ্রেমভ্রমভাগপি প্রথয়িতুং মৎসেবনানাং বিধীন্
শ্রীমৎভাগবতাদিনীত্যবধিসচ্ছাস্ত্রাণি বাচস্পতেঃ।
অধ্যৈষ্ট স্ফুটমেষ যঃ স তু পরং সর্ব্বত্র মৎপাত্রতা-
পাত্রং স্যাদিতি মন্মনঃ প্রতিপদং তং সঙ্গিনং বাঞ্ছতি ॥৭॥
অহো ! যদবধি শ্রুতস্তদবধি স্ফুটং দৃষ্টব-
ন্মম স্ফুরতি সাম্প্রতং কিমুত দৃষ্টিমেবাগতঃ।
য এব চ যদুব্রজাৎ কিমপরং নিজাদগ্রজাৎ
পৃথগ্ নিখিলকর্ম্মণি প্রতিলবং ময়া পৃচ্ছ্যতে ॥ ৮ ॥

অতস্তৎ সঙ্গতিরেব মম কাম্যেতি নিদিশতি—মদিতি। মম প্রেমভ্রমভাগপি প্রেম্নো যো ভ্রমো ঘূর্ণনং চক্রাবর্ত্তস্তং ভজতে যঃ সোঽপি মম সেবমানানাং বিধীন্ প্রথয়িতুং বাচস্পতে বৃহস্পতেঃ সকাশাৎ শ্রীমদ্ভাগবতাদি র্যেষাং নীতির্মহাভারতাদিরবধিরন্তো যেষাং তানিচ তানি সচ্ছাস্ত্রাণি অধ্যৈষ্ট স্ফুটমধীতবান্ সতু সর্ব্বত্র পরং মৎপাত্রতাপাত্রং মম অমাত্যতায়াং পাত্রং যোগ্যঃ স্যাদিতি হেতোর্ম্মম চিত্তং প্রতিক্ষণং তং সঙ্গিনং কাম্যতি ॥ ৭ ॥

তং প্রতি স্বস্য কৃপালুতাং নিদিশতি—অহো ইতি। অহো আশ্চর্য্যে যদবধি ময়া স শ্রুতঃ স্ফুটং দৃষ্টবৎ পরিচিতবৎ য এষ চ যদুব্রজাৎ যদুসমূহাৎ নিজাদগ্রজাৎ শ্রীরামাৎ পৃথক্ প্রতিক্ষণং কিং কর্ত্তব্যমিতি পৃচ্ছ্যতে ॥ ৮ ॥

আমার প্রেম চক্রাকারে ঘুরিতেছে। তথাপি চক্রবৎ ঘূর্ণমাণ আমার সেই প্রেম ভজনা করিয়াও, আমার যত প্রকার সেবা বিধি আছে, সেই সকল সেবাবিধি বিস্তার করিবার জন্য, বৃহস্পতির নিকট হইতে যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ ভাগবত প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র সকল স্পষ্ট-রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন! সেই ব্যক্তিই কিন্তু সকল বিষয়ে আমার অমাত্য হইবার উপযুক্ত পাত্র। এই কারণে আমার মন প্রতিক্ষণে তাহাকেই সঙ্গী করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৭ ॥

আহা! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! যে অবধি আমি তাহার নাম শ্রবণ করিয়াছি, তদবধি সেই ব্যক্তি স্পষ্টই পরিচিত ব্যক্তির মত প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি সেই ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হওয়াতে আর আমি ঐ বিষয়ে কি বলিব। এই ব্যক্তিই সমস্ত যদুবংশীয় ব্যক্তিগণ এবং নিজ জ্যেষ্ঠ বলদেব হইতে পৃথক্। আমি প্রতিক্ষণে সকল কার্য্যে ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

মমাত্মা বহিরাভাতি সোঽয়মুদ্ধবসংজ্ঞিতঃ ।
যথা মম মনো ভাতি তথা তস্য ন চান্যথা ॥ ৯ ॥

তস্মাদসঙ্কোচসঙ্কোচরোচমানরতিকে মদেকগতিকে সর্ব্ববিধপ্রণয়িজনব্রজে ব্রজে সন্দেশহরতয়া স এষ এব প্রেষণীয়ঃ ॥১০

তদেবং সতি চ বিচারে নিরন্তরপ্রচারেণ নিরন্তরসম্বন্ধবন্ধুসঞ্চারেণালব্ধে রহসি কথমপি লব্ধে মাধবস্তমেনমুদ্ধবমিব (ক)মুদ্ধুরকরমুদ্ধবং লব্ধবান্ । লব্ধা চ তস্মাদপ্যেকান্তং নিশান্ত-

---

কিং বহুনা মম মূর্ত্ত্যন্তরং এবামর্য়িতি নির্দিশতি—মমেতি । মমাত্মা সোঽয়মুদ্ধবসংজ্ঞিতঃ সন্ বহিরাভাতি প্রকাশতে তত্র হেতুং কল্পয়তি—যথেতি ॥ ৯ ॥

তদেবং তত্র নির্দ্ধারণং নির্দিশতি—তস্মাদিতিগদ্যেন । তস্মান্মৎপ্রেমৈকপাত্রত্বাৎ মদেকাত্মকত্বাচ্চ সন্দেশহরতয়া দূতত্বেন স এষ এব ব্রজে ময়া প্রেষণীয়ঃ। ব্রজে কিম্ভূতে অসঙ্কোচেন রোচমানা রতির্যত্র তস্মিন্ তথা অহমেব একা গতির্যস্য তস্মিন্ তথা সর্ব্ববিধানাং সর্ব্বপ্রকারাণাং প্রণয়িজনানাং ব্রজঃ সমূহো যত্র তস্মিন্ ॥ ১০ ॥

তদনন্তরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন । নিরন্তরঃ প্রচারঃ প্রকাশো যস্য তেন নিরন্তরং সম্বন্ধো যেষাং তেচ তে বন্ধবশ্চেতি তেষাং সঞ্চারেণ সদাগমনেন নির্জ্জনে অলব্ধে সতি তস্মিন্ কথমপি লব্ধে উদ্ধবং উৎসবমিব তমেনং উদ্ধবং উদ্ধুরকরং ঊর্দ্ধে ধৃতঃ করো যত্র

অধিক কি, আমার আত্মাই বাহিরে উদ্ধব নামে প্রকাশ পাইতেছে। যেরূপ আমার মন প্রকাশ পাইতেছে, সেইরূপ তাহারও মন প্রকাশ পাইতেছে। এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥

অতএব এই উদ্ধব একমাত্র আমার প্রেমের পাত্র বলিয়া, পরম মন্ত্রী বলিয়া এবং একমাত্র আমার আত্মা বলিয়া দৌত্য কার্য্যে ইহাকেই ব্রজে প্রেরণ করিব। কারণ, অসঙ্কুচিতভাবে ব্রজমধ্যে রতি বা অনুরাগ বিরাজ করিতেছে, আমিই একমাত্র ব্রজের গতি, এবং সকল প্রকার প্রেমিক জন তথায় বাস করে ॥ ১০ ॥

অতএব এইরূপে বিচার হইলে নিরন্তর প্রকাশমান এবং নিরন্তর সম্বন্ধ যুক্ত বন্ধুগণের সর্ব্বদা আগমনে নির্জ্জন স্থান সর্ব্বদাই দুর্ল্লভ। তৎপরে অতি-কষ্টে নির্জ্জন স্থান লব্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণ হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক ঐ উদ্ধবকে উৎসবের

(ক) উদ্ধুরকরমিতি টীকা সম্মতঃ পাঠঃ ॥

মানীয় পানীয়বদ্দ্রবদন্তরাত্মা সদেশমুপবেশয়ামাস উপবেশয়ংশ্চ লব্ধাবেশঃ কেশবস্তৎপাণিং নিজপাণিনাঙ্কমানিনায় ॥ ১১ ॥

ততশ্চ—

কম্প্রং কম্প্রেণ সিক্তঞ্চ সিক্তেনান্যোঽন্যমশ্রুভিঃ।
করং করেণ সংগৃহ্নংস্তস্য শ্রীহরিরব্রবীৎ ॥ ১২ ॥
"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্" ॥ ১৩ ॥

তদ্‌যথাস্যাৎ করমুত্তোল্য লব্ধবান্। তস্মাৎ স্থানাৎ একান্তং রহস্যং কান্তং কমনীয়ং নিশান্তং গৃহং পানীয়ং জলং তদিব দ্রবন্ অন্তরাত্মা চিত্তং যস্য সঃ সদেশং নিকটং উপবেশিতবান্। লব্ধ আবেশো মিত্রতা যস্য সঃ নিজকরেণ তস্য করং অঙ্কং ক্রোড়মানিনায় ॥ ১১ ॥

তদেবং তয়োর্ম্মিলনে ভাবোদ্রেকং বর্ণয়তি—কম্প্রমিতি। অন্যোঽন্যং কম্প্রেণ কম্পযুক্তেন করেণ কম্প্রং কম্পযুক্তং তথা অশ্রুভিঃ সিক্তং করং এবম্প্রকারেণ করেণ তস্য করং সংগৃহ্নন্ শ্রীকৃষ্ণোঽকথয়ৎ ॥ ১২ ॥

তৎ কথনং শ্রীভাগবতীয়পদ্যেন বর্ণিতমস্তি তৎপদ্যং লিখতি—ন তথেতি। আত্মযোনি-র্ব্রহ্মা, শঙ্করঃ শিবঃ, সঙ্কর্ষণো রামঃ, শ্রীর্লক্ষ্মীরাত্মামূর্ত্তিং ॥ ১৩ ॥

মত লাভ করিলেন। উদ্ধবকে লাভ করিয়া সেই স্থান হইতে একান্ত রমণীয় গৃহে আনয়ন করিয়া জলের মত দ্রবীভূত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নির্জ্জনে উপবেশন করাইলেন। তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া মিত্রভাব লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত নিজ ক্রোড়ে আনয়ন করিলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর এইরূপে পরস্পর পরস্পরের কম্পিত হস্তদ্বারা কম্পিত হও, এবং অশ্রুজলসিক্ত হস্তদ্বারা তাহার অশ্রুজলসিক্ত হস্ত গ্রহণ করিয়া, পরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

এই স্থানে ভাগবতের শ্লোক দর্শিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "তুমি যেরূপ আমার প্রিয়তম, আত্মযোনি ব্রহ্মা, মহাদেব, বলরাম, লক্ষ্মী এবং আমার মূর্ত্তিও সেইরূপ প্রিয় নহে" ॥ ১৩ ॥

ত্বমেব যদুষু ব্যক্তং ব্রজে রজ্যসি যত্নতঃ (ক)।
আত্মনোঽপ্যধিকং ত্যক্তব্রজাত্ত্বাং মনুবে হিতম্ ॥ ১৪ ॥
যর্হি যর্হি চ ময়া ব্রজবার্ত্তা বর্ত্ত্যতে কঠিনচিত্ততয়া সা।
তর্হি তর্হি স ভবান্ দ্রুতচেতা হা! দ্রবত্তনুরিব প্রতিভাতি ॥১৫॥

তস্মাত্ত্বামেকান্তে নির্ব্বর্ণ্য হৃদন্তঃশূলমিব দুঃখনমূলং দুঃখং বর্ণ্যতে ॥ ১৬ ॥

অধুনা স্বাভিপ্রায়ং ব্যঞ্জয়তি—ত্বমেবেতি। যদুষু মধ্যে ত্বমেব যত্নতো ব্যক্তং ব্রজে রজ্যসি ত্যক্তো ব্রজো যেন তস্মাদাত্মনোঽপি ত্বামধিকং হিতং মনুবে জানামি ॥ ১৪ ॥

উদ্ধবস্য ব্রজানুরাগং বর্ণয়তি—যর্হীতি। কঠিনং চিত্তং যস্য তদ্ভাবতয়া ময়া ব্রজবার্ত্তা বর্ত্ত্যতে বর্ত্তনং ক্রিয়তে দ্রুতং গলিতং চেতো যস্য সঃ দ্রবন্তী শিথিলা তনুর্যস্য তদিব প্রকাশতে ॥ ১৫ ॥

অত ত্বয়ি মম কিমপি গোপ্যং নাস্তীতি বর্ণয়তি—তস্মাদিতিগদ্যেন। একান্তে নির্জ্জনে নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা হৃদয়মধ্যস্থশূলমিব দুঃখেন খননং যস্য এবম্ভূতং কারণং যস্য তৎ দুঃখং ময়া বর্ণ্যতে ॥ ১৬ ॥

তুমিই যদুবংশীয়দিগের মধ্যে এবং যত্নপূর্ব্বক সুস্পষ্টভাবে ব্রজের মধ্যে অনুরক্ত হইতেছ। আমি ব্রজত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং আমি আপনা হইতেও তোমাকে অধিক হিতৈষী বলিয়া জানি ॥ ১৪ ॥

কঠিনচিত্ত বলিয়া আমি যে যে স্থানে সেই ব্রজের সম্বাদ কীর্ত্তন করিয়া থাকি, হায়? সেই সেই স্থানে তুমি প্রকাশ পাইয়া থাক। তখন তোমার চিত্ত যেন গলিয়া যায়, এবং তোমার শরীর যেন শিথিল হইয়া পড়ে ॥ ১৫ ॥

অতএব আমি তোমাকে নির্জনে দর্শন করিয়া হৃদয়ের মধ্যস্থিত শূলের মত দুঃখবার্ত্তা বর্ণন করিব। আমি যে দুঃখ বলিব, তাহার মূল খনন করা নিতান্ত অসাধ্য ॥ ১৬ ॥

(ক) যত্নতঃ ইত্যত্র যত্ততঃ ইত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌরপাঠঃ।

জানাসি ত্বং মম হৃদয়মিদং বদ্ধতাং যাতি ভক্ত্যা
কারাদ্বৈরাদপি জগতি যতঃ সাক্ষিণী পূতনাস্তি।
সা যদ্বেষাদজনি চ জননীরীতিরস্যা জনন্যাঃ
প্রেমব্যাপ্তং ব্রজমনুভবিতা হৃৎ কথং মে ন সক্তম্ ॥১৭॥
আস্তাং সা সা সততমসুবল্লালনা ময্যমুষ্যাঃ
শিক্ষারূপং যদরচি তয়া বন্ধনং তন্মদন্তঃ।
স্মারং স্মারং দলতি বলবদ্ যেন তস্মিন্ন কিঞ্চি-
দ্ধর্ত্তুং শক্যং ভবতি নিতরামল্পকং বা মহদ্বা ॥ ১৮ ॥

তত্রচ প্রথমং জননীবিরহং বর্ণয়তি—জানাসীতি। ভক্ত্যাকারাৎ ভক্তিমাকারয়তি আভাসয়তি য এবম্ভূতাৎ বৈরাৎ শত্রোরপি মমেদং হৃদয়ং বদ্ধতাং যাতি ইতি ত্বং জানাসি যতো যত্র জগতি পূতনা সাক্ষিণী যা পূতনা যদ্বেষাৎ ভক্তরূপজননীবেশাৎ জননীরীতিজ্জনন্যা ইব রীতির্গতি যস্যাঃ সা অজনি অস্যা জনন্যাঃ প্রেমব্যাপ্তং ব্রজমনু মে হৃৎ মনঃ কথং সক্তং ন ভবিতা ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ আস্তামিতি অমুষ্যা জনন্যা ময়ি অসুবৎ প্রাণ ইব সা সা লালনা আস্তাং তিষ্ঠতু তয়া জনন্যা শিক্ষারূপং স্বস্য ধনক্ষয়ং যথা ন করিষ্যসীত্যেতদর্থং ত্বাং বধ্নামীতি যদ্বন্ধনমরচি রচিতং বলবন্মচ্চিত্তং তৎ স্মৃত্বা স্মৃত্বা দলতি বিদীর্ণং ভবতি যেন তস্মিন্ বন্ধনে কিঞ্চিদল্পং মহদ্বা-নিতরাং ধর্ত্তুং শক্যং ন ভবতি ধর্ত্তুমিত্যত্র কর্ত্তুমিতি পাঠো রম্যঃ ॥ ১৮ ॥

ভক্তিপ্রকাশক শত্রুতাচরণেও আমার মন যে বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা তুমি অবগত আছ। কারণ জগতে পূতনাই তাহার সাক্ষী আছে। দেখ সেই পূতনা ভক্তরূপ জননীর বেশ ধারণ করিয়া জননীর রীতিই অবলম্বন করিয়াছিল। অতএব জননীর প্রেমপূর্ণ ব্রজের উদ্দেশে আমার মন কেন আসক্ত হইবে না ? ॥ ১৭ ॥

অপিচ আমি জননীর প্রাণ, তিনি আমাকে লালনপালন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই লালনপালন কার্য্য দূরে থাক। "তুমি যাহাতে নিজের ধনক্ষয় না কর, তাহার জন্য আমি তোমাকে বন্ধন করিতেছি" এইরূপে জননী যে আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য বন্ধন করিয়াছেন, আমার অন্তঃকরণ তাহা বারংবার স্মরণ করিয়া প্রবল বেগে দলিত হইতেছে। যেহেতু সেই বন্ধন কার্য্যে কোন ব্যক্তি নিতান্ত অল্প বা অধিক কার্য্য করিতে সমর্থ নহে ॥ ১৮ ॥

চাপল্যং মা প্রয়াসীন্মম শিশুরসকৌ বাল্যতঃ স্বৈরভাবা-
দেবং বদ্ধস্তয়াহং সকৃদপি যদয়ং তেন বদ্ধোঽস্মি নিত্যম্।
আস্তামেতচ্চ তস্মাদপি পিতৃচরণা মোচয়ামাসুরেতং
সাস্রং মাং যচ্চ তেনাপ্যহমহহ! সদা বন্ধমেব প্রয়াগি॥ ১৯॥
যৌ ময্যেবোপসন্নে দৃশমনুভজতো বৃত্তিমেবং শ্রুতাদ্যে
তত্তদ্ভাবং সমন্তাদহহ! কিমপরং ভুক্তবত্যেব তৃপ্তিম্।
তৌ মৎপ্রাণৌ বিনা মাং কথমিব পিতরৌ প্রাণিতস্তন্ন জানে
কিম্বা দত্তা (ক) কদর্থন্যভবদপি তয়োঃ সা ময়া শশ্বদাশা॥২০॥

তয়া কৃতং বন্ধনমপি মম প্রীতিদমিতি ভণতি—চাপল্যমিতি। অসৌ বাল্যতঃ স্বৈরভাবাৎ স্বাতন্ত্র্যেণ চাপল্যং মা প্রয়াসীৎ ন গচ্ছতু এবং প্রকারেণ তয়া যৎ সকৃৎ একবারমপি অহং বদ্ধস্তেনায়মহং নিত্যবদ্ধোঽস্মি এতচ্চাস্তাং পিতৃচরণা তস্মাদ্বন্ধনাদপি সাস্রমেতং মাং যচ্চ মোচয়ামাসুস্তেনাপি অহং সর্ব্বদা বন্ধমেব প্রয়ামি এতদপি মহাশ্চর্য্যং মোচনেঽপি তদ্বন্ধে সদা মম বন্ধত্বাৎ॥ ১৯॥

কিঞ্চ পিত্রো র্বাৎসল্যং বর্ণয়িত্বা স্ববিরহং ভণতি—যাবিতি। ময়ি দৃশং দৃষ্টিং উপসন্নে যৌ বৃত্তিং মম সুখস্য বর্ত্তনং অনুভজতঃ এবং ময়ি শ্রুতাদ্যে সতি তত্তদ্ভাবং সমন্তাদনুভজতঃ। অহহেতি খেদে। অপরং কিং বক্তব্যং ময়ি ভুক্তবতি সতি যৌ ভুক্ত্বা তৃপ্তিমনুভজতঃ অহমেব প্রাণো যয়োস্তৌ মাং বিনা কথমিব প্রাণিতঃ জীবত স্তন্ন জানে কিং বা তয়ো র্দত্তা যা আশা সা কদর্থিনী অসংলগ্নবিশিষ্টা নিরর্থকবিশিষ্টা বা অভবৎ॥ ২০॥

"এই বালক বাল্যকালে স্বেচ্ছাক্রমে মন চাঞ্চল্য প্রাপ্ত না হয়" এই প্রকারে সেই জননী আমাকে যে একবারও বন্ধন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমি নিত্য বদ্ধ হইয়াছি। একথা থাক, পূজ্যপাদ পিতৃদেব সজল নয়নে সেই বন্ধন হইতে যে আমাকে মোচন করিয়াছিলেন, তাহাতেও আমি সর্ব্বদা বন্ধনই প্রাপ্ত হইয়াছি। হায়? ইহাই আশ্চর্য্য যে, কি মোচনে কি বন্ধনে, সর্ব্বদাই আমি বদ্ধ হইয়া আছি॥ ১৯॥

আমি দৃষ্টিগোচর হইলে যে পিতা মাতা, আমার সুখবৃত্তি ভজনা করিতেন এবং আমার বার্ত্তা শ্রবণ করিলেও যাঁহারা সুখবৃত্তি ধারণ করিতেন; হায়?

(ক) কদর্থিন্যভবদপি। ইতি মাও পাঠঃ।

আসাতাং পিতরৌ চ তৌ সখিজনাঃ সম্বন্ধিনঃ সেবকা
গাবঃ কিঞ্চ মৃগাদিজীবনিবহাঃ সর্ব্বে মদেকাশ্রয়াঃ।
এতৎকেন ন মন্যতাং স ভগবান্ ব্রহ্মাপি মামূচিবান্
"যদ্ধামার্থসুহৃৎপিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে" ॥ ২১ ॥
মন্যে গোকুলসম্ভবং পিতৃমুখং প্রেমাবলম্বং জনং
বিম্বং তৎপ্রতিবিম্বমেব পুরজং যত্রানুভূতিঃ প্রমা।
পূর্ব্বস্মিন্ননুভূততামনুগতে নান্ত্যঃ ক চ স্মর্য্যতে
পশ্চাদ্ভাবিনি যাতবত্যনুভবং পূর্ব্বঃ সরীস্মর্য্যতে ॥ ২২ ॥

তদেবং পিত্রোর্বিরহো দুঃসহ ইতি কিং বক্তব্যং সখিপ্রভৃতীনামপি এতৎ কথয়তি—আসাতামিতি। মৃগাদিজীবনিবহা মৃগাদিজীবসমূহা মদেকাশ্রয়া অহমেবাশ্রয়ো যেষাং তে এতৎ মদেকাশ্রয়ত্বং মামূচিবান্ মাং কথিতবান্ যদিত্যাদি ॥ ২১ ॥

নম্বত্রাপি তত্তুল্যাঃ পিতৃপ্রভৃতয়ঃ সন্তি কথং তেষাং বিরহে খিন্নো ভবসি তত্রাহ—মন্যে ইতি গোকুলে সম্ভব উৎপত্তি র্যস্য তং প্রেমাবলম্বং মম প্রেম্নোঽবলম্ব আশ্রয় স্তং বিম্বং মূর্ত্তিঃ পুরজং জনং তেষাং প্রতিবিম্বং প্রতিচ্ছবিরূপং যত্র এতন্নির্দ্ধারণে অনুভূতিরনুভবঃ প্রমা যথার্থজ্ঞানং বিচারেণ তদ্দর্শয়তি—বিম্বে অনুভূততাং অনুগতে সতি অন্তঃ প্রতিবিম্বং ক্বচ ন স্মর্যতে পশ্চাদ্ভাবিনি প্রতিবিম্বে অনুভবং যাতবতি গতবতি সতি পূর্ব্বো বিম্বং সরীস্মর্য্যতে পুনঃ পুনঃ স্মৃতং ভবতীতি ॥ ২২ ॥

অধিক কি বলিব; আমি ভোজন না করিলে যে জনক জননী ভোজন না করিয়াও তৃপ্তি পাইতেন; মদ্গত প্রাণ সেই পিতা মাতা আমার বিরহে কিরূপে যে জীবিত আছেন, তাহা আমি জানি না। কিম্বা আমি যে তাঁহাদিগকে বারংবার আশা দিয়াছিলাম, তাহাও অসংলগ্ন বা নিরর্থক হইয়াছে ॥ ২০ ॥

এই পিতামাতার কথা থাক। বন্ধুগণ, স্বজনবর্গ, ভৃত্যগণ, ধেনু সকল অপিচ হরিণাদি জীববৃন্দ, এই সকলেরই আমিই একমাত্র আশ্রয়। এই কথা কোন্ ব্যক্তি বা না মানিবে, স্বয়ং ব্রহ্মাও আমাকে বলিয়া ছিলেন যে, ব্রজবাসীদিগের গৃহ অর্থ, বন্ধু, প্রিয়জন, আত্মা, পুত্র, প্রাণ এবং অভিপ্রায় এই সকলই আমার জন্য ॥ ২১ ॥

গোকুলসম্ভূত পিতা মাতা প্রভৃতি প্রেমাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে বিম্ব বা মূর্ত্তি

তস্মিন্নেম্ববিধেঽপি প্রকৃতবশতয়া সাম্প্রতং গন্তুমীশঃ
স্যাং নেতি ত্বং মমায়ং প্রতিনিধিপদবীং গচ্ছ তত্রাপি গচ্ছ ।
গত্বা চেচ্ছং ময়া যদ্বত ! রহসি মতং শিক্ষ্যতে তদ্বিচার্য্য
প্রত্যেকং সৌখ্যদাতা ভব ময়ি স পুনঃ
সৌখ্যমেত্য প্রযচ্ছ ॥ ২৩ ॥

নম্বেবং ভবতো ব্রজ এবাবস্থানং যুজ্যতে কথঞ্চন নাত্রেতি তত্রাহ—তস্মিন্নিতি। এবং বিধেঽপি তস্মিন্ প্রকৃতবশতয়া প্রকৃতং সুহৃদ্রক্ষণপালনঞ্চ তস্য বশত্বেন সাম্প্রতং গন্তুং নেশো ন সমর্থঃ স্যামিতি হেতোস্ত্বং মম প্রতিনিধেঃ পদবীং উপাধিং গচ্ছ, তত্রাপি ব্রজে গচ্ছ। বতেতি খেদে। ইত্থংপ্রকারেণ ময়া রহসি যন্মতং শিক্ষ্যতে তদ্বিচার্য্য প্রত্যেকং জনং প্রতি সৌখ্যদাতা ভব, স ত্বং পুনরিহেত্য ময়ি সৌখ্যং প্রযচ্ছ ॥ ২৩ ॥

বলিয়া বিমোচন করিয়া থাকি। এবং এই পুরবাসী ব্যক্তিদিগকে তাঁহাদিগের ব্রজবাসীদিগের প্রতিবিম্ব বা প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ করিতেছি। এইরূপ নির্দ্ধারণ বিষয়ে অনুভবই যথার্থ জ্ঞান। দেখ, বিম্ব অনুভবের বিষয় প্রাপ্ত হইলে প্রতিবিম্ব কখনও স্মরণ যোগ্য হইতে পারে না, কিন্তু প্রতিবিম্ব অনুভূত হইলে, বারংবার বিম্বকে স্মরণ করিতে পারা যায় ॥ ২২ ॥

সেই গোকুল এইরূপ প্রেমাস্পদ হইলেও কেবল সুহৃদ্বর্গের রক্ষণাবেক্ষণের অধীন হইয়া সম্প্রতি গমন করিতে সমর্থ নয়। এই কারণে তুমি আমার প্রতিনিধির পদবী প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রজে গমন কর। হায়! এইরূপে তথায় গমন করিয়া আমি নির্জনে যেরূপ মত শিখাইয়া দিতেছি, তাহা বিচার করিয়া প্রত্যেক লোকের প্রতি সুখ বর্ষণ কর; এবং তুমি পুনরায় এই স্থানে আগমন করিয়া আমাকেও সুখদান কর ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বে যদ্যপি সন্ততং ব্রজজনা মাং লিপ্সব স্তে তথা-
প্যত্র ক্বাপি বিশেষিতাস্তি যদমী ভাবেন ভিন্নান্তরাঃ।
কেচিন্ময্যলমুদ্যদুৎকলিকিকাঃ সাক্ষ্যমপ্যন্যথা
মন্যন্তে প্রণয়াশ্রয়া মম পরে স্ফূর্ত্তিঞ্চ মাং মন্বতে॥ ২৪॥
তস্মাদ্বিস্রম্ভভাক্ষু স্ফুরণমপি সমক্ষাত্মতাং মন্যমানে-
ষ্বন্তঃসখ্যেষু মাস্ম স্ফুটমথ ভবতাদায়ি সন্দেশ এষঃ।
অত্যুৎকণ্ঠাবগুণ্ঠাত্মসু মম পিতরৌ তাবৃজূ স্বেন বোধ্যা-
বাবিদ্ধপ্রেমভাজঃ পুনরিহ কতিচিন্মদ্গিরা সান্ত্বনীয়া॥ ২৫॥

প্রত্যেকং সৌখ্যদাতেত্যুক্তং তত্র বিশেষং নির্দ্দিশতি—সর্ব্বে ইতি। মাং লিপ্সবঃ মাং লব্ধুমিচ্ছবঃ বিশেষিতা বিশেষবিশিষ্টতা অমী ব্রজজনা ভিন্নমন্তরং চিত্তং যেষাং তে। তদ্দর্শয়তি—কেচিদিতি। অলমতিশয়েন ময্যুদ্যদুৎকলিকিকা উদ্যন্ত্যা উৎকলিকয়া উৎকণ্ঠয়া বিশিষ্টতা যেষাং তে সাক্ষ্যং মম প্রত্যক্ষতামপি অন্যথা স্ফূর্ত্তিরূপাং মন্যন্তে। পরে তু ময়ি প্রণয় আশ্রয়ো যেষাং তে স্ফূর্ত্তিঞ্চ মামেব মন্বতে মন্যন্তে ব্যাকরণান্তরে মনধাতো র্ব্বিকল্পেন অন্তস্থ অভিধানাৎ॥ ২৪॥

যদি তেষাং ভাবভেদো বিদ্যতে তদা ভবতাপ্যেবং করণীয় ইতি কথয়তি—তস্মাদিতি। বিস্রম্ভো মম বাক্যে বিশ্বাস স্তং ভজন্তে যে তেষু মম স্ফুরণমপি সমক্ষাত্মতাং প্রত্যক্ষরূপতাং মন্যমানেষু অতএব অন্তঃ সৌখ্যেষু এষ সন্দেশো ভবতা স্ফুটং মাস্মদায়ি মাদত্তং তেষাং তদ্রূপেণ বিরহাভাবাৎ প্রত্যুত এতৎসন্দেশদানে বিরহোৎপত্তেঃ। কিঞ্চ অত্যুৎকণ্ঠয়াবগুণ্ঠা ম্রক্ষিতা আত্মানো যেষাং তেষু মধ্যে তৌ মম পিতরৌ ঋজূ সরলস্বভাবৌ স্বেনাত্মীয়েন ত্বয়া বোধ্যৌ বোধনীয়ৌ

যদ্যপি সেই সকল ব্রজবাসীজন সর্ব্বদাই আমাকে পাইতে ইচ্ছা করে বটে, তথাপি তদ্‌বিষয়ে কোন স্থানে একটু বিশেষ আছে। যেহেতু ঐ সকল ব্রজবাসীগণের মনে বিভিন্ন ভাব উদয় হইয়া থাকে। দেখ, কতিপয় ব্রজবাসী ব্যক্তির আমার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে বলিয়া আমাকে প্রত্যক্ষ দেখিলেও তাহারা আমাকে "স্ফূর্ত্তি রূপ" বিবেচনা করিয়া থাকে; এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি আমার প্রণয় আশায় আমার "স্ফূর্ত্তি দর্শনে" আমাকেই প্রত্যক্ষ বিবেচনা করে॥ ২৪॥

অতএব যাহারা আমার বাক্যে বিশ্বাস করে, যাহারা আমার স্ফূর্ত্তিকেও

যে বা তত্র পরেঽপি সন্তি শতশ স্তেষাং সদৃগ্ভাবগা
স্তে তৈরেব নিরূঢ়তোষবলনৈঃ প্রাপ্স্যন্তি শান্তিস্থিতিম্।
দাতা গেহপতীন্ পরং দ্বিজবরানানীয় পুষ্ণাতি তাং-
স্তৎদুর্ত্তব্য-জনা ভজন্তি নিতরাং তেনৈব পুষ্টাঙ্গতাম্ ॥২৬॥

পুনরিহ মধ্যে কতিচিৎ আবিদ্ধপ্রেমভাজঃ আবিদ্ধো বিভুগ্নো মিশ্রিতো যঃ প্রেমা তং ভজন্তে তে মদ্গিরা মম বাক্যেন সান্ত্বনীয়াঃ ॥ ২৫ ॥

ততোঽন্যদুপদিশতি—যে বেতি। তেষাং সমানৌ দৃক্ জ্ঞানং ভাবশ্চ তৌ গচ্ছন্তি যে তে নিরূঢ়তোষবলনৈঃ নিঃশেষেণ উঢ়ঃ প্রাপ্তো য স্তোষ স্তস্য বলনং সংসর্গো যেষাং তে তৈরেব তে পরেঽপি শান্তিস্থিতিং প্রাপ্স্যন্তি তত্র নিদর্শনং দাতা গেহপতীন্ গৃহস্থান্ তান্ দ্বিজবরান্ আনীয় পুষ্ণাতি তেষাং দ্বিজবরাণাং ভর্ত্তব্যাঃ পোষ্যা জনা স্তেনৈব পুষ্টাঙ্গতাং ভজন্তি ॥ ২৬ ॥

আমার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি বলিয়া বোধ করে, অতএব যাহাদের অন্তঃকরণে সুখ বিরাজ করিতেছে; তুমি তাহাদের নিকটে স্পষ্ট এইরূপ সম্বাদ দিবে না। দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত উৎকণ্ঠাদ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সেই সরল প্রকৃতি আমার পিতা মাতাকে তুমি আত্মীয়ের মত বুঝাইবে। আর ঐ স্থানে আমার কুটিল প্রেমপ্রার্থী কতিপয় লোক আছে, তাহাদিগকে তুমি আমার বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা করিবে॥ ২৫ ॥

অথবা সেই স্থানে অন্যান্য যে সমস্ত শত শত লোক আছে, তাহার মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির জ্ঞান এবং মনের ভাব অবিকল উহাদের মত। সুতরাং নিতান্ত সন্তোষ সংসৃষ্ট বাক্যদ্বারা তাহারাও শান্তি লাভ করিবে। দেখ দাতা গৃহপতি দ্বিজবরদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পোষণ করিয়া থাকেন, এবং সেই দ্বিজবর প্রভৃতি পালনীয় ব্যক্তিগণ, তাদৃশ কার্য্যদ্বারাই অঙ্গের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন॥ ২৬ ॥

তে সন্দেশহরা ময়া পুরুতরাঃ প্রস্থাপিতাঃ কিন্ত্বমী
সন্দেশং পরমুদ্গিরন্তি ন ধিয়া কিঞ্চিদ্বদন্তি স্বয়ম্।
কিং (ক) বাচ্যং ত্বয়ি বাচিকং ত্বময়সে বাচস্পতেঃ শিষ্যতাং
তত্রাস্মাভিরুদীক্ষ্য চ প্রতিনিধীকৃত্য প্রতিষ্ঠাপ্যসে ॥ ২৭ ॥

তদেবমক্ষীণমষড়ক্ষীণাং নিশম্য রম্যস্বভাবতাসমৃদ্ধমুদ্ভবঃ শ্রীমানুদ্ধব স্তাদৃগাত্মযোগ্যতালাভেন লব্ধোদ্ধবঃ সগদ্গদং জগাদ ॥ ২৮ ॥

নন্থ বহবঃ সন্দেশহরা ভবতা ব্রজে প্রেষিতা আসন্ তৎ কথং তত্র মাং প্রেরয়িতুমাজ্ঞাপয়তি তত্রাহ—তে ইতি। সন্দেশহরা দুতাঃ পুরুতরা বহুতরাঃ কিন্ত্বমী পরং সন্দেশং নোদ্গিরন্তি কথয়ন্তি কেবলং ধিয়া বুদ্ধ্যা স্বয়ং বদন্তি। ত্বয়ি বাচিকং কিং বাচ্যং যত স্বং বাচস্পতেঃ শিষ্যতাময়সে গচ্ছসি উদীক্ষ্য সুন্দরং বিবিচ্য প্রতিনিধীকৃত্য প্রতিষ্ঠাপ্যসে প্রস্থানবিষয়ীক্রিয়সে ॥ ২৭ ॥

তন্নিশম্যোদ্ধবো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। অক্ষীণং সম্পূর্ণং অষড়ক্ষীণং উভয়কর্ত্তৃকমন্ত্রণাং রম্যস্বভাবতয়া সমৃদ্ধা যা মুৎ হর্ষ স্তস্য ভবো জন্ম যত্র সঃ তাদৃশাত্মযোগ্যতায়া লাভেন লব্ধ উদ্ধব উৎসবো যস্য সঃ প্রেম্না সগদ্গদং গদিতবান্ ॥ ২৮ ॥

আমি বহুতর বার্ত্তাবহাদিগকে ব্রজে প্রেরণ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহারা উৎকৃষ্ট বার্ত্তা বলিতে পারে না, কেবল বুদ্ধি পূর্ব্বক স্বয়ং বলিয়া থাকে। তোমার প্রতি আমি আর কিরূপ আদেশ করিব। তুমি বৃহস্পতির শিষ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছ। এই কারণে আমরা ভাল করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক তোমাকে প্রতিনিধি করিয়া সেই স্থানে পাঠাইতেছি ॥ ২৭ ॥

অতএব এই প্রকারে সম্পূর্ণ উভয় কৃত মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ উদ্ধবের মনোহর স্বভাব পূর্ণ আনন্দের উদয় হইলে, এবং ঐরূপ আপনার যোগ্যতালাভ করিয়া উৎসবলাভ পূর্ব্বক প্রেম গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

(ক) কিং প্রাচ্যং ইতি গৌরপাঠঃ।

ততবাদিত্রকযন্ত্রং, যদ্যপি ন হি রাগবর্ণি দৃশ্যেত।
তদপি পুমুত্তমসঙ্গাত্তত্তদ্‌গুণভাগ্‌মহাজনং ধিনুতে ॥ ২৯ ॥

অথ তেন সজ্জিতমঞ্জলিমেব কঞ্জনেত্রঃ পরামৃশ্য দৃশ্যকৃপাবিলাস স্তমনুদত্তহর্ষঃ সঙ্কর্ষণসমীপমাপয্য তৎপ্রস্থাপনং নিশময্য তেন সমমেবং তং শ্রীরোহিণী চরণপরিসরং সম্বলয্য লব্ধতত্তৎপ্রসাদং স্বয়মপি বিশেষতস্তলঙ্কারবস্ত্রাভ্যাং কৃতকান্তিপ্রসাদং ব্রজায় ব্রাজয়ামাস। সর্ব্বে মিলিত্বা চেদং বেদয়ামাসুঃ। যদ্বৃন্দাবনতীর্থবৃন্দার্থমেব স্বগমনমত্রাবগমনীয়মিতি ॥ ৩০ ॥

তাদৃগাত্মযোগ্যতালাভে শ্রীকৃষ্ণ এব প্রয়োজক ইতি স নিবেদয়তি—ততেতি। যদ্যপি ততবাদিত্রিকযন্ত্রং ততং বাদিত্রিকং বীণাদিকং বাদ্যং তদেব যন্ত্রং বাদ্যাধিষ্ঠানং নহি রাগবর্ণি রাগেণ সহ বর্ণং গীতক্রমবিশিষ্টং যদ্বা স্বরতালাদিযুক্তং দৃশ্যতে পুমুত্তমস্য গায়কনরশ্রেষ্ঠস্য সঙ্গাৎ তত্তদ্‌গুণভাক্ সৎ মহাজনং শ্রেষ্ঠং জনং প্রীণয়তি তথা ভবচ্ছিক্ষণাৎ সর্ব্বমহং সাধয়িষ্যামীতি ॥ ২৯ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। কঞ্জনেত্রঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তেনোদ্ধবেন পরামৃশ্য দৃশ্যঃ কৃপায়া বিলাসো যস্য সঃ। অঞ্জলিসজ্জিতং কৃতাঞ্জলিকং তমুদ্ধবং অনু দত্তো হর্ষো যেন সঃ রামনিকটং প্রাপয্য ব্রজে তস্য প্রস্থাপনং শ্রাবয়িত্বা রামেণ সহৈব তমুদ্ধবং শ্রীরোহিণীচরণস্য পরিসরং নিকটং সংবলয্য সংযোগীকৃত্য লব্ধ স্তস্য রামস্য তজ্জনন্যাশ্চ প্রসাদোঽনুগ্রহো যত্র তং, কৃতঃ কান্ত্যা শোভয়া সহ প্রসাদো যত্র তং ব্রজায় ব্রজং গময়ামাস।

ব্রজগমনোদ্যতং তং বীক্ষ্য সর্ব্বে যদাহু স্তদ্বর্ণয়তি—সর্ব্বে ইতি। ইদমুদ্ধবং বেদয়ামাসুঃ জ্ঞাপয়ামাসুঃ। বৃন্দাবনসম্বন্ধীয়ানাং বৃন্দং সমূহঃ স এবার্থঃ প্রয়োজনং যত্র এবম্ভূতং স্বস্য তব গমনং অবগমনীয়ং অবগমবিষয়মিতি ॥ ৩০ ॥

যগুপি বীণা প্রভৃতি বাগু যন্ত্র, কখনও রাগের সহিত গীত-ক্রম-বিশিষ্ট, অথবা স্বরতালাদি যুক্ত বলিয়া দৃষ্ট হয় না। তথাপি গায়ক নর-শ্রেষ্ঠ আপনার সংসর্গে ঐ সকল বাগু যন্ত্র তত্তৎরাগ স্বরতালাদি গুণ অবলম্বন করিয়া মহাজনকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

অনন্তর কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের রচিত অঞ্জলি স্পর্শ করিলেন। তখন সকলেই দেখিল যে তাঁহার কৃপার আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কৃতাঞ্জলি উদ্ধবের উদ্দেশে হর্ষ প্রদান করিলেন। পরে তাহাকে বলরামের নিকটে লইয়া

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাহ ;—আবয়োর্গুরূপসত্ত্যর্থং দূরাতিদূরং গমনং যদি কিম্বদন্তী ব্রজেঽপি বদন্তীব স্যাত্তদাবয়োঃ কিঞ্চিদপি ন দূরমস্তীতি স্বসিদ্ধান্তং মনসিকৃত্য তদপলাপবতা ভবতা স্বয়ং তাতপ্রভৃতয়ঃ সান্ত্বয়িতব্যা ইতি ॥ ৩১ ॥

ততশ্চ প্রতততৃষ্ণতয়া শ্রীকৃষ্ণং পশ্যন্ স্তম্ভবশ্যসর্ব্বেন্দ্রিয়-বৃত্তিরপি নির্জগাম ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ পুনস্তং যদুপদিদেশ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। গুরূপসত্ত্যর্থং গুরোর্যা উপসত্তিঃ নিকটগমনং তদর্থং অতিদূরগমনং কিম্বদন্তী জনশ্রুতিঃ সা যদি ব্রজেঽপি বদন্তীব কথয়ন্তীব স্যাৎ তদাবয়োঃ কিঞ্চিদপি ন দূরমস্তীতি স্বসিদ্ধান্তং মনসিকৃত্য তস্যাপলাপবতা সত্যকথা-গোপনবতা ॥ ৩১ ॥

তন্নিশম্য উদ্ধবো যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। প্রততা বিস্তৃতা তৃষ্ণা যস্য তদ্ভাবতয়া স্তম্ভেন বশ্যা অবশা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তির্যস্য সঃ ॥ ৩২ ॥

গিয়া উদ্ধবের ব্রজে গমন করিবার কথা শ্রবণ করাইলেন। ঐ সময়ে বলরামের সহিত উদ্ধবকে শ্রীরোহিণীর চরণপ্রান্তে লইয়া গিয়া বলরামের এবং রাম জননীর অনুগ্রহ লাভ করিলে এবং বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংও অলঙ্কার বস্ত্র দ্বারা শোভার সহিত তাহার অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাকে ব্রজে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে সকলে মিলিত হইয়া উদ্ধবকে এইরূপ নিবেদন করিল। বৃন্দাবন সম্বন্ধীয় যে সমস্ত পদার্থ আছে, তোমার গমনে তাহাই উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, এবং তাহাই লোকের জ্ঞান গোচর হইবে ॥ ৩০ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, গুরুর নিকটে গমন করিবার জন্য আমাদের দুই জনের অতি দূর হইতেও দূরদেশে গমন হইয়াছিল। যদি এইরূপ জনশ্রুতি ব্রজের মধ্যেও প্রচারিত হইয়া থাকে; তাহা হইলে আমাদের উভয়ের কিছুই দূর নহে। এইরূপ স্বকীয় সিদ্ধান্ত মনে করিয়া সত্যকথা গোপনপূর্ব্বক স্বয়ং জনক জননীদিগকে সান্ত্বনা করিবে ॥ ৩১ ॥

অনন্তর সমধিক সতৃষ্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া স্তম্ভিতভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি অবশ হইলে উদ্ধব প্রস্থান করিল ॥ ৩২ ॥

পুরমনুশৌরেঃ শোভা, ব্রজমনু মাধুর্য্যধাম তৎপ্রেম্ণঃ।
উদ্ধবমুভয়মকর্ষৎ, কিন্তু প্রসভং তদুত্তরং জিতবৎ ॥ ৩৩ ॥
শ্রুতা জনমুখাৎ পুরা রতিরতীব পূর্ণা হরৌ
ব্রজস্থিতজনস্য সা হরিমুখাৎ স্ফুটং সম্প্রতি।
ততঃ সরভসং রসপ্রসরনির্ঝরাকর্ষণা-
দলং তমবলোকিতুং পুলকবানভূদুদ্ধবঃ ॥ ৩৪ ॥
নিন্যে রথস্তং গোষ্ঠায় কিম্বা সুষ্ঠু মনোরথঃ।
এবং বিবাদে জিতবান্ প্রেরকঃ স পরং পরঃ ॥ ৩৫ ॥

তদানীন্তনীমুদ্ধবস্যাবস্থাং বর্ণয়তি—পুরমিতি। পুরমনু লক্ষীকৃত্য শৌরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রাজবৈভবেন শোভা ব্রজং লক্ষীকৃত্য তৎপ্রেম্নো মাধুর্য্যধাম এতদুভয়মুদ্ধবমাকর্ষৎ কিন্তু প্রসভং বলাৎ উত্তরং মাধুর্য্যধাম জিতবৎ জয়বিশিষ্টম্ ॥ ৩৩ ॥

কিঞ্চ পুরা ব্রজস্থিতজনস্য হরৌ অতীব পূর্ণা রতিরস্তীতি জনমুখাৎ শ্রুতা সম্প্রতি স হরিমুখাৎ স্ফুটং শ্রুতা সরভসং বলাৎ রসপ্রসর এব নির্ঝরঃ পর্ব্বতাদ্বেগপতিতজলং তেনাকর্ষণাত্তং ব্রজমালোকিতুমুদ্ধব উৎপুলকবান অভূৎ ॥ ৩৪ ॥

তস্য ব্রজগমনে মনোরথ এব নিয়োজকঃ সরথঃ কৃষ্ণঃ গোষ্ঠায় তমুদ্ধবং নিন্যে কিংবা মনোরথঃ সুষ্ঠু নিন্যে এবং বিবাদে পরঃ প্রেরকো মনোরথঃ প্রেরকঃ পরং রথং জিতবান্ ॥ ৩৫ ॥

পুর লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাজবৈভব দর্শনে শোভারাশির সহিত সেই প্রেমের মাধুরী ভবন এই উভয় উদ্ধবকে আকর্ষণ করিল। কিন্তু সহসা মাধুর্য্যধামেরই জয় হইল ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বে ব্রজবাসী জনের শ্রীকৃষ্ণের উপরে অত্যন্ত পরিপূর্ণ রতি বা অনুরাগ ছিল, ইহা লোক মুখে শোনা গিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি সেই রতি স্পষ্টই যখন শোনা গেল, তখন রস-প্রসারণরূপ নির্ঝর দ্বারা প্রবলবেগে আকৃষ্ট হওয়াতে সেই ব্রজ দর্শন করিবার জন্য উদ্ধবের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন করিবার জন্য রথ কিম্বা সেই মনোরথ উদ্ধবকে উত্তম রূপে লইয়া গিয়াছিল, এইরূপে বিবাদ হইলে শেষ মনোরথই প্রেরক হইয়া রথকে জয় করিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

অব্রাজীদুদ্ধবঃ কৃষ্ণাদ্ব্রজমেবং জনশ্রুতিঃ।
প্রতিবৃক্ষং তু তং তস্য তত্র সাক্ষাৎ কৃতং ব্যধাৎ ॥ ৩৬ ॥
ইদং ভুক্তং ফলাদীনামাসিতং তদ্বদীশিতুঃ।
ইত্থং বৃন্দাবনং পশ্যন্নুদ্ধবঃ সূদ্ধবঃ স্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥
দৃষ্টিস্পৃষ্টিসুগন্ধিতাদ্ভিরনিশং সিক্তা হরেরঙ্ঘ্রিপাঃ
পূর্ব্বং যে কিল তে তদাপি তদদঃসংস্কারসারান্বিতাঃ।
তদ্বৎপুষ্পফলান্বিতাঃ কিমপরং তৎস্ফূর্ত্তিভাজো দ্বিজা-
স্তৎকেলীনধুনাতনানিব বলাদ্ব্যজ্ঞাপয়ন্নুদ্ধবম্ ॥ ৩৮ ॥

ব্রজাগতস্যোদ্ধবস্য সৌভাগ্যং বর্ণয়তি—অব্রাজীদিতি। কৃষ্ণাৎ সকাশাৎ উদ্ধবঃ ব্রজমব্রাজীৎ গতবান্ এবং জনশ্রুতিরভূৎ প্রতিবৃক্ষং প্রতি শব্দোঽত্র ইত্থংভূতাখ্যানার্থঃ। বৃক্ষান্ প্রতি প্রতিবৃক্ষং তত্রেত্থম্ভূতবৃক্ষঃ তস্যোদ্ধবস্য সম্বন্ধে তং শ্রীকৃষ্ণং সাক্ষাৎ কৃতং স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥

কিঞ্চ ঈশিতুঃ কৃষ্ণস্য ইদং ভুক্তং অধিকরণে ক্তঃ। অত্র ভুক্তং ফলাদীনাং আসিতমিদমাসিতং সূদ্ধবঃ শোভন উদ্ধব উৎসবো যস্য সঃ ॥ ৩৭ ॥

ইদানীং পূর্ব্ববচ্ছোভা তদানীমপি শ্রীকৃষ্ণেন প্রকাশিতেতি বর্ণয়তি—দৃষ্টীতি। পূর্ব্বং যে অঙ্ঘ্রিপা বৃক্ষা অনিশং হরে দৃষ্টির্দর্শনং স্পৃষ্টিঃ স্পর্শনং তে এব সুগন্ধিতাপঃ সুগন্ধিজলানি তাভিঃ সিক্তা বভূবুঃ তে কিল তদাপি বিচ্ছেদেঽপি সোঽসৌ যঃ সংস্কারসারঃ সংস্কারস্থিরাংশ স্তেনান্বিতা অনুগতাঃ সন্তঃ তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ পুষ্পফলান্বিতা আসন্ কিমপরং বক্তব্যং তস্য স্ফূর্ত্তিং ভজন্তে যে দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ অধুনাতনানিব তৎ কেলীন্ বলাদুদ্ধবং ব্যজ্ঞাপয়ৎ বিজ্ঞাপয়ামাস ॥ ৩৮ ॥

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ব্রজে গমন করিলেন। তৎকালে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত হইয়াছিল যে, তথায় প্রত্যেক বৃক্ষ উদ্ধবকে "কৃষ্ণ" রূপে সাক্ষাৎকার করিয়া দিয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে ফলাদি ভক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং এই স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। এইরূপে বৃন্দাবন দর্শন করিয়া উদ্ধবের অত্যন্ত উৎসব উদিত হইল ॥ ৩৭ ॥

বৃক্ষ সকল অবিরত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন এবং স্পর্শনরূপ সুগন্ধযুক্ত জলধারা অভিষিক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল বৃক্ষ কৃষ্ণের বিচ্ছেদেও 'ইনিই সেই' এইরূপ সংস্কারের সারভাগ দ্বারা অন্বিত হইয়া পূর্ব্বের মত ফলপুষ্পে পরিশোভিত

ব্রজোপশল্যমাগতং তমুদ্ধবং হরিঃ স্ফুরন্।
গবাদিকস্য মুদ্ভরং তদোচিতং ব্যজিজ্ঞপৎ ॥ ৩৯ ॥

তথৈব বর্ণিতং শ্রীবাদরায়ণিনা। "বাসিতার্থেঽভিযুদ্ধ্যদ্ভি" রিত্যাদিনা ॥ ৪০ ॥

তথা হি—অথ প্রবিশন্নুদ্ধবঃ পূর্ব্বং তমপূর্ব্বং ব্রজমন্তঃ শশ্বদয়মানঃ সম্প্রতি তু প্রকটমেব সুখস্য দয়মানং দদর্শ ॥

যং খলু সমুদ্রমিব মহাঘোষতালব্ধপ্রচারং। চন্দ্রমিব লব্ধগবাদভ্রশুভ্রতাবিস্তারং। অম্বরমিব দীধিতিবলনাভীরবি-

---

কিঞ্চ ব্রজোপশল্যং ব্রজস্য প্রান্তভাগমাগতং তং হরিঃ স্ফুরন্ গবাদিকে স্ফূর্ত্তিং গচ্ছন্ গবাদিকস্য তদোচিতং মুদাং হর্ষাণাং ভরমতিশয়ং ব্যজিজ্ঞপৎ বিজ্ঞাপয়ামাস ॥ ৩৯ ॥

বিজ্ঞাপনানন্তরং যদভবত্তদ্বর্ণয়তি—পূর্ব্বমুদ্ধব স্তং ব্রজং প্রবিশন্ সম্প্রতি অপূর্ব্বং ব্রজং অন্তর্ব্রজমধ্যে শশ্বদয়মানো গচ্ছন্ প্রকটমেব সুখস্য দয়মানং দদন্তং দদর্শ। যথা দদর্শ তদ্বর্ণয়তি—যমিত্যাদি। মহাঘোষতা মহাশব্দতা তয়া লব্ধঃ প্রচারো যস্য তং, লব্ধা গাবঃ কিরণা যত্র তস্মাৎ অনভ্রায়া অনল্পায়াঃ শুভ্রতায়া বিস্তারো যত্র তং, অম্বরমাকাশমিব দীধিতিঃ কিরণঃ তস্যা বলনাভিবর্ত্তনাভিরলঙ্কিতেন রবিণা সূর্য্যেণ ততা বিস্তৃতা যা শোভা তামাকারয়তি প্রকাশয়তি রাজ্ঞাদত্তধনইতিবৎ নিত্যাপেক্ষত্বাৎ সঙ্গতিঃ তং তং। প্রকৃতে দীধিত্যা কিরণেন যা বলনা সংযোগো

হইয়াছিল। অধিক আর কি বলিব, যে সকল পক্ষী শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি অনুভব করিত, তাহারা বলপূর্ব্বক যেন শ্রীকৃষ্ণের ইদানীন্তন কেলি সকল নিবেদন করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গবাদি পশুগণের উপর স্ফূর্ত্তি পাইয়া ব্রজের প্রান্তভাগে উপস্থিত উদ্ধবকে গবাদি পশুর সমুচিত আনন্দের আতিশয্য জানাইয়া দিলেন ॥৩৯॥

শ্রীমান্ বাদরায়ণি শুকদেবও ঐ রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা:—"বাঞ্ছিত বিষয়ে যাহারা সম্মুখে যুদ্ধ করিয়াছিল" ইত্যাদি ॥ ৪০ ॥

অতএব উদ্ধব প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বে সেই অপূর্ব্ব ব্রজ দর্শন করিলেন। প্রথমে ব্রজের মধ্যে বারংবার গমন করিয়া, সম্প্রতি প্রকাশ্যে তাহাকে সুখদান করিতে দেখিলেন, সমুদ্রে যেমন মহাশব্দের প্রচার হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রজেও মহাঘোষ বা গোপদিগের প্রচার হইয়াছে। গো অর্থাৎ কিরণ সমূহ যেমন হইয়া

ততশোভাকারং। কর্ম্মকাণ্ডমিব কৃষ্ণতৎপরতাসারবহ্ন্যর্কাতিথি-গোবিপ্রপূজাসংগ্রাহকাগারং। রামায়ণমিব শুভবল্লবকুশ-লসিতগানময়করুণাদিরসকৃতগানসহারং। শ্রীভাগবতমিব কৃত-গোপিকাগীতপ্রচারং। মুরারিমিব মুরলীয়মানতাসুশ্রবস্বর-সারং (ক) কৃষ্ণজন্মমহবাড়ব্যমিব চ বাঢ়গো-প্রদোহশব্দলব্ধসুখ-সম্ভারং বিচারয়ামাস ॥ ৪১ ॥

যেষাং তে চ তে আভীরা গোপাশ্চেতি তৈ স্ততা বিস্তৃতা শোভৈবাকারো মূর্ত্তি র্যস্য তং, কর্ম্মকাণ্ডমিব শ্রীকৃষ্ণঃ স এব পরো যেষাং তদ্ভাবতা সৈব সারঃ স্থিরাংশো যেষাং যদ্বা তয়ৈব তেজো যেষাং তে চ তে বহ্ন্যর্কাতিথিগোবিপ্রাশ্চেতি তেষাং পূজায়াঃ সংগ্রহকাণি অগারাণি যত্র তং, রামায়ণমিব শুভবৎ শুভবিশিষ্টৌ লবকুশৌ তাভ্যাং লসিতং বদ্ধং যদ্গানং তন্ময়ো যঃ করণাদিরস স্তেন কৃতো মানসস্য চিত্তস্য হারো হরণং যত্র প্রকৃতে শুভাশ্চ তে বল্লবাশ্চেতি তেষাং কুশলেন সিতং বদ্ধং যদগানং তন্ময়ঃ করুণাদিরস স্তৃণাবর্ত্তহরণাদিলীলা তেন কৃতং পর্য্যাপ্তং মানসস্য হারো যত্র তং, শ্রীভাগবতমিব কৃতো গোপীজনকর্ত্তৃকগীতানাং প্রচারো যত্র তং, মুরারিমিব মুরলীমিচ্ছতি মুরলীয়-মান স্তস্য ভাবঃ মুরলীয়মানতা তয়া সুশ্রবস্বরস্য সার উৎকর্ষো যত্র তং প্রকৃতে মুরলীব আচরতি য স্তস্য ভাবঃ মুরলীয়মানতা তয়া সুশ্রবস্য সারোঽতিশয়ো যত্র তং কৃষ্ণজন্মমহাবাড়ব্যমিব কৃষ্ণ-জন্মনি মহে উৎসবে বাড়ব্যং ব্রাহ্মণসমূহানাং বেদবাক্যোচ্চারণমিব বাঢ়মতিশয়ো যঃ প্রদোহন-শব্দঃ তেন লব্ধঃ সুখসম্ভারো যত্র তং এবং বিচারয়ামাস ॥ ৪০—৪১ ॥

থাকে, সেইরূপ গো সকল লাভ করাতে ব্রজেরও সমধিক শুভ্রকান্তি বিস্তারিত হইয়াছে। আকাশ যেরূপ কিরণ রচনা দ্বারা সূর্য্য কর্ত্তৃক বিস্তারিত শোভা প্রকাশ করে, সেইরূপ কিরণ সংযুক্ত গোপগণ কর্ত্তৃক বিস্তারিত শোভাই ব্রজের আকার হইয়াছিল। কর্ম্মকাণ্ডে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক গৃহে চন্দ্র, সূর্য্য, অতিথি, গো, এবং ব্রাহ্মণগণের পূজা সংগৃহীত হইয়া থাকে, সেইরূপে ব্রজেও সকল গৃহে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত চন্দ্র সূর্য্যাদির উদ্দেশে পূজা হই-তেছে। রামায়ণে যেরূপ শুভ-বিশিষ্ট লব এবং কুশ দ্বারা করুণ রসাদিযুক্ত প্রচুর গান রচনা করিয়া সকল লোকের চিত্তহরণ বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ শুভবল্লব বা গোপগণের কুশল পূর্ব্বক নিবদ্ধ সঙ্গীতময় যে করুণাদি রস, অর্থাৎ তৃণাবর্ত্ত হরণাদি লীলা, তাহা দ্বারা ব্রজ মধ্যে সম্পূর্ণরূপে চিত্ত হরণ বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতে যেরূপ গোপীজন কর্ত্তৃক গীত প্রচারিত হইয়াছিল, সেই-

---

(ক) বাড়বানাং ব্রাহ্মণানাং গণমিব। ব্রাহ্মণ্যবাড়ব্যেতু দ্বিজন্মনামিতি সংকীর্ণবর্গঃ। আঃ।

গোরেণুভিশ্ছন্নরথঃ স উদ্ধবো ব্রজং বিবেশান্যজনৈরলক্ষিতঃ।
প্রত্যগ্‌মহীধ্রং চ রবিস্তদাদিশদ্দৃষ্টান্ততাং কর্ত্তুমিবেচ্ছুরাত্মনঃ ॥৪২

অথ রথং রাজপথকৃতনির্দ্ধারব্রজেশ্বরদ্বারপর্য্যন্তং সমীর্য্য তস্মাদবতীর্য্য সারথিরূপৈকসেবকেন সমং তদন্তঃপুরাগ্রিম-বেদিকামধ্যমধ্যাসামাস ॥ ৪৩ ॥

ততো যথোদ্ধবো ব্রজমাবিশত্তদ্বর্ণয়তি—গোরেণুভিরিতি। গোপদোত্থিতধূলিভিশ্ছন্ন আচ্ছাদিতো রথো যস্য সঃ যদা বিবেশ তদা রবিঃ প্রত্যঙ্‌মহীধ্রং অস্তাচলং অবিশৎ আত্মনো দৃষ্টান্ততা মদর্শনতাং কর্ত্তুমিচ্ছুরিব ॥ ৪২ ॥

অথ তস্য রাজালয়প্রবেশপ্রকারং বর্ণয়তি—অথ রথমিতি গদ্যেন। রাজপথেন কৃতো নির্দ্ধারো নির্ণয়করণং যস্য তচ্চাসৌ ব্রজেশ্বরদ্বারঞ্চেতি তৎপর্য্যন্তং রথং সমীর্য্য প্রাপয্য তস্মাৎ রথাদবতীর্য্য সারথিরূপো য একঃ সেবকো ভৃত্য স্তেন সহ তস্য ব্রজরাজ্ঞঃ অন্তঃপুরস্যাগ্রিমে যত্র দেশে যা বেদিকা তস্যা মধ্যে অধ্যাসামাস অধিষ্ঠিতবান্ ॥ ৪৩ ॥

রূপ ব্রজেও গোপী সকল গীত প্রচার করিতেছে। আরও দেখিলেন, মুরারি যেরূপ মুরলী ইচ্ছা করাতে সুশ্রাব্য উৎকৃষ্ট স্বর প্রকাশিত করিয়া থাকেন, তাহার মত ব্রজেও মুরলী দ্বারা সুশ্রাব্য রম্য স্বরের উৎকর্ষ অনুভূত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে যেরূপ ব্রাহ্মণগণ বেদবাক্যের উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রজ মধ্যে নিরতিশয় গোদোহন শব্দে সুখরাশি লব্ধ হইয়াছিল। এইরূপ উদ্ধব ব্রজ সম্বন্ধে বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

তৎকালে গোধূলি দ্বারা উদ্ধবের রথ আচ্ছাদিত হইল। তখন আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি অলক্ষিতভাবে ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্যদেবও আমার দৃষ্টান্ত ইচ্ছা করিয়া যেন তৎকালে অস্তাচলে গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

অনন্তর উদ্ধব রাজপথ দ্বারা ব্রজরাজের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া এবং সেই পর্য্যন্ত রথ লইয়া গিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে সারথি একটি ভৃত্যের সহিত ব্রজরাজের অন্তঃপুরের সম্মুখবর্ত্তী প্রদেশে বেদীর মধ্যে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

ততশ্চ তং গতিপ্রতিগতী কুর্ব্বাণাঃ কতিচিদীক্ষিত্বা সন্দিহানতামবিন্দন্ত ॥ ৪৪ ॥

যথা--

কৃষ্ণোঽয়ং যদি ন স্ফুরেদিহ কথং তদ্দৃষ্টিযোগ্যং সুখং
কিম্বাসৌ বলতে তটস্থপদবীং রূপং তু তদ্দৃশ্যতে।
রূপং কেবলমত্র নাংশুকলসদ্বেশশ্চ স ভ্রাজতে
তস্মাচ্ছ্রীব্রজরাজদম্পতিপদাম্ভোজেষু বিজ্ঞাপ্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥

তদেবমধিগত্য সোঽয়মুদ্ধব এবেত্যবগত্য স্বয়ং বহিরাগত্য শ্রীমান্ ব্রজাধিপতিস্তং সঙ্গতবান্। সঙ্গত্য চ নিজচরণখর-

তং দৃষ্ট্বা গত্যাগতী কুর্ব্বতাং ভাবনাং বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। সন্দিহানতাং সন্দেহবিশিষ্টতাং অবিন্দন্ত লব্ধবন্তঃ ॥ ৪৪ ॥

তেষাং তং সন্দেহং বর্ণয়তি—যথেত্যাদি। যদ্যয়ং কৃষ্ণঃ স্যাত্তদা কথং তস্য দৃষ্টিযোগ্যং সুখং ন স্ফুরেৎ, অসৌ কিম্বা তটস্থপদবীং তদ্ভিন্নতাং বলতে সঙ্গচ্ছতে, কিন্তু তৎ স্বরূপং দৃশ্যতে কেবলং তদ্রূপং ন কিন্তু তস্যৈব অংশুকেন বস্ত্রেণ লসন্ অভীষ্টো বেশো যত্র স ভ্রাজতে প্রকাশতে তস্মাদস্মাভির্বিজ্ঞাপ্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥

বিজ্ঞাপনানন্তরং শ্রীব্রজরাজকৃত্যং বর্ণয়তি— তদেবমিতিগদ্যেন। তেষাং বাক্যং নিশম্য সোঽয়মুদ্ধব এবেত্যবগত্য বুদ্ধ্বা তমুদ্ধবং। সংগম্য নিজচরণখরদণ্ডস্য নিজচরণপদ্মস্য

অনন্তর সকলেই গতায়াত করিয়া এবং ক্ষণকাল তাহাকে দর্শন করিয়া সন্দিহান হইয়াছিল ॥ ৪৪ ॥

সন্দেহ যথা :—যদ্যপি এই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ হন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে যেরূপ সুখ হইত, সেইরূপ সুখ হইতেছে না কেন ? কিম্বা এই ব্যক্তি উদাসীনভাব অবলম্বন করিতেছে! অর্থাৎ অন্য কেহ হইবে! কিন্তু তাঁহার মত রূপ দেখিতেছি। কেবল যে তাহার মত রূপ তাহা নহে, কিন্তু বস্ত্রদ্বারা অভীষ্ট বেশ প্রকাশ পাওয়াতে সেইরূপেই শোভা পাইতেছে। অতএব চল আমরা শ্রীমান্ ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর পাদপদ্মে এই কথা নিবেদন করি ॥ ৪৫ ॥

অতএব তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, 'ইনিই সেই উদ্ধব' ইহা অবগত হইয়া, এবং স্বয়ং বাহিরে আগমন করিয়া, শ্রীমান্ ব্রজপতি উদ্ধবের

দণ্ডস্য পুরতো দণ্ডবৎ প্রণমন্তমুত্থাপ্য সালিঙ্গনমস্রেণ সংস্নাপ্য তৎকৃতমঞ্জলিং গৃহীত্বা শ্রীকৃষ্ণমাতুরুপান্তং নীত্বা চায়য়ামাস। সোঽয়মুদ্ধব ইতি পরিচায়য়ামাস চ ॥ ৪৬ ॥

স চ তস্যাশ্চরণকাষ্ঠামনু সাষ্টাঙ্গং প্রণম্য রম্যবিনয়ঃ সঞ্জিতাঞ্জলিঃ তস্থৌ ॥ ৪৭ ॥

অথ তৌ স্বয়ং চ পরিজনদ্বারা চ যথাযথং তমারাধয়ামাসতুঃ। অতিথিরয়ং নারায়ণস্যায়নমিতি লব্ধকৃষ্ণস্নেহবীথিরয়ং তদীয়দেহপ্রতিনিধিরিতি চোভয়থাপ্যধোক্ষজতারোপাত্তত্র হি ন ভিদাং বিদাম্বভূবতুঃ ॥ ৪৮ ॥

পুরতোঽগ্রতঃ আলিঙ্গনেন সহিতং যথাস্যাত্তথা নেত্রজলেন তং সংস্নাপ্য কৃতাঞ্জলিং তং গৃহীত্বা উপান্তং সমীপং নীত্বা প্রাপয্য চায়য়ামাস আলোকয়ামাস সোঽয়মুদ্ধব ইতি পরিচায়য়ামাস পরিচয়ং কারয়ামাস চ ॥ ৪৬ ॥

উদ্ধবস্তু তং যথাবদর্চ্চয়ামাসেতি বর্ণয়তি—স চেতিগদ্যেন। চরণকাষ্ঠাং চরণস্থিতিং লক্ষীকৃত্য রম্যো বিনয়ো যস্য সঃ সঞ্জিতা মিলিতা অঞ্জলি যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা স্থিতবান্‌ ॥ ৪৭ ॥

অথ তস্য কৃতাং পরিচর্য্যাং বর্ণয়তি—অথ তাবিতিগদ্যেন যথাযোগ্যং। ননু কনিষ্ঠস্যারাধনং কথং তাভ্যাং কৃতং তত্রাহ নারায়ণস্যায়নমধিষ্ঠানমিতি হেতোস্তথা লব্ধা কৃষ্ণে স্নেহস্য বীথিঃ পঙ্‌ক্তিঃ অয়ং যৎ তদীয়দেহপ্রতিনিধিরিতিজ্ঞানং উভয়প্রকারেণাধোক্ষজতায়া হরিরূপতায়া আরোপাৎ তদোদ্ধবে ন ভিদাম্বভূবতুস্তৌ ভেদজ্ঞানং ন কৃতবন্তৌ, অতোঽর্চ্চনা ন দোষবহেতি প্রত্যুত গুণ এব ॥ ৪৮ ॥

সহিত মিলিত হইলেন। তৎপরে নিজ পাদপদ্মের সম্মুখে উদ্ধব দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে ব্রজরাজ তাহাকে উত্তোলন করিলেন। পরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সজল নয়নে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া এবং তৎকৃত অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ জননীর নিকটে লইয়া গিয়া দেখাইয়া দিলেন, এবং "ইনিই সেই উদ্ধব" এইরূপ পরিচয়ও দিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

উদ্ধবও শ্রীকৃষ্ণ জননীর চরণপ্রান্তে অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন ; এবং তৎপরে মনোহর বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিভাবে অবস্থান করিলেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী এই দুই জনে স্বয়ং এবং পরিচায়ক দ্বারা

লব্ধবিশ্রমং তু তং ক্রমশঃ সমুচ্ছলদুৎকলিকাজাতঃ কংসশমনস্য তাতঃ প্রশ্নবিষয়ীচকার। তন্মাতা তু কেবলং শৃণ্বতী বাষ্পেণ নিজসদনমাবৃণ্বতী বভূব ॥ ৪৯ ॥

প্রশ্নশ্চ—"ক্বচিদঙ্গ! মহাভাগে"তি প্রভৃতিশুকমুখামৃতপ্রস্থতিময় এবাস্বাদনীয়ঃ। বয়ং তু সবিশেষং পরিবেষয়ামঃ॥৫০॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি লব্ধেতি লব্ধো বিশ্রমো বিশ্রামো যেন তমুদ্ধবং সমুচ্ছলন্তী যা উৎকলিকা উৎকণ্ঠা সা জাতা যস্য সঃ কংসশমনস্য কৃষ্ণস্য তাতো জনক স্তং ক্রমশঃ প্রশ্নবিষয়ী চকার। তস্য কৃষ্ণস্য মাতা তু কেবলং শৃণ্বতী সতী বাষ্পেণ নেত্রজলেন নিজগৃহং আবৃতবতী, তেন প্লাবিতমকরোৎ ॥ ৪৯ ॥

তৎ প্রশ্নপ্রকারং বর্ণয়তি—প্রশ্নশ্চেত্যাদিগদ্যেন। "কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শূরনন্দনঃ। আস্তে কুশল্যপত্যাদ্যৈ র্যুক্তো মুক্তঃ সুহৃদ্বৃতঃ" এতৎ প্রভৃতি শুকমুখে যদমৃতং তস্য প্রসরণময়ঃ ক্ষরণময় এবাস্বাদনীয়ঃ সবিশেষং বিশেষেণ সহ বর্ত্তমানং যথাস্যাত্তথা তথা পরিবেষয়ামঃ পরিবেশো নাম আহারীয়দ্রব্যস্য বণ্টনং তৎ কুর্ম্মঃ ॥ ৫০ ॥

উদ্ধবের যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। উদ্ধব কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা যে তাঁহার সৎকার করিয়াছিলেন তাহার কারণ এই। ইনি অতিথি, সুতরাং এই ব্যক্তি নারায়ণের অংশ। সুতরাং এই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের উপরে স্নেহপদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ইনি শ্রীকৃষ্ণের দেহ তুল্য। এই দুই প্রকারেই উদ্ধবের উপরে শ্রীকৃষ্ণভাবের আরোপ হইতে পারে। তাহাতেই নন্দ এবং যশোদা কোন ভেদ জ্ঞান করিলেন না॥ ৪৮ ॥

এইরূপে উদ্ধব বিশ্রাম করিলে কংসদমনের পিতা ব্রজরাজের উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ মাতা কেবল মাত্র শ্রবণ করিয়া নেত্রজল দ্বারা নিজ গৃহ প্লাবিত করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

প্রশ্ন এই:—হে মহাভাগ? আমাদের সখা বসুদেব, অপত্য প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত, সুহৃদ্বর্গের সহিত একত্রিত হইয়া এবং কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া কুশলে আছেন ত?" ইত্যাদি শুকদেবের মুখ নির্গলিত অমৃতময় বাক্যই আস্বাদনর কতিে হইবে। কিন্তু আমরা সবিশেষ পরিবেষণ করিব॥ ৫০ ॥

যথা ;—

পৃচ্ছায়াং নিজতনয়স্য স স্বদুঃখা-
দ্ভীতঃ সন্ন তু তমপৃচ্ছদত্র পূর্ব্বম্।
কিন্ত্বন্যান্নিজসুহৃদস্তদাবৃতিস্থা-
নপ্রাক্ষীদ্ব্রজনৃপতিস্তমেব পৃচ্ছন্॥ ৫১॥

অথ তস্মিন্ সুপ্রীতঃ শ্রীব্রজনৃপতিঃ সুতস্য সাহায্যাৎ।
প্রশ্নাদাশিষয়ৎ প্রাক্ স মহাভাগেতি সম্বোধ্য॥ ৫২॥

প্রশ্নস্তু যথা ;—

ভ্রাতৃজবুদ্ধ্যা বাল্যে মৎপিত্রা যঃ সমং ময়াপালি।
স মম ভ্রাতা ন পরং কিন্তু সখাপি স্ফুটং শৌরিঃ॥ ৫৩॥

পরিবেষণপ্রকারঃ লিখতি পৃচ্ছায়ামিতি। তমেব বিশেষং পৃচ্ছন্ জ্ঞাতুমিচ্ছন নিজতনয়স্য কৃষ্ণস্য পৃচ্ছায়াং স ব্রজনৃপতিঃ স্বদুঃখাদ্ভীতঃ পূর্ব্বং তং কৃষ্ণং নাপৃচ্ছৎ কিন্তু তস্য কৃষ্ণস্য আবৃতিস্থান্ পার্ষদরূপান্ অন্যান্ নিজসুহৃদঃ কর্ম্মভূতান্ অপ্রাক্ষীৎ জিজ্ঞাসিতবান্॥ ৫১॥

কিঞ্চ স ব্রজনৃপতি স্তস্মিন্ জিজ্ঞাসনে সুতস্য মধুকণ্ঠস্য সাহায্যাৎ প্রশ্নাৎ প্রাক্ পূর্ব্বং মহাভাগেতি তং সংবোধ্য আশিষয়ৎ আশিষা নিয়োজয়ামাস॥ ৫২॥

প্রশ্নপ্রকারং বর্ণয়তি—প্রশ্নস্ত্বিত্যাদি। মৎপিত্রা শ্রীমৎপর্জ্জন্যেন বাল্যে শূরস্য পুত্রবুদ্ধ্যা যো বসুদেবো ময়া সহ অপালি পালিতবান্ মম ভ্রাতা শৌরির্ন পরং ভিন্নঃ কিন্তু স্ফুটং সখা অপিশব্দাৎ মৎসকাশাৎ সুস্নেহার্হোঽপি॥ ৫৩॥

যথা :—তাদৃশ বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিয়া, কৃষ্ণের প্রশ্ন সেই ব্রজরাজ নিজ দুঃখে ভীত হইয়া পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরিষদ স্বরূপ অন্যান্য নিজ সুহৃদ্‌দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন॥ ৫১॥

পরে সেই ব্রজরাজ ঐরূপ প্রশ্নে মধুকণ্ঠের সাহায্য লব্ধ প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই 'মহাভাগ' এইরূপে সম্বোধন করত তাহাকে প্রতি আশীর্ব্বাদ রাশির প্রয়োগ করিয়াছিলেন॥ ৫২॥

প্রশ্ন যথা :—আমার পিতা পর্জ্জন্য ভ্রাতৃপুত্র বোধ করিয়া বাল্যকালে যাঁহাকে আমার সঙ্গে পালন করিয়াছিলেন, আমার ভ্রাতা বসুদেব আমা হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু তিনি স্পষ্টই আমার সুহৃৎ॥ ৫৩॥

স সখা কিং মম সম্প্রতি যুক্তঃ পুত্রেণ তেন তেনাপি।
পুর্য্যাং রাজতি কুশলী যেনৈবাত্মনি সুখং মন্যে ॥ ৫৪ ॥
অথ সুহৃদামপি তস্য ক্ষেমং পৃচ্ছামি সুষ্ঠু সৌখ্যায়।
তৈর্ব্বৃত্তিমবৃত্তিঞ্চান্যৈ র্যস্মাদধুনাপি শত্রুপক্ষোঽস্তি ॥ ৫৫ ॥
অহহ! ব্রতগতিবালৌ চক্রাতে তাবিতি স্ম চাশৃণ্ম।
তৎপর্য্যন্তং যাতৌ ক্বচিৎ পরিষদি পুরঃ পুরঃ স্ফুরতঃ ॥ ৫৬ ॥

কিঞ্চ স কিং মম সখা সম্প্রতি তেন তেন রামেণ গদপ্রভৃতিনা পুত্রেণ যুক্তঃ পুর্য্যাং মথুরায়াং কুশলী রাজতে যেনৈব কুশলেন আত্মনি সুখং মন্যে ॥ ৫৪ ॥

কিঞ্চ অথেতি। অথ ততঃ সুহৃদাং মধ্যে তস্য শৌরেঃ সুখং সুষ্ঠু সৌখ্যায় পৃচ্ছামি কিঞ্চ তৈঃ সুহৃদ্ভিরন্যৈশ্চ শৌরের্ব্বৃত্তির্বর্ত্তনঞ্চ কিং যস্মাদধুনাপি শত্রুপক্ষোঽস্তি ॥ ৫৫ ॥

তত্র তত্র প্রশ্নে সহর্ষং তমনুবুধ্য যৎ প্রশ্নান্তরমকরোত্তদ্বর্ণয়তি অহহেতি পেদে অতিবালৌ রামকৃষ্ণৌ ব্রতং উপনয়নপূর্ব্বকগুরুকুলবাসাদি চক্রাতে ইতি বয়ং শ্রুতবন্তঃ স্ম কচ্চিৎ প্রশ্নে তৎ পর্য্যন্তং গুরুগেহপর্য্যন্তং যাতৌ সন্তৌ পুরঃ পরিষদি সভায়াং পুরোঽগ্রে স্ফুরতঃ ॥ ৫৬ ॥

আমার সখা সেই বসুদেব কি সম্প্রতি বলরাম এবং গদ প্রভৃতি পুত্রগণের সহিত সমবেত হইয়া মথুরাপুরীতে কুশলে বিরাজ করিতেছেন? তাঁহার কুশলেই আমি নিজেকে সুখী জ্ঞান করিয়া থাকি ॥ ৫৪ ॥

অতএব যত প্রকার বন্ধু আছে, তাহাদের মধ্যে কেবল সুখের জন্য ভাল করিয়া বসুদেবেরই মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি, এবং সেই সকল বন্ধু এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ দ্বারা তাঁহার জীবিকা এবং অজীবিকার বিষয়ও জিজ্ঞাসা করিতেছি। যে হেতু অদ্যাপি শত্রু পক্ষ বিদ্যমান আছে ॥ ৫৫ ॥

হায়! জিজ্ঞাসা করি অতি বালক সেই শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম উপনয়ন পূর্ব্বক গুরুকুলে বাসাদি করিয়াছিলেন। আমরা এই বাক্য শ্রবণ করিয়াছি। ঐ দুই ভ্রাতা গুরুগৃহ পর্য্যন্ত গমন করিয়া সভাস্থলের সম্মুখে প্রকাশ পাইয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

মম হৃদি যশ্চিরমাসীদব্দশ্যামঃ প্রবিশ্য যস্মাৎ ।
অজনি তথৈব চ পিতরং সম্প্রতি তং মাং স কিং স্মরতি ? ॥৫৭
আষ্টমমাসপ্রসবং তং প্রতি কষ্টং বিশঙ্কমানায়াঃ ।
মাতুঃ স্মরতি তবাগ্রে জাতু স বৃষ্ণিপ্রবীর ! কিং কৃষ্ণঃ ? ॥৫৮॥
মাতরপিতরসগোত্রা স্তৎ সম্বদ্ধাশ্চ যে কেচিৎ ।
তেষাং প্রতিজনসৌহৃদমপি কিং তস্যান্তরে স্ফুরতি ॥৫৯॥
অতিবাল্যাদনুমিলনং হাতুং যেষাং সকাতরো ভবতি ।
তেষাং বহতি সখীনাং কিং বত ! চিত্তে নিজং বিনা ভাবম্ ॥৬০॥

কিঞ্চ যস্য মম হৃদি প্রবিশ্য অব্দশ্যামঃ কৃষ্ণশ্চিরমাসীৎ তথৈব চ মত্তোঽজনি জাতঃ সম্প্রতি স তং পিতরং মাং কিং স্মরতি ॥ ৫৭ ॥

কিঞ্চ অষ্টমাসে প্রসবো যস্য সঃ তং প্রতি কষ্টং বিশঙ্কমানায়া মাতুঃ মাতরং হে বৃষ্ণি প্রবীর স কৃষ্ণঃ কিং স্মরতি ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চ মাতুরিতি প্রতিজনং প্রতি যৎ সৌহৃদমপি তস্যান্তরে কিং স্ফুরতি ॥ ৫৯ ॥

কিঞ্চ অতিবাল্যাদিতি নিজং বিনা চিত্তে তেষাং সখীনাং প্রতি নিজং ভাবং কিং বহতি ॥ ৬০ ॥

অপিচ, আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া নীরদদ্যুতি শ্রীকৃষ্ণ চিরকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং পরে আমা হইতেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি তাঁহার এই পিতাকে কি স্মরণ করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

হে যদুবীর ! অষ্টম মাসে জন্ম হওয়াতে যিনি তাঁহার প্রতি কষ্ট আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এবং যিনি তোমার সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই জননীকে শ্রীকৃষ্ণ কি কখন স্মরণ রাখিয়া থাকেন ? ॥ ৫৮ ॥

পিতা মাতা জ্ঞাতি, তৎসম্বন্ধীয় যে সকল ব্যক্তি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের বন্ধুত্ব কি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে ॥ ৫৯ ॥

হায় ! অতি শৈশব হেতু যাহাদের পরস্পর মিলন পরিত্যাগ করিতে তিনি কাতর হইতেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে সেই সকল বন্ধুগণের চিত্তে তিনি কি এখন নিজভাব ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

গোরক্ষায়াং নিয়তা রচিতা যে স্বয়মিহাত্মনঃ স্থানে।
কৃষ্ণস্তান্নিজভোজন-কালে দূরং পুরেব কিং স্মরতি ? ॥ ৬১ ॥
যস্যাত্মাদিকমখিলং স্বকৃতে স্বস্যাপি যৎকৃতে ভাতি।
তস্য ব্রজস্য কিঞ্চিচ্চেতসি কচ্চিদ্বলান্নয়তি ॥ ৬২ ॥
জানীমঃ প্রত্যেকং গা মনুতে স স্বতোঽপ্যধিকাঃ।
নিজকরকবলৈঃ পুষিতা স্তাঃ কিং চিত্তে সমাহরতি ? ॥ ৬৩ ॥

কিঞ্চ যে সখায় আত্মনঃ স্থানে নিজপরিবর্ত্তে গোরক্ষায়াং নিয়তা রচিতা নিজভোজনকালে দূরং প্রাপ্য কৃষ্ণ স্তান্ পুরেব কিং স্মরতি ॥ ৬১ ॥

কিঞ্চ যস্য ব্রজস্যাখিলমাত্মাদিকং স্বকৃতে ভাতি স্বস্যাপি যস্য ব্রজস্য কৃতে নিমিত্তায় অখিলং সর্ব্বং ভাতি কিঞ্চিদ্বলাৎ রাজোপভোগে বিস্মরণস্য সম্ভবাদ্বলাদিত্যুক্তং নয়তি প্রাপয়তি ॥ ৬২ ॥

কিঞ্চ প্রত্যেকং গাঃ স স্বতোঽপি নিজাদপি অধিকা মনুতে বুদ্ধ্যতীতি জানীমঃ নিজকরেণ দত্তৈঃ কবলৈ গ্রাসৈঃ পুষিতা স্তাশ্চিত্তে কিং সমাহরতি, ইয়ং গঙ্গা ইয়ং শ্যামলা ইয়ং কপিলা ইয়ং কামধেনু রিত্যাদি স্মরণেন সমূহীকরোতি বিশেষেণ স্মরতি কিং ॥ ৬৩ ॥

যিনি স্বয়ং এই আপনার স্থানে আপনার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক গোরক্ষা কার্য্যে যে সকল সখাদিগকে নিয়ত রচনা করিতেন, আপনার ভোজন সময়ে দূর দেশে গমন করিয়া, পূর্ব্বের মত শ্রীকৃষ্ণ কি তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন ? ॥ ৬১ ।

যাঁহার আত্মাদি সকল পদার্থ ব্রজের জন্য, এবং ব্রজেরও সকল পদার্থ যাহার জন্য প্রকাশ পাইয়া থাকে ; সেই ব্রজের কোন বস্তু কি বল পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে ? ॥ ৬২ ॥

আমরা সকলেই জানি যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক ধেনুদিগকে আপনা হইতেও অধিক বিবেচনা করেন। তিনি আপনার হস্ত দ্বারা গ্রাস দিয়া তাহাদিগকে পোষণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই সকল ধেনুদিগকে "এই গঙ্গা, এই শ্যামলা, এই কপিলা, এবং এই কামধেনু" এইরূপে বিশেষ করিয়া কি স্মরণ করেন? ॥ ৬৩ ॥

যস্মিন্ বৃন্দাবিপিনে লোচনপদবীমুপায়াতে।
ভোজনমপি বিস্মরতি স্মরতি কিমেতৎ কদাপি কুত্রাপি ॥৬৪॥
অহহ ! গিরিং যং ছত্রং কৃতবান্ যান্ বাঙ্ঘ্রিমুদ্রাক্তান্।
তানধুনা স্ববিরিক্তান্ ব্যর্থীভূতান্ স কিং বেত্তি ? ॥ ৬৫ ॥

অহহ ! তদপি দূরে বর্ত্ততাং যন্নিজানা-
মপরিহরণমাসীৎ কিন্তু ভূয়াদিদঞ্চ।
সকৃদপি কৃপয়া তান্ বীক্ষিতুং চেদুপেয়া-
ন্মধুরনয়নমাস্যং হন্ত ! পশ্যেম তস্য ॥ ৬৬ ॥

কিঞ্চ লোচনপদবীং নেত্রপথমুপগতে অপরিহার্য্যং ভোজনমপি এতদ্বৃন্দাবনমপি ॥ ৬৪ ॥

কিঞ্চ অহহেতি খেদে। যং গিরিং গোবর্দ্ধনং অঙ্ঘ্রিমুদ্রাঃ পদচিহ্নানি তৈরক্তান্ অঙ্কিতান্ যান্ প্রদেশান্ অধুনা স্বেন বিরিক্তান্ পরিশূন্যান্ অতএব ব্যর্থীভূতান্ স কৃষ্ণঃ কিং বেত্তি ? জানাতি অনুভবতি ॥ ৬৫ ॥

কিঞ্চ স্বেষাং বিরহাতিরেকং জ্ঞাপয়তি—অহহেতি। তদপি পূর্ব্বং ময়োক্তমপি নিজানামাত্মীয়ানাং ভাববিশিষ্টজনানাং যদপরিহরণমত্যজনমাসীৎ কিন্তু ইদঞ্চ সঙ্গমং ভূয়াদিতি এতত্তু বিরহোন্মাদেন কথিতং বক্তব্যত্বেনাযোগ্যত্বাৎ, চেদ্যদি উপেয়াদাগচ্ছেৎ, হন্তেতি খেদে। মধুরে স্নিগ্ধে নয়নে যত্র তদাস্যং তস্য তদা পশ্যাম প্রার্থনায়াং লোট্ ॥ ৬৬ ॥

বৃন্দাবন দৃষ্টি গোচর হইলে যিনি আহার করিতেও ভুলিয়া যাইতেন, তিনি কোনও স্থানে এবং কোনও সময়ে এই বৃন্দাবন কি স্মরণ করিয়া থাকেন ? ॥৬৪॥

হায় ! যিনি যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ছত্র করিয়াছিলেন, এবং ঐ পার্ব্বতীয় প্রদেশ সকল পাদচিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সকল প্রদেশ যে কৃষ্ণ বিরহে বৃথা হইয়াছে, ইহা কি তিনি অনুভব করিতেছেন ? ॥ ৬৫ ॥

হায় ! পূর্ব্বে যে সকল আত্মীয়দিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, তাহাও দূরে থাক। কিন্তু একবার যেন মিলন হয়। তিনি যদি কৃপা করিয়া একবারও তাহাদিগকে দর্শন করিতে আগমন করেন, হায় ! তাহা হইলে আমি তাঁহার সুন্দর নয়নযুক্ত মুখখানি দেখিতে পাই ॥ ৬৬ ॥

প্রখরপবনচক্রাদ্দাববহ্নেঃ ক্ষয়ার্থ-
প্রকটিতখরবর্ষাদ্রক্ষিতাঃ স্মঃ স্বয়ং চেৎ।
নিজবিরহজদাবজ্বালয়া দহ্যমানা-
ন্ন কথমবতি সম্প্রত্যস্মকান্ পুত্রবর্য্যঃ ॥ ৬৭ ॥
হসিতগদিতলীলাপাঙ্গবীক্ষাবিলাসাঃ
সুখদপদতয়া সন্ যে তু কৃষ্ণস্য পূর্ব্বম্।
দলিতসকলমর্ম্ম ক্রীড়য়া তেঽধুনাস্মান্
শিথিলিততনুধর্ম্মান্ স্থাবরান্ বা চরন্তি ॥ ৬৮ ॥

অধুনা তস্যাত্রানাগমনং পরমমনুচিতং ইতি সবাষ্পং বদকথয়ন্তদ্বর্ণয়তি—প্রখরেতি। প্রখর-পবনচক্রাৎ তৃণাবর্ত্তাৎ দাববহ্নের্দ্দাবাগ্নেঃ ইন্দ্রেণ ব্রজস্য সংহারায় প্রকটিতো যঃ খর স্তীক্ষ্ণো বর্ষো বর্ষণং তস্মাৎ, তস্মাৎ সকাশাৎ স্বয়ং তেন রক্ষিতাশ্চেৎ অধুনা নিজস্য তস্য বিরহজাতো যো দাবোঽগ্নি স্তস্য জ্বালয়া দহ্যমানানস্মান্ পুত্রশ্রেষ্ঠঃ সঃ কথং নাবতি ন রক্ষতি ॥ ৬৭ ॥

কিঞ্চ হসিতেতি। হসিতঞ্চ গদিতং কথিতঞ্চ লীলয়া অপাঙ্গবীক্ষা অপাঙ্গদর্শনঞ্চ বিলাসশ্চ তে যে পূর্ব্বং মথুরাগমনস্য পূর্ব্বস্মিন্ কৃষ্ণস্যাস্মাকং সুখদপদতয়া সুখদানাস্পদতয়া আসন্ অধুনা তে দলিতসকলমর্ম্মক্রীড়য়া দলিতা বিদারিতা চাসৌ সকলমর্ম্মক্রীড়া চেতি তয়া অস্মান্ শিথিলিত স্তনো ধর্ম্ম শ্চলনাদি যেষাং স্থাবরান্ বৃক্ষান্ বাশব্দ উপমার্থঃ বৃক্ষানিব চরন্তি প্রাপয়ন্তি ॥ ৬৮ ॥

তৃণাবর্ত্ত হইতে এবং দাবানল হইতে, অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রেরিত ব্রজের ক্ষয়ের জন্য তীক্ষ্ণ বর্ষণ করিয়া, স্বয়ং যদি তত্তৎ বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন; তাহা হইলে এক্ষণে আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত দাবানলে দগ্ধ হইতেছি জানিয়া, কেন সেই পুত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন না ? ॥ ৬৭ ॥

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের হাস্য, কথন, লীলাপূর্ব্বক কটাক্ষনিক্ষেপ এবং বিলাস এই সকল বস্তু সুখদানের আস্পদীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সকল পদার্থ সকলের মর্ম্মস্থল বিদলিত করিয়া ক্রীড়া করিতেছে, এবং আমাদের শারীরিক চালনাদি ধর্ম্ম শিথিল করিয়া যেন আমাদিগকে স্থাবর করিয়া তুলিয়াছে ॥ ৬৮ ॥

যদি গৃহজনদুঃখং বীক্ষ্য গেহং ত্যজাম
স্তদপি মহতি সাদে পাতমাসাদয়ামঃ।
যদিহ বনমহীভৃন্নিম্নগা প্রান্তদেশাঃ
স্ফুরিতহরিপদাঙ্কা স্তং হরিং স্মারয়ন্তি ॥ ৬৯।
অয়মহহ! সুতে স্বে রাগবানেবমস্মি-
ন্ময়ি বিষয়িধিয়া ত্বং মা স্ম কার্ষীঃ কুদৃষ্টিম্।
হরিবলযুগলং তন্নান্যসাধারণং স্যা-
দপি তু সুরমুনীনাং ধ্যেয়মিত্যাহ গর্গঃ ॥ ৭০ ॥

কিঞ্চ যদীতি। তদপি মহতি প্রচুরে সাদে অবসাদে পাতং স্বস্য পাতনং প্রাপয়ামঃ। তদ্বর্ণয়তি—যদিতি। যৎ যস্মাদিহ ব্রজে যে বনানি মহীভৃতো গোবর্দ্ধনাদয়ো নিম্নগা যমুনাদয়ঃ প্রান্তদেশাঃ সূর্য্য-কুণ্ডাদয় স্তে কথম্ভুতাঃ স্ফুরিতানি হরেঃ কৃষ্ণস্য পদাঙ্কানি যত্র তে তং হরিং স্মারয়ন্তি ততো বিরহদ্বৈগুণ্যং ভবতীতি অতঃ কুত্রাপি নাস্মাকং সুখগন্ধ ইতি ভাবঃ ॥ ৬৯ ॥

নন্নু ভো! যূয়ং কৃষ্ণতত্ত্বং ন জানীথ ঈশ্বরজ্ঞানে জাতে ন বিরহাবকাশঃ স্যাত্তত্রাহ—অয়মিতি। অহহ খেদে। অয়মহং স্বে সুতে কৃষ্ণে রাগবান্ স্নেহযুক্তো এবাস্মি অতো ময়ি বিষয়িধিয়া বিষয়িজনস্যাজ্ঞস্যবুদ্ধ্যা ত্বং কুদৃষ্টিং তস্মিন্ প্রেমহীনং মাস্ম কার্ষীর্মা কুরু। নন্নু তস্য কিং তত্ত্বমবগতং তত্রাহ—কৃষ্ণরামদ্বয়মসাধারণং ন স্যাদপিতু তৎ সুরমুনীনাং ধ্যেয়মিতি গর্গঃ কথিতবান্ তেনাহং তত্তত্ত্বং বেদ্মি ॥ ৭০ ॥

যদি গৃহস্থিত লোকদিগের দুঃখ দর্শন করিয়া আমরা গৃহ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলেও মহা বিপদে আমরা পতিত হইব। কারণ এই ব্রজে যে সকল বনও গোবর্দ্ধন প্রভৃতি যে সকল পর্ব্বত, যমুনা প্রভৃতি যে সকল নদী, এবং সূর্য্যকুণ্ডাদি যে সকল প্রান্ত প্রদেশ আছে, তাহার সর্ব্বত্রই কৃষ্ণপদচিহ্ন বিরাজ-মান, সুতরাং ঐ সকল পদার্থ কৃষ্ণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে ॥ ৬৯ ॥

হায়! আমি নিজ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের উপরে স্নেহপরতন্ত্র হইয়াছি। অতএব আমাকে বিষয়ী অথবা অজ্ঞ বোধে কু-দৃষ্টি অর্থাৎ তাঁহার প্রতি প্রেমহীন করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম এই দুই জনেই সাধারণ নহে, কিন্তু অবশ্যই দেবর্ষি-গণের ধ্যানগম্য, এই কথা গর্গ বলিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

তৎপ্রভাবশ্চ যুষ্মাকমস্মাকং চানুভবপদমেব ॥ ৭১ ॥

তথা হি ;—

কংসং হস্ত্যযুতপ্রভং করিবরং তং মল্লবৃন্দঞ্চ ত-
ল্লীলালেশত এব যৌ নিরহতাং যুষ্মাকমেবাগ্রতঃ।
তস্মাহেশধনুশ্চ যত্র নলবদ্ভগ্নং তয়োর্যৎপরং
তত্তদানবঘাতমদ্রিধরণং চাদ্যং কৃতং কিং ব্রুবে ॥ ৭২ ॥

তদেবমুক্ত্বা চ ;—

বীর্য্যং যদ্যপি তস্য তাদৃশমথাপ্যন্তস্তু মে মার্দ্দবং
গৃহ্ণৎ কেবলমার্দ্রভাবময়তে কুর্য্যাং কিমেবং বদন্।
কণ্ঠে নেত্রযুগে চ রোদনজলং বিভ্রদ্ব্রজাধীশ্বরঃ
কিং বক্তুং বত! শক্যতাং হরিহরিশ্বাসাবরোধং দধে ॥৭৩॥

ন কেবলং গর্গবাক্যেন জ্ঞাতমনুভবেনাপীতি বর্ণয়তি—তৎপ্রভাবশ্চেতিগদ্যেন—অনুভবপদং অনুভবস্থানমেব ॥ ৭১ ॥

তদ্দর্শয়তি—তথাহীত্যাদি। হস্তিনাং যদযুতং দশসহস্রসংখ্যকং তস্য প্রভা তেজ ইব প্রভা যস্য তং করিবরং কুবলয়াপীড়ং মল্লবৃন্দং চাণূরাদিকং লীলালেশতঃ লীলাকণয়া কিঞ্চিন্মাত্রেণ বিরহতাং নির্হতবন্তৌ নলবৎ নলোঽগ্রন্থিতৃণবিশেষঃ অতিকোমল স্তদ্বৎ তয়োঃ কৃষ্ণরাময়োর্যৎ পরং দানবঘাতাদিকম্ ॥ ৭২ ॥

তদনন্তরং শ্রীব্রজরাজবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—তদেবমুক্ত্বেত্যাদি। যদ্যপি কৃষ্ণস্য তাদৃশমীশ্বর-প্রতিপাদকং বীর্য্যমস্তি অথাপি তথাপি মে মমান্তশ্চিত্তং তস্য মার্দ্দবং সামান্যবালকজ্ঞানেন

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব তোমাদের এবং আমাদের সকলেরই অনুভূত আছে ॥৭১॥

দশসহস্র হস্তীর মত কংসের বল ছিল। কৃষ্ণ বলরাম সেই বীর কংস, কুবলয়াপীড় নামক হস্তী এবং চাণূর প্রভৃতি মল্লদিগকে লেশমাত্র লীলা প্রকাশ করিয়া তোমাদের সম্মুখে বধ করেন। ঐ স্থানে তাঁহারা গ্রন্থি তৃণ বা নলের মত মহাদেবের ধনুক ভগ্ন করেন। ইহা ব্যতীত কৃষ্ণ বলরামে নানাবিধ অসুর বধ এবং পর্ব্বতাদি ধারণ প্রভৃতি কত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আর কি বলিব ॥ ৭২ ॥

অতএব এইরূপ বলিয়া যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদক বীর্য্য থাকে,

উদ্ধবমভি তদ্বর্ণিতসুতচরিতার্দ্রা যশোদাপি।

স্বেদস্তনদৃক্ ক্ষীরৈঃ স্যাদিয়মত্রাপগেতি মেনে সঃ ॥৭৪॥

তদেবং বুদ্ধা উদ্ধবশ্চিন্তয়ামাস ;—(ক) অহো! মম মহাভাগ্যং। যদীদৃশভৃশকৃষ্ণস্নেহাবৃতৌ তাবিমৌ সাক্ষাৎকৃতৌ। কিন্তু তদিদং পরামৃশ্যতে তয়োরনয়োস্তং বিনা কালবিঘট্টনং খলু দুর্ঘটমেব। তস্য মৎপ্রভোরাগমনমনয়োশ্চ তত্র গমন-

---

কোমলতাং গৃহ্নৎ সৎ কেবলং আর্দ্রভাবঃ স্নিগ্ধত্বময়তে গচ্ছতি কিং কুর্য্যামেবং বদন্ কণ্ঠে গদ্গদক্রন্দনকং রোদনজলং বিভ্রৎ ধারয়ন্ ব্রজনাথঃ হরিহরীতিচ খেদে। শ্বাসানুরোধঃ যথাস্যাত্তথা বক্তুং শক্যতাং কিং দধে অপিতু নৈব দধে ॥ ৭৩ ॥

তদেবং শ্রুত্বা শ্রীযশোদা যদবস্থাবতী বভূব তদ্বর্ণয়তি—উদ্ধবমিতি। উদ্ধবং লক্ষীকৃত্য তেন ব্রজরাজ্ঞা বর্ণিতং যৎ সুতচরিতং তেনার্দ্রা যশোদা স্বেদেন ঘর্ম্মজলেন স্তনক্ষীরেণ নেত্রজলেন চ ইয়মাপগা নদী স্যাদিতি স উদ্ধবো মেনে ॥ ৭৪ ॥

তয়োঃ কৃষ্ণে তাদৃশানুরাগং নির্ব্বর্ণ্য উদ্ধবো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। বুদ্ধেতি বন-প্রত্যয়ান্তোঽয়ং সুদ্ধেতিবৎ যদ্যস্মাৎ ঈদৃশভৃশং ঈদৃশাতিশয়ো যঃ কৃষ্ণে স্নেহ স্তেনাবৃতৌ তং কৃষ্ণং বিনা কালবিঘট্টনং কালযাপনং। মৎপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অনয়ো ব্রজরাজয়ো স্তত্র মথুরায়াং

তাহা হইলেও আমার অন্তঃকরণ সামান্য বালক জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের কোমলতা অবলম্বন করিয়া কেবল স্নিগ্ধতাই প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব আমি কি করিব, এই বলিয়া কণ্ঠে এবং নেত্রযুগলে রোদন জল ধারণ করিয়া ব্রজরাজ, হায় হায়! শ্বাসরুদ্ধভাবে আর কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৭৩ ॥

উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীব্রজরাজ পুত্রের যেরূপ চরিত্র বর্ণনা করিলেন, যশোদাও তাহাতে আর্দ্র হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার ঘর্ম্মজল, স্তন্য দুগ্ধ এবং নয়নাম্বু পতিত হইতে লাগিল। তাহাতে উদ্ধব নন্দ মহারাজ যে অশ্রুমোচন প্রভৃতি করিতে দেখিয়া মনে করিলেন, ইনি বুঝি কোন নদী হইবেন ॥ ৭৪ ॥

অতএব এইরূপ অবগত হইয়া শ্রীমান্ উদ্ধব চিন্তা করিতে লাগিল। আহা! আমার কি মহাভাগ্য! যেহেতু এইরূপ নিরতিশয় কৃষ্ণ স্নেহে আচ্ছন্ন এই দুই

(ক) বুদ্ধ বামুর্দ্ধবাশ্চিন্তয়মাস। ইত্যানন্দ বৃন্দাবন গৌর পাঠঃ।

গতীব দুঃসঙ্গমং। তস্মাদ্‌যদ্যপ্যস্য নৈসর্গিকেহস্য স্নেহস্য হানির্ম্লানিশ্চ ন সম্ভবত্যেব তথাপি যদি স্থগিততা কর্ত্তুং শক্যতে তদা কেবলমাভ্যাং তর্ত্তুং শক্যমশক্যমন্যদা। সা চ তদীয়-পরমতত্ত্বতাজ্ঞানাত্তৎপ্রেম-মাহাত্ম্যকৃতাত্মীয়-মহত্ত্বজ্ঞানাদ্বা ঘটেত। তত্তজ্‌জ্ঞাপনং চাধুনা পরং লব্ধাবসরং জাতমস্তি। যতঃ—স্বয়মেব মাং বোধয়তানেন তৎপ্রভাবঃ সম্ভাবনবিষয়ঃ সম্প্রতি কৃত ইতি॥ ৭৫ ॥

দুঃসঙ্গমং দুর্ঘটনং নৈসর্গিকা স্বভাবসিদ্ধা ঈহা চেষ্টা যস্য স্নেহস্য হানির্নাশঃ ম্লানি র্মলিনতা স্থগিততা স্তম্ভিততা কেবলমাভ্যাং হানিম্লানিভ্যাং সকাশাভ্যাং তর্ত্তুং ময়া শক্যং অন্যদা তয়োঃ স্থগিততায়া অভাবে তর্ত্তুমশক্যং সাচ স্থগিততা তদীয়া কৃষ্ণসম্বন্ধিনী যা পরমতত্ত্বতা তস্যা জ্ঞানাৎ প্রেমমাহাত্ম্যেন কৃতং যদাত্মীয়ং স্বীয়ং মহত্ত্বজ্ঞানং গুরুত্বভাবনং তস্মাত্তস্মাৎ তস্য তস্য চ জ্ঞাপনং পরং লব্ধাবসরং লব্ধোঽবসরো যস্য তৎ জাতমুদ্ভূতমস্তি অনেন শ্রীব্রজরাজেন তস্য কৃষ্ণস্য যঃ প্রভাবঃ প্রভুত্বং তস্য সংভাবনাবিষয়ঃ কৃতঃ অথ অতঃ স স্পষ্টমাচষ্টেতি॥ ৭৫ ॥

জনকে সাক্ষাৎকার করিতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহাই পরামর্শ করা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এই উভয়ের কালযাপন করা নিতান্তই দুর্ঘট। মদীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের আগমন এবং এই দুই জনেরও মথুরায় গমন অত্যন্ত দুর্ঘট বোধ হইতেছে। অতএব যদ্যপি স্বভাবসিদ্ধ চেষ্টাযুক্ত স্নেহের নাশ এবং মলিনতার সম্ভাবনা নাই সত্য, তথাপি স্বাভাবিক স্নেহ স্থগিত হইতে পারে। তৎকালে কেবল স্নেহের নাশ এবং মালিন্য হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে, অন্যকালে অর্থাৎ স্নেহের স্থগিতভাবের অভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে না। সেই স্থগিতভাব ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পরম তত্ত্ব জ্ঞান হইতে অথবা সেই প্রেম মাহাত্ম্য দ্বারা বিহিত স্বকীয় গুরুত্ব ভাবনা হইতে ঘটিতে পারে। এক্ষণে তত্তৎবিষয় ভাল করিয়া জানাইবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। যেহেতু স্বয়ংই এই ব্রজরাজ আমাকে জানাইয়া সম্প্রতি কৃষ্ণ মাহাত্ম্যের সম্ভাবনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ৭৫ ॥

অথ স্পষ্টং চাচষ্ট ;—

কৃষ্ণো নারায়ণাখ্যঃ স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তস্মিন্ বিশুদ্ধং
সর্ব্বেম্বর্থেষু বর্য্যং তদনু চ পরমং ভাতি বাৎসল্যমেব।
তস্মিন্ পূর্ত্তিং যুবাং যন্ত্রিজগতি চ গতৌ তেন তস্যৈব মূর্ত্তী-
যাবঞ্চন্তঃ পরেঽপি প্রচুরতররতিং কেচিদাপ্স্যন্তি সন্তঃ ॥৭৬॥

প্রধানং পুরুষো ব্রহ্ম যদেতত্ত্রয়মুচ্যতে।
অংশাংশং তদ্বিজানীয়াৎ কৃষ্ণরামাহ্বয়প্রভোঃ ॥
ইত্যাদি ॥ ৭৭ ॥

তৎ স্পষ্টাখ্যানং যথা—কৃষ্ণ ইতি। তস্মিন্ কৃষ্ণে বিশুদ্ধং ঈশ্বরজ্ঞানরহিতং প্রেম সর্ব্বেম্বর্থেষু ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বর্য্যং শ্রেষ্ঠং তৎ প্রেম লক্ষীকৃত্য বাৎসল্যমেব পরমং ভাতি যদ্যস্মাৎ ত্রিজগন্মধ্যে যস্মিন্ বাৎসল্যে রসে পূর্ত্তিঃ পূর্ণতাং যুবাং গতৌ তেন হেতুনা তস্যৈব বাৎসল্যস্যৈব মূর্ত্তী যৌ ভবন্তৌ পরেঽপি কেচিৎ সন্তো জনাঃ অঞ্চন্তো গচ্ছন্তো ভবেয়ুস্তে তত্র কৃষ্ণে প্রচুরতররতিং আপ্স্যন্তি অতএব ভবন্তাবেব পরমধন্যৌ ॥ ৭৬ ॥

তস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং যদবর্ণয়ত্তদ্বর্ণযতি—প্রধানমিতি। প্রধানং প্রকৃতিঃ পুরুষো নারায়ণঃ ব্রহ্ম নিরাকারঃ সচ্চিদানন্দবস্তু তত্ত্রয়ং কৃষ্ণরামৌ আহ্বয়ৌ নামানৌ যস্য তস্য প্রভোঃ স্বয়ং ভগবত অংশাংশং বিজানীয়াৎ ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর উদ্ধব প্রকাশ্যে বলিতে লাগিলেন। নারায়ণ নামে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্ এইস্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণের উপর বিশুদ্ধ বা ঈশ্বর-জ্ঞান রহিত প্রেম হয়, তাহা হইলে সেই প্রেম ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই প্রেম লক্ষ্য করিয়া বাৎসল্য আবার আরও অধিক পরিমাণে শোভা পাইয়া থাকে। যে হেতু আপনারা দুইজনে ত্রিভুবন মধ্যে যে বাৎসল্য রসে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই হেতু সেই বাৎসল্য রসেরই মূর্ত্তি স্বরূপ আপনাদের দুইজনকে অন্যান্য কতিপয় সাধুব্যক্তি যদি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের উপর নিরতিশয় রতি বা প্রেম লাভ করিবেন। অতএব আপনারাই পরম ধন্য ॥ ৭৬ ॥

প্রকৃতি পুরুষ এবং নিরাকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তু এই তিন পদার্থ শ্রীকৃষ্ণ

অথানয়োঃ কেবলতন্মাধুর্য্যপ্রবণতয়া তত্তদশ্রবণমবধার্য্য পুনস্তদ্দুঃখশমনায় তদাগমনমেবাবগময়তি স্ম ॥ তথাপি তত্তাৎপর্য্যেণ মাধুর্য্যেণ সমমৈশ্বর্য্যমপ্যস্য তদনয়োর্ম্মনঃ প্রবেক্ষ্যতীত্যবেক্ষ্য তচ্চ সমুচ্চিনোতি স্ম ॥ ৭৮ ॥

যথা ;—

সর্ব্বেষাং সাত্বতানাং পতিরপি ভগবান্ শুদ্ধবাৎসল্যভাবাৎ
পুত্রত্বং প্রাপয়দ্বাং তদপি লঘুযুবামাব্রজেদেব দেব ! ।
আব্রজ্যাপি স্বয়ং তদ্ভবদভিরুচিতং নিত্যমুচ্চৈর্বিধাতা
লোকে বেদে চ সিদ্ধিং বলয়তি ভবতোস্তত্র যল্লালনাখ্যম্ ॥৭৯॥

তদেবং তয়োঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈশ্বর্য্যশ্রবণেনাসন্তোষং বিভাব্য উদ্ধবো যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতি-গদ্যেন। অনয়ো ব্রজাধীশয়োঃ কেবলং তস্য কৃষ্ণস্য মাধুর্য্যে প্রবলমাসক্তি র্যয়োস্তদ্ভাবতয়া তত্তদ্বচনস্যাশ্রবণং মনোনিবেশাভাবেন শ্রবণাভাবমবধার্য্য পুনস্তয়ো র্বিরহদুঃখখণ্ডনায় কৃষ্ণস্যাগমনমেব বোধয়ামাস। তত্তাৎপর্য্যেণ তস্যৈশ্বর্য্যস্য তাৎপর্য্যং মর্ম্ম অত্র তেন মাধুর্য্যেণ সমং সহ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ঐশ্বর্য্যমপি অনয়ো ব্রজাধীশয়ো মনঃ প্রবেক্ষ্যতীতি আলোচ্য তচ্চ সমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যং সমুচ্চায়য়ামাস ॥ ৭৮ ॥

যথা সমুচ্চিনোত্তদ্বর্ণয়তি—যথেত্যাদি। সাত্বতানাং বৈষ্ণবানাং যদ্যস্মাৎ বাং যুবয়োঃ পুত্রত্বং প্রাপ হে দেব ব্রজপতে তত্তস্মাৎ সোঽপি লঘু অতিশীঘ্রং যুবামাব্রজেৎ আগচ্ছেদেব। ভবতো

এবং বলরাম নামক (স্বয়ং ভগবানের) অংশের অংশ বলিয়া অবগত হইবেন ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বিষয়ে ঐকান্তিক ভাব থাকাতে উদ্ধবের তত্তৎ বাক্যে অমনোযোগ নিশ্চয় করিয়া, পুনর্ব্বার উভয়ের বিরহ দুঃখ খণ্ডন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের অবশ্যম্ভাবী আগমন নিবেদন করিলেন। তথাপি তাদৃশ ঐশ্বর্য্যের তাৎপর্য্য বা মর্ম্মযুক্ত মাধুর্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যও নন্দ যশোদার মনোমধ্যে প্রবেশ করিবে। এইরূপ আলোচনা কয়িয়া উদ্ধব সেই মাধুর্য্যেরই বিস্তার করিলেন ॥ ৭৮ ॥

যথা :—ভগবান্ সমস্ত যাদবগণের পতি হইয়াও যখন বিশুদ্ধ বাৎসল্যভাবে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে দেব! তখন তিনি অতি শীঘ্র আপনাদের দুই

হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বেষাং নঃ সাত্বতানাং স কৃষ্ণঃ।
আগম্যারাদ্বো যদূচে তদর্থং পৃষ্টোঽস্মাভিঃ সত্যমুচ্চৈঃ
করোতি ॥ ৮০ ॥

অথ তথাপি (ক) তয়োঃ খেদসম্বেদনতঃ স পুনরুগ্রবৈয়গ্র্যমুবাচ।—॥ ৮১ ॥

রভিরুচিতং তৎ ভবৎ পারতন্ত্র্যং নিত্যং সদা উচ্চৈরধিকং বিধাস্যতি তথা সতি ভবতো স্তত্র কৃষ্ণে যল্লালনাখ্যং ভজনং তল্লোকে বেদে চ বেদপুরাণতন্ত্রাদৌ সিদ্ধিং বলয়তি সম্পাদয়তি ॥ ৭৯ ॥

তস্যাগমনং সযুক্তিকং বেদয়তি—হত্বেতি। সর্ব্বেষাং সাত্বতানাং নোঽস্মাকং প্রতীপং প্রতিকূলং কংসং রঙ্গস্থলমধ্যে হত্বা স কৃষ্ণ আরাৎ বো যুষ্মানাগম্য যদূচে কথিতবান্ যথা "যাত য়ূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্। জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখ"মিত্যাদিরূপং তদর্থমস্মাভিঃ পৃষ্টঃ সন্ উচ্চৈঃ যথাস্যাৎ সত্যং করোতি পৃষ্ট ইত্যত্র স্পৃষ্ট ইতি পাঠে অস্মাভিঃ প্রেরিত ইত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

ননু তত্র বাক্যে অত্রাগমনকালো ন নির্দ্ধারিতঃ বহুকালানন্তরমপি তৎ সম্ভবেৎ তৎপর্য্যন্তং কথং তস্য বিরহং সহামহে ইত্যাহ—অথেতি সার্দ্ধশ্লোকেন। খেদসংবেদনতঃ খেদানুভবতঃ স উদ্ধবঃ উগ্রমতিশয়ং বৈয়গ্র্যং যত্র তদ্যথাস্যাৎ তথোদিতবান্ ॥ ৮১ ॥

জনের নিকটে আগমন করিবেন। অবশেষে ব্রজে আগমন করিয়া আপনাদের দুই জনের অভীষ্ট বিষয় অর্থাৎ আপনাদের অধীনতা সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে সম্পাদন করিবেন। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের উপরে আপনাদের যে লালন নামক ভজন আছে, সেই ভজন লোকে, বেদে, পুরাণে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ হইবে ॥ ৭৯ ॥

আমরা সকলেই যদুবংশীয়। সেই শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত যাদবদিগের অনিষ্টকারী কংসকে রঙ্গস্থল মধ্যে বিনাশ করিয়া আপনাদের নিকটে আসিয়া যে বাক্য অর্থাৎ (হে পিতঃ! আপনারা সকলেই গমন করুন, ইত্যাদি) বলিয়াছিলেন, তাহার নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে সত্য করিয়াছেন ॥ ৮০ ॥

অতঃপর, তথাপি ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর খেদ অনুভব করিয়া উদ্ধব পুনরায় অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বলিতে লাগিলেন ॥ ৮১ ॥

(ক) তদাপীতি বৃন্দাবন পাঠঃ।

অহহ ! মহিতভাগৌ খিদ্যতং মা সমীপং
সততমধিবসন্তং দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমাশু ।
উপভবদয়মস্তীত্যেতদাস্তাং সমস্মি-
ন্নপি তদুপমিতেঃ কিং কৃষ্ণবর্ত্মত্বমগ্নৌ ॥ ৮২ ॥
অধুনা প্রকটং রূপং ঘটয়তি ন হরিব্রজে যত্তু ।
তৎকারণমুদ্দিষ্টং স্বয়মসুরাদের্ব্বিমোহনপ্রথনম্ ॥ ৮৩ ॥

তৎ কথনং বিবৃণোতি—অহহেতি। মহিতঃ পূজিতো ভাগো ভাগ্যং যয়োঃ হে তথা ভূতৌ মা খিদ্যতং খেদং ন কুরুতং যতঃ সততং সমীপমধিবসন্তং কৃষ্ণমাশু শীঘ্রং দ্রক্ষ্যথঃ উপশব্দঃ সমীপার্থঃ উপভবং শ্চাসৌ অয়ঞ্চেতি উপভবদয়ং সমীপসত্তা আস্তামপিতু সমস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্নপি অগ্নৌ তস্য কৃষ্ণস্যোপমিতেরুপমানস্য কৃষ্ণ বর্ত্মত্বং কিং স্যাৎ কৃষ্ণ ইব ব্যাপকো বর্ত্ম মার্গো যস্য তদ্ভাবত্বং অতো ব্যাপকত্বে কৃষ্ণ এবোপমা অতো ব্রজেঽপি নিত্যং কৃষ্ণোঽস্তীতি ভাবঃ ॥ ৮২ ॥

নন্থ যদি ব্যাপকত্বেন নিত্যমস্তি তদা কথমগ্নিবন্ন প্রতীয়তে তত্রাহ—অধুনেতি। হরি যত্তু অধুনা ব্রজে প্রকটং নেত্রগোচরং রূপং ন ঘটয়তি তৎকারণং স্বয়ং তেনোদ্দিষ্টং অসুরাদে বিমোহন-প্রথনং অধুনা প্রকটরূপেণ ব্রজে মমাবস্থানে অসুরাদিঃ পূর্ব্বাদপ্যধিকং উৎপাতং করিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৮৩ ॥

আহা! আপনাদের দুই জনের কি মহাভাগ্য! আপনারা খেদ করিবেন না। আপনারা শীঘ্রই দেখিবেন যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই নিকটে বাস করিয়া রহিয়াছেন। তিনি যে সমীপে আছেন, একথা এখন থাক। তিনি সকল অগ্নিতেই বিদ্যমান আছেন। কৃষ্ণের উপমান থাকাতেই কি অগ্নির “কৃষ্ণবর্ত্মা” এই আখ্যা ঘটিয়াছে! অর্থাৎ কৃষ্ণের মত অগ্নির পথ ব্যাপক। অতএব ব্যাপকত্ব বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণই যদি উপমা হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিয়তই ব্রজে বিদ্যমান আছেন ॥ ৮২ ॥

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজমধ্যে প্রকাশ্যে রূপ দেখাইতেছেন না, তাহার কারণ তিনি স্বয়ংই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। “অর্থাৎ এক্ষণে আমি যদি প্রকাশ্যে ব্রজমধ্যে অবস্থান করি, তাহা হইলে অসুরাদি পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক উৎপাত করিবে ॥৮৩॥

তদেবং তু তস্য সর্ব্বত্র সাধারণ্যং গণ্যং মন্যমানস্তয়ো-
স্তাপাতিশয়ঃ স্যাদিতি ধৃতমন্যুঃ পুনরন্যথা সান্ত্বয়ন্নুবাচ ।—॥৮৪॥

ন হ্যস্য প্রিয়মপ্রিয়ং চ কিমপি স্বং নাস্বমপ্যচ্যুত-
স্যাম্বা নৈব পিতাপি নৈব ঘটতে কুত্রাপি সর্ব্বেশিতুঃ ।
যদ্যপ্যেবমথাপি ভক্তজনতা প্রেমার্ত্তিতানুত্তয়ে
তত্তদ্ভাবময়ত্যসাবথ কথং বাং তাদৃশাবুজ্ঝতু ॥ ৮৫ ॥

নন্বেবং ব্রজে তস্য কো বিশেষঃ স্যাৎ যেন বিরহশান্তিরিতি বিভাব্য যদবর্ণয়ত্তদ্বর্ণয়তি—তদেব-মিতিগদ্যেন। গণ্যং গণনীয়ং তয়ো র্ব্রজেশ্বরয়োঃ ধৃতমন্যুঃ ধৃতো মন্যুঃ শোকো যস্য সঃ ॥ ৮৪ ॥

সান্ত্বনাবাক্যং বর্ণয়তি—নহ্যস্যেতি। অস্যাচ্যুতস্য প্রিয়মপ্রিয়ঞ্চ নহ্যস্তি তথা কিমপি স্বমাত্মীয়ং অস্বমনাত্মীয়ং ন সর্ব্বত্র সমত্বাৎ অতোঽম্বা মাতা পিতাপি ন ঘটতে কুত্রাপি লোকে যতঃ সর্ব্বেশিতুঃ পূর্ণত্বাৎ যদ্যপেব্যং অথাপি তথাপি ভক্তজনতাপ্রেমার্ত্তিতানুত্তয়ে ভক্তজনতা ভক্তসমূহস্য যা প্রেমণা আর্ত্তিতা পীড়া তস্যা নুত্তয়ে খণ্ডনায় অসৌ কৃষ্ণ তদ্ভাবং মাতৃপিত্রাদিভাবং অয়তি গচ্ছতি অথ অতঃ কথং তাদৃশৌ প্রেমার্ত্তিতাবিশিষ্টৌ যুবামুজ্ঝতু ॥ ৮৫ ॥

অতএব এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সকল পদার্থে সাধারণভাব গণনীয় বোধ করিয়া ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর সমধিক সন্তাপ হইতে পারে। এই ভাবিয়া উদ্ধব শোকাকুল হইয়া পুনর্ব্বার অন্যপ্রকারে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চয়ই প্রিয় এবং অপ্রিয় নাই এবং আত্মীয় এবং পর কিছুই নাই। কারণ, তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী। অতএব কোনও জগতে তাঁহার পিতা মাতাও ঘটিতে পারে না। যেহেতু তিনি সকলের পরমেশ্বর এবং পরিপূর্ণ। যদ্যপি এইরূপ হয়, তথাপি ভক্ত জনগণের প্রেম-জনিত পীড়া দলন করিবার জন্য ঐ শ্রীকৃষ্ণ পিতৃমাতৃভাব স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব কি প্রকারে তিনি আপনাদের দুইজনকে প্রেম জনিত পীড়ায় কাতর জানিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না ॥ ৮৫ ॥

অথ ভক্তজনাদন্যত্র তু তস্য তত্তৎকুর্ব্বৎ কল্পস্য নাল্পকো-ঽপ্যাবেশস্তজ্জনাদন্যে চ তত্র সভ্রমা এবেতি বদন্ পূর্ব্বার্থমেব পুষ্ণন্নুবাচ।—॥ ৮৬ ॥

নুদতীশ্বরসান্নিধ্যং গুণান্ন স্বয়মীশ্বরঃ।
তত্র তদ্বিমুখা জীবা মায়য়াদধতি ভ্রমম্ ॥ ৮৭ ॥

যস্মাদেবং তস্মাৎ।

স্বতোঽয়ং যুবয়োরেব তাদৃগ্ভাববশাৎ প্রভুঃ।
তদভাবাত্তু নান্যেষাং সাধারণ্যাদ্ধি সর্ব্বকম্ ॥ ৮৮ ॥

ভক্তজনেষু তস্যৈবং বশিতা অন্যত্র ন ক্বাপি মিত্রতেতি বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তত্তৎ প্রিয়ত্বাদিকং কুর্ব্বতো জনস্যেব তস্যাল্পকোঽপি আবেশো ন অতস্তজ্জনাৎ ভক্তজনাৎ অন্যেচ জনাঃ তত্র কৃষ্ণে ভ্রমসহিতা এবেতি ॥ ৮৬ ॥

পূর্ব্বার্থপোষণপ্রকারং কথয়তি—নুদতীতি। ননু যদি তস্যেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বত্র সমত্বং তদা কথং ভক্তেষু বশিত্বং অভক্তেষ্বপ্রিয়কারিত্বং তত্রাহ ঈশ্বরস্য সান্নিধ্যং যৈ স্তান্ গুণান্ স্বয়মীশ্বরো ন নুদতি খণ্ডয়তি কিন্তু তদ্বিমুখাঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা তস্মিন্ বিমুখা জীবা মায়য়া তত্রেশ্বরে ভ্রমং দধাতি অতোহি তত্র শত্রুম্মন্যা ভবন্তীতি ন তত্র বৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥ ৮৭ ॥

প্রকরণং সমাধত্তে—যস্মাদিতি। যস্মাদেবং ভক্তানাং বশ্যত্বমভক্তানাং ন প্রেমৈকবিষয়ত্বং তস্মাৎ ॥

তদেব নির্দ্ধারয়তি স্বতোঽয়মিতি। অয়ং প্রভুঃ পরমেশ্বর স্তাদৃগ্ভাববশাৎ স্বৈকনিষ্ঠতা-

আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যেন শ্রীকৃষ্ণ তত্তৎ প্রিয়ত্ব প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বাস্তবিক কিন্তু ভক্ত-জন ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি তাঁহার অল্পমাত্র অনুরাগ নাই। ভক্ত জন ব্যতীত অন্য ব্যক্তিগণ সেই শ্রীকৃষ্ণের উপর নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। উদ্ধব এইরূপ বলিয়া পূর্ব্বের অর্থ পরিপুষ্ট করিয়াই বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

যে গুণ থাকিলে ঈশ্বরের সন্নিধানে গমন করিতে পারা যায় স্বয়ং ঈশ্বর সেই সকল গুণ খণ্ডন করেন না। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারে যে সকল জীব শ্রীকৃষ্ণের উপর বিমুখ হইয়াছে, তাহারাই কেবল ভ্রম জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥

যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণেরই বশীভূত, এবং

ইত্যুদ্ধব-শ্রীব্রজরাজয়োর্ম্মুহুঃ স্বস্বানুরূপং বদতোর্নিশা গতা।
বুদ্ধিস্তু তস্মিল্লঁঘুরুদ্ধবস্য সা ব্রজেশিতুঃ প্রেমজবেন চিক্ষিপে ॥৮৯

তদেবং সতি ;—

সদা হরিস্ফূর্ত্তিসুখেন দীব্যদ্বেষাস্তদা কাশ্চন গোপনার্য্যঃ।
শীঘ্রং সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্ বাস্তুং সমভ্যর্চ্চ্য দধীন্যমন্থন্ ॥৯০॥

পারতন্ত্র্যাৎ যুবয়োরেব সুতঃ তদ্ভাবাৎ তাদৃশভাবাভাবাৎ সাধারণ্যাদন্যেষাং সর্ব্বকং সর্ব্বঞ্চ তৎ কং সুখঞ্চেতি তন্ন স্যাৎ ॥ ৮৮ ॥

শ্রীব্রজরাজস্য বিরলতাং বর্ণয়তি—ইতীতি। ইতি এবং প্রকারেণ স্বস্বানুরূপং বদতো রুদ্ধব শ্রীব্রজরাজয়োঃ সম্বন্ধে নিশা রাত্রির্গতা কিন্তু তস্মিন্ তদোদ্ধবস্য সা প্রসিদ্ধা লঘু তীক্ষ্ণবুদ্ধিস্তু ব্রজেশ্বরস্য প্রেমজবেন প্রেমবেগেন চিক্ষিপে ক্ষিপ্তমভূৎ ॥ ৮৯ ॥

ততঃ পরবৃত্তান্তং কথয়িতুমারেভে তদেবং সতীতি পদ্যেন ॥

তত্র চ বৃদ্ধকল্পনাং গোপীনাং চরিত্রং বর্ণয়তি—দীব্যন্ বিলসন্ বোধো যাসাং তা স্তত্র হেতুর্হরিস্ফূর্ত্তিসুখেনেতি দীপান্ নিরূপ্য প্রজ্বাল্য সমভ্যর্চ্চ্য গোময়াদিনা স্বীকার্য্য মথিতবত্যঃ ॥ ৯০ ॥

অভক্তগণের প্রেমাধীন নহেন; এই কারণে এই পরমেশ্বর একমাত্র স্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের পরতন্ত্র বলিয়া আপনাদেব দুই জনেরই পুত্র হইয়াছেন। যদি এইরূপ ভাবের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে সাধারণভাবে অন্যান্য ব্যক্তিগণের সকল সুখ হইতে পারে না ॥ ৮৮ ॥

এইরূপে উদ্ধব এবং শ্রীব্রজরাজ বারংবার স্ব স্ব অনুরূপ বাক্য বলিলে রজনী প্রভাতা হইল। কিন্তু তৎকালে উদ্ধবের সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ব্রজরাজের প্রেম-বেগে পরিত্যক্ত হইয়াছিল ॥ ৮৯ ॥

তৎকালে কতিপয় গোপনারী সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিসুখে মনোহর বেশে শীঘ্র উঠিয়া, দীপ সকল জ্বালিয়া, এবং গোময়াদি দ্বারা বাস্তুভূমি পরিস্কার করিয়া দধি মন্থন করিতে লাগিল ॥ ৯০ ॥

কমলনয়নগানং তত্র তাসাং সমন্তা-
ন্মথননিনদমিশ্রং দ্যামপি ব্যাপ শশ্বৎ ।
শ্রবসি যদথ কুর্ব্বন্নুদ্ধবস্তত্র মেনে
নিখিলশিবমিদং চেদ্ভাতি কৃষ্ণঃ ক্ব দূরে ॥ ৯১ ॥

অথ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তমাগতমভীক্ষ্য মূর্ত্তভক্তিরূপঃ সর্ব্বভক্তভূপঃ প্রাতর্ভগবদুপাসনাবাসনাপরিত্যক্তনিজাসনস্তাবনুজ্ঞাপ্য তীর্থমাপ্যং গচ্ছন্নিবেদয়ামাস ॥ ৯২ ॥

কিঞ্চ তত্র কালে তাসাং সমন্তাৎ কমলনয়নঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গানং তচ্চ দধ্নো মথননিনদমিশ্রং সৎ দ্যাং স্বর্গং অপি শব্দাৎ ভূর্ভুবর্লোকং ব্যাপ্তং অথ যদ্গানং উদ্ধবঃ শ্রবসি কর্ণে কুর্ব্বন্ তত্র নিখিলং সমগ্রং শিবং মঙ্গলং মেনে চেদ্‌যদি কৃষ্ণঃ ক্ব কস্মিন্ দূরে ভাতি অপিতু নিকট এব ॥ ৯১ ॥

তদনন্তরমুদ্ধবস্য কৃত্যং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। মূর্ত্তা সাবয়বা যা ভক্তি স্তদ্রূপঃ তথা সর্ব্বভক্তরাজো উদ্ধবঃ প্রাতঃকালে ভগবদুপাসনায়াং যা বাসনা তয়া পরিত্যক্তং নিজাসনং যেন সঃ তৌ ব্রজেশৌ আপ্যং জলসম্বন্ধি তীর্থং ॥ ৯২ ॥

তখন গোপীগণ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে চারিদিকে গান করিতে ছিল। সেই গীত ধ্বনি দধি মন্থনের শব্দের সহিত মিশিয়া বারংবার স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত করিল। অনন্তর উদ্ধব সেই গীত ধ্বনি কর্ণে করিয়া তথায় সমগ্র বস্তু মঙ্গল-জনক ভাবিয়া ছিলেন। অধিকন্তু ভাবিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আর কতদূরে বিরাজ করিতেছেন! অর্থাৎ তিনি নিকটেই আছেন ॥ ৯১ ॥

অনন্তর ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত উপস্থিত দেখিয়া মূর্ত্তিমতী ভক্তির স্বরূপ, সকল ভক্তের ভূপতি সেই উদ্ধব, প্রাতঃকালে ভগবানের উপাসনা করিতে মনন করিয়া আপনার আসন পরিত্যাগ করিলেন, এবং ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর অনুমতি লইয়া জল সম্বন্ধীয় তীর্থে (যমুনা ঘট্টে) যাইতে নিবেদন করিলেন ॥ ৯২ ॥

অহমহহ ! ভবন্তৌ সান্ত্বিতৌ কর্ত্তুমৈচ্ছং
মদনুভজতি বাং তু স্নেহচর্য্যা বিদূরম্।
অপি সকলমভীষ্টং সৈব চাহ্নায় কুর্য্যা-
ন্মম পরমতিধার্ষ্ট্যং কষ্টমুচ্চৈঃ করোতি ॥ ৯৩ ॥

মা কুরুতং পুরু চিন্তাং ব্রজকুলকুলপালকৌ যুবকাম্।
যঃ খলু ভবতোঃ পোতঃ স ভবতি জগতাং ভবাম্বুধেঃ পোতঃ ॥৯৪

ইতি নিবেদ্য তীর্থং গতে তূদ্ধবে রাজপথস্থিতং তদ্রথমব-
লোকয়ঁল্লোকঃ কস্যায়মিতি সন্দিদেহ ॥ ৯৫ ॥

নিবেদনপ্রকারং বর্ণয়তি—অহমিতি। অহহেতি খেদে। ভবন্তৌ সান্ত্বিতৌ কর্ত্তুমহমৈচ্ছং মৎ মত্তঃ সকাশাৎ বাং যুবয়োস্তু কৃষ্ণে স্নেহচর্য্যা বিদূরং অনুভজতি অপি সম্ভাবয়ামি সৈব স্নেহচর্য্যা অহ্নায় ঝটিতি সকলমভীষ্টং কুর্য্যাৎ মম সান্ত্বনার্থং পরং কষ্টং উচ্চৈরতিধার্ষ্ট্যং করোতি ॥ ৯৩ ॥

কিঞ্চ ব্রজ এব কুলং জনপদো দেশ স্তত্র কুলং যা গোষ্ঠী তস্যাঃ পালকৌ যুবাং পুরুচিন্তাং মা কুরুতং তত্র হেতুং কথয়তি—যো ভবতোঃ পোতঃ শিশুঃ স জগতাং জীবানাং ভবাম্বুধেঃ ভব-সমুদ্রস্য পোতো নৌকা ॥ ৯৪ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—ইতীতিগদ্যেন উদ্ধবে সতীতি কস্যায়ং রথ ইতি সন্দেহং চকার ॥ ৯৫ ॥

হায়! আমি আপনাদের দুই জনকে সান্ত্বনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে যে, আপনাদের শ্রীকৃষ্ণের উপর যে স্নেহ আছে, তাহা আমার নিকট হইতে অত্যন্ত দূরে গমন করিতেছে। সেই স্নেহবিধিই অতি শীঘ্র সকল প্রকার অভীষ্ট সম্পাদন করিবে। আমার সান্ত্বনার নিমিত্ত পরম কষ্ট উচ্চরূপে অত্যন্ত ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছে ॥ ৯৩ ॥

ব্রজকুল সমস্ত দেশ এবং সেই দেশীয় গোষ্ঠীবর্গের আপনারা দুইজনে রক্ষা কর্ত্তা। অতএব আপনারা সমধিক চিন্তা করিবেন না। কারণ, যিনি আপনাদের দুই জনের বালক তিনি সমস্ত জীবগণের ভবসিন্ধু পার হইবার নৌকা ॥ ৯৪ ॥

এইরূপ নিবেদন করিয়া উদ্ধব তীর্থ জলে গমন করিলে রাজপথস্থিত সেই রথ দর্শন করিয়া, লোকে এই 'রথ কাহার' বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল ॥ ৯৫ ॥

তত্র তু ;—

উদ্ধবস্য রথং দৃষ্ট্বাক্রূরং রামাঃ শশঙ্কিরে।
চূর্ণেন দগ্ধজিহ্বানাং ভবেত্তদ্ভ্রমদং দধি ॥ ৯৬ ॥

অথ মধুকণ্ঠঃ (ক) সমাপয়ন্ পদ্যেনানন্দয়ন্নুবাচ।—॥৯৭॥

তদিদমিদমপূর্ব্বং বর্ণিতং পূর্ব্ববৃত্তং
ব্রজনৃপ তনয়স্তে সোঽয়মঙ্কে বিভাতি।
অহহ ! তব মুখেন্দৌ ম্লানতাং বীক্ষ্য গণ্ড-
দ্বয়মিহ নিজমস্রৈঃ সিঞ্চতেঽসৌ চিরায় ॥ ৯৮ ॥

তং সন্দেহং বিবৃণোতি—উদ্ধবস্যেতি। তমক্রূরং রামাঃ শঙ্কাং চক্রুঃ তত্র নিদানং চূর্ণেনেতি দধি তদ্ভ্রমদং চূর্ণস্য ভ্রমং দদাতীতি তৎ ॥ ৯৬ ॥

মুখ্যপ্রকরণং সমাপয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। সুগমং ॥ ৯৭ ॥

তদানন্দনবাক্যং লিখতি—তদিদমিতি ॥

হে ব্রজনৃপ ইদং পূর্ব্ববৃত্তান্তং অপূর্ব্বং যথাস্যাত্তথা বর্ণিতং, তে তব তনয়ঃ সোঽয়ং তবাঙ্কে ক্রোড়ে বিভাতি বিরাজতে। অহহেতি খেদে। কিন্তু এব মুখচন্দ্রে ম্লানতাং বীক্ষ্য অসাবিহ সময়ে অস্রৈ র্নেত্রজলৈঃ নিজং গণ্ড যুগলং চিরায় সিঞ্চতি ॥ ৯৮ ॥

তথায় রমণীগণ উদ্ধবের রথ দেখিয়া তাহাকে অক্রূর বলিয়া আশঙ্কা করিতে লাগিল। দেখুন, যাহাদের চূর্ণ (চূণ) দ্বারা জিহ্বা দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাদের দধি দেখিলেও চূর্ণ ভ্রম হইয়া থাকে ॥ ৯৬ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ সমাপন করিয়া এবং শ্লোক দ্বারা আনন্দিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৭ ॥

হে ব্রজরাজ ? এই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অপূর্ব্বভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আপনার এই পুত্র আপনার ক্রোড় দেশে বিরাজ করিতেছেন। হায় ? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আপনার মুখচন্দ্র মলিন দেখিয়া এই সময়ে নেত্রজলে গণ্ডযুগল সিক্ত করিতেছেন ॥ ৯৮ ॥

(ক) সমাপনপদ্যেন ইত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌর পাঠঃ।

তদেবং সর্ব্বং সন্তোষ্য সর্ব্বেণ সন্তোষ্যমাণৌ স্ববাসমাসন্না-
বিতি সর্ব্বোঽপি যথাযথং স্বস্বপথমাসন্নবান্ ॥ ৯৯ ॥

"ন তথা মে প্রিয়তম" ইত্যাদ্যুক্তিভিরীড়িতঃ।
স্বয়ং শ্রীহরিণা সোঽয়মুদ্ধবো ব্রজদূতকঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পুমনু শ্রীমদুদ্ধব-
মুদুদ্ভবসন্দেশসম্পদসমং দশমং
পূরণম্ ॥ ১০ ॥

সমাপনরিতিং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। সর্ব্বেণ জনেন সন্তোষং লব্ধৌ সন্তৌ স্ববাসং গতাবিতি হেতোঃ স্ব স্ব পথং স্বীয় স্বীয়মার্গং প্রাপ্তবান্ ॥ ৯৯ ॥

স্বয়ং কবিরুদ্ধবস্য মহিমানং বর্ণয়তি—ন তথেতি। "ন তথা মে প্রিয়তমো নাত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মাচ যথা ভবান্" ইত্যাদিবাক্যৈ র্যঃ স্বয়ং হরিণা ঈড়িতঃ স্তুতঃ সোঽয়মুদ্ধবো ব্রজে দূতঃ, অহো ব্রজমহিম্নেতি ॥ ১০০ ॥

শ্রীমদুদ্ধবেন মুদো হর্ষস্য উৎপত্তি যত্র তাদৃশী যা সন্দেশসম্পৎ তয়া অসমং নিরুপমং ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরচম্পূ্বাং দশমং পূরণং ॥ ০ ॥

এইরূপে কথকদ্বয় সকলকে সন্তুষ্ট করিলে তাহাদিগকেও সকলে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। তখন তাহারা দুইজনে স্ব স্ব বাস ভবনে গমন করিলে, সকলেই যথাবিধি স্ব স্ব পথে গমন করিতে লাগিল ॥ ৯৯ ॥

স্বয়ং কবি উদ্ধবের মহিমা গান করিতে লাগিলেন। "ব্রহ্মা, শিব, বলরাম আমার সেরূপ প্রিয়তম নহে" ইত্যাদি বচনে স্বয়ং শ্রীহরি যাহার প্রশংসা এবং স্তব করিয়াছিলেন, এই সেই উদ্ধব ব্রজে দূত হইয়া আগমন করিয়াছেন। অতএব আহা? ব্রজের কি অপূর্ব্ব মহিমা ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূ কাব্যে শ্রীমান্ উদ্ধবের
আনন্দ-জনিত আদেশ বাক্যের অনুপম ঐশ্বর্য্য বর্ণন
নামক দশম পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥

একাদশং পূরণম্।

-*-

দূত-ভ্রমকর-ভ্রমরসম্ভ্রমঃ।

অথ পূর্ব্ববদসিতসুন্দর-রাধয়োঃ সদসি কথা যথা—অত্র কথাবাহুল্যমবধায় বিভাগায় সমুৎকণ্ঠঃ স্নিগ্ধকণ্ঠ এবোবাচ ॥১॥

অথ শ্রীমানুদ্ধবস্তদেব তীর্থং জগাম। যৎ খলু নিজপ্রভুণা তাসাং সর্ব্বাসামপি সম্প্রতি সমুচ্চিতীভবন্তীনামিষ্টদেবতাদি-রাধনাদিলক্ষ্যতয়া কালং ক্ষিপন্তীনাং স্থানতয়া নির্দ্দিষ্টং।

শ্রীমদুত্তরগোপালচম্প্বাং গ্নৌদিক্‌সংখ্যকপূরণে।

শ্রীরাধায়া ভাববৈচিত্র্যং বর্ণ্যতে বিস্ময়াস্পদং ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীনাং শ্রীরাধাদীনাং তদানীন্তনবৃত্তান্তং বর্ণয়িতুং প্রকরণমারভতে অথেতি-গদ্যেন। অসিতসুন্দরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। সদসি সভায়াং অত্র প্রসঙ্গে বিভাগায় তস্যাঃ পৃথক্-করণায় সম্যক্ উৎকণ্ঠা যস্য সঃ ॥ ১ ॥

তদ্বচনং বর্ণয়তি অথশ্রীতিগদ্যেন। নিজপ্রভুণা শ্রীকৃষ্ণেন সমুচ্চিতীভবন্তীনাং সম্মিলনী ভূতানাং ইষ্টদেবতাদে যদারাধনাদি তৎ লক্ষ্যং যাসাং তাঃ, তদ্ভাবতয়া কালংক্ষিপন্তীনাং যাপয়ন্তীনাং

উত্তর গোপালচম্পূর একাদশ পূরণে শ্রীরাধিকার বিস্ময়-জনক বিচিত্রভাব বর্ণিত হইবে।

অনন্তর পূর্ব্বের মত, কৃষ্ণ সুন্দর এবং রাধিকার সভার কথা হইয়াছিল। যথা :—এই প্রসঙ্গে কথার বাহুল্য অবগত হইয়া, রাধিকাকে পৃথক্ করিবার জন্য স্নিগ্ধকণ্ঠ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াই বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর শ্রীমান্ উদ্ধব সেই তীর্থে গমন করিলেন। যে তীর্থে উদ্ধব গমন করেন, সেই তীর্থ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল নারীদিগের ইষ্ট দেবতা প্রভৃতি আরাধনা করিবার জন্য লক্ষ্য করিয়া একত্র মিলিত হইয়া কালযাপন করিতে নির্দ্দিষ্ট স্থান

কিন্তু তাভ্যঃ সুবহু ব্যবধায় তত্র (ক) প্রাতস্তানাহ্নিকমহ্নায় নির্ম্মিতবান্। নির্ম্মায় চ ভক্ত্যা সাবধানং কিঞ্চিদব্যবধানমানঞ্চ ॥ ২ ॥

অঞ্চতা চ তেন।

ক্ষীণাঙ্গাঃ স্রস্তকেশা মলশবলপটাঃ প্রজ্বলৎসন্নিকৃষ্টাঃ
দৃষ্টাস্তা জাতবেদস্তনয় ইব বৃতা ধূমভস্মাদিভির্যাঃ।
কিঞ্চ ব্যাগ্রাক্ষিযুগ্মা দলদধরদলশ্বাসবর্গা মুখান্তঃ-
শোষা যোষা মৃগাণামিব দবদবনাত্রস্তনেত্রা বিমৃষ্টাঃ (খ) ॥৩॥

স্নানতয়া যৎ খলু নির্দ্দিষ্টং তদেব তীর্থং জগামেত্যন্বয়ঃ। কিন্তু তাভ্য সকাশাৎ সুবহু যথাস্যা তথাত্মানং ব্যবধায় অন্তর্ধায় তত্র স্থলে প্রাতস্তনাহ্নিকং প্রাতঃকালবিহিতং অহ্নায় শীঘ্রং নির্ম্মিতবান্ সম্পাদয়ামাস। কিঞ্চিদব্যবধানং কিঞ্চিৎ স্পষ্টীকারং আনঞ্চ গতবান্ ॥ ২ ॥

অঞ্চতা তেন যথা তা দৃষ্টা স্তদ্বর্ণয়তি ক্ষীণাঙ্গা ইতি। ক্ষীণান্যঙ্গানি যাসাং তাঃ, স্রস্তা অবদ্ধাঃ কেশা যাসাং তা, মলেন শবলেন মিশ্রিতঃ পটো যাসাং তাঃ। তথা প্রজ্বলৎসংনিকৃষ্টা আত্মনাং প্রকৃষ্টং তেজঃ সম্যঙ্ নিকৃষ্টমবজ্ঞাতং যাসাং তাঃ যথা জাতবেদা অগ্নি স্তস্য তনয়ঃ জ্বলদঙ্গারঃ স যথা ধূমভস্মাদিভি র্বৃত আবৃতো দৃষ্ট স্তথা যা দৃষ্টাঃ। কৃষ্ণদর্শনার্থং ব্যগ্রং সুচঞ্চলমক্ষিযুগ্মং যাসাং তাঃ, দলৎ মর্দ্দিতবদধরদলং যেন এবম্ভূতঃ শ্বাসবর্গো নিঃশ্বাসসমূহো যাসাং তাঃ, মুখান্তঃশোষা মুখমধ্যে শোষঃ শুষ্কতা যাসাং তাঃ, যথা দবদবনাদ্দাবানলাৎ ত্রস্তনেত্রা মৃগাণাং যোষা হরিণ্যো বিমৃষ্টাঃ পরামৃষ্টাঃ ॥ ৩ ॥

হইয়াছিল। কিন্তু উদ্ধব ঐ সকল নারীদিগের নিকট আপনাকে অত্যন্ত দূরে ব্যবধান করিয়া রাখিয়া তথায় শীঘ্র প্রাতঃকালের স্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক সম্পাদন করিলেন। তখন তিনি ভক্তিপূর্ব্বক সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া সাবধানে কিঞ্চিৎ স্পষ্টাকারে গমন করিলেন ॥ ২ ॥

উদ্ধব তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, কতিপয় ক্ষীণাঙ্গী রমণীর কেশকলাপ স্খলিত হইয়াছে, তাহাদের বসন সকল মলিন; তাহাদের উৎকৃষ্ট তেজ সম্যক্-

(ক) প্রাতঃ স্নানাহ্নিকেতি বৃন্দাবন পাঠঃ।

(খ) বিদৃষ্টাঃ ইতি গৌরপাঠঃ।

তদা চ ;—

শ্যামং বর্ত্তুলদীর্ঘপীবরভুজং চন্দ্রাভ-বক্ত্রস্ফুরৎ,
কঞ্জাক্ষং নবযৌবনং কিমপরং সৌন্দর্য্যপর্য্যাচিতম্‌।
মীনক্ষৌণিপকর্ণিকং কনকজিদ্বস্ত্রং তদাস্তামপি
শ্রীকৃষ্ণভ্রমদং বিলোক্য তগমূশ্চিত্রং চিরাদাযযুঃ ॥ ৪ ॥

তদা তা গোপ্যোঽপি যথা তমুদ্ধবং দদৃশু স্তদ্বর্ণয়তি শ্যামমিতি এবম্ভূতং তং বিলোক্য তা গোপ্যশ্চিরং চিত্রং বিস্ময়মাযযুস্তং কিম্ভূতং শ্যামং কৃষ্ণবর্ণং বর্ত্তুলৌ গোলৌ দীর্ঘৌ পীবরৌ স্থূলৌ ভুজৌ যস্য তং চন্দ্রতুল্যং যন্মুখং তস্মিন্ স্ফুরতৌ পদ্মতুল্যে নেত্রে যস্য তং নবং নূতনং যৌবনং যস্য তমপরং কিং বক্তব্যং সৌন্দর্য্যস্য পর্য্যাচিতং সমাপ্তি র্যত্র তং মীনক্ষৌণিপকর্ণিকং মীনানাং মৎস্যানাং ক্ষৌণিপো রাজা মকরঃ স এব কর্ণিকা কর্ণভূষণং যস্য তং কনকং স্বর্ণং জয়তি এবং বস্ত্রং যস্য তং তদ্রূপাদিকমাস্তাং শ্রীকৃষ্ণভ্রমদং অয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইতি ভ্রমং দদাতীতি তমিতি ॥ ৪ ॥

রূপে নিকৃষ্ট হইয়াছে ; দেখিলে বোধ হয় যেন প্রজ্বলিত আঙ্গার, ধূম এবং ভস্মাদি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। অধিকন্তু কৃষ্ণকে দেখিবে বলিয়া তাহাদের নেত্র যুগল অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এরূপ ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে যে, তাহা দ্বারা নারীগণের অধর দলও বিদলিত হইতেছে। এবং তাহাদের মুখের মধ্যস্থল শুষ্ক হইয়াছে। এইরূপে তিনি তাহাদিগকে দাবানল ভয়ে ভীতনেত্রা হরিণীদিগের মত বোধ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তৎকালে ঐ সকল গোপীগণও সেই উদ্ধবকে বহুক্ষণ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। গোপীগণ দেখিল, উদ্ধব কৃষ্ণবর্ণ ; উদ্ধবের বাহু যুগল বর্ত্তুল (গোল) দীর্ঘ এবং স্থূল ; চন্দ্র তুল্য বদনে কমল তুল্য চক্ষু শোভা পাইতেছে ; উদ্ধব নব-যৌবন সম্পন্ন ; অধিক কি বলিব, সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য যেন একত্র মিলিত হইয়া ইহাঁর দেহে বিরাজমান আছে। কর্ণে মকর কুণ্ডল দুলিতেছে, এবং ইহাঁর বস্ত্রও কনক প্রভা জয় করিতেছে। এই সকল বিষয় থাক, উদ্ধবকে দেখিলে সহসা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই ভ্রম জন্মে ॥ ৪ ॥

তাস্তু যদ্যপ্যুদ্ধবমীক্ষাঞ্চক্রুঃ কৃষ্ণোপমং গোপ্যঃ ।
তদপি ন তদ্‌ভ্রমমগমন্ ভাবস্তাসাং হি সচ্চক্ষুঃ ॥ ৫ ॥
দধতি কদাপি চ সাম্যাদপ্রাণিম্বেব কৃষ্ণদৃষ্টিং তাঃ ।
ন পুনঃ প্রাণিষু কুর্য্যু র্ভাবস্তাসাং হি ধর্ম্মপালঃ স্যাৎ ॥৬॥

ততশ্চ ;—বিস্মিত্য সর্ব্বাশ্চ সবিনয়ক্রমং তমর্ব্বাগ্‌ভবন্তং কমলাধিপতিসম্বাসবাসিতবহিরন্তরং কমলমাত্রপ্রাণতাপাত্র-মধুলিড়্‌জাতয় ইব কমলাকরজগৎপ্রাণং পরিবব্রুঃ ॥ ৭ ॥

তাসান্তু তত্র শ্রীকৃষ্ণভ্রমো নাসীদিতি বর্ণয়তি—যদ্যপি গোপ্য উদ্ধবং কৃষ্ণোপমং দদৃশু স্তদপি তথাপি তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভ্রমং ন গতবত্যঃ হি যত স্তাসাং ভাব এব সচ্চক্ষুঃ বাহ্যচক্ষু স্তু আভাস-মাত্রমেব ॥ ৫ ॥

তস্য ভাবস্য নেত্রত্বং সাধ্বীধর্ম্মরক্ষণত্বঞ্চ বর্ণয়তি—দধতীতি তা গোপ্যঃ কদাপিচ বর্ণ সাদৃশ্যাদপ্রাণিষু তমালাদিষু কৃষ্ণদৃষ্টিং দধতি ন পুনঃ প্রাণিষু মনুষ্যাদিষু কৃষ্ণদৃষ্টিং কুর্য্যুঃ কুত এবং তত্রাহ ভাব ইতি হি যত স্তাসাং ভাবো ধর্ম্মস্য সাধ্বীব্রতস্য পালকঃ স্যাৎ ॥ ৬ ॥

ততো যদভূত্তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন । সর্ব্বাশ্চতা গোপ্যঃ বিনয়েন সহ ক্রমো গতি র্যত্র তদ্‌যথাস্যাৎ তথা তং পরিবব্রুরিত্যন্বয়ঃ । তং কিম্ভূতং অর্ব্বাগ্‌ভবন্তং অগ্রস্থং কমলাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ স্তেন সহ যঃ সম্বাসঃ সহবাস স্তেন বাসিতং ভাবিতং বহিরন্তরঞ্চ যস্য তং কথং পরিবব্রু-স্তদাহ কমলমাত্রং পদ্মৈকং প্রাণতাপাত্রং জীবনযোগ্যং যাসাং তাশ্চ তা মধুলিড়্ ভ্রমর জাতয়শ্চেতি তাঃ কমলানাং পদ্মানামকর শ্চাসৌ জগৎপ্রাণো জলঞ্চেতি তং যথা তাঃ পরিবব্রু স্তথা ইতি । তত্র যথা তাসাং তজ্জলং ন কাম্যং কিন্তু কমলানি তথাত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনং কাম্যং নতূদ্ধবদর্শনমিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

যদ্যপি ঐ সকল গোপীগণ কৃষ্ণ তুল্য উদ্ধবকে দর্শন করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের কৃষ্ণভ্রম ঘটে নাই । যে হেতু তাহাদের মনোবৃত্তিই উৎকৃষ্ট চক্ষু ছিল । অতএব বাহ্য চক্ষু কেবল আভাস মাত্র ॥ ৫ ॥

কখন কখন ঐ সকল গোপীগণ সাদৃশ্য বশতঃ তমাল প্রভৃতি প্রাণ শূন্য পদার্থে কৃষ্ণ দর্শন করিত, কিন্তু মনুষ্যাদি প্রাণিগণের উপর কৃষ্ণদর্শন করিত না । তাহার কারণ এই, তাহাদের যে মনোবৃত্তি ছিল তাহাই পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পালন কর্ত্তা হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

অনন্তর একমাত্র পদ্মই যাহাদের জীবন সর্ব্বস্ব, এইরূপ ভ্রমর জাতি সকল

পরিবৃত্য চ তং কৃষ্ণাদৃত্যভৃত্যতয়া মনসিকৃত্য প্রশ্রয়েণা-
দৃত্য সূনৃতাসনাদিভিঃ সৎকৃত্য ক্ষণকতিপয়ং তূষ্ণীকামনুসৃত্য-
কৃত্রিমস্মিতান্তিজ-তাপমাবৃত্য চাচচক্ষিরে ॥ ৮ ॥

জানীমস্ত্বাং কিল যদুপতেঃ পার্ষদং সৌরভাদে-
র্বিদ্মস্তং চেত্যথ কথয়িতুং কা বয়ং হন্ত! দীনাঃ।
যেনাজ্ঞপ্তস্ত্বমপি নিখিলং বৈভবং তত্র হিত্বা
গোষ্ঠং প্রাপ্তঃ স্ফুরসি সুগমঃ সোঽয়মত্রাস্মকাভিঃ ॥ ৯ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং জাতং তত্রাহ পরিবৃত্যেতিগদ্যেন। কৃষ্ণেনাদৃত্যা আদরণীয়া ভৃত্যতা সন্দেশ হরতা যস্য তদ্ভাবতয়া তং মনসিকৃত্য সূনৃতং প্রিয়ভাষণং তচ্চাসনঞ্চ আদিপদেন স্বাগতঞ্চ তৈঃ সৎকৃত্য তূষ্ণীকাং মৌনতামনুগত্য কৃত্রিমং কাল্পনিকং যৎস্মিতং মন্দহাস্যং তস্মাদ্ধেতোঃ নিজতাপ মাবৃত্য আচচক্ষিরে উদিতবত্যঃ ॥ ৮ ॥

যথা তা অবদন্ তদ্বর্ণয়তি জানীম ইতি। কিল বার্ত্তায়াং নিশ্চিতং বা সৌরভাদে র্হেতোঃ যদুপতেঃ কৃষ্ণস্য পার্ষদং ত্বাং জানীমঃ। হন্তেতি খেদে। অথদীনা বয়ং কথয়িতুং কা ন কা অপি যেন শ্রীকৃষ্ণেন আজ্ঞপ্তঃ প্রেষিতস্ত্বং তত্র নিখিলমপি বৈভবং হিত্বা গোষ্ঠং প্রাপ্তঃ সোঽয়ং ত্বমত্রাস্মাভিঃ সুগমঃ সুবুদ্ধঃ স্ফুরসি অন্যথা ভবদ্দর্শনং ন ঘটত এবেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

যেরূপ জলাশয়ের জলকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত গোপীগণ সবিনয়ে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহবাসে যাহার বাহ্য এবং অভ্যন্তর পবিত্র, সেই অগ্রবর্ত্তী উদ্ধবকে বেষ্টন করিল ॥ ৭ ॥

গোপীগণ উদ্ধবকে পরিবেষ্টন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, ইনি শ্রীকৃষ্ণের আদরণীয় ভৃত্য। তখন সবিনয়ে সমাদর করিয়া, প্রিয় সম্ভাষণ স্বাগতাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া; এবং কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; এবং কৃত্রিম মৃদু মধুর হাস্যে আপনাদের সন্তাপ ঢাকিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

আমরা আপনাকে জানি, সৌরভাদি থাকাতে নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্ববর্ত্তী বলিয়া অবগত আছি। হায়? আমরা নিতান্ত দীন,—আমরা কি বলিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, এই কারণে সেইস্থানে অখিল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া গোষ্ঠে আগমন করিয়াছেন।

ভর্ত্রা তেন স্বয়মহমিহ প্রেষিতশ্চেদবশ্যং
তর্হি ব্যক্তং ভবথ নিতরাং যূয়মেবানুরুদ্ধাঃ।
মৈবং বাদীরহহ ! পিতরৌ মৃশ্যতে হ্যত্র বীজং
গৌণে মুখ্যেঽপ্যনুগতিমিতে মুখ্য এব প্রতীতিঃ ॥ ১০ ॥
বন্ধুস্নেহং মুনিততিরপি ত্যক্তুমীষ্টেন সুষ্ঠু
ত্যক্তব্যৌ স্তঃ কিমিব পিতরাবপ্যহো ! তেন সৌম্য ! ।
কুম্ভঃ পৃথ্বীং ন হি পরিহরেদ্দণ্ডচক্রাদিকন্তু
স্বার্থং যাবদ্ভজতি তদিদং পৃচ্ছ্যতাং ন্যায়বিচ্চ ॥ ১১ ॥

ভবদাগমনমত্র নাস্মৎসান্ত্বনার্থং কিন্তু পিত্রোঃ সন্ত্বানার্থমিতি যদবদন্ তদ্বর্ণয়তি ভর্ত্রেতি স্বয়ং তেন ভর্ত্রা শ্রীকৃষ্ণেন চেদ্‌যদি অহমিহ ব্রজে প্রেষিত স্তর্হি ব্যক্তমবশ্যং তত্রাপি নিতরাং যূয়মেব অনুরুদ্ধাঃ সান্ত্বনবিষয়া ভবথেতি এবং মা বাদীরত্র ব্রজাগমে পিতরৌ বীজং কারণং মৃশ্যতে, গৌণে মুখ্যেঽপি অনুগতিমিতে মুখ্যে এব প্রতীতি র্ভবতি অত্র পিত্রোঃ সান্ত্বনং মুখ্যমস্মাকং সান্ত্বনন্তু গৌণমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

নন্বু তস্য পিতৃযুগলস্য সান্ত্বনে কিং প্রয়োজনং তত্রাপি পিতৃদ্বয়লাভাৎ তত্রাহ বন্ধুস্নেহমিতি যদি বন্ধুস্নেহং ত্যক্তুং মুনিসমূহোঽপি নেষ্টে, তদা হে সৌম্য হে সাধো, অহো খেদে কিমিব সুষ্ঠ ত্যক্তব্যৌ স্তো ভবতঃ তয়োরত্যাজ্যত্বে কারণং দর্শয়তি কুম্ভ ইতি। কুম্ভঃ কলস উপাদনকারণং পৃথ্বীং নিমিত্তকারণং দণ্ডচক্রাদিকঞ্চ হি যতো ন পরিহরেৎ ন ত্যজেৎ কিন্তু যাবৎ স্বার্থং স্বসিদ্ধৌ প্রয়োজনং তাবদ্ভজতি তদিদং ন্যায়বিচ্চ ভবান্ পৃচ্ছ্যতাং। অত্র মাতা উপাদানং পিতা নিমিত্তং অতঃ কথং তয়োঃ পরিহার ইতি ॥ ১১ ॥

এখন আপনি এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন, ইহা আমরা উত্তমরূপে জানিতে পারিয়াছি ॥ ৯ ॥

স্বয়ং সেই প্রভু আপনাকে যদি এই ব্রজে পাঠাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই, সুস্পষ্ট আপনারাই নিতান্ত সান্ত্বনার যোগ্য হইতেছেন; এইরূপ কথা বলিবেন না। আহা ? এই ব্রজাগমন বিষয়ে পিতা মাতাই প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হইতেছে। গৌণ এবং মুখ্যও যদি অনুভবের যোগ্য হয়, তাহা হইলেও মুখ্য বিষয়েই প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব এই স্থানে পিতা মাতাকে সান্ত্বনা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং আমাদিগকে সান্ত্বনা করা গৌণ উদ্দেশ্য ॥ ১০ ॥

হে সৌম্য ? বন্ধুগণের উপরে যে স্নেহ থাকে, মুনিগণও তাহা ভালরূপে

এতৌ হা ! ধিগ্ যদি চ পিতরৌ তস্য নাপেক্ষণীয়ৌ
কিম্বা গোষ্ঠে নিবসতি তদা তস্য যদ্দৃষ্টিযোগ্যম্।
পুর্য্যাং তস্যাং সুরনরশতাঙ্গাশ্বমাতঙ্গলক্ষ্মী-
রস্মিন্ সর্ব্বত্র চ বরধনং হন্ত! গোপাশগাত্রম্ ॥ ১২ ॥
যঃ সম্বন্ধঃ স্ফুরতি ভুবনে ভোগ্যভোগিপ্রকারঃ
স স্যান্নৈব (ক) স্ফুলগবিচলঃ পুষ্পভৃঙ্গাদিদৃষ্টঃ।

অত্র তস্য পুনরাগমনং ন কদাপি সম্ভবমিতি বর্ণয়ন্তি এতাবিতি। হাধিক্ খেদে। এতৌ পিতরৌ যদিচ তস্যাপেক্ষণীয়ৌ ন তদা তস্য গোষ্ঠে কিংবা দৃষ্টিযোগ্যং তন্নিবসতি তস্যাং পুর্য্যাং মথুরায়াং সুরো দেবতা নরো মানবঃ শতাঙ্গং রথঃ অশ্বো মাতঙ্গো হস্তী তৈ র্লক্ষ্মীঃ সম্পত্তি র্যস্য সঃ অস্মিন্ ব্রজে সর্ব্বত্র চ বরধনং শ্রেষ্ঠধনং গোপাশমাত্রং গোবন্ধনরজ্জুমাত্রং ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ ভোগ্যভোগিপ্রকারো যঃ সম্বন্ধঃ স্ফুরতি স নৈব স্ফুটমবিচলঃ স্থিরঃ স্যাৎ সতু পুষ্প-ভৃঙ্গাদৌ দৃষ্টঃ পুষ্পং ভোগ্যং ভৃঙ্গাদি র্ভোগী তয়ো র্বিচলত্বং দৃশ্যতে। কিঞ্চ জীবকাজীব্যভাবাৎ

পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। হায়! তবে কি প্রকারে তিনি সেই পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহার কারণ এই, কলস একটী কার্য্য বা ক্রিয়া জন্য বস্তু, সে তাহার উপাদান কারণ পৃথিবী এবং নিমিত্ত কারণ দণ্ড চক্রাদিকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু যতকাল স্বার্থ থাকে, ততকাল তাহার সেবা করিয়া থাকে। অতএব নীতিবেত্তা আপনাকেই ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই স্থানেও মাতা উপাদান কারণ এবং পিতা নিমিত্ত কারণ, কিরূপে তিনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১১ ॥

হায়! যদিচ শ্রীকৃষ্ণ এই পিতা মাতাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না, তথাপি তাঁহার গোষ্ঠে কোন্ বস্তুই বা দৃষ্টি গোচর হইয়া বিদ্যমান আছে। সেই মথুরা পুরীতে এক্ষণে তাঁহার দেবতা, মানব, রথ, অশ্ব এবং হস্তী দ্বারা সম্পত্তি ঘটিয়াছে; অথচ এই ব্রজের সকল স্থানেই শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি কেবল মাত্র গোবন্ধন রজ্জু ॥ ১২ ॥

আর এই জগতে যে ভোক্তা এবং ভোগ্য বস্তুর সম্বন্ধ প্রকাশ পাইতেছে,

(ক) স্ফুটমবিচলেতি আনন্দবৃন্দাবন-গৌর পাঠঃ।

স্যাদ্বা গচ্ছন্ প্রতিনিয়ততাং জীবকাজীব্যভাবাৎ
স্ত্রীণাং পুম্ভিঃ স্থখলবকৃতে যঃ পুনশ্চঞ্চলঃ সঃ ॥ ১৩ ॥
স্ত্রীপুংসানাং ভবতু মিলনং সন্ততং ক্বাপি যস্মিন্
দাম্পত্যং স্যাদবিচলতয়া ধর্ম্মশর্ম্মপ্রধানম্ ।
জারোঽন্যস্ত্রীমিথুনময়তে ত্যাগমন্যোঽন্যমন্তে
বেশ্যা নিঃস্বং বিসৃজতি বয়স্ত্যক্তবেশ্যাং বহুস্বঃ ॥

ইতি ॥ ১৪ ॥

প্রতিনিয়ততাং বা গচ্ছন্ স্থখলবকৃতে পুংভিঃ সহ স্ত্রীণাং যঃ পুনঃ সম্বন্ধঃ সোঽপি চঞ্চলঃ। অত্র জীবকাঃ পুমাংসঃ আজীব্যাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রতিনিয়ততাং পরস্পরবশিত্বেন একাত্মতাং গচ্ছন্ ॥ ১৩ ॥

নমু ক্বাপি তয়োরবিচলঃ সম্বন্ধো দৃশ্যতে, তত্রাহ স্ত্রীপুংসানামিতি। যস্মিন্ মিলনে ধর্ম্মঃ স্বর্গাদি-সাধকঃ, শর্ম্ম ঐহিকস্থখং তে প্রধানং যত্র তৎ অবিচলতয়া দাম্পত্যং স্যাৎ দাম্পত্য এবাবিচল-সম্বন্ধো নান্যত্র অতো দাম্পত্যমেব প্রার্থনীয়মিতি। তৎ পরিচায়য়তি জার উপপতিরন্যস্ত্রী পরোঢ়া মিথুনং স্ত্রীপুংভাবং অয়তে গচ্ছতি অন্তেঽন্যোঽন্যং ত্যাগময়তে বেশ্যা নিঃস্বং নির্ধনং পুরুষং ত্যজতি তথা বহুস্বো বহুধনী বৃদ্ধত্বোপলক্ষিতেন বয়সা ত্যক্তা সা চাসৌ বেশ্যা চেতি তাং বিসৃজতি ॥ ১৪ ॥

তাহা স্পষ্টই কখনও স্থির হইতে পারে না। কারণ, ঐ সম্বন্ধ পুষ্পে এবং ভ্রমরা-দিতে নিয়তই অস্থির দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ জীব্য এবং জীবকভাব বশতঃ, পরস্পর পরস্পরের বশীভূত বলিয়া, ঐক্য পাইয়া কণামাত্র স্থখের জন্য পুরুষ-গণের সহিত স্ত্রীলোকদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাও নিতান্ত চঞ্চল ॥ ১৩ ॥

যদি কুত্রাপি স্ত্রী পুরুষদিগের সর্ব্বদা মিলন হইয়া থাকে, তবে তাহা হৌক। কারণ দাম্পত্য প্রণয়ের মধ্যে অবিচলিতভাবে স্বর্গাদি সাধন ধর্ম্ম এবং ঐহিক স্থখ প্রধান রূপে বিদ্যমান আছে। অতএব দাম্পত্য স্থখে অবিচলিত সম্বন্ধ থাকে, আর কুত্রাপি থাকে না। স্থতরাং দাম্পত্যই লোকের প্রার্থনীয়। দেখুন, উপপতি পরকীয়া নারীতে দাম্পত্য স্থখ প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু শেষে পরস্পর সেই স্থখ বিসর্জ্জন দেয়। বেশ্যা নির্ধন পুরুষকে পরিত্যাগ করে, এবং বহু-ধনাঢ্য ব্যক্তিও বৃদ্ধ বেশ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

তদেবং প্রথমত এব যাসাং গোবিন্দমাত্রং বিন্দমানানি মানস-বাগ্দেহবৃত্তিবৃন্দানি তদেকসন্দানিতানি ন হি বহির্ভদ্রা-ভদ্রং বিন্দন্তি স্ম। হন্ত! হন্ত! তাঃ পুনস্তস্য বিরহেণ দূয়মানতয়া ব্যগ্রীভূয় তাদৃশমসভ্যমপ্যভ্যভাষন্ত। যত্র সাধারণতয়া ব্রজং সম্ভূতে কৃষ্ণস্য দূতে তস্মিন্নুদ্ধবেঽপ্যুদ্বুদ্ধবেদনতয়া ত্যক্তলোকমর্য্যাদতাং গতাঃ, ভবতু নাম চ তৎ, কিং বহুনা? স্বেন সহ তেন সংহিতং রহস্যমপি মঞ্জুগান-সঞ্জনয়া ব্যঞ্জয়ন্তি স্মেতি মম হৃদয়ং দূয়তে। ততঃ কৃতং সুহৃন্তরেণ তদুন্মাদবিস্তরেণেতি ॥ ১৫ ॥

তৎ পরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। গোবিন্দমাত্রং গোবিন্দমেব বিন্দমানানি লভমানানি চিত্তবাগ্দেহবৃত্তিবৃন্দানি সমূহা স্তদেকস্মিন্ সন্দানিতানি বদ্ধানি অতএব ভদ্রাভদ্রং বহির্ন বিন্দন্তি স্ম। হন্ত হন্তেতি খেদে। তা বিরহেণ দূয়মানতয়া উত্তপ্ততয়া ব্যগ্রীভূয় তাদৃশমসভ্যং অপরিচিতমপি অভ্যভাষন্ত উদিতবত্যঃ। সাধারণতয়া সর্ব্বব্রজজনসান্ত্বনার্থত্বেন ব্রজং সংভূতে মিলিতে উদ্ধবেঽপি সতি উদ্বুদ্ধং জাগরিতং বেদনং পীড়া যাসাং তদ্ভাবতয়া ত্যক্তা লোক-মর্য্যাদা যাভি স্তদ্ভাবতাং গতা বভূবুঃ। স্বেনাত্মনা সহ তেনোদ্ধবেন সংহিতং সংগৃহীতং রহস্যমপি মঞ্জুগানসঞ্জনয়া মনোহরগানপ্রসক্ত্যা ব্যঞ্জয়ন্তি স্ম ব্যক্তীকৃতবত্য ইতি হেতোর্মম হৃদয়ং দূয়তে উত্তপতি হা হা বিরহোন্মাদেন পরমলজ্জাশীলা স্তা স্তাদৃশা বভূবু রিতি। কৃতমলং ব্যর্থং ॥ ১৫ ॥

অতএব এই প্রকারে প্রথম হইতেই যে সকল নারীগণের হৃদয়, বাক্য এবং দেহবৃত্তি সকল কেবল মাত্র গোবিন্দকে লাভ করিয়া, এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপর নিবদ্ধ হইয়া বাহিরের ভাল মন্দ কিছুই লাভ করিতে পারে নাই। হায়! তাহারাই আবার বিরহে উত্তপ্তভাবে ব্যাকুল হইয়া ঐরূপ অপরিচিত ব্যক্তিকেও বলিয়াছিল। সাধারণতঃ সমস্ত ব্রজবাসী ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য, কৃষ্ণ দূত উদ্ধব, ব্রজে উপস্থিত হইলেও তাহাদের বেদনা জাগরূক হওয়াতে তাহারা লোক মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছিল। তাহাও হৌক, অধিক কি বলিব; তখন তাহারা স্বয়ং উদ্ধবের সংগৃহীত রহস্য বিষয়ও মনোহর সঙ্গীতের প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিল। এই হেতু আমার হৃদয় উত্তপ্ত হইতেছে। অতএব হায়!

তদেবং মৌনেন মূর্দ্ধানমানম্য পুনরাহ। (ক) অহো! মম বৃশ্চিকভিয়া পলায়মানস্যাশীর্বিষমুখে প্রবেশঃ সদেশমাগতঃ। যতস্তদতিবিস্তরং ত্যক্তবতোহপি গত্যন্তরমন্তরা শ্রীরাধিকায়া (খ) দিব্যোন্মাদবদ্ধমবদ্ধং তদিদং বিলপিতং লপিতুমাপতিতম্ ॥ ১৬ ॥

তদেবং মর্ম্মণি ক্ষণং বিদূয় ভূয়ঃ সুখং সম্ভূয় সম্ভাষতে স্ম। হন্ত! জাগরণমাগম্য চ কথং স্বাপ্নং দুঃখং দুঃখলং

তেনোক্তপ্রসঙ্গদ্বয়ঃ স যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি তদেবমিতিগদ্যেন। মৌনেনোপলক্ষিতঃ। আশীবিষস্য সর্পস্য মুখে প্রবেশঃ সদেশং নিকটমাগতঃ তদতিবিস্তরং বিরহোন্মাদবিস্তরং দিব্যোন্মাদেন বদ্ধং তদিদমসম্বদ্ধমনন্বিতং বিলপিতং লপিতুং বক্তুমাপতিতং ॥ ১৬ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। ক্ষণং মর্ম্মণি মর্ম্মস্থানে বিদূয় উত্তপ্য সংভূয় প্রাপ্য কথিতবান্। হন্তেতি খেদে। দুঃখলং দুঃখং লাতি দদাতীতি দুঃখলং কুর্ব্বন্ বর্ত্তে স্ম।

তাহারা যে সুহৃত্তর বিরহোন্মাদে পরম লজ্জাশীলা হইয়াও যে ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই কথায় আর প্রয়োজন নাই ॥ ১৫ ॥

অতএব এইরূপে মৌনী হইয়া মস্তক নত করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। হায়! আমি বৃশ্চিকের ভয়ে পলায়ন করিয়া নিকটবর্ত্তী ভুজঙ্গের মুখে পতিত হইয়াছি। যেহেতু সেই বিস্তারিত বিরহোন্মাদ পরিত্যাগ করিলেও উপায়ান্তর না থাকাতে শ্রীরাধিকার দিব্য উন্মাদ বদ্ধ এই অসঙ্গত বিলাপ বলিবার জন্য এই বিষয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

এইরূপ ক্ষণকাল মর্ম্মাহত হইয়া এবং পুনর্ব্বার সুখ পাইয়া উদ্ধব বলিতে লাগিলেন। হায়! আমি জাগরিত হইয়া কিরূপে স্বপ্ন-জনিত দুঃখকে দুঃখ

(ক) অয়ন্তু ভাষ্যপ্রয়োগ ইতি দুর্গাদাসঃ মুগ্ধবোধস্য কব্যাদ্যনেকাচ ইতি শব্দসূত্রটীকায়াং।

(খ) মহাভাব বিশেষস্য গতিং কামপ্যাপেযুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে। উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যা স্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ। প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে প্রণয় ক্রোধ জৃম্ভিতঃ। ভূরিভাবময়ো জল্প শ্চিত্র জল্পস্তদুদ্ভবঃ। ইতি রসগ্রন্থানুসারেণ : অ্য:.

কুর্ব্বন্নস্মি। যতস্তেন স্বকান্তেন সমং সাক্ষাৎ স্ফুরদুপবেশা সেয়ং মমেশা বিদ্যত এবাবলম্বনং। তস্মাৎ কিঞ্চিৎ প্রথয়ানি। তত্র স্ফূর্ত্ত্যাদিসমুজ্জৃম্ভাগম্ভীরসম্ভাবনময়ীয়ং ভাবনা চাস্যাং জাতু জাতু সম্ভবতি স্ম ॥ ১৭ ॥

সা যথা ;—

আয়াতি চ মম নিকটং যাতি চ নিহ্নুত্য মাথুরং নগরম্।
তস্মাৎ কাশ্চন রামা রময়তি রমণঃ স তত্রাপি ॥ ইতি ॥ ১৮ ॥

তদা তু সা ভাবনা তদীয়দূতদর্শনেনাতীব সম্ভূততাং গতা। তস্মান্মান এব বলান্মামতিক্রামতি স্ম। যত্র চ

সাক্ষাৎস্ফুরদুপবেশা স্ফুরন্ উপবেশঃ সমীপে স্থিতি যস্যাঃ সা। সেয়ং মমেশা মমাবলম্বনং বিদ্যত এব, এবৈব সুখপ্রাপ্তিঃ। প্রথয়ানি বিস্তারয়াণি স্ফূর্ত্ত্যাদিনা সমুজ্জৃম্ভা সম্যক্ প্রকারা যত্র তাদৃশী গম্ভীরসম্ভাবনাময়ী অস্যা রাধায়া ইয়ং ভাবনা চ যা জাতু জাতু কদা কদা সংভবতি স্ম ॥ ১৭ ॥

তাং ভাবনাং বর্ণয়তি—আয়াতীতিগদ্যেন। নিহ্নুত্য গুপ্তো ভূত্বা রমণঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তত্র মথুরায়াং ॥ ১৮ ॥

তত্রাপি বিশেষং বর্ণয়তি—তদাত্বিতিগদ্যেন। তদীয়দূতদর্শনেন কৃষ্ণসম্বন্ধীয়দূত উদ্ধব স্তস্য দর্শনেন অতীব সংভূততাং প্রাবল্যং গতা। মান এব চিত্তসমুন্নতিরাত্মনি পূজ্যতা-বুদ্ধিঃ স

বিনাশী মনে করিয়া বিদ্যমান থাকি! যে হেতু সেই নিজ কান্তের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎ নিকটে অবস্থান স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, আমার সেই ঈশ্বরী (রাধিকা) আমার অবলম্বন হইয়াই বিদ্যমান আছেন। ইহাই আমার সুখ প্রাপ্তি। অতএব আমি কিঞ্চিৎ বিস্তার করি। তন্মধ্যে স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি দ্বারা যাহার সম্যক্‌রূপে প্রকাশ হইয়াছে, তাদৃশ গম্ভীর সম্ভাবনা পূর্ণ, এই রাধিকার এই প্রকার যে ভাবনা আছে, তাহাও কখন কখন সম্ভাবিত দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥

সেই ভাবনা এইরূপ যথা :—এই কান্ত আমার নিকটেও আসিয়া থাকেন, এবং গোপনে মথুরা নগরীতেও গমন করিয়া থাকেন। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতেও কতিপয় রমণীদিগকে আনন্দিত করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

তৎকালে কিন্তু সেই ভাবনা শ্রীকৃষ্ণের দূতকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রবল

সতি তদ্দূতবিলোকনসম্ভূতসংস্কারবশ্যায়াং তস্যাং ভ্রমরোঽপি দূতান্তরভ্রমং দধাতি স্ম ॥ ১৯ ॥

তথা হি তস্যা বিতর্কঃ—

মথুরাহরিতঃ সংযন্ গুঞ্জন্ মূর্দ্ধানমাধুনুতে।
তদয়ং তদীয়দূতঃ স্ফুটমলিরেতি শ্রিতাকূতঃ ॥ ইতি ॥ ২০ ॥

তস্মাদেনং প্রথমত এবাধিক্ষিপ্তুং বিরচয়ামীতি বিচারয়ন্তী স্পষ্টমেবেয়মাচষ্ট ॥ ২১ ॥

মানং পরিমাণং অতিক্রামতি তস্য কৃষ্ণদূতস্য দর্শনেন সংভূতো যঃ সংস্কার স্তস্য বশ্যায়ামধীনায়াং তস্যাং রাধায়াং দ্বিতীয়দূতভ্রান্তিং ॥ ১৯ ॥

তথাহি তস্যা রাধায়া বিতর্কো যথা মথুরেতি। মথুরাহরিতো মথুরাদিশঃ সকাশাৎ সংযন্ সংগচ্ছমানো গুঞ্জন্নাধুনুতে কম্পয়তি। তত্তস্মাদয়মলি র্ভ্রমরঃ স্ফুটং তদীয়দূতঃ সন্ শ্রিতমাশ্রিতমাকূতং অভিপ্রায়ো যস্য স এত্যাগচ্ছতি ॥ ২০ ॥

যদেবং ময়ৈতৎ কর্ত্তব্যমিতি গদ্যেন বর্ণয়তি—তস্মাদিতি। এনং ভ্রমরং অধিক্ষিপ্তুমধিক্ষেপবিষয়ং, ইয়ং রাধা ॥ ২১ ॥

হইয়া উঠিল। অতএব চিত্তের উন্নত অবস্থাই প্রবল বেগে পূজ্যতাবুদ্ধি লঙ্ঘন করিয়াছিল। যাহা ঘটিলে, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের দূত দর্শনে সমুৎপন্ন সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইলে সেই সময়ে একটী ভ্রমরও অপর এক দূতের ভ্রম জন্মাইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

তৎকালে রাধিকার বিতর্ক হইতে লাগিল। মথুরা দিক হইতে আসিয়া গুণ গুণ রবে মস্তক কাঁপাইতেছে। অতএব এই ভ্রমর স্পষ্টই শ্রীকৃষ্ণের দূত হইয়া অভিপ্রায় লইয়া আগমন করিতেছে ॥ ২০ ॥

অতএব প্রথমেই যাহাতে এই ভ্রমর তিরস্কৃত হয়, আমি সেইরূপ কার্য্য করি। এইরূপ বিচার করিয়া রাধিকা স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

(ক) অরে। রে! কথমস্মাকং পুরতঃ সঙ্গচ্ছমানঃ পুরত এব ধার্ষ্ট্যমনুতিষ্ঠসি বিদূরামটবীমটেতি॥

তদেবং ক্রূরদৃষ্ট্যা তং দৃষ্ট্বা সোৎপ্রাসমাহ স্ম।—

তৎ খলু রে! খল! তব নাযুক্তং। যস্মাৎ মদ্যং পিবসীতি স্ফুটং মধুপতয়া নিগদ্যসে।

পুনঃ সহাসমাহ স্ম—অহহ! তৎপানং চ তব ভজমানং। যতঃ, পতিঃ খলু তবাধুনা মধূনাং পতিঃ।

পুনঃ সবিতর্কং কর্কশমুবাচ—যুবয়োঃ স্বস্বাম্যমিদং নাসাম্যং বহতি॥২২॥

তৎ স্পষ্টবাক্যং বর্ণয়তি—অরে রে ইতি ভৎর্সনসম্বোধনং। পুরতো মথুরায়াঃ সকাশাৎ সংগচ্ছমানঃ অস্মাকং পুরতোঽগ্রে বিদূরবনং যাহীতি সোৎপ্রাসং সাবমানং। রে খল রে নীচ তৎপানং মদ্যভোজনং তব ভজমানং ত্বাং সেবতে, মধূনাং পতিঃ কৃষ্ণঃ অথচ মদ্যানাং পতিঃ পালকঃ। কর্কশং কঠিনবাক্যং স্বস্বাম্যং স্বস্বামিভাবঃ ন অসাম্যং অযোগ্যং বহতি॥২২॥

ওরে ভ্রমর! মথুরাপুর হইতে আসিয়া কেন আমাদিগের সম্মুখেই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছ। তুমি দূরবর্ত্তী অরণ্যে গমন কর। অতএব এই প্রকারে রাধিকা ক্রূর নয়নে সেই ভ্রমরকে দর্শন করিয়া অবমাননা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। অতএব ওরে খল! নিশ্চয়ই তোমার ইহা অনুপযুক্ত নহে। যেহেতু তুমি মদ্যপান করিয়া থাক। এবং সকলেই তোমাকে স্পষ্টই মধুপ

(ক) চিত্রজল্পদীনাং ব্যাখ্যানং মাও টীকায়ামপি বর্ত্তত এব তথাপি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদবান্তর বিশেষলাভায় কদাচিৎ আনন্দ টীকাপি উদ্ধৃতা। সোঽয়ং বাঢ় মন্নুমুল্লজ্ঘিতমর্য্যাদস্য মহাভাবামৃতরাশে স্তরঙ্গভবৈ র্গূঢ়াসূয়াগর্ব্বের্ষ্যানাদরোপহাসাদিভিঃ মাধুরীভরমেব নীয়মানঃ শ্রীরাধায়া দিব্যোন্মাদময়চিত্রজল্পো দশাঙ্গঃ। যথা চিত্রজল্পো দশাঙ্গোঽয়ং প্রজল্পঃ ১ পরিজল্পিতঃ ২। বিজল্পো ৩ জ্জল্পসংজল্পা ৪।৫। অবজল্পোঽভিজল্পিতঃ ৬।৭। আজল্পঃ ৮। প্রতিজল্পশ্চ ৯। সুজল্পশ্চেতি ১০ কীর্ত্তিতঃ। তত্র প্রতি জল্পঃ। অসূয়ের্ষ্যা মদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া। প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্প ইতি কীর্ত্ত্যতে। যথা ভা ১০।৪৭।২২ মধুপকিতব বন্ধো মাস্পৃশেত্যাদিঃ। তত্র কিতবন্ধো ইত্যসূয়া সপত্ন্যা ইত্যাদিনা অকৌশলং। মাস্পৃশাঙ্ঘ্রিং ইতীর্ষ্যাবধীরণং। মদশ্চ বহন্বিদ্যাদিনা। আ।

যতঃ ;—

মধুপতিরসকৌ মধুপ, স্বগসীত্যুচ্চৈঃ প্রসিদ্ধমেবেদম্।

আজীব্যাজীবকতাসম্বন্ধস্তেন বাং সিদ্ধঃ ॥ ২৩ ॥

পুনরপি দোষান্তরাসঙ্গং সভ্রূভঙ্গমুবাচ—অহো! সখ্যঃ! সমক্ষং শৃণুত?। মদ্যপঃ খলু বিক্ষিপ্ততয়া সরলচিত্ত এবাবলোক্যতে। অয়ং পুনর্মূর্দ্ধধূননাব্যক্তধ্বনিভ্যাং কিতব ইব চ লক্ষ্যতে। তদেতদতীবাশ্চর্য্যমিতি। অথবা নাশ্চর্য্যমিতি তং সম্বোধয়ন্নাহ। অরে! কিতবস্য তস্য বন্ধো! কথমিহ স্বচ্ছ ইব স্বচ্ছন্দমাগচ্ছন্নসি? দূরমপসর। ন চ

তৎ স্বস্বাম্যং বর্ণয়তি—মধুপতিরিতি। অসকৌ শ্রীকৃষ্ণঃ ইতি হেতোঃ উচ্চৈরিদং প্রসিদ্ধমেব তেন হেতুনা বাং যুবয়োরাজীব্যাজীবকতাসম্বন্ধঃ সিদ্ধঃ আজীব্যস্ত্বমাজীবকঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি ॥ ২৩ ॥

অথ সা সখীগণং সম্বোধ্য যদাহ তদ্বর্ণয়তি—পুনরপীতিগদ্যেন। দোষান্তরস্যাসঙ্গো যত্র তদ্যথাস্যাত্তথোবাচ—সমক্ষং প্রত্যক্ষং শৃণু বিক্ষিপ্ততয়া ধীরতাত্যাগেন ঋজুচিত্ত এব মূর্দ্ধকম্পনং চ অব্যক্তধ্বনিশ্চ তাভ্যাং কিতবঃ শঠ ইব দৃশ্যতে, তং ভ্রমরং কিতবস্য তস্য কৃষ্ণস্য হে বন্ধো

বলিয়া থাকে। হায়! তোমার সেই মদ্যপান এখন তোমাকেই ভজনা করিতেছে। কারণ, এক্ষণে তোমার পতি নিশ্চয়ই মধুপতি (মদ্যের এবং মধুপুরের পতি)। পুনর্ব্বার বিতর্কের সহিত কর্কশ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। তোমাদের দুই জনের স্ব স্বামিভাব (স্বামি ভৃত্য সম্বন্ধ) কখনও অযোগ্য হইবার নহে ॥ ২২ ॥

কারণ, তিনি মধুপতি এবং তুমি যে মধুপ, এই কথা অধিক পরিমাণেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই কারণে তোমাদের দুইজনের জীব্য-জীবকতাসম্বন্ধ প্রসিদ্ধ হইল ॥ ২৩ ॥

পুনর্ব্বার রাধিকা অন্য প্রকার দোষ দেখাইয়া ভ্রূভঙ্গি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। হে সখীগণ! তোমরা প্রত্যক্ষ দর্শন কর, মদ্যপায়ীকে ধৈর্য্য পরিত্যাগ হেতু সরলচিত্ত বলিয়াই অবলোকন করা যায়। কিন্তু মস্তক

কিতবস্য বন্ধুরেবাস্মি ন তু স্বয়ং কিতবতা মম স্যাদিতি ছলঃ সমবলম্বনীয়ঃ ॥ ২৪ ॥

যতঃ ;—

যঃ কিতবানাং বন্ধুর্দ্বিগুণং কিতবত্বমস্য মৃশ্যেত।
ছলয়ন্নপি তাংস্তৈর্যঃ স্বং সাচিব্যং বিধাপয়তি ॥ ২৫ ॥

তদেবং সমন্দহাসং বিচারয়ন্তী নিজচরণং সরসিজধিয়া সম্পিৎসন্তং তং প্রতি বিচিকিৎসন্তী বক্তি স্ম। অরে! তাদৃশ! মমাঙ্ঘ্রিমেকমপি মা স্পৃশ।

অথ পুনরুট্টঙ্কয়ন্তী তং ঘট্টয়ন্তীবাহ স্ম।

কিমাত্থ রে! কিমাত্থ? ॥ ২৬ ॥

স্বচ্ছঃ সরল ইব স্বচ্ছন্দং স্বতন্ত্রং যথাস্যাত্তথা গচ্ছন্ ত্বং দূরমপসর যাহি কিতবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ইতি হেতো স্তয়া চ্ছলঃ সম্যগবলম্বনীয়ঃ ॥ ২৪ ॥

তস্য সচ্ছলত্বং বর্ণয়তি—য ইতি। অস্য দ্বিগুণং কিতবত্বং মৃশ্যেত পরামৃষ্টং বিবেচনীয়ং, তান্ কিতবান্ তৈঃ কিতবৈঃ সাচিব্যং সহায়তাং বিধাপয়তি কারয়তি ॥ ২৫ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। সমন্দহাসং মন্দহাস্যেন সহিতং যথাস্যাত্তথা সরসিজধিয়া পদ্মবুদ্ধ্যা সংপিৎসন্তং তং প্রতি সম্যক্ পতিতুমিচ্ছন্তং তং ভ্রমরং বিশেষেণ প্রতীকারমিচ্ছন্তী সত্যুবাচ—অরে তাদৃশকিতবন্ধো একমপি মমাঙ্ঘ্রিং মা স্পৃশ কিমুত দ্বয়ং। উট্টঙ্ক

কম্পন এবং অস্পষ্টধ্বনি দ্বারা ইহাকে ধূর্ত্ত বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। অতএব ইহা কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। অথবা ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ওরে ধূর্ত্তের মিত্র! কেন তুমি এইস্থানে সরল প্রকৃতির মত স্বচ্ছন্দভাবে আগমন করিতেছ। এক্ষণে দূরে গমন কর। আমি ধূর্ত্তের বন্ধু নয়, এবং স্বয়ং আমার ধূর্ত্ততাও ঘটিতে পারে না। এইকারণে সম্যক্‌রূপে ছল অবলম্বন করিও না ॥ ২৪ ॥

কারণ! যে ব্যক্তি ধূর্ত্তদিগের বন্ধু, তাহার দ্বিগুণ ধূর্ত্ততা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ঐ ব্যক্তি ঐ সকল ধূর্ত্তদিগকে প্রতারণা করিয়া তাহাদের সহিত স্বকীয় সহায়তা করাইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

অতএব এই প্রকারে রাধিকা মৃদুমন্দ হাস্যের সহিত বিচার করিতে

অথ কিমেবং ব্রূষে? স্বামিনি! স্বামিপরিসরাদাগতস্য মম তব চরণপরামর্শঃ খলু সুপরামর্শ এবেতি। ভবতু নাম রে! বাম! তদপি ভজমানং। যদি প্রাগভিহিতভবদ্দোষঃ শোষয়তি ন মন্মনঃ। আস্তামপি স ন প্রতীতিবিষয়ঃ। সম্প্রত্যন্যদপি দুর্লক্ষণং বিলক্ষণতয়া ত্বয়ি লক্ষ্যতে। তৎসঙ্গমায় সযত্নীভূতানাং মদীয়সপত্নীনামসঙ্কুচৎ-কুচ-কুঙ্কুম-রক্তীকৃত-বিলুলিত-তদ্বনমালা-রঞ্জিতকূর্চ্চতেতি ॥ ২৭ ॥

য়ন্তী দীর্ঘং পশ্যন্তী তং ভ্রমরং ঘট্টয়ন্তী চালয়ন্তী বাব্রবীৎ কথয়ামাস। কিমাথ রে কিমাথ কিমাচক্ষসে ॥ ২৬ ॥

বাক্যমিব গুঞ্জতো ভ্রমরস্য ভাবং বর্ণয়তি অথেতি। হে স্বামিনি—মম চরণস্পর্শং মাকুর্ব্বিতি কিমেবং ব্রূষে। স্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরিসরান্নিকটাৎ চরণস্য পরামর্শঃ স্পর্শনং সুপরামর্শঃ সুবিচার-সিদ্ধ এব, তদা সাহ পাদস্পর্শো ভবতু নাম,রে বাম বক্র! যদি প্রাগভিহিতভবদ্দোষঃ পূর্ব্বং কথিতো যো মধ্যপাকিতবাদি র্ভবতো দোষো মম মনঃ কর্ম্মভূতং ন শোষয়তি তদপি তদা মম চরণং তব ভজমানং স্যাৎ স তদ্দোষঃ প্রতীতিবিষয়ো জ্ঞানবিষয়ঃ। দুর্লক্ষণং দুষ্টচিহ্নং বিলক্ষণতয়া সুস্পষ্টতয়া লক্ষ্যতে দৃশ্যতে, যথা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গমায় মিলনায় অসঙ্কুচৎ বিকাসদ্যৎ কুচস্থিত-কুঙ্কুমং তেন রক্তীকৃতা বিলুলিতা মর্দিতা যা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বনমালা তয়া রঞ্জিতঃ কূর্চ্চঃ শ্মশ্রুর্যস্য তদ্ভাবতেতি ॥ ২৭ ॥

লাগিলেন। যখন দেখিলেন, ঐ-ভ্রমর পথভ্রমে নিজচরণে পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে, তখন বিশেষরূপে প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই ভ্রমরকে বলিতে লাগিলেন। ওরে ধূর্ত্ত মিত্র! তুমি আমার একখানি চরণও স্পর্শ করিও না। তৎপরে পুনরায় সুদীর্ঘ দর্শন করিয়া এবং সেই ভ্রমরকে চালিত করিয়া বলিতে লাগিলেন। ওরে! কি বলিতেছ কি বলিতেছ ॥ ২৬ ॥

অনন্তর তুমি কি এইরূপ বলিতেছ যে, হে স্বামিনি! আমি প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আসিয়াছি, এবং আপনার চরণ স্পর্শ করা নিশ্চয়ই আমার সুবিচার সঙ্গত। রাধিকা কহিলেন, ওরে বক্র! তাহা হয় হউক। আমি পূর্ব্বে যে তোমার "মধ্যপায়ী ধূর্ত্ত" ইত্যাদি দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছি, যদি তাহা আমার হৃদয়শুষ্ক করিতে না পারে, তাহা হইলে তুমি আমার চরণ সেবা করিতে পার। সে কথাও এখন থাক, কারণ, সেই দোষ জ্ঞান

যত:—

একঃ খলু চপলানাং জুষ্টং কুঙ্কুমমুরস্যহো ! বহতি।
তস্মাদন্যঃ শ্মশ্রুভিরেষ প্রেক্ষ্যেত দগ্ধকূর্চাভিঃ ॥ ২৮ ॥

অহো ! গ্রাম্যধর্ম্মহেতোঃ সম্বন্ধঃ খলু গ্রাম্যধর্ম্ম এব স্যাদিতি হসিত্বা পুনরাহ স্ম। তস্মাদরে! সগর্ব্ব! সর্ব্বথা মাং মা স্পৃশ। যদি বা স্পৃশসি তদা সর্ব্বথা তৈঃ কূর্চ্চৈস্তু মা স্প্রাক্ষীরিত। পুনারোষতাম্রতা-কম্রচিবুকং চালয়ন্তী চাললাপ কিং ব্রবীষি রে ! ॥ ২৯ ॥

তদ্বিকাসয়তি—যত ইত্যাদি। একঃ কৃষ্ণশ্চপলানাং কামিনীনাং জুষ্টং স্তনযুগলেন সেবিতং কুঙ্কুমং অহো আশ্চর্য্যে। উরসি বক্ষসি বহতি ধারয়তি তস্মাৎ একস্মাদদ্বিতীয়াদন্য এষ শ্মশ্রুভি র্দগ্ধো যঃ কূর্চ্চঃ শ্মশ্রুঃ তেনাভা দীপ্তির্যস্য সঃ প্রেক্ষ্যেত দৃশ্যেত, অহো কিং ধাষ্ট্য-মিতি ॥ ২৮ ॥

পুনঃ কথয়তি—অহো ইতি গদ্যেন। গ্রাম্যধর্ম্মো গ্রামোৎপন্নধর্ম্মঃ নিন্দিত এব। তস্মা-ত্তদ্ধর্ম্মাশ্রিতত্বাৎ অরে সগর্ব্ব অহঙ্কারেণ সহ বর্ত্তমান। তৈঃ কূর্চ্চৈর্মা স্প্রাক্ষীঃ মা স্পর্শমকরোঃ রোষেণ ক্রোধেণ যা তাম্রতা রক্তিমা তেন কম্রং কমনীয়ং যচ্চিবুকং লপিতবতী তথা গুঞ্জন্তং তমাহ কিং ব্রবীষি রে ইতি ॥ ২৯ ॥

বিষয় নহে। সম্প্রতি কিন্তু অন্য আর একপ্রকার দুষ্টচিহ্ন বিলক্ষণরূপে তোমাতে লক্ষিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইবে বলিয়া আমার যে সকল স্বপত্নীগণ যত্নবতী হইয়াছিল, তাহাদের বিকসিত কুচ-কুঙ্কুম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে বনমালা রক্তবর্ণ এবং মর্দিত, তাহাদ্বারা তোমার শ্মশ্রু রঞ্জিত হইয়াছে। ইহাইত এক তোমার আপাততঃ দুষ্টচিহ্ন দেখিতেছি ॥ ২৭ ॥

আহা ! একজন (কৃষ্ণ) নারীগণের স্তনযুগল সেবিত কুঙ্কুম হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন, তাঁহা হইতে অন্য আর একজনের (অর্থাৎ তোমার) যে সকল শ্মশ্রু আছে, তাহা এক্ষণে যেন দগ্ধ হইয়াছে—বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২৮ ॥

আহা ! গ্রামোৎপন্ন ধর্ম্মহেতু যে সম্বন্ধ, নিশ্চয়ই তাহাকে গ্রাম্যধর্ম্ম বলে। এইকারণে হাসিয়া রাধিকা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। অতএব ওরে গর্ব্বিত ! তুমি সর্ব্বপ্রকারে আমাকে স্পর্শ করিও না। অথবা যদিও স্পর্শ কর, তাহা হইলে সর্ব্বথা -সকল শ্মশ্রুদ্বারা স্পর্শ করিও না। তখন

ঈশ্বরি! পরমপ্রেমবত্যা ভবত্যা মানপ্রসাদনার্থমীশ্বরেণ প্রেষিতোঽস্মি। বর্ত্মনি তু বুভুক্ষাসুক্ষামতয়া দুষ্পরিহরং পুষ্পং পিবতঃ কূর্চ্চে মম পরাগকৃতরাগঃ সম্ভাগমাগত ইতি ॥ ৩০ ॥

সত্যং সত্যং। যতঃ ;—

মিথ্যাপ্যেকৈকং যৎ তথ্যানাং শতসমানমানাভম্।
তস্মাৎকিল কিতবানাং কর্ত্তুং কঃ স্যাদমথ্যতাং বচসি ॥ ৩১ ॥

ভবতু কিতবকিঙ্করেণ সমং কিঙ্করেণ বদনেন বা বিবদনেন

তস্য মনোভাবং স্বয়মাশঙ্ক্য বর্ণয়তি—ঈশ্বরীতি। হে ঈশ্বরি! মানস্য ত্বং প্রতি রোষস্য প্রসাদনার্থং ঈশ্বরেণ শ্রীকৃষ্ণেন বর্ত্মনি পথি বুভুক্ষয়া সুক্ষামঃ কৃশতা যস্য তদ্ভাবতয়া দুষ্পরিহরং যথাস্যাত্তথা পুষ্পং পুষ্পরসং পিবতো মম কূর্চ্চে পরাগেণ কৃতো রাগো রক্তিমা স সম্ভাগং সম্যগ্ভজনং সংসর্গমাগত ইতি ॥ ৩০ ॥

ততঃ সা যথাকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—সত্যং সত্যমিত্যাদি। একৈকং মিথ্যাপি যত্তৎ তথ্যানাং সত্যানাং শতসমানমানং আভা প্রকাশো যস্য তদ্ভবতি তস্মাৎ, কিল বার্ত্তায়াং কিতবানাং বচ অতথ্যতাং সত্যতাং কর্ত্তুং কঃ স্যান্ন কোঽপি ॥ ৩১ ॥

যদি তব বাক্যং সত্যং ভবেৎ ভবতু নাম কিতবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কিঙ্করেণ ভৃত্যেন ত্বয়া সমং

ক্রোধে রক্তবর্ণ হওয়াতে রাধিকার চিবুক মনোহর হইয়া উঠিল। তিনি ঐ-মনোহর চিবুক চালনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওরে! তুমি কি বলিতেছ ॥ ২৯ ॥

হে ঈশ্বরি! আপনি পরম প্রেমবতী, আপনার মানভঞ্জনের জন্য ঈশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ) আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু পথিমধ্যে এরূপ ক্ষুধা হয় যে, তাহাতে আমি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ি। তখন অপরিহার্য্য পুষ্পরস পান করি। তাহাতেই আমার শ্মশ্রুদেশ পরাগ বা পুষ্পরজো দ্বারা রক্তবর্ণ হইয়া সেই সংসর্গে এইরূপ হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

সত্য সত্য, যেহেতু একএকটি মিথ্যাও শতসংখ্যক সত্যের সমান পরিমাণে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এইকারণে কোন্ব্যক্তি সত্যই ধূর্ত্তগণের বাক্যে অসত্যতা প্রতিপাদন করিতে পারে? ॥ ৩১ ॥

তাহা হোক, তুমি সেইধূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবক। তোমার সহিত আমা-

নাস্মাকং পুনস্তস্য প্রসাদনেন বচনেন তস্য চাসাদনেন ত্বয়া প্রয়োজনমস্তি। স তু মধূনাং পতির্ম্মধুবধূনামেব মানান্তপ্রসাদ মাসাদয়তু। উভয়েষাং মধ্বাশ্রয়তাবিখ্যাতেঃ। তত্রৈব চ ত্বং দূততাং সম্ভূতবান্ ভব। তবাপি তৎপদসম্পত্তেঃ ॥ ৩২ ॥

যতঃ ;—

সমশীলানাং মিলনং ভবতি পরস্পরসুখায় সর্ব্বেষাম্।
মদ্যপশৌণ্ডিকিকিতবা শ্চেক্ষ্যন্তে যত্তথা সুখদাঃ ॥ ৩৩ ॥

তদেবং বিহস্য পুনঃ সমৎসরং ভৎর্সয়ন্তী বভাষে।

তস্য ৺ৎপ্রসাদনং পুনঃ প্রমাদময়তয়া যদুসদসামুপহাসা-

সহকারেণ করচালনেন বদনেন বাক্যেন বা বিবদনেন বিবাদেনাস্মাকং কিং পুন স্তৎকর্ত্তৃকপ্রসাদনেন বচনেন তস্য বা সাদনেন গমিতেন প্রেষিতেন ত্বয়া কিং প্রয়োজনমস্তি, মানান্তপ্রসাদং মানস্য অন্তঃ শেষো যস্মাদেবংভূতং প্রসাদমাসাদয়তু প্রাপয়তু মধ্বাশ্রয়তাবিখ্যাতেঃ মধুপতি র্ম্মধুবধ্ব ইতি চ বিখ্যাতেঃ তৎ পদসম্পত্তেস্তস্য মধুনঃ পদং স্থানং তেন বৈভবাৎ ॥ ৩২ ॥

তদ্বর্ণয়তি যত ইত্যাদি। মম স্বভাবানাং সর্ব্বেষাং মিলনং পরস্পরসুখায় ভবতি যদ্‌যথা মদ্যপশৌণ্ডিককিতবা স্তথা পরস্পরং সুখদা ঈক্ষ্যন্তে দৃশ্যন্তে ॥ ৩৩ ॥

পুন যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। সমৎসরং মাৎসর্য্যযুক্তং যথাস্যাত্তথা। তস্য

দের কর চালনা. বাক্যবিন্যাস অথবা বিবাদে কি প্রয়োজন? এবং তাহার প্রসন্নতাকারী বাক্যে কি প্রয়োজন? এবং তিনি যে তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহাতেই বা আমাদের কি প্রয়োজন! কিন্তু তিনি মধুদিগের পতি, এইকারণে মধু-বধূদিগের যাহাতে মান ক্ষয় হইয়া তাহারা প্রসন্ন হয় তাহারই চেষ্টা করুন। কারণ, মধুপতি এবং মধুবধূ এই উভয় পদার্থেই 'মধু' শব্দ সংলগ্ন হইয়া আছে। তুমি সেইস্থানেই দৌত্য গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান থাক। কারণ, তোমারও সেই মধুপদের বৈভব আছে ॥ ৩২ ॥

সমান স্বভাব সম্পন্ন সমস্ত ব্যক্তিগণের মিলনে পরস্পরের সুখ হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত এই মদ্যপায়ী, শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) এবং ধূর্ত্তদিগকে পরস্পর সুখমগ্ন বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

অতএব এই প্রকারে সহাস্যে জানাইয়া পুনর্ব্বার মাৎসর্য্যের সহিত তির-

স্পদমেব স্যাৎ। (ক) যস্য দূতভূতস্ত্বং নির্লজ্জতাং সজ্জং-স্তাদৃশং ভৃশদুরপবহ্নুচিহ্নমহ্নায় গৃহ্নন্ ভ্রমরহিত এব সর্ব্বত্র ভ্রমন্নসীতি ॥ ৩৪ ॥

যতঃ ;—

যদ্যপি সগন্ধনকুলঃ স্বং গোপয়িতুং জনাদ্বষ্টি।
তদপি ভজত্যনবরতং, গন্ধাদগ্রেসরাদ্ব্যক্তিং ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রমাদময়তয়া অনবধানময়তয়া যদুসদসাং যদুসভাসদাং। নির্লজ্জতাং সজ্জন্ লজ্জা সজ্জতাং গচ্ছন্ ভৃশং দুঃখেন অপহ্নবং গোপনং যস্য তচ্চ তৎ চিহ্নং চেতি তদহ্নায় সাক্ষাদ গৃহ্নন্ ভ্রমরহিতঃ স্বভাবতঃ এব ॥ ৩৪ ॥

দুরপহ্নবচিহ্নস্য গোপনং কদাপি ন সম্ভবতীতি বর্ণয়তি যদ্যপীতি। স্বমাত্মানং জনাৎ সকাশাৎ বষ্টি কাময়তে তদপি অগ্রেসরাৎ অগ্রেগমনাৎ গন্ধাৎ অনবরতং ব্যক্তিং প্রকাশং ভজতি ॥ ৩৫ ॥

এষাং লক্ষণান্যুজ্জ্বলনীলমণৌ যথা প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ। ভূরিভাব-ময়ো জল্পো য স্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ। চিত্রজল্পো দশাঙ্গোঽয়ং প্রজল্পঃ পরিজল্পিতং বিজল্পো-জ্জল্পসংজল্পা অবজল্পোঽভিজল্পিতং। আজল্পঃ প্রতিজল্পশ্চ সুজল্পশ্চেতি কীর্ত্তিতঃ। এষ ভ্রমর-গীতাখ্যো দশমে প্রকটীকৃতঃ। অসংখ্যভাববৈচিত্রীচমৎকৃতিসুদুস্তরঃ। অপিচেচ্চিত্রজল্পো-ঽয়ং মনাক্ তদপি কথ্যতে। তত্র প্রজল্পঃ। অসূয়ের্ষামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া। প্রিয়স্যা কৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ সতু কীর্ত্ত্যতে। যথা মধুপেতি। অথ পরিজল্পিতং। প্রভোর্নির্দ্দয়তা

স্কার করিতে করিতে রাধিকা বলিতে লাগিলেন। তুমি যাহার দৌত্য স্বীকার করিয়া নির্লজ্জভাব গ্রহণ করিয়াছ এবং গোপনের নিতান্ত অযোগ্য, ঐ-রূপ চিহ্ন অতিশীঘ্র অবলম্বন পূর্ব্বক, স্বভাবতঃ ভ্রমশূন্য হইলেও সকল স্থানে ভ্রমণ করিতেছ ; সেই ব্যক্তির এইরূপ প্রসন্নতা কিন্তু নিতান্ত অন-বধানতা প্রযুক্ত যদু-সভাসদ্দিগেরও নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইবে ॥ ৩৪ ॥

কারণ! যদ্যপি সেই গন্ধনকুল অপরের নিকট হইতে আপনার গন্ধ গোপন করিতে ইচ্ছা করে বটে, তথাপি অগ্রসর গন্ধ হইতে তাহাও অন-বরত প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

(ক) কথমেতদ্ব্যক্তীভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ যস্য দূতেত্যাদি। এবম্ভূতস্ত্বং সর্ব্বত্র ভ্রমন্নসি তস্যাপি তদ্ব্যক্তৌ কিমাশ্চর্য্যমিতি। অত্র তস্য অকৌশলং দর্শিতং। আ।

অথ পুনঃ সরোষং দোষমুদ্ভাবিতবতী। অরে! দ্বিরেফ! ত্বমেবং বদসি। কথং সম্ভাবনমাত্রেণাদোষপাত্রে তত্র ময়ি চ মৃষাদোষং জোষয়সি। ভোঃ! কষ্টং বিস্পষ্টন্তু কিমপি ন পশ্যাম ইতি।

তত্র শ্রূয়তাং। স ব্যাজরাজঃ খল্বসাবস্মাংস্তথা সানুরাগমিব পুরা সমাগতবান্ যথা তদানীমজানীম কদাপি ন হাস্যতীতি। স্ফুটমহহ! সহসা তত্যাজ। তত ইতঃ পরং

শাঠ্যচাপলাদ্যুপপাদনাৎ। স্ববিচক্ষণতাব্যক্তি র্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতং। যথা সকৃদধরেতি। ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া। অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তি র্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ। যথা কিমিহেতি। অথোজ্জল্পঃ। হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্ব্বগর্ব্বিতয়েৰ্ষ্যয়া। সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্য্যতে। যথা দিবি ভুবিচেতি। অথ সঞ্জল্পঃ। সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া। তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতো বুধৈঃ। যথা বিসৃজ শিরসীতি। অথাবজল্পঃ। হরৌ কাঠিন্যকামিত্বধৌর্ত্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা। যত্র সের্ষ্যং ভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ যথা মৃগযুরিতি॥ অথাভিজল্পিতং॥ ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ। যত্র সানুশয়ং প্রোক্তা তদ্ভবেদভিজল্পিতং। যথা যদনুচরিতেতি॥ অথাজল্পঃ। জৈহ্ম্যং তস্যার্ত্তিদত্বঞ্চ নির্ব্বেদাদ্যত্র কীর্ত্তিতং। ভঙ্গ্যান্যাসুখদত্বঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ। যথা বয়মৃতেতি। অথ প্রতিজল্পঃ। দুস্ত্যাজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হেত্যনুদ্ধতং। দূতসংমাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ। যথা প্রিয়সখেতি। অথ সুজল্পঃ। যত্রার্জ্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলং। সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্পো নিগদ্যতে। যথা অপিবতেতি॥ (১০॥০॥৯॥)

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণে দোষমুদ্ভাবয়ন্তীত্যাহ—অথ পুনরিতিগদ্যেন। সরোষং ক্রোধেন সহিতং যথাস্যাৎ তথা ভ্রমরস্য কঠোক্তিং বর্ণয়তি—অরে দ্বিরেফ রে ভ্রমর অদোষপাত্রে অদোষস্থানে তত্র শ্রীকৃষ্ণে ময়িচ মৃষা মিথ্যা দোষং যোজয়সি ত্বং, কিমপি বিস্পষ্টং দোষসম্ভাবনং বয়ং ন পশ্যাম ইতি স্বয়ং বর্ণয়তি তত্র দোষ সম্ভাবনে শ্রূয়তাং ব্যাজরাজ শ্ছলিনাং রাজা সোঽসৌ শ্রীকৃষ্ণোঽস্মান্ তথাচ্ছলেন সানুরাগমি

অনন্তর পুনরায় রাধিকা সরোষে দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ওরে ভ্রমর! তুমি কি এইরূপ বলিতেছ যে, কেন আপনি কেবলমাত্র দোষ সম্ভাবনা করিয়া দোষের অযোগ্যপাত্র বা নির্দোষী সেই শ্রীকৃষ্ণের উপরে এবং আমার উপরে বৃথা দোষারোপ করিতেছেন। হায়! স্পষ্ট কিন্তু কোন প্রকার দোষ দেখিতে পাই না। স্বয়ং বলিতে লাগিল, সেই দোষের সম্ভাবনা

অবদ্যং কিং বিদ্যতে ?। তত্র চ শঙ্কে কালকলেবরতয়া কলঙ্কেন শঙ্কেহ ন বিদ্যতে যস্য স ভবান্ সমানস্বভাবং তমুপলভমানস্তথা সুমনসামনাদরদর্শনয়া দর্শনমিদমধ্যাপিতবান্। কিন্তু শিষ্যে বিদ্যা গরীয়সী দরীদৃশ্যতে, ভবান্ হি স্বার্থমর্থয়মানস্তদীয়সারং নিপীয় ক্বচিদন্যত্র যাতি। তস্য তু স্বার্থমাত্রং নাত্র প্রতিপদ্যতে। কিন্তু পরদুঃখদানমেব সুখমিতি লক্ষ্যতে। (ক) যস্মাদনুবিধানস্মদ্বিধজনান্মুধা সুধা-

পুরা সমাগতবান্ যথা তদানীং জ্ঞাতবত্যো বয়ং কদাপ্যয়মস্মান্ন হাস্যতি ত্যক্ষ্যতীতি অহহেতি খেদে। সহসা হঠাৎ অস্মান্ ত্যক্তবান্। তস্মাদিতঃ পরং কিমবদ্যং গর্হিতং বিদ্যতে তত্রচ শ্রীকৃষ্ণে শঙ্কাং করোমি, কালঃ সংহারকঃ কলেবরো যস্য তদ্ভাবতয়া কলঙ্কেন ইহ পরদুঃখদানে শঙ্কা ন বিদ্যতে, স তদ্ভূতো ভবান্ সমান স্তুল্যঃ স্বভাবো যস্য তং কৃষ্ণমুপলভমানঃ সুমনসাং সাধূনামনাদরেণ দর্শনং যত্র তয়োপলক্ষিতং দর্শনং শাস্ত্রং যস্য স্থানে অধ্যাপিতবান্ দরীদৃশ্যতে অতিশয়েন দৃশ্যতে, স্বার্থমর্থয়মানো যাচমান স্তদীয়সারং পুষ্পরসং নিপীয়। তস্যতু শ্রীকৃষ্ণস্যাত্রা স্বজনত্যজনে অনুবিধান্ অনুবর্ত্তিনঃ অস্মান্ মুধা মৃষা সুধায়া ভ্রমকরং নিজমধরং খলু

বিষয়ে শ্রবণ করুন। ধূর্ত্তচূড়ামণি সেই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই অনুরাগের সহিত আমাদের নিকট সেইরূপে আগমন করিয়াছিলেন, যাহা তৎকালে আপনারাও জানিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। হায়! পরে তিনি সহসা স্পষ্টই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। অতএব ইহার পর আর কি গর্হিত কার্য্য হইতে পারে! সেই শ্রীকৃষ্ণের উপর আমি এইরূপ শঙ্কা করিতেছি যে, তাঁহার দেহ সংহার করিয়া থাকে বলিয়া পরদুঃখদানে কলঙ্কের আশঙ্কা ঘটিতে পারে না। তুমি তুল্য-স্বভাব সম্পন্ন সেই শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করিয়া এবং সাধুগণ যাহাকে অনাদরে দর্শন করিয়া থাকেন সেই দর্শনশাস্ত্র যাহার স্থানে অধ্যাপনা করিয়াছিলে। কিন্তু ইহাই বারংবার দেখা গিয়া থাকে যে, শিষ্যে বিদ্যাগরীয়সী হইয়া থাকে। যেহেতু তুমি স্বার্থ প্রার্থনা করিয়া পুষ্পরস পান

(ক) বিধাং বিধিং কুলস্ত্রীধর্মশাস্ত্রমর্যাদামনুক্রম্যানুক্রম্য স্থিতান্। আ।

৪৬৪ পত্রে অথ পুনরিত্যত্র পাদটীকা। সকৃদধরসুধাং স্বাং ইত্যস্যার্থং বিশদয়িতুং পরিপাটীমাহ অথেত্যাদি। প্রথমে শাঠ্যং, দ্বিতীয়ে চাপলং নির্দ্দয়তা চ। পদ্মায়া অবিচক্ষণতোক্তি ভঙ্গ্যা স্ববিচক্ষণতোক্তি র্বিবৃতা। ইতি বৃন্দাবনটীকা—অথ পরিজল্পিতং। প্রভোর্নির্দ্দয়তা শাঠ্যে চাপল্যাদ্যুপপাদনাৎ স্ববিচক্ষণতাব্যক্তি ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতং। যথা সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা, সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্। পরিচরতি কথং ত্বৎপাদপদ্মং নু পদ্মা, অপিবত হৃতচিত্তা হ্যুত্তমশ্লোকজল্পৈঃ॥ ভা ১০।৪৭।১৩। ইত্যস্যার্থং বিশদ্য দর্শয়তি অথ পুনরিত্যাদিনা। প্রথমে চরণে শাঠ্যং, দ্বিতীয়ে চাপলং নির্দ্দয়তা চ। পরার্দ্ধেন পদ্মায়াঃ অবিচক্ষণতোক্তি ভঙ্গ্যা স্ববিচক্ষণতোক্তি র্বিবৃতা। আ।

ভ্রমকরং নিজমধরং সকৃদেব সেবয়িত্বা স খলু কালপুন্নাগস্ত্বত্যাজেতি ॥ ৩৬ ॥

তস্মাৎ ;—

একে মধুকরতুল্যা ভিন্দন্ত্যপরং নিজার্থায়।
কেচিন্মধুপতিসদৃশাস্তম্মৃতেঽপ্যন্যং বিতুন্বন্তি ॥ ৩৭ ॥

তদিদং তাবৎ পরমাশ্চর্য্যমহো! তস্মাদপি বর্য্যমপরং গোচর্য্যতে। সা সর্ব্বপদ্মাধিদেব্যপি পদ্মা কং গুণমনুগুণং বিধায় তৎপাদপদ্মং পরিচরতি। যতঃ শ্রূয়তেঽনুভূয়তে চ। যত্র যত্র স পদ্যতে তত্র তত্র পদ্মাপি প্রতিপদ্যত ইতি ॥ ৩৮॥

নিশ্চিতং স শ্রীকৃষ্ণঃ কালপুন্নাগঃ কালশ্রেষ্ঠঃ অস্মান্ ত্যক্তবান্ অতঃ পরং কিমবদ্যং বিদ্যঃ ইতি ॥ ৩৬ ॥

তৎ ফলিতং বর্ণয়তি—একে ইতি। ভ্রমরসদৃশা নিজপ্রয়োজনায় অপরং বিদারয়ন্তি কেচিন্মদ্যপতিতুল্যা স্তং নিজার্থং বিনাপি অন্যমুত্তাপয়ন্তি ॥ ৩৭ ॥

ক্ষণং বিভাব্য সা যদবদৎ তদ্বর্ণয়তি তদেবমিতিগদ্যেন। তৎ পরমাশ্চর্য্যমিদং ময়া কথিং তস্মাৎ পরমাশ্চর্য্যাদপি অপরং শ্রেষ্ঠমাশ্চর্য্যং গোচর্য্যতে গোচরীক্রিয়তে ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্বক অন্য কোনস্থানে গমন করিয়া থাক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, এই বিষয়ে তাঁহার কোন স্বার্থ দেখা যায় না। কিন্তু পরকে দুঃখদান করাই যে সুখ, তাহাই লক্ষিত হইয়া থাকে। যেহেতু সেই কালসর্প মিথ্যা সুধাভ্রম-ভ্রান্তিকারক নিজ অধর একবারমাত্র পান করাইয়া আমাদের মত অনুগত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

এইকারণে কেহ কেহ ভ্রমরের মত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরকে বিদীর্ণ করিয়া থাকে, এবং কেহ কেহ বা মদ্যপতি শৌণ্ডিকদিগের মত স্বার্থব্যতিরেকেও অপরকে উত্তাপিত করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

এই ত প্রথমে অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। আহা! এইরূপ আশ্চর্য্য হইতেও অন্য আর একটি শ্রেষ্ঠ বিষয় জ্ঞানগোচর হইতেছে। সমস্ত পদ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই কমলাদেবীও কোন এক ইষ্ট-

তদেতদ্বিভাব্য পুনঃ সম্ভাব্য কিঞ্চিদ্বদতি স্ম।
সা খলু সরলা, খলানাং খলতাং ন জানাতি।
যস্মাদুত্তমশ্লোকনামতামাত্রতস্তৎকামতাং গতা ॥ ৩৯ ॥

ধিক্ ধিক্ অপি নিরপেক্ষং রূক্ষং পদ্মিন্যর্কং জড়া ভজতাম্।
পদ্মালয়া সচেতাঃ কথমিব ভজতে তথাবিধং কৃষ্ণম্ ॥ ৪০ ॥

তদ্বানক্তি সেত্যাদি। সর্ব্বপদ্মাধিদেবী সব্বপদ্মানামধিষ্ঠাত্রী দেবতাপি পদ্মা কমলা অনুগুণমিষ্টঃ কৃত্বা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপদ্মং সেবতে, স শ্রীকৃষ্ণঃ পদ্যাতে গচ্ছতি লক্ষ্মীরপি প্রতিপন্না ভবতি তদেতৎ কদাপি ন বিচ্ছেদ ইতি। সা কমলা সরলা ঋজুস্বভাবা খলানাং ক্রূরাণাং বঞ্চকানাং খলতাং পিশুনতাং যস্মাৎ সারল্যাদুত্তমঃ শ্লোকো যশো যত্র এবং ভূতং নাম যস্য তস্য ভাব উত্তমঃ শ্লোকনামতা তন্মাত্রত স্তৎকামতাং তস্মিন্ কামতাং ইচ্ছুকতাং ধিক্ ধিক্ তস্যাঃ সরলতেতি ॥ ৩৯ ॥

তস্যাঃ সরলত্বেনৈবাবিবেচকতাং বর্ণয়তি—অপীতি। জড়া পদ্মিনী রূক্ষং তাপদং নিরপেক্ষং যস্মিন্ স্নেহাভাবেনোদাসীনং সূর্য্যমপি ভজতু নাম ভজতাং সচেতাঃ সজ্ঞানা লক্ষ্মী স্তথাবিধং রূক্ষং নিরপেক্ষং কৃষ্ণং কথমিব ভজতে ॥ ৪০ ॥

গুণ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন। যেহেতু এই বিষয় শ্রুত এবং অনুভূত হইতেছে যে, যে যে স্থানে সেই শ্রীকৃষ্ণ গমন করেন, সেই সেই স্থানে কমলাদেবীও গমন করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

অতএব এইরূপ ভাবিয়া এবং পুনরায় সম্ভাবনা করিয়া রাধিকা কিছু বলিতে লাগিলেন। সেই কমলাদেবী নিশ্চয়ই সরলা, তিনি খল ব্যক্তিগণের খলতা জানিতে পারেন নাই। এইরূপ সরলতা থাকাতে কেবলমাত্র উত্তম যশোযুক্ত নামের গুণে তাঁহার প্রতি অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহার সরলতায় ধিক্ ॥ ৩৯ ॥

জড় পদ্মিনী তাপদায়ক এবং পদ্মিনীর উপরে স্নেহ না থাকাতেও সেই পদ্মিনী উদাসীন সূর্য্যকে যদি ভজনা করে ত ভজনা করুক। কিন্তু জ্ঞানবতী কমলাদেবী তাপপ্রদ এবং স্নেহবিহীন উদাসীন কৃষ্ণকে কি প্রকারে ভজনা করেন ? ॥ ৪০ ॥

তদেবমনয়া তদনয়ান্মুহুরনূদ্য বহু রুদ্যতে স্মেতি, কৃত-মুন্মাদকৃত-বিলাপবর্ণনয়া ॥ ৪১ ॥

অথ (ক) পুনরেষা স্বভাবত এব মঞ্জু গুঞ্জন্তং তমন্যথা ব্যঞ্জয়ামাস। ভো! সখ্যঃ! কষ্টং তথাপি ধার্ষ্ট্যমনুতিষ্ঠত্যসৌ। পশ্যত পশ্যত তমবিস্রব্ধচরিতং পুনর্গাতুমারব্ধবঃ। গানেনাপ্যেতামার্দ্রয়ামীতি। তস্মাৎ ক্ষিপ্রমেতমাক্ষিপামীতি সসম্ভ্রমং স্পষ্টমাচষ্ট। চতুষ্পাত্ত্বাবন্মূঢ়ভাবতয়া লক্ষ্যত এব। ত্বন্তু ষট্‌পদঃ কথং তদধিকপদতাং ন প্রাপ্নুয়াঃ। অন্যথা পুনরিহ লব্ধদুঃখব্রজে ব্রজে কথং গায়সি ? ॥ ৪২ ॥

তদেবং বর্ণয়িত্বা যৎ কৃতবতী তদ্বর্ণয়তি তদেবমিতিগদ্যেন। অনয়া শ্রীরাধয়া তদনয়াৎ তদযোগ্যাৎ মুহুরনুদ্যানুবাদং কৃত্বা বহু প্রচুরমুদ্যতে উচ্যতে উন্মাদেন কৃতো বিলাপ স্তস্য বর্ণনয় কৃতং ব্যর্থং ॥ ৪১ ॥

অনন্তরং পুন র্ভ্রমরমুদ্দিশ্য যদবাদীত্তদ্বর্ণয়তি অথ পুনরিতি। এষা শ্রীরাধা মঞ্জু গুঞ্জন্তং রম্যং গায়ন্তং তং ভ্রমরং অন্যথা অন্যপ্রকারেণ ব্যঞ্জয়ামাস। ভোঃ সখ্যঃ কষ্টং জাতং অসৌ ভ্রমরো ধার্ষ্ট্যমনুতিষ্ঠতি। ধার্ষ্ট্যতাং বর্ণয়তি অবিস্রব্ধচরিতং অবিশ্বাসাচারং কৃষ্ণং তৎ প্রয়োজনং গানেনাপি এতা আর্দ্রয়ামি মুগ্ধাঃ করোমীতি ক্ষিপ্রং শীঘ্রং এতং ভ্রমরমাক্ষিপামি ভৎর্সয়ামীতি আচষ্ট চচক্ষে। চতুষ্পাৎপশুঃ মূঢ়ভাবতয়া মূঢ়রূপেণ দৃশ্যতে ত্বন্তু ষট্‌পদ স্তদধিকপদতাং মূঢ়ভাবতাধিক্যং অন্যথা মহামূঢ়ত্বাভাবে লব্ধো দুঃখব্রজো দুঃখসমূহো যত্র তস্মিন্ ব্রজে কথং গায়সি তদিদং ন শ্রুতং কিং ॥ ৪২ ॥

অতএব এইরূপে শ্রীরাধিকা অযোগ্যতা হেতু বারংবার অনুবাদ করিয়া যথেষ্ট বলিয়াছিলেন। অতএব উন্মাদ বশতঃ যে সকল বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাদৃশ বর্ণনা করিয়া আর কি ফল হইবে ॥ ৪১ ॥

অনন্তর ঐ রাধিকা পুনর্ব্বার স্বভাবতই মনোহরভাবে ঐ ভ্রমরকে গান

(ক) কিমিহ বহু ইত্যস্যার্থং বিশদয়তি অথেত্যাদি। অথ বিজল্পঃ। ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া। অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তি র্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ। কিমিহ বহুষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনামধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণং, বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎ প্রসঙ্গঃ ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ। ভা ১০।৪৭।১৪। পূর্ব্বার্দ্ধেঽসূয়া সা চেয়ং মানব্যঞ্জিনী উত্তরার্দ্ধে তুপহসাত্মকঃ কটাক্ষঃ। অস্যার্থং বিশদয়তি অথ পুনরিত্যাদিনা।

তদিদং ন শ্রুতং ;—

যঃ পরপরিষদ্ধৃদয়ং, জানন্ ব্যবহারমাতনুতে।

দেবঃ স খলু নিদিষ্টঃ, পশুরেবান্যো দ্বিপাচ্চ নির্দ্দিষ্টঃ ॥৪৩॥

অত্র চ যদি গায়সি তদা বহু কথং গায়সি ? ॥ ৪৪ ॥

যতঃ ;—

গানাদিকমতিকুর্ব্বন্ শ্রোতুর্যঃ খলু ন বেত্তি সারস্যম্।

কুক্কুরতুলয়া বুক্কন্ সোঽয়ং পরিতো নিরস্যেত ॥ ৪৫ ॥

তচ্ছ্রবণবিষয়ং বর্ণয়তি—য ইতি পরপরিষদ্হৃদয়ং পরেষাং পরিষদাং সভাসতাং হৃদয়মভিপ্রায়ং জানন্ যো ব্যবহারমাতনুতে, স খলু দেবঃ পূজ্যো নির্দ্দিষ্টঃ। অন্যো দ্বিপাৎ মনুষ্যোঽপি পশুরেব ॥ ৪৩ ॥

ননু ত্বং যদি গানং বিনা ন স্থাস্যসি তদা সকৃদ্গায়েত্যাহ অত্রচেতিগদ্যেন সুগমং ॥ ৪৪ ॥

তত্র হেতুং যদবদত্তত্রাহ যত ইত্যাদি। সারস্যমভিপ্রায়ং ন জানাতি সোঽয়ং কুক্কুরতুলয়া কুক্কুরসাদৃশ্যেন বুক্কন্ নিন্দিতস্বজাতিশব্দং কুর্ব্বন্ পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন তেন নিরস্যেত নিঃক্ষিপ্তো ভূয়াৎ ॥ ৪৫ ॥

করিতে দেখিয়া অন্যপ্রকারে বলিতে লাগিলেন। হে সখীগণ! কি কষ্ট! তথাপি এই ভ্রমর ধৃষ্টতা করিতেছে। দেখ, ইহার চরিত্রে বিশ্বাস নাই পুনর্ব্বার গান করিবার জন্য উপক্রম করিতেছে। অতএব আমিও সঙ্গীত দ্বারা এই সকল সখীদিগকেও আর্দ্র করি। এই হেতু এই ভ্রমরকে শীঘ্রই তিরস্কার করি। পরে সসম্ভ্রমে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন। চতুষ্পদ পশুকে মূঢ় বলিয়া দেখা যায়, কিন্তু তুমি আবার ষট্পদ, অতএব কেন তুমি পশু অপেক্ষাও সমধিক মূঢ়ভাব প্রাপ্ত হইবে না! ইহা যদি না হইবে দুঃখ পরিপূর্ণ ব্রজের মধ্যে কেন তুমি গান করিতেছ ॥ ৪২ ॥

তুমি কি ইহা শ্রবণ কর নাই যে, যে ব্যক্তি পর সভাসদ্দিগের হৃদয় অবগত হইয়া ব্যবহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; সেই ব্যক্তি শীঘ্রই দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি এইরূপ ব্যবহার করে না, সেই ব্যক্তি দ্বিপদ বা মনুষ্য হইয়াও পশু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

যদি তোমার এই স্থানে গান করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, এবং যদি তুমি গান ব্যতিরেকে থাকিতে না পার, তাহা হইলে কেন তুমি বার বার গান করিতেছ ॥ ৪৪ ॥

তাহার কারণ এই, যে ব্যক্তি অত্যন্ত সঙ্গীতাদি করিয়া শ্রোতার সরসতা বা

তথাপি যদি গায়সি তদা যদূনামধিপং কথং গায়সি ?। কঃ কেন সম্বন্ধং সন্ধত্তে ?। যতঃ সুখমুপলভ্যেত ॥ ৪৬ ॥

তথা হি ;—

গায়তি স জড়োঽপ্যুচ্চৈঃ প্রেরকহৃদয়ানুবর্ত্তনো যঃ স্যাৎ।
রাগাবিবিক্তরচনং দৃষ্টং যদ্বৎপিনাকযন্ত্রাদ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

পুনঃ সক্রোধমাহ স্ম—অরে! যদ্যেবং ব্রবীমি। তস্য সম্বন্ধঃ প্রাগত্র চ লব্ধনির্ব্বন্ধঃ সম্বভূবেতি। তথাপি ত্বং মূর্খ এব। যতো জীর্ণসম্বন্ধং তমত্র গায়সি ॥ ৪৮ ॥

ননু ভোর্গানমস্মৎস্বভাবসিদ্ধং তদ্বিনা কথং স্থাস্যামি। তত্র যদাহ তদ্বর্ণয়তি তথাপীতিগদ্যেন। কো জনঃ কেন বস্তুনা সহ সম্বন্ধং সংসর্গং সন্ধত্তে সম্যগ্‌নিত্যং ধত্তে ততঃ সুখমুপলভ্যেত কিন্তু স্বাভীষ্টদানমুখং লভ্যত এব ॥ ৪৬ ॥

তদ্বর্ণয়তি গায়তীতি। যঃ প্রেরকহৃদয়ানুবর্ত্তনঃ প্রেরকস্য হৃদয়মভিপ্রায়মনুবর্ত্তমানো যঃ স্যাৎ স জড়শ্চেতনরহিতোঽপি উচ্চৈর্গায়তি তেন প্রেরকস্য সুখোদয়াৎ রাগাণামবিবিক্তরচনং যস্মাত্তৎ পিনাকযন্ত্রাদ্যং দৃষ্টং প্রেরকহৃদয়ানুবর্ত্তিকর্ম্মকরণং যোগ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

নন্বেবং কথয়িত্বা কিং বিরতাভূৎ কিম্বা অন্যদ্বাকথয়দিতি প্রশ্নে আহ পুনরিতিগদ্যেন। অত্র ব্রজে লব্ধো নির্ব্বন্ধো যস্য সঃ,তস্য সম্বন্ধঃ প্রাক্ সম্বভূবেতি জীর্ণঃ সম্বন্ধো যেন ত্বং গায়সি তত্ বিজ্ঞস্য যোগ্যো ন স্যাৎ ॥ ৪৮ ॥

অভিপ্রায় অবগত হইতে পারে না. সেই ব্যক্তি কেবল কুকুরের মত স্বজাতির উপযুক্ত শব্দ করে, এবং সকলেই তাহাকে সর্ব্বতোভাবে তাড়াইয়া দিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

যদি বল আমি স্বভাব সিদ্ধ সঙ্গীত ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না, তথাপি কেন তুমি যদুদিগের অধিপতির নাম গান করিতেছ। ইহা হইতে সুখ লাভের সম্ভাবনা আছে, এই ভাবিয়া কোন্ ব্যক্তি কোন্ বস্তুর সহিত সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। বাস্তবিক কিন্তু স্বীয় অভীষ্ট বস্তুদান করিলেই সুখ উপলব্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

দেখ, যে ব্যক্তি প্রেরকের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, সেই ব্যক্তি জড় বা চৈতন্য শূন্য হইলেও উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া থাকে। পিনাক প্রভৃতি যন্ত্রই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কারণ তাহাতে বিবিধ রাগ রচনা পরিপূর্ণ থাকে ॥ ৪৭ ॥

পুনর্ব্বার রাধিকা সক্রোধে বলিতে লাগিলেন। ওরে? যদ্যপি এই কথা

তথাহি ;—

কবিভিঃ প্রস্তোতব্যঃ স্তব্যানাং বিদ্যমানসম্বন্ধঃ।
বন্দিজনা ন হি রাজ্ঞাং, প্রাগ্‌ভবপুত্রাদিকং স্তুবতে ॥ ৪৯ ॥

যদি চ ত্বয়ি ধনপিশাচী (ক) লগ্না তদা তদ্‌গ্রহগৃহীততয়া গৃহিণাং তেষামগ্রতো গায়তু ভবান্, তেঽপি কদাচিদুপদ্রব-বিদ্রবার্থং কিঞ্চিদপি দদ্যুঃ। কথমহহ! ভোস্তস্মাৎ পাপদিনা-দেব ব্যক্ততয়া ত্যক্তগৃহাণাং নিঃস্পৃহাণামস্মাকং পুরতো গায়সি। অরে! কিং ব্রবীমি? সোঽহমপি নিস্পৃহোঽ-

ননু পুনঃ সম্বন্ধো ভবেদেবেতি চেত্তত্রাহ কবিভিরিতি স্তব্যানাং স্তবার্হাণাং বিদ্যমানসম্বন্ধঃ কবিভি বিদ্বদ্ভিঃ প্রস্তোতব্যঃ হি যতো বন্দিজনাঃ স্তাবকজনা রাজ্ঞাং প্রাগ্‌ভবং বিদ্যাদিকং ন স্তুবতে তত্তু বৈরস্যায় স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

ননু ভোরীশ্বরি ধনলাভার্থং ভিক্ষুকো রম্যং গায়তি তত্র নার্থাদিকং বিচারয়তি, তত্রাহ যদিচেতি-দ্বয়েন। ধনমেব পিশাচী গ্রহবিশেষা ত্বয়ি লগ্না তদা তদ্রূপেণ গ্রহেণ গৃহীতং গ্রহণং যস্য তদ্ভাব-তয়া তেষাং মথুরাস্থানাং গৃহিণাং এতদ্গানং তেষামপি ন প্রিয়ং স্যাত্তথাপি তদ্গানমেব উপদ্রব স্তস্য বিদ্রবার্থং বিগমার্থং। ননু ভবতীনামগ্রে অগায়মহমতঃ কিঞ্চিদ্দদধ্বং, তত্রাহ কথমিতি। অহহেতি খেদে, তস্মাৎ পাপদিনাৎ তস্য মথুরায়াং গমনদিনাৎ ব্যক্ততয়া প্রকাশতয়া ত্যক্তালয়ানাং ত্যক্তগৃহাণাং তত্রাপি নিঃস্পৃহাণাং ধনরহিতানাং। তথাপি গায়ন্তং প্রত্যাহ অরে ইতি। নিঃস্পৃহঃ স্পৃহারহিতোঽস্মীতি। তর্হি বিগীতং নিন্দাস্পদং তমেব কৃষ্ণং কথং গীতস্য

বল যে, পূর্ব্বে এই ব্রজে তাঁহার সম্বন্ধ থাকিবার কারণ ছিল। তাহা হইলেও তুমি নিশ্চয়ই মূর্খ। কারণ, এক্ষণে তাঁহার সম্বন্ধ ক্ষয় পাইয়াছে, অথচ তুমি তাঁহার নাম গান করিতেছ ॥ ৪৮ ॥

দেখ, পণ্ডিতগণ স্তবযোগ্য ব্যক্তিদিগের বর্ত্তমান সম্বন্ধেরই স্তব করিয়া থাকে। স্তব পাঠক ব্যক্তিগণ কখনও ভূপাতিদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী পুত্রাদি সম্বন্ধের স্তব করে না ॥ ৪৯ ॥

যদি বল যে, ধনরূপ পিশাচী তোমার শরীরে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহা হইলেও সেই গ্রহাবেশে আবিষ্ট হইয়া তুমি মথুরাবাসী গৃহস্থদিগের সম্মুখে গিয়া

(ক) তৃষ্ণা ধনপিশাচী স্যাদিতি ত্রিকাণ্ডকোষঃ।

স্মীতি। তর্হি তথা তথা বিগীতমপি তমেব কথং গীতবিষয়ী-করোষি?। পুরাণং চেদ্গায়সি পুরাণমেব গায়, কিং ব্রুবে, ষড়ঙ্ঘ্রিতয়া সার্দ্ধপশুরেব ত্বমসীতি। ততঃ কথং বা ত্বয়ি তৃষ্ণা ন স্যাৎ। ততশ্চার্থী নির্গুণশ্চেতি দ্বিগুণমেব ধিক্ ত্বাং॥ ৫০॥

যতঃ;—

অপি নিজলাভালাভস্থানং জ্ঞাতুং ন চেচ্চতুরঃ।
কং গুণমথ জানীয়াদ্ যেনার্থয়িতুং জনং বষ্টি॥ ৫১॥

বিষয়ী আশ্রয়ীকরোষি? ননু ময়া পুরাতনগানমেব শিক্ষিতং নতু নব্যং, তত্রাহ পুরাণং মহর্ষিপ্রণীতং নারায়ণগুণবর্ণনমেব নতু কৃষ্ণং অধিকং কিং বদামি ষড়ঙ্ঘ্রিতয়া ষট্ অঙ্ঘ্রয়ঃ পাদা যস্য তদ্ভাবতয়া সার্দ্ধপশুরেব পশূনাং চতুষ্পাদত্বাত্ত্বতু ষটপাদত্বান্মহাপশুরেবাসীতি। ত্বয়ি তৃষ্ণা ধনলাভাকাঙ্ক্ষা ততশ্চ ষটপদত্বাদেব অর্থী গুণরহিতশ্চেতি পশুভ্যো দ্বিগুণো মত স্ত্বাং ধিক॥ ৫০॥

তস্য মহামূঢ়তাং দ্যোতয়তি যত ইত্যাদি। অপি অল্পত্বে চেৎ যদি নিজলাভালাভস্থানং জ্ঞাতুং

গান কর। যদিচ এই গান তাহাদিগেরও প্রিয় নহে, তথাপি তাহারা ঐ গান রূপ উপদ্রব নিবারণের জন্য কখনও কিছু দিতে পারে। হায়! ওরে ভ্রমর! যে দিনে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করেন, সেই পাপ দিবস হইতে আমরা স্পষ্টই গৃহত্যাগ করিয়াছি, এবং সকল পদার্থেই আমরা স্পৃহা শূন্য হইয়াছি। অতএব কেন তুমি আমাদের নিকট গান করিতেছ, অতএব এইস্থলে গান করিলে তোমার কিছু পাইবার সম্ভবনা নাই। ওরে! কি বলিতেছ, আমিও নিঃস্পৃহ। তাহা হইলে ঐরূপ নিন্দাস্পদ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে কেন তুমি গান করিতেছ। যদি বল আমি পুরাতন গান গাহিতেছি, তাহা হইলে মহর্ষি প্রণীত নারায়ণ গুণ বর্ণনাযুক্ত পুরাণ শাস্ত্রেরই গান কর। আমি আর কি বলিব, তুমি যখন ষট্পদ, তখন তুমিও পশু বরং মহা পশু। অতএব কি করিয়াই বা বলিব যে, তোমার কোন বাসনা নাই। এই কারণে তুমি ভিক্ষুক এবং নির্গুণ। সুতরাং তোমার দ্বিগুণ ধিক্॥ ৫০॥

কারণ, যে ব্যক্তি নিজ লাভালাভের স্থান জানিতে পারে না, সেই ব্যক্তি

তস্মাৎ শ্রূয়তাং রে! বর্ব্বর! সদুপদেশঃ শ্রূয়তাং। মনসিজলীলায়াং বিজয়তে যস্তব সখা তস্য সখীষ্বিব তদ্বিজয়-প্রসঙ্গঃ সঙ্গীয়তাং। ন তু যদুষ্বপি তেষু লজ্জেহ প্রসজ্জেৎ। তাসু তু তেন সঙ্কুচিতকুচরুক্ষু মনোরথঃ প্রথনমাপ্স্যতীতি ॥৫২॥

অত্র চ;—

শৃণু বাৎস্যায়নতত্ত্বং লজ্জাং পরিহৃত্য বক্ষ্যামি।
যাবান্ প্রিয়কৃতধর্ষ স্তাবান্ হর্ষঃ পৃথুস্তনস্ত্রীণাম্ ॥ ৫৩ ॥

ন শক্তঃ স চতুরো ন, অথাতঃ কং গুণং জানীয়াৎ যেন গুণেন জনমর্থয়িতুং যাচিতুং বষ্টি-কাময়তে ॥ ৫১ ॥

ততঃ করুণয়া ত্বামহং শিক্ষয়ামীতি বর্ণয়তি—তস্মাদিতিগদ্যেন। রে ইতি সম্বোধনে। হে বর্ব্বর! নির্ব্বোধ! কন্দর্পক্রীড়ায়াং তব সখা শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য সখীষ্বেব রামাস্বেব শ্রীকৃষ্ণবিজয়প্রসঙ্গঃ তেষু যদুষু ইহ বিষয়ে তেন সংকুচিতা অন্তর্হিতা কুচয়োঃ স্তনয়ো রুক্ পীড়া যাসাং তাসু মনোরথঃ কামঃ প্রথনং বিস্তারং প্রাপ্স্যতীতি ॥ ৫২ ॥

অত্র শাস্ত্রমুপদিশামি তৎ শৃণিতি কথয়তি বাৎস্যায়নো মুনি স্তেনোক্তং তত্ত্বং প্রিয়েণ কৃতো ধর্ষঃ প্রাগল্ভ্যং শক্তিবন্ধনং বা যাবান্ পৃথুস্তনস্ত্রীণাং তাবান্ হর্ষো ভবতি ॥ ৫৩ ॥

কখনও চতুর নহে। অতএব ঐ ব্যক্তি কোন্ গুণ জানে, যাহাদ্বারা লোকের নিকট প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

অতএব ওরে বর্ব্বর! শ্রবণ কর, সদুপদেশ শ্রবণ কর। তোমার যে সখা কন্দর্প ক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার সখীদিগের নিকটেই তুমি শ্রীকৃষ্ণের বিজয় প্রসঙ্গ গান কর। কিন্তু এই বিষয়ে সেই সকল যাদবদিগের লজ্জা হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি যে সকল নারীদিগের কুচযন্ত্রণা অন্তর্হিত করিয়াছেন, সেই সকল নারীদিগের নিকটে কামদেব বিস্তার প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫২ ॥

তন্মধ্যে তুমি বাৎসায়ন মুনি প্রণীত তত্ত্ব বা কামশাস্ত্র শ্রবণ কর। আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তাহা বলিতেছি। যে পরিমাণে প্রিয়তম-কৃত প্রগল্ভতা বা শক্তি বন্ধন হইয়া থাকে, পৃথুস্তনী রমণীদিগের সেই পরিমাণে আনন্দ জন্মিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

যাবান্ন ভবতি স্বরতে সাক্ষাদ্ভূতেঽপি সৌখ্যসন্দোহঃ।
তাবাংস্তচ্ছ্রবণে স্যাদয়মপি বাৎস্যায়নস্য সিদ্ধান্তঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি হসিত্বা পুনরাহ স্ম—অত্র মূর্দ্ধানং ধুনানঃ কিমূহসে ?।
বিনা যাচনং তাভিঃ কিঞ্চন কথং দীয়তামিতি।

শৃণু ত্বামুপদিশামি ॥ ৫৫ ॥

যো বক্তি স্ফুটমিষ্টং যস্মাত্তস্যেষ্টমেব স ক্রয়াৎ।
যাচ্ঞা রচয়তি দাতুঃ সঙ্কোচং তত্তু শশ্বদুৎসাহম্ ॥ ৫৬ ॥

কিঞ্চ স্বরতে রতিক্রীড়ায়াং সাক্ষাদ্ভূতেঽপি যাবান্ সৌখ্যসন্দোহো ন ভবতি তচ্ছ্রবণে স্বরত-শ্রবণে তাবান্ সুখসন্দোহঃ স্যাৎ অয়মপি বাৎস্যায়নসিদ্ধান্তঃ ॥ ৫৪ ॥

এবং কথয়িত্বা সা যদাচরিতবতী তদাহ—ইতীতিগদ্যেন। ধুনানঃ কম্পয়মানঃ কিং উহসে বিতর্কয়সি উহনং যথা বিনেতি তাভিঃ সখীভিস্তত্র শৃণু ॥ ৫৫ ॥

তদুপদেশং বর্ণয়তি—য ইতি। যস্মাজ্জনাদিষ্টং স্ফুটং যঃ কাময়তে তস্য দাতুরিষ্টং প্রিয়ং তদা তস্য সা যাচঞা দাতুঃ সঙ্কোচং অস্মৈ কিং দদামীতি চিন্তনং রচয়তি, তত্তু যাচনং যাচকস্য শশ্বৎ সদা উৎসাহং রচয়তি ॥ ৫৬ ॥

দ্বিতীয়তঃ স্বরত ক্রীড়া সাক্ষাৎ অনুভূত হইলেও যে পরিমাণে সুখরাশি না হয়, তাহার বিষয় শ্রবণ করিলেও সেই পরিমাণে সুখরাশি ঘটিয়া থাকে, ইহাও বাৎস্যায়ন মুনির সিদ্ধান্ত ॥ ৫৪ ॥

এইরূপে রাধিকা হাসিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। তুমি মস্তক কম্পিত করিয়া এই বিষয় কি বিতর্ক করিতেছ। যাচ্ঞা ব্যতিরেকে ঐ সকল সখীগণ কি প্রকারে কিছু দিতে পারিবে ? অতএব শ্রবণ কর, আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি ॥ ৫৫ ॥

যে ব্যক্তি যাহার নিকট স্পষ্টই অভীষ্ট বিষয় কামনা করে, সেই ব্যক্তি তাহার ইষ্ট বিষয়ই বলিবে। তৎকালে তাহার কিরূপ প্রার্থনা দাতার সঙ্কোচ ভাব "অর্থাৎ আমি ইহাকে কি দিব" এইরূপ চিন্তা উপাদান করিয়া থাকে। কিন্তু স্বরূপ প্রার্থনা যাচকের সর্ব্বদা উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

(ক) অথ ক্ষণং প্রণিধায় তমবজ্ঞায় স্বসখীরাহ স্ম। অহো! জীবিতাল্যঃ! পরিকল্যতাময়ং কুসুমকৃমিঃ কথমিব ভবতীনাং গম্যধর্ম্মমর্ম্ম জানীয়াৎ।

সোঽয়মেবং বদতি—দেবি! রুষদ্বচনং মা ব্রবীঃ। কথমথ তাঃ পতিজুষঃ পরপুরুষং ভজন্তু নাম তস্মাত্তূষ্ণীকামেব পুষ্ণীতাদিতি। অত্র চ পুনরেতং প্রত্যেব মুচ্যতাং (খ)

তমেবমপ্যুক্ত্বা স্বসখীভ্যো যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তং ভ্রমরং অবজ্ঞায় তুচ্ছীকৃত্য হে জীবিতাল্যঃ জীবনবিশিষ্টাঃ সখ্যঃ! পরিকল্যতাং অবধীয়তাং। কুসুমকৃমি ভ্রমরোঽয়ং ভবতীনাং গম্যঃ সমাস্বাদ্যো যো ধর্ম্ম স্তস্য মর্ম্মস্বরূপং কথমিব জানীয়াৎ ভ্রমরস্য কঠোক্তিং বর্ণয়তি—সোঽয়মিতি। হে দেবি! রুষদ্বচনং পরুষবাক্যং মা বদ পতিজুষঃ পতিসেবাপরায়ণা স্তাঃ কথং কেন প্রকারেণ পরপুরুষং ভজন্তি চেদ্ভজন্তু নাম তস্মাদয়ং তূষ্ণীকামেব মৌনমেব

অনন্তর রাধিকা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া এবং ঐ ভ্রমরকে অবজ্ঞা করিয়া আপনার সখীদিগকে বলিতে লাগিলেন। হে প্রাণসখীগণ! তোমরা ইহাকে কুসুম কীট বলিয়া অবগত হও। তোমাদের যে ধর্ম্ম আস্বাদ যোগ্য, এই কীট তাহার মর্ম্ম কি প্রকারে জানিতে পারিবে। তখন ঐ ভ্রমর বলিতে লাগিল, হে দেবি! আপনি আমাকে কর্কশ বাক্য বলিবেন না। পতিপরায়ণা ঐ সকল নারীগণ কি প্রকারে পর পুরুষের সেবা করিবে? অতএব আপনি মৌনাবলম্বন করুন। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার প্রতি আপনারা এইরূপই বলুন। সত্যই তাঁহারা পতিপরায়ণা রমণী। কিন্তু স্বর্গে, মর্ত্ত্যে এবং পাতালেও নিশ্চয়ই কোন্ স্ত্রীজাতি তাঁহার বশীভূত নহেন। অধিক কি, যাহার এক বৎসরের বালক আছে, এইরূপ রমণীও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না।

(ক) অথোজ্জ্বলঃ। হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্ব্বগর্ভিতয়ের্ষ্যয়া। সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জ্বল ঈর্য্যতে। দিবি ভুবিচ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয় স্তদ্দুরাপাঃ, কপটরুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ। চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতি র্বয়ং কা, অপিচ কৃপণ পক্ষে হ্যুত্তমশ্লোকশব্দঃ। ভা ১০।৪।১৫। অত্র পূর্ব্বার্দ্ধে কুহকতা সাসূয়াক্ষেপশ্চ। উত্তরার্দ্ধে স্বরবিশেষেণ গর্ব্বগর্ভিতের্ষ্যা। অস্যার্থং বিশদ্য দর্শয়তি অথ ক্ষণমিত্যাদিনা। আ।

(খ) প্রত্যেবং রুচ্যমুচ্যতাং। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠং।

সত্যমেব তাঃ পতিদেবতাঃ। কিন্তু দিবি ভুবি রসায়ামপি কা খলু স্ত্রীজাতিস্তদ্বশা ন ভবেদপি তু স্থতবস্করাপি ন তং ত্যক্তুং সম্ভবেৎ, অত্র চ তদিদমপি বাদিতয়া মা বাদীঃ। তর্হি পরমসদ্গুণ এবাসৌ কথং পুনর্নিন্দ্যত ইতি। যতঃ—স খলু সর্ব্ববশীভাববৈভবেচ্ছুর্গুণান্তরাভাবান্মায়ামাত্রমত্র কারণতয়াতিমাত্রমবলম্বতে ॥ ৫৭ ॥

তথা হি ;—

বৈড়ালব্রতিকাখ্যঃ কর্ষতি লোকং তথা ন সল্লোকঃ।
আদেস্তদেকনিষ্ঠা তন্নাদৃত্যং দ্বিতীয়স্য ॥ ৫৮ ॥

পুষ্পীতাৎ পুষ্পাত্বিতি এতং প্রত্যেবমুচ্যতাং পরিভাষ্যতাং, সূতো বস্কর একহায়নবালকো যস্যাঃ সাপি অযোগ্যাপি। অত্র বাদিতয়া প্রতিবাদিতয়া ইদং মা ভণ ন বদ, তর্হি সর্ব্বাসামত্যাগবিষয় ইতি প্রতিপন্নে সতি। তত্রাহ—যত ইতি। স শ্রীকৃষ্ণঃ খলু নিশ্চিতং সর্ব্বেষাং বশীভাবরূপো যো বৈভব স্তমিচ্ছু, স্তত্রাকাঙ্ক্ষাশীলঃ গুণান্তরস্যভাবাদকাপট্যাদিগুণাভাবাৎ অত্র সর্ব্ববশীভাববৈভবে মায়ামাত্রং অতিমাত্রং মানাতিক্রমং যথাস্যাত্তথা অবলম্বতে আশ্রয়তে ॥ ৫৭ ॥

তৎ কপটং বর্ণয়তি—বৈড়ালব্রতিকাখ্যঃ বিড়ালতপস্বীতি খ্যাতো জনঃ লোকং কর্ষতি আত্মাধীনং করোতি, তথা ন সাধুলোকঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ কর্ষতি, তত্র হেতুবাদে বৈড়ালব্রতিকাখ্যস্য তদেকনিষ্ঠা তস্মিন্ লোকবশীকারে একনিষ্ঠা দ্বিতীয়স্য সাধুলোকস্য তৎ লোকবশীকরণং আদৃত্যমাদরবিষয়ং ন ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥

আপনি এইস্থানে এই কথাও প্রতিবাদীর মত বলিবেন না। অতএব পরম সদ্গুণ সম্পন্ন ঐরূপ মহাত্মাকে কেন আপনি নিন্দা করিতেছেন। কারণ, তিনি নিশ্চয়ই সকলের বশীকরণ বৈভব ইচ্ছা করিয়া থাকেন। সুতরাং সরলতাদি গুণান্তর না থাকাতে সকলের বশীকরণ বৈভবে তিনি কেবলমাত্র মায়াকেই অতিমাত্র কারণরূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

দেখুন, বিড়াল-তপস্বীর মত কপট ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি অপরকে আপনার অধীন করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত সাধু লোক তাহা করে না। কিরূপে লোক বশীভূত হইবে, ইহাই বিড়াল তপস্বীর উদ্দেশ্য, কিন্তু সাধু লোকের তাহা ভাল লাগে না ॥ ৫৮ ॥

ততশ্চ—হাস্যভ্রূযুগলাস্যপ্রভৃতিময়মায়ামাত্রেণ তদীয়গাত্রে সদ্‌গুণসারূপ্যং নিরূপ্যতে মনসি তু কেবলং মায়াবলং। কিন্ত্বস্মাভিরিদং দয়াময়তয়া ভণ্যতে। ন মৎসরতয়া। যথা ত্বয়াপি তথা তাঃ শিক্ষণীয়া ইতি ॥ ৫৯ ॥

যতঃ ;—

যস্মিন্ কণ্টকবিদ্ধ স্তস্মাদন্যং নিবারয়ত্যপরঃ (ক)।
যঃ খলু তদুদাসীনঃ, স হি ন হি কথ্যেত কণ্টকাদিতরঃ ॥ ৬০।

তদেবং শ্রীকৃষ্ণে দোষমুদ্‌ঘাট্য তত্র রামাভিরাসক্তির্ন কর্ত্তব্যেতি বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। তদীয়গাত্রে শ্রীকৃষ্ণশরীরে হাস্যঞ্চ ভ্রূযুগলঞ্চ আস্যং মুখঞ্চ তৎ প্রভৃতিময়া তৎপ্রভৃতিপ্রচুরা যা মায়া তন্মাত্রেণ সদ্‌গুণসারূপ্যং জনৈ নিরূপ্যতে, তস্য মনসি তু কেবলং মায়াবলং কিন্তু তজ্জানতীভিরস্মাভি র্দয়াময়তয়া ইদং ভণ্যতে কথ্যতে ন মৎসরতয়া তস্যোৎকর্ষা-সহনত্বেন যথা যথাবৎ ত্বয়া তাঃ শিক্ষণীয়া ইতি ॥ ৫৯ ॥

তচ্ছিক্ষণং বর্ণয়তি—যস্মিন্নিতি যস্মিন্ স্থানে অমুকঃ প্রাণী কণ্টকেন বিদ্ধো ভবতি তস্মাৎ স্থানাদন্যঃ নিবারয়তি, তদ্ব্যথাস্মরণাৎ য স্তদুদাসীনঃ পরব্যথায়ামব্যথিতহৃদয়ঃ অতোঽন্যং ন নিবারয়তি, স হি তস্মাৎ কণ্টকাদিতরো ভিন্নো ন কথ্যেত বয়স্তু ন তদুদাসীনা অত এবং বদাম ইতি ॥ ৬০ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের হাস্য, ভ্রূযুগল এবং মুখ প্রভৃতি অঙ্গ এবং প্রচুর মায়া দ্বারা সকল লোকেই সদ্‌গুণের সারূপ্য নিরূপণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে কেবলমাত্র মায়াবল নির্ণয় করিয়া থাকে। আমরা তাহা অবগত আছি, তথাপি আমরা "তিনি যে দয়াময়," ইহাই বলিয়া থাকি, কিন্তু তিনি যে "মাৎসর্য্যযুক্ত," ইহা কখনও বলি না। তাঁহার উৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া যাহাতে তুমিও ঐ সকল নারীদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবে ॥ ৫৯ ॥

কারণ, যে স্থানে প্রাণী কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই স্থান হইতে অন্যকে নিবারণ করিবার কারণ এই, তখন তাহার সেই ব্যথা স্মরণ থাকে। যে ব্যক্তি উদাসীন, অর্থাৎ যাহার হৃদয় পরের ব্যথায় ব্যথিত হয় না, সে ব্যক্তি

(ক) নিবারয়ত্যমুকঃ ইত্যপি পাঠান্তরং মাণ্ডপুস্তকে দৃশ্যতে।

তদেবং সখীদ্বারা তদখিলং মধুপমুপদিশ্য পুনস্তমালপন্ত-মাশঙ্কমানা স্বয়মেব সচাপলমাললাপ। অরে! শিলীমুখ! কথমস্মাসু ছিদ্রমর্পয়সি?। যস্মাদেবং গুঞ্জসি। কথমেবং বিবিক্তমতীনামপি ভবতীনামদ্যাপি তত্রাতিরিক্তাসক্তিরীক্ষ্যতে ইতি। তত্রেদমুচ্যতে—লক্ষ্মীরপি তস্য যত্র যত্র চরণরজস্তত্র তত্র নিরপত্রপং সজতীতি কিম্বদন্তী। ততঃ কা বয়মন্যথাপ্রথনায় ভবামঃ। পুনঃ সবিমর্শমাহ—অরে! শুদ্ধবুদ্ধে! ত্বং ন বুধ্যসে। যল্লক্ষ্মীমপ্যেবমেব প্রথমমসৌ বশয়তি ॥ ৬১ ॥

পুন স্তদনন্তরং যদরচয়ত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তস্যোপদেশস্য অখিলং সম্পূর্ণং যথাস্যাত্তথা ভ্রমরমুপদিশ্য আলপন্তং মুহুর্ভাষমাণং তমাশঙ্কমানা অস্মাকং ছিদ্রং বর্ণয়তীতি শঙ্কিতচিত্তা সচাপলং সপ্রগল্ভং যথাস্যাত্তথা ললাপ উক্তবতী। শিলীমুখো ভ্রমরঃ ছিদ্রং দোষং যস্মাদেবং অনন্তরোক্তং বিবেকযুক্তবুদ্ধীনাং তত্র শ্রীকৃষ্ণে অতিশয়লালসা ঈক্ষ্যতে দৃশ্যতে ইতি তত্র বিষয়ে ময়েদমুচ্যতে লক্ষ্মীরপি নিরপত্রপং নির্লজ্জং যথাস্যাত্তথা সজতীতি কিম্বদন্তী জনশ্রুতিঃ। অন্যথাপ্রথনায় আসক্তিরাহিত্যায় পুনঃ সপরামর্শমুবাচ অশুদ্ধবুদ্ধে! সমলমতে! ত্বং ন জানাসি অসৌ কৃষ্ণো লক্ষ্মীমপি শক্তিবর্গপ্রধানামপি বশয়তি বশীভূতাং করোতি ॥ ৬১ ॥

অপরকেও নিবারণ করে না। তাহাকে কণ্টক ব্যতীত আর কি বলা যাইবে ॥ ৬০ ॥

অতএব এই প্রকারে রাধিকা সখী দ্বারা ভ্রমরকে সম্পূর্ণরূপে উপদেশ দিয়া পুনর্ব্বার ভ্রমর যেন কিছু বলিতেছে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, স্বয়ং প্রগল্ভতার সহিত বলিতে লাগিলেন। ওরে ভ্রমর! কেন আমাদিগের উপর দোষারোপ করিতেছ। যে হেতু তুমি এইরূপে গুঞ্জন করিতেছ যে, কেন আপনাদের এইরূপ বিবেকপূর্ণ বুদ্ধি সত্ত্বেও অদ্যাপি তাঁহার উপরে অত্যন্ত আসক্তি দর্শন করিতেছি। এই বিষয়ে বলা যাইতেছে, কমলাও যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি আছে, সেই সেই স্থানে নিলর্জ্জভাবে গমন করিয়া থাকেন, এইরূপ জনশ্রুতি বিদ্যমান। অতএব আমরা আসক্তি পরিত্যাগ করিতে কিরূপে সমর্থ হইব।

যথা ;—

সর্ব্বং বশয়িতুমিচ্ছতি, যঃ সোঽয়ং চেদ্ভবেচ্চতুরঃ।

মুখ্যং বশয়তি পূর্ব্বং তৎপ্রামাণ্যাদ্ভজন্তি তং সর্ব্বে ॥৬২॥

তস্মাৎ কথং গোপয়ামঃ। যদ্যপি ন কশ্চিল্লাভঃ স্যাত্তথাপি মনশ্চিল্লাতস্য তস্য মায়য়া বয়মপি তত্র লুব্ধা জাতাঃ স্মঃ। তয়া মোহিততয়া চ পরমোত্তমবুদ্ধিতামেব তত্র ভজামঃ। ন তু মায়াবুদ্ধিমিতি। যত্তু শঙ্কসে তর্হি বুদ্ধে তত্ত্বেঽপ্যধুনা কথং তস্মিন্ শ্রদ্ধাং ধদ্ধে ইতি। তত্র শ্রূয়তাং—যদ্যপেবং

তস্যা বশীকরণে হেতুং দর্শয়তি—যথেতি সর্ব্বমিতি। সোঽয়ং চেদ্যদি চতুরো ভবেত্তদা পূর্ব্বং মুখ্যং প্রধানং বশয়তি,তৎপ্রামাণ্যাৎ "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদিতরো জন" ইতি ন্যায়াৎ তং সর্ব্বে ভজন্তি তস্মাত্তদাচারানুসারাৎ কথং তত্রাসাক্তিং আচ্ছাদয়ামঃ ॥ ৬২ ॥

নন্থ দুঃখদস্য তস্যাসক্তৌ কো লাভ স্তত্রাহ—তস্মাদিত্যাদিগদ্যেন! মনশ্চিল্লাতস্য মনস উত্তম-চৌরস্য মায়য়া কাপট্যেন লুব্ধা লোভবত্যো জাতাঃ। তয়া মায়য়া যা মোহিততা তয়া তত্র শ্রীকৃষ্ণে পরমোত্তমবুদ্ধিতামেব ভজামঃ। মায়াবুদ্ধিতাং কপটবুদ্ধিতাং। তস্য পুনর্ভাবং ভাবয়তি যত্ত্বিতি তর্হি তত্ত্বে যাথার্থ্যে বুদ্ধে জ্ঞাতেঽপি ধদ্ধে ধারয়থ তত্র বিষয়ে ত্বয়া শ্রূয়তাং স্বস্বকামা পূর্ত্ত্যা কৃপণানাং দরিদ্রাণাং পারদ স্তদ্দুঃখখণ্ডক স্তস্য কৃষ্ণস্যোত্তমশ্লোক ইতি নামোত্তম এব

পুনর্ব্বার রাধিকা পরামর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ওরে মলিনবুদ্ধে! তুমি জান না যে, শ্রীকৃষ্ণ শক্তি সমূহ প্রধানা লক্ষ্মীদেবীকেও প্রথমে এইরূপ প্রকারেই বশীভূত করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

যে ব্যক্তি সকলকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ব্যক্তি যদি চতুর হন ; তাহা হইলে তিনি প্রথমে প্রধানকে বশীভূত করিয়া থাকেন। ঐ প্রমাণ দৃষ্টান্ত সকলেই তাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

অতএব কেন আমরা গোপন করিব। যদ্যপি কোনও লাভ নাই সত্য, তথাপি যিনি মনের উৎকৃষ্ট চোর, সেই শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় আমরাও তাঁহার উপরে লুব্ধ হইয়াছি। সেই মায়া দ্বারা মোহিত হওয়াতে আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণের উপর পরম উৎকৃষ্ট বুদ্ধিই ধারণ করিতেছি, কিন্তু আমরা কপট বুদ্ধি অবলম্বন করি না। আর যাহা তুমি আশঙ্কা করিতেছ যে, তাহা হইলে তত্ত্ব অবগত হইলেও

তথাপি স্বস্বকামাপূর্ত্ত্যা কৃপণানাং পারদস্তস্যোত্তমশ্লোক ইত্যাখ্যাসার এবাস্মান্নিস্তারয়িষ্যতীদমপি শ্রদ্ধাং সম্বদ্ধাং বিধাতুং সা মায়া বুদ্ধিপদ্ধতিমানয়তি ॥ ৬৩ ॥

তথা হি ;—

দেবেঽপ্যশ্রদ্ধেয়ে, তচ্ছব্দেনৈব বীক্ষ্যতে সিদ্ধিঃ।
(ক) জৈমিনিমুনিশিষ্যাণাং, যজ্ঞে যদ্বৎ ফলং বলতে ॥
ইতি ॥ ৬৪ ॥

অস্মিন্ বিরহদুঃখং নিস্তারয়িষ্যতি ইতীদমপি হেতোঃ স মায়া শ্রদ্ধাং তত্র সংবদ্ধাং বিধাতুং অস্মাকং বুদ্ধিপদ্ধতিং বুদ্ধিমার্গং ইদমপ্যানয়তি ॥ ৬৩ ॥

কামিনাং প্রতি শ্রদ্ধায়া অভাবেঽপি তস্য নাম্না ফলসিদ্ধিং দেবেঽপীতি অশুদ্ধে যে শ্রদ্ধয়া অবিষয়ভূতেঽপি তচ্ছব্দেনৈব তন্নাম্নৈব সিদ্ধি র্বীক্ষ্যতে তত্র নিদর্শনং জৈমিনীত্যাদি যজ্ঞে যদ্বৎ ফলং বলতে সিদ্ধং ভবতি ॥ ৬৪ ॥

কেন তোমরা এক্ষণে তাঁহার উপরে শ্রদ্ধা করিতেছ। সেই বিষয়ে শ্রবণ কর। যদ্যপি তোমার কথাই সত্য হয়, তথাপি স্ব স্ব মনোবাঞ্ছা পূরণ করাতে তিনি দরিদ্রগণের দুঃখরাশি দূর করিয়া থাকেন ; এবং তাহাতে তাঁহার যে উৎকৃষ্ট নাম আছে, সেই নামই আমাদিগের এইরূপ বিরহ কষ্ট নিস্তার করিবে। এই হেতু তাহার উপরে শ্রদ্ধা সংলগ্ন করিবার নিমিত্ত সেই মায়া আমাদের বুদ্ধি মার্গকে এইরূপে লইয়া যাইতেছে ॥ ৬৩ ॥

দেখ, যেরূপ যজ্ঞ কার্য্যে জৈমিনি মুনির শিষ্যগণের ফল সিদ্ধি হইয়া থাকে সেইরূপ দেবতা অশ্রদ্ধেয় হইলেও, সেই দেবতার নাম দ্বারাই ফলসিদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

(ক) ঘটকূট্যাদিভঙ্গপ্রসক্ত্যা জৈমিনিমতে মন্ত্রাত্মক এব দেবঃ স্বীক্রিয়তে নতু দেহাত্মকঃ বৃত্রাসুরোপাখ্যানে ভাগবতে এতদ্বিবৃতমস্তি। দেবদেহপ্রতিকূলস্য কথং দেবোপাসনা ফলমিতি তাৎপর্য্যং।

(ক) অথ পরমগরিমপরিমল-কমন-কমলধিয়া স্বচরণমনুচরন্তং ষট্‌চরণং ক্ষমাপয়ন্তমিব মত্বা তমাক্ষিপন্তী ক্ষিপন্তী চ জজল্প। অরে! দুষ্টষট্‌পদ! চাটুং ঘটয়ন্ কথং মচ্চরণং শিরসা সংস্পৃষ্টবানসি? শীঘ্রমেব বিসৃষ্টিং কুরু। তব গুরোরপি তস্য তুর্য্যকক্ষামিতং মায়াময়বিনয়চাতুর্য্যং বিদ্মঃ কঃ পুনস্ত্বং তপস্বী ॥ ৬৫ ॥

তদেবং স্বদোষনিরাকরণাৎ ভিয়া স্বচরণে পতিতুমুদ্যতং তং ভ্রমরং বীক্ষ্য যদাহ তদ্বর্ণয়তি অথেতি গদ্যেন। পরমগরিমা পরিমলো যঃ সুগন্ধ স্তেন কমনং রম্যং যৎ কমলং পদ্মং তস্য ধিয়া বুদ্ধ্যা অনুচরন্তং অনুগচ্ছন্তং ষট্‌চরণং ভ্রমরমাক্ষিপন্তী ভর্ৎসয়ন্তী ক্ষিপন্তী প্রেরয়ন্তীব জজল্প উবাচ। চাটু, প্রিয়বাক্যং ঘটয়ন্ রচয়ন্ সংস্পৃষ্টবান্ সমুঙ্গন্নসি, বিসৃষ্টিং বিসর্জ্জনং গুরোঃ তুর্য্যকক্ষামিতং তুর্য্যকক্ষা চতুর্থোপায়ো ভেদঃ। যদ্বা তুর্য্যকক্ষা বিরহদণ্ডরূপা স্পর্দ্ধা তস্যাঃ প্রণিদানং যত্র সা মিতা পরিমিতা যত্র তৎ মায়াময়বিনয়চাতুর্য্যং মায়াপ্রচুরবিনয়ে চাতুর্য্যং তব কিমপি চাতুর্য্যং নাস্তি ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর পরম গৌরবরূপ পরিমল দ্বারা মনোহর কমল পুষ্প ভ্রমে ভ্রমর যখন ক্ষমার জন্য রাধিকার চরণের পশ্চাৎ গমন করে, তখন রাধিকা তাহাকে তিরস্কার করিয়া তাহাকে প্রেরণ করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন। ওরে দুষ্ট ভ্রমর? তুমি চাটু বাক্য বলিয়া কেন মস্তক দ্বারা আমার চরণে পতিত হইতে চেষ্টা করিতেছ, শীঘ্র বিসর্জ্জন বা গমন কর। যিনি তোমার গুরু, আমরা তাঁহারও নীতিশাস্ত্রোক্ত চতুর্থ উপায় অর্থাৎ ভেদ, অথবা বিরহ দণ্ডরূপ আস্পর্দ্ধা পরিমিত, মায়াপূর্ণ বিনম্র চাতুরী অবগত আছি। তুমি ত তপস্বী, তোমার চাতুরী জানা অতি সামান্য কথা ॥ ৬৫ ॥

(ক) অথ সংজল্পঃ—সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া। তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতো বুধৈঃ। যথা—বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্মাহং চাটুকারৈরনুনয়বিদুষস্তেহভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ। স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিন্নু সন্ধেয়মস্মিন্। ভাঃ ১০।৪৭।১৬। অত্র পূর্ব্বার্দ্ধে সোল্লুণ্ঠং উত্তরার্দ্ধে আক্ষেপঃ অকৃতজ্ঞতাচ। অস্যার্থং বিশদয়তি অথ পরমেত্যাদিনা। আ।

যতঃ ;—

কপটী কুরুতাং কপটং, তত্র ন যত্রাভবৎপ্রকটঃ।
সকৃদপি কপটে প্রকটে, সর্ব্বং নটবন্মৃষাস্য তর্ক্যেত ॥ ৬৬ ॥

তথাহি ;—

সর্ব্বত্যাজনপূর্ব্বং, স্বকলাগত্যাস্মকানুরীকৃত্য।
সহসাত্যজদিহ সর্ব্বা, যঃ পুনরসকৌ কিমস্তি সন্ধ্যেয়ম্ ॥ ৬৭ ॥

(ক) অথ বিরম্য পুনরিদং সম্যগ্গাঢ়প্রণয়ময়বিবর্ত্ত-

তব কপটো ন স্বার্থসাধক ইতি বর্ণয়তি—কপটীতি। কপটী জন স্তত্র জনে কপটং করোতি চেৎ কুরুতাং যত্র জনে স প্রকটো নাভবৎ সকৃদপি একবারমপি অস্য সর্ব্বং নটবৎ মিথ্যা উহিতং স্যাৎ ॥ ৬৬ ॥

অত স্তত্র সন্ধেয়ো ন কর্ত্তব্য ইত্যাহ স্বকলাগত্যা স্বমায়াগত্যা সর্ব্বত্যাজনপূর্ব্বং যথাস্যাত্তথা-স্মানঙ্গীকৃত্য সহসা হঠাৎ য ইহাস্মানত্যজৎ পুনরসৌ জনঃ কিং সন্ধেয়ঃ সন্ধিবিষয়ো-হস্তি ॥ ৬৭ ॥

তথ শ্যামবর্ণমাত্রস্যাপি কাপট্যং যদকথয়ৎ তদ্বর্ণয়তি অথ বিরম্যেতিগদ্যেন সম্যগ গাঢ়ং

কারণ যে ব্যক্তির নিকট সে প্রকাশিত হয় নাই সেইরূপ ব্যক্তির নিকট কষ্টযুক্ত ব্যক্তি যদি কষ্ট করে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই! একবারও যদি কষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, তাহার সকল পদার্থই নটের মত মিথ্যা বলিয়া তর্কিত হইবে ॥ ৬৬ ॥

দেখ, স্বকীয় মায়া গতি দ্বারা সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে স্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি সহসা এই স্থানে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, পুনর্ব্বার সেই ব্যক্তির সহিত আর কি সন্ধি করা যাইতে পারে? ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর রাধিকা বিরত হইয়া পুনর্ব্বার এইরূপ বলিতে লাগিলেন। তিনি

(ক) অথাবজল্পঃ। হরৌ কাঠিন্যকামিত্ব ধৌর্ত্ত্যাদসক্ত্যা যোগ্যতা। যত্র সেষ্যাং ভিয়ে-বোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ। যথা। মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাং। বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ যস্তদলমসিতসখ্যৈ দুস্ত্যজস্তৎ কথার্থঃ। ভাঃ ১০।৪৭।১৭। অস্যার্থং বিশদয়তি অথ বিরম্যেত্যাদিনা। জা।

মবিদুষাগরস্যমাহ। অহো! যস্য মননং ন ক্রিয়তে তস্য তাবন্মর্ম্মা ন শ্রিয়তে। পশ্য পশ্য শ্যামজাতিমাত্রস্য দুরাত্মতা। তত্রাস্তাং তাবৎপুষ্পকীটপরপুষ্টাদীনাং ভবতাং বল্লীবলিভুজগাদিষু(ক) কৃতঘ্নতা। যঃ খলু দাশরথিঃ সর্ব্বধর্ম্মসারপারঙ্গত ইতি পরামৃশ্যতে.তস্য চ নিরপরাধশাখামৃগদেব-ভূভৃতি কৃতারাধসাক্ষাদ্বিশ্রবঃপ্রভবযোষিতি চ তথা তথাকৃতিঃ শ্রূয়তে। অরে! রে! কিমুক্তং? স খলু স্ত্রীসম্বন্ধহেতোর্ভ্রাতৃবিদ্বেষং কৃতবান্!

প্রণয়ময়ং প্রণয়প্রচুরং যদ্বিবর্ত্তবিশেষেণ বর্ত্তনং তৎ অবিদুষাং অরস্যং আরসিকতাং যস্য মননং বিশেষস্মরণং ন ক্রিয়তে তাবত্তস্য মর্ম্ম অভিপ্রায়ো ন শ্রিয়তে ন সেব্যতে। তদ্ব্যনক্তি পশ্য পশ্যেতি। দুরাত্মতা দুষ্টচিত্ততা পুষ্পকীটো ভ্রমরঃ পরপুষ্টঃ কোকিলঃ তদাদীনাং ভবতাং আদিপদেন কাকাদীনাং বল্লী লতা বলিভুক্ কাকস্তদাহারভুগাদিষু কৃতঘ্নতা অপকারিতা তাবদাস্তাং। দাশরথিঃ শ্রীরামঃ স সর্ব্বধর্ম্মস্য সারঃ শ্রেষ্ঠাংশস্তস্য পারং সীমাং গত ইতি বিদ্বদ্ভিঃ পরামৃশ্যতে তস্য চ নিরপরাধঃ শাখী নৃপাণাং দেবঃ পূজ্যঃ ভূভৃৎ রাজা বালী তস্মিন্ তথা কৃতং আরাধনং যয়া সা সাক্ষাৎ বিশ্রবসো মুনেঃ প্রভবো জন্ম যস্যাঃ সা, সা চাসৌ যোষিচ্চেতি সূর্পণখা তস্যাং তথা তথা কৃতিঃ বালিনো বধঃ সূর্পণখায়া নাসাকর্ণয়োঃ চ্ছেদঃ শ্রূয়তে। কিমুক্তং ত্বয়া স

যাহা বলিলেন, তাহা সম্যক্ গাঢ় প্রণয় পূর্ণ, বিশেষ বর্ত্তন বা জীবনোপায়, এবং যাহারা তাহা জানে না, সেই অজ্ঞদিগের ঐ বাক্য রসপূর্ণ নহে। আহা? যাহাকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করা যায় না, তাহার কিন্তু অভিপ্রায়ও সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করা উচিত নহে। দেখ দেখ, শ্যাম জাতি মাত্রেরই অন্তঃকরণ দুষ্ট তাহার মধ্যে ভ্রমর, কোকিল এবং কাক প্রভৃতি তোমাদিগের লতা, বলিয়া পুজোপকরণ এবং সর্প প্রভৃতির উপর কৃতঘ্নভাব বা অপকারিতা দূরে থাক। যিনি দশরথের পুত্র রামচন্দ্র, পণ্ডিতেরা যাহাকে সকল ধর্ম্মের সার ভাগের পারগামী বলিয়া থাকেন, তিনিও নিরপরাধী বানরগণের পূজ্য রাজা বালীর উপরে, এবং আরাধনা কারিণী সাক্ষাৎ বিশ্রবস্ (বাঃ) মুনির তনয়া সূর্পণখার উপরে ঐরূপ নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ রামচন্দ্র অকারণে বালিবধ করেন এবং শূর্পণখার নাসা কর্ণ চ্ছেদ করেন, ইহা শুনিতে পাওয়া যায়। ওরে রে? কি বলিলে,

---

(ক) বল্লীবলিভুগাদিষু ইত্যানন্দ বৃন্দাবনগৌর পাঠঃ।

সা চ স্বৈরিণীতি তয়োস্তত্তন্নাযুক্তমিতি। ধিক্ ত্বাং। সোঽপি স্ত্রীজিত এবেতি চামীকরমৃগমারণে লব্ধপ্রচারমেব। তস্মা-দ্বয়মসিতা বাচা কথং সিতা ভবেমেতি মা গর্ব্বং কৃথাঃ! এষা চ ব্যাহৃতিরদ্য সোদাহৃতির্দৃষ্টা ॥ ৬৮ ॥

আবরিতুং নিজদোষং, যঃ খলু বাচালতাং যাতি।
বাচালতৈব তস্মিন্নপরান্ দোষান্ ব্যনক্তি সর্ব্বত্র ॥ইতি॥৬৯

যতঃ স খলু মৃগহন্তা পরনিন্দাবিমুখ্যয়াপি ময়া সন্তাপাদেব নিন্দ্যতে। তত্র তু স্বসম্বন্ধং বিনাপি যৎপ্রতিবাদিতয়াবাদী-

---

বালী স্ত্রীসম্বন্ধস্য তারাসম্বন্ধস্য হেতোঃ ভ্রাতুঃ সুগ্রীবস্য বিদ্বেষং শত্রুতাং কৃতবান্, সাচ স্বর্পণখা স্বৈরিণী বেশ্যেতি হেতো স্তয়ো স্তত্তৎকর্ম্মণা যুক্তমিতি। এবং বদন্তং ত্বাং ধিক্ সোঽপি শ্রীরামোঽপি তৎ স্ত্রীজিতত্বং চামীকরঃ সুবর্ণ স্তদ্বর্ণো মৃগো মারীচ স্তস্য মারণে লব্ধঃ প্রচারো যস্য তৎ অসিতা অশুক্লা কৃষ্ণা বয়ং বাচা বাক্যেন সিতা বদ্ধা। সিঞ বন্ধনে ধাতুঃ। বিরোধাভাসালঙ্কারোঽয়ং মা গর্ব্বং মা করোঃ। ব্যাহৃতির্ব্যাহারঃ সোদাহৃতিরুদাহরণেন সহ বর্ত্তমানা অদ্য দৃষ্টা ॥ ৬৮ ॥

তদ্বর্ণয়তি—আবরিতুমিতি। আবরিতুমাচ্ছাদয়িতুং সা বাচালতা তস্মিন্ জনে অপরান্ দোষান্ সর্ব্বত্র ব্যনক্তি প্রকাশয়তি ॥ ৬৯ ॥

তৎ ফলিতার্থং বর্ণয়তি—যত ইতিগদ্যেন। মৃগহন্তা স শ্রীরামঃ পরনিন্দায়াং বিমুখয়াপি ময়া

সেই বালী তারা নাম্নী পত্নীর সম্বন্ধ হেতু ভ্রাতা সুগ্রীবের শত্রুতাচরণ করিয়াছিল, এবং স্বর্পণখাও বেশ্যা ছিল, সেই হেতু ঐ দুই জনের প্রতি রামচন্দ্রের ঐরূপ কার্য্য অন্যায় নহে। তুমি যখন এইরূপ কথা বলিতেছ, তখন তোমাকে ধিক্। কারণ, সেই রামচন্দ্রও রমণীর বশীভূত,তাহা স্বর্ণ মৃগ মারীচকে বধ করিতে গিয়া প্রচারিত হইয়াছে। অতএব আমরা কৃষ্ণবর্ণ,বাক্য দ্বারা কিরূপে 'সিত' অর্থাৎ শুক্লবর্ণ অথচ বাক্যবদ্ধ হইতে পারি। তুমি এরূপ গর্ব্ব করিও না। অদ্য আমরা এইরূপ বাক্য উদাহরণের সহিত দর্শন করিয়াছি ॥ ৬৮ ॥

যে ব্যক্তি নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য বাচালতা প্রকাশ করে, সেই বাচালতাই আবার সেই ব্যক্তির সর্ব্বত্র অন্যান্য দোষ সকল ব্যক্ত করিয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

কারণ, আমি কখনও পরনিন্দা করি না, তথাপি আমি কেবল সন্তাপ বশতঃ

স্তৎ খলু স্বীয়মসিতং প্রতি স্ত্রীজিততা পর্য্যবসিতা স্যাদিতি তৎ শঙ্কার্থং (ক) পর্য্যবসীয়তে। তচ্চ প্রকটমেবেতি কপটং মা কার্ষীঃ। ততশ্চ মাথুরপুরস্ত্রীজিততয়া স্ত্রীণামস্মাকং হত্যাপি তস্মিন্ প্রত্যাসীদেদিতি। যত্র তব দ্রাঢ়িকৈব খলু বাঢ়ং সাক্ষিণী। তদলং তদ্বিবাদেন। প্রস্তুতমনুসন্ধীয়তাং। দাশ-রথিস্তাবৎ ক্ষত্রিয়জন্মা ততস্তস্য ক্রূরতাদি ন দূরতামর্হতি, পশ্য পশ্য সাক্ষাৎ কশ্যপজন্মাগ্রজন্মা জন্মাবধি ব্রহ্মচারী চৈকচারা চ, যঃ খল্বপরঃ শ্যামঃ স চ বলিং প্রতি কিং কলিতবান্। যস্য চ বলিধ্বংসিনঃ সম্যগ্‌দৃষ্টান্ততয়া কষ্টং বলিভুগ্‌জাতিরেব

তত্র তু শ্রীরামে স্বস্য সম্বন্ধং বিনাপি প্রতিবাদিভাবেন যদ্বালী বালিসূর্পণখয়োর্দণ্ডে ন দোষঃ ইতি তৎ স্বীয়মসিতং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি স্ত্রীজিততাৎপর্য্যস্য অসিততা অবসানতা স্যাদিতি হেতোস্তচ্ছঙ্কার্থং তৎপ্রতিবদনং পর্য্যবসীয়তে, তচ্চ পূরণং। এবং সতি শ্রীসীতাবৎ মাথুরপুরস্ত্রীজিততয়া হত্যা বিনাশোঽপি প্রত্যাসন্না ভবেদিতি দ্রাঢ়িকা দৃঢ়ভাবতৈব সাক্ষিণী, প্রস্তুতং প্রাক্কালিকং ত্বয়া অনুসন্ধীয়তাং অনুসন্ধানবিষয়ীক্রিয়তাং। প্রস্তুতশ্যামবর্ণজাতিনিন্দনং বিশদয়তি দাশরথি-রিত্যাদি। স শ্রীরামঃ ক্ষত্রিয়স্য ক্রূরতা ন দূরতামর্হতি সা, নিকটৈব কশ্যপেন প্রজাপতিনা জন্ম যস্য সঃ অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণঃ একচারী বিরলচরশ্চ অপরঃ শ্যামঃ অর্থাদ্বামনঃ বলিরাজানং প্রতি কিং কলিতবান্ কিং কৃতবান্ বলিধ্বংসিনো বামনস্য অকষ্টং স্বচ্ছন্দং বলিভুগ্‌জাতিঃ কাকজাতিঃ

সেই স্বর্ণ মৃগহন্তা রামচন্দ্রকে নিন্দা করিতেছি। সেই রামচন্দ্রের উপরে তোমার নিজের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও যাহা তুমি প্রতিবাদিভাবে (অর্থাৎ বালী এবং সূর্পণখাকে) দণ্ড করাতে দোষ নাই। বলিয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই স্বকীয় শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীজিত তাৎপর্য্যই পরিণত হইয়াছে! এই হেতু ঐরূপ প্রতিবাদ শঙ্কার নিমিত্তই পরিণত হইতেছে। ঐরূপ পূরণও প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আর তুমি ছল করিও না। অনন্তর মথুরাপুরীস্থিত স্ত্রী সকল শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিয়াছে বলিয়া এই সকল স্ত্রীলোকের (অর্থাৎ আমাদের) বিনাশ ও শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকটে স্থিত হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার উপরে তোমার যে দৃঢ়ভাব আছে, নিশ্চয়ই তাহা সম্পূর্ণ সাক্ষ্যদান করিতেছে। অতএব আর বিবাদে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে

(ক) তব শঙ্কার্থমিত্যানন্দবৃন্দাবনগৌর পাঠঃ।

স্পষ্টায়তে। যত্র বলিং লভতে তত্র নবং নবমুপদ্রবমাতনোতীতি। তস্মাদ্ভবন্তঃ সর্ব্বেঽপি সাম্যবন্ত এব ভবদ্ভির্ব্বাচামিশ্রণমপি কৃচ্ছ্রপ্রদং স্যাৎ। অরে! কিমব্যক্তমুক্তং। তর্হি কথং তেষাং চরিতং মুনিভিরপি সুনিরূপিতং ক্রিয়ত ইতি। তত্র চ তেষাং দোষ এব পোষং লভতে। তাদৃশতায়ামপ্যকৃশতন্মোহনশক্তির্ম্মুনীনপি তদাসক্তীকুর্ব্বতী ভীষয়ত এব সর্ব্বানিতি ॥ ৭০ ॥

যত্র স্থানে বলিমভিলষিতং বস্তু। সাম্যবন্তঃ সাম্যতাবিশিষ্টাঃ বাচামিশ্রণং কথোপকথনমপি কষ্টপ্রদং অব্যক্তমস্পষ্টং তেষামসিতানাং মুনিভিঃ বাল্মীকাদিভিঃ। তত্রচ চরিতসুনিরূপণে তেষাং মুনীনাং পোষং পুষ্টিং লভতে দোষঃ পুষ্টো ভবতীত্যর্থঃ। তাদৃশতায়াং দোষদায়িতায়ামপি অকৃশাঃ পুষ্টা যা তস্য মোহনশক্তিঃ সা মুনীনামপি তদাসক্তীকুর্ব্বতী তেষ্বাসক্তিং রচয়ন্তী সর্ব্বান্ ভীষয়তে ভয়ং প্রাপয়তীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

যাহার প্রসঙ্গ হইতেছিল, তাহারই তুমি অনুসন্ধান কর। দশরথ পুত্র রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় বংশজাত, এই কারণে তাঁহার ক্রূরতা নিতান্তই নিকটস্থিত। দেখ দেখ, সাক্ষাৎ কশ্যপ প্রজাপতি হইতে যাঁহার জন্ম, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং জন্মাবধি ব্রহ্মচারী বিরলগামী; এবং যিনি দ্বিতীয় শ্যাম, অর্থাৎ বামন, তিনিও বলিরাজার প্রতি কিরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন! ঐ বলিবিনাশী বামনদেবের সম্যক্ দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্বচ্ছন্দভাবে 'বলিভুক্' অর্থাৎ কাক জাতি স্পষ্টই যে যে স্থানে 'বলি' অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তু লাভ করে, সেই স্থানে নব নব উপদ্রব বিস্তার করিয়া থাকে। অতএব তোমরা সকলেই পরস্পর সমান। এই কারণে তোমাদের সহিত বাক্য দ্বারা মিশিলেও অর্থাৎ কথপোকথনেও দুঃখ হইয়া থাকে। ওরে! কি অস্পষ্ট করিয়া বলিতেছ। তাহা হইলে বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিগণও কেন ঐ 'অসিত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণদিগের চরিত্র উত্তমরূপে নিরূপণ করিবেন? ঐরূপ চরিত্র নিরূপণেও ঐ সকল মুনিদিগের দোষই পুষ্টিলাভ করিতেছে। ঐ প্রকার দোষদায়িত্ব থাকিলেও তাঁহার যে পরিপুষ্ট মোহিনী শক্তি আছে। সেই শক্তি মুনিদিগকেও ঐ সকল কৃষ্ণবর্ণ আসক্ত করিয়া অবশেষে সকলকেই ভয় দেখাইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

অতঃ ;—

হিংস্রাদপি ন হি তাদৃগ্, ভীতির্ভবতীহ লোকানাম্।

যাদৃগ্দর্শনমাত্রাদ্ধর্ম্মধ্বজিনঃ প্রজায়েত ॥ ৭১ ॥

তথা হি ;—

হিংস্রঃ খলু কিং কুর্য্যাদ্, যস্মাদ্ভীত্যা পলায়তে লোকঃ।

হিংস্রাত্মাপি চরিত্রং, শুভমিব কলয়ন্ ভৃশং শঙ্ক্যঃ ॥ ৭২ ॥

(ক) অথ ক্ষণং বিশ্রম্য চাধিগম্য চাহ ;—অয়ে! তৎকথাং প্রস্তুবতাং তাবদস্তু মায়াবশতা তৎকথাপি তন্মায়াময়মহসা (খ)

তেষাং ভয়জনকত্বং ব্যনক্তি—হিংস্রাদপীতি। ইহ জগতি লোকানাং হিংস্রাৎ হিংসাকারকাৎ ব্যাঘ্রাদেঃ সকাশাৎ তাদৃশভীতি র্ভয়ং ন ভবতি, ধর্ম্মধ্বজিনো বঞ্চকস্য দর্শনমাত্রাৎ যাদৃশভীতিঃ প্রজায়েত ॥ ৭১ ॥

তৎ প্রদর্শয়তি—হিংস্র ইতি। হিংস্রো ব্যাঘ্রাদিঃ কিং কুর্য্যাৎ তস্য চরিত্রং শুভমিব কলয়ন্ অবগচ্ছন্ হিংসাত্মাপি হিংসাশীল আত্মা বাসনা যস্য স ভৃশং শঙ্ক্যঃ শঙ্কাস্পদং স্যাৎ ॥ ৭২ ॥

তদনন্তরমপি তস্যা বৃত্তং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তেষাং কথা তৎকথা তাং, তৎকথাপি সা

অতএব ধর্ম্ম ভাণকারী বা বঞ্চক ব্যক্তির দর্শনে যেরূপ ভয় জন্মিয়া থাকে, এই জগতে মানবগণের ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি হিংস্রক জন্তু হইতে সেইরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই ॥ ৭১ ॥

দেখ লোকে যাহার নিকট হইতে ভয় পাইয়া পলায়ন করে, সেই ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তু কি করিতে পারে। কিন্তু যাহার অন্তঃকরণ বা বাসনা হিংসায় পরিপূর্ণ, এবং যে ব্যক্তি তাহার চরিত্রকে শুভ বলিয়া বিবেচনা করে ; তাহাকেই অধিক ভয় করিতে হয় ॥ ৭২ ॥

অনন্তর রাধিকা ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া এবং বিবেচনা করিয়া কহিলেন।

(ক) যদনুচরিত ইত্যস্যার্থং বিশদয়তি অথেত্যাদি। ভ্রমরে দূতত্বমিব তত্র দৃশ্যমানেষু বিহঙ্গেষু ভিক্ষুত্বমারোপ্য গদিতং। বৃঃ টীকা।

অথাভিজল্পিতং। ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ। যত্র সানুশয়ং প্রোক্তং তদ্ভবেদভিজল্পিতং। যথা ভাঃ ১০।৪৭।১৮। যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্, সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ। সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি। অস্যার্থং বিশদয়তি অথ ক্ষণমিত্যাদিনা। আ।

(খ) মহসা সহসা ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবন পাঠঃ।

দাম্পত্যসম্পত্ত্যধিকৃতধর্ম্মাণাং মর্ম্মাণি নির্ম্মূলয়তি। নির্ম্মূল্য চ প্রাতিকূল্যমত্যজন্তী কুট-কদম্ব-সম্বলিতং কুটুম্বনিকুরম্বং গৃহভাজস্ত্যাজয়ন্তী তচ্চ তাংশ্চ দীনতাং ভাজয়ন্তী পুনরুত্তরাংস্তু বিহঙ্গমানিব ভিক্ষুচর্য্যাং সঙ্গময়তি। অত্র চেদং বাগ্‌যুদ্ধমুদ্বুদ্ধং মা কার্ষীঃ, তর্হি তৎ কথনমমী কথমহিততমাঃ শৃণ্বন্তীতি। তত্র নিরসূয়তয়া শ্রূয়তাং;—তৎ খলু নিষ্কলুষবৎ পুরতঃ শ্রবণসংজ্ঞায়াং রসজ্ঞায়ামাত্মনঃ পীযূষতাং রূষয়তি। পশ্চাত্তু শর্করাপূর্ণধুস্তূরচূর্ণপানকবদ্বুদ্ধিং ঘূর্ণয়তি ॥৭৩॥

যথা প্রস্তোতৄণাং কথাপি তেষাং মায়াময়মহসা মায়ায়াঃ প্রচুরেণ ধাম্না দাম্পত্যসম্পত্ত্যধিকৃতধর্ম্মাণাং দাম্পত্যরূপা স্ত্রীপুংসংসর্গরূপা যা সম্পত্তি স্তস্যামধিকৃতো ধর্ম্মো যেষাং তেষাং মর্ম্মাণ্যভীষ্টানি নির্ম্মূলয়তি সমুৎপাটয়তি। তথাপি প্রতিকূলতাং অত্যজন্তী কুট-কদম্বো বৃক্ষসমূহ স্তেন সম্বলিতং যুক্তং কুটুম্বনিকুরম্বং কুটুম্বসমূহং গৃহভাজো গৃহস্থান্ জনান্ ত্যাজয়ন্তী তচ্চ কুটুম্বনিকুরম্বং তাংশ্চ গৃহভাজশ্চ দীনতাং দারিদ্র্যং ভাজয়ন্তী সেবয়ন্তী পুনরুত্তরান্ গৃহভাজস্তু বিহঙ্গমান্ পক্ষিণ ইব ভিক্ষুচর্য্যাং সঙ্গময়তি যোজয়তি। অত্র বিষয়ে ইদং বক্তব্যমুদ্বুদ্ধং বাগ্‌যুদ্ধং মাকরোঃ, তৎ কথনং তেষাং গুণবর্ণনং অমী অহিততমাঃ পূজ্যতমা জনকাদয়ঃ কথং শৃণ্বন্তীতি। নিরসূয়তয়া গুণেষু দোষারোপশূন্যতয়া তচ্চরিত্রং নিষ্কলুষবৎ নির্দ্দোষবৎ, শ্রবণং কর্ণঃ স এব সংজ্ঞা যস্যা এবম্ভূতা যা রসজ্ঞা জিহ্বা সা, কিম্ভূতায়াং রসজ্ঞায়াং রসং জানাতীতি তস্যাং আত্মনঃ পীযূষতাং অমৃতত্বং রূষয়তি ভ্রক্ষয়তি পশ্চাত্তু শর্করয়া পূর্ণং যৎ ধুস্তূরফলচূর্ণং তস্য পানবৎ বুদ্ধিং ঘূর্ণয়তি সুচঞ্চলাং করোতি ॥ ৭৩ ॥

ওরে? যে সকল ব্যক্তি ঐরূপ কৃষ্ণবর্ণের চরিত্র বর্ণন করেন, তাঁহারা যে মায়ার বশবর্ত্তী, সে কথা এখন দূরে থাক, সেই কথাও তাঁহাদের মায়াপূর্ণ তেজো দ্বারা দাম্পত্যরূপ সম্পত্তিতে যাহাদের ধর্ম্ম অধিকৃত, সেই সকল ব্যক্তির অভীষ্ট বিষয় উন্মূলিত করিয়া থাকে। ঐ কথা এইরূপে অভীষ্ট বিষয় উন্মূলিত করিয়া কখনও প্রতিকূলতা পরিত্যাগ করে না, বৃক্ষ সমূহ সম্বলিত কুটুম্ববর্গ এবং গৃহস্থদিগকে পরিত্যাগ করায়; ঐ কুটুম্ব বর্গ এবং গৃহস্থদিগের দৈন্য দশা ঘটাইয়া পুনর্ব্বার অন্যান্য গৃহস্থদিগকে পক্ষিদিগের ন্যায় ভিক্ষুবৃত্তি পুনশ্চ অবলম্বন করাইয়া থাকে। এই বিষয়ে তুমি বাক্‌যুদ্ধের উদ্বোধন করিও না। যদি বল, তাহা হইলে পূজ্যতম

ততশ্চ ;—

শঙ্কে বিহগা নামী, কিন্ত্বেতে স্যুর্নরা গৃহগাঃ।

তদ্গীতেন বিমুগ্ধা, দুগ্ধাত্মীয়াশ্চ ভিক্ষবো জাতাঃ ॥৭৪॥

(ক) অথ শ্রুতিমভিনীয় পুনঃ প্রাহ স্ম ;—অরে! তদিত্থমাত্থ ;—অয়ি! কৃষ্ণতৃষ্ণাপাত্রি! যথা সম্ভাবয়সি তথা সত্যং ন সম্ভবত্যসৌ। কিন্ত্বন্তর্ব্বহিরপি মহিত এবেতি। তত্র শ্রূয়তাং ;—নাস্মাকং সম্ভাবনমাত্রং তৎ প্রমাপাত্রং (খ)

বিহঙ্গমানাং ভিক্ষুচর্য্যাং বর্ণয়তি—শঙ্কে ইতি। অমী বিহগাঃ পক্ষিণো ন স্যুঃ কিন্তু এতে বিহগা গৃহস্থা মনুষ্যা ইতি শঙ্কে। তৎ কথং বিহগত্বং তত্রাহ তদ্গীতেন বিমুগ্ধা দুগ্ধাত্মীয়াঃ দুগ্ধা আঘাতিতা আত্মীয়া যৈ স্তে ভিক্ষবো জাতাঃ ॥ ৭৪ ॥

তদেবং কথয়িত্বা যদাচরত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। শ্রুতিং কর্ণং অভিনীয় তত্র সংযোজ্য ইত্থমেবং বদসি। অয়ি হে কৃষ্ণতৃষ্ণাপাত্রি কিন্ত্বসৌ কৃষ্ণোঽন্তর্ব্বহিরপি তব মহিতঃ পূজিত

জনকাদি কি নিমিত্ত তাঁহাদের গুণ বর্ণন শ্রবণ করিয়া থাকেন? সেই বিষয়ে তুমি অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণ কর। সেই চরিত্র নিশ্চয়ই প্রথমে নির্দ্দোষের মত কর্ণ নামক রসজ্ঞ জিহ্বাতে নিজের অমৃতভাব মাখাইয়া দেয়, কিন্তু সেই চরিত্র পশ্চাৎ শর্করাপূর্ণ ধুস্তূরফল চূর্ণ পানের মত বুদ্ধিকে ঘূর্ণিত বা অত্যন্ত চঞ্চলা করে॥ ৭৩॥

অনন্তর আমার বিবেচনায় ইহারা পক্ষী নহে, কিন্তু ইহারা গৃহস্থ মানব। শ্রীকৃষ্ণের গানে মুগ্ধ হইয়া এবং আত্মীয়দিগকে আঘাত করিয়া ইহারা ভিক্ষুক হইয়াছে॥ ৭৪॥

অনন্তর রাধিকা ঐ বিষয়ে কর্ণ সংযোগ করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন।

(ক) অথাজল্পঃ। জৈহ্ম্যং তস্যার্ত্তিদত্বঞ্চ নির্ব্বেদাদ্ যত্র কীর্ত্তিতং। ভঙ্গ্যান্যসুখদত্বঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ। যথা ভাঃ ১০।৪৭।১৯। বয়মৃতমিব জিহ্মং ব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ কুলিররুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ। দদৃশুরসকৃদেতৎ যন্নখস্পর্শতীব্র-স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তাঃ॥ অস্যার্থং বিশদয়তি অথ শ্রুতিমভীত্যাদিনা। আ।

(খ) তত্র প্রমাণ পাত্রং। ইতি গৌরপাঠঃ। তত্রপ্রমাপাত্রমিত্যানন্দবৃন্দাবন পাঠঃ।

কিন্তু প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষমপি। যতঃ পূর্ব্বমস্মাভিরপূর্ব্বতয়া তদ্ব্যাহৃতং ভবদ্বদেব সমাহৃতমাসীৎ। পশ্চাত্তু মৃগং মৃগয়মাণস্য মৃগয়োর্গীত-তত্ত্ববদেব জ্ঞাতং। তত্র মহাদুঃখে সমুন্মুখে কিং সলজ্জতাসজ্জনেন। শ্রূয়তাং;—যতস্তেন লব্ধাকর্ষাস্তস্য বন্যবেশেন ধৃতহর্ষা জাততন্মিলনতর্ষাঃ কেবলং করকণ্টক-নামান্তর-খরনখরশরস্পর্শমাত্রমুপলভ্য লব্ধবেদনা বভূবিম ॥৭৫॥

এবেতি। অস্মাকং তত্র কৃষ্ণে প্রমাপাত্রং প্রমাস্থানং সম্ভাবনামাত্রং ন কিন্তু প্রত্যক্ষং পরোক্ষং প্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়গোচরমপি, তত্র হেতু যত ইতি অপূর্ব্বতয়া ভবতীনামহমৃণীত্যাদিপ্রকারয়া তস্য ব্যাহৃতং বাক্যং ভবতেব সমাহৃতং সম্যক্ প্রকারেণ গৃহীতং। মৃগয়মাণস্য অন্বেষতঃ মৃগয়ো র্ব্যাধস্য গীততত্ত্ববৎ মৃগবধার্থং মনোহরগানমিব সলজ্জতাসজ্জনেন লজ্জাসাহিত্যযোগেন কিং তেন কৃষ্ণেন লব্ধ আকর্ষ আক্রমণং যাসাং তা স্তস্য কৃষ্ণস্য বনভববেষেণ ধৃতো হর্ষো যাসাং তাঃ অতএব জাত স্তস্য মিলনে তর্ষঃ কামো যাসাং তাঃ। করকণ্টকো নামান্তরং যস্য এবম্ভূতং যৎ খরনখরং তদেব শরো বাণ স্তস্য স্পর্শমাত্রং লব্ধা বেদনা পীড়া যাসাং তা বয়ং বভূবিম ॥ ৭৫ ॥

ওরে? এই কারণে কি এইরূপ বলিতেছ যে, হে কৃষ্ণের তৃষ্ণাপাত্রি? আপনি যেরূপ ভাবনা করিতেছেন তাহা সত্য হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঐ শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে এবং বাহিরে তোমারই পুজ্য। এই বিষয়ে তুমি শ্রবণ কর। আমাদের শ্রীকৃষ্ণের উপরে জ্ঞানের স্থান কেবল সম্ভাবনা মাত্র নহে, কিন্তু পত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই উভয় প্রমাণই সেই বিষয়ের কারণ। কারণ, পূর্ব্বে আমরা অপূর্ব্ব ভাবে (অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকটে ঋণী আছি) এইরূপ প্রকারে তাঁহার বাক্য; তোমারই মত। সম্যক্ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু পশ্চাৎ আমরা সেই বাক্যকে মৃগান্বেষী ব্যাধের মৃগবধ নিমিত্তক মনোহর গানের মত বুঝিয়া-ছিলাম। ঐরূপ মহাদুঃখ উপস্থিত হইলে লজ্জা করিয়া কি হইবে। শ্রবণ কর, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদিগকে আকর্ষণ করেন, তখন আমরা তাঁহার বন্য বেশ দেখিয়া আহ্লাদিত হইতাম; অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমাদের সর্ব্বদাই বাসনা থাকিত; তখন কেবল করকণ্টক নামান্তর, এইরূপ তীক্ষ্ণ নখররূপ বাণের স্পর্শ মাত্র অনুভব করিয়া আমাদের বেদনা হইয়া-ছিল ॥ ৭৫ ॥

তথা হি ;—

শপথং করোমি মধুকর! ন মনসি তস্যাঙ্গসঙ্গমঃ স্ফুরতি।
নখরস্পর্শবিষং পুনরন্তর্জ্বালাভিরনুমিতং ক্রিয়তে॥

তস্মাদস্য দম্ভারম্ভিতয়া মৌনমবলম্বমানস্য তন্মন্ত্রিণঃ প্রতিনিধিবদ্দর্শনাদুপমন্ত্রিতয়া দৃশ্যমান! তথা তৎপর্য্যায়তয়া ভণ্ডবিদ্যাপণ্ডিত! তন্যতাং কৃপা তদন্যবার্ত্তা ভণ্যতাম্॥৭৬॥

যতঃ ;—

নব্যা নেয়ং বিদ্যা, তচ্ছিক্ষাতস্ত্বয়াত্র যা যোগ্যতা।
তস্মিন্ সন্তি পরায়াস্তাভ্যো ন ভয়ং কদা স চাগন্তা॥৭৭॥

লব্ধবেদনতয়া যদাহ তদ্বর্ণয়তি—শপথমিতি। হে মধুকর! শপথং দিব্যমহং করোমি তস্য কৃষ্ণস্য অঙ্গসঙ্গমো মে মনসি ন স্ফুরতি, তত্র হেতুং বদতি নখস্পর্শবিষং অন্তর্জ্বালাভি হৃত্তাপৈরনুমিতং ক্রিয়তে অস্য কৃষ্ণস্য দম্ভঃ কপট স্তস্যারম্ভবিশিষ্টতয়া তন্মন্ত্রিণঃ অর্থাদুদ্ধবস্য উপমন্ত্রিভাবেন হে দৃশ্যমান! তৎপর্য্যায়তয়া ভণ্ডপর্য্যায়তয়া হে ভণ্ডবিদ্যায়াং পণ্ডিত! ত্বয়া কৃপা তন্যতাং প্রকাশ্যতাং তস্মাৎ কৃষ্ণাদন্যস্য বার্ত্তা কথ্যতাম্॥ ৭৬॥

তত্র চ পাণ্ডিত্যং বর্ণয়তি—নব্যেতি। অত্র যা বিদ্যা ত্বয়া যোজ্যা ইয়ং তস্মাৎ শিক্ষাতো নব্যা ন তস্মিন্ কৃষ্ণে পরা এতদ্ভিন্না যা বিদ্যাঃ সন্তি তাভ্যো বিদ্যাভ্যো ভয়ং কদাচ না গন্তা নাগমিষ্যতি॥ ৭৭॥

দেখ, হে মধুকর? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সংসর্গ আমার মনে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। তাহার কারণ এই, শ্রীকৃষ্ণের নখস্পর্শে যে বিষ আছে, তাহা আমার অন্তর্দ্দাহ দ্বারাই অনুমান করা যাইতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ কপট করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার মন্ত্রী উদ্ধব মৌনাবলম্বন করিলে, উদ্ধবের প্রতিনিধিরূপে তোমাকে দর্শন করা যাইতেছে। এই কারণে তোমাকে উপমন্ত্রিরূপে দর্শন করিতেছি। হে ভণ্ড-বিদ্যাবিশারদ? তোমাতে ভণ্ডেরই পর্য্যায় দেখিতে পাইতেছি। তুমি এক্ষণে আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর, এবং কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য লোকের সম্বাদ বর্ণন কর॥ ৭৬॥

এই বিষয়ে তুমি যে বিদ্যা যোজনা করিবে, তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা হইয়াছে বলিয়া এই বিদ্যা কিন্তু নূতন নহে। ইহা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য যে

(ক) অথ তদেবং কথয়িত্বা পুনঃ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ প্রাহ স্ম ॥৭৮॥

এবং দিব্যোন্মাদপ্রমাদাদস্মিন্মহাবিরহেঽপি সা তদঙ্গসঙ্গস্ফূর্ত্তিবলগানমানভঙ্গীসঙ্গিনী জাতা। ততশ্চ ভ্রমরস্বভাবসদ্ভাবভ্রমণরচনয়া তত্র বৃক্ষান্তরেণান্তরিতে জাতে সেয়ং কলহান্তরিতাপি জজ্ঞে। যথা আহ স্ম ॥ ৭৯ ॥

অঘটি যন্ময়া বত! কঠিনং, রটিতং কুটিলং হরের্দ্দূতে।
বক্রোক্তিং ন হি যদয়ং, বেত্তুং শক্তস্ততশ্চলিতঃ ॥৮০॥

অত্র স্বয়ং কবিরন্যদ্বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। সুগমং ॥ ৭৮ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠোক্তিং বর্ণয়তি—এবমিতিগদ্যেন। সা শ্রীরাধা অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যোঽঙ্গসঙ্গস্তস্য স্ফূর্ত্ত্যা বলমানা প্রবলা যা মানভঙ্গী মানকৌটিল্যং তস্যাঃ সঙ্গিনী জাতা, ভ্রমরস্য স্বভাবসদ্ভাবো ভ্রমণং তস্য রচনয়া আচরণেন বৃক্ষান্তরেণান্তরিতে ব্যবহিতে জাতে সেয়ং শ্রীরাধা কলহান্তরিতাপি জজ্ঞে জাতা যথা বদতি স্ম ॥ ৭৯ ॥

তৎকথনং বর্ণয়তি—অঘটীতি। বতেতি খেদে। ময়া কঠিনমঘটি ঘটিতং যৎ হরের্দূতে কুটিলং রটিতং কথিতং যদ্‌যস্মাদয়ং ভ্রমরো মম বক্রোক্তিং বেত্তুং ন শক্ত স্তস্মাচ্চলিতো গতঃ ॥ ৮০ ॥

সকল বিদ্যা আছে, সেই সকল বিদ্যা হইতে কদাপি ভয় আসিবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৭৭ ॥

কবি বলিলেন, অনন্তর এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ৭৮ ॥

এইরূপ অদ্ভুত উন্মাদ জনিত অনবধানতা বশতঃ ঐরূপ মহা বিরহ ঘটিলেও শ্রীকৃষ্ণের দেহ সংসর্গের স্ফূর্ত্তি হেতু রাধিকার প্রবল কুটিল মান হইয়াছিল। অনন্তর ভ্রমরের স্বাভাবিক সদ্ভাব এবং ভ্রমণের অনুষ্ঠানে ভ্রমর অন্য বৃক্ষ দ্বারা অন্তরাল হইলে ঐ রাধিকা কলহান্তরিতা নায়িকা হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥

হায়? আমি কঠিন কার্য্য করিয়াছি। যেহেতু আমি শ্রীকৃষ্ণের দূতের উপরে

(ক) অথ প্রতিজল্পঃ। দুস্ত্যজদ্বন্দভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হেত্যনুদ্ধতং। দূতসংমাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ। যথা ভাঃ ১০।৪৭।২০। প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং, বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গং। নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দপার্শ্বং সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে ॥ অস্যার্থং বিশদয়তি অথ তদেবমিত্যাদিনা। আ।

দয়িতেনান্যালাভাদ্ গোপনকামাদপি ভ্রমরঃ।
প্রহিতঃ ক্ষিপ্তো ময়কা নিজহৃদি কঞ্জে নিচিক্ষিপে চাগ্নিঃ ॥৮১॥

ইতি সারোদৎ ;—রোদনমবকলয্য চ সর্ব্বা রুরুদুঃ।

সা তু রুদতী তস্য বর্ত্মনি নেত্রং নুদতী চ তং বা তদ্বিধমন্যং বাকস্মাদায়ান্তমবলোচ্য সম্ভ্রমসম্পন্নকম্পদ্বলমান-বিকৃতবর্ণং বর্ণয়ামাস। তত্র চ প্রিয়সখ! পুনরাগা ইতি বক্তব্যে পি পি পি পি প্রীয়সখ পু পু পু পু প্যুনরাগা ইতি প্রাহ স্ম—

অত্র যদ্যপি ত্বমিতো যয়িথ তথাপি যস্মাৎ পুনরাগাস্তস্মাদ-স্মাকং প্রিয়সখ এব ত্বম্ ॥ ৮২ ॥

কিঞ্চ দয়িতেন শ্রীকৃষ্ণেন অন্যায়া রমণ্যা অলাভাৎ অস্মাকং গোপনে রক্ষণে কামাদপি ভ্রমরঃ প্রেষিতঃ নিন্দনেন ময়া ক্ষিপ্তো। নিন্দনে অক। নিজহৃদি কঞ্জে পদ্মে অগ্নি নিচিক্ষিপে নিক্ষিপ্তঃ ॥ ৮১ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—ইতীতিগদ্যেন। সা শ্রীরাধা তু তস্য ভ্রমরস্য বর্ত্মনি অধ্বনি নেত্রং প্রেরয়ন্তী তং ভ্রমরং তৎপ্রকারং অন্যং বা ভ্রমরং অকস্মাদাগচ্ছন্তং সংভ্রমেণ সম্পন্না যঃ কম্পসম্পত্তয়া বলমানং মিশ্রিতং বিকৃতবর্ণং হ্রাসবৃদ্ধিরূপং যত্র তদ্যথাস্যাত্তথা বর্ণয়ামাস। বিকৃতবর্ণতাং পরিচায়য়তি পিপীত্যাদি। যযিথ গতবান্ পুনরাগা আগতোঽসি অস্য প্রিয়-সখশব্দস্য ॥ ৮২ ॥

এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। কারণ, এই ভ্রমর আমার বক্রোক্তি বুঝিতে কিছুতেই সমর্থ নহে। এই কারণে সে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে ॥ ৮০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য রমণীদিগকে না পাইয়া, আমাদিগকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া ভ্রমরকে পাঠাইয়া ছিলেন। আমি নিন্দা করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছি, এবং আপনার হৃদয় কমলে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছি ॥ ৮১ ॥

এই বলিয়া রাধিকা রোদন করিলেন। তাঁহার রোদন দেখিয়া সমস্ত সখী রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু সেই রাধিকা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ভ্রমরের পথে নেত্র চালনা করিয়া, সেই ভ্রমরকে অথবা ঐরূপ অন্য কোন ভ্রমরকে অকস্মাৎ আসিতে দেখিয়া, সম্ভ্রম-জনিত প্রচুর কম্পনের সঙ্গে মিশাইয়া হ্রাস এবং বৃদ্ধি রূপ

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ ;—

যঃ সহ খেলতি স সখা যঃ সমদুঃখঃ প্রিয়ঃ স পুনঃ।
অপি দুঃখে সহবাসী যঃ প্রিয়সখতাং স তু ব্রজতি ॥৮৩॥

তত্র চানুরাগ্যন্তস্তয়া নিজভাগ্যবিশেষং তর্কয়ন্তী প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিমিতি মনসি প্রোচ্য পুনর্ব্বচসি বক্তব্যে প্রে ইতি বদন্ত্যেব মুমূর্চ্ছ। ততস্তদ্ধৃতধৈর্য্যবিভবে তস্মিনুদ্ধবে সখী-বলয়েষু চ লব্ধবুদ্ধিবিলয়েষু সা তস্যামিদ্ধমূর্চ্ছায়াং মূর্চ্ছায়ামেব স্বপ্ন ইব হন্ত! হন্ত! কেনাস্য তদেতদৃণবিগণনং কুর্য্যামিতি

তমভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—য ইতি। সহ সমমেকত্র খেলতি দিব্যতি স সখা স্যাৎ যঃ সমদুঃখ-প্রিয়ঃ সমৌ দুঃখসুখে যস্য সোঽপি সখা। যোঽপি দুঃখে সহবাসী সতু প্রিয়সখতাং ব্রজতি অত স্ত্বং পুনরাগত ইতি ॥ ৮৩ ॥

ততঃ স যদাচরত্তদ্বর্ণয়তি—তত্র চেতিগদ্যেন। অনুরাগ্যন্তস্তয়া অনুরাগবিশিষ্টমন্তশ্চিত্তং যস্যা স্তদ্ভাবতয়া তত স্তস্মাৎ তেন তস্যা মূর্চ্ছনেন ধৃতঃ খণ্ডিতো ধৈর্য্যবিভবো যস্য তস্মিন্নুদ্ধবে সতি তথা লব্ধো বুদ্ধেবিলয়ো যেষাং তেষু সখীবলয়েষু সখীমণ্ডলেষু সৎসু সা কিঞ্চিৎ প্রললাপেত্যন্বয়ঃ। কথমৃদ্ধা বৃদ্ধা মূর্চ্ছা সম্মোহো যত্র তস্যাং মূর্চ্ছায়াং তদাখ্যাবস্থায়ামেব অস্য ভ্রমরস্য তদেতস্য প্রিয়-

---

বিকৃতবর্ণে বলিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে হে প্রিয়সুহৃৎ! তুমি পুনর্ব্বার আসি-য়াছ, এই কথা বলিতে গিয়া, রাধিকা 'পি, পি, পি', হে প্রিয় সুহৃৎ! "পু, পু, পু, পু" পুনর্ব্বার তুমি আসিয়াছ, এই কথা বলিয়াছিলেন। যদ্যপি তুমি এই স্থান হইতে গমন করিয়াছ, তথাপি তুমি পুনর্ব্বার আসিয়াছ, এই হেতু নিশ্চয়ই তুমি আমাদিগের প্রিয়সুহৃৎ ইহাই এখানে ব্যক্ত হয় ॥ ৮২ ॥

ইহাই প্রিয় সখশব্দের-অভিপ্রায় যে ব্যক্তি এক সঙ্গে খেলা করে তাহাকে সখা বলে, এবং যাহারা সুখ দুঃখ সমান, তিনিই প্রিয় হইবার উপযুক্ত। আর যে ব্যক্তি দুঃখে সহবাস করে, সেই ব্যক্তিই প্রিয় সুহৃৎ হইতে পারেন। এই কারণে তুমি পুনরায় গমন করিয়াছ ॥ ৮৩ ॥

তন্মধ্যে নিজের অন্তঃকরণ অনুরাগ বিশিষ্ট হওয়াতে আপনার ভাগ্য বিশেষ তর্ক করিয়া "ইহাকে কি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণ করিয়াছেন?"

ইহা মনে মনে বলিয়া পুনর্ব্বার তাহা বাক্যে বলিতে গিয়া 'প্রেয়সী এই স্থানে

বিচিন্ত্য কিঞ্চিৎ প্রললাপ। যথা বরয় কিমনুরুন্ধ ইতি। অত্রাবরুংৎস ইতি ব্যক্তব্যে তিঙ্‌ব্যত্যয়ঃ প্রজ্ঞাব্যত্যয়মেব ব্যঞ্জয়তি ॥ ৮৪ ॥

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ—

যৎ প্রিয়সখতাভাগ্য-স্তস্য ধনং তস্য নান্যস্য !
প্রিয়তমদূতায় তু তন্নালং কিন্ত্বস্য বাঞ্ছিতং পৃচ্ছ্যম্ ॥৮৫॥

সখকার্য্যস্য ঋণস্য বিগণনং পরিশোধনং কুর্য্যামিতি বিচিন্ত্যেতি। তৎপ্রলাপং বর্ণয়তি—যথেত্যাদি। প্রজ্ঞাব্যত্যয়ং বুদ্ধে বিপর্য্যাসং। তস্য বাক্যস্য ॥ ৮৪ ॥

তমভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—য ইতি। যস্য প্রিয়সখতাভাগ্‌ভবতি তস্য ধনং তস্য প্রিয়সখতাভাজঃ ন তদ্ভিন্নস্য প্রিয়তমস্য দূতায় ভ্রমরায় তু তদ্ধনং নালং ন সমর্থং। অস্য ভ্রমরস্য বাঞ্ছিতং কাম্যং পৃচ্ছ্যং জিজ্ঞাসনীয়ং ॥ ৮৫ ॥

'প্রে' এইকথা বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর রাধিকার মূর্চ্ছা দেখিয়া উদ্ধবের ধৈর্য্য সম্পত্তি খণ্ডিত অর্থাৎ ধৈর্য্যবল দূঢ় হইলে এবং সখীগণের বুদ্ধি-শক্তি লয় পাইলে, রাধিকা প্রবুদ্ধমোহ সম্বলিত মূর্চ্ছাদশাতে স্বপ্নের ন্যায়, "হায়! হায়! কি করিয়া আমি এই ভ্রমরের এবং এই প্রিয় সুহৃদের কার্য্যের ঋণ পরিশোধ করিব" এইরূপ চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ প্রলাপ করিলেন। যথাঃ—তুমি প্রার্থনা কর, আমি কি অনুরোধ করিব। এই স্থানে তুমি অবরোধ করিতেছ, এই কথা বলিতে গিয়া ধাতুর ব্যতিক্রম (১) বুদ্ধির ব্যতিক্রমই প্রকাশ করিতেছে ॥ ৮৪ ॥

সেই বাক্যের তাহাই অভিপ্রায় যে, যে প্রিয় বন্ধুভাব ধারণ করে, তাহার যে অর্থ আছে, সেই ধন তাহারই, কিন্তু অন্যের নহে। কিন্তু সেই ধন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দূতের (ভ্রমরের) উপযুক্ত হইতে পারেনা। সুতরাং এই ভ্রমরের অভীষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৮৫ ॥

---

(১) ব্যতিক্রম অর্থাৎ মধ্যম পুরুষের স্থানে উত্তম পুরুষ প্রয়োগ।

অত্র তত্রাবেশত এবেদমাশশঙ্কে। সোঽয়মেবমাশঙ্কেত। ইয়ং খলু মুগ্ধা ভবতি ন তু বিদগ্ধা। যস্মান্নিরবধি নিরুপধি-সুহৃদং (ক) মামুপাধিবাধিতহৃদং মন্যত ইতি। তস্মাদিদং ব্রবীমীতি ব্রবীতি স্ম ॥ ৮৬ ॥

মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গেতি। অত্রায়মভিপ্রায়ঃ।--
যদ্যপি মিত্রং নিরুপধি কশ্চন কস্যাপি সন্ততং ভবতি।
তদপি সদা পরিতর্প্যঃ স হি ন হি ভিন্নঃ স্বতঃ পরিস্ফুরতি ॥৮৭॥

অথ যদি তথা মন্যসে তদা মহ্যমেতদেব দেহীতি প্রোচ্য

তথ তস্যা ভাবং বর্ণয়তি—অত্রেতিগদ্যেন। সা রাধা ইদমাশশঙ্কে শঙ্কাং কৃতবতী, তাং শঙ্কাং বিবৃণোতি--সোঽয়মিত্যাদি। সোঽয়ং ভ্রমমাশঙ্কেত শঙ্কাং কুর্য্যাৎ, মুগ্ধা মূঢ়া বিদগ্ধা রসিকা নিরুপধিসুহৃদং উপাধিনা শূন্যং প্রিয়ং মামুপাধিঃ কৃষ্ণপক্ষস্বরূপঃ তেন বাধিতং হৃৎ হৃদয়ং যস্য তং মন্যেতেতি। তস্মাদিতি পুনশ্চিন্তনং অত্র বাক্যে ॥ ৮৬ ॥

তং ব্যনক্তি—যদ্যপীতি। নিরুপধি উপাধিশূন্যং সহি সদা পরিতর্প্যঃ পরিতর্পণবিষয়ঃ। হি যতঃ স্বতঃ স্বস্মাৎ ন ভিন্নঃ পরিস্ফুরতি আত্মপরিতর্পণং সর্ব্বেষাং কর্ত্তব্যমেবেতি ॥ ৮৭ ॥

তত স্তস্যা ভাবান্তরং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তথা তদ্রূপাভেদং কিমপি অনন্যশোচ্য

এই বিষয়ে ভ্রমরের উপর আসক্তি থাকাতেই এইরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিল। এই ভ্রমর এইরূপ শঙ্কাই করিতে পারে যে, ইনি নিশ্চয়ই মূঢ়া, কিন্তু রসিকা নহে। যে হেতু এই রাধিকা নিরবধি উপাধি শূন্য আমাকে (আমি যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে) এইরূপভাবে বাধিত হৃদয় বলিয়া ভাবিতে পারিবেন। অতএব এই প্রকার বলা যাউক, এই ভাবিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ভ্রমর? তুমি আমার মাননীয় হইতেছ ॥ ৮৬ ॥

এই বিষয়ের তাৎপর্য্য, যদ্যপি কোনও ব্যক্তি কাহারও উপাধি শূন্য মিত্র সর্ব্বদা হইতে পারে না, তথাপি সর্ব্বদাই তাহাকে পরিতৃপ্ত করা কর্ত্তব্য। কারণ ঐ ব্যক্তি আপনা হইতে ভিন্ন হইয়া কখনও স্ফূর্ত্তি পায় না। ফল কথা আত্মতৃপ্তি সকলেরই কর্ত্তব্য ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর যদি তুমি ঐরূপ অভেদ বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমাকে

(ক) মামুপাধিব্যাধিতহৃদং, ইতি গৌরবৃন্দাবনানন্দ পাঠঃ।

কিমপ্যননুশোচ্য তর্হ্যেবাত্মানং রথমারোহয়িতুং প্রযতমানতয়া-সাবস্যাঃ স্ফুরতি স্ম। তত্র তু সেয়ং কাকুব্যাকুলং প্রলপতি স্ম।

"নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্ব"মিতি ॥ ৮৮ ॥

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ—

মধুকর ! স ভবান্ জাত্যা, সর্ব্বেষাং চ প্রমোদমাহর্ত্তা ।
মৎপ্রিয়সখতামঞ্চন্নয়সি কথং মাং সপত্নীষু ॥ ৮৯ ॥

ত্বং ন হি যন্মম দুঃখং, কৃষ্ণশ্চাবৈত্ততঃ সপত্নীষু !
অবিভর্ম্মামপি বিরহব্যাধিং নেতুং সযত্নতামভিতঃ ॥৯০॥

শোকমকৃত্বা প্রযতমানতয়া অসৌ ভ্রমর ইতি অস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ স্ফুরতি স্ম স্ফূর্ত্তিং প্রাপ। তত্রতু তদ্রূপস্ফুরণে তু সেয়ং শ্রীরাধা কাকুঃ শোকভীত্যাদিশব্দ স্তেন ব্যাকুলং যথাস্যাত্তথা প্রলাপং চকার নয়সীত্যাদি অস্য বাক্যস্য ॥ ৮৮ ॥

দমভিপ্রায়ং বর্ণয়তি—মধুকরেতি। হে মধুকর ! স ভবান্ জাত্যা স্বভাবেন সর্ব্বেষাং প্রমোদং চস্য আহর্ত্তা দাতাসি অতো মৎপ্রিয়সখতাং অঞ্চন্ গচ্ছন্ কথং মাং সপত্নীষু নয়সি প্রাপয়সি তদিচ্ছাং করোষীতি ॥ ৮৯ ॥

তত্র নোচিতমিতি বদতি ত্বমিতি যৎ যস্মাৎ মম দুঃখং কৃষ্ণো নাবৈৎ ন জ্ঞাতবান্ চকারাৎ ত্বঞ্চ তস্মাৎ সপত্নীষু বিরহব্যাধিং মামপি তত্র নেতুং প্রাপয়িতুং অভিতো সযত্নতাং যত্নং ন অবিভঃ নাধারয়ঃ ॥ ৯০ ॥

ইহাই দান কর। এইরূপ বলিয়া কোনও বিষয়ের জন্য শোক না করিয়া, "তাহা হইলেই আপনাকে রথে আরোহণ করাইবার নিমিত্ত সযত্নভাবে" ঐ ভ্রমর রাধিকার নিকটেই স্ফূর্ত্তি পাইল। ঐ রাধিকা কাকুক্তির সহিত ব্যাকুল ভাবে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। যে দুই জনের পার্শ্ব পরিত্যাগ করা যায় না, কেন আমাদিগকে এই স্থানে ঐ অপরিহার্য্য যুগলমূর্ত্তির (?) পার্শ্বে আনয়ন করিতেছ ॥ ৮৮ ॥

এইরূপ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, হে মধুকর ? তুমি স্বভাবতই সকল লোকের আনন্দ দান করিয়া থাক। অতএব আমার প্রিয়বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইয়া কেন তুমি আমাকে সপত্নীদের নিকটে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ ॥ ৮৯ ॥

যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ এবং তুমি আমার দুঃখ জান না, এই হেতু সপত্নীদিগের

তত্র চেদং পুনরুট্টঙ্কয়তি স্ম—কিময়ং ব্রূতে। সাম্প্রতমেব স গায়ত্রব্রতমুত্তীর্ণবানস্তি। কথং মিথুনীভাবমাপদ্যেতেতি। (ক) তত্রেদং ব্রবাণীতি ব্রবীতি স্ম।—

"সততমুরসি সৌম্য ! শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে" ইতি ॥ ৯১॥

অত্র চায়মভিপ্রায়ঃ।—

তস্যোরসি যা রেখা, সা খলু লক্ষ্মীরিতি প্রথিতম্।
তং মিলন্তী কিল তরুণং, সা নবতরুণী রহো ভবতি ॥৯২॥

কিঞ্চ তত্রচেদমিতিগদ্যেন পুনরাহ—অয়ং ভ্রমরঃ কিং ব্রূতে? স কৃষ্ণঃ গায়ত্রব্রতং বেদাধ্যয়নং মিথুনীভাবং স্ত্রিয়া সহ সংযোগং ৮৭ তত্র, অত্র বাক্যে ॥ ৯১ ॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উরসি বক্ষসি বামস্তনোর্দ্ধে স্বর্ণবর্ণা যা রেখা নবযুবানং তং শ্রীকৃষ্ণং সা মিলন্তী, নবযুবতী রহো নির্জ্জনগৃহে ভবতি ॥ ৯২ ॥

নিকটে বিরহ ব্যাধি এবং তাঁহার নিকটে আমাকে লইয়া যাইতে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইও না ॥ ৯০ ॥

তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার এইরূপ উল্লেখ করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি এই ভ্রমর কি বলিতেছে, বলিতেছে যে সম্প্রতি তাঁহার গায়ত্রীব্রত অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন হইয়া গিয়াছে ? এবং কিরূপে তাঁহার স্ত্রীলোকের সহিত সংসর্গ হইবে ?। অতএব আমি তবে এইরূপ বলি ; এই বলিয়া রাধিকা বলিতে লাগিলেন। হে সৌম্য ? তাঁহার বক্ষঃস্থলে সর্ব্বদাই লক্ষীরূপা বধূ (খ) সংবাস করিতেছেন ॥ ৯১ ॥

এই বাক্যের এইরূপ অভিপ্রায় যে, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অর্থাৎ বামস্তনের ঊর্দ্ধে যে স্বুবর্ণরেখা আছে, তাহাই লক্ষ্মী বলিয়া বিখ্যাত। নতুবা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া নবযুবতি যেন নির্জ্জন গৃহে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ৯২ ॥

(ক) তদেবং ইতি মাগু পাঠঃ।

(খ) শ্রীবৎসচিহ্ন অর্থাৎ দক্ষিণস্তনের উপরে শ্বেত লোমাবলী

তস্মাৎ—

ইত্বরীণামিয়ং রীতিরেতি স্বৈরমিতস্ততঃ।

নয়ন্মাং নগরং তাসাং দৃশাং মামব মানয় ॥ ৯৩ ॥

(ক) অথ পুনঃ কথমপি তদ্বাসনয়া কৃতবহির্বৃত্তিপ্রকাশনয়া চক্ষুষী সমুন্মীল্য নিভালয়ন্তী চিরং গতমপি তমেব দ্বিরেফং সাক্ষাদিব বীক্ষতে স্ম। বীক্ষ্য চ পুনর্বিরহমেব সন্ততং নিরীক্ষতে স্ম। তত্র চ পৃচ্ছ্যমিদং পূর্ব্বং নাপৃচ্ছমিতি স বিপ্রতীসারং পৃচ্ছতি স্ম।—

"অপি! বত! মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে" ইতি ॥৯৪॥

ভা ১০।৪৭।২১।

তাদৃশাচরণং ন সাধ্বীনামুচিতং কিন্তু তদিতরাসামিতি বর্ণয়তি—ইত্বরীণামসাধ্বীনামিয়ং রীতিঃ স্বভাব ইতস্ততঃ পুরুষে স্বৈরং স্বতন্ত্রং যথাস্যাত্তথা এতি গচ্ছতি তস্মান্মাং নগরং মথুরাং নয়ন্ প্রাপয়ন্ তাসামিত্বরীণাং দশামবস্থাং মা নয় ন প্রাপয় কিন্তু মামব রক্ষ ॥ ৯৩ ॥

অথ পুনস্তস্যা ভাবোদ্রেকং বর্ণয়তি—অথ পুনরিত্যগদ্যেন। তদ্বাসনয়া অনির্ব্বাচ্যবাসনয়া কৃতা যা বহির্বৃত্তিপ্রকাশনা তয়া নিভালয়ন্তী পশ্যন্তী দ্বিরেফং ভ্রমরং। তত্রচ বিরহে পৃচ্ছ্যং জিজ্ঞাসনীয়ং সবিপ্রতীসারং সানুতাপং সপশ্চাত্তাপমপৃচ্ছৎ তদ্দর্শয়তি অপীতি। অস্য বাক্যস্য ॥ ৯৪ ॥

অসাধ্বী নারীগণের ইহাই স্বভাব যে, তাহারা স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ সকল পুরুষের কাছেই গমন করিয়া থাকে। অতএব তুমি আমাকে মথুরা-পুরীতে লইয়া গিয়া সেই সকল অসাধ্বী রমণীগণের অবস্থার সহিত আমার অবস্থা সমান করিও না। কিন্তু তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ৯৩ ॥

অনন্তর পুনরায় অনির্ব্বাচ্য বাসনা দ্বারা যেরূপ বাহ্য বৃত্তির প্রকাশ হইয়াছিল,

(ক) অথ সুজল্পঃ। যত্রার্জ্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলং। সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্পো নিগদ্যতে ॥ যথা ভাঃ ১০।৪৭।২১। অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে, স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্। ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে, ভুজমগুরু সুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদানু। অস্যার্থং বিশদয়তি অথ পুনরিত্যাদিনা। আ।

অস্য চায়মভিপ্রায়ঃ—

তত্ত্বং ব্রবীমি ন রহস্ত্বয়ি কিঞ্চনাস্তে
ভৃঙ্গাধিপ ! স্বহিতকারিণি বন্ধুবন্ধৌ।
ধর্ম্মে বিবেচনমিতে স তু নঃ পতিঃ স্যা-
দৌৎপত্তিকী হি রতিরত্র মিথঃ প্রমাণম্ ॥ ৯৫ ॥

অভিপ্রায়ং ব্যনক্তি—তত্ত্বমিতি। হে ভৃঙ্গাধিপ ! অহং তত্ত্বং যথার্থং স্বস্য মম হিতকারিণি তত্রাপি বন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বন্ধৌ মিত্রে ত্বয়ি কিঞ্চন রহো গোপ্যং নাস্তে, তদ্ব্যঞ্জয়তি ধর্ম্মে ন্যায়ে স্বভাবে বা বিবেচনমিতে বিচারিতে সতি স তু শ্রীকৃষ্ণো নোঽস্মাকং পতিঃ স্যাৎ হি যতঃ ঔৎপত্তিকী স্বভাবসিদ্ধা রতিরত্র পতিজায়াভাবে মিথঃ পরস্পরং প্রমাণং নতু পিত্রাদিকল্পিতো জনঃ পতিঃ ॥ ৯৫ ॥

তাহাতে তিনি নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া বহুক্ষণ গমন করিলেও যেন সেই ভ্রমরকে সাক্ষাৎ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমরকে দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার বিচ্ছেদই সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিলেন। এই বিরহে পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসার বিষয় কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই। এই কারণে অনুতাপের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। হায় ? আর্য্যপুত্র এক্ষণে মধুপুরীতে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৯৪ ॥

এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, হে ভৃঙ্গাধিপ ? আমি তোমাকে যথার্থ বিষয় বলিতেছি। তুমি আমার হিতকর, তন্মধ্যে তুমি বন্ধুর বন্ধু। এই কারণে তোমার কাছে আমাদের কোন গোপনীয় বিষয় নাই। দেখ, যদি ন্যায় এবং স্বভাব বিচার সঙ্গত হয়, তাহা হইলে কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পতি হইবেন। কারণ, স্বভাবসিদ্ধ রতিই পতি-পত্নী-ভাব সম্বন্ধে পরস্পর প্রমাণ কিন্তু মাতা পিতা এবং আত্মীয়গণের কল্পিত লোক কখনও পতি হইতে পারে না ॥ ৯৫ ॥

কষ্টং বত ! প্রিয়তমঃ স পুরি প্রয়াতঃ
স্তব্ধশ্চ বৃত্তমপি নাত্র চিরাদুপৈতি।
তত্রানবস্থিতিমথাস্য বিতর্ক্য চিত্তং
সন্দিহ্য দাহ্যদশয়া বত ! ভস্মতি স্ম ॥ ৯৬ ॥

তত্র তন্মুখাত্তস্য সুখাবস্থিতিসম্মতিং মতিমানীয় পুনর্ব্বিশেষং পৃচ্ছতি স্ম।—

"স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য ! বন্ধূংশ্চ গোপান্"ইতি ॥৯৭॥

সদাবয়োর্দ্দাম্পত্যোঽপি তস্মৈষ ব্যবহারঃ বর্ণয়তি ইতি কষ্টমিতি। বতেতি খেদে। এতৎ কষ্টং স পতিঃ স্তব্ধ স্তেষাং ভাবেন বশীভূতঃ সন্ বৃত্তং কৃতাবরণং যথাস্যাত্তথাপি অত্র ব্রজে চিরান্নোপৈতি নাগচ্ছতি। অথানন্তরং তত্র পুরি স্যস্থানবস্থিতিং তথা গুরুগেহবাসাদ্বিতর্ক্য মম চিত্তং সন্দিহ্য দাহ্যা উত্তপ্তা যা দশা অবস্থা তয়া ভস্মতি ভস্মেবাচরতি, নিঃসত্ত্বং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥

তদেতন্নিশম্য উত্তপ্তাদ্ভ্রমরাত্তদ্বৃত্তান্তং শ্রুত্বেব সা যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—তত্রেতিগদ্যেন। ভ্রমরমুখাত্তত্র পুরি তস্য সুখেনাবস্থানস্য সম্যক্ মতিং বোধং মতিং বুদ্ধিমানীয় প্রাপয্য। অত্র বাক্যে ॥ ৯৭ ॥

হায় ! কি কষ্ট ! সেই প্রিয়তম মধুপুরে গমন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের ভাবে বশীভূত হইয়া আবরণ পূর্ব্বক ও বহুদিনের পর ব্রজে আগমন করিতেছেন না। অনন্তর গুরুগৃহে বাস হেতু সেই নগরে তাঁহাদের অনবস্থিতি বিবেচনা করিয়া আমার চিত্তে সন্দেহ করিয়া দাহ্যদশায় ভস্ম হইতেছে ॥ ৯৬ ॥

ভ্রমরের মুখ হইতে সেই নগরে সুখে অনবস্থানের সম্যক্ জ্ঞান বুদ্ধিতে আনিয়া পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সৌম্য ? তিনি পিতা বন্ধুগণ গোপগণ এবং গৃহ কি স্মরণ করেন ? ॥ ৯৭ ॥

অত্র চায়মভিপ্রায়ঃ।—

(ক) চিত্তে চেদ্‌ব্রজমাব্রজত্যনুদিনং সোঽপি স্মরত্যন্বহং
তং তাতং জননীঞ্চ তামহহ ! তান্যাত্মীয়বৃন্দান্যপি।
তর্হি স্যাদুভয়ত্র সন্ততমিথঃস্ফূর্ত্তিং সমক্ষপ্রভা
যেন স্যাম বয়ঞ্চ হন্ত ! মৃতকাঃ শুদ্ধামৃতেনোক্ষিতাঃ ॥৯৮॥

তত্র চ তস্য সম্মতমিব বিবিচ্য পুনঃ সঙ্কোচং ব্যতিরিচ্য পৃচ্ছতি স্ম।—

"ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে" ইতি ॥৯৯॥

ভা ১০।৪৭।২১

তমভিপ্রায়ং ব্যনক্তি—চিত্তে ইতি। সোঽপি শ্রীকৃষ্ণোঽপি চেদ্যদি চিত্তে মনসি অনুদিনং প্রতিদিনং ব্রজমাব্রজতি তথান্বহং প্রতিদিনং তং ব্রজেশরূপং জনকং তাঞ্চ ব্রজেশ্বরীং জননীঞ্চ। অহহেতি খেদে। আত্মীয়বৃন্দানি সুবলাদীনি অস্মদাদীনিচ স্মরতি, তর্হি তদা উভয়ত্র পিত্রোরাত্মীয়সমূহেষু সন্ততমিথঃ সন্ততনির্জ্জনস্থানে সমক্ষপ্রভা প্রত্যক্ষরূপা স্ফূর্ত্তিঃ স্যান্নস্মাসু যেন হেতুনা শুদ্ধামৃতেন শুদ্ধসুধয়া উক্ষিতাঃ সিক্তা অপি বয়ং মৃতকাঃ স্যামঃ মৃতা ভবেম। যদ্বা হন্তেতি খেদে। যেন মৃতকা বয়ঞ্চ শুদ্ধামৃতেন উক্ষিতাঃ স্যামঃ ॥ ৯৮ ॥

নন্বু সাধারণ্যেন ভবতীষ্বপি তস্য তথা স্ফূর্ত্তিরস্ত্যেবেতি চেত্তত্রাহ—তত্র চেত্যাদিগদ্যেন। তস্য ভ্রমরস্য ব্যতিরিচ্য বিহায় ॥ ৯৯ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণও যদি মনে মনে প্রতিদিন ব্রজে আগমন করেন, এবং হায় ? যদি প্রতিদিন ব্রজেশ্বর রূপ জনক, ব্রজেশ্বরীরূপা জননী, এবং সুবল প্রভৃতিকে, আর আমাদিগকে স্মরণ করেন; তাহা হইলে মাতা পিতা এবং আত্মীয় সমূহ এই উভয় বিষয়ই সর্ব্বদা নির্জন স্থানে প্রত্যক্ষরূপা স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। যেহেতু শুদ্ধ অমৃত দ্বারা সিক্ত হইয়াও আমরা মৃত্যু প্রাপ্ত হইব। অথবা হায় ? যাহাতে মৃত হইয়াও আমরা শুদ্ধ অমৃতরসে সিক্ত হইব॥ ৯৮ ॥

তদ্বিষয়ে ভ্রমরের যেন সম্মতি আছে বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কোচ পরিত্যাগপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা সকলেই তাঁহার দাসী। তিনি কোনও স্থানে কি এই সকল দাসীদের কথা উচ্চারণ করিয়া থাকেন ? ॥ ৯৯ ॥

(ক) বৃত্তং চেদ্‌ব্রজং। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌর পাঠঃ।

অস্য চায়মভিপ্রায়ঃ—

ক্বচিদপি রহসি স্বাং মূর্ত্তিমস্মন্নিষেবা
বিরচিতচরবেষাং বীক্ষ্য চৈতদ্ ব্রবীতি !
অপি বত ! পরিচর্য্যাকারিকা হন্ত ! নামূঃ
স্মরসি যদসি দূরে নাত্মনা সার্দ্ধমেষি ॥ ১০০ ॥

তদেতদ্বিলপিতং বলয়িত্বা

"ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু"

ইতি বদন্মনাঃ শুণ্ডাবদ্ভুজদণ্ডশুণ্ডমপি মদস্থাণুতয়ানুভবন্তী যা বভূব, সেয়ং সম্প্রতি তদ্বিরহদহনং বহন্তী ভুজেঽতিমাত্রং বচসি রচয়ন্তী মূর্চ্ছতি স্ম। অত্র ধাস্যতীতি বাচ্যেঽধাস্যদিতি তস্যা ভ্রমবিকার এব ॥ ১০১ ॥

তমভিপ্রায়ং ব্যনক্তি—ক্বচিদপীতি। ক্বচিদপি কদাচিদপি রহসি নির্জ্জনে অস্মাভি র্যা নিষেবা পরিচর্য্যা তয়া বিরচিতো বরঃ শ্রেষ্ঠঃ বেষো যত্র তাং, বিরচিতচরেতি পাঠে। চরট্ প্রাগ্‌ভূতে ইতি চরট্। স্বাং মূর্ত্তিং বীক্ষ্য চ তাং মূর্ত্তিং প্রতি এতৎ ব্রূতে। অপি প্রশ্নে। বতেতি খেদে। তব পরিচর্য্যাকারিকা অমূর্গোপী র্হন্তেতি খেদে। ন স্মরসি যদ্‌যস্মাদসি ত্বং দূরেণ দূরে আত্মনা ময়া সার্দ্ধং সমমৈষি আগচ্ছসি ॥ ১০০ ॥

তদনন্তরং যদ্‌বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। বিলপিতং বিলাপং বলয়িত্বা ব্যক্তী-কৃত্য ইতি বদন্মনো যস্যাঃ সা শুণ্ডাবৎ হস্তিহস্তবন্নিজভুজদণ্ডশুণ্ডামপি মদস্থাণুতয়া গর্ব্বস্য শঙ্কুতয়া। অধাস্যদিতি অনদ্যতনভূতকালে প্রয়োগাদত্র ভবিষ্যতি তাৎপর্য্যাৎ ॥ ১০১ ॥

এই বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, আমরা যেরূপে সেবা করিয়া থাকি, তাহাদ্বারা মনোহর বেশযুক্ত স্বকীয় মূর্ত্তি, কখনও নির্জ্জনে দর্শন করিয়া সেই মূর্ত্তির প্রতি এইরূপ বলিয়া থাকেন। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, হায়! হায়! আপনি কি আপনার সেবাকারিণী সেই সকল গোপীদিগকে স্মরণ করেন না? যে হেতু আপনি ও আমি পরস্পর দূরে থাকিলেও আমার সহিত আগমন করিয়া থাকেন ॥ ১০০ ॥

যিনি এইরূপে বিলাপ ব্যক্ত করিয়া এবং "অগুরুচন্দন দ্বারা সুগন্ধ বাহু

মূর্চ্ছা তু যথা—

বৈস্বর্য্যাৎ কৃশিমান্বয়াদবয়বস্থিত্যন্যভাবাশ্রয়া
দ্বৈবর্ণ্যাদপি যা ন সেতি মুহুরপ্যূহাংবভূবে যদা।
তর্হ্যেষা বত ! লালয়াবৃতিবশাচ্চেষ্টাবিঘট্টাদ্ধুত
শ্বাসাদ্যানুপলম্ভনান্নিজতনাবস্তীতি নাতর্কি চ ॥ ১০২ ॥

তস্যা মূর্চ্ছাবস্থাং বর্ণয়তি—বৈস্বর্য্যাদিতি। স্বরস্য বৈজাত্যাৎ অতিকৃশতাভাবাদবয়বাদীনাং হস্তপদাদীনাং যা স্থিতিঃ তস্যা অন্যভাবাশ্রয়াৎ ঋজুবক্রতয়োর্বৈপরীত্যাৎ বৈবর্ণ্যাৎ স্বরূপবর্ণস্য বৈরূপ্যাৎ যা রাধা যদা সেতি ন উহাংবভূবে বিতর্কিতবতী তর্হি তদা। বতেতি খেদে। এষা রাধা নিজতনৌ স্বশরীরে অস্তীতি জনেনাতর্কিতা না শব্দো নিষেধার্থঃ তত্র হেতবো লালয়া মুখজাতক্লেদেন যা আবৃতিঃ তস্যা বশাৎ চেষ্টাবিঘট্টাৎ চেষ্টাহ্রাসতঃ শ্বাসাদ্যনুপলম্ভনাৎ শ্বাসরোধাৎ ইতি ॥ ১০২ ॥

করে মস্তকে অর্পণ করিবেন” এইরূপ বলিতে মনন করিয়া, আপনার ভুজদণ্ড রূপ শুণ্ডাকে ও (শুঁড়) হস্তিশুণ্ডের মত অনুভব করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরহানল বহন করিয়া ‘ভুজ’ এইমাত্র বাক্য বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। (এই স্থানে শ্লোক মধ্যে ‘ধাস্যতি’ এই কথা বলিতে গিয়া ‘অধাস্যৎ’ এইরূপ লৃঙ্ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার ভ্রমবিকার মাত্র (ক) ॥১০১॥

মূর্চ্ছা যথা :—স্বরের বৈপরীত্য, অত্যন্ত কৃশতা, হস্ত পদাদির যেরূপ অবস্থান আবশ্যক, তাহার অন্যথা, অর্থাৎ সরলতা এবং বক্রতার বৈপরীত্য, এবং স্বরূপ বর্ণের বৈপরীত্য হেতু সকলে যখন সেই রাধিকাকে “তিনি নয়,” বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল, তখন হায় ? এই রাধিকা যে নিজ শরীরে বিদ্যমান আছেন, তাহা সকলে বিচার করিতে পারে নাই। তাহার প্রতি কারণ এই, তখন মুখ জনিত ক্লেদ দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হইয়াছিল, শারীরিক চেষ্টার হ্রাস হইয়াছিল ; এবং তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়াছিল ॥ ১০২ ॥

(ক) ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে অতীত কালে প্রয়োগ করাই ভ্রম।

তদ্বচনস্য চায়মভিপ্রায়ঃ—

গুরুমগুরুমতীত্য স্বীয়পাণিং সুগন্ধিং
নিজপরিচরণায়াং স্বীকৃতিং লিপ্সমানঃ।
অহহ! শিরসি নঃ কিং কর্হিপি স্পর্শয়িষ্য-
ত্যনুদিনমপি যেন স্ফীতচিত্তা ভবামঃ ॥ইতি॥১০৩॥

তদেবং বর্ণয়িত্বা স্নিগ্ধকণ্ঠঃ স্বং দুঃখং রাধাকৃষ্ণয়োঃ শৃণ্বতোঃ কৃষ্ণং প্রতি বর্ণয়ামাস। — ॥১০৪ ॥

সুরূপা বৈরূপ্যং মৃদুলহৃদয়াক্রূরতরতাং
সুলজ্জাবৈযাত্যং স্মিতমধুরিতা ম্লানমুখতাং।
তদাগাদেষা যত্তব বিরহতঃ কৃষ্ণ! সুভগা
ভুদেতন্মচ্চিত্তং বিমৃশদভিতস্তাপময়তে ॥ ১০৫ ॥

তমভিপ্রায়ং ব্যনক্তি—গুরুমিতি। গুরুং মহান্তং অগুরুচন্দনমতীত্যাতিক্রম্য সুগন্ধিং স্বীয়হস্তং নিজস্য মম পরিচর্য্যায়াং স্বীকৃতিং অঙ্গীকারং লিপ্সমানো লব্ধুমিচ্ছন্ বভূব। অহহেতি খেদে। স নোঽস্মাকং শিরসি কদাপি তং স্বীয়পাণিং স্পর্শয়িষ্যতি, যেন প্রতিদিনমপি প্রফুল্লিতচিত্তা ভবাম ইতি ॥ ১০৩ ॥

এতৎ পূরণং পূরয়িতুং স্বয়ং কবিঃ প্রক্রমতে—তদেবমিতি গদ্যেন ॥ ১০৪ ॥

তদ্বর্ণনং ব্যনক্তি—সুরূপেতি। সুরূপা শ্রীরাধা বৈরূপ্যং মালিন্যাদিকং কোমলচিত্তাপি ক্রূরতাতিশয়ং সুলজ্জাপি বৈবাত্যং বিগতত্রাং স্মিতমধুরিতা মন্দহাস্যেন মধুরস্বভাবান্বিতাপি

এই বাক্যেরও এইরূপ অভিপ্রায়। যথা:—যাঁহার নিজ বাহু গুরুতর অগুরু চন্দন অপেক্ষাও সুগন্ধযুক্ত, এবং সেই সুগন্ধযুক্ত হস্ত যিনি আমার সেবায় অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; হায়! তিনি কখনও আমাদের মস্তকে সেই হস্তস্পর্শ করাইবেন; যাহাতে আমাদের চিত্ত প্রফুল্ল হইতে পারিবে ॥ ১০৩ ॥

অতএব এইরূপ বর্ণন করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠ, কৃষ্ণ রাধিকা যখন শ্রবণ করেন; তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি স্বকীয় দুঃখ বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ? আপনার বিরহে এই সুরূপা রাধিকা মালিন্য পাইয়াছেন;

অসৌ ক্ব বিরহব্যথা বলিতশূন্যতা সর্ব্বতঃ
ক্ব বা কলিরিতঃ কলের্ব্যবহিতিশ্চ সার্দ্ধং ত্বয়া।
ইতীহ বৃষভানুজা-হৃদয়দুর্দ্দশামামৃশন্
মনো মম মনোহরাখিলমুকুন্দ! বিভ্রাম্যতি ॥ ১০৬ ॥

অথ কৃষ্ণেন পরমতৃষ্ণেনাশ্লিষ্টতয়া শ্লিষ্টাধিকায়াং রাধিকায়াং তস্যাং সভায়ামপি মহাসুখাধিকায়াং জাতায়াং

ম্লানং মুখং যস্যা স্বভাবতাং তদাগাৎ গতবতী। হে কৃষ্ণ! এষা সুভগা তব বিরহতঃ যদেবমভূৎ মচ্চিত্তং তদেতৎ বিমৃশৎ সৎ সর্ব্বতো ভাবেন তাপং গচ্ছতি ॥ ১০৫ ॥

কিঞ্চ অসাবিতি বলিতা সমাগতা শূন্যতা যত্র অসৌ বিরহব্যথা ক্ব কলিঃ কলহঃ ক্ব বা ইতঃ অস্মাৎ কলের্হেতো! ত্বয়া সার্দ্ধং ব্যবহিতি র্ব্যবধানঞ্চ ক্ব ইহ প্রকটলীলায়ামিত্যেবং শ্রীরাধাচিত্তদুর্দ্দশাং মম মন আমৃশৎ স্মরৎ। হে মনোহরাখিল অখিলানাং মনো হরতীতি রাজ-দন্তাদিত্বাৎ পরভাবঃ। হে মুকুন্দ বিভ্রাম্যতি অনবস্থাং গচ্ছতি ॥ ১০৬ ॥

ততঃ পরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। পরমা তৃষ্ণা লালসা যস্য তেন কৃষ্ণেন আশ্লিষ্টতয়া আলিঙ্গিততয়া আশ্লিষ্টাধিকায়াং আশ্লিষ্টমধিকং যস্যা স্তস্যাং দৃঢ়ালিঙ্গনকারিণ্যাং

কোমল হৃদয়া হইয়াও যে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা করিয়াছেন; অত্যন্ত লজ্জশীলা হইয়াও যে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং মন্দ হাস্য দ্বারা মধুর প্রকৃতি হইয়াও যে মুখমালিন্য ধারণ করিয়াছেন; যখন সর্ব্বপ্রিয়া রাধিকা এইরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন আমার চিত্তও ইহা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে ॥ ১০৫ ॥

হে অখিল পদার্থের মনোহর শ্রীকৃষ্ণ! যাহাতে সর্ব্বতোভাবে শূন্যময় ভাব উপস্থিত হইতে পারে, সেই বিরহ ব্যথাই বা কোথায়? এবং সেই কলহই বা কোথায়? এবং এই কলহ হেতু এই প্রকাশমান লীলা কাব্যে আপনার সহিত ব্যবধানই বা কোথায়? এই প্রকারে আমার মন শ্রীরাধিকার মনের দুর্দ্দশা চিন্তা করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছে ॥ ১০৬ ॥

অনন্তর অত্যন্ত বাসনাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন করাতে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন-কারিণী রাধিকা এবং সেই সভাও নিরতিশয় মহাসুখে মগ্ন হইলেও যেন ক্ষণকাল

মুহূর্ত্তমেকং তৎপ্রতিপদেব তস্মিন্নিতিহাসাধ্যয়নে প্রতিপদ্বভূব। যতস্তস্য চ সম্মদান্তর্লীয়মানং স্বান্তমপি চিরায় স্বান্তায় কল্পতে স্ম ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু দূতভ্রম-
করভ্রমরসম্ভ্রমমেকাদশং
পূরণম্ ॥ ১১ ॥

তেন মহাসুখেনাধিকায়াং তস্যাং সভায়াঞ্চ জাতায়াং প্রতিপদেব লেশকাল ইব প্রতিপদনধ্যয়ন-তিথিবদ্বভূব মুহূর্ত্তকালং ইতিহাসস্যাধ্যয়নং আলোচনং বিরতমভূৎ যতো যস্মাৎ তস্য স্নিগ্ধকণ্ঠস্য চ চকারাৎ মধুকণ্ঠস্য সংমদেন হর্ষেণ অন্তর্লীয়মানং স্বান্তং চিত্তমপি চিরায় অতিবিলম্বেন স্বান্তায় গৃহায় কল্পতে স্ম গৃহে আসক্তং বভূব ॥ ১০৭ ॥

দূতস্য ভ্রমং করোতি যো ভ্রমর স্তেন সম্ভ্রমো মোহাবস্থা যত্র তৎ ॥ ০ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পাং একাদশং পূরণম্ ॥ ০ ॥

সেই ইতিহাস অধ্যয়নে প্রতিপদ্ তিথির মত অনধ্যায় (ক) ঘটিয়াছিল। যেহেতু সেই স্নিগ্ধকণ্ঠের এবং মধুকণ্ঠের অন্তঃকরণ হর্ষভরে অন্তরে লীন হইলেও বহুক্ষণ গৃহে যাইতে আসক্ত হইয়াছিল ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূ কাব্যে দৌত্য ভ্রমকারী ভ্রমরের সম্ভ্রম
নামক একাদশপূরণ ॥ * ॥

(ক) প্রতিপল্লেশমাত্রস্তু কলামাত্রস্তু চাষ্টমী। পঠেন্বা পাঠয়েদ্বাপি পূর্ব্ববিদ্যা বিনশ্যতি। লেশমাত্র প্রতিপদ্ ও কলামাত্র অষ্টমীতেও পঠন পাঠন নিষিদ্ধ। উহাতে পূর্ব্ব বিদ্যাও নাশ প্রাপ্ত হয়। এই বিধি দ্বারা প্রতিপদ্ এবং অষ্টমী অনধ্যায় তিথি।
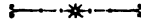
দ্বাদশং পূরণম্।

উদ্ধবস্য ব্রজানন্দ-সম্পাদনম্।

এতদনন্তরং মধুকণ্ঠ উবাচ।—॥ ১॥

অথ মুহূর্ত্তং মূর্ত্তভাবমিতায়ামস্যাং তথা সর্ব্বস্যামপি কৃততদ্বরিবস্যায়াং হা! সখি! রাধিকে! হা! কৃষ্ণপ্রেমাধিকে! হা! সদাস্মদানন্দসাধিকে! ত্বামিমাং শন্তমদৃশং হন্ত! হন্ত! কীদৃশং পশ্যাম ইতি বিলাপবশ্যায়াং স শ্যামসুন্দরস্য সেবকবরঃ

শ্রীমদুত্তর-গোপালচম্প্বাং দ্বাদশপূরণে।

উদ্ধবাৎ ব্রজশং শ্রুত্বা হরেস্তুষ্টিকমীর্য্যতে॥ ০॥

অথ কথকাভ্যাং কিং কথিতমিত্যপেক্ষায়াং স্বয়ং কবিঃ বর্ণয়তি—এতদিতিগদ্যেন॥ ১॥

তত্র মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। মুহূর্ত্তং কালং ব্যাপ্য মূর্ত্তভাবং মূর্চ্ছামিতায়াং গতায়ামস্যাং রাধায়াং সত্যাং কৃতা বরিবস্যা শুশ্রূষা যয়া তস্যাং সর্ব্বস্যামেব বিলাপবশ্যায়ামিত্যন্বয়ঃ। বিলাপপ্রকারমাহ—হেতি খেদে। কৃষ্ণস্য প্রেমা অধিকো যত্র হে তথাভূতে সদা অস্মাকমানন্দং সাধয়িতুং শীলমস্যা হে তথাভূতে! হন্তহন্তেতি খেদে। সন্তমদৃশং সম্যঙ্‌মলিননেত্রাং

এই সুন্দর উত্তর গোপাল চম্পূর দ্বাদশ পূরণে উদ্ধবের নিকট হইতে ব্রজের মঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনস্তুষ্টি বর্ণিত হইবে।

পরে বলিলেন, ইহার পর মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিলেন॥ ১॥

অনন্তর সেই রাধিকা মুহূর্ত্তকাল মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে, এবং ঐরূপে সকল সখীই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া, "হায় হায়! হায়! সখি রাধিকে! হে কৃষ্ণ প্রাণাধিকে! হায়! সর্ব্বদা আমাদের আনন্দ সাধিকে? সম্যক্ মলিন-নেত্রা এই তোমাকে আমরা যেন মৃতব্যক্তির মত দর্শন করিতেছি" এই বলিয়া বিলাসের বশবর্ত্তিনী হইলে; সেই শ্যামসুন্দরের প্রধান সেবক শ্রীমান্ উদ্ধব, নিজেই বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন অতিকষ্টে নিজের ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের

স্বয়মপি পরিদেবনপরঃ কথমপি নিজদেববিরচিতস্ফূর্ত্তিবদেব তন্মূর্ত্তিপ্রতিকারকরঃ কেবলেন তৎকলেবরসুরভিতরসুরভি-দ্রব্যেণ নিজসঙ্গানীততয়া নব্যেন চৈতন্যমাচিতবান্। তদাচিত্য চ তাং তদানল্পসঙ্কল্পাৎ কৃষ্ণসঙ্গতকল্পামধ্যবস্য মধ্যমধ্যাস্য সর্ব্বাঃ পরিতঃ সম্বাস্যন্ চিরাদাশ্বাস্য চ প্রথমং তাঃ পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণস্য তাসাঞ্চ মহিম্না দুর্দ্ধরতজ্জাতীয়ভাবতঃ শিথিলয়িতুং সাম্না ললাপ ॥ ২ ॥

ত্বামিমাং কীদৃশীং মৃতামিব পশ্যাম ইতি। তদা স শ্যামসুন্দরস্য সেবকবরোঽর্থাদুদ্ধবঃ পরিদেবনপরঃ শোকবিবশঃ নিজদেবঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তেন বিরচিতা যা স্ফূর্ত্তিঃ তস্যা ইব তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মূর্ত্তেঃ প্রতিকারঃ প্রতিকৃতি স্তাং করোতীতি সঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কলেবরে যঃ সুরভিতরঃ সুরভ্যতিশয়সুরভি ঘ্রাণতর্পণো গন্ধ স্তেন যৎ সুরভিদ্রব্যং বস্ত্রাদি তেন নিজস্য স্বস্য সঙ্গে আনীত-তয়া নব্যেন নতু ম্লানেন তস্যা শ্চৈতন্যমাচিতবান্ সঞ্চারয়ামাস। অনল্পসঙ্কল্পাৎ বহুসঙ্কল্পাৎ সকাশাৎ কৃষ্ণস্য সঙ্গতে সম্মিলনে কল্পাং সমর্থাং অধ্যবস্যন্ নিশ্চিন্বন্ মধ্যমধ্যাস্য মধ্যস্থানে বাসয়িত্বা পরিতঃ সর্ব্বদিক্ষু সর্ব্বাঃ সখীঃ সম্বাস্য উপবেশ্য আশ্বাসনং কৃত্বা প্রথমং তাঃ সখীঃ কৃষ্ণস্য তাসাঞ্চ সখীনাং পূর্ব্ববন্মহিম্না অন্যেষাং দুর্দ্ধরো য স্তজ্জাতীয়ভাব স্তস্মাৎ সকাশাৎ শিথিলয়িতুং ন্যূনতাং কর্ত্তুং সাম্না প্রিয়বাক্যেন ললাপ কথিতবান্ ॥ ২ ॥

বিরচিত স্ফূর্ত্তির মত, শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির প্রতিকৃতি (সাদৃশ্য) ধারণ করিলেন। তৎপরে কেবল যে কৃষ্ণ দেহের অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত নূতন বস্ত্রাদি আনয়ন করিয়া-ছিলেন, আপনার সঙ্গে সমানীত সেই অম্লান বসনাদি দ্বারা তাহাদের চৈতন্য সঞ্চারিত করিলেন। অতএব তৎকালে চৈতন্য সঞ্চার করিয়া বহুতর সঙ্কল্প হেতু সেই রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্মিলনে সমর্থা স্থির করিয়া, তাঁহাকে মধ্যস্থানে বসাইলেন। অনন্তর উদ্ধব সমস্ত সখীদিগকে চারিদিকে উপবেশন করাইয়া এবং অশ্বাস প্রদান করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই সকল সখীদের পূর্ব্বমত মহিমা দ্বারা অন্যান্য সকল লোকের দুর্ব্বহ তজ্জাতীয় ভার শিথিল করিবার জন্য, প্রথমে তিনি প্রিয় বাক্য দ্বারা সেই সমস্ত সখীদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

অহো! যূয়ং পূর্ণা নিখিলমহিতা যাভিরভিত-
স্তথা ন্যস্তং চিত্তং ভগবতি সমস্তার্থভজনে।
বিদূরে যুষ্মাকং ন স ভবতি (ক) যা কিন্তু বিরহ-
চ্ছলঃ প্রেমা দূরং নিজমহিমপূরং জ্ঞপয়তি ॥ ৩ ॥
তদেবং স্তুত্বা সখেদমিব নিবেদয়ামাস ॥ ৪ ॥
সন্দেশহর্ত্তুঃ প্রথমং নিশম্য দুঃখং সুখং বা তনুতে বিবেকী।
তস্মাদনাকর্ণ্য পুরা স্বয়ং যঃ সম্ভাব্য তত্তন্মনুতে স বালঃ ॥৫॥

তত্র সামবাক্যং বর্ণয়তি—অহো ইতি। অহো আশ্চর্য্যে। যূয়ং পূর্ণাঃ কৃতার্থা অতো নিখিলেষু লোকেষু মহিতাঃ পূজিতা যাভি ভবতীভিঃ সমস্তার্থানাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষভক্তীনাং ভজনং সেবনং যস্মাৎ তস্মিন্ ভগবতি অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেন তথা পরমাপূর্ব্বত্বেন চিত্তং ন্যস্তং যুষ্মাকং বিদূরেণ স কৃষ্ণো ভবতি কিন্তু যঃ প্রেমা বিরহ এব ছলো যস্য সঃ নিজমহিমপূরং দূরং জ্ঞপয়তি বোধয়তি বিরহো নাম প্রেমবিবর্ত্ত এবেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

তদেবমিতি—গদ্যং সুগমম ॥ ৪ ॥

তন্নিবেদনং বর্ণয়তি—সন্দেশহর্ত্তুরিতি। সন্দেশহর্ত্তুঃ দূতাৎ সকাশাৎ প্রথমমর্থাৎ বৃত্তান্তং নিশাম্য শ্রুত্বা বিবেকী জনো দুঃখং সুখং বা তনুতে প্রকাশয়তি তস্মাদ্দূতাদনাকর্ণ্য ন শ্রুত্বা পুরা অগ্রে স্বয়ং যঃ সুখদুঃখে সম্ভাব্য তত্তৎ সুখং দুঃখং বা মনুতে বুধ্যতি স বালো বালবদ্বিবেকহীনঃ। অয়ং ভাবঃ অহং কিমর্থমাগমঃ কিংবা বদামীত্যপৃষ্ট্বা খেদং কুরুতে তদনুচিতং ॥ ৫ ॥

আহা! কি আশ্চর্য্য! তোমরা সকলেই কৃতার্থ হইয়াছ। এই কারণে সকল লোকের নিকটে তোমরা পূজিত। যাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই সকল বিষয় পাওয়া যাইতে পারে। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপরে তোমরা সর্ব্বতোভাবে এবং পরম অপূর্ব্বভাবে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছ। সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের অত্যন্ত দূরবর্ত্তী নন। কিন্তু বিরহচ্ছলে সেই প্রেম দূরে তোমাদিগকে নিজ মহাত্ম্য রাশি জানাইয়া দিতেছে ॥ ৩ ॥

এই প্রকারে স্তব করিয়া উদ্ধব যেন সখেদে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বিবেকী ব্যক্তি প্রথমে দূতের নিকট হইতে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুখ অথবা দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই দূতের নিকট হইতে প্রথমে কোন বৃত্তান্ত শ্রবণ না করিয়া, স্বয়ং সুখ দুঃখ চিন্তা করিয়া তাহাতে সুখ অথবা

(ক) "যাঃ" ইত্যত্র "মাং" ইতি আনন্দবৃন্দাবন-গৌর পাঠঃ।

তথা হি ;—যদা হি মামত্র প্রস্থাপয়িতুমভ্যুত্থানমাচরিতং তেন ভবৎপ্রিয়তমেন। তদা ময্যেতন্নিভৃতমুক্তং। মম তাদৃগুদ্ধব ! শ্রীমদুদ্ধব ! শ্রূয়তাম্ ॥ ৬ ॥

"গচ্ছোদ্ধব ! ব্রজং সৌম্য ! পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ ॥
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্ব্বিমোচয় ॥
তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ ॥
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহম্।
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ ॥
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ ! বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ। (ক)
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন ॥
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্ব্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ" ॥

ভা ১০।৪৬।৩-৬। ইতি ॥৭॥

অহং যদর্থমাগতবান্ তৎ শৃণুতেত্যাহ—তথাহীতি। অত্র ব্রজে মাং প্রস্থাপয়িতুং ভবতীনাং প্রিয়তমেন তেন শ্রীকৃষ্ণেনাভ্যুত্থানমাচরিতঃ তদা ময়ি এতন্নিভৃতং রহস্যমুক্তং মম তাদৃগুদ্ধব উৎসবো যস্মাৎ হে শ্রীমদুদ্ধব শ্রূয়তাম্ ॥ ৬ ॥

তচ্ছ্রাবণং শ্রীভাগবতীয়পদ্যৈ বর্ণয়তি—গচ্ছেত্যাদিভিঃ সার্দ্ধচতুর্ভিঃ ॥ ৭ ॥

দুঃখ বোধ করে ; সেই ব্যক্তি বালকের মত বিবেকবিহীন। ইহার তাৎপর্য্য এই আমি কেন আসিয়াছি, এবং কি কথাই বা বলিব। ইহা জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমরা যে খেদ করিতেছ, ইহা অত্যন্ত অনুচিত ॥ ৫ ॥

দেখ, তোমাদের সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, যৎকালে আমাকে এই ব্রজে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন ; তৎকালে তিনি নির্জ্জনে আমাকে বলিয়াছিলেন। হে উদ্ধব ; তোমাকে দেখিলে আমার এইরূপ উৎসব উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব তুমি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

হে সৌম্য ! হে উদ্ধব ? তুমি ব্রজে গমন কর। তথায় আমাদের পিতা

(ক) বিরহোৎকণ্ঠ্যকাতরাঃ। ইতি মাগুপাঠঃ।

তদেবং "গচ্ছোদ্ধব! ব্রজং সৌম্যে"ত্যুভয়ত্র সাধারণতয়া মাং বিনুদ্য পিতরাবপি শ্লোকচতুর্থাংশগাত্রেণ প্রস্তুত্য ভবতীনামনুরাগং চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ কথয়িত্বা পুনরাবিস্তরাং বিস্তরশ্চ কৃতঃ ॥ ৮ ॥

তদেতাবদুদ্ধবস্তাভির্ব্বুদ্ধমবধায় তত্র চ তেন স্বপ্রভুবরেণ স্বস্মিন্ পিতরৌ প্রতিজানাসি ত্বমিত্যাদিপূর্ব্বোক্তপদ্যরীত্যা

এষাং ব্যাখ্যানং স্বয়মেব করোতি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। উভয়ত্র পিত্রো র্ভবতীষু চ বিনুদ্য প্রেরণং কৃত্বা শ্লোকচতুর্থাংশঃ পিত্রো র্নঃ প্রীতিমাবহেতি মাত্রেণ প্রস্তাবং কৃত্বা আবিস্তরাং সুষ্ঠু প্রকাশং বিস্তারঃ কৃতঃ ॥ ৮ ॥

তৎবিস্তারকরণং বর্ণয়তি—তদিতিগদ্যেন। উদ্ধবস্তাভি র্গোপীভি স্তৎসর্ব্বপদ্যমর্ম্ম বুদ্ধং জ্ঞাতমিত্যবধায় পর্য্যালোচ্য তেন শ্রীকৃষ্ণেন "জানাসি ত্বং মম হৃদয়মিদং বদ্ধতাং যাতি ভক্ত্যা-

---

মাতার প্রীতি সম্পাদন কর। আমার সম্বাদ বলিয়া গোপীদিগের আমার বিরহ জন্য মানসিক ব্যথা মোচন কর। কারণ, আমিই গোপীদিগের ধন, এবং আমিই তাহাদের প্রাণ। তাহারাও আমার জন্য দৈহিক সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছে। এইরূপে গোপীগণ মনে মনে আত্মরূপী আমাকেই প্রিয়তম কান্ত বলিয়া প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজের যে সকল লোক আমার নিমিত্ত লোক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকেই পালন করিয়া থাকি। হে উদ্ধব! তাহাদের যত প্রিয় আছে, আমি তাহাদের মধ্যে প্রিয়তম। আমি দূরবর্ত্তী হইলে সেই সকল গোকুলস্থিত নারীগণ আমাকে স্মরণ করিয়া, বিরহ-জনিত উৎকণ্ঠায় কাতর হইয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে। আমার আত্মরূপা গোপী সকল আমার প্রত্যাগমন সংবাদে প্রায়ই অতি কষ্টে, কোনও রূপে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অতএব এইরূপে হে সৌম্য! হে উদ্ধব? তুমি বজে গমন কর, এই উভয় স্থলে সাধারণভাবে আমাকে প্রেরণ করিয়া, পিতামাতাকেও শ্লোকের চতুর্থাংশ মাত্র দ্বারা প্রস্তাব করিয়া এবং চারিটি শ্লোক দ্বারা তোমাদের প্রতি অনুরাগ বলিয়া, যাহাতে সুন্দররূপে প্রকাশ হয়, এইরূপে বিস্তার করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

অতএব এই প্রকারে ঐ সকল গোপীগণ যে পদ্যের মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন, উদ্ধব তাহা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া, তথায় সেই স্বকীয় প্রভুবর শ্রীকৃষ্ণ যে

য ঈষদ্বিস্তরঃ কৃতস্তমনুদ্য পশ্চান্নিতান্ততান্তাঃ কান্তাঃ প্রতি-প্রথিততয়া যস্তমপ্যনূদিতবান্ ॥ ৯ ॥

যথা ;—

ব্রজে নার্য্যঃ কাশ্চিদ্দুরধিগমভাবা বত ! ময়া-
প্যতস্তা নৈব স্যুর্ব্বিরহশমনেতুং তব ! গিরা।
মদীয়ং সন্দেশং বিনিদিশসি চেত্তঞ্চ বিবিধং
তথা বারম্বারং কথমপি ভবেয়ুঃ কিল তদা ॥ ১০ ॥

কারাদ্বৈরাদপি জগতি যতঃ সাক্ষিণী পূতনাস্তি। সা যদ্বেষাদজনিচ জননী রীতিরম্যা জনন্যাঃ প্রেমব্যাপ্তং ব্রজমনুভবিতা হৃৎ কথং মে ন সক্ত”মিত্যাদি পূর্ব্বোক্তপদ্যানাং রীত্যা প্রবন্ধেন তং বিস্তরমনূদ্য অনুবাদং কৃত্বা নিতান্ততান্তা নিতান্তং তান্তং গ্লানি যাসাং তাঃ কান্তাঃ প্রতিপ্রথিততয়া বিস্তৃততয়া তমপি পদ্যার্থমপি অনুবাদং কৃতবান্ ॥ ৯ ॥

তমনুবাদং বর্ণয়তি—ব্রজে ইতি। বতেতি খেদে। ব্রজে কাশ্চিন্মৎপ্রেয়স্যো নার্য্যঃ ময়াপি দুরধিগমো ভাবো যাসাং তাস্তা তব গিরা তব বাক্যেন বিরহশমনেতুং খণ্ডয়িতুং নৈব স্যুঃ তৎকথনে শোকাবেশাৎ শক্তা ইতি পদং ন কথিতং। তং বিবিধং মদীয়ং সন্দেশং চেদ্যদি বারম্বারং বিনির্দ্দিশসি ব্যক্তীকরোষি তথা কথমপি ভবেয়ুর্জ্জাতুং শক্তাঃ ইত্যনেন যৎ সন্দেশৈ বিমোচয়েত্যর্থো বিস্তৃতঃ ॥ ১০ ॥

মাতা পিতার প্রতি “ভক্তির আকারে শত্রুতা করিলেও যে আমার এই হৃদয় বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা আপনি জানেন। কারণ, জগতে এই বিষয়ে পূতনাই তাহার সাক্ষী” ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের প্রণালী দ্বারা যাহা ঈষৎ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই বিস্তার অনুবাদ করিয়া পশ্চাৎ নিতান্ত ব্যথিতহৃদয়া সেই সকল কান্তার প্রতি বিস্তারিতভাবে সেই পদ্যের অর্থও অনুবাদ করিলেন ॥ ৯ ॥

যথা ঃ—হায় ! ব্রজমধ্যে কতিপয় আমার প্রেয়সী নারী আছে, যাহাদের মনের ভাব আমিও অবগত নহি। সেই সকল নারী তোমার বাক্যে বিরহ খণ্ডন করিতে কখনও সমর্থ হইবে না। যদি তুমি বারম্বার আমার সেই বিবিধ সংবাদ ব্যক্ত কর, তাহা হইলে কখনও অতি কষ্টে তাহারা জানিতে সমর্থ হইবে। এই প্রকারে আমার সংবাদ দ্বারা তাহাদিগকে দুঃখ হইতে মোচন কর, এইরূপ অর্থ বিস্তারিত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

মদর্থং সন্ত্যজ্যাপ্যনিশমশনাদ্যং বরদৃশ-
শ্চিরং জীবন্তীতি স্ফুরতি ন মৃষা বিশ্রুতিরসৌ।
ময়ি প্রাণাস্তাসাং সদমৃততনৌ মষ্যপি মনঃ
সদা সন্ত্যস্তীতি প্রবলমিহ যৎকারণমিদম্ ॥ ১১ ॥
সদা মামেবামূর্দ্দয়িতমতুলপ্রেমবসতিং
তথাত্মানং মত্বা কিল নিখিলমস্যন্তি সময়ম্।
বহির্দ্দৃষ্ট্যা যে বা বত! পতিতয়া ভান্তি পশুপাঃ
সলোকা বা ধর্ম্মাস্তৃণবদজহুস্তানপি পুরা ॥ ১২ ॥

অথ তা মন্মনস্কা ইত্যস্যার্থং বিবৃণোতি—মদর্থ ইতি। তা বরদৃশো গোপ্যঃ মদর্থমনিশং অশনাদ্যং ভোজনাদি সন্ত্যজ্যাপি চিরং জীবন্তীতি। অসৌ বিশ্রুতি মৃষা মিথ্যা ন স্ফুরতি কিন্তু সত্যং। নন্বাহারাভাবে কথং চিরজীবনং তত্রাহ—ময়ীতি। সৎ সদা অমৃততনৌ হানিরহিতে ময়ি তাসাং প্রাণাঃ সদা সন্তি তথা তাসাং মনো ময্যপি সদাস্তীতি ইহ চিরজীবনে ইদং প্রবলং কারণং ॥ ১১ ॥

মামেব দয়িতমিত্যস্যার্থং বিবৃণোতি—সদেতি। অমূ র্গোপ্যঃ সদা মামেব দয়িতং প্রিয়ং অতুলপ্রেমবসতিং তথাত্মানং পরমাত্মানং মত্বা নিখিলং কালমস্যন্তি ক্ষিপন্তি। নন্বেবং গৃহকর্ম্মকরণাভাবে তৎপত্যাদয়ঃ কথং পুষ্যন্তি তত্রাহ—বহির্দৃষ্ট্যেতি। পশুপা গোপা ভান্তি দীপ্যন্তি তথা লোকৈ র্জনৈঃ সহ ধর্ম্মা ভান্তি গুরুজনানপি তৃণবদতি তুচ্ছবৎ জহু স্ত্যক্তবত্যঃ ॥ ১২ ॥

সুনেত্রা গোপীগণ আমার নিমিত্ত ভোজনাদি পরিত্যাগ করিয়াও চিরকাল বাঁচিয়া আছে। এইরূপ প্রবাদ মিথ্যা প্রকাশিত নহে, কিন্তু ইহা সত্য। আহারের অভাবে যে তাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহার যুক্তি এই; শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই অমৃততনু, অর্থাৎ ঐ দেহের কদাপি ক্ষয় নাই, এই হেতু আমার উপরে তাহাদের প্রাণ সর্ব্বদাই পড়িয়া আছে; এবং তাহাদের মনও আমার উপরে সর্ব্বদা বিদ্যমান। চিরকাল বাঁচিবার ইহাই প্রবল কারণ জানিবে ॥ ১১ ॥

ঐ সকল গোপীগণ সর্ব্বদা আমাকেই প্রিয়তম, অতুল প্রেমাধার এবং পরমাত্মা বোধ করিয়া সমস্ত সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে। হায়! বাহ্য দৃষ্টিতে দর্শন করিলে যে সকল গোপগণ পতিরূপে শোভা পাইতেছে, এবং সমস্ত লোকের

সলোকং ধর্ম্মং প্রাগ্‌যদপি বিজহুর্ম্মদ্‌রতিবশা-
দমূ রেতর্হ্যন্যাং তদপি দধতে তত্র কুদশাম্।
পুরা চিত্তে তত্ত্যজনকৃতিপূর্ব্বং রহসি মাং
শ্রিতাঃ সম্প্রত্যেতদ্‌যুগলমথ সাক্ষাদ্বিদধতি ॥ ১৩ ॥
অহো! যে যেঽন্যে চ প্রথমভজনায় প্রতিনিজং
স্বধর্ম্মং তল্লোকানপি পরিহরন্তি শ্রবণতঃ।
অমী ত্যক্তুং শক্যাঃ স্খলিতভজনত্বেঽপি ন ময়া
কথং তাস্ত্যজ্যন্তাং বত! নবনবপ্রেমতনবঃ ॥ ১৪ ॥

কিঞ্চ সলোকমিতি। অমূর্গোপ্যো মম রতিবশাৎ যদপি প্রাক্ পূর্ব্বং লোকৈঃ সহ ধর্ম্মং বিজহুস্ত্যক্তবত্য স্তদপি এতর্হি এতৎকালে অন্যাং কুদশাং মালিন্যাদিকং দধতে, পুরা পূর্ব্বস্মিন্ চিত্তে তস্য সলোকধর্ম্মস্য ত্যজনকৃতিঃ পূর্ব্বা যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা মাং শ্রিতাঃ সেবিতাঃ, সম্প্রতি এতদ্‌যুগলং সলোকধর্ম্মত্যাগকুদশাধৃতিরূপং সাক্ষাদ্বিদধতি ধারয়ন্তি ॥ ১৩ ॥

অথ যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চেত্যস্যার্থং বিস্তৃণোতি—অহো ইতি। যে যে অন্যে জনাঃ প্রথমভজনায় প্রতিনিজং স্বধর্ম্মং তল্লোকান্ পিত্রাদিলোকানপি শ্রবণতঃ মম রূপগুণাদি শ্রবণমাত্রেণ পরিহরন্তি, অমী জনাঃ স্খলিতভজনত্বে তদ্ভজনস্য ব্যাঘাতেঽপি ময়া ত্যক্তুং ন শক্যাঃ এবঞ্চ বতেতি খেদে। নবনবপ্রেমতনব স্তা গোপ্যো ময়া কথং ত্যজ্যন্তাং ॥ ১৪ ॥

সহিত ধর্ম্ম দীপ্তি পাইতেছে, তাহাদিগকেও গোপীগণ পূর্ব্বে তৃণের মত পরিত্যাগ করিয়াছিল ॥ ১২ ॥

যদ্যপি ঐ সকল গোপীগণ আমার প্রতি অনুরাগ বশতঃ পূর্ব্বে সমস্ত লোকের সহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল, তথাপি তাহারা এই সময়ে অন্য কুৎসিত দশা বা মালিন্যাদি ধারণ করিতেছে। পূর্ব্বে তাহারা সমস্ত লোকের সহিত ধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে আমাকে যে অবলম্বন করিয়াছিল, সম্প্রতি তাহারাই আবার লোকের সহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ এবং কুৎসিত দশা ধারণ এই দুইটি বিষয়ই সাক্ষাৎ ধারণ করিতেছে ॥ ১৩ ॥

আহা! অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি প্রথম ভজনার জন্য প্রত্যেকেই আমার রূপ গুণ শ্রবণ মাত্রেই স্ব স্ব ধর্ম্ম এবং পিতা মাতা প্রভৃতি সকল লোকদিগকেও পরিত্যাগ করিয়াছে, ঐ সকল লোকদিগকে আমার ভজনের ব্যাঘাত হইলেও

যদপ্যন্তঃস্ফূর্ত্তির্ভবতি মম তাসু প্রতিপদং
তদীয়প্রাণানাং ধৃতিভৃতিবিধানক্ষমতমা।
তথাপ্যুদ্যোতন্তে ক্বচন মম চেন্মাথুরকথা-
স্তদা মদ্দূরত্বস্মরণমনু মুহ্যন্তি বত! তাঃ॥ ১৫॥
ক্ষণঃ কল্পস্তাসাং ভবতি বিরহে হা মম যতঃ
স্ফুটং রাসারম্ভে কতিচিদগমংস্তামপি দশাম্।
তথাপ্যেতাসাং যন্ন বহিরসবো যান্তি তদিদং
মদীয়প্রত্যাবৃত্ত্যুপধিশতযুগ্বাচিকবলম্॥ ১৬॥

ময়ি তাং প্রেয়সীং প্রেষ্ঠে ইত্যস্যার্থং বিস্তৃণোতি—যদপীতি। যদ্যপি তাসু গোপীষু প্রতিপদং প্রতিক্ষণং মমান্তঃস্ফূর্ত্তি র্ভবতি সা কিম্ভূতা তদীয়প্রাণানাং ধৃতি র্ধারণং ভৃতিঃ পোষণং তয়ো র্বিধানে ক্ষমতমা মহাসমর্থা তথাপি তাসাং ক্বচন চেদ্যদি মম মাথুরকথা উদ্যোতন্তে উদয়ং গচ্ছন্তি তদা মম দূরত্বস্মরণং অনুলক্ষীকৃত্য তা মুহ্যন্তি মোহং যান্তি॥ ১৫॥

প্রত্যাগমনসন্দেশৈরিত্যস্যার্থং বিস্তৃণোতি—ক্ষণ ইতি। হেতি খেদে। মম বিরহে বিচ্ছেদে তাসাং সম্বন্ধে ক্ষণঃ কালঃ কল্পঃ কল্পকালতুল্যো ভবতি, যতো যস্মাৎ রাসারম্ভে কতিচিদ্গোপ্য স্তামপি দশাং মম বিরহে মৃত্যুদশাং স্ফুটমগমন্ যাতাঃ তথাপ্যধুনা মহাবিচ্ছেদেঽপি এতাসাং অসবঃ প্রাণা যন্ন বহির্যান্তি তদিদং মদীয়া যা প্রত্যাবৃত্তিঃ সৈবোপাধি শ্ছলং তস্যাঃ শতেন যুগ্‌যোগো যস্য এবম্ভূতং বাচিকং বাক্যদ্বারা কৃতং তদেব বলং মদীয়প্রত্যাবৃত্তিবাক্য বলমিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হায়! এইরূপে আমি নব-নব প্রেমমূর্ত্তি-ধারিণী সেই সকল গোপীদিগকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব!॥ ১৪॥

যদ্যপি সেই সকল গোপীদিগের অন্তঃকরণে প্রতিক্ষণে আমার স্ফূর্ত্তি হইতেছে, এবং এই স্ফূর্ত্তি দ্বারা তাহারা বিশেষ করিয়া প্রাণধারণ এবং প্রাণ-রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে; তথাপি তাহাদের যদি কখনও আমার মথুরা সম্বন্ধীয় কথা সকল উদিত হয়, তাহা হইলে তাহারা আমার দূরত্ব স্মরণ করিয়া মোহিত হইয়া থাকে॥ ১৫॥

হায়! আমার বিরহে গোপীদিগের এক-ক্ষণও কল্পকাল তুল্য হইয়া থাকে কারণ, রাসলীলার প্রারম্ভে কতিপয় গোপী আমার বিরহে মৃত্যুদশা পর্য্যন্ত

প্রতিশ্রুত্য প্রাগ্‌যন্নিজপিতৃতয়া বল্লবপতী
দিশামি ত্বাং গন্তুং স্বমপি মনুবে বল্লবমিতঃ।
(ক) অতো মে "বল্লব্যো ম" ইতি নিজতাব্যঞ্জি বচনং
তথা জ্ঞেয়ং তাসাং যদিহ ন ময়া কাপি চ ভিদা ॥১৭॥

তদেবমাকর্ণ্য ময়া নিবেদিতং! তর্হি কথং মধ্যে মধ্যে সর্ব্বতঃ প্রকাশরম্যতয়া স্বয়ং ন গম্যত ইতি। তদেতদাকর্ণ্য তেন চ বৈবর্ণ্যপূর্ব্বকং ময়ি মর্ম্ম সমুদ্ভেদিতং। যদ্যপি শাত্রব-

বল্লব্যো মে মদাত্মিকা ইত্যস্যার্থং বিবৃণোতি—প্রতিশ্রুত্যেতি। নিজপিতৃতয়া বল্লবপতী ব্রজরাজদম্পতী প্রাগ্বৎ প্রতিশ্রুত্য শপথং কৃত্বা ত্বাং গন্তুং বোধয়িতুং দিশামি ইতো হেতোঃ স্বমপি আত্মীয়মপি বল্লবং গোপং মনুবে জানামি, অতো মে বল্লব্য ইতি নিজতা সত্যং তাং ব্যঞ্জয়িতুং শীলমস্য তদ্বচনং জ্ঞেয়ং তথা তাসাং যদ্‌যস্মান্ময়া সহ কাপি ভেদাভেদং ন জ্ঞেয়া ॥ ১৭ ॥

নন্বেবং তদ্বাক্যং শ্রুত্বা ভবান্ কিমকরোৎ তত্রাহ—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। প্রকাশেন যা রম্যতা তয়া আকর্ণ্য শ্রুত্বা তেন শ্রীকৃষ্ণেন বৈবর্ণ্যপূর্ব্বকং বিবর্ণতা অঙ্গমালিন্যং পূর্ব্বে যত্র

প্রাপ্ত হইয়াছিল (খ)। তথাপি এক্ষণে মহাবিরহ ঘটিলেও তাহাদের প্রাণ যে বহির্গত হয় নাই, তাহা কেবল আমার প্রত্যাগমন রূপ বাক্যবলই কারণ ॥ ১৬ ॥

আপনার পিতা-মাতা বলিয়া ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর নিকটে পূর্ব্বের মত শপথ করিয়া আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি। এইহেতু আমি আপনাকেও গোপ বলিয়া জানিতেছি। অতএব 'আমার গোপীগণ' এইরূপ বাক্য যে নিজের গোপত্ব সূচনা করিতেছে, তাহা স্পষ্টই অবগত হইবে। দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল গোপীদিগের যে আমার সহিত কোন প্রভেদ নাই তাহাও অবগত হইবে ॥ ১৭ ॥

অতএব এইরূপ শ্রবণ করিয়া আমি নিবেদন করিয়াছিলাম। তবে কেন মধ্যে মধ্যে সর্ব্বতোভাবে মনোহর বেশে আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং গমন করেন

(ক) প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ। ভাঃ ১০।৪৬।৬। এতৎপদ্যান্তর্গতং "বল্লব্যো মে" ইত্যংসোঽনূদিতঃ।

(খ) ভাগবত ১০।২৯। "জহুর্গুণময়ং দেহং" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

বিদ্রবঃ সমাধাতুং শক্যতে তথাপি তত্র চাত্র চ কশ্চন সঙ্কোচ-স্তত্র গন্তুং রচিতারম্ভমপি মাং স্তম্ভয়তি ॥ ১৮ ॥

তথা হি;—তাঃ খলু ন কেবলং মন্মনস্কা অপি তু ব্রাহ্মণস্য "বল্লব্যো মে মদাত্মিকা" ইতি বচনব্যঞ্জিতসাম্প্রতানু-ভবান্মম নিত্যপ্রেয়স্য এব, তথাপি নূনং কয়াপি মায়য়া পর-দারতয়া তত্র ব্যবহারঃ সর্ব্বমাসসার। যঃ খলু পুরা ব্রজপ্রেমা-বেশবশতয়া লোকবল্লীলামনুশীলয়তা ময়াপি দুরপসার এবা-সীৎ। ততশ্চ জাগরূকতদনুরাগবদ্ধতয়া তাসাং ময়ি তাসু

তদ্‌যথা স্যাৎ মর্ম্মাভিপ্রায়ং সমুদ্ভেদিতং প্রাদুর্ভাবিতং। তন্মর্ম্ম বিশদয়তি যদ্যপীত্যাদিনা গদ্যেন। শাত্রববিদ্রবঃ শাত্রবৈ বিদ্রবো বিদ্রোহার্থং গমনং সমাধাতুং ময়া শক্যতে, তত্র ব্রজে অত্রচ মথুরায়াং তত্র ব্রজে গন্তুং রচিত আরম্ভ উদ্যমো যেন তং মামপি স্তম্ভয়তি ॥ ১৮ ॥

তং সঙ্কোচং বিবৃণোতি—তথাহীতি। তা গোপ্যঃ বল্লবপতিঃ শ্রীব্রজেশ্বরঃ তস্য পুত্রস্য মে বল্লব্যো মে মদাত্মিকা ইতি বচনেন ব্যঞ্জিতঃ সাম্প্রতং যোঽনুভব স্তস্মাদ্ধেতোঃ। ননু যদি তা নিত্যপ্রেয়স্য এব তদা কথং পরেণোঢ়াঃ পরগৃহে বাসশ্চ তত্রাহ তথাপীতি। সর্ব্বমাসসার আজগাম যঃ পরদারতয়া ব্যবহারঃ পুরা পূর্ব্বং ব্রজে যঃ প্রেমাবেশ স্তস্য বশতয়া লোকবল্লীলাং বিহারমনুশীলয়তা ময়াপি দুরপসারঃ দুঃখেনাপসার স্ত্যজনং যস্য স এবাসীৎ। জাগরূকো

না। এইরূপ বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণও অঙ্গমালিন্য পূর্ব্বক আমার নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। যদ্যপি শত্রুগণের সহিত কলহ করিবার জন্য আমি গমন করিতে পারি সত্য, তথাপি সেই ব্রজে এবং এই মথুরায় যে কোন এক সঙ্কোচভাব আছে. সেই সঙ্কোচভাব, আমি ব্রজে গমন করিতে উদ্যত হইলেও আমাকে স্তম্ভিত করিতেছে ॥ ১৮ ॥

দেখ, ঐ সকল গোপী নিশ্চয়ই কেবল মদ্‌গতচিত্তা অর্থাৎ আমাতে নিজ চিত্ত অর্পণ করিয়াছে, এমত নহে কিন্তু ব্রাহ্মণের যেমন নিজ ব্রাহ্মণীর প্রতি "মমেয়ং ব্রাহ্মণী" "আমার এই ব্রাহ্মণী" এইরূপ বাক্যের মত, আমি গোপপতি ব্রজরাজের পুত্র বলিয়া আমার "গোপীগণ আমার আত্মরূপা" এইরূপ বাক্য দ্বারা সম্প্রতি যে রূপ অনুভব হইতেছে, সেই অনুভব হেতু তাহারা আমার নিত্যপ্রেয়সী তাৎপর্য্য এই যে তাহাদিগের সহিত নিত্য

চ মগাসক্তিরতিরিক্তা জাতা। যস্যাং লোকবল্লীলাবেশবশ-তয়া তত্তদর্থং দৃষ্টমদৃষ্টমপ্যর্থং পূর্ব্বমপূর্ব্বতয়া কুর্ব্বন্নহমপি যৎ-কৃতবাংস্তৎকথং প্রণয়দ্বৎসু ভবৎসু গুপ্তং কুর্য্যাং। যৎ খলু সার্ব্বজ্ঞ্যাদমন্দেন স্কন্দেন চ পুরা স্বপুরাণে তুলসীস্তুতিমনু প্রস্তুতিমানিন্যে ॥ ১৯ ॥

জাগরণশীলঃ সোঽসাধারণো যোঽনুরাগ স্তেন বদ্ধতয়া অতিরিক্তা নিঃসীমা যস্যামাসক্ত্যাং তত্তদর্থং অনুরাগাদ্যর্থং দৃষ্টং রূপাদিদর্শনং অদৃষ্টং বেণুবাদনাদি-তদ্রূপমর্থং কার্য্যং পূর্ব্বং সঙ্গমাৎ অপূর্ব্বতয়া অসাধারণত্বেন কুর্ব্বন্ অহমপি দূতাদিপ্রেষণং পশ্চাদনুগমনাদি কৃতবান্ তৎ ভবৎসু কথং গুপ্তং গোপনং কুর্য্যাং। ময়া তদ্গোপনং বৃথা যদযস্মাদমন্দেন উত্তমেন স্কন্দেন কার্ত্তিকেয়েন সার্ব্বজ্ঞ্যাৎ পুরা স্বপুরাণে স্কন্দপুরাণে তুলসীস্তুতিং প্রস্তাবং আনিন্যে সর্ব্বেষাং সমীপং প্রাপয়ামাস ॥ ১৯ ॥

সম্বন্ধ, পৃথক্ করিয়া পরে মন অর্পণ করিতে হয় না। তথাপি নিশ্চয়ই কোন এক অপূর্ব্ব মায়া দ্বারা পরদার বলিয়া তাহাদের উপরে যে ব্যবহার ছিল, (ইহাই লীলা) তাহা সমস্ত বিষয়ই প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্রজে যে প্রেমাবেশ ছিল, তাহার বশীভূত হইয়া লোকের মত লীলার অনুকরণ করিয়া আমিও নিশ্চয়ই তাহাকে দুঃখে ত্যাগ করিতে পারিয়া ছিলাম। অনন্তর তাহাদের জাগ্রত অনুরাগে আবদ্ধ থাকাতে আমার প্রতি তাহাদের এবং তাহাদের প্রতি আমার অতিরিক্ত আসক্তি জন্মিয়াছিল। যে আসক্তিতে তত্তৎ অনুরাগাদির জন্য দৃষ্ট রূপাদি দর্শন এবং অদৃষ্ট বেণুবাদনাদিরূপ কার্য্য, মিলনের পূর্ব্বে অসাধারণভাবে করিয়াও আমি যে দূতাদি প্রেরণ এবং পশ্চাৎ অনুগমনাদি করিয়াছিলাম, তাহা তোমাদের মত প্রণয়ভাজন ব্যক্তিগণের নিকটে কেন গোপন করিব। আমি এখন যদি তাহা গোপন করি, তাহা বৃথা মাত্র কারণ উৎকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন কার্ত্তিকেয় সর্ব্বজ্ঞতা গুণ বশতঃ পুরাকালে স্কন্ধপুরাণে তুলসীর স্তব লক্ষ্য করিয়া সকলের সমীপে ঐ প্রস্তাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

তথা হি ;—

"গবাং হিতায় তুলসী গোপীনাং রতিহেতবে।

বৃন্দাবনে ত্বং বপিতা সেবিতা বিষ্ণুনা স্বয়ম্।

গোকুলস্য চ বৃদ্ধ্যর্থং কংসস্য নিধনায় চ" ॥ ইতি ॥

যস্যাশ্চ মদ্যাসক্তেঃ প্রভাবেণ তাসাং তেষু পতিম্মন্যেষু রহঃসঙ্গঃ শশশৃঙ্গতামবাপ। পুত্রায়মাণেষু যাতৃপুত্রাদিষু চাসঙ্গঃ শিথিলাঙ্গতাং গতবান্। অথ পুনরাসক্তিঃ সা ক্রমাদমর্য্যাদতয়া কেন কেনচিৎ পর্য্যালোচিতা। যত এব সজ্জলজ্জতয়া তস্মাচ্ছলান্তরবলান্ময়া ব্যবহিতং। ততশ্চ পুনর্ম্মম তত্র প্রকটগমনে সতি তাসামঙ্গীকারে পূর্ব্ববদেব লজ্জা প্রসজ্জে-

তৎ স্কন্দপুরাণে বাক্যমুত্থাপয়তি—গবামিতি। স্বয়ং বিষ্ণুনা বৃন্দাবনে বপিতা রোপিতা সেবিতা চ। পতিম্মন্যেষাত্মানং পতিম্মন্যতে নতু যথার্থপতিরিতি। রহঃসঙ্গো নির্জ্জনবিলাসঃ শশশৃঙ্গতাং শূন্যতামবাপ, যাতৃপুত্রাদিষু ভগিনীপুত্রাদিষু আসঙ্গ আসক্তিঃ শিথিলাঙ্গতাং শৈথিল্যমনাবেশতাং, সা পুনরাসক্তিঃ ক্রমাৎ অমর্য্যাদতয়া নিঃসীমতয়া কেন কেনচিজ্জনেন ন পর্য্যালোচিতা। যত এব তৎপর্য্যালোচনাদেব সজ্জা লজ্জা তদ্ভাবতয়া তস্মাৎ ছলান্তরবলাৎ কংসহননায় মথুরাগমনাৎ ময়া ব্যবহিতং তদাসঙ্গনং ত্যাজিতং গোপিতমিতি বা। তত্র ব্রজে

এইস্থানে স্কন্দপুরাণের বচন উদ্ধৃত হইতেছে। দেখ, হে তুলসি! ধেনুগণের হিতের জন্য, গোপীদিগের অনুরাগের জন্য, গোকুলের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত এবং কংসনিধনের নিমিত্ত স্বয়ং বিষ্ণু তোমাকে বৃন্দাবনে রোপণ করিয়াছেন, এবং জলদ্বারা সেবা করিয়াছেন। ঐ সকল গোপীদিগের আমার প্রতি যে আসক্তি আছে, তাহার প্রভাবে যাহারা আপনাদিগকে গোপীদিগের পতি বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাদিগের নিকটে নির্জ্জনে বিলাস শশশৃঙ্গের মত শূন্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহারা পুত্রের মত ব্যবহার করিত এবং যাতৃগণের (যা দিগের) পুত্রদিগের প্রতি গোপীগণের যেরূপ আসক্তি ছিল, তাহাও ক্রমে শৈথিল্য পাইয়াছিল। অনন্তর পুনরায় সেই আসক্তি ক্রমে এইরূপ অসীম হইয়াছিল যে তাহাতে কোন কোন লোক ঐ রূপ পর্য্যালোচনা করিয়াছিল।

দনঙ্গীকারে চ তাসাং প্রাণত্রাণং ন স্যাৎ। তথাপি তত্র গত্বা তস্য সাবধানং সমাধানং কথমপি প্রথনীয়মিত্যুৎকণ্ঠতয়া ধৈর্য্যং কুণ্ঠয়ন্নত্রত্যপিত্রোরুপকণ্ঠে গদ্গদকণ্ঠতয়া তত্রত্যমিত্রাদীনাং দুঃখং বর্ণয়ংস্তত্র মধ্যে মধ্যে গমনায় ন্যবেদিষং। তৌ তু নাজ্ঞাং দত্ত ইতি তদবজ্ঞায় গমনে তদপি ন সঙ্গলসঙ্গি স্যাদিতি বিভাব্য নিরুৎসাহতাং গচ্ছামি। কিং বহুনা? মধ্যে মধ্যে তেষাং পিত্রাদীনামত্রানয়নায় চ তয়োরনুজ্ঞা জিঘৃক্ষিতা। সা পুনর্নিজ-যজ্ঞসূত্র-যজ্ঞমনু চ তদনাহ্বানান্ন সম্ভাবিতা। তস্মাদ্-যাবদহং সময়গত্যা মত্যা সমাদধামি তাবল্লব্ধদূরবস্থাবিশেষ-তয়াত্মনির্বিশেষং ত্বামেব তত্র প্রস্থাপয়িতুমুদ্যতোঽস্মি। তত্র

সাবধানং অবধানেন সহ বর্ত্তমানং সমাধানং প্রথনীয়ং বিস্তার্য্যং ধৈর্য্যং কুণ্ঠয়ন্ চঞ্চলীভবন্ অত্রত্য-পিত্রোঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যোরুপকণ্ঠে সমীপে তত্রত্যানাং ব্রজসম্বন্ধিনাং মিত্রাণাং তত্র ব্রজমধ্যে গমনায় ন্যবেদিষং নিবেদিতবান্। তৌ পিতরৌ আজ্ঞামনুমতিং ন দত্ত ইতি তদবজ্ঞায় তদনাদৃত্য। জিঘৃক্ষিতা গ্রহণং কর্ত্তুমিষ্টা নিজযজ্ঞসূত্রযজ্ঞং উপনয়নমনুলক্ষীকৃত্য তেষাং পিত্রাদীনামনাহ্বানাৎ। মত্যা বুদ্ধ্যা তাবল্লব্ধা দূরবস্থাবিশেষো যস্য তদ্ভাবতয়া আত্মনি

ঐ প্রকার আলোচনা করাতেই লজ্জিতভাবে অন্য আর একপ্রকার ছল করিয়া অর্থাৎ কংসবধ করিতে মথুরায় গমন করিয়া আমি সেই আসক্তি পরিত্যাগ করাইয়াছি, অথবা গোপন করিয়া রাখাইয়াছি। অনন্তর পুনর্ব্বার আমার ব্রজে প্রকাশ্যে গমন হইলে এবং তাহাদিগকে অঙ্গীকার করিলে পূর্ব্বের মতই লজ্জা হইবার সম্ভাবনা; এবং যদি তাহাদিগকে স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলেও তাহাদের প্রাণরক্ষা হইবে না। তথাপি সেই ব্রজে গমন করিয়া সাবধানে তাহার সমাধান, অতিকষ্টে বিস্তার করিব। এইরূপে উৎকণ্ঠাদ্বারা ধৈর্য্যলোপ করিয়া এবং মথুরাবাসী পিতা-মাতার অর্থাৎ বসুদেব দেবকীর নিকটে গদ্গদ কণ্ঠস্বরে ব্রজবাসী বন্ধুগণের দুঃখবর্ণন করিয়া, মধ্যে মধ্যে ব্রজে যাইবার জন্য নিবেদন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা দুইজনে অনুমতি করিলেন না। এই বাক্য অবজ্ঞা করিয়া যদি গমন করা যায়, তাহাতেও

যদ্যপি ভবতা সর্ব্বসমাধানমনুসন্ধাতব্যং তথাপ্যয়ং মম সন্দেশ-লেখচয়স্তাসাং পুরঃ প্রবেশনীয়ঃ। বারম্বারং স্বয়মেব বাচ-নীয়শ্চ। যতস্তাঃ স্বাশ্রুভিরন্ধায়মানাঃ স্বয়ং নানুসন্ধাতুং শক্ষ্যন্তীতি ॥ ২০ ॥

তত্র প্রথমলেখো যথা ;

"ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ" ইতি। অথ তদেতাবদাকর্ণ্য তাভির্ম্মনসি বিচারিতং। নন্বিদং স্বস্থ ব্রহ্মতাজ্ঞানমিবোদ্দিষ্টং। সর্ব্বাত্মনা মে ময়েতি সামানাধি-করণ্যাৎ। তদলমনভীষ্টশ্রবণেন ॥

স্বস্মিন্ নির্গতো বিশেষো যস্য তং ত্বামেব। সন্দেশলেখচয়ঃ সন্দেশলিখনসমূহঃ, স তু বাচনীয়শ্চ ॥ ২০ ॥

পত্রলেখস্তু শ্রীভাগবতপদ্যৈরেব, অতস্তানি উত্থাপয়তি—ভবতীনামিতি। তাভি র্গোপীভিঃ অনভীষ্টশ্রবণেন বয়ন্তু ন ব্রহ্মোপাসিকাঃ কিন্তু তদ্বিরহকাতরাত্বাৎ তৎসঙ্গমলালসা ইতি ভাবঃ। সাবজ্ঞং অবজ্ঞা হেলা তয়া সহ বর্ত্তমানং যথাস্যাৎ। সতূদ্ধব উদ্ভূতং যদ্ববাঞ্ছিতং

মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি নিরুৎসাহ হই-তেছি। অধিক কি বলিব, মধ্যে মধ্যে সেই সকল মাতা-পিতা প্রভৃতি ব্যক্তিগণের এইস্থানে আনয়নের জন্য এই পিতা-মাতার অনুমতি লইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। নিজ উপনয়ন ব্যতীত তাঁহাদের আহ্বান হইবে না বলিয়া, সেই অনুজ্ঞা প্রার্থনারও সম্ভাবনা নাই। অতএব যেমন আমি সময়ানুসারে বুদ্ধি পূর্ব্বক সমাধান করিতে যাইব, অমনি দুরবস্থা বিশেষ-লাভ করাতে আত্মনির্ব্বিশেষে তোমাকেই সেই ব্রজে পাঠাইতে উদ্যত হই-তেছি। তথায় যদ্যপি তুমি সকল প্রকার সমাধান অনুসন্ধান করিতে পারিবে, তথাপি আমার এই আদেশ বাক্যের লিপি সকল, সেই সকল গোপীদিগের সম্মুখে প্রবেশ করাইবে, এবং বারম্বার স্বয়ংই সেই সকল পাঠ করিবে। কারণ তাহারা স্ব-স্ব নেত্রজল ধারায় অন্ধ হইয়া যাইবে, তাহাতে তাহারা স্বয়ং অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ২০ ॥

তাহার মধ্যে প্রথম লিপি যথা :—

ভাগবতের (১০।৪৭।২৯) শ্লোক দ্বারা সেই অর্থ উত্থাপিত করিতেছেন।

অথ সাবজ্ঞং পুনঃ পৃষ্টং ;—কিমপ্যন্যদস্তীতি। (ক) স তূদ্ভুতবাঞ্ছিত-তদন্তরন্তরর্থজ্ঞাপনয়া সদাজ্ঞাপনয়া পুনর্লিখিত-মিব তদেব বাচিতবান্। তস্মিন্নেব বাচিতে তাভিঃ পুনঃ স্বগতং পরামৃষ্টং। নন্বনেন পুনরুক্তেন পূর্ব্বপূর্ব্বমুপদিষ্টং স্ফূর্ত্তিলক্ষণমিবাদিষ্টং। সর্ব্বেণ প্রকাশেন বিয়োগো নাস্তি। কিন্তু মথুরাস্থেন প্রকটেন বিয়োগঃ। ভবতীষু স্ফুরতা তত্র-স্থেন সংযোগ ইতি। তদলং পিষ্টপেষণসর্গকরচক্রবর্গস্য ঘর্ঘর-

তদন্ত স্তন্মধ্যবর্ত্তী যোঽন্তরর্থঃ গূঢ়ার্থ স্তস্য জ্ঞাপনং যয়া তয়া তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞাপনয়া তদেব পদ্যং তত্রস্থেন ব্রজসম্বন্ধিনা পিষ্টপেষণেত্যাদি পিষ্টস্য সুচূর্ণস্য পেষণে যঃ সর্গকরো রচনাকরো যশ্চক্র-

আমার সহিত তোমাদিগের বিরহ কখনও সর্ব্ব প্রকারে হইতে পারে না। অনন্তর এই পর্য্যন্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপীগণ মনে মনে বিচার করিতে লাগিল। ওহো! ইহা দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাবের জ্ঞানই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'সর্ব্বাত্মনা মে' অর্থাৎ আমি সর্ব্বময়, আমার সহিত, ইত্যাদি বাক্য পরস্পরের সামানাধিকরণ্য রহিয়াছে। অতএব এইরূপ অনভিপ্রেত বিষয় শ্রবণ করিয়া কি হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই, আমরা ব্রহ্মের উপাসকা নহি কিন্তু তাঁহার বিরহে কাতর বলিয়া তাঁহারই সঙ্গ বাঞ্ছা করিয়া থাকি।

অনন্তর অবজ্ঞার সহিত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, আরও কিছু আছে কি? কিন্তু উদ্ধব তখন যাহাতে বাঞ্ছিত বিষয় শীঘ্র প্রকাশিত হয় এবং তাহার মধ্যে যে গূঢ়ার্থ আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণের আদেশ মত বিজ্ঞাপন করিলেন। অর্থাৎ এক খানি পত্রে কোন বিষয় লিখিয়া যেমন অপর কোন গূঢ় বিষয় পুনশ্চ বলিয়া লিখিয়া থাকে। শ্রীমান্ উদ্ধবও যেন ঠিক্ সেইরূপে পুনশ্চ লিখিত বিষয়ের মত বোধ করিয়া পাঠ করিলেন। উদ্ধবের মুখ দিয়া সেই অর্থ পঠিত হইলে সেই সকল গোপীগণ পুনরায় মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। আচ্ছা এই পুনরুক্ত বিষয় দ্বারা পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ স্ফূর্ত্তি লক্ষণই যেন আদিষ্ট হইয়াছে। সকল পদার্থের প্রকাশ দ্বারা বিচ্ছেদ হইতে

(ক) সতু দ্রুতবাঞ্ছিতেতি আনন্দবৃন্দাবনগৌর পাঠঃ।

শব্দশ্রবণেনেতি। অথ তাভিঃ পুনঃ পৃষ্টস্তমেবাচষ্ট ;—তাভিশ্চ তত্র সচমৎকারং বিচারিতং। পুনঃপুনর্লিখিতং খল্বিদমপরাপরসন্দর্ভগর্ভং ভবেৎ। তৃতীয়শ্চায়ং সন্দর্ভঃ স্ফূর্ত্তিরূপতাং নিষিধ্য সাক্ষাদ্রূপতাং বিধত্ত ইতি। ততশ্চ তন্নিশ্চয়ায় বিচারমেবাচরিষ্যামঃ ॥ ২১ ॥

যতঃ ;-

(ক) অলঙ্কারমলঙ্কৃত্বা যত্র শোভা ভবেন্ন হি
যো ন বুধ্যেত তত্রাপি খলূক্ত্বা খলু বাচিকং ইতি ॥২২॥

বর্গে! গোলাকারঃ শিলাদ্বয়সমূহ স্তস্ঘর্ঘরশব্দশ্রবণেনালং নিষ্প্রয়োজনং। তদেব ভবতীনামিতি পদ্যার্দ্ধং। অপরাপরসন্দর্ভং অপরাপরো যঃ সন্দর্ভঃ সূক্ষ্মতাৎপর্য্যং গর্ভে যস্ত তৎ তৃতীয়শ্চায়ং সন্দর্ভঃ সূক্ষ্মতাৎপর্য্যং। তন্নিশ্চয়ায় সাক্ষাদ্রূপতাবিধানায় ॥ ২১ ॥

বিচারং বর্ণয়তি—অলঙ্কার ইতি। যত্র শোভা নহি ভবেৎ তদলঙ্কারমলঙ্কৃত্বা অলং শব্দো নিষেধার্থঃ। তদলংঙ্কারধারণং বৃথেত্যর্থঃ। তত্রাপি তদলঙ্কারধারণেঽপি কুতঃ শোভা ন স্যাদিতি

পারে না। কিন্তু মথুরায় প্রকাশ হইলে বিয়োগ হইবে। তথায় থাকিয়াও যখন তোমাদের উপর স্ফূর্ত্তি হইবে, তখন সংযোগের সম্ভাবনা। অতএব পিষ্ট বস্তুর পেষণ-কারক গোলাকার শিলাদ্বয় সমূহের (চাকীর ছোট যাঁতার) ঘর্ঘর শব্দ শ্রবণ করা এখন নিষ্প্রয়োজন।

অনন্তর গোপীগণ উদ্ধবকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও সেইরূপ বলিয়াছিলেন। তখন গোপীগণ আশ্চর্য্যভাবে ঐ বিষয়ে বিচার করিতে লাগিল। ইহা নিশ্চয়ই বারম্বার লিখিত হইয়াছে, এবং ইহার গর্ভে অপরাপর সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বিদ্যমান থাকিবে। এবং তৃতীয় এই যে সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য আছে, তাহা স্ফূর্ত্তিভাব নিষেধ করিয়া সাক্ষাৎকার ঘটাইয়া দিতেছে। অতএব সেই সাক্ষাৎকার রূপ নিশ্চয় করিবার জন্য আমরা বিচারও করিব ॥ ২১ ॥

যে অলঙ্কারে কিছুই শোভা হয় না, সেই অলঙ্কার ধারণ বৃথা। সেই

(ক) যস্মিন্ জনে শোভা নহি ভবেৎ তত্রালঙ্কারস্য করণেন অলং তদ্ধারণং তথা যো ন বুধ্যেত তত্রাপি সন্দেশস্য বচনেন খলু তদ্ধারণমিত্যর্থঃ। অলংখলু নিষেধার্থৌ অব্যয়শব্দৌ। আ।

অথ পুনঃ পৃষ্টঃ কিঞ্চিদন্যদ্বাচয়ামাস ;—যতঃ ;—

"যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী।

তথাহঞ্চ মনঃ-প্রাণ-বুদ্ধীন্দ্রিয়-গুণাশ্রয়ঃ" ॥ ইতি ॥২৩॥

তত্র প্রথমত এবং তাভিরন্তর্ব্বিচারিতং। নূনমস্মৎ-ক্লিষ্টতাখণ্ডনায় স্বস্য সর্ব্বোপাদানতয়া সর্ব্বাশ্রয়তয়া চ ব্রহ্ম-জ্ঞানমেবোপদিষ্টমস্তি। তচ্চাস্মাসু ন পর্য্যাপ্তম্ ॥ ২৪ ॥

যো ন বুদ্ধ্যেত খলুশব্দো নিষেধার্থঃ তস্য বাচিকং খলু খলুক্ত্বা বৃথেত্যর্থঃ। অয়ং ভাব স্তস্য সাক্ষাৎকারাভাবে অস্মাকং ন বিরহশান্তিরতস্তদ্বাচিকন্তু বৃথেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ভোঃ সন্দেশহর! তেনান্যৎ লিখিতং ন বেত্যপেক্ষায়ামাহ অথেতিগদ্যেন। অন্যদ্বাচনং যথা-যথা ভূতানীত্যাদি ॥ ২৩ ॥

তদেতৎ শ্রুত্বা তাভি র্যদ্বিমানিতং তদ্বর্ণয়তি—তত্রেত্যাদিগদ্যেন। সর্ব্বোপাদানতয়া সর্ব্বেষা-মুপাদানকারণত্বেনাস্মাসু ন পর্য্যাপ্তং বিরহিণীনাং তত্র মনোহতিচাঞ্চল্যাৎ তদুপদিষ্টমপি ন স্থৈর্য্যমাবহতীতি ॥ ২৪ ॥

অলঙ্কার ধারণেও কেন শোভা হইবে না, যে ব্যক্তি ইহা জানিতে পারে না, তাহার বাক্যও বৃথা। ইহার তাৎপর্য্য এই, তাঁহার সাক্ষাৎকার না ঘটিলে আমাদের বিরহ শান্তি হইবে না, সুতরাং তাঁহার কথা বলা বৃথা ॥ ২২ ॥

অনন্তর পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে উদ্ধব অন্য কোন বিষয় পাঠ করিতে লাগিলেন। যথা :—যেরূপ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত সকল, পঞ্চভূতে বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ আমিও মন, প্রাণ, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় এবং গুণের আধার স্বরূপ ॥ ২৩ ॥

তাহার মধ্যে গোপীগণ প্রথমতঃ মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিল। নিশ্চয়ই আমাদিগের ক্লেশ খণ্ডনের জন্য, এবং তিনি যে সকল পদার্থের উপাদান কারণ, অপিচ তিনি যে সকল পদার্থের আধার, এইরূপ ভাবে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই উপদেশ দিয়াছেন। আমরা বিরহিণী, আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল, সুতরাং ঐরূপ উপদেশ আমাদের কাছে পর্য্যাপ্ত নহে ॥ ২৪ ॥

যতঃ—

যদ্‌ব্রহ্মশর্ম্ম হৃদয়ে সনকাদয়ঃ স্বে
সর্ব্বোর্দ্ধমপ্যনুভবন্তি সদেতি সিদ্ধম্।
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কবায়ুরপি তদ্বিজিতীকরোতি ॥ ২৫ ॥

অথবা মহাকরুণয়া পরমোদারসারতাং গতঃ কথমমৃত মোদকাচ্ছাদপূর্ব্বকং গুড়ধানালড্ডুকদানবত্তৎ কুর্য্যাৎ। তস্মাৎ পুনশ্চ পৃচ্ছাম ইতি পৃষ্টে তস্মিন্নেব তেন চ বাচিতে তদিদং তাভিঃ স্ব-হৃদি বিচারিতং। আং! আং! ব্রহ্মতাপদেশত আত্মন এব সাক্ষাদেবাত্র স্থিতিরুপদিশ্যতে! মম স্ফূর্ত্তিঃ

ব্রহ্মজ্ঞানস্য সর্ব্বোত্তমত্বাভাবাৎ তন্নাদরণীয়মিতি বর্ণয়তি—যদিতি। সনকাদয়ঃ স্বে হৃদয়ে ব্রহ্মশর্ম্ম ব্রহ্মসুখানুভবং সর্ব্বোর্দ্ধং যথাস্যাত্তথানুভবন্তি অত স্তৎ সদেতি সিদ্ধং, কিন্তু তস্য ভগবতঃ কিঞ্জল্কঃ কেশরং তেন মিশ্রো যো বায়ুরপি কিমুত পরমকমনীয়া শ্রীমূর্ত্তি স্তৎ ব্রহ্মশর্ম্ম বিজিতীকরোতি তস্য পরাভবং করোতি ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ তত্র বাক্যে তাভি র্যদুট্টঙ্কিতং তদ্বর্ণয়তি—অথবেত্যাদিগদ্যেন। পরমোদারস্য মহাদাতুঃ সারতাং স্থিরাংশং অমৃতমোদকস্যাচ্ছাদঃ আবরণং যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা গুড়ধানালড্ডুকস্য খদিরলড্ডুকস্য দানবৎ কথং তৎ কুর্য্যাৎ ব্রহ্ম শর্ম্ম দদ্যাৎ, তস্মিন্নুদ্ধবে তেন উদ্ধবেন চ পুনঃ পঠিতে। স্বস্য ব্রহ্মতায়া

কারণ, সনক সনন্দ প্রভৃতি ঋষিগণ সর্ব্বোচ্চভাবে স্বকীয় হৃদয়ে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই ব্রহ্মানন্দ সর্ব্বদাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু কমললোচন সেই ভগবানের পাদপদ্মের পরাগ মিশ্রিত সমীরণও। (পরম রমণীয় মূর্ত্তি লক্ষ্মী দেবীর কথা কি বলিব) সেই ব্রহ্মানন্দ পরাভব করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

অথবা যিনি পরম কৃপা করিয়া পরম দাতার সারাৎসার গুণভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কি প্রকারে অমৃত পূর্ণ মোদকের আস্বাদন পূর্ব্বক গুড় মিশ্রিত ভৃষ্টযব (খৈলাড়ু) লাড্ডুক দানের মত সেই ব্রহ্মানন্দ দান করিবেন! অতএব পুনর্ব্বার আমরা জিজ্ঞাসা করি। এই বলিয়া গোপীগণ যেমন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল; এবং উদ্ধবও যেমন বলিতে লাগিলেন, তখন গোপী সকল স্ব স্ব হৃদয়ে

খলু মূর্ত্তিরেব নির্ণীয়তাং। যতো যথা ভূতানি স্বস্বকার্য্যাণা-মাশ্রয়রূপাণি তেষামন্তঃ পর্য্যালোচ্যন্তে, তথাহঞ্চ ভবতীনাং মন আদ্যাশ্রয়রূপঃ সোঽয়মসিতসুন্দরাণাং ভূপস্তত্র পর্য্যালোচ্যে-তরামিতি ॥ ২৬ ॥

অথ তৃতীয়ং বারমপি তদেবাকর্ণ্যাতীব নির্ণীতমিতি স্থিতে পুনঃ পৃষ্টস্তদিদং নির্ব্বাচয়ামাস।

যথা ;—

"আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে।
আত্ম-মায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা" ॥ ইতি ॥

ভা ১০।৪৭।৩০।

অপদেশতশ্ছলেন ব্রহ্মশব্দস্য সর্ব্বব্যাপকত্বেন ন কুত্রাপি বিচ্ছেদঃ। মূর্ত্তিরেব নির্ণীয়তাং নতু সূর্য্যস্য কিরণবৎ প্রকাশমাত্রঃ তেষাং স্ব-স্ব-কার্য্যাণাং সোঽয়মসিতসুন্দরাণাং কৃষ্ণসুন্দরাণাং ভূপো রাজা পর্য্যালোচ্যেততরাং অতিশয়ার্থে তরাং ॥ ২৬ ॥

পুনরপি যন্বাচয়ামাস তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তদ্বাচনং যথা আত্মন্যেবাত্মনা ইতি

এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিল হাঁ হাঁ স্মরণ হইয়াছে, ব্রহ্মভাবের ছলে, (অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বব্যাপক, কুত্রাপি তাহার বিচ্ছেদ হয় না) সেইরূপ আপনারও এই স্থানে সাক্ষাৎ অবস্থান উপদেশ দিতেছেন। তোমরা আমার স্ফূর্ত্তিকে মূর্ত্তি বলিয়াই নির্ণয় কর। বস্তুতঃ সূর্য্য কিরণের মত এই স্ফূর্ত্তি কেবলমাত্র প্রকাশ নহে। কারণ, যেরূপ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত সকল, স্ব স্ব কার্য্যের আশ্রয় স্বরূপ, এবং যেরূপ স্ব স্ব কার্য্যের অন্তরে ঐ পঞ্চভূত অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া আলোচিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণ বর্ণ অথচ সুন্দর বস্তু যত আছে, আমি তাহাদের রাজা, এবং আমি তোমাদের মন, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতির আশ্রয় বলিয়া নিতান্তই পরিচিত হইতে পারি ॥ ২৬ ॥

অনন্তর তৃতীয়বারেও তত্তৎ বিষয়ই শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত নির্ণীত হইয়াছিল। এইরূপ ঘটিলে পুনর্ব্বার গোপীগণ উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনিও তিনবার এই কথা পাঠ করিতে লাগিলেন। যথা :—আমি আত্মমায়ার অনুভব দ্বারা

তত্র প্রথমতস্তাভিরিদং চেতসি বিচারিতং ;—তদিদং স্বস্য (ক) খল্বীশ্বরতাজ্ঞানমিব ব্যঞ্জিতং লগতি। যত্র স্বস্যৈবেশ্বরত্বমবগমিতং। তদিদং চাস্মচ্চেতোরুক্ষণায় নিক্ষিপ্তমিতি গম্যতে! ভবতু কিং তেন? ॥ ২৭ ॥

যতঃ ;—

কেষাঞ্চন ব্রহ্ম-সুখানুভূতিঃ কেষাঞ্চন স্যাৎ পরদৈবতং সঃ।
মহন্মতে তত্র বিচার্য্যমাণে ধন্যাস্তু তে যে বিহরন্তি তেন ॥
ইতি ॥ ২৮ ॥

দ্বিতীয়বারতস্ত্বেবং বিবিক্তং ;—নেদমীশ্বরতাজ্ঞানং। কিন্ত্বা-

লগতি সজ্জতি। অস্মচ্চেতোরুক্ষণায় অস্মাকং চেতসাং রুক্ষণায় তাপায় ভবতু কিং তেনেতি ঈশ্বরত্বাগমেন কিং ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মতাজ্ঞানাৎ ঈশ্বরতাজ্ঞানাদপি মাধুর্য্যজ্ঞানস্য শ্রেষ্ঠতাং বর্ণয়তি—কেষাঞ্চনেতি। তত্র মহন্মতে উৎকৃষ্টভাবে বিচার্য্যমাণে তে তু ধন্যা যে তেন সহ বিহরন্তি ॥ ২৮ ॥

অথ দ্বিতীয়বারং যদ্বিবেচনং কৃতং তদ্বর্ণয়তি—দ্বিতীয়েত্যাদিগদ্যেন। ততশ্চেতি ভূতশব্দস্য

ভূত ও ইন্দ্রিয় গুণের স্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক আপনিই আপনাতে আত্মসৃষ্টি করি, আত্মপালন করি, এবং আত্ম বিনাশ করিয়া থাকি। তন্মধ্যে গোপীগণ প্রথমতঃ মনে মনে ইহাই বিচার করিতে লাগিল। নিজের ঈশ্বরত্ব জ্ঞানের ন্যায় নিশ্চয়ই এই বিষয় সংলগ্ন করিয়া বোধ হইতেছে, যাহাতে আপনারই ঈশ্বরত্ব জানাইয়া দিয়াছেন, এবং তাহাই যে আবার আমাদের অন্তঃকরণের তাপের জন্য নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই জানিতে পারিতেছি। ইহাতে তাপ হয় হোক, ইহাতে ঈশ্বরত্ব জ্ঞানের কি হইবে ॥ ২৭ ॥

যে হেতু কোন কোন লোকের ব্রহ্মানন্দ অনুভব হইয়া থাকে, এবং কোন কোন ব্যক্তির তিনিই পরম দেবতা। সেই উৎকৃষ্টভাব বিচার করিয়া দেখিলে যাহারা তাঁহার সহিত বিহার করেন, তাঁহারাই ধন্য ॥ ২৮ ॥

দ্বিতীয় বারে কিন্তু তাহারা বিচার করিয়াছিল যে, ইহা ঈশ্বরত্বের জ্ঞান নহে,

(ক) তস্য ইতি গৌর পাঠঃ

শ্বরবদাত্মনঃ শক্তির্ব্ব্যঞ্জিতা। তথাহি;—আত্মমায়া খল্বত্র তদিচ্ছাশক্তিবাচিকা। যস্মা“দাত্মমায়া তদিচ্ছাস্যা”দাত্মেচ্ছানুগতাবাত্মে”ত্যাদিকং পণ্ডিতাঃ পঠন্তি। ভূতং চাত্র নিত্যসিদ্ধং বস্তু প্রস্তুতং করোতি “লোকনাথং মহদ্ভূত”মিতিবৎ। ততশ্চ নিত্যসিদ্ধেন্দ্রিয়গুণবিগ্রহেণাত্মনা কারণেন তাদৃগাত্মন্যেবাধিকরণে যদৃচ্ছয়া (ক) পরমাশ্চর্য্যকারিনিজেচ্ছাশক্তিপ্রভাবেণ করণেনাত্মানং সৃজে সৃজামীত্যাদি যোজ্যং। তত্র সৃজামীতি নিজভক্তান্ প্রতি প্রকাশয়ন্ নবমিব মন্যে ইত্যর্থঃ। হন্মীতি ততঃ স্বয়মেবান্তর্ধাপয়ন্ (খ) হন্ত! হন্মীবেত্যর্থঃ॥

অনুপালয় ইতি তেষু পুনরাবির্ভাবয়ন্ পালিতমেব করোমীত্যর্থঃ (গ)।

অথ তৃতীয়বারতস্তু তদেব নিশ্চিতম্॥ ২৯॥

নিত্যসিদ্ধবস্তুবাচকত্বাৎ নিত্যসিদ্ধ ইন্দ্রিয়গুণবিগ্রহা যস্য তেনাত্মনা কারণেন তাদৃগাত্মনি নিত্য সিদ্ধেত্যাদিরূপে এবাধিকরণে তদেব পূর্ব্বোক্তবিচারিতমেব॥ ২৯॥

কিন্তু ঈশ্বরের মত আপনার শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। দেখ, আত্মমায়া যে নিশ্চয়ই তাঁহার ইচ্ছা শক্তির বাচিকা। যে হেতু পণ্ডিতেরা পাঠ করিয়া থাকেন যে, আত্মমায়াই তাঁহার ইচ্ছা, এবং আত্মাই আত্ম ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া থাকে। “লোকনাথং মহদ্ভূতং” লোকনাথ মহাভূত অর্থাৎ লোকস্রষ্টা ভগবান্ই সকলের আদিভূত বা জগতের মূল কারণ স্বরূপ। এখানে যেমন ভূত শব্দে নিত্য বস্তুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে সেইরূপ এইস্থানে ভূতশব্দও নিত্যসিদ্ধ বস্তুর প্রস্তাব করিয়া থাকে। অনন্তর নিত্যসিদ্ধ ইন্দ্রিয় গুণরূপ শরীরধারী পরমাত্মরূপ কারণ,

(ক) যদৃচ্ছয়া। ইতি তু গৌরপুস্তকে নাস্তি।

(খ) হন্মীত্যারভ্য হন্মীবেত্যর্থঃ ইত্যন্তঃ পাঠঃ গৌর পুস্তকে নাস্তি। স্বয়মন্তর্ধাপায়ন্ ইতি বৃন্দাবনানন্দ পাঠঃ।

(গ) করোমীত্যর্থঃ। ইত্যতঃ পরং গৌরানন্দবৃন্দাবনপুস্তকে এবং গদ্যং দৃশ্যতে যথা—তদেতচ্চ তত্র স্থিতাবপ্যত্রাত্মস্থিতিজ্ঞাপনায় ব্যজ্যতে।

তদেবং স্থিতে পুনঃ পদ্যান্তরং ত্রির্ব্বাচয়ামাস ॥

যথা ;—

"আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তো গুণান্বয়ঃ।

সুষুপ্তিস্বপ্নজাগ্রদ্ভির্ম্মনো-বৃত্তিভিরীয়তে" ॥ ইতি ॥৩০॥

ভা ১০।৪৭।৩১।

তত্র চ প্রথমতস্তাসাং মনসা বিচারশ্চায়ং তদিদং স্বস্মাদ্-বহির্ম্মুখতাসহিতত্বায় পুনরস্মাসু শুদ্ধজীবতাজ্ঞানমেবাদিষ্টং, তদপি "কৃষ্ণমেনং বয়ং বিদ্মঃ স্বাত্মানমখিলাত্মনা"মিতি জীবানাং কোটি স্তন্নির্ম্মঞ্ছনায় প্রযুঞ্জানানামস্মাকং নোচিতমিতি ॥

এবমনুসন্ধায় মৌনীভূতাসু সতীষু তাসু উদ্ধবো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবেতিগদ্যেন। তৎ পদ্যান্তং লিখতি—আত্মেত্যাদি ॥ ৩০ ॥

এতৎপদ্যে তাভি র্যদর্থো নির্ণীত স্তদ্বর্ণয়তি—তত্রচেত্যাদিগদ্যেন। বহির্মুখতা সহিতত্বায় অযোগায় রহিতত্বায়েতি পাঠো রম্যঃ তদপি নোচিতমিত্যন্বয়ঃ। নির্ম্মঞ্ছনায় দাস্যাদিভির্ভাবৈঃ

দ্বারা এবং ঐরূপ নিত্যসিদ্ধ আত্মরূপ অধিকরণে বা আধারে, যদৃচ্ছাক্রমে অত্যন্ত আশ্চর্য্যকারিণী স্বকীয় ইচ্ছা শক্তির প্রভাবরূপ কারণদ্বারা আমি "আত্মানং সৃজে সৃজামি" অর্থাৎ নিজাদ্বরা সৃষ্টি করি। তন্মধ্যে সৃজামি এই ক্রিয়া দ্বারা নিজ ভক্তগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যেন নূতন বলিয়া মানিতেছি। 'হন্মি' এই ক্রিয়াদ্বারা স্বয়ংই অন্তরে নিহিত করিয়া হনন করিতেছি। এবং "অনুপালয়ে", এই ক্রিয়া দ্বারা সেই সকল পদার্থ পুনর্ব্বার আবির্ভূত করিয়া তাহাদিগকে রক্ষিত করিতে-ছেন। অনন্তর তৃতীয়বারে তাহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥

অতএব এইরূপ ঘটিলে উদ্ধব পুনর্ব্বার অন্য আর একটি শ্লোক তিনবার পাঠ করিলেন যথা :—আত্মা জ্ঞানময়, নির্ম্মল, অতিরিক্ত গুণান্বয়ী। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাদ্বারা আত্মাকে মনোবৃত্তি বলা যায় ॥ ৩০ ॥

তন্মধ্যে প্রথমেই গোপীদিগের মনোদ্বারা এইরূপ বিচার হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত পাছে অন্য কোন বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ঘটে, তাহার জন্য তিনি এইরূপে আমাদিগকে শুদ্ধ জীবভাবের জ্ঞানই উপদেশ দিয়াছেন। তাহাও কিন্তু

দ্বিতীয়ে ত্বিদং চিন্তিতং ;—ন হি ন হি; যং খলু শ্যামাত্মানমাত্মানমত্র প্রকাশয়তি তমেব স্বয়ং স্তৌতি। যস্মাৎ সর্ব্ববিদ্যাপ্রচুরত্বং দোষরহিতত্বং সর্ব্বাতিরিক্তত্বং পরমগুণশালিত্বং সর্ব্বদৈবাস্মাসু সমন্বিতত্বঞ্চ বোধ্যতে। অথ তৃতীয়েঽপি তদেব নির্ণীয় স্থিতাসু পুনর্লেখান্তরং বারত্রয়ং বাচিতবান্ ॥৩১॥

সেবনায়। দ্বিতীয়ে বিচারে নহি নহি শুদ্ধজীবতাজ্ঞানং চিন্তিতং তত্র হেতুমুখাপয়ন্তি যমিত্যাদি। শ্যামাত্মানং শ্যামবর্ণতনুং জ্ঞানময়েত্যাদি চতুর্ণাং শব্দানাং ক্রমেণ মর্ম্মার্থং ব্যঞ্জয়ন্তি সর্ব্ববিদ্যেত্যাদি। পুনরাত্মশব্দস্য মর্ম্মার্থং বিবৃণ্বন্তি সর্ব্বদৈবেতি। তৃতীয়েঽপি বিচারে তদেব সর্ব্বদৈবাস্মাসু সমন্বিতত্বমেব ॥ ৩১ ॥

আমাদের উচিত নয়। যেহেতু অখিল বস্তুর আত্মস্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা এই কৃষ্ণ বলিয়াই অবগত আছি। দ্বিতীয়তঃ দাস্য সখ্যাদিভাব দ্বারা তাঁহার চরণ সেবার জন্য আমরা কোটি কোটি জীব নিযুক্ত করিয়া থাকি।

দ্বিতীয় বিচারে কিন্তু তাহারা শুদ্ধ জীবভাবের জ্ঞান কখনও চিন্তা করে নাই, কখনও চিন্তা করে নাই। তদ্‌বিষয়ে হেতু এই :— নিশ্চয়ই যে শ্যামবর্ণ দেহধারী পুরুষকে এইস্থানে আত্মা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাকেই আবার স্বয়ং এইরূপে স্তব করিতেছেন। যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার প্রাচুর্য্য, দোষশূন্যতা, সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য এবং পরম গুণশালিত্ব অবগত হইতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে জ্ঞানময়াদি চারিটী শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। আত্মশব্দের মর্ম্ম এই,—তিনি সর্ব্বদাই আমাদের সহিত সমবেত আছেন। অনন্তর তৃতীয় বিচারে তাহাই (অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা আমাদের সহিত সমবেত) নির্ণয় করিয়া গোপীগণ অবস্থান করিল, উদ্ধব পুনর্ব্বার তিনবার অন্য প্রকার পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

"যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত॥
এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাঙ্খ্যং মনীষিণাম্।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ"॥ ইতি॥

ভা ১০।৪৭।৩২-৩৩।

অত্র চ প্রথমং তাভিরন্তরে বিচারয়ামাসে। নন্বু যোগাঙ্গমিবেদমুপদিশ্যতে। তচ্চাত্র মনোনিরোধলক্ষণং। তথা হি;—উত্থিতঃ পুমান্ যথা মিথ্যাভূতমেব স্বপ্নং ধ্যায়তি এবং বাধিতানপীন্দ্রিয়ার্থান্ যেন মনসা ধ্যায়েৎ। ধ্যায়ংশ্চ যেনেন্দ্রিয়াণি প্রত্যপদ্যত প্রাপ তন্মনঃ বিনিদ্রঃ অনলসঃ সন্ নিরুন্ধ্যাদিতি। তৎকিং স্বস্মান্মনোনিরোদ্ধুমুপাদিষ্টমিতি। ক্ষণং বিভাব্য দ্বিতীয়ে বিচারিতং। ন হি নহি॥ ৩২॥

লেখান্তরং দর্শয়তি—যেনেত্যাদি শ্লোকদ্বয়েন। অন্তরে চিত্তে বিচারয়ামাসে বিচারিতং॥ ৩২॥

স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তি যে চিত্তদ্বারা ইন্দ্রিয়বেদ্য বিষয় সকল মিথ্যা ধ্যান করিয়া থাকে, আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই চিত্তকে রোধ করিতে হইবে। সমস্ত নদী যেরূপ সাগর গামিনা, পাণ্ডতেরা বলিয়াছেন, সেইরূপ দান, তপস্যা, দম, সত্য, এই সমস্তই সাংখ্যমতে অণ্ডর্যোগ বলিয়া বিখ্যাত। তন্মধ্যে গোপীগণ প্রথমেই মনে মনে বিচার করিতে লাগিল। আচ্ছা এই স্থানে কি চিত্ত নিরোধাত্মক যোগাঙ্গই এইরূপে উপাদিষ্ট হইয়াছে! যথাঃ—উত্থিত পুরুষ যেরূপ মিথ্যা ভূতই স্বপ্নধ্যান করিয়া থাকে, এবং চিত্তদ্বারা বাধিত হইলেও ইন্দ্রিয় বিষয় সকল ধ্যান করে, এবং ধ্যান করিয়া যে চিত্ত দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অনলস হইয়া সেই মনকে রোধ করিবে। তবে কি তিনি আপনা হইতে মন নিরোধ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন! এইরূপ ক্ষণকাল ভাবিয়া দ্বিতীয়বারে বিচার করিতে লাগিল, ইহা নহে; ইহা নহে॥ ৩২॥

যতঃ ;—

(ক) "পুরাপি তে তে বহবোঽপি যোগিন-
স্তদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যেব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরে কৃষ্ণগতিং পরাৎপরাম্" ॥ ইতি ॥৩৩॥

ভা ১০।১৪।৫।

তস্যৈব হেয়ত্বং দৃশ্যতে ॥

ততো বিরহভাবাদেব মনোনিরোদ্ধুমিতি মননবিষয়ী-ক্রিয়তে। তদেবং তৃতীয়ে চ নিশ্চিত্য তাসু তৎসম্বাদিতয়া পুনরন্যচ্চ বারত্রয়ং বাচিতবান্ ॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চ স্বস্মান্মনোনিরোধো নোপদিষ্ট ইতি ভাবয়ন্তি—পুরেতি। তস্মিন্ কৃষ্ণে অর্পিতা যা ঈহা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং যা চেষ্টা সৈব নিজকর্ম্ম তেন লব্ধয়া সাধনাত্মিকয়া ভক্ত্যেব :বিবুধ্য তথা কথোপ-নীতয়া গুণকর্ম্মাদিশ্রবণাদিজনিতয়া পরাৎপরাং সর্ব্বতোঽপি শ্রেষ্ঠতমাং কৃষ্ণগতিং কৃষ্ণ এব গতিঃ প্রাপ্য স্তাং প্রপেদিরে। তস্যেবেতি স্বস্মান্মনোনিরোধস্যৈব। তত ইতি ভক্ত্যেব কৃষ্ণগতি-প্রাপ্তেঃ। বিরহভাবাৎ বিচ্ছেদাদেব মনো নিরোদ্ধুং উক্তমিতি তাভির্মননবিষয়ী ক্রিয়তে ॥ ৩৩ ॥

যদন্যৎ ব্যাহৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তৃতীয়ে বিচারে তদেবং পুর্ব্বোক্তং নিশ্চিত্য তৎ সম্বাদিতয়া তস্য মনঃ সংযোগস্য সম্বাদো যত্র তদ্বিশিষ্টতয়া ॥ ৩৪ ॥

কারণ, পুরাকালেও তত্তৎ বহুতর যোগিগণও যে ভক্তি কৃষ্ণার্পিত সকল ইন্দ্রিয়ের চেষ্টারূপ নিজকর্ম্ম দ্বারা লব্ধ,(অর্থাৎ যে ভক্তি সাধনাত্মিকা) এবং যে ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও কর্ম্মাদি শ্রবণে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ভক্তিদ্বারা অবগত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহা হইতে যদি চিত্ত রোধ করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা হেয় হইবে। এবং ভক্তি হইতেই যদি কৃষ্ণরূপ গতি লাভ করা যায়, তাহা হইলে বিচ্ছেদ হেতু মন রোধ করিবার জন্য যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই গোপীগণ মননের বিষয়ীভূত করিতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

অতএব এই প্রকারে গোপীগণ তৃতীয়বারেও তাহাই নিশ্চয় করিয়া অবস্থান

(ক) পুরেহভূমন্ ইতি পাঠান্তরঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

"যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া॥
যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে"॥ ইতি ॥৩৫॥

ভা ১০।৪৭।৩৪-৩৫।

অথ চ প্রথমতস্তাবদিদং হৃদ্যেব বিচারিতম্॥

যৎপুনরহং ভবতীনাং দৃশাং প্রিয়োঽপি দূরে বর্ত্তে তৎ খলু মদনুধ্যানকাম্যয়া দর্শনাসম্ভাবনান্মম নিরন্তরধ্যানস্যৈবেচ্ছয়া যো মনসঃ সন্নিকর্ষ আবেশস্তদর্থমেব। যতো "যথা দূরচর" ইত্যাদি;—অত্র স্ত্রীণাঞ্চেতি পুংসশ্চ প্রেষ্ঠাস্বিত্যর্থলাভান্মমাপি ভবতীষু তাদৃশত্বমিতি ব্যঞ্জিতং। তস্মাদস্মাকং স্বাস্ম-

তৎপ্রচারণং নির্দ্দিশতি—যত্ত্বহমিতি শ্লোকদ্বয়েন ॥ ৩৫ ॥

অনয়োরর্থং ব্যাকুর্ব্বন্তি—অত্রচেত্যাদিগদ্যেন। হন্ত হন্তেতি খেদে। তেন কিমিদমুপদিষ্টং এবম্ভূতানামস্মাকং মনঃ কিং তস্মিন্নাসীৎ যেনৈতদ্রূপমুক্তমিতি। তত্র তু দ্বিধা সাক্ষাৎকারে তত্রস্থিতস্য ব্রজে স্থিতস্য পূর্ব্বশ্চক্ষুঃপ্রধানতয়া মনঃপ্রবেশঃ, দূরস্থিতস্য মনঃপ্রধানতয়া চক্ষুর্গোচরতা। মনঃকল্পিতস্বপ্নস্য প্রায়ো মৃষাত্বমিত্যাশঙ্ক্য সামান্যস্বপ্নাৎ ভেদং দর্শয়তি মন ইতি

করিলে, উদ্ধব সেই মনঃসংযোগের সংবাদ লইয়া পুনর্ব্বার তিনবার পত্র পাঠ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

আমাকে দেখিতে পাইবে না, এই সম্ভাবনা করিয়া তোমরা আমাকে ধ্যান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক। তাহাতেই মনের আবেশের জন্য, আমি তোমাদের সকলের চক্ষের প্রিয় হইয়াও দূরে অবস্থান করিতেছি। যেরূপ প্রিয়তম দূরবর্ত্তী হইলে স্ত্রীলোকদিগের মন তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রিয়তম নিকটবর্ত্তী হইয়া নয়ন গোচর হইলে মন আসক্ত হয় না ॥ ৩৫ ॥

এই বিষয়েও প্রথমে গোপীগণ মনে মনে এইরূপই চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি যে তোমাদের দৃষ্টির প্রিয় হইয়াও দূরে আছি, তাহা নিশ্চয়ই (আমার অদর্শনে) আমাকে নিরন্তর ধ্যান করিবার ইচ্ছায় মনের আবেগের জন্যই

স্মনস আবেশ এব তস্যাভীপ্সিতঃ। নতু স্বস্মান্নিরোধঃ। তথাপি হন্ত! হন্ত! কিমিদমুপদিশ্যতে॥

"ক্ষণং যুগ-শতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ" তাসামস্মাকং তস্মিন্ কিং মনো নাসীদিতি॥

পুনর্দ্বিতীয়ে ত্বিদং মননবিষয়ীকৃতং! আং আং মনসঃ সন্নিকর্ষার্থমিতি মনসো হেতোর্যঃ সন্নিকর্ষশ্চক্ষুর্গোচরতা তদর্থমিত্যেব তাৎপর্য্যার্থঃ॥

যতস্তস্যায়মভিপ্রায়ঃ। মম খলু দ্বিধা সাক্ষাৎকারঃ স্যাৎ। একশ্চক্ষুঃপ্রধানতয়া মনঃপ্রবেশঃ পরামৃশ্যতে। যথা জাগরণে পরস্তু মনঃপ্রধানতয়া চক্ষুর্গোচরতা বিমৃশ্যতে। যথা স্বপ্নে। তত্র তু তত্র স্থিতস্য মম পূর্ব্বং পূর্ব্বমেবাসীৎ। সম্প্রতি তু দূরস্থিতস্য পরঃ। মনঃপ্রধানতয়া স এষ চ স্বপ্ন ইব ভাতি। বস্তুতস্তু ন স্বপ্নঃ। মমাপি তত্র সাক্ষাৎকৃতিস্ফূর্ত্তেঃ।

তত্র হেতু র্বস্তুতস্ত্বিতি। তত্র স্বপ্নে সাক্ষাৎকৃতিস্ফূর্ত্তে র্মৎসাক্ষাৎকারস্য জাগরতুল্যতাসম্পাদনাদিত্যর্থঃ। অতো ভবতীভিরিদানীমেবং বিধেয়মিত্যাহ সাম্প্রতমিদানীং এষ এব মম স্ফূর্ত্তি-

হইয়াছে। কারণ, যেরূপ প্রিয়তম অত্যন্ত দূরে থাকিলে স্ত্রীলোকদিগের মন তদ্বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষেরও মন তোমাদের মত প্রিয়তমাদের উপর আকৃষ্ট হইয়া আছে। এইরূপ অর্থ সহজেই সংস্থাপিত হইয়াছে। অতএব আমাদের মন তাঁহার উপরে আকৃষ্ট থাকে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে মন রুদ্ধ করিয়া রাখা কিছুতেই তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে। তথাপি হায়! হায়! কেন তিনি এইরূপ উপদেশ দিতেছেন। যিনি ব্যতীত যাহাদের এক মুহূর্ত্ত শতযুগ বলিয়া বোধ হইত, সেই সকল গোপীদিগের (আমাদের) মন কি তাঁহার উপরে আসক্ত ছিল না! কিন্তু পুনর্ব্বার দ্বিতীয়বারে ঐ সকল গোপীগণ এইরূপে মনন করিয়াছিল। হাঁ হাঁ স্মরণ হইয়াছে! স্মরণ হইয়াছে। মনের সন্নিকর্ষের নিমিত্ত অর্থাৎ মন হেতু যে সন্নিকর্ষ নেত্রগোচর ভাবই বোধ হইতেছে। যেমন স্বপ্নে এই মন

সাম্প্রতং ত্বেষ এব সাম্প্রতং স্ফুরতি* যস্মাদ্‌গুরুবর্গাল্লজ্জাং সজ্জিত্বা প্রকটং দূরমটিতবতো মমায়মেব যুস্মাকং সঙ্গঃ সুষ্ঠু সঙ্গোপনবিষয়ঃ স্যাৎ। তস্মান্ময়া বিচার্য্য কৃতে ভবতীভিরত্রৈব সন্তোষ্টব্যমিতি। ততশ্চ বিরহভাবাদেব মনোনিরোধঃ পূর্ব্বলেখেন সুবোধঃ॥ ৩৬॥

রূপঃ সাম্প্রতমুচিতং স্ফুরতি। তত্র হেতু যস্মাদিতি সজ্জিত্বা প্রাপ্য অটিতবতো গচ্ছতঃ সঙ্গোপনবিষয়ঃ স্যাৎ, মম স্ফূর্ত্তেঃ সাক্ষাৎকারতুল্যত্বাৎ তস্যাঃ সাক্ষাৎকারজনকত্বাৎ কিং সর্ব্বজনেষু সাক্ষাৎকারেণেতি ভাবঃ। নিগময়তি তস্মাদিতি ময়া বিচার্য্য কৃতে বিচারণং কৃত্বা স্ফূর্ত্তিরূপেণ সঙ্গে বিহিতে সম্পাদিতে অত্রৈব তদ্রূপেণ সঙ্গমে সন্তোষ্টব্যং তেনৈব সঙ্গমসুখলাভাৎ। বিরহভাবাৎ বিরহজন্যব্যাপারাদেব সকাশাৎ পূর্ব্বলেখেন ততো বিরহভাবাদেব মনো নিরোদ্ধুমিতি মননবিষয়ীক্রিয়তে ইত্যনেন সুবোধঃ সুগম্যঃ॥ ৩৬॥

হেতু নেত্র গোচর ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় সেই সময়ে যখন মন থাকে, তাহার সন্নিকর্ষের নিমিত্তই শ্লোকের তাৎপর্য্য। যেহেতু তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায়:—আমার সাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম, চক্ষুকে প্রধান করিয়া মনোমধ্যে সকল পদার্থের প্রবেশ অনুভূত হইয়া থাকে; যেমন জাগরণে:—দ্বিতীয়—মনকে প্রধান করিয়া সকল পদার্থ নেত্রগোচর বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে; যেমন স্বপ্নাবস্থায়।

এই দুই প্রকার সাক্ষাৎকারের মধ্যে আমি যখন ব্রজে থাকি, তখন কিন্তু আমার চক্ষুকে প্রধান করিয়া মনোমধ্যে প্রবেশরূপ প্রথম সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। এক্ষণে আমি দূরে আছি, সুতরাং শেষ সাক্ষাৎকারই ঘটিয়াছে। এই শেষোক্ত সাক্ষাৎকারে মনই প্রধান, অতএব ইহা স্বপ্নের মত পকাশ পাইতেছে। বস্তুতঃ কিন্তু ইহা স্বপ্নের মত মিথ্যা নহে। সেই স্বপ্নেও আমার সাক্ষাৎকার স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। সম্প্রতি কিন্তু আমার স্ফূর্ত্তিরূপ এই সাক্ষাৎকার উচিতভাবেই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। যেহেতু আমি গুরুজনগণের নিকট হইতে লজ্জা পাইয়া প্রকাশ্যে দূরে গমন করি, এবং তাহাতেই তোমাদের সহিত আমার এই মিলনও ভাল করিয়া গোপন করিতে পারিয়াছি। এই কারণে আমি বিচার করিয়া

অথ তৃতীয়ে চ তদেব নিশ্চিত্য স্থিতাসু তাসু পুনরন্যৎ-পদ্যদ্বয়ং তথা বাচিতবান্ ॥

"ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥
যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো ! মাপুর্মদ্বীর্য্য-চিন্তয়া" ॥

ভা ১০।৪৭।৩৬-৩৭ ॥ ইতি ॥ ৩৭ ॥

অত্র চ তাভিরপ্রকাশং বিচারিতং ;—

অস্মাভির্যৎ পূর্ব্বং পর্য্যায়তঃ পর্য্যবসায়িতং। তদত্রে প্রথমত এব কেবলং স্বাভিমতমুপলব্ধং। তথা হি ;—কৃষ্ণ

এবম্ভূতাসু স্থিতাসু তাসু পুনর্যদ্বাচয়ামাস তদ্বর্ণয়তি—অথেতি গদ্যেন। তদেব বিরহাভাবার্থং মনোনিরোধ এব ॥

তৎপদ্যদ্বয়ং লিখতি—ময্যেতি ॥ ৩৭ ॥

অনয়োঃ পদ্যয়োর্ম্মিথ অপ্রকাশং যথাস্যাৎ। পর্য্যায়তঃ অনুক্রমতঃ পর্য্যবসায়িতং প্রত্যায়িতং

স্ফূর্ত্তিরূপে সংযোগ ঘটাইলে, তোমরাও এইরূপ মিলনে সন্তুষ্ট হইবে ! অতএব বিরহ জন্য চেষ্টা হইতেই পূর্ব্বোক্ত লিপি দ্বারা (অর্থাৎ বিরহ বশতঃ চিত্ত রোধ করিতে আমরা মনন করিয়াছি) চিত্ত রোধ কার্য্য অত্যন্ত সুগম হইল ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর তৃতীয়বারে তাহাই নিশ্চয় করিয়া গোপীগণ অবস্থান করিলে উদ্ধব পুনর্ব্বার অন্য দুইটি পদ্য পাঠ করিলেন। আমি কৃষ্ণ। আমাতে সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মনোনিবেশ করিলে এবং নিত্যই আমাকে স্মরণ করিলে তোমরা অবিলম্বে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি যখন এই বৃন্দাবনে রাত্রিকালে বিহার করি, তখন ব্রজস্থিত যে সকল কল্যাণী রমণীগণ বাসনা পাইয়া আমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিল, অবশেষে তাহারা আমার প্রভাব চিন্তা করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

এইবারেও গোপীগণ অপ্রকাশ্যে বিচার করিতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বে অনুক্রমে যাহা পর্য্যালোচনা করিয়াছি ইত্যাদি। এই বাক্যের প্রথমেই কেবল

ইত্যুপক্রান্তং বিশেষণমুপলক্ষণতয়া পরপরত্রাপি সংক্রান্তং কার্য্যং। ততশ্চায়মর্থঃ;—যদ্ যস্মাৎ পূর্ব্বহেতোঃ কৃষ্ণে কৃষ্ণনামাকারবিশেষতয়া প্রসিদ্ধেন পুনরিতরনামাকারতয়া বিপ্রতিষিদ্ধে ময়ি বিমুক্তবিরহাশেষভাবনং মনঃস্বয়মাবেশ্য বিনিবেশ্য মাং কৃষ্ণনামাকারং নিত্যং নিত্যতাশালিযুষ্মদনুসারিবিহারমনুস্মরন্ত্যঃ স্মরণাদপরিহরন্ত্যস্তং কৃষ্ণনামাকারং মামচিরান্নিজানিকটবিরাজমানতয়া প্রাপ্স্যথ। অথ তদিদমুদাহরণদ্বারা স্ফূর্ত্তিধারামানয়তি যা ময়েতি। যাঃ কাশ্চন "শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চি"দিত্যত্র (ভা ১০।২৯।৭) পতিশুশ্রূ-

স্বাভিমতং স্বস্য কৃষ্ণস্যাভিমতং অভিপ্রেতং সংক্রান্তং সংসর্গং বিমুক্তং বিরহস্যাশেষভাবনং যেন তন্মনঃ ইতরনামাকারতয়া বিপ্রতিষিদ্ধো বাসুদেবাদিনামা আকারো যস্য তদ্ভাবতয়া, পরিহরণীয়ে যুষ্মাকমনুসারী অভিলষিতো বিহারো যস্য তং মাং। উদাহরণদ্বারা দৃষ্টান্তদ্বারা স্ফূর্ত্তি-

স্বামীর অভিপ্রেত বিষয়ই উপলব্ধ হইয়াছে। দেখ, 'কৃষ্ণ' এই যে বিশেষণ আরব্ধ হইয়াছে, তাহা উপলক্ষণ মাত্র। পরে পরেও ঐ বিশেষণের সংসর্গ ঘটাইতে হইবে। অতএব ঐ শ্লোকের এইরূপ অর্থ :—যেহেতু অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণে আমি কৃষ্ণ, অর্থাৎ কৃষ্ণনামে আকার বিশেষে আমি প্রসিদ্ধ; কিন্তু অপর নামক আকার বিশেষে আমি প্রসিদ্ধ নহি, অর্থাৎ নিষিদ্ধ। এইরূপ আমাতে অশেষ প্রকার বিরহ ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং মন সন্নিবেশিত করিয়া, 'মাম্' কৃষ্ণ নামাকৃতি আমাকে "নিত্যম্" (অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাদের অনুসরণ করিয়া নিত্যই বিহার করে) সর্ব্বদা অনুস্মরণ করিয়া (আর্থাৎ অনুস্মরণ হইতে পরিত্যাগ না করিয়া) কৃষ্ণ নামাকৃতি সেই আমাকে তোমরা অচিরাৎ (অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকটেই বিরাজমান আছি. এইরূপ ভাবে) প্রাপ্ত হইবে ॥

অনন্তর "যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং" এই উপদেশ দ্বারা এই বিষয়টি স্ফূর্ত্তি পরম্পরা আনয়ন করিতেছে। অর্থাৎ কোন কোন রমণী পতি শুশ্রূষা করিয়া থাকে, এইস্থানেও পতি সেবা করাতে পণ্ডিতেরা যাহাদিগকে তোমাদের ব্যতীত

ষণেন যুস্মদন্যতয়া বিপশ্চিদ্ভির্নিশ্চিতাঃ পতিভির্নিরুদ্ধতয়া ব্রজ এব স্থিতাঃ ইতি বনেঽস্মিন্ সম্প্রত্যপি নিগূঢ়ং তত্র স্থিতস্য মম কৃষ্ণনামাকারস্য প্রত্যক্ষবিষয়ে বৃন্দাবনরূপতয়া লব্ধাতিশয়ে বনে পূর্ব্বং ক্রীড়তা ময়া কৃষ্ণনামাকারেণ সহ প্রকাশং রাসমলব্ধা মম কৃষ্ণনামাকারস্য বলবত্তরলীলাচিন্তয়া মাং কৃষ্ণনামাকারমপ্রকাশমপি ধৃতবিহারপারাবারমাপুরিতি ॥ ৩৮ ॥

অত্রাস্মদঃপদানাং ময়ীত্যাদিনিগদানাং কৃষ্ণপদবিশেষণতাস্পদানাং প্রতিপাদ্যং ত্রিস্ত্রিরাবৃত্ত্যা প্রতিপদ্যমানানাং

ধারাং স্ফূর্ত্তিপরম্পরাং সংপ্রত্যপি নিগূঢ়ং অধুনাপি নিগূঢ়মপ্রত্যক্ষং যথা স্যাৎ। তত্র বনে স্থিতস্য। ধৃতবিহারপারাবারং, ধৃতো বিহারস্য পারাবার আদ্যন্তশূন্যতা নৈরন্তর্য্যং যত্র তং মাং ॥ ৩৮ ॥

মর্ম্মার্থঃ নিগময়তি---অত্রেতি গদ্যেন। অস্মদঃপদানাং স্থানানাং ময়ীত্যাদিবাক্যানাং কৃষ্ণপদং বিশেষণং যস্য তস্য ভাবঃ কৃষ্ণপদবিশেষণতা তস্যা আস্পাদানাং স্থানানাং প্রতিপাদ্যং জ্ঞেয়ং। ত্রিস্ত্রিরাবৃত্ত্যা ময়ীতি মাং নিত্যমিতি মামিতি ময়েতি মেতি নদ্বীয্যেতি ষড়্ভিরস্মচ্ছব্দৈঃ

অন্যান্য রমণীদিগকে নির্ণয় করিয়াছেন; পতিগণ রুদ্ধ করাতে তাহারা কেবল ব্রজেই অবস্থান করিত। এই কারণে এখনও আমি অপ্রত্যক্ষভাবে সেই সেই বনে অবস্থান করিয়া থাকি। যে বনে আমি অবস্থান করি, ইহা আমার (কৃষ্ণ নামাকৃতির) প্রত্যক্ষ বিষয়, এবং এই বন বৃন্দাবনরূপে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ পাইয়াছে। আমি যখন পূর্ব্বে এই বনে বিহার করি, তখন আমার সহিত কল্যাণী গোপীগণ প্রকাশ্যে রাসলীলা প্রাপ্ত হয় নাই। অবশেষে আমার অত্যন্ত প্রবললীলা চিন্তা করিয়া, অপ্রকাশ্যেও তাহারা নিরন্তর অপার বিহার কার্য্যে রত ভাবিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

এইস্থানে যে কয়টি অস্মদ্ শব্দের পদ আছে। তৎসমুদয়ই ময়ি, মে, মাং, মম আমাতে আমার জন্য আমাকে, আমার) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নিষ্পন্ন, এবং সকল পদেই কৃষ্ণের বিশেষণ প্রমাণিত হইতেছে। এই সকল বাক্যের প্রতিপাদ্য

পরিবৃঢ়ীভবনং তমেবার্থং দৃঢ়ীকরোতীতি গম্যতে। "হে কল্যাণ্য!" ইত্যনেন সাধকচরতাভাসাং তাসামিব ন শাশ্বত-প্রেয়সীরূপতয়া শ্বঃশ্রেয়সবতীনাং ভবতীনাং মায়াপত্যাদি-পরিহারপুরঃসরমদেকপতিতাপ্রকাশে শরীরপরীহারবিড়ম্বনং সম্ভবতীতি চ তাভিস্তদুপদেশপ্রভাবাদবগত্য নির্ণীতম্ ॥ ৩৯ ॥

তদেতাবৎ কথয়িত্বা কথকশ্চিন্তয়ামাস ॥ ৪০ ॥

প্রতিপদ্যমানানাং জ্ঞানবিষয়াণাং পরিবৃঢ়ীভবনং প্রভুতাসম্পাদনং যত্র তমেবার্থং দৃঢ়ীকরোতি বৃন্দাবনস্থং শ্রীযশোদাসুতং মাং প্রাপ্স্যথেতি ফলিতার্থো গম্যতে। সাধকচরতয়া ভা দীপ্তি যাসাং তাসাং শাশ্বতপ্রেয়সীরূপতয়া নিত্যপ্রেয়সীরূপতয়া শ্বঃশ্রেয়সবতীনাং কুশলান্বিতানাং মায়য়া যৎ পত্যাদি তস্য পরিহারঃ পুরঃসরো যত্র এবম্ভূতা যা মদেকপতিতা তস্যাঃ প্রকাশে সতি তাসামিব শরীরপরীহাররূপং বিড়ম্বনং ন সম্ভবতীতিচ তাভিঃ শ্রীরাধাদিভি স্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উপদেশপ্রভাবাদবগত্য বিবুধ্য নির্ণীতম্ ॥ ৩৯ ॥

ততঃ কথকবৃত্তান্তং স্বয়ং কবিঃ বর্ণয়তি—তদিতি গদ্যেন। সুগমং ॥ ৪০ ॥

বিষয়কে তিন তিনবার আবৃত্তি করিয়া জ্ঞান গোচর হইলে, ইহাদের প্রভুত্ব সম্পাদক অর্থই যে দৃঢ় করিতেছে, তাহাই অবগত হওয়া যাইতেছে। ইহার মর্ম্ম এই, তোমরা বৃন্দাবনস্থিত যশোদার পুত্র আমাকে প্রাপ্ত হইবে। হে কল্যাণীগণ? ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বে তাহারা সাধন করিয়াছিল, এবং সেই সকল নারী সাধনার প্রভাসম্পন্ন। তাহাদের মত তোমরা নিত্যসিদ্ধ প্রেয়সীভাবে মঙ্গল যুক্ত, এবং তোমাদের মায়াদ্বারা পতিপুত্রাদি পরিহার পূর্ব্বক একমাত্র আমিই পতিরূপে প্রকাশিত হইলে, শরীর পরিত্যাগরূপ বিড়ম্বনার সম্ভাবনা নাই। এই হেতু তত্তৎ শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রভাবে ইহাই বুঝিয়া স্থির করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

গ্রন্থকার বলিলেন, অনন্তর এই পর্য্যন্ত বলিয়া কথক চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥

দেহাদীনাং বিগানেঽপ্যধিগতিগমিতে তেষু রাগপ্রকর্ষ-
স্তৎপ্রাবৃণ্বৎ জগত্যাং সমুদয়তি মুহুর্যদ্বদুচ্চৈর্জ্জনস্য।
তদ্বদ্গোষ্ঠে বকারেরপি সমধিগতে বৈভবে তত্র তস্মা-
ন্নাভদ্রং নাপি ভদ্রং গণয়তি সহজঃ সোঽয়মন্তর্ব্বিরোধি ॥৪১॥

অথ স্পষ্টমাচষ্ট ;—

তদেবং নির্ণীয় নিত্যমন্তঃ কৃষ্ণসংযোগমুন্নীয় তমুদ্ধবং প্রতি সম্প্রীয় চ সুপ্রলাপমুপক্রমমাণা মুহূর্ত্তদ্বয়ং মূর্ত্তপরমানন্দ-রূপাস্তেন সুপাস্যতমা বভূবুঃ। হন্ত! হন্ত! তদনন্তরং তু ক্রমশঃ পুনর্ব্বহির্দৃষ্টিং সংক্রমমাণা বিলাপমেব পর্য্যবসায়-য়ামাসুঃ ॥ ৪২ ॥

তচ্চিন্তনং বর্ণয়তি—দেহেতি। দেহাদীনাং বিগানে নিন্দনে হেয়াংশে অধিগতিগমিতে অধিগমং প্রাপিতে সতি, তেষু দেহাদিষু জগত্যাং জনস্য রাগপ্রকর্ষ স্তদ্বিগানং প্রাবৃণ্বন্ যদ্বদুচ্চৈঃ সমুদয়তি রাগ এব দেহাদিনিন্দনমাচ্ছাদ্য যথা রাজতে তদ্বৎ বকারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গোষ্ঠে বৈভবে সমধিগতে সতি সোঽয়ং সহজো রাগঃ অন্তর্বিরোধি অভদ্রং নাপি ভদ্রং গণয়তি কিন্তু লগন্নে বাস্তে ॥ ৪১ ॥

চিন্তনানন্তরং কথকো যদাচরত্তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন। অন্তশ্চিত্তে কৃষ্ণসংযোগমুন্নীয় উদ্ভাব্য সম্প্রীয় সম্যক্ প্রীতিং বিধায় সুপ্রলাপং সুবচনমুপক্রমমাণা মূর্ত্তো দেহবানিব যঃ পরমানন্দ স্তদ্রূপা স্তা উদ্ধবেন সুপাস্যতমাঃ শোভনাতিশয়পূর্ব্বা বভূবুঃ। হন্ত হন্তেতি খেদে। প্রেমমূর্চ্ছানন্তরন্তু সংক্রমমাণাঃ সঙ্গচ্ছমানাঃ সত্যঃ বিলাপং শোকং পর্য্যবসায়য়ামাসুঃ উদ্ধবং পর্য্যবসায়িতবত্যঃ ॥৪২॥

দেহ প্রভৃতির হেয় অংশ জানিতে পারিলেও ঐ সকল দেহাদিতে জগতে সাধারণ লোকের অনুরাগের উৎকর্ষ যেরূপ সেই দেবত্বরূপ নিন্দা ঢাকিয়া অত্যুচ্চ-ভাবে উদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বকাসুর হন্তা শ্রীকৃষ্ণের বৈভব গোষ্ঠে অবগত হইলে, তথায় সেই স্বাভাবিক অনুরাগ, অন্তরের বিরোধী কি ভদ্র কি অভদ্র কিছুই গণনা করিতেছে না ॥ ৪১ ॥

অনন্তর কথক স্পষ্টই বলিতে লাগিল। অতএব এইরূপে নির্ণয় করিয়া নিত্যই অন্তরে কৃষ্ণের সংলগ্ন উদ্ভাবন করিয়া, সেই উদ্ধবের প্রতি সম্যক্‌রূপে রূপে প্রীতি প্রদর্শন করিয়া সেই সকল গোপীগণ উত্তম বাক্য বলিতে উপক্রম

তথা হি ;—

স্থখং বা দুঃখং বা স্বমনু গণয়ামো ন হি বয়ং
সদা তদ্দ্রুক্কংসস্য তু মরণমৌষ্মা(১)জনি চ তৎ।
অথো পৃচ্ছামস্ত্বাং নিজযদুগণৈরাবৃততয়া
বিপক্ষানাঘ্রাতঃ স নিবসতি কিং মাথুরপুরে ॥ ৪৩ ॥

স্বসাম্যাত্তৃট্‌কষ্টং পরগমপি বিদ্মস্তত ইদং
বিপৃচ্ছামস্তৎকিং ক্ষপয়তি হরিঃ পৌরস্থদৃশাম্।
যদস্মাকং স প্রাগকৃত হসিতস্নিগ্ধনয়না-
ম্বুজপ্রান্তেনাদ্যাপ্যহহ! নববদ্‌যদ্বিলসতি ॥ ৪৪ ॥

তাসাং বিলাপং বর্ণয়তি—স্থখং বেতি। বেতি বয়ং স্বমনু আত্মানমনুলক্ষীকৃত্য স্থখং বা দুঃখং বা ন গণয়ামঃ,সদা তস্য কৃষ্ণস্য দ্রোহকারকস্য কংসস্য মরণস্তু গণয়ামঃ, অস্মাকমৌষ্মা বিরহতাপোঽ-জনিচ জাতঃ তত্তস্মাদথো অনন্তরং ত্বাং পৃচ্ছামঃ স কৃষ্ণো নিজযদুগণৈরাবৃততয়া বিপক্ষানা-ঘাতঃ হননং চকার। সন্ আঘ্রাত ইতি আক্রান্তঃ সন্ মাথুরপুরে কিং নিবসতি ॥ ৪৩ ॥

কাপ্যন্যৎ পপ্রচ্ছেতি বর্ণয়তি—স্বসাম্যাদিতি। পরগমপি তৃট্‌কষ্টং স্পৃহাক্লেশং স্বসাম্যাৎ বয়ং বিদ্মঃ ততো হেতোরিদং বিপৃচ্ছামঃ হরিঃ পৌরস্থদৃশাং পুররমণীনাং তত্তৃট্‌কষ্টং

করিল। দুই মুহূর্ত্তকালে মূর্ত্তিমান্ পরম আনন্দ ধারণ করিলে, উদ্ধব তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে অতিশয় উপাসনা করিতে লাগিল। হায়! হায়! প্রেম মূর্চ্ছার অনন্তর কিন্তু তাহারা ক্রমশঃ পুনর্ব্বার বাহ্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধবকেও শোকাকুল করিয়াছিল ॥ ৪২ ॥

দেখ, আমরা আপন স্থখ অথবা দুঃখ, কিছুই গণনা করি না। কিন্তু সর্ব্বদা কৃষ্ণের অপকারী কংসের মরণই গণনা করিতেছি। এবং আমাদের বিরহ জনিত তাপও ঘটিয়াছে। অতএব ইহার পর আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ যাদবগণের সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া যখন বিপক্ষদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তবে কেন মথুরাপুরে বাস করিতেছেন? ॥ ৪৩ ॥

আপনাদের সাদৃশ্য হেতু আমরা পরগামী হইলেও ইচ্ছা ক্লেশ জানিতে

---

(১) বশলু স্পৃহি ইত্যস্মাৎ ঘ্যাঃ মপ্রত্যয়ঃ। বয়ং বাঞ্ছিতবত্য ইত্যর্থঃ। তৎ মরণ-মজনি চ।

ভবেন্নারী-জাতে রুচিরুচিতকান্তে সুমধুরা
হরৌ চেদেষা স্যাদমৃতমপি নিন্দ্যং বিতনুতে।
তদেবং ক্রমস্ত্বাং শৃণু রুচিবিশেষজ্ঞহৃদয়ঃ
কথং তাসু স্নেহং স কিল ন বিধত্তাং প্রতিপদম্ ॥৪৫॥

ক্ষপয়তি স হরিরস্মাকং হসিতস্নিগ্ধনয়নাম্বুজস্য প্রান্তেন কটাক্ষেণ প্রাক্ যদকৃত তৎকিমিতি সম্বন্ধঃ অহহেতি খেদে। অদ্য নববদস্মাকং সম্বন্ধে নব ইব বিলসতি ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ নারীজাতে নারীসামান্যস্য উচিতা কান্তিরিচ্ছা যস্যা স্তস্যা রুচিঃ প্রীতির্হরৌ সুমধুরা ভবেৎ। চেদ্যদ্যেষা রুচি র্হরৌ স্যাৎ তদৈষা অমৃতং সুধামপি নিন্দিতং গর্হ্যং বিতনুতে তত্তস্মাৎ ত্বামেবং ক্রমঃ, শৃণু রুচিবিশেষজ্ঞহৃদয়ঃ স কিল তাসু প্রতিপদং প্রতিক্ষণং স্নেহং কথং ন বিধত্তাং তাসু প্রতিপদং স্নেহবিধানেনাস্মাকং স্মৃতিসম্ভাবনা ন ভবেদেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

পারিতেছি। এই হেতু আমরা এই বিষয় বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ কি পুরবাসিনী রমণীগণের সেই তৃষ্ণারূপ কষ্ট নষ্ট করিতেছেন! সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হাস্য দ্বারা সুমধুর নয়ন কমলের কটাক্ষ দ্বারা পূর্ব্বে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি হইল? হায়! অদ্যাপি তাহা আমাদের কাছে নব ভাবে বিরাজ করিতেছে॥ ৪৪ ॥

যে নারীজাতির সমুচিত ইচ্ছা আছে, সেই নারীজাতির প্রীতি শ্রীকৃষ্ণের উপরে সুমধুর হইতে পারে। যদি এইরূপ প্রীতি শ্রীকৃষ্ণের উপরে পতিত হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা অমৃতও নিন্দা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব আমরা তোমাকে বলিতেছি, এবং তুমিও শ্রবণ কর। যাঁহার হৃদয় রুচি বিশেষ অবগত আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ সত্যই প্রতিক্ষণে সেই সকল নারীদের উপরে কেনই বা স্নেহ প্রদর্শন করিবেন না! ফল কথা এক্ষণে সেই সকল নারীদের প্রতি স্নেহ করাতে আমাদিগকে স্মরণ করিতে তাঁহার সময় থাকিবে না॥ ৪৫ ॥

লভন্তাং নাগর্য্যঃ সুখমঘরিপোরেষ চ ততঃ
প্রমোদস্তস্মিন্নঃ সমজনি হি যোগ্যা মিথুনতা।
পরন্ত্বেকঃ প্রশ্নশ্চপলয়তি চিত্তং কথয় নঃ
স কিং গ্রামীণানাং বিরচয়তি বৃত্তং ক্বচন চ ॥ ৪৬ ॥
অমূ রাত্রীঃ কিং স স্মরতি কুমুদেন্দ্বাদিরুচিভিঃ
শুভা বৃন্দারণ্যে দয়িতচরনারীভিরভিতঃ।
সুগীতাত্মশ্লোকং ক্বণিতবিলসন্নূপুরগণং
মহারাসং কুর্ব্বন্নরমত মুহুর্যাসু কুতুকী ॥ ৪৭ ॥

অন্যা যদূচু স্তদ্বর্ণয়তি—লভন্তামিতি। অঘরিপোঃ সকাশাৎ নাগর্য্যো রমণ্যঃ সুখং লভন্তে লভন্তাং। ততোঽঘরিপৌ নোঽস্মাকং অমিথুনতা সংসর্গাভাবো যোগ্যা প্রাপ্তরাজ্যস্ত তস্ত অস্মাসু গ্রাম্যাসু রুচেরভাবাত্তথাপি একঃ প্রশ্নঃ চিত্তং চপলয়তি চঞ্চলয়তি, ত্বং কথয় স কিং গ্রামীণানাং নোঽস্মাকং বৃত্তং বৃত্তান্তং ক্বচন চ কদাপি বিরচয়তি বর্ণয়তীতি ॥ ৪৬ ॥

ননু ভো ভবতীনাং বৃত্তং সর্ব্বদা স বর্ণয়তীতি চেত্তত্রাহ—অমূরিতি। স কিমমূ রাত্রীঃ স্মরতি যা দয়িতচরনারীভিঃ প্রাক্‌প্রিয়াভিঃ নারীভিঃ সহ বৃন্দারণ্যে কুমুদেন্দ্বাদীনাং রুচিভিঃ শুভা রম্যাঃ। কিঞ্চ যাসু রাত্রিষু স কুতুকী সন্ মহারাসং কুর্ব্বন্ অরমত। তং কিম্ভূতং সুষ্ঠু গীতমাত্মনো নিজস্ত শ্লোকো যশো যত্র তং তথা ক্বণিতং বাদিতং তেন বিলসন্ নূপুরগণো যত্র তং ॥ ৪৭ ॥

অন্যান্য নারীগণ বলিতে লাগিল। অঘাসুর হন্তা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে নগরবাসিনী নারীগণ যদি সুখলাভ করে, তবে সুখ করুক। এই কারণে এইরূপ প্রমোদও তাঁহার উপরে বিদ্যমান আছে। অথচ আমাদের সহিত তাঁহার সংসর্গ যে বিছিন্ন হইয়াছে, ইহাও উপযুক্ত বলিতে হইবে। কারণ, তিনি এখন রাজত্ব পাইয়াছেন, আর কি তাঁহার এই গ্রামবাসিনী আমাদের মত নারী-গণের উপরে রুচি থাকিতে পারে। তথাপি একটি প্রশ্ন চিত্ত চঞ্চল করিতেছে, তুমি বল দেখি? তিনি কি কখন গ্রামবাসিনী আমাদের বৃত্তান্ত কুত্রাপি বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বে যে সকল নারী তাঁহার প্রেয়সী ছিল, সেই সকল নারীগণের সহিত বৃন্দাবনে চন্দ্র এবং কুমুদাদি পদার্থ দ্বারা যে সকল রাত্রি পরম রমণীয় হইয়াছিল; এক্ষণে তিনি কি সেই সকল রাত্রি স্মরণ করেন! অপিচ, যে সকল রাত্রিতে

কিমেষ্যত্যস্মাংস্তদ্বিরহশুচিঘর্ম্মাংশুবিদ্রুতাঃ
পুনঃ সেক্তুং শৌরিঃ সদমৃতবপুঃ স্বং প্রকটয়ন্।
অহো! তদ্দূরে তত্তুলিতকৃতকাঙ্গৈরপি কদা
স নঃ সিঞ্চেন্মেঘৈরিব মৃদুলবন্যাঃ সুরপতিঃ ॥ ৪৮ ॥
ইহ স্বাম্যং গ্রাম্যং নৃপপদমলং তত্র পশুপা
জনা অস্মিংস্তস্মিন্নরপতি-সুতাঃ প্রাণসুহৃদঃ।
ইতো (ক) গোপ্যঃ পার্শ্বাঃ স্মরপরবশাঃ সম্প্রতি ততঃ
ক্ষিতিক্ষিৎকন্যাঃ স্বং বরিতুমনসশ্চেত্তু স কথম্ ॥ ৪৯ ॥

কাপ্যুৎকা যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—কিমিতি। তদ্বিরহ এব শুচিঃ ঘর্ম্মাংশুঃ জৈষ্ঠমাসগত-সূর্য্যস্তেন বিদ্রুতা উত্তাপিতা অস্মান্ পুনঃ সেক্তুং স্বমাত্মানং পূর্ণচন্দ্ররূপং প্রকটয়ন্ কিমেষ্যতি আগমিষ্যতি। বিরহোদ্রেকেণ তস্য স্ফূর্ত্তিমূর্ত্তিং বিস্মৃত্য পপ্রচ্ছ, অহো খেদে। তদ্দূরে অত্রাগমনং দূরেহস্তু তত্তুলিতানি সদমৃতবপুঃসদৃশানি যানি কৃতকাঙ্গানি কল্পিতাঙ্গানি তৈরপি কদা নোঽস্মান্ স সিঞ্চেৎ। যথা সুরপতিরিন্দ্রঃ মেঘৈ মৃদুলবন্যাঃ কোমলবনশ্রেণীঃ সিঞ্চেদিতি ॥ ৪৮ ॥

অন্যা যদাহ তদ্বর্ণয়তি—ইহেতি। ইহ গ্রামভবা স্বামিতা প্রভুত্বং তত্র মথুরায়ামলমতিশয়ং নৃপপদং নৃপব্যবসায়ঃ অস্মিন্ পশুপা জনা গোপলোকা তস্মিন্, রাজপুত্রাঃ প্রাণসুহৃদঃ ইতোঽস্মিন্

তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মহারাসোৎসব করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। সেই রাসে নিজের যশ উত্তমরূপে কীর্ত্তিত হইত, এবং বাদ্যের সহিত নূপুর সকল মধুর ভাবে শব্দিত হইত ॥ ৪৭ ॥

কোন নারী উৎকণ্ঠিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল। আমরা বিরহরূপ ঘর্ম্মাংশু অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠমাসস্থিত সূর্য্যদ্বারা উত্তাপিত হইয়াছি। তিনি পুনর্ব্বার আমাদিগকে সিক্ত করিবার জন্য আপনার পূর্ণচন্দ্ররূপ শরীর প্রকাশিত করিয়া কি আগমন করিবেন? বিরহের উদ্রেকে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিরূপ মূর্ত্তি ভুলিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহার এস্থানে আগমন এখন দূরে থাক। যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র মেঘদ্বারা কোমল বনশ্রেণী জলসিক্ত করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণচন্দ্রতুল্য কল্পিত অঙ্গ সমূহদ্বারা কবে আমাদিগকে সিক্ত করিবেন? ॥ ৪৮ ॥

অপরে বলিতে লাগিল;—এই স্থানে তাঁহার গ্রাম্যপ্রভুত্ব এবং সেই স্থানে

(ক) ইতো গোপীপাশা। ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

অয়ে ! মুগ্ধে যস্যোরসি বসতি সা বারিধি-সুতা
ভবেয়ুস্তস্মিন্ কা বননগরদিব্যা বরদৃশঃ।
ব্রবীষি ত্বং সত্যং তদভিলসিতে সঙ্কুচত ভো !
(ক) যদাশা স্বৈরিণ্যাপ্যলমবমতা পিঙ্গলিকয়া ॥ ৫০ ॥

কামপরবশা গোপ্যঃ পার্শ্বা গোপ্য এব পার্শ্বস্থাঃ তত্র ক্ষিতিক্ষিৎকন্যা রাজকন্যাঃ স্বং বরিতুং মনো বাসাং তাঃ সন্তি অতঃ কথমিহ স এতু আগচ্ছতু ॥ ৪৯ ॥

ততঃ কাপি যদবস্তুবর্ণয়তি—অয়ে ইতি। অয়ে ইতি প্রিয়সম্বোধনং। যস্য কৃষ্ণস্য মুগ্ধে রম্যে বক্ষসি সা লক্ষ্মী র্বসতি তস্মিন্ কৃষ্ণে বনভবা নগরভবা দিবিভবা বরদৃশ কা ভবেয়ু র্না-পেক্ষণীয়া ইতি ভাবঃ। ইতি ত্বং সত্যং ব্রবীষি অত স্তদভিলষিতে সঙ্কোচং কুরুত বিরমত যদ্‌যস্মাৎ পিঙ্গলিকয়া পিঙ্গলাখ্যবেশ্যয়া অপি আশা অলমতিশয়ং অবমতা তুচ্ছীকৃতা ॥ , ॥

তাঁহার নিতান্ত নৃপ ব্যবসায় বা রাজত্ব। এই স্থানে গোপজনসকল বন্ধু, কিন্তু সেই স্থানে রাজপুত্রগণ প্রাণের বন্ধু। এইস্থানে কামপরতন্ত্র গোপীগণই পার্শ্ববর্ত্তী, এবং সেই স্থানে রাজকুমারীগণ তাঁহার মনস্তুষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব কি প্রকারে তিনি এই স্থানে আসিতে পারেন ? ॥ ৪৯ ॥

ওগো ! যে শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বক্ষঃস্থলে জলধিকন্যা কমলাদেবী বাস করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বনভবা এবং নগরভবা সুন্দরী নারীগণ কি হইতে পারে ? অর্থাৎ এইরূপ নারী সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে উপেক্ষণীয়। ইহা তুমি সত্যই বলিতেছ। অতএব তোমরা তাঁহার বাঞ্ছিত বিষয়ে সঙ্কুচিত হও বা বিরত হও। কারণ, পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যাও সম্পূর্ণরূপে আশা তুচ্ছ করিরাছিল, বা অবজ্ঞা করিয়াছিল (খ) ॥ ৫০ ॥

(ক) পিঙ্গলোপাখ্যানং ভাগবতে ১১শে ৮ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্যম্।

(খ) ভাগবত ১১।৮।২২—৪৪ পর্য্যন্ত পিঙ্গলোপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

চিরাদাশাং ত্যক্তুং যদপি বয়মৈচ্ছাম তদপি
স্বয়ং সা বেবেষ্টি প্রতিপদমুদগ্রস্থিতিতয়া।
হরির্ব্বারীশত্বং ব্রজতি বত! পাশত্বমপি সা
যদস্মিংস্তৎ কস্মাদিতি কিমপি জানীম হি নহি॥ ৫১॥
সুরূপং তারুণ্যং বিলসিতমপি প্রেক্ষ্য ন পরং
তদাশাং কুর্ম্মঃ কিং ত্বপরমপি হেতুং নিশময়।
রহো নর্ম্মাদ্যং যৎ কলয়তি স যদ্বা সশপথং
মহাপ্রেমব্যক্তিং হৃদি বসতি তত্তন্মুহুরপি॥ ৫২॥

নন্বেবং তত্র কথং কুরুধ্বে তত্রাহ—চিরাদিতি। সা আশা স্বয়ং প্রতিক্ষণং উদগ্রাস্থিতিতয়া প্রশস্তস্থিতিতয়া অস্মান্ বেবেষ্টি, পুনঃ পুনঃ প্রবিশতি বধ্নাতি। বতেতি খেদে। যদ্যস্মাদস্মিন্ বন্ধনে হরিঃ কৃষ্ণো বারীশত্বং বরুণত্বং ব্রজতি সা আশাপাশত্বং রজ্জুত্বমপি ব্রজতি তৎ কস্মাদিতি কিমপি কথমপি নহি জানীমহি। যথা বরুণঃ স্বাধীনেন পাশেন জনান্ বধ্নাতি তথাস্মানাশয়া কৃষ্ণো বধ্নাতীতি ভাবঃ॥ ৫১॥

অন্যা যদাহু স্তদ্বর্ণয়তি—সুরূপমিতি। তস্য সুষ্ঠুরূপং নবযৌবনং বিলাসং নিরীক্ষ্য তস্যাশাং পরং ন কুর্ম্মঃ, কিন্তু অপরমপি কারণং শৃণু রহো নির্জ্জনে নর্ম্মাদ্যং যৎ কলয়তি যদ্বা স শপথেন সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাত্তথা মহাপ্রেমব্যক্তিং কলয়তি তত্তন্মুহুর্ব্বারংবারমপি হৃদি বসতি, অতঃ কথং তদাশাং ত্যজামঃ॥ ৫২॥

যদ্যপি বহুকালপর্য্যন্ত আমরা সেই আশা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তথাপি সেই আশা স্বয়ং প্রশস্তভাবে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে প্রতিক্ষণে বন্ধন করিতেছে। হায়! শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বরুণত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং সেই আশাও রজ্জুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা যে কেন হইতেছে, আমরা কিছুতেই তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারি না। তাৎপর্য্য এই যেরূপ বরুণ নিজের অধীন পাশাস্ত্রদ্বারা লোকদিগকে বন্ধন করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও আশাদ্বারা আমাদিগকে বন্ধন করিতেছেন॥ ৫১॥

অন্য নারীসকল বলিতে লাগিল;—আমরা তাঁহার মনোহর রূপ, নব যৌবন এবং বিলাস নিরীক্ষণ করিয়া আর উত্তমরূপে তাঁহার আশা করিতে পারি না। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য কারণও তুমি শ্রবণ কর। তিনি যে নির্জ্জনে পরিহাসাদি করিয়া থাকেন, অথবা তিনি যে শপথপূর্ব্বক ঐরূপ মহা প্রেম প্রকাশ করিয়া

রমা যস্যানিচ্ছোরপি ন হি জহাতি প্রতিপদং
তনূমিত্থং লোকাদিতি হ ভুবনেষু প্রসরতি।
স এবায়ং যাসু স্বয়মহহ! সম্বিদ্বিধিশতং
তনোতি স্বৈরং তা বয়মিহ জহীমঃ কথমমুম্ ॥ ৫৩ ॥
অহো! তন্মাধুর্য্যং যদভিলষিতাচ্ছ্রীরপি ন তং
মনাক্ ত্যক্তুং শক্তা যদপি তদনিচ্ছাবলয়িতা।
অয়ে! তস্যানিচ্ছা পরমসবলাপি প্রযতনা-
ন্ন তাং দূরীকুর্য্যা স্তদুভয়মিদং দুর্গমতমম্ ॥ ৫৪ ॥

তদাশাত্যজনমতিদুর্ঘটমিতি যদ্বর্ণয়ামাসু স্তদ্বর্ণয়তি—রমেতি। রমা লক্ষ্মীরনিচ্ছোরপি যস্য তনূং নহি জহাতি ন ত্যজতি ভুবনেষু লোকাৎ ইতি হ পারম্পর্য্যোপদেশেন ইত্থং পূর্ব্বোক্তং প্রসরতি, স এবায়ং কৃষ্ণো যাস্বস্মাসু স্বয়ং সাম্বিদ্বিধিশতং প্রতিজ্ঞাবিধানশতং স্বৈরং তনোতি তা বয়মিহ জন্মনি কথমমুং কৃষ্ণং জহীমঃ ত্যজামঃ ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চ অহো আশ্চর্য্যে তস্য কৃষ্ণস্য মাধুর্য্যং যদ্‌যস্মাৎ অভিলষিতাৎ অভিলাষাৎ তদনিচ্ছাবলয়িতা তস্যানিচ্ছয়া সম্বেদিতাপি শ্রীরপি মনাগীষদপি তং ত্যক্তুং ন শক্তাভূৎ তং, পরমসবলাপি তস্যানিচ্ছা প্রযত্নাৎ তাং শ্রিয়ং ন দূরীকুর্য্যাৎ তদিদমুভয়ং দুর্গমতমং এবং বয়ং তস্য ন দূরীকরণীয়া অত স্তদাশাং ন ত্যজামঃ ॥ ৫৪ ॥

থাকেন, তত্তৎ বিষয় বারংবারই হৃদয়ে জাগিতেছে। অতএব কিরূপে আমরা তাঁহার আশা পরিত্যাগ করি ॥ ৫২ ॥

দ্বিতীয়তঃ অনিচ্ছুক হইলেও কমলাদেবী প্রতিক্ষণে যাঁহার দেহ পরিত্যাগ করে না। ত্রিভুবনে লোকের মুখ হইতে পরম্পরা ক্রমে এই বিষয় প্রচারিত হইয়া থাকে। সেই শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং স্বাধীনভাবে আমাদের কাছে শত শত প্রতিজ্ঞাবিধি বিস্তার করিয়া থাকেন। তখন আমরা সকলে এই জন্মে কিরূপে তাঁহাকে পরিত্যাগ করি ॥ ৫৩ ॥

আহা! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! যে অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণের অনিচ্ছাদ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াও কমলাদেবী যাঁহার মাধুর্য্য, অল্প পরিমাণেও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই, এবং তাঁহার অনিচ্ছা পরম প্রবলা হইলেও সেই লক্ষ্মীকে দূর করিতে পারে নাই; অতএব এই উভয়ই নিতান্ত দুর্গম বলিতে হইবে। এইরূপে

রমায়াং যানিচ্ছা মুনিভিরুদিতা সাত্বতপতে-
র্ভবেদ্দম্ভাদেষা নিয়তমিতি বুদ্ধং বুধবরৈঃ।
অথেয়ং চেত্তথ্যা সপদি ন কথং বা ব্রজমৃগী-
দৃগালীবৎ ক্ষিপ্তা ভবতি সখি! সা তল্লবমনু ॥ ৫৫ ॥
সরিচ্ছৈলারণ্যস্থলসুরভি-বেণুধ্বনিচয়াঃ
সমং রামেণ প্রাগ্ব্রজপতিসুতেনানুচরিতাঃ।
দিদৃক্ষামস্মাকং বিদধতি বলাত্তস্য সহসা
বিশেষাচ্ছ্রীমত্তৎপদবিততিরস্মান্ দলয়তি ॥ ৫৬ ॥

কিঞ্চ সাত্বতপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য লক্ষ্ম্যাং যা অনিচ্ছা অনভিলাষো মুনিভিঃ কথিতা এষা সাত্বতপতেঃ দম্ভাৎ কাপট্যাদ্ভবেদিতি বুধবরৈ র্বুদ্ধং জ্ঞাতং। অথ চেদ্যদি ইয়মনিচ্ছা তথ্যা সত্যা ভবেৎ কথং বা হে সখি! সা তল্লবকালমনুক্ষিপ্তা ন ভবতি, যথা ব্রজমৃগীনেত্রশ্রেণ্যঃ ক্ষিপ্তা বভূবুরিতি ॥ ৫৫ ॥

ননু ভোঃ! সম্প্রতি তস্য ভবতীষ্বনুরাগো ন বিদ্যতে কথং তত্রাশা ক্রিয়তে তত্রাহ—সরিদিতি। প্রাক্ রামেণ সমং সহ কৃষ্ণেন নদীপর্ব্বতবনস্থলেষু সুরভিভি র্ধেনুভি র্হেতো র্বেণুধ্বনিসমূহা অনুচরিতাঃ সহায়ীকৃতা স্তে বলাদস্মাকং দিদৃক্ষাং বিদধতি বিশেষাৎ সহসা বলাৎ তস্য শ্রীমতী সা অসাধারণা পদবিততিঃ চিহ্নরূপাচরণশ্রেণী অস্মান্ দলয়তি বিদারয়তি অতএব কথং তত্রাশা ত্যজ্যতে ॥ ৫৬ ॥

তিনি আমাদিগকে দূর করিবেন না, অতএব আমরাও তাঁহার আশা ত্যাগ করিব না ॥ ৫৪ ॥

হে সখি! যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্মীর উপরে যে অনিচ্ছা আছে, তাহা মুনিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ জানিয়াছেন যে, ঐরূপ অনিচ্ছা কেবল তাঁহার কপটতা বশতই হইবার সম্ভাবনা। পরে যদি ঐ অনিচ্ছা সত্য হইত, তাহা হইলে ব্রজবাসিনী মৃগলোচনা সকল যেরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার মত সেই লক্ষ্মীদেবী কেনই বা ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যক্ত হইল না ॥ ৫৫ ॥

পূর্ব্বে ব্রজরাজকুমার বলরামের সহিত নদী, পর্ব্বত এবং বনস্থলে ধেনুগণের জন্য বংশীধ্বনি উচ্চারণ করিতেন। সেই সকল প্রবল বেগে এক্ষণে আমাদের

উদারশ্রীলীলাগতিহসিতবীক্ষানিগদিতৈ-
র্হৃতা ধীরস্মাকং দনুজরিপুণা যা চিরতরম্।
অভূত্তস্যা স্তত্র স্থিতিরপুনরাবৃত্তিবলিতা
কয়া যুক্ত্যা তস্য প্রথয় ভবিতা বিস্মৃতিবলঃ ॥ ৫৭ ॥

অয়ে ! নাথ ! শ্রীমন্ ! জলনিধিসুতানাথ ! দয়িত !
ব্রজাধীশ ! স্বানুব্রতপশুপবংশক্লমহর ! ।
বয়ং নার্ত্তা জাতাঃ স্বমনু পরমেতদ্‌ব্রজকুলং
স্বগোবিন্দখ্যাতিং ত্বমবিতুমব ক্লেশজলধেঃ ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চ উদারো রম্যঃ শ্রীঃ শোভা তাভ্যাং বিশিষ্টানি যানি লীলা বিলাসশ্চ গতিশ্চ হসিতঞ্চ বীক্ষা দর্শনঞ্চ নিগদিতং বচনঞ্চ তৈরস্মাকং যা ধীর্বুদ্ধি র্দনুজরিপুণা চিরতরং হৃতা তস্যা ধিয় স্তত্র মথুরায়াং অপুনরাবৃত্তিবলিতা স্থিতিরভূৎ, কয়া যুক্ত্যা তস্য কৃষ্ণস্য বিস্মৃতিলবো ভবিতেতি প্রথয় বিস্তারয় ॥ ৫৭ ॥

এবমেবং নিগদ্য মহাবিরহেণ শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য যদবদন্ তদ্‌বর্ণয়তি—অয়ে ইতি। হে দয়িত ! প্রিয় ! স্বস্যানুব্রতোঽধীনো যঃ পশুপবংশঃ তস্য ক্লমহর ! । বয়ং স্বমাত্মানং লক্ষীকৃত্য আর্ত্তা ন জাতাঃ পরং কিন্তু স্বগোবিন্দখ্যাতিং অবিতুং রক্ষিতুং মে তদ্‌ব্রজকুলং ক্লেশজলধেঃ ক্লেশসমুদ্রাৎ অব রক্ষ ॥ ৫৮ ॥

দর্শন বাসনা উৎপাদন করিতেছে। বিশেষতঃ সহসা তাঁহার অসাধারণ চিহ্নরূপ চরণশ্রেণী আমাদিগকে দলিত করিতেছে। অতএব কি প্রকারে তাঁহার উপরে আশা পরিত্যাগ করি ॥ ৫৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের লীলা, গমন, হাস্য, দর্শন এবং বচন, মনোহর শোভাবিশিষ্ট। তিনি লীলা গমনাদিদ্বারা চিরকাল আমাদের বুদ্ধি হরণ করিয়াছেন। সেই বুদ্ধির এক্ষণে মথুরাপুরে অবস্থান ঘটিয়াছে অর্থাৎ মনে মনে সর্ব্বদা মথুরার বিষয় ভাবিতেছে অথচ পুনর্ব্বার সেই বুদ্ধির আসিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি বিস্তার করিয়া বল, কোন্ যুক্তিদ্বারা অণুমাত্র বিস্মরণ ঘটিতে পারিবে ॥ ৫৭ ॥

হে নাথ! হে সুন্দর! হে সিন্ধুসুতাবল্লভ! হে প্রিয়তম! হে ব্রজেশ্বর! হে নিজাধীন গোপবংশের কষ্ট নিবারক! আমরা আপনাদের জন্য

তদেবং পুনরপি তাঃ স্বভাবজভাবনামনুবর্ত্তমানা নিরীক্ষ্য প্রভোরেব শিক্ষয়া তানেব বাচিতলেখান্ স বাচয়ামাস। বাচিতেষু চ তেষু মহামন্ত্রেষ্বিব প্রভাবতঃ স্বতন্ত্রেষু তাঃ পুনঃ সান্ত্বনমাসাদিতবত্যঃ। সান্ত্বিতাশ্চ তাঃ কৃষ্ণমাত্মানঞ্চ যথা তদুপদেশমনুভূয় দূয়মানতারহিতা স্তমুদ্ধবং সভাজয়ামাসুঃ। তদেবং তাসামভ্যাসযোগায় রোগাপহর্ত্তৃবত্তদভ্যাসমনুদিনং প্রাতঃ প্রাতরনুগচ্ছন্ ব্রজমনু মাসকতিপয়মুবাস। নিত্যনিত্যমুদয়ন্মহাভক্তিবিতানঃ স্তুবন্নমূর্ননাম চ ॥ ৫৯ ॥

ততঃ যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতি গদ্যেন। স উদ্ধব স্তা গোপীঃ পুনরপি স্বভাবজভাবনাং শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজাতচিন্তনং অনুবর্ত্তমানা নিরীক্ষ্য প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব শিক্ষয়া বাচিতলেখান্ পূর্ব্বোক্তান্ তানেব বাচয়ামাস। মহামন্ত্রেষ্বিব প্রভাবতঃ স্বতন্ত্রেষু বাচিতেষু তেষু চ সৎসু তাঃ পুনঃ সান্ত্বনমাসাদিতবত্যো বভূবুঃ। কৃষ্ণমাত্মানং স্বঞ্চ যথা তদুপদেশমনুভূয় দূয়মানতা বিচ্ছেদতাপ স্তয়া রহিতাঃ পূজয়ামাসুঃ। তদেবং সান্ত্বনানন্তরং সভাজনে জাতে সতি তাসামভ্যাসযোগায় বিচ্ছেদনিবর্ত্তকোপদেশস্য দৃঢ়াভ্যাসায় রোগাপহর্ত্তৃবৎ বৈদ্য ইব তাসামভ্যাসং নিকটং প্রতিদিনং প্রাতরনুগচ্ছন্ ব্রজং লক্ষীকৃত্য মাসকতিপয়ং অবাৎসীৎ। অথচ নিত্যনিত্যমুদয়ন্তী যা মহাভক্তি স্তস্যা বিতানো বিস্তারো যেন স স্তুবন্ অমু র্গোপী-র্নতবান্ ॥৫৯ ॥

ব্যাকুল হই নাই, কিন্তু নিজের গোবিন্দ নাম রক্ষা করিবার জন্য ক্লেশ সমুদ্র হইতে এই ব্রজকুল রক্ষা কর ॥ ৫৮ ॥

অতএব এইরূপে সেই উদ্ধব পুনর্ব্বারও সেই সকল গোপীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ জনিত চিন্তার অনুগামিনী দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই শিক্ষাক্রমে সেই সমস্তই পূর্ব্বোক্ত লেখা পাঠ করিতে লাগিলেন। মহামন্ত্রের মত প্রভাবদ্বারা স্বাধীন সেই সকল লেখা উচ্চারিত হইবার পর, পুনর্ব্বার সেই সকল গোপী সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইল। তাহারা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের যেমন উপদেশ, তদনুসারে কৃষ্ণকে এবং আপনাকে অনুভব করিয়া বিচ্ছেদ তাপ বিরহিত হইয়া সেই উদ্ধবকে পূজা করিল। এইরূপ ঘটিলে যাহাতে তাহাদের বিচ্ছেদ নিবারণ হয়, সেইরূপ উপদেশের দৃঢ়তর অভ্যাসের জন্য রোগনাশক বৈদ্যের মত প্রতিদিন

যথা ;—

এতা ধর্ম্মগ-লোকসেতুবলিতা স্তত্ত্যাগপূর্ব্বা হরিং
সর্ব্বাত্মানমুপেত্য কাণ্ডযুগলশ্রুত্যর্থপারং গতাঃ।
সর্ব্বাংশেন ততশ্চ মদ্বিধনুতিস্তোমাস্পদানীত্যত-
স্তত্রাসু ব্যভিচারদোষবলকা যে হন্ত! তে নারকাঃ ॥৬০॥

নন্থ ত্যক্তধর্ম্মলোকমর্য্যাদানাং তাসাং স্তবনং নমনঞ্চ ন যুক্তং, যত স্তস্মিন্ কৃতে দোষএব ভবিতু মর্হতি তত্রাহ—এতা ইতি। ধর্ম্মং গচ্ছন্তি যে লোকা যেষাং যঃ সেতু র্মর্য্যাদা তেন বলিতা রক্ষিতা অপি ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেদিতি ন্যায়ানুসারেণ লোকানাং রাগমার্গেণ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তয়ে রাগলক্ষণং প্রকাশয়িতুং ধর্ম্মগলোকসেতূনাং ত্যাগঃ পূর্ব্বং যাভি স্তাং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বাত্মত্বেন পরপুরুষত্বং খণ্ডিতং এবম্ভূতং তং সেবনাদিনা উপগম্য কাণ্ডযুগল-শ্রুতীনাং ধর্ম্মকাণ্ডশ্রুতীনাং যোঽর্থঃ শ্রীকৃষ্ণোন্মুখতা তস্য পারং সর্ব্বাংশেন শ্রীকৃষ্ণবশীকাররূপং গতাঃ প্রাপ্তা স্তস্মাদ্ধেতো র্মদ্বিধানাং স্তুতিসমূহানামাস্পদানি স্থানানীতি অতো হেতো স্তাদৃশী-ষ্বাসু ব্যভিচারঃ কৃষ্ণএব উপপতি স্তস্য সেবনমেব ব্যাভিচার স্তদ্রূপো যো দোষ স্তস্য যে বলকাঃ কথকাঃ। হন্তেতি খেদে। তেনারকা অক্ষয়নরকভোগিনঃ ॥ ৬০ ॥

প্রাতঃকালে তাহাদের নিকটে গমন করিয়া কতিপয় মাস ব্রজে বাস করিয়া রহিলেন। অথচ তিনি নিত্য নিত্য উদয় প্রাপ্ত মহাভক্তি বিস্তার করিয়া স্তব করিতে করিতে ঐ সকল গোপীদিগকে প্রণাম করিতেন ॥ ৫৯ ॥

ধর্ম্ম প্রাপ্ত লোকগণের মর্য্যাদাদ্বারা অর্থাৎ ধর্ম্ম সঙ্গত নিয়মে দ্বারা ঐ সকল গোপী আবৃত ছিল। অনুরাগ মার্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারা যায়। এই হেতু অনুরাগ চিহ্ন প্রকাশ করিবার জন্য যাহারা ধর্ম্মগামী লোকদিগের মর্য্যাদা পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সেবাদিদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া সকল প্রকারে কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদের শ্রীকৃষ্ণ প্রবলতারূপ অর্থের পারে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণরূপ সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব গোপীগণ মাদৃশ ব্যক্তিদিগের স্তবসমূহের আস্পদ স্বরূপ। এইরূপ গোপীগণের উপরে যাহারা ব্যভিচার দোষ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের উপপতি, তাঁহার সেবা করা অন্যায়) এই দুষ্টভাব অর্পণ করে, সেই সকল দোষারোপকারী ব্যক্তিগণ হায়! অক্ষয় নরক ভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র ॥ ৬০ ॥

সত্যং বৃষ্ণিপতেঃ প্রকাশসময়ে সর্ব্বেঽত্র সাম্যং গতা-
স্তে মুক্তীচ্ছুবিমুক্তভক্তনিচয়া স্তদ্ভক্তিতৃষ্ণান্বিতাঃ।
কিন্ত্বেতাঃ পরমস্মদদ্ভুতকরং প্রেমশ্রিতা গোপিকা
বার্ত্তাং যস্য বিনা বৃথা ভবতি তদ্ব্রহ্মাত্মনা জন্ম চ ॥৬১॥
বৃন্দারণ্যবিহারহারিচরিতাঃ ক্বেমা হরেঃ সৎপ্রিয়া
স্তত্রান্যে ব্যভিচারচারিমনসঃ স্ত্রীপুংসলোকাঃ ক্ব চ।
আসামীদৃশভাব এব হি ভিদা হেতুস্তদেবং স্থিতে
পুষ্ণাত্যজ্ঞজনানপি স্বভজনাদেতাঃ কথং স ত্যজেৎ ॥ ৬২॥

অধুনা গোপীনাং সর্ব্বেভ্যো বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—সত্যমিতি। বৃষ্ণিপতেঃ কৃষ্ণস্য প্রকাশসময়ে প্রাকট্যকালে তদ্ভক্তিতৃষ্ণান্বিতা স্তে মুক্তীচ্ছবো মুমুক্ষবঃ বিমুক্তা জীবন্মুক্তাঃ ভক্তাঃ সেবকা স্তেষাং সমূহাঃ সর্ব্বত্র সাম্যং গতা ভগবৎপ্রাপ্তিফলত্বেন তুল্যতাং গতাঃ সত্যঃ কিন্ত্বেতা গোপিকা অস্মাকমদ্ভুতকরং পরং প্রেম শ্রিতাঃ সেবিতা যস্য প্রেম্নো বার্ত্তাং বিনা তদ্ব্রহ্মাত্মনা ব্রহ্মস্বরূপেণ জন্মচ বৃথা ভবতি অতোঽস্মাকং তাঃ স্তব্যাঃ পূজ্যা শ্চেতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

কিঞ্চাসাং শ্রীকৃষ্ণেন ত্যাগঃ কদাপি ন সম্ভাব্যতে ইত্যাহ—বৃন্দেতি। বৃন্দাবনে বিহারবিশিষ্টং হারি মনোরমং চরিতং যাসাং তা ইমা হরেঃ সৎপ্রিয়া ক্ব তত্র হরাবন্যে ব্যভিচারচারিমনসঃ ব্যভিচার-সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বকভজনাভাবং চর্ত্তুং মনো যেষাং তে স্ত্রীপুংসলোকাঃ ক্বচ ক্বদ্বয়-মত্যন্তভেদবাচকং। তদেব বর্ণয়তি—আসাং গোপীনামীদৃশভাব এব হি যতো ভিদা হেতুঃ তদেবং আসামীদৃশভাবে স্থিতে সতি যঃ স্বভজনাদজ্ঞানপি জনান্ পুষ্ণাতি স কথমেতা গোপী স্ত্যজেৎ ॥ ৬২ ॥

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ কালে হরিভক্তি বাসনা করিয়া যাহারা মোক্ষাভিলাষী যাহারা জীবন্মুক্ত এবং যাহারা ভক্ত, এই সকলেই সর্ব্বত্র যে সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা সত্য। কিন্তু এই সকল গোপী আশ্চর্য্যজনক প্রেম অবলম্বন করিয়াছিল। অধিক কি যে প্রেমের বার্ত্তা ব্যতীত ব্রহ্মরূপে জন্ম গ্রহণ করাও বৃথা। এই হেতু গোপীগণ আমাদের স্তব যোগ্য এবং পূজ্য ॥ ৬১ ॥

যাহারা বৃন্দাবনে বিহার করে, এবং যাহাদের চরিত্র মনোরম, শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ সাধ্বী প্রিয়তমাগণই বা কোথায়? এবং যাহাদের মন শ্রীকৃষ্ণের উপরে ব্যভিচারী, অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণ ভজনা করে না, এইরূপ

আসাং শ্রীরপি সা বিভর্ত্তি ন তুলাং যদ্বাঞ্ছয়াসীত্তপ-
শ্চারিণ্যেব চিরায় নাপ কিল যং সোঽয়ং ব্রজেন্দ্রাত্মজঃ।
যাঃ স্বেনাগ্রহপূর্ব্বকং ভুজযুগেনাবেষ্টিতা নোজ্ঝিতুং
বাঞ্ছামাঞ্চদভীক্ষ্ণমত্র সতি কাঃ স্বর্গাদিবর্গ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৬৩॥

পুন র্গোপীনাং মহিমানং বর্ণয়তি—আসামিতি। সা প্রসিদ্ধা শ্রীর্লক্ষ্মীরপি আসাং তুলাং তুলনাং ন বিভর্ত্তি ধারয়তি যস্য বাঞ্ছয়া কামনয়া চিরায় তপশ্চারিণ্যেবাসীৎ। কিল বার্ত্তায়াং। তং যং নাপ ন প্রাপ্তবতী। সোঽয়ং কৃষ্ণ আগ্রহপূর্ব্বকং স্বেন ভুজযুগেন আবেষ্টিতা যা গোপী উজ্ঝিতুং ত্যক্তুং বাঞ্ছামিচ্ছাং নাঞ্চৎ ন কৃতবান্ অত্রৈবস্তুতে সতি স্বর্গাদিবর্গ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বর্গাদৌ সৌন্দর্য্যাদিনা বরণীয়া রামা কা অতি তুচ্ছা ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

স্ত্রী পুরুষ সকলেই বা কোথায়? এই সকল গোপীদিগের এইরূপ ভাবই প্রভেদের কারণ। এইরূপভাব ঘটিলে যিনি আত্ম ভজনা হেতু অজ্ঞদিগকেও রক্ষা করিয়া থাকেন, কি করিয়া তিনি এই সকল গোপীদিগকে ত্যাগ করিবেন? ॥ ৬২ ॥

সেই প্রসিদ্ধ লক্ষ্মী দেবীও এই সকল গোপীদিগের তুলনা ধারণ করিতে পারেন না। যাঁহার কামনা করিয়া লক্ষ্মীদেবী বহুকাল তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এবং ইহা প্রসিদ্ধ যে তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। সেই শ্রীকৃষ্ণ আগ্রহ পূর্ব্বক বাহু যুগলদ্বারা যাহাদিগকে বেষ্টন করিয়াছেন, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে তিনি ইচ্ছা করেন নাই। এইরূপ ঘটিলে স্বর্গাদিস্থলে সৌন্দর্য্যলাবণ্যাদিদ্বারা যে সকল নারী বরনীয় হইয়াছে, এই সকল গোপীদের নিকটে স্বর্গবাসিনী পরমাসুন্দরী নারীগণও অতিশয় তুচ্ছ ॥ ৬৩ ॥

তস্মাচ্ছ্রীমুখসর্ব্বযৌবতজয়াদেতা মহাশ্রীতয়া
শ্রীবৃন্দাবননাথ-নিত্যদয়িতা ভান্তীতি লব্ধে সতি।
এতদ্‌যৎ পুনরৌপপত্যচরিতং তন্মায়য়া সম্ভবে-
দাসাং প্রেমনিরর্গলত্বকলনা-কৌতূহলং যৎ ফলম্‌ ॥ ৬৪ ॥
যা ধর্ম্মান্বিতলোকবৃন্দচরিতাঃ কৃষ্ণং ভজন্তে স্ত্রিয়
স্তাসাং বর্ত্ম বিভাতি তত্র সুগমং কীর্ত্তিঞ্চ লব্ধস্পৃহা।
তত্তৎ সর্ব্বমপি স্বজাতিমহিতা যাস্তত্যজুস্তৎকৃতে
তাসামঙ্ঘ্রিরজঃসু হন্ত! ভবতাদাসাং সদা মজ্জনিঃ ॥৬৫॥

আসাং মহিমানং বোধয়িত্বা ফলিতং বর্ণয়তি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তবর্ণনাদ্ধেতোঃ শ্রীর্মুখামাদ্যা যেষাং এবম্ভূতানি যানি সর্ব্বযৌবতানি সকলযুবতীবৃন্দানি তেষাং জয়াৎ স্বমহিম্না পরাভবাৎ তথা মহাশ্রীতয়া মহালক্ষ্মীত্বেন এতা শ্রীবৃন্দাবননাথস্য কৃষ্ণস্য নিত্যদয়িতা নিত্য-প্রেয়স্যো ভান্তি বিরাজন্তে ইতি লব্ধে সতি পুনরেতদ্‌যদৌপপত্যচরিতং মায়য়া তৎ সম্ভবেৎ নতু যাথার্থ্যেন তৎকারণং নির্দ্দিশতি যস্য তাদৃশৌপপত্যস্য ফলমাসাং প্রেমনিরর্গলত্বকলনাকৌতূহলং প্রেম্নো নিরর্গলত্বং ব্যবধানশূন্যত্বং সর্ব্বত্র বিখ্যাততয়া প্রকাশশীলত্বমিতিযাবৎ। তস্য কলনায়া স্তদর্থং সর্ব্বত্যাগেন সেবনস্য কৌতূহলং কুতূহলতা ॥ ৬৪ ॥

আসাং সর্ব্বেভ্যঃ পূজ্যত্বাচ্চরণধূলিষু স্বজন্ম প্রার্থয়তে—যা ইতি। যাঃ স্ত্রিয়ো ধর্ম্মান্বিতলোক-বৃন্দচরিতাঃ সত্যঃ কৃষ্ণং ভজন্তে তাঃ তাসাং স্ত্রীণাং বর্ত্ম পন্থাঃ সুগমং বিভাতি তত্র ভজনে লব্ধা স্পৃহা যস্যাঃ সা কীর্ত্তিশ্চ ভবতি যা গোপ্যঃ স্বজাতিমহিতাঃ শ্রীকৃষ্ণভজনপরাণাং পূজিতাঃ

অতএব লক্ষ্মী প্রভৃতি সমস্ত যুবতিদিগকে নিজ মহিমাদ্বারা পরাজয় করাতে এই সকল গোপীগণ মহালক্ষ্মীরূপে বৃন্দাবনপতি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ অর্থ উপলব্ধ হইলে পুনরায় ইহাদের যে উপপতি-সংক্রান্ত দোষ ঘটিয়াছিল; তাহা অলীক বলিয়াই বোধ হইতেছে, কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। তাহার কারণ এই, ইহাদের যে উপপতিসংক্রান্ত দোষফল আছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে ইহাদের প্রেম যে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং সর্ব্বত্যাগ পূর্ব্বক সেই প্রেমের যে সেবা করা হইয়াছিল, তাহারই কৌতূহল মাত্র জানিবে ॥ ৬৪ ॥

যে সকল স্ত্রী ধর্ম্মশীল লোকবৃন্দের চরিত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজন

চেতস্যেব হি যৎ পদাব্জযুগলং যোগেশ্বরৈরব্জজ-
শ্রেয়স্কৈরময়া চ পূজিতমনাদ্যেবানু তত্তৎস্পৃহম্।
যা স্তৎপর্য্যটনশ্রমাপনয়নং কর্ত্তুং স্তনৈর্লালিতং
কুর্ব্বত্যঃ সুকুমারমেতদিতি ভীর্গীর্ণা মনাক্ পস্পৃশুঃ ॥৬৬॥

সত্য স্তত্তৎসর্ব্বং পূর্ব্বোক্তধর্ম্মান্বিতাদিকং তৎকৃতে শ্রীকৃষ্ণনিমিত্তায় তত্যজুঃ। হন্ত হর্ষে। তাসাং গোপীনামাসামঙ্ঘ্রিরজঃসু সদা মজ্জনি র্মম জন্ম ভবতাৎ ॥ ৬৫ ॥

তাসামঙ্ঘ্রিরজঃসু জন্মপ্রার্থনে হেত্বন্তরং ভাববৈশিষ্টং বর্ণয়তি—চেতসীতি। হি প্রসিদ্ধং যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জযুগলং যোগেশ্বরৈঃ সনকাদিভিরব্জজশ্রেয়স্কৈরব্জজো ব্রহ্মা শ্রেয়ান্ প্রধানং যেষাং তে শ্রীশিবেন্দ্রাদয় স্তৈ রময়া লক্ষ্ম্যাচ চেতস্যেব অনাদ্যেব অনু নিরন্তরং তত্তৎ-স্পৃহং যথাস্যাত্তথা পুজিতং কিন্তু যা গোপ্য স্তস্য কৃষ্ণস্য বনে পর্য্যটন্ শ্রমস্যাপনয়নং খণ্ডনং কর্ত্তুং স্তনৈ র্লালিতং কুর্ব্বত্যঃ এতৎ পদাব্জযুগলং সুকুমারং অস্মাকং স্তনা স্বতিকঠিনা ইতি হেতো র্ভিয়ঃ ভয়েন গীর্ণা গ্রস্তাঃ সত্যঃ মনাক্ ঈষদ্রূপেণ পস্পৃশুঃ স্পৃষ্টবত্যঃ ॥ ৬৬ ॥

করিয়া থাকে, সেই সকল স্ত্রীলোকদিগের পথ সুগম বলিয়া দীপ্তি পাইতেছে, এবং ঐরূপ প্রকাশে কীর্ত্তিও স্পৃহা যুক্ত হইতেছে। যে সকল গোপীগণ কৃষ্ণ ভজন পরায়ণ ব্যক্তিগণের পূজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত তত্তৎসমস্ত বিষয়ই পরিত্যাগ করিয়াছিল, আহা! পরম সুখের বিষয়! সেই সকল এই গোপীদিগের চরণ ধূলিতে সর্ব্বদাই আমার জন্ম হৌক ॥ ৬৫ ॥

ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে পদ্মযোনি ব্রহ্মা, শিব এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ, কমলা দেবী এবং যোগীশ্বর সনকাদি ঋষিগণ, সকলেই চরণ পদ্ম পাইবার বাসনায় মনে মনে; নিরন্তরই অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যুগল পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বন-ভ্রমণশ্রম খণ্ডন করিবার জন্য স্তনদ্বারা পাদপদ্ম সেবা করিয়া, (এই পাদপদ্ম যুগল অত্যন্ত সুকোমল, এবং আমাদের স্তন অত্যন্ত কঠিন) এই ভয়ে আকুল হইয়া সেই চরণ কমল ঈষৎ পরিমাণে স্পর্শ করিয়াছিল ॥ ৬৬ ॥

আসামস্তু কথা হরের্মুদি মুদাশান্তিস্পৃশাং যাঃ পরা-
স্তৎসম্বন্ধভৃতস্তদঙ্ঘ্রিরজসাং বৃন্দানি বন্দামহে।
যাসাং কৃষ্ণ-কথানুগানমপি তদ্বিশ্বস্য গেয়ং (ক) ভবে-
ল্লোকাংস্ত্রীনপি তান্ সহাধিপতিকান্ পূতান্ বিধত্তে সদা॥
(যুগ্মকম্) ॥ ৬৭ ॥

অথ মধুকণ্ঠঃ সমাপয়ন্নুবাচ ॥ ৬৮ ॥

মম চ তৎপ্রার্থনং দুর্লভমেতদপি ভূয়াদিতি প্রার্থয়তে—আসামিতি। হরে র্মুদি হর্ষবিষয়ে মুদা হর্ষেণ অশান্তিস্পৃশঃ শান্তিমুপশমং বিরতিং ন স্পৃশন্তি যা আসাং কথা দূরে অস্তু যাঃ পরা ভিন্না স্তাসাং গোপীনাং সম্বন্ধং ভরন্তি ধারয়ন্তি তাসাং চরণরজসাং বৃন্দানি প্রণমামঃ। যাসাং তৎ প্রসিদ্ধং কৃষ্ণকথানুগানং বিশ্বস্য গানং গেয়ং ভবৎ সহাধিপতিকান্ স্বামিসহিতান্ তান্ ভূর্ভুবঃস্বারূপান্ ত্রীনপি লোকান্ সদা পূতান্ পরমশুদ্ধান্ বিধত্তে ॥ ৬৭ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রক্রান্তবৃত্তং পূরয়িতুং মধুকণ্ঠবাক্যং নির্দ্দিশতি—স্বল্পগদ্যেন ॥ ৬৮ ॥

যাহারা শ্রীকৃষ্ণের হর্ষ বিষয়ে হর্ষ ভরে বিরতি স্পর্শ করে নাই, বা নিবৃত্ত হয় নাই, সেই সকল গোপীদিগের কথা দূরে থাক। যে সকল নারী গোপীদিগের সম্বন্ধ ধারণ করিত বা আত্মীয় ছিল, আমরা তাহাদেরও চরণধূলিরাশির বন্দনা করি। কারণ এই সকল গোপীদিগের সেই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ গুণগান, বিশ্ব সংসারের গান হইয়া অধিপতির সহিত সেই ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ত্রিভুবনকেও সর্ব্বদা পরম বিশুদ্ধ বা পবিত্র করিয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

গ্রন্থকার বলিলেন অনন্তর মধুকণ্ঠ সমাপন করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

(ক) গানমিত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

সোঽয়ং নিত্যমভিষ্টুবন্নপি তদা সামান্যতস্তা বচ-
স্যানিন্যে হৃদি রাধিকামধিকতামিত্যেব মন্যামহে।
যাসাং তং ভ্রমরং ভ্রমস্পৃশমহাভাবশ্রিয়া চিত্রগী-
র্দূতীকৃত্য তদদ্ভুতস্মৃতিচিতে বাক্‌স্তম্ভমত্রাস্যতি ॥ ৬৯ ॥
শ্রীরাসাং ন তুলাং বিভর্ত্তি নিতরামিত্যুল্লপন্নুদ্ধবো
যাসামঙ্ঘ্রিরজো ননাম হরিণা যঃ স্বেন তুল্যো মতঃ।
তাসাং তৎ প্রিয়তা সুধাকরতনুর্যা তাং চকোরায়িত-
শ্রীকৃষ্ণেন যুতাং সমস্তমহিতাং বন্দামহে রাধিকাম্ ॥৭০॥

তত্রাপি কথকঃ শ্রীরাধিকায়া বৈশিষ্টং বর্ণয়তি—সোঽয়মিতি। সোঽয়ং কৃষ্ণঃ "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনে"ত্যাদিপ্রকারেণ নিত্যমভিষ্টুবন্নপি সামান্যতঃ প্রেয়সীসাধারণ্যতস্তা বচসি হে চন্দ্রাবলীত্যাদিকং আনিন্যে হৃদি রাধিকামধিকতামানিন্যে ইত্যেব মন্যামহে। তত্র কারণং দর্শয়তি যা সা প্রসিদ্ধা রাধিকা ভ্রমং চিত্তচাঞ্চল্যং স্পৃশতি যো মহাভাব স্তস্যা শ্রিয়া সম্পত্ত্যা চিত্রগীঃ চিত্রা গিরো যস্যাঃ সা তং ভ্রমরং দূতীকৃত্য তস্যাদ্ভুতভাবস্য যা স্মৃতি স্তয়া চিত্তে ব্যাপ্তে অত্রোদ্ধবে বাক্‌স্তম্ভং অস্যতি ক্ষিপতি নির্লজ্জেব বাগ্বিসরং বিস্তৃণোতীতি ভাবঃ ॥ ৬৯ ॥

তত্রাপি শ্রীরাধায়া বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়ন্ তাং প্রণমতীত্যাহ—শ্রীরাসামিতি। আসাং গোপীনাং তুলাং শ্রীর্লক্ষ্মী নিতরাং ন বিভর্ত্তীতি উল্লপন্ উচ্চৈ র্বদন্ উদ্ধবো যাসাং চরণধূলীং ননাম স উদ্ধবঃ কিম্ভূতঃ যঃ স্বেন স্বরূপেণ হরিণা শ্রীকৃষ্ণেন তুল্যো মতঃ। উদ্ধোঽপি মন্যূনো গুণৈ র্মন্নার্দ্ধিতঃ প্রভুরিত্যাদ্যুক্তেঃ। তাসাং মধ্যে তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যা প্রিয়তা সৈব সুধা তস্যা আকর

তৎকালে এই সেই শ্রীকৃষ্ণ নিত্যস্তব করিয়াও সাধারণ স্ত্রীরূপ বাক্যে চন্দ্রাবলীদিগকে আনয়ন করিলেন, এবং হৃদয়ে রাধিকার আতিশয্য দেখাইলেন। আমাদের বিবেচনায় ইহাই সত্য। কারণ, যিনি সেই প্রসিদ্ধ রাধিকা, তিনি চিত্ত চাঞ্চল্যকারী মহাভাবের সম্পত্তিদ্বারা মনোহর বাক্যে সেই ভ্রমরকে দূত করিয়া, সেই অদ্ভুতভাবের স্মরণদ্বারা পরিব্যাপ্ত উদ্ধবের উপরে বাক্য স্তম্ভ পরিত্যাগ করিলেন, অর্থাৎ নির্লজ্জার ন্যায় বাক্য বিস্তার আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৯ ॥

লক্ষ্মীদেবী এই সকল গোপীদিগের তুলনা কিছুতেই প্রাপ্ত হইতে পারেন

অথ নিবেদয়ামাস চ ;—

প্রেমোন্মাদজকৃচ্ছ্রমেতদুদিতং তে যৎ প্রিয়ে শৃণ্বতি
ক্ষান্তিং তত্র কুরুষ্ব দেবি ! করুণাকল্লোলিনি ! শ্রীতমে ! ।
প্রায়ঃ কক্খটধৃষ্টধীঃ কবিজনঃ স্যাদ্ যেন নান্যস্য স
হ্রীদুঃখাদ্যগবৈতি কিন্তু কবতে ব্যঞ্জন্নিজাং চাতুরীম্ ॥ ৭১॥

উৎপত্তিস্থানং তনুঃ মূর্ত্তির্যস্যাঃ সা তাং রাধিকাং বন্দামহে কিম্ভূতাং তস্যাং চকোর ইবাচরতি যঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তেন যুতাং অতএব সমস্তমহিতাং সর্ব্বজনপূজিতাং ॥ ৭০ ॥

তদেবং গোপীনাং শ্রীরাধায়াশ্চ মহিমানং বর্ণয়িত্বা যন্নিবেদনমকরোত্তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিনা। হে দেবি ! হে করুণাকল্লোলিনি ! করুণামহাতরঙ্গে হে শ্রীতমে ! লক্ষ্মীবর্গাণাং শ্রেষ্ঠে ! প্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণে শৃণ্বতি সতি যদেতৎ প্রেমোন্মাদজকৃচ্ছ্রং উদিতং তত্র ক্ষান্তিং ক্ষমাং কুরুষ্ব। নন্বেবমেতদ্বর্ণনে যদি দোষো জায়তে তদা কথং বর্ণিতং তত্রাহ—কবিজনঃ প্রায়ঃ কক্খটধৃষ্টধীরতিকঠিনা ধৃষ্টা প্রগল্‌ভা বুদ্ধির্যস্য স স্যাৎ যেন হেতুনা স কবিরন্যস্য হ্রীদুঃখাদ্যং লজ্জাদুঃখমনঃকষ্টাদি নাবৈতি ন জানাতি কিন্তু নিজাং চাতুরীং বর্ণনে চাতুর্য্যং ব্যঞ্জন্ কবতে কথয়তি অতস্তদর্থং বর্ণিতম্ ॥ ৭১ ॥

না, উদ্ধব উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া গোপীদিগের চরণধূলিকে প্রণাম করিলেন। তখন সকলেই উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া ভাবিয়াছিল। কারণ, পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে যে, "উদ্ধব সকলগুণে আমা হইতে ন্যূন নহে", ইত্যাদি। ঐ সকল গোপীদিগের মধ্যে রাধিকার শরীর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপ সুধার আকর স্থান। এই সুধাকর তুল্য রাধিকা দেহ চকোর তুল্য শ্রীকৃষ্ণদ্বারা সর্ব্বদাই সমবেত, এবং ঐ রাধিকা সকলেরই পূজিত। অতএব আমরা রাধিকাকেই বন্দনা করি ॥ ৭০ ॥

অনন্তর উদ্ধব নিবেদন করিল। হে দেব ! হে করুণাতরঙ্গিনি ! হে সমস্ত লক্ষ্মীবর্গের শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণ করিলে পর, তোমার এই যে প্রেমোন্মাদ জনিত কষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে ; তাহা তুমি ক্ষমা কর। দোষ সত্ত্বেও আমি যে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছি, তাহার কারণ আছে। দেখ, কবিজনের বুদ্ধি প্রায়ই অত্যন্ত কঠিন এবং প্রগল্‌ভ হইয়া থাকে। এই কারণে কবি লজ্জা দুঃখ এবং মনের কষ্ট ইত্যাদি কিছুই জানিতে পারে না। কিন্তু বর্ণনাকালে

দৃষ্টং হন্ত ! মদীয়বর্ণনমনু ত্বং রাধিকে ! ত্বৎপ্রিয়ঃ।
সোঽয়ঞ্চ প্রতিবাচমুন্মদদশাং তামেব চিত্তেঽপিপঃ ॥
কিন্তু প্রেক্ষ্য পরস্পরং মুহুরমূ দিব্যৌষধীসেবন-
প্রাশস্ত্যাদিব সান্ত্বিতাবথ যুবাং ধৈর্য্যং ধিয়া পপ্রথুঃ ॥৭২ ॥

তদেবং পর্য্যবসানে তৌ চ তদীয়সুহৃদশ্চ সন্তোষ্য তৎ-প্রসাদপোষ্যমাণস্বাত্মতয়া কথকৌ নিজাবাসমাসাদয়তঃ স্ম। শ্রীরাধা-মাধবৌ চ যথাযোগং সর্ব্বাননুজ্ঞাপ্য গোহনমন্দিরং প্রবিশ্য সুখসন্দোহমাবিবিশতুঃ ॥ ৭৩ ॥

কিঞ্চ হন্তেতি খেদে। এতন্ময়া দৃষ্টং মদীয়বর্ণনমনু লক্ষীকৃত্য হে রাধিকে! ত্বং সোঽয়ঞ্চ ত্বৎ-প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতিবাচং বাক্যং বাক্যং প্রতি তামেব উন্মাদদশাং কিন্তু যুবাং পরস্পরং মুহুঃ প্রেক্ষ্য দিব্যৌষধিসেবনেন যৎ প্রাশস্ত্যং তস্মাদিব সান্ত্বিতৌ বভূবতুঃ পরস্পরদর্শন স্তেন প্রাশস্ত্যাদি-ত্যর্থঃ। অথ অতো হেতো র্যুবাং ধিয়া বুদ্ধ্যা ধৈর্য্যং পপ্রথু র্বিস্তারয়ামাসতুঃ ॥ ৭২ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ প্রকরণসমাপনরীতিং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। পর্য্যবসানে সমাপনে তৌ শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ তয়োঃ সুহৃদশ্চ ললিতাদিমধুমঙ্গলাদীন্ সন্তোষ্য তয়োঃ প্রসাদেন অনুগ্রহেণ পোষ্যমাণঃ স্বাত্মা যয়ো স্তদ্ভাবতয়া তৌ কথকৌ নিজাবাসং প্রাপতুঃ। শ্রীরাধামাধবৌ চেতি সুগমম্ ॥ ৭৩ ॥

আপনার চাতুরী প্রকাশ করিয়া বলিয়া থাকেন। এই কারণে আমিও বর্ণনা করিয়াছি ॥ ৭১ ॥

হে রাধিকে! হায়! আমি ইহা দর্শন করিয়াছি যে, আমার বর্ণনা লক্ষ্য করিয়া তুমি এবং তোমার এই প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক বাক্যে মনে মনেই সেইরূপ উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা দুইজনে পরস্পর দর্শনরূপ প্রশস্ত দিব্যৌষধি সেবা করাতে সান্ত্বনা পাইয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক ধৈর্য্য বিস্তারও করিয়া-ছিলেন ॥ ৭২ ॥

অতএব এইরূপে সমাপন হইলে সেই কথকদ্বয় শ্রীরাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণ এবং ললিতা মধুমঙ্গল প্রভৃতি তদীয় বন্ধুদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া, এবং কৃষ্ণ রাধি-কার অনুগ্রহে আত্মপুষ্টি করত নিজ আবাসে আগমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ এবং

অথ প্রাতঃকথায়াং শ্রীব্রজযুবরাজবিরাজমানব্রজরাজ—
সদসি লব্ধপ্রথায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—॥ ৭৪ ॥

তদেবং মাসকতিপয়মুদ্ধবে ব্রজমাবসতি ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণস্যোদ্ধবকেন মাথুরকথা গীতাথ যা বল্লবৈঃ
সার্দ্ধং তেন সমং চ তৈর্ব্রজকথা যা তত্র তত্রাপি চ।
সাক্ষাৎকারমিবাশ্রয়ন্মুহুরসৌ তত্তদ্বিহারক্রমা-
ত্তান্ মাসান্ পরিতঃ সুখায় চকৢপে তস্যাপি তেষামপি ॥৭৬॥

অথোদ্ধবস্য পুনর্মথুরায়ামাগমনং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেত্যাদিগদ্যেন। শ্রীব্রজযুবরাজঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তেন বিরাজমানং যৎ ব্রজরাজসদঃ সভা তস্মিন্ লব্ধা প্রথা বিস্তারো যস্যা স্তাং ॥ ৭৪ ॥

তৎ স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। আবসতি সতি ॥ ৭৫ ॥

তদেবং ব্রজে বিরাজমানে উদ্ধবে শ্রীকৃষ্ণো যথা কালং যাপিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—কৃষ্ণস্যেতি। উদ্ধবেন সহ কৃষ্ণস্য যা মাথুরকথা গীতা তৈ র্বল্লবৈঃ সার্দ্ধং তেনোদ্ধবেন চ সমং যা তত্র তত্রাপিচ ব্রজকথা গীতা অসৌ শ্রীকৃষ্ণ স্তত্তদ্বিহারক্রমান্মুহু স্তাং তাং সাক্ষাৎকারমিবাশ্রয়ন্ তান্ মাসান্ পরিতঃ স্তস্যোদ্ধবস্য তেষাং বল্লবানামপি সুখায় চকৢপে অন্তর্যামিরূপেণৈব সুখং জনয়ামাস ॥ ৭৬ ॥

রাধিকাও যথাবিধি সকলের অনুমতি লইয়া রতি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সুখ সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর শ্রীব্রজযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা বিরাজিত ব্রজরাজের সভা মধ্যে প্রাতঃ-কালের কথা বিস্তার প্রাপ্ত হইলে স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর উদ্ধব এইরূপে কতিপয় মাস ব্রজে বাস করিলেন ॥ ৭৫ ॥

উদ্ধবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরের কথা হইয়াছিল, এবং সেই সকল গোপাদিগের এবং সেই উদ্ধবের সহিত, তত্তৎ বিষয়ে যে ব্রজকথা হইয়াছিল; ঐ শ্রীকৃষ্ণ তত্তৎ স্থলে বিহার ক্রমে বারংবার তত্তৎ কথা যেন সাক্ষাৎকার করিয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া ঐ সকল মাস, সর্ব্বতোভাবে উদ্ধবের এবং গোপ-গণের অন্তর্যামিরূপে সুখ উৎপাদন করিলেন ॥ ৭৬ ॥

যা যা স্ফূর্ত্তিরভূত্তদা ব্রজজনে কৃষ্ণস্য তামুদ্ধবঃ
সাক্ষাৎকারতয়া ন্যবোধয়দসৌ তল্লক্ষণং দর্শয়ন্।
তেষাং যর্হি তু তত্র নিশ্চিতিরিবাসীত্তর্হি স প্রস্থিতৌ
কুর্ব্বংশ্চিত্তমমূন্ মিলদ্বিনয়মন্বজ্ঞাপয়দ্ভাগশঃ॥ ৭৭॥

অথ যঃ কশ্চিন্নিশীথকথনীয়ঃ কথাংশঃ শ্রীরাধাসদসি কথকেন কথিতঃ সোঽপ্যত্র দিনকথায়ামেব গ্রন্থক্রমায় গ্রথনীয়ঃ॥ ৭৮॥

অথোদ্ধবস্য মথুরাগমনে নীতিং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—যা যেতি। তদা কৃষ্ণস্য ব্রজজনে যা যা স্ফূর্ত্তিরভূদসাবুদ্ধব স্তল্লক্ষণং হর্ষস্তম্ভরোমাঞ্চাদি দর্শয়ন্ পশ্যন্। স্বার্থে লিঙ। সাক্ষাৎকারতয়া তাং স্ফূর্ত্তিং ব্রজজনং ন্যবোধয়ৎ। যদ্বা তল্লক্ষণং তস্য চরণচিহ্নাদি তং দর্শয়ন্ অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। যর্হি যদাতু তেষাং ব্রজজনানাং তত্র স্ফূর্ত্তৌ নিশ্চিতি র্নিশ্চয় ইবাসীৎ তর্হি স উদ্ধবঃ প্রস্থিতৌ প্রস্থানবিষয়ে চিত্তং কুর্ব্বন্ মিলন্ বিনয়ো যত্র তদ্যথাস্যাত্তথা অমূন্ ব্রজজনান্ ভাগশো জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদিভেদেন অন্বজ্ঞাপয়দনুজ্ঞাং কারয়মাস॥ ৭৭॥

ননু শ্রীরাধা সদসি যা যা কথা কথকেন কথিতা সা সা বর্ণয়িতুং যুজ্যতে তত্রাহ—অথেতি-গদ্যেন। যঃ কশ্চিন্নিশীথে রাত্রৌ কথনীয়ঃ কথায়া অংশো ভাগঃ শ্রীরাধাসদসি কথকেন কথিতঃ অত্র দিনকথায়াং সোঽপি গ্রন্থস্য ক্রমায় পরিপাট্যৈ গ্রথনীয়ঃ। তদ্দর্শয়তি যথা হেতি অন্বজ্ঞাপয়দিত্যুক্তং তত্র বিশেষং বর্ণয়তি—কৃষ্ণপ্রেমক্রমত এব তত্তদনুজ্ঞাপনক্রমং সংমতবান্ তত্র প্রমাণং দর্শয়তি যথা হেতি॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসি জনগণের নিকটে যে, যে প্রকার স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, উদ্ধব সেই স্ফূর্ত্তির চিহ্ন (হর্ষ স্তম্ভ রোমাঞ্চাদি) দর্শন করিয়া, ব্রজবাসী জনগণের কাছে সাক্ষাৎ সেই স্ফূর্ত্তি নিবেদন করিল। কিন্তু যৎকালে সেই ব্রজবাসী ব্যক্তিদিগের সেই স্ফূর্ত্তি বিষয় যেন নিশ্চয় করিয়াছিল, তৎকালে সেই উদ্ধব প্রস্থান বিষয়ে মনন করিয়া সবিনয়ে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাদি ভেদে ব্রজবাসী সকলেরই নিকট হইতে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল॥ ৭৭॥

অনন্তর কথক যে কোন অর্দ্ধরাত্রে বক্তব্য কথার অংশ শ্রীরাধিকার সভায় বলিয়াছিল, সেই কথার অংশও এই দিবাভাগের কথায় গ্রন্থের পরিপাট্যের নিমিত্ত বিস্তার করিতে হইবে। যথা :—স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ক্রমেই তিনি তত্তৎ ব্যক্তির অনুমতি প্রার্থনার ক্রমে সম্মত হইয়াছিলেন॥৭৮॥

যথাহ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ ;—তত্র চ তত্তদনুজ্ঞাপনক্রমং কৃষ্ণপ্রেম-ক্রমত এব সম্মতবান্ । যথাহ শ্রীশুকঃ ;—

"অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ ।
গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্ ॥ ইতি ॥৭৯॥
ভা ১০।৪৭।৬৪

সানুজ্ঞাপনরীতিরুদ্ধবকৃতা তত্তদ্বিনীতিঃ স্তৃতা
সানুজ্ঞা চ হরিপ্রিয়াদিরচিতা তত্তদ্বিকারাবৃতা ।
হা ! হা ! নঃ স্মৃতিমাগতা লবমপি প্রাণান্ বিচূর্ণীয়িতাং
তূর্ণীভূয় করোতি তত্র কবিতা তস্মান্ন পূর্ণীকৃতা ॥ ৮০ ॥

শ্রীশুকবাক্যং লিখতি—অথেতি । মথুরাং যাস্যন্ কৃষ্ণপ্রেমক্রমাৎ গোপ্যাদীনামন্ত্র্য রথমারুরুহে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৭৮—৭৯ ॥

তত্রানুজ্ঞাপনানুজ্ঞাপ্রচারং বর্ণয়তি—সেতি । সা পূর্ব্বোক্তা অনুজ্ঞাপনরীতিরুদ্ধবেন কৃতা তত্তদ্বিনীতি স্তত্র বিনয়ঃ স্তৃতা বিস্তৃতা তত্তদ্বিকারাবৃতা মূর্চ্ছাদিগদ্গদস্বরাদিভিরাবৃতা সা অনুজ্ঞা চ হরিপ্রিয়াদিরচিতা । হাহেতি খেদে । সানুজ্ঞালবমপি কিঞ্চিদপি নোঽস্মাকং স্মৃতিমপেতা সতী তূর্ণীভূয় তূর্ণঃ শীঘ্রঃ অতূর্ণঃ তূর্ণং ভবতি যথা তথা প্রাণান্ বিচূর্ণীয়িতান্ বিচূর্ণ ইবাচরন্তি তথা কৃতান্ করোতি তস্মাদ্ধেতো স্তত্রানুজ্ঞায়াং কবিতা কাব্যং ন পূর্ণীকৃতা সমাপ্তিং ন গতা ॥ ৮০ ॥

এই সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবও (শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৮।৬৪ শ্লোকে) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা দর্শিত হইতেছে । অনন্তর উদ্ধব মথুরায় যাইবেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানুসারে অগ্রে গোপীদিগের, পরে যশোদার এবং তৎপরে নন্দের অনুমতি লইয়া এবং গোপদিগকে সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৭৯ ॥

উদ্ধবের অনুমতি লইবার প্রণালীটীও তত্তৎ বিষয়ে বিবিধ বিনয় দ্বারা আচ্ছাদিত এবং মূর্চ্ছা গদ্গদস্বর প্রভৃতি বিকার দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। সেই অনুজ্ঞাও কৃষ্ণপ্রিয়া নারীগণ দ্বারা বিরচিত। হায়! হায়! সেই অনুজ্ঞাও অল্পমাত্র আমাদের স্মৃতি পথে আসিয়া যতদূর শীঘ্র হইতে হয় তত শীঘ্র প্রাণ চূর্ণ করিতেছে। এতএব সেই অনুজ্ঞার কবিতা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই ॥ ৮০ ॥

তথাপি শ্রীরাধায়াঃ সবিনয়নিদেশং তু কিঞ্চিদুদ্দেশং নয়ামি ॥ ৮১ ॥

যথা মাং সহসাবাদীস্তথা ত্বং মা তমুদ্ধব !
অহং বজ্রময়ী শশ্বন্নবনীতময়ঃ স তু ॥
কিন্তু স্নেহত্যাগশিক্ষাং তং বদ প্রান্তকক্ষয়া ।
ক্রমেণ হি বহিঃ কার্য্যা জীর্ণবস্ত্রার্দ্দতা বুধ !

ইতি ॥ ৮২ ॥

ননু তস্যাঃ কিঞ্চিৎ কথনং যোগ্যং তত্রাহ—তথাপীতিগদ্যেন। যদ্যপি সা কবিতা পূর্ত্তিং ন গতা তথাপি বিনয়েন সহ নিদেশমাদেশং কথনং বা উদ্দেশং উদাহরণং নিদর্শনং বা নয়ামি প্রাপয়ামি ॥ ৮১ ॥

তন্নিদর্শনং বর্ণয়তি—যথেতি। হে উদ্ধব ! যথা মাং সহসা হঠাৎ অবাদীঃ তথা তং শ্রীকৃষ্ণং মাবাদীঃ। তত্র হেতুমাহ অহং বজ্রময়ী অতিকঠিনা তাদৃশবাক্যশ্রবণেঽপি প্রাণানির্গমাৎ সতু প্রাণনাথঃ শশ্বন্নিরন্তরং নবনীতময়ঃ অতিসুকোমলঃ অস্মাকমেতাদৃশাবস্থাশ্রবণাৎ বিশীর্ণতাং যাস্যতীতি ভাবঃ ॥

কিঞ্চ হে বুধ ! কিন্তু প্রান্তকক্ষয়া শেষভাজনং তং শ্রীপ্রাণনাথং স্নেহস্য ত্যাগশিক্ষাং বদ যথা তস্মিন্নস্মাকং স্নেহত্যাগো ভবেৎ তথাস্মান্ শিক্ষয়িষ্যতি তব নিদর্শনালঙ্কারমুপদিশতি হি যতঃ জীর্ণবস্ত্রাণামার্দ্রতা ক্রমেণ বহিঃ কার্য্যা সহসা তস্যাঃ বহিঃ কার্য্যত্বে জীর্ণবস্ত্রং খণ্ডখণ্ডং ভবেদতঃ ক্রমেণ স্নেহত্যাগ স্তেন বিধেয় ইতি ॥ ৮২ ॥

যদ্যপি সে কবিতা সম্পূর্ণ হয় নাই, তথাপি আমি শ্রীরাধিকার সবিনয় বাক্য কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিয়া প্রকাশ করিব ॥ ৮১ ॥

হে উদ্ধব ! শ্রীকৃষ্ণের কথা যেরূপ তুমি আমাকে সহসা বলিয়াছ, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমাদিগের রূপ সহসা বলিও না। কারণ, আমি বজ্রতুল্য কঠিন, অর্থাৎ ঐরূপ বাক্য শুনিলেও আমার প্রাণ নির্গত হয় নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই নবনীতের মত কোমল, অর্থাৎ আমাদের এইরূপ দুরবস্থা শ্রবণ করিলে শীঘ্রই শীর্ণ হইয়া পড়িবেন। দ্বিতীয়তঃ হে বিজ্ঞ ! শেষভাগ তুমি সেই প্রাণ নাথকে স্নেহ পরিত্যাগের উপদেশ দাও, যাহাতে তাঁহার উপরে আমাদের স্নেহ পরিত্যাগ হইতে পারে, এইরূপে তিনি আমাদিগকে যেন শিক্ষা দিন।

তদেবং প্রোচ্য কিমপ্যনুশোচ্য মুদ্রিতপত্রিকামেতৎসন্দেশ-
বাগমত্রিকামুদ্ধবহস্তবিন্যস্তাং বিহস্তহস্তাপি চকার ॥ ৮৩ ॥

ব্রজশশধরতা ব্রজগাস্ত্যাজ্যা ন কলঙ্কশঙ্কয়া ভবতা।
ন শশী কলঙ্কতনুমপ্যুজ্ঝতি শশকং স্বমাশ্রিতং জাতু ইতি ॥৮৪॥

তদনেনালমর্তিবিস্তরেণ মতিদুস্তরেণ ॥ ৮৫ ॥

তদেবং তদুক্ত্বা যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। কিমপ্যনুশোচ্য অনির্ব্বচনীয়ং শোকং কৃত্বা মুদ্রিতপত্রিকাং মুদ্রাযুক্তং পত্রং বিহস্তহস্তাপি ব্যাকুলহস্তাপি কম্পান্বিতহস্তাপি সতী উদ্ধবহস্তে বিন্যস্তাং চকার। তাং কিম্ভূতাং এতৎসন্দেশবাগমত্রিকাং এতৎ সন্দেশবাচঃ যথাসামিত্যাদিকবাক্যস্য অমত্রিকাং পাত্রং ॥ ৮৩ ॥

সন্দেশবাক্যানন্তরং যথা ব্রজেতি। হে ব্রজশশধর! ব্রজচন্দ্র! কলঙ্কশঙ্কয়া ভবতা ব্রজগা রমণ্যো ন ত্যাজ্যা স্তত্র নিদর্শনং শশী চন্দ্রঃ কলঙ্কযুক্তা তনুর্যেন তং স্বমাশ্রিতমপি শশকং জাতু কদাচিদপি নোজ্ঝতি ন ত্যজতি ত্বং ব্রজশশধরঃ বয়ং শশকতুল্যা অতোঽস্মাকং কলঙ্কহেতুত্বেঽপি ন পরিহরণীয়া ইতি ভাবঃ ॥ ৮৪ ॥

নম্বন্যৎ কথয়েত্যাশঙ্ক্য কথয়তি—তদিতিগদ্যেন। মত্যা বুদ্ধ্যা দুস্তরোঽপারণীয়ো যঃ তেন অতিবিস্তরেণানেন বিরহবর্ণনেনালং ব্যর্থং সুখাভাবাৎ ॥ ৮৫ ॥

তাহার দৃষ্টান্ত এই, দেখ ক্রমে ক্রমেই জীর্ণ বস্ত্রের আর্দ্রতা বহিষ্কৃত করিতে হয়। সহসা তাঁহার আর্দ্রতা বহিষ্কৃত করিলে জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড খণ্ড হইতে পারে। অতএব ক্রমে ক্রমে তিনি স্নেহ ত্যাগ করিবেন ॥ ৮২ ॥

অতএব এইরূপ বলিয়া এবং অনির্ব্বচনীয় শোক করিয়া শ্রীরাধিকার হস্ত ব্যাকুল হইলেও তিনি এই আদেশ বাক্যের আধার স্বরূপ ঐ মুদ্রিত পত্রিকা উদ্ধবের হস্তে ন্যস্ত করিলেন ॥ ৮৩ ॥

হে ব্রজচন্দ্র! তুমি কলঙ্কভয়ে সেই সকল ব্রজবাসিনীদিগকে পরিত্যাগ করিও না। কারণ, চন্দ্রের শরীরও কলঙ্কিত অথচ ঐ শশী আপনার আশ্রিত শশককে কখনও পরিত্যাগ করেন না। তাহা হইলে কলঙ্ক ভয়ে শশকের তুল্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করা উচিত নয় ॥ ৮৪ ॥

অতএব বুদ্ধির অপার অর্থাৎ মনের অগোচর এবং অতি বিস্তারিত এইরূপ বিরহ বর্ণন করিয়া আর কি হইবে ॥ ৮৫ ॥

অথ দিবস-কথা—রথারোহাৎ পূর্ব্বং তু স্বস্বপাণিভিরেব নানোপায়নমানীয় শ্রীমন্নন্দাদয়স্ত নিবেদয়িতুং বিচারয়ামাসুঃ। অয়ং খল্বস্মান্ বন্ধুভাবময়-তদ্বিরহক্লমবিরমণায় তমীশ্বরতয়া সমুপদিশ্য তত্রোদাসীনান্ কুর্ব্বন্ বহুধা বোধিতবান্। অথ তদঙ্গীকৃত্যাপি নিজাভিমতমুত্তরয়িষ্যাম ইতি। তদেবং বিমৃশ্য দৃশ্যমানবাষ্পং বদন্তি স্ম ;—॥ ৮৬ ৮৭ ॥

অথ কৃষ্ণঃ স্বয়মীশস্তদপি চ নস্তত্র বৃত্তয়ঃ সর্ব্বাঃ।
ভূয়াসুর্ন তু তস্মিন্নৌদাসীন্যং ভজন্তু কুত্রাপি ॥ ৮৮ ॥

অধুনা দিবসকথাং প্রস্তৌতি অথেতি—স্বল্পগদ্যেন ॥

তাং কথাং বর্ণয়তি—রথেত্যাদিগদ্যেন। নানোপায়নং নবনীতামিক্ষাদিকং। অয়মুদ্ধবঃ বন্ধুভাবময়ো য স্তস্য বিরহ স্তেন যঃ ক্লমো গ্লানি স্তস্য বিরমণায় উপশান্তয়ে ঈশ্বরতয়া তং কৃষ্ণং সমুপদিশ্য তত্র বন্ধুভাবে ঈশ্বরে বা উদাসীনান্ মমতারহিতান্ কুর্ব্বন্ বহুধা নানাপ্রকারেণ বোধিতবান্ তস্যেশ্বরতাং স্বীকৃত্যাপি। এবং পরামৃশ্য দৃশ্যমানং বাষ্পং অশ্রুক্ষরণং যথাস্যাৎ তথোদিতবন্তঃ ॥ ৮৬—৮৭ ॥

তৎ কথনং বর্ণয়তি—অথেতি। অথ প্রশ্নে। কৃষ্ণঃ স্বয়মীশঃ স্যাৎ তদপি তথাপি নোঽস্মাকং সর্ব্বা বৃত্তয়ঃ ভূয়াসুঃ স্থিতা ভবেয়ুর্নতু তস্মিন্ কুত্রাপি কাপ্যবস্থাসু তা উদাসীন্যং ভজন্তু অস্মাকং স নিত্যবান্ধব এবেতি ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর দিবসের কথা উপক্রম করিল। শ্রীমান্ নন্দ প্রভৃতি গোপগণ রথারোহণের পূর্ব্বে স্ব স্ব হস্তদ্বারা নবনীত, ক্ষীর, ছানা, প্রভৃতি বিবিধ উপহার আনয়ন করিয়া নিবেদন করিতে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন। বন্ধুত্বপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আমাদের যে ক্লেশ হইয়াছিল, সেই কষ্ট নিবারণের জন্য, উদ্ধব নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বররূপে উপদেশ দিয়া সেই বন্ধুভাবে অথবা ঈশ্বরভাবে আমাদিগকে উদাসীন বা মমতা বিহীন করিয়া নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়াছেন। অনন্তর কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াও আমরা স্ব স্ব অভিপ্রেত বিষয়ের উত্তর করিব। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৬—৮৭ ॥

দেখ, কৃষ্ণ যদি স্বয়ং ঈশ্বর হন, তাহা হইলেও আমাদের সমস্ত বৃত্তি তাঁহার

কর্ম্মভিরুচ্চৈর্ভ্রমতামীশ্বরবাঞ্ছাবশাদিহামুত্র ।
ঈশে কৃষ্ণাকারে রতিরথ নঃ সর্ব্বদা ভবতু ॥ ৮৯ ॥
অন্যেষামুপদেষ্টৃষু, গুরুতারোপ্যেত কর্ম্মণা তেন !
উদ্ধব ! তব গুরুমনু সা সিদ্ধা তত্ত্বয়ি কিমস্তি বিজ্ঞাপ্যম্ ॥৯০
ইতি বস্ত্রেণ মুখমাস্তীর্য্য ক্ষণং রুরুদুঃ ;—

রুদিত্বা চ মনসি ধীরতামীরয়মাণাস্তং দূরাদনুব্রজ্য পরিষ্বজ্য চ পরস্পরমাসজ্জমানা লঘু লঘু নিববৃতিরে ॥ ৯১ ॥

নম্বু যদি ভবন্মতে কৃষ্ণ ঈশ্বরো ভবেৎ ভবতু নাম তথাপ্যস্মাকং প্রীতিঃ সর্ব্বদা ভবত্বিত্যাহ—কর্ম্মভিরিতি। ঈশ্বরবাঞ্ছাবশাৎ উচ্চৈঃ প্রারব্ধকর্ম্মভিরিহ ভূলোকে অমুত্র পরলোকে ভ্রমতাং নোঽস্মাকং কৃষ্ণাকারে ঈশে নত্বন্যাকারে সর্ব্বথা রতিঃ প্রীতির্ভবতু। অথ সমুচ্চয়ে। পুত্ররূপে ঈশ-রূপেচেত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥

তদেবং তস্যেশ্বরত্বমঙ্গীকৃত্য যদাহ তদ্বর্ণয়তি—অন্যেষামিতি। ভোরুদ্ধব। অন্যেষাং ত্বত্তিন্না-নামুপদেষ্টৃষু গুরুতা তেন কর্ম্মণা উপদেশেনারোপ্যেত নতু সা নিত্যসিদ্ধা তব গুরুমনু সা গুরুতা সিদ্ধা নিত্যা তস্মাত্ত্বয়ি কিং বিজ্ঞাপ্যমস্তি তৎ প্রসাদেন তব সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধেঃ ॥ ৯০ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—ইতীতিগদ্যেন। বস্ত্রেণ মুখমাস্তীর্য্য আচ্ছাদ্য সর্ব্বে ক্ষণকালং রুরুদুঃ রোদনং কৃত্বাচ মনসি ধীরতাং ধৈর্য্যমীরয়মাণা গচ্ছন্তং স্তমুদ্ধবমনুব্রজ্যালিঙ্গ্য চ পরস্পরমাসজ্জমানা মিলন্তো লঘু মন্দং যথা স্যাৎ তথা নিববৃতিরে নিবর্ত্তিতবন্তঃ ॥ ৯১ ॥

উপর থাকিতে পারে না। অথচ কিন্তু ঐ সকল বৃত্তি তাঁহার উপরে কোনও অবস্থায় ঔদাসীন্য পাইতে পারে না ॥ ৮৮ ॥

ঈশ্বর কামনা বশতঃ উন্নত প্রারব্ধ কর্ম্ম সমূহ দ্বারা এই মানব লোকে এবং পর জগতে ভ্রমণকারী আমাদিগের কৃষ্ণাকার পরমেশ্বরের উপর (কিন্তু অন্য কোন আকৃতিধারী কৃষ্ণের উপরে নহে) সর্ব্বদা প্রীতি বিদ্যমান থাকে ॥ ৮৯ ॥

হে উদ্ধব ! তিনি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগণের উপদেষ্টাদিগের উপরে সেই উপদেশ (কর্ম্ম) দ্বারা গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়, বস্তুতঃ তাহাদিগের গুরুত্ব নিত্য সিদ্ধ নহে। তোমার কিন্তু সেই গুরুকে লক্ষ্য করিয়া গুরুত্ব ব্যাপারটী নিত্য সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব তোমাকে আর কি জানাইব ॥ ৯০ ॥

এইরূপ সকলে বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া ক্ষণকাল রোদন করিতে

অথ মথুরায়াং (ক) শ্রীকৃষ্ণস্তদ্বার্ত্তায়াং ধৃততৃষ্ণতয়া বাসরপক্ষমাসান্ ক্রমগণনয়া গণয়ন্ দিনং দিনং ব্রজবিলোকনয়া মনোরথপালিকামত্যুন্নতচন্দ্রশালিকাং বিন্দমানস্তদ্বর্ত্মনি দৃষ্টিমস্যন্নুচ্চৈরৌৎসুক্যবশ্যতামবাপ। ততশ্চ তং দূরমনুবৃত্য সর্ব্বমেব গোকুলং সাক্ষাদয়মিতি মনসিকৃত্য মুহুরালিঙ্গনাদিভিরাবৃত্য (খ) নিভৃতস্থানমানিনায়। আনীয় চ প্রথমতস্তস্য মুখপ্রসাদং দৃষ্ট্বা তদনন্তরমেব কুশলমাত্রং পৃষ্ট্বা বর্ত্মশ্রমং মৃষ্ট্বা চ পপ্রচ্ছ ॥ ৯২ ॥

অথানন্তরং তদা শ্রীকৃষ্ণস্য চরিত্রং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। মথুরায়াং তিষ্ঠন্ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্য ব্রজস্য বার্ত্তায়াং ধৃতা তৃষ্ণা কামো যস্য তদ্ভাবতয়া ক্রমেণ গণনয়া দিনাদীন্ গণয়ন্ প্রতিদিনং ব্রজবিলোকনয়া মনোরথং পালয়তি পূরয়তি যা অত্যুন্নতচন্দ্রশালিকাং অট্টালিকায়া উপর্য্যুপরি নিরর্গলচতুর্দ্বারঃ গৃহং লভমান স্তস্য ব্রজস্য বর্ত্মনি মার্গে দৃষ্টিমস্যন্ ক্ষিপন্ অকস্মাদাগতং তমুদ্ধবং পশ্যন্ উচ্চৈরতিশয়মৌৎসুক্যবশ্যতামেবাপ প্রাপ্তবান্ অত স্তদনন্তরং দূরং দূরে তমনুবৃত্য অনুগম্য সর্ব্বমেব গোকুলং সাক্ষাদয়মুদ্ধব ইতি মনসিকৃত্য মুহুর্বারংবারমালিঙ্গনাদিভিরাবৃত্য তচ্ছরীরমাচ্ছাদ্য নিভৃতস্থানং নির্জ্জনস্থলং আনীতবান্। প্রথমতঃ মুখপ্রসাদং মুখস্য প্রসন্নতাং দৃষ্ট্বা বর্ত্মশ্রমং পথাগতিশ্রান্তিং মৃষ্ট্বা মার্জ্জয়ন্ পপ্রচ্ছ ॥ ৯২ ॥

লাগিল। রোদন করিবার পর মনে মনে ধৈর্য্যধারণ করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত উদ্ধবের অনুগমন করিল। অনন্তর আলিঙ্গন করিয়া পরস্পর ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হইল ॥ ৯১ ॥

অনন্তর মথুরাপুরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের বার্ত্তায় অত্যন্ত বাসনা করিয়া ক্রমে প্রত্যহ দিন, পক্ষ, মাস এইরূপ ক্রমগণনানুসারে গণনা করিয়া ব্রজদর্শনের নিমিত্ত যাহাদ্বারা বাসনা পরিপূর্ণ হয়, এইরূপ অত্যুন্নত অট্টালিকার উপর্য্যুপরি অর্গলশূন্য চতুর্দ্বারগৃহে (চিলেরছাদে) আরোহণ পূর্ব্বক ব্রজের পথে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরে তিনি অকস্মাৎ উদ্ধবকে আসিতে দেখিয়া সমধিক উৎকণ্ঠার বশবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর বহুদূর অনুগমন করিয়া

(ক) মথুরায়াং ইতি মাণ্ডপাঠঃ।

(খ) আদৃত্য। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌর পাঠঃ।

যথা ;—

গুরূংস্তাতং মিত্রাণ্যনুগতজনান্ গোসমুদয়াং-
স্তদাপৃচ্ছৎ কৃষ্ণঃ সদয়মপৃথক্ তং পৃথগপি।
প্রসূপ্রশ্নেনাসীৎ পটুরিহ যতঃ কণ্ঠবিবরং
মুহুঃ কুণ্ঠং কুর্ব্বন্নুদয়তি দৃগম্ভঃ-সমুদয়ঃ ॥ ইতি ॥৯৩॥

ততশ্চ সম্ভ্রমাদুদ্ধবস্তত্তৎকুশলকলাপসম্বলনয়া তস্যাধীরতাং সংস্তভ্য প্রথমদিনবৃত্তমারভ্য সর্ব্বমেব যদ্যদ্বৃত্তমহোভির্ব্বহুভি-

জিজ্ঞাসাপ্রকারং বর্ণয়তি—গুরূনিতি। গুরূন্ উপনন্দাদীন্ তাতং পিতরং মিত্রাণি শ্রীদামাদীনি অনুগতজনাননুরক্তকপ্রভৃতীন্ গোসমূহান্ কৃষ্ণ স্তদা সদয়ং অপৃথক্ সামান্যতঃ পৃথক্ তত মুদ্ধবমপৃচ্ছৎ। ইহ প্রস্বা জনন্যাঃ প্রশ্নে পটুঃ সমর্থো নাসীৎ যতঃ কণ্ঠবিবরং গলচ্ছিদ্রং মুহুঃ কুণ্ঠং কুর্ব্বন্ দৃগম্ভঃ-সমুদয়োঽশ্রুবৃন্দানি উদয়তি ইতি ॥ ৯৩ ॥

তং প্রশ্নানন্তরমুদ্ধবো যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। উদ্ধবঃ সম্ভ্রমাৎ ত্বরাতঃ তেষাং তেষাং কুশলকলাপস্য মঙ্গলসমূহস্য সম্বলনয়া ব্যাকারেণ তস্য কৃষ্ণস্য অধীরতাং

'সাক্ষাৎ এই উদ্ধবই সমস্ত গোকুল' অর্থাৎ উদ্ধব যেন মূর্ত্তিমান্ গোকুলরূপে আসিতেছেন এইরূপ মনে করিয়া বারংবার আলিঙ্গনাদি দ্বারা তাঁহার শরীর আচ্ছাদন করিয়া নির্জ্জনস্থানে আনয়ন করিলেন। নির্জ্জনস্থানে আনয়ন করিয়া প্রথমতঃ উদ্ধবের মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া, তাহার পরেই কেবল মাত্র কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া এবং পথের শ্রম মার্জ্জনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৯২ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ সদয়ভাবে প্রথমে সামান্যতঃ, পরে পৃথক্‌রূপে উপনন্দ প্রভৃতি গুরুদিগের, পিতা নন্দের, শ্রীদাম প্রভৃতি বন্ধুগণের, অরক্তক প্রভৃতি অনুগত লোকদিগের, এবং ধেনুসমূহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তিনি জননীর বিষয় প্রশ্ন করিতে সমর্থ হন নাই। যেহেতু তাঁহার নেত্র-সম্ভূত জলরাশি বারংবার কণ্ঠবিবরকে কুণ্ঠিত করিয়া উদ্গত হইতে লাগিল অর্থাৎ বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হইল ॥ ৯৩ ॥

অনন্তর উদ্ধব ত্বরা করিয়া তত্তৎ ব্যক্তিগণের মঙ্গলরাশি ব্যক্ত করিয়া কৃষ্ণের চাঞ্চল্য দূর করিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বহুদিবসে বলিয়াছিলেন।

রেব ব্যাহরিষ্যতে। তদেব প্রথমং সঙ্ক্ষেপেণ নিচিক্ষেপ। অন্তে পুনরিদমুক্তবান্ ॥ ৯৪ ॥

অর্দ্ধং ভবৎ প্রভাবেণ ময়া তত্র সমাহিতম্।
ভবৎ প্রয়াণপর্য্যন্তমর্দ্ধং পর্য্যবসীয়তে ॥ ৯৫ ॥

কিন্তু ;—

অস্মাকং কিল নির্ণয়ঃ সমভবৎ পূর্ব্বং যদেষা ভব-
দ্ভক্তিঃ স্যাদ্ব্যবহারবর্ত্মরহিতা যাবৎ পরং তাবতী।
দৃষ্টং গোষ্ঠনিবাসিনামপি তু সা পুত্রাদিভাবাত্ত্বয়ি
প্রেমোৎকর্ষবিচিত্রিতাখিলভবদ্ভক্তা পরিভ্রাজতে ॥ ৯৬ ॥

চাঞ্চল্যং সংস্তভ্য উপশময়ন্ যদ্‌যদ্‌বৃত্তং ব্যাহরিষ্যত্তান্ কথিতবান্ নিচিক্ষেপ বাচা প্রেরয়ামাস ॥ ৯৪ ॥

যদপ্রকাশয়ত্তদ্বর্ণয়তি—অর্দ্ধমিতি। তত্র ব্রজে তেষাং বিরহজাতক্লেশস্যার্দ্ধং ভবৎপ্রভাবেণ ময়া সমাহিতং তত্র ভবৎপ্রয়াণপর্য্যন্তং অর্দ্ধং পর্য্যবসীয়তে তস্মাদ্ভবতা তত্রাশু প্রমাণং কর্ত্তব্যং ॥ ৯৫ ॥

ব্রজবাসিনাং তত্র প্রেমাণং বিভাব্য রাগমার্গস্য শ্রেষ্ঠং যৎকথয়ৎ তদ্বর্ণয়তি—অস্মাকমিতি। পূর্ব্বমস্মাকং কিল প্রসিদ্ধো নির্ণয়ঃ সমভবৎ যদেষা ভবদ্ভক্তি যাবৎ ব্যবহারবর্ত্মরহিতা সর্ব্ব কর্ম্মাদিত্যাগসাধ্যা ভবতী পরমুৎকৃষ্টা স্যাৎ কিন্ত্বেতদ্দৃষ্টঃ গোষ্ঠনিবাসিনামপিতু ত্বয়ি পুত্রাদিভাবাৎ সা প্রেমোৎকর্ষবিচিত্রিতা সতী অখিলানাং ভবদ্ভক্তানামুপরি ভ্রাজতে দীপ্তিং করোতি, তেষাং ব্যবহারবর্ত্মগত ইব ভবান্ বদ্ধোঽস্তীতি মহাচিত্রমিতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

অতএব এইরূপে তিনি প্রথমে সংক্ষেপ বাক্যদ্বারা প্রেরণ করিলেন, তৎপরে পুনরায় ইহা বলিলেন ॥ ৯৪ ॥

সেইব্রজে আমি সেইসকল ব্যক্তিগণের বিরহজনিত ক্লেশের অর্দ্ধ, পরিমাণ আমার প্রভাবে সমাধান করিয়াছিলাম, এবং তথায় আপনার প্রয়াণ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ সমাহিত হইতেছে। অর্থাৎ আপনি ব্রজে যাইলে যেমত হইত আমি তাহার অর্দ্ধাংশ সম্পন্ন করিয়াছি অতএব আপনি তদ্‌বিষয়ে আশুপ্রমাণ স্থির করিবেন ॥ ৯৫ ॥

কিন্তু পূর্ব্বে সত্যই আমাদিগের এইরূপ নির্ণয় হইয়াছিল যে কৃষ্ণভক্তি

তদেবং কথকঃ প্রথয়িত্বা রাত্রৌ কথনীয়মিতি তদনন্তরং তদ্বাগ্ধারং (ক) মনসি কৃতবান্ ॥ ৯৭ ॥

যথা ;—

ত্বয়ি সুততাদ্যভিমানস্তেষাং তস্মিন্ সমস্তজেতাস্তি।
তদপি ন চিত্রং তাসামুপপতিভানং তমপ্যজৈষীদ্ধি ॥ ৯৮ ॥

তদা চ কিং বৃত্তমভূদিত্যপেক্ষায়াং স্বয়ং কবি স্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। কথকস্তদেবং প্রথয়িত্বা বিস্তার্য্য তদনন্তরং রাত্রৌ কথনীয়মিতি তদ্বাগ্ধারং তং বাক্যসমূহং মনসি চকার ॥ ৯৭ ॥

তস্য মনঃকৃতং বর্ণয়তি—ত্বয়ীতি। তেষাং ব্রজবাসিনাং তস্মিন্ তেষামধীনে ত্বয়ি সুততাদ্যভিমানঃ সমস্তানাং ভবদ্ভক্তজনানাং জেতাস্তি তদপি ন চিত্রং বিস্ময়ঃ হি যত স্তাসাং গোপীনাং ত্বয়ি উপপতিভানং তমপি সুততাদ্যভিমানমপি অজৈষীৎ সর্ব্বভাবেন ভজনাৎ রাগস্যোৎকর্ষো ধ্বনিতঃ ॥ ৯৮ ॥

যেমন সর্ব্বকর্ম্মাদিত্যাগ দ্বারা সাধ্য হইবে, অমনি তাহা সেই রূপই উৎকৃষ্ট হইবে। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে, গোষ্ঠবাসী সকল লোকের আপনার উপরে পুত্রাদিভাব বিদ্যমান থাকাতে সেইভক্তি প্রেমের উৎকর্ষে বিচিত্রিত হইয়া সমস্ত ভক্তগণের উপরে দীপ্তি পাইতেছে। আপনি গোকুলবাসী-দিগের যেন ব্যবহারপথে গমন করিয়া বদ্ধ হইয়াছেন, ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৯৬ ॥

গ্রন্থকার বলিলেন, অতএব এই প্রকারে কথক কথা বিস্তার করিয়া, রাত্রিকালে যাহা বলিতে হইবে, তাহার নিমিত্ত তৎপরবর্ত্তী বাক্যসমূহ মনে বিস্তার করিতে লাগিল ॥ ৯৭ ॥

আপনি ব্রজবাসীদিগের অধীন। আপনার উপরে সমস্ত ব্রজবাসীদিগের যে পুত্রাদি অভিমান আছে, তাহা সমস্ত ভক্তলোক-দিগকে যে জয় করিয়াছ, ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। কারণ, সেই সকল গোপীদিগের আপনার উপরে যে উপপতি ভাব আছে, তাহা সেই পুত্রাদি অভিমানকেও জয় করিয়াছে ॥ ৯৮ ॥

(ক) তদ্বাগন্তরং। ইত্যানন্দ পাঠঃ।

যত্র চ ;—

যন্মদ্দর্শনমাত্রতঃ প্রলপিতং ত্বৎপ্রেয়সীনাং কিম-
প্যেকস্যা যদিতস্তবাসু ময়কা যদ্বাচিকং চার্পিতম্।
তস্মিন্ প্রত্যয়মত্যয়ং চ পরিতস্তাসাং যদুদ্ঘূর্ণিতং
তন্মাং হন্ত ! বদন্তমুগ্রমনসং রুন্ধে তব ব্যগ্রতা ॥ ইতি ॥৯৯

স্পষ্টং চাচষ্ট ;—তদেবং বহুবিধসম্বাদমাচর্য্য স ভক্তবর্য্য-
স্তেষাং প্রেমায়নান্যুপায়নানি দর্শয়ামাস ॥ ১০০ ॥

তাসাং রাগোৎকর্ষং বর্ণয়তি—যত্রেতি। মদ্দর্শনমাত্রতঃ ত্বৎপ্রেয়সীনাং মধ্যে একস্যা অর্থাৎ শ্রীরাধায়া যৎপ্রলপিতং ইতঃ স্থানে আসু গোপীষু তব যদ্বাচিকঞ্চ অর্পিতং তস্মিন্ বাচিকে অগ্রে প্রত্যয়ং পরত্র অত্যয়ং অনাদৃতঞ্চ পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন তাসাং যদুদ্ঘূর্ণিতং মূর্চ্ছাদি ভাবং হন্তেতি খেদে তদ্বদন্তমুগ্রমনসং রুষ্টচিত্তং মাং তব ব্যগ্রতা রুন্ধে রোধং করোতি ॥ ৯৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্যগ্রতানিবারণায় স যদ্বিহিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—স্পষ্টং চাচষ্ট ইত্যাদিনা গদ্যেন। স ভক্তবর্য্য উদ্ধবঃ প্রেম্না অয়নং প্রাপণং যেষাং তান্যুপায়নানি উপঢৌকনানি দর্শিতবান্ ॥ ১০০ ॥

যে স্থানে আমাকে দেখিবামাত্র, আপনার প্রেয়সীদিগের মধ্যে একজনের, অর্থাৎ—শ্রীরাধিকার যে প্রলাপ এই স্থানে এবং এই সকল গোপীদিগের নিকটে আপনার আদেশ বাক্য যে আমি অর্পণ করিয়াছি, সেই আদেশ বাক্য সেই সকল গোপীদিগের অগ্রে প্রথমে বিশ্বাস এবং পরে অনাদর এবং সর্ব্বতোভাবে মূর্চ্ছাদি ঘটাইয়াছিল। হায়! আমি যখন এই সকল বিষয় বলিতে উদ্যত হইতেছি, তখন আপনার ব্যগ্রতা বশতঃ রুষ্টচিত্ত আমাকে রোধ করিতেছে ॥ ৯৯ ॥

পরে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন। অতএব এই প্রকারে বহুবিধ সংবাদের অনুষ্ঠান করিয়া সেই ভক্তাগ্রগণ্য উদ্ধব, গোকুলবাসী ব্যক্তিগণের প্রেমাস্পদ উপঢৌকন সকল দেখাইলেন ॥ ১০০ ॥

তত্র তু ;—

মাত্রা ভোজ্যাদি পিত্রা ভরণমথ সুহৃদ্ভিস্তু সদ্বস্তু বন্যং
কাভিশ্চিত্তারহারাদিকমপরজনৈরপ্যনন্তং বিসৃষ্টম্ ।
তত্তচ্চিহ্নেন কৃষ্ণঃ পরিচিতমকরোৎ কিন্তু বাষ্পাম্বুপাতা-
দ্ভীতস্তত্তদ্বিদূরার্পিতনয়নতয়া বস্তু তত্তদ্দদর্শ ॥ ১০১ ॥

অত্র কাভিশ্চিদিত্যত্র কান্তাভিরিতি রাত্রৌ পঠিতব্যমিতি মনসি বিভাব্য কথকঃ কথয়ামাস ॥ ১০২ ॥

তান্যুপায়নানি যেন যেন দত্তানি তৎপরিচিত্য শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—মাত্রেত্যাদিনা। মাত্রা ভোজ্যাদিলবণ্যাদিকং, পিত্রা অলঙ্কারঃ, সুহৃদ্ভিঃ শ্রীদামাদিভি র্বন্যং বনভবং সদ্বস্তু দাড়িম্বাদি, কাভিশ্চিৎ অর্থাৎ প্রিয়াভি স্তারহারাদিকং মুক্তাহারপ্রভৃতি, অপরজনৈ র্ব্রজবাসিভি-রপি অনন্তং বস্তু বিসৃষ্টং প্রেষিতং । তত্তু চিহ্নেন ইদং মাত্রা দত্তং ইদং পিত্রা দত্তং ইদং সুহৃদ্ভিরিদং প্রিয়াভিরিদমপরজনৈ র্দত্তং তেন চিহ্নেন কৃষ্ণঃ পরিচয়ং কৃতবান্ বাষ্পাম্বুপাতাৎ অশ্রুজলক্ষরণা-দ্ভীতঃ সন্ তত্তদ্বিদূরার্পিতনয়নতয়া তত্তদ্বস্তু দদর্শ ॥ ১০১ ॥

কাভিশ্চিদিত্যত্র সঙ্গতিং দর্শয়তি—কাভিশ্চিদিত্যাদি গদ্যেন সুগমং ॥ ১০২ ॥

তন্মধ্যে নবনীতাদি বস্তু, পিতা অলঙ্কার, অনন্তর শ্রীদামাদি বন্ধুগণ উৎকৃষ্ট বনজাত দাড়িমাদি বস্তু, কোন কোন রমণী অর্থাৎ প্রিয়াগণ মুক্তা-হার প্রভৃতি বস্তু, এবং অন্যান্য ব্রজবাসী লোকগণও অসীম বস্তু সকল প্রেরণ করিয়াছিল। ইহা মাতার দত্ত, এইরূপ চিহ্নদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু নেত্রজল ক্ষরণে ভীত হইয়া অত্যন্ত দূরে নেত্রার্পণ পূর্ব্বক তত্তৎ বস্তু দর্শন করিলেন ॥ ১০১ ॥

কোন কোন রমণী মুক্তাহার প্রেরণ করিয়াছিল, এইস্থানে 'কোন কোন' এই শব্দের পরিবর্ত্তে 'কান্তাভিঃ' অর্থাৎ রমণীগণ পাঠাইয়াছিল, এইরূপ রাত্রিকালে পাঠ করিতে হইবে। ইহা মনে ভাবিয়া কথক বলিতে লাগিল ॥ ১০২ ॥

যানি চানকদুন্দুভ্যাদিভ্যো যানি চ ভূভৃতে।
ব্রজেশপ্রহিতান্যাসংস্তানি তত্রার্পয়ৎ প্রভুঃ ॥ ১০৩ ॥

রোহিণীসঙ্কর্ষণাভ্যাং তস্য তেন মেলনন্তু পূর্ব্ববদুন্নেয়ম্ ॥১০৪

যত্র সহিতব্রজমহীপতিতন্মহিলাপ্রহিতমহিতদ্রব্যাণি সব্যা-মোহং বিলোক্য প্রবণচিত্ততয়া তাবমূ দ্রবদন্তরাবাস্তামাস্তাং তাব-ত্তত্তদ্বিশেষবার্ত্তেতি ॥ ১০৫ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ কথাং সমাপয়ন্নাহ স্ম ;—॥ ১০৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বানুপায়নানি দৃষ্ট্বা কিমকরোত্তদ্বর্ণয়তি—যানীতি। বসুদেবাদিভ্যো যানি ভূভৃতে উগ্রসেনায় যানিচ ব্রজরাজেন প্রেষিতান্যাসন্ তানি প্রভুস্তত্র তত্রার্পয়ৎ ॥ ১০৩ ॥

উদ্ধবস্তু ব্রজমাগত্য রোহিণীসঙ্কর্ষণাভ্যাং সহ যথা মিলিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—রোহিণীতিগদ্যেন। তেন শ্রীকৃষ্ণেন দ্বারা হেতুভূতেন ॥ ১০৪ ॥

তদা তন্মিলনে যদ্‌ভূত্তদ্বর্ণয়তি—যত্রেতিগদ্যেন। হিতেন সহ বর্ত্তমানঃ সহিতঃ স চাসৌ মহীপতি শ্চেতি স চ তস্য মহিলা প্রেয়সী চ তাভ্যাং প্রহিতানিচ মহিতানি উৎকৃষ্টানি যানি দ্রব্যাণি তানি সব্যামোহং অস্থিরচিত্তং যথাস্যাত্তথা বিলোক্য প্রবলচিত্ততয়া প্রবলং স্নিগ্ধমাসক্তং বা এবম্ভূতং চিত্তং যয়ো স্তদ্ভাবতয়া তৌ অমূ রোহিণীসঙ্কর্ষণৌ দ্রবদন্তরৌ দ্রবদ্‌গলিতমন্তরং হৃদয়ং যয়ো স্তাবাস্তাং ভবত স্তত্তদ্বিশেষবার্ত্তা তাবদাস্তামিতি ॥ ১০৫ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ প্রকরণং সমাধত্তে—অথেতি গদ্যেন ॥ ১০৬ ॥

ব্রজরাজ বসুদেবাদির জন্য যে সকল বস্তু, এবং মহারাজ উগ্রসেনের জন্য যে সকল বস্তু প্রেরণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তত্তৎ ব্যক্তিগণের নিকটে তত্তৎ উপহার সকল সমর্পণ করিলেন ॥ ১০৩ ॥

রোহিণী এবং বলরামের সহিত উদ্ধবের মিলন যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাই ঘটিয়া-ছিল। তাহা পূর্ব্বের মত করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে ॥ ১০৪ ॥

হিতকারী রাজা নন্দ এবং তদীয় পত্নী যে সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বস্তু অস্থির চিত্তে দর্শন করিয়া নিতান্ত আসক্তচিত্তে রোহিণী এবং বলরামের হৃদয় গলিত হইয়াছিল, এবং পরে তাহারা বলিতে লাগিলেন, তত্তৎ বিশেষ কথার কোন প্রয়োজন নাই ॥ ১০৫ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ কথাসমাপন করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ১০৬ ॥

জাগ্রদ্ব্যগ্রতয়া সদা ব্রজকৃতে যঃ প্রাপয়ন্নুদ্ধবং
যুষ্মান্ স্বস্থনিভাংশ্চকার ভবতাং সঙ্গায় চান্যাং কৃতিম্।
সোঽয়ং সম্প্রতি গোষ্ঠদেব! ভবতঃ ক্রোড়ে বিরাজত্তনুঃ
সর্ব্বং মাতৃমুখং জনং প্রমদয়ন্নস্মান্মুদা সিঞ্চতি॥ ১০৭॥

তদেবং সর্ব্বানানন্দ্য বন্দ্যার্চ্চিতৌ তৌ বাসমাসন্নৌ। রাত্রাবপি শ্রীরাধামাধবসদসি পূর্ব্বসূচনাময়ং সর্ব্বমন্যদন্যদপি কথয়ামাসতুঃ॥ ১০৮॥

তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠো যদ্কথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—জাগ্রদিতি। যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সদা ব্রজকৃতে ব্রজস্থজন-সান্ত্বনায় জাগ্রদ্ব্যগ্রং যস্য তদ্ভাবতয়া উদ্ধবং প্রাপয়ন্ যুষ্মান্ স্বচ্ছনিভান্ স্বচ্ছতুল্যান্ চকার তথা ভবতাং সঙ্গায় চ অন্যাং কৃতিস্ফূর্ত্তিরূপাং হে গোষ্ঠদেব সম্প্রতি সোঽয়ং ভবতঃ ক্রোড়ে বিরাজন্তী তনুর্যস্য তথাভূতঃ সন্ মাতা মুখমাদ্যো যস্য তং সর্ব্বং জনং প্রমদয়ন্ হর্ষয়ন্ অস্মান্ মুদা সুখেন সিঞ্চতি॥ ১০৭॥

ততো দ্বৌ কথকৌ তত্তৎ কথাং সমাপ্য যথা স্বালয়ং গতবন্তৌ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতি গদ্যেন। এবং কথনপরিপাট্যা বন্দিভিঃ স্বরপাঠকৈরর্চ্চিতৌ সম্মানিতৌ সন্তৌ আসন্নৌ প্রাপতুঃ। পূর্ব্বসূচনাময়ং পূর্ব্বস্মিন্ যা সূচনা একদেশবর্ণনং তন্ময়ং তৎপ্রচুরমন্যদন্যৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ পরস্পরভাববর্ণনাময়মপি॥ ১০৮॥

হে গোকুলরাজ! যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা ব্রজবাসীদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্রতার সহিত উদ্ধবকে প্রেরণ করিয়া আপনাদিগকে সুস্থের মত করিয়াছিলেন, এবং আপনাদের সঙ্গী পাইবার জন্য অন্যস্ফূর্ত্তিরূপা আকৃতি করিয়াছিলেন; সম্প্রতি আপনার ক্রোড়ে ইহাঁর শরীর বিরাজ করিতেছে। এইরূপে তিনি জননী প্রভৃতি সকল ব্যক্তিকে আনন্দিত করিয়া আমাদিগকে পরম সুখে নিমগ্ন করিতেছেন॥ ১০৭॥

অতএব এই প্রকারে কথকদ্বয় সকলকেই আনন্দিত করিয়া স্তুতি-পাঠক-গণের পূজায় সুখী হইয়া আবাসে আগমন করিল। রাত্রিকালেও শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার সভায় পূর্ব্বসূচনাত্মক অন্যান্য সকল বিষয়ই বলিতে লাগিল॥ ১০৮॥

সমাপনন্তু যথা ;—

উদ্ধবমনু তব নাম, স্থানে প্রাস্তৌন্ন শঙ্কয়া দয়িতঃ।
তদ্বৃত্তাদধুনা তদ্ধৃদি মুগ্ধা কিং দধাসি তাং ত্বমিহ ॥১০৯॥

তদনন্তরমনন্ত-রস-রভস-ভরবশতয়া শতরাগমণি-সুবর্ণবর্ণয়োরনয়োরনয়োরিব (ক) বিলসিতং বিলসিতমেব জাতমিতি ॥ ১১০ ॥

সমাপন প্রকারং লিখতি—উদ্ধবমিতি। হে শ্রীরাধে তব দয়িতঃ কৃষ্ণোঽয়মুদ্ধবমনুলক্ষীকৃত্য স্থানে অবসরে শঙ্কয়া তব নাম প্রাস্তৌৎ ন প্রতুষ্টাব তদ্বৃত্তাৎ মোহকারণবিরহস্য হানাৎ অধুনা তত্রাপীহ গোলোকে মুগ্ধা সতী তস্য কৃষ্ণস্য হৃদি তাং শঙ্কাং ত্বং দধাসি তত্তু নোচিতমিতি ভাবঃ ॥ ১০৯ ॥

স্বয়ং কবিস্তু মহানন্দেন প্রকরণং সমাধত্তে—তদিতিগদ্যেন। অনন্তোঽপরিমিতো যো রসস্তেন রভসো যদৌৎসুক্যাতিশয় স্তদ্বশতয়া যদ্বা রভসঃ পৌর্ব্বাপর্য্যবিচারঃ অনন্তরস্য যো রস স্তস্যাতিশয় বশতয়া অনয়ো রাধকৃষ্ণয়োর্ব্বিলসিতং বিলাসঃ বিলসিতমেব দীপ্তং বিলসিতমেব জাতং অনয়োঃ কিম্ভূতয়োঃ শতরাগমর্ণির্মরকতমণিঃ সুবর্ণো হেম তয়োঃ বর্ণ ইব বর্ণো যয়োরনয়োরিবেতি রাম রাবণয়ো র্যুদ্ধে রামরাবরণয়োরিবেতি বৎ ইব শব্দ প্রয়োগঃ। যদ্বা বর্ণশ্চ বর্ণশ্চ বর্ণৌ শতরাগ-সুবর্ণয়ো বর্ণৌ তয়ো বিলসিতমিব বিলসিতং শোভনং জাতং ॥ ১১০ ॥

এইরূপে কথাসমাপন করিয়াছিলেন। হে রাধিকে! তোমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া অবসর ক্রমে মোহ আশঙ্কায় তোমার নাম প্রস্তাব করেন নাই। তাহা হইলে মোহের কারণ স্বরূপ বিরহের হানি হইবে। তাহা হইলেও এক্ষণে এই গোলোকে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণের হৃদয়ে তুমি সেই শঙ্কা অর্পণ করিতেছ। ইহা কিন্তু তোমার উচিত নহে ॥ ১০৯ ॥

তৎপরে অপরিমিত রসদ্বারা যে অতিশয় ঔৎসুক্য, তাহার বশবর্ত্তী

(ক) অনয়োঃ। ইত্যেকবারমেব মাও পুস্তকে।

শ্রীকৃষ্ণ ! কৃষ্ণচৈতন্য ! সসনাতনরূপক !।
গোপাল ! রঘুনাথাপ্ত-ব্রজবল্লভ ! পাহি মাং (ক) ॥
ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনূদ্ধবস্ফুরদুদ্ধবং
নাম দ্বাদশং পূরণম্ ॥ ১২ ॥
পূর্ণোঽয়মপ্যুদ্ধবপূর্ণব্রজনামা প্রথমো বিলাসঃ ॥
শ্লোকাঃ ২৫০০ ॥ (খ)

উদ্ধবেন হর্ষেণ পূর্ণো ব্রজো যত্র এবম্ভূতো নাম প্রকাশ্যং যস্য সোঽয়ং প্রথমো বিলাসঃ পূর্ণঃ ॥ ০ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূাং দ্বাদশং পূরণং সমাপ্তম্ ॥ ০ ॥ ০ ॥

ইতি শ্রীভগবন্নিত্যানন্দবংশাবতংস শ্রীমৎ কিশোরীমোহন গোস্বামি তনূজ
শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামি রচিতায়াং শ্রীমদুত্তর গোপালচম্পূটীকায়াং দ্বাদশ-
পূরণাত্মকঃ প্রথমো বিলাসঃ সমাপ্তঃ ॥

হওয়াতে এই শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকার বিলাসই শোভা পাইয়াছিল। ঐ শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকার মরকতমণি এবং সুবর্ণের মত বর্ণ ছিল ॥ ১১০ ॥

ইতি বৈষ্ণবজনদাস্যাভিলাষি শ্রীরাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ লিখিত
বঙ্গানুবাদে শ্রীউত্তর-গোপালচম্পূ কাব্যে উদ্ধব
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উৎসব নামক দ্বাদশ
পূরণ সম্পূর্ণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ১২ ॥

ব্রজলীলা ও ব্রজলীলাসংযুক্ত মাথুরলীলা প্রথমবিলাস সম্পূর্ণ

(ক) অস্যাং মঙ্গলাচরণমিদং আনন্দবৃন্দাবনগৌরপুস্তকে নাস্তি।

(খ) এষা শ্লোকসংখ্যা আনন্দ পুস্তকে দৃশ্যতে।

দ্বিতীয়-বিলাসঃ।

ত্রয়োদশং পূরণম্।

জরাসন্ধবন্ধনম্।

শ্রীরাধা-কৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণ! কৃষ্ণচৈতন্য! সসনাতনরূপক!
গোপাল! রঘুনাথাপ্তব্রজবল্লভ! পাহি মাম্ ॥১॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥ ০ ॥

বিলাসেঽস্মিন্ দ্বিতীয়ে তু বর্ণিতং নবপূরণং। মিলিত্বা প্রাগ্বিলাসেন ত্বেকবিংশতিপূরণম্ ॥ ০ ॥

তত্র ত্রয়োদশে চাস্মিন্ পূরণে হরিণা কৃতং। বলক্ষয়পূর্ব্বমুক্তং জরাসন্ধস্য বন্ধনম্ ॥ ০ ॥

অথ শ্রীভাগবতীয়ক্রমপ্রাপ্তং লীলান্তরং বর্ণয়িতুং স্বয়ং কবিঃ প্রক্রমতে। তত্র মঙ্গলমাচরতি শ্রীকৃষ্ণেতি। এতদ্ব্যাখ্যাতমাসীদিতি ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় বিলাসে কেবল পুরলীলা অর্থাৎ মাথুরলীলা এবং শেষে ব্রজাগমনই বর্ণনীয়। তন্মধ্যে এই ত্রয়োদশ পূরণে শ্রীকৃষ্ণ বলক্ষয় পূর্ব্বক যে জরাসন্ধকে বন্ধন করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত হইবে।

হে শ্রীকৃষ্ণ! কৃষ্ণচৈতন্য! হে রূপসনাতনের সহিত বর্ত্তমান? হে গোপাল! হে রঘুনাথ! হে অপ্তগণের বল্লভ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

তদেবমুদ্ধবেন ব্রজমনোরথং পূরয়িত্বা শ্রীবলদেবেন তং পূরয়িতুমারভামহে ॥ ২ ॥

তত্র শাস্ত্রপ্রমাণেন কথয়িষ্যমাণেন পুনর্জীবনাভেন দন্তবক্র-বধানন্তরশ্রীকৃষ্ণলাভেন পূর্ণমনোরথব্রজে ব্রজে সন্মানস-সমুন্মাদি-শ্রীকৃষ্ণজন্মাদিকথনময়ী সেয়ং চম্পূদ্বয়ী মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠাভ্যাং কথিতেতি পূর্ব্বপূর্ব্বং সূচিতমেব সূচিতং। তত্রৈব চাবশিষ্টং কথান্তরমিদং বিশিষ্টং প্রস্তূয়তে ॥ ৩ ॥

তত্র প্রয়োজনং নির্দিশতি—তদেবমিতিগদ্যেন। উদ্ধবেন দ্বারা এবং শ্রীবলদেবেন তং ব্রজমনোরথং ॥ ২ ॥

তৎ পূরণস্তু ন স্বকপোলকল্পিতং কিন্তু শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধং, তত্ত মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠাভ্যাং চম্পূদ্বয়ী-দ্বারা বর্ণিতমিতি তদেবাধুনা বর্ণয়তি—তত্রেতিগদ্যেন। শাস্ত্রপ্রমাণেনেতি শ্রীভাগবতহরিবংশ-পাদ্মোত্তরখণ্ডাদি প্রমাণেন পুনর্জীবস্য জীবনস্য লাভো যেন, পূর্ণো মনোরথানাং কামানাং ব্রজঃ সমূহো যত্র তস্মিন্ ব্রজে সতাং যন্মানসং চিত্তং তৎ সমুন্মাদিতুং শীলমস্য তৎ শ্রীকৃষ্ণজন্মাদি কথনঞ্চেতি তন্ময়ী তৎপ্রচুরা, সূচিতমেব সূচিতং তদেব সুষ্ঠুরূপেণোচিতং যুক্তং বিশিষ্টং যথাস্যাত্তথা প্রস্তূয়তে ॥ ৩ ॥

অতএব এই প্রকারে উদ্ধবদ্বারা ব্রজমনোরথ পূরণ করিয়া এক্ষণে শ্রীবলরামদ্বারা সেই ব্রজমনোরথ পূরণ করিতে উপক্রম করা যাইতেছে ॥ ২ ॥

তন্মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরিবংশ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহাদ্বারা দন্তবক্রের বধের পর শ্রীকৃষ্ণের লাভ হওয়াতে যেন পুনর্ব্বার জীবনলাভ ঘটিয়াছিল। এইরূপে কৃষ্ণলাভ দ্বারা ব্রজবাসী সকল লোকের মনোরথ সকল পরিপূর্ণ হইলে, পণ্ডিতগণের চিত্তের উন্মাদকারী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-প্রভৃতি ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই চম্পূদ্বয় নির্ম্মিত হইয়াছে। মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ এই চম্পূদ্বয় বলিয়াছে। অতএব পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা উত্তম, পূর্ব্বে উপযুক্ত, তাহার সূচনা হইয়াছে। তাহারই মধ্যে এই অন্য প্রকার বিশিষ্ট কথা অবশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহারই প্রস্তাব করা যাইতেছে ॥ ৩ ॥

অথান্যেদ্যুঃ প্রাতঃকথায়াং লব্ধকৃষ্ণ-কৃষ্ণ-পিত্রাদ্যুপকণ্ঠঃ সন্ মধুকণ্ঠশ্চিন্তয়ামাস। সৈরিন্ধ্রী-গৃহগমনমনন্তরমনন্তলীলস্য তস্য কথনায় লব্ধং। তচ্চ ব্রজাদাব্রজিতেনোদ্ধবেন তৎ সান্ত্বন-কথনয়া স্বস্থিতচিত্তস্য তস্য পূতনাদিষ্বপি নিত্যনূতনায়মান-কৃপয়া বিত্তস্য নানুচিতং। তদেতচ্চ তস্য ব্রজগমনসম্পৎ-সম্পাদনায় সদা সমুৎসুকবুদ্ধীনামপি সান্ত্বনায় প্রতিপন্নম্ ॥৪॥

তথা হি;—শ্রীবাদরায়ণিনা কামনির্ব্বন্ধিতয়া সৈরিন্ধ্র্যাঃ প্রীতির্নীরন্ধ্রতয়া ন শ্লাঘিতা। শ্রীব্রজদেবীনামতিমাত্রতা-

---

তত্র প্রস্তাবপ্রকারং বর্ণয়তি—অথেতি গদ্যেন। অন্যেদ্যুরন্যদিবসে লব্ধা তৃষ্ণা যেষাং তে কৃষ্ণপিত্রাদয়ঃ তে উপকণ্ঠে সমীপে যস্য সঃ। বর্ণিতলীলানামনন্তরং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সৈরিন্ধ্রীগৃহগমনং কথনায় লব্ধং তচ্চ নানুচিতং, তত্র হেতুং বর্ণয়তি আব্রজিতেনাগতেন তৎ-সান্ত্বনকথয়া তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নিত্যনূতনমিবাচরতি যা কৃপা তয়া, বিত্তস্য খ্যাতস্য তদেতচ্চেতি অবশিষ্টকথান্তরং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজগমনমেব সম্পৎ সুখকারণং তস্যাঃ সম্পাদনায় সদা সমুৎসুকা তৎসংসাধন্যো বুদ্ধয়ো যেষাং তেষাং ॥ ৪ ॥

তৎ কথান্তরং বিবৃণোতি—তথাহীত্যাদি গদ্যেন। কামো নির্ব্বন্ধী কারণং যত্র তদ্ভাবতয়া সৈরিন্ধ্র্যাঃ কুব্জায়া নীরন্ধ্রতয়া নিবিড়তয়া ন শ্লাঘিতা আত্মসুখকামত্বেন শুদ্ধভক্তেরভাবাৎ।

অনন্তর অন্যদিবসে প্রাতঃকালের কথায় শ্রবণাভিলাষী কৃষ্ণের জনক প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকটে মধুকণ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিল। বর্ণিত লীলা সকলের পর অনন্তলীলা সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের কুব্জাগৃহে গমন কথনানুসারে লব্ধ হইয়াছে। উদ্ধব ব্রজ হইতে আগমন করিয়া তাহাদের সান্ত্বনা কথাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুস্থ করেন। অথচ পূতনা প্রভৃতি ব্যক্তিগণের উপরেও যখন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যই নব-নব কৃপা এবং সেই কৃপায় যখন শ্রীকৃষ্ণ বিখ্যাত, তখন তাঁহার কিছুই অনুচিত নহে। অতএব ঐ সৈরিন্ধ্রী কুব্জার গৃহগমনরূপ অবশিষ্ট কথা বিশেষ, সেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজগমনরূপ সুখ কারণ সম্পাদন করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুকচিত্ত উদ্ধব প্রভৃতি ব্যক্তিগণেরও সান্ত্বনার নিমিত্ত প্রতিপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

ইহাই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন; কামের নির্বন্ধানুসারে কুব্জার প্রেম নিবিড়-

পাত্রপ্রীতিস্তুতিস্তু তদাদিভিরুপর্য্যুপর্য্যুচ্চৈরেব দ্রাঘিতা। ততস্তস্যা অপি সোঽয়মঙ্গীকারঃ খলু সর্ব্বসঙ্গীতমহাভাবানাং তাসাং তদনুভাবং (ক) সুতরাং ব্যঙ্গীকরোতি (খ)। তদপি তৎ-কথনমত্র সদসি তত্র চ ন প্রথনীয়ং। উভয়ত্র লজ্জাসজ্জনাদিতি। তদেতন্মনসি বিভাব্য স্পষ্টমাচষ্ট—তদেবমুদ্ধবঃ শ্রীমদ্‌ব্রজবর্ত্তিনঃ পিপর্ত্তি স্ম।—॥ ৫ ॥

তথাচ অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিত্যাদ্যুক্তেঃ। অতিমাত্রতাপাত্রং অতিমাত্রতা অতিশয়ঃ সৈব পাত্রমাশ্রয়ো যস্যা তস্যাঃ প্রীতেঃ স্তুতিস্তু তদাদিভিঃ শ্রীবাদরায়ণাদিভি দ্রাঘিতা বহুলীকৃতা। ততঃ শ্রীব্রজদেবীনামেব প্রীতিস্তু তৈঃ শ্লাঘিনীয়ত্বাত্তস্যাঃ সৈরিন্ধ্র্যা অপি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণস্য সোঽয়ং তাদৃশঃ স্বীকার স্তাসাং শ্রীব্রজদেবীনাং সম্বন্ধে তদনুভাবং শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশ-বিরলভাবং ব্যঙ্গীকরোতি ধ্বনয়তি। তৎকথনং সৈরিন্ধ্র্যাঃ প্রসঙ্গকথনং অত্র রাজসদসি তত্র রাত্রিসদসি চ। তদেবেতি প্রত্যতিশয়ঃ স্তুতিঃ ॥ ৫ ॥

রূপে প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ এই, আত্মসুখ কামনা করিলে বিশুদ্ধ-ভক্তি হইতে পারে না। অথচ শ্রীব্রজদেবী প্রভৃতির অতিশয় প্রীতি এবং স্তুতি শ্রীশুকদেব প্রভৃতি তত্ত্বদর্শিগণ দ্বারা উপর্য্যুপরি অধিক পরিমাণে বিস্তারিত হইয়াছে। অনন্তর কুব্জাসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ যে ঐ-রূপ ভাব স্বীকার করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তাহা সর্ব্বজনকীর্ত্তিত মহাভাবসম্পন্না সেই সকল ব্রজদেবীদিগের সম্বন্ধে অর্থাৎ মহাভাবময়ী ব্রজদেবীর অভাব বশতঃই সৈরিন্ধ্রী সংসর্গ। ইহাতে ব্রজদেবীগণেরই গৌরব প্রকটিত হইতেছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ বিরলভাব ব্যক্ত করিতেছে। তাহা হইলেও এই রাজসভায় এবং সেই রাত্রিসভায় কুব্জার প্রসঙ্গ বিস্তার করিয়া বর্ণনা করা যাইবে না। উভয় স্থলেই লজ্জার সম্ভাবনা আছে। অতএব ইহা মনে করিয়া স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন। অতএব এই প্রকারে উদ্ধব শ্রীমান্ ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

(ক) তদভাবং। ইতি গৌরবৃন্দাবনপুস্তকং।

(খ) বিগতাঙ্গীকরোতি দূরীকরোতি। তাদৃক্ কামিন্যা অপি সৈরিন্ধ্র্যাঃ কৃপয়া যমঙ্গীকারং চকার কথম্বা তাদৃশপ্রীতিমতীনাং ব্রজদেবীনাং নাঙ্গীকারং করিষ্যতি ইতি তেষাং মুগ্ধবাদীনাং সান্ত্বনায় প্রতিপন্নং। ইতি। আ।

অথ তত্র মথুরাং গতে নিরন্তরকৃষ্ণবৃত্তান্তশ্রবণে চাভিমতে পরমাদৃত্যা পরিবৃত্ত্যা দ্বন্দ্বীভূতৌ সূতমাগধবন্দিভূতৌ দূতৌ যুক্তৌ যুক্তৌ বিজ্ঞায় শ্রীব্রজরাজেন নিযুক্তৌ ॥ ৬ ॥

যদুদ্ধবদ্বারা শ্রীমতঃ কৃষ্ণস্য মিলনং রহঃ কর্ত্তব্যং, তত এবাকলয্য বৃত্তঞ্চানেতব্যং সহ্যন্তঃসর্ব্বজ্ঞ ইত্যস্মাভির্ব্বিজ্ঞাতমস্তি, সর্ব্বসর্ব্বজ্ঞসঙ্ঘসঙ্গতিশ্চ তস্মিন্ সম্প্রত্যস্তীতি ॥ ৭ ॥

তত্র প্রথমদূতাভ্যাং তাবদ্গত্বাগত্য চ তত্রত্যং সর্ব্বমনু মঙ্গলস্থাপনমক্রূরস্য চ পাণ্ডবেষু প্রস্থাপনং প্রস্তুতং। সোঽয়ং স্বস্তিমুখশ্চ ব্রজক্ষিতিপতেরভিমুখমানীতঃ ॥ ৮ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরায়ামবস্থানে ভূতে শ্রীব্রজরাজো যদকরোত্তদ্বর্ণতি—অথেতিগদ্যেন। তত্র শ্রীকৃষ্ণে অভিমতে অভিলষিতে পরিবৃত্ত্যা স্বস্য স্বস্য নিকটে বারম্বারং যা গতিঃ সা পরিবৃত্তি স্তয়া মিলিতৌ সূতঃ পৌরাণিকো মাগধো বংশসূচক স্তাবেব বন্দিভূতৌ কীর্ত্তিপাঠকৌ যুক্তাবুপযুক্তৌ বিজ্ঞায় নিযুক্তৌ ॥ ৬ ॥

দূতদ্বয়নিয়োজনে হেতুং বর্ণয়তি—যদুদ্ধবেতিগদ্যেন। তত এবোদ্ধবদ্বারা রহো মিলনাৎ বৃত্তান্তমাকলয্য বিজ্ঞায়ানেতব্যং। স হি কৃষ্ণো হি সম্প্রতি তস্মিন্ কৃষ্ণে সর্ব্বসর্ব্বজ্ঞানাং সংঘস্য সমূহস্য সংঙ্গতি মিলনং চাস্তীতি ॥ ৭ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি তত্র চেতিগদ্যেন। আগত্য মথুরায়াং আবৃত্য তত্রত্যং সর্ব্ব মনুলক্ষীকৃত্য মঙ্গলস্থাপনং। স্বস্তিমুখঃ পত্রং অভিমুখং সংমুখমানীতঃ প্রাপিতঃ ॥ ৮ ॥

অনন্তর মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বিষয় এবং নিরন্তর কৃষ্ণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইলে, পরম সমাদরে বারংবার সূতদ্বয় নিকটে গমন করিয়া মিলিত হইল। তখন শ্রীব্রজরাজ পুরাণবেত্তা এবং বংশসূচক উভয়ে একত্র মিলিত হইলে সেই দুইজন স্তুতিপাঠককে উপযুক্ত জানিয়া নিযুক্ত করিলেন ॥ ৬ ॥

উদ্ধব দ্বারাই নির্জ্জনে শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণের মিলন করিতে হইবে। তাহা হইতেই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সংবাদ আনাইতে হইবে। যেহেতু সেই শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে সকল বিষয় অবগত আছেন, ইহা আমরা জানিয়াছি। সম্প্রতি সেই শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত সর্ব্বজ্ঞগণের মিলন বিদ্যমান আছে ॥ ৭ ॥

তন্মধ্যে প্রথম দূতদ্বয় মথুরায় গিয়া এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া

যথা ;—

ত্বল্লাল্যত্বাতিলৌল্যাচ্ছিশুবয়সি ময়া যস্ত গোবর্দ্ধনাদ্রেঃ
পূজা বিখ্যাপিতাসাদথ স চ কৃপয়া তত্র সাহায্যমাপ।
এষ শ্রীমান্ সদা নঃ সুখকুলবলনঃ সর্ব্বকেষাঞ্চ তস্মা-
ত্তাত! স্বেনৈব পূজ্যঃ প্রতি সমমপি মে যাবদপ্যাগতিঃ
স্যাৎ ॥ ইতি ॥ ৯ ॥

যদা তু দ্বিতীয়দূতৌ তত্র গতৌ তদাগতমাত্রয়োস্তয়োঃ সঙ্কলিতানেকরাজকটকপ্রবন্ধেন জরাসন্ধেন মথুরাধাটীভির্ব্বিঘটিতাটীকৃতেঽতিঝটিত্যাগমনং ন বভূব ॥ ১০ ॥

স স্বস্তিমুখো যথা ত্বল্লাল্যত্বেতি। ত্বল্লাল্যত্বাতিলৌল্যাৎ ত্বয়া যল্লাল্যত্বং লালনীয়ত্বং তেন যদতিলৌল্যং অতি চাঞ্চল্যং তস্মাৎ স চ গোবর্দ্ধনাদি স্তত্র সাহায্যমূর্দ্ধস্থিতিরূপং প্রাপ্তবান্। এষ গোবর্দ্ধনঃ সর্ব্বকেষাং নোঽস্মাকং সদা সুখসমূহপ্রাপক স্তস্মাদ্ধেতো র্হে জনক যাবন্মে ব্রজে আগতিঃ স্যাত্তাবৎ প্রতিসমং প্রতিবর্ষমপি স্বেন ভবতৈব পূজ্যঃ ॥ ৯ ॥

এবং দূতয়োঃ প্রত্যহং যাতায়াতং ব্যবস্থিতং কদাচিত্তত্র বিলম্বে কারণং বর্ণয়তি—যদাত্বিতি-গদ্যেন। তদাগতমাত্রয়ো স্তয়োঃ ঝটিত্যাগমনং ন বভূবেত্যম্বয়ঃ। তত্র হেতুং দর্শয়তি সংকলিতোঽনেকরাজানাং কটকং সেনা তস্ত প্রবন্ধঃ সমূহো যেন তেন ধাটীভি শ্ছলাদাক্রমণৈঃ মধুরা মথুরা বিঘটিতা বৃক্ষাদিভগ্নপূর্ব্বকমাবারিতা কৃতেতি ॥ ১০ ॥

তত্রত্য সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া মঙ্গলস্থাপনা এবং পাণ্ডবদিগের নিকটে অক্রূরের প্রেরণ প্রস্তাব করিল। এই পত্রও ব্রজরাজের সম্মুখে আনীত হইল ॥ ৮ ॥

যথা শৈশবকালে আপনি আমাদিগকে লালন করিবেন বলিয়া অতিশয় চাঞ্চল্য ঘটে। সেই হেতু আমি যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজা করিয়াছিলাম, পরে সেই গোবর্দ্ধনগিরি কৃপা করিয়া তদ্বিষয়ে সাহায্য অর্থাৎ উর্দ্ধে অবস্থান করিয়াছিল। এই মনোরম গোবর্দ্ধন পর্ব্বত আমাদের সকলেরই সুখরাশি বর্দ্ধন করিয়া থাকে। অতএব হে জনক! যে পর্য্যন্ত প্রতিবর্ষে আপনিই সেই গোবর্দ্ধন-গিরির পূজা করিবেন ॥ ৯ ॥

কিন্তু যখন দ্বিতীয় দূতদ্বয় তথায় গমন করে, তখন কেবলমাত্র গমন

ততশ্চ লব্ধতদ্ভয়ব্রজে ব্রজে দূরং গত্বা স্থিতে চিন্তয়া দুঃস্থিতে চ চিরাদেব তাবাগতৌ। আগতৌ চ তৌ ভয়েনাপৃচ্ছৎসু বিচিকিৎসয়া স্বমুখমাত্রং পশ্যৎসু ব্রজসুহৃৎসু কুশলং কুশলং কুশলমিতি বারত্রয়মূচতুঃ। ততশ্চ তৌ পুরস্কৃত্য পরিবৃত্য সভৃত্যবান্ধবঃ শ্রীব্রজপৃথিবীধবঃ পপ্রচ্ছ।—কথয়তং প্রথমং সমাসতঃ পশ্চাত্তু ব্যাসতঃ শৃণবাম ॥ ১১ ॥

দূতাবূচতুঃ।—ভবৎপুত্রাভ্যাং নিহতসর্ব্বসৈন্যঃ সংহৃতদৈন্যঃ

তয়োরাগমনস্য বিলম্বে সতি ব্রজস্য কৃত্যং বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। লব্ধস্তেন দূতয়োরাগমনাভাবেন ভয়ব্রজো ভয়সমূহো যত্র তস্মিন্ ব্রজে, বিচিকিৎসয়া বিশেষণ শঙ্কয়া স্বমুখমাত্রং স্বয়োর্দূতয়োর্মুখমাত্রং। পুরস্কৃত্য সম্মাননীকৃত্য পরিবৃত্য বেষ্টয়িত্বা শ্রীব্রজরাজো জিজ্ঞাসিতবান্। সমাসঃ সংক্ষেপঃ ব্যাসো বিস্তারঃ ॥ ১১ ॥

জিজ্ঞাসানন্তরং তয়োর্বাক্যং বর্ণয়তি—দূতাবূচতুরিত্যাদিগদ্যেন। নিহতং সর্ব্বসৈন্যং যস্য

করিয়া শীঘ্র তাহাদের আগমন ঘটে নাই। বিলম্বের কারণ এই, তৎকালে জরাসন্ধ অনেক ভূপতিদিগের সৈন্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া ছলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া মথুরাপুরী ছিন্নভিন্ন করিয়াছিল ॥ ১০ ॥

অনন্তর দূতদ্বয়ের আগমন না হওয়াতে ব্রজের মধ্যে বিবিধ ভয় ঘটিয়াছিল। তখন ব্রজবাসী সকলেই দূরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং চিন্তাভরে আকুল হইয়া উঠিল। এইরূপ ঘটিলে বহুবিলম্বে সেই দূতদ্বয় আগমন করিল। আগমন করিল বটে, কিন্তু ভয়ে কেহই তাহাদিগকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তখন সুহৃদ্বর্গ বিশেষ আশঙ্কা করিয়া যখন দূত-যুগলের মুখ দেখিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহারা তিন বার "কুশল কুশল কুশল" এইরূপ উত্তর প্রদান করিল। তৎপরে শ্রীব্রজরাজ বান্ধব এবং ভৃত্যগণের সহিত ঐ দূতদ্বয়কে সম্মান করিয়া এবং উভয়কেই বেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমরা প্রথমতঃ সংক্ষেপে এবং পরে বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন কর, আমরা সকলেই শ্রবণ করিতেছি ॥ ১১ ॥

দূতদ্বয় বলিল, আপনার পুত্রদ্বয় জরাসন্ধের সমস্তসৈন্য বধ করেন এবং

প্রাপ্তবন্ধঃ স জরাসন্ধঃ সুষ্ঠু ঘৃণয়া ত্যক্তস্ত্রপাভিরব্যক্তঃ স্বগৃহ-মেব বব্রাজ ॥ ১২ ॥

ততশ্চ ব্রজবাসিনাং (ক) "হরিং বদ, হরিং বদে"তি বহল-কোলাহল-জাতে জাতে ব্রজরাজঃ সপুলকাস্রমাললাপ; অনবশেষতঃ কথ্যতাং বিশেষঃ ॥ ১৩ ॥

দূতাবূচতুঃ—

অস্তিপ্রাপ্তিনাম্নী জরাসুত-সুতাদ্বয়ী কিল কংসস্য ভার্য্যা-বর্য্যাসীৎ। সা সম্প্রতি পতিপাতপ্রতপ্তা বপ্তারমবাপ্তা ॥১৪॥

তেন সংহিতং মিলিতং দৈন্যং যস্য অতএব প্রাপ্তো লব্ধো বন্ধনং যস্য সঃ, সুষ্ঠু ঘৃণয়া হেয়তয়া-ত্যক্তঃ ত্রপাভিলর্জ্জাভিরব্যক্তঃ প্রকাশরহিতো ভূত্বা জগাম ॥ ১২ ॥

তদেতন্নিশম্য ব্রজবাসিনাং ব্রজরাজস্য হর্ষকৃত্যং বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। বহলকোলা-হলস্য যজ্জাতং সমূহঃ তস্মিন্ জাতে সতি সপুলকাস্রং পুলকেন রোমহর্ষেণ সহ বর্ত্তমানং অস্রং নেত্রজলং যত্র তদ্যথাস্যাত্তথোবাচ। অনবশেষতঃ সম্পূর্ণতয়া বিশেষঃ কথ্যতাং ॥ ১৩ ॥

দূতৌ যং বিশেষং কথিতবন্তৌ তদ্বর্ণয়তি দূতাবূচতুরিত্যাদিগদ্যেন। পতিপাতপ্রতপ্তা পত্যুঃ পাতেন নাশেন প্রতপ্তা সতী বপ্তারং অবাপ্তা অবাপ ॥ ১৪ ॥

তাহাকে বন্ধন করেন। তাহাতে তাহার দৈন্য উপস্থিত হয়। অথচ অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহারা জরাসন্ধকে পরিত্যাগ করেন। তখন জরাসন্ধ সবিশেষ লজ্জাভরে মুখ-দেখাইতে না পারিয়া অপ্রকাশভাবে অগত্যা আপনার ভবনেই গমন করেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর "হরিবল, হরিবল," এইকথা বলিয়া ব্রজবাসী জনগণের বহুল কোলাহলধ্বনি উৎপন্ন হইলে ব্রজরাজ রোমাঞ্চিত দেহে অশ্রুমোচন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। তোমরা সম্পূর্ণভাবে বিশেষ সংবাদ বর্ণনা কর ॥ ১৩ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল। "অস্তি" এবং "প্রাপ্তি" নামে জরার পুত্রদ্বয় এবং কন্যাদ্বয় বিদ্যমান ছিল। ঐ-কন্যাদ্বয় কংসের প্রধান-পত্নী হইয়াছিল। এক্ষণে পতির বিনাশে উপতপ্ত হইয়া তাহারা পিতার নিকটে গমন করিয়াছে ॥ ১৪ ॥

(ক) হরিং বদ। ইতি বারদ্বয়মেব আনন্দবৃন্দাবনগৌর পুস্তকেষু।

ব্রজরাজ উবাচ—কথং কথং তে গতে? যত্র বিশ্বস্তে অপি ন বিশ্বস্তে জাতে।

দূতৌ বিহস্য বর্ণয়ামাসতুঃ।

একৈকম্লানবস্ত্রাৎ স্খলিতকচকুচা ম্লানবক্ত্রাতিজীর্ণ-
প্রাবারাস্তীর্ণযানা নির্ঋতিরিব নিরৈৎপত্তনান্তান্মধূনাম্।
হাসং হাসং সকাশং প্রতিগতপথিকৈঃ পৃষ্টদৃষ্টাতিধৃষ্টৈঃ
কংসস্যাকীর্ত্তিতুল্যা পিতৃসদনমগাৎ প্রাপ্তিরস্তিশ্চ তর্হি ॥১৫॥

অথ ব্রজরাজস্য দূতয়োশ্চ বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—ব্রজেত্যাদিনা বিশ্বস্তে অপি নষ্টপ্রিয়ে নষ্ট-স্বামিন্যাবপি বিশ্বস্তে যদূনাং বিশ্বাসবিষয়ে ন জাতে। তয়ো মূর্ত্তপ্রায়ত্বং বর্ণয়তি—একৈকেতি একৈকং ম্লানবস্ত্রং যস্যাঃ সা স্খলিতৌ বন্ধনাচ্ছাদনরহিতৌ কচঃ কেশঃ কুচঃ স্তনো যস্যাঃ সা ম্লানং বক্ত্রং মুখং যস্যাঃ সা, অতিজীর্ণঃ প্রাবারো মস্তকাচ্ছাদনং বস্ত্রং তেনাস্তীর্ণং যানং গতির্যস্যাঃ সা মধূনাং যাদবানাং পত্তনান্তাৎ পুরান্তাৎ নির্ঋতিরলক্ষ্মীরিব নিরৈৎ নির্যযৌ। অতিধৃষ্টৈ রতিপ্রগল্‌ভৈঃ সকাশং নিকটং প্রতিগতপথিকৈঃ প্রতিগতাঃ প্রতিলোমগতাশ্চেতি তৈ র্হাসং হাসং পৃষ্টদৃষ্টা পৃষ্টা চাসৌ দৃষ্টা চেতি সা কংসস্য পত্ন্যরকীর্ত্তিতুল্যদুর্যশোরূপেব তর্হি তদা পিতৃগৃহমগাৎ গতবতী ॥ ১৫ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, কেন! তাহারা দুইজনে গেল কেন! যে বিষয়ে ইহা-দের দুইজনের স্বামী বিনষ্ট হইলেও কেন যাদবগণের ইহারা বিশ্বাসপাত্রী হইল না। দূতদ্বয় হাস্য করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিল।

প্রত্যেকেরই বস্ত্র মলিন হইয়াছিল। মুখ মলিন হইয়াছিল; অতিজীর্ণ মস্তকা-ভরণ দ্বারা উভয়েরই গতি আস্তীর্ণ হইয়াছিল। এইরূপে যাদবগণের নগরমধ্য হইতে অলক্ষ্মীরন্যায় সেই পত্নীদ্বয় নির্গত হইয়াছিল। চারিদিক্ হইতে যে সকল পথিক নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকল অত্যন্ত প্রগল্‌ভ পথিক-গণ অত্যন্ত হাস্য করিয়া কংসের অকীর্ত্তির তুল্য অস্তি এবং প্রাপ্তিকে জিজ্ঞাসা এবং দর্শন করে। তখন তাহারা পিতৃভবনে গমন করে ॥ ১৫ ॥

ব্রজরাজ উবাচ।—ভবতু নাম জালিকে তে কালিকে ইব কুপিতে পিতরং গত্বা কিং বিলপতঃ স্ম ?

দূতাবূচতুঃ।—

স্বং ছত্রভঙ্গমেব প্রসঙ্গসঙ্গতং চক্রতুঃ।

তচ্চ শ্রীরামকৃষ্ণলোচনয়োরসমঞ্জসতাব্যঞ্জনয়া ॥

ব্রজরাজ উবাচ।—কথমিব ?

দূতাবূচতুঃ—তদিত্থং হি তে নিজগদতুঃ।

কৌতুকং নির্ম্মাত্রা ভবজ্জামাত্রা তাবানীতৌ। তৌ তু রঙ্গকারমারণমসঙ্গরধনুর্ভঙ্গং রাজদ্বারসনীড়ক্রীড়ৎকুবলয়াপীড়-পীড়নমপি প্রথমং প্রথয়ামাসতুঃ।

তথাপি মল্লপ্রতিমল্লতয়া স্বমল্লপাল্যা তয়োর্ম্মল্ললীলাকুতূহলং পশ্যন্ স ভোজরাজশ্চিরাদ্বিরাজতে স্ম।

কিঞ্চ ভবত্বিতি। জালিকে বিবরে কালিকে দ্বে চণ্ডিকে ইব কুপিতে সত্যৌ কিং বিললাপতুঃ। স্বচ্ছত্রভঙ্গং স্বয়োঃ স্বামিকৃতরক্ষণং তস্য ভঙ্গমেব প্রসঙ্গে স্বয়োরাগমনবিষয়ে সঙ্গতং চক্রতুঃ তচ্চ পিত্রালয়ে গমনং শ্রীরামকৃষ্ণয়োরসমঞ্জসতা অনৌচিত্যং তস্যা! ব্যঞ্জনয়া স্ফুটীকরণায় তে প্রাপ্তিরস্তিশ্চ ইত্থং পরত্র বক্তব্যং তদ্‌যথা কৌতুকমিত্যাদি ভবজ্জামাত্রা আবয়োঃ পত্যা তৌ রামকৃষ্ণৌ। তয়োরসমঞ্জসতাং সূচয়ামাসতুরিতি বর্ণয়তি—তৌত্বিত্যাদি তৌ কৃষ্ণরামৌ রঙ্গ-কারস্য মারণং অসঙ্গরে যুদ্ধং বিনা ধনুষোভঙ্গং রাজদ্বারস্য সনীড়ে সমীপে ক্রীড়ন্ যঃ কুবলয়াপীড়ো হস্তী তস্য পীড়নং মারণং প্রথয়ামাসতু র্বিস্তারিতবন্তৌ, তথাপীতি তেষাং মারণশ্রবণেঽপি মল্লপ্রতিমল্লতয়া মল্লানাং প্রতিমল্লৌ বলীয়াংসৌ তয়োর্ভাব স্তয়া স্বকীয়ানাং মল্লানাং পাল্যা

ব্রজরাজ বলিলেন, তাহা না হয় হৌক্ কিন্তু সেই দুইজন বিধবা চণ্ডিকার-ন্যায় কুপিত হইয়া কিরূপে বিনাশ করিয়াছিল। দূতদ্বয় বলিল, ইহাদের স্বামী যে সৈন্য রক্ষা করিতে পারে নাই, কৃষ্ণ এবং বলরামের নিকট হইতে তাহাদের যে ছত্রভঙ্গ ঘটিয়াছিল, প্রসঙ্গক্রমে তাহারই বিষয় সঙ্গত করিয়া বিলাপ করিয়াছিল। ঐরূপ পিত্রালয়ে গমন ও শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের অসা-মঞ্জস্য প্রকাশ করিবার জন্যই ঘটিয়াছিল। ব্রজরাজ কহিলেন, কি প্রকারে ! ।

তৌ তু তত্রাবিহিতং তদ্বধং বিহিতবন্তৌ। তদাপ্যাস্তামসাবধানং রাজানমপি হতবন্তৌ। অহো! বত। দগ্ধবক্ত্রেণ কিং ব্যক্তীকরবাম। তদনন্তরমপি কেশাকর্ষণপূর্ব্বং যত্তস্য কর্ষণং॥ (ক) ইতি॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ? তাবূচতুঃ॥

তৎপিতা পুনরক্ষময়া ক্ষমাং যাদবসঙ্গাক্ষমাং বিধাতুং যমবদুদ্যমং বিধায় স্বজয়রক্ষোহিনীভিরক্ষৌহিণীভিস্ত্রয়োবিংশতিসঙ্খ্যালক্ষিতাভিঃ পরিতো রক্ষিতাভির্ম্মধুরিমমধুরাং মথুরামাবৃতবান্।

শ্রেণ্যা তয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ স আবয়োঃ পতিঃ। তৌ কৃষ্ণরামৌ তু তত্র মল্ললীলাকুতূহলৌ অবিহিতমযুক্তং তেষাং বধং। অসাবধানং যুদ্ধকরণায় তদুচিতসামগ্রীরাহিত্যেন বর্ত্তমানং। হাহেতি বতেতি খেদে। তদনন্তরং মঞ্চারোহানন্তরমপি। তৎপিতা জরাসন্ধঃ অক্ষময়া অসহনেন যাদবসঙ্গে অক্ষমা অসহনং যস্যা স্তাং ক্ষমাং ক্ষান্তিং যম ইব প্রজাক্ষয়ার্থং য উদ্যম স্তং স্বেন জয়স্য যা রক্ষা তামূহিতুং শীলমাসাং তাভিঃ অক্ষৌহিণীভিঃ সেনাবিশেষসংজ্ঞাভিঃ রাজভিঃ পরিতো রক্ষিতাভি র্মধুরিম্না মাধুর্য্যেণ মধুরাং রম্যাং বেষ্টয়ামাস। যত্র পূর্ব্বোক্তসেনাসু হিমবাংশ্চ বিন্ধ্য

দূতদ্বয় বলিল, যেহেতু তাহারা এইরূপেই বলিয়াছিল। কৌতুকরচনা করিয়া আপনার জামাতা কৃষ্ণ এবং বলরামকে আনয়ন করেন। তাঁহারা দুইজনে প্রথমে রঙ্গকারকে বধ করেন, এবং যুধ্যব্যতিরেকে ধনুর্ভঙ্গ করেন, এবং রাজদ্বারের সমীপে ক্রীড়াসক্ত কুবলয়াপীড়নামক হস্তীকেও বধ করেন। তাহাদের বধবার্ত্তা শ্রবণ করিলেও কৃষ্ণ এবং বলরাম সমস্ত মল্লগণের মধ্যে একমাত্র বলীয়ান্। এই কারণে স্বকীয় মল্লসমূহ দ্বারা কৃষ্ণ বলরামের মল্ললীলার কৌতুহল দর্শন করিবার জন্য সেই ভোজরাজ কংস বহুক্ষণ শোভা পাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলরাম কিন্তু তথায় যে সকল লোকদিগকে বধ করেন, তাহাদের কাহারও যুদ্ধের সমুচিত সামগ্রী ছিল না। তাহাও থাক্ অসাবধানে

(ক) কেশাকর্ষণমিতি। ইত্যেবপাঠঃ মাওপুস্তকে।

কিং বহুনা ? যত্র ভীষ্মপাণ্ডবান্ বিনা হিমবদ্বিন্ধ্যসিন্ধ্বন্ত-র্বিরাজমানান্যন্যদেশ্যানি চ রাজকানি রাজন্যকানি চ নিজ-লোহাভিহারকর্ম্মাণ্যাজহ্রুঃ।

ব্রজরাজঃ সভয়মুবাচ।—ততস্ততঃ ?

তাবূচতুঃ।—ততশ্চ সর্ব্বে যাদবাঃ সভয়তয়া দবাকুলা ইব তং ভবৎকুলতপস্যাফলাবশ্যায়দীধিতিমেব ব্যগ্রতয়াগ্রীয়মা-চরিতবন্তঃ।

ব্রজরাজ উবাচ।—হা ! ধিগ্দুষ্ঠু তৈরনুষ্ঠিতম্।

তাবূচতুঃ।—শ্রূয়তামনুবৃত্তং বৃত্তং।

গিরিশ্চ সিন্ধুঃ সমুদ্রশ্চ তেষামন্তর্মধ্যে বিরাজমানানি অবস্থিতানি অন্যদেশভবানি চ রাজকানি রাজানঃ রাজন্যকানি ক্ষত্রিয়াণি চ নিজলোহানাং বাণানাং যান্যভিহারকর্ম্মাণি তেষামভিগ্রহ-কর্ম্মাণি আজহ্রুঃ প্রকটয়ামাসুঃ। সভয়তয়া ভয়েন সহিততয়া দবাকুলা দবেন বনাগ্নিনা ব্যাকুলা ইব ভবতঃ কুলস্য বংশস্য যা তপস্যা তস্যা ফলরূপোঽবশ্যায়দীধিতি নীহারকিরণশ্চন্দ্র স্তমেব অগ্রীয়মগ্রেভবং পুরঃসরমাচরিতবন্তঃ। তৈ যাদবৈঃ অনুবৃত্তং বৃত্তান্তং তৃণায়মন্যমানঃ অনাদরং

তাঁহারা দুইজনে শেষে রাজাকেও বধ করেন। হায় ! দগ্ধমুখ দিয়া আমরা আর কি ব্যক্ত করিব, মঞ্চে আরোহণের পরেও কেশাকর্ষণ হইয়াছিল॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহাদের পিতা জরাসন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া যাদবগণের অসহ্য, নিজক্ষমাগুণ প্রকাশ করিবার জন্য, প্রজাক্ষয় বাসনায় যমের মত উদ্যম প্রকাশ করিয়া স্বপক্ষীয়-দিগের জয়রক্ষাকারিণী, এবং চারিদিকে সংস্থাপিত ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী (সেনা বিশেষ) দ্বারা মাধুর্য্যপূর্ণ অথচ রমণীয় মথুরাপুরী বেষ্টন করেন। অধিক কি বলিব, যে পূর্ব্বোক্ত সেনাগণের মধ্যে ভীষ্ম এবং পাণ্ডবগণ ব্যতিরেকে, হিমালয়, বিন্ধ্যাচল এবং সমুদ্রের অন্তরে বিরাজমান অন্যান্য দেশীয় রাজগণ এবং ক্ষত্রিয়গণ, নিজ নিজ বাণসমূহের অধিকরূপে আহরণ করিয়াছিলেন।

ব্রজরাজ সভয়ে বলিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, তারপর সমস্ত যাদবগণ ভীতচিত্তে দাবানল-দগ্ধ ব্যক্তিগণের ন্যায় আপনার বংশের ন্যায়

ততশ্চ তাবতীমপি পরসেনাং তৃণায় মন্যমানঃ স ভবদ্বংশ-ধরশ্চেতসি শশংস। হন্ত! ময়া যদভ্যর্থিতং তদেব দৈব-সমর্থিতং বভূব। যতস্ত এতে সর্ব্ব এবাশিষ্টা ময়া শিষ্টাঃ কর্ত্তুমিষ্টাঃ সন্তি। কুত্র কুত্র বা ত এতে ক্রব্যাদা বিচেতব্যাঃ। ততঃ সমুদিতীভূতানমূংস্তামস-স্তোমান্ সমুদিতীভূয় হরি রহং সংহরিষ্যামি। কিন্তু জরাসন্ধং বিনা ॥ ১৬ ॥

কুর্ব্বাণঃ শংশস কথয়ামাস। অভ্যর্থিতমভিলষিতং দৈবেন সমর্থিতং সাধিতং। অবশিষ্টাঃ পূতনাদিকংসতদ্ভ্রাতৃত্বেন অশিষ্টা বেদশাসনাতীতাঃ শিষ্টাঃ শাসনার্হাঃ কর্ত্তুমিষ্টা বাঞ্ছিতাঃ সন্তি। অত্রাপি কতিচিৎ হন্তব্যা ইত্যাহ কুত্র কুত্রবেতি ক্রব্যাদহিংসকা বিচেতব্যা বিগতচেতনবিশেষভূতাঃ কর্ত্তব্যাঃ সমুদিতীভূতান্ মিলিতান্ তামসস্তোমান্ তমোগুণবিকারস্তামসস্তেষাং স্তোমান্ রাশীন্ সমুদিতীভূয় মিলিতীভূয় সংহরিষ্যামি যতোঽহং হরিঃ সর্ব্বান্ তামসান্ হরামীতি ব্যুৎ-পত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

তপস্যার-ফল হিমকিরণ তুল্য শ্রীকৃষ্ণকেই ব্যাকুলভাবে অগ্রসর করিয়াছিল। ব্রজরাজ কহিলেন, হায়! ধিক্! সেই যাদবগণ কু-কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। তাহার পর আপনার বংশধর শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ অসংখ্য সেনাকেও তৃণের মত অবজ্ঞা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন। আহা! আমি যাহা অভিলাষ করিযাছিলাম, এত-দিনের পর দৈবই তাহা সাধন করিয়াছেন। কারণ, এই সমস্তই বেদশাসনা-তীত ব্যক্তিদিগকে আমি শাসন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কোন্ কোন্ স্থানে এই সেই সকল হিংস্রকদিগের প্রাণনাশ করিব। কিন্তু জরাসন্ধ ব্যতীত তামসিকগুণ সম্পন্ন অথচ একত্র সমবেত এই সকল ব্যক্তিদিগকে আমি মিলিত হইয়া সংহার করিব। যেহেতু আমি 'হরি' অর্থাৎ আমি সমস্ত তামসিকদিগকে হরণ বিনাশ করিয়া থাকি ॥ ১৬ ॥

যতঃ—

মুহুরপি কুচরাংশ্চেতানাদৌ ঘাত্যো জরাসন্ধঃ।
কাকানন্যান্ হন্তুং রবণঃ কাকো হি পাল্যেত ॥ ১৭ ॥

তদেতন্মতং রামেণ চ সম্মতমাতত্য গত্যন্তরমভীপ্সন্নকস্মাদরি-দর-চাপ-গদা-সদ্ম-পদ্মনীড়ং বিক্রীড়দ্দ্বয়-চতুষ্টয়জুষ্টং গুরুগরুত্মদ্ধ্বজ-শোভাপুষ্টং সারথিপ্রথিতব্যোমপথং রথমবতরন্তমদ্রাক্ষীৎ। রামশ্চ হলমুষলবলিত-তালধ্বজকলিততয়া তদ্বিলক্ষণলক্ষণমন্যং তমবলোকিতবান্ ॥

জরাসন্ধং বিনেতি যদুক্তং তত্র হেতুং কথয়তি—মুহুরিত্যাদি। কুচরান্ কুৎসিততয়া চরন্তীতি কুচরা অসুরপ্রায়াঃ তান্ চেতা চয়নকর্ত্তা অতো জরাসন্ধ আদাবগ্রে ন ঘাত্যো ন হন্তব্যঃ। যথা অন্যান্ কাকান্ হন্তুং রবণঃ স্বশব্দং কুর্ব্বাণঃ কাকো হি পাল্যো নতু তমগ্রে হন্তীতি ॥ ১৭ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। অবগত্য বুদ্ধা গত্যন্তরং যুদ্ধোপযোগিরথাদিকং অভীপ্সন্ কাময়ন্ বর্ত্তমানঃ অবতরন্তং রথমদ্রাক্ষীৎ. তং কিম্ভূতং অরিশ্চক্রঃ দরঃ শঙ্খঃ চাপো ধনুঃ গদা কৌমোদকীনাম্না প্রসিদ্ধা তাভিঃ সহ পদ্মসদ্ম স্বর্ণনির্ম্মিতপদ্মগৃহং অপ্রাকৃতত্বান্নিত্যত্বেন পদ্মপুষ্পগৃহং বা তদেব নীড়মুপবেশস্থানং যত্র তং বিক্রীড়ন্তোহসাধারণ বলতয়া শূন্যেহপি চলন্তো যে হয়া অশ্বা স্তেষাং চতুষ্টয়ানি তৈর্জুষ্টং সেবিতং বহনীয়ং গুরুর্ম্মহান্ যো গরুত্মান্ গরুড়ঃ স এব ধ্বজ স্তেন যা শোভা তয়া পুষ্টং সারথি র্দ্দারুকঃ প্রথিতঃ খ্যাতো যত্র স ব্যোম আকাশঃ পথো মার্গো যস্য স সারথিপ্রথিতশ্চাসৌ ব্যোমপথশ্চেতি তং। রামশ্চ অন্যং

কারণ, কুৎসিতভাবে সঞ্চরণশীল, অর্থাৎ অসুরতুল্য ব্যক্তিদিগকে সংগ্রহ করিবে বলিয়া অগ্রে জরাসন্ধকে বধ করা হইবে না। তাহার দৃষ্টান্ত এই—যেমন অন্যান্য- কাকদিগকে বধ করিতে গেলে শব্দকারী কাককে রক্ষা করিতে হয়, অর্থাৎ প্রথমে তাহাকে বধ করে না, এই স্থানেও সেইরূপ ॥ ১৭ ॥

অতএব ইহা বলরামেরও অভিপ্রেত জানিতে পারিয়া তিনি যুদ্ধের উপযোগী রথাদি কামনা করিলে অকস্মাৎ একখানি রথ অবতীর্ণ হইতে দেখিলেন। সেইরথে শঙ্খ, চক্র, ধনু, এবং কৌমোদকী নামে বিখ্যাত গদা ছিল। তাহাতে স্বর্ণনির্ম্মিত পদ্ম-গৃহ ছিল। অথচ তাহাতে অসাধারণ বলশালী এবং শূন্য .পথসঞ্চারী চারিটি অশ্ব নিবদ্ধ ছিল। অতিদীর্ঘ গরুড়ধ্বজ দ্বারা ঐ-রথের

সর্ব্বে সাশ্চর্য্যমূচুঃ।—ততস্ততঃ?

ব্রজরাজস্ত্বিদমুবাচ।—তস্য বাল্যাদেবেদমাকল্যতে। যন্নারায়ণঃ সাহায়কমাচরতীতি। ভদ্রং কথয়তমগ্রিমং বৃত্তং।

তাবূচতুঃ।—অথ যুদ্ধমুদ্বুদ্ধমিতি বিবুধ্য যুধ্যমানতামনুরুধ্য কবচেনাঙ্গমারুধ্য কতিপয়সবয়োভিঃ সহ দ্বাবপি দুর্গাদভ্যমিত্রীয়তয়া চিত্রীয়মাণৌ নিষ্ক্রান্তৌ। উদয়ভূভৃদন্তাৎ পুষ্পবন্তাবিব। শঙ্খং ধমন্তৌ চ তৌ বর্ষাবর্ষান্ত-তড়িত্বন্তাবিব

রথমবলোকিতবান্। তং কিম্ভূতং হলমুষলাভ্যাং বলিতঃ সহচরিতো যস্তালধ্বজ স্তেন কলিততয়া যুক্তত্বেন তদ্বিলক্ষণলক্ষণং তস্মাদ্রথান্তরাৎ বিলক্ষণং ভিন্নং লক্ষণং যস্য তং তৎপ্রসিদ্ধং বিলক্ষণং চারুলক্ষণং যস্য তং। তস্য কৃষ্ণস্য ইদং বিস্ময়জনকং কৃত্যং আলোক্যতে দৃশ্যতে যৎ যস্মিন্ কৃত্যে সাহায়কং সহায়ভাবং যুদ্ধ্যমানতাং যোধনবিষয়ীভূততামনুরুধ্য অঙ্গীকৃত্য কবচেন সন্নহনেন অঙ্গং দেহমারুধ্য আচ্ছাদ্য অভ্যমিত্রীয়তয়া শক্তিতঃ শত্রোরভিমুখং গচ্ছদ্বীরতয়া চিত্রীয়মাণৌ আশ্চর্য্যং কুর্ব্বন্তৌ দুর্গাৎ শত্রুপ্রবেশরহিতস্থানাৎ নিষ্ক্রান্তৌ বভূবতুঃ। যথা উদয়াচলান্তাৎ পুষ্পবন্তৌ সূর্য্যচন্দ্রৌ শঙ্খং ধমন্তৌ বাদয়ন্তৌ তৌ কৃষ্ণরামৌ বর্ষা বর্ষান্ততড়িত্বন্তাবিব যথা বর্ষায়াং তড়িত্বান্

শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যে আকাশপথ দিয়া রথ আসিতেছিল, সেই রথে দারুকনামে বিখ্যাত সারথি বিদ্যমান ছিল।

বলরামও অন্য আর একখানি রথদর্শন করিলেন। এইরথ লাঙ্গল এবং মুষলযুক্ত ছিল। ইহার উপরে তালধ্বজ শোভা পাইতেছিল। অথচ শ্রীকৃষ্ণের রথাপেক্ষা এই রথের চিহ্ন পরমসুন্দর ছিল।

সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, তারপর তারপর। ব্রজরাজ কিন্তু এই কথাই বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল হইতেই এইরূপ বিস্ময় জনক ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার কার্য্যে স্বয়ং নারায়ণ সাহায্য করিয়া থাকেন। ভাল ইহার পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। দূতদ্বয় কহিল, অনন্তর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বোধ করিয়া যুদ্ধের উপযোগী সামগ্রী সকল লইয়া, এবং বর্ম্মদ্বারা দেহাচ্ছাদন করিয়া, কতিপয় সমবয়স্ক বন্ধুগণের সহিত দুইজনেই শত্রুর অভিমুখে গমন করিবার শক্তিতে আশ্চর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক দুর্গ হইতে নির্গত হইলেন। তখন তাঁহাদের নির্গমন দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, উদয়া-

দদৃশাতে। তচ্ছব্দস্তু সুহৃদাং স্তনিতমিব দুর্হৃদাং স্ফূর্জথুরিব স্ফুরতি স্ম, পুনরন্যদপ্যাশ্চর্য্যং শ্রবসোরাচর্য্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

তাবতিকোমল-বালাবরয়স্তে স্ফুটকরালাভাঃ সত্যম্ ।
ভীতভয়ানক-ভাব-ক্রমলব্ধিস্তত্র বিনিময়ং প্রাপ ॥১৯॥

বীক্ষ্যাজিতমথ স জরাসন্ধঃ সমধাদ্ভয়ং যত্তু ।
তদনাদরতাসঞ্জনমনয়দ্ব্যাজান্নিজায় গর্ব্বায় ॥ ২০ ॥

শ্যামবর্ণো ভবতি বর্ষান্তে শুক্লবর্ণো ভবতি তথা দদৃশাতে। তচ্ছব্দঃ শঙ্খশব্দস্তু সুহৃদাংস্তনিতং গভীরগর্জিতং দুর্হৃদাং শত্রূণাং স্ফূর্জথুর্বজ্রধ্বনিরিব প্রকাশতে স্ম। শ্রবসোঃ কর্ণয়োরাচর্য্যতাং বিষয়ীক্রিয়তাং ॥ ১৮ ॥

তদাশ্চর্য্যং বর্ণয়তি—তাবিতি। তৌ কৃষ্ণরামৌ অরয়ো জরাসন্ধাদয়ঃ স্ফুটকরালাভাঃ স্ফুটং ভয়ঙ্করদীপ্তাঃ সত্যঃ ভীতভয়ানকভাবক্রমলব্ধিঃ ভীতত্বভয়ানকত্বক্রমলব্ধিরত্র যুদ্ধে বিনিময়ং পরিবর্ত্তং অতিকোমলত্বেঽপি কৃষ্ণরাময়োর্ভয়ানকত্বমরীণাং অতিভয়ঙ্করত্বেঽপি ভীতত্বং প্রাপ ॥১৯॥

নন্বু স তদা যুদ্ধং ত্যক্ত্বা কথং ন পলায়তে স্ম তত্রাহ বীক্ষ্যেতি। অপাজিতং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য স জরাসন্ধঃ যত্তু ভয়ং সমধাৎ সম্যক্ দধৌ তস্য ভয়স্যানাদরতাসঞ্জনং ব্যাজাৎ ছলাৎ নিজগর্ব্বায় অনয়ৎ প্রাপয়দত্র গত্যর্থে চতুর্থী ॥ ২০ ॥

উদয়াচলের অন্ত হইতে চন্দ্র এবং সূর্য্য বহির্গত হইতেছেন। উভয়েই শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন। বর্ষাকালের এবং শরৎকালের মেঘের মত যেন উভয়েই দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সেই শঙ্খশব্দ কিন্তু বন্ধুবর্গের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় এবং শত্রুগণের বজ্রধ্বনির মত শোভা পাইতে লাগিল। আরও একটী আশ্চর্য্য বিষয় কর্ণগোচর করুন ॥ ১৮ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম অত্যন্ত কোমল, এবং সেই সকল শত্রুগণ স্পষ্টই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল সত্য, কিন্তু ঐ যুদ্ধে ভীতত্ব এবং ভয়ানকত্ব এই ক্রম প্রাপ্ত নিয়মের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল. অর্থাৎ কৃষ্ণ-বলরাম অত্যন্ত কোমল. কোমল হইলেও ভয়ানক, এবং শত্রুগণ ভয়ানক হইলেও ভীত হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

অনন্তর সেই জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সম্যক্‌রূপে ভয় পাইয়া এবং ছল করিয়া আপনার গর্ব্বের জন্য সেই ভয়ের অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

তং পরিহৃত্য তু রামং যোদ্ধুং যদসাবুরীচক্রে।
বৈষ্ণবমিহ তত্ত্যক্ত্বা, রৌদ্রং জ্বরমিব সমাদদে কুমতিঃ ॥২১॥

অথ দরময়তদনাদরবচনরচনতঃ কৃষ্ণস্তু ভাসমানহাসমাহ স্ম—॥ ২২ ॥

"ন বৈ শূরা বিকত্থন্তে দর্শয়ন্ত্যেব পৌরুষম্।
ন গৃহ্ণীমো বচো রাজন্নাতুরস্য মুমূর্ষতঃ" ॥ ইতি ॥২৩॥
ভা ১০।৫০।১৯।

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তমিতি। অসৌ জরাসন্ধস্তং কৃষ্ণং পরিহৃত্য যোদ্ধুং যৎ রামমুরীচক্রে স্বীচকার ইহ স্বপরিত্রাণে বিষয়ে তত্তং প্রসিদ্ধং বৈষ্ণবং জ্বরং ত্যক্ত্বা কুমতির্জনো রৌদ্রং ঘোরজ্বরং সমাদদে ইব রৌদ্রজ্বরস্য শীঘ্রং প্রাণহারিত্বাৎ ॥ ২১ ॥

যুদ্ধায় রামং বৃণন্তং জরাসন্ধং বীক্ষ্য কৃষ্ণো যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। দরময়ং ভয়প্রচুরঞ্চ তৎ জরাসন্ধকথিতং যদনাদরবচনং তস্য রচনতঃ প্রকাশনাৎ ভাসমানো হাসো যত্র তদ্যথাস্যাৎ (কৃষ্ণ) থা কথিতবান্ ॥ ২২ ॥

শ্রীভাগবতীয়পদ্যেন তদ্বাক্যং লিখতি ন বৈ ইতি। বিকত্থন্তে শ্লাঘন্তে রাজন্ হে জরাসন্ধ! আতুরস্য জামাতৃশোকেন অস্থিরচিত্তস্য তত্রাপি মুমূর্ষতঃ মর্ত্তুমিচ্ছতস্তব বচো মদনাদরবাক্যং ন গৃহ্ণীমঃ গ্রহণং কুর্ম্মঃ ॥ ২৩ ॥

ঐ-জরাসন্ধ কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া যে বলরামের সহিত যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; সেইরূপ স্বীকার কেবল দুর্ম্মতি মানবের নিজ রক্ষা বিষয়ে বৈষ্ণবজ্বর পরিত্যাগ করিয়া শিবজ্বর (শীঘ্র-প্রাণ সংহারক) স্বীকারের তুল্য হইয়াছিল (ক) ॥ ২১ ॥

অনন্তর যথেষ্ট ভয়ের সহিত সেই জরাসন্ধের অনাদর বাক্যের প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অট্টহাস্যে বলিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

ভাগবতের (১০।৫০।১৯) শ্লোক দ্বারা বলিতে লাগিলেন। হে রাজন্! যাহারা বীর, তাহারা কখনও শ্লাঘা প্রকাশ করে না, বরং তাহারা পৌরবই দেখাইয়া থাকে। জামাতার শোকে তোমার চিত্ত এখন অস্থির হইয়াছে, এবং তুমি এখন মরিতে ইচ্ছুক হইয়াছ; অতএব আমার প্রতি তোমার অনাদর বাক্য আমরা গ্রহণ করিব না ॥ ২৩ ॥

(ক) শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৬৩ অধ্যায়ে ঊষা হরণ প্রসঙ্গে বাণযুদ্ধ প্রকরণে শিবজ্বর ও বিষ্ণুজ্বরের যুদ্ধ দ্রষ্টব্য।

অত্র যুক্তমিদমুক্তং ভবতি। শূরাঃ খলু ন বিকত্থন্তে। বিকত্থনরূপবচনবলং হি দেহবলং পশ্চাদ্বৃত্তং বিধায় প্রবৃত্তমভূদিতি তস্মিন্ন্যূনতাং স্বয়মেব নূনং ব্যঞ্জয়তীতি স্থিতে তস্য দূরতয়া প্রবৃত্তিঃ সমরজুষঃ পুরুষস্য শূরতাং ন ব্যনক্তি, কিন্তু মুমূর্ষতামেব। ততো মহারাজস্যাপি তবাতুরস্যেব তাদৃশত্বং যুক্তমেব। কিন্তু সম্প্রতি বয়ং তবাব্যবস্থিতবিচারতয়া মুমূর্ষো-র্ব্বচনং ন গৃহ্ণীম ইতি ॥ ২৪ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

তাবূচতুঃ—

ততো যাদৃশং ভবৎকুলনন্দনেন নিন্দিতস্তাদৃশং স এব

শ্রীভাগবতপদ্যার্থং ব্যাকরোতি অত্রেত্যাদিগদ্যেন। বিকত্থনরূপবচনবলং কর্ত্তৃভূতং হি নিশ্চিতং দেহবল-কর্ম্ম পশ্চাদ্বৃত্তমস্ফুটরূপং অধঃ কৃতং বা বিধায় প্রবৃত্তমভূৎ, তস্মিন্ দেহবলে স্বয়মেব ন্যূনতাং হীনতাং নূনং নিশ্চিতং ব্যঞ্জয়তি প্রকাশয়তি, তস্য দূরতয়া পশ্চাদ্ভূততয়া প্রবৃত্তির্নতু মুখ্যতয়া প্রবর্ত্তনং সমরজুষঃ যুদ্ধং সেবমানস্য মুমূর্ষতাং জনানামেব বচনবলং শূরতাং ব্যনক্তি তব জরাসন্ধস্য আতুরস্য রোগিণ ইব তাদৃশত্বং মদনাদরত্বং যুক্তং। অব্যবস্থিতঃ সুচঞ্চলো বিচারো যস্য তদ্ভাবতয়া মুমূর্ষোর্ম্মর্ত্তুমিচ্ছো র্ব্বচনং ॥ ২৪ ॥

পুনর্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—ব্রজইত্যাদিগদ্যেন। যাদৃশং যৎপ্রকারং যথাস্যাত্তাদৃশং তৎপ্রকারং স এব জরাসন্ধ এব স্বমনু স্বমাত্মানং লক্ষীকৃত্য ব্যঞ্জিতবান্। সময়ং প্রতিজ্ঞাং কৃতবান্

এই শ্লোকে ইহা উপযুক্তরূপেই উক্ত হইয়াছে যে, শূরগণ নিশ্চয়ই শ্লাঘা প্রকাশ করে না। শ্লাঘারূপ বাক্যবল নিশ্চয়ই দেহবলকে অধঃকৃত করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই কারণে শ্লাঘারূপ বাক্যবল, সেই দেহবলে স্বয়ং নিশ্চয়ই হীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ ঘটিলে গৌণরূপে প্রবৃত্তি (কিন্তু মুখ্য রূপে নহে) সেই যুদ্ধপ্রার্থী পুরুষের শূরত্ব প্রকাশ করে না। কিন্তু মুমূর্ষুভাবই প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব তুমি মহারাজ হইলেও আতুরের মত তোমার তাদৃশভাব উপযুক্ত নহে। কিন্তু সম্প্রতি তোমার বিচারের স্থিরতা না থাকায় আমরা তোমার মত মরণাভিলাষী ব্যক্তির বাক্য গ্রহণ করিব না ॥ ২৪ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর আপনার

স্বমনু ব্যক্তীচকার। যতো রামেণ সমং স্বয়মেব সমরে সময়ং কৃতবান্! কৃতবাংস্তু ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌহিণীপ্রয়োজকতয়া(ক) তয়োর্দ্বয়োরপ্যাবরণমিতি।

ব্রজরাজঃ সভয়মুবাচ—ততস্ততঃ ?

তাবূচতুঃ—তত্তু সর্ব্বমহিমগভস্তৌ হিমকুজ্ঝটিকাস্তোমবত্তয়োর্ম্মহিমন্যস্তশক্তিতামবাপ। ন পুনরভ্যস্ততাং। যস্মাদসৌ হরিঃ শস্ত্রান্ধকারবন্ধায় ছিদুরতাং যচ্ছন্নরিকরীন্দ্রবৃন্দায় চ ভিদুরতামযচ্ছৎ। পরন্তু ধূল্যাদিপুঞ্জপিঞ্জলতাবিলতয়া বিদু-

তয়ো র্দ্বয়োঃ কৃষ্ণরাময়োরাবরণং বেষ্টনং কৃতবান্ ইতি। তত্তু সর্ব্বং অহিমগভস্তৌ তিগ্মাংশৌ সূর্য্যে হিমকুজ্ঝটিকয়োঃ স্তোমবৎ সমূহবৎ তয়োঃ কৃষ্ণরাময়ো র্মহিমনি পরাক্রমে অস্তশক্তিতাং পরাহতশক্তিতামবাপ। অভ্যস্ততাং কৃতকার্য্যতাং। অকৃতকার্য্যতাং ব্যনক্তি যস্মাদিতি শস্ত্রৈর্যোঽন্ধকার স্তস্য বন্ধায় নিবারণায় ছিদুরতাং শত্রুতাং ছেদকতাং যচ্ছন্ স্বীকুর্ব্বন্ অরিকরীন্দ্রবৃন্দায় অরয় এব করীন্দ্রা হস্তিশ্রেষ্ঠা স্তেষাং বৃন্দায় সমূহায় ভিদুরতাং বজ্রতামযচ্ছৎ দদৌ। তদা মাথুরস্ত্রীণাং বৃত্তং বর্ণয়তি—পরন্ত্বিতি। ধূল্যাদিপুঞ্জেন সমূহেন যা পিঞ্জলতা অতিশয়ব্যাকুলতা তয়া যা আবিলতা অপ্রসন্নতা যদ্বা তস্যা আবিলতা প্রাকট্যং তয়া বিদুরতা জ্ঞানিতা তয়া

বংশধর যেরূপে জরাসন্ধকে নিন্দা করিয়াছিলেন, তিান আপনার উদ্দেশে সেই রূপভাবই প্রকাশ করিলেন। কারণ, বলরামের সহিত যুদ্ধ করিতে তিনি স্বয়ংই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী প্রয়োজনীয় বলিয়া ঐ কৃষ্ণ বলরাম দুই জনের বেষ্টনও করিয়াছিলেন। ব্রজরাজ সভয়ে বলিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল, যেরূপ দিবাকরের প্রচণ্ডকিরণে হিমকুজ্ঝটিকারাশি অন্তর্হিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের মাহাত্ম্যে সেই সমস্ত শক্তিই হীন হইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। যেহেতু ঐ শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রান্ধকার নিবারণের জন্য তাহার শত্রুতা বা ছেদকতা স্বীকার করিয়া শত্রুরূপ গজরাজ সমূহ বিনাশ করিতে বজ্রভাব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে পুরনারীগণের অপূর্ব্ব অবস্থা ঘটিয়াছিল। কারণ, ধূলি প্রভৃতি

(ক) প্রয়োজনতয়া। ইত্যানন্দবৃন্দাবন গৌর পাঠঃ।

রতা বিধুরাবিদূরধামপুরবাম-নয়নাদয় এব চিরং পক্ষিরাজ-তৃণরাজচিহ্নবিরাজমানমহ্নায় রথযুগলমনবকলয়ন্তঃ সমং মুহুঃ সম্মুমুহুঃ ॥ ২৫ ॥

পুনশ্চ ;—

হরিঃ পরানীকপয়োমুচাং মুহুঃ
পশ্যন্ শারাসারমুপস্বসৈনিকম্।
রঙ্গান্তরাচ্ছার্ঙ্গধনুর্ব্বিকর্ষণ-
ক্রেঙ্কারঝঞ্ঝাপবনৈরুদক্ষিপৎ ॥ ২৬ ॥

বিধুরা হীনা বিদূরে ধাম বাসস্থানং যাসাং তাশ্চ তাঃ পুরবামনয়নাদয়ঃ পুরস্ত্রীপ্রভৃতয়ঃ পক্ষিরাজো গরুড় স্তৃণরাজস্তালবৃক্ষ স্তাবেব চিহ্নং তেন বিরাজমানং রথযুগলং অনবকলয়ন্ত অহ্নায় শীঘ্রং অপশ্যন্তঃ সমমেকদা পুনর্মুহুঃ সংমুমুহুঃ ॥ ২৫ ॥

তদাচ হরির্যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—হরিরিতি। পরেষাং শত্রূণামনীকাঃ সৈন্যসমূহাস্ত এব পয়োমুচো মেঘা স্তেষাং মুহুঃশরাসারং শরা বাণাস্ত এব অসারো বর্ষণং স্বসৈনিকমুপ সমীপে পশ্যন রঙ্গান্তরাৎ ক্রীড়াবিশেষাৎ শার্ঙ্গধনুষো যৎবিকর্ষণং তেন যে ক্রেঙ্কারা অব্যক্তোচ্চশব্দা স্তে এব ঝঞ্ঝাপবনাঃ প্রাবৃষিকবায়বঃ তৈঃ শরাসারমুদক্ষিপৎ উৎক্ষিপ্তবান্ ॥ ২৬ ॥

পদার্থ সমুহ দ্বারা অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়াতে তাহাদের অপ্রসন্নতা ঘটে। তাহাতেই তাহাদের জ্ঞান লোপ হয়। অথচ ঐ সকল নারীগণের বাসস্থান অত্যন্ত দূরে ছিল। এই কারণে গরুড় এবং তাল বৃক্ষ চিহ্ন দ্বারা :বিরাজমান রথযুগল বহুক্ষণ দেখিতে পায় নাই। না দেখিয়া শেষে তাহারা সত্বর এককালে বারংবার মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

অপিচ, নিজ সৈনিকগণের উপরে শত্রুগণের সৈন্য সমূহরূপ মেঘদিগের বারংবার শররূপ ধারা বর্ষণ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া বিশেষে শার্ঙ্গধনুর আকর্ষণ করেন। সেই আকর্ষণে যে অব্যক্ত উচ্চ শব্দ বা ক্রেঙ্কাররব হয়, তাহারাই যেন ঝঞ্ঝাপবন বা বর্ষাকালের পবনতুল্য ছিল। সেই পবনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ শররূপ ধারাবর্ষণ নিবারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

সম্বর্ম্মিতাঙ্গত্বমভূদ্বৃথা দ্বয়ো-
শ্চম্বোস্তথাপ্যস্তি পৃথগ্নিমিত্ততা।
দ্বিট্সূচ্ছিদানামনিবার্য্যতাভবৎ
কার্ষ্ণেষু দূরাদিষুভির্নিবার্য্যতা ॥ ২৭ ॥

বিমর্দ্দয়ন্ কণ্টকানামগ্রকণ্টকসংহতিম্।
স্বস্য তৎকণ্ঠগাং কুর্ব্বন্নাসীৎ কণ্টকবান্ হরিঃ ॥ ২৮ ॥

তূণাদুৎকলয়ন্ দধদ্ধনুরনু প্রাস্যন্ মুহুর্ম্মার্গণান্
কোটির্ন্যর্ব্বুদপদ্মধাভবদসাবেবং তদাতর্ক্যত।
এতদ্যুদ্ধমবাপ্যতেঽপি রিপবো নির্ভিন্ননানাঙ্গতাং
যাতাস্তন্মিতমাপুরিত্থমপি তৎস্পর্দ্ধেব তত্রেক্ষ্যত ॥২৯॥

তত্র চ উভয়সেনয়োর্যদ্বৈপরীত্যং জাতং তদ্বর্ণয়তি—সংবর্ম্মিতাঙ্গত্বমিতি স্বজবজ্রাঙ্গত্বং দ্বয়োশ্চম্বোঃ সেনয়োর্ব্বৃথাভূত্তথাপি পৃথঙ্নিমিত্ততাপ্যস্তি। দ্বিটসু শত্রুষু ছিদানাং ছেদানাং অনিবার্য্যতা ভূতা কার্ষ্ণেষু কৃষ্ণসেনাসু দূরাৎ দূরং প্রাপ্য নিক্ষিপ্য স্থানে ছিদানাং নিবার্য্যতা অভবৎ ॥২৭॥

তত্র কৌশলং বর্ণয়তি—বিমর্দ্দয়ন্নিতি। স্বস্য কণ্টকানাং ক্ষুদ্রশত্রূণাং অগ্রকণ্টকসংহতীং রাজশ্রেণীং তৎকণ্ঠগাং ভয়েন জরাসন্ধস্য নিকটগাং কুর্ব্বন্ হরিঃ কণ্টকবান্ হর্ষেণ রোমাঞ্চবান্ বভূব ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ অনু অনন্তরং তূণাৎ সকাশাৎ মার্গণান্ বাণান্ উৎকলয়ন্ প্রাস্যন্ নিঃক্ষিপন্ তদা জনৈঃ কোটির্দ্দশলক্ষং ন্যর্ব্বুদং দশকোটিঃ দশার্ব্বুদপদ্মং তৎ প্রকাররূপেণ অভবদেবমসৌ

উভয়পক্ষীয় সেনাগণ বর্ম্মদ্বারা আবৃত ছিল। কিন্তু তাহা বৃথা হইয়া যায়। তথাপি উভয় সেনার পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত আছে। যথাঃ— শত্রুপক্ষীয় সেনাগণের অনিবার্য্যরূপে ছেদন হইয়াছিল, এবং কৃষ্ণপক্ষীয় সেনাগণ বাণদ্বারা দূরে ছেদন করিয়া সেই সকল নিবারণ করিয়াছিল ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আপনার ক্ষুদ্রশত্রুদিগের রাজমণ্ডলী মর্দ্দিত করিয়া এবং ভয়ে জরাসন্ধের নিকটস্থ করিয়া হর্ষভয়ে রোমাঞ্চিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

অপিচ, শ্রীকৃষ্ণ যখন তূণ হইতে বাণ সকল ধারণ করিয়া দর্শন করেন, এবং যখন তিনি তাহাদিগকে বারংবার নিক্ষেপ করেন, তৎকালে লোকগণ এইরূপে তর্ক করিতে লাগিল যেন, শ্রীকৃষ্ণ একাকী কোটিভাগে অর্ব্বুদ বা

হরির্মেঘশ্চাপং ত্রিদশপতিচাপং শরততি-
র্মহাবিদ্যুদ্‌যস্মিন্ ভবতি ন হি তত্রাদ্ভুতমিদম্।
দ্বিষাং রক্তস্রাবাঃ সরিদুপচয়া মানবহয়-
দ্বিপাদ্যা মৎস্যানাং বিবিধতনুরূপা যদভবন্ ॥ ৩০ ॥
দৃষ্ট্বা রামকরে হলং মুষলকং চারাতিসৈন্যং পুরা
গ্রাম্যঃ সোঽয়মিতি প্রহাসবলিতং ব্যাদাত্ত যদ্বন্মুখম্।
আয়ত্যামপি তদ্বদাক্লাততয়া তস্থৌ পরং দ্রাগ্‌যতঃ
স্বাস্মিন্নর্দ্দনমাসসাদ বলবত্তাভ্যামকস্মান্মুহুঃ ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণোঽতর্ক্যত বিতর্কিতঃ। নিভিন্নানি নানাঙ্গানি যেষাং তেষাং ভাবস্তাং যাতাঃ সন্ত ইত্থমপি তন্মিতিঃ ক্ষিপ্ততামাপুঃ প্রাপ্তাঃ যত স্তৎ স্পর্দ্ধৈব তেষাং স্পর্দ্ধৈব তত্র পরাজিতযুদ্ধে ঐক্ষ্যত দৃষ্টা নতু কৃতিঃ ॥ ২৯ ॥

তত্রাশ্চর্য্যং যদভূত্তদ্বর্ণয়তি—হরিরিতি হরির্মেঘশ্চাপমিন্দ্রধনুঃ শরততিঃ শরসমূহা মহাবিদ্যুৎ যস্মিন্ যুদ্ধে ভবতি নহি তত্রেদমাশ্চর্য্যং দ্বিষাং রক্তস্রাবাঃ সরিদুপচয়া নদীসমূহাঃ মানবা মনুষ্যা হয়া অশ্বা দ্বিপা হস্তিনঃ আদিপদেন উষ্ট্রাদয়ঃ মৎস্যা রোহিতাদয় স্তেষাং বিবিধতনুরূপা যদ-ভবন্ ॥ ৩০ ॥

কিঞ্চ দৃষ্ট্বেতি তদরাতিসৈন্যং শত্রুবলং বামকরে হলং মুষলঞ্চ দৃষ্ট্বা পুরা সোঽয়ং জনো গ্রাম্যো

দশ কোটি ভাগে এবং পদ্ম বা দশ অর্ব্বুদ ভাগে বিভক্ত হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে-ছেন। এবং এই যুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া রিপুগণেরও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল নানা প্রকারে বিদীর্ণ হইয়াছিল। তখন তাহারা বিদীর্ণদেহে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইল। যেহেতু ঐ যুদ্ধে পরাজিত শত্রুগণের কেবল স্পর্দ্ধাই লক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু কোন কৃতিত্ব বা পৌরুষ লক্ষিত হয় নাই ॥ ২৯ ॥

যে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ মেঘ, কোদণ্ড—ইন্দ্রধনু এবং শররাশি মহাবিদ্যুতের মত হইয়া থাকে, সেই যুদ্ধে ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, শত্রুগণের রক্তস্রাব নদীরাশি, মানব, হস্তী, অশ্ব, এবং উষ্ট্রাদি জন্তুগণ রোহিতাদি মৎস্যের মত বিবিধ আকার ধারণ করিয়াছিল ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বে শত্রুসৈন্য বলরামের হস্তে মুষল এবং লাঙ্গল দর্শন করিয়া "এই-ব্যক্তি গ্রাম্য কিন্তু পৌরষসম্পন্ন পুরুষ নহে" এইরূপে অট্টহাস্যের সহিত যে

ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌহিণি পরি পরং পঙ্কজদৃশা
যুদারব্ধেত্যেব দ্রুতমথ জিতেত্যেব চ বচঃ।
সমন্তাদ্ব্যাপ্তং তহ্যপরমিহ কিঞ্চিন্ন হি যতঃ
ক্রিয়াশক্তিস্তস্য স্ফুরতি তদতিক্রম্য পুরতঃ॥ ৩২॥
কৃষ্ণবাণমৃতা যে বা যে বা স্বমুষলাহতাঃ।
হলেনাকৃষ্য রামস্তানসৃগ্নদ্যামবাহয়ৎ॥ ৩৩॥

ননু পৌরুষবান্ যোদ্ধেতি প্রহাসযুক্তং যন্মুখং ব্যাদদ্যাদানং কৃতবান্ আয়ত্যামুত্তরকালেঽপি মৃত্যনন্তরমপি তদ্বদাকৃতিতয়া মুখব্যাদানরূপতয়া তস্থৌ যতো বলবত্তাভ্যাং কৃষ্ণরামাভ্যামকস্মা মুহুঃ স্বস্মিন্নাত্মনি বলবদর্দ্দনং আসসাদ প্রাপ॥ ৩১॥

অধুনা পূর্ব্বং পিন্নাভিঃ পুরবামনয়নাভি স্তুবা হর্ষোদয়াৎ যদুক্তং তদ্বর্ণয়তি—ত্রয়োবিংশেতি। ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌহিণ্যাঃ পরি পরিশব্দো নিরাসার্থে পরং তাসাং পঙ্কজদৃশাং যুৎ যুদ্ধং আরব্ধা ইত্যেব বচঃ অথানন্তরং দ্রুতং শীঘ্রং যুৎ জিতা বভূবেত্যেব বচঃ সমন্তাৎ ব্যাপ্তং বভূব তহি ইহ জয়ে অপরং কিঞ্চিন্নহি যতস্ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌহিণীমতিক্রম্য পুরতস্তস্য কৃষ্ণস্য ক্রিয়াশক্তিরত্র শত্রুনাশিনী শক্তিঃ স্ফুরতি॥ ৩২॥

তদাচ ক্রোধহর্ষাভ্যাং রামস্য চ কৃত্যং বর্ণয়তি—কৃষ্ণেতি। অসৃগ্নদ্যাং রক্তনদ্যাং অবাহয়ৎ প্রাপয়ামাস। অতঃ পূর্ব্বমুক্তং মানবহয়েত্যাদি॥ ৩৩॥

মুখব্যাদান করিয়াছিল, উত্তরকালে অর্থাৎ মরণের পরেও সেইরূপ আকারে মুখব্যাদান করিয়া অবস্থান করিয়াছিল। যেহেতু তখন কৃষ্ণ এবং বলরাম প্রবলবেগে ঐ শত্রুসৈন্যদিগকে পীড়ন করিয়াছিলেন॥ ৩১॥

প্রথমে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী নিরস্ত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এবং শেষে সেই যুদ্ধেই শীঘ্র পরাস্ত হইয়াছে, কমলনয়না পুরাঙ্গনা দিগের এইরূপ বাক্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। অতএব এই জয়ে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। যেহেতু ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী অতিক্রম করিয়া সম্মুখভাগে শ্রীকৃষ্ণের (ক্রিয়াশক্তি শত্রুনাশিনী শক্তি) স্ফূর্ত্তি পাইতেছে॥ ৩২

শ্রীকৃষ্ণের বাণদ্বার যে সকল লোক হত হইয়াছিল, অথবা যে সকল আত্মীয়

অথ তস্মাজ্জাতবহুনৃশংসবীরধ্বংসনাদ্বীরাশংসনাদ্বাহিতেষু তেষু মহারথমপি বিরথমুপদ্রবকারিণমপ্যপদ্রবায় কৃতানুসন্ধং জরাসন্ধমনুদ্রবন্ প্রাণমাত্রমবশিষ্টকটকং গৃহীত্বা শীঘ্রমংহমানং সিংহ ইব গ্রামসিংহং জগ্রাহ। গৃহীত্বা চ তমাঘাতমেবানিনায়। আনীয় চ তং বলহানায় বরুণপাশেন তাবদ্ববন্ধ ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তরমপমানায় মানুষপাশেন চ বধ্যমানং বালবৃদ্ধা-

ততো রামস্য কৃত্যান্তরং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। তস্মাৎ রামাৎ জাতং যৎ বহূনাং নৃশংসানাং ক্রূরাণাং বীরাণাং ধ্বংসনং তস্মাৎ বীরাশংসনাৎ বয়ং বীরা ইত্যাশংসনং গর্ব্বপ্রকাশনং তস্মাদ্বারিতেষু তেষু বলেষু মহারথমপি জরাসন্ধমনুদ্রবন্ জগ্রাহেত্যন্বয়ঃ। তং কিম্ভূতং বিরথং বিগতো শ্রেষ্ঠো রথো যস্য তং,অপদ্রবায় পলায়নায় কৃতোঽনুসন্ধোঽনুসন্ধানং যেন তং প্রাণমাত্রেণাবশিষ্টং যৎ কটকং সেনা তৎ শীঘ্রং গত্বা অংহমানং গচ্ছন্তং কথং জগ্রাহ সিংহো গ্রামসিংহং কুক্কুরমিব। তমাঘাতং বধস্থানমেব আনিনায় বলহানায় বলত্যাগায় বরুণপাশেন বাণজনিতয়া রজ্বা ববন্ধ। তাবচ্ছব্দো বাক্যালঙ্কারে ॥ ৩৪ ॥

তদাচ শ্রীকৃষ্ণস্য কৃত্যং বর্ণয়তি—তদনন্তরমিতিগদ্যেন। মানুষপাশেন দৃঢ়রজ্বা বধ্যমানং জরাসন্ধং কৃষ্ণো বিপাশয়ামাস পাশং বিমোচয়ত্যর্থে লিঙ্। কদা বালবৃদ্ধাবাধসর্ব্বলোকেষু

মূষলদ্বারা হত হইয়াছিল, বলরাম লাঙ্গলদ্বারা আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে রক্তনদীতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর সেই বলরামের নিকট হইতেও বহুতর নৃশংস বীরগণের ধ্বংস হয়। তখন শত্রুসৈন্যদিগের বীরত্ব গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যায়। পরে সিংহ যেরূপ গ্রাম্যসিংহ অর্থাৎ কুক্কুরকে গ্রহণ করে, সেইরূপ বলরামও মহারথী জরাসন্ধের পশ্চাদ্গমন করিয়া তাহাকে ধারণ করিলেন। তখন অপকারী জরাসন্ধের রথ ভ্রষ্ট হইয়াছিল, পলাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল; এবং প্রাণমাত্রাবশিষ্ট সেনাগ্রহণ করিয়া শীঘ্র যাইতেছিল। তৎপরে তাহাকে ধরিয়া বধ্যস্থানে আনয়ন করিলেন। আনয়ন করিয়া তাহার বলক্ষয়ের জন্য বরুণের পাশাস্ত্র বা রজ্জুদ্বারা তাহাকে বন্ধন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, অপমান করিবার জন্য মানবের রজ্জুদ্বারা ইহাকে বন্ধন করা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পাশমোচন

বধ্যখিললোকেষু দত্তাবলোকেষু কৃষ্ণঃ পুনস্তৎসম্বন্ধ্যমানামান-দুর্ম্মান-মানব-নাশনাশয়া বিপাশয়ামাস ॥ ৩৫ ॥

বিপাশিতোঽপি পাশিতইব শঙ্কুচিতগ্রীবাদিরপসরংস্তপসঃ কৃতে কৃতেহঃ পরিম্লানদেহঃ ক্বচিন্নির্জ্জনপথে নির্যন্ নির্হেতি-র্ব্বিরথঃ স বার্হদ্রথঃ কেনচিত্তৎকটকখটহারিণা পরিচিতমূর্ত্তিঃ সপ্রণামং কৃতস্নেহপূর্ত্তিশ্চ জিহ্রেতি স্ম। ততঃ পরং তৎ-

দত্তোঽবলোকো যৈ স্তেষু। যন্মোচনে হেতুং বর্ণয়তি—পুনরিতি। তস্য জরাসন্ধস্য সম্বন্ধিনো যে অমানাঃ পরিমাণরহিতা স্তেচ তে অমানমিয়ত্তারহিতং দুর্ম্মানং যেষাং তে চেতি এবম্ভূতা যে মানবা স্তেষাং নাশনে যা আশা কামনা তয়া ॥ ৩৫ ॥

ততো জরাসন্ধস্য বৃত্তং বর্ণয়তি—বিপাশিত ইতি। পাশাদ্বিমোচিতোঽপি পাশিতঃ রজ্জ্বা-বদ্ধ ইব সঙ্কুচিতো গ্রীবাদির্যস্য স ইব অপসরন্ পলায়মানঃ তপসঃ কৃতে তপোনিমিত্তায় কৃতা ঈহা চেষ্টা যস্য সঃ পরিম্লানো রোগগ্রস্ত ইব দেহো যস্য সঃ, ক্বচিন্নির্জ্জনপথে জনচলাচলরহিত-কুপথে নির্যন্ নির্গচ্ছন্, নির্হেতি নির্গতা হেতিরস্ত্রং যস্মাৎ সঃ, বিগতো ভগ্নো রথো যস্য স জরাসন্ধঃ। সতু তস্য নিজস্য যৎ কটকং রাজধানী তত্র যঃ খটঃ টঙ্কঃ পাষাণদারণোঽস্ত্রং তং হর্ত্তুং ধর্ত্তুং শীলমস্য তেন কেনচিজ্জনেন পরিচিতা মূর্ত্তির্দ্দেহো যস্য স, তেন সপ্রণামং প্রণামেন

করিয়া দিলেন। তৎকালে বালক বৃদ্ধ সকলেই তাহা দেখিতে লাগিল। পাশ-মোচনের কারণ এই, ঐ জরাসন্ধের যে সকল অসংখ্য অসংখ্য এবং ইয়ত্তা রহিত দুষ্ট গর্ব্বে গর্ব্বিত লোক ছিল, তাহাদিগকে বধ করিবার জন্যই এই কার্য্য করা হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

জরাসন্ধ পাশাস্ত্র হইতে মুক্ত হইয়াও পাশবদ্ধ ব্যক্তির মত তাঁহার গ্রীবাদি প্রদেশ সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তখন পলাইতে লাগিল, তপস্যা করিবার জন্য চেষ্টা হইল; রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় দেহ মলিন হইল, মানবগণের চলাচল রহিত কোন নির্জ্জন কুপথে যাইতে লাগিল, তখন তাঁহার অস্ত্র ছিল না, এবং রথও ভগ্ন হইয়াছিল। ঐ সময়ে জরাসন্ধের রাজধানীর পাষাণবিদারক অস্ত্র-ধারী অথবা বাণাধারযুক্ত পুরুষ তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া পরিচয় পাইল, এবং সে ব্যক্তি প্রণাম-পূর্ব্বক স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলে, তিনি লজ্জিত হই-লেন। অনন্তর লোক পরম্পরায় ঐ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তদীয় অধীন সমস্ত

পরম্পরয়া নিশম্য (ক) সর্ব্বৈরপি সকৃপৈস্তদীয়নৃপৈ র্যত্র কুত্রাপগমাৎ কৃতসমাগম স্তপঃ প্রতিগমনাদপগময়াঞ্চক্রে উচে চ।—॥ ৩৬ ॥

অল্পকৈর্যদুভিরল্পমহোভির্নির্জ্জিতা বয়মহো! যদনল্পাঃ।
দিষ্টদিষ্টমথ বিদ্ধি বলিষ্ঠং মন্মহে যদনুজন্ম মহিষ্ঠম্ ॥৩৭॥
ত্বং নৃপ স্তরুণমূর্ত্তিরিতীত্থং বন্যমস্তি ন তপস্তব যোগ্যম্।
কিন্তু তান্নিখিলপালনরূপং দুঃখজং বন-তপস্ত্বভিতো ধিক্ ॥৩৮॥

সহিতং যথাস্যাত্তথা কৃতা স্নেহস্য পূর্ত্তিরতিশয়ো যত্র স জিহ্রেতি স্ম লজ্জিতবান্। তৎপরম্পরয়া নিশম্য শ্রুত্বা তদীয়নৃপৈ স্তদধীনরাজভি র্যত্র কুত্রাপ্যগমৎ, কৃতগমনাৎ কৃতঃ সমাগমো যস্য সঃ তপস্তপস্যাং প্রতিগমনাৎ অপগময়াঞ্চক্রে নিবর্ত্তিতঃ উচে কথিতশ্চ ॥ ৩৬ ॥

তেষাং বাক্যং বর্ণয়তি—অল্পকৈরিতি। অল্পং মহস্তেজো যেষাং তত্রাপ্যল্পৈঃ ক্ষুদ্রপরিমাণৈ র্যদুভিরহো আশ্চর্য্যে অনল্পা বহবো বয়ং নির্জ্জিতা বভূবিম। অথ তৎ দিষ্টদিষ্টং কালোদ্দিষ্টং কালকৃতং বিদ্ধি জানীহি অথ অতো হেতো স্তদ্বলিষ্ঠং মন্মহে তত্র হেতুর্যদ্ যস্মাৎ অনুজন্মনি প্রতিজন্মনি মহিষ্ঠম্ ॥ ৩৭ ॥

কিঞ্চ হে নৃপ! ত্বং তরুণমূর্ত্তি র্যুবদেহঃ ইত্থং প্রকারেণ তব বন্যং বনে কর্ত্তব্যং তপো যোগ্যং নাস্তি। নমু তপঃ সর্ব্বাভীষ্টসাধকং ভবিষ্যতি তত্রাহ—কিন্তু নিখিলপালনরূপং তদপি দুঃখজং দুঃখাজ্জাতং অতোঽভিতঃ সর্ব্বতো বনতপো ধিক্ ॥ ৩৮ ॥

ভূপতিগণ সদয় হইয়া, যে কোন স্থানে পলায়ন কার্য্য হইতে জরাসন্ধের সমাগম হইলে, তপস্যার জন্য গমনোদ্যত তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন, এবং বলিয়াও ছিলেন ॥ ৩৬ ॥

হায়! অল্পবীর্য্য এবং অল্পসংখ্যক যাদবগণ বহুসংখ্যক আমাদিগকে জয় করিয়াছে, ইহা আপনি দৈবকৃত ঘটনা বলিয়া অবগত হইবেন। এই হেতু আমরাও তাহা বলিষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। আবার তাহাই প্রত্যেক-জন্মে অত্যন্ত গুরুতর হইয়াথাকে ॥ ৩৭ ॥

আপনি রাজা। আপনার তরুণ দেহ। এই প্রকারে বনে যে তপস্যার

(ক) নিশম্যেতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপুস্তকে নাস্তি। সকৃপৈরিত্যপি আনন্দপুস্তকে নাস্তি।

ব্রজরাজ উবাচ।—আস্তাং তৎ। কৃষ্ণরাময়োর্নিজা বার্ত্তা তু কীর্ত্ত্যতাম্॥

তাবূচতুঃ ;—

কণ্টকঘনগহনং তৎ কটকযুতাভ্যাং প্রবিষ্টমেতাভ্যাম্।
ন হি পুনরীষল্লবমপি কুত্রাপ্যাসীৎ ক্ষতং নাম॥ ৩৯॥

তদেবং জয়ে তু লব্ধপ্রচয়ে কেচিল্লজ্জাধর্ষাৎ কেচিদ্ধর্ষাদপি সমবেতাঃ সর্ব্ব এব যদবঃ কৃতমহোৎসবতয়া সস্পৃহং গৃহমেব তাবানিন্যুঃ॥ ৪০॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং কথকো দূতয়োর্ব্বাক্যং বর্ণয়তি—কণ্টকেতি। তৎকটকযুতাভ্যাং জরাসন্ধস্য কটকং সেনা তেন মিশ্রিতাভ্যাং কৃষ্ণরামাভ্যাং। যদ্বা কটকযুতাভ্যাং স্বসেনাযুক্তাভ্যামেতাভ্যাং কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎ কণ্টকঘনগহনং কণ্টকেন ক্ষুদ্ররাজসমূহেন ঘনগহনমতিনিবিড়ং প্রবিষ্টং তথাপি তয়োঃ কুত্রাপ্যঙ্গে ঈষল্লবমপি ক্ষতং নাম নহ্যাসীৎ॥ ৩৯॥

তদেবং যুদ্ধজয়ানন্তরং যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। লব্ধঃ প্রচয় আত্মসাৎ কৃতো যস্য তস্মিন্ জয়ে সতি লজ্জায়া যো ধর্ষঃ প্রণাশস্তস্মাৎ সমবেতা মিলিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বে যদবঃ কৃতো মহোৎসবো যেষাং তদ্ভাবতয়া সস্পৃহং সতৃষ্ণং তৌ কৃষ্ণরামৌ গৃহমেবানিন্যুঃ প্রাপয়ামাসুঃ॥ ৪০॥

অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা অত্যন্ত অযোগ্য। কিন্তু যাহাদ্বারা নিখিল লোকের পালন হইতে পারে, তাহাও কষ্ট-সাধ্য। অতএব সর্ব্বতোভাবে বন-তপস্যাকে ধিক্! ॥ ৩৮॥

তখন ব্রজরাজ বলিলেন,—ও কথা এখন থাক। কিন্তু এক্ষণে কৃষ্ণ-বলরামের নিজবার্ত্তা কীর্ত্তন কর।

দূতদ্বয় বলিল, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম জরাসন্ধের সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষুদ্ররাজসমূহদ্বারা অত্যন্ত নিবিড়স্থানে প্রবেশ করেন। তথাপি উভয়ের কুত্রাপি অল্পমাত্রও ক্ষত হয় নাই॥ ৩৯॥

অতএব এইরূপে জয় আত্মসাৎ হইলে অর্থাৎ আপনাদের পক্ষে জয় ঘটিলে, কতিপয় লজ্জাত্যাগ করিয়া এবং কেহ কেহ বা আনন্দভরে মিলিত হইয়াছিল।

ততশ্চ দৃষ্টতদ্বিভবৌ হৃষ্টতয়া লব্ধবলবদুদ্ধবৌ দ্বারী-কৃতোদ্ধবৌ সরামং রামানুজমনুজ্ঞাপ্য তদেতৎকথনায় তদা-জ্ঞাপ্যমানৌ ব্রজমাব্রজন্তাবেতাবাস্বহে ইতি ॥ ৪১ ॥

তদেতদ্দ্ভূতবাচমন্বাচর্য্য মধুকণ্ঠঃ প্রাহ স্ম ।—

মুহুরেবমেব কৃতনির্ব্বন্ধেন জরাসন্ধেন সহ যুদ্ধং জাতং দূতদ্বারা চ বুদ্ধমিতি। কশ্চিৎ কশ্চিত্তদ্বিশেষস্তু প্রস্তুতঃ করিষ্যতে।

অথ ব্রজদূতয়ো র্বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। এতৌ ব্রজদূতৌ ব্রজমাব্রজন্তৌ সন্তৌ সরামং রামানুজমনুজ্ঞাপ্য তদেতদ্যুদ্ধজয়বৃত্তান্তং যত্তস্য কথনায় তাভ্যাং রামরামা-নুজাভ্যাং আজ্ঞাপ্যমানৌ আবামাস্বহে ইত্যন্বয়ঃ। তৌ কিম্ভূতৌ দৃষ্টস্তয়ো রামরামানুজয়ো-র্বিভবঃ প্রভুত্বং যাভ্যাং তৌ হৃষ্টতয়া বলবান্ মহান্ উদ্ধবো হর্ষো যয়ো স্তৌ দ্বারীকৃত উদ্ধবনামা যাভ্যাং তৌ ॥ ৪১ ॥

তদেবং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। অন্বাচর্য্য অনুগম্য এবং কৃতনির্ব্বন্ধেন ভবনং নির্যাদবং করিষ্যামীতি নির্ব্বন্ধো যস্য তেন প্রস্তুতঃ প্রস্তাববিষয়ীকৃতঃ। সগদ্গদতয়া

এইরূপে সমস্ত যাদবগণ অত্যন্ত মহোৎসব সহকারে অভিলাষের সহিত কৃষ্ণ বলরামকে গৃহে আনয়ন করিয়াছিল ॥ ৪০ ॥

অনন্তর আমরা দুইজনে কৃষ্ণবলরামের বৈভব দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রবল উৎসব প্রাপ্ত হই। পরে উদ্ধবকে দ্বারী করিয়া কৃষ্ণ বলরামের অনুজ্ঞা লইয়া, এই কথা বলিবার জন্য তাঁহারা অনুমতি করিলে এই আমরা দুইজনে ব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৪১ ॥

অতএব এইরূপে অতীত বাক্যের অনুসরণ করিয়া মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল। জরাসন্ধ এইরূপে বারংবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল যে, আমি জগৎকে যাদব শূন্য করিব। সেই জরাসন্ধের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আপনি দূত-মুখে জানিতে পারিয়াছেন। অতএব কোন কোন বিশেষ ঘটনার প্রস্তাব করা যাইবে। অতএব এইরূপ বলিয়া গদ্গদস্বরে মধুকণ্ঠের কণ্ঠ কুণ্ঠিত হইয়া আসিলে, এবং

তদেবমুক্ত্বা মধুকণ্ঠে সগদ্গদতয়া কুণ্ঠে শ্রীব্রজেশ্বরে চ স্বোপকণ্ঠে কৃষ্ণমুপলভ্য ধৃততৎকণ্ঠে ব্রজবন্দিন স্তদিদং পঠিতবন্তঃ ॥ ৪২ ॥

দুহিতৃদ্বৈতাদথ জামাতুঃ শমনং শ্রুত্বা দ্রুতমায়াতুঃ।
মগধান্ পাতুঃ কটকং প্রেক্ষ্য হরিরাহেদং বলমুৎপ্রেক্ষ্য ॥
ভবিকং জাতং স জরাজাতঃ স্বয়মুদ্যম্য স্ফুটমায়াতঃ।
অথ শস্ত্রাদ্যং দ্যোরভিযাতং শকুনং মেনে হরিরিতশাতম্ ॥
সহসা ভ্রাতা সহসা রুদ্ধমকরোচ্ছত্রুং কলয়ন্ যুদ্ধম্।
তুহিনস্তোমং স যথা সূরঃ কটকং তদ্বদ্ধতবান্ শূরঃ ॥

কুণ্ঠে বক্তুমশক্তে সতি স্বোপকণ্ঠে স্বস্য সমীপে কৃষ্ণমুপলভ্য ধৃতকণ্ঠে ধৃতঃ কৃষ্ণস্য কণ্ঠো যেন তস্মিন্ শ্রীব্রজেশ্বরে চ সতি তদিদমনন্তরোক্তম্ ॥ ৪২ ॥

বন্দিজনভণিতং বর্ণয়তি—দুহিতৃদ্বৈতাদিতি। দুহিতৃদ্বৈতাৎ অস্তিপ্রাপ্তিনামযুগলাৎ জামাতুঃ কংসস্য শমনং মৃত্যুং শ্রুত্বা দ্রুতং শীঘ্রমায়াতুরাগচ্ছতঃ মগধান্ পাতুর্জরাসন্ধস্য কটকং সেনাং প্রেক্ষ্য নিরীক্ষ্য বলং বলরামং উৎপ্রেক্ষ্য বাগ্বিষয়ীকৃত্য হরিরিদমাহ, ভবিকং মঙ্গলং জাতং। স জরাসন্ধঃ স্বয়মুদ্যম্য উদ্যোগং কৃত্বা আগতবান্। তথানন্তরং ঊর্দ্ধলোকাৎ শস্ত্রাদ্যং আদিপদেন রথাশ্বাদি অভিযাতং সংপ্রাপ্তং ইতং প্রাপ্তং শাতং সুখং যেন তৎ শকুনং শুভং মেনে। স হরির্ভ্রাত্রা রামেণ সহ যুদ্ধং কলয়ন্ সম্পাদয়ন্ শত্রুং জরাসন্ধং রুদ্ধং বোধবিষয়ীভূতমকরোৎ তত্র যথা সূরঃ সূর্য্য স্তুহিনস্তোমং হিমরাশিং হন্তি তদ্বৎ শূরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কটকং সেনাং হতবান্।

শ্রীব্রজরাজ আপনার নিকটে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কণ্ঠ ধারণ করিলে পর, স্তব পাঠকগণ এইরূপে স্তব করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

অনন্তর মগধ দেশের রক্ষাকর্ত্তা জরাসন্ধ, অস্তি এবং প্রাপ্তি এই দুই কন্যার নিকট হইতে জামাতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া শীঘ্র আগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ জরাসন্ধের সৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া এবং মনে মনে বলরামের বিষয় চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন। ইহাই মঙ্গলের বিষয় যে, জরাসন্ধ উদ্যম করিয়া স্বয়ংই স্পষ্টই আগমন করিয়াছে। অনন্তর উর্দ্ধ লোক হইতে অস্ত্র শস্ত্র, রথ এবং অশ্বাদি আসিয়াছিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ সুখপ্রাপ্ত শুভ চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতা বলরামের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রু জরাসন্ধকে রুদ্ধ করেন। তথায়

দ্বিষতাং গাত্রাদভবন্নদ্যঃ বিশিখৈর্দ্দলিতাৎ পরিতঃ সদ্যঃ ।
কিমতঃ কথ্যং বিভবদ্বন্ধং তমিতশ্চক্রে স জরাসন্ধম্ ॥
পুনরিত্থং ষোড়শধা জিত্বা তমথান্যাংশ্চ দ্বিষতশ্ছিত্ত্বা ।
অধুনা সোঽয়ং স সুধাবৃষ্টিং রচয়ন্ ভাতি ব্রজভৃদ্দৃষ্টিম্ ॥
ইতি ॥ ৪৩ ॥

অথ রাধামাধব-সদসি কথা যথা—মধুকণ্ঠঃ প্রাহ ।—॥৪৪॥

মুহুরপি সমরং হরের্দ্বিষদ্ভির্ব্রজবনিতাস্তু নিশম্য তস্য কান্তাঃ ।
সকলমপি বিসস্মরুঃ স্বদুঃখং হরি হরি দুর্ব্বহবুক্ককম্পমাপুঃ ॥৪৫।

বিশিখৈর্ব্বাণৈর্দ্দলিতাৎ বিদারিতাৎ দ্বিষতাং শত্রূণাং গাত্রাৎ পরিতঃ সর্ব্বতো নদ্যোঽভবন্। অতঃপরং কিং কথ্যং স হরিস্তং জরাসন্ধং ইতঃ প্রাপ্তঃ সন্ বিভবদ্বন্ধং বিশেষেণ ভবন্ বন্ধো যস্য তাদৃশং চক্রে। ইত্থং প্রকারেণ তং জরাসন্ধং ষোড়শধা ষোড়শবারং জিত্বা অন্যাংশ্চ দ্বিষতঃ শিশুপালাদীন্। অধুনা সোঽয়ং ব্রজভৃৎ ব্রজপোষকঃ সুধাবৃষ্ট্যা সহ বর্ত্তমানাং দৃষ্টিং রচয়ন্ ভাতি ॥ ৪৩ ॥

এতৎপ্রসঙ্গং সমাপয়িতুং মধুকণ্ঠো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। যথা যথাবৎ ॥ ৪৪ ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—মুহুরিতি। ব্রজবনিতা ব্রজসম্বন্ধিনো বনিতা জাতানুরাগাঃ তস্য হরেঃ কান্তাঃ প্রেয়স্যো মুহুরপি দ্বিষদ্ভিঃ শত্রুভিঃ সহ হরেঃ সমরং যুদ্ধং নিশম্য শ্রুত্বা সকলমপি স্বদুঃখং বিসস্মরুঃ। হরি হরীতি খেদে। কিন্তু দুর্ব্বহমসহ্যং বুক্ককম্পমাপুঃ ॥ ৪৫ ॥

সূর্য্য যেরূপ হিম রাশি নষ্ট করে, সেইরূপ বীর শ্রীকৃষ্ণ শত্রু সেনা বধ করেন। বাণ বিদলিত শত্রুগণের দেহ হইতে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বতোভাবে নদী সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার পর আর কি বলিব, শ্রীকৃষ্ণ সেই জরাসন্ধকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বিশেষ করিয়া বন্ধন করেন। এই প্রকারে তিনি ষোলবার জরাসন্ধকে জয় করিয়া এবং অন্যান্য শিশু পালাদি শত্রুদিগকে বধ করিয়া, এক্ষণে ব্রজের পুষ্টিসাধন পূর্ব্বক সুধার মত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকার সভায় যেরূপ কথা হইয়াছিল, মধুকণ্ঠ তাহা বলিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসিনী অনুরাগিণী কামিনীগণ, শত্রুগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বারংবার যুদ্ধ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল, হায় ? হায় ? অসহ্য হৃৎকম্পও প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

সম্প্রতি জিত্বা শক্রূন্ সাধুনাং লঘু নিবৃত্ত্য নিশ্চিন্তঃ।
সোঽয়ং ক্রীড়তি রাধে! তব নবনবসঙ্গ-রঙ্গসংসঙ্গী ॥ ৪৬ ॥

তদেবং পূর্ব্বপূর্ব্ববদপূর্ব্বং সুখং কুর্ব্বন্তৌ সর্ব্ববন্তৌ সূতকুমারসন্তৌ বাসমাসন্নবন্তৌ। শ্রীরাধা-মাধবৌ চ পরস্পরমপরস্পরমাচরিতচরিতারাধনতয়া কামধাম প্রবিশ্য নিকামং নিজকামং জগ্মতুরিতি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু জরাসন্ধবন্ধনং
ত্রয়োদশং পূরণম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাধাং প্রত্যাহ--সংপ্রতীতি। সাধূনাং শক্রূন্ লঘু শীঘ্রং জিত্বা শক্রজয়ে নিবৃত্তঃ নিশ্চিন্তঃ সন্ সোঽয়ং হরি স্তব নবনবসঙ্গরঙ্গে সংসর্গী সম্বন্ধবিশিষ্টঃ সন্ ক্রীড়তি ॥ ৪৬ ॥

স্বয়ং কবিশ্চ প্রসঙ্গং সমাপয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ শ্রোতৃণামপূর্ব্বং সুখং কুর্ব্বন্তৌ সর্ব্ববন্তৌ শুভবন্তৌ যদ্বা সর্ব্বগুণবন্তাবিতি পাঠঃ সুগমঃ। সূতকুমারাণাং মধ্যে সন্তাবুত্তমৌ বাসং স্বগৃহমাসন্নবন্তৌ প্রাপ্তৌ বভূবতুঃ শ্রীরাধামাধবৌ চ পরস্পরমুভৌ অপরস্পরমভিন্নং ক্রিয়াসাতত্যং বা যথাস্যাৎ তথাচরিতং যচ্চরিতং লীলা তদারাধ্যতে সম্পাদ্যতে যত্র তদ্ভাবতয়া নিষ্কামং স্বচ্ছন্দং যথাস্যাত্তথা কামধাম কামগৃহং প্রবিশ্য নিজকামং স্বাভিপ্রায়ং জগ্মতুরিতি ॥ ৪৭ ॥

ইত্যুত্তরচম্প্বাং ত্রয়োদশং পূরণম্ ॥ ০ ॥

হে রাধিকে! সম্প্রতি সাধুগণের বিপক্ষদিগকে শীঘ্র জয় করিয়া শক্রজয়ে নিবৃত্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এই সেই শ্রীকৃষ্ণ নব নব মিলনরঙ্গে সংসৃষ্ট থাকিয়া বিহার করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্বের মত শ্রোতৃবর্গের অপূর্ব্ব সুখউৎপাদন করিয়া, সর্ব্বগুণযুক্ত সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূতকুমারদ্বয়, স্ব স্ব আবাসে আগমন করিল। শ্রীরাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণও পরস্পর অভিন্নভাবে লীলা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কাম গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় স্বচ্ছন্দভাবে স্ব স্ব অভিপ্রেত বিষয় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূকাব্যে জরাসন্ধ বন্ধন নামক
ত্রয়োদশ পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশং পূরণম্ ।
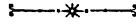
কালযবন-জয়-বিবরণম্ ।

অন্যেদ্যুশ্চ শ্রীমদ্ব্রজযুবরাজদর্শনামৃতবর্ষহর্ষব্রজভাসিষু ব্রজবাসিষু স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—॥ ১ ॥

অথ সাগ্রজাবরজব্রজঃ শ্রীব্রজরাজঃ পরমপর্ব্বপূর্ব্বকং দানমাচর্য্য কংসশত্রোর্যাবৎসর্ব্বশত্রুক্ষয়মক্ষয়স্বস্ত্যয়নসত্র-মারব্ধবান্ । যত্র তেষাং তন্মঙ্গলাভিসন্ধানং কেবলং বলবদা-

---

চতুর্দ্দশে পূরণেঽস্মিন্ যবনস্য বিনাশনম্ ।
জরাসন্ধস্য ব্যাজেন জয়ঃ কৃষ্ণেন বর্ণ্যতে ॥ ০ ॥

অথ লীলান্তরং বর্ণয়িতুং স্বয়ং কবিঃ প্রক্রমতে—অন্যেদ্যুরিত্যাদিগদ্যেন। অন্যেদ্যুঃ পর-দিবসে শ্রীকৃষ্ণদর্শনেন যোঽমৃতবর্ষস্তেন হর্ষস্য ব্রজঃ সমূহস্তেন ভাসিতুং প্রকাশিতুং শীলং যেষাং তেষু ব্রজবাসিষু বিদ্যমানেষু স্নিগ্ধকণ্ঠঃ কথয়ামাস ॥ ১ ॥

তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যমনুবদতি অথেত্যাদিগদ্যেন। সাগ্রজাবরজব্রজঃ অগ্রজেন রামেণ সহ বর্ত্তমানো যোঽবরজঃ কৃষ্ণঃ স এব ব্রজো গতিঃ কাম্যো যস্য সঃ। পরমপর্ব্বপূর্ব্বকং স্বস্তিবাচনাদি বাদ্যাদি পুরঃসরং কংসশত্রোঃ কৃষ্ণস্য যাবতাং সর্ব্বশত্রূণাং ক্ষয়ো যস্মাদেবংভূতং অক্ষয়মেব স্বস্ত্যয়নং

এই চতুর্দ্দশ পূরণে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যবনের বিনাশ, এবং ছল পূর্ব্বক জরাসন্ধের জয় বর্ণিত হইবে।

অন্য দিবসে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন রূপ অমৃত বর্ষণ এবং সেই সুধা বৃষ্টির আনন্দে সমুদয় ব্রজবাসিগণ মগ্ন হইলে স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

অনন্তর শ্রীব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে আপনার গতিরূপে বিবেচনা করিয়া, স্বস্তিবাচন এবং বাদ্যাদি পূর্ব্বক দান করিয়া কংসশত্রু শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকারে সমস্ত বিপক্ষগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এইরূপে অক্ষয়মঙ্গলজনক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যে যজ্ঞে শ্রীব্রজরাজ প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণের শুভ চিন্তাই কেবল প্রবল

সীৎ। তদ্দর্শনানুসন্ধানস্তু তদনুগতমেব। যতঃ সর্ব্বদুর্গম-দুর্গাবাসঃ শূরবর্গান্তর্ব্বাসশ্চ তয়োরেভিরভিমত আসীৎ। ইতি স্থিতে পূর্ব্ববদ্দূতগমনাগমনান্তরালেষু বার্ত্তাসমুৎসুকতয়া যাপিতকালেষু গোপালেষু স চমূনাং বিচেতা বিচেতা জরাসন্ধ-স্তদ্বিধ এব মুহুঃ কৃতানুবন্ধঃ শ্রুতঃ। শ্রীরামকৃষ্ণৌ পুনস্তত্র বিতৃষ্ণৌ স্বপালিতবৃষ্ণিপালিভিরেব তথা তথা তং পরাজিষ্ণুং চক্রতুর্ন তু স্বয়মিতি চাবকলিতম্॥ ২॥

সুমঙ্গলং তচ্চ তৎ সত্রং যজ্ঞশ্চেতি তমারব্ধবান্। যত্র সত্রে তেষাং শ্রীব্রজরাজাদীনাং তন্মঙ্গলাভি-সন্ধানং কৃষ্ণস্য শুভানুচিন্তনং বলবন্মুখ্যং তদ্দর্শনানুসন্ধানং কৃষ্ণস্য নিরীক্ষণপর্য্যালোচনং তদনুগতং মঙ্গলানুসন্ধানস্যানুগতমধীনং তত্র হেতু র্যত ইতি; সর্ব্বেষাং দুর্গমো যো দুর্গো জলমধ্যভূমি স্তত্রা বাসঃ তথা শূরবর্গাণাং মহাবলিষ্ঠানামন্তর্মধ্যে বাসশ্চ তয়ো রামকৃষ্ণয়োরেভির্ব্রজবাসিভিঃ। দূতানাং গমনাগমনে অন্তরালে মধ্যগতে যেষাং তেষু বার্ত্তায়াং যা সমুৎসুকতা সম্যক্ কামোদ্যমতা তয়া যাপিতকালেষু সৎসু স বিচেতা অত্যজ্ঞঃ জরাসন্ধশ্চমূনাং সেনানাং বিচেতা বিশেষেণ চয়ন-কর্ত্তা তদ্বিধে ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌহিণীসেনাসাহিত্য এব কৃতোঽনুবন্ধো যস্য সঃ। তত্র যুদ্ধে জরা-সন্ধজয়ে বিতৃষ্ণৌ বিগতাভিলষৌ সন্তৌ স্বপালিতবৃষ্ণিপালিভিঃ স্বাভ্যাং রক্ষিতা যা বৃষ্ণশ্রেণয় স্তাভিরেব তথা তথা তেন তেন যুদ্ধজয়কৌশলপ্রকারেণ তং পরাজিষ্ণুং পরাজয়শীলং চক্রতুঃ অব-কলিতং অবধারিতং॥ ২॥

ভাবে ঘটিয়াছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পর্য্যালোচনা সেই শুভ চিন্তার অধীনই হইয়াছিল। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের সকলের অগম্য দুর্গমধ্যে বাস এবং মহাবলিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যে বাস, ঐ সমস্ত ব্রজবাসিগণের অভিপ্রেত হইয়াছিল। এইরূপ ঘটিবার পর, মধ্যে মধ্যে দূতগণের গমনাগমন হইলে সেই বার্ত্তা শ্রবণ করিতে উৎকণ্ঠিতভাবে গোপগণ কালযাপন করিলে, বিশেষরূপে সেনাগণের সংগ্রহকর্ত্তা সেই নিতান্ত মূর্খ জরাসন্ধ যে ঐরূপ ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সেনার সমাগমেই অনুবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিল, ইহা শ্রবণ করা গিয়াছে। আর কৃষ্ণ বলরাম সেই যুদ্ধে জরাসন্ধকে জয় করিতে নিঃস্পৃহ হইয়া আপনাদের রক্ষিত যদুবংশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারাই তত্তৎ যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজয় করেন। কিন্তু স্বয়ং তাহার অবধারণ করিতে পারেন নাই॥ ২॥

যদবোঽপ্যথ যজ্জিগ্যু র্ম্মাগধমজিতস্য তেজসা তদ্ধি।
তত্ত্বানাং কিল বর্গাঃ, সসৃজুর্ব্বিশ্বং যথা তথা বিদ্ধি ॥৩॥

অথ সর্ব্বতঃ প্রসৃতং পদ্যমিদং চ শুশ্রুবে ॥ ৪ ॥

নৈবাশ্চর্য্যং হরেস্তদ্বহুকটকঘটাঘাতনং ভাতি কিন্তু
স্পষ্টং তৎসংগ্রহাত্মব্যসনমিহ মুহুর্ম্মাগধক্ষোণিপাতুঃ।
অগ্নিঃ খল্বিন্ধনানাং নিযুতশতমপি প্লুষ্টমেবাশু কুর্য্যা-
ত্তাবত্তদ্বিচেতা পুনরিহ সুচমৎকারকারিত্বমেতি ॥ ইতি ॥৫॥

ননু কৃষ্ণয় স্তাদৃশবলবিশিষ্টঃ জরাসন্ধং কথং জিতবন্ত স্তত্রাহ যদব ইতি। যদবো যন্মাগধং জরাসন্ধং জিগ্যু র্জিতবন্ত স্তৎ জয়নমজিতস্য কৃষ্ণস্য তেজসেতি বিদ্ধি। যথা তত্ত্বানাং মহদাদীনাং বর্গাঃ সমূহা ভগবতস্তেজসা বিশ্বং সসৃজুরিতি ॥ ৩ ॥

যদুভি র্জরাসন্ধবিজয়ো নাশ্চর্য্যসম্পাদক ইত্যাহ অথেতিগদ্যেন। প্রসৃতং খ্যাতং ॥ ৪ ॥

হরেঃ শক্রহন্তৃত্বমনায়াসসাধ্যং শত্রোশ্চ আত্মীয়জনসক্ষয়ক্লেশভাক্ত্বং বর্ণয়তি—নৈবেতি। বহুনাং কটকঘটানাং সেনাসমূহানাং তৎ ঘাতনং নাশনং নৈবাশ্চর্য্যং ভাতি, কিন্তু মাগধক্ষৌণিপাতু র্জরাসন্ধস্য মুহুস্তাসাং বহুকটকঘটানাং সংগ্রহে আত্মনো ব্যসনং শরীরকষ্টাদি সুষ্ঠু আশ্চয্যং ভাতি। উভয়ত্র দৃষ্টান্তং ক্রমেণ দর্শয়তি—ইন্ধনানাং কাষ্ঠানাং নিযুতশতমপি অগ্নিঃ খলু নিশ্চিতং আশু শীঘ্রং প্লুষ্টং দগ্ধং ভস্মৈব কুর্য্যাৎ তত্তদ্বিচেতা তেষাং তেষাং ইন্ধনানাং বিশেষেণ চয়নকর্ত্তা সুচমৎকারকারিত্বং অল্পোঽগ্নিরয়ং সর্ব্বাণীন্ধনানি আশু দহতীতি আশ্চর্য্য মিতীতি ॥ ৫ ॥

অনন্তর মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বপদার্থসমূহ যেরূপ ভগবানের তেজো দ্বারাই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়া থাকে; সেইরূপ যাদবগণও যে মগধ দেশাধিপতি জরাসন্ধকে জয় করিয়াছেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের তেজোদ্বারাই হইয়াছে, ইহা অবগত হইবেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর চারিদিকে বিস্তারিত বিখ্যাত এইরূপ পদ্যও ঐ সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যে বহুতর সেনাসমূহ বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে, এবং মগধদেশাধিপতি মহারাজ জরাসন্ধের যে বারংবার বহুতর সেনাসমূহ সংগ্রহ করিতে শরীরের কষ্টাদি ঘটিয়াছিল, তাহাই কিন্তু স্পষ্টই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই

কিঞ্চ—

আগাৎ প্রাক্ স যদা তত্র দ্বিত্রবারং জরাসুতঃ।
তদা সম্ভ্রমমাধত্ত লোকানাং হাসমন্যদা ॥ ৬ ॥

সোঽয়ং দুহিতুরুপগন্তা পুনঃ সমাগত ইতি। অত্র বৈহাসিক-দ্বয়সম্পাদ্যং প্রশ্নোত্তরময়মিদং পদ্যং চ সর্ব্বত্র প্রত্যপদ্যত ॥৭॥

আনীয় প্রস্মরণং মুহুরপমানং স্বশক্রুণা রচিতম্।
উদ্যমমুচ্চৈস্তনুতে মূঢ়ঃ কোঽসৌ জরাসন্ধঃ ॥ ইতি ॥৮॥

তত্র চ যুদ্ধে কৌশলান্তরমাহ আগাদিতি। স জরাসুতঃ প্রাক্ যদা তত্র মথুরায়াং দ্বিত্রবারং আগাৎ তদা লোকানাং সম্ভ্রমং ব্যগ্রতামাধত্ত আহিতবান্। অন্যদা চতুর্থাদিপ্রভৃতিষোড়শবারাগমে তদা লোকানাং হাসমাধত্ত ॥ ৬ ॥

হাসপ্রকারং বর্ণয়তি—সোঽয়মিতিগদ্যেন। দুহিতুরুপগন্তা দুহিতুঃ কন্যায়াঃ সম্বন্ধে স্বীকৃত-যদুকুলবিজয়ঃ। বৈহাসিকদ্বয়সম্পাদ্যং বিদূষকদ্বয়েন সম্পাদ্যং প্রত্যপদ্যত প্রতিপন্নং বর্ত্ততে ॥৭॥

তৎ পদ্যং যথা আনীয়েতি। স্বশক্রুণা শ্রীকৃষ্ণেন রচিতমপমানং প্রকর্ষেণ স্মরণমানীয় মুহু-রুচ্চৈরুদ্যমং তনুতে অসৌ মূঢ়ঃ ক ইতি প্রশ্নে উত্তরবাক্যং অসৌ জরাসন্ধ ইতি ॥ ৮ ॥

দুই বিষয়েই দৃষ্টান্ত এই অগ্নি নিযুত সংখ্যক (দশ সহস্র) কাষ্ঠকে আশুই ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, এবং তত্তৎ কাষ্ঠের চয়নকর্ত্তা অগ্নি সমস্ত কাষ্ঠ আশু দগ্ধ করিয়া থাকে, ইহাই সুমহৎ আশ্চর্য্য জনক ॥ ৫ ॥

অপিচ, সেই জরাসন্ধ পূর্ব্বে যখন ঐ মথুরায় দুই তিন বার আগমন করেন তখন লোকগণের ব্যগ্রতা ঘটিয়াছিল, কিন্তু শেষবারে মথুরায় আসিলে সকলে হাস্য করিয়াছিল ॥ ৬ ॥

ঐ সেই জরাসন্ধ কন্যার সম্বন্ধে যদুবংশবিজয়ে স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার আগ-মন করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে হাস্যকারী বিদূষক দ্বয়ের সম্পাদনীয়, প্রশ্ন এবং উত্তর-পূর্ণ এইরূপ পদ্যও সর্ব্বত্র প্রতিপন্ন হইয়াছিল॥ ৭ ॥

নিজশক্র শ্রীকৃষ্ণ যে অপমান করেন, তাহা ভাল করিয়া স্মরণ করত বার-ম্বার যে অত্যন্ত উদ্যম করিয়া থাকে, ঐ মূঢ় কে ? এই প্রশ্নের উত্তর ঐ মূঢ় জরা-সন্ধ ॥ ৮ ॥

তদেবং স্বতনয়বিজয়ং ব্রজপতিনা শ্রুত্বা শ্রুত্বা স্ববস্ত্যমনু স্বস্ত্যয়নসত্রমেব বর্দ্ধিতং। সমনন্তরং চ তাবদনন্তমপি হবিরাদি-হবির্দ্রব্যং হুতভুজি হুতং। অতীতসঙ্খ্যাবন্ধনং তু সর্ব্বং ধনং শস্তক্রমাদেব দেবভূদেবসাৎ কৃতং ॥ ৯ ॥

তদেবং তন্মধ্যে মথুরাপুরায়াধ্বানং গচ্ছৎসু প্রচ্ছন্নদূতেষু সৎসু কদাচিদ্দূতবিশেষাবাগত্য শেষাখ্যানং বিখ্যাপয়ামাসতুঃ ॥ ১০ ॥

যত্র সুখসম্ভেদমিমং নিবেদয়ন্তাবুৎফুল্লমুখকমলতামবাপতুঃ। রাজন্! সাম্প্রতমিদং বিরাজমানং বৃত্তমাসীৎ। যদ্বিদর্ভনগর্য্যাং ভবদর্ভকস্য গমনং মঙ্গলসঙ্গমনং বৃত্তমাসীৎ ॥১১॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। ব্রজরাজেন কৃষ্ণবিজয়ং শ্রুত্বা শ্রুত্বা স্ববস্ত্যং স্বগৃহং অনুলক্ষীকৃত্য স্বস্ত্যয়নসত্রং মঙ্গলযজ্ঞ এব বর্দ্ধিতং। সমনন্তরং তন্মধ্যে হবিরাদি ঘৃতাদি হবির্দ্রব্যঃ হবনীয়দ্রব্যং হুতভুজি অগ্নৌ হুতং। অতীতসংখ্যাবন্ধনং অতীতং সংখ্যাবন্ধনং সংখ্যা-নৈয়ত্যং যস্য তদসংখ্যং সর্ব্বং ধনং শস্তক্রমাৎ স্বস্ত্যয়নক্রমাদেব দেবভূদেবসাৎ কৃতং দেবেভ্যো ভূদেবেভ্যো বিপ্রেভ্যো দেয়ং কৃতং ॥ ৯ ॥

অথ বৃত্তান্তরং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। মথুরাপুরায়েতি পুরশব্দোঽদন্তোঽপ্যস্তি মথুরাপুরং হৃদিকৃত্য তস্যাধ্বানং পন্থানং গচ্ছৎসু প্রচ্ছন্নদূতেষু জনাগোচরেষু দূতেষু সৎসু দূত-বিশষৌ বিশেষসন্দেশধারকৌ ॥ ১০ ॥

বিজ্ঞাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—যত্রেতিগদ্যেন। সুখসম্ভেদং সুখস্য সম্ভেদঃ সঙ্গো যত্র তং, উৎফুল্লে

অতএব এই প্রকারে শ্রীব্রজরাজ নিজপুত্রের বিষয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপনার গৃহে মাঙ্গলিক যজ্ঞ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। অনন্তর অনন্ত ঘৃতাদি হবনীয় (হোমযোগ্য) পদার্থ অনলে নিক্ষেপ করেন। শেষে অসংখ্য সমস্ত ধন দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে দান করেন ॥ ৯ ॥

অতএব এইরূপে তাহার মধ্যে কতিপয় গুপ্ত দূত মথুরাপুরে যাইবার জন্য পথে গমন করিলে, একদা দুইজন বিশেষ দূত আগমন করিয়া অবশিষ্ট উপাখ্যান নিবেদন করিল ॥ ১০ ॥

যে প্রসঙ্গে এই প্রকার সুখসঙ্গ নিবেদন করিতে গিয়া ঐ দূতদ্বয়ের মুখ কমল

ব্রজরাজ উবাচ ;—(ক) হন্ত ! তাস্যাতিদূরে কথং কথং গন্তব্যতা জাতা ?

দূতাবূচতুঃ ;—জরাসন্ধাদীনাং তত্র গমনানুসন্ধানেন ॥

ব্রজরাজ উবাচ ;—তে চ কিং বিধাতুং তত্র সন্নিধানমবাপুঃ ?

যেন তস্মিন্নপি স্ফুটগস্বস্থিতমনাঃ সহসা রংহসা বৎসঃ প্রস্থিতবান্ ॥

দূতাবূচতুঃ ;—বিদর্ভপালস্য তস্য বালাং শিশুপালায় দাপয়িতুং সর্ব্বেঽপি মিলিত্বা গর্ব্বেণ কংসহন্তুস্তত্র খর্ব্বেহতাং বিধাপয়িতুঞ্চ ॥

মুখকমলে যয়োঃ তয়ো র্ভাবস্তাং। রাজন্ হে ব্রজরাজ বিদর্ভনগর্য্যাং ভীষ্মকরাজপুর্য্যাং মঙ্গলস্য সঙ্গমনং যত্র এবম্ভূতং গমনং বৃত্তং গতমাসীৎ ॥ ১১ ॥

ততো ব্রজরাজস্য দূতয়োশ্চ বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—ব্রজ ইত্যাদিগদ্যেন। তস্য কৃষ্ণস্য সন্নিধানং নৈকট্যং যেষাং তেষাং সান্নিধ্যেন অস্বস্থিতমনাঃ সুচঞ্চলচিত্তঃ রংহসা বেগেন। বিদর্ভপালস্য ভীষ্মকস্য বালাং রুক্মিণীনাম্নীং সর্ব্বে জরাসন্ধাদয়ঃ খর্ব্বা হ্রস্বা ঈহা চেষ্টা যস্য তস্তাবতাং বিধাপয়িতুঞ্চ অবাপুরিতি পূর্ব্বক্রিয়াসম্বন্ধঃ। উত্তরবৃত্তং পরবৃত্তান্তং উত্তরবিষয়ীক্রিয়তাং প্রতিবাক্যবিষয়ীক্রিয়তাং। মাস্তেতি ব্রজরাজস্য সম্বোধনং অন্যথা তৈ স্তব পুত্রস্য খর্ব্বেহতাং

প্রফুল্ল হইয়াছিল। তাহারা বলিল, মহারাজ ? সম্প্রতি এই সংবাদ বিরাজিত হইয়াছে। যেহেতু বিদর্ভনগরে অর্থাৎ ভীষ্মকরাজের পুরীতে আপনার পুত্র গমন করাতে মঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, হায় ? কি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অতিদূরে গমন হইয়াছিল। দূতদ্বয় কহিল, জরাসন্ধ প্রভৃতির তথায় গমন হইয়াছে কি, না, ইহার অনুসন্ধানের জন্য ব্রজরাজ কহিলেন তাহারাও তথায় কি কার্য্য করিতে সম্মিলিত হইয়াছিল। যেহেতু সেই স্থানেও প্রকাশ্যে অত্যন্ত চঞ্চল চিত্তে বৎস সহসা সবেগে প্রস্থান করেন। দূতদ্বয় বলিল, বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের রুক্মিণী নামে এক যুবতি কন্যা

(ক) হন্ত তাবতিদূরে কথং গন্তব্যতাং জাত্রা ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

ব্রজরাজঃ সভয়মুবাচ ;—উত্তরবৃত্তমুত্তরবিষয়ীক্রিয়তাম্ ॥

দূতাবূচতুঃ ;—মান্য! মান্যথা মন্যস্ব। তব তনূজনুষঃ কুতূহলমেব খল্বিদং। তথাপি তস্য তত্রাগতস্য বিদর্ভবৃদ্ধ-মহারাজতাসমৃদ্ধনিঃস্পৃহভক্তিপ্রথক্রথকৌশিকগৃহসঙ্গতস্য (ক) তেজ এব দুর্হৃদুদ্বেজনং জাতং ॥ ১২ ॥

ইদং তত্র গমনাদিকং খলু নিশ্চিতং কৌতুহলমেব তথাপি একাকিতয়া তত্র গমনেঽপি তস্য ভবৎ-পুত্রস্য বিদর্ভে যা বৃদ্ধা প্রাচীনা চিরায় মহারাজতা তয়া সমৃদ্ধৌ তৌ চ তৌ নিঃস্পৃহভক্তিপ্রথৌ চেতি নিঃস্পৃহা স্পৃহারহিতা যা ভক্তিপ্রথা ভক্তিবিস্তারো যাভ্যাং তৌ চ তৌ ক্রথকৌশিকৌ চেতি তয়ো গৃহে সঙ্গতস্য তেজঃ শক্তিবিশেষঃ দুর্হৃদাং জরাসন্ধশিশুপালাদীনাং উদ্বেজনং মনঃকষ্ট-প্রদং জাতং ॥ ১২ ॥

আছে। সেই কন্যা শিশুপালকে দান করিতে জরাসন্ধ প্রভৃতি সকলেই একত্র মিলিত হইয়া, সগর্ব্বে কংসনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণের যাহাতে চেষ্টা খর্ব্ব হইয়া যায়, তাহার নিমিত্ত সেই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছিল। ব্রজরাজ সভয়ে বলিলেন, পরবর্ত্তী সংবাদের উত্তর দাও। দূতদ্বয় বলিল, হে মান্য? আপনি অন্য প্রকার কিছুই ভাবিবেন না। তথায় যে আপনার পুত্র গমন করিয়াছেন, ইহা ভবদীয় পুত্রের নিশ্চয়ই কৌতুহল জানিবেন, তথাপি তিনি তথায় আগমন করিলে, প্রাচীনকাল হইতে বিদর্ভ দেশে যে "মহারাজ পদ" আছে, সেই পদ দ্বারা সমৃদ্ধিশালী, অথচ নিঃস্পৃহভাবে ভক্তিবিস্তারকারী সেই দুইজন ক্রথকৌশিকের গৃহে তিনি উপস্থিত হইলে, তাঁহার তেজে জরাসন্ধ এবং শিশুপাল প্রভৃতি শত্রুগণের মনের কষ্ট হইয়াছিল ॥ ১২ ॥

(ক) সর্ব্বত্র ক্রথকৈশিকেতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

যথা ;—

জ্ঞাত্বা তং ক্রথকৌশিকালয়গতং শ্রীমন্তমন্তং নিজং
মন্বানাঃ সহ ভীষ্মকেন যমবদ্ভীষ্মং নৃপা মেনিরে।
চণ্ডজ্যোতিরুপেত্য নিত্যমুদয়ক্ষ্মাভৃৎপরস্তাত্তটং
তেজঃসঙ্ঘটনাং বিনাপি ঘটতে রাত্রিঞ্চর-ত্রস্তয়ে ॥১৩॥

অথ সর্ব্বনায়কস্য তস্য সাহায়কং গরুড়শ্চ পরমাতিশায়কতা-সরূঢ়তয়া ব্যূঢ়বান্ ॥ ১৪ ॥

তত্তেজঃপ্রকাশনং যথা জ্ঞাত্বেতি। ক্রথকৌশিকালয়গতং শ্রীমন্তং তং কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা নিজমন্তং নিজাবসানং মন্বানাঃ ভীষ্মকেণ সহ তে নৃপা যমবৎ ভীষ্মং ভয়ঙ্করং মেনিরে। তত্র দৃষ্টান্তঃ চণ্ড-জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ উদয়ক্ষ্মাভৃৎ পরস্তাত্তটং নিত্যমুপেত্য তেজঃসংঘটনং প্রকাশনং বিনাপি রাত্রি-ঞ্চরাণাং রাক্ষসানাং পেচকাদীনাম্বা ত্রস্তয়ে ত্রাসায় ঘটতে ॥ ১৩ ॥

তত্র সহায়ং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। সর্ব্বনায়কস্য তস্য কৃষ্ণস্য পরমাতিশায়কতাসরূঢ়তয়া রূঢ়েন খ্যাতিনা সহ বর্ত্তমান স্তস্য ভাবঃ সরূঢ়তা পরমাতিশায়কতা চাসৌ সরূঢ়তা চেতি তয়া ব্যূঢ়বান্ সংগতবান্ ॥ ১৪ ॥

সেই শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রথকৌশিকের আলয়ে সমাগত জানিয়া ভীষ্মক-রাজার সহিত সমস্ত ভূপতিগণ নিজ নিজ অবসান ভাবিয়া তাঁহাকে যমের মত ভয়ঙ্কর বোধ করিয়াছিল। তথায় দৃষ্টান্ত এই সূর্য্যদেব নিত্যই উদয়াচলের পর বর্ত্তী তটে গমন করিয়া তেজঃ প্রকাশ ব্যতিরেকে নিশাচর ও রাক্ষসাদি অথবা পেচকাদির ত্রাস উৎপাদন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর গরুড়ও সেই প্রসিদ্ধ সর্ব্ববিজয়িনী শক্তির সহিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য করিয়াছিল ॥ ১৪ ॥

যথা ;—

ক্ষারাব্ধিক্ষিতিভৃৎ ক্ষিতিক্ষিতি-করক্ষোভক্রিয়াতিক্ষম-
দ্বিট্পক্ষক্ষয়-দক্ষপক্ষপবনব্যাক্ষিপ্তবৃক্ষাদিকঃ।
দুষ্টক্ষ্মাপতিলক্ষ-লক্ষ্যদনুজক্ষিপ্রাক্ষিবিক্ষোভণ-
জ্যোতিঃক্ষিপ্তিরঘক্ষিদীক্ষণ-পথং পক্ষিক্ষিতীক্ষিদ্‌গতঃ ॥১৫॥

অন্যত্র চণ্ডতা তস্য চণ্ডতাং প্রত্যপদ্যত।
হরেস্তু নিকটে সৌম্য! সৌম্যতা নাপ সৌম্যতাম্ ॥১৬॥

তদাচ গরুড়সংগমনং বর্ণয়তি—ক্ষারাব্ধীতি। তদা পক্ষিক্ষিতীক্ষিৎ পক্ষিণাং রাজা ঈক্ষণ-পথং লোচনপথমাগতঃ স কিম্ভূতঃ ক্ষারাব্ধের্লবণসমুদ্রস্য ক্ষিতিভৃতাং পর্ব্বতানাং ক্ষিতে ভূর্মে যে ক্ষিতিকরাঃ ক্ষয়কারকাঃ তেষাং ক্ষোভক্রিয়ায়ামতিক্ষমোঽতিপটুঃ তদা দ্বিট্পক্ষাণাং শত্রুপক্ষাণাং ক্ষয়ে দক্ষো নিপুণো যঃ পক্ষপবনঃ পক্ষজাতো বায়ু স্তেন ব্যাক্ষিপ্তা বৃক্ষাদয়ো যেন সঃ। তথা দুষ্টক্ষ্মাপতীনাং দুষ্টভূভুজাং যল্লক্ষং তেন লক্ষ্যাশ্চিহ্নিতা যে দনুজা অসুরা স্তেষাং ক্ষিপ্রং শীঘ্রং অক্ষ্ণাং চক্ষুষাং বিক্ষোভণে জ্যোতিষ স্তেজসঃ ক্ষিপ্তি র্নিক্ষেপো যেন সঃ। তথা অঘক্ষিৎ পাপক্ষয়কারী ॥ ১৫ ॥

তস্য স্থানবিশেষে ভাববৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—অন্যত্রেতি। তস্য গরুড়স্য চণ্ডতা রুচ্যুগ্রতা অন্যত্র চণ্ডতাং তীক্ষ্ণতাং প্রত্যপদ্যত। সৌম্য হে রাজন্ হরেস্তু নিকটে তস্য সৌম্যতা স্নিগ্ধতা সৌম্যতাং মনোজ্ঞতাং নাপ অপি তু প্রাপ্তবতী ॥ ১৬ ॥

তৎকালে পক্ষিরাজ গরুড় সকলের নেত্রপথে আগমন করিল। যাহারা লবণ সমুদ্রের সমস্ত পর্ব্বতের ভূমিপ্রদেশ ক্ষয় করিত, তাহাদের ক্ষোভ কার্য্যে গরুড়ের সমধিক নৈপুণ্য ছিল। শত্রুপক্ষদিগের ক্ষয়কার্য্যে একান্ত নিপুণ, পক্ষজাতপবনদ্বারা গরুড় বৃক্ষাদি উৎপাটিত করিতেছেন। লক্ষ লক্ষ দুষ্ট নরপতিচিহ্নিত অসুরদিগের নেত্রপথ সত্বর ক্ষুব্ধ করিবার জন্য গরুড় তেজো নিক্ষেপ করিতেছেন, এবং গরুড়কে দেখিলে সকলের পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে ॥১৫॥

হে মহারাজ! গরুড়ের চণ্ডতা অর্থাৎ রুচির উগ্রতা অন্যস্থানে চণ্ডতা বা তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহার সৌম্যতা বা স্নিগ্ধভাব কি স্নিগ্ধতা মনোজ্ঞতা প্রাপ্ত হয় নাই? অর্থাৎ পাইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

ব্রজরাজঃ সহর্ষমুবাচ ;—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ ;—তদেবং বৈরিখর্ব্বেষু সর্ব্বেষু সর্ব্বথা খর্ব্বগর্ব্বেষু ক্রথকৌশিকাবাগত্য গত্যন্তরং কংসান্তকায় শশংসতুঃ। সর্ব্ববিজ্ঞাধিরাজ! তাদিদমাবয়োর্ব্বিজ্ঞাপনমঙ্গীকৃত্য সাঙ্গীকৃত্যমস্মদঙ্গীকরণম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—কামমাজ্ঞাপ্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

তাবূচতুঃ ;—

কমপি মনোরথলাভং লুভ্যৎ ক্ষুভ্যদ্বিভাতি নৌ হৃদয়ম্।
তস্মাদভিলষ্যংস্তং ভগবন্নঙ্গীকুরুষ্ব নৌ কৃপয়া ॥ ১৮ ॥

পুন স্তেষাং বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—ব্রজ ইত্যাদিগদ্যেন। খর্ব্বং সংখ্যাভেদে বৈরিণাং খর্ব্বেষু খর্ব্বপরিমাণেষু খর্ব্বঃ গর্ব্বো যেষাং তেষু গত্যন্তরং রাজাসনস্বীকারযুক্তিং অস্মদঙ্গীকরণং সাঙ্গীকৃত্যং আবয়োরঙ্গীকারঃ সাঙ্গীকার্য্যঃ ॥ ১৭ ॥

তয়োরঙ্গীকরণপ্রকারং বর্ণয়তি—কমপীতি। নোঽস্মাকং হৃদয়ং কমপি মনোরথলাভং লুভ্যদাকাঙ্ক্ষমাণং ক্ষুভ্যদান্দোলনং কুর্ব্বৎ বিভাতি প্রকাশতে তস্মাদ্ধেতোঃ হে ভগবান্ নৌ আবয়োঃ কৃপয়া তং মনোরথলাভং অভিলষ্যন্ অভিলাষং কুর্ব্বন্ অঙ্গীকারং কুরু ॥ ১৮ ॥

ব্রজরাজ সহর্ষে বলিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় বলিল ;—অতএব এই প্রকারে অসংখ্য অসংখ্য বিপক্ষগণের গর্ব্ব সর্ব্বপ্রকারে খর্ব্ব হইয়া আসিলে, ক্রথকৌশিক আগমন করিয়া কংসনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রাজসিংহাসন স্বীকারের যুক্তি নিবেদন করিল। হে সর্ব্ববিজ্ঞরাজ! অতএব এইরূপে আমাদের দুইজনের বিজ্ঞাপন স্বীকার করিয়া আমাদের অস্বীকারও স্বীকার করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, স্বচ্ছন্দভাবে নিবেদন কর ॥ ১৭ ॥

দূতদ্বয় কহিল, হে ভগবন্! আমাদের হৃদয় কোনও প্রকার মনোরথ প্রাপ্তি বাসনা করিয়া আন্দোলন প্রকাশ পূর্ব্বক শোভা পাইতেছে। অতএব আমাদের উপর কৃপা করিয়া সেই মনোরথপ্রাপ্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করুন ॥ ১৮ ॥

তচ্চৈবং নিবেদয়াবঃ ;—তেষাং সর্ব্বেষামেব কৃতভবদ্দ্বেষাণাং রাজবেষাণামসুরাণাং ভীষ্মজাস্বয়ম্বরতৃষ্ণাতুরাণাং সভাপ্রভাত এব ভবিতেতি সম্যঙ্ নিশম্যতে। তত্র তব চ গন্তুং শস্তমনস্তা নিশাম্যতে। তত্র চ হন্ত! রাজতামনঙ্গীকৃতবতস্তব রাজাসনানঙ্গীকৃতিরপি সম্ভাব্যতে। তে চাসন্তস্তত্র প্রহসন্ত এব বর্ত্তন্তে। স কথমত্রাসমত্রাগত্য নীচাসন-সচমানতয়া-পত্রপামপযাপয়িষ্যতীতি। সম্প্রতি চাত্র ভবতঃ প্রতিলব্ধস্য তত্র গত্যাগতী দ্বে অপ্যগতী। যদস্মাভির্দ্বয়মপি ন দৃশ্যতয়া

গত্যন্তরং নিবেদয়তি তচ্চৈবমিতিগদ্যেন। কৃতো ভবতি দ্বেষো যৈ স্তেষাং রাজ্ঞামিব বেষো যেষাং ভীষ্মজায়া রুক্মিণ্যাঃ স্বয়ম্বরে যা তৃষ্ণা তয়া আতুরাণাং ব্যগ্রাণাং সভা একত্র মিলনং প্রভাতে প্রাতঃকালে নিশম্যতে শ্রূয়তে। শস্তমনস্তা শস্তং তেষামুপশমায় মনো যস্য তদ্ভাবতা নিশাম্যতে বিজ্ঞায়তে রাজতাং রাজ্যং। তে জরাসন্ধাদয়ঃ স ভবান্ কথমত্রাসং ত্রাসরহিতং যথাস্যাৎ তথা আগম্য নীচাসনে যা সচমানতা সঙ্গতিঃ তয়া অপত্রপাং লজ্জামপযাপয়িষ্যতি অপগময়িতাসি। অত্র প্রতিলব্ধস্য সংপ্রাপ্তস্য তত্র সভায়াং গত্যাগতী গমনাগমনে অগতী গতি

তাহাই আমরা দুই জনে এইরূপে নিবেদন করিতেছি। যাহারা আপনার উপরে দ্বেষ করিয়াছে এবং যাহারা ভীষ্মনন্দিনী রুক্মিণীর স্বয়ম্বর বিষয়ে তৃষ্ণাতুর হইয়াছে, সেই সকল রাজবেশধারী অসুরগণের প্রভাতকালেই এক সভা হইবে, ইহা আমরা ভাল করিয়া শুনিয়াছি। এবং ইহাও আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তথায় যাইতে এবং তাহাদিগকে নাশ করিতে আপনার মন আছে। হায়? সেই স্থানে আপনি যদি রাজত্ব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে রাজসিংহাসন স্বীকারেরও সম্ভাবনা দেখিনা। এবং ঐ সকল দুষ্ট জরাসন্ধ প্রভৃতি তথায় হাসিয়াই বিদ্যমান আছে। তাহারা এই বলিয়া উপহাস করিবে যে, সেই ব্যক্তি (শ্রীকৃষ্ণ) কিরূপে নির্ভয়ে এইস্থানে আগমন করিয়া, নীচ লোকের আসনে সমবেত হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ করিতে পারিবে। সম্প্রতি আপনি যদি তথায় উপস্থিত হন, তাহা হইলে সেই সভায় আপনার গমনাগমনেরও কোন উপায় নাই। যে হেতু আমরা গমনাগমন এই দুইটি বিষয়ই অদৃশ্যরূপে (অযোগ্যরূপে) বিবেচনা করিতেছি। এই কারণে আমরা

পরামৃশ্যতে। তস্মাদিদন্তু নিবেদয়াবঃ। যদাবয়োঃ প্রাজ্যমিদং রাজ্যমুরীকৃত্য কৃত্যমিদমুররীকৃত্য চ ভৃত্যজনানস্মানুররীকুর্ব্বন্তু তত্রভবন্ত ইতি ॥ ১৯ ॥

ব্রজরাজ উবাচ ;—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—

যদ্যপি জগদুন্নতপদগপদং মনুতে ব্রজেন্দ্র! পুত্রস্তে।
তদপি চ ভক্তাগ্রহতঃ সাগ্রহবত্তন্মনাগুরীকুরুতে ॥ ২০ ॥

রহিতে দ্বয়মপি গমনাগমনপি। উচ্চাসনপ্রাপ্ত্যর্থং আবয়োঃ প্রাজ্যং শ্রেষ্ঠমিদং রাজ্যং উরীকৃত্য অঙ্গীকৃত্য কৃত্যমিদং রাজ্যস্বীকারমুররীকৃত্য বিস্তার্য্য উররীকুর্ব্বন্ত স্বীকুর্ব্বন্ত, তত্রভবন্তঃ পূজ্যা ইতি ॥ ১৯ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—দূতাবিতিগদ্যেন। সতু শ্রীকৃষ্ণ স্তূষ্ণীকতাং মৌনতাং তদভ্যনুজ্ঞামনুমায় মৌনং সম্মতিলক্ষণমিতিন্যায়াদিতি শেষঃ। উন্মনীভবদ্ভ্যাং উদ্গ্রীবচিত্তাভ্যাং অভ্যাত্তাঞ্জলিতয়া কৃতাঞ্জলিমুদ্রয়া অভ্যধায়ি কথিতং। তৎ কথনপ্রকারং বর্ণয়তি—তদিতি রাজতীতি নিজচরণ রাজীবে চেতি তাভ্যাং রাজয়ন্তঃ দীপয়ন্তঃ ॥

দুই জনে কিন্তু ইহাই নিবেদন করিতেছি যে, আপনারা যখন পূজ্য ব্যক্তি, তখন আপনারা আমাদের দুই জনের এই শ্রেষ্ঠরাজ্য স্বীকার করিয়া এবং এই রাজত্বস্বীকার কার্য্য বিস্তার করিয়া আমাদের মত এই সকল ভৃত্যদিগকে স্বীকার করুন ॥ ১৯ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর—তারপর। দূতদ্বয় কহিল, হে ব্রজরাজ! যদ্যপি আপনার পুত্র জগতের উন্নতপদকেও তুচ্ছ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন তথাপি ভক্তগণের উপর অনুগ্রহ হেতু আগ্রহসহকারে তিনি অল্পমাত্র তাহা স্বীকার করিবেন। ব্রজরাজ কহিলেন, কিরূপ মর্য্যাদা পর্য্যাপ্ত হইয়াছে? দূতদ্বয় কহিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মৌনী হইয়া তাহাদের অনুজ্ঞা অনুমান করিলে তাহারা দুইজনে উৎকণ্ঠিত মনে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার এইরূপ বলিয়াছিল। অতএব এই আমাদের রাজসিংহাসন, সত্বই মনোরম নিজপাদপদ্ম দ্বারা আপনি বিরাজিত করুন ॥ ২০ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—মর্য্যাদা কা পর্য্যাপিতা।

দূতাবূচতুঃ—ততঃ স তু তূষ্ণীকতাং পুষ্ণাতি স্মেতি তদভ্য-নুজ্ঞামনুমায় তাভ্যামুন্মনীভবদ্ভ্যামভ্যাত্তাঞ্জলিতয়া পুনরিদ-মভ্যধায়ি। (ক) তদেতদদ্য সদ্য এবাস্মাদ্রাজাসনং রাজন্নিজ-চরণরাজীবাভ্যাং রাজয়ন্তঃ সন্তু ভবন্ত ইতি। অথ সঙ্কোচ-বশাদপি তদস্মৈ রোচমানমবলোচমানয়োরনয়োর্যদা তদাসন-নিবেদনারম্ভঃ সম্ভবন্নাসীত্তদাকাশ-সকাশাদ্বাণীয়মিন্দ্রদূতাদুদ্ভূতা সাবকাশা বভূব ॥ ২১ ॥

ভো! ভো! মা রাজযুগ্ম! স্বককুলততিভির্ভুক্তমুক্তং মহীক্ষিৎ-পীঠং কৃষ্ণায় দাঃ কিন্ত্বপরমথ বয়ং দিব্যনব্যং দদামঃ।
ইন্দ্রাদ্যাঃ কে যদেষ স্বজনি শিবরমাণামপি প্রাগভীজ্যঃ
কিন্তু ক্ষ্মাপাধিপত্বে বত! সময়বশাদেনমভ্যর্চ্চয়ামঃ ॥ ২২ ॥

ততো যদভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। অস্মৈ কৃষ্ণায় রোচমানং তদ্রাজাসনং অবলোচমানয়োঃ পশ্যতো রনয়োঃ ক্রথকৌশিকয়ো স্তদাসননিবেদনারম্ভ স্তস্য রাজাসনস্য যন্নিবেদনং সমর্পণং তস্যা রম্ভঃ তদা ইন্দ্রদূতাৎ উদ্ভূতেয়ং বাণী আকাশসকাশাৎ সাবকাশা সাবসরা বভূব ॥ ২০—২১ ॥

সা বাণী বধা তদ্বর্ণয়তি—ভো ভো ইতি। রাজযুগ্ম হে রাজযুগল স্বকুলততিভিঃ স্বকুল-শ্রেণিভি ভুক্তমুক্তং আদৌ ভুক্তং পশ্চান্মুক্তং অর্থাদুচ্ছিষ্টং মহীক্ষিৎপীঠং রাজপীঠং কৃষ্ণায় মাঃ দাঃ ন দদস্ব কিন্তু বয়মপরং দিব্যং দিবি স্বর্গে ভবং তত্রাপি নব্যং। নন্বাবয়ো রাজাসনং ইন্দ্রাদ্যাঃ কাময়ন্তে তত্রাহ ইন্দ্রাদ্যাঃ কে ইতি। যদ্যস্মাদেষ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বজনি ব্রহ্মা শিবো রুদ্রো রমা লক্ষ্মী-

অনন্তর সঙ্কুচিতভাব বশতই ঐ উভয়ে দর্শন করিল যে ঐ রাজাসন শ্রীকৃষ্ণের রুচিজনক হইয়াছে। ঐ সময়ে তাহারা রাজাসনের বিষয় নিবেদন করিতে উপক্রম করিলে, আকাশস্থিত ইন্দ্রদূত হইতে এইরূপ বাক্য অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২১ ॥

হে হে রাজযুগল! যে রাজাসন নিজবংশ শ্রেণীদ্বারা পূর্ব্বে উপভুক্ত এবং পশ্চাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেই উচ্ছিষ্ট রাজাসন তুমি শ্রীকৃষ্ণকে দান করিও

(ক) অভ্যধত্তাং। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌর পাঠঃ।

অথ সুখবিরাজমানৌ লব্ধনিখিলরাজমানৌ রাজানৌ তদেতদ্বৃত্তং প্রামাণিকবৃন্দং বৃত্তহরং বিধায় জরাসন্ধাদি-সদসি সন্ধাপয়ামাসতুঃ ॥ ২৩ ॥

এতচ্চ শৃণ্বৎসু বিচারং বিবৃণ্বৎসু চ তেষু দ্বিষৎসু তত্রৈব ত্রৈপিষ্টপপ্রধানমিন্দ্রস্তদিদমন্তর্দ্ধানাদভিধাপয়ামাস। যথা চিত্রাঙ্গদ স্তদ্বাক্যতয়েদং বদতি স্ম—॥ ২৪ ॥

রাসামপি প্রাগভীজ্যঃ পূর্ব্বং পূজ্যঃ সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ। নন্বেবং ভবন্তঃ কথং রাজাসনং দাতুং চেষ্টন্তে তত্রাহ কিন্ত্বিতি অস্য ক্ষ্মাপাধিপত্বে রাজাধিপত্বে সতি। বতেতি হর্ষে সময়বশাৎ এনং শ্রীকৃষ্ণমভ্যর্চ্চয়ামঃ সম্যক্ পূজয়ামঃ ॥ ২২ ॥

তদেতৎ শ্রুত্বা তৌ যচ্চক্রতু স্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। লব্ধং নিখিলরাজমানং যাভ্যাং তৌ প্রামাণিকবৃন্দং বিজ্ঞতমসমূহং বৃত্তহরং দূতং বিধায় তদেতদ্বৃত্তং জরাসন্ধাদীনাং সদসি সভায়াং সন্ধাপয়ামাসতুঃ সঙ্গমিতবন্তৌ ॥ ২৩ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—এতচ্চেতিগদ্যেন। এতৎ পূর্ব্বোক্তং ইন্দ্রদূতাৎ প্রকাশিতং ত্রৈপিষ্টপানাং দেবানাং প্রধানমিন্দ্রঃ অজহল্লিঙ্গত্বাৎ ক্লীবত্বং অন্তর্ধানাদন্তর্ধানং প্রাপ্য অভিধাপয়ামাস কথয়ামাস। চিত্রাঙ্গদো দূতবিশেষঃ তদ্বাক্যতয়া ইন্দ্রবাক্যতয়া ইদং বক্তব্যমবদৎ ॥ ২৪ ॥

না। কিন্তু ইহার পরে আমরা স্বর্গীয় অথচ নব্যরাজাসন দান করিতেছি। যদি বল ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাদের দুই জনের রাজাসন কামনা করিতেছে, তাহা বলা কেবল বৃথা মাত্র। কারণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ অতিতুচ্ছ বস্তু। যেহেতু এই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে আত্মযোনি ব্রহ্মা, মহাদেব, এবং লক্ষ্মীদেবীরও পরম পূজ্য। কিন্তু ইহাঁর রাজাধিপত্ব বিদ্যমান থাকিতে, আহা ? সময় বশতঃ এই শ্রীকৃষ্ণেরই অর্চ্চনা করিতেছি ॥ ২২ ॥

অনন্তর ঐ দুই জন রাজা সুখে বিরাজ করিয়া এবং রাজার সম্মান লাভ করিয়া, বিজ্ঞতম সমূহকে দূত করত এই সংবাদ, জরাসন্ধ প্রভৃতি দুষ্টগণের সভায় প্রেরণ করিলেন ॥ ২৩ ॥

এই সকল শত্রুগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিচার করিলে, সেই স্থানেই স্বর্গবাসী দেবগণের প্রধান ইন্দ্রদেব অন্তর্হিত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রোঽহং বঃ প্রবক্ষ্যে শৃণুত বত ! নৃপাঃ !
সোঽয়মস্মাভিরিজ্যঃ
শ্রীকৃষ্ণস্তত্র গোবর্দ্ধনমভিসিষিচে
নাম গোবিন্দনাম্না।
এতং রাজেন্দ্রতায়ামিহ নিধিকলসৈঃ
সিচ্যমানং ন যঃ স্যাৎ
দ্রষ্টা নাত্রানুমন্তাপ্যথ স তু ভবিতা
চক্রিণানেন বধ্যঃ ॥ ইতি ॥ ২৫ ॥

অথ সর্ব্বেঽপি ব্রজস্থাঃ সোল্লাসং পপ্রচ্ছুঃ।—ততস্ততঃ ? দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ তেষু কেচিৎ পুনরতীব ভীতা বিনীতা

তদ্বক্তব্যং বর্ণয়তি—ইন্দ্র ইতি বো যুস্মান্ ইজ্যঃ পূজ্যঃ তত্র ব্রজে গোবর্দ্ধনমভিলক্ষীকৃত্য নাম প্রকাশ্যে রাজেন্দ্রতায়াং গোবিন্দনাম্না অভিসিষিচে ইহ স্থানে রাজেন্দ্রতায়াং নিধিকলসৈঃ সিচ্যমানমেতং যো ন দ্রষ্টা স্যাৎ অত্রাভিষেকে নানুমন্তা স্যাৎ সতু চক্রিণা অনেন কৃষ্ণেন বধ্যো ভবিতেতি ॥ ২৫ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—অথ সর্ব্বে ইতি গদ্যেন। সোল্লাসং সহর্ষং। তত্র রাজা-

---

যাহাতে চিত্রাঙ্গদ বা দূত বিশেষ ইন্দ্রের বাক্যরূপে এই বক্তব্য বাক্য বলিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

হে নৃপগণ ! আমি ইন্দ্র। আমি তোমাদিগকে বলিব। তোমরা সকলেই শ্রবণ কর। এই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলেরই পূজ্য। ইহা সত্য যে শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজের মধ্যে "গোবিন্দ" নাম ধারণ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্টই অভিষেক করেন। এইস্থানে রাজেন্দ্রভাব প্রকাশ পাইলে যে ব্যক্তি ঐ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে রত্নকলস দ্বারা সিক্ত হইতে না দেখে, এবং এই অভিষেক কার্য্যে যে ব্যক্তি না অনুমতি করে; সেই ব্যক্তি কিন্তু এই চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের বধ্য হইবে ॥ ২৫ ॥

অনন্তর ব্রজবাসী সকলেই উল্লাসিত মনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, অনন্তর তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত

ইব তত্রাগতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন তু সাদরমনুমতাস্তদনুগতা ইবাসন্। যে চ জরাসন্ধাদয়ো গর্ব্বদুর্গন্ধাঃ কতিচিন্নাগতাস্তে বিজমানমনসঃ স্বাগমনে ব্যাজং ব্যঞ্জন্তস্তানেব নিজপ্রতিনিধিতয়া জ্ঞাপয়ামাসুঃ ॥ ২৬ ॥

লব্ধেঽপ্যানৃততু স্তস্মিন্ মাগধে তং হতঃ স্ম ন।
রামকৃষ্ণৌ তথাপ্যত্র নানৃতাদ্বিররাম সঃ ॥ ২৭ ॥
তৎপ্রতিনিধয়স্তু তত্র চিত্রতামবাপুঃ ॥ ২৮ ॥

ভিষেকস্থানে তদনুগতাঃ। শ্রীকৃষ্ণাধীনাঃ। গর্ব্বদুর্গন্ধা গর্ব্বেণ দুষ্টো গন্ধ আমোদো যেষাং তে বিজমানমনস উদ্বেগিচিত্তাঃ স্বাগমনে স্বেষামগমনে গমনাভাবে ব্যাজং ছলং ব্যঞ্জন্তঃ প্রকাশয়ন্তঃ তানেব আত্মীয়বর্গান্ ॥ ২৬ ॥

ততো রামকৃষ্ণৌ যচ্চক্রতু স্তদ্বর্ণয়তি—লব্ধে ইতি। তস্মিন্ মাগধে লব্ধেঽপি রামকৃষ্ণাবা নৃততুঃ স্পর্দ্ধামৈশ্যং বা চক্রতুঃ। যদ্বা দয়য়ামাসতুঃ নতু তং হতঃ স্ম ন জঘ্নতুঃ। তথাপি স মাগধোঽনৃতাৎ কাপট্যান্ন বিররাম ॥ ২৭ ॥

তেষাং প্রতিনিধয়ো যচ্চক্রু স্তবর্ণয়তি—তদিতিগদ্যেন। চিত্রতামাশ্চর্য্যতাং ॥ ২৮ ॥

হইয়াও বিনীতের মত সেই রাজ্যাভিষেক স্থানে গমন করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সমাদরপূর্ব্বক তাহাদিগকে অনুমতি করিলে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের অধীনের মতই হইয়াছিল। আর জরাসন্ধ প্রভৃতি যে কতিপয় ব্যক্তি গর্ব্বমদে মত্ত হইয়া সেই স্থানে আগমন করে নাই, তাহাদের চিত্ত উদ্বিগ্ন হয়, এবং যাহাতে আপনাদের তথায় গমন না হয়, তদ্‌বিষয়ে ছল করিয়া, আপনাদের প্রতিনিধিরূপে সেই সকল আত্মীয়বর্গদিগকে জানাইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

সেই মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধকে লাভ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম কেবল স্পর্দ্ধা ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তথাপি সেই জরাসন্ধ ঐ বিষয়ে কপটতা হইতে নিরস্ত হয় নাই ॥ ২৭ ॥

তাহাদের প্রতিনিধিসকল কিন্তু তদ্‌বিষয়ে আশ্চর্য্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥

যতঃ ;—

অষ্টাভিঃ স্পষ্টমূর্দ্ধান্নিধিমণিকলসৈরাত্মনা সিচ্যমানং
চূর্ণৈরামোদপূর্ণৈরপি কুসুমশতৈর্দ্দৈবতৈরর্চ্চ্যমানং।
বস্ত্রালঙ্কারসিংহাসনধবলমহশ্চামরচ্ছত্রমুখ্যৈ-
র্দ্দিব্যৈর্দ্দীব্যদ্ভিরর্থৈর্ব্বলিতরুচিমমুং শত্রব স্তেঽপ্যপশ্যন্ ॥২৯॥

তদা জয়-নমঃ-শব্দমভ্রস্থা স্ত্রিদশা ব্যধুঃ।
প্রতিশব্দমিব ত্রস্তাঃ শত্রবোঽপ্যত্র তং দধুঃ ॥ ৩০ ॥

কিং বহুনা ? তথা তে তৎপ্রতাপতপ্তা যথা জরাসন্ধং

তেষাং চিত্রতাপ্রাপণে হেতুং বদন্ তেষাং দর্শনপ্রকারং বর্ণয়তি—অষ্টাভিরিতি। উর্দ্ধাৎ উর্দ্ধদেশং প্রাপ্য অষ্টাভির্নিধিমণিকলসৈরাত্মনা প্রযত্নেন স্পষ্টং যথাস্যাদ্দৈবতৈঃ সিচ্যমানং তথা আমোদপূর্ণৈশ্চূর্ণৈঃ কর্পূরাদিভিরপি কুসুমশতৈঃ পুষ্পরাশিভিরপি অর্চ্চ্যমানং পূজ্যমানং তথা বস্ত্রৈরলঙ্কারৈঃ সিংহাসনেন ধবলং মহঃ কান্তি র্যেষাং তৈ শ্চামরেণ ছত্রাদিভির্দীব্যদ্ভিরর্থৈ হীরকাদিযুক্ত-তরবালাদিভিশ্চ বলিতা দীপ্তা রুচিঃ কান্তি যস্য তমমুং তে শত্রবোঽপি অপশ্যন্ ॥ ২৯ ॥

যদন্যদাশ্চর্য্যং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেতি। তদা অভিষেকসময়ে অভ্রস্থা আকাশস্থিতা দেবা জয়শব্দং নমঃশব্দং ব্যধুঃ শত্রবোঽপি জরাসন্ধাদয় স্ত্রস্তাঃ সন্তঃ প্রতিশব্দং প্রতিধ্বানমিব তং জয়-নমঃ-শব্দং দধুঃ ॥ ৩০ ॥

শত্রুমণ্ডলানাং কৃত্যান্তরং বর্ণয়তি—কিং বহুনেতিগদ্যেন। তে শত্রব স্তস্য কৃষ্ণস্য প্রতাপেন

সেই সকল শত্রুগণও তৎকালে তাঁহাকে দর্শন করিল যে অষ্টরত্নময় এবং মণিকুম্ভ উর্দ্ধদেশে গিয়া যত্নসহকারে স্পষ্টই তাঁহাকে অভিষেক করিতেছে। আমোদপূর্ণ কর্পূরাদিচূর্ণ এবং সৌরভপূর্ণ শত শত পুষ্পরাশিদ্বারা দেবতাগণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতেছে। বিবিধ বস্ত্র এবং অলঙ্কারদ্বারা এবং সিংহাসন-দ্বারা শুভ্রকান্তি চামর ও ছত্রপ্রভৃতি পদার্থ, এবং দীপ্যমান হীরকাদিযুক্ত তরবালাদিপদার্থদ্বারা তৎকালে তাঁহার মনোহর কান্তি হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥

সেই অভিষেক কালে আকাশস্থিত দেবগণ জয়শব্দ এবং নমঃশব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। জরাসন্ধপ্রভৃতি বিপক্ষগণও যেন ভয় পাইয়া তাহার প্রতি ধ্বনি করিয়াছিল ॥ ৩০ ॥

অধিক কি বলিব তৎকালে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতাপে এইরূপ উপতপ্ত

সঙ্গত্য গত্যন্তরমপশ্যন্তস্তাং ভীষ্মজাশাম্যপি পরিত্যজ্য যথাস্বমাশাং গতাঃ ॥ ৩১ ॥

ব্রজরাজ উবাচ ;—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ ;—

ততো যথাযথমমুকান্ সমাদধদ্ভবৎকুলপ্রভববিধুর্যথাগতং।
সমাব্রজন্মধুপুরমোদমাবহৎ পরং তদা ব্রজদিশমার্দ্রমৈক্ষত ॥৩২॥

সর্ব্বে সাস্রং পপ্রচ্ছুঃ ;—ভবতোঃ প্রস্থাপনং কুর্ব্বতা তেন কিং স্থাপনমাচরিতম্ ॥ ৩৩ ॥

তেজসা তপ্তা যথা যথাবৎ, গত্যন্তরং শিশুপালায় রুক্মিণীং সংগময়িতুমুপায়ান্তরং, ভীষ্মজাশাং রুক্মিণীবিষয়াং বাসনাং যথাস্বমাশাং স্বস্বদেশদিশম্ ॥ ৩১ ॥

অথ ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতবাক্যং বর্ণয়তি—তত ইতি। ততো ভবৎকুলপ্রভববিধুঃ কৃষ্ণঃ যথাযথং যথাযোগ্যং অমুকান্ ক্রথকৌশিকাদীন্ সমাদধৎ অর্থাৎ সন্তোষয়ন্ সন্ যথাগতং তথা সমাব্রজন্ মধুপুরমোদমাবহৎ প্রাপয়ামাস। তদা আর্দ্রং সস্নেহং যথাস্যাত্তথা ব্রজসম্বন্ধিদিশং ঐক্ষত দৃষ্টবান্ ॥ ৩২ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—সর্ব্বে ইতিগদ্যেন। ভবতো দূতয়োস্তেন কৃষ্ণেন স্থাপনং সমাধানং আচরিতং বিরচিতম্ ॥ ৩৩ ॥

হইয়াছিল যে, জরাসন্ধের সহিত মিলিত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, সকলেই সেই রুক্মিণীর আশা বিসর্জ্জন দিয়া স্ব স্ব দেশের দিকে গমন করিয়াছিল ॥ ৩১ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর আপনার বংশজাত শশধর (শ্রীকৃষ্ণ) যথাবিধি ক্রথ-কৌশিকপ্রভৃতিকে সন্তুষ্ট করিয়া যে পথ দিয়া আসিয়া ছিলেন, সেই ভাবেই আগমন করিয়া মথুরাপুরের হর্ষ উৎপাদন করিলেন ; কিন্তু তৎকালে সস্নেহে কেবল ব্রজেরদিক দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

সকলে সজলনয়নে জিজ্ঞাসা করিল। তোমাদের দুই জনকে প্রেরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ কার্য্যের সমাধান করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

দূতাবূচতুঃ ;—

দৃশ্যতে কিমপি সম্বিধানকং
মদ্বিমোচনবিধায়ি সম্প্রতি ।
কিন্তু হন্ত ! বিধিনা ক্রিয়েত চে-
ত্তদ্‌ব্রুবে কিমু যুবান্তু গচ্ছতম্ ॥ ইতি ॥ ৩৪ ॥

তদেবং দূত-বাক্যং সমাপ্য স্নিগ্ধকণ্ঠঃ স্বয়মাহ স্ম ।—

অথ তদ্বদ্ভবৎপ্রভবপরবশেঽষ্টাদশে জরাসন্ধবন্ধে লব্ধ-প্রবন্ধে ব্রজতঃ সন্দেশহরয়োর্ম্মথুরায়াং প্রবেশকরয়োশ্চ দ্বয়োর্দ্বয়োঃ প্রান্তে কয়োশ্চিদ্‌গতয়োরকস্মাৎ পশ্চিমতঃ কটকঘটিতঃ কশ্চিদুৎপাতঃ সম্পপাত ॥ ৩৫ ॥

তত্র দূতয়োরুক্তিং বর্ণয়তি—দৃশ্যতে ইতি। সম্প্রতি মদ্বিমোচনবিধায়ি ময়া বিমোচনং প্রস্থাপনং বিধাতুং শীলমস্ত তৎ কিমপি সংবিধানকং সম্যক্ কৃত্যং দৃশ্যতে। বিধিনা দৈবেন ক্রিয়েত চেত্তদা কিং ব্রুবে উভৌ যুবান্তু ব্রজং গচ্ছতমিতি ॥ ৩৪ ॥

অথ বৃত্তান্তরং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—তদেবমিতিগদ্যেন। ভবৎপ্রভবপরবশে ভবৎপ্রভবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পরবশে অধীনে লব্ধপ্রবন্ধে লব্ধরচনে ব্রজতঃ ব্রজস্থানাৎ সন্দেশহরয়োর্দূতয়োঃ প্রান্তে নিকটে পশ্চিমতঃ পশ্চিমদিশি কটকঘটিতঃ সেনাসংবলিতঃ ॥ ৩৫ ॥

দূতদ্বয় বলিল, সম্প্রতি আমাদ্বারা প্রেরণ কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী কোনও এক সম্যক্ কার্য্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু হায় ? তাহা যদি দৈবদ্বারা সাধিত হয়, তাহা হইলে আমি আর কি বলিব। কিন্তু তোমরা দুই জনে গমন কর ॥ ৩৪ ॥

অতএব এইরূপে দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠ স্বয়ং বলিতে লাগিল। অনন্তর আপনার পুত্রের অধীনে থাকিয়া অষ্টাদশবার জরাসন্ধের বন্ধন সম্পাদিত হইলে, ব্রজ হইতে দুই দুইটি দূত যখন মথুরায় প্রবেশ করে, তখন তাহারা নিকটে উপস্থিত হইলে অকস্মাৎ পশ্চিমদিকে সেনাসংক্রান্ত কোন এক প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

ততশ্চ তদ্রাত্রাবেব স্ব-স্থানং হিত্বা গা গৃহীত্বা সর্ব্ব এব ব্রজঃ সঙ্গত্য প্রত্যগ্দিশি ঘনবনসমুদ্দণ্ডপর্ব্বতমণ্ডলান্তঃ প্রবিষ্টঃ। স তু সমুৎপাতবদাগত্য (ক) মধুপুরীমেব পরিতঃ পরীতবান্ ॥ ৩৬ ॥

ততশ্চ কৃষ্ণস্য ব্রজং প্রতি ব্রজস্য চ কৃষ্ণং প্রতি বৃত্তশ্রবণ-তৃষ্ণা বৃত্তা। পরস্পরমপি ন সন্দেশস্য প্রবেশঃ সম্ভবতীতি ॥ ৩৭ ॥

অথ(খ) প্রবেশসঙ্কোচনাদসঙ্খ্যেষু গোগণেষু সন্দেশসংশোচনাদ্-গোসঙ্খ্যগণেষু চ লব্ধভোজনবিয়োজনেষু দিনান্তরে লব্ধান্তরে

উৎপাতপাতানন্তরং ব্রজস্য বৃত্তং বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। প্রত্যগ্দিশি পূর্ব্বস্যাং দিশি ঘনং নিবিড়ং বনং যত্র তচ্চাদঃ সমুদ্দণ্ডপর্ব্বতমণ্ডলং চেতি তস্যান্তর্ম্মধ্যে প্রবিষ্টঃ। সতু জরাসন্ধঃ সমুৎপাতবৎ বাত্যাবৎ পরিতঃ সর্ব্বদিক্ষু পরীতবান্ বেষ্টিতবান্ ॥ ৩৬ ॥

কিঞ্চ ততশ্চেতিগদ্যেন বৃত্তান্তরং বর্ণয়তি—বৃত্তশ্রবণতৃষ্ণা বৃত্তস্য বৃত্তান্তস্য শ্রবণে তৃষ্ণা কামনা বৃত্তা জাতা। সন্দেশস্য বৃত্তান্তপ্রাপণস্য ॥ ৩৭ ॥

তত্র প্রবিশ্য তিষ্ঠতাং ব্রজবাসিনাং বৃত্তং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তত্র প্রবেশে যৎ সঙ্কোচনং স্থানাল্পত্বাৎ অসংখ্যেষু গণনাতীতেষু সন্দেশসংশোচনাৎ সন্দেশং শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তাং হৃদয়ে

অনন্তর সেই রাত্রিকালেই স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া ধেনুসকল লইয়া সমস্ত ব্রজবাসীই একত্র মিলিত হইল। পরে তাহারা পূর্ব্বদিকে নিবিড় অরণ্য এবং অত্যুচ্চ পর্ব্বতমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু সেই জরাসন্ধ বাত্যার মত আগমন করিয়া মথুরার চারিদিকেই বেষ্টন করিল ॥ ৩৬ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসীদিগের প্রতি, এবং ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃত্তান্তশ্রবণের বাসনা হইয়াছিল। অথচ যাহাতে পরস্পরেরই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে পারা যায়, তাহার কোনও উপায় ছিলনা ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর স্থানের অল্পতাহেতু তাহাদের প্রবেশ করিবার স্থান সঙ্কুচিত

(ক) সমুৎপত্যবদাগত্য। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

(খ) প্রবেশস্থলে প্রদেশ ইত্যানন্দগৌরপাঠঃ।

শিখরিশিখরশাখিবরশাখামারূঢ়বদ্ভিঃ পরমোৎকণ্ঠামূঢ়বদ্ভি-র্গোপসদ্ভিঃ শীঘ্রতয়া সমুদ্ভূতৌ তাবেব দূতৌ কাভ্যাঞ্চিদন্যাভ্যাং সহ দদৃশাতে। পশ্যন্তশ্চ তে কঞ্চন কিঞ্চিদপৃষ্ট্বা গোপ-পত্যগ্রতঃ কিমাগত্য বদিষ্যত ইতি বুদ্ধ্যাপি দূরদর্শিতা-স্পর্শিন স্তে দূরদর্শিনঃ প্রথমানভিয়া প্রথমং তৌ প্রত্যলং দুদ্রুবুঃ। অথ হৃষ্টবদনাভ্যাং পৃষ্টবদনাভ্যামপি তাভ্যাং তৎসহিতাভ্যামন্যাভ্যামপি সহ সহর্ষধর্ষতয়া শ্রীব্রজরাজ-

কৃত্বা যৎ সংশোচনং তস্মাৎ, গোসংখ্যগণেষু গোপসমূহেষু লব্ধং ভোজনস্য বিয়োজনং বিচ্ছেদো যেষাং তেষু সৎসু, লব্ধান্তরে লব্ধবিকাশে শিখরিণাং পর্ব্বতানাং শিখরে মস্তকে শৃঙ্গে যে শাখিবরা বৃক্ষশ্রেষ্ঠা স্তেষাং শাখা আরূঢ়বদ্ভিরারোহণং কুর্ব্বদ্ভিঃ সন্দেশপ্রাপ্তায় পরমোৎকণ্ঠামারূঢ়বদ্ভি র্ধারয়দ্ভি র্গোপসদ্ভি র্গোপশ্রেষ্ঠৈঃ কর্ত্তৃভিঃ শীঘ্রতয়া সমুদ্ভূতৌ সমাগতৌ তাবেব দূতো অন্যাভ্যাং কাভ্যাঞ্চিৎ দূতাভ্যাং সহ দদৃশাতে। তান্ পশ্যন্তশ্চ তে গোপসন্তঃ গোপপত্যগ্রতঃ ব্রজস্য রাজ্ঞঃ অগ্রত আগত্য কিং বদিষ্যত ইতি বুদ্ধ্যাপি দূরদর্শিতাস্পর্শিনঃ পণ্ডিতবৎ দীর্ঘদর্শেন উচ্চস্থানা-রোহেণ দূরদৃষ্টিত্বাৎ প্রথমানভিয়া প্রথমানা বিস্তৃতা যা ভীর্ভয়ং তয়া অলমতিশয়ং যথাস্যাত্তথা দুদ্রুবু র্গতবন্তঃ। হৃষ্টং বদনং মুখং যয়ো স্তাভ্যাং পৃষ্টবদনাভ্যাং পৃষ্টং বদনং বচনং যয়ো স্তাভ্যাং

হইয়াছিল। এই হেতু অসঙ্খ্য ধেনুগণ এবং বহুসংখ্যক গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা হৃদয়ে করিয়া নিতান্ত শোক প্রকাশপূর্ব্বক ভোজন-কার্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু অন্য দিবসের অবকাশ আসিলে, তখন প্রধান প্রধান গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ পাইবার আশায় সাতিশয় উৎকণ্ঠাধারণ করিয়া পর্ব্বতসমূহের শিখরপ্রদেশে যে সকল অত্যুচ্চ বৃক্ষ ছিল, তাহাদের উপরে তাহারা আরোহণ করিল। পরে তাহারা সত্বর ভাবে সমাগত ঐ দুইজন দূতকেই অন্যকোন দূতদ্বয়ের সহিত দর্শন করিল। ঐ সকল শ্রেষ্ঠ গোপগণ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ব্রজ-রাজের সম্মুখে ইহারা দুই জনে আসিয়া কিছু বলিবে এইরূপ বোধসত্ত্বেও তাহারা দূরদর্শীর মত উচ্চস্থানে উঠিয়া দূরদর্শন করিতে লাগিল। পরে তাহারা মহাভয়ে প্রথমে দ্রুতবেগে ঐ দুই জনেরই নিকটে গমন করিল। অনন্তর প্রফুল্ল মুখে ঐ দুইজন দূত কথা বলিতে আরম্ভ করে। এই দুইজন দূতের সহিত এবং অন্য আর দুইটি দূতের সহিত ঐ সকল গোপগণ হর্ষগর্ব্বে মগ্ন হইয়া

সমাজমেবাজগ্মুঃ। ততশ্চ দূরাদেব দূতাবিমাবপৃষ্টাবেব হৃষ্টাননতয়া কুশলমিতিপূর্ব্ববত্রিশস্তান্নিশময়ামাসতুঃ ॥৩৮॥

অথাগ্রজাবরজাদিবিরাজমানঃ শ্রীব্রজরাজঃ সভাজয়ন্ দূতাবভাষত।—কথ্যতাং তাবত্তথ্যং সঙ্ক্ষেপত এবেতি।

দূতাবূচতুঃ ;—সসৈন্যঃ কালযবনঃ সদৈন্য ইব নিহত এবেতি ন তত্র কাপ্যার্ত্ততা। কিন্তু ভবদ্বার্ত্তা-শ্রবণং বিনা পরমার্ত্তাভ্যাং কৃষ্ণ-রামাভ্যাং সন্দেশহরাবেতৌ প্রস্থাপিতৌ ॥৩৯॥

তৎ সহিতাভ্যাং তাভ্যাং সহিতৌ তৎসহিতৌ তাভ্যামস্তাভ্যাং দূতাভ্যাঞ্চ সহ সহর্ষধর্ষতয়া হর্ষেণ সহ বর্ত্তমানা যা ধর্ষতা প্রাগলভ্যং তয়া শ্রীব্রজরাজস্য সমাজং সভাং আগতবন্তঃ। অপৃষ্টাবেব অজিজ্ঞাসিতাবেব পূর্ব্ববৎ কুশলং কুশলং কুশলমিতি তান্ শ্রীব্রজরাজাদীন্ শ্রবণং কারয়ামাসতুঃ॥৩৮॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। অগ্রজো রামঃ অবরজঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তাবাদী যস্য তেন বিরাজমানঃ সন্ সভাজয়ন্ সম্মানয়ন্ কথিতবান্। তথ্যং যাথার্থ্যং সংক্ষেপেণ কথনং নির্দ্দিশতি—দূতাবিতি। সসৈন্যঃ হতপরাক্রম ইব আর্ত্ততা আকুলতা পরমার্ত্তাভ্যাং মনঃপীড়াযুক্তাভ্যাং সন্দেশহরৌ দূতৌ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীব্রজরাজের সভাতেই আগমন করিয়াছিল। তৎপরে দূর হইতেই ঐ দুইজন দূত (জিজ্ঞাসিত না হইলেও) প্রফুল্লবদনে পূর্ব্বের মত তিনবার কুশল বার্ত্তা তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইল ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর শ্রীব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামপ্রভৃতির সহিত বিরাজিত হইয়া ঐ দুইজন দূতকে সম্মান করিয়া বলিতে লাগিলেন। তোমরা আপাততঃ সংক্ষেপে সত্যকথা বর্ণনা কর, দূতদ্বয় কহিল, দৈন্যগ্রস্ত ব্যক্তির মত সসৈন্যে কালযবন হত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে কোনও ব্যাকুলতার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আপনার সংবাদ ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম সাতিশয় কাতর হইয়া এই দুই জন দূত প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

যতঃ ;—

অস্মার্ষ্টাং বত পিতরৌ সুতয়োর্যকয়োর্ভবন্তৌ যৌ ।

অস্মরিষাতাং তদ্বত্তাভ্যাং তৌ চ ব্রজাধীশ ! ॥ ৪০ ॥

অথ সর্ব্বে সহর্ষতর্ষমূচুঃ ;—অথ কথ্যতামাবিস্তরাং বিস্তরতঃ ॥ ৪১ ॥

দূতাবূচতুঃ ;—যস্যাং সন্ধ্যায়াং সন্ধ্যায়মানকুশলযশস্তত্রভবৎ-কুলচন্দ্রমসঃ সন্নিধিং নিধিমিব গতবন্তাবাবাং তস্যাং ন কাঞ্চিদপি তত্র চিন্তামপশ্যাব। প্রত্যুত সমমুদ্ধবেন তেন ভবৎপ্রভবেণ রোহিণী-সম্ভবেন চ প্রত্যগ্নপি শশ্বদত্রকীয়াং বার্ত্তাং বার্ত্তামিব পৃচ্ছ্যাবহে

তং সন্দেশং বর্ণয়তি—অস্মার্ষ্টামিতি। হে ব্রজাধীশ ! যৌ ভবন্তৌ পিতরৌ যয়োঃ সুতয়োঃ যৌ সুতৌ স্মৃত্যর্থস্ত চেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। অস্মার্ষ্টাং স্মৃতবন্তৌ তাভ্যাং সুতাভ্যাং তদ্বৎ তৌচ পিতরৌ অস্মরিষাতাং স্মরণবিষয়ীকৃতবন্তৌ ॥ ৪০ ॥

তদাচ সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং বৃত্তং বর্ণয়তি—অথ সর্ব্বে ইতি। সহর্ষতর্ষং হর্ষেণ সহ বর্ত্তমান স্তর্ষ স্তৃষ্ণা যত্র তদ্‌যথাস্যাৎ বিস্তরত আবিস্তরাং সুপ্রকাশং কথ্যতাম্‌ ॥ ৪১ ॥

অথ প্রশ্নানুসারেণ দূতাভ্যাং যৎ কথিতং তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিতিগদ্যেন। সন্ধ্যায়মানে কুশল-যশসী যেন তস্য তত্রভবতঃ পূজ্যস্য যঃ কুলচন্দ্রমা স্তস্য সন্নিধিং নিকটং তস্যাং সন্ধ্যায়াং তত্র কৃষ্ণে কিঞ্চিদপি চিন্তাং ন দৃষ্টবন্তৌ। প্রত্যুত তেনোদ্ধবেন সমং সহ ভবৎপ্রভবেণ কৃষ্ণেন

হে ব্রজরাজ ! যেহেতু আপনারা দুই জনে পিতা মাতা হইয়া যে দুই জন পুত্রকে স্মরণ করিয়াছেন, এই কারণে সেই পুত্রদ্বয়ও আপনাদের দুই জনকে স্মরণ করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

অনন্তর সকলে হর্ষতৃষ্ণার সহিত বলিতে লাগিল। আচ্ছা, প্রকাশ্যে সবিস্তারে সকল বিষয় বর্ণন কর ॥ ৪০ ॥

দূতদ্বয় কহিল, আপনি পূজ্য। যিনি আপনার বংশের চন্দ্রমা, তাঁহার মঙ্গল এবং খ্যাতি সকলেই চিন্তা করিয়া থাকে। যে সন্ধ্যাকালে আমরা দুই জনে জরাসন্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে নিধির মত লাভ করিয়া-ছিলাম, সেই সন্ধ্যাকালে তথায় আমরা দুইজনে তাঁহার কোনও প্রকার চিন্তা দর্শন করি নাই। প্রত্যুত উদ্ধবের সহিত ভবদীয় পুত্র এবং রোহিণীনন্দন

স্ম। প্রাতরেব তু সামুদ্রপূরবদ্দূরতঃ শূরসমূহাঃ শূরসেনপুরীং পরিত এবাবৃণ্বানা দৃশ্যন্তে স্ম। দৃষ্টাশ্চ তে মুহুরবষ্টভ্নন্তো জরাসন্ধসন্নিকৃষ্টা ইতি পুরতঃ পরামৃষ্টাঃ। পশ্চাত্তু লকার-প্রকারং বর্ণবারং ম্লেচ্ছন্ত স্তে ম্লেচ্ছা এব বিনিশ্চিতাঃ। অনুমিতাশ্চ জরাসন্ধপ্রত্যভিসন্ধানানুসন্ধানাভ্যাং কালযবনপ্রধানা এতে সমেতা ইতি॥ ৪২॥

রোহিণীসম্ভবেন রামেণ প্রত্যণ্বপি প্রত্যেকমপি শশ্বন্নিরন্তরং অত্রকীয়াং ব্রজসম্বন্ধিনীং বার্ত্তাং বৃত্তান্তং বার্ত্তামিব নিরাময়মিব আবাং পৃচ্ছ্যাবহে স্ম পৃষ্টৌ ভূয়াবহে। তৎপ্রাতঃকালেতু শূর-সমূহাঃ কালযবনাদয়ঃ সামুদ্রপূরবৎ সমুদ্রতরঙ্গ ইব দূরতঃ শূরসেনপুরীং মথুরাং পরিতঃ সর্ব্বত এব আবৃণ্বানা আবরণং কুর্ব্বাণা দৃষ্টাঃ। তে শূরসমূহা দৃষ্টাঃ সন্তো মুহুরবষ্টভ্নন্তঃ নিকটং ভজমানা জরাসন্ধস্য সন্নিকৃষ্টা অতিনিকটীভূতা ইতি। পশ্চাত্তু তে ম্লেচ্ছা এব বিনিশ্চিতা ম্লেচ্ছজ্ঞানে যুক্তিং বর্ণয়তি—লকারঃ প্রকারো ভেদো যত্র তং বর্ণবারং বর্ণসমূহং মকারলকারাকার-সম্বন্ধং ম্ল ইতি রূপং তমিচ্ছন্তঃ ম্লেচ্ছন্তো দেশভাষয়া বদন্ত ইতি ম্লেচ্ছা এব বিনিশ্চিতা অনুমিতাশ্চ জরাসন্ধস্য প্রত্যভিসন্ধানং মিলনং অনুসন্ধানমন্বেষণং তাভ্যাং কালযবন এব প্রধানং যেষাং এতে মিলিতা ইতি॥ ৪২॥

বলরাম, এক একটি করিয়া প্রত্যেক বিষয়েরই নিরাময় প্রশ্নের মত এই ব্রজ-সম্বন্ধীয়বার্ত্তা, নিরন্তরই আমাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে কালযবন প্রভৃতি বীরদিগকে সমুদ্রের তরঙ্গসমূহের মত দূর হইতে চারিদিকে মথুরাপুরী বেষ্টন করিতে দেখাগেল। যখন তাহাদিগকে দেখাগেল, তখন তাহারা নিকটে আসিয়াছিল, এবং জরাসন্ধের অত্যন্ত নিকট-বর্ত্তী বলিয়া বোধ হইল। পশ্চাৎ কিন্তু তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া জানা গেল। তাহার কারণ এই, ম—ল—অ—এইরূপ বিভিন্নবর্ণ-সমূহদ্বারা 'ম্ল' এই পদ সিদ্ধ হয় (ম্লমিচ্ছন্তঃ) এইরূপ ব্যুৎপত্তিদ্বারা ম্লেচ্ছপদ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যাহারা দেশীয় গ্রাম্য ভাষাদ্বারা কথা কয়, তাহাদিগকে ম্লেচ্ছবলে। সুতরাং তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া জানা গিয়াছিল, এবং অনুমানও করা গিয়াছিল। জরাসন্ধের মিলন এবং অনুসন্ধানদ্বারা কালযবন প্রভৃতি এই সকল লোক সমবেত হইয়াছিল॥ ৪২॥

ব্রজরাজ উবাচ;—কালযবন এবেতি চেত্তর্হি গর্হিত-ভয়মাসীৎ। যতঃ (ক) ষণ্ঢোঽয়মিতি গর্গজঃ শ্যালরচিতো-দ্দণ্ডোপহাসভাসমানযদুসংসদনর্গলহাসলব্ধক্রোধসংসর্গগর্গজতদ্ভয়-সর্গসঙ্কল্পসমারাধিতভর্গবরতঃ সোঽয়ং গর্গজাদেব যবনরাজ-ভার্য্যাসম্ভবঃ পুনর্যবনভূপালপালিত স্তত এব যাদবভয়দপ্রভবঃ কালযবন ইতি। তওঃ কথ্যতাং তথ্যমনন্তরং বৃত্তম্॥ ৪৩॥

তদেতৎ শ্রুত্বা ব্রজরাজো যদবদত্তদাহ—ব্রজ ইতিগদ্যেন। গর্হিতভয়ং নিন্দাস্পদং ভয়ং, তত্র হেতুং বদতি যত ইত্যাদিনা। ষণ্ঢো নপুংসক ইতি গর্গজো গার্গ্যঃ শ্যালে রচিতো য উদ্দণ্ডোপহাসঃ স এব ভাসমানো যত্র এবম্ভূতা যা যদূনাং সংসৎ সভা তস্যামনর্গলো যো হাসো হাস্যং তেন লব্ধঃ ক্রোধসংসর্গো যস্য এবম্ভূতো যো গর্গজস্তস্মাৎ ভয়সর্গে ভয়োৎপত্তৌ যঃ সঙ্কল্প স্তেন সমারাধিতো যো ভর্গঃ শিব স্তস্য বরতঃ সোঽয়ং গর্গজাদেব যবনরাজস্য ভার্য্যায়াঃ সম্ভব উৎপত্তি র্যস্য সঃ পুন যবনরাজেন পালিত স্তত এব যাদবানাং ভয়দঃ প্রভবো জন্ম যস্য স কালযবন ইতি তথ্যং যাথার্থ্যং পরবৃত্তান্তং কথ্যতাম্॥ ৪৩॥

ব্রজরাজ কহিলেন, সত্যই যদি কালযবন সমবেত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিন্দনীয় ভয়ের কারণ হইয়াছে। যেহেতু এই ব্যক্তি ষণ্ড অর্থাৎ নপুংসক বা গোপতি ষাঁড় এইরূপ বাক্যে তৎকালে শ্যালকের উপর যে প্রচণ্ড উপহাস করা যায়, সেই উপহাস প্রকাশ করত যাদবসেনাতে অনর্গল হাস্য হইতে লাগিল। সেই হাস্যে গর্গপুত্রের ক্রোধের সমাগম হয়। সেই ক্রোধে গর্গপুত্র হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয় এবং মনে মনে সঙ্কল্পের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সঙ্কল্পদ্বারা মহাদেব আরাধিত হন। তৎপরে মহাদেবের বরে গর্গপুত্র হইতেই অর্থাৎ তাহার ঔরসে যবনরাজের পত্নীতে সম্ভূত হয় এবং এই ব্যক্তিই পুনর্ব্বার যবনরাজকর্ত্তৃক পালিত হয়। এই কারণেই ইহার জন্মে যাদবগণ ভয়াকুল হইয়াছে, এবং ইহার নাম "কালযবন" হইয়াছে। অনন্তর ইহার পরবর্ত্তী সত্যবৃত্তান্ত বর্ণন কর॥ ৪৩॥

(ক) ষণ্ডোঽয়মিতীত্যানন্দপাঠঃ।

দূতাবূচতুঃ ;—অথ তং কালযবনমবমৃশ্য রামস্য করং সংস্পৃশ্য রহস্যাভাষ্য ঘনশ্যামঃ সম্মন্ত্রয়ামাস। অয়ং তাবদ্‌যাদবকুলানাং যোদ্ধুমসহ্যঃ সন্নহ্য দ্বারি বর্ত্ততে। যদি বা সহ্য স্তর্হ্যপি সমাগতপ্রায়ঃ স জরাসংহিতকায় স্তেনাস্মদ্‌যুদ্ধং সমুদ্বুদ্ধং বুদ্ধা পুরীং প্রবিশ্য সর্ব্বং পরিকরং প্রহরিষ্যতি। তস্মাৎ প্রকারান্তরং চিন্ত্যং। তচ্চ পরিকরাণাং ভূরিদূরদুর্গমদুর্গাশ্রয়ণমেব যোগ্যং। তচ্চ সদ্য এব লক্ষিতমেব চানবদ্যং ভবতি। স্ফুটমনেনাস্মাকং দূরগমনেন ব্রজস্য চ হিতং বিহিতং স্যাৎ। যতো যত্র বয়মর্দ্দনং কুর্ম্ম স্তত্রৈব শক্রসম্মর্দ্দঃ স্যাৎ॥ ৪৪॥

তদেবং দূতৌ যদবদতাং তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিতিগদ্যেন। অবমৃশ্য বিবুধ্য রহসি নির্জ্জনে আভাষ্য ভো আর্য্যপাদ! শ্রূয়তামিতি সংবোধ্য যোদ্ধুমসহ্যঃ সন্ সংনহ্য কবচমাবধ্য দ্বারি বর্ত্ততে। সমাগতপ্রায়ঃ সমাগমে প্রকর্ষেণ অয়নং গতি যস্য সঃ। জরয়া রাক্ষস্যা সংহিতঃ কায়ো যস্য সঃ, তেন জরাসন্ধেন সমুদ্বুদ্ধং সংপ্রাপ্তং বুদ্ধা জ্ঞাত্বা পরিকরং জনগৃহাদিকং। ভূরির্মহান্ দূরো দুর্গমো যো দুর্গ স্তস্যাশ্রয়ণং। অলক্ষিতং জনাগোচরমেবানবদ্যং প্রশস্তং ভবতি তদেবং সতি ব্রজস্য হিতং স্যাৎ। অর্দ্দনং গমনং শক্রসংমর্দ্দঃ শক্রাভিঃ পীড়নম্॥ ৪৪॥

দূতদ্বয় কহিল, অনন্তর তাহাকে কালযবন বলিয়া জানিতে পারিয়া, এবং বলরামের করস্পর্শ করিয়া, ঘনশ্যাম নির্জ্জনে সম্বোধনপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ইহার সহিত যাদবগণ যুদ্ধ করিতে একান্ত অক্ষম, এবং এক্ষণে কবচ পরিধান করিয়া দ্বারদেশে বিদ্যমান আছে। অথবা যদি যাদবগণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। তাহা হইলেও সে জরাসন্ধের সহিত আগত প্রায়। সে জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত জানিয়া, পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত গৃহাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। অতএব অন্য প্রকার চিন্তা করিতে হইবে। সেই সকল গৃহাদি রক্ষা করিতে হইলে, বহুদূরবর্ত্তী দুর্গম দুর্গ অবলম্বন করাই আবশ্যক; তাহা হইলে সদাই সকলের অসাক্ষাতে মঙ্গল হইতে পারিবে। এইরূপ ঘটিলে আমাদের এইরূপ দূরগমনদ্বারা স্পষ্টই ব্রজের হিতসাধন হইতে পারিবে। যেস্থানে আমরা গমন করিব, সেই স্থানেই শক্রকৃত পীড়ন হইতে পারিবে॥ ৪৪॥

তদেবং লব্ধতৃষ্ণেন কৃষ্ণেন পরস্যাং রাত্রাবচিরাদাচরিতয়া নিজবিমানেন যাত্রয়া লব্ধমব্ধিপাত্রান্তঃ কয়াচিদ্বিদ্যয়া সান্তঃ-পুরং পুরং সদ্য এব নির্ম্মায় তত্র সর্ব্বানেব মাথুরপুরজনা-নন্তরীক্ষবর্ত্মনা বর্ত্তয়ামাস। যত্র সর্ব্ব এব মাথুরা মথুরায়াং শয়ানা এব প্রাতরন্যত্র লব্ধজাগরাঃ সংশয়ানা বভূবুঃ। কেয়ং পরিতঃ সমুদ্রমুদ্রিতা দিব্যা পুরী দীব্যতি কথং বা বয়মত্রাগতা ইতি। যত্র চ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্যাং রাত্রাবেব কুত্রাপ্যগত ইবাত্রাগত্য স্থিতঃ। আবাং পুনর্ম্মথুরায়ামেব প্রত্যূষে তৎপ্রত্যূহমানা-বত্যূনসখ্যজনলব্ধসখ্যতয়া রামরামানুজয়োরবস্থানং মিশাময়া-মাসিব ॥ ৪৫ ॥

এবং সংমন্ত্র্য কৃষ্ণেন যদাচরিতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। লব্ধা তৃষ্ণা যস্য তেন, নিজ-রথেন যাত্রয়া গমনেন অব্ধিপাত্রান্তর্লব্ধং অব্ধেঃ সমুদ্রস্য যৎ পাত্রং তীরং তস্যান্তর্ম্মধ্যং। তত্র অন্তঃপুরেণ সহ বর্ত্তমানং পুরং নগরীং অন্তরীক্ষবর্ত্মনা আকাশমার্গেণ বর্ত্তয়ামাস প্রাপিতবান্। যত্র পুরে অন্যত্র দ্বারকাখ্যপুরি লব্ধো জাগরো যৈ স্তে সংশয়মানাঃ সংশয়যুক্তঃ সমুদ্রমুদ্রিতা সমুদ্রেণ পরিবেষ্টিতা দিব্যা অলৌকিকী। যত্র চ রাত্রৌ কুত্রাপি অগতঃ গতি রহিত ইব অত্র মথুরায়া-মাগত্য স্থিতঃ। প্রত্যূষে অতিপ্রাতঃকালে তৎ প্রতি মাথুরজনানাং কথমদর্শনং জাতমিতি উহ্য-মানৌ বিতর্কয়ন্তৌ অত্যূনা অত্যল্পসংখ্যা যস্য এবম্ভূতেন জনেন লব্ধং সখ্যং যয়ো স্তদ্ভাবতয়া নিশাময়ামাসিব শ্রুতবন্তৌ ॥ ৪৫ ॥

অতএব এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের একান্ত বাসনা উপস্থিত হইলে তিনি পর-রাত্রেই অবিলম্বে কোনও একপ্রকারে অপূর্ব্ববিদ্যার অনুষ্ঠান করেন। তাহাদ্বারা নিজবিমানে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করেন। যাত্রা করিয়া সমুদ্রের তীরমধ্যবর্ত্তী একটি স্থান প্রাপ্ত হন। তখন তিনি ঐ বিদ্যার প্রভাবে তৎ-ক্ষণাৎ অন্তঃপুরের সহিত নগর নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত মথুরাপুরিস্থিত লোকদিগকে আকাশপথদ্বারা তাহার মধ্যেই লইয়া যান। যে পুরে সমস্ত মথুরাবাসী ব্যক্তিগণ মথুরাতে শয়ন করিয়াই, প্রাতঃকালে অন্যস্থানে অর্থাৎ দ্বারকাপুরে জাগরিত হইয়া সংশয়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল। এই চারিদিকে সমুদ্র পরিবেষ্টিত কোন্ পুরী শোভা পাইতেছে? কি করিয়াই বা আমরা এই স্থানে

ততো ব্রজস্থাঃ সর্ব্ব এবোচুঃ ;—ব্রজনৃপতে ! তব প্রভাবো-ঽয়মিতি(০) পূর্ব্বমেব জানীমঃ,যেন সা সা বিদ্যা চ তেন লব্ধা। তদনন্তরমুদন্তস্তু (ক) সমন্ততঃ কথ্যতাম্ ॥ ৪৬ ॥

দূতাবূচতুঃ ;—ততশ্চ রামাবরজঃ স্বাগ্রজং ব্যাজহার।—

ভবানত্র স্বীয়ান্ পালয়ন্ কালং চালয়তু। অহং তু যবনং যুক্ত্যা প্রাণমুক্ত্যা সম্বলয়ানি। তদেতদুক্ত্বা দুর্গস্থ সূক্ষ্মদ্বারং মুক্ত্বা (খ) দ্বৈতাদ্ভয়মিতি শ্রুতিমুৎপ্রেক্ষমাণ ইবাদ্বৈততায়ামত্রস্তঃ সন্ নির্জ্জগাম ॥ ৪৭ ॥

তদেতন্নিশম্য ব্রজস্থানাং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তত ইতি গদ্যেন। তেন কৃষ্ণেন ॥ ৪৬ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিতিগদ্যেন। রামাবরজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বাগ্রজং রামং চালয়তু ক্ষপয়তু প্রাণমুক্ত্যা প্রাণানাং মুক্তি স্ত্যাগ স্তয়া সংবলয়ানি মৃত্যুনা সংগময়ামি। সূক্ষ্মদ্বারং ক্ষুদ্রদ্বারং বিমোচ্য অদ্বৈততায়ামেকাকিতায়াং অত্রস্তঃ ভয়রহিতঃ সন্নির্জগাম ॥ ৪৭ ॥

আগমন করিয়াছি ? যে রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ যেন কুত্রাপি গমন করেন নাই। অথচ এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করিয়াছেন। আর আমরা দুই জনে মথুরাতেই প্রভাতকালে ঐ বিষয়ের তর্কবিতর্ক করি। পরে অত্যল্প লোকের সহিত বন্ধুত্ব লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের অবস্থান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর ব্রজবাসী সকলেই বলিতে লাগিল। ব্রজরাজ ! ইহা যে আপনারই মহিমা, তাহা আমরা পূর্ব্বেই জানি। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তত্তঃ অপূর্ব্ববিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণন কর ॥ ৪৬ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, অনন্তর রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় অগ্রজ বলরামকে বলিতে লাগিলেন। আপনি এইস্থানে আত্মীয়দিগকে রক্ষা করিয়া কালযাপন করুন। আর আমি যুক্তিদ্বারা প্রাণত্যাগ করাইয়া যবনের মৃত্যু ঘটাইয়া

---

(০) ব্রজনৃপতে স্তপঃপ্রভাবোঽয়মিতীতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

(ক) বৃত্তান্ত ইতি মাণ্ডপাঠঃ।

(খ) দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতীতি শ্রুতিবাক্যম্।

নির্গচ্ছন্তং চ তং নিরস্ত্রং প্রশস্তালঙ্কৃতিশোভাপরীতপীত-বস্ত্রং (ক) সবিদ্যুদ্বিদ্যুত্বন্তমিব তং শ্যামতারামধামানং চালন-লাঘবতঃ কিম্বা প্রতিচ্ছবিবৈভবতশ্চতুর্ভুজমিব কালযবনীয়াঃ সর্ব্ব এবাকলয়াম্বভূবুঃ। আকলয়ন্তশ্চ তে তস্য সৌন্দর্য্যবর্য্য-পর্য্যাকুলচিত্ততয়া তং প্রষ্টুমপি নাশকন্ কিমুত স্প্রষ্টুং। ততশ্চ তান্ বঞ্চয়ন্ যত্র কালযবন স্তত্রৈবাঞ্চংস্তেনা-লোকয়ামাসে ॥ ৪৮ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—নির্গচ্ছন্তঞ্চেতিগদ্যেন। তং শ্রীকৃষ্ণং সর্ব্ব এব কালযবনীয়াঃ কলয়াম্বভূবুরিত্যন্বয়ঃ। তং কিম্ভূতং নিরস্ত্রং চক্রাদ্যস্ত্ররহিতং প্রশস্তা যা অলঙ্কৃতয়োঽলঙ্কারা স্তেষাং শোভয়া পরীতং ব্যাপ্তং পীতবস্ত্রং যস্য তং, বিদ্যুদ্ভিঃ সহ বর্ত্তমানো বিদ্যুত্বান্মেঘ স্তমিব শ্যামতায়া আরাম আরমণং তস্য ধাম আশ্রয় স্তং, পুনঃ কিম্ভূতং চালনলাঘবতঃ হস্তক্ষেপস্য অতি জবেন কিম্বা প্রতিচ্ছবিবৈভবতঃ মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি যোগমায়া সমাবৃতমিতিন্যায়েন চতু-র্ভুজমিব দদৃশুঃ। নতু তত্র মাধুর্য্যাদিকং। আকলয়ন্তঃ পশ্যন্তশ্চ তস্য কৃষ্ণস্য সৌন্দর্য্যবর্য্যেণ সৌন্দর্য্যসারেণ পর্য্যাকুলং ব্যাপ্তং যচ্চিত্তং তদ্ভাবতয়া প্রষ্টুং জিজ্ঞাসিতুং স্প্রষ্টুং স্পর্শনং কর্ত্তুং। বঞ্চয়ন্ পরিহরন্ অঞ্চন্ গচ্ছন্ তেন কালযবনেন আলোকয়ামাসে দৃষ্টো বভূব ॥ ৪৮ ॥

দিতেছি। "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি" দ্বিতীয় হইতে ভয় হয়। এই শ্রুতি হইতে যেমন অদ্বৈত অর্থাৎ একত্ব প্রতিপাদিকা শ্রুতি ভয় পাইয়া থাকেন সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও ভয় উৎপ্রেক্ষা করতঃ একাকী অদ্বৈতভাবে নির্ভয়ে দুর্গের সূক্ষ্মদ্বার মোচনপূর্ব্বক নির্গত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন নিরস্ত্র হইয়া বহির্গত হন, তখন কালযবনের পক্ষপাতী লোক-সকল তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিল। তাহারা দেখিল, প্রশস্ত অলঙ্কার রাশির শোভার দ্বারা তাঁহার পীতবসন পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সৌদামিনীর সহিত জল-ধরের যেরূপ শ্যামপ্রভা বহির্গত হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ নীলবর্ণ প্রভার আশ্রয় স্বরূপ, তিনি এরূপ দ্রুতবেগে হস্তচালনা করিতে পারেন, অথবা তাঁহার প্রতি-মূর্ত্তির এইরূপ বৈভব আছে যে, সকলে তাঁহাকে চতুর্ভুজ বলিয়া দর্শন করিয়া-ছিল। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যসারদ্বারা তাহার

(ক) অলঙ্কৃতিসঙ্কৃতি ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপাঠঃ।

স পুনস্তং শ্যামমনোহরং শ্রীদেবর্ষিকথিতপ্রথিতলক্ষণয়া বিজ্ঞায় মৎসরত স্তদ্বিলক্ষণসুখমপ্যবজ্ঞায় নিরস্ত্রেণ তেন নিরস্ত্র এব যুযুৎসাং চকার। কৃতায়াঞ্চ তেন যুযুৎসায়াং কৃষ্ণস্তু তত্র বিতৃষ্ণস্তং বিষ্কম্ভমাণং কুৎসয়াঞ্চকার। ম্লেচ্ছানাং স্পর্শং নেচ্ছাম ইতি। ততশ্চ তং স্প্রষ্টুমিচ্ছুর্ম্লেচ্ছরাজ স্তদাভিমুখ্যেন দ্রুতমৃচ্ছতি স্ম॥

সতু দ্রুতং দ্রুতবান্ ব্যাহৃতবাংশ্চ, ত্বয়া মম স্পর্শাস্পর্শাবেব জয়াজয়পরামর্শায় কল্পেয়াতামিতি॥ ৪৯॥

তদা কালযবনশ্চ যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—স পুনরিতিগদ্যেন। শ্রীদেবর্ষিণা নারদেন কথিতং প্রথিতলক্ষণং যস্য তদ্ভাবতয়া শ্যামবর্ণেন মনোহরং বিজ্ঞায় মৎসরতঃ অহমেব পরমসুন্দর ইতি ভগবদ্দর্শনং বিলক্ষণসুখং তদপ্যবজ্ঞায় তুচ্ছীকৃত্য নিরস্ত্রেণ তেন কৃষ্ণেন সহ নিরস্ত্র এব যুযুৎসাং যুদ্ধেচ্ছাং চকার। তেন কালযবনেন যুযুৎসায়াং কৃতায়াঞ্চ তত্র যুদ্ধেচ্ছায়াং বিতৃষ্ণঃ বিষ্কম্ভমাণং পশ্চাদ্ধাবন্তং যদ্বা স্বেশ্বরতাজ্ঞানে প্রমাদ্যন্তং কুৎসয়াঞ্চকার নিন্দামকরোৎ। কুৎসায়াং হেতুঃ মহতি জনে ম্লেচ্ছানাং স্পর্শনেচ্ছা ভবতি তং মহান্তং শ্রীকৃষ্ণং তদাভিমুখ্যেন সংমুখতয়া ঋচ্ছতি স্ম জগাম। সতু শ্রীকৃষ্ণো দ্রুতং শীঘ্রং দ্রুতবান্ গতবান্ ব্যাহৃতবান্ লপিতবাংশ্চ। স্পর্শাস্পর্শাবেব জয়াজয়পরামর্শায় ত্বয়া মম স্পর্শে তবৈব জয়ঃ অস্পর্শে স্পর্শাভাবে তবাজয়ঃ পরাভবঃ এতৎ পরামর্শায় নির্দ্ধারণায় কল্পেয়াতাম্॥ ৪৯॥

চিত্ত এরূপভাবে ব্যাকুল হয় যে, তাহারা তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাই করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে স্পর্শ করা ত অনেক দূরের কথা। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া যে স্থানে কালযবন আছে, সেই স্থানে যখন গমন করেন, তখন কালযবন তাঁহাকে দর্শন করিল॥ ৪৮॥

শ্রীমান্ দেবর্ষিনারদ যেরূপ বলিয়াছিলেন তদনুসারেই তাঁহার লক্ষণ সকল বিজ্ঞাত হইয়াছিল। এইরূপভাবে কালযবন সেই শ্যামসুন্দরকে জানিতে পারিয়া 'আমিই পরমসুন্দর' এইরূপ মাৎসর্য্য প্রকাশ-পূর্ব্বক পরম-সুখকর ভগবদ্-দর্শনও অবজ্ঞা করিয়া, অবশেষে নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিরস্ত্র হইয়াই যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। পরে কালযবন যুদ্ধবাসনা করিলে পর, শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধবাসনায় বীতরাগ হইয়া পশ্চাৎ ধাবমান তাহাকে তির-

ততশ্চ ;—

পদে পদে স্পৃশ্যমিব দ্রবন্তং দ্রবং দধানং সরসং হসন্তং।
অনুদ্রবন্ কৃষ্ণমুপদ্রবন্ স প্লুতং দধদ্বিপ্লুতশক্তিরাসীৎ ॥৫০॥
তিস্রঃ কোটয় এতা যবনানাং তত্র সান্দ্রতামাপুঃ।
তদ্রাট্চানুদ্রুতবাংস্তদপি বকারি র্ন কেনচিৎ স্পৃষ্টঃ ॥৫১॥

তত্রাপি কৌশলং যদভূত্তদ্বর্ণয়তি—পদে পদে ইতি। পদে পদে স্পৃশ্যমিব দ্রবন্তং গচ্ছন্তং কৃষ্ণমনুদ্রবন্ অনুগচ্ছন্ তত্রাপি উপদ্রবন্ উপদ্রবং পরাভবং কর্ত্তুমিচ্ছন্ স কালযবনঃ প্লুতং বেগং দধৎ বিপ্লুতা বিনষ্টা শক্তি র্যস্য স আসীৎ। কৃষ্ণং কিম্ভূতং দ্রবং পরীহাসং দধানং তথা সরসং মধুরং হসন্তম্ ॥ ৫০ ॥

কিঞ্চ তিস্র ইতি। তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য গমনপথি সান্দ্রতাং নিবিড়তাং। তদ্রাট্ তাসাং রাজা কালযবনঃ তদ্রাড়িতিপাঠে বহতি পরাভবার্থং কৃষ্ণং প্রাপয়তি স চ, অনুদ্রুতবান্ তদপি তথাপি বকারিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কেনচিজ্জনেন ন স্পৃষ্টঃ ॥ ৫১ ॥

স্কার করিলেন। এই বলিয়া নিন্দা করিলেন যে, আমরা ম্লেচ্ছগণের স্পর্শ ইচ্ছা করিনা। অনন্তর ম্লেচ্ছরাজ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিয়া তৎকালে তাঁহার সম্মুখভাগে দ্রুত গমন করিল। আর শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র গমন করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন; তোমার সহিত যদি আমার স্পর্শ হয়, তাহা হইলে তোমার জয়, এবং যদি তুমি আমাকে স্পর্শ করিতে না পার, তাহা হইলেই তোমার পরাজয় ঘটিবে, ইহাই নির্দ্ধারিত রহিল ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যখন গমন করিতে থাকেন, কালযবন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিব মনে ভাবিয়া পদে পদে অনুগমন করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে পরাজয় করিতে বাসনা করিয়া, বেগধারণ করিলে, কালযবনের শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। অথবা ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিতে ছিলেন, এবং সুমধুর হাসিতে ছিলেন ॥ ৫০ ॥

ঐ সকল তিনকোটি যবনেরা তথায় নিবিড়ভাবে মিলিত হইয়াছিল। তাহাদের রাজা কালযবনও শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল। তথাপি তাহাদের মধ্যে কেহই সেই বকাসুর নিহন্তা শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ॥ ৫১ ॥

ব্রজরাজ উবাচ।—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ ;—ততশ্চ দক্ষিণাহি মথুরায়া লক্ষিতং পশ্চিমেন ধবলনগরং গিরিমনুষজ্য তেন তর্জ্যমানোঽপ্যদরো তদ্দরীমূরীকৃত্য (ক) কৃত্যমনু বরীয়ান্ কেশবঃ স বিবেশ। তন্নিরোধায় তদৈবেচ্ছন্ ম্লেচ্ছরাজশ্চ ত্বমধুনা কুত্র বর্চ্চিতেতি ভৎর্সয়ন্ননুবিবেশ। অনুবিশংশ্চ স পুনরদীর্ঘদর্শী তত্র নিদ্রাবিষ্টং কমপি দ্রাঘিষ্ঠং পুরুষং রুষা তমেব মন্বান স্তদিদমবাদীৎ। স্থালীবিলায়বদ্বিলীয়মানতাং গচ্ছন্নন্তঃস্বচ্ছ ইব স্বপিষীতি। তদিদং

•ততো রাজপ্রশ্নানন্তরং দূতোক্তিযথা দূতাবিতিগদ্যেন। মথুরায়া দক্ষিণাহি দক্ষিণে লক্ষিতং ধবলনগরং ধবলনগরস্য পশ্চিমেন পশ্চিমে গিরিং পর্ব্বতমনুষজ্য মিলিত্বা তেন কালযবনেন তর্জ্যমানো ভৎর্স্যমানোঽপি অদরী ভয়রহিত স্তদ্দরীং তদ্গিরিগুহাং উরীকৃত্য অঙ্গীকৃত্য কৃত্যমনুকার্য্যং লক্ষীকৃত্য বরীয়ান্ শ্রেষ্ঠতমঃ কেশব স্তাং দরীং বিবেশ প্রবিষ্টবান্। তন্নিরোধায় ভগবতো দরীপ্রবেশরাহিত্যায় ইচ্ছন্ ম্লেচ্ছরাজশ্চ অধুনা ত্বং কুত্র বর্চ্চিতা দীপিতা বর্চ্চঙ্ দীপ্তৌ ধাতুঃ ইতি ভৎর্সয়ন্ তদ্দরীমনুবিবেশ। অদীর্ঘদর্শী অজ্ঞতম স্তত্র গুহায়াং নিদ্রাবিষ্টং নিদ্রাভিভূতং কমপি দ্রাঘিষ্ঠং দীর্ঘতমং জনং তমেব কৃষ্ণমেব স্থাল্যাং বিলায়নবৎ তৈলাদিকল্কবতৎ দগ্ধ্যাং বিলীয়মানতাং অভেদতাং গচ্ছন্ অন্তঃস্বচ্ছ ইব কাপট্যরহিত ইব স্বপিষীতি। মদাৎ গর্ব্বাৎ পাদেন

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দুইজন দূত কহিতে লাগিল, তাহার পর মথুরার দক্ষিণে ধবলনামে একটি নগর লক্ষিত হইয়াথাকে। সেইধবল নগরের পশ্চিমে একটি পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতে মিলিত হইয়া কালযবন তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের কোন ভয় নাই। তখন সেই শ্রেষ্ঠতম শ্রীকৃষ্ণ সেই পর্ব্বতের গহ্বর স্বীকার করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের উদ্দেশে তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে ম্লেচ্ছরাজ ও তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার বাসনায় 'তুমি এক্ষণে কোথায় দীপ্তি পাইবে' বলিয়া তিরস্কার করিতে করিতে সেই দরীর (কন্দরের) মধ্যে পশ্চাৎ প্রবেশ করিল। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিন্তু সেই অজ্ঞতম কালযবন তথায় নিদ্রাতুর কোন এক দীর্ঘাকার পুরুষকে, ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণই বিবেচনা

(ক) অবরীকৃত্যেতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

বদনেব মদাৎ পদা বাঢ়ং ততাড়। তাড়য়ংশ্চ তদ্দৃষ্টিবিষবৃষ্টিতঃ সদ্য এব ভস্মসাদ্ভবতি স্ম। কৃষ্ণস্তু তৎকৌতুকসতৃষ্ণস্তত্রৈব পশ্যতি স্ম ॥ ৫২ ॥

অথ সর্ব্বে সোচ্ছাসমপৃচ্ছন্—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ!—ততশ্চ ভবতাং জীবনরূপঃ স চ লঘু লঘু সচমানস্তামেব তস্য দৃষ্টিমমৃতবৃষ্টিমিব পরামৃষ্টবান্ ॥ ৫৩ ॥

উপনন্দ উবাচ—তদিদমহো! অন্ধকবর্ত্ম্কীয়ং জাতং।

যস্মান্মুচুকুন্দনামা ভগবদ্ভক্তিধামা তত্র নিদ্রায়তে। তঞ্চ

বাঢ়মতিশয়ং তাড়য়ামাস। তস্য মুচুকুন্দস্য দৃষ্টি র্দর্শনমেব বিষং গরলং তস্য বৃষ্টিতঃ বর্ষণাৎ ভস্মসাৎ ভস্মসম্পন্নং ভবতি স্ম। তৎকৌতুকসতৃষ্ণ স্তস্মিন্ কৌতুকে তৃষ্ণয়া কামেন সহ বর্ত্তমান স্তত্রৈব দর্য্যাং লীনো লুক্কায়িতঃ সন্ দদর্শ ॥ ৫২ ॥

তদেবং তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। সোচ্ছ্বাসং ব্যাকুলং যথাস্যাৎ স চ শ্রীকৃষ্ণঃ সচমানঃ সংগচ্ছমানঃ পরামৃষ্টবান্ ॥ ৫৩ ॥

তৎ শ্রুত্বা উপনন্দস্য যদ্বচনং তদ্বর্ণয়তি—তদিদমিতি। অন্ধকবর্ত্ম্কীয়ং অন্ধকবর্ত্ম অন্ধপরম্পরা তৎসাদৃশ্যং জাতং চিরং নিদ্রাভিনিবেশাদন্ধতুল্যত্বং তৎ সঙ্গময়তি যস্মাদিতি তত্র দর্য্যাং নিদ্রায়তে

করিয়া এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিল। স্থালীর মধ্যে তৈলাদির কল্কের (খৈলের) মত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া অন্তরে অকপট ব্যক্তির মত নিদ্রা যাইতেছে। এই প্রকারে তাহাকে এইরূপ বাক্য বলিয়াই সগর্ব্বে চরণ-দ্বারা অত্যন্ত আঘাত করিল! আঘাত করিবামাত্র মুচুকুন্দের দৃষ্টি-বিষের বর্ষণ দ্বারা সদ্যই সেই কালযবন ভস্মীভূত হইয়া গেল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই কৌতুক দেখিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়া সেই স্থানেই লুক্কায়িত হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

অনন্তর সকলে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর তারপর। দূতযুগল বলিতে লাগিল, তৎপরে আপনাদের জীবন স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ অতি ধীরে ধীরে গমন করিয়া, সেই মুচুকুন্দের বিষদৃষ্টিকেই অমৃতবৃষ্টির মত বোধ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

উপনন্দ কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই বাক্যটি যেন অন্ধপরম্পরার সাদৃশ্য পাইতেছে। কারণ, মুচুকুন্দনামে ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় স্বরূপ একজন ব্যক্তি

জাগরয়ংস্তদ্দৃষ্ট্যা প্লুষ্টীভবিষ্যতীতি কিম্বদন্তী যাসীদেষা তদৈব দৈবঘটিতা জাতেতি। (ক) কিন্তু সেয়ং চ যেন জ্ঞাত্বা কিল প্রত্যক্ষীকৃত্য স্বম্প্রত্যন্বক্ষীকৃতা তস্য কথ্যতামন্যাপি দামোদরস্য রহস্যচাতুরী স্বরীতিতা ॥ ৫৪ ॥

দূতাবূচতুঃ—আস্তাং তাবদস্য চাতুরী। একা মাধুরী সর্ব্বমসীমবশীকরোতি। তত্র মাধুরীবর্ণনা তু ভবৎসু ন যুক্তা। পুনরুক্তা হি সা ভবেদিতি ॥ ৫৫ ॥

নিদ্রাং ভজতি তঞ্চ মুচুকুন্দং জাগরয়ন্ জন স্তস্য মুচুকুন্দস্য দৃষ্ট্যা প্লুষ্টীভবিষ্যতি ন প্লুষ্টো ন দগ্ধঃ প্লুষ্টী ভবিষ্যতি ভস্মীভবিষ্যতীতি কিম্বদন্তী জনশ্রুতি র্যা আসীৎ এষা কিম্বদন্তী যেন দামোদরেণ জ্ঞাত্বা প্রত্যক্ষীকৃত্য প্রকটীকৃত্য সম্প্রতি অন্বক্ষীকৃত্য প্রত্যক্ষীকৃতা তস্য দামোদরস্য এষা অন্যাপি রহস্যচাতুরী স্বরীতিতা রহস্যনৈপুণ্যেষু সুষ্ঠু স্বভাবতা কথ্যতাং ॥ ৫৪ ॥

তদেবমুপনন্দবাক্যানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিতিগদ্যেন। অস্য কৃষ্ণস্য অসীমং বশীকরোতি নিঃশেষং অধীনীকরোতি ॥ ৫৫ ॥

তথায় নিদ্রাগত হইয়া আছে। যে ব্যক্তি মুচুকুন্দকে জাগরিত করিবে, সেই ব্যক্তিই তাহার দৃষ্টিবিষ দ্বারা ভস্মীভূত হইবে। এই প্রকার যে জন-শ্রুতি ছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া, সত্যই প্রত্যক্ষ করিয়া সম্প্রতি পুনর্ব্বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব দামোদরের অন্যও যদি রহস্য চাতুরীর মনোহর স্বভাব থাকে, তাহা বর্ণনা কর ॥ ৫৪ ॥

দুইজন দূত বলিতে লাগিল, ইহাঁর চাতুরীর কথা এখন দূরে থাক্ একমাত্র মাধুরীই কেবল সম্পূর্ণরূপে সকলকেই অধীন করিতেছে। তাহার মধ্যে আপনাদের নিকটে সেই মাধুরী বর্ণনা, নিশ্চয়ই পুনরুক্ত দোষে দূষিত হইবে ॥ ৫৫ ॥

(ক) তদৈব দৈবঘটিতা জাতেতি, কিন্তু সেয়ঞ্চ। ইত্যংশ অনান্দপুস্তকে নাস্তি।

তথা হি ;—

তদসিতঘনলক্ষ্ম্যাং চাতকাস্তে ভবন্ত
স্তদবয়ববিচিত্রশ্রী-চয়ে দিব্যনেত্রাঃ।
তদতিগুণসুধানাং স্বাদনে দেববর্য্যা
ব্রজকুলপতয়ঃ কিং তস্য বঃ শ্রাবণীয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

তত্র তস্য পরমবৃদ্ধস্য চ তত্র সমৃদ্ধসার্দ্রতাময়ং বচনং কর্ণে বিরচয়ত ॥ ৫৭ ॥

স্ফুটিততরখরাগ্রগ্রাবখণ্ডাতিতীক্ষ্ণে
পটুতরকটুজাগ্রৎকণ্টক-ব্রাততীব্রে।
স্থপুটগিরিতটান্তঃ স্নিগ্ধনীলাঙ্গপদ্ভ্যাং
নবকমলমৃদুভ্যাং! হা কথং ভ্রাম্যসি ত্বম্ ॥ ৫৮ ॥

তৎ পুনরুক্তত্বং ব্যনক্তি—তদসিতেতি। হে ব্রজকুলপতয়ঃ বো যুষ্মাকং সম্বন্ধে তস্য কৃষ্ণস্য কিং শ্রাবণীয়ং, যত স্তস্য অসিতঃ কৃষ্ণবর্ণ এব ঘনো মেঘ স্তস্য লক্ষ্ম্যাং সম্পত্তৌ ভবন্ত শ্চাতকা স্তস্যা বয়ববিচিত্রস্য শ্রীচয়ে শোভা সমূহে দিব্যে নেত্রে যেষাং তে তস্যাতিশয়া যে গুণা স্তে এব সুধা অমৃতানি তাসাং স্বাদনে সেবনে দেববর্য্যা দেবশ্রেষ্ঠাঃ ॥ ৫৬ ॥

তদাচ যঃ প্রসঙ্গো জাত স্তদ্বর্ণয়তি—তত্রেতিগদ্যেন। পরমবৃদ্ধস্য মুচুকুন্দস্য তত্র শ্রীকৃষ্ণে সমৃদ্ধা বৃদ্ধা যা সার্দ্রতা স্নেহপ্রাচুর্য্যং তন্ময়ং তদ্বিশিষ্টং বচনং কর্ণে বিবেচ্যতাং স্থিরী-ক্রিয়তাং ॥ ৫৭ ॥

তদ্বচনং স্ফুটয়তি—স্ফুটিতেতি। এবম্ভূতদুর্গমস্থলে। হেতি খেদে। নবকমলমৃদুভ্যাং স্নিগ্ধনীলাঙ্গ-পদ্ভ্যাং স্নিগ্ধনীলমঙ্গবয়বং যয়োস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং ভ্রাম্যসি চলসি, স্থানে কিম্ভূতে স্ফুটিততরাণি খরাণ্য

দেখুন, হে ব্রজকুলপতিগণ! আপনাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বিষয় আর কি শ্রবণ করাইব। কারণ, তাঁহাব কৃষ্ণবর্ণরূপ মেঘ শোভায় আপনারা চাতক পক্ষীর তুল্য; তাঁহার সমুদয় অবয়বের শোভাসমূহ দর্শন করিতে আপনাদের দিব্যনেত্র বিদ্যমান আছে, এবং তাঁহার সমধিক গুণরূপ সুধার আস্বাদনে আপ-নারা প্রধান দেবতুল্য ॥ ৫৬ ॥

তন্মধ্যে সেই পরমবৃদ্ধ মুচুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণের উপরে প্রচুর স্নেহপূর্ণ বাক্য কর্ণ-গোচর করুন ॥ ৫৭ ॥

হায়! যাহাদের অগ্রভাগ সকল অত্যন্ত ফাটিয়া রহিয়াছে, এইরূপ প্রস্তর-

অথ তদেতদ্দূতবর্ণ্যমাণমাকর্ণ্য লব্ধকরুণাসজ্জনা ব্রজসজ্জনাঃ ক্ষণকতিপয়ং রোরুদামাসুঃ।

রুদিত্বা চ সগদ্গদমূচুঃ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—অথ সমুদ্বুদ্ধভাবঃ স মহানুভাবস্তস্য বিশেষং প্রষ্টুং নিজবিশেষং সুষ্ঠু কথয়ামাস।

কথিতে চ তস্মিন্ কৃতস্মিতঃ কৃষ্ণঃ স্ববিশেষমপি যথাযথং তস্য কর্ণয়োঃ শ্লেষয়ামাস। তদেবং মিথঃ স্নিগ্ধতাবিদ্ধয়োর্দ্বয়োঃ স তু মুচুকুন্দঃ সর্ব্বত্র বিরজ্য মুকুন্দ এবাসজ্য তৎসঙ্গ এব স্বমঙ্গল-

---

গ্রাণি যেষাং তানি চ তানি গ্রাব্ণাং শিলানাং খণ্ডানি চেতি তৈরতিতীক্ষ্ণে পটুতরো যঃ কটুঃ খরতা তেন জাগ্রতো বিকাশমানা যে কণ্টকব্রাতাঃ কণ্টকসমূহাস্তৈ স্তীব্রদুঃসহে। স্ফুটং বিষমোন্নতং যৎ গিরিতটং তস্যান্তর্ম্মধ্যে ॥ ৫৮ ॥

তদেতচ্ছ্রুতবতাং ব্রজসজ্জনানাং যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—অথ ইতিগদ্যেন। লব্ধা যা করুণা তস্যামাসজ্জনং যেষাং তে অতিশয়ং রুদিতবন্তঃ। ততো দূতবাক্যং বর্ণয়তি—দূতাবিতিগদ্যেন। সমুদ্বুদ্ধো ভাবঃ প্রীতির্যস্য সঃ তস্য কৃষ্ণস্য বিশেষং অসাধারণবর্ণাদিকং তস্মিন্ বর্ণাদিকে কথিতে সতি কৃতং স্মিতং মন্দহাস্যং যেন সঃ স্বস্যাত্মনো বিশেষং জন্মাদিকং তস্য মুচুকুন্দস্য কর্ণয়োঃ শ্লেষয়ামাস সংশ্লিষ্টং। মিথঃ পরস্পরং স্নিগ্ধতয়া আবিদ্ধয়োঃ সংশ্লিষ্টয়ো র্দ্বয়োর্ম্মধ্যে

রাশির খণ্ডদ্বারা যে স্থান অতিশয় তীক্ষ্ণ, এবং যে সকল কণ্টকরাশি প্রখরভাবে জাগিয়া রহিয়াছে, সেই সকল কণ্টকসমূহ দ্বারা যে স্থান অত্যন্ত অসহ্য ; এইরূপ পর্ব্বততটের মধ্যে বিষমোন্নত স্থানে চরণ-যুগল দ্বারা কিরূপে ভ্রমণ করিতেছেন। অথচ তোমার চরণ-যুগল কমলের মত কোমল, এবং ঐ পদদ্বয়ের অবয়ব সকল স্নিগ্ধ অথচ নীলবর্ণ ॥ ৫৮ ॥

অতএব এই প্রকারে দূতবর্ণিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজবাসী ব্যক্তিগণ করুণার আতিশয্য লাভপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ সাতিশয় রোদন করিতে লাগিল। রোদন করিয়া গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, অনন্তর সেই মহানুভাবের প্রীতি উপস্থিত হইলে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ বর্ণাদি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য উত্তমরূপে নিজের বিশেষ ব্যাপার বলিতে লাগিলেন। সেই বর্ণাদির বিষয় কথিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মৃদুমধুর হাস্য করিয়া যথাবিধি আপনাদের

মিতি তমেব যযাচে। মুকুন্দস্তু তত্র তদিষ্টং সহসা নাকল্পিষ্ট কিন্তু কালবিলম্বমালম্বিষ্ট। যত্র চ কারণং বিচারয়তামস্মাকং "তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ" ইত্যেব মনস্যাবর্ত্ততে। দুর্ল্লভঃ খলু ভবৎকুলচন্দ্রমঃসঙ্গ ইতি চ ॥ ৫৯ ॥

যতঃ ;—

শান্ততাং যদ্যপি প্রাপ্তঃ স তেনৈকান্তিতামপি।
অদর্শদেব তং তস্য স্পর্শমাত্রং ন চাসদন্ ॥ ৬০ ॥

স তু মুচুকুন্দঃ মুকুন্দে কৃষ্ণে এব আসজ্য চিত্তং স্থিরীকৃত্য তস্য কৃষ্ণস্য সঙ্গ এব স্বস্য মঙ্গলমিতি তমেব যযাচে। তদিষ্টং সদ্যোমুক্তিং সহসা তৎক্ষণাৎ নাকল্পিষ্ট ন কল্পয়ামাস। আলম্বিষ্ট আলম্বনং কৃতবান্। কালবিলম্বে সঙ্গতিং বর্ণয়তি—যত্র চেতি। তত্র কালবিলম্বে তস্য ভক্ত্যুদ্রেকভবনমেব হেতুরিতি ভাবঃ। ফলিতমাহ দুর্লভ ইত্যাদি ॥ ৫৯ ॥

তৎ সঙ্গস্য দুর্লভতাং বর্ণয়তি—শান্ততামিতি। স মুচুকুন্দঃ সর্ব্বত্র বিরাগেণ যদ্যপি শান্ততাং প্রাপ্তঃ শান্ততালাভেন একান্তিতামপি প্রাপ্তঃ তেন তং কৃষ্ণমদর্শৎ, কিন্তু তস্য কৃষ্ণস্য স্পর্শমাত্রং নচাসদন্ন প্রাপ কিমুত সঙ্গং ॥ ৬০ ॥

জন্মাদি বিবরণ বিশেষ করিয়াই মুচুকুন্দের কর্ণগোচর করিলেন। অতএব এইরূপে পরস্পর দুইজন যখন স্নেহগুণে আবিদ্ধ হন, এই উভয়ের মধ্যে কিন্তু মুচুকুন্দ সকল বিষয়ে বিরক্ত হইয়া, কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই উপর চিত্ত স্থির করিয়া, তাঁহার সঙ্গেই যে আপনার মঙ্গল, ইহাই কেবল তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণও তদ্‌বিষয়ে তাহার সদ্যোমুক্তি কল্পনা করিলেন না। কিন্তু কালবিলম্ব অবলম্বন করিয়া ছিলেন। যে কালবিলম্বে বিচার করিতে গিয়া আমাদের হৃদয়ে কেবল জাগরূক হইয়া থাকে যে, যাহাঁরা তাঁহার তত্ত্ব জানেন, তাঁহারাই তাহা অবগত আছেন। কারণ, আপনার বংশের শশধর তুল্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ নিশ্চয়ই পরমদুর্লভ ॥ ৫৯ ॥

কারণ, যদ্যপি সেই মুচুকুন্দ সকল বিষয়ে বৈরাগ্য প্রকাশ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল, এবং ঐ-রূপ শান্তভাব অবলম্বন করাতে ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনও করিয়াছিল, তথাপি কেবলমাত্র তাঁহার স্পর্শলাভ করিতে পারে নাই ॥ ৬০ ॥

ব্রজরাজ উবাচ— ততস্ততঃ।—

দূতাবূচতুঃ—ততঃ স তু তদধিগম্য মুহুঃ প্রণম্য পুনস্তদুপাসনায়ামেব বাসনাং বিধায় তপসে সমুপসেদিবান্। যত্র কৃষ্ণ-সঙ্গায়ঃ কৃষ্ণসঙ্গায় এব সততমাসীৎ॥ ৬১॥

তদেবং যাবচ্ছ্রীকৃষ্ণেন কালযবনঃ স জিগ্যে তাবত্তদগ্রজেন মথুরা দিগ্যে॥ ৬২॥

অথ মথুরা-নাথস্তু রথাদিসামগ্রীং স্মরণমাত্রাদগ্রীয়াং কুর্ব্বন্নাগত্য তু পাঞ্চজন্যং দধ্মৌ "কালঃ কাল-বশং যাত," ইতি॥ ৬৩॥

ততো ব্রজরাজ প্রশ্নানন্তরং দূতোক্তিং বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। তদুপাসনায়াং শ্রীকৃষ্ণ সেবায়াং বাসনামিচ্ছাং তপসে তপস্যায় সমুপসেদিবান্ উপসন্নো বভূব। যত্র তপসি কৃষ্ণস্য সঙ্গোঽয়ো গতিঃ ফলং যস্য সঃ কৃষ্ণসঙ্গায়ৈব সততং নিরন্তরমাসীৎ॥ ৬১॥

তৎপরবৃত্তং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। জিগ্যে জিতোঽভূৎ। তদগ্রজেন রামেণ মথুরা দিগ্যে রক্ষিতা। দেঙ রক্ষায়াং ধাতুঃ॥ ৬২॥

তদেবং কালযবনং জিত্বা মথুরায়াং যথা জগাম তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। স্মরণ-মাত্রাদগ্রীয়াং স কুর্ব্বন্নিতি তস্যা রথাদিসামগ্র্যা দেবত্ববিশেষাদাগতিরিতি পাঞ্চজন্যং শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্॥ ৬৩॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর সেই মুচুকুন্দ কৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া, বারংবার প্রণাম পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা বিষয়ে বাসনা করত তপস্যার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। যে তপস্যাতে তাহার সর্ব্বদা কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে কৃষ্ণসঙ্গই লাভের বিষয় হইয়াছিল॥ ৬১॥

অতএব এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ যেমন কালযবনকে জয় করেন, অমনি তদীয় অগ্রজ মথুরাপুরী রক্ষা করেন॥ ৬২॥

অনন্তর শ্রীমথুরাপতি স্মরণমাত্রে রথাদিবস্তু উপস্থিত করিয়া "কালযবন যমালয়ে গমন করিয়াছে" বলিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন॥ ৬৩॥

ধ্মাতে চ শ্রীবলভদ্রশ্চ "কিং কুর্ম্মস্তদ্বিধেহি ন" ইতি স্ব-শঙ্খ-নাদসঙ্করতয়া নিষ্ক্রান্তঃ। নিষ্ক্রান্তে চ তস্মিন্নসৌ পুনঃ শঙ্খং দধ্মৌ।

"হত তুচ্ছানিমান্ ম্লেচ্ছান্ হলেন মুসলেন চ" ॥ইতি ॥ ৬৪ ॥

ততঃ শ্রীরোহিণীনন্দনঃ স্বমুসলাঘাতানন্দমারব্ধবান্। শ্রীমন্নন্দনন্দনশ্চ নন্দকাঘাতসুখব্রাতমিতি স্থিতেন তু বয়ং জ্ঞাতবন্তস্তদা কদা পুনরশ্বাদিমিশ্রাস্তিস্রোঽপি ম্লেচ্ছানাং কোটয়ঃ কৃত্তা বৃত্তা ইতি। তত্র তু হন্যমানানাং তেষামগণ্য-

---

কিঞ্চ কালঃ কলয়তি ম্লেচ্ছান্ যুদ্ধার্থং প্রেরয়তি। কালঃ কালযবনঃ কালবশং ক্ষয়ং যাত ইতি শঙ্খং দধ্মৌ। তত্র পাঞ্চজন্যে তথা ধ্মাতে সতি শ্রীরামো বয়ং কিং কুর্ম্মস্তন্নোঽস্মাকং সম্বন্ধে বিধেহীতি স্বশঙ্খস্য নাদেন ধ্বনিনা সঙ্করতয়া সংমিলনতয়া মথুরায়া নিষ্ক্রান্তঃ। নিষ্ক্রান্তে চ বলভদ্রে অসৌ কৃষ্ণঃ পুনঃ শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্। তুচ্ছান্ নিন্দিতানিমান্ ম্লেচ্ছান্ হলেন মুষলেন চ যূয়ং হত মারয়ত ॥ ৬৪ ॥

তৎ প্রসঙ্গং বর্ণয়তি—তত ইতি গদ্যেন। স্বমুষলেনাঘাতমেব আনন্দঃ সুখং নন্দকেন-স্বখড়্গেন আঘাতসুখসমূহমারব্ধবান্ ইতি স্থিতে এবং সতি অশ্বহস্ত্যাষ্ট্র্যাদিমিশ্রাঃ কৃত্তাশ্ছিন্না বৃত্তা জাতা। অগণ্যমানানাং গণনামতিক্রান্তানাং যৎ ম্লেচ্ছিতং ম্লেচ্ছব্যাপৃতত্বং যদ্বা কুৎসিতবাসিত্বং

পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়া উঠিলে শ্রীবলরামও 'আমরা এখন কি করিব, তাহা আমাদিগকে বলিতে হইবে' এই বলিয়া নিজ শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে মিলিত হইয়া মথুরা হইতে নির্গত হইলেন। বলরাম নির্গত হইলে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন যে, অত্যন্ত তুচ্ছ বা নিন্দাস্পদ এই সকল ম্লেচ্ছ-দিগকে তোমরা লাঙ্গল বা মুষলদ্বারা বধ কর ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর শ্রীরোহিণীনন্দন বলরাম মুষলাঘাত দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং শ্রীমান্ নন্দকুমার নন্দকনামক খড়্গাঘাত দ্বারা সুখরাশি দেখা-ইতে উপক্রম করিলেন। এইরূপ ঘটিবার পর, তৎকালে কখন যে সেই অশ্ব-রথাদির সহিত তিনকোটি ম্লেচ্ছসেনা ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। কিন্তু তৎকালে গণনাতীত সেই সকল ম্লেচ্ছসৈন্য যখন বিনাশিত হয়, তখন তাহাদের অসংস্কৃত এবং অস্পষ্টম্লেচ্ছভাষাই কেবল মাত্র উচ্চারণ

মানানাং যৎ ম্লেচ্ছিতং তৎকেবলমুচ্চারণত এব যদুবীরান্ স্মারয়ামাস। ন পুনরর্থতঃ। স হি দুর্ব্বোধ এবেতি ॥ ৬৫ ॥

ততশ্চ ;—

ছিন্নৈর্ভিন্নৈস্তুরুষ্কাণাং মূর্দ্ধভির্দ্রাঢ়িকাবৃতৈঃ।

তস্তরে ধরণিস্তাললক্ষৈরিব সমক্ষিকৈঃ ॥ ৬৬ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ তেষাং যত্র কুত্র পতিতানি শরীরাণি ক্ষেপ্তুং ধনানি চ সংক্ষেপ্তুং যদা তাভ্যাং যুক্তা জনা নিযুক্তা-

---

অর্থতো ম্লেচ্ছধাতুরসংস্কৃতকথনার্থঃ ব্যক্তবাক্যে ইতি প্রাঞ্চঃ অব্যক্তবাক্যেতি কেচিৎ সহ্যর্থো দুর্ব্বোধ এব ॥ ৬৫ ॥

কিঞ্চ তুরুষ্কাণাং যবনানাং ছিন্নৈ ভিন্নৈর্দ্রাঢ়িকয়া অর্থাৎ কেশেন আবৃতৈ মূর্দ্ধভি ধ'রণির্ভূ'মি স্তস্তরে আচ্ছন্না বভূব। যথা মক্ষিকাভিঃ সহিতৈ স্তালবৃক্ষলক্ষৈ যথাচ্ছন্না ভবতি ॥ ৬৬ ॥

ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চোতিগদ্যেন। সংক্ষেপ্তুং সংগ্রাহয়িতুং

যাদব-বীরদিগকে স্মরণ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু অর্থদ্বারা স্মরণ করান হয় নাই, যে হেতু ম্লেচ্ছভাষা অত্যন্ত দুর্বোধ ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর যেরূপ মক্ষিকারাশিপূর্ণ তালবৃক্ষ সমূহদ্বারা পৃথিবী আচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ ম্লেচ্ছদিগের দাঢ়িকাযুক্ত ছিন্ন ভিন্ন মস্তক সমূহদ্বারা ধরণী আচ্ছাদিত হইয়াছিল (ক) ॥ ৬৬ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর সেই সকল ম্লেচ্ছদিগের যে কোনস্থানে নিপতিত শরীর সকল নিক্ষেপ করিতে এবং ধন

(ক) অর্দ্ধপক্ক দাড়ীযুক্ত মুণ্ডসমূহে যুদ্ধভূমি ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এই ভাবটী মহাকবি কালিদাসের কৃত রঘুবংশ হইতে সংগৃহীত বলিয়া বোধ হয়। সেই শ্লোক যথা—

"ভল্লাপবর্জ্জিতৈ স্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীং।

তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ সক্ষৌদ্রপটলৈরিব।

ম্লেচ্ছ নরপতিগণের মুণ্ড ছিন্ন হইল। তাহার অর্দ্ধ পককেশ থাকায় বোধ হইল যেন মৌমাছীর দল যুক্ত মধুচক্র (মৌচাক) সকল যুদ্ধ ভূমিকে ব্যাপ্ত করিয়াছে।

স্তদা তু মন্ত্রি-বরমুদ্ধবং নিজাগমনানুজ্ঞাপনপ্রার্থনং শ্রাবয়িত্বা তস্মাদিমাং কথাং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণপ্রস্থাপিতাভ্যাং নিজ-সঙ্গেহ-বস্থাপিতাভ্যামাভ্যাং দূতাভ্যাং সহ ভবৎপদ-সদনমাসাদয়াব। কিন্তু জ্ঞাতভবদ্ভবিকবৃত্তাবিমৌ শীঘ্রমেবানুজ্ঞাতব্যৌ। যথাভ্যাং রাম-রামানুজৌ সান্ত্বয়িতব্যৌ স্যাতাম্॥ ৬৭॥

তদেতচ্ছ্রবসি যোজয়িত্বা তৌ ভোজয়িত্বা বস্ত্রালঙ্কারাদিনা রোচয়িত্বা নিজ-দূতাভ্যামন্যাভ্যাং সহ সন্যায়ং ব্রজপতিনা প্রস্থাপিতাবিতি॥ ৬৮॥

অথ সম্প্রতি সম্প্রতিপন্নশুশ্রূষাবেশেন ব্রজেশেন সন্দে-

তাভ্যাং কৃষ্ণরামাভ্যাং নিজস্বাগমনে যদনুজ্ঞাপনং তস্য প্রার্থনং শ্রাবয়িত্বা তস্মাদুদ্ধবাদিমাং বক্তব্যাং ভবৎপদসদনং ভবদালয়ং আসাদয়াব প্রাপয়াব। কিন্তু জ্ঞাতং ভবতাং ভবিকবৃত্তং কুশলবৃত্তান্তং যাভ্যাং তাবিমৌ অনুজ্ঞাতব্যৌ অনুজ্ঞাবিষয়ভূতৌ। অনুজ্ঞাপ্রকারো যথা ইতি॥ ৬৭॥

ততো যদ্বৃত্তং বৃত্তং তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। শ্রবসি কর্ণে রোচয়িত্বা অভিলাষ্য সন্যায়ং যথাযোগ্যং প্রস্থাপিতৌ॥ ৬৮॥

ততস্তৈ যথা চরিতং তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। সংপ্রতিপন্না যা শুশ্রূষা দূতানাং সম্মাননং

সকল সংগ্রহ করিতে, যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম উপযুক্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করেন, তৎকালে কিন্তু অমাত্যবর উদ্ধবকে আপনার আগমন বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা শ্রবণ করাইয়া, এবং সেই উদ্ধবের নিকট হইতে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত, আমাদেরই সঙ্গে অবস্থিত, এইদুইজন দূতের সহিত আমরা দুইজনে আপনার পাদপদ্মরূপ ভবনে আগমন করিয়াছি। কিন্তু ইহারা দুইজনে আপনাদের কুশল বৃত্তান্ত অবগত হইলে, শীঘ্রই ইহা-দিগকে অনুমতি করিবেন। যেরূপে অনুমতি করিলে ইহারা শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে সান্ত্বনা করিতে পারিবে॥ ৬৭॥

অতএব এইরূপ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া ব্রজরাজ তাহাদের দুই জনকে ভোজন করাইয়া, এবং বস্ত্রাভরণ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, অন্য দুইটি আপনার দূতের সহিত যথাবিধি পাঠাইয়া ছিলেন॥ ৬৮॥

অনন্তর সম্প্রতি ব্রজরাজ সেবা বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সংবাদের

শেন যৌ দূতৌ যোজিতৌ যৌ চ যদুব্রজেশেন তৌ চ তৌ চ মধুরজনপুণ্যং মধুপুরং শূন্যমেবাবলোচ্য ভৃশমনুশোচ্য ব্রজমেবাব্রজিতবন্তৌ পথি তু শ্রুতবন্তৌ। জরাসুতঃ শ্রীকৃষ্ণরামাবনুদ্রুতঃ সন্ দ্বারকা-দিশং বিশতি স্মেতি॥ ৬৯॥

ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণ-দূতৌ তদ্বার্ত্তাসতৃষ্ণতয়া দ্বারকাপথমেব জগ্মতুঃ। ব্রজপতি-দূতৌ তু বিশেষং শ্রাবয়িতুং শ্রোতুং চ ব্রজমেবাজগ্মতুর্ব্রজমাগত্য তদেব কথয়ামাসতুশ্চ। কথিতে তু তস্মিন্ ব্রজরাজাদয়ঃ সমস্তা ব্যগ্রতাগ্রস্তা বভূবুঃ। তদলং তস্য বর্ণনেনাকর্ণনেন চ॥ ৭০॥

তস্যামাবেশো যস্য তেন সন্দেশেনেত্যত্র সহার্থে তৃতীয়া। যদুব্রজেশেন যদুসমূহপতিনা কৃষ্ণেন মধুরজনপুণ্যং ভগবদ্ভক্তত্বাৎ মধুরৈর্জনৈঃ পুণ্যং পুণ্যজনকং আব্রজিতবন্তৌ আজগ্মতুঃ জরাসুতো জরাসন্ধঃ অনুদ্রুতঃ পশ্চাচ্চলিতঃ॥ ৬৯॥

কিঞ্চ তদ্বার্ত্তাসতৃষ্ণতয়া দ্বারকাপ্রবেশ বার্ত্তায়াং যা সতৃষ্ণতা সাকাঙ্ক্ষতা তয়া ব্রজরাজ-দূতৌ তু ব্রজমাগত্য মথুরায়াং যথা দৃষ্টং তথা কথিতবন্তৌ। ব্যগ্রতাগ্রস্তা অত্যাকুলতয়া গিলিতা বভূবুঃ তস্য বিরহস্য বর্ণনেন শ্রবণেনচ॥ ৭০॥

সহিত যে দুই জন দূতকে নিযুক্ত করেন, এবং যাদবগণের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণও যে দুইজন দূত নিযুক্ত করেন, সেই সেই দূতদ্বয় মধুর (মাধুর্য্যময় অথবা মধুপুরবাসী) জনগণ দ্বারা পুণ্যজনক মধুপুরীকে শূন্য বিবেচনা করিয়া, এবং অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া ব্রজেই আগমন করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা পথি মধ্যে শ্রবণ করে যে, জরাসন্ধ কৃষ্ণ বলরামের অনুগমন করিয়া দ্বারকার দিকেই প্রবেশ করিয়াছে॥ ৬৯॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দূতদ্বয় সেই দ্বারকা প্রবেশের বার্ত্তায় অত্যন্ত অভিলাষী হইয়া দ্বারকার পথেই গমন করিয়াছিল, দূত বিশেষ বিবরণ শ্রবণ করিতে ব্রজেই আগমন করিয়াছিল। তাহারা ব্রজে আসিয়া যেরূপ দেখিয়াছিল, অবিকল তাহাই বর্ণনা করিল। সেই বৃত্তান্ত কথিত হইলে ব্রজরাজ প্রভৃতি সমস্ত ব্যক্তিগণ ব্যাকুলতায় অভিভূত হইলেন। অতএব সেই বিরহ সংবাদ বর্ণন এবং শ্রবণ করিয়া কোনও প্রয়োজন নাই॥ ৭০॥

অথ দ্বারকাদিশমেব প্রস্থাপিতস্তয়োরন্যয়োরন্যয়োরপি দূরগততয়া ঝটিত্যনাগতয়োর্দুর্গতিময়ে দিনকতিপয়ে চ লব্ধ-ব্যত্যয়ে শতযোজনব্রাজিনৌ বাজিনৌ সমারুহ্য প্রসন্নতাজুষৌ কৌচিৎ পুরুষৌ সমাগতৌ। সমাগম্য চ শ্রীব্রজরাজচরণরাজীবং পুরতঃ প্রণম্য রম্যমিদং নিবেদয়ামাসতুঃ ॥ ৭১ ॥

পরম-মঙ্গল-সঙ্গ-লবলিমবলবদ্বলবলানুজৌ কৃতশাত্রবরুজৌ তত্রভবৎসু চরণপ্রণিপাতাচরণপুরঃসরং বিজ্ঞাপয়তঃ স্ম। অথ তদেতন্মাত্রং কর্ণপাত্রং বিধায় সপুলকগাত্রং সর্ব্বেঽপি প্রোচুঃ—ততস্ততঃ ? ॥ ৭২ ॥

তদনন্তরং বৃত্তং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। দুর্গতিময়ে দুর্গতিপ্রচুরে লব্ধব্যত্যয়ে লব্ধো ব্যত্যয়োঽতিক্রমো যস্য তস্মিন্ শতযোজনং ব্রজিতুং গন্তুং শীলং যয়োস্তৌ প্রসন্নতাজুষৌ প্রসন্নতাং সেবমানৌ রাজীবং পদ্মং পরমমঙ্গলসঙ্গলবলিমবলবদ্বলবলানুজৌ পরমমঙ্গলেন সঙ্গো যয়োস্তৌ চ তৌ লবলিম্নে যদ্বলং রূপং কোমলস্বরূপং তদিব বলবলানুজৌ চেতি যদ্বা পরমঙ্গলসঙ্গল-বলিমানৌ তৌ বলবিশিষ্টৌ বলবলানুজৌ চেতি তৌ কৃতা শাত্রবাণাং রুট্ ভঙ্গো যাভ্যাং তৌ তত্র-ভবৎসু পূজ্যেষু চরণয়ো যৎ প্রণিপাতাচরণং তদেব পুরঃসরং যথাস্যাত্তথা ॥

বিজ্ঞাপনানন্তরং যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—অথ তদেতদিতিগদ্যেন। কর্ণপাত্রং কর্ণাশ্রয়ং সপুলকগাত্রং পুলকেন সহ গাত্রাণি যত্র তদ্যথা স্যাৎ ॥ ৭১—৭২ ॥

অনন্তর যে দুইজন দূত দ্বারকার দিকে প্রেরিত হয়, সেই দুইজন এবং অন্য দুই জন দূতও দূরদেশে গমন করিয়া শীঘ্র আসিতে না পারিলে, এবং দুর্গতিপূর্ণ কতিপয় দিবস অতীত হইলে, শত যোজনগামী দুইটি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক প্রসন্নতাপ্রাপ্ত কোন দুইটি মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা দুই জনে আসিয়া শ্রীমান্ ব্রজরাজের পাদপদ্মের সম্মুখে প্রণাম করিয়া এইরূপ রমণীয় বাক্য নিবেদন করিল। পরম মঙ্গলযুক্ত এবং নিতান্ত বলশালী সেই তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ শত্রুদিগকে পরাভব করিয়া, পূজ্যপাদ আপনাদের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন করিয়াছেন ॥ ৭১ ॥

অনন্তর এই পর্য্যন্ত বাক্য কর্ণগোচর করিয়া রোমাঞ্চিত শরীরে সকলেই বলিতে লাগিল। তারপর, তারপর ॥ ৭২ ॥

দূতাবূচতুঃ—তদ্বিজ্ঞাপনং ত্বিদং বিজ্ঞায়তাং। বয়মত্র নিঃশ্রেয়সমিশ্রতয়া শত্রুদুর্গমং দ্বারকাখ্যং দুর্গং সঙ্গতাঃ। যত্র দৃষ্টমদৃষ্টঞ্চ ভয়ং ন দৃষ্টং ভবিতা। তথাপি তত্রভবতাং ভবিকমেকাস্মাকং ভবিকায় ভবিতেতি তন্নিঃসন্দিগ্ধং সন্দিশ্য বয়মানন্দনীয়া ইতি ॥

বিশেষতস্ত্বিদমনুজঃ সগদ্গদং নিবেদয়মাস ॥ ৭৩ ॥

সম্বন্ধেন মমাত্মজস্য বহুশস্তান্ পূতনাদ্যাচিতা-
নুৎপাতান্ বত ! যূয়মাপুরসতঃ শ্রীগোকুলে তত্র চ।
পুর্য্যাং তত্র চ মাগধাদিযবনপ্রান্তাহৃতানিত্যতঃ
কালং ক্ষেপ্তুমিহাগমং দ্রুতমিতঃ প্রাপ্তুং তু জানীথ মাম্ ॥
ইতি ॥ ৭৪ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। নিঃশ্রেয়সমিশ্রতয়া নিঃশ্রেয়সং মঙ্গলং তেন মিশ্রতয়া উপলক্ষিতং শত্রূণাং দুর্গমং তত্রভবতাং পূজ্যানাং ভবিকং কুশলমেব ভবিকায় মঙ্গলায় তৎ ভবিকং নিঃসন্দিগ্ধং যথার্থং। অনুজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ৭৩ ॥

নিবেদনবাক্যং বর্ণয়তি—সম্বন্ধেনেতি তত্র শ্রীগোকুলে বসত আত্মজস্য মম সম্বন্ধেন পূতনাদ্যাচিতান্ বহুশস্তানুৎপাতান্ যূয়মাপুঃ। তত্র পুর্য্যাং মথুরায়াং মাগধো জরাসন্ধ আদির্যেষাং যবনঃ কালযবনঃ প্রান্তঃ শেষো যেষাং তৈরাহৃতান্ সঞ্চিতান্ উৎপাতান্ যূয়মপি অতো হেতোঃ কালং ক্ষেপ্তুং যাপয়িতুমিহ দ্বারকায়ামাগমং ইতো দ্বারকাতঃ সকাশাৎ দ্রুতং শীঘ্রং ব্রজে প্রাপ্তুং মাং জানীথ ॥ ৭৪ ॥

দূতদ্বয় কহিল সেই বিজ্ঞাপনও আপনারা এইরূপে অবগত হউন। আমরা এই স্থানে মঙ্গল মিশ্রিত অথচ শত্রুগণের একান্ত দুর্গম দ্বারকা নামক দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। যে দুর্গে দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট কোন প্রকার ভয় দৃষ্ট হইবে না। তথাপি পূজ্যপাদ আপনাদের মঙ্গলই আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হইবে। অতএব নিঃসন্দেহে সেই মঙ্গল আদেশ করিয়া আপনারা আমাদিগকে আনন্দিত করিবেন। বিশেষতঃ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গদ্গদস্বরে এইরূপ নিবেদন করিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

তাত ? আমি আপনার পুত্র, এবং আমি সেই শ্রীমান্ গোকুলে বাস করিয়া

তদেবং সম্যগ্ নিশম্য স গোপাধিপতিরুবাচ—দিষ্ট্যা তাদৃশং দুর্গমধিষ্ঠানমনুষ্ঠিতং। যদ্গোকুলমিব মাথুরং পুরমপি ভয়াকুলং ভাতি। ভবতু পশ্চাদ্বিশেষং প্রক্ষ্যামঃ সম্প্রতি তু ভোজনায় তাবিমৌ যোজয়থ। অথ ভোজনানন্তরং সর্ব্বৈঃ সহোপবিশ্য কৃষ্ণবৃত্তান্তশ্রবণায়াবিশ্য তৌ স মহেচ্ছঃ পপ্রচ্ছ,—কথ্যতাং কথং কথং দ্বারকা-পথং তাবাশ্রিতাবিতি ॥ ৭৫ ॥

তদেতন্নিশম্য গোপাধিপো যদকথয়ৎ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তাদৃশং দুর্গমিতি। যত্রার্থোঽধিষ্ঠাদেরিতি অধিকরণে কর্ম্ম। তাদৃশদুর্গে অধিষ্ঠানং যদনুষ্ঠিতং এতদ্দিষ্ট্যা ভাগ্যেন তাদৃশদুর্গাশ্রয়ণে হেতুমাহ যদিতি মহেচ্ছুর্মহতী ইচ্ছা যস্য স গোপাধিপতিঃ। কথং কথং কেন কেন প্রকারেণ দ্বারকাপথং দ্বারকামার্গং তৌ কৃষ্ণরামৌ ॥ ৭৫ ॥

থাকি। আপনরা আমার জন্য পূতনাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই সকল উৎপাত-পরম্পরা বহুবার প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। পরে সেই মথুরাপুরীতে জরাসন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া কালযবন পর্য্যন্ত নানাবিধ উপদ্রবও প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই হেতু কালক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আমি এই দ্বারকাতে আগমন করিয়াছি, এবং আপনারা এই দ্বারকা হইতে শীঘ্রই আমাকে, ব্রজে উপস্থিত হইয়াছি জানিবেন ॥ ৭৪ ॥

অতএব এইরূপ বাক্য সম্যক্রূপে শ্রবণ করিয়া সেই গোপাধিপতি নন্দ বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে তাদৃশ দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন, ইহা সৌভাগ্যক্রমেই ঘটিয়াছে। কারণ, গোকুলের মত মথুরাপুরীও ভয়াকুল হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। আচ্ছা, একথা এখন থাক, পশ্চাৎ বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করা যাইবে। এক্ষণে কিন্তু ইহাদের দুইজনকে ভোজন কার্য্যে নিযুক্ত করা যাক। অনন্তর ভোজনের অবসানে সকলের সহিত উপবেশন করিয়া, এবং কৃষ্ণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া, সেই মহানুভাব ব্রজরাজ ঐ দুই-জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বল, কি কি প্রকারে তাঁহারা দ্বারকাপথে আশ্রয় লইয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

দূতাবূচতুঃ—আবাং খল্বিমৌ শ্রীমদুদ্ধবদাসতামধ্যাস্বহে। আশ্রিতযদুপত্যাদেশাত্তদুপদেশাদেব চ সন্দেশং বঃ সদেশং প্রবেশয়িতাস্বহে। যদা ম্লেচ্ছানাং ধনানি ন স্বেচ্ছাবিষয়ীকৃতানি কিন্তু রাজদ্রব্যাণীতি রক্ষিতানি তদা পূর্ব্ববদন্ধতাকল্পসন্ধস্য জরাসন্ধস্যাগমনং লক্ষ্যং বিধায় তানি ত্যক্ষ্যদ্ভ্যাং সম্প্রতি তু দ্বাভ্যামপি তাভ্যাং পলায়নকুতূহলমারব্ধং। আরভ্যমাণে চ তস্মিন্নসৌ সদেশমেবাবিবেশ। আবিষ্টে চ তস্মিন্ননিষ্টে শ্রীকৃষ্ণস্ত্বিদমাবভাষে—॥ ৭৬ ॥

তৎ প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতুঃ তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। অধ্যাস্বহে অধ্যগচ্ছাব। আশ্রিত-যদুপত্যাদেশাৎ আশ্রিতশ্চাসৌ যদুপতিশ্চেতি তস্যা উপদেশাৎ তদুপদেশাৎ তস্য শ্রীমদুদ্ধবস্য দেশাচ্চ বো যুস্মাকং সদেশং নিকটং সন্দেশং প্রবেশয়িতাস্বহে প্রবেশং কারয়িষ্যাবহে। ম্লেচ্ছানাং কালযবনা-দীনাং ইতি শব্দো হেত্বর্থে রক্ষিতানি নতু গৃহীতানি অন্ধতাকল্পসন্ধস্য অন্ধতাকল্পে অন্ধতাসাদৃশ্যে সন্ধা সন্ধানং যস্য তস্য জরাসন্ধস্য তানি তেষাং ধনানি ত্যক্ষ্যদ্ভ্যাং ত্যাগং কর্ত্তুমিচ্ছদ্ভ্যাং তাভ্যাং কৃষ্ণ-রামাভ্যাং পলায়নকুতূহলং পলায়নরূপং কৌতূহলং তস্মিন্ পলায়নকুতূহলে অসৌ জরাসন্ধঃ সন্দেশং নিকটমেব আবিবেশ সঙ্গতঃ। তস্মিন্নাবিষ্টে তেন গ্রহণোপক্রমে ইদং বক্তব্যং কথিত-বান্॥ ৭৬ ॥

দূতদ্বয় কহিল, আমরা দুইজনে শ্রীমান্ উদ্ধবের দাসত্বই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের আশ্রয়স্বরূপ সেই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে এবং সেই উদ্ধবের উপদেশে আমরা আপনাদের সমীপে সংবাদ প্রদান করিব। যৎকালে কাল-যবনাদি ম্লেচ্ছগণের ধনরাশি ইচ্ছার মধ্যে আইসে নাই, কিন্তু রাজদ্রব্য বলিয়া সেই সকল ধন রক্ষিত হইয়াছে; তখন পূর্ব্বের মত অন্ধ-পরম্পরার সাদৃশ্যযুক্ত এই জরাসন্ধের আগমন লক্ষ্য করিয়া এবং তাহাদের সেই সকল ধনত্যাগ করিতে অভিলাষী হইয়া, সম্প্রতি সেই দুইজনেই পলায়ন কৌতুক আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ-পলায়নরূপ কৌতুহলের উপক্রম হইলে ঐ জরাসন্ধ নিকটে আসিয়াই উপস্থিত হইয়াছে। সেই অনিষ্টকারী জরাসন্ধ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এইরূপ বাক্য বলিয়া দিয়াছিলেন॥ ৭৬॥

অস্মাভির্বহুধাসি হন্ত ! বিধৃত স্ত্যক্তশ্চ তস্মাৎপুন
স্তৎকর্ত্তুং ত্রপয়া ন শক্তমিতি চেদ্ধন্তুং বিদূরে স্থিতিঃ।
তস্মান্ মাগধবিদ্রবোঽদ্য রচিতঃ কিং ত্বত্র চাস্তি স্ফুটং
শক্তিস্তে যদি নৌ জিতৌ কুরু ন বা সম্প্রত্যপি ত্বং জিতঃ॥৭৭॥

তদেবমুক্ত্বা দ্রবকেলিপরিহাসানামেকার্থতামিত্থমপি প্রথয়তি স্ম। যত্র স্বকটকং পৃষ্ঠত এব মুক্ত্বা তদ্রক্ষণায় পরকটক-

তৎ শ্রীকৃষ্ণবাক্যং বর্ণয়তি—অস্মাভিরিতি হন্তেতি হর্ষে অস্মাভিস্ত্বং বহুধা বিধৃতোঽসি পুন স্তস্মাদ্বিধারণাৎ ত্যক্তশ্চাসি পুনস্তৎ কর্ত্তুং ত্রপয়া লজ্জয়া ন শক্তমিতি চেৎ হন্তুং বিদূরে স্থিতিঃ তব জয়ে গৌরবাভাবাৎ লজ্জৈব ভবেদিতি ভাবঃ। হে মাগধ তস্মাদস্মাদদ্য বিদ্রবঃ পলায়নং রচিতঃ কিন্ত্বত্র পলায়িতস্য ধারণেঽপি তে যা শক্তিঃ স্ফুটং চাস্তি তদা নাবাবাং জিতৌ কুরু নবা ধারণাভাবে সংপ্রত্যপি ত্বং জিতো ভবিষ্যতি॥ ৭৭॥

ততো যদ্বৃত্তং বৃত্তং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। দ্রবঃ কেলিপরীহাসা ইত্যমরাৎ এষামে কার্থতাং পর্য্যায়তামিত্থমপি এবম্প্রকারেণাপি প্রথয়তি স্ম বিস্তারয়ামাস। যত্রানুধাবন্ স্বকটকং

আহা! কি আহ্লাদের বিষয়! আমরা তোমাকে বহুবার ধারণ করিয়াছি, এবং ধারণ হইতে অনেকবার পরিত্যাগও করিয়াছি। পুনর্ব্বার লজ্জায় ধারণ করিতে সক্ষম হই নাই। এই কারণে যদি তুমি বধ করিবার জন্য দূরে অবস্থান করিয়া থাক, তাহা হইলে জয়ের গৌরব না থাকাতে তোমার লজ্জা হওয়াই উপযুক্ত। হে মগধরাজ ! এই কারণে অদ্য তুমি পলায়ন করিয়াছ। কিন্তু এই বিষয়ে পলায়িত ব্যক্তি ধারণ করিলেও যদি তোমার স্পষ্ট শক্তি থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাদের দুইজনকে জয় কর। অথবা যদি ধারণ না করি, তাহা হইলে সম্প্রতিও তুমি পরাজিত হইবে॥ ৭৭॥

অতএব এইরূপ বলিয়া এইরূপ প্রকারেও দ্রব, কেলি, পরিহাস, এই তিনটি শব্দের একপর্য্যায় বা এক-প্রকার অর্থ বিস্তার (ক) করিল। যে বিষয়ে মগধ-

(ক) দ্রু ধাতু ভাব বাচ্যে অল্ প্রত্যয় করিলে দ্রব অর্থাৎ পলায়ন এই অর্থ হয়। এখানে জরাসন্ধের যে "দ্রব" অর্থাৎ পলায়ন তাহা পরীহাসের বিষয় হইল। সুতরাং অমরকোষে দ্রব, কেলি, পরীহাস এই তিনটী শব্দে যে যে একার্থে (পরীহাসার্থে) ধরা হইয়াছে এখানেও তাহাই সুস্থির হইল।

মধ্যমন্বাত্মানং যুক্ত্বা তৎপৃষ্ট-বর্ত্মনা বিদ্রুতং সরামমাধবং সমাগধরাড়নুদুদ্রাব। ন কেবলং স এব কিন্তু রথকড্যাদি ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌহিণি চ॥ ৭৮॥

দ্রুতমন্বগমাতাং বা, মাগধরাজেন বাগধঃস্থেন।
সমগংসাতাং ন তরাং, কংসারাতিপ্রলম্বারী॥ ৭৯॥
তথা হি ;—
যদা মাগধসেনান্তস্তৌ বিদুদ্রবতুঃ স্ফুটম্।
বিদ্যুৎপ্রায়ৌ তদা দৃষ্টৌ ন স্পৃষ্টৌ তত্র কেনচিৎ॥ ৮০॥

স্বসেনাং মুক্ত্বা ত্যক্ত্বা তদ্রক্ষণায় তস্য স্বকটকস্য রক্ষণায় পরকটকমধ্যং শ্রীকৃষ্ণসেনামধ্যং অনুলক্ষীকৃত্য আত্মানং যুক্ত্বা মিশ্রীভূয় তৎ পৃষ্ঠবর্ত্মনা তয়ো রামকৃষ্ণয়োঃ পৃষ্ঠদেশমার্গেণ বিদ্রুতং পলায়মানত্বেন প্রতীতং রামেণ সহিতং মাধবং স জরাসন্ধো হনুদুদ্রাব অনুজগাম। স এব জরাসন্ধঃ রথকড্যা রথবৃন্দং সৈব আদির্যস্য তচ্চ তৎ ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌহিণিচেতি তদপি অনুদুদ্রাব॥ ৭৮॥

তেন তয়ো র্বিধারণং ন সমর্থিতং তদেব বর্ণয়তি—দ্রুতমিতি বা প্রসিদ্ধার্থে বাগধঃস্থেন শ্রীকৃষ্ণস্য বাচা অধঃ পরাজয়ে তিষ্ঠতীতি তেন। কৃষ্ণরামৌ তেন নতরাং সমগংসাতাং সংগমিতবন্তৌ॥ ৭৯॥

তত্রাপি চ তয়োঃ পরাক্রমং বর্ণয়তি—যদেতি কৃষ্ণরামৌ মাগধসেনানামন্তর্ম্মধ্যে স্ফুটং বদুদ্রবতু র্গতবন্তৌ তদা তৌ কৃষ্ণরামৌ বিদ্যুৎপ্রায়ো অতিজবাৎ বিদ্যুৎসাদৃশ্যেন দৃষ্টৌ তত্র সেনামধ্যে কেনচিজ্জনেন ন স্পৃষ্টৌ॥ ৮০॥

রাজ অনুগমনপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে নিজসেনার প্রতি এইরূপ বাক্য বলিয়া, নিজসৈন্য রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সৈন্য লক্ষ্য করত তাহার মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন এবং কৃষ্ণও বলরামের পৃষ্ঠদেশ দিয়া সেই পলায়িত কৃষ্ণ-বলরামের অনুগমন করিল। কেবল জরাসন্ধ যে তাঁহাদেরই অনুগমন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু রথবৃন্দের প্রতি সেই ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীর ও অনুগমন করিয়াছিলেন॥ ৭৮॥

ইহা প্রসিদ্ধ যে, শ্রীকৃষ্ণ বাক্য দ্বারা যাহাকে পরাজয় করেন, সেই মগধরাজ সত্বর কৃষ্ণ-বলরামের অনুগমন করেন, কিন্তু কংসশত্রু এবং প্রলম্বাসুরের নিহন্তা বলরামের সহিত কিছুতেই মিলিত হইতে পারেন নাই॥ ৭৯॥

দেখুন যৎকালে কৃষ্ণ-বলরাম অত্যন্ত বেগে প্রকাশ্যে মগধরাজের সেনার

পদে পদে স্পৃশৎপ্রায়ঃ প্রদুদ্রাব স মাগধঃ।
কল্পকোটিভিরপ্রাপ্যতয়া দুদ্রবতুস্তু তৌ ॥ ৮১ ॥
অক্ষৌহিণ্যঃ পরিশ্রান্তা ন তু শশ্রাম মাগধঃ।
পর্য্যশ্রাম্যন্মাগধোঽসৌ ন পরিশ্রাম্যতঃ স্ম তৌ ॥ ৮২ ॥
হসন্তৌ দ্রুতবন্তৌ তৌ গর্জ্জন্ দুদ্রাব মাগধঃ।
হর্ষস্তয়োর্বলং চক্রে ক্রুজ্জ্বালা তস্য খিন্নতাম্ ॥ ৮৩ ॥

তত্রাপ্যদপি কৌশলং বর্ণয়তি—পদে পদে ইতি। অস্পৃশৎপ্রায় ইতি অস্পৃশতি স্পর্শনাভাবে প্রায়ো বাহুল্যং যস্য সঃ। যদ্বা স্পৃশতি স্পর্শনে বিষয়ে প্রকর্ষেণ অয়ো গতি যস্য সঃ। স জরাসন্ধঃ প্রকৃষ্টগমনেন কিং তৌ গৃহীতৌ তত্রাহ কল্পকোটিভিরিতি তৌ কৃষ্ণরামৌ জগ্মতুঃ ॥ ৮১ ॥

তদাপি তস্য শূরত্বং নিরূপয়তি অক্ষৌহিণ্যঃ সেনাঃ পরিশ্রান্তা মাগধো নতু শশ্রাম শ্রান্তো ন বভূব ॥

তদেবং ক্ষণকালানন্তরং যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—পর্য্যেতি অসৌ মাগধঃ পর্য্যশ্রাম্যৎ পরিশ্রান্তো বভূব তৌ কৃষ্ণরামৌ ন পরিশ্রান্তৌ ॥ ৮২ ॥

কিঞ্চ তৌ কৃষ্ণরামৌ গর্জ্জন্ নিন্দন্। কিন্তু তয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ হর্ষ আমোদো বলং চক্রে। ক্রুধো জ্বালা তস্য মাগধস্য খিন্নতাং চক্রে ॥ ৮৩ ॥

মধ্যে গমন করেন, তৎকালে বিদ্যুতের মত অত্যন্ত বেগশালী এবং তেজস্বী কৃষ্ণ-বলরামকে সেই সেনামধ্যে কোনও ব্যক্তি স্পর্শ করিতে পারে নাই ॥ ৮০ ॥

সেই মগধরাজ পদে পদে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারেন নাই। কোটিকল্পেও তাঁহাদিগকে পাওয়া যাইতে পারে না। এই কারণে সেই কৃষ্ণ এবং বলরাম গমন করিলেন ॥ ৮১ ॥

যদি চ অক্ষৌহিণী সকল পরিশ্রান্ত হইয়াছিল বটে, তথাপি মগধরাজ পরিশ্রান্ত হয় নাই। এবং যদিচ ঐ মগধরাজ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই কৃষ্ণ বলরাম পরিশ্রান্ত হন নাই ॥ ৮২ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম হাসিতে হাসিতে গমন করিতে লাগিলেন। মগধরাজ গর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিল। তখন কৃষ্ণ বলরামের :

পলায়মানাবপি তাবুল্লসন্মুখপঙ্কজৌ।
জিঘৃক্ষন্তমপি গ্লানং বীক্ষ্য তং জহসুঃ সুরাঃ ॥ ৮৪ ॥
মধ্যে মধ্যে কেলিগত্যা ব্যতিজিত্য দ্রুতাবমূ।
স তু তস্মিন্নশক্তঃ সন্নাসীদ্ধিকৃকৃতজীবনঃ ॥ ৮৫ ॥
তৌ তু পঞ্চশতক্রোশীমতীত্যারোহতং গিরিম্।
দশৈকযোজনোত্তুঙ্গং দুরারোহস্তুনেন যঃ ॥ ৮৬ ॥

তত্রচ দেবানাং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—পলায়মানাবিতি। উল্লসৎ প্রস্ফুটৎ মুখপঙ্কজং যয়োস্তৌ কৃষ্ণরামৌ জিঘৃক্ষন্তং গ্রহণং কর্ত্তুমিচ্ছন্তং তং জরাসন্ধমপি গ্লানং তেজোহীনং। সুরা দেবা স্তং জহসুঃ ॥ ৮৪ ॥

কিঞ্চ কেলিগত্যা মধ্যে মধ্যে দ্রুতৌ গতাবমূ কৃষ্ণরামৌ ব্যতিজিত্য পরস্পরং জয়ং কর্ত্তুং সতু মাগধ স্তস্মিন্ন শক্তঃ সন্ ধিক্‌কৃতং জীবনং যস্য সন্নাসীৎ ॥ ৮৫ ॥

ততঃ পরবৃত্তং বর্ণয়তি—তৌত্বিতি। তৌতু কৃষ্ণরামৌ পঞ্চশতক্রোশীং ভূমিমতীত্য গিরিমারোহতং। তং কিন্তুতং দশৈকয়োজনোত্তুঙ্গং একাদশয়োজনোচ্চং যস্তু গিরিরনেন মাগধেন দুরারোহো দুষ্প্রবেশঃ ॥ ৮৬ ॥

মনে আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়া বলকেই বৃদ্ধিযুক্ত করিয়াছিল, এবং কোপানলের জ্বালা জরাসন্ধকে খিন্ন করিয়াছিল ॥ ৮৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম পলায়ন করিলেও তাঁহাদের মুখপদ্ম বিকসিত হইয়াছিল। এই দুইজনকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াও জরাসন্ধ ম্লান হইয়া গেল, তাহা দেখিয়া অমরগণ হাসিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ-বলরাম ক্রীড়া করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন এই দুইজনকে পরস্পর জয় করিতে সেই মগধরাজ অশক্ত হইলে তাহার জীবনও তিরস্কৃত হইয়াছিল ॥ ৮৫ ॥

তখন কৃষ্ণ এবং বলরাম পাঁচশত ক্রোশ অতিক্রম করিয়া এক পর্ব্বতে আরোহণ করেন। সেই পর্ব্বত একাদশ যোজন উচ্চ ছিল, (ক) এবং মগধরাজ তাহাতে কিছুতেই আরোহণ করিতে পারিত না ॥ ৮৬ ॥

(ক) এই পর্ব্বতের নাম প্রবর্ষণ, এখানে সর্ব্বদা বৃষ্টি হইয়া থাকে, এজন্য জরাসন্ধ যে অগ্নিদ্বারা অপকার করিবে এমত সম্ভাবনা নাই। জরাসন্ধ অগ্নি দিলে ইহার কিয়দংশ দগ্ধ হয়

দ্বিষ্পীতদববহ্নিং তং বহ্নিনাপচিকীর্ষবঃ।
দূরাদেধাংসি তে চিত্বা দহন্নদ্রিং প্রবর্ষণম্ ॥ ৮৭ ॥
প্রতীয়েত ন বা বার্ত্তাহর্ত্তা সত্যন্তু ভাষতে।
উৎপ্লুত্য তস্মাদদ্রেস্তাবুপদ্বারকমারতুঃ ॥ ৮৮ ॥
বিহঙ্গমাদিসত্ত্বানামুৎপ্লবঃ সম্ভবত্যপি।
পরৈরলক্ষিতত্বং তু লক্ষিতং কেবলং তয়োঃ ॥ ৮৯ ॥

তত্র তস্য ক্রূরতাপরাকাষ্ঠাং বর্ণয়তি—দ্বিষ্পীতো ব্রজে দ্বিবারং পীতো দববহ্নির্যেন তং শ্রীকৃষ্ণং তেন বহ্নিনা অপচিকীর্ষবঃ দাহার্থমপকারমিচ্ছবঃ তে জরাসন্ধানুগতাঃ দূরাদেধাংসি কাষ্ঠানি চিত্বা চয়নং কৃত্বা প্রবর্ষং নামাদ্রিং অদহতং দগ্ধুমুপক্রান্তবান্ ॥ ৮৭ ॥

ততঃ কিমভবত্তত্রাহ—প্রতীয়েতেতি তয়োঃ বার্ত্তা ন প্রতীয়েত এতৌ কাং দশাং প্রাপ্তাবিতি। আহর্ত্তা মাগধঃ সত্যন্তু ভাষতে বদতি। তৌ তু তস্মাদদ্রেঃ পর্ব্বতাদুৎপ্লুত্য লম্ফং বিধায় উপদ্বারকং দ্বারকাসমীপং আরতুঃ প্রাপতুঃ ॥ ৮৮ ॥

তৎপূর্ব্ববৃত্তং বর্ণয়তি—বিহঙ্গেতি। বিহঙ্গমাদিসত্ত্বানাং পক্ষিপ্রভৃতিপ্রাণিনাং উৎপ্লবং সংভবেদপি পরৈর্জরাসন্ধাদিভিরলক্ষিতত্বং দৃষ্টিরহিতত্বং তয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ কেবলং লক্ষিতং ॥ ৮৯ ॥

পূর্ব্বে যিনি ব্রজের মধ্যে দুইবার দাবানল ভক্ষণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ বহ্নিদ্বারা অপকার করিতে ইচ্ছা করিয়া জরাসন্ধের অনুচরগণ বহুতর কাষ্ঠ সংগ্রহ-পূর্ব্বক প্রবর্ষণ পর্ব্বত দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৮৭ ॥

এই দুইজনের কিরূপ অবস্থা, ইহার বার্ত্তা পাওয়া যাইতেছে না। মগধরাজ ইহা সত্যই বলিতেছেন। তখন কৃষ্ণ-বলরাম পর্ব্বত হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া একবারে দ্বারকার নিকটে উপস্থিত হইলেন॥ ৮৮ ॥

তখন বিহঙ্গমাদি জন্তুগণ উড়িতে লাগিল। অন্যান্য জন্তুগণেরও শব্দ হই-

মাত্র। কৃষ্ণ বলরাম এই পর্ব্বত হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া দ্বারকাতে উপস্থিত হয়েন। সুতরাং এই পর্ব্বত দ্বারকার নিকট বুঝিতে হইবে। ভাগবত ১০।৫২।৯—১১ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য। একাদশ যোজন ৪৪ ক্রোশ বুঝায়। বর্ত্তমান গণিত শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক গণনাতে পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গিরিরাজ হিমালয়ের প্রধান শৃঙ্গ "গৌরীশঙ্কর" নামক চূড়াও তত উচ্চ নহে সুতরাং চম্পূ লিখিত ক্রোশ সম্ভবতঃ যাহাকে গো ক্রোশ কহে অর্থাৎ একটী গোরুর শব্দ যতদূর যায় তাহা এক ক্রোশ এইরূপ পরিমাণের ক্রোশ হইবে।

ন দূরাৎপতিতত্বেঽপি কোঽপ্যভূদ্বিক্লবস্তয়োঃ।
হসন্তাবেব তৌ যস্মাদ্দ্বারকা-দ্বারি বীক্ষিতৌ ॥ ৯০ ॥
বদ্ধকেশাংশুকৌ তর্হি স্বেদোদ্যদ্বদনাংশুকৌ।
অব্যগ্রৌ সমমেবাস্তামভ্যগ্রৌ নিখিলস্য তৌ ॥ ৯১ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—জরাসন্ধাদয়ঃ পাপিনস্তদাপি নিবৃত্তাঃ ॥ ৯২ ॥

দূতাবূচতুঃ—
জরাসন্ধাদয়ো দৃষ্ট্যা তর্হ্যন্ধা নাভবন্ পরম্।
কিন্তু বুদ্ধ্যাপি যত্তস্মিন্মেনিরে বিপরীততাম্ ॥ ৯৩ ॥

কিঞ্চ তয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ দূরাৎ পতিতত্বেঽপি কোঽপি বিক্লবো গ্লানির্নাভূৎ। যস্মাদ্বিক্লবাভাবাৎ তৌ হসন্তাবেব দ্বারকায়া দ্বারি বীক্ষিতৌ দৃষ্টৌ ॥ ৯০ ॥

তদাচ যথা বীক্ষিতৌ তদ্বর্ণয়তি—বদ্ধেতি। তৌ কৃষ্ণরামৌ সমমেকদা নিখিলস্য জনস্য অভ্যগ্রৌ আসন্নৌ আস্তাং। কথম্ভুতৌ বদ্ধৌ কেশাংশুকৌ কেশবস্ত্রে যয়োঃ তৌ স্বেদেন ঘর্ম্মজলেন উদ্যান্ বদনস্যাংশুঃ শোভা যয়োস্তৌ অব্যগ্রৌ কাতর্য্যরহিতৌ ॥ ৯১ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—ব্রজেতিগদ্যেন ॥ ৯২ ॥

তৎ প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতুঃ তদ্বর্ণয়তি—জরেতি। তর্হি জরাসন্ধাদয়ো দৃষ্ট্যা চক্ষুষা পরং কেবলং অন্ধা ন ভবন্ কিন্তু বুদ্ধ্যাপ্যন্ধা যদ্যস্মাত্তস্মিন্ হরৌ বিপরীততা পঙ্কত্বং মেনিরে ॥ ৯৩ ॥

বার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কৃষ্ণ-বলরাম লক্ষ্য করিলেন যে, শত্রুগণ আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারে নাই ॥ ৮৯ ॥

যদ্যপি তাঁহারা দুইজনে দূরদেশ হইতে পাতত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের কোনরূপ গ্লানি হয় নাই। কারণ, দ্বারকার দ্বারদেশে তাঁহাদিগকে সেই রূপেই হাসিতে দেখা গিয়াছিল ॥ ৯০ ॥

যখন তাঁহারা সকলের নিকটবর্ত্তী হন, তখন তাঁহাদের কেশ বস্ত্রবদ্ধ ছিল, ঘর্ম্মজল দ্বারা মুখের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং সমভাবেই অকাতর ছিলেন ॥ ৯১ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন জরাসন্ধ প্রভৃতি পাপিষ্ঠগণ তখনও নিবৃত্ত হয় নাই! ॥ ৯২ ॥

দূতদ্বয় বলিল, তৎকালে জরাসন্ধ প্রভৃতি পাপিষ্ঠগণ কেবল যে চক্ষুতে অন্ধ

হরিমনু বিপরীতভাবনায়াং সুখমগমন্ যদমী জরা-সুতাদ্যাঃ।
চরকৃতনহিকারতস্তদাসীদসুখমঘাদুদিতং যদিত্থমেব ॥ ৯৪ ॥

তদাচান্ধায়মানা জরাসন্ধাদয়স্তু—
গত্যাগতিভ্যাং তে তত্র তৃষার্ত্তা মরুবর্ত্মনি।
অল্পে কৃচ্ছ্রাদ্গতাঃ সদ্ম স্বস্যানল্পে মৃতেশিতুঃ ॥ ৯৫ ॥

কিং বহুনা? ম্লেচ্ছ-ধনানি চ তানি পুনর্নানুসন্ধধুর্যানি খলু ক্রমাদ্দ্বারকায়ামেব পর্য্যুপশোভারচনায় পর্য্যবসিতানীতি পর্য্যাকলয়ন্তি। তদেতচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বেষু সাস্রং হসিত্বা শ্বসিত্বা চ

তদাপি তেষাং হর্ষবিষাদৌ যজ্জাতৌ তদ্বর্ণয়তি—হরিমিতি। হরিমনু লক্ষীকৃত্য বিপরীত-ভাবনায়াং সত্যাং যদ্যস্মাদমী জরাসুতাদ্যাঃ সুখমগমন্ তদাচ চরৈর্দূতৈ যো নহিকারঃ কৃষ্ণরাময়োর্নামঙ্গলং জাতমিতি তস্মাদঘাৎ পাপাৎ উদিতং যদসুখং যদিত্থমেব অসুখমাসীৎ ॥ ৯৪ ॥

তদা চেতি গদ্যং সুগমং ॥

তদাচ তেষাং বৃত্তং বর্ণয়তি—গত্যেতি। তত্র তদা মরুবর্ত্মনি গত্যাগতিভ্যাং তৃষার্ত্তা স্তেঽল্পে জনা বহূনাং যুদ্ধে নাশাৎ কৃচ্ছ্রাৎ সদ্ম গৃহং গতাঃ মৃত ঈশিতা কালযবনো যস্য স্বস্য ধনস্য অনল্পে বিদ্যমানেঽপি ॥ ৯৫ ॥

নমু মৃতকালযবনীয়ধনানি জরাসন্ধাদয়ঃ কিমগৃহ্নন্ কিংবা তত্রৈব পতিতান্যাসন্ কিম্বা কৃষ্ণরামৌ দ্বারকায়াং প্রেষয়ামাসতুরিত্যপেক্ষায়ামাহ কিং বহুনেতিগদ্যেন। তে জরাসন্ধাদয় স্তৃষাতুরা ম্লেচ্ছধনানি স্বকীয়বলানিচ নানুসন্ধধুঃ যানি দ্বারকায়াং এবংপ্রকারেণ পর্য্যুপশোভা

হইয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু বুদ্ধিতেও অন্ধ হইয়াছিল। যেহেতু তাহারা শ্রীকৃষ্ণের উপরে বিপরীত ভাব মানিয়াছিল ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণকে বধ করিব বলিয়া তাঁহার উদ্দেশে বিপরীতভাব হইলেও জরাসন্ধ প্রভৃতি সুখ পাইয়াছিল। আবার তৎকালে দূত সকল যখন বলিল, কৃষ্ণ বলরামের অমঙ্গল ঘটে নাই, সেই পাপে এই প্রকারে বিষাদও ঘটিয়াছিল ॥ ৯৪ ॥

তৎকালে মৃত কালযবনের বহুসংখ্যক ধন বিদ্যমান থাকিতেও মরুভূমিতে তৃষাতুর ব্যক্তিগণের ন্যায় অত্যল্প ব্যক্তি গতায়াত করিয়া, অতিকষ্টে শেষে গৃহে গমন করিয়াছিল ॥ ৯৫ ॥

অধিক কি বলিব, তাহারা (জরাসন্ধ প্রভৃতি) ঐ সমস্ত ম্লেচ্ছধন এবং স্বীয়

বিরমৎসু ব্রজরাজ উবাচ—

হা! তয়োশ্চরণপল্লবাঃ কথং তত্র কর্কশপথে গতিং ব্যধুঃ।

দূতাবূচতুঃ—

স্পর্শমাত্রমিব তৌ ভুবস্তদা বিভ্রতৌ নভসি চক্রতুঃ প্লুতম্ ॥৯৬।৯৭

অথ তদেতন্নিবেদ্য দূতৌ ব্রজ-সদসঃ সমাসাদিতপ্রসাদতয়া প্রভূতৌ দ্বারকাং প্রতস্থাতে। প্রস্থানসময়ে চ শ্রীমন্নন্দ-গোপতিনাম্না সমস্তানাঞ্চ তদনুগতসাম্না পত্রিকা দত্তা ॥৯৮।৯৯।

রচনায় দ্বারকায়া বহিঃ প্রাচীরোপরি শোভাকরণার্থং পর্য্যবসিতানি নিযুক্তানীতি শাস্ত্রকুশলাঃ পর্য্যাকলয়ন্তি। সাস্রং অস্রেণ নেত্রজলেন সহ বর্ত্তমানং যথাস্যাৎ তথা হসিত্বা শ্বসিত্বা শ্বাসং বিমোচ্য বিরমৎসু বিরামং কুর্ব্বৎসু ব্রজরাজ আহ ॥

তৎ ব্রজরাজবাক্যং বর্ণয়তি—হা তয়োরিতি। তয়োঃ কৃষ্ণরাময়োশ্চরণপল্লবা শ্চরণরূপ কোমলনবপত্রাণি। তত্রোত্তরং দূতাবিতি। তৌ কৃষ্ণরামৌ ভুবং ভূমিং স্পর্শমাত্রমিব তদা-বিভ্রতৌ নভসি আকাশে প্লুতং গতিং চক্রতুঃ ॥ ৯৬—৯৭ ॥

তৎ পরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। ব্রজরাজসদসঃ সকাশাৎ সমাসাদিতঃ প্রসাদো যয়ো স্তদ্ভাবতয়া প্রভূতো সম্পন্নৌ ॥

তয়োঃ প্রস্থাপনসময়ে ব্রজরাজস্য কৃত্যং বর্ণয়তি—প্রস্থাপনেতিগদ্যেন। তস্য কৃষ্ণস্য তদনুগতং যৎ সামস্নিগ্ধবাক্যং তেনোপলক্ষিতা ॥ ৯৮—৯৯ ॥

সৈন্য অনুসন্ধান করে নাই। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, ক্রমে ঐ সকল ধন, দ্বারকায় আনিয়া বহিঃস্থিত প্রাচীরের শোভা বৃদ্ধির নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিল। এই পর্য্যন্ত শুনিয়া সকলে সজলনয়নে হাসিয়া এবং নিশ্বাস ফেলিয়া বিরত হইল ॥ ৯৬ ॥

তখন ব্রজরাজ কহিলেন, হায়! কৃষ্ণ-বলরামের কোমল চরণ-পল্লব, কি প্রকারে সেই কর্কশপথে গমন করিয়াছিল। দূতদ্বয় কহিল, তৎকালে কৃষ্ণ বলরাম কেবল মাত্র ভূমিস্পর্শ করিয়া আকাশেই গমন করিয়াছিলেন ॥ ৯৭ ॥

অনন্তর দুইজন দূত এই কথা নিবেদন করিয়া ব্রজরাজের সভা হইতে প্রচুর প্রসাদ লাভ করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিল ॥ ৯৮ ॥

প্রস্থান কালে শ্রীমান্ গোপরাজ নন্দ সমস্ত লোকেরই কৃষ্ণের অনুগত সুস্নিগ্ধ বাক্য পূর্ণ এক পত্রিকা দান করিলেন ॥ ৯৯ ॥

যথা ;—

সহামহে ত্বদ্বিরহস্য পীড়াং
মা তত্র চিন্তাং কুরু গোকুলেন্দো ! ।
অভূম যদ্দুর্জ্জনদুর্গমায়াং
পুর্য্যাং ত্বদাবাসসুখাদ্বলিষ্ঠাঃ ॥ ইতি ॥ ১০০ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম—॥ ১০১ ॥

যদ্যপি সমরে কুতুকী, তদপি ত্বরিতং হরির্জঘানারীন্ ।
ভবদঙ্কে স্থিতিরেষা, দ্রুততরমস্যান্যথা ন স্যাৎ ॥ ১০২ ॥

পত্রিকা যথা। হে গোকুলেন্দো ত্বদ্বিরহস্য পীড়াং বয়ং সহামহে তত্র চিন্তাং মাকুরু যদ্যস্মাৎ দুর্জ্জনানাং শত্রুপক্ষাণাং দুর্গমায়াং পুর্য্যাং তব আবাসসুখাৎ বয়ং বলিষ্ঠা বলবিশিষ্ঠতমা অভূম অতো বিরহপীড়ায়ামপি ন ক্লিষ্টাঃ ॥ ১০০ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গং সমাধত্তে অথেতিপদ্যেন ॥ ১০১ ॥

সমাপনরীতিং বর্ণয়তি—যদ্যপীতি। যদ্যপি সমরে যুদ্ধে হরিঃ কুতুকী কৌতুকবিশিষ্ট স্তদপি তথাপি ত্বরিতং শীঘ্রং অরীন্ শত্রূন্ জঘান অন্যথা শত্রূণাং হননাভাবে ভবদঙ্কে ভবৎ ক্রোড়ে দ্রুততরমতিশীঘ্রমস্যৈষা স্থিতি র্ন স্যাৎ। সর্ব্বাসুরাণাং সংহারায় মুক্তিদানায় চ এতস্য ভূমৌ প্রকটনাৎ ॥ ১০২ ॥

যথা—হে গোকুলচন্দ্র ! আমরা তোমার বিরহকষ্ট সহ্য করিতেছি। এই বিষয়ে তুমি চিন্তা করিও না। কারণ, আমরা তোমার আবাসসুখ অপেক্ষা অত্যন্ত বলশালী হইয়া এই শত্রুগণের দুর্গমপুরীতে বাস করিতেছি। অতএব তোমার বিচ্ছেদে আর আমাদের কি কষ্ট ! ॥ ১০০ ॥

কবি বলিলেন, অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ সমাপন করিয়া বলিলেন ॥ ১০১ ॥

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ সমরে অত্যন্ত কৌতূহলবিশিষ্ট ছিলেন, তথাপি তিনি সত্বর শত্রুদিগকে বধ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে অতিশীঘ্র কিরূপে আপনার ক্রোড়দেশে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অবস্থিতি হইতে পারিত ? ॥ ১০২ ॥

ক্ব প্রবর্ষণ-গতিঃ ক্ব বা হরের্দ্বারকা-নিবসতিশ্চিরন্তনী।
ক্বায়মস্মদুদয়ঃ স দৃশ্যতাং শ্রীব্রজক্ষিতিভৃদঙ্কসংস্থিতিঃ ॥ ১০৩ ॥

তদেবং শ্রীব্রজেন্দ্রাদীন্ সন্তোষ্য তৎপ্রসাদপোষ্যতয়া স্ব-সুখ-প্রথকৌ তৌ কথকৌ কথাং রচিতবন্তৌ ॥ ১০৪ ॥

অথ ব্রজ-বন্দিনশ্চ তত্র তং সাক্ষাদ্বন্দিতবন্তঃ।—॥১০৫॥

ভীষ্মক-পুরভাগচলিত! রাজ-নিবহ-রাজ্যবলিত!।
সর্ব্ববিবুধবৃন্দ-মহিত! তত্র চ নিজ-গর্ব্বরহিত! ॥ (ক)

এতল্লীলাবর্ণনে স্বস্য সৌভাগ্যং বর্ণয়তি—ক্বেতি। হরেঃ প্রবর্ষণপর্ব্বতে গতিঃ ক্ব চিরন্তনী দ্বারকায়াং নিবসতি নিবাসঃ ক্ব বা। সোঽয়মস্মদুদয়ঃ ক্ব যতঃ শ্রীব্রজক্ষিতিভৃদঙ্কস্থিতিরস্মাভি দৃশ্যতাং ॥ ১০৩ ॥

স্বয়ং কবি স্তৎপরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তৎ প্রসাদপোষ্যতয়া তেষাং ব্রজেন্দ্রাদীনাং প্রসাদেন পোষ্যং পোষণং যয়ো স্তদ্ভাবতয়া তাদৃশলীলাবর্ণনেন স্বসুখস্য প্রথকৌ বিস্তারকৌ ॥ ১০৪ ॥

তদেব পুনর্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তং শ্রীকৃষ্ণং বন্দিতবন্তঃ সুস্বরং স্তুতবন্তঃ ॥ ১০৫ ॥

তদ্বন্দনং বর্ণয়তি—বীরুচ্ছন্দেন। হে গোষ্ঠনৃপতিপুত্রক জয়েত্যন্তেন সম্বন্ধঃ। ত্বং কিম্ভূতঃ ভীষ্মক-পুরস্য ভাগে একদেশে চলিতরাজনিবহানাং ক্রথকৌশিকাদীনাং রাজ্যেষু বলিতকৃতা ভবিক্ত সর্ব্বৈ বিবুধবৃন্দৈর্ম্মহিত পূজিত তত্রচ সর্ব্বরাজ্যপ্রাপ্তাবপি নিজগর্ব্বরহিত। (ক)

প্রবর্ষণ পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের গমনই বা কোথায়? এবং তাঁহার দ্বারকায় চির-কাল নিবাসই বা কোথায়? এবং আমাদের আগমনই বা কোথায়? যেহেতু আমরা শ্রীব্রজরাজের ক্রোড়ে এইরূপে তাঁহাকে অবস্থান করিতে দেখিতে পাইতাম! ॥ ১০৩ ॥

অতএব এই প্রকারে ব্রজরাজ প্রভৃতি সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া এবং তাঁহা-দেরই অনুগ্রহে পরিপুষ্ট হইয়া, ঐরূপ লীলা বর্ণনদ্বারা আত্মসুখ বিস্তার করিয়া ঐ কথকদ্বয় কথা রচনা করিল ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর ব্রজের স্তুতিপাঠকগণ তথন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সুস্বরে স্তব করিতে লাগিল ॥ ১০৫ ॥

হে গোষ্ঠরাজপুত্র! আপনার জয় হৌক। ক্রথকৌশিক প্রভৃতি যে সকল

মাথুরপুর-তোষবলন ! খ্যাতিকলিতশত্রু-দলন ! ।
কালযবনলব্ধবৃতিক ! কালযবনকালকৃতিক ! ॥ (খ)
স্বাপগমনলীলগমন ! কেলি-মহসি দুষ্টশমন ! ।
অন্বয়দরিদুর্গমগম ! নর্ম্ম-ঘটনপণ্ডিততম ! ॥ (গ)
সঙ্গতমুচুকুন্দ-সদন ! কপ্তসভয়কল্পবদন ! ।
বিষ্টগহনপর্ব্বতদর ! দৃষ্টশয়িতনরবর ॥ (ঘ)

ভীষ্মকপুরাদাগত্য মাথুরপুরস্য তোষং তুষ্টিং বলয়তি—প্রাপয়তীতি হে স খ্যাত্যা বিখ্যাততয়া কলিতা যে শত্রবস্তেষাং দলন বিদারক নাশক। কালযবনেন লব্ধা বৃতিরাবরণং যস্য। কালযবনস্য কালে মৃত্যৌ বিষয়ে কৃতির্মুচুকুন্দদৃষ্ট্যা ভস্মীকরণং ভবিষ্যতি যস্মাৎ স। (খ)

স্বস্যাপগমনং একাকিতয়া মথুরায়াঃ নিঃসরণং সৈব লীলা যত্র এবম্ভূতং গমনং যস্য হে স। কেলিমহসি তাদৃশি লীলোৎসবে যে দুষ্টাগমননিবারকা স্তেষাং শমন নাশক। অন্বয়তাং পশ্চাদনুগচ্ছতামরীণাং শত্রূণাং দুর্গমো গমঃ প্রাপ্তি র্যস্য হে স। নর্ম্ম পরীহাস স্তস্য ঘটনে পদে পদে গৃহীত ইব পরীহাসরচনে পণ্ডিততম নিপুণতম। (গ)

সঙ্গতং মুচুকুন্দস্য সদনং নিদ্রাস্থানং যেন হে স। কপ্তং সম্পাদিতং সভয়কম্পং

রাজগণ, ভীষ্মকরাজের পুরের একদেশে গমন করিয়াছিল, তাহারা আপনাকে অভিষিক্ত করেন। সমস্ত দেববৃন্দ আপনাকে পূজা করেন। সর্ব্বরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও আপনার অহঙ্কার হয় নাই (ক)!

বিদর্ভদেশ হইতে আসিয়া মথুরাপুরবাসী সকল লোকের সন্তোষ বৰ্দ্ধন করিয়া থাকেন। আপনি সুবিখ্যাত শত্রুদিগকে দলন করিয়াছেন। কাল-যবন আপনার আবরণ লাভ করিয়াছিল। আপনার কালযবনের যাহাতে মৃত্যু হয়, তদ্বিষয়ে আপনি কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন (খ)।

আপনি একাকী মথুরা হইতে নিঃসৃত হইয়া লীলাপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। এই প্রকার লীলারূপ উৎসবে যাহারা গমনের নিবারণ করে, আপনি তাহা-দিগকে বধ করেন। পশ্চাৎ ধাবমান শত্রুগণ কিছুতেই আপনাকে পাইতে পারে নাই। "শত্রুগণ যেন প্রতি পদক্ষেপেই আপনাকে ধারণ করিতেছে" এইরূপ পরিহাস কার্য্য-বিষয়ে আপনার মত পাণ্ডিত আর নাই (গ)।

আপনি মুচুকুন্দের নিদ্রাস্থানে সঙ্গত হইয়াছিলেন। আপনি যেন তৎ-

তত্র যবনরাড়নুগত ! গোপনকরধামনিরত ! ।
(ক) তদ্দৃতমুচুকুন্দকরুণ ! তামসগণদীব্যদরুণ ! ॥ (ঙ)
শস্ত্রিতমুচুকুন্দ-নয়ন ! (খ) নির্ম্মিতযবনেশলবন ! ।
তর্ষিতমুচুকুন্দ-হৃদয় ! ভক্ত-লষিতদানসদয় ! ॥ (চ)

বদনং যেন হে স। বিষ্টা প্রবিষ্টা গহনস্য নিবিড়স্য পর্ব্বতস্য দরী গুহা যেন হে স। দৃষ্টঃ শয়িত শ্চাসৌ স নরবরঃ নরশ্রেষ্ঠা যেন হে স। (ঘ)

তত্র যবনরাট্ কালযবনো যাদবপরাজয়ার্থমনুগতো যস্য হে স। গোপনকরং যোগমায়াবৃতত্বাৎ যদ্ধাম আশ্রয়ং তস্মিন্নিরত। তস্যাং দর্য্যাং গতে মুচুকুন্দে করুণা যস্য স। তামসগণে দরীস্থিতান্ধকারসমূহে দীব্যন্ প্রকাশমানোঽরুণঃ সূর্য্য স্তদ্বৎ প্রকাশিন্। (ঙ)

শস্ত্রমিবাচরতি যৎ তচ্চ তৎ মুচুকুন্দনয়নঞ্চেতি তেন নির্ম্মিতং যবনেশস্য লবণং ছেদনং অর্থাৎ হিংসিতং যেন হে স। তর্ষিতং আকাঙ্ক্ষিতং মুচুকুন্দস্য হৃদয়ং যেন স। ভক্তস্য মুচুকুন্দস্য লষিতস্য স্বপদপ্রাপ্তিরূপস্য দানে দয়াসহিত। (চ)

কালে ভয়ে কম্পিত বদন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপনি গভীর-পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ করেন। তথায় আপনি এক-নরশ্রেষ্ঠকে শয়ন করিতে দেখেন (ঘ)।

সেই স্থানে কালযবন আপনার অনুগমন করে। আপনি যোগমায়া দ্বারা আবৃত, অতএব অত্যন্ত গোপনীয় আশ্রয়ে নিতান্ত আসক্ত আছেন। সেই গহ্বরে মুচুকুন্দ ছিল। আপনি তাহার উপরে করুণা প্রকাশ করেন। গহ্বর-স্থিত অন্ধকার সমূহের উপর আপনি সূর্য্যের মত প্রকাশমান ছিলেন (ঙ)।

শস্ত্রাকৃতি মুচুকুন্দের নয়ন-দ্বারা আপনি কালযবনকে ছেদন করেন। আপনি মুচুকুন্দের হৃদয় সন্তুষ্ট করিয়াছেন। ভক্ত মুচুকুন্দের বাঞ্ছিত অর্থাৎ সাযুজ্য প্রাপ্তিরূপ বরদানে আপনি সদয় হইয়াছিলেন (চ)।

(ক) দ্রু গতৌ কর্ত্তরি ক্তঃ। তদ্গতে মুচুকুন্দে করুণা যস্য। ইত্যানন্দটীকা। তদ্গতে ইতি তু মাগুপাঠঃ।

(খ) যবনেশলয়ন ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌর পাঠঃ।

স্থষ্টযবন-কোটিনিধন ! তত্র চ যুধি সংহতধন ! ।
অঙ্গ-মগধ-রাড়নুগত ! ত্যক্তঘৃণিততদ্ধনশত ! ॥ (ছ)
পূর্ব্ববদপযানকমন ! মাগধনৃপজৈত্রগমন ! ।
বর্ষণগিরি-মূর্দ্ধবলন ! উৎপ্লুতিজিতদাবকলন ! ॥ (জ)
সিন্ধুগযদুপত্তনহিত ! সর্ব্বভুবনলোকমহিত ! ।
সাম্প্রতমিতগোষ্ঠনিলয় ! গোষ্ঠ-নৃপতি-পুত্রক ! জয় ॥

ইতি ॥ (ঝ) ॥ ১০৬ ॥

তদেবং কথাবেশবশাৎ কণ্ঠনিবদ্ধং চিন্তামণিমিব তং বিস্মৃত্য চিন্তাতুরানমূন্ প্রতি বন্দিনঃ স্নিগ্ধকণ্ঠবদেব তমায়ত্যাং

স্থষ্টঃ বিরচিতং যবনকোটীনাং নিধনং মরণং যেন স। তত্র যুধি যুদ্ধে সংহতং মিলিতং ধনং যেন হে স। (ছ—জ)

সিন্ধুগং সমুদ্রগতং যদূনাং পত্তনং পুরং হিতমাশ্রয়ত্বেন যস্য সর্ব্বেষু ভুবনলোকেষু মহিত পূজিত হে স। সাম্প্রতমধুনা ইতঃ প্রাপ্তো গোষ্ঠরূপো নিলয়ো বাসো যস্য হে স (ঝ) ॥ ১০৬ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। কথায়াং য আবেশো নিমগ্নতা তস্য বশাৎ কণ্ঠে নিবদ্ধং চিন্তামণিমিব তং। সাক্ষাদ্বর্ত্তিনং শ্রীকৃষ্ণং বিস্মৃত্য চিন্তাতুরান্ চিন্তয়া কাতরান্

আপনি কোটি কোটি যবন বিনাশ করেন। সেই যুদ্ধে আপনি ধন সংগ্রহ করেন। তৎকালে অঙ্গ মগধরাজ আপনার অনুগমন করে। আপনি ম্লেচ্ছ-রাজের নিন্দাস্পদ বহুতর ধন পরিত্যাগ করেন (ছ)।

পূর্ব্বের মত পলায়ন করিয়া শোভা পাইয়াছিলেন। মগধরাজকে জয় করিবার জন্যই আপনি গমন করেন। তখন আপনি প্রবর্ষণ পর্ব্বতের শিখর-দেশে আরোহণ করেন। আপনি লম্ফ প্রদান করিয়া দাবানল জয় করেন (জ)।

যাদবগণের সমুদ্রস্থিত-নগরের হিত সাধন করেন। সকল জগতের লোক-গণ আপনার পূজা করিয়া থাকে। এক্ষণে আপনি এই গোষ্ঠভবনে উপস্থিত হইয়াছেন (ঝ)। ১০৬ ॥

অতএব এই প্রকারে কথাতে একবারে সকলে নিমগ্ন হন। তাহাতে কণ্ঠ-নিবদ্ধ চিন্তামণি-রত্নের মত শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া, ঐ সকল চিন্তাকুল ব্রজবাসী-

সমক্ষমনুভাব্য স্বাভাব্যতঃ শ্রীমদ্‌ব্রজহিতাঃ শ্রীমদ্‌ব্রজরাজেন বিহিতবিসর্জ্জিতাঃ (ক) সর্ব্বৈঃ সহ যথাযথং জগ্মুঃ॥ ১০৭ ॥

অথ রাত্রি-কথায়াং শ্রীরাধা-মাধব-সদস্যারব্ধপ্রথায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠঃ কথয়মাস—যদবধি স উদ্ধবঃ সমস্তান্ ব্রজস্থান্ যথাযথমাশ্বাস্য বিশ্বাস্য চ যদুধাম জগাম। তদবধি জাতু জাতু স্বাপে জাগরে চৈকাকিতাসমবায়ে (০) কৃষ্ণস্য সাক্ষাৎকারকল্পস্তান্ পুষ্ণাতি স্ম। বহুসংহিততায়াং বহিরনুসং-

---

অমূন্ ব্রজবাসিনঃ প্রতিবন্দিনঃ আয়ত্যামুত্তরকালে স্নিগ্ধকণ্ঠবদেব তং সমক্ষং সাক্ষাদনুভাব্য অনুভবং কারয়িত্বা স্বাভাব্যতঃ স্বভাববৈশিষ্ট্যেন শ্রীমদ্‌ব্রজায় হিতাস্তে শ্রীব্রজরাজেন বিহিতং বিসর্জ্জিতং বিসর্জ্জনং যেষাং তে সর্ব্বৈঃ সভাস্থজনৈঃ সহ যথাযথং গতবন্তঃ॥ ১০৭ ॥

নন্বেষা কথা শ্রীরাধাদিভিঃ শ্রুতা ন শ্রুতা বা ইত্যপেক্ষায়াং স্বয়ং কবিঃ প্রক্রমতে—অথ রাত্রীতিগদ্যেন। আরব্ধা প্রথা বিস্তারো যস্যা স্তস্যাং স্নিগ্ধকণ্ঠঃ কথিতবান্ তৎকথনং বর্ণয়তি যদিতি বিশ্বাস্য শ্রীকৃষ্ণং শীঘ্রং ব্রজং প্রাপয়িষ্যামীতি বিশ্বাসং কারয়িত্বা যদুধাম মথুরাং জাতু জাতু কদা কদাচিৎ একাকিতাসমবায়ে একৈকিতায়াঃ সমবায়ে সম্বন্ধে সাক্ষাৎকারকল্পঃ সাক্ষাৎকারসদৃশঃ সন্ তান্ ব্রজস্থান্ বহুসংহিততায়াং বহুজনমিলিতায়াং বহিরনুসংহিতি বহিরনুসন্ধানং কর্ত্রী

দের প্রতি স্তুতিপাঠকগণ, উত্তরকালে স্নিগ্ধকণ্ঠের মত কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ অনুভব করাইয়া স্বাভাবিক গুণে তাহারা ব্রজের হিতকর হইয়াছিল। ঐ সময়ে শ্রীমান্ ব্রজরাজ তাহাদিগকে বিদায় দিলে, তাহারা সভাস্থ সকল লোকের সহিত যথাবিধি গমন করিল॥ ১০৭ ॥

অনন্তর শ্রীরাধিকা, এবং শ্রীকৃষ্ণের সভায় রাত্রিকালের কথা বিস্তার প্রাপ্ত হইলে স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল। যথাবিধি সেই উদ্ধব সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে যথাবিধি আশ্বাস দিয়া এবং বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া যদুপুরে গমন করেন, তদবধি কখন কখন স্বপ্নে, জাগরণে এবং একাকী অবস্থায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার তুল্য হইয়া ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বহুজনের একত্র সমাগম হইলে বাহ্যিক অনুসন্ধান কার্য্য কেবল মথুরার অবস্থিতির বিষয় অনুসন্ধান

(ক) বিহিতাঃ ইত্যেবানন্দগৌরবৃন্দাবন পাঠঃ।

(০) সমবাপে ইত্যানন্দবৃন্দাবন পাঠঃ।

স্থিতিস্তু মথুরাস্থিতিমনুসংহিতাং করোতি স্মেতি যদ্যপি সাধারণোঽয়ং ব্যবহারস্তথাপ্যস্তি বিশেষঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীনাং। যদা যাদৃশী বৃত্তির্জায়তে তদা তাদৃশী চিরং গাঢ়নামারূঢ়তামূঢ়-বতী মূঢ়বতী ভবতি (ক) স্মেতি।

তদা চ যদা কমলাক্ষঃ সাক্ষাৎকারায় কল্পতে তদা বাহু-বল্লীবলয়িতং কলয়ন্ত্যা নিরোৎস্যামীতি।

প্রতিস্বং কৃতচরং মন্ত্রণমপি তদঙ্গ-সঙ্গ-সম্মদপরতন্ত্রতয়া বিস্মৃতিবিদ্ধং রচয়ন্তীনামকস্মাত্তদন্তর্ধানে তু ন বাঞ্ছিত-বিচ্ছোলী সিদ্ধ্যতি। কিন্তু মাথুরপুর-সন্দেশ এবাবেশঃ স্যাৎ। ততশ্চ মুহুরপি ব্রজরাজ্ঞী-চরণপরিসরানুশরণমেব শরণং ভবতাত্যুভয়ী গতির্যাবৎ প্রিয়-প্রত্যাগমনমাসীৎ। উদ্ধবস্তু

মথুরাস্থিতিং অনুসংহিতামনুসন্ধানবিষয়াং চকারেতি সাধারণঃ ব্রজস্থমাত্রাণাং তুল্যঃ। যদা যাদৃশী বৃত্তিশ্চিত্তৈকাগ্রতা তাদৃশী কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিশ্চিরং গাঢ়তাং দৃঢ়তামারূঢ়তামূঢ়বতী ধারয়ন্তী ভূতা। কমলাক্ষঃ কৃষ্ণ স্তদা সা প্রেয়সী স্বস্যা বাহুলতাবেষ্টিতং তং কলয়ন্ত্যা পশ্যন্তী নিরোৎস্যামি বদ্ধত্বেন রক্ষিষ্যামীতি প্রতিস্বং প্রত্যেকং কৃতচরং পাগ্রচিতং মন্ত্রং মন্ত্রণামপি তস্য কৃষ্ণস্য যোঽঙ্গসঙ্গস্তেন যঃ সম্মদো মহানন্দ স্তৎপরতন্ত্রতয়া তদধীনত্বেন বিস্মৃতিবিদ্ধং বিস্মরণসাদৃশ্যং রচয়ন্তীনাং তাসাম-কস্মাৎ তদন্তর্ধানে কৃষ্ণস্যান্তর্ধানে তু বাঞ্ছিতা বিচ্ছোলী বাঞ্ছিতশ্রেণী ন সিদ্ধ্যতি। মাথুরপুরে যঃ সন্দেশঃ নিকটতা তস্মিন্নাবেশঃ স্যাৎ। ব্রজরাজ্ঞ্যাশ্চরণনিকটগমনমেব শরণং ভবতীতি যাবৎ

করেন। যদ্যপি এইরূপ সাধারণ ব্যবহার ছিল, তথাপি এই বিষয়ে কিছু বিশেষ আছে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীদিগের যখন যেরূপ চিত্তের একাগ্রতা হইত, তখন শ্রীকৃষ্ণের সেইরূপ স্ফূর্ত্তি বহুক্ষণ দৃঢ়তা ধারণ করিয়াছিল। যখন কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইবার সম্ভাবনা হইত, "তখন আমি তাঁহাকে বাহুলতা-দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিব" এইরূপে প্রত্যেকে পূর্ব্বকৃত মন্ত্রণাও কৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গরূপ মহানন্দে মগ্ন হইয়া বিস্মৃত হইলে, ঐ সকল প্রেয়সীদিগের অকস্মাৎ কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান হওয়াতে অভীষ্টরাশি সিদ্ধ হইত না। কিন্তু মথুরা-

(ক) গাঢ়মারূঢ়তামূঢ়বতী ইত্যানন্দবৃন্দাবন গৌর পাঠঃ।

গুপ্তশ্বস্তিমুখমুখতঃ পূর্ব্বপূর্ব্ববদেব যদুদেবসন্দিষ্টসন্দিষ্ট-মুপ্তং (ক) কুর্ব্বন্নস্তি স্ম ॥ ১০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণাস্ফুরণয়োস্তু—

দধত্যঃ স্ফীতং তাঃ ক্বচন বপুরাভাং চ মহতীং
ক্বচিচ্চ ক্ষীণং তৎক্ষয়যুজমমূঞ্চ প্রতি মুহুঃ।
প্রিয়-স্নেহপ্রাপ্তিস্ফুরণতদযোগব্যতিকৃতিং
গতা যা দীপাল্যস্তদুপমিতিমুচ্চৈর্ববলিরে ॥ ১০৯ ॥

প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য প্রত্যাগমনমাসীৎ তাবদুভয়ী স্ফূর্ত্তিরূপৈকা ব্রজরাজ্ঞী চরণনিকটানুসরণরূপা দ্বিতীয়া। গুপ্তং যৎ স্বস্তিমুখং পত্রং তন্মুখত স্তদুপায়তঃ যদুদেবসন্দিষ্টং কৃষ্ণেনাদিষ্টং উপ্তং ব্রজক্ষেত্রে বপনং কুর্ব্বন্ বর্ত্ততে স্ম ॥ ১০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য স্ফুরণে প্রফুল্লাবস্থাং অস্ফুরণে ক্ষীণতাদ্যবস্থাঞ্চ বর্ণয়তি—দধত্য ইতি। ক্বচন তাঃ বপুঃ শরীরং স্ফীতং প্রফুল্লং দধত্যঃ তথা মহতীমাভাং দীপ্তিং দধত্যঃ সত্যঃ। ক্বচিচ্চাস্ফুরণে বপুঃ ক্ষীণং দধত্য স্তথা তস্য বপুষঃ ক্ষয়েণ যুজং যুক্তাং অমূঞ্চাভাং প্রতিমুহূর্দ্দধত্যঃ প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য যা স্নেহপ্রাপ্তি স্তস্যাঃ স্ফুরণং তদযোগব্যতিকৃতিং তস্যাঃ প্রিয়স্নেহপ্রাপ্তেরযোগে ব্যতিকৃতিম স্ফুরণং গতাঃ সত্যঃ উচ্চৈ স্তদুপমিতিং ববলিরে প্রপেদিরে যা দীপাল্য স্তা যথা প্রিয়ো যঃ স্নেহ স্তৈলাদি স্তস্য প্রাপ্তেঃ স্ফুরণং প্রকাশ স্তস্যা অযোগে ব্যতিকৃতিং স্বল্পপ্রকাশং গতা :॥ ১০৯

পুরীর নিকটেই অভিনিবেশ হইত। অনন্তর বারংবারই ব্রজরাজ্ঞীর চরণ-সমীপে গমন করাই একমাত্র উপায় ছিল। যে পর্য্যন্ত না প্রিয়তমের প্রত্যাগমন হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-প্রিয়াদিগের এই দুই প্রকার উপায় ছিল। এক—শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিরূপ, দ্বিতীয়—ব্রজেশ্বরীর চরণ-প্রান্তে আশ্রয়গ্রহণ। কিন্তু উদ্ধব গোপনীয় পত্ররূপ উপায় দ্বারা পূর্ব্ব-পূর্ব্বের মত যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের আদিষ্ট বাক্য, ব্রজক্ষেত্রে বপন করিয়া বিদ্যমান ছিলেন ॥ ১০৮ ॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরণে অর্থাৎ প্রফুল্লাবস্থায় তাহাদের একরূপ অবস্থা, এবং তাঁহার অস্ফুরণে—অপ্রফুল্লদশায়, কৃষ্ণ-প্রিয়াদের অন্যরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। কখন কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ প্রফুল্লশরীর ধারণ করিত, কখন বা মহতীদীপ্তি ধারণ করিত, কখন

(ক) যদুদেবসন্দিষ্টমুপ্তং। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌর পাঠঃ।

রাধা প্রেম্নঃ সুখং দুঃখং চান্বকুর্ব্বংস্তদালয়ঃ ।
যথা ঋতু-প্রথা ভানোঃ সৌম্যতামুগ্রতামপি ॥ ১১০ ॥

যদা চ শ্রীকৃষ্ণেনাতিতৃষ্ণেন তৌ স্বহিতৌ দূতৌ প্রহিতৌ তদা প্রাগ্গ্রথঃ সঙ্কেতিতবেষেণ লিপিবিশেষেণ শস্তং স্বস্তিমুখং বিধায় সোঽয়ং সুবলহস্তে বলনীয় ইতি তদুক্তিকৃতনিযুক্তিভ্যাং তাভ্যাং তথা কৃতং। যথা সুবলশ্চ তাসু তমবকলয়ামাস ॥ ১১১ ॥

তত্রাপি শ্রীরাধায়া বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—রাধেতি। তদালয় স্তস্যাঃ সখ্যো ললিতাবিশাখাদয়ঃ রাধা-প্রেম্নঃ শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণাস্ফুরণয়োঃ সুখং দুঃখঞ্চ অন্বকুর্ব্বন্ অনুকৃতবত্যঃ যথা ঋতুপ্রথা ঋতুপ্রতীতি র্ভানোঃ সূর্য্যস্য সৌম্যতাং হেমন্তাদি ঋতৌ সুখকারিতামুগ্রতাং গ্রীষ্মাদি ঋতৌ চণ্ডতামনু কুর্ব্বন্তি ॥ ১১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণনিকটে উদ্ধবগমনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণেন যৎ কৃতং তদ্বর্ণয়তি—যদাচেতিগদ্যেন। অতিতৃষ্ণেণ লালসয়া সঙ্কেতিতবেষেণ সঙ্কেতিতো বেষ আকারো যস্য তেন শস্তং প্রশস্তং স্বস্তিমুখং পত্রং সোঽয়ং লিপিবিশেষঃ বলনীয়ো নিয়োজনীয়ঃ তদুক্তকৃতনিযুক্তিভ্যাং ইতি এবং শ্রীকৃষ্ণকৃতা নিযুক্তি নিয়োগো যয়ো স্তাভ্যাং দূতাভ্যাং তথাকৃতং সুবলহস্তে নিক্ষিপ্তং তাসু প্রেয়সীষু তং লিপিবিশেষং অবকলয়ামাস জ্ঞাপয়ামাস ॥ ১১১ ॥

বা অস্ফুরণে ক্ষীণশরীর ধারণ করিত, এবং শরীরের ক্ষয়সূচক-দীপ্তিও বারংবার ধারণ করিত। যেরূপ দীপশ্রেণী তৈলাদি স্নেহপদার্থ পাইলে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, এবং তৈলাদির অসংযোগে অল্পপ্রকাশ পাইয়া থাকে, এইরূপ প্রেয়সীগণ প্রিয়-তম শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ প্রাপ্তির প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া এবং তদীয় স্নেহপ্রাপ্তির অভাবে অপ্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া প্রবলবেগে দীপশ্রেণীর সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১০৯ ॥

যেরূপ ঋতুর প্রণালী, হেমন্তাদি ঋতুতে সূর্য্যের সুখকারিতা এবং গ্রীষ্মাদি ঋতুতে সূর্য্যের প্রচণ্ডতা অনুকরণ করে, সেইরূপ ললিতা বিশাখা প্রভৃতি রাধি-কার সখীগণ, (শ্রীকৃষ্ণে স্ফুরণে এবং অস্ফুরণে) রাধিকার প্রেমের সুখ-দুঃখের অনুকরণ করিয়াছিল ॥ ১১০ ॥

যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অভিলাষী হইয়া আপনার হিতকর সেই দুইজন

যথা ;—

> যদ্বিদূরমগমং তদিদং বঃ
> স্যাদদূরগতিভাগিতি বিত্ত।
> আগতিপ্রতিরুধোর্ম্মম মিত্রা-
> মিত্রয়োঃ পুরমিদং প্রতিরোধি ॥ ১১২ ॥

তাদৃশলিপিকল্পপ্রতিলেখশ্চ তাভিরপ্যুদ্ধব-হস্তে দেয়ঃ। সোঽয়মিতি সুবলদ্বারা নিধীয়তে স্ম ॥ ১১৩ ॥

তং লিপিবিশেষং বর্ণয়তি—যদিতি। যদহং বিদূরং দেশমগমং তদিদং বো যুষ্মাকং সম্বন্ধে অদূরগতিভাক্ সর্ব্বদা মম স্ফূর্ত্তেরিতি বিত্ত জানীত। নন্বেবং সাক্ষাদাগচ্ছেৎ চেৎ তত্রাহ মম মিত্রামিত্রয়ো রাগতিপ্রতিরুধো মিত্রস্যাগতৌ অমিত্রস্য শত্রোঃ প্রতিরোধে চ বিষয়ে ইদং পুরং মথুরাপ্রতিরোধি আগন্তো প্রতিরোদ্ধুং শীলমস্য তৎ ॥ ১১২ ॥

ততঃ প্রেয়সীভি র্যৎকৃতং তদ্বর্ণয়তি—তাদৃশেতি গদ্যেন। তাদৃশলিপের্যঃ কল্পপ্রতিলেখঃ প্রতিলেখঃ স তাভিরপি উদ্ধবহস্তে দেয় ইতি সুবলদ্বারা নিধীয়তে স্ম নিহিতঃ ॥ ১১৩ ॥

দূতকে প্রেরণ করেন, তখন প্রথমে গোপনে সঙ্কেতযুক্ত আকারের সহিত লিপিবিশেষ দ্বারা এক প্রশস্ত পত্র নির্ম্মাণ করিয়া "এই লিপিবিশেষ সুবলের হস্তে নিযুক্ত করিবে" এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ দুইজন দূত নিযুক্ত করেন। তাহারাও তদনুসারে সুবলের হস্তে পত্র সমর্পণ করে। সুবলও কৃষ্ণপ্রিয়াদের নিকটে সেই পত্র বিশেষ নিবেদন করিয়াছিল ॥ ১১১ ॥

যথা আমি যখন অত্যন্ত দূরদেশে গমন করিয়াছি, তখন তোমরা জানিও যে আমি অদূরেই বিদ্যমান আছি, অর্থাৎ আমার সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি হইবে। আমার মিত্রের আগমনে এবং আমার শত্রুর প্রতিরোধ বিষয়ে এই মথুরাপুরই প্রতিরোধ করিতেছে। তাহাতেই আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আসিতে পারি নাই ॥ ১১২ ॥

ঐরূপ লিপি, যাহার লেখা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ উদ্ধবের হস্তে দান করিবেন। ইহা সুবল দ্বারা নিহিত হইয়াছিল ॥ ১১৩ ॥

স যথা ;—

অকণ্টকমকর্করং চলসি যর্হি বৃন্দাবনং
তদাপি চরণ-ব্যথাং তব বিতর্ক্য যঃ খিদ্যতে।
কথং দ্বিষদনুদ্রবাদ্বিষমবর্ত্মশৈলাক্রমা-
চ্ছ্রুতাদহহ! জীবনং বহতু স ব্রজস্ত্রাজনঃ॥ ইতি॥ ১১৪॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম—॥ ১১৫॥

আস্তাং ভবল্লেখনিশামনোত্থং
তদাতনং দুঃখমমুষ্য দূরে।
আলিঙ্গ্য সোঽয়ং ভবতীমিহাস্তে
তথাপি শক্নোতি ন রোদ্ধুমস্রম্॥ ১১৬॥

তং বর্ণয়তি—অকণ্টকমিতি। যর্হি যদা অকণ্টকং কণ্টকরহিতং অকর্করং কর্করা কাঙ্কর ইতি প্রসিদ্ধা তদ্রহিতং সুখগমামিতিযাবৎ, তদ্বৃন্দাবনং চলসি তদাপি তব চরণব্যথাং বিতর্ক্য যঃ খিদ্যতে স ব্রজস্রাজনঃ কথং দ্বিষদনুদ্রবাৎ দ্বিষন্ যো জরাসন্ধ স্তেন কর্ত্রা যোঽনুদ্রবঃ পশ্চাদ্ধাবনং তস্মাত্তথা তত্র তত্র বিষমবর্ত্মানি দুর্গমমার্গে শৈলে পর্ব্বতে চ আক্রমাৎ শ্রুতাদহহেতি খেদে। জীবনং বহতু ধারয়তু॥ ১১৪॥

অথেত্যারভ্য স্নিগ্ধকণ্ঠস্য সমাপনবাক্যং স্বয়ং কবিঃ বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যপূর্ব্বকং আস্তামিতি। ভবল্লেখনিশামনোত্থং ভবত্যা যো লেখ স্তস্য নিশামনং দর্শনং তেনোত্থং যত্তদাতনং তৎকালভবদুঃখং তদমুষ্য কৃষ্ণস্য দূরে আস্তাং। সোঽয়ং কৃষ্ণো ভবতীমালিঙ্গ্য ইহ স্থানে তথাপ্যয়ং অস্রং রোদ্ধুং ন শক্নোতি॥ ১১৫—১১৬॥

যখন কণ্টকশূন্য এক কর্করা (কাঁকর) বিরহিত অর্থাৎ সুখগম্যবৃন্দাবনে গমন করিতেন, তখনও আপনার চরণব্যথা অনুমান করিয়া যাহারা খেদান্বিত হইতেন; হায়! তাহারা বিপক্ষ জরাসন্ধের অনুসরণ এবং তত্তৎদুর্গমপথে এবং দুর্গমপর্ব্বতে আক্রমণের কথা শ্রবণ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারিবে? ॥ ১১৪॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল॥ ১১৫॥

আপনি যে পূর্ব্বে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা দর্শন করিয়া তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের

যদিদমুদিতমাসীচ্ছ্রব্যমেতন্ন দৃশ্যং
তদপি বিরহিতাস্যা দৃশ্যবদ্ভাতি পশ্য।
যদি চ হরিসমক্ষং সম্প্রতীদৃশ্যবস্থা
কথমিব ন তদা স্যাদ্‌যর্হি হা! তদ্বিয়োগঃ ॥ ১১৭ ॥

তদেবম্বিধয়া বিধয়া তস্যা স্তত্রাবধানং বিধায় পরমানন্দং সন্ধায় বাসায় বলিতয়োঃ (ক) সুতসুতয়োঃ সর্ব্বে যথাযথং

কিঞ্চ তত্রত্যসভ্যান্ প্রতি যদাহ তদ্বর্ণয়তি—যদিদমিতি। যৎ ইদমুদিতং কথিতং শ্রব্যং শ্রবণবিষয়মাসীৎ এতন্ন দৃশ্যং দর্শনবিষয়ং, তদপি তথাপি অস্যাঃ শ্রীরাধায়া বিরহিতা বিরহো দৃশ্যবৎ প্রত্যক্ষবৎ ভাতি প্রকাশতে ইতি পশ্য, যদি যদ্যপি হরিসমক্ষং সংপ্রত্যপি ঈদৃশ্যবস্থা। হেতি খেদে। যর্হি তদ্বিয়োগ আসীৎ তদা কথমিব সা ন স্যাৎ অপিতু জাতৈব ॥ ১১৭ ॥

তৎসমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—তদেতি। তদা এবম্বিধয়া বিধয়া এবমেবং প্রকারেণ তস্যা রাধায়া স্তত্র কৃষ্ণে অবধানং প্রত্যক্ষেণ জ্ঞানং বিধায় পরমানন্দং সন্ধায় প্রাপয্য বাসায় স্বগৃহায়

যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা এখন দূরে থাক। এই শ্রীকৃষ্ণ এখন আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া এই স্থানেই বিদ্যমান আছেন। তথাপি চক্ষের জল নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন ॥ ১১৬ ॥

আর এই যে কথিতবাক্য শ্রবণ-গোচর হইয়াছে, ইহা কিন্তু দৃষ্টি-গোচর নহে। তথাপি শ্রীরাধিকার বিরহ প্রত্যক্ষের মত প্রকাশ পাইতেছে, ইহা দর্শন করুন। যদ্যপি কৃষ্ণের সমক্ষে এখনও এইরূপ অবস্থা, হায়! যখন কৃষ্ণ-বিরহে যে অবস্থা হইয়াছিল, তবে কেন না সেই দশা ঘটিবে? অর্থাৎ সে অবস্থা সত্যই জন্মিয়াছে ॥ ১১৭ ॥

এই এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের উপরে রাধিকার প্রত্যক্ষরূপে জ্ঞান করিয়া

(ক) চলিতয়োঃ। ইতি মাগুপাঠঃ।

স্বপথমনুববৃতিরে। শ্রীরাধা-মাধবাবপি বলিতস্নেহং ললিত-
গেহং কলিতলীলতয়া শীলয়তঃ স্ম ॥ ১১৮ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু যবনজরা-
ভবনির্জ্জয়জবং নাম চতুর্দ্দশং
পূরণম্ ॥ ১৪ ॥

চলিতয়োর্গচ্ছতোঃ স্বপথং স্বগৃহমার্গং অনুববৃতিরে অনুবৃতবন্তঃ। বলিতস্নেহং বলিতঃ সুদীপ্তঃ স্নেহো যত্র তদ্‌যথাস্যাৎ তথা ললিতগেহং মনোহরগৃহং কলিতলীলতয়া কলিতা প্রকাশীকৃতা যা লীলা তয়া তৎ শীলয়তঃ স্ম প্রবৃত্তিং কৃতবন্তৌ ॥ ১১৮ ॥

ইতীতি যবনজরাভবয়োঃ কালযবনজরাসন্ধয়োঃ নির্জ্জয়স্য জবো বেগঃ শীঘ্রতা যত্র, নাম প্রাকাশ্যে।

ইতি চতুর্দ্দশং পূরণম্ ॥ ০ ॥

দিয়া, এবং পরম আনন্দ সাগরে মগ্ন করিয়া সূত-পুত্রদ্বয় (কথক-দ্বয়) গৃহের উদ্দেশে প্রস্থান করিলে সকলেই যথাবিধি স্বস্ব গৃহ-পথের অনুসরণ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকাও প্রদীপ্ত স্নেহভরে লীলা প্রকাশপূর্ব্বক মনোহর গৃহে স্বস্ব প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন ॥ ১১৮ ॥

ইতি শ্রীউত্তরগোপালচম্পূকাব্যে কালযবন
এবং জরাসন্ধের পরাজয়বেগবর্ণন
নামক চতুর্দ্দশ পূরণ ॥ ০ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশং পূরণম্।
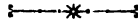
শ্রীবলদেব-বিবাহঃ।

অথ প্রাতঃ কথান্তরং—যত্র শ্রীকৃষ্ণকৃতমহসি ব্রজরাজ-সদসি মধুকণ্ঠ উবাচ—গতয়োশ্চ তয়োঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেষিতয়োস্তদ্বদ্‌ব্রজেশপ্রহিতয়োরন্যয়োরন্যয়োরপি ব্রজ-সান্ত্বনায় কুতঃ কুত-শ্চত্তৎপুরতশ্চ যৎকিঞ্চিদ্বার্ত্তামাদায় শীঘ্রমেব পৃথক্ পৃথগা-গতয়োঃ শ্রীব্রজরাজাদয়ো মন্ত্রয়ামাসুঃ। সম্প্রতি দূরং গচ্ছতি স্ম বৎসঃ। তর্হ্যব্যাহতং কথং বৃত্তমনুবর্ত্তিতাস্মহে॥ ১॥

পঞ্চদশে পূরণে তু দ্বারকামাধ্যতিষ্ঠতঃ।
বর্ণ্যতে জ্যেষ্ঠরামস্য রম্যোদ্বাহো মুদাবহঃ॥ ০॥

অথ কথান্তরং বর্ণয়িতুং স্বয়ং কবিঃ প্রক্রমতে—অথেত্যাদিগদ্যেন। তত্র মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—গতয়োরিতি। কুতশ্চিৎ স্থানাৎ তৎপুরতশ্চ দ্বারকায়াঃ সকাশাচ্চ আগতয়োঃ সতোঃ অব্যাহতং বিঘ্নরহিতং যথাস্যাৎ বৃত্তং বৃত্তান্তং অনুবর্ত্তিতাস্মহে অনুবর্ত্তনং কারিষ্যামঃ॥ ১॥

পঞ্চদশ পূরণে দ্বারকাস্থিত জ্যেষ্ঠ বলরামের আনন্দজনক বিবাহ কার্য্য বর্ণিত হইবে।

অনন্তর প্রাতঃকালে অন্যরূপ এক কথা হইয়াছিল। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাপূর্ণ ব্রজরাজের সভায় মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ দুই জন দূত প্রেরণ করেন। পরে ব্রজরাজও অন্য দুইটি দূত প্রেরণ করেন। ঐ সকল দূত কোন কোন স্থান হইতে, এবং দ্বারকাপুরী হইতে যৎকিঞ্চিৎ সংবাদ লইয়া শীঘ্রই পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উপস্থিত হয়। তখন শ্রীমান্ ব্রজরাজ প্রভৃতি সকলেই মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি বৎস দূরদেশে গমন করিয়াছেন। তবে কিরূপে আমরা নির্ব্বিঘ্নে বৃত্তান্ত অনুসরণ করিব॥ ১॥

উপনন্দ উবাচ—দূতানাং প্রভূতযুগ্মতা কার্য্যা যথা নিত্য-নিত্যমেকং যুগ্মমাজগ্মিবদ্ভবতি।

ব্রজরাজ উবাচ—প্রাগ্‌গ্মিশ্রাণাং তিগ্মজবানাং যুগ্মানাং শতং বিধীয়তামিতি। অথ তত্রাহোরাত্রেণ গব্যূতীনাং ষষ্টিং সুষ্ঠু ক্রামতামন্যতরৌ লব্ধতদাজ্ঞাবিতরৌ পঞ্চভির্ব্বাসরৈর্দ্বারকা-মাসাদিতবন্তৌ। আসাদ্য চ তত্র সর্ব্বমত্রত্যং বৃত্তমুদ্ধবমন্তরে বিধায় শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতবন্তৌ। শ্রীব্রজভূপতিনা প্রভূতানাং দূতানাং বিনিয়োগং চ শ্রাবিতবন্তৌ ॥ ২ ॥

তত্র বৃত্তপ্রাপ্তৌ উপনন্দস্য যুক্তিং বর্ণয়তি—দূতানামিতি। প্রভূতযুগ্মতা প্রচুরযুগলতা আজগ্মিবৎ ভবতীত্যস্য মুখ্যক্রিয়াত্বেন আজগ্মিবদিত্যস্য ভূতকালো বাধিতঃ, ভবতীত্যত্রাপি বর্ত্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্। তেন নিত্যনিত্যমাগমিষ্যতীত্যর্থঃ। প্রাগ্মিশ্রাণাং পূর্ব্বদূতৈঃ সহ মিলিতানাং তিগ্মজবানাং তীক্ষ্ণবেগানাং তত্র বিশেষমাহ অথেতি। গব্যূতিঃ ক্রোশযুগং বিংশত্যধিকশতক্রোশং সুষ্ঠু ক্রামতাং গচ্ছতাং দূতানাং মধ্যে অন্যতরৌ দূতৌ লব্ধতদাজ্ঞাবিতরৌ লব্ধস্তস্য ব্রজরাজস্য আজ্ঞায়া বিতরো যয়োস্তৌ পঞ্চভির্বাসরৈঃ পঞ্চদিনৈঃ দ্বারকাং গতবন্তৌ অত্রত্যবৃত্তং ব্রজসম্বন্ধিবৃত্তান্তং উদ্ধবমন্তরে মধ্যেকৃত্য প্রভূতানাং প্রচুরাণাং বিনিয়োগং বিশেষেণ নিয়োজনং শ্রাবয়ামাসতুঃ ॥ ২ ॥

উপানন্দ কহিলেন, অনেক দূত যুগ্ম যুগ্ম করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলে নিত্য নিত্য এক এক (দূত) যুগ্ম আগমন করিবে। ব্রজরাজ কহিলেন, পূর্ব্ব দূতের সহিত মিলিত, অত্যন্ত বেগগামী শত শত দূত যুগ্ম করিয়া রাখুন। তাহা হইলে দিবারাত্রে যাহারা ষষ্টি গব্যূতি অর্থাৎ একশত বিংশতি ক্রোশ উত্তমরূপে চলিতে পারিবে, তাহাদের মধ্যে অন্যতর দুই জন দূত ব্রজরাজের আজ্ঞাসমূহ লাভ করিয়া পাঁচ দিনে দ্বারকায় গমন করিয়াছিল। (ক)।

(ক) এক দিবারাত্রে অর্থাৎ এক দিনে যদি ১২০ ক্রোশ যাওয়া হয় তবে ৫ দিনে ৬০০ ক্রোশ গমন হয়। এই হিসাবে ব্রজধাম হইতে দ্বারকা ৬০০ ক্রোশ দূর হইতেছে। ইহাও অবশ্যই বর্ত্তমানকালের পরিমিত ক্রোশ নহে। নন্দ মহারাজ এরূপভাবে অশ্বারোহী দুই শত দূত রাখিয়াছিলেন যে দ্বারকায় সংবাদ নির্ব্বাধেই প্রত্যহ পাওয়া যাইত। এমন কি মথুরা অতি নিকট হইলেও এমন সুবিধা হয় নাই।

অথ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাহ স্ম—নেত্থমপি বৃত্তাব্যাহতিঃ প্রতিপত্তব্যতা ভবতি। কিন্তু শত-যোজনব্রাজিনাং বাজিনাং শত-দ্বয়মেভ্যঃ সমর্প্যতাং। যথা গমনাগমনমনারতং ভবতীতি ॥ ৩ ॥

অথ তৌ তত্রত্যং বৃত্তং সংগৃহ্য বাজিনাবারুহ্য ব্রজসমাজমাব্রজ্য প্রথমং তেষু তৎকুশলং সংসজ্য বার্ত্তাং বর্ত্তয়ামাসতুঃ ॥ ৪ ॥

যদ্যপি মথুরা নিকটে তথাপি তত্র মুহুরটিতবতোরাবয়ো-

তদেবং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণো যদুপায়ান্তরং কথিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। ইত্থমপি দূতানাং প্রভূতত্বেঽপি বৃত্তস্য বৃত্তান্তস্য অব্যাহতি বিঘ্নাভাবঃ ন প্রতিপত্তব্যতা প্রতিপন্নবিষয়ীভূততা ভবতি। শতযোজনব্রাজিনাং শতযোজনমধ্বানং ব্রজিতুং গন্তুং শীলং যেষাং তেষাং বাজিনামশ্বানাং এভ্যো দূতেভ্যঃ অনারতং সন্ততম্ ॥ ৩ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথ তাবিতিগদ্যেন। তত্রত্যং দ্বারকাভবং বৃত্তান্তং বাজিনাবশ্বৌ ব্রজসমাজং ব্রজসভাং আব্রজ্যাগত্য তৎকুশলং কৃষ্ণস্য শুভং সংসজ্য সঙ্গময্য বার্ত্তাং বৃত্তান্তং বর্ত্তিতবন্তৌ ॥ ৪ ॥

তাং বার্ত্তাং বিবৃণুতঃ—যদ্যপীতি। নিকটে বর্ত্তমানত্বেন সুলভা ভবতি। অটিতবতো

ঐ দুই জন দূত দ্বারকায় গিয়া উদ্ধবকে মধ্যে করিয়া তথায় সমস্ত ব্রজ সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিল। শ্রীমান্ ব্রজরাজ যে বহুসংখ্যক দূত নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণকে শ্রবণ করাইল ॥ ২ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক দূত নিযুক্ত হইলেও নির্ব্বিঘ্নে সংবাদ পাইতে পারা যাইবে না। কিন্তু শত যোজনগামী দুই শত অশ্ব এই সকল দূতদিগকে সমর্পণ করুন। তাহা হইলে সর্ব্বদাই গমনাগমন হইতে পারিবে ॥ ৩ ॥

অনন্তর ঐ দুই জন দূত দ্বারকায় বৃত্তান্ত লইয়া, অশ্বদ্বয়ে আরোহণ করিয়া, এবং পরে ব্রজ সভায় আসিয়া, প্রথমে ব্রজরাজ প্রভৃতির নিকটে তাঁহার কুশল বার্ত্তা প্রদান করিয়া বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

যদ্যপি নিকটস্থ বলিয়া মথুরাপুরী অত্যন্ত সুলভ, তথাপি আমরা

র্নেদৃশং সুভৃশং সুখমুপজাতং। নিরন্তরোৎপাতসম্পাতদর্শনাৎ।
দ্বারকায়াং তু সুখসারশ্চক্ষুর্বিস্তারমনুসসার।

যস্মাদুৎপাতমাত্রাদ্দূরীভবন্তী সা পুরী যাদৃগুরীকৃতসুখ-
সুরীতিরবলুলোকে লোকে তু তাদৃশতা ভৃশদুর্লভেতি ॥ ৫ ॥

তথা হি;—

যত্রাব্ধিঃ সুষ্ঠু ধত্তে পরিগতপরিখারূপতাং যত্র পর্য্যক্
প্রাচীরং বীরনেত্রোত্থিতগশিখরবতাং যত্র বীক্ষা পৃথক্তাম্।
দ্বার্বত্যাং তত্র বাঢ়ং ভয়মপি সভয়ং নাবগাঢ়ং সমন্তা-
দ্ভাবীতি স্বান্তমুচ্চৈর্বহতি সুখ-শতং সন্ততং গোষ্ঠদেব! ॥ ৬ ॥

পুচ্ছতোঃ ঈদৃশং দ্বারকায়াং প্রতীতং সুভৃশং সুখং নোপজাতং। তত্র হেতুং দর্শয়তি—মথুরায়াং নিরন্তরোৎপাতসম্পাতদর্শনাৎ সততোৎপাতানাং সম্পাতঃ সম্যক্ প্রবৃত্তি তস্য দর্শনাৎ। সুখস্য সারঃ স্থিরাংশঃ চক্ষুর্বিস্তারং আশ্চর্য্যশোভাদর্শনে নেত্রয়ো বিকাশাৎ তমনুসসার নেত্রে বিস্তারয়ামাস। তদেব সাধয়তঃ যস্মাদিতি, সা দ্বারকাপুরী উৎপাতমাত্রাৎ দূরীভবন্তী ন স্পৃশন্তী যাদৃগ্রূপতয়া উরীকৃতা বিস্তারীকৃতা সুখস্য সুরীতিঃ স্বভাবো যৎ অবলুলোকে দৃষ্টা তাদৃশতা শোভাযুক্ততা ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ সাশ্চর্য্যশোভাং বর্ণয়তঃ—যত্রেতি। যত্র দ্বারকায়াং অব্ধিঃ সমুদ্রঃ পরিগতপরিখা-রূপতাং সর্ব্বত আবরকত্বেন জলাধাররূপতাং সুষ্ঠু ধত্তে। পর্য্যক্ প্রাচীরং বীরাণাং নেত্রে আতগোহতিক্রান্তঃ শিখরো যস্য তদ্ভাবতাং সুষ্ঠু ধত্তে, যত্র বীক্ষা দর্শনং পৃথক্তাং ইদমেব দৃশ্যং ইদমেব দৃশ্যমেতদ্রূপেণ পৃথক্তাং সুষ্ঠু ধত্তে। তত্র বাঢ়মতিশয়ং ভয়মপি সভয়ং ভয়েন সহ বর্ত্তমানং সৎ সমন্তাদবগাঢ়ং সংসক্তং ন ভাবি ন ভবিষ্যতি হে গোষ্ঠদেব ইতি হেতোঃ স্বান্তং চিত্তং মা সন্ততং উচ্চৈঃ সুখশতং বহতি ধারয়তি ॥ ৬ ॥

দুইজনে যখন দ্বারকাপুরীতে বারংবার গমন করি, তখন আমাদের এইরূপ নিরতিশয় ও নিতান্ত সুখ ঘটে নাই। কারণ মথুরাতে নিরন্তর উৎপাতরাশি দর্শন করা গিয়াছিল। কিন্তু দ্বারকাপুরে সুখের সারভাগ নেত্রদ্বয় বিকসিত করিয়াছিল। কারণ, সেই দ্বারকাপুরী উৎপাত হইতে অনেক দূরে ছিল, অর্থাৎ তাহাতে উৎপাত ঘটিতে পারে নাই বলিয়া, তাহাতে যেরূপ সুখ-প্রণালী স্বীকৃত হইয়াছিল, জগতে কিন্তু তাদৃশ-শোভা নিতান্ত দুর্লভ ॥ ৫ ॥

দেখুন, হে ব্রজরাজ! সেই দ্বারকা পুরীতে সমুদ্র, চারিদিকে পরিবেষ্টিত

স্বর্ণানাং মৌক্তিকানামসিতমণিহরিদ্রত্নবৈদূর্য্যকাণাং
হীরাণাং বিদ্রুমাণাং রবিশশিদৃশদাং পদ্মরাগাদিকানাম্।
কৈবল্যান্মিশ্রভাবান্মধুররুচিধুরাসদ্মনাং সদ্মবৃন্দৈঃ
সা দিব্যা পূরপূর্ব্বং প্রমদমদিশত শ্রোত্রদিক্‌চিত্তদূরম্ ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ সা দিব্যা পূঃ পুরী শ্রোত্রদৃক্‌চিত্তদূরং এভিরননুভূতমপূর্ব্বং প্রমদং সুখমদিশত কৃতবতী, সা কিম্ভূতা অসিতমণিরিন্দ্রনীলমণিঃ হরিদ্রত্নং প্রসিদ্ধং বৈদূর্য্যং শ্যামপীতবর্ণো মণিবিশেষঃ। বিদ্রুমাঃ প্রবালানি রবিশশিদৃশদাং সূর্য্যকান্তচন্দ্রকান্তশিলানাং পদ্মরাগো রক্তবর্ণমণিবিশেষ স্তদাদীনাং এষাং কৈবল্যাদেকাকিত্বাৎ মিশ্রভাবাৎ যথাশোভং মিলিতত্বেন রচিতত্বেন মধুররুচিধুরাসদ্মনাং মধুরায়া রুচিরা কান্তিভা স্তস্যা আশ্রয়াণাং স্বর্ণাদীনাং সদ্মবৃন্দৈঃ গৃহসমূহৈরুপলক্ষিতা ॥ ৭ ॥

পরিখা বা জলাধাররূপ সম্যক্‌রূপে ধারণ করিতেছে; যে নগরে চতুর্দ্দিকে যে সকল প্রাচীর আছে, তাহা দেখিলে বীরগণের নেত্র-পথ, উচ্চতা দর্শনে পলাইয়া যায়, যাহাতে ইহাই দৃশ্য ইহাই দৃশ্য এই প্রকারে পৃথক্‌রূপে বস্তুনিচয়ের দর্শন হইয়া থাকে; এবং যাহাতে ভয়ও অত্যন্ত ভয় পাইয়া চারিদিকে বিদ্যমান থাকিতে পারিবে না; এই হেতু মনে মনে অসীম সুখরাশি উৎপন্ন হইতেছে ॥ ৬ ॥

এই স্বর্গীয় মনোহর পুরী চক্ষু এবং কর্ণের অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিল। কারণ, স্বর্ণ, মুক্তা, ইন্দ্রনীলমণি, প্রসিদ্ধ হরিদ্রত্ন, বৈদূর্য্য (শ্যাম পীতবর্ণ মণি-বিশেষ), প্রবাল, সূর্য্যকান্তমণি, চন্দ্রকান্তমণি এবং পদ্মরাগমণি, ইহাদের পরস্পর মিশ্রণ হওয়াতে মধুর কান্তিরাশির আশ্রয়-স্বরূপ স্বর্ণ মুক্তাদি নির্ম্মিত বহুসংখ্যক গৃহ, ঐ নগরে বিদ্যমান ছিল ॥ ৭ ॥

যস্যাং দেবদ্রুমা স্তে পরমসুরসভাসানিধীনাং সবর্গঃ।
স্বর্গ্যাবস্থামতীত্যাপ্যতিরুচিমদধুর্বিস্মিতা যত্র দেবাঃ ॥
অস্মাভিঃ পূর্ব্বমাসন্ মুহুরপি যদবঃ সুষ্ঠু দৃষ্টাঃ পরন্তু।
প্রেক্ষ্যন্তে সাম্প্রতং চেদ্দধতি পরিচয়ং হন্ত! নাপূর্ব্বলক্ষ্ম্যাং ॥৮॥

সুধর্ম্মানন্দনে ন প্রাগ্‌যথার্হফলতাং গতে।
ইতীব তে যথা নাম সফলে কৃতবান্ হরিঃ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ যস্যামিতি। দেবদ্রুমা হরিচন্দনাদয়ঃ পরমসুরসভাসাঃ পরমসুরসোভাসা দীপ্তি র্যেষাং তান্যঙ্গানি অবয়বানি যেষাং তে নিধীনাং শঙ্খপদ্মাদীনাং সবর্গঃ সমূহঃ স্বর্গ্যাবস্থাং স্বর্গে ভবা যা অবস্থা কালকৃতবিশেষ স্তামতীত্য অতিরুচিমেকরূপেণ স্থিতিময়া পরমাং শোভাং অদধু ধারয়ামাসুঃ। যত্রাতিরুচৌ দেবা বিস্মিতা বভূবুঃ। তস্যাং বাসেনাপি বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি অস্মাভিঃ পূর্ব্বং মুহুরপি যদবঃ সুষ্ঠু দৃষ্টা আসন্ পরন্ত চেদ্‌যদি অপূর্ব্বলক্ষ্ম্যাঃ পরমশোভায়াং হন্তেতি হর্ষে। পরিচয়ং ন দধতি তদা সাম্প্রতং লক্ষ্যন্তে অপূর্ব্বশোভাধারিত্বাৎ সম্প্রতি কৈর্লক্ষিতা ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ সুধর্ম্মেতি। সুধর্ম্মা সভা নন্দনং বনং প্রাক স্বর্গে যথার্হফলতাং যথাযোগ্যনামসার্থকতাং ন গতে ইতীব ইতি হেতোরিব যথানাম সফলে যথা নাম সফলং সার্থকং যয়ো স্তে কৃতবান্ সুষ্ঠু-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বাৎ আনন্দজনকত্বাচ্চ ॥ ৯ ॥

যে দ্বারকার হরিচন্দনপ্রভৃতি দেবতরুগণের অবয়ব সকল পরম দেবসভায় পরিপূর্ণ ছিল। শঙ্খপদ্মাদি নিধিসকল স্বর্গীয় অবস্থা অতিক্রম করিয়াও একরূপে অবস্থান করাতে পরমশোভা ধারণ করিয়াছিল। এই পরম শোভা দর্শন করিয়া দেবগণও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। আমরা ও পূর্ব্বে যাদবদিগকে ভাল করিয়া বারংবার দর্শন করিয়াছিলাম। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। যদি তাঁহারা পরমশোভাতে পরিচিত না হন, তাহা হইলে সম্প্রতি তাহাদিগকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ফল কথা, অধুনা কেহ কেহ দ্বারকানিবাসী যাদব-দিগকে পরমশোভাধারী বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বে স্বর্গে সুধর্ম্মানামে সভা এবং নন্দনবন এবং যথাযোগ্য সার্থকতা প্রাপ্ত হয় নাই। এই কারণে যেন শ্রীকৃষ্ণ ঐ দুইটির যথাযোগ্য নামের সার্থকতা

কিং বহুনা ? যত্র ভাগধেয়ং দধত্যশ্চ প্রজাঃ প্রজাত-শ্রীকৃষ্ণবৈভব-দর্শনাভাগধেয়লাভমেব মন্যতে। তদেবং কৃত-কৃত্যায়ামপি দ্বার্বত্যামকৃতকৃত্যান্তঃপুরতা প্রতীয়তে ॥১০॥

যতঃ ;-

পতাকাযুক্‌চূড়াপটলবড়ভীস্তম্ভবরণা-
ঙ্গনাদ্যঙ্গা যস্যাং বহিরবহিরংশা মণিরুচঃ।
মহান্তঃপূর্য্যেষা যদপি বলিতা নীলনিধিনা
তথাপ্যুচ্চৈ রম্যাপ্যুচিতবৃতিলক্ষ্মী র্ম্মৃগয়তে ॥ ১১ ॥

দ্বারকাস্থসামান্যপ্রজানামপি বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—কিং বহুনেতি। যত্র দ্বারকায়াং ভাগধেয়ং ভাগ্যং দধত্যঃ ধারয়ন্ত্যঃ প্রজাঃ প্রজাতঞ্চ তৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনবৈভবঞ্চেতি তদেব ভাগধেয়স্য সৌভাগ্যস্য লাভ স্তং। কৃতং কৃত্যং রচনাবৈশিষ্ট্যং যত্র তস্যাং অকৃতং কৃত্যং যত্র নিত্যশোভা-বশাৎ এবম্ভূতমন্তঃপুরং যত্র তদ্ভাবতয়া প্রতীয়তে তদাতু লক্ষ্মীণাং বসতেরভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোক্তং প্রপঞ্চয়তি—পতাকেতি। যস্যাং দ্বারকায়াং পতাকাযুক্তচূড়াপটলং উচ্চপ্রদেশং তচ্চ বড়ভীঃ প্রাসাদ শ্চন্দ্রশালা বা সা চ স্তম্ভঃ ধ্বজদণ্ডঃ স চ বরণ ইষ্টকারচিতপ্রাচীরঃ অঙ্গনং চত্বরঞ্চ তান্যাদীনি যেষাং তান্যঙ্গানি অবয়বানি যেষাং তে, বহিরবহিরংশা মহান্তো মণিরুচঃ সন্তি এষা পুরী যদপি যদ্যপি নীলনিধিনা কৃষ্ণেন বলিতা শোভিতা তথাপ্যুচ্চৈরস্যাপি কৃষ্ণস্যাপি উচিত-বৃতিলক্ষ্মীঃ উচিতা বৃতি বরণং বিবাহেন যাসাং তাঃ তাশ্চতা লক্ষ্ম্যশ্চেতি তাঃ পুরীং মৃগয়তে অন্বেষণং করোতি ॥ ১১ ॥

করিয়াছিলেন। উত্তমধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া "সুধর্ম্মা" এবং আনন্দজনক বলিয়া "নন্দন", ইহাই ইহার তাৎপর্য্য ॥ ৯ ॥

অধিক কি যে দ্বারকায় প্রজাগণ ভাগ্য ধারণ করিয়া সমুৎপন্ন কৃষ্ণদর্শনরূপ বৈভবকে ভাগ্যলাভ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। অতএব এইরূপে দ্বারকা পুরীর সার্থকতা সম্পাদন হইলে, অর্থাৎ বিশিষ্ট শোভা জন্মিলে, নিত্য শোভাশালী বলিয়া অকৃতকার্য্য অন্তঃপুরের স্বধর্ম্ম প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

যে দ্বারকাপুরে পতাকাযুক্ত উচ্চ প্রদেশেই প্রাসাদ বা চন্দ্রশালা ছিল, যাহাতে ধ্বজ দণ্ডই ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর ছিল, এবং চত্বরপ্রভৃতি অবয়বের

অথ তাং পুরশোভামাবয়োঃ সবৈলক্ষ্যমীক্ষমাণয়োর্ভবৎ-কুলচন্দ্রমা বিহস্য প্রাহ স্ম—কিং পশ্যথ তত্র ভবতামিতোঽপি বিলক্ষণবৈভবমস্তি। যদ্বরুণ-লোকাদাগম্য রম্যতয়া নিশা-মিতং। যচ্চ সাধুপ্রমাথানামুৎক্রোথনানন্তরং নিশাময়িষ্যত ইতি॥ ১২॥

ব্রজরাজ উবাচ—কথং কিল বিলম্বং ভবন্তাববলম্বাতে।

তাবূচতুঃ—তত্র মহামহঃ সম্বৃত্ত ইতি।

কিঞ্চ তাং পুরশোভাং সবৈলক্ষ্যং সাশ্চর্য্যমীক্ষমাণয়োরাবয়োঃ সতোঃ ভবৎকুলচন্দ্রমাঃ শ্রীকৃষ্ণো বিহস্য কথয়ামাস। কিং পশ্যথ আশ্চর্য্যতয়েতি শেষঃ। তত্র ব্রজে ভবতামিতোঽপি দ্বারকায়াং দৃষ্টাদপি বিলক্ষণবৈভবং অসাধারণবৈভবং যৎ বৈভবং বরুণলোকাদাগম্য ময়া রম্যতয়া নিশামিতং দর্শিতং। যচ্চ বিলক্ষণবৈভবং সাধুপ্রমাথানাং সাধূনাং প্রকর্ষেণ মাথো বধঃ ক্লেশো বা যৈর-সুরাদিভি স্তেষামুৎক্রোথনানন্তরং উচ্চৈ র্বধানন্তরং অর্থাৎ দন্তবক্রবধানন্তরং ব্রজপ্রবেশে সতি ময়া নিশাময়িষ্যতে দর্শয়িষ্যতে ইতি॥ ১২॥

তদেতান্নশম্য ব্রজরাজো যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—ব্রজ ইত্যাদিগদ্যেন। বিলম্বমাগমনকালাতি-

---

অংশ সকল সমধিক মণিপ্রভার মত বিদ্যমান ছিল। এইরূপে দ্বারকাপুরী যদ্যপি নীলকান্ত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছিল, তথাপি এই পুরী কৃষ্ণেরও বিবাহের জন্য বরণকারিণী উচিত লক্ষ্মীদিগকেও অন্বেষণ করিত॥ ১১॥

অনন্তর আমরা দুই জনে আশ্চর্য্যভাবে সেই পুরশোভা নিরীক্ষণ করিলে পর, আপনার বংশের শশধর শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন। তোমরা আশ্চর্য্যভাবে কি দর্শন করিতেছ। তোমরা দ্বারকায় যাহা দেখিয়াছ, তাহা অপেক্ষাও অসাধারণ বৈভব, ব্রজমধ্যে বিদ্যমান আছে। যে বৈভব আমি বরুণ লোক হইতে আসিয়া রমণীয়ভাবে তোমাদিগকে দেখাইয়াছিলাম। এবং যে অসাধারণ বৈভব, সাধুদ্বেষী অসুরগণের অত্যন্ত বধের পর, (অর্থাৎ দন্তবক্র বধের পর ব্রজে প্রবেশ হইলে) আমি তোমাদিগকে দেখাইব॥ ১২॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তোমরা কালবিলম্ব করিয়াছিলে। দূতদ্বয় কহিল, সেই

ব্রজরাজ উবাচ—কথ্যতাং কীদৃশঃ ? তাবূচতুঃ।

আশ্চর্য্যমিদমিতি প্রতীতিমাচর্য্য শ্রূয়তাম্।

তদেবং শ্রীহরের্দর্শনামৃতভৃতচিত্ততয়া তত্র লব্ধভাবয়োরাবয়োরুপবনপালকঃ কশ্চিদাগত্য সাশ্চর্য্যতয়া তমুবাচ। দেব! তালপ্রমাণঃ কশ্চিন্মানবঃ কথাপি তাদৃশা সুদৃশা সমমাগত্য কত্যপি দণ্ডানত্যপূর্ব্বতয়া সর্ব্ববিচারং খণ্ডয়ংস্তেজসা বনং মণ্ডয়ংশ্চ বর্ত্ততে। বদতি চ সাত্বতপতিমিলনায় কিল সঙ্গতবানস্মীতি।

লোকাস্তু প্রথমং ভীতাঃ পশ্চাত্তু মদ্বিধসবিধতয়া ভীতিমতীতা স্তদবলোকায় নিঃসীমাঃ সীমানমতিক্রম্য নিষ্কুটং

ক্রমাৎ তত্র শ্রীব্রজরাজস্য তয়োশ্চ বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—তাবিতি। তত্র দ্বারকায়াং মহামহো মহোৎসবঃ সম্বৃত্তঃ সম্যগ্ ভূতঃ প্রতীতিমনুভবং আচর্য্য অভিনিবিশ্য শ্রীহরে র্দর্শনামৃতেন ভৃতং পূর্ণং চিত্তং যয়ো স্তদ্ভাবতয়া তত্র শ্রীহরৌ লব্ধো ভাবঃ প্রেমা যয়ো স্তয়োরাবয়োঃ সতোঃ সাশ্চর্য্যতয়া অতিবিস্ময়েন তং শ্রীহরিমুবাচ। তালপ্রমাণ স্তালবৃক্ষতুল্যোচ্চঃ তাদৃশাৎ তত্তুল্যপ্রমাণয়া সুদৃশা সুন্দরী দৃক্ দর্শনং যস্যা স্তয়া সহাগত্য কত্যপি দণ্ডান্ দণ্ডমানকালান্ ব্যাপ্য সর্ব্ববিচারং সর্ব্বেষাং বিচারং তত্ত্বনির্ণয়ং মদ্বিধসবিধতয়া মদ্বিধজনাঃ সবিধা নিকটবর্ত্তিনো যেষাং তদ্ভাবতয়া ভয়মতিক্রান্তাঃ তদবলোকায় তস্য মহাপুরুষস্য দর্শনায় নিঃসীমা নির্গতা সীমা যেষাং বহুতরা

দ্বারকাতে অত্যন্ত মহোৎসব ঘটিয়াছিল। ব্রজরাজ কহিলেন, বল কিরূপ উৎসব। তাহারা দুইজনে কহিল, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য। অতএব অনুভব করিয়া শ্রবণ করুন। অতএব এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনামৃতদ্বারা আমাদের চিত্ত পরিপূর্ণ হইলে আমরা দুই জনে শ্রীকৃষ্ণের উপরে প্রেমভাব লাভ করিলে পর, একজন উদ্যানরক্ষক আগমন করিয়া বিস্ময় সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল। দেব! তালবৃক্ষের তুল্য উচ্চ কোন একজন মানব ঐরূপ তালবৃক্ষের তুল্য উচ্চ একজন সুনয়না ললনার সহিত আগমন করিয়া, কতিপয় দণ্ডকাল অপূর্ব্বভাবে সকলের তত্ত্ব নির্ণয় খণ্ডন করিয়া, এবং তেজোদ্বারা বনপ্রদেশ শোভিত করিয়া বিদ্যমান আছেন। এবং তিনি বলিতেছেন, যদুপতির সহিত মিলন হইবে বলিয়া আমি

পুটভেদনমিব চক্রুরিতি। অথ শ্রীকৃষ্ণে চ তদ্দর্শনসতৃষ্ণে স্বয়মেব নরযানতয়া চলত্যাবামপি তদনুগত্যা তত্র গতবন্তৌ। তয়োরগ্রে সর্ব্বাল্লোঁকাংস্তন্নবতোকানীব চ বিলোকিতবন্তৌ। বিলোক্য চ বিচারিতবন্তৌ। কতিভিরহোভিরহো! তাবেতা-বেতাবৎপ্রমাণতাং যাতাবিতি ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বেঽপি ব্রজস্থাঃ প্রোচুঃ।—ততস্ততঃ?

দূতাবূচতুঃ।—স পুনঃ শ্রীকৃষ্ণং পশ্যন্নেব সুখবশ্যতয়া দণ্ডবৎ পতন্ননেন বাহুভ্যামুন্নময্য শিরসা প্রণম্য চাভিমুখং

ইত্যর্থঃ। সীমামতিক্রম্য কুলধনমর্য্যাদাং পরিত্যজ্য নিষ্কুটং গৃহসমীপবনং পুটভেদনমিব পুর-মিব কৃতবন্তঃ। তদ্দর্শনসতৃষ্ণে তস্য মহাপুরুষস্য দর্শনে সতৃষ্ণঃ সাভিলাষ স্তস্মিন্ নরযানং দোলাযানং গমনসাধনং যস্য তদ্ভাবতয়া শ্রীকৃষ্ণে চলতি সতি তদনুগত্য শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাৎ গত্বা তত্র নিষ্কুটে গতবন্তৌ তয়ো র্মহাপুরুষয়োরগ্রে তয়ো র্নবতোকানীব নবশিশূনিব বিলোকিতবন্তৌ দৃষ্ট্বা চ বিচারং কৃতবন্তৌ ॥ ১৩ ॥

তদেবং নিশম্য সর্ব্বেঽপি ব্রজস্থা যদাহু স্তদ্বর্ণয়তি—সর্ব্বেঽপীতিগদ্যেন। তত্র দূতয়োরুত্তরং বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদি। পুনরবধারণে। স মহাপুরুষঃ সুখবশ্যতয়া সুখেন যা বশ্যতা তয়া বাহুভ্যা-

---

উপস্থিত হইয়াছ। ইহা দেখিয়া প্রথমে সকল লোকেই ভীত হয়। পরে যখন দেখিল, আমাদের মত লোক সকল নিকটে রহিয়াছে, তখন তাহারা ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিতে বহুতর লোকে একত্র হইয়া ধন এবং বংশের মর্য্যাদা অতিক্রম করত গৃহ-সমীপস্থ অরণ্যকে যেন নগরের মত করিয়াছিল অর্থাৎ অরণ্যেই সকলে সমবেত হইয়াছিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া স্বয়ংই দোলাযানে গমন পূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন, এবং আমারাও দুইজনে তাঁহার অনুগমন করিয়া চলিলাম। সেই মহাপুরুষদ্বয়ের সম্মুখে ঐ সমস্ত লোকদিগকে সদ্যোজাত শিশুজনের মত দর্শন করিলাম। দেখিয়া বিচার করিয়াছিলাম, অহো! কতদিনে এই দুইজনে এইরূপ দীর্ঘাকার দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

ব্রজবাসী সকলেই বলিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, কিন্তু সেই লোকটি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবা মাত্র সুখের অধীন হইয়া দণ্ডবৎ পতিত

সম্মুখমুপবেশিতঃ। সা কাচিত্তু সলজ্জা স্বাবরণপর্য্যাপণায় দৃষ্টং তৎপৃষ্ঠদেশমনুনিবেশং লব্ধবতী।

ব্রজস্থাঃ প্রোচুঃ।—ততস্ততঃ? ॥ ১৪ ॥

দূতাবূচতুঃ ;—

ততশ্চ দ্বারকাপতিনা তদ্বিশেষমনুযুক্তঃ স তু তদিদং মেঘগর্জ্জিতমিবার্জ্জমুক্তবান্। যর্হি বর্হিণশ্চ বৃহদুল্লাসাদর্হিতমেব শকুনমুল্লপন্তি স্ম ॥ ১৫ ॥

তদ্বচনং যথা—অহং কিল রেবতসপর্য্যায়ককুদ্মিনামা

মুন্নময্য শ্রীকৃষ্ণস্য বাহুভ্যাং সমালিঙ্গ্য কৃষ্ণস্যাভিমুখং সম্মুখঃ যথাস্যাৎ তথা শ্রীকৃষ্ণেন উপবেশিতো বভূব সা স্ত্রীতু সলজ্জা সতী স্বাবরণপর্য্যাপণায় স্বস্য যদাবরণং গোপনং তস্য পর্য্যাপণায় পর্য্যাপ্তয়ে তৎপৃষ্ঠদেশং তস্য মহাপুরুষস্য পৃষ্ঠস্থানং অনুনিবেশং তদাবৃতং যথাস্যাত্তথা লব্ধবতী ॥ ১৪ ॥

ততো ব্রজস্থানাং প্রশ্নানন্তরং দূতয়োর্বাক্যং বর্ণয়তি—দূতাবিতিগদ্যেন। দ্বারকাপতিনা শ্রীকৃষ্ণেন অনুযুক্ত স্তদ্বিশেষং কথয়িতুং পৃষ্টঃ সন্ সতু মহাপুরুষঃ মেঘগর্জ্জিতমিবার্জ্জন্ গভীরমিব উক্তবান্। যর্হি যদা বর্হিণো ময়ূরা বৃহদুল্লাসান্মহোদ্ধবাৎ অর্হিতং যোগ্যমেব শকুনং শুভশব্দং উল্লপন্তি স্ম উচ্চৈর্ললাপুঃ ॥ ১৫ ॥

তদুল্লাপং বর্ণয়তি—তদ্বচনং যথেত্যাদিগদ্যেন। রেবত এব সপর্য্যায়ঃ বিষ্ণুর্নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ

হইলেন। দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বাহুযুগল দ্বারা উত্তোলন এবং মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া পরমসুখে আপনারই সম্মুখে উপবেশন করাইলেন। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি লজ্জিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে আপনাকে গোপন করিবার জন্য সেই মহাপুরুষের পৃষ্ঠদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিল। ব্রজবাসীগণ বলিতে লাগিল, তারপর, তারপর ॥ ১৪ ॥

দূতদ্বয় কহিল তাহার পর দ্বারকানাথ তাঁহার বিশেষ বিবরণ বলিতে অনুযোগ (প্রশ্ন) করিলেন। কিন্তু সেই মহাপুরুষ মেঘেরন্যায় গম্ভীরভাবে গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ময়ূরগণও আনন্দভরে যথাযোগ্য উচ্চৈঃস্বরে শুভচিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিল ॥ ১৫ ॥

সেই পুরুষের বাক্য এইরূপ—আমি রেবতনামে বিখ্যাত, আমার আর

প্রাক্তনরাজগ্রামানাকর্ণয়তা ভবতা কর্ণগোচরতামানীত এবাস্মি। স খল্বহমনয়া নবতনয়য়া সাকং নাকং ব্যতীত্য ব্রহ্মণঃ স্থানং প্রতি প্রস্থানং কৃতবান্। কারণং তু প্রাচীনা বয়ং নার্ব্বাচীনা ইব ভঙ্গীভিঃ সপ্রসঙ্গীকরবাম। কিন্তু প্রাঞ্জলমেবেদং বেদমিব কর্ণাসঞ্জনং নীয়তাং। তস্যাঃ খল্বস্যা বিলক্ষণং লক্ষণমালক্ষ্য সলক্ষণং নরমনালক্ষ্য বরতাযোগ্যমেব প্রষ্টুং স্রষ্টুঃ সমীপমেতয়া তং বিলোকয়িতুমভ্যুপেতয়া সমমগমমিতি। স্রষ্টা তু তদা নাট্যদ্রষ্টাসীৎ। পশ্চাত্তু তৎকৌতুকাবিষ্টচরং স্মিতমাচর-

ইতি বৎ ককুদ্মি নাম যস্য সঃ, প্রাক্তনরাজগ্রামান্ প্রাচীনরাজসমূহান্ আকর্ণয়তা শ্রুতবতা ভবতা কর্ণগোচরতাং শ্রবণবিষয়ীভূততাং আনীতঃ প্রাপিত এবাহং। অনয়া নবকন্যয়া সাকং সহ নাকং স্বর্গং ব্যতীত্য সমুল্লঙ্ঘ্য ব্রহ্মণঃ স্থানং সত্যলোকং অর্ব্বাচীনা আধুনিকা ইব ভঙ্গীভিশ্ছলৈরঙ্গবিশেষৈর্ব্বা কারণং সপ্রসঙ্গী ন করবাম। প্রকর্ষেণ অঞ্জলি যদ তদ্‌যথাস্যাত্তথা ইদং বাক্যং বেদং প্রামাণ্যবাক্যমিব কর্ণাসঞ্জনং কর্ণগোচরং নীয়তাং প্রাপ্যতাং। তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—তস্যা ইতি। বিলক্ষণমসাধারণং লক্ষণং চিহ্নং আলক্ষ্য দৃষ্ট্বা সলক্ষণং তস্যাঃ সমানং লক্ষণং যস্য তং নরমনালক্ষ্য অনালোচ্য তস্যা বরতা স্বামিত্বযোগ্যং প্রষ্টুং স্রষ্টু বিধাতুঃ সমীপং সমগমম্, কিন্তু তয়া তং স্রষ্টারং বিলোকয়িতুমভ্যুপেতয়া সমীপগন্তুকামনয়েতি। তৎকৌতুকে আবিষ্টচরং আবেশসংগতং মাং

একটি নাম ককুদ্মী আপনি যদি প্রাচীন ভূপতিদিগের নাম শুনিয়া থাকেন তবে আপনি আমার কথাও কর্ণগোচর করিয়া থাকিবেন। আমি এই নবতনয়ায় সহিত স্বর্গ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মার আবাস অর্থাৎ সত্যলোকে প্রস্থান করিয়াছিলাম। আমরা প্রাচীনব্যক্তি কিন্তু আধুনিক ব্যক্তিগণের মত ছল করিয়া আমরা কারণের প্রসঙ্গ করিব না। কিন্তু এই প্রাঞ্জল বাক্য আপনি বেদবাক্যের মত কর্ণগোচর করুন। আর এই কন্যার অসাধারণ চিহ্ন দেখিয়া এবং কন্যার সমান লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ না দেখিয়া, ইহার যোগ্যস্বামীর কথা বলিতে বিধাতার নিকটে গমন করি, তখন বিধাতাকে দেখিতে এই কন্যাও তাঁহার নিকটে যাইতে কামনা করে। কিন্তু তৎকালে সৃষ্টিকর্ত্তা এই অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ সেই কৌতুকে আমি পূর্ব্বে আবিষ্ট থাকাতে

ম্মাযাদিষ্টবান্। অত্র খল্বল্পতয়া যঃ কল্পতে কালঃ স তু তত্র কল্পকল্পস্তস্মাদ্ভবদ্দৃষ্টঃ সর্ব্বশ্চ কালস্পৃষ্টতামবাপ। ন চ কশ্চিত্তদামুষ্যাঃ পরমায়ুষ্যায়া বিচিত্রলক্ষণপবিত্রতনোঃ সুতনোঃ পতিযোগ্যাং গতিমবাপ। সম্প্রতি তু প্রতীমঃ। শ্রীকৃষ্ণাগ্রজন্মা রামবর্ম্মা খল্বস্যাঃ শর্ম্মার্থং ভবেদিতি॥

ততো ময়া পৃষ্টং সম্প্রতি সাম্প্রতিকজনানুরূপমেব তত্র তদ্রূপং ভবেৎ। সেয়ং চ দ্রাঘিষ্ঠা কথং তস্য দ্বিতীয়তায়াং বিশিষ্টা ভবতু॥ ১৬॥

স্মিতমাচরন্ মন্দহাস্যং কুর্ব্বন্ আদিষ্টবান্। অত্র সত্যলোকে অল্পতয়া যঃ কালঃ কল্পতে বর্ত্ততে তত্র ভূর্ম্মলোকে স তু কল্পকল্পঃ কল্পকালসদৃশো জাতঃ। কালস্পৃষ্টতাং পক্কতামবাপ প্রাপ্তবান্ পরমায়ুষ্যায়াঃ পরমায়ুষ্যং যস্যা বিচিত্রলক্ষণৈশ্চিত্রৈঃ পবিত্রা তনুর্যস্যা অস্যাঃ সুতনোঃ পতিযোগ্যতাং গতিং স্বরূপং ন কশ্চিদবাপ। প্রতীমঃ প্রতীতিং গচ্ছামঃ, রামবর্ম্মা রামনামক্ষত্রিয়ঃ শর্ম্মার্থং সুখার্থং ভবেৎ। সাম্প্রতিকানাং দ্বাপরযুগোদ্ভবানাং জনানামনুরূপং সদৃশমেব তদ্রূপং রামবর্ম্মরূপং ইয়ঞ্চ দ্রাঘিষ্ঠা দীর্ঘতমা তস্য রামবর্ম্মণো দ্বিতীয়তায়াং জায়তায়াং বিশিষ্টা যোগ্যা ভবতু॥ ১৬॥

তিনি মৃদুমধুর হাস্যে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন। এই সত্যলোকে সত্যই অল্প পরিমাণে যে কাল বিদ্যমান আছে, তাহাই মর্ত্ত্যলোকে কল্প-কালের তুল্য অধিক হইয়াথাকে। অতএব আপনি যে সকল পদার্থ দেখিয়াছেন, সেই সকলই কালকবলে পতিত হইয়াছে। কেহই বিচিত্র চিহ্নে চিহ্নিত অত্যন্ত দীর্ঘায়ু পরমপবিত্র এই কন্যার পতিযোগ্য গতি প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম নামে ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহ হইলে এই কন্যার সুখ হইতে পারিবে। অনন্তর আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে দ্বাপর যুগোৎপন্ন লোকগণের অনুরূপই বলরাম ক্ষত্রিয়ের রূপ হইতে পারে। এবং এই সেই অতিদীর্ঘাকৃতি কন্যা কি প্রকারে পত্নীত্বে যোগ্যা হইবে? ॥ ১৬॥

স তু প্রাহ স্ম ।—

ত্রিবক্রা-বক্রতাহারিজ্যেষ্ঠঃ স চ তথাবিধঃ
এতাং শ্রেষ্ঠতমাং কর্ত্তা ভর্ত্তাস্যাঃ সর্ব্বদা হি যঃ ॥ইতি॥১৭॥

যে তু বিরিঞ্চি-মুখাদ্ভবতো বিশেষাঃ শ্রুতা স্তে খলু শেষাদপি দূরা ইতি ন তান্ বর্ণয়িতুং শূরাঃ স্ম। তস্মাদিতঃ পরং যথাযথং প্রথয়ন্তু তত্রভবন্ত ইতি ॥ ১৮ ॥

ব্রজরাজ উবাচ ;—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ ;—ততশ্চ ভবদ্বংশচন্দ্রমা মন্দহাসতয়া তূষ্ণীকামাসত্য সদ্যশ্চিন্তিতবান্ ॥

তদেবং নিশম্য স মহাপুরুষো যদাহ—তদ্বর্ণয়তি—ত্রিবক্রেতি। ত্রিবক্রায়াঃ কুজায়া বক্রতাং হর্ত্তুং শীলং যস্য তস্য জ্যেষ্ঠঃ স চ রাম স্তথাবিধঃ বিরূপায়াঃ স্বরূপকরণে তথা শক্তিমান্। এতাং কন্যাং শ্রেষ্ঠতমাং কর্ত্তা করিষ্যতি, হি যতঃ অস্যা যঃ সর্ব্বদা ভর্ত্তা পোষ্টা ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ ভবতোঃ কিঞ্চিদপি কৃত্যং নাসাধ্যমস্তি অতো দীর্ঘস্য হ্রস্বতাকরণং সুকরমিত্যভিপ্রেত্যাহ—যেত্বিতিগদ্যেন। বিরিঞ্চিমুখাৎ ব্রহ্মবদনাৎ শেষোঽনন্ত স্তস্মাদপি দূরা স্তেন বর্ণয়িতুমশক্যা ইতি হেতোঃ শূরাঃ সমর্থাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ যথাযথং যথাযোগ্যং প্রথয়ন্তু বিস্তারয়ন্তু তত্রভবন্তঃ পূজ্যা ইতি ॥ ১৮ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতয়ো র্বাক্যং বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। মন্দহাসতয়া

তখন সেই মহাপুরুষ কহিলেন, যিনি ত্রিবক্রার অর্থাৎ কুব্জার বক্রতা অপহরণ করিতে পারেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ বলরামও সেইরূপ গুণসম্পন্ন; অর্থাৎ তিনি বিরূপারমণীর স্বরূপকরণে সমর্থ। অতএব যে ব্যক্তি এই কন্যার সর্ব্বদা পোষণ-কর্ত্তা, তিনিই ইহাকে শ্রেষ্ঠতমা করিবেন ॥ ১৭ ॥

দ্বিতীয়তঃ বিধাতার মুখ হইতে যে আপনাদের দুই জনের বিশেষ গুণরাশি শ্রবণ করিয়াছি, নিশ্চয়ই সেই সকল গুণ, সহস্রবদন অনন্তসর্পেরও দূরবর্ত্তী আপনাদিগের গুণগ্রাম অনন্তদেবেরও বর্ণনাতীত। এই কারণে আমরা সেই সকল গুণ বর্ণনে সমর্থ নহি। অতএব এইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরত্ব গুণ থাকাতে ইহার পর আপনারা যথাযোগ্য বিষয় বিস্তারিত করুন ॥ ১৮ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিলেন, তাহার পর

যদু-বংশ-মস্তকাভরণানাং শ্রীমদগ্রজচরণানাং ক্ষত্রিয়-কন্যা পরমুদ্বাহায় ভবতি। ন চ মদ্বদ্বিচারান্তরমন্তরায়তয়া বর্ত্ততে। সমুপনত-পরিত্যাগদোষতস্তং স্বাগ্রজ-মপ্যঙ্গীকারপোষমানেতারঃ স্মঃ। তস্মাদুরীকৃত্য পুরীং পরিনিবৃত্য মন্ত্রং বলয়িষ্যাম ইতি॥১৯॥

ব্রজরাজ উবাচ ;—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ ;—ততশ্চ তথা বিধায় তত্রৈব দৈবতবত্ত-স্যাতিথ্যং সন্বিধায় শ্রীমদানকদুন্দুভ্যাদিভিঃ সমং মন্ত্রয়িত্বা শ্রীরামমপি তেন পরতন্ত্রয়িত্বা তদনুজ্ঞাপনয়া হলপ্রস্থাপনয়া

মন্দোঽল্পো হাসো যস্য তদ্ভাবতয়া তুষ্ণীকাং মৌনং যদুবংশানাং যানি মস্তকানি তেষামাভরণানি ভূষণানি তেষাং মদ্বদ্বিচারান্তরমন্তরায়তয়া মম গোপত্বং ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চ স্পষ্টং প্রকাশিতঞ্চাস্তি অতো বিবাহে গোপকন্যা যোগ্যা, কিম্বা ক্ষত্রিয়কন্যেতি এবং যাদ্বচারান্তরং বিঘ্নতয়া বর্ত্ততে। সমুপনত-পরিত্যাগদোষতঃ সমুপনতঃ সংপ্রাপ্তো যঃ পরিত্যাগদোষ স্তস্মাৎ স্বাগ্রজং স্বজ্যেষ্ঠমপি অঙ্গী-কারস্য পোষো যেন তমানেতারঃ প্রাপয়িতারঃ। উরীকৃত্য স্বীকৃত্য পুরীং পরিনিবৃত্য পুরী-মাগমিষ্যন্তো মন্ত্রং মন্ত্রণাং বলয়িষ্যামঃ সাধয়িষ্যামঃ ॥ ১৯ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতদ্বয়োক্তিং বর্ণয়তি—দূতাবিতিগদ্যেন। দেবতায়া ইব আতিথ্যং তস্য মহাপুরুষস্য সংবিধায় তেন মন্ত্রণেন পরতন্ত্রয়িত্বা অধীনীকৃত্য তস্য রামস্য অনুজ্ঞাপনয়া

আপনার বংশের শশধর মৃদুহাস্যে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমান্ জ্যেষ্ঠ, যদুবংশীয়দিগের চূড়ামণি। ইনি যে ক্ষত্রিয় কন্যাকে উত্তমরূপে বিবাহ করিবেন, ইহা নিতান্তই উপযুক্ত। গোপ কি ক্ষত্রিয় বলিয়া যেরূপ এই সম্বন্ধে নানাবিধ বিচার হইয়া থাকে, সেইরূপ অগ্রজের আমার মত বিঘ্ন পূর্ণ বিচারান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই। উপস্থিত বিষয়ের পরিত্যাগ করিলে যে দোষ হয়, সেই দোষে নিজের জ্যেষ্ঠ যাহাতে অঙ্গীকৃত বিষয় পালন করেন, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা যাইবে। অতএব অঙ্গীকার করিয়া, পুরীতে আগমন করিয়া মন্ত্রের সাধন করা যাইবে॥ ১৯॥

ব্রজরাজ কহিলেন তারপর, তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর তাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে সেই স্থানেই দেবতার মত মহাপুরুষের অতিথি সৎকার-করত, শ্রীমান্ বসুদেবপ্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া,এবং বলরামকেও সেই মন্ত্রণার

নিশি শয়নশ্লিষ্টাং তাং যোগ্যতাবিশিষ্টাঙ্গ(তা)প্রাপণয়া নন্দয়িত্বা শ্রীহরি স্তয়োর্ব্বিবাহমেব নির্ব্বাহয়ামাসেতি ॥

কিং বহুনা? অথ সর্ব্বেষু সাশ্চর্যতয়াখর্ব্বেহতাং চিরং গতেষু পুনর্দূতাবূচতুঃ।—

পূর্ব্বং ব্রজেন্দ্রনন্দনানুসারিণা সীরিণাপি বিবাহবিমুখতা গতাসীৎ। কিন্তু তাদৃগুপেক্ষাদোষভিয়া লোকাপেক্ষাধিয়া চ সা স্বীকৃতা ॥ ২০ ॥

ব্রজরাজ উবাচ।—দিষ্ট্যা তস্য তজ্জাতং। ন জানে কনিষ্ঠস্য কা নিষ্ঠা ভবেৎ ॥

সর্ব্বেহপ্যূচুঃ।—সর্ব্বগুণবরিষ্ঠস্য কনিষ্ঠস্য তথা কুতশ্চন শঙ্কোচ এব তত্র প্ররোচকতাং রচয়িতা ॥

রামস্য যৎ হলং লাঙ্গলং তস্য প্রস্থাপনা নিয়োজনা তয়া নিশি রাত্রৌ শয়নশ্লিষ্টাং নিদ্রাসংগতাং তাং মহাকারাং স্ত্রিয়ং যোগ্যতাবিশিষ্টাঙ্গপ্রাপণয়া যোগ্যতাবিশিষ্টং যদঙ্গং তস্য প্রাপণয়া তাং নন্দয়িত্বা তয়োঃ শ্রীরামরেবত্যোঃ অখর্ব্বেহতাং প্রচুরচেষ্টতাং, তয়া সহ তস্য বিবাহে কারণং বর্ণয়তি—পূর্ব্বমিতি সীরিণা রামেণাপি পূর্ব্বং বিবাহে বিমুখতা বিবাহে বৈমুখ্যং গতাসীৎ। তাদৃগুপেক্ষাদোষভিয়া ভগবদভিপ্রায়স্য ভঙ্গরূপদোষভয়েন লোকাপেক্ষাধিয়া লোকাপেক্ষাবুদ্ধ্যাচ সা পাত্রী স্বীকৃতা ॥ ২০ ॥

ততো ব্রজরাজো যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—ব্রজ ইতিগদ্যেন। তস্য রামস্য দিষ্ট্যা ভাগ্যেন তৎ

অধীন করিয়া, বলরামের অনুমতি ক্রমে তাঁহার লাঙ্গলচালনাপূর্ব্বক রাত্রিকালে নিদ্রাগতা সেই দীর্ঘাকার স্ত্রীকে সমযোগ্য অঙ্গসংযোগে আনন্দিত করিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই বলরাম এবং রেবতীর বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। অধিক কি বলিব, অনন্তর সকলেই আশ্চর্য্যভাবে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সমধিক চেষ্টা করিলে, পুনর্ব্বার দূতদ্বয় বলিতে লাগিল। পূর্ব্বে হলধারী বলরামও ব্রজরাজ-কুমার শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিয়া বিবাহবিষয়ে বিমুখ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় ভঙ্গ করিলে যে দোষ হয়, সেই দোষভয়ে এবং লোকদিগের অপেক্ষাবুদ্ধিতে তাহাকেই বিবাহের পাত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, সৌভাগ্য ক্রমে বলরামের সেই বিবাহ কার্য্য ঘটিয়াছে।

ব্রজরাজঃ সোচ্ছ্বাসং পপ্রচ্ছ ;—প্রস্থাপনসময়ে কিমপি বৎসেন সন্দিষ্টম্ ॥

তাবূচতুঃ ;—অর্থাকিং ? তথা হি পত্রিকেয়ম্ ।—॥২১ ॥

মাং বন্ধুং বন্ধু-বৃন্দৈর্ব্বনমিহ রচিতং বৃন্দকারণ্যনাম্না
কালিন্দীসংজ্ঞয়াপি ব্যরচি সরিদিহ স্থাপিতা ধেনবশ্চ ।
তেনাথ প্রত্যুতাস্মদ্ধৃদয়মনুদয়ং তত্র তত্র স্বসিদ্ধে
বস্তুন্যুচ্চৈর্ভবদ্ভির্ম্মধুরমধুরিতে সন্ততং হন্ত ! যাতি ॥২২॥

বিবাহকৃত্যং জাতং কনিষ্ঠস্য মদাত্মজস্য কা নিষ্ঠা পর্য্যাপ্তি র্ভবেৎ। তথা কুতশ্চন সকাশাৎ সঙ্কোচ এব তত্র প্ররোচকতাং সাভিলাষতাং রচয়িতা সম্পাদয়িষ্যতি। ততো ব্রজরাজঃ সোচ্ছ্বাসং গোপকন্যয়া ক্ষত্রিয়কন্যয়া বা বিবাহো ভবিতেতি চিন্তয়া দীর্ঘশ্বাসং যথাস্যাৎ তথা পপ্রচ্ছ। ভবতোঃ প্রেষণকালে। অর্থাকিমিতি স্বীকারে ॥ ২১ ॥

সন্দেশবাক্যং বর্ণয়তি—মাং বন্ধুমিতি। ইহ ভূতলে বন্ধুবৃন্দৈঃ পর্জন্যাদিভি র্বৃন্দারণ্যনাম্না বনং মাং বন্ধুং রচিতং কালিন্দীসংজ্ঞয়াপি সরিন্নদী ব্যরচি কৃতবতা, ধেনবো গাবঃ স্থাপিতাঃ। তেন মম বন্ধনহেতুনা প্রত্যুত তত্র তব স্বসিদ্ধে বস্তুনি অনুগতা দয়া যত্র তদস্মদ্ধৃদয়ং উচ্চৈরতিশয়েন কিন্তুতে বস্তুনি ভবদ্ভি র্মধুরমধুরিতে পরমপ্রিয়তমে ॥ ২২ ॥

কিন্তু কনিষ্ঠের (শ্রীকৃষ্ণের) কি প্রকার নিষ্পত্তি হইতে পারে। সকলেই বলিল, সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ কোন বিষয় হইতে সঙ্কোচভাবই এই বিষয়ে অভিলাষ সম্পাদন করিবে। গোপকন্যা অথবা ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ হইবে, তাহাতেই ব্রজরাজ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। তোমাদিগকে প্রেরণ করিবার সময়ে বৎস কি কিছু বলিয়া দিয়াছেন ? দূতদ্বয় কহিল, হাঁ, বলিয়া দিয়াছেন। এই দেখুন, পত্রিকা রহিয়াছে ॥ ২১ ॥

এই জগতে আমাকে বন্ধন করিবার জন্য পর্জন্যপ্রভৃতি বন্ধুগণ বৃন্দাবননামে অরণ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; কালিন্দীনামে নদীও করিয়াছেন, এবং বহুতর ধেনুগণও স্থাপিত করিয়াছেন। তাদৃশ বন্ধনের নিমিত্ত প্রত্যুত তত্তৎনিজ-বিখ্যাত বস্তুতে হায় ! আমাদের হৃদয় অত্যন্ত দয়াপূর্ণ হইয়া ধাবমান হইতেছে।

যা হংসী যা সুনন্দা সুরভিজয়িগুণা যাশ্চ গঙ্গাপ্রধানা
যাশ্চান্যা স্তত্র মান্যা মম হৃদয়গতা ধেনবঃ প্রাণতুল্যাঃ।
তাঃ শশ্বৎ পালনীয়া মম পিতৃচরণৈর্ম্ময্যতিস্নেহবদ্ভিঃ
সোঽয়ং যাবৎ কৃতঘ্নঃ স্বয়মথ বসতিং যাতি হন্ত! ব্রজস্য ॥২৩॥

অথ তদেতদাশ্রুত্য ক্ষণকতিপয়মশ্রূণি বহন্তঃ শ্রীমদ্-ব্রজসন্ত স্তূষ্ণীমাসন্॥

ঊচিরে চ।—॥ ২৪ ॥

স্বেষাং তদ্বিরহে দুঃখং যন্ন তদ্গণয়ামহে।
অস্মদ্দুঃখে দুঃখিতয়া তস্য পীড্যামহে বয়ম্॥ ইতি ॥ ২৫ ॥

তেষাং শঙ্কাং নিবারয়িতুং স্বস্য গোপত্বং রচয়ন্ যাং পত্রিকাং লিলেখ তাং বর্ণয়তি—যা হংসী-তি। হংসীত্যাদি তত্তদ্ধেনূনাং সংজ্ঞা। তত্র ব্রজে মম মান্যা হৃদয়গতাঃ সত্যঃ প্রাণতুল্যাঃ। ময্যতিস্নেহবদ্ভির্মম পিতৃচরণৈঃ তাবৎ শশ্বৎ সর্ব্বদা তাঃ পালনীয়াঃ যাবৎ সোঽয়ং কৃতঘ্নঃ প্রত্যুপকারহীনোঽহং স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রজস্য বসতিং গেহং যাতি ॥ ২৩ ॥

তাদৃশং বাক্যং নিশম্য ব্রজবাসিনাং যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। বহন্তো ধারয়ন্তঃ শ্রীমদ্ব্রজস্য সন্তঃ সাধব ঊচিরে কথিতবন্তঃ ॥ ২৪ ॥

তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—স্বেষামিতি। তস্য কৃষ্ণস্য বিরহে স্বেষাং যদ্দুঃখং তন্ন গণয়ামহে অনুভবামঃ। অস্মদ্দুঃখে তস্য দুঃখিতয়া বয়ং পীড্যামহে ॥ ২৫ ॥

কারণ, আপনাদের সহিত সম্বন্ধ থাকাতে ঐ সকল বস্তু পরমপ্রিয়তম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

হায়! আপনাদের কৃতঘ্ন অর্থাৎ প্রত্যুপকার বিহীন এই মাদৃশব্যক্তি যে পর্য্যন্ত না সাক্ষাৎ ব্রজেরগৃহে গমন না করে তাবৎকাল আমার প্রতি নিতান্ত স্নেহপরায়ণ পূজ্যপাদ পিতৃদেব, হংসী, সুনন্দা, সুরভির গুণবিজয়িনী-গঙ্গা প্রভৃতি, এবং তথায় অন্যান্য যে সকল মাননীয়, এবং হৃদয়স্থিত বলিয়া প্রাণতুল্য ধেনুগণ বিদ্যমান আছে, নিরন্তর তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন ॥ ২৩ ॥

অনন্তর এই পর্য্যন্ত কথা শ্রবণ করিয়া, কিয়ৎক্ষণ অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়া প্রধান প্রধান শ্রীমান্ ব্রজবাসী-সাধুগণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, এবং বলিতেও লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আমাদের যে দুঃখ হইতেছে, তাহা আমরা গণনাও

শ্রীব্রজরাজেন তু প্রতিপত্রিকেয়ং দাতুমীহিতা ॥ ২৬ ॥

যৎসম্বন্ধবশাদ্ভবান্ যদুকুলং কৃচ্ছ্রেণ রক্ষংশ্চিরাৎ
কাল-ক্ষেপমিতস্ততঃ প্রথয়তি স্বং বাঞ্ছিতং প্রত্যজন্।
সোঽয়ং তু ত্বদভীষ্টধেনুবলয়ং নেত্রানভীষ্টং মৃশন্
শ্রীমংস্তত্র ন সজ্জতি স্বয়মিতঃ স ত্বৎপিতা লজ্জতে ॥২৭॥

অথ মধুকণ্ঠঃ কথান্তরং বিস্তীর্ণমায়াস্যতীতি তেন সঙ্কীর্ণতাভীয়া তূর্ণমেব সমাপনমাহ স্ম ॥ ২৮ ॥

তদা শ্রীব্রজরাজস্তু যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি—শ্রীব্রজেতিগদ্যেন। সুগমম্ ॥ ২৬ ॥

তাং পত্রিকাং বর্ণয়তি—যদিতি। যৎসম্বন্ধবশাৎ যস্য মম সম্বন্ধাধীনাৎ ভবান্ কৃচ্ছ্রেণ যদুকুলং চিরাৎ রক্ষন্ কালক্ষেপমিতঃ প্রাপ্তঃ ততো হেতো র্বাঞ্ছিতং প্রকর্ষেণ ত্যজন্ স্বং যাদবত্বেন প্রথয়তি—হে শ্রীমন্ সোঽয়স্তু ত্বদভীষ্টধেনূনাং বলয়ং সমূহং সম্প্রতি নেত্রানভীষ্টং নয়নয়োরনভীষ্টং মৃশন্ পরামৃশন্ তত্র পালনে স্বয়ং ন সজ্জতি ইতো হেতোঃ স ত্বৎপিতা লজ্জতে তব বিরহে কুত্রাপ্যনাসক্তেরিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

ততো মধুকণ্ঠো যদাচরিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। কথান্তরং রুক্মিণ্যাদিবিবাহরূপং সংকীর্ণতাভিয়া গোপোঽয়ং কথং ক্ষত্রিয়কন্যামুদ্বহেৎ তেনাপি স্বেষাং মনোগ্লানিরেবং যা সংকীর্ণতা তস্য ভিয়া ॥ ২৮ ॥

করি না। কিন্তু আমাদের দুঃখে যে শ্রীকৃষ্ণ দুঃখিত হইবেন, তাহাতেই আমরা ব্যথিত হইতেছি ॥ ২৫ ॥

শ্রীমান্ ব্রজরাজও প্রত্যুত্তর পত্র দান করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

যাহার (আমার) সম্বন্ধে তুমি অতিকষ্টে বহুকাল যদুকুল রক্ষা করিয়া সময়ক্ষেপ করিয়াছ। এই হেতু তুমি উত্তমরূপে অভীষ্টবিষয় ত্যাগ করিয়া স্বয়ং দেবরূপে বিখ্যাত হইতেছ। হে শ্রীমন্! সম্প্রতি তোমার অভীষ্ট ধেনুদিগকে চক্ষে দেখিতেও কষ্ট হয়। আমি তোমার পিতা হইয়া ধেনুদের অবস্থা চক্ষে দেখিতে পারি না। ইহা বিবেচনা করিয়া স্বয়ং রক্ষা করিতে আসক্ত নয়, তাহাতেই তোমার পিতা (আমি) লজ্জিত হইতেছে ॥ ২৭ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ রুক্মিণীপ্রভৃতির বিবাহরূপ অন্য কথা বিস্তারিত হইবে,

সা হংসী সা সুনন্দা কলয় কুলপতে! তাশ্চ গঙ্গাপ্রধানাঃ
স্বেনানেনাব্যমানা দধতি সুখ-শতং সাম্প্রতং নেত্রভাজাং।
আস্তাং তৎ পশ্য গোপেশ্বর! তব তনয়ঃ সোঽয়মঙ্কং ত্বদীয়ং
পুষ্ণন্ কৃষ্ণঃ সমন্তাদ্‌ব্রজ-সদনজনং সুষ্ঠু পুষ্টং করোতি॥ ২৯॥

ইতি তানানন্দ্য তন্নন্দ্যমানঃ স মধুকণ্ঠস্তস্যাং তস্যাং শ্রীরাধা-মাধব-পুরতঃ কথয়ামাস। তদানীমনেন রমণেন ভবতীঃ প্রতি চ পত্রিকা বিতীর্ণাসীৎ॥ ৩০॥

সমাপনবাক্যং বর্ণয়তি—সা হংসীতি। কুলপতে! হে ব্রজরাজ! পশ্য স্বেনানেন ত্বয়া অব্যমানা রক্ষ্যমানা নেত্রভাজাং প্রাণিণাং সাম্প্রতমধুনা সুখশতং দধাতি, হে গোপেশ্বর! তৎসুখশতপোষণমাস্তাং সোঽয়ং তব তনয় স্বদীয়মঙ্কং ক্রোড়ং ব্রজসভাস্থজনম্॥ ২৯॥

তদেবং ব্রজরাজসভাস্থানানন্দয়ন্ রাত্রৌ প্রেয়সীবর্গান্ যথাসুখয়ত্তদ্বর্ণয়তি—ইতীতিগদ্যেন। তন্নন্দ্যমান স্তৈ র্হর্ষ্যমাণ স্তস্যাং রাত্রৌ তদানীং প্রপঞ্চাবতারে বিতীর্ণা প্রেষিতাসীৎ॥ ৩০॥

এই হেতু (এই গোপ কিরূপে ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিবে, তাহাতেও আমাদের সকলের মনের গ্লানি) এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবের ভয়ে শীঘ্রই সমাপন করিল॥ ২৮॥

হে ব্রজরাজ! আপনি সেই হংসী, সেই সুনন্দা, এবং সেই সকল গঙ্গা-প্রভৃতি ধেনুদিগকে দর্শন করুন। আপনি ধেনুদিগকে রক্ষা করেন বলিয়া সম্প্রতি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের অসীমসুখ উৎপাদন করিতেছে। হে গোপেশ্বর! অসীমসুখের পুষ্টিসাধন এখন দূরে থাক, আপনি ইহা দর্শন করুন আপনার এই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ আপনার ক্রোড়দেশ পুষ্টিকরিয়া চারিদিকে ব্রজের সভাস্থ লোক-দিগকে উত্তমরূপে পুষ্ট করিতেছে॥ ২৯॥

অতএব এই প্রকারে ব্রজসভাস্থ ব্যক্তিদিগকে আনন্দিত করিয়া এবং তাহা-দের দ্বারা সন্তোষিত হইয়া, সেই মধুকণ্ঠ সেই সেই রাত্রিকালে, শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকার সম্মুখে বলিতে লাগিলেন। তৎকালে এই প্রিয়তম আপনাদের প্রতিও পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছেন॥ ৩০॥

যথা ;—

বাসন্তিকাঃ সন্তি ময়াভিষিঞ্চতা (ক)
পুঞ্জীকৃতাঃ কুঞ্জ-কৃতে সহস্রশঃ।
প্রিয়াভিরর্দ্ধাঙ্গতয়া সধর্ম্মভি-
র্ম্মনোরথঃ সম্প্রতিপূর্য্যতাং মম ॥ ইতি ॥ ৩১ ॥

ভবতীভিশ্চ প্রতিপত্রিকা দত্তা। যথা ;—

কুঞ্জীকর্ত্তুং যাস্ত্বয়া পুঞ্জিতাঙ্গা
মাধব্য স্তাঃ সেক্তুকামা বয়ং স্মঃ।
হা ! ধিক্ কিন্তু প্রাপ্য শীতাম্বুসিক্তী-
রপ্যুষ্ণৈর্ন শুষ্কতাং যান্তি বাষ্পৈঃ ॥ ৩২ ॥

তাং পত্রিকাং বর্ণয়তি—বাসন্তিকা ইতি। কুঞ্জকৃতে লতাদিপিহিতোদরায় সহস্রশো বাসন্তিকা বসন্তকালীনভবা মাধবীমল্লিকাদয়ঃ ময়াভিষিঞ্চিতাঃ সন্তি। অর্দ্ধাঙ্গতয়া অর্দ্ধরূপমেবাঙ্গং অবয়বং তদ্ভাবতয়া সমানো ধর্ম্মো যাসাং তাভিঃ প্রিয়াভিঃ কর্ত্রীভি র্ম্মম স মনোরথঃ প্রতিপূর্য্যতাম্ ॥ ৩১ ॥

তাসাং প্রতিপত্রিকাং বর্ণয়তি—কুঞ্জীকর্ত্তুমিতি। কুঞ্জীকর্ত্তুং ত্বয়া যা মাধব্যঃ পুঞ্জীকৃতাঙ্গাঃ পল্লবিতা আসন্ তাঃ সেক্তুকামা বয়ং স্মঃ অভবাম। হা ধিক্ খেদে। কিন্তু শীতাম্বুভিঃ শীতলজলৈঃ সিক্তীঃ সেচনানি তানি প্রাপ্যাপি নোঽস্মাকমুষ্ণৈ র্বাষ্পৈঃ শুষ্কতাং যান্তি ॥ ৩২ ॥

যথা, যদি কুঞ্জের নিমিত্ত সহস্র সহস্র বসন্তকালীন মাধবীলতা এবং মল্লিকা-প্রভৃতি রাশীকৃত পুষ্পদিগকে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম। অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া সমান ধর্ম্মাক্রান্ত প্রিয়তমাগণ আমার সেই মনোরথ পূরণ করুক ॥ ৩১ ॥

আপনারাও প্রত্যুত্তর পত্র দান করিয়াছিলেন। যথা—তুমি কুঞ্জ করিবার জন্য যে সকল মাধবী লতাদিগকে পল্লবিত করিয়া রাখিয়াছ, আমরা তাহাদিগকে সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। হায় ! কিন্তু শীতলজলদ্বারা সেক পাইয়াও আমাদের ত্বদীয় বিরহ জনিত উষ্ণ-নেত্রজলে পুনর্ব্বার শুষ্ক হইয়া যাইতেছে ॥৩২॥

(ক) ময়াভিষিঞ্চিতাঃ ইতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ।

অথ মধুকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম।—
কুঞ্জপালনবচাংসি সন্দিশন্ ব্যানগাগমনমাত্মনো হরিঃ।
ব্যজ্য চাস্য রচয়ন্নুদাহৃতিং রাধিকে! বিহরতি ত্বয়া সহ॥
ইতি॥ ৩৩॥

তদেবং তয়োঃ সুখমাধায় তথানুজ্ঞামাদায় কথকয়োঃ সর্ব্বকেণ সহ নিষ্ক্রান্তয়োঃ সতোরনয়োস্তু কান্তয়োর্লব্ধলীলা-নিশান্তয়োঃ সুখং মুখতঃ কতি বর্ণনীয়ম্॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু
শ্রীবলভদ্রবিবাহভদ্রপ্রপঞ্চঃ
পঞ্চদশং পূরণম্॥ ১৫॥

তদা মধুকণ্ঠস্য সমাপনবাক্যং বর্ণয়তি—কুঞ্জেতি। হরিঃ কুঞ্জপালনবচাংসি সন্দিশন্ আত্মন আগমনং ব্যনক্ ব্যঞ্জিতবান্। অস্যাগমনস্য উদাহৃতিং দৃষ্টান্তং ব্যজ্য রচয়ংশ্চ হে রাধিকে! ত্বয়া সহ বিহরতি ইতি॥ ৩৩॥

অথ স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গসমাপনং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োরনুজ্ঞামনু-মতিমাদায় গৃহীত্বা অনয়ো রাধকৃষ্ণয়ো র্লব্ধং লীলায়া বিহারস্য নিশান্তং গৃহং যাভ্যাং তয়ো র্মুখতো বদনদ্বারা॥ ৩৪॥

বলভদ্রস্য বিবাহরূপং যৎ ভদ্রং মঙ্গলং তস্য প্রপঞ্চো বিস্তারঃ॥ ০॥

ইতি পঞ্চদশপূরণম্॥ ০॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ সমাপন করিয়া বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জপালনের বাক্য সকল আদেশ করিয়া আপনার আগমন ব্যক্ত করিয়াছেন। হে রাধিকে! সেই আগমনের উদাহরণ ব্যক্ত করিয়া এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া আপনার সহিত বিহার করিতেছেন॥ ৩৩॥

অতএব এইরূপে সুখোৎপাদন করিয়া এবং অনুমতি লইয়া সেই কথকদ্বয় সকলের সহিত নির্গত হইল, এবং সেই কান্ত-কান্তা লীলাগৃহে প্রবেশ করিলে পর, যেরূপ সুখ ঘটিয়াছিল, গ্রন্থকার মুখদিয়া সেই সুখ কত বর্ণন করিতে পারিবে॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূকাব্যে বলরামের শুভ-বিবাহ বিস্তার-নামক পঞ্চদশ পূরণ॥ ০॥
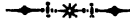
ষোড়শং পূরণম্।

শ্রীরুক্মিণীপাণিপীড়নম্।

তদেবং রাত্রিকথায়াং কৃতপ্রথায়াং (ক) শ্রীকৃষ্ণসিতাংশু-স্মিতসিতে শ্রীব্রজরাজভাসিতে সদসি কথান্তরং স্নিগ্ধকণ্ঠঃ কথয়ামাস ॥ ১ ॥

তদেবং দূতেষু গতাগততয়া সম্ভূতেষু কৌচিদ্দূতাবাগতৌ। আগত্য চ পূর্ব্ববৎ কুশলমাবেদয়ন্তৌ নিবেদয়ামাসতুঃ। তস্যাং

শ্রীমদুত্তরগোপালচম্প্বাং ষোড়শপূরণে।
শ্রীরুক্মিণ্যা বিবাহস্তু বর্ণ্যতে সর্ব্বমোদদঃ ॥ ০ ॥

অথ শ্রীরুক্মিণীবিবাহপ্রসঙ্গং বক্তুং স্বয়ং কবিঃ প্রক্রমতে—তদেবমিতিগদ্যেন। কৃতা প্রথা যস্যা স্তস্যাং শ্রীকৃষ্ণ এব সিতাংশু শ্চন্দ্র স্তস্য যৎ স্মিতং মন্দহাস্যং তেন সিতে ধবলে শ্রীব্রজরাজো ভাসিতো দীপ্তো যত্র তস্মিন্ সদসি ॥ ১ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠকথনং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। সম্ভূতেষু মিলিতেষু ধাম্না প্রভাবেণ সর্ব্বাণি

এই ষোড়শ পূরণে সকলের আনন্দদায়ক শ্রীমতী রুক্মিণীর বিবাহ বর্ণিত হইবে।

অতএব এইরূপে রাত্রিকালের কথা বিস্তারিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের মৃদুমধুর হাস্যদ্বারা শুভ্রবর্ণ, এবং শ্রীমান্ ব্রজরাজদ্বারা বিরাজিত সভামধ্যে স্নিগ্ধ-কণ্ঠ অন্য কথা বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

অতএব এই প্রকারে দূতগণ যাতায়াত করিয়া মিলিত হইলে অন্যকোন দুইটি দূত আগমন করিয়াছিল। তাহারা আসিয়া পূর্ব্বের মত কুশল বার্ত্তা

(ক) শ্রীকৃষ্ণমুখসিতাংশুস্মিতসিতে ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

নাম্না (ক) বনমালিন্যাং ধাম্না চ সর্ব্বশুভশালিন্যাং পূর্য্যাং কিমপ্যপূর্ব্বং বৃত্তং সম্প্রতি বৃত্তমাস্ত ॥ ২ ॥

ব্রজরাজ উবাচ।—সৌম্যৌ! সম্যক্ কথ্যতাং? তাবূচতুঃ;—তত্র সর্ব্বসুখময়ে দিনকতিপয়ে গতে ক্বচিদেকান্তে কান্তে রত্ননিশান্তে কাঞ্চন কাঞ্চনপর্য্যঙ্কীমনু কদাচিদুদাসীনবদাসীনং (খ) ভবদুদ্ভবং দুর্জ্জনবিপ্রলব্ধ ইব কশ্চিদ্বিপ্রঃ সসম্ভ্রমং লব্ধবান্। লব্ধবন্তং চ তং বিপ্রতাবিস্রব্ধহৃদয়ঃ সম্যগ্ধৃতনয়ঃ স তু ভবত্তনয়ঃ প্রণামেন সংযুজ্য পাদ্যাদিভিঃ

শুভানি শালয়িতুং শ্লাঘয়িতুং শীলমস্যা স্তস্যাং অপূর্ব্বং বিস্ময়জনকং বৃত্তান্তং সম্প্রতি বৃত্তং বর্ত্তনমস্তি ॥ ২ ॥

তন্নিশম্য ব্রজরাজ আহ—হে সৌম্যৌ ভদ্রৌ! ভবদ্ভ্যাং কথ্যতাং। ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—তাবিত্যাদিগদ্যেন। একান্তে রহসি কান্তে কমনীয়ে রত্ননিশান্তে রত্ননির্ম্মিতগৃহে কাঞ্চন কাঞ্চিৎ কাঞ্চনপর্য্যঙ্কীং সুবর্ণনির্ম্মিতপালঙ্কমনু লক্ষীকৃত্য উদাসীনবৎ রাজ্যাদাবনাসক্তবৎ উপহীনমিবাসীনং ভবদুদ্ভবং শ্রীকৃষ্ণং দুর্জ্জনবিপ্রলব্ধঃ পথি দুর্জ্জনৈঃ প্রতারিতঃ ইব সসমম্ভ্রমং সবেগং লেভে তস্য বিপ্রতয়া ব্রাহ্মণত্বেন বিস্রব্ধং বিশ্বস্তং হৃদয়ং যস্য সঃ সম্যক্ ধৃতো নয়ো নীতি যেন সঃ ভব-

বলিতে বলিতে নিবেদন করিল। নামে বনমালিনী এবং প্রভাবে সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী, সেই পুরীতে সম্প্রতি কোন এক অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত ঘটিয়াছে ॥ ২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন হে দূতদ্বয়! তোমরা সম্যক্‌রূপে সেই বৃত্তান্ত বর্ণন কর। দূতদ্বয় কহিতে লাগিল, তথায় সর্ব্বসুখ পরিপূর্ণ কতিপয় দিবস অতীত হইলে একদা আপনার পুত্র মনোহর রত্ন-নির্ম্মিতগৃহে এক পল্যঙ্কের উপরে উদাসীনের মত শূন্যচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ সবেগে তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিল। পথিমধ্যে দুর্জ্জনগণ যেন ঐ ব্রাহ্মণকে প্রতারণা করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলে ভবদীয় পুত্রের অন্তঃকরণ তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অত্যন্ত বিশ্বাসাপন্ন হইল। তিনি তখন সম্যক্‌রূপে নীতি সহ-

(ক) দ্বারকা বনমালিনী দ্বারবত্যব্ধিনগরীতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। আ।

(খ) উদাসীনবদুপাসীনমিতিমাণ্ডপাঠঃ।

সম্পূজ্য মধুরং সম্ভোজ্য শয্যায়াং সংযোজ্য চরণৌ পরিচরণায় ধারয়ন্ বার্ত্তান্তরমন্তরাবতারয়ন্নাগমনকারণং পপ্রচ্ছ ॥৩॥

স তু সলজ্জতাং সজ্জন্ ক্ষণং তূষ্ণীকাং পুষ্ণাতি স্ম। পশ্চাত্তু জগাদ।—

বিদর্ভদেশনরেশঃ কুণ্ডিনকৃতনিবেশঃ খলু ভীষ্মকনামা বিস্তৃতকীর্ত্তিধামা ভবতা জ্ঞায়ত এব। অমুষ্য চামুষ্যকুলিকা-কলিতস্য তদনুজপ্রকৃতীনাং রুক্মিপ্রভৃতীনামনুজা রুক্মিণী নাম তনুজা চাবগম্যতে। সা চ জ্ঞাততত্তাতহৃদ্ভিঃ সুহৃদ্ভির্ভবতে

তনয়ঃ ভবৎপুত্রঃ প্রণামেন সংযুজ্য প্রণামবিষয়ীকৃত্য মধুরং মিষ্টদ্রব্যং সম্যক্ ভোজয়িত্বা পরিচরণায় সেবনায় বার্ত্তান্তরং কুশলজিজ্ঞাসনাদিকং অন্তরা মধ্যে অবতারয়ন্ উদ্ভাবয়ন্ আগমনহেতুং পৃষ্টবান্ ॥ ৩ ॥

ততঃ স যদুত্তরং কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—সত্বিতিগদ্যেন। সতু বিপ্রঃ সলজ্জতাং লজ্জয়া সহ বর্ত্তমানঃ সলজ্জ স্তদ্ভাবতাং সজ্জন্ সংগচ্ছমানঃ তূষ্ণীকাং মৌনতাং। বিদর্ভাধিপতিঃ কুণ্ডিন-নগরে কৃতো নিবেশঃ সম্যক্ স্থিতি যস্য সঃ বিস্তৃতকীর্ত্তিধামা বিস্তৃতানাং কীর্ত্তীনাং ধাম আশ্রয়ঃ আমুষ্যকুলিকাকলিতস্য প্রসিদ্ধবংশোদ্ভবেন বিখ্যাতস্য অমুষ্য চ দনুজপ্রকৃতীনাং দনুজা অসুরাঃ প্রকৃতয়ো যেষাং তেষামনুজা কনিষ্ঠা তনুজা কন্যা অবগম্যতে অস্মাভিরিতিশেষঃ। জ্ঞাতত-ত্তাতহৃদ্ভিঃ তস্যাস্তাত স্তত্তাতঃ জ্ঞাতং তত্তাতস্য হৃৎ হৃদয়ং যৈ স্তৈঃ সুহৃদ্ভিঃ ভবতে সা চ দাতুং

কারে প্রণাম করিলেন। পরে পাদ্য অর্ঘ্যপ্রভৃতিদ্বারা পূজা করত, সুমিষ্ট বস্তু ভোজন করাইয়া, এবং তাঁহাকে শয্যায় স্থাপিত করিয়া পরিচর্য্যার জন্য ব্রাহ্মণের চরণ-যুগল ধারণ করিলেন, অবশেষে তাঁহার মধ্যে কুশল জিজ্ঞাসাদি অবতারিত করিয়া, তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩ ॥

তখন সেই ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করত তৎপরে বলিতে লাগিলেন। বিদর্ভদেশে কুণ্ডিননগরে ভীষ্মকনামে এক নরপতি আছেন। তিনি যে বিস্তারিত কার্ত্তিকলাপের একমাত্র আধার, ইহা আপনিও অবগত আছেন। ঐ রাজা প্রসিদ্ধ বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার রুক্মীপ্রভৃতি কতিপয় অসুরপুত্র আছে। রুক্মিণী ইহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী। ইহাও আমরা অবগত আছি যে রুক্মিণীর পিতার হৃদয় জানিয়া তদীয় বন্ধুগণ

দাতুং বিভাবিতা। রুক্মিণা তু তান্ বিপ্রলব্ধান্ বিধায় শিশুপালায় দাতুমারব্ধাস্তি। ধন্যা সা তু কন্যা তব শ্রুতিং শ্রুতিমিব প্রমাণীকৃত্য স্বানুভববর্ত্মনি ত্বামেব বরীয়স্তয়াবরীকৃত্য চ বরীতুমিচ্ছতি। বরীতুমিচ্ছতীতি কিং বাচ্যমপিতু মনসাবারীদেব। তদনু চান্যেন পাণিপীড়নং পীড়নমব্যবহিতং পর্য্যালোচ্য লজ্জামপ্যসজ্জন্তী মাং তব স্থানং প্রস্থাপিতবতী উক্তবতী চ;—॥ ৪ ॥

বিভাবিতা অভিমন্ত্রিতা। রুক্মিণা তদ্ভ্রাত্রা তান্ সুহৃদো বিপ্রলব্ধান্ প্রতারিতান্ বিধায় আরব্ধা আরম্ভবিষয়াস্তি। তব শ্রুতিং রূপগুণাদিশ্রবণং শ্রুতিং বেদশিরোভাগমিব প্রমাণীকৃত্য স্বানুভববর্ত্মনি অনুভবমার্গে বরীয়স্তয়া শ্রেষ্ঠতয়া বরীকৃত্য নবরং বরং পতিং কৃত্বা বরীতুং তদ্রূপতয়া বরণং কর্ত্তুমিচ্ছতি মনসা অবারীৎ বৃতবত্যেব। তদনু মনসা বরণানন্তরং অন্যেন পাণিপীড়নং অব্যবহিতং ব্যবধানরহিতং পীড়নং পর্য্যালোচ্য লজ্জামপি অসজ্জন্তী লজ্জাং ন গৃহ্ণাণা তব স্থানং মাং প্রস্থাপিতবতী প্রস্থাপয়ামাস। উক্তবতী উবাচ চ ॥ ৪ ॥

সেই কন্যা আপনাকে সমর্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দেন। রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মী তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া সেই ভগিনী শিশুপালকে দান করিতে উপক্রম করিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রশংসনীয়া কন্যা আপনার রূপগুণাদি শ্রবণ করত তাহা বেদের মত প্রমাণ করিয়া, আপনার অনুভবমার্গে আপনাকেই শ্রেষ্ঠভাবে পতি ভাবিয়া পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বরণ করিতেও যে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহা আর কি বলিব, অধিক কি মনে মনে আপনাকে বরণও করিয়াছেন। মনোদ্বারা বরণ করিবার পর, সেই কন্যা আপনি ভিন্ন অন্যদ্বারা বিবাহকার্য্য সুস্পষ্টই পীড়ন মনে করিয়া, লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন, এবং বলিয়াও দিয়াছেন ॥ ৪ ॥

লজ্জা কার্য্যা নাত্র যত্রাস্তি ধর্ম্মঃ
কা সা যা স্যাদেনসে মৃত্যবে বা।
উদ্যদ্রাগাস্তং পুনর্লোকধর্ম্ম-
ত্যাগাদ্ধন্যাঃ সর্ব্বকান্তং ভজন্তে ॥ ইতি ॥ ৫ ॥

অথ কৃষ্ণঃ স্বগতং বিচারয়তি স্ম।—সত্যং সত্যং, সা খলু গত্যন্তরমনাসক্তা ময্যেবানুরক্তাস্তীতি কৃতসর্ব্বসুখাদ্দেবর্ষি-মুখাদপ্যবকলিতং। কিন্ত্বাস্তাং তাবদনুরাগবার্ত্তা সদাম্নায়বতী সা ন কদাচিন্মদেকপাতিব্রত্যময়মাম্নায়ং ত্যজেৎ। পরং তু

তদুক্তিং বর্ণয়তি—লজ্জেতি। যত্র ধর্ম্মোঽস্তি অত্র লজ্জা ন কার্য্যা যা লজ্জা এনসে পাপায় মৃত্যবে বা ভবতি কা সা লজ্জা অতিতুচ্ছা যাঃ স্ত্রিয়ঃ উদ্যন্ রাগো যাসাং তাঃ পুনর্লোকধর্ম্মত্যাগাৎ সর্ব্বকান্তং তং শ্রীকৃষ্ণং ভজন্তে তা ধন্যাঃ ॥ ৫ ॥

এবং তদ্বাক্যং নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যদাচরিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। গত্যন্তরমনাসক্তা মদ্ভিন্নোঽন্যঃ পতিঃ স্যাদেবং গত্যন্তরং অনাশ্রিতা সতী। কৃতং সর্ব্বং সুখং যস্মাৎ তস্মান্নারদমুখা-দপি অবকলিতং বিজ্ঞাতং। সদাম্নায়বতী সতাং নারদাদীনাং আম্নায় উপদেশ স্তদ্বিশিষ্টা মদেক-পাতিব্রত্যময়ং ময়ি যদেকং পাতিব্রত্যং তন্ময়ং তদ্বিশিষ্টমাম্নায়ং বেদোক্তধর্ম্মং ন কদাচিৎ ত্যজেৎ।

যাহাতে ধর্ম্ম আছে তাহাতে লজ্জা করিবে না। যে লজ্জা পাপ এবং মৃত্যুর কারণ, সেই লজ্জা অতিশয় তুচ্ছ। কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোক অনুরক্ত হইয়া লোক-ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলের ন্যায় সেই শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে, তাঁহারাই ধন্য ॥ ৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। সত্য সত্য সেই রুক্মিণী নিশ্চয়ই "আমাভিন্ন অন্যপতি হইতে পারে" এইরূপ গত্যন্তর অবলম্বন না করিয়া কেবল আমাতেই অনুরক্ত হইয়া আছে। সকলের সুখদাতা দেবর্ষি নারদের মুখেও আমি এই কথা শুনিয়াছি। আমার উপরে যে তাহার অনুরাগ আছে, এসম্বাদ এখন থাক। নারদপ্রভৃতি সাধুগণের উপদেশে সেই কন্যা, আমার উপরে তাহার যে, একমাত্র পাতিব্রত্যপূর্ণ বেদোক্তধর্ম্ম আছে; তাহা

কায়মেব বিসৃজেৎ। তদেতচ্চ মদিঙ্গিতমপেক্ষ্য গুরুষু ন জ্ঞাপয়তীতি লক্ষ্যতে। মদিঙ্গিতং বেদ চেদসাবাত্মনি (ক) মদঙ্গীকৃতিমনীষিতং স্বাঙ্গীকৃতমেব মন্যেত তদন্যথা তু সমঙ্গমপি নাঙ্গীকৃতমিতি (খ)। মম তু স এষ নিসর্গঃ সদা নিরর্গলঃ স্ফুরতি ;—

যদনুরাগমাত্রপাত্রতা যত্র ন তত্র ত্যাগ(মাগ)ময়িতুং শক্নোমীতি। তথাপি গোকুলপ্রেমলক্ষ্মীবিলক্ষণীকৃতহৃদয়তয়া

তদেতৎ পাতিব্রত্যেন মদ্বরণং মদিঙ্গিতং মদভিপ্রায়ং গুরুষু পিত্রাদিষু। অসৌ রুক্মিণী চেদ্যদি মদিঙ্গিতং বেদ তদাত্মনি মদঙ্গীকৃতিমনীষিতং ময়া অঙ্গীকৃতিরূপং মনীষিতং বুদ্ধিনিষ্ঠং স্বাঙ্গীকৃতমেব মন্যেত তদন্যথা তু মদনঙ্গীকারে জ্ঞাতেঽপি স্বদেহমপি নাঙ্গীকৃতমপি মন্যেত। মম তু সদা স এষ নিরর্গলো ব্যবধানরহিতো নিসর্গঃ স্বভাবঃ স্ফুরতি যত্র অনুরাগমাত্রপাত্রতা অনুরাগমাত্রস্য পাত্রো যোগ্য স্তস্য ভাবঃ সা, তত্র ত্যাগময়িতুং গন্তুং ন শক্নোমীতি এবঞ্চেত্তদা কথং তাং ন স্বীকরোমি তত্রাহ—তথাপীতি। গোকুলপ্রেমলক্ষ্মীবিলক্ষণীকৃতহৃদয়তয়া গোকুলে যা প্রেমলক্ষ্মীঃ প্রেমসম্পত্তি স্তয়া বিলক্ষণীকৃতং তন্নিষ্ঠং হৃদয়ং যস্য তদ্ভাবতয়া নতু তস্যাং রুক্মিণ্যামুদ্যমং

কখনও পরিত্যাগ করিবে না। কিন্তু সে শরীর পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারে। এইরূপে পাতিব্রত্য অবলম্বনপূর্ব্বক আমাকে বরণ করা আমার অভিপ্রেত। ইহা অপেক্ষা করিয়া সেই কন্যা পিতা-মাতাপ্রভৃতি গুরুজনের নিকটে এইকথা প্রকাশ করেন, ইহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। ঐ রুক্মিণী যদি আমার অভিপ্রায় জানিতে পারে, তাহা হইলে সে মনে মনে সত্যই স্বীকার করিবে যে, আমি তাহাকে বুদ্ধিপূর্ব্বক স্বীকার করিব। "আমি তাহাকে পত্নীত্বে স্বীকার করিব না" ইহা জানিতে পারিলে আপনার দেহপর্য্যন্তও সে স্বীকার করিবে না, অর্থাৎ দেহত্যাগ করিবে। কিন্তু আমার সর্ব্বদা এইরূপ ব্যবধান রহিত স্বভাবই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। যেহেতু ঐরূপ স্বভাবের প্রকাশে, তাহাকে আমি কেবলমাত্র অনুরাগের যোগ্যপাত্রী বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং সেই জন্য আর তাহাকে ত্যাগ করিতেও পারি না। তথাপি গোকুলে আমার যে প্রেম-

(ক) বেদবিদসাবিতি আনন্দ পাঠঃ। অসৌ বিপ্র ইতি চ আনন্দটীকা।

(খ) নাঙ্গীকৃতমপীতি মাওপাঠঃ।

ন তু তস্যানুদ্যমং কুর্ব্বন্নস্মি। সম্প্রতি তু তস্যা স্তাবতী তাপবতী প্রযত্নবরিবস্যা। তৎ কিং কর্ত্তব্যং নিশ্চিনোমীতি নশ্চিত্তং ন বিপশ্চিদ্ভবতি। তস্মান্নব্যং তু প্রষ্টব্যমিতি। অথ পপ্রচ্ছ ;—কিমপি বিশিষ্টং তয়া স্বাভীষ্টং নির্দ্দিষ্টম্ ॥৬॥

বিপ্র উবাচ ;—ন হি ন হি, কিন্তু পত্রমেবেদং সাপত্রপং মাং গ্রাহিতমস্তি ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—বাচ্যতাম্ ? ॥ ৭ ॥

কুর্ব্বন্নস্মি উদ্যমং ন কৃতবান্। তস্যা রুক্মিণ্যা স্তাপবতী তাবতী প্রযত্নো বরিবস্যা প্রযত্নপরিচর্য্যা জজাগার, নোঽস্মাকং চিত্তং তত্র নিশ্চয়ে বিপশ্চিৎ সক্ষমং ন ভবতি। নব্যং নূতনবৃত্তান্তং অথ অতঃ পৃষ্টবান্ বিশিষ্টং বিলক্ষণং তয়া রুক্মিণ্যা স্বাভীষ্টং স্বকাম্যং নির্দ্দিষ্টং নির্দ্দিদিশে ॥ ৬ ॥

তন্নিশম্য বিপ্রো যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—বিপ্র ইত্যাদিগদ্যেন। নহি নহীতি ন কেবলং নির্দ্দিষ্ট-মিত্যর্থঃ। সাপত্রপং লজ্জাসহিতং যথা স্যাৎ ইদং পত্রমেব মাং গ্রাহিতমস্তি শ্রীকৃষ্ণ আহ বাচ্যতা-মিতি ॥ ৭ ॥

সম্পত্তি আছে, তাহাদ্বারা আমার হৃদয় অসাধারণ ভাব ধারণ করাতে আমি কিন্তু রুক্মিণীর উপরে উদ্যম করি নাই। কিন্তু এক্ষণে রুক্মিণীর তাদৃশ সন্তাপযুক্ত সযত্নসেবা প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব কি করা কর্ত্তব্য, আমার চিত্ত তাহা নিশ্চয় করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং নূতন সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কোন বিশেষ সংবাদ আছে কি ? যাহা তিনি আপনার অভীষ্ট বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, তাহা নহে তাহা নহে, কিন্তু তিনি লজ্জিতভাবে এই পত্র-খানি আমাকে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, পাঠ করুন ॥ ৭ ॥

ব্রাহ্মণঃ সগদ্গদং উবাচ ;—

তে তে গুণা ভুবনসুন্দর! কর্ণরন্ধ্র-
দ্বারা মদীয়-হৃদয়ং বিবিশুর্নিকামম্।
তেঽপ্যাসতামহহ! যচ্চ দৃগেকগম্যং।
তদ্রূপমপ্যথ তয়া বিশতি স্ম তত্র ॥ ৮ ॥
আবিশ্য তত্র ভবদেকগতিত্বমাত্ম-
সম্বন্ধি মন্মনসি তানি নিদিহ্য তস্থুঃ।
যেনেদমপ্যহহ! হ্রীপরিবর্জ্জনেন
ত্বামেব শশ্বদনুগচ্ছতি কঞ্জনেত্র ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণঃ সগদ্গদং যথাবদত্তদ্বর্ণয়তি—তে তে ইতি। হে ভুবনসুন্দর তে প্রসিদ্ধা স্তে গুণাঃ কর্ণরন্ধ্র দ্বারা মদীয়হৃদয়ং নিকামং যথেচ্ছং বিবিশুঃ প্রবিষ্টাঃ। তেঽপি গুণা আসতাং। অহহেতি খেদে হর্ষে বা। যচ্চ দৃগেকগম্যং তদ্রূপং প্রসিদ্ধমাস্ত তয়া দৃশা তত্র ত্বয়ি মদীয়হৃদয়ং বিশতি স্ম ॥ ৮ ॥

তত্র প্রবেশে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—আবিশ্যেতি। তত্র গুণাদৌ আবিশ্য ভবানেকো গতি যস্য তস্তাবত্বং আত্মসম্বন্ধি যন্মন স্তস্মিন্ মনসি তানি গুণরূপাদীনি নিদিহ্য সংশ্লিষ্য তস্থুরত স্তা ধন্যাঃ যেন তদ্রূপসংশ্লেষেণ ইদং মনঃ হে কঞ্জনেত্র পদ্মলোচন হ্রীপরিবর্জ্জনেন লজ্জাত্যাগেন মে মনঃ শশ্বৎ সদা ত্বামনুগচ্ছতি ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণ গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে ভুবনমোহন! আপনার তত্তৎ বিখ্যাত গুণরাশি কর্ণকুহরের দ্বার দিয়া সম্পূর্ণভাবে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। সেই সকল গুণও থাক। হায়! একমাত্র দৃষ্টিগম্য সেই যে প্রসিদ্ধ রূপ আছে, সেই দৃষ্টিদ্বারা আপনাতে আমার হৃদয় প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৮ ॥

হে কমললোচন! "সেই সকল গুণাদিপদার্থে আপনিই যে একমাত্র গতি" যে সকল নারী এইভাব সংস্থাপন করিয়া এবং আমার মনোমধ্যে সেই সমস্ত রূপগুণাদি সংশ্লিষ্ট করিয়া অবস্থান করিয়াছে, তাহারাই ধন্য। ঐ প্রকার রূপ-গুণাদির সংযোগে আমার এই মন লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়তই আপনার অনুকরণ করিতেছে ॥ ৯ ॥

যে যে গুণা নিখিললতাপহরাস্তথা য-
দ্রূপং সমস্তফলরূপমমী চ তচ্চ।
মদ্বাঞ্ছিতং ন দদতাং ন তু তেন গাতা-
মন্যাদৃশপ্রথিতিমীশ! তদেতদীহে ॥ ১০ ॥
কন্যা ভবেৎ কুলবতী গুণশালিনী যা
সা চেৎ সুধীরবসরে ন ভজেত কা ত্বাম্ ?।
যস্ত্বং গুণাদিভিরনন্যসমঃ সমস্ত-
ত্রৈলোক্য-লোক-হৃদয়ান্তরহৃদ্বিভাসি ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ যে যে ইতি। অমীগুণা স্তচ্চ রূপং মদ্বাঞ্ছিতং ন দদতাং তেন হেতুনা হে ঈশ গাতাং প্রাপ্তাং অন্যাদৃশপ্রথিতিং অন্যাসু স্ত্রীষু দর্শনং যস্যা স্তাং প্রথিতিং খ্যাতিং তদেতদ্বাক্যালঙ্কারে নত্বহমীহে ন কাময়ে ॥ ১০ ॥

তত্র সর্ব্বাসামনুরাগজন্যং কৃত্যং লিখতি কন্যেতি। গুণশালিনী গুণেন শ্লাঘিতা সা কন্যা চেদ্‌যদি সুধীঃ সুবুদ্ধিরবসরে বিবাহপ্রক্রমে কা ত্বাং ন ভজেত। সুধীত্বে হেতুং বর্ণয়তি—যস্ত্বমিতি গুণাদিভির্নান্যঃ সমো যস্য সঃ। অনন্যসমত্বং নির্দ্দিশতি সমস্তং যৎ ত্রৈলোক্যং তস্মিন্ যে লোকা জীবা স্তেষাং যৎ হৃদয়ান্তরং হৃদয়মধ্যং তন্মাধুর্য্যেণ হরতীতি এবম্ভূতঃ সন্ বিভাসি রাজসে কিমুত মমেতিভাবঃ ॥ ১১ ॥

নাথ! আপনার সর্ব্বসন্তাপ-নিবারক যে যে গুণরাশি, এবং সমস্ত ফলস্বরূপ সেই বিখ্যাতরূপ, এইরূপ গুণ সকল আমার অভীষ্ট বিষয় দান না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু এই কারণে, আমি আপনার এইরূপ উপস্থিত বিখ্যাতভাব প্রার্থনা করি না, যাহাতে আপনি অন্যান্য রমণীদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

যে বুদ্ধিমতী কন্যা বিবাহ প্রারম্ভে আপনাকে ভজনা করে না সেই কন্যা কিরূপে কুলবতী এবং গুণশালিনী হইতে পারে। কারণ গুণাদিদ্বারা আপনার সমান আর নাই, এবং সমস্ত ত্রিভুবনবাসী জীবগণের মাধুর্য্যগুণে হৃদয় হরণ পূর্ব্বক আপনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

তস্মান্ময়া হ্রিয়মপোহ্য নিগদ্যতে দ্রা-
গদ্যৈব দৈবত ! ময়া স ভবান্ বৃতোঽস্তি।
ত্বয্যর্পিতং বপুরিদং স্পৃশতান্ন চৈদ্যঃ
সিংহী-বপুঃ কিমু নৃসিংহ ! শৃগাল-যোগ্যম্ ॥ ১২ ॥
পূর্ত্তাদিভিঃ স ভগবান্ যদি শৈশবাদা-
বারাধিতস্তব ময়া চরণার্চ্চনায়।
তর্হি সেৎস্যতি ন বা যদি তত্র পাতঃ
পাতস্তনোর্ভবতু তাং স্পৃশতান্ন চান্যঃ ॥ ১৩ ॥

যস্মাত্তব চিত্তহারিত্বং তস্মাৎ হ্রিয়ং লজ্জাং অপোহ্য ত্যক্ত্বা নিগদ্যতে কথ্যতে। হে দৈবত পূজ্য ময়া দ্রাক্ ঝটিতি তত্রাপ্যদ্যৈব স তাদৃশগুণাক্রান্তো ভবান্ বৃতঃ। অত ত্বয্যর্পিতমিদং বপুঃ শরীরং চৈদ্যঃ শিশুপালো ন স্পৃশতাৎ হে নৃসিংহ সিংহীবপুঃ সিংহী সিংহপত্নী বপুঃ উ ভোঃ শৃগাল-যোগ্যং কিং স্যাৎ ॥ ১২ ॥

ননু ভবত্যা কিং সুকৃতং কৃতং যেন মম ত্বং পত্নী স্যাস্তত্রাহ পূর্ত্তেতি। যদি ময়া শৈশবাদৌ বয়সি তব চরণার্চ্চনায় পূর্ত্তাদিভিঃ পুষ্করিণ্যাদীনাং দানাদিভিঃ স ভগবানারাধিত স্তর্হি তত্তব চরণার্চ্চনং সেৎস্যতি সিদ্ধিং প্রাপ্স্যতি নবা অপিতু সেৎস্যত্যেব। যদি তত্র আরাধনেঽপি তব চরণার্চ্চনায় পাতঃ স্যাৎ তদা তনোঃ শরীরস্য পাতো ভবতু তাং তনুমন্যো ন চ স্পৃশতাৎ ॥ ১৩ ॥

হে পূজ্যবর ! আপনি যদি সকলের চিত্তহারী হইলেন, এই কারণে আমি লজ্জাত্যাগ করিয়া বলিতেছি। আমি শীঘ্রই তাহার মধ্যে এখনই তাদৃশ গুণশালী আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। এই কারণে আমি যে শরীর আপনার উপরে সমর্পণ করিয়াছি, চেদিপতি শিশুপাল তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে না। হে নরশ্রেষ্ঠ ! সিংহীর শরীর কি কখন শৃগালের যোগ্য হইতে পারে ! ॥ ১২ ॥

আমি যদি বাল্যকালাবধি আপনাকে অর্চ্চনা করিবার জন্য দীর্ঘিকা, কূপ ও তড়াগ প্রভৃতি পূর্ত্তকার্য্য দানাদিদ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে কি আপনার পাদপদ্ম পূজা সিদ্ধ হইবে না, এবং যদি ঐরূপ আরাধনা করিয়াও আপনার পাদপদ্ম-পূজার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে

শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্
গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনা-পতিভিঃ পরীতঃ।
দেব্যর্চ্চনানয়কৃতে কৃতনিক্রমাং মাং
নির্মথ্য চেদিপমুখান্ সহসা হরস্ব ॥ ১৪ ॥
যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজাংস্যপি সর্ব্বদুঃখং
সর্ব্বং হরন্তি স চ চেন্ন ভবেৎ প্রসন্নঃ।
তর্হি ব্রতাযুতযুজাং জনুষাং সহস্রৈ-
র্জহ্যাং পুনঃ পুনরসূন্ বরমেতদস্তু ॥ ইতি ॥ ১৫ ॥

নম্বেবং তব স্বীকারঃ কর্ত্তব্য এব কিন্তু তথা করণে তব বন্ধুবর্গাণাং বিনাশঃ স্যাত্তত্রোপায়ং নির্দ্দিশতি শ্বো ভাবিনীতি। হে অজিত শ্বোভাবিনি পরশ্বোদিবসে মমোদ্বহনে বিষয়ে ত্বং পৃতনা-পতিভিঃ সেনাধ্যক্ষৈঃ পরীতো বেষ্টিতঃ সন্ গুপ্তঃ স্বস্য বিবাহার্থমাগত ইতি জনৈরলক্ষ্যো বিদর্ভান্ দেশান্ সমেত্য চেদিপমুখান্ শিশুপালাদীন্ নির্ম্মথ্য পরাজয়ং কৃত্বা সহসা বলেন মাং হরস্ব। মাং কিম্ভূতাং, দেব্যর্চ্চনানয়কৃতে পুরপালিকায়া দেব্যা অর্চ্চনরূপো যো নয়ো নীতি স্তদর্থং কৃতো নিক্রমো যয়া তাং অতো বন্ধুবর্গাণাং ন পীড়নং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

তত্রাপি স্বস্যানিশ্চয়কর্ত্তব্যতাং বেদয়তি যস্যেতি। যস্য তব অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজাংসি সর্ব্বম-শেষং যথাস্যাত্তথা সর্ব্বদুঃখং হরন্তি স চ ভবান্ চেদ্‌যদি প্রসন্নো ন ভবেৎ তর্হি তদা ব্রতানাং দেবো-পাসনানাং যদযুতং (তেন যুতং) তেন যুজাং যুক্তানাং জনুষাং জন্মনাং সহস্রৈঃ পুনঃ পুনরসূন্ প্রাণান্ জহ্যাং ত্যজেয়ং এতদ্বরমস্তু ॥ ১৫ ॥

আমার শরীর ক্ষয় হোক, কিন্তু তথাপি কেহই আমার শরীর স্পর্শ করিতে পারিবে না ॥ ১৩ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! পরশ্বদিবসে আমার বিবাহ হইবে। আপনি সৈন্যগণের সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া গোপনে বিবাহের জন্য আগমন করিবেন। তাহা হইলে কেহই আপনাকে লক্ষ্য করিতে পারিবে না। পরে বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইয়া শিশুপালপ্রভৃতিকে পরাজয় করিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে হরণ করিবেন। তৎকালে আমি পুরপালিকা দেবীর অর্চ্চনারূপ প্রথার বশবর্ত্তিনী হইয়া নির্গত হইব। সুতরাং এইরূপে আমাকে হরণ করিলে আমার বন্ধুবর্গেরও বিনাশ হইবে না ॥ ১৪ ॥

যাঁহার পাদপদ্মের পরাগসকল: সকল দুঃখকে নিঃশেষরূপে নিবারণ করিয়া

অত্র ব্রজস্থাঃ কেচিৎ প্রোচুঃ—অহো! বালিকায়া অপি শুভাভিনিবেশপরিপালিকা বুদ্ধিঃ কলিতা। যদেতাবদন্তং স্বান্তমিতি।

কাশ্চিৎ প্রোচুঃ—কথং সা বালিকা? কিন্তু চালিকা। যত্তাবতি ভয়ে তং প্রাযুঙ্ক্তেতি।

অন্যে প্রোচুঃ—ক্ষত্রিয়জাতিতয়া তস্য মনসি ভয়ং নায়াতি। কিন্তু তস্যা ধর্ম্মনিষ্ঠা খলু সর্ব্বং প্রতিষ্ঠাপয়িষ্যতীতি! পুনঃ পুরতঃ কথ্যতাম্॥ ১৬॥

দূতাবূচতুঃ—তদেবমবধার্য্য হরিণা পুনরিদং মনসি বিচার্য্যতে স্ম। সম্প্রতি কিং কার্য্যং? যতস্তৎপ্রাণত্যজন-

শ্রীরুক্মিণ্যা স্তাদৃশানুরাগং শ্রুত্বা কেচিৎ ব্রজস্থা যদাহু স্তদ্বর্ণয়তি অত্রেতিগদ্যেন। শুভাভিনিবেশপরিপালিকা শুভে শ্রীকৃষ্ণে পতিভাবকর্ম্মণি যোঽভিনিবেশ স্তস্য পরিপালিকা কলিতা স্থাপিতা এতাবদন্তো যস্য তৎ স্বান্তং চিত্তমিতি। কাশ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ। চালিকা চতুরা তাবতি ভয়ে রুক্মিণ্যাদিনিশ্চিতশিশুপালায় দানরূপভয়ে তং বিপ্রং। সর্ব্বং প্রতিষ্ঠাপয়িষ্যতি শিক্ষয়িষ্যতি॥ ১৬॥

তদেবং পৃষ্টৌ দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। এবমবধার্য্য তস্য অতি

থাকে, তিনি যদি প্রসন্ন না হন, তাহা হইলে সহস্র সহস্র জন্মে দেবোপাসনা করিয়া বারংবার প্রাণ পরিত্যাগ করিব, এইরূপ বর প্রদান করুন॥ ১৫॥

অনন্তর কতিপয় ব্রজবাসী বলিতে লাগিল, আহা! বালিকাও শুভাভিনিবেশে এইরূপ পরিপক্ক বুদ্ধি স্থাপন করিয়াছিল, যে হেতু তাহার মনের এইরূপ শেষ সঙ্কল্প। কতিপয় রমণী বলিতে লাগিল, কি প্রকারে সে বালিকা হইল, কিন্তু সে অত্যন্ত চতুরা। যেহেতু এইরূপ ভয়ে (রুক্মী প্রভৃতি দ্বারা নিশ্চিত, শিশুপালের উদ্দেশে তাহাকে দানকরারূপ ভয়ে) ঐ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিয়াছে। অন্যান্য লোকে বলিতে লাগিল, ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া তাহার মনে ভয় হয় না। কিন্তু তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠাই সকলকে শিক্ষা দান করিবে। অতএব ইহার পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার বর্ণন কর॥ ১৬॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, এইরূপে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জানিতে পারিয়া

মবশ্যনিবার্য্যং। গোকুল-গতি-প্রতিবন্ধাবহং তদ্বিবহনং তু কথং জাতনির্ব্বহনং বিধেয়মিতি। অথ পুনরপি বিচার্য্যতে স্ম—আপাততঃ সা সমাহার্য্যা পশ্চাত্তু বিচার্য্যাচরিষ্যামীতি। তদেবং বিবিচ্য প্রোচ্যতে স্ম—ভো! ভট্টারকচরণাঃ! সমবধীয়তাং। যদবধি তাং দেবর্ষি-মুখাত্তথা মদুন্মুখামশ্রৌষং তদবধি নিরবধি ময়াপি মনস্তচ্চিন্তায়াং শ্রৌষট্কৃতম্ ॥ ১৭ ॥

যতঃ ;—

ভজনীয়ানাং ভক্তা, গুণমনুযান্তীতি সর্ব্বতঃ খ্যাতিঃ।
ভক্তগুণাননুযাতু র্মম তু হরেঃ স্ফাটিকাদ্রিবদ্বৃত্তিঃ ॥ ১৮ ॥

গাঢ়ানুরাগং বিজ্ঞায় তস্যাঃ প্রাণত্যজনং গোকুলগতিপ্রতিবন্ধাবহং গোকুলগতেঃ প্রতিবন্ধমা বহতীতি তত্তস্যা রুক্মিণ্যা বিবহনং বিবাহঃ জাতনির্ব্বহনং জাতং নির্ব্বহনং সমাপনং যস্য তৎ। সমাহার্য্যা সম্যক্ আহরণীয়া। ভট্টারচরণাঃ পূজ্যপাদাঃ তথা মদুন্মুখাং তথা গাঢ়ানুরগেন ময়ি উন্মুখামুদ্যতাং তচ্চিন্তায়াং তস্যাশ্চিন্তায়াং মনঃ শ্রৌষট্ দেয়ং কৃতং ॥ ১৭ ॥

তচ্চিন্তায়াং মনোদানে যুক্তিং দর্শয়তি—ভজনীয়ানামিতি ভক্তা ভজনীয়ানাং দেবাদীনাং গুণমনুয়ান্তীতি সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র খ্যাতিঃ প্রসিদ্ধা। ভক্তগুণান্ অনুযাতুর্মমতু স্ফাটিকাদ্রিবদ্বৃত্তিঃ স্ফাটিকপর্ব্বতো দ্রব্যান্তরাণাং রূপং যথা গৃহ্নাতি তদিব মে বৃত্তি র্বর্ত্তনং ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি কি করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাঁহার প্রাণত্যাগ অবশ্য নিবারণ করিতে হইবে। অথচ তাঁহার বিবাহে একটী বিশেষ প্রতিবন্ধও দেখিতেছি, অর্থাৎ আমাকে দ্বারকা হইতে গোকুলে গমন করতে হইবে, ইহাই যে বিপদের এক ঘোর প্রতিবন্ধ। সুতরাং কিরূপেই বা বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। অনন্তর পুনর্ব্বারও চিন্তা করিতে লাগিলেন। আপাততঃ আমি তাঁহাকে হরণ করিব, পশ্চাৎ বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করা যাইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে পূজ্যপাদ! আপনি প্রণিধান করুন। আমি যদবধি দেবর্ষিনারদের মুখ হইতে শুনিয়াছি যে রুক্মিণী প্রগাঢ় অনুরাগে আমার প্রতি আসক্ত তদবধি আমিও নিরন্তর তাঁহার চিন্তায় মন সমর্পণ করিয়াছি ॥ ১৭ ॥

কারণ, ভক্তগণ উপাস্যদেবতার গুণরাশি অনুহরণ করিয়া থাকে, ইহাই

তস্মাত্তস্যাঃ সমুদ্ধারঃ সর্ব্বথা কার্য্যঃ পশ্চাত্তু কার্য্যগত্যা যথাবদ্বিচার্য্যমিতি। তদেবং বিবিচ্য নিজমুৎকণ্ঠিতমতিরিচ্য দ্বিজেন সহ রথমারুহ্য তদ্বিবাহাবসরং সমুহ্য স স্বয়মেক-রাত্রমাত্রেণ বিদর্ভগর্ভগং কুণ্ডিনপুটভেদনং প্রাপ। গমনসময়ে কেষাঞ্চিদত্রে সম্মতিঃ স্যাৎ কেষাঞ্চিন্ন চেতি (ক) ভিয়া হ্রিয়া চ সঙ্কর্ষণমপি ন সঙ্কলয়তি স্ম। কিন্তু তদেবস্থেহঃ প্রদোষঃ এব প্রতস্থে ॥ ১৯ ॥

তদাচ যন্নিশ্চয়ীকৃতং তদ্বর্ণয়তি—তস্মাদিতি। সমুদ্ধারঃ শিশুপালাদিভ্যঃ সকাশাৎ কার্য্যগত্যা কার্য্যাবস্থয়া নিজমুৎকণ্ঠিতং উৎকণ্ঠামতিরিচ্য অতিরেকং প্রাপয্য সমুহ্য সম্যক্ বিতর্ক্য বিদর্ভগর্ভগং বিদর্ভদেশমধ্যগং কুণ্ডিনপুটভেদনং কুণ্ডিননগরং। ননু পৃতনাপতিভিঃ পরীত ইতি রুক্মিণ্যা বিজ্ঞাপিতং তদা কথং স্বয়মেক এবং জগাম তত্রাহ অত্র রুক্মিণ্যুদ্বাহার্থং কুণ্ডিননগরগমনভিয়া ভয়েন হ্রিয়া লজ্জয়াচ শ্রীসঙ্কর্ষণং রামমপি ন সংকলয়তি স্ম সঙ্গং ন প্রাপয়ামাস। তদবস্থেহ স্তদবস্থায়াং তত্রতৌ ঈহা চেষ্টা যস্য সঃ প্রদোষে সায়ংকালে প্রস্থিতবান্ ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বত্র বিখ্যাত। কিন্তু স্ফটিক নির্ম্মিত পর্ব্বত যেরূপ নগণ্য অর্থাৎ তুচ্ছ পদার্থের রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, ভক্তবৃন্দের গুণানুসরণ করিয়া আমারও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে ॥ ১৮ ॥

অতএব সর্ব্বপ্রকারে তাহার উদ্ধার করিতে হইবে। পশ্চাৎ কার্য্যগতিকে যথাবিধি বিচার করা যাইবে। অতএব এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে ব্রাহ্মণের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। তৎপরে তাহার বিবাহের অবসর বুঝিয়া তিনি স্বয়ং একরাত্রি মধ্যে বিদর্ভদেশের মধ্যস্থিত কুণ্ডিননগরে উপস্থিত হইলেন। গমনকালে কিন্তু কাহাদের সম্মতি থাকিতে পারে, এবং কাহাদের বা না থাকিতে পারে এইরূপ ভয়ে এবং লজ্জায় বলরাম-কেও সঙ্গে করিয়া লন নাই। কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় চেষ্টা করিয়া সন্ধ্যাকালেই প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

(ক) কেষাচিন্নবেতি মাগুপাঠঃ।

অথ কুণ্ডিনমাসাদ্য পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুত্রগতগাশ্রিত্য বিদর্ভ-ক্ষিত্যাধিপেনারব্ধমুদ্ধতমুদ্ধর্ষং দদর্শ। ক্রমাৎ কলিতজামাতৃতা-গতিং চেদিপাগতিং চাবগতবান্। তদনন্তরং তস্মিন্ বরসমাগমা-বসরসমুচিততয়াচিতভরং ভীষ্মকাদরং তদবধারণকৃতে মাগধাদি-সমাহারং চাবলোকিতবান্॥ ২০॥

অথ ব্রজরাজঃ সসম্ভ্রমং পপ্রচ্ছ—তর্হি বৎসঃ কথং তৎসমীপত একাকিতয়া তস্থৌ॥ ২১॥

তত্র গমনানন্তরং যদভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। কুণ্ডিনমাসাদ্য পুণ্ডরীকাক্ষঃ কৃষ্ণঃ উদ্ধর্ষং উদ্গতো হর্ষো যত্র তদুদ্বহনং বিবাহং দদর্শেত্যন্বয়ঃ। তৎ কিম্ভূতং পুত্রস্য রুক্মিণো মতমাশ্রিত্য ভীষ্মকেণারব্ধং। কলিতা অভিলষিতা যা জামাতৃতা তয়া গতি র্যস্য এবম্ভূতো যশ্চেদিপঃ শিশুপাল স্তস্যাগতিঞ্চ অবজগাম। তস্মিন্ বিবাহে বরসমাগমাবসরং বরসমাগমে অবসরো যস্য তং উচিততয়া যোগ্যতয়া চিত্রস্যাশ্চর্য্যস্য ভরোঽতিশয়ো যত্র তং ভীষ্মকাদরং অবলোকিতবান্। তথা তদবধারণকৃতে তস্য বিবাহস্য স্থিরীকরণায় মাগধাদীনাং জরাসন্ধপ্রভৃতীনাং সমাহারমেকত্র মিলনঞ্চ অবলোকয়ামাস॥ ২০॥

তদেবং ব্রজরাজঃ সসম্ভ্রমং যদপৃচ্ছৎ তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। তৎ সমীপত স্তেষাং জরাসন্ধাদীনাং নিকটে॥ ২১॥

অনন্তর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডিননগর প্রাপ্ত হইয়া পুত্র-রুক্মীর মতানুসারে বিদর্ভপতি যে বিবাহ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই আনন্দপ্রদ বিবাহ দর্শন করিলেন। অনন্তর জানিতেও পারিলেন যে চেদিপতি শিশুপাল নিজের অভীষ্ট জামাতৃভাব অবলম্বন করিয়া (নূতন বর সাজিয়া) আগমন করিয়াছে। তৎপরে সেই বিবাহে বর সমাগমের অবসর, ভীষ্মকরাজের অত্যাশ্চর্য্য পূর্ণ সমধিক সমাদর, এবং সেই বিবাহ স্থির করিতে মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধ প্রভৃতির একত্র মেলনও দর্শন করিলেন॥ ২০॥

অনন্তর ব্রজরাজ সবেগে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে বৎস কি প্রকারে একাকী জরাসন্ধ প্রভৃতির সমীপে অবস্থান করিয়াছিলেন॥ ২১॥

দূতাবূচতুঃ—

অরিকোটীরবগণয়দ্‌ব্রজনৃপ ! তেজঃ সুতস্য জানীথ।
যদ্যপি বারণচক্রে, হরিরেকাকী বিভেতি কিং তদপি ॥ ২২ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—পশ্চাদপি কশ্চিত্তমনু ন গতঃ ?

অন্যো নানুগচ্ছতু নাম। শ্রীমান্‌ রামঃ কথং নানুগচ্ছেৎ ?। স খলু ব্রজক্ষীরনীরধিজন্মা স্নিগ্ধতাং কথং ত্যজতু। যৎসম্বন্ধাত্তৎপত্তনজাতাশ্চ কেচন স্নিগ্ধতাং যাতাঃ ॥ ২৩ ॥

ততো দূতৌ গদাহতু স্ববর্ণয়তি—অরিকোটীরিতি। হে ব্রজনৃপ ! তব সুতস্য তেজোঽরিকোটীঃ শত্রূণাং কোটীরবগণয়ৎ তুচ্ছত্বেন গণয়ামাসেতি যূয়ং জানীথ। অত্র দৃষ্টান্তঃ যদ্যপি বারণ-চক্রে হস্তিমণ্ডলে একাকী হরিঃ সিংহো বর্ত্তেত তদপি স কিং বিভেতি ॥ ২২ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ব্রজরাজ স্তথা ভবতু নাম পশ্চাদপি তমনু কশ্চিন্নাগতঃ কিং। স শ্রীরামঃ খলু ব্রজ এব ক্ষীরনীরধিঃ ক্ষীরসমুদ্র স্তস্মিন্‌ জন্ম প্রাদুর্ভাবো যস্য সঃ উভয়ো র্ব্রজে জন্মত্বাৎ সখ্যং যুজ্যতে স কথং স্নিগ্ধতাং ত্যজতু যস্য রামস্য সম্বন্ধাৎ তৎপত্তনজাতা মথুরানগরোদ্ভবা যৎপুত্রে স্নিগ্ধতাং যাতাঃ ॥ ২৩ ॥

দূতদ্বয় বলিল, হে ব্রজরাজ ! আপনারা নিশ্চয়ই জানিবেন যে, আপনার পুত্রের তেজ, কোটি কোটি শত্রুদিগকে অতিতুচ্ছরূপে গণনা করিয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন, যদ্যপি সিংহ একাকী গজসমূহের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তথাপি কি সেই সিংহ ভীত হইয়া থাকে ? ॥ ২২ ॥

তাহা শুনিয়া ব্রজরাজ কহিলেন, আচ্ছা, তাহা যেন হইল ; ইহার পরেও কি কেহ শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করে নাই। অপরে অনুগমন না করুক, শ্রীমান্‌ বলরাম কেন অনুগমন করিলেন না। কারণ, ব্রজরূপ ক্ষীরসাগরে তাঁহারও নিশ্চয় জন্ম হইয়াছে। উভয়ের এইরূপ সখ্যভাব থাকাতে তিনি কিরূপে স্নেহ ত্যাগ করিতে পারেন। তাহারই সম্বন্ধে মথুরাপুরবাসী লোকগণ আমার পুত্রের উপর স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥

দূতাবূচতুঃ—তথা হি ;—

একং কন্যাহরণবিধিকৃতে কুণ্ডিনং প্রাপ্তবন্তং
শ্রুত্বা রামঃ স্বমনুজমথ তং তত্র শক্রোদ্যমং চ।
স্নেহাম্ভোধিব্রজজনুরুচিতস্নিগ্ধভাবেন দিগ্ধঃ
শঙ্কাতঙ্কী কটকঘটনয়া সজ্জিতস্তজ্জগাম ॥ ২৪ ॥

অথ সর্ব্বেঽপি যাদবগ্রামরাময়োস্তারতম্যং মনসিকৃত্য প্রোচুঃ।—॥ ২৫ ॥

জন্মনা সহ যঃ প্রেমা স্যাদেষ নিরুপাধিকঃ।
আগন্তুকস্তু সোপাধিঃ কথং তত্তুলনাং ব্রজেৎ ॥ ২৬ ॥

তদেবং নিশম্য দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। শ্রীরাম এবানুজগাম। তথা-হীত্যাদি। রামঃ কন্যাহরণবিধিকৃতে একমেবানুজং শ্রীকৃষ্ণং কুণ্ডিনং প্রাপ্তবন্তং শ্রুত্বা তত্র কন্যাহরণবিধৌ শত্রূণামুদ্যমঞ্চ শ্রুত্বা স্নেহাম্ভোধিব্রজজনুরুচিতস্নিগ্ধভাবেন স্নেহাম্ভোধিরেব ব্রজ স্তস্মিন্ যজ্জনুর্জন্ম তেনোচিতো যঃ স্নিগ্ধভাবঃ স্নিগ্ধতা তেন দিগ্ধো ম্রক্ষিতঃ অতএব শঙ্কাতঙ্কী শঙ্কয়া ভয়বিশিষ্টঃ সন্ কটকঘটনয়া সেনামিলনেন সজ্জিতঃ সমর্থঃ সন্ তৎ কুণ্ডিননগরং জগাম ॥ ২৪ ॥

তদেবং নিশম্য সর্ব্বেঽপি যৎ পপ্রচ্ছু স্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। যাদবগ্রামো যাদবসমূহঃ তারতম্যং পৃথগ্ভাবম্ ॥ ২৫ ॥

কথনপ্রকারং বর্ণয়তি—জন্মনেতি। জন্মনা সহ জন্মকালাবধিরিত্যর্থঃ। নিরুপাধিকঃ স্বভাব-সিদ্ধঃ আগন্তুকঃ হিতাদ্যাচরণজাতঃ তত্তুলনাং নিরুপাধিসাদৃশ্যম্ ॥ ২৬ ॥

দূতদ্বয় বলিল, কেবল বলরামই অনুগমন করিয়াছিলেন! কন্যাহরণ বিধির জন্য একাকী অনুজকে কুণ্ডিনপুরে উপস্থিত শ্রবণ করিয়া, এবং সেই কন্যা-হরণ বিধান বিষয়ে বিপক্ষদিগের উদ্যমও শ্রবণ করিয়া বলরামের শরীর সমুচিত স্নিগ্ধ-ভাবে লিপ্ত হইয়া পড়ে। কারণ, স্নেহ-সমুদ্ররূপ ব্রজমধ্যে তাঁহারও জন্ম হইয়া-ছিল। অতএব তিনি এইরূপ শঙ্কায় ভীত হইয়া, সেনারচনা-পূর্ব্বক সসজ্জ ভাবেই সেই কুণ্ডিননগরে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর সকলেই যাদবসমূহ এবং বলরামের তারতম্য মনে করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

জন্মাবধি এই যে প্রেম ঘটিয়াছে, ইহা স্বভাব সিদ্ধ। হিতজনক কার্য্যের

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—গতে চ তত্রাগ্রজে লজ্জিতে চাবরজে শ্রীমানগ্রজস্তু রোষমনু তাম্রতনুরোষধীষবদুদিতস্তেন স্তেনম্মন্যেন সমং কিঞ্চিদপি নোক্তবান্। সর্ব্বৈঃ সহ তং পরিবার্য্য তু স্থিতবান্॥ ২৭॥

ব্রজরাজঃ সহর্ষমুবাচ—স তু ব্রাহ্মণঃ কুত্র গতবান্। তস্যা বা স্বধর্ম্মনাশত্রাসং মর্ম্মণি স্পৃশন্ত্যাস্তমেব গতিং পরামৃশন্ত্যা মতিঃ কাং গতিং গতবতী॥ ২৮॥

তত্র শ্রীরামে প্রাপ্তে যদ্বৃত্তমভূত্তৎ কথয়তমিত্যুক্তৌ দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। অগ্রজে শ্রীরামে অবরজে শ্রীকৃষ্ণে লজ্জিতে সতি রোষমনু রোষঃ ক্রোধ স্তমনু তাম্রা রক্তবর্ণা তনুর্যস্য সঃ ওষধীশশ্চন্দ্রঃ তদ্বদুদিতঃ সতূদয়কালে রক্তবর্ণো ভবতি তেন সাদৃশ্যং স্তেনং চৌরমাত্মানং মন্যতে তেন কৃষ্ণেন সমং সহ নোক্তবান্ স্নেহোত্থকোপাদিতি ভাবঃ। তং কৃষ্ণং পরিবার্য্য বেষ্টয়িত্বা তস্থৌ॥ ২৭॥

ততো ব্রজরাজো নিশ্চিন্তঃ বার্ত্তান্তরং যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—ব্রজ ইত্যাদিগদ্যেন। তস্যা রুক্মিণ্যাঃ স্বধর্ম্মস্য শ্রীকৃষ্ণসেবনস্য নাশেন য স্ত্রাসো ভয়ং তং মর্ম্মণি হৃদয়স্থানে স্পৃশন্ত্যাঃ তমেব শ্রীকৃষ্ণমেব গতিং প্রাপ্য তস্যা মতিবুদ্ধিঃ কাং গতিং কামবস্থাং জগাম॥ ২৮॥

অনুষ্ঠানে যে প্রেম হয়, তাহা অস্বাভাবিক। সুতরাং কৃত্রিম প্রেম কিরূপে স্বভাব সিদ্ধ প্রেমের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইবে॥ ২৬॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, অগ্রজ বলরাম তথায় উপস্থিত হইলে, এবং অনুজ শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিত হইলে, শ্রীমান্ বলরাম ক্রোধে রক্তবর্ণ দেহ ধারণ করিয়া উদয়কালীন শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন জেষ্ঠ্য চৌরসদৃশ কনিষ্ঠের সহিত কোন কথাই বলিলেন না, কিন্তু সকলের সহিত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২৭॥

ব্রজরাজ কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণ কোথায় গমন করিলেন, কৃষ্ণসেবারূপ স্বধর্ম্ম নাশের ভয়, যাহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছিল, এবং যিনি কৃষ্ণকেই নিজের গতি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, সেই রুক্মিণীর বুদ্ধিই বা কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল॥ ২৮॥

দূতাবূচতুঃ—বিপ্রঃ স চ বন্ধ্যানুনীতিরজনীতি বিভাব্য নিজভাব্যশুভং সম্ভাব্য সর্ব্বাং রজনীং জজাগার সন্ধ্যাত এব সা সন্ধ্যাতবিপ্রাগমনা। (ক) আত্মচাপলমেব চ ফলনিকার কারণতয়া বিচারাদনুসসার। পুনশ্চ "শ্বোভাবিনি ত্বম-জিতেত্যা"দিনা তং প্রতি প্রথিতঃ স চ খল্ববসরঃ সম্প্রতি চ নাসসার কালযাপশ্চ ময়া দুরাপ ইতি পরামমর্শ। তথাপি পন্থানং পশ্যন্তী তত্রাক্রমতয়া মনঃ সংযময়ন্তী মূর্দ্ধানং নময়ন্তী পরস্পরং কৃতসক্তা দন্তপঙ্ক্তী নিষ্পীল্য ধৈর্য্যং কলয়ন্তী

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিতিগদ্যেন; সন্ধ্যাতঃ সন্ধ্যাকালে এব সন্ধ্যাতং বিপ্রস্যাগমনং যয়া তথা বভূব। বন্ধ্যানুনীতিরজনী বন্ধ্যা ফলশূন্যা অনুনীতিরনুনয়ো যত্র সা চাসৌ রজনী চেতি নিজস্য ভাবনীয়ং শুভং সংভাব্য চিন্তয়িত্বা জজাগার জাগরিতবান্। ফল-নিকারকারণতয়া ফলস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তে নিকারো ধিক্কারঃ পরিভব স্তস্য কারণতয়া বিচারাদাত্ম-চাপলমনুসসার। তং প্রতি শ্রীকৃষ্ণং প্রতি প্রথিতো বিস্তৃতঃ নাসসার নোপতস্থৌ, কালযাপঃ কালস্য ক্ষেপণং তত্রাক্ষমতয়া সুকুমারীত্বাৎ পথদর্শনে অসহ্যতয়া মনঃ সংযময়ন্তী সঙ্কল্পশূন্যতাং কুর্ব্বতী পরস্পরং কৃতং সক্তং মিলনং যয়োস্তে দন্তপঙ্ক্তী নিষ্পীল্য নিরুদ্ধ্য জড়তাং নীত্বা ধৈর্য্যং

দূতদ্বয় কহিল, সেই ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, এখন রাত্রিকাল, এই সময়ে অনুরোধ করা নিরর্থক। ইহা ভাবিয়া আপনার ভাবনার যোগ্য শুভ-বিষয় সম্ভাবনা করিয়া সমস্ত রাত্রি-জাগরণ করিলেন। রুক্মিণী ভাবিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালেই ব্রাহ্মণ আসিবেন। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিরূপ ফলকে ধিক্কারের কারণরূপে বিচার করিয়া আপনার চপলতারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। অপিচ, "হে শ্রীকৃষ্ণ! পরশ্বদিবসে আমার বিবাহ হইবে" ইত্যাদি পত্র-প্রদান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে যে বিবাহের অবসর নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন. নিশ্চয়ই তাহা এখনও উপ-স্থিত হয় নাই। অথচ কালযাপন করাও আমার দুর্লভ, এইরূপ তিনি পরামর্শ করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি পথ দর্শন করিতেন। কিন্তু শেষে সুকুমারী বলিয়া যখন (বহির্ভাগে যাইয়া) পথদর্শন করিতে পারিতেন না, তখন চিত্তসংযম করি-

(ক) আনন্দবৃন্দাবনগৌরপুস্তকে "দূতাবূচতুঃ" ইত্যনন্তরং "সন্ধ্যাত এব সা সন্ধ্যাত বিপ্রাগমনা' ইতি পাঠঃ দৃশ্যতে, কিন্তু স পাঠঃ ন ব্রজরাজপ্রশ্নানুসারীতি বিবেচ্যম্।

সলিলধারাবিলোচনে নিমীল্য ক্ষণকতিপয়ং গময়ামাস। তথা-গময়মানায়ামপি তদসহমানায়ামনুকূলেন শুভমূলেন বিধিনা বামনয়নভুজোর্ব্বঙ্ঘ্রি স্পন্দয়ামাসে। স্পন্দিতে চ তস্মিন্নসাবুন্মীলিতমনা নেত্রযুগলমুন্মীলয়ামাস, উন্মীলিতে চ নেত্রযুগলে তমেব বিপ্রং ক্ষিপ্রং পুরোভুবি প্রত্যক্ষীচকার। প্রত্যক্ষীকৃতে চ তস্মিন্ সান্দিগ্ধমনাস্তন্মুখং সুখস্নিগ্ধমীক্ষমাণা হৃচ্চক্ষুঃকঞ্জান্তঃ-কমাসদ্য সদ্য এব (ক) জলবদাসীৎ॥ ২৯॥

কলয়ন্তী ধারয়ন্তী সলিলধারয়া আবিলে মলিনেচ তে বিলোচনে নেত্রেচেতি তে নিমীল্য মুদ্রয়িত্বা গময়ামাস যাপিতবতী। তদসহমানায়াং তস্য ব্রাহ্মণপ্রত্যাগমনবিরহস্য অসহমানায়াং আগময়মানায়াং আগমং করোতীত্যর্থে লিঙ। এবম্ভূতায়াং তস্যাং সত্যাং। যদ্বা প্রযোজ্যস্য ব্রাহ্মণস্যাগমঃ প্রযুজ্যতে আকাঙ্ক্ষ্যতে যয়া তস্যাং। শুভমূলেন শুভস্য কারণেন বিধিনা নয়নঞ্চ ভুজাচ উরুশ্চ অঙ্ঘ্রিশ্চ নয়নভুজোর্ব্বঙ্ঘ্রি, বামঞ্চ তৎ নয়নভুজোর্ব্বঙ্ঘ্রিচেতি তৎ প্রাণ্যঙ্গমিতি গবাশ্বাদিত্বাদেকত্বং ক্লীবত্বঞ্চ, স্পন্দয়ামাসে ননর্ত্ত। তস্মিন্ বামনয়নাদৌ উন্মীলিতমনা জাগরিতমনাঃ তত্ত্ব ননর্ত্ত ক্ষিপ্রং শীঘ্রং প্রত্যক্ষীচকার সাক্ষাদ্দদর্শ সন্দিগ্ধং শ্রীকৃষ্ণ আগতবান্ নবেতি মনো যস্যাঃ সা সুখেন স্নিগ্ধং তন্মুখং ঈক্ষমাণা হৃচ্চক্ষুঃকঞ্জান্তঃ-কং হৃচ্চক্ষুশ্চ তএব কঞ্জে পদ্মে তয়োর্ম্মধ্যে যৎ কং সুখং আসাদ্য প্রাপ্য জলবৎ শীতলবৎ॥ ২৯॥

তেন। মস্তক নত করিয়া পরস্পর একত্র মিলিত দন্তপংক্তি-দ্বয় নিরোধ করিয়া, এবং ধৈর্য্যধারণ করিয়া জলধারা কলুষিত নেত্রযুগল নিমীলন-পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমনবিরহও সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিলে, মঙ্গলের কারণ অনুকূল দৈবদ্বারা তাঁহার বামচক্ষু, বামবাহু, এবং বামপদ স্পন্দিত হইল। এই সকল অঙ্গ স্পন্দিত হইলে তিনি উন্মীলন করিবার অভিপ্রায়ে নেত্রযুগল উন্মীলিত করিলেন। নেত্র-যুগল উন্মীলিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণকেই সম্মুখবর্ত্তী স্থানে প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া "কৃষ্ণ আসিয়াছেন কিনা," এইরূপ সন্দেহে তাঁহার মন আকুল হইল। তখন তিনি ব্রাহ্মণের সুখপূর্ণ মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, হৃদয় এবং নেত্ররূপ পদ্মের মধ্যে সুখ প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ

(ক) জলদবদাসীদিতি মাও পাঠঃ।

কিঞ্চ ;—

ক্ষ্মাদেবান্মুররিপুসঙ্গবাসিতাঙ্গা-
দামোদং সপদি বিদর্ভজা ভজন্তী।
সানন্তং সরভসমন্তরাপহর্ষং
যল্লোম্নাং কুলমপি চাতুলং জহর্ষ ॥ ৩০ ॥

তথাপি প্রচ্ছন্নতয়া তং পপ্রচ্ছ—পৃষ্টশ্চাসৌ হরেরঙ্গীকারং তৎসঙ্গিতয়া পথাগম্যরম্যং রথাবতারং চাত্মনঃ স্পষ্টমাচষ্ট। আখ্যাতে চ বঃ স্তুতমপি (ক) বস্তু প্রস্তুততদ্দানোপ-

তস্যা ভাবান্তরং বর্ণয়তি—ক্ষ্মাদেবাদিতি। মুররিপোঃ সঙ্গেন বাসিতং ভাবিতমঙ্গং যস্য তস্মাৎ ক্ষ্মাদেবাৎ ব্রাহ্মণাৎ আমোদং সুগন্ধং ভজন্তী বিদর্ভজা রুক্মিণী সপদি তৎক্ষণাৎ সরভসং সবলং অনন্তমসংখ্যং হর্ষমন্তরা আপ প্রাপ্তবতী যদ্‌যস্মাৎ লোম্নাং কুলং রোমসমূহোঽতুলমতিশয়ং জহর্ষ ॥ ৩০ ॥

যদ্যপি ভাবোদ্রেকেণ ভগবতা স্বাঙ্গীকারং যথা জ্ঞাতবত্যপি যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—তথাপীতি গদ্যেন। প্রচ্ছন্নতয়া রহস্যতয়া তং ব্রাহ্মণং। তৎসঙ্গিতয়া শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গিতয়া যথাগম্যরম্যং যথাগম্যস্যাধ্বনো রমণীয়তাং রথাবতারং রথেন বতরণঞ্চাত্মনঃ স্পষ্টং কথিতবান্। বঃ স্তুতমপি

ব্রাহ্মণের প্রফুল্ল বদন দেখিয়াই কৃষ্ণলাভ সম্ভব ভাবিয়া তাহার মন ও নেত্র প্রফুল্ল হইল। পরে তৎক্ষণাৎ বিরহ তাপের পরিবর্ত্তে শীতল হইয়া জলের মত স্নিগ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

অপিচ, বিদর্ভরাজ নন্দিনী রুক্মিণী কৃষ্ণসঙ্গে সুবাসিত দেহ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ সুগন্ধ প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ অনুভব করিয়া প্রবলভাবে মধ্যে অসীম আনন্দ লাভ করিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার অতুল লোমহর্ষণও ঘটিয়াছিল ॥ ৩০ ॥

তথাপি গোপন ভাবেই তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বীকার এবং তাঁহার সঙ্গী হইয়া আপনি যে রথদ্বারা রমণীয়পথে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন। এইকথা বলিলে সকলের স্তুতিযোগ্য যথাযোগ্য বস্তু, যাহা প্রস্তুত ছিল, তাহা

(ক) সর্ব্বস্তুতমপি ইত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌরপাঠঃ।

যোগি ন স্যাদিতি তমেব গুরূকর্ত্তুং পুরু নমন্তী স্বমূর্দ্ধানমিব সমর্পিতবতী ॥ ৩১ ॥

ততশ্চ ;—

সপ্তমরাশিগরাহোরিব শিশুপালস্য দূরগস্যাপি।
দধতী স্ফুরণং ভৈষ্মী, বিধুতনুরিব তেন মুক্তাসীৎ ॥ ৩২ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—রামকৃষ্ণৌ তত্র নিজাগমনে কং ব্যাজমাজহ্রতুঃ। তয়োরপি রাজা কথং ব্যবজহার ? ॥ ৩৩ ॥

দূতাবূচতুঃ—তদ্বিবহনবহলকুতূহলমেব তাভ্যাং ছলবল-

বস্তু যথার্থমপি বস্তু ধনাদিকং প্রস্তুতং যৎ তস্মৈ ব্রাহ্মণায় দানং তত্রোপযোগি অনুকূলং তং ব্রাহ্মণমেব গুরূকর্ত্তুং মহান্তং কর্ত্তুং পুরু বহু সমর্পয়ামাস ॥ ৩১ ॥

ততঃ শ্রীরুক্মিণ্যা মলিন্যমপাগাৎ তদ্দৃষ্টান্তেন বর্ণয়তি—সপ্তমেতি। চন্দ্রস্য সপ্তমরাশিস্থে রাহৌ সতি চন্দ্রস্য সুমালিন্যং স্যাৎ কিন্তু সুদর্শনচক্রভয়াৎ রাহুরপযাতো ভবতি তদাচ চন্দ্রস্য স্বরূপসত্তা জায়তে তথা ভৈষ্মী শ্রীকৃষ্ণস্য স্বীকারবাক্যচক্রেণ স্ফুরন্তী তেন শিশুপালেন মুক্তা আসীৎ ॥ ৩২ ॥

তদেতচ্ছ্রুত্বা ব্রজরাজো যদপৃচ্ছৎ তদ্বর্ণয়তি—ব্রজ ইতিগদ্যেন। ব্যাজং ছলং আজহ্রতুঃ স্বীচক্রতুঃ। তয়ো রামকৃষ্ণয়োঃ রাজা ভীষ্মকঃ কিং ব্যবহারমাচরিতবান্ ॥ ৩৩ ॥

তদেতৎ পৃষ্টৌ দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। তদবিবহনবহলকুতূহলং

ব্রাহ্মণকে দান করিবার উপযুক্ত নহে ; এই কারণে তাঁহাকে প্রধান করিবার জন্য আপনার মস্তক নত করিয়া, তাহাই যেন বহুতর সমর্পণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

রাহু সপ্তম রাশিতে অবস্থান করিলে চন্দ্রের সাতিশয় মালিন্য হইয়া থাকে। কিন্তু সুদর্শন চক্রের ভয়ে রাহু পলায়ন করিলে চন্দ্রের স্বরূপসত্তা বা প্রকৃত অবস্থা ঘটিয়া থাকে। সেইরূপ ভীষ্মকনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের স্বীকার বাক্যরূপ চক্র-দ্বারা স্ফূর্ত্তি পাইলে সেই শিশুপালরূপ রাহু হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, কৃষ্ণ-বলরাম যে তথায় গমন করেন, তদ্বিষয়ে কিরূপ ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং বিদর্ভরাজ তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, তাঁহারা দুইজনে এইরূপ ছল অবলম্বন করিয়া—

তয়া (ক)বিলম্বিতং। ততস্তয়োরপি তত্রানুমোদাকর্ণনাদামোদাদ-তিথিং প্রতি কথিতাং পূজাপ্রথিতিং স চ প্রথিতবান্ ॥ ৩৪ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—অতিথিমাত্রবুদ্ধিতা চেদুদাসীনতা পরমস্যাবসীয়তে তর্হি মন্যে তৎপুরবাসিনঃ সর্ব্ব এব সরামে তস্মিন্নুদাসীনা এবাসন্ ॥ ৩৫ ॥

দূতাবূচতুঃ—নহি নহি, স এব কেবলস্তত্র দুষ্পুত্রকুমন্ত্রণ-মূলযন্ত্রণয়া নানুকূল আসীৎ। লোকস্তু তত্র শোকমেব সমবাপ। যতস্তু যতস্ততঃ সর্ব্ব এব সমুদিত্য নিত্যসমুদিত্য-

তস্যা রুক্মিণ্যা বিবহনে উদ্বাহে যদ্বহলং কুতূহলং কৌতুকং। তাভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং। ততশ্ছলেনা গমনাৎ তয়ো রামকৃষ্ণয়ো স্তত্র কন্যোদ্বাহে অনুমোদাকর্ণনাৎ প্রেক্ষকতয়া গতাবিতি শ্রবণাৎ কথিতাং মুদিতাং পূজাপ্রথিতিং পূজাপ্রকারং সচ ভীষ্মকঃ প্রথিতবান্ বিস্তারয়ামাস ॥ ৩৪ ॥

তদেবং নিশম্য বিমনা ভূত্বা ব্রজরাজো যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—ব্রজ ইত্যাদিগদ্যেন। চেদ্‌যদি অতিথিমাত্রবুদ্ধিতা তদাস্য ভীষ্মকস্য পরমুদাসীনতা অবসীয়তে রামেণ সহ তস্মিন্ কৃষ্ণে ॥ ৩৫ ॥

ব্রজরাজস্য তাদৃগ্বচনং নিশম্য দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। স ভীষ্মক এব তত্র বিবাহে দুষ্পুত্রস্য রুক্মিণো যৎ কুমন্ত্রণং তদেব মূলং যস্যা এবম্ভূতা যা যন্ত্রণা দুঃখং তয়া উপলক্ষিতোঽনুকূলো নাসীৎ তত্র তাদৃশোদাসীনতায়াং। সমুদিত্য মিলিত্বা নিত্যসমুদিত্য-

ছিলেন যে, তাঁহার কন্যার বিবাহরূপ প্রচুর কৌতুক দর্শন করিতে আমরা আগমন করিয়াছি। অনন্তর কন্যার বিবাহে কৃষ্ণ-বলরামের অনুমোদন আছে, ইহা শ্রবণ করিয়া বিদর্ভরাজ অতিথির প্রতি যেরূপ পূজা করিবার প্রথা উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ পূজা বিস্তার করিলেন ॥ ৩৪ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, কেবল মাত্র অতিথি বোধে যদ্যপি বিদর্ভরাজের সাতিশয় ঔদাসীন্য পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিবেচনা করি, সেই বিদর্ভপুরবাসী সকল লোকেই শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের উপরে উদাসীন হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

দূতদ্বয় বলিল তাহা নহে, তাহা নহে। তিনিই কেবল একাকী কুপুত্রের কুমন্ত্রণামূলক যন্ত্রণায় অনুকূল হইতে পারেন নাই। অন্য সকল লোকেই সেই বিষয়ে শোকাকুল হইয়াছিল। যেহেতু সকল স্থানে সকল লোকেই একত্র

(ক) বল-শব্দো গৌরবৃন্দাবনানন্দপুস্তকে নাস্তি।

নিশসুখসঞ্জনং তন্মুখনীলকঞ্জমনু মাধুরীধারা দৃগঞ্জলিভিঃ পিবন্নিদং জগাদ—॥ ৩৬ ॥

এতস্য ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি সর্ব্বদা।
অসৌ চাস্যাঃ পতিস্তত্রাপ্যেবকারঃ পদে পদে ॥৩৭॥

কিঞ্চ ;—

যদ্ভুতং যচ্চ ভব্যং ভবদপি যদলং পুণ্যমস্মাকমস্মা-
ন্নৈবোশ্মঃ সৌখ্যমাত্মন্যপি তু পরামিদং প্রার্থনাশর্ম্ম কুর্ম্মঃ।
হে ধাতঃ! প্রাণভাজাং সকলফলপতে! সোঽয়মম্ভোজনেত্রঃ
শ্রীরুক্মিণ্যাং করাব্জং কলয়তু বলবান্ন্যায়তোঽন্যায়তো বা ॥৩৮

নিশসুখসঞ্জনং নিত্যা সমুদিতিঃ সম্যগুদয়ো যস্য এবম্ভূতমনিশং নিরন্তরং সুখসঞ্জনং যত্র তৎ তন্মুখনীলকঞ্জং শ্রীকৃষ্ণমুখনীলকমলং তদনু লক্ষীকৃত্য যা মাধুরীধারা মাধুরীশ্রেণয়ঃ তা নেত্ররূপাভিরঞ্জলিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

তস্য তাদৃক্‌কথনং বর্ণয়তি—এতস্যেতি। এতস্য কৃষ্ণস্যৈব ভার্য্যৈব ভবিতুমেব রুক্মিণ্যেব সর্ব্বদৈব অর্হত্যেব উভয়োর্ব্বয়োরূপগুণশীলাদিভি যোগ্যত্বাৎ। অসৌ কৃষ্ণ এব চ অস্যা রুক্মিণ্যা এব পতিরেব ভবিতুমেব সর্ব্বদৈব অর্হত্যেব তত্রাপি পূর্ব্ববাক্যপদে পদে এবকারো যোজ্যঃ ॥ ৩৭ ॥

তথা তেষাং গাঢ়ানুরাগাধিক্যং বর্ণয়তি—যদ্ভূতমিতি। অস্মাকং যৎ পুণ্যং ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ ভবৎ বর্ত্তমানমপি অলং পর্য্যাপ্তং, অস্মাৎ পুণ্যাৎ আত্মনি সৌখ্যং নৈব উশ্মঃ কাময়ামহে অপি তু প্রার্থনাশর্ম্ম প্রার্থনাস্বাতন্ত্র্যং সোঽয়ং বলবান্ অম্ভোজনেত্রো ন্যায়তোঽন্যায়তো বা রুক্মিণ্যাঃ করাব্জং কলয়তু গৃহ্নাতু ॥ ৩৮ ॥

মিলিত হইয়া নিত্য প্রকাশমান এবং নিরন্তর সুখপ্রদ কৃষ্ণের মুখরূপ নীলপদ্ম লক্ষ্য করিয়া, নেত্ররূপ অঞ্জলিদ্বারা সেই মুখের মাধুরীরাশি পান করিতে করিতে এইকথা বলিয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

রুক্মিণীই কেবল সর্ব্বদা এই শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হইবার উপযুক্ত, এবং শ্রীকৃষ্ণই কেবল রুক্মিণীর পতি হইবার সর্ব্বথা উপযুক্ত। এইরূপে তাহারা সর্ব্বদাই নিশ্চয়তা সূচক 'এব' শব্দ পদে পদে প্রয়োগ করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

অপিচ, আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান পুণ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘটি-

ব্রজরাজঃ সব্রজঃ সানন্দমুবাচ ;—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ ;—ততশ্চ প্রাতর্বিধেয়ং বিধায় নন্দিতমনা দ্বারকা-গমনানুজ্ঞাপনার্থমিব বন্দিতগুরুজনা তদুপদেশাত্তু সা কন্যা হিমবৎকন্যার্চ্চনায় কৃতাভিনিবেশা ধৃতবেশা সহচরীভির্ভ্রাতৃ-গৃহচরীভিঃ পিতৃভার্য্যাভিঃ স্বকুলাচার্য্যাভিঃ কিঙ্করী-নিকরৈঃ কঞ্চুকিপ্রকরৈর্ধৃতখড়্গচর্ম্মাদিসম্পত্তিপত্তিসন্দোহৈঃ প্রশস্ত-শস্ত্রাদৃততয়া কৃতহয়ারোহৈঃ সর্ব্বগদৃষ্টিপ্রশস্তিহস্তিগতমহা-

তদেবং নিশম্য সব্রজব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। তদুপদেশাত্তু সা কন্যা দেবী হর্ম্ম্যং জগামেত্যন্বয়ঃ। সা কিম্ভূতা প্রাতর্ব্বিধেয়ং স্নানাদিকং বিধায় চ হর্ষযুক্তা স্বস্যা দ্বারকাগতাবনুমতিলাভার্থমিব বন্দিতা গুরুজনা মাত্রাদয়ো যয়া সা, পুনঃ কিম্ভূতা হিমবৎকন্যায়া দুর্গায়া অর্চ্চনায় পূজনায় কৃতোঽভিনিবেশো যস্যাঃ সা ধৃতো বস্ত্রভূষণা-দিভির্বেশো যয়া সা সখীভির্ভ্রাতৃজায়াভিঃ মাতৃবিমাতৃভিঃ পুরোহিতজায়াভি র্দাসীসমূহৈঃ কঞ্চুকি-প্রকরৈরন্তঃপুররক্ষকনপুংসকসমূহৈঃ ধৃতাঃ খড়্গচর্ম্মাদিসম্পত্তয়ো যৈ স্তে, তেচ তে পত্তিসন্দোহা-শ্চেতি তৈঃ প্রশস্তং যথাস্যাৎ তথা শস্ত্রাণ্যাদৃতানি যেষাং তদ্ভাবতয়া কৃতো হয়েষ্বশ্বেষু আরোহো যৈ স্তৈঃ সর্ব্বগদৃষ্টয়ো যেষাং তে চ তে প্রশস্তিহস্তিনঃ শ্চেতি সর্ব্বগদৃষ্টিপ্রশস্তিহস্তিনঃ তেষু গতা

য়াছে। সেই পুণ্যহেতু আমরা আপন আপন সুখও কামনা করি না। কিন্তু আমরা স্বাধীনতাভাবে প্রার্থনা করিতেছি। হে বিধাতঃ! হে সকল জীবের সকল ফলদায়ক! এই বলশালী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ, ন্যায়পূর্ব্বক হৌক, অথবা অন্যায়পূর্ব্বকই হৌক, শ্রীমতী রুক্মিণীর করকমল গ্রহণ করুন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ ব্রজবাসী ব্যক্তিগণের সহিত পরমানন্দে বলিতে লাগিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর সেই রুক্মিণী গুরুজনের উপ-দেশে ধর্ম্মযুক্ত দেবীমন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রাতঃকালে স্নানাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া আহ্লাদিত চিত্ত হইয়াছিলেন। দ্বারকায় যাইবার অনুমতি লইবার জন্যই যেন তিনি গুরুজনদিগকে বন্দনা করিয়াছিলেন। পরে সেই কন্যা হিমালয়কন্যা দুর্গার অর্চ্চনা করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া-ছিলেন। অনন্তর বসন-ভূষণাদি দ্বারা মনোহর বেশ ধারণ করেন। গমনকালে পর পর যথাক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল। তাহার

মাত্রৈঃ শতাঙ্গ-কৃত-যাত্রৈর্বিচিত্র-সম্ভৃত-বাদিত্রৈর্ব্বর্ত্তিত-নর্ত্তন-চারিত্রৈঃ পূতবর্ণনবিভাগসূতমাগধ-বন্দিভিঃ শশ্বদুৎপ্রেক্ষা-সন্দিতকুতুকেক্ষানন্দিভিঃ পরপরক্রমাদ্বহির্ব্বহিঃ পরিবারিতা হৃদি তু স্বকান্তধারণায়াং কেনাপ্যবারিতা সাবরোধাদবরোধান্নিষ্ক্রম্য নিগমং নিগমমপি সঙ্গম্য ধর্ম্ম্যং তদ্দেবী-হর্ম্ম্যং জগাম। শ্রীকৃষ্ণঃ পুনরভ্যবস্কন্দনতৃষ্ণস্তত্র মন্দং মন্দং বহির্ব্বহির্ব্বিহরতি স্ম ॥ ৩৯ ॥

যে মহামাত্রা রাজপ্রধানমন্ত্রিণ স্তৈঃ শতাঙ্গেষু রথেষু কৃতা যাত্রা যৈ স্তৈঃ সম্ভৃতং বিধৃতং বিচিত্রং বাদিত্রং বাদ্যাদি যৈ স্তৈঃ বর্ত্তিতমাচরিতং নর্ত্তনচারিত্রং যৈ স্তৈঃ, পূতাঃ পবিত্রা বর্ণনবিভাগা যৈ স্তেচ তে সূতমগধবন্দিনশ্চেতি তৈঃ শশ্বন্নিরন্তরং যা উৎপ্রেক্ষা সাদৃশ্যং তয়া সন্দিতং বদ্ধং যৎ কুতুকং তস্যেক্ষয়া নন্দিতং শীলমেষাং তৈঃ এবং পরপরক্রমাৎ বহির্ব্বহিঃ পরিবারিতা তত্রাদৌ সখীভি স্ততো ভ্রাতৃজায়াভিরিত্যাদিক্রমাদিত্যর্থঃ। স্বকান্তধারণায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য ধারণায়াং সাবরোধাদবরোধেন রক্ষকেণ সহ বর্ত্তমানো যোহবরোধোহন্তঃপুরঃ তস্মাৎ নিগমং হট্টং নিগমং নগরমপি সংগম্য ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং তৎ। পুনরভ্যবস্কন্দনতৃষ্ণঃ শত্রূণামতিক্রমণে অভিলাষযুক্তঃ তত্র দেবীনিকটস্থানে ॥ ৩৯ ॥

মধ্যে প্রথমে সখীগণ, তৎপরে ভ্রাতৃ-পত্নীগণ, পরে মাতৃবর্গ এবং বিমাতৃবর্গ, স্বীয়বংশের পুরোহিত-পত্নীগণ, দাসীসমূহ, তৎপরে অন্তঃপুর-রক্ষক নপুংসকগণ, অনন্তর খড়্গ-চর্ম্মাদি সম্পত্তিধারী পদাতিবৃন্দ, তৎপরে প্রশস্ত শস্ত্রের আদরকর্ত্তা, অশ্বারূঢ় ব্যক্তিগণ, তদনন্তর সর্ব্বত্র প্রশান্তদৃষ্টি প্রধান প্রধান হস্তীর উপর সমারূঢ় ভূপতির প্রধান অমাত্যবৃন্দ, তৎপরে রথারূঢ় ব্যক্তিগণ, অনন্তর বিচিত্র বাদ্যের বাদকগণ, তদনন্তর নৃত্যপটু-নর্ত্তকসমূহ, তৎপরে পবিত্র বর্ণবিভাগযুক্ত সূত, মাগধ এবং বন্দিগণ, এবং সর্ব্বশেষে অবিরত সাদৃশ্যবদ্ধ কৌতুক দর্শনে আনন্দিতচিত্ত সাধারণ ব্যক্তিগণ, ক্রমান্বয়ে রুক্মিণীকে বেষ্টন করিয়াছিল। কিন্তু হৃদয়ে আপনার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিলেও কেহই তাঁহাকে বারণ করিতে পারে নাই। তখন তিনি রক্ষকদ্বারা রক্ষিত অন্তঃপুর হইতে বেদবিধি অনুসারে পুরমধ্য দিয়া গমন-পূর্ব্বক সেই ধর্ম্মপূর্ণ দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে অভিলাষী হইয়া

অথ সাপি তাং যথাচর্চ্চিতমর্চ্চিত্বা তৎপ্রসাদং বপুষি মনসি চ চিত্বা তস্যা গৃহং হিত্বা রত্নমুদ্রাশোভাকরেণ করেণ সখী-করং গৃহীত্বা বহির্নির্জগাম। নির্গচ্ছন্তীং চ তামথ কুন্দকোরকদন্তীং দেবমায়া দ্বিধাকায়াং নিচায়য়ামাস। কৃষ্ণবহির্মুখান্ প্রতি মায়াময়ী তদন্তর্মুখান্ প্রতি তু তজ্জায়াময়ীতি। যত্র পূর্ব্বে তচ্ছক্ত্যা মূঢ়া বভূবুরুত্তরে তু তদ্ভক্ত্যা মূঢ়য়াম্বভূবুরিতি স্থিতে শ্রীকৃষ্ণে চ সর্ব্বস্মাদুন্নতং রথমধিষ্ঠিতে তয়োর্ব্বরকন্যয়োর্ব্বরজনতাদৃষ্টিশূন্যয়োরন্যোহন্যমীক্ষণমপি বিলক্ষণং জাতম্॥৪০॥

পুনস্তস্য বৃত্তান্তরং বর্ণয়তঃ—অথেতিগদ্যেন। তাং দুর্গাং যথাচর্চ্চিতং যথাধ্যাতং যথাস্যাৎ তথার্চ্চিত্বা পূজয়িত্বা চিত্বা ধারয়িত্বা তস্যা দেব্যাঃ রত্নমুদ্রয়া শোভাং করোতি যঃ কর স্তেন করেণ দেবমায়া যোগমায়া তাং রুক্মিণীং দ্বিধাকায়াং দ্বিধামূর্ত্তিং নিচায়য়ামাস দর্শয়াম্বভূব। তৎ পরিচায়য়তি কৃষ্ণেত্যাদি তদন্তর্মুখানিত্যাদৌ তচ্ছব্দেন কৃষ্ণঃ পরামৃশ্যতে। পূর্ব্বে বহির্ম্মুখাঃ তচ্ছক্ত্যা যোগমায়য়া উত্তরে কৃষ্ণান্তর্ম্মুখাঃ মূঢ়য়াম্বভূবুঃ মূঢ়া ইব আচরন্ ইত্যর্থে আয়স্তাৎ লিট্ উন্নতমুচ্চং বরজনতাদৃষ্টিশূন্যয়ো র্বরা শ্রেষ্ঠা যা জনতা তস্যা দৃষ্টিশূন্যয়োরেগাচরয়োঃ বিলক্ষণং স্বভাবযুক্তং॥ ৪০ ॥

ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই দেবীর মন্দিরের নিকটে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৩৯ ॥

অনন্তর রুক্মিণীও যে রূপে ধ্যান করিতে হয়, সেই রূপে ধ্যানপূর্ব্বক দেবীদুর্গার অর্চ্চনা করিয়া, এবং দেবীর প্রসন্নতা শরীরে এবং হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অবশেষে রত্নমুদ্রা দ্বারা পরিশোভিত করদ্বারা সখীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। যখন তিনি নির্গত হন, তখন দেবমায়া (যোগমায়া) কুন্দ-কলিকার মত দন্তবিশিষ্ট রুক্মিণীকে দুইভাগে শরীর বিভক্ত করিয়া দেখাইলেন। যাহারা কৃষ্ণের প্রতি বহির্মুখ, তাহাদের প্রতি মায়াময়ী মূর্ত্তি, এবং যাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্তর্মুখ তাহাদের প্রতি তাহাদের জায়ামমী মূর্ত্তি। যাহাতে প্রথম কৃষ্ণবহির্মুখ ব্যক্তিগণ যোগমায়া দ্বারা মূঢ় হইয়াছিল, এবং অবশিষ্ট কৃষ্ণান্তর্মুখ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণভক্তি-দ্বারা মূঢ়ের মত আচরণ করিয়াছিল। এইরূপ ঘটিলে এবং

জাতে পুনরীক্ষণে ;—

রথারোহে কার্য্যে মিষচিতবিলম্বাং স্বমনু চ
স্ফুরন্নেত্রপ্রান্তাং নৃপদুহিতরং সদ্রবরথঃ।
তথাকার্ষীৎ কৃষ্ণোঽপ্যমনুত যথা দূরজনতা
ধ্বজদ্রষ্ট্রী কৃষ্ট্বা নয়তি গরুড়স্তাং দ্রুতমিতি ॥

তাং গ্রহীতুমাগচ্ছতি গৃহীত্বা গচ্ছতি চ তস্মিন্ ;—॥৪১ ॥

পরস্পরদর্শনানন্তরং বৃত্তান্তরং বর্ণয়তি—রথেতি। মিষচিতবিলম্বাং ছলেন সঞ্চিতবিলম্বাং স্বং কৃষ্ণং সদ্রবরথঃ সন্ মহান্ দ্রবো গতি র্যস্য এবম্ভূতো রথো যস্য সঃ কৃষ্ণ স্তথাকার্ষীৎ জহার যথা দূরজনতা দূরস্থজনসমূহঃ অমনুত ধ্বজ ইব দর্শনশীলো গরুড় স্তাং রুক্মিণীং কৃষ্ট্বা আকৃষ্য দ্রুতং শীঘ্রং নয়তি দ্বারকাপথং প্রাপয়তি। বস্তুতঃ তা গ্রহীতুমাগচ্ছতি গ্রহীত্বা গচ্ছতি চ তস্মিন কৃষ্ণে সতি ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চরথে আরোহণ করিলেন। সেই বর কন্যা শ্রেষ্ঠ জনসমূহের দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে, ঐ দুইজনের পরস্পর দর্শনকার্য্যও স্বভাবসিদ্ধই হইয়াছিল ॥ ৪০ ॥

পুনর্ব্বার যখন দর্শন হইয়া গেল, তখন রথে আরোহণ করিতে হইবে বলিয়া রুক্মিণী ছলপূর্ব্বক বিলম্ব করিতে লাগিলেন। রাজকন্যার কটাক্ষ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তখন মহাবেগশালী রথে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এইরূপে হরণ করিয়াছিলেন, যাহাতে দূরস্থ জনসমূহ ভাবিয়াছিল যে, ধ্বজের মত দৃশ্যমান গরুড় সেই রুক্মিণীকে আক্রমণ করিয়া শীঘ্র দ্বারকা পথে লইয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসিতেছেন, এবং পরে সেই শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিয়া গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥

তে মুগ্ধবুদ্ধিকচরা মগধাধিপাদ্যাঃ
সঙ্খ্যাতিগা হরিরথ-ধ্বনিচেতিতাশ্চ।
তন্নোহিতুং সমশকন্ ননু সোঽয়মস্মিন্
কর্হ্যাগতঃ ক্ব নু কদা গতবানিতীত্থম্ ॥ ৪২ ॥

জাতবিধানে পুনরনুসন্ধানে ;—

ক্রূরক্রেঙ্কারহুন্দুন্দুমিতি পরিনুদদ্দুন্দুভিধ্বানবৃংহ-
দ্ধ্রেষাযুগ্‌বৃংহিতাতিপ্রকটরথঘটৎকারকোটিপ্রকারঃ।
সেনাসারঃ স মৃগ্যন্নৃপদুহিতৃহৃতের্ব্বর্ত্ম তদ্ধৃচ্ছতাঙ্গ-
চ্ছিন্নদ্বিট্‌কূটলব্ধচ্ছদনমনুসরংশ্চাভিদো দূয়তে স্ম ॥ ৪৩ ॥

শত্রূণাং তদানীন্তনীমবস্থাং বর্ণয়তি—তে মুগ্ধেতি। মগধাধিপাদ্যা জনা স্তন্নোহিতুং বিতর্কয়িতুং সমশকন্নিত্যন্বয়ঃ। তে কিম্ভূতা মুগ্ধবুদ্ধিকচরা মুগ্ধা মূঢ়া বুদ্ধয়ো যেষাং তে মুগ্ধবুদ্ধিকাঃ চরট প্রাগভূতে ইতি চরট্ পূর্ব্বং মূঢ়বুদ্ধয় ইত্যর্থঃ। সংখ্যাতিগা অপরিমিতাঃ হরিরথস্য যো ধ্বনিঃ শব্দ স্তেন চেতিতাঃ প্রাপ্তজ্ঞানা উহনাভাবপ্রকারং বর্ণয়তি—ননু ভোঃ সোঽয়ং কৃষ্ণোঽস্মিন্ স্থানে কর্হ্যাগতঃ ক্ব কুত্র কদা গতবানিতি ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ পুনরনুসন্ধানে জাতবিধানে সতি ॥

শত্রুসেনানামবস্থাং বর্ণয়তি—ক্রূরেতি। সেনাসারঃ সেনাশ্রেষ্ঠো দূয়তে স্মেত্যন্বয়ঃ। স কিম্ভূতঃ ক্রূরঃ ক্রেঙ্কারো ভয়ঙ্করশব্দো যস্য সঃ হুং হুং হুমিতি পরিনুদন্ প্রেষ্যন্ যো দুন্দুভিধ্বনিঃ তেন বৃহংতী বর্দ্ধমানা যা হ্রেষা অশ্বশব্দ স্তয়া যুক যৎ বৃংহিতং হস্তিগর্জ্জিতং তেনাতিপ্রকটো রথস্য ঘটৎকারোঽব্যক্তশব্দ স্তস্য কোটিপ্রকারো যত্র সঃ ক্রূরক্রেঙ্কারশ্চাসৌ হুং হুং হুমিত্যাদি-শ্চেতি সঃ। নৃপদুহিতুঃ রুক্মিণ্যা যা হৃতি স্তস্যা বর্ত্ম মার্গং মৃগ্যন্ অন্বেষয়ন্ তং হৃচ্ছতাঙ্গা

কৃষ্ণ রুক্মিণীকে লইয়া চলিয়া গেলে পূর্ব্বে যাহারা মূঢ়মতি হইয়াছিল, সেই সকল সংখ্যাতীত জরাসন্ধ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের রথের শব্দে চৈতন্য লাভ করিল। এবং "ওহে! শ্রীকৃষ্ণ কোন সময়ে এই স্থানে আসিয়াছিল, এবং কখন কোন স্থানে গমন করিয়াছে" জরাসন্ধসঙ্গী ব্যক্তিগণ ইহা তর্ক করিতেও সমর্থ হইল না ॥ ৪২ ॥

পুনর্ব্বার অনুসন্ধান করা হইলে শ্রেষ্ঠ সৈন্যগণ বিদারিতাঙ্গ হইয়া অত্যন্ত উপতপ্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে কঠোর ভীষণ শব্দ হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে

যদ্যপি তেঽপ্যভিযুযুজুঃ প্রাধনিকান্ শ্রীহরেস্তথাপি তু ন ।
বর্ণ্যা যত উন্মাদাদভিসিংহং ফেরবোঽপি গচ্ছন্তি ॥ ৪৪ ॥
যদ্যপি নবসম্বলনা, কুলজনিতা হ্রীতচিত্তা সা ।
তদপি প্রতিবলভাতা, প্রিয়মুখমালিঙ্গদিঙ্গনেত্রেণ ॥৪৫॥

চ্ছিন্নদ্বিট্কূটলব্ধচ্ছদনং তস্যা নৃপদুহিতু হৃৎ হর্ত্তা যঃ শতাঙ্গো রথস্তেন চ্ছিন্নো যো দ্বিট্কূটঃ শত্রু-সমূহ স্তেন লব্ধচ্ছদনং লব্ধমাচ্ছাদনং যস্য তৎ অনুসরন্ অনুগচ্ছন্ অভিদোঽবিদারিতোঽপি ॥ ৪৩ ॥

তথাপি মূঢ়তয়া তেষামুদ্যমা বিফলা অভূবন্নিতি বর্ণয়তি—যদ্যপীতি। যদ্যপি তেঽপি শত্রবঃ শ্রীহরেঃ প্রাধনিকান্ সেনা অভিযযু স্তথাপি ন বর্ণ্যা ন বর্ণনীয়া অতিতুচ্ছত্বাৎ। যৎ উন্মাদাৎ চিত্তবৈকল্যাৎ ফেরবঃ শৃগালা অপি অভিসিংহং সিংহসমীপং গচ্ছন্তি তে যথা ন বর্ণ্যা স্তথেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

তত্র রুক্মিণ্যা বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—যদ্যপি ন বেতি। সা রুক্মিণী যদ্যপি নবসম্বলনা নবমিলনা কুলজনিতা কুলোদ্ভবা অতএব হ্রীতচিত্তা তদপি তথাপি প্রতিবলভীতা শত্রুবলভীতা সতী ইঙ্গি-নেত্রেণ চঞ্চলচক্ষুষা প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য মুখমালিঙ্গৎ তত্রাসক্তা বভূব ॥ ৪৫ ॥

দুম্ দুম্ দুম্ এইরূপে দুন্দুভি ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। দুন্দুভি শব্দের সহিত বর্দ্ধিত হইয়া অশ্বগণের হ্রেষারবের সহিত হস্তিদিগের বৃংহিতধ্বনি এবং সেই সঙ্গে রথের ঘট্ ঘট্ শব্দ হইতে লাগিল। এইরূপে সেনাগণ নানা প্রকারে অস্থির হইয়াছিল। ইহারা রাজনন্দিনী রুক্মিণীর হরণপথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এবং রাজকুমারীর হরণকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের রথদ্বারা যে সকল শত্রু ছিন্ন হয়, এবং ইহাদের দ্বারা যাহার আচ্ছাদন হইয়াছে, ইহা জানা গিয়াছিল, তাহার অনুসরণ করিয়া সেনাগণ উপতপ্ত হইল ॥ ৪৩ ॥

যদ্যপি সেই সকল বিপক্ষগণও শ্রীকৃষ্ণের সেনাদিগের সম্মুখে গমন করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের বিষয় বর্ণন করা যাইবে না। যেহেতু শৃগালেরাও উন্মাদ বশতঃ সিংহের সম্মুখে গমন করিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

যদ্যপি সৎকুলজাতা রুক্মিণীর অন্তঃকরণ নবমিলনে লজ্জিত হইয়াছিল, তথাপি তিনি শত্রুবলে ভীত হইয়া চঞ্চল চক্ষুদ্বারা প্রিয়তমের মুখই আলিঙ্গন (দর্শন) করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

যদ্যপি মম মহিমজ্ঞা তদপি চ ভীতাবলা-স্বভাবেন !
ইতি হরিরুপচিতকরুণং বচসা সহসাপ্যসান্ত্বয়দ্দয়িতাম্ ॥৪৬
অভ্যয়ুররয়ো বৃষ্ণীন্ মুমুচুর্ব্বাণাংশ্চ তেষু তৎ সত্যম্।
কিন্তু প্রবলসমীরেষ্বম্ভোমুগ্ব্রাততুল্যতাং যাতাঃ ॥ ৪৭ ॥
যদবো দদৃশুঃ স্পষ্টং, তেষাং পৃষ্ঠ্যানুপাসঙ্গান্।
চিত্রং তে পুনরেষাং, স্থিতিমপি নাজ্ঞাসিষুঃ স্বাঙ্গে ॥ ৪৮॥

তদা সভয়বীক্ষণাং তাং শ্রীকৃষ্ণো যথাসান্ত্বয়ত্তদ্বর্ণয়তি—যদ্যপি মমেতি। যদ্যপি নিত্যপ্রেয়-সীত্বেন মম মহিমজ্ঞা তথাপি অবলাস্বভাবেন ভীতাভূৎ ইতি হেতোরুপচিতা বর্দ্ধিতা করুণা যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা হরির্বচসা হস্তেন চ দয়িতা প্রিয়ামসান্ত্বয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

তদাচ শত্রূণাং বিক্রমোঽপি বিফলতাং যাত ইতি বর্ণয়তি—অভ্যয়ুরিতি। অরয়ঃ শত্রবো বৃষ্ণীন্ অভ্যয়ুরভিগতাঃ তথা তেষু বাণান্ চকারেণ শূলাদীন্ মুমুচু স্তৎ সত্যং যথার্থং কিন্তু প্রবলসমীরেষু মহাবাতেষু অম্ভোমুগ্‌জাততুল্যতাং মেঘসমূহসাদৃশ্যং যাতাঃ ॥ ৪৭ ॥

তত্রাশ্চর্য্যং যদভূত্তদ্বর্ণয়তি—যদব ইতি। যদব স্তেষামরীণাং পৃষ্ঠে ভবাঃ পৃষ্ঠ্যা স্তান্ উপাসঙ্গান হীনরূপেণ মিলিতান্ স্পষ্টং দদৃশুঃ। তে অরয এষাং যাদবানাং স্বাঙ্গে অস্ত্রাদিসম্বন্ধে স্থিতিমপি নাজ্ঞাসিষুর্ন জ্ঞাতবন্তঃ ॥ ৪৮ ॥

যদ্যপি নিত্যপ্রেয়সী বলিয়া রুক্মিণী আমার মহিমা অবগত আছেন, তথাপি অবলাজনোচিত স্বভাবে ভীত হইয়াছে। এই কারণে কৃষ্ণ কৃপাবর্দ্ধন পুরঃসর বাক্যদ্বারা এবং হস্তদ্বারা প্রিয়তমাকে সান্ত্বনা করিলেন। ৪৬॥

শত্রুগণ যাদবদিগের নিকটে গমন করিয়াছিল, এবং তাহাদের উপরে বাণ এবং শূলাদি অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিয়াছিল, এই সমস্তই সত্য। কিন্তু প্রবল সমীরণের বেগে মেঘ সকল যে রূপ উড়িয়া যায় সেইরূপ অস্ত্রশস্ত্র সকল বৃথা হইয়াছিল ॥ ৪৭ ॥

যাদবগণ শত্রুদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে স্পষ্টই হীনভাবে মিলিত হইতে দর্শন করিল। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে ঐ সকল শত্রুগণ যাদবদিগের স্ব স্ব অঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রাদির অবস্থানও জানিতে পারে নাই ॥ ৪৮॥

কৌক্ষেয়কসমুদায়, স্তেষামাসীৎ পরার্দ্ধমূল্যার্হঃ।
কিন্তু যথা কৃপণানামর্থঃ কোষাদনিষ্ক্রান্তঃ ॥ ৪৯ ॥
অপি বহু পতিতং যুদ্ধে, নাশোচংস্তে চতুর্ব্বিধং কটকম্।
নিজবপুরুর্ব্বরিতংযত্তস্মাদেবাতুলং দধুঃ শর্ম্ম ॥ ৫০ ॥
দ্বিষতামতিভয়ভাজাং, যদুরাজানুদ্রবাদ্দ্রবতাম্।
দেহস্তোমবিঘট্টঃ, স্ফুটমাসীদ্দ্যোগতেঃ কৃতে ঘট্টঃ ॥ ৫১ ॥

কিঞ্চ তেষামরীণাং কৌক্ষেয়কসমুদায়ঃ খড়্গসমূহঃ পরার্দ্ধমূল্যমর্হতি অত্যুত্তম ইত্যর্থঃ। কিন্তু কোষাদাধারাদনিষ্ক্রান্তোঽভূৎ যথা কৃপণানামর্থো ধনং কোষাদ্ধনাগারাৎ অনিষ্ক্রান্ত এব তিষ্ঠতি ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চ যুদ্ধে চতুর্বিধং কটকং পত্তিহস্ত্যশ্বরথরূপং বলং বহুপতিতমপি তে অরয়ো নাশোচন্ শোকং ন চক্রুঃ, যদ্‌যস্মাৎ নিজবপুঃ স্বশরীরং উর্ব্বরিতং ন হতং সদ্বিদ্যতে তস্মাদেবাতুলমমিতং শর্ম্ম সুখং দধুঃ ॥ ৫০ ॥

কিঞ্চ যদুরাজঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তস্মাদনুদ্রবাৎ মহাবেগাৎ অতিভয়ভাজাং দ্রবতাং গচ্ছতাং দ্বিষতাং শত্রূণাং দেহস্তোমবিঘট্টঃ দেহসমূহানাং পাতঃ দ্যোগতেঃ স্বর্গগমনস্য কৃতে নিমিত্তং ঘট্টঃ পণগ্রহণস্থানমুচ্চপ্রদেশঃ ॥ ৫১ ॥

ঐ সকল শত্রুদিগের খড়্গসমূহ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যেরূপ কোষ বা ধনাগার হইতে কৃপণদিগের অর্থ নির্গত হয় না, সেইরূপ খড়্গ সকল কোষ (খাম) অর্থাৎ আধার হইতে নির্গত হয় নাই ॥ ৪৯ ॥

অপিচ, যদ্যপি যুদ্ধে হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি এই চতুরঙ্গিনী সেনা নিঃশেষে পতিত হইলেও শত্রুগণ শোকাকুল হয় নাই। কারণ তাহাদের স্ব স্ব শরীর বিনষ্ট না হইয়া বিদ্যমান আছে, তাহাতেই অপরিমিত সুখ ধারণ করিয়াছিল অর্থাৎ বলক্ষয় হইলেও যে তাঁহারা জীবিত ছিল তাহাই তৎকালে তাহারা পরম লাভ মনে করিয়াছিল ॥ ৫০ ॥

যদুরাজ শ্রীকৃষ্ণের মহাবেগ-অতিভয়ে আকুল হইয়া পলায়নোন্মুখ শত্রুদিগের দেহসমূহ পতিত হইয়া, স্বর্গগমনের নিমিত্তও স্পষ্টই যেন ঘট্টস্থান স্বরূপ অর্থাৎ ঘাটের সোপান তুল্য হইয়াছিল ॥ ৫১ ॥

কেচিদ্দৃষ্টকবন্ধা দূরং বিদ্রুত্য সম্ভ্রান্তাঃ।
মস্তকমস্তং কিম্বিতি ন্যস্তং হস্তং ব্যধুস্তত্র ॥ ৫২ ॥
হারিতদারমিবামুঞ্চৈদ্যং সংসান্ত্ব্য তে চেলুঃ।
উৎসাহং বিসৃজন্তঃ, সম্প্রতি কর্ম্মন্দিনাং (ক) বাদৈঃ ॥৫৩॥

তেষাং পরাজিতানাং বৈয়গ্র্যং বর্ণয়তি—কেচিদিতি। দৃষ্টকবন্ধাৎ যুদ্ধে মৃতস্য নির্ম্মস্তকাৎ দূরং বিদ্রুত্য সংভ্রান্তাঃ সন্তঃ মস্তকমস্তং ক্ষিপ্তং কিমিতি তত্র মস্তকে হস্তং ন্যস্তং ব্যধুঃ কৃতবন্তঃ ॥ ৫২ ॥

নন্ু তদা শিশুপালস্য কিং বৃত্তমভূৎ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—হারিতেতি। তে জরাসন্ধাদয়ো হারিতা দারা স্ত্রী যস্য তমিব অমুং চৈদ্যং শিশুপালং সংসান্ত্ব্য চেলুর্গতবন্তঃ। কথং চেলু স্তত্রাহ—কর্ম্মবাদিনাং বাদৈঃ কর্ম্মৈব জয়পরাজহেতু নত্বীশ্বরো বলাদিকঞ্চ ইত্যাদিবাদৈর্বিতণ্ডাভিঃ উৎসাহং যুদ্ধোদ্যমং বিসৃজন্ত স্ত্যজন্তঃ ॥ ৫৩ ॥

কতিপয় পরাজিত ব্যক্তি কবন্ধ (গলহীন) সকল দর্শন করিয়াছিল। পরে ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করিয়া "আমাদের মস্তকও কি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে" এই কারণে তাহারা স্ব স্ব মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিয়াছিল (খ) ॥ ৫২ ॥

কর্ম্মই জয় পরাজয়ের হেতু, ঈশ্বরও কারণ নহে এবং সৈন্যাদিও কারণ নহে। এইরূপ কর্ম্মন্দী অর্থাৎ পরিব্রাজকদিগের কর্ম্মবাদ পূর্ণ বিবিধ বিতণ্ডা দ্বারা ঐ সকল জরাসন্ধ প্রভৃতি ভূপতিগণ যুদ্ধের উৎসাহ পরিত্যাগ করিল। এবং শিশুপাল যেন মনে করিতেছে যে আমার পত্নীকে শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়াছে, এই ভাবিয়া সে দুঃখিত হইলে ঐ চেদিপতি শিশুপালকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন ॥ ৫৩ ॥

(ক) কর্ম্মন্দী পরিব্রাজকঃ। কর্ম্ম দ্যতি ছিনত্তি, পৃষোদরাদিঃ। কর্ম্মন্দেন প্রোক্তং ভিক্ষু সূত্রং অধীতে "কর্ম্মন্দ-কৃশাশ্বাদিনিঃ" কর্ম্মন্দী। ইতি রায়মুকুটঃ। ইত্যমর টীকা। তৎপর্য্যায়ঃ ভিক্ষুঃ পরিব্রাট্, কর্ম্মন্দী, পারাশরী মাকরী। কর্ম্মবাদিনাং বাদৈঃ। ইতি তু মাণ্ডপুস্তকস্য মূল এব সন্নিবিষ্টমস্তি।

(খ) নিজের মস্তক আছে কিনা বলিয়া যে মস্তকে হস্তার্পণ ইহা কবন্ধ দর্শন জনিত ভয়বশতঃ বুঝিতে হইবে।

বারান্ সপ্তদশাহং জিগ্যে হরিণাথ তং সকৃজ্জিতবান্।
পশ্যত তদপি সমং মামিতি মাগধবাগ্ন কংপ্রহাসয়তি ॥৫৪
সপ্তদশাহং সমরান্ জিগ্যেঽষ্টাদশমমুং পরাজিগ্যে।
ইতি মাগধবাগ্ভ্রান্তা সম্প্রতি তস্মিন্ পরাজয়ে স্বস্থ ॥৫৫॥

তদেবং স্থিতেঽপি তেষাং দুরবাস্থতে রুক্মবাংস্তু তৈঃ সহাপদ্রুতবানপি স্ফূর্জ্জদূর্জ্জস্বলবজ্রনিপাতপ্রজ্বলিততালসজ্ঘবদ্দৃশ্যমানানামমঙ্গলানাং তেষামেব পুরতঃ প্রতিশ্রুতবান্। রুক্মিণীহর্ত্তারং রুক্মিণীমবিজিত্য ন নিত্যগৃহমেষ্যামীতি ॥ ৫৬ ॥

যথাস্থানং তত্র দৃষ্টান্তীকরোতি তদ্বর্ণয়তি—বারানিতি। অহং হরিণা সপ্তদশবারান্ জিগ্যে জিতবান্ অথ তং হরিং সকৃদেকবারং জিতবান্। তদপি তথাপি মাং সমং বিষাদপ্রমোদরহিতং পশ্যত ইতি জরাসন্ধস্য বাক্ কং জনং ন প্রহাসয়তি ॥ ৫৪ ॥

প্রহাসনপ্রকারং বর্ণয়তি—সপ্তেতি। অহং সপ্তদশসমরান্ ব্যাপ্য অর্থাৎ হরিণা জিগ্যে অষ্টাদশসমরান্ প্রাপ্য অমুং কৃষ্ণং পরাজিগ্যে পরাজয়ং কৃতবান্। ইত্যেবং মাগধবাক্ তস্মিন্ পরাজয়ে স্বস্থ ভ্রান্তা বভূব। বহু পরাজিতস্য সকৃজ্জয়ো ন বর্ণনীয় ইতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

নন্বেবং স্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গে রুক্মী কিং কৃতবান্ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তদেবমিতিগদ্যেন। তদেবং তেষাং দুরবস্থিতে দুরবস্থায়াঃ স্থিতেঽপি রুক্মবান্ রুক্মীতু তৈ জরাসন্ধাদিভিঃ সহ অপদ্রুতবানপি পরাজিতোঽপি এষ রুক্মী তেষাং পুরতোঽগ্রে প্রতিশ্রুতবান্ প্রতিজ্ঞাং চকার। তেষাং

শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সপ্তদশবার জয় করিয়াছে, এবং আমি তাহাকে একবার জয় করিয়াছি। তথাপি তোমরা সকলেই আমাকে হর্ষ-বিষাদ বিরহিত অর্থাৎ সুখে-দুঃখে সমান বলিয়া দর্শন কর। জরাসন্ধের এইরূপ বাক্য কোন্ ব্যক্তিকে না হাস্যার্ণবে মগ্ন করে!॥ ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সপ্তদশবার যুদ্ধে জয় করিয়াছিল, অষ্টাদশ যুদ্ধের সময় আমি শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিয়াছিলাম। মগধপতি জরাসন্ধের এইরূপ বাক্য, সেই পরাজয় বিষয়ে আপনার ভ্রম প্রকাশ করিয়াছিল ॥ ৫৫ ॥

অতএব তাহাদের এইরূপ দুরবস্থা ঘটিলেও এবং ভীষ্মকপুত্র রুক্মী তাহাদের সহিত পরাজিত হইলেও, প্রকাশমান অথচ বলযুক্ত বজ্রনিপাতে প্রজ্বলিত তালবৃক্ষ সমূহের মত দৃশ্যমান (অর্থাৎ যাদবদিগের অস্ত্রজ্বালা দ্বারা দগ্ধ)

তেষাং বচসি পুনরস্মাকমকস্মাদেকং সুখং জাতং। হলা-য়ুধপিত্রা স্বপুত্রতয়া খ্যাপিতমপি তং তব পুত্রং তে গোপতয়া বদন্তস্তন্ন প্রতিযন্তি। কৃষ্ণস্য চ তেন সন্তোষপোষ এবাদৃশ্যত ইতি ॥ ৫৭ ॥

ব্রজরাজ উবাচ ;—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ ;—রুক্মিণস্তাবদসমীক্ষ্যকারিতাস্তাং। তেষা-মপি ক্লীবতাতীব দৃশ্যতাং। তথাপি যদনুগতপলায়নতয়া পর-মাসীন্নতু বলায়নতা। যতো হরিণহৃদয়া এব তে বভূবুর্ন তু হরিহৃদয়া ইতি ॥ ৫৮ ॥

কিম্ভূতানাং স্ফূর্জৎ প্রকাশমানং ঊর্জ্জস্বলং বলবৎ যদ্বজ্রং তস্য নিপাতেন প্রজ্বলিতো য স্তালসংঘঃ তালবৃক্ষসমূহ স্তস্যেব দৃশ্যমানানাং যদূনামস্ত্রজ্বালাদগ্ধানামিত্যর্থঃ। রুক্মিণীহর্ত্তারং কৃষ্ণং রুক্মিণী মবিজিত্য নিত্যগৃহং নিজালয়ং নৈষ্যামি নাগমিষ্যামীতি তেষাং মাগধাদীনাং অকস্মাদ্দৈবাৎ হলায়ুধ-পিত্রা শ্রীবসুদেবেন স্বপুত্রতয়া শৌরিতয়া খ্যাপিতমপি তব পুত্রং তত্র প্রতিযন্তি গোপতায়াং প্রত্যয়ং কুর্ব্বন্তি। তেন স্বস্য গোপতয়া কথনেন সন্তোষপোষঃ সন্তোষস্য পুষ্টি-র্ভূতা ॥ ৫৬—৫৭ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতুস্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। অসমীক্ষ্য-কারিতা অবিবেচকতা আস্তাং তিষ্ঠতু, তেষাং মাগধাদীনাং ক্লীবতা বিক্রমহীনতা তথাপি রুক্মিণঃ সহায়কারিত্বেঽপি অনুগতপলায়নপরতা অনুগতং সংপ্রাপ্তং যৎ পলায়নং তৎপরতা বলায়নতা বলবিশিষ্টতয়া হরিণহৃদয়া হরিণস্যেব ত্রস্তং হৃদয়ং যেষাং তে হরিহৃদয়া হরৌ হৃদয়মভিপ্রেতং যস্মাত্তে ইতি ॥ ৫৮ ॥

ঐ সকল অশুভ-ব্যক্তিগণের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি রুক্মিণীর হরণকর্ত্তা এবং রুক্মিণীকে জয় না করিয়া নিজভবনে আগমন করিব না ॥ ৫৬ ॥

কিন্তু তাহাদের, বাক্যে আমাদের অকস্মাৎ একটি সুখ হইয়াছে। বল-দেবের পিতা শ্রীবসুদেব যাহাকে আপনার পুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, আপনার সেইপুত্র শ্রীকৃষ্ণকেও তাহারা গোপ বলিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষবৃদ্ধি দর্শন করা গিয়াছে ॥ ৫৭ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, রুক্মীর এক্ষণে

ব্রজরাজ উবাচ ;—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ ;—রুক্মী তু নির্ব্বিদ্য নির্ব্বিদ্যজনানিব তান্ হিত্বা নিজমক্ষৌহিণীমাত্রং গৃহীত্বা কৃতগাত্রস্তস্যাপ্যননুবর্ত্তমানতাং বীক্ষ্য সহায়ীকৃতকেবলনিজগাত্রঃ পুনর্গাত্রমপ্যনুবর্ত্তিতুমশক্তং সমীক্ষ্য প্রলাপমাত্রং তদনুষক্তং প্রতীক্ষ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি নিজপৃষ্ঠমাংসাদতয়া দূরাদহ্বাস্ত। কৃষ্ণস্তু পূর্ব্বং স্বরথনির্ঘোষগিলিতং তদ্রথনির্ঘোষমশৃণ্বন্নেব গচ্ছন্নাসীৎ। শ্রুত্বা তু ধৃতস্তম্ভারম্ভ-

ততো ব্রজরাজজিজ্ঞাসানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। নির্ব্বিদ্য নির্বেদং প্রাপ্য নির্বিদ্যজনানিব অদ্য যুদ্ধে গোপৈর্বয়ং জিতাঃ স্মঃ হাধিগিতি। নির্বেদযুক্তানপি তস্যাপ্যক্ষৌহিণীমাত্রস্যাপি অননুবর্ত্তমানতাং অনুগতিশূন্যতাং সহায়ীকৃতং কেবলং নিজগাত্রং যস্য সঃ, গাত্রং শরীরমপি অনুবর্ত্তিতুং স্বাধীনীভবিতুং প্রলাপমাত্রং অনর্থকবাক্যমাত্রং তদনুষক্তং কৃষ্ণে সমুচিতং নিজপৃষ্ঠাসাদতয়া নিজপৃষ্ঠে কৃষ্ণস্য পশ্চাদ্ভাগে আসাদ আসন্নতা যস্য তদ্ভাবতয়া অহ্বাস্ত আহ্বয়ামাস। স্বরথনির্ঘোষগিলিতং স্বরথস্য নির্ঘোষেণ গিলিতং গ্রস্তং তদ্রথনির্ঘোষং রুক্মিরথশব্দং। ধৃতস্তম্ভারম্ভমাত্রে ধৃতঃ স্তম্ভারম্ভমাত্রং রথস্য স্তম্ভনং যেন তস্মিন্

অবিমৃশ্যকারিতা দূরে থাক্। মগধপতি প্রভৃতি ভূপতিগণের সাতিশয় পরাক্রমহীনতা দর্শন করুন। তথাপি তাহারা রুক্মীর সহায়তা করিলেও তাহারা অত্যন্ত পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ বিক্রম দেখাইতে পারে নাই যেহেতু তাহাদের চিত্ত (ব্যাধ দর্শনে) হরিণের মত ভীত হইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণের উপরে তাহাদের হৃদয়ের অভিপ্রায় ছিল না॥ ৫৮॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর রুক্মী দুঃখিত হইয়া "হায়! ধিক্! অদ্য যুদ্ধে গোপগণ আমাদিগকে জয় করিয়াছে" এইরূপে দুঃখান্বিত ব্যক্তিগণের ন্যায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র আপনার অক্ষৌহিণী লইয়া যাত্রা করেন। তখন তিনি দেখিলেন যে, কেবল মাত্র অক্ষৌহিণীও অনুগমন করে নাই। অবশেষে কেবল নিজ-দেহকেই সহায় করিলেন। অথচ নিজ-শরীরকেও স্বাধীন হইতে অক্ষম বলিয়া বিবেচনা করিলেন তখন কেবল মাত্র প্রলাপ বাক্য, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে সমুচিত, ইহা প্রতীক্ষণ করিয়া 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' (থাক থাক) বলিয়া রাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান-

মাত্রে তস্মিন্ গুণপাত্রে রুক্মী মুখাদ্দোষারোপান্ কার্ম্মুকাত্তু রোষান্ সসর্জ। কৃষ্ণস্তু স্মিতেন তাবদ্দোষারোপানপসার্য্য যোগমায়াময়কবচময়ত্বচা তু রোপানপসারয়াযাস। অথ রুক্মিণীপতেঃ শরাঃ পুঙ্খমনু রুক্মিণঃ সন্তস্তস্য রুক্মিণঃ স্পর্দ্ধয়া কিল তেজসা বর্দ্ধমানা যুগপদেব কোদণ্ডং ধ্বজদণ্ডমপি খণ্ডিত-বন্তঃ। তদ্বদেব সহসা সহসারথিমস্যাবয়বচয়ং হয়চতুষ্টয়মপি স্পষ্টং যুগপদেব দষ্টং সৃষ্টবন্তঃ। রুক্ম্যেব তু তত্তৎক্রমবল-নয়া দৃষ্টবান্। যচ্চ কষ্টাদন্যদ্ধনুঃপরামৃষ্টবান্ বাণানপি বিসৃষ্টবাং

গুণপাত্রে কৃষ্ণে দোষারোপান্ দোষাণামারোপাঃ মিথ্যাকল্পনা তান্ কার্ম্মুকাৎ ধনুষঃ রোষান্ শরবিক্ষেপান্ সসর্জ্জ সৃষ্টবান্। স্মিতেন মন্দহাস্যেন অপসার্য্য দূরীকৃত্য যোগমায়াময়ং যৎ কবচং তৎসম্বন্ধিনী তৎসংযোগবতী যা ত্বক্ তয়া অপসারয়ামাস নিবারিতবান্। রুক্মিণীপতেঃ শরাঃ বাণাঃ পুঙ্খং শরপুচ্ছভাগমনুলক্ষীকৃত্য রুক্মিণঃ স্বর্ণবিশিষ্টাস্তে স্পর্দ্ধয়া তেজসা বর্দ্ধমানাঃ সন্তঃ যুগপদেকদৈব তস্য রুক্মিণঃ কোদণ্ডং কার্ম্মুকং ধ্বজদণ্ডমপি খণ্ডয়ামাসুঃ। সহসারথিং সারথিনা সহ বর্ত্তমান স্তমস্য রুক্মিণোঽবয়বচয়ং হয়চতুষ্টয়ং চতুরশ্বান্ স্পষ্টুং স্পর্শং কর্ত্তুং দষ্টং দংশনং সর্জয়ামাসুঃ। তত্তৎক্রমবলনয়া কোদণ্ডাদিচ্ছেদনেন পরামৃষ্টবান্ গৃহীতবান্

পূর্ব্বক দূর হইতে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীর রথশব্দ আপনার রথশব্দ দ্বারা ত্রস্ত হওয়াতে তাহা না শুনিয়াই গমন করিতে লাগি-লেন। কিন্তু যখন রথশব্দ শ্রবণ করিলেন, তখন গুণময় শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রথ স্তম্ভিত করিলেন। তখন রাজকুমার রুক্মী, মুখ হইতে বিবিধ দোষারোপ উদ্গারণপূর্ব্বক কার্ম্মুক (ধনুক) হইতে বিবিধ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্য দ্বারা দোষারোপ সকল দূর করিয়া এবং যোগমায়াময় কবচরূপ গাত্রচর্ম্ম দ্বারাই তাহার শর সকল নিবারণ করিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণের অঙ্গে বর্ম্ম না থাকিলেও দুর্ভেদ্য চর্ম্মই বর্ম্মের কার্য্য সাধন করিল। অনন্তর রুক্মিণীপতির স্বর্ণবিশিষ্ট সেই সকল বাণ স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক তেজোদ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া, পুঙ্খ বা শর-পুচ্ছ ভাগ লক্ষ্য করিয়া এককালে রুক্মীর কোদণ্ড (ধনুক) এবং ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তখন ঐ সকল শর সহসা সারথির সহিত রাজপুত্রের অবয়ব সকল এবং চারিটি অশ্বকে স্পর্শ করিবার জন্য দংশন করিয়াছিল।

স্তত্র তত্র কথা তথাসীদিতি সীদন্ পুনশ্চ তদ্বদেব বিষীদন্নাত্মনা সগরায় সঙ্ঘট্টিতানাং পরিঘপট্টিশশূলবর্ম্মচর্ম্মাসিতোমরাণামপি গতিং প্রতি তথা দুর্গতিমাসীদন্ বিদীর্ণশতাঙ্গঃ শীর্ণশতাঙ্গাদবতীর্ণবান্ ॥ ৫৯ ॥

তদেবং ;—

জবাদরথিনং কৃত্বা তং তদা রথিনঃ স্বয়ম্।
হিত্বা রথিকতাং শার্ঙ্গী দ্রুতং দুদ্রাব রুদ্রবৎ ॥ ৬০ ॥

বিসৃষ্টবান্ ক্ষেপণং চকার। তত্র তত্রচ কথা তথাসীৎ কোদণ্ডাদিচ্ছেদনরূপা ইতি হেতোঃ সীদন্ অবসাদং প্রাপ্নুবন্ বিষীদন্ বিষাদমনুশোচনং কুর্ব্বন্ আত্মনা সমবায়সংঘট্টিতানাং আত্মনা সমবায়সম্বন্ধেন সম্মিলিতানাং পরিঘাদীনাং গতিং প্রতি তথা দুর্গতিং তেষাং খণ্ডনরূপাং আসীদন্ সঙ্গচ্ছমানঃ বিশীর্ণং ভগ্নং শতাঙ্গং রথো যস্যাঃ। শীর্ণশতাঙ্গাৎ ভগ্নরথাৎ অবতীর্ণবান্ ভূমৌ সঙ্গতো বভুব ॥ ৫৯ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—জবাদিতি। তং রুক্মিণং জাবাদ্বেগাৎ অরথিনং রথবিহীনং কৃত্বা স্বয়ং রথিনো রথবিশিষ্টঃ রথিক ইতি বা পাঠঃ। রথিকতাং রথস্বামিতাং হত্বা শার্ঙ্গী কৃষ্ণো দ্রুতং শীঘ্রং রুদ্রবৎ সংহারকবৎ তং প্রতি দুদ্রাব জগাম ॥ ৬০ ॥

রুক্মী ঐ সকল ব্যাপার ক্রমে ক্রমে দর্শন করিয়াছিল। তখন অতিকষ্টে অন্য একখানী ধনু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শর সকল মোচন করিয়াছিলেন। তত্তৎ বিষয়ে ধনুক ছেদন সম্বন্ধীয় নানাবিধ কথা হইয়াছিল। তাহাতে রাজপুত্র বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া এবং ঐরূপ শোকাকুল হইয়া আপনার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পরিঘ, পট্টিশ, শূল, চর্ম্ম, বর্ম্ম, অসি এবং তোমর নামক অস্ত্র মিলিত হইয়াছিল, তাহাদেরও গতির প্রতি ঐরূপ দুর্গতি (অর্থাৎ ঐ সকল অস্ত্রের ছেদনরূপ দুরবস্থা) প্রাপ্ত হইলে যখন তাঁহার রথ ভগ্ন হয়, তখন তিনি সেই ভগ্ন রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৫৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সবেগে রুক্মীকে রথবিহীন করিয়া স্বয়ং রথে আরোহণ-পূর্ব্বক রথস্বামীকে বধ করিয়া তৎকালে শীঘ্র রুদ্রের মত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন ॥ ৬০ ॥

অথ যে রুক্মী ভর্ম্মনির্ম্মিতচিত্রবিচিত্রখড়্গচর্ম্মণী গৃহীতবাং-স্তে অপি তদা গমনস্তম্ভবিপ্রলম্ভনার্থং চক্রপাণিনা তিলশ এব কৃত্বা (ক) চক্রাতে ন পুনরখিলশঃ। কৃত্তখড়্গচর্ম্মা চাসৌ হত-শর্ম্মা নিজখড়্গসম্ভিন্ন এব চ চিকীর্ষামাসে। ন পুনস্তস্মা-দ্ভিন্নঃ ॥ ৬১ ॥

ব্রজরাজ উবাচ ;—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ ;—ততশ্চ যোষিদাকৃতিজাং প্রকৃতিমনুকৃতবতী সা রুক্মিণী লজ্জামপ্যসজ্জন্তী দৈন্যচর্য্যয়া সাহায্যমাচর্য্য নিজ-

---

ততো রুক্মী ভয়েন যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—অথ যে ইতিগদ্যেন। ভর্ম্ম স্বুবর্ণং তেন নির্ম্মিতে চিত্রবিচিত্রে খড়্গাচর্ম্মণী তে কর্ম্মণী তদাগমনস্তম্ভবিপ্রলম্ভনার্থং তস্য রুক্মিণো যদ্গমনং তস্য যঃ স্তম্ভঃ স্তব্ধতা তস্য বিপ্রলম্ভনং প্রাপণং তদর্থং চক্রপাণিনা কৃষ্ণেন তিলশ এব কৃত্বা তিলং তিলমেব কৃত্বা চক্রাতে চিচ্ছিদাতে ন পুনরখিলশঃ সমস্তরূপেণেত্যর্থঃ। কৃত্তখড়্গাচর্ম্মা কৃত্তে ছিন্নে খড়্গাচর্ম্মণী যস্য সঃ হতং শর্ম্ম স্বুখং যস্য স চক্রপাণিনা নিজখড়্গেন সংভিন্নঃ সংভেদো বিদারণং যস্য তথা চিকীর্ষামাসে কর্ত্তুমিষ্টঃ। তস্মাচ্চক্রপাণিনঃ সকাশাৎ ভিন্নো বিদারিতো বভূব ॥ ৬১ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতুস্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। ততশ্চ ভ্রাতুর্বধোদ্যমদর্শনাৎ সা রুক্মিণী যোষিদাকৃতিজাং প্রকৃতিং স্ত্র্যাকারভবাং প্রকৃতিং ভীরুত্বাদিকং অনুকৃতবতী তস্যাঃ স্বরূপশক্তিত্বাত্তদ্ভাবানুপপত্তেঃ। অতো লজ্জামপি অসজ্জন্তী অনাশ্রয়মাণা

অনন্তর রুক্মী স্বুবর্ণনির্ম্মিত যে চিত্রখড়্গ এবং বিচিত্র চর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, রুক্মীর আগমন স্তম্ভিত করিবার জন্য চক্রধর শ্রীকৃষ্ণ সেই খড়্গ চর্ম্মও তিল তিল করিয়া ছেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে ছেদন করেন নাই। যাহাতে খড়্গ এবং চর্ম্ম ছিন্ন হয়, যাহাতে তাহার স্বুখ বিনষ্ট হয় এবং যাহাতে নিজের খড়্গদ্বারা বিদীর্ণ হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বিদারিত হয় নাই ॥ ৬১ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর সেই রুক্মিণী স্ত্রীলোকের আকৃতিজাত প্রকৃতির (ভীরুত্ব প্রভৃতি স্ত্রীধর্ম্ম) অনুকরণ

(ক) কৃত্বা স্থানে কৃত্তে ইত্যানন্দ গৌর বৃন্দাবন পাঠঃ

সোদর্য্যং রক্ষিতবতী। কিন্তু তস্য ধৃষ্ণুজাৎ প্রাণঘাতনাদপি বলবদ্‌যাতনাকরং কৌতুকান্তরং কৃষ্ণেণ লব্ধান্তরমক্রিয়ত ॥৬২॥

সর্ব্বে প্রোচুঃ ;—কথ্যতাং তৎ কিম্? ॥ ৬৩ ॥

দূতাবূচতুঃ ;—যৎ খলু হতদর্পসর্পমিব তমপসর্পণাসমর্থং কর্পটীভূততৎপটীভিরেব বটীভিরিব কপটিনং পটীয়ানসৌ তথা বধার্থমিব বন্ধনেন ঘটিতবান্। যথা বলী চাসৌ ন তদ্বিরলীকর্ত্তুং শশাক ॥ ৬৪ ॥

নিজসোদর্য্যং সহোদরং। তস্য রুক্মিণঃ ধৃষ্ণুজাৎ প্রাগল্‌ভেন জাতাৎ প্রাণঘাতনাৎ প্রাণনাশনাদপি বলবদ্‌যাতনাকরং মনঃকষ্টাতিশয়জনকং কৌতুকান্তরং কৌতুকভেদঃ লব্ধান্তরং লব্ধমন্তরমবকাশো যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা অক্রিয়ত অকৃত ॥ ৬২ ॥

তৎ শ্রুত্বা সর্ব্বে সভাস্থাঃ প্রোচুঃ তৎকৌতুকান্তরং কিং প্রকারং কথ্যতাম্। তদেবং তেষাং প্রশ্নং নিশম্য দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। হতদর্পসর্পমিব হতো দর্পো যস্য সচাসৌ সর্পশ্চেতি তমিব কপটিনং তং বধার্থমিব বন্ধনেন ঘটিতবানিত্যন্বয়ঃ। তং কিম্ভূতং অপসর্পণাসমর্থং পলায়নাশক্তং। বন্ধনসাধনং বর্ণয়তি—বটীভিঃ রজ্জুভিরিব কর্পটীভূততৎপটীভিঃ ছিন্নীভূততত্তদ্বস্ত্রৈঃ কথং ববন্ধ তত্রাহ—পটীয়ান্ নিপুনতমঃ অসৌ কৃষ্ণঃ। অসৌ রুক্মী তদ্বিরলীকর্ত্তুং তদ্বন্ধনং মোচয়িতুং ন শশাক ন শক্তবান্ ॥ ৬৩—৬৪ ॥

করিলেন। তখন লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াও দৈন্যবিধি-পূর্ব্বক সাহায্য করিয়া নিজ সহোদরকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই রুক্মীর প্রগল্‌ভতা-সম্ভূত প্রাণ বিনাশ হইতেও সমধিক যন্ত্রণাদায়ক আর একপ্রকার কৌতুক, অবসরক্রমে অবলম্বন করিলেন ॥ ৬২ ॥

নন্দমহারাজও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সকলেই বলিয়া উঠিল, বল, সেই কৌতুক কি প্রকার? ॥ ৬৩ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, অত্যন্ত দক্ষ এবং বলশালী সেই শ্রীকৃষ্ণ হতদর্প-সর্পের মত সেই কপটযুক্ত রুক্মীকে পলায়ন অসমর্থ ভাবিয়া রজ্জুর মত এক-খণ্ড ছিন্নবস্ত্রদ্বারা সেইরূপে বধের জন্য যেন বন্ধন করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি সেই বন্ধন মোচন করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ৬৪ ॥

ততশ্চ রুক্মিণীপ্রার্থনয়া লব্ধকৃপাভাসঃ স খলু জিতচন্দ্রহাসশ্চন্দ্রহাসবিক্ষেপক্ষেপিমশিক্ষয়া তস্য মূর্দ্ধন্যদ্রাঢ়িকাটব্যাঃ মধ্যমধ্যং যূকানামধ্বন ইব নব্যান্ সব্যাপসব্যানুস্থতবিচ্ছেদান্ কৃতবান্ ॥ ৬৫ ॥

তদেবং বর্ণ্যমানমাকর্ণ্য ব্রজসভাসৎসু হসৎসু পুনর্দূতাবূচতুঃ ;—॥ ৬৬ ॥

ততো যদভূত্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। ততশ্চ তস্য তাদৃশবন্ধনদর্শনাৎ লব্ধঃ কৃপায়া আভাসঃ প্রতীতি র্যস্য, জিতশ্চন্দ্রস্য হাসঃ প্রকাশো যেন স খলু কৃষ্ণঃ এবং কৃতবান্ চন্দ্রহাসোঽস্ত্রবিশেষঃ তস্য বিক্ষেপে ক্ষেপিমা ক্ষিপ্রভবা শীঘ্রজাতা যা শিক্ষা তয়া তস্য রুক্মিণঃ মূর্দ্ধন্যদ্রাঢ়িকাটব্যাং মূর্দ্ধন্যা মস্তকভবা দ্রাঢ়িকা অতিশয়দৃঢ়তরকেশা স্তে এব অটবী বনং তস্যাং। দ্রাঢ়িমেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অর্থস্তু স এব। তস্যা মধ্যং মধ্যমধিকৃত্য যূকানাং মৎকুনানাং অধ্বনো নব্যান্ নূতনান্ মার্গান্ সব্যাপসব্যানুস্থতবিচ্ছেদান্ সব্যাপসব্যাভ্যাং বামদক্ষিণাভ্যাং অনুস্থতোঽনুগতো বিচ্ছেদো যেষাং তান্ চকার ॥ ৬৫ ॥

তদেবমিতি—গদ্যং সুগমম্ ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর চন্দ্রকিরণ-বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণের মনে রুক্মিণীর প্রার্থনায় কৃপার আভাস মাত্র উদিত হইয়াছিল। তখন তিনি অতিশীঘ্র খড়্গের নিক্ষেপরূপ শিক্ষাদ্বারা তাঁহার মস্তকস্থিত দৃঢ়তর কেশরূপ অরণ্যের ছেদন অর্থাৎ চুল কাটিয়া বিরূপ করিয়া দিলেন। এমন ভাবে কেশের ছেদন করিলেন যে চুলের মৎকুন সকল এপাশ ওপাশ হইয়া অর্থাৎ বাম-দক্ষিণে বক্র হইয়া গমন করে, তাহা চুলের মধ্যেই সম্প্রতি বক্র (আঁকা বাঁকা) ভাবে চুল কাটিয়া দেওয়াতে যেন ঐ মৎকুন (উকুন) গুলির একরূপ নূতন পথ হইবে, যাহাতে তাহারা কখন বামে কখন দক্ষিণে বেশ নির্ব্বাধে গমনাগমন করিতে পারে ॥ ৬৫ ॥

অতএব এই প্রকারে বর্ণিতবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজ-সভাসদগণ হাস্য করিয়া উঠিলে পুনর্ব্বার দূতদ্বয় বলিতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥

শ্রূয়তাং তস্মিন্নাসিকায়াং ছিন্নায়াং দুকূলকৃতার্জনমার্জনমিব বলভদ্রানুকূলতা। যাবদ্রুক্মিণা সহ জিতরুক্মিণীকস্য যুদ্ধ-মুদ্বুদ্ধঃ তাবদ্বলভদ্রাদয়স্তে জন্যাশ্চাজন্যং জন্যং চ জনয়ন্তা স্তৎ-কটকঘটা বিদ্রাবয়ন্তঃ স্থিতবন্তঃ। যদা চাসৌ বদ্ধ স্তদা বল-ভদ্রশ্চ তত্র সম্বদ্ধঃ। সম্বধ্য চ তত্র তং বধ্যমিব বদ্ধং দৃষ্ট্বা (ক) করুণমিব স্পৃষ্ট্বা বন্ধনং কৃষ্ট্বা কৃষ্ণং কিল মুহুরুপালব্ধবান্। তদ্বিক্লবধূতাং বধূমপি শিক্ষয়া সন্ধুক্ষিতাং বিধাতুমারব্ধবান্॥৬৭

দূতয়ো র্বাক্যং বর্ণয়তি—শ্রূয়তামিতি। তস্মিন্ রুক্মিণি দুকূলেন পট্টবস্ত্রেণ কৃতার্জনেন প্রতিযত্নেন যৎ মার্জনং তদিব বলভদ্রস্যানুকূলতা সহায়তা, ছিন্নে নসি পট্টবস্ত্রেণ তন্মার্জনং ক্লেশায় ভবতীতি ভাবঃ। জিতরুক্মিণীকস্য জিতা রুক্মিণী যেন তস্য কৃষ্ণস্য উদ্বুদ্ধং প্রকাশিতং জন্যা বরযাত্রিকাঃ অজন্যমশুভং জন্যং যুদ্ধং জনয়ন্তীঃ তৎকটকঘটা স্তস্য রুক্মিণঃ সেনাশ্রেণী র্বিদ্রাবয়ন্তঃ পলায়নপ্রেরিতাঃ কুর্ব্বন্তঃ। অসৌ রুক্মী তত্র শ্রীকৃষ্ণসমীপে বধাং বধার্হমিব করুণং করুণা যথাস্যাত্তদিব বন্ধনং কৃষ্ট্বা মুক্ত্বা উপালব্ধবান্ ভর্ৎসয়ামাস। তদ্বিক্লবধূতাং তেন ভ্রাতুর্বন্ধনবিরূপকরণেন যো বিক্লবো গ্লানিতা তেন ধূতাং কম্পিতাং বধূং রুক্মিণীমপি সন্ধুক্ষিতাং স্বভাবস্থিতাং বিধাতুং কর্ত্তুং আরব্ধবান্ আরেভে॥ ৬৭॥

শ্রবণ করুন, নাসিকা ছেদন হইলে তাহার উপরে যত্নপূর্ব্বক পট্টবস্ত্রদ্বারা মার্জ্জন করা (কাটাস্থানে রেশম ঘর্ষণ) যেরূপ ক্লেশদায়ক, সেইরূপ রুক্মীর উপরে বলরামের সহায়তা ক্লেশকর হইয়াছিল। যেমন রুক্মীর সহিত রুক্মিণীর বিজেতা শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল; অমনই বলরামপ্রভৃতি সেই সকল বরযাত্রীগণ অশুভযুদ্ধ-কারিণী রুক্মিপক্ষাবলম্বিণী সেনাদিগকে তাড়া-ইয়া দিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। যৎকালে রুক্মীকে বন্ধন করা হয়, তৎকালে বলদেবও তাহাতে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বধার্হব্যক্তির মত তাহাকে বস্ত্রদ্বারা বদ্ধনিরীক্ষণ করিয়া, বলরাম যেন দয়াস্পর্শপূর্ব্বক বন্ধন আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সত্যই বারংবার তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং ভ্রাতার বন্ধনরূপ গ্লানিদ্বারা কম্পিতা বধূ রুক্মিণীকেও শিক্ষাদ্বারা প্রকৃতিস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৬৭॥

(ক) করুণামিবেতি বৃন্দাবন-পাঠঃ।

"অসাধ্বিদং ত্বয়া কৃষ্ণ ! কৃতমস্মজ্জুগুপ্সিতং।
বপনং শ্মশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং সুহৃদো বধঃ ॥
মৈবাস্মান্ সাধ্ব্যসূয়েথা ভ্রাতুর্ব্বৈরূপ্যচিন্তয়া।
সুখদুঃখপ্রদো নান্যো যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্ ॥ ৬৮ ॥
বন্ধুর্ব্বধার্হদোষোঽপি ন বন্ধোর্ব্বধমর্হতি।
ত্যাজ্যঃ স্বেনৈব দোষেণ হতঃ কিং হন্যতে পুনঃ ॥ ৬৯ ॥

তদুপালম্ভং তস্যাঃ সান্ত্বনঞ্চ শ্রীভাগবতীয়ৈশ্চতুর্ভিঃ পদ্যৈঃ দর্শয়তি—অসাধ্বিদমিত্যাদি। অস্মজ্জুগুপ্সিতং অস্মাকং নিন্দাস্পদং বপনং মুণ্ডনং বৈরূপ্যং বিরূপকরণম্।

হে সাধ্বি ! অস্মান্ মা অসূয়েথা দোষারোপং মা কুরু স্বকৃতভুক্ স্বকৃতং কর্ম্ম প্রারব্ধং ভুঙ্‌ক্তে অতোঽস্মাকং ন দোষঃ ॥ ৬৮ ॥

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বদতি—বন্ধুরিতি। বধার্হো দোষো যস্য সোঽপি ত্যাজ্যো হতপ্রায়ো ভবতি ॥ ৬৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৫৪ অধ্যায়ে ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ এই চারিশ্লোক-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার এবং রুক্মিণীকে সান্ত্বনা কার্য্য দর্শিত হইতেছে। বলরাম বলিলেন, কৃষ্ণ ! তুমি ইহা অত্যন্ত অকার্য্য করিয়াছ। শ্মশ্রুকেশাদি ছেদন, বিরূপকরণ এবং সুহৃদ্‌বধ, এই সমস্তই আমাদের নিন্দাস্পদ। রুক্মিণীকে বলিলেন, হে সাধ্বি ! তুমি ভ্রাতার বিরূপকরণ চিন্তা করিয়া কখনও আমাদের প্রতি দোষারোপ করিতে পার না। জগতে অন্য আর কেহই সুখদুঃখ দান করে না। কারণ, পুরুষ কেবল আপনার কর্ম্মফলই ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

বন্ধু যদি বধ-যোগ্য অপরাধ করে, তথাপি সেই ব্যক্তি বন্ধুর বধ-যোগ্য নহে। বরং তাহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি আপনার দোষে হতপ্রায় হইয়া আছে, আর কি তাহাকে পুনর্ব্বার বধ করিতে হয় ? ॥ ৬৯ ॥

ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ।
ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্যেন ঘোরতর স্ততঃ" ॥
ইত্যাদিনা ॥ ৭০ ॥

ব্রজরাজ উবাচ ;—তত স্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ।—তত্র রুক্মিণী সরলা, বলানুশিক্ষিতমেবানুসরতি স্ম। রুক্মী তু বন্ধনাদপি তদ্বচনানুসন্ধানাৎ প্রত্যুত দুঃখানুবন্ধাবৃতমনা বভূব ॥ ৭১ ॥

ব্রজরাজ উবাচ ;—পশ্চাদসৌ ক্ব গতঃ ?।

দূতাবূচতুঃ ;—পশ্চাত্তু রামেণ নিকামং মুক্তঃ সন্নসন্নসৌ হতাবশেষং স্বসৈন্যমেব বিষণ্ণতয়াসন্নবান্ ॥ ৭২ ॥

পুনারুক্মিণীং বদতি—ক্ষত্রিয়াণামিতি। প্রজাপতি র্ব্রহ্মা ততো হেতো র্ঘোরতরঃ কিমুত শত্রুম্মন্যস্য বন্ধনবিরূপকরণাদি ॥ ৭০ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। তত্র শ্রীকৃষ্ণসমীপে সরলা অবক্রবুদ্ধিঃ তদ্বচনানুসন্ধানাৎ তস্য বলভদ্রস্য বচনানাং ত্যজ্যঃ স্বেনৈব দোষেণেত্যাদীনাং অনুসন্ধানাৎ বিচিন্তনাৎ দুঃখানুবন্ধাবৃতমনা দুঃখস্যানুবন্ধঃ সম্প্রাপ্তি স্তেনাবৃতং মনো যস্য সঃ ॥ ৭১ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—পশ্চাত্ত্বিতিগদ্যেন। নিকামং যথেপ্সিতং অসন্ অসাধুরসৌ রুক্মী হতাবশেষং হতেভ্যোঽবশেষমবশিষ্টং বিষণ্ণতয়া সুষ্ঠু ম্লানতয়া আসন্নবান্ প্রাপ ॥ ৭২ ॥

আরও দেখ প্রজাপতি ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়দিগের এইরূপ ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ভ্রাতাও ভ্রাতাকে বধ করিবে। এই হেতু ইহা বড়ই ঘোরতর ধর্ম্ম। তবে যে শত্রুতাচরণ করিবে, তাহার বন্ধন এবং বিরূপকরণাদি কখনও দোষাবহ নহে ইত্যাদি ॥ ৭০ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তখন সরলা রুক্মিণী কৃষ্ণসমীপে বলদেবের অনুশিক্ষিত বিষয়েরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। আর রাজপুত্র রুক্মী ভাবিলেন, বন্ধন অপেক্ষাও বলরামের বাক্য আরও কষ্টকর। এই কারণে মনোদুঃখ পাইয়া অত্যন্ত আকুল হইয়াছিল ॥ ৭১ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, ইহার পর সেই রুক্মী কোথায় গমন করিয়াছিল ?

সর্ব্বে প্রোচুঃ ;—স খলু খলতারূপ্যঃ কথং সবৈরূপ্য এব তত্র গতঃ ॥ ৭৩ ॥

দূতাবূচতুঃ ;—রামস্তু দ্বিপাদ্যং দণ্ডমেব প্রতিপাদ্যং কুর্ব্বন্নপি তস্য কীর্ত্তিং রক্ষন্নিব দিবাকীর্ত্তিনামুণ্ডমুখমখণ্ডং মুণ্ডয়িত্বা বস্ত্রাদিভির্মণ্ডয়িত্বা তং তীর্থপথেনাগতমিব রথেন প্রস্থাপয়ামাস। সতু স্বভাবতঃ কৃষ্ণশক্রতাধৃষ্ণক্তয়া (ক) দুরাশয়া মধ্যতএবালয়ং বিধায় তমধ্যাসামাসেতি "কথাপি খলু পাপানামলমশ্রেয়সে ভবেদি"ত্যলং তৎপ্রসঙ্গেন (খ) ॥৭৪॥

তদেতন্নিশম্য সর্ব্বে যদপৃচ্ছন্ তদ্বর্ণয়তি—সর্ব্বে ইতিগদ্যেন। খলতারূপ্যঃ খলতায়াঃ প্রাগ্ভূতঃ সবৈরূপ্যঃ বৈরূপ্যেণ সহ বর্ত্তমানঃ তত্র কুণ্ডিননগরে গতঃ ॥ ৭৩ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। দ্বিপাদ্যং দণ্ডং দ্বিগুণং দণ্ডমেব তস্য রুক্মিণঃ দিবাকীর্ত্তিনা নাপিতেন অমুণ্ডমুখং অমুণ্ডং মুণ্ডনরহিতং যন্মুখং তদখণ্ডং অচ্ছিদ্রং যথাস্যাত্তথা মুণ্ডয়িত্বা মণ্ডয়িত্বা ভূষয়িত্বা তং রুক্মিণং তীর্থপথেন গুপ্তপ্রায়মার্গেণ আগতমিব। কৃষ্ণশক্রতাধৃষ্ণক্তয়া কৃষ্ণেণ সহ যা শক্রতা তস্যাং প্রগল্ভতয়া দুরাশয়া দুষ্কামেণ মধ্যত এব যুদ্ধস্থানস্বনগরয়োর্ মধ্যত এব আলয়ং গৃহং বিধায় তমধ্যাসামাস তত্র বাসমকরোৎ। ইতিশব্দঃ সমাপ্তৌ। তত্র হেতুং নির্দিশতি—কথাপীতি। পাপানাং পাপবিশিষ্টানাং কথাপি খলু নিশ্চিতং অলমতিশয়ং অশ্রেয়সে অমঙ্গলায় ভবেৎ ইত্যলং ব্যর্থং তৎপ্রসঙ্গেন ॥ ৭৪ ॥

দূতদ্বয় কহিল, পশ্চাৎ বলরাম তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া দিলে, ঐ অসাধু রাজকুমার বিষণ্ণভাবে হতাবশিষ্ট নিজ-সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়াছিল ॥ ৭২ ॥

সকলে বলিল, রুক্মী জন্মাবধি নিতান্ত ক্রূর ছিল। তবে তিনি কি প্রকারে ঐরূপ বিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সেই কুণ্ডিননগরে গমন করিলেন ॥ ৭৩ ॥

দূতদ্বয় বলিল, বলরাম "তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দান করা কর্ত্তব্য" ইহা স্থির করিয়াও তাহার কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য নাপিতদ্বারা সম্পূর্ণরূপে মুখের

(ক) কৃষ্ণশক্রধৃষ্ণকৃতয়া। ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

(খ) অস্য সম্পূর্ণঃ শ্লোকো যথা—শিশুপালবধকাব্যে ২।৪০

"আলপ্যালমিদং বভ্রোর্যৎ স দারানপাহরৎ।
কথাপি খলু পাপানামলমশ্রেয়সে যতঃ ॥

ব্রজরাজঃ পপ্রচ্ছ ;—কৃষ্ণঃ সমঙ্গলমালয়মাযযৌ।

দূতাবূচতুঃ ;—তদাগমনান্তরমেব পূর্ব্বপূর্ব্ববত্তত্তদুদ্ধবদ্বারা শ্রবসি সমবাপ্য তং তমাবাভ্যামনুজ্ঞাপ্য চ দ্রুতমত্রাপ্যতে স্ম।

ব্রজরাজঃ পপ্রচ্ছ ;—বিবাহনির্ব্বাহঃ কিং সম্পন্নঃ ?

দূতাবূচতুঃ।—নহি নহি কিন্তু শৈথিল্যমেব দৃশ্যতে। তৎকারণন্তু পূর্ব্বমেব কৃতাবধারণম্ ॥ ৭৫ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাখ্যাতাং তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। তদা উদ্ধবদ্বারা তত্তদ্ব্রজবৃত্তান্তং শ্রবসি কর্ণে সমব্যাপ্য সম্যগ্‌লব্ধ্বা আবাভ্যাং তং শ্রীকৃষ্ণং তমুদ্ধবং অনুজ্ঞাপ্য অনুমতিং কারয়িত্বা তত্র ব্রজে দ্রুতং শীঘ্রং আপ্যতে স্ম ব্যাপ্তঃ। অথ ব্রজরাজপৃচ্ছানন্তরং দূতৌ যদাহতুস্তদ্বর্ণয়তি—নহি নহীত্যাদিগদ্যেন। কৃতাবধারণং কৃতমবধারণং নিশ্চয়ং যস্য তৎ ॥ ৭৫ ॥

অমুণ্ডিত অংশ সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডিত ও বস্ত্রাদিদ্বারা ভূষিত করিলেন। এবং প্রভাষ-পুষ্করাদি বা প্রয়াগাদি তীর্থপথে আগত ব্যক্তির মত তাহাকে রথে আরোহণ করাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহার কৃষ্ণের সহিত স্বাভাবিক যে শত্রুতা আছে, তদ্বিষয়ে নিজের প্রগল্‌ভতা এবং দুরাশা বশতঃ যুদ্ধস্থান এবং স্বীয়-নগরের মধ্যস্থানেই গৃহনির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার মধ্যেই সে বাস করিল। কারণ, পাপবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের কথাও নিশ্চয়ই নিতান্ত অমঙ্গল জন্মাইয়া থাকে ; অতএব সেই প্রসঙ্গে আর কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৭৪ ॥

ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কি মঙ্গলপূর্ণ গৃহে আগমন করিয়াছিলেন ? । দূতদ্বয় কহিল, তাঁহার আগমনের পরই পূর্ব্বপূর্ব্ব মত উদ্ধবদ্বারা তত্তৎব্রজবৃত্তান্ত কর্ণগোচর করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবের অনুমতি লইয়া আমরা দুইজনে শীঘ্র এইস্থানে আসিয়াছি, ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, বিবাহ নির্ব্বাহ কি ঘটিয়াছে ? দূতদ্বয় কহিল, তাহা নহে তাহা নহে, কিন্তু বরং শৈথিল্যই দেখা যাইতেছে এবং ইহার কারণ পূর্ব্বেই অবধারিত হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

তথাহি ;—

উদ্ধবমুখসুখজাতং তাদৃশসন্দেশজাতমাতত্য।
কথমথ বিবহেদঘজিত্তস্মিন্ন বহেত চেদ্বিধিং ভবতাম্ ॥৭৬॥

অথ তদেতদ্বিচারয়ৎসু ব্রজসভাসৎসু (ক) দ্বারকাদেশতঃ কৌচিদানকদুন্দুভি-কিঙ্করৌ পরৌ সন্দেশহরৌ শ্রীব্রজরাজ-চরণরাজীবং সঙ্গম্য প্রণম্য তৎকুশলপ্রশ্নমনুগম্য নিবেদয়ামাসতুঃ। দেব! শ্রীমদস্মদ্দেব-নিবেদনপত্রমিদমাদীয়তামিতি। ব্রজরাজঃ সাদরং তদাদায় বাচয়তি স্ম।

তৎ কারণং বর্ণয়তি—উদ্ধবেতি। উদ্ধবমুখাৎ সুখেন জাতং তাদৃশসন্দেহজাতং তাদৃগ্‌বৃত্তান্তসমূহং অধিগম্য অঘজিৎ কৃষ্ণ স্তস্মিন্ বিবাহে চেদ্‌যদি ভবতাং বিধিং বিধানং ন বহেত ন প্রাপ্নুয়াৎ তদা কথং বিবহেৎ বিবাহং কুর্য্যাৎ ॥ ৭৬ ॥

অথ তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠো যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। আনকদুন্দুভিকিঙ্করৌ বসুদেবভৃত্যৌ পরৌ শ্রেষ্ঠৌ সন্দেশহরৌ দূতৌ সন্তৌ শ্রীব্রজরাজস্য চরণরাজীবং পাদপদ্ম তেষাং ব্রজরাজাদীনাং কুশলপ্রশ্নমনুগম্য নিবেদয়ামাসতুঃ নিবেদিতবন্তৌ, দেব! হে রাজন্! শ্রীমদস্মদ্দেবস্য শ্রীবসুদেবস্য নিবেদনপত্রমিদং মৎকরস্থিতং আদীয়তাং গৃহ্যতাং। সাদরং আদরযুক্তং

দেখুন, উদ্ধবের মুখে তত্তৎসুখপূর্ণ ব্রজ-বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়া অঘাসুর হন্তা শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই বিবাহে যদি আপনাদের বিধান প্রাপ্ত না হয়েন, তাহা হইলে কিরূপে তিনি বিবাহ করিতে পারেন ॥ ৭৬ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিল, অনন্তর ব্রজ-সভাসদগণ এইরূপ বিচার করিলে দ্বারকাপুর হইতে কোন দুইজন উৎকৃষ্ট বসুদেবের ভৃত্য সংবাদ লইয়া, শ্রীমান্ ব্রজরাজের পাদপদ্ম প্রান্তে সমাগত হইয়া, এবং শ্রীমান্ ব্রজরাজপ্রভৃতির কুশলপ্রশ্ন অনুসরণপূর্ব্বক নিবেদন করিল। হে রাজন্! আমাদের প্রভু শ্রীবসুদেব এই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই পত্র আমার হস্তে আছে, আপনি গ্রহণ করুন। ব্রজরাজ সমাদরে সেই পত্র লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

(ক) ব্রজসৎসু ইত্যানন্দবৃন্দাবন-গৌরপাঠঃ।

যথা—স্বস্তি সদামদানন্দসঙ্কুক্ষণসক্ষণবন্ধুবরং শ্রীমন্নন্দ-নামশুভ-কন্দমমন্দ-মালিঙ্গন্নানকদুন্দুভিরয়মহং সপ্রণয়ং নিবে-দয়ামি ॥ ৭৭ ॥

পুত্রে তাবকতা তু মামকতয়া ভেদং ন বিন্দেৎ ক্বচি-
ত্তত্ত্বং বেৎসি চ বেদ্মি চ স্বয়মহং কোঽপ্যন্যথা মন্যতাম্।
তস্মাদ্যদ্বদিমং করগ্রহকৃতে যাচামহে তে বয়ং
তদ্বদ্যূয়মপি স্বহস্তলিপিভির্যাচধ্বমদ্ধা মুহুঃ ॥ ইতি ॥ ৭৮ ॥

যথাস্যাৎ তৎপত্রমাদায় গৃহীত্বা মন্ত্রিদ্বারা বাচয়ামাস। তৎপত্রার্থো যথা—আনকদুন্দুভিরয়মহ-মমন্দং সুষ্ঠু ভবন্তমালিঙ্গনপ্রণয়সহিতং যথাস্যাত্তথা নিবেদয়ামি। কিম্ভূতং সদামদানন্দসঙ্কুক্ষণ-সক্ষণবন্ধুবরং সদা নিত্যং মমানন্দস্য সঙ্কুক্ষণং দোহনং তত্র ক্ষণেন অবসরেণ সহ বর্ত্তমান এবম্ভূত-শ্চাসৌ বন্ধুবরঃ বন্ধুশ্রেষ্ঠশ্চেতি তং শ্রীমন্ নন্দো নামো যস্য স চাসৌ শুভকন্দঃ শুভমূলং চেতি তম্ ॥ ৭৭ ॥

তন্নিবেদনং বর্ণয়তি—পুত্রে ইতি। পুত্রে কৃষ্ণে তাবকতা ত্বদীয়তা মামকতয়া মদীয়তয়া সহ ক্বচিৎ ভেদং পৃথক্ত্বং ন বিন্দেৎ ন লভেত, তৎ ভেদরাহিত্যং ত্বং বেৎসি জানাসি অহং স্বয়ং বেদ্মি জানামি কোঽপি জনোঽন্যথা মন্যতাং শ্রীকৃষ্ণো মম পুত্রো ন ভবেতি ॥

তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণে আবয়োঃ পুত্রভাবস্য তুল্যত্বাৎ কৃষ্ণস্য করগ্রহকৃতে বিবাহায় যদ্বদিমমনুমোদং তে বয়ং যাচামহে তদ্বৎ যূয়মপি স্বহস্তলিপিভিঃ স্বকরলেখৈরদ্ধা সাক্ষাৎ মুহু র্যাচধ্বং যাচনাং কুরুতেতি ॥ ৭৮ ॥

যথা ;—যাহাতে আমার সর্ব্বদা আনন্দের উদয় হয়, তদ্বিষয়ে তুমি অবসর বুঝিয়াই আছ। তুমি আমার বন্ধুবর। তোমার নাম শ্রীমান্ নন্দ, এবং তুমিই আমার মঙ্গলের মূলীভূত। আমি তোমাকে উত্তমভাবে আলিঙ্গন করিয়া সপ্রণয়ে নিবেদন করিতেছি ॥ ৭৭ ॥

তোমার পুত্রের উপর তোমার নিজের বলিয়া যে জ্ঞান আছে, আমরাও তোমার পুত্রের উপর সেইরূপ আমার পুত্র বলিয়া জ্ঞান আছে। কোনও স্থানে ইহার প্রভেদ দেখা যাইবে না। এইরূপ অভেদ জ্ঞান তুমিও জান, এবং আমিও স্বয়ং তাহা অবগত আছি। কোনও ব্যক্তি ইহার অন্যথা বিবেচনা করিবে না। অতএব যখন তোমার এবং আমার কৃষ্ণের উপর পুত্রসম্বন্ধ সমানভাবে বিদ্যমান

তদেতদ্বাচয়িত্বা ব্রজরাজ উবাচ ;—ভদ্রমনয়োর্ভোজনং যোজয়ত। পশ্চাত্তু সদেশরূপং সন্দেশং দাস্যামঃ ॥ ৭৯ ॥

অথ পুনঃ সর্ব্বে সঙ্গম্য রম্যমিদং বিচারয়ামাসুঃ ;—যদ্যপি সত্যসঙ্কল্পস্য তস্য ব্রজাগমনসঙ্কল্পঃ কদাচিদ্ব্যভিচারায় ন কল্পঃ স্যাত্তথাপি যাবদ্বিপক্ষপক্ষক্ষপণং (ক) বিলম্বমেবাবলম্বেত। তচ্চ ন প্রতিপদ্যতে কদা সমুৎপদ্যতে। তত্র সতি রামস্যাপি গৃহারামতায়াং জাতায়াং কুমারস্য তু তস্য তাবৎকুমারতাস্থিতির্ন সুকুমারা ভবতি। স্বয়ং চ তেন যদেতন্মিষ্টমস্মান্ প্রত্যুপদিষ্টম্।—॥ ৮০ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেতাদিতিগদ্যেন। এতদ্ভদ্রং মঙ্গলং অনয়ো দূতয়োঃ। সদেশরূপং যোগ্যং। অথেত্যাদি সুগমং। সত্যসঙ্কল্পস্য কৃষ্ণস্য ন কল্পঃ ন সমর্থঃ স্যাৎ। বিপক্ষক্ষপণং বিপক্ষাণাং শত্রুম্মন্যানাং ক্ষপণং বিনাশনং যাবৎ তাবদ্বিলম্বমেব অবলম্বতে উৎপদ্যতে তচ্চ বিপক্ষক্ষপণং ন প্রতিপদ্যতে, অধুনা তেষামনশেষাৎ। তত্র সতি গৃহে পত্ন্যাং আরামো যস্য তস্য ভাবঃ গৃহারামতা তস্যাং, কুমারস্য কৃষ্ণস্যতু ন সুকুমারা ন রম্যবাগ্‌ভবতি। তেন স্বয়ঞ্চ যদেতন্মিষ্টঃ মধুরং প্রত্যুপদিষ্টং আদিদেশ ॥ ৭৯—৮০ ॥

রহিয়াছে, তখন আমরা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের জন্য এইরূপ অনুমোদন প্রার্থনা করিতেছি, তখন তোমরাও সেইরূপ স্বহস্তলিপিদ্বারা সাক্ষাৎভাবে বারংবার সেইরূপে অনুমোদন প্রার্থনা কর ॥ ৭৮ ॥

এইরূপ পত্র পাঠ করিয়া ব্রজরাজ কহিলেন, ভাল, অগ্রে তোমরা এই দুই জনের আহারের উদ্‌যোগ করিয়া দাও, পশ্চাৎ আমরা উপযুক্ত সংবাদ প্রেরণ করিব ॥ ৭৯ ॥

তৎপরে সকলেই মিলিত হইয়া উত্তমরূপে এইরূপ বিচার করিতে লাগিল, যদ্যপি সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন কঙ্কল্প কদাপি অলীক হইতে পারে না, তথাপি যে পর্য্যন্ত না বিপক্ষসমূহ বিনষ্ট হয়, সেই পর্য্যন্ত তিনি বিলম্ব করিবেন। অথচ বিপক্ষপক্ষ নাশেরও সম্ভাবনা নাই, যেহেতু এখনও তাহার অবশিষ্ট আছে। কখনও তাহারা উৎপন্ন হইতে পারে। এইরূপ ঘটিলে

(ক) বিপক্ষক্ষপণমিতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ।

"যাত যূয়ং ব্রজং তাত! বয়ং চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্"॥
ভা ১০।৪৫।২৩ ইতি॥

তচ্চেদমপি বেদয়তি;—
যাবতা সুহৃদাং সুখং ভবতি তাবদপি বিধেয়মিতি।
তদন্তঃপাতি চেদং স্বস্য যদুক্ষত্রজতাখ্যাপনাদি॥ ৮১॥

তন্মিষ্টবাক্যং শ্রীভাগবতীয়পদ্যেন নির্দিশতি—যাতেতি। মথুরায়াং শ্রীব্রজরাজং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং হে তাত! সম্প্রতি যূয়ং ব্রজং যাত প্রার্থনায়াং লোট্। ভবতঃ সুহৃদাং শ্রীবসুদেবাদীনাং সুখং বিধায় মম স্নেহেন দুঃখিতান্ জ্ঞাতীন্ সনাভীন্ বো যুষ্মান্ দ্রষ্টুমেষ্যাম আগমিষ্যামঃ॥

অস্য ফলিতং বর্ণয়তি—তচ্চেত্যাদিগদ্যেন। ইদং পদ্যং বেদয়তি বোধয়তি তাবদপি বিধেয়ং কর্ত্তব্যমিতি। তদন্তঃপাতি চেদং তেষাং সুখবিধানার্থমিদং। স্বস্য যদুরূপো যঃ ক্ষত্রঃ ক্ষত্রিয়ঃ তস্মাজ্জাতঃ যদুক্ষত্রজ স্তস্য ভাব স্তস্যা খ্যাপনাদি॥ ৮১॥

বলরামেরও পত্নীর উপরে যেরূপ আরাম বা সুখ আছে, তাহা সকলেরই সম্মত হইলে, সেই কুমার (ক) শ্রীকৃষ্ণেরও কুমার ভাবে অবস্থিতি কখনও রমণীয় নহে। যেহেতু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ (বক্ষ্যমাণ) মিষ্টবাক্য আমাদের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন॥ ৮০॥

শ্রীভাগবতে ১০ ৪৫ ২৩ শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশবাক্য যথা;— হে তাত! সম্প্রতি আপনারা ব্রজে গমন করুন। আমরাও (উদ্ধব সহিত) আপনাদিগের সখ্যভাবশ্রিত সুতরাং শ্রীবসুদেব প্রভৃতি সুহৃদগণের সুখ অর্থাৎ দন্তবক্র বধ পর্য্যন্ত শত্রুনাশ জনিত হর্ষ উৎপাদন করিয়া, আমাদের স্নেহে কাতর, আপনাদের মত জ্ঞাতি অর্থাৎ সাক্ষাৎপিত্রাদি পূজ্য দিগকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিব (খ)। ইহাও জানাইতেছেন, যে প্রকারে সুহৃদ্-

---

(ক) এখানে কুমার শব্দে অবিবাহিত অবস্থা বুঝিতে হইবে, নচেৎ কুমারকাল ব্রজেই অপগত হইয়াছে। অথবা পিতৃগণ বালক যত বড়ই হউক তাহাকে প্রায় বালক বলিয়াই ভাবিয়া থাকেন এইরূপ বাৎসল্য ভাবেও কুমার (ছেলে) বলা হইতে পারে।

(খ) শীঘ্র ব্রজে গমন করিলে ইহাঁদের সুখ-ভঙ্গ হইতে পারে, আপনাদিগের প্রীতি-সম্পাদন কোটিকল্পেও শেষ করিতে পারে না। নন্দাদির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ইহাই মনোগতভাব।
(তোষণী)

তদন্যথা তু তেষ্বেকতাপত্ত্যভাবাত্তত্তদ্দশাত্যন্তরং ন সিধ্যতি। তস্মাদ্বসুদেবাদিবদ্বয়মপি তদর্থং প্রার্থয়ামহ ইতি॥ ৮২॥

অথ ব্রজেশশ্চ সন্দেশমিমং লিখিতবান্ ;—

স্বস্তি সমস্তসুখনির্ম্মঞ্ছনীয়মুখসুষমাভর-শ্রীমদ্বৎসবরমালিঙ্গন্ সোঽয়মিঙ্গিতং যাচতে।—॥ ৮৩॥

অধুনা তেষাং নির্ণয়ং বর্ণয়তি—তদন্যথাত্বিতিগদ্যেন। তদন্যথাতু যদুত্বখ্যাপনং বিনাতু তেষু যদুষু একতাপত্ত্যভাবাৎ অভেদভাবাভাবাৎ তত্তদ্দশাত্যন্তরং সুহৃদ্রক্ষণাদিকং ক্ষত্রিয়কন্যা-বিবাহাদিকং ন সিধ্যতি তস্মাত্তত্তৎকর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং তদর্থং বিবাহার্থং প্রার্থনাং কুর্ম্ম ইতি॥ ৮২॥

তদা ব্রজরাজস্তু কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—অথ ব্রজেশশ্চেতিগদ্যেন। আদৌ স্বস্তিশব্দো মঙ্গলার্থঃ। সমস্তসুখেন নির্ম্মঞ্ছনীয়ং সৎকৃতং যন্মুখং তস্য সুষমায়াঃ পরমশোভায়া ভরোঽতিশয়ো যস্য স চাসৌ শ্রীমদ্বৎসবরশ্চেতি তমালিঙ্গন্ আশ্লিষ্যন্ সোঽয়ং মজ্জন ইঙ্গিত-মভিপ্রায়ং যাচতে॥ ৮৩॥

গণের সুখ, তাহাই করা যাইবে। অতএব ইহাই সুখ বিধানের অন্তঃপাতী। শ্রীকৃষ্ণ যে যদুবংশীয় ও ক্ষত্রিয় ইহাও তিনি একবার প্রকাশ করিলেন॥ ৮১॥

যদি তিনি আপনাকে যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে সেই সকল যাদবগণের সহিত তাঁহার অভিন্নভাব থাকে না, এবং অভিন্ন-ভাব না থাকিলেও বন্ধুরক্ষাপ্রভৃতি এবং ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহপ্রভৃতি কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব বসুদেবাদির মত আমরাও তত্তৎকর্ম্ম সিদ্ধির জন্য এবং বিবাহের জন্য প্রার্থনা করিতেছি॥ ৮২॥

অনন্তর ব্রজরাজও এই সংবাদ লিখিয়া ছিলেন। আমার শ্রীমান্ বৎসবরের (জ্যেষ্ঠপুত্রের) সুখ, সমস্ত মুখে সৎকৃত এবং পরমশোভার আধারস্বরূপ আমি সেই বৎসবরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এইরূপ অভিপ্রায় প্রার্থনা করিতেছি॥ ৮৩॥

বৎস ! ত্বং বেৎসি চিত্তং মম তু যদভিদাং শূরপুত্রেণ মন্যে
তস্মাল্লিপ্সাং তদীয়াং রচয়সি খলু যাং তাং মদীয়ামবেহি।
এবং চেদন্যথা স্যাদ্বত ! কথমভিত ত্বন্মুখাম্ভোজলক্ষ্মী-
শূন্যং দারিদ্র্যমেতচ্চিরমিহ বিষহে হা ! সহে নৈব নৈব ॥
ইতি ॥ ৮৪ ॥

তদেতং সন্দেশমাদায় সন্দেশহরয়ো স্তত্র গতয়োঃ কতিচিদ্দিনানতিক্রম্য যথাপূর্ব্বং ব্রজদূতদ্বয়মাবব্রাজ। আব্রজ্য চ পূর্ব্ববৎ কুশলং শ্রাবয়িত্বা তত্র বৃত্তং বৃত্তং শ্রাবয়ামাস ॥ ৮৫॥

যাচনপ্রকারং বর্ণয়তি—বৎসেতি। হে বৎস ! মমতু চিত্তং ত্বং বেৎসি যৎ শূরপুত্রেণ বসুদেবেন সহ অভিদা ভেদরাহিত্যমেকতত্ত্বমিব মন্যে তস্মাদ্ভেদরাহিত্যাৎ হেতো যাং তদীয়াং বসুদেবসম্বন্ধিনীং লিপ্সাং কামনাং রচয়সি খলু নিশ্চিতং তাং মদীয়াং অবেহি। চেদ্‌যদ্যেবং আবয়োর্ভিদা স্যাৎ। বতেতি খেদে। তদেতৎ ত্বন্মুখাম্ভোজলক্ষ্মীশূন্যং তব মুখমেব পদ্মং তস্য লক্ষ্মীঃ শোভৈব সম্পত্তয়া শূন্যং দারিদ্র্যং ইহাবস্থায়াং কথং বিষহে। হেতি খেদে। নৈব নৈব সহে ॥ ৮৪ ॥

তদেবং পত্রলেখান্তরং যদ্বৃত্তং বৃত্তং তদ্বর্ণয়তি—তদেতমিতিগদ্যেন। সন্দেশং বার্ত্তাসহিতলেখং তত্র দ্বারকায়াং ব্রজদূতদ্বয়ং ব্রজসম্বন্ধিদূতযুগলং আবব্রাজ আগতবৎ। ব্রজস্য সম্বন্ধে তত্র দ্বারকায়াং বৃত্তং বৃত্তান্তং বৃত্তং ভূতং শ্রাবয়ামাস ॥ ৮৫ ॥

বৎস ! তুমি আমার চিত্ত অবগত আছ যে, আমি নিজেকে বসুদেবের সহিত অভিন্নজ্ঞান করিয়া থাকি। এইরূপ অভিন্নতা হেতু তুমি যে বসুদেব-সম্বন্ধীয় কামনা রচনা করিতেছ, তাহা তুমি আমারই কামনা বলিয়া জানিও। যদি আমাদের দুই জনের এইরূপ ভাবের অন্যথাই ঘটে, হায় ! তাহা হইলে কিরূপে সর্ব্বতোভাবে তোমার মুখপদ্মের শোভা শূন্য এইরূপ দারিদ্র (অভাব জনিত) কষ্ট, এই অবস্থায় সহ্য করিতে পারি ? হায় ! আমি এখন তাহা সহিতে পারি না সহিতে পারি না ॥ ৮৪ ॥

অনন্তর এইরূপ সন্দেশ লইয়া দুইজন বার্ত্তাবহ তথায় গমন করিলে, কিছু-দিনের পর পূর্ব্বেরমত দুইজন ব্রজের দূত আগমন করিয়াছিল। আসিয়া তাহারা পূর্ব্বেরমত ব্রজের কুশল শ্রবণ করাইয়া দ্বারকার অতীতবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন ॥ ৮৫ ॥

তত্র ব্রজরাজঃ পপ্রচ্ছ ;—কথয়তং ততঃ পরং কিং জাতম্ ? ॥৮৬

দূতাবূচতুঃ ।—

যদা ভবল্লেখবিশেষপত্রিকা
বিলোকিতা গোপপতে ! সুতেন তে ।
তদা নিজাস্রেণ লিপির্ব্বিলোপিতা
তদর্থলক্ষ্মীরধিরোপিতা হৃদি ॥ ৮৭ ॥

ব্রজরাজঃ সাস্রমুবাচ ;—তত স্ততঃ ? ।

দূতাবূচতুঃ ;—ততশ্চ ত্বদুরীকৃতমুরীকৃতং চ পাণিপীড়নং যথা ;—॥ ৮৮ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ব্রজরাজো যথাপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—তত্রেতিগদ্যেন। সুগমম্ ॥ ৮৬ ॥

ততো দূতৌ তৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—যদেতি। হে গোপপতে ! যদা ভবল্লেখবিশেষপত্রিকা ভবতো লেখবিশেষো যত্র স চাসৌ পত্রিকাচেতি সা, তব সুতেন শ্রীকৃষ্ণেন বিলোকিতাভূত্তদা নিজাস্রেণ স্বস্য নয়নজলেন তদর্থলক্ষ্মীঃ পত্র্যার্থসম্পত্তি স্তেন হৃদি অধিরোপিতা স্থাপিতা বভূব ॥ ৮৭ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। ত্বদুরীকৃতং ত্বয়া স্বীকৃতং পাণিপীড়নং বিবাহ উরীকৃতং বিস্তারিতম্ ॥ ৮৮ ॥

তথায় ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা বল, তাহার পর কি ঘটিয়াছিল ॥ ৮৬ ॥

দূতদ্বয় কহিল, হে গোপরাজ ! যৎকালে আপনার পুত্র, আপনার লিপি-বিশেষযুক্ত পত্রিকাখানি দর্শন করেন, তৎকালে তাঁহার নেত্রজলে লিপিলুপ্ত হইয়া যায়। পরে তিনি পত্রের অর্থরূপ সম্পত্তি আপনার হৃদয়ে স্থাপন করেন ॥ ৮৭ ॥

ব্রজরাজ সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর আপনার অঙ্গীকৃত বিবাহকার্য্য তিনি বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ৮৮ ॥

যস্মিন্ ধামনি গেহগেহবিসরদ্বাদ্যং দ্যুষদ্বাদনং
সিন্ধূল্লোলবিমর্দ্দনর্দ্দনমপি প্রাভূন্মিথঃস্পর্দ্ধনম্।
তস্মিংস্তদ্‌যদু-কুন্তি-কেকয়-কুরু-ক্রান্তে বিদর্ভান্বিতে
ভৈষ্ম্যাঃ পাণিনিপীড়নং ভৃশমগাদুদ্ধর্ষমুর্দ্ধর্ষজম্॥ ৮৯॥

ব্রজরাজঃ পপ্রচ্ছ;—বিদর্ভা অপি কৃতসন্দর্ভা জাতাঃ॥ ৯০॥

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ তদ্দূরীকৃতজাতাঃ, কিন্তু ভীষ্মপুত্রান্ বিনা। (ক)

তদ্বর্ণয়তি—যস্মিন্নিতি। যস্মিন্ ধামনি স্থানে গেহগেহবিসরদ্বাদ্যং প্রতিগৃহ্য ব্যাপকং বাদ্যং প্রাভূৎ দ্যুষদ্বাদনং দিবিষদাং দেবানাং বাদনঞ্চ প্রাভূত্তথা সিন্ধূল্লোলবিমর্দনর্দনং সমুদ্রস্য য উল্লোলো মহাতরঙ্গস্তস্য বিমর্দ্দনর্দ্দনং উপর্য্যুপরি সঞ্চারেণ শব্দোঽপি প্রাভূৎ তত্তৎ কিম্ভূতং মিথঃস্পর্দ্ধনং পরস্পরাণাং জয়েচ্ছা যত্র তৎ। তত্তদা যদুকুন্তিকেকয়কুরুভি স্তত্তস্থজনৈঃ ক্রান্তে আক্রান্তে বিদর্ভান্বিতে বিদর্ভবাসিজনযুক্তে তস্মিন্ ভৈষ্ম্যা রুক্মিণ্যাঃ পাণিনিপীড়নং ভৃশমতিশয়ং তৎ কিম্ভূতমুদ্ধর্ষজং উদ্গতাৎ হর্ষাজ্জাতং উদ্গতো হর্ষো যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা অগাৎ প্রাপ্তম্॥ ৮৯॥

তদেবং নিশম্য ব্রজরাজো যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—ব্রজেতিগদ্যেন। বিদর্ভা স্তদ্দেশবাসিনো জনা অপি কৃতসন্দর্ভাঃ কৃতমিলনা জাতাঃ॥ ৯০॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—তদ্দূরীকৃত জাতা ইতিগদ্যেন। তত্র বাকো বাক্যং যথা ব্রজ ইতি।

যথা;—যেস্থানে প্রতিগৃহব্যাপী বাদ্যধ্বনি হইয়াছিল, স্বর্গবাসী দেবতাগণের বাদ্যরব হইয়াছিল; সমুদ্রের মহাতরঙ্গরাশির উপর্য্যুপরি পতনে শব্দও হইয়াছিল। ঐ সকল শব্দ যেন পরস্পর জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। তৎকালে বিদর্ভবাসী জনগণযুক্ত সেইস্থান যদু, কুন্তি, কেকয় এবং কুরুবংশীয় লোকগণকর্তৃক আক্রান্ত হইলে অত্যন্ত আনন্দসহকারে নিতান্ত হর্ষসম্ভূত রুক্মিণীর বিবাহকার্য্য ঘটিয়াছিল॥ ৮৯॥

ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সেই বিবাহে বিদর্ভদেশবাসী লোক সকল আসিয়া মিলিত হইয়াছিল?॥ ৯০॥

দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর কিন্তু ভীষ্মরাজের পুত্রগণ ব্যতীত আর সকলেই

(ক; ততশ্চ তদ্দূরীকৃত ইত্যেতৎ গৌরানন্দবৃন্দাবনপুস্তকে নাস্তি।

ব্রজরাজ উবাচ ;—স খলু ভীষ্মঃ কথমাগন্তুং লজ্জাং ন সজ্জতি স্ম ?।

দূতাবূচতুঃ ;—সজ্জতি স্ম, যস্মাদানকদুন্দুভ্যাদীনাং যত্নস্য কন্যারত্নস্য চ ব্যর্থীভাবভয়ে সজ্জতি স্ম।

ব্রজরাজ উবাচ ;—ততঃ কিল বর-কন্যা-পক্ষয়োঃ সপক্ষয়োরখিলয়োর্মিলনমেব জাতম্।

দূতাবূচতুঃ—বাঢ়ং, যেন বাঢ়মেব তন্মহে নির্ব্যূঢ়ং। কিন্তু ভবন্তং বিনা নাস্মন্মনঃ শন্তমং সমবাপ। তদলং তদ্বর্ণনয়া ॥৯১॥

তদেবমাকর্ণ্য বৈবর্ণ্যং পূর্ব্ববৎ কথাসভায়ামপি ভজতি ব্রজরাজে স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম ॥ ৯২ ॥

দূতাবূচতুঃ—ব্যর্থীভাবভয়ে যত্নস্য পরীহার্য্যতানৌচিত্যাৎ কন্যায়াশ্চ মনোভঙ্গসম্ভাবনাৎ যত্নয়ং তস্মিন্নিত্যর্থঃ। ব্রজরাজ উবাচ ;—সপক্ষয়োঃ সমানঃ পক্ষো যয়োস্তুল্যয়োঃ। দূতাবূচতুঃ ;—বাঢ়ং মিলনমেব জাতং তন্মহে বিবাহোৎসবে নির্ব্যূঢ়ং সম্পন্নং শন্তমং সুখাতিশয়ং ন সমবাপ ন লেভে ততস্মাৎ তস্য বর্ণনয়া অলং ব্যর্থম্ ॥ ৯১ ॥

তদেতদ্রচয়িত্বা স্বয়ং কবি স্তৎ প্রসঙ্গং সমাধাতুং প্রক্রমতে—তদেবমিতিগদ্যেন। এবমাকর্ণ্য শ্রুত্বা কথাসভায়াং পূর্ব্ববৎ বৈবর্ণ্যং ব্রজরাজে ভজতি সতি সমাপনং সমাপ্তিমাহ স্ম কথয়ামাস ॥ ৯২ ॥

মিলিত হইয়াছিল। ব্রজরাজ কহিলেন, সেই ভীষ্মরাজ কেন আগমন করিতে লজ্জা প্রাপ্ত হন নাই ?। দূতদ্বয় কহিল, লজ্জা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ, বসুদেবপ্রভৃতির যত্ন অপরিহার্য্য এবং কন্যারত্নের মনোভঙ্গও অপরিহার্য্য, এইরূপ ভয় আশঙ্কা করিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। ব্রজরাজ কহিলেন, তৎপরে কি বর-কন্যার পক্ষপাতী অখিল আত্মীয় লোকগণের মিলনও হইয়াছিল ?। দূতদ্বয় কহিল, হাঁ তাহার পর উভয় পক্ষেরই মিলন হইয়াছিল। সেই বিবাহরূপ উৎসবে সকল বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু আপনি ব্যতিরেকে আমাদের মন নিরতিশয় সুখলাভ করিতে পারে নাই। অতএব সে কথা বর্ণন করিয়া আর কি হইবে ॥ ৯১ ॥

অনন্তর এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজরাজ পূর্ব্বের মত কথা সভাতেও মালিন্য প্রাপ্ত হইলে, স্নিগ্ধকণ্ঠ সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৯২ ॥

প্রসূতাতপ্রায়স্বজনজনতাপদ্মমুত ত-
ন্মহাসম্পৎসদ্মপ্রকরশতলক্ষং হরিরসৌ।
ভজন্নাভূদীদৃক্সুখদসুষমাসম্ভৃতমুখঃ
স্ফুটং যাদৃক্ শ্রীমংস্তব দৃগমৃতং প্রাপ্য লসতি ॥ ৯৩ ॥

তদেবমাকর্ণ্য তস্য লোচনয়োরোচনং বর্ণং নির্ব্বর্ণ্য সদ্য এব ত্যক্তবৈবর্ণ্য স্তং পরিষ্বক্তবান্ ব্রজরাজঃ সর্ব্বমেব রোমপর্ব্বণা বিরাজয়ন্নত্রাসীদিতি ॥ ৯৪ ॥

সমাপনপ্রকারং লিখতি—প্রস্বিতি। অসৌ হরিঃ প্রসূর্মাতা তাতঃ পিতা প্রায়ঃস্বজন-জনতা প্রায়ঃস্বজনসমূহ স্তেষাং পদ্মং অধিকসংখ্যাবিশেষং ভজন্ উত তথা তন্মহাসম্পৎ তথা সদ্মপ্রকরশতলক্ষং অট্টালিকাশতলক্ষং ভজন্ ঈদৃক্ সুখদসুষমাসম্ভৃতমুখঃ ঈদৃশী যা সুখদা সুষমা পরমা শোভা তয়া সম্ভৃতং পূর্ণং মুখং যস্য স নাভূৎ। হে শ্রীমন্! স্ফুটং যাদৃক্ তব দৃগমৃতং তত্র দৃষ্টিসুধাং প্রাপ্য লসতি দিব্যতি ॥ ৯৩ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতি। তদেবমাকর্ণ্য শ্রুত্বা লোচনয়ো রোচনং সুখকরং তস্য বর্ণং রূপং নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা সদ্য স্তৎক্ষণাদেব ত্যক্তং বৈবর্ণ্যং মালিন্যং যস্য সঃ, তং কৃষ্ণং পরিষ্বক্তবান্ আশ্লিষ্যেব তদা রোমপর্ব্বণা রোমহর্ষেণ সর্ব্বমেব বিরাজয়ন্নত্র গোলোকে আসীৎ ইতি ॥ ৯৪ ॥

হে শ্রীমন্! এই শ্রীকৃষ্ণ আপনার দৃষ্টিসুধা প্রাপ্ত হইয়া স্পষ্টই যেরূপ শোভা পাইতেছেন, সেইরূপ তিনি পিতা, মাতা এবং প্রায়ই অসংখ্য অসংখ্য আত্মীস্বজন সমূহ প্রাপ্ত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হন নাই ; এবং তত্তং মহাসম্পত্তি পূর্ণ-শত লক্ষ গৃহরাশি প্রাপ্ত হইয়াও শোভা পাইতে পারেন নাই। কারণ, এক্ষণে এইরূপ সুখপ্রদ পরমশোভাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ॥ ৯৩ ॥

অতএব এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, নেত্র-যুগলের সুখকর কৃষ্ণের দেহ বর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া ব্রজরাজ তৎক্ষণাৎ মালিন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আলি-ঙ্গন করিলেন। এবং তৎকালে রোমহর্ষণদ্বারা সকলকেই আনন্দিত করিয়া গোকুলে বিদ্যমান ছিলেন ॥ ৯৪ ॥

অথ ব্রজবন্দিন স্তত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দিন স্তদিদং বব-ন্দিরে ॥ ৯৫ ॥

ব্রজ-মধুরমাধুরীহ্রসিতপরকামনং।
মনসি নৃপবৈভবং দধতমতিবামনং ॥
পরিণয়নবাঞ্ছতা-রহিতমনসাচিতং।
অগমদথ কশ্চন দ্বিজনিরসুরাহিতং ॥ ৯৬ ॥
নিজনৃপতিদেহজা-বচনমুপসন্দিশন্।
স তদুদিতচাতুরীমমৃতমিব নির্ব্বিশন্ ॥
তমনু নিজমাযযৌ নগরমিতসম্মদঃ।
অবদদপি তাং হরেরভিগমনসম্পদঃ ॥ ৯৭ ॥

তদানীন্তনবৃত্তান্তরং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তত্র ব্রজে শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনেন য আনন্দ স্তেন বিশিষ্টা ববন্দিরে কীর্ত্তিসূচকপদ্যানি বর্ণয়ামাসুঃ ॥ ৯৫ ॥

তদ্বন্দনং লিখতি—ব্রজেতি। যুগ্মকং। অথ কশ্চন দ্বিজনি র্ব্রাহ্মণোঽসুরাহিতঃ শ্রীকৃষ্ণ-মগমদিত্যন্বয়ঃ। তং কিম্ভূতং ব্রজস্য যা মধুরমাধুরী তয়া হ্রসিতা পরস্মিন্ কামনা যস্য তং মনসি নৃপবৈভবং অতিবামনমতিক্ষুদ্রমতিতুচ্ছং দধতং। তথা পরিণয়নস্য বিবাহস্য যা বাঞ্ছতা কামতা তয়া রহিতং যন্মন স্তেনাচিতং ব্যাপ্তম ॥ ৯৬ ॥

কিঞ্চ স দ্বিজনি স্তমনু কৃষ্ণমভিলক্ষ্য নিজং নগরমাযযৌ কিং কুর্ব্বন্ নিজস্য নৃপতে-র্ভীষ্মকস্য দেহজায়া রুক্মিণ্যা বচনমুপসন্দিশন্ পত্রীদ্বারা বিজ্ঞাপয়ন্ পুন স্তদুদিতচাতুরীং কৃষ্ণস্যোদিতে কথনে যা চাতুরীং তামমৃতমিব নির্ব্বিশন্ গাঢ়াশক্তিং কুর্ব্বন্ পুনঃ কিম্ভূতং

অনন্তর ব্রজের স্তুতি পাঠকগণ, তথায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে আনন্দিত হইয়া এইরূপে স্তব পাঠ করিতে লাগিল ॥ ৯৫ ॥

অনন্তর কোন একজন ব্রাহ্মণ অসুরশত্রু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আগমন করিয়া-ছিল। ব্রজের সুমধুরমাধুরীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অন্য বিষয়ের কামনা খর্ব্ব করিয়া-ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে রাজবৈভবও অতিতুচ্ছ বিবেচনা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যে বিবাহ করিবেন না, এইরূপ ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ব্যাপ্ত করিয়াছিল ॥ ৯৬ ॥

পরে ভীষ্মকরাজের কন্যা রুক্মিণীর বাক্য পত্রদ্বারা নিবেদন করিবারজন্য

অথ সসুখভীষ্মজা মুহুরনমদত্রসা।
দ্বিজমমুকমিচ্ছতী নিজভবিকমত্র সা॥
ইহ মহসি শৈলজা-পরিচরণদম্ভিকা।
ভবিতুমথ ভীষ্মজা হরিচরণলম্ভিকা॥ ৯৮॥
সরথহরিণাহৃতা-রুচদমলোচিষা॥
রিপুনিচয়মাচিনোম্মলিনমুখশোচিষা॥
মগধমুখশাত্রবে রণবিমুখভাবকে।
যুধমধিত রুক্মবানসুরপরিভাবকে॥ ৯৯॥

ইতসম্মদঃ ইতঃ সঙ্গচ্ছমানঃ সংমদো হর্ষো যেন সঃ। তত স্তাং রুক্মিণীমপি হরেরভিগমনসম্পদঃ অভিগমনবৈভবান্যবদৎ। যুগ্মকম্॥ ৯৭॥

কিঞ্চ সুখেন সহ বর্ত্তমানা ভীষ্মজা রুক্মিণী অত্রসা ত্রাসরহিতা সতী অমুং দ্বিজং মুহুরনমৎ বারম্বারং ননাম অত্র বিবাহে সা নিজমঙ্গলমীচ্ছতী সতী॥

কিঞ্চ ইহ মহসি বিবাহোৎসবে অথ ভীষ্মজা রুক্মিণী হরিচরণলম্ভিকা হরিচরণপ্রাপ্তি-মর্হত্যোবম্ভূতা ভবিতুং শৈলজায়া দুর্গায়াঃ পরিচরণং সেবা তচ্ছলযুক্তা বভূব॥ ৯৮॥

কিঞ্চ রথেন সহ বর্ত্তমানঃ সরথঃ স চাসৌ হরিশ্চেতি তেন হৃতা সতী অরুচৎ শুশুভে। তেন কিম্ভূতেন অমলং তেজোময়ং রোচিঃ কান্তি র্যস্য। ততঃ মলিনায়মানমুখস্য শোচিঃ কান্তি স্তদ্রূপ-লক্ষিতা সতী রিপুনিচয়ং শত্রুসমূহং আচিনোৎ স যুদ্ধার্থমাসসাদেত্যর্থঃ॥

কিঞ্চ মগধো মুখমাদির্যস্য তচ্চ তৎ শাত্রবং শত্রুসমূহশ্চেতি তস্মিন্ কিম্ভূতে রণে

এবং কৃষ্ণের বাক্যে যেরূপ চাতুরী আছে, অমৃতেরমত সেই চাতুরী বিষয়ে প্রগাঢ় আসক্তি প্রকাশ করিয়া, আনন্দলাভপূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করত তাঁহার নগরে গমন করেন; এবং শ্রীকৃষ্ণের আগমনরূপ বৈভব সকল রুক্মিণীকে বলিলেন॥ ৯৭॥

অনন্তর সেই সুখিনী ভীষ্মক-নন্দিনী রুক্মিণী নির্ভয়ে ঐ ব্রাহ্মণকে বারংবার প্রণাম করেন। কারণ, তিনি ঐ বিবাহে আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পরে এই বিবাহরূপ উৎসবে রুক্মিণী হরি-চরণ পাইবার উপযুক্ত, এই কারণে তিনি দুর্গার-চরণ সেবার ছল করিয়াছিলেন॥ ৯৮॥

শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণপূর্ব্বক রুক্মিণীকে হরণ করিলে, তিনি তৎকালে

ব্যধিত খলু রুক্মিণং কৃতবপনমুণ্ডকং।
ন পরমজিত স্তথাকৃতবিকৃততুণ্ডকং ॥
মুরজিদথ নির্জ্জয়ন্ সনৃপচয়ভীষ্মজং।
অগমদথ তন্নিজঃ নগরমিতভীষ্মজং ॥
ইতিবিবিধশাত্রবপ্রজয়যশসাঙ্কিতঃ।
অধিবসতি স ব্রজং পুনরখিলবাঞ্ছিতঃ ॥ ইতি ॥ ১০০

যুদ্ধে বিমুখভাবো যস্য তস্মিন্ সতি অসুরপরিভাবকে অসুরান্ পরিভাবয়তি তস্মিন্ কৃষ্ণে রুক্মবান্ রুক্মী যুধং যুদ্ধমধিত পুপোষ ॥ ৯৯ ॥

কিঞ্চ অজিতঃ কৃষ্ণো রুক্মিণং কৃতবপনমুণ্ডকঃ কৃতং বপনেন ক্ষুরব্যাপারেণ মুণ্ডং মুণ্ডনং যস্য তং ব্যধিত কৃতবান্। ন পরং বধং তথা বিকৃতং তুণ্ডং যস্য তমকৃত ॥

কিঞ্চ অথ মুরজিৎ কৃষ্ণঃ নৃপচয়েন নৃপসমূহেন সহ বর্ত্তমানং ভীষ্মজং রুক্মিণং নির্জ্জয়ন্ পরাভবন্ অথ তৎ প্রসিদ্ধং নিজং নগরং দ্বারকামগমৎ তৎ কিম্ভূতং ইতা প্রাপ্তা ভীষ্মজা রুক্মিণী যত্র তৎ ॥

কিঞ্চ ইতি এবং প্রকারেণ বিবিধানি যানি শাত্রবাণি শত্রুসমূহা স্তেষাং প্রকৃষ্টজয়েন যদ্‌যশঃ কীর্ত্তি স্তেনাঙ্কিতঃ সম্মানিতঃ পুনরখিলৈঃ প্রাণিভি র্বাঞ্ছিতঃ স ব্রজমধিবসতীতি ॥ ১০০ ॥

অমলকান্তিদ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং শত্রুসমূহকে মলিনকান্তিদ্বারা ব্যাপ্ত করিলেন। মগধপতিপ্রভৃতি শত্রুগণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে, অসুরবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণের উপরে রুক্মী যুদ্ধকার্য্য পুষ্ট করিয়াছিল ॥ ৯৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করেন নাই, কেবল ক্ষুরকার্য্যদ্বারা তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাঁহাকে বিকৃতমুণ্ড করিয়াছিলেন। অনন্তর মুরারি নৃপসমূহ পরিবেষ্টিত রুক্মীকে পরাজয় করিয়া ভীষ্মনন্দিনী রুক্মিণীর সহিত আপনার সেই নগরে গমন করিলেন। এই প্রকারে তিনি বিবিধ বিপক্ষবর্গের উৎকৃষ্ট যশোদ্বারা সম্মানিত হইয়া এবং সকল লোকের ইচ্ছানুসারে এক্ষণে ব্রজের মধ্যেই বাস করিতেছেন ॥ ১০০ ॥

অথ রজনী-কথাপি প্রসজতিস্ম যথা শ্রীরাধিকাদিসুখমপি প্রথামবাপ ॥ ১০১ ॥

যথা স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—যদা যদা দূতাগমনমাসীত্তদা কৃষ্ণ-প্রেয়সীনামপি প্রায়শ স্তত্র সমাগমঃ সমভবন্নতু সর্ব্বদা। যতঃ কাশ্চিত্তাসামুত্তরসাধিকা স্তত্রাসামাসুঃ। তাঃ খলু তাসাং সুখাবসরমবসরমবধায় পরং তাঃ সমানয়ন্তিস্মেতি। অতো রুক্মিণী-বিবাহপ্রস্তাবস্তু তাঃ সূক্ষমেব জনশ্রুতিভিঃ শ্রুতিবিষয়ং চক্রুঃ। কিঞ্চ যথা—শ্রীমান্ বসুদেবঃ শ্রীব্রজরাজং প্রতি পত্রিকাং প্রহিতবাংস্তথা শ্রীমানুদ্ধবশ্চ তাঃ প্রতি ॥ ১০২ ॥

তদেবং দিবাকথাং সমাপ্য রাত্রিকথাং কথয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। প্রথাং খ্যাতিং প্রাপ্তৎ সুগমম্ ॥ ১০১ ॥

তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠো যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—যথেত্যাদিগদ্যেন। তত্র রাজসভা বহির্গুপ্তস্থানে যতঃ সর্ব্বদা সমাগমাভাবাৎ কাশ্চিদ্বৃদ্ধকল্পা স্তাসাং কৃষ্ণপ্রেয়সীনাং উত্তরসাধিকা আনুকূল্যকারিণ্যঃ তত্র সভায়ামাসামাসুরুপবিষ্টাঃ। তা উত্তরসাধিকা স্তাসাং কৃষ্ণপ্রেয়সীনাং সুখাবসরং সুখস্থা-বসরো যস্মাত্তমবসরং সময়ং অবধায় তাঃ কৃষ্ণপ্রেয়সীঃ সমানয়ন্তিস্ম প্রাপয়ামাসুঃ। অতঃ সুখা-বসরাভাবাৎ তাঃ কৃষ্ণপ্রেয়স্যঃ শ্রুতিবিষয়ং কর্ণগোচরং। কিঞ্চ উদ্ধবপত্রীদ্বারা কিঞ্চিদ্‌যথা জ্ঞাতবত্য স্তদ্বর্ণয়তি—কিঞ্চেতি। সুগমম্ ॥ ১০২ ॥

এইরূপে দিবসের কথা সমাপ্ত হইলে রাত্রিকথা প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীরাধিকা-প্রভৃতি রমণীগণের সুখ বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ১০১ ॥

যথা—স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, যে যে সময়ে দূতদিগের আগমন হইয়াছিল, প্রায়ই তত্তৎসময়ে কৃষ্ণ-প্রেয়সীদিগেরও সেইস্থানে সমাগম হইত, কিন্তু সর্ব্বদা সমাগম ঘটিত না। যেহেতু ঐ সকল কৃষ্ণ-প্রেয়সীদিগের মধ্যে কতিপয় প্রেয়সী উত্তর-সাধিকা বা সাহায্যকারিণী হইয়া সেই সভায় উপবিষ্ট ছিল। ঐ সকল উত্তর-সাধিকা রমণী, কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের সুখাবসরসূচক সময় বুঝিয়া তাহাদিগকে লইয়া যাইত। অতএব কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ রুক্মিণীর বিবাহ প্রস্তাব, অল্পে অল্পে শ্রুতিপরম্পরায় কর্ণগোচর করিয়াছিল। অপিচ. যাহাতে শ্রীমান বসুদেব শ্রীমান্

যথা ;—

হরিণা নিশ্চিতমেতন্ন হি যাদবকে ময়া বিবোঢ়েতি।
প্রাণাংস্ত্যজতি তু ভৈষ্মী জানে নতরাং কিমাপতিতা ॥ ১০৩ ॥

তদেবং তাঃ সমবধায় স্ত্রীবধাদ্ভীতাঃ প্রতি পত্রিকাং দদুঃ ॥ ১০৪ ॥

যথা ;—

বয়মসদদৃষ্টসৃষ্টং বরমহহ ! সহামহে কষ্টং।
ন তু হরিযশসি কলঙ্কশ্চন্দ্রমসীব ক্বচিদ্ভবতু ॥ ১০৫ ॥

উদ্ধবলিখিতাং পত্রিকাং বর্ণয়তি—হরিণেতি। হরিণা কৃষ্ণেনৈতন্নিশ্চিতং যাদবকেন যাদব-খ্যাতিবিশিষ্টেন ময়া নহি বিবোঢ়েতি বিবাহো ন করিষ্যতে তু পুনঃ কৃষ্ণেন ময়া সহ বিবাহা-ভাবে ভৈষ্মী রুক্মিণী প্রাণাংস্ত্যজতি ন তরাং জানে কিমাপতিতা আপতিষ্যতি ॥ ১০৩ ॥

তদেবমিতি গদ্যং সুগমম্ ॥ ১০৪ ॥

তাসাং পত্রিকাং বিবৃণোতি—বয়মিতি। অহহেতি খেদে। অসদদৃষ্টসৃষ্টং। অসৎ ক্লেশদং যদদৃষ্টং প্রাক্তনং কর্ম্ম তেন সৃষ্টং জাতং কষ্টং বরং সদা সহামহে নতু হরিযশসি চন্দ্রমসি চন্দ্রে কলঙ্ক ইব স্ত্রীবধনিমিত্তকঃ কলঙ্কঃ ক্বচিদ্ভবতু ॥ ১০৫ ॥

ব্রজরাজের প্রতি পত্রিকা পাঠাইয়া ছিলেন, এবং শ্রীমান্ উদ্ধবও সেই সকল কৃষ্ণপ্রিয়াদের প্রতি পত্রিকা প্রেরণ করেন ॥ ১০২ ॥

যথা—শ্রীকৃষ্ণ ইহা নিশ্চয় করিয়াছিলেন, আমি যদুবংশীয় মধ্যে কখনও বিবাহ করিব না। কিন্তু আমার সহিত যদি বিবাহ না ঘটে, তবে রুক্মিণী প্রাণত্যাগ করিবে। না জানি ইহা অপেক্ষা কিরূপ অমঙ্গল ঘটিবে ॥ ১০৩ ॥

অতএব এই প্রকারে তাহারা অবস্থা নিশ্চয় করত (কৃষ্ণ আমাদিগকে বিবাহ না করিলে আমরা প্রাণত্যাগ করিব এইরূপ) স্ত্রীবধে ভীত হইয়া সেই রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রত্যুত্তর পত্র লিখিয়াছিল ॥ ১০৪ ॥

হায় ! ক্লেশপ্রদ প্রাক্তন অদৃষ্টদ্বারা যে কষ্ট জন্মিয়াছে, আমরা তাহা সর্ব্বদা সহ্য করিয়াথাকি বরং ইহাও ভাল। কিন্তু চন্দ্রে কলঙ্কের মত শ্রীকৃষ্ণের যশে যেন কখনও স্ত্রীবধজন্য কলঙ্ক না ঘটে ইহাই প্রার্থনীয় ॥ ১০৫ ॥

অথ শ্রীব্রজেশিতুর্ব্বর্ণদূতে তস্য কর্ণয়োঃ সম্ভূতে সেয়ং লিপিরুদ্ধবেন রহসি দর্শিতা যদা তদা তু মুদা বিনাপি সা স্বীকৃতেতি কৃতং তদ্বর্ণনয়া সাম্প্রতং তু প্রতিপদ্যতাম্ ॥ ১০৬ ॥

রাধে! য এবাপারিহার্য্যকার্য্যত
স্তত্যাজ ব স্তর্ষজধর্ষধীরপি।
স এব সর্ব্বং হৃদি খর্ব্বমাচরং-
স্ত্বাগাঙ্কমানায় তমঙ্কমুজ্ঝতি ॥ ইতি ॥ ১০৭ ॥

কদা সা প্রেষিতেতি তত্রাহ—অথেতিগদ্যেন। বর্ণদূতে পত্রে ব্রজেশিতুঃ কর্ণয়োঃ সম্ভূতে মিলিতে সতি রহসি যদা দর্শিতা তদা মুদা হর্ষেণ বিনাপি সা পত্রিকা স্বীকৃতেতি তদ্বর্ণনয়া কৃতং ব্যর্থং সাম্প্রতমধুনা প্রতিপদ্যতাম্ ॥ ১০৬ ॥

তৎ প্রতিপন্নহঃ ব্যাকরোতি—রাধে ইতি। হে রাধে! যএব কৃষ্ণঃ অপরিহার্য্য-কার্য্যতঃ অপরিহার্য্যং সুহৃদ্রক্ষণাদিকং যৎ কার্য্যং তস্মাৎ, তর্ষজধর্ষধীঃ তর্ষজোঽভিলাষজো যো ধর্ষঃ প্রাগল্ভ্যং তদ্যুক্তা ধী বুদ্ধি যস্য সোঽপি বো যুষ্মান্ তত্যাজ স এব হৃদি সর্ব্বং পুরস্থসুহৃদাদিকং খর্ব্বং হীনমাচরন্ ত্বামঙ্কং ক্রোড়মানীয় তমঙ্কং যুষ্মত্ত্যাজং কলঙ্কং উজ্ঝতি ত্যজতীতি ॥ ১০৭ ॥

অনন্তর শ্রীব্রজরাজের কর্ণযুগলে অক্ষররূপ দূত অর্থাৎ সেই পত্র লিখিত বৃত্তান্ত আসিয়া মিলিত হইলে, যৎকালে উদ্ধব নির্জ্জনে এই লিপি দেখাইয়াছিলেন, তৎকালে আনন্দ ব্যতিরেকেও অর্থাৎ নিরানন্দ ভাবেই সেই পত্রিকা স্বীকৃত হইয়াছিল। অতএব সে পত্রের বর্ণনা করিবার কোন ফল নাই। এক্ষণে যাহা বলিতেছি, তাহা অবধারণ করুন ॥ ১০৬ ॥

হে রাধিকে! যিনি সুহৃৎরক্ষা-প্রভৃতি অপরিহার্য্য কার্য্যের অনুরোধে অভিলাষ জনিত প্রগল্‌ভতায় বুদ্ধি থাকিলেও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই তিনি এক্ষনে হৃদয়ে পুরবাসীসুহৃৎপ্রভৃতি সকলকেই খর্ব্বকরিয়া, এবং তোমাকেই ক্রোড়ে লইয়া, তোমাদিগকে পরিত্যাগ করাতে যে কলঙ্ক হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন ॥ ১০৭ ॥

তদেবং শ্রীরাধাদীনপি বিগতবাধান্ বিধায় সর্ব্বসুখপ্রথকৌ কথকৌ বাসমাসাদিতৌ ॥ ১০৮ ॥

মিথ স্তদা তৌ প্রণিধানমাগতৌ
রাধা-বিধূ সাধুবিধূতবিক্লবৌ।
অন্যোঽন্যমালিঙ্গনসঙ্গরঙ্গিণা-
বাতেনতুঃ সুশ্রিয়মত্র কৌমুদীম্ ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু রুক্মিণী-
পাণিপীড়নক্রীড়নং ষোড়শং
পূরণম্ ॥ ১৬ ॥

অধুনা স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গং সমাধত্তে—তদেবমিতিগদ্যেন বিগতা। বাধা মনঃকষ্টং যেষাং তানপি বিধায় সর্ব্বসুখপ্রথকৌ সর্ব্বস্য সুখস্য বিস্তারো যাভ্যাং তৌ বাসং গেহমাসাদিতৌ প্রাপ্তৌ ॥ ১০৮ ॥

ফলিতং বর্ণয়তি—মিথ ইতি। মিথঃ পরস্পরং প্রণিধানং স্বরূপং আগতৌ প্রাপ্তৌ রাধাবিধূ রাধাকৃষ্ণৌ সাধুবিধূতবিক্লবৌ সাধু যথাস্যাৎ বিধূতঃ খণ্ডিতো বিক্লবো যয়োস্তৌ আলিঙ্গনসঙ্গেন রঙ্গিণৌ রঙ্গবিশিষ্টৌ সন্তৌ অত্র গোলোকে সুশ্রিয়ং শোভনা শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ তাং কৌমুদীং উৎসবমাতেনতুঃ বিস্তারয়ামাসতুঃ ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরচম্প্বাং ষোড়শং পূরণং সমাপ্তম্ ॥ ০ ॥

অতএব এইরূপে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি সকলের বাধা খণ্ডন করিয়া সর্ব্বসুখের বিস্তারকর্ত্তা কথকদ্বয় স্বভবনে গমন করিল ॥ ১০৮ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং রাধিকা পরস্পর স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া এবং সম্পূর্ণরূপে মনের কষ্ট খণ্ডন করিয়া, আলিঙ্গনের সংসর্গে রঙ্গ বিশিষ্ট হওত শ্রী-গোকুলে উত্তমশোভা সম্পন্ন উৎসবকার্য্য বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূ কাব্যে
রুক্মিণীর পরিণয়ক্রীড়া নামক
ষোড়শ পূরণ ॥ ০ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশং পূরণম্।
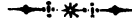
সত্যভামাদি-বিবাহ-সপ্তকম্।

অথ পরেদ্যুঃ প্রাতঃকথায়াং শ্রীকৃষ্ণ-মুখসুষমাসমাস্বাদসাদর-বীক্ষিতশ্রীব্রজমহীক্ষিতঃ সভায়াং মধুকণ্ঠ উবাচ ॥ ১ ॥

তদেবং সন্দেশং হরৎসু গতাগতমনুসরৎসু কৌচিদ্দূতৌ সম্ভূতৌ। আগম্য চ শ্রীব্রজেশ্বরচরণং স্পৃষ্টবন্তৌ তেন পৃষ্টোদন্তৌ তত্রাষ্টানামপি প্রকৃতীনাং কুশলকথনপূর্ব্বকং

শ্রীমদুত্তরগোপালচম্প্বাঃ সপ্তদশাঙ্কিতে। পূরণে সপ্তকন্যানাং শুভোদ্বাহঃ প্রবর্ণ্যতে ॥ • ॥

অথ বিবাহান্তরং বর্ণয়িতুং স্বয়ং কবিঃ প্রক্রমতে—অথ পরেদ্যুরিতিগদ্যেন। শ্রীকৃষ্ণমুখস্য যা সুষমা শোভা তস্যা আস্বাদে সাদরং বীক্ষিতং দর্শনং যস্য স চাসৌ ব্রজমহীক্ষিচ্চেতি তস্য প্রাতঃকথায়াং প্রাতঃকালীনা কথা যত্র তস্যাং সভায়াং মধুকণ্ঠঃ কথয়ামাস ॥ ১ ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। সন্দেশং হরৎসু দূতেষু অনুসরৎসু অনুগতেষু দূতৌ সংভূতৌ মিলিতৌ তেন শ্রীব্রজেশ্বরচরণেন পৃষ্ট উদান্তো বৃত্তান্তো যয়োস্তৌ তত্র দ্বারকায়াং অষ্টানাং প্রকৃতীনাং "স্বাম্যমাত্যঃ সুহৃৎ কোষো রাষ্ট্রদুর্গবলানিচ" রাজ্যাঙ্গানি প্রকৃতয়ঃ

সপ্তদশ পূরণে সাতটি কন্যার শুভ-পরিণয় কার্য্য বর্ণিত হইবে।

অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালের কথায়, যিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখের পরমশোভা আস্বাদ করিবেন বলিয়া সাদরে তাহা নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, সেই শ্রীমান্ ব্রজরাজের সভায় মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

অতএব এই প্রকারে বার্ত্তাবহ গতায়াত করিলে কোনও দুইটি দূত তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা আসিয়া শ্রীমান্ ব্রজরাজের চরণ-স্পর্শ করিয়াছিল। শ্রীমান্ ব্রজরাজ যখন তাহাদিগকে দ্বারকার সংবাদ জিজ্ঞসা করেন, তাহাতে তখন তাহারা স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, সৈন্য এবং পৌরগণ এই আট প্রকার প্রকৃতির মঙ্গলবর্ণনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম-

শ্রীকৃষ্ণরামাদীনাং শ্রীবসুদেবোদ্ধবাদীনামপি যথাযথং বাচিকং বচনরচিতং বিধায় তূষ্ণীকতামাসেদতুঃ ॥ ২ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—কথমিব নান্যৎ প্রথয়তম্।

দূতাবূচতুঃ—ব্যথাং কথং প্রথয়াবঃ।

সর্ব্বে প্রোচুঃ—দূতানাং সর্ব্বমেব বক্তব্যমিতি। কথং তত্র বিরক্ততা প্রসঞ্জেৎ! *

দূতাবূচতুঃ—রুক্মিণীদেব্যাস্তোকমেকং জাতং সশরীরমেব চ ন প্রাপ্তং যথা সা খল্বশিশ্বী শশ্বদেব বিশ্বেষাং দুঃখমশিশ্বিয়দিতি।

সর্ব্বে ম্লানমুখতয়া প্রোচুঃ—হন্ত! হন্ত! শন্তমমনসঃ কংসান্তকস্য চ তেন স্বান্তং ক্লান্তমিব লক্ষ্যতে।

পৌরাণাং শ্রেণয়োঽপিচেত্যেবং কথিতানাং যথাযথং যথাযোগ্যং বাচিকং বাগ্দ্বারা কৃতং বচনেন কথনেন রচিতং তূষ্ণীকতাং মৌনতামাসাদিতবন্তৌ ॥ ২ ॥

ততো ব্রজেশ্বরস্য দূতয়োঃ সর্ব্বেষাঞ্চ উক্তিপ্রত্যুক্তী বর্ণয়তি—ব্রজে ইত্যাদিগদ্যেন। অন্যৎ বৃত্তং ন প্রথয়তং ন খ্যাতং। দূতাবূচতুঃ ;—কথাং মনঃকষ্টং। সর্ব্বে প্রোচুঃ ;—তত্র বৃত্তান্তকথনে বিরক্ততা বৈরাগ্যং প্রসজ্জেৎ সংগচ্ছেত। দূতৌ উচতুঃ স্তোকং বালকং তৎ শরীরেণ সহ বর্ত্তমানং ন প্রাপ্তং। যথা যেন প্রকারেণ সা খলু অশিশ্বী অনপত্যা শশ্বন্নিরন্তরমেব বিশ্বেষাং জনানাং দুঃখমশিশ্বিয়ৎ বর্দ্ধয়ামাস। সর্ব্বে প্রোচুঃ ম্লানমুখতয়া ম্লানং মুখং যেষাং তদ্ভাবতয়া শন্তমমনসঃ সুখিতচিত্তস্য কৃষ্ণস্য

প্রভৃতির এবং শ্রীবসুদেবও উদ্ধবপ্রভৃতিরও যথাবিধি বাচিকবিষয় বাক্যদ্বারা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিল ॥ ২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, কেন তোমরা অন্যবিষয় বলিলে না। দূতদ্বয় কহিল, কি করিয়া দুঃখের বিষয় বর্ণন করিব। সকলে কহিল, দূতেরা সকল বিষয়ই বলিবে। তবে কেন সেই বিষয়ে বৈরাগ্য বা ঔদাসীন্য হইতে হইবে। দূতদ্বয় কহিল, রুক্মিণীদেবীর একটিপুত্র হইয়াছিল। অথচ তাহাকে সশরীরে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সেই অপত্য বিহীনা রুক্মিণী সকল লোকেরই দুঃখবর্দ্ধন করিয়াছেন। সকলে ম্লানমুখে বলিতে লাগিল, হায়! হায়! কংসহন্তার চিত্ত

* প্রসজ্জেদিতিবৃন্দাবনপাঠঃ।

দূতাবূচতুঃ—নহি নহি। প্রত্যুত রুক্মিণ্যাদিষু স এব চিন্তাশান্তিং কুর্ব্বন্নাস্তে ॥

সর্ব্বে সসান্ত্বমূচুঃ—তর্হি মঙ্গলমপি সঙ্গতং ভবিষ্যতীতি ॥৩॥

তদেবং দিনকতিপয়েষু লব্ধদূতগতাগতব্যত্যয়েষু পুনরন্যৌ কৌচিদাগম্য সম্যক্ তদিদমূচতুঃ। সম্প্রতি কিঞ্চিদপূর্ব্বং দৃষ্টপূর্ব্বমকরবাব।

ব্রজরাজ উবাচ - কীদৃশম্ ?

দূতাবূচতুঃ—একদা পরমসুষ্ঠু ধর্ম্মায়াং সুধর্ম্মায়াং শ্রীগোবিন্দঃ সমকক্ষৈঃ স্বপক্ষৈঃ সসগক্ষৈঃ ক্রীড়তিস্ম।

চ তেনাপত্যালাভেন স্বান্তং চিত্তং ক্লান্তং গ্লানমিব লক্ষ্যতে অনুমীয়তে। দূতাবূচতুঃ ;—রুক্মিণ্যাদিষু আদিপদেন দেবক্যাদিষু স এব কৃষ্ণশ্চিন্তাশান্তিং চিন্তানিবারণং। সর্ব্বে প্রোচুঃ ;—তর্হি কৃষ্ণেন সান্ত্বনকরণে সতি ॥ ৩ ॥

অতো যদবৃত্তমভূ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। লব্ধদূতগতাগতব্যত্যয়েষু লব্ধো দূতানাং গতাগতয়ো র্ব্যত্যয়ঃ পরীবর্ত্তো যেষু তেষু সৎসু কৌচিদ্দূতৌ অপূর্ব্বমাশ্চর্য্যং দৃষ্টপূর্ব্বং পূর্ব্বস্মিন্নাদৌ দৃষ্টঃ দৃষ্টপূর্ব্বং অকরবাব চক্রব।;ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ উচতুঃ ;—পরমঃ সুষ্ঠু ধর্ম্মো যস্যাং তস্যাং সুধর্ম্মায়াং সভায়াং সমকক্ষৈঃ সতুল্যৈঃ স্বপক্ষৈঃ স্বানুকূলৈঃ। তস্মিন্ শ্রীগোবিন্দে সগর্ব্বেহা গর্ব্বেণ সহ

সর্ব্বদাই সুখে পরিপূর্ণ। অদ্য শ্রীকৃষ্ণের অপত্যলাভে বঞ্চিত থাকাতে নিশ্চয়ই তাঁহার অন্তঃকরণ ক্লান্ত বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। দূতদ্বয় কহিল, তাহা নহে ; প্রত্যুত তিনি রুক্মিণী এবং দেবকীদিগের কেবল চিন্তানাশ করিতেছেন। সকলে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, তিনি যখন এইরূপে সান্ত্বনা করিতেছেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মঙ্গল ঘটিবে ॥ ৩ ॥

অতএব এইরূপে কিছুদিন দূতগণের যাতায়াত পরিবর্ত্তিত হইলে অন্যকোন দূতদ্বয় আসিয়া, সম্যক্‌রূপে এইকথা বলিয়াছিল। সম্প্রতি আমরা কোন এক অপূর্ব্ব বিষয় পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছি। ব্রজরাজ কহিল, তাহা কি প্রকার। দূতদ্বয় কহিল, একদিন পরম উৎকৃষ্ট ধর্ম্মযুক্ত সুধর্ম্মানামক সভাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনুকূলও সমকক্ষ ব্যক্তিগণের সহিত পাশক্রীড়া করিয়াছিলেন। তিনি পাশ-

ক্রীড়তি তু তস্মিন্ সর্ব্বে সগর্ব্বেহা নাগরাঃ (ক) কোলাহল-বহলভয়কুতূহলবলিতাঃ সীমাতিগামিসাগরায়মাণাঃ সসম্ভ্রমমিদং নিবেদয়ামাসুঃ। সর্ব্বভাগ্যসাক্ষাৎফলতয়া সাক্ষাদ্ভবন্তং ভবন্তং বীক্ষিতুং ত্বষ্টায়মায়াতি। কিন্তু সর্ব্বেষামস্মাকং চক্ষুংসি তক্ষন্নিব লক্ষ্যতে। তস্মাদাদিশ যথা সোম ইব কোমলতাং ভজেত ॥ ৪ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ কিঞ্চিদ্বিহস্য প্রোবাচ—নেদৃশীং চণ্ডতা-

ঈহা চেষ্টা যেষাং তে নাগরা নগরসম্বন্ধিনো জনাঃ কোলাহলেন বহলে ভয়ঞ্চ কুতূহলঞ্চেতি কোলাহল-বহলেচেতি তাভ্যাং বলিতাঃ সংবদ্ধাঃ সীমাতিগামিসাগরায়মাণাঃ সীমাং বেলাং অতিগন্তুং শীলমস্য এবম্ভূতো যঃ সাগরঃ সমুদ্রঃ স ইবাচরন্তঃ সসম্ভ্রমং সত্বরং ইদং বক্তব্যং নিবেদিতবন্তঃ। সর্ব্ব-ভাগ্যস্য সাক্ষাৎ ফলং যস্য তদ্ভাবতয়া সাক্ষাদ্ভবন্তং বর্ত্তমানং ত্বষ্টায়মাগচ্ছতি। তক্ষন্নিব তনু-করণং কুর্ব্বন্নর্থান্নিমিলয়ন্নিব তস্মাৎ চক্ষুষাং পীড়নাৎ আদিশ আজ্ঞাং কুরু সোমশ্চন্দ্রঃ ॥ ৪ ॥

তদেবং নিশম্য কৃষ্ণো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। চণ্ডরশ্মিঃ সূর্য্যঃ অস্মাসু চণ্ডতাং

ক্রীড়া করিলে গর্ব্বিত চেষ্টাশালী নগরবাসী সকল লোক কোলাহলপূর্ণ ভয় এবং কৌতূহলদ্বারা আক্রান্ত হইয়া উদ্বেলিত সমুদ্রেরমত সত্বর এই বক্তব্যবিষয় নিবেদন করিল। সমস্ত সৌভাগ্যের সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ, সাক্ষাৎরূপে বিদ্যমান আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এই বিশ্বকর্ম্মা (খ) আগমন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাকে বোধ হইতেছে, তিনি যেন আমাদের সকলের চক্ষুঃ ক্ষুদ্র করিতেছেন। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, যাহাতে বিশ্বকর্ম্মা চন্দ্রেরমত কোমলত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ৪ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন। সূর্য্য কখনও আমাদের

(ক) কোলাহলবহবহলভয়কুতূহলবলিতা ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

(খ) ভাগবত ১০।৫৬।৫ শ্লোকে আছে "সূর্য্যসঙ্কিতাঃ" অর্থাৎ লোকসকলের মনে সূর্য্য বলিয়া শঙ্কা হইয়াছিল। এখানে মূলে আছে "ত্বষ্টা অয়ং আয়াতি" মেদিনী ও সটীক অমরকোষে দেখা যায় ত্বষ্টা—সূত্র ধার, দেবশিল্পী (বিশ্বকর্ম্মা), এবং আদিত্যভিদ্। সুতরাং আদিত্যভিদ্ শব্দে সূর্য্য তুল্য হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এই ব্যক্তি সত্রাজিৎ, কিন্তু লোকসকল সূর্য্য মনে করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল।

মাচরেদস্মাসু চণ্ডরশ্মিঃ। কিন্তু (ক) মাদৃশাস্পর্দ্ধমানতয়া তং প্রসাদয়মান স্তৎপ্রসাদলব্ধমণিমাত্রমান স্তৎসত্রানুষ্ঠাতা সত্রাজিদেব ॥ ৫ ॥

যতঃ প্রসিদ্ধমিদম্।

অন্যস্মাল্লব্ধোষ্মা, প্রায়ঃ ক্ষুদ্রঃ সুদুঃসহো ভবতি।
রবিরপি ন তপতি তাদৃক্, যাদৃক্তত্তপ্তবালুকানিকরঃ ॥
ইতি ॥ ৬ ॥

কিন্তু কালাতিক্রান্তিবশাত্তদ্বত্তস্য চ শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥

তীক্ষ্ণতাং স্পর্দ্ধমানতয়া পরাভবেচ্ছয়া তং চণ্ডরশ্মিং তৎপ্রসাদলব্ধমণিমাত্রমান স্তন্মাত্রেণ মানো গর্ব্বো যস্য তস্য চণ্ডরশ্মেঃ সত্রস্যারাধনযজ্ঞস্যানুষ্ঠাতা। নম্বু সূর্য্যস্য এতাদৃশী চণ্ডতা ন দৃশ্যতে তত্রাহ—যত ইতি ॥

ক্ষুদ্রো বস্তু অন্যস্মাল্লব্ধ উষ্মা যস্য স প্রায়ঃ সুদুঃসহো ভবতি তত্র দৃষ্টান্তং দর্শয়তি—রবিরপি ন তপতি সন্তাপয়তি তেন রবিণা তপ্তো বালুকায়া নিকরঃ সমূহ ইতি ॥ ৫—৬ ॥

যদ্যপি সুদুঃসহঃ কিন্তু কালাতিক্রান্তিবশাৎ কালাতিক্রমাধীনাৎ চণ্ডতাবত্তস্য 'তদ্বত্তস্যচে'তি পাঠে তদ্বান্ মণিমাংশ্চাসৌ সচেতি তস্য সত্রাজিতঃ ॥ ৭ ॥

উপরে এইরূপ প্রচণ্ডভাব ধারণ করিবে না। কিন্তু আমাদিগকে পরাভব করিবার বাসনায় সূর্য্যকে প্রসন্ন করিয়া সূর্য্যপ্রসাদলব্ধ মণিমাত্রদ্বারা গর্ব্বিত হইয়া সূর্য্যের আরাধনারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা সত্রাজিতই আগমন করিতেছেন ॥৫॥

যেহেতু ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, ক্ষুদ্রব্যক্তি যদি অন্যের নিকট হইতে উত্তাপ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রায়ই সে নিতান্ত অসহ্য হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, সূর্য্যও সেরূপ তাপ প্রদান করেন না, যেরূপ তপ্ত বালুকারাশি উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

কিন্তু কালের অতিক্রম হইলে প্রচণ্ডভাবের মত মণি বিশিষ্ট সত্রাজিতের শান্তি হইবে ॥ ৭ ॥

(ক) মাদৃশাং স্পর্দ্ধমানতয়া। ইতিমাওপাঠঃ।

অথ তেষু বিহস্য তং দ্রষ্টুং গতেষু নিজনিজগৃহং সঙ্গতেষু চ সাহম্মতে স্তস্য চরিতমন্যদপি সমাকর্ণ্যতাং। যৎ খলু শ্রীমানুদ্ধবঃ সর্ব্বস্মিন্ বিস্মিতং সস্মিতমপি শৃণ্বতি সমুদ্ভাবয়ামাস। অহো! পশ্যত পশ্যত! তাদৃশমণিনিদানদিনমণি-হৃদয়মণিং নিখিলতমঃ শমনব্যোমমণিং ত্রিলোকী-চূড়ামণিং নিজকুল-চিন্তামণিং কৌস্তুভমণিপতিমবমন্য তন্মাত্রলাভাৎ পূর্ণম্মন্যতয়া স্পর্দ্ধাবিষয়ীকৃতং তমনিবেদ্য গৃহমেবাসাদ্য সদ্যঃ সত্রাজিন্মহামহমারভ্য নিজসভ্যদ্বিজদ্বারা তং মণিং বেশ্মনি নিবেশয়ামাস। প্রাতিদিনমষ্টভারানষ্টাপদানাগসৌ সৃষ্টান্

ততঃ কিং বৃত্তং জাতং ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অথেতিগদ্যেন। তেষু নাগরেষু তং সূর্য্যং সাহম্মতেঃ সাহঙ্কারস্য তস্য সত্রাজিতশ্চরিতং কৃত্যং সমাকর্ণ্যতাং। বিস্মিতং বিস্ময়যুক্তং সস্মিতং মন্দহাস্য-সহিতঞ্চ যথাস্যাত্তথা সর্ব্বস্মিন্ জনে শৃণ্বতি সতি সমুদ্ভাবয়ামাস। অহো আশ্চর্য্যে। সত্রাজিৎ তং মণিং তং কৌস্তুভমণিপতিং কৃষ্ণমবমন্য অবজ্ঞায় অনিবেদ্য গৃহমেবাসাদ্য প্রাপ্য সদ্য স্তৎ-কালে মহামহং মহোৎসবং আরভ্য নিজসভ্যদ্বিজদ্বারা নিজসভাস্থব্রাহ্মণদ্বারা তং মণিং বেশ্মনি গৃহে নিবেশয়ামাস স্থাপিতবান্। কৌস্তুভমণিপতিং কিম্ভূতং তাদৃশমণিনিদানদিনমণি-

অনন্তর সেই সকল নগরবাসী লোক হাসিয়া সূর্য্য দেখিতে গমন করিলে এবং স্বস্ব গৃহে মিলিত হইলে, সেই গর্ব্বিত সত্রাজিতের অন্য প্রকারও কার্য্য শ্রবণ করুন। বিস্মিতভাবে এবং মন্দ হাস্যপূর্ব্বক সকল লোক শ্রবণ করিলে শ্রীমান্ উদ্ধব যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আহা! কি আশ্চর্য্য? আপনারা দেখুন আপনারা দেখুন। তাদৃশ মণিদানের মূলীভূতকারণ দিনমণি সূর্য্যেরও যিনি হৃদয়মণি; যিনি তমঃ বা অজ্ঞান নাশ বিষয়ে আকাশ-মণি বা সূর্য্যদেব; যিনি ত্রিভুবনের চূড়ামণি বা শ্রেষ্ঠ; এবং যিনি নিজবংশের চিন্তামণি রত্নতুল্য; সেই কৌস্তুভমণিপতি শ্রীকৃষ্ণকেও অবজ্ঞা করিয়া, এবং সেই মণিমাত্র লাভে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিয়া স্পর্দ্ধার আস্পদী-ভূত শ্রীকৃষ্ণকে তাহা নিবেদন না করিয়া, গৃহে গমনপূর্ব্বক সত্যই সত্রাজিৎ মহোৎসব আরম্ভ করিয়া, আপনার সভাস্থ ব্রাহ্মণদ্বারা সেই মণি আপনার গৃহে

করোতি সর্ব্বারিষ্টানি চ নষ্টানি বিদধাতীতি। কিমপরং ব্রূমঃ? শ্রীমদ্ব্রজবাসিনামবমেনাপি নায়মস্মাকমাদিমঃ সমতাং যাতি। যে খলু সাধারণ্যেনৈব হিরণ্যগর্ব্ভেণ শ্লাঘিতাঃ।

"যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়া স্ত্বৎকৃতে" ইতি। ধিগ্‌ধিগাস্তাং তদপি। (ক) যস্মৈ বহিঃ সেবৈরপি দেবৈঃ শেবধিপারিজাতাদয়ঃ প্রস্থাপিতা স্তং তৎপরীক্ষার্থং মহীক্ষিৎ-কৃতে ভিক্ষমাণমিব ব্যবহরন্তং স প্রত্যাচচক্ষে। নহি কৌলেয়-

হৃদয়মণিং তাদৃশো যো মণি স্তস্য দানস্য নিদানং মূলকারণং দিনমণিঃ সূর্য্য স্তস্য হৃদয়মণিং হৃদয়ে চিত্তে ধার্য্যরত্নং তথা নিখিলং যত্তমোঽজ্ঞানং তস্য শমনে খণ্ডনে ব্যোমমণিং সূর্য্যং তথা ত্রিলোক্যাঃ-শ্চূড়ামণিং নিজকুলস্য যাদবকুলস্য চিন্তামণিমভীষ্টদাতারং তস্মা এলাভাৎ মণিমাত্রলাভাৎ পূর্ণম্মন্যতয়া আত্মানং পূর্ণং কৃতার্থং মন্যতে তদ্ভাবতয়া স্পর্দ্ধাবিষয়ীকৃতং পরাভবনেচ্ছাবিষয়ীকৃতং তত্রৈব তস্মণিদানং যোগ্যমেবেতি ভাবঃ। নমু ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় মণিঃ কস্মান্ন দত্ত স্তত্র কারণমাহ—প্রতিদিনমিতি। অষ্ট ভারান্ ষোড়শসহস্রপলানি অষ্টপদানাং সুবর্ণানাং অসৌ মণিঃ সৃষ্টান্ প্রসবান করোতি বিদধাতি, অবমেন কনিষ্ঠেনাপি অয়মস্মাকমাদিমঃ শ্রীযদুঃ সমতাং তুল্যতাং ন যাতি। যে ব্রজবাসিনঃ হিরণ্যগর্ব্ভেণ ব্রহ্মণা শ্লাঘিতাঃ প্রশংসিতাঃ। তদপি স্বর্ণানামষ্টভারপ্রসবলাভেঽপি যস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায় বহিঃসেবৈঃ স্বলোকবহির্ভূতৈর্দ্দেবৈরপি শেবধির্নিধিঃ পারিজাতঃ কল্পবৃক্ষভেদঃ আদিপদেন সুধর্ম্মাদয়ঃ তৎ পরীক্ষার্থং তস্য সত্রাজিতঃ স্বস্মিন্ ভাবপরীক্ষার্থং মহীক্ষিৎকৃতে উগ্রসেননিমিত্তায় যাচকমিব ব্যবহরন্তং বিনয়বচনাদিনা তোষয়ন্তং তং শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাচচক্ষে

স্থাপিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে মণি দান না করিবার কারণ এই, ঐ মণি প্রত্যহ অষ্টভার* পরিমিত সুবর্ণ প্রসব করিত; এবং সমস্ত অনিষ্ট বিনষ্ট করিত। অতএব অন্য কি আর বলিব, এই আমাদের আদিম শ্রীযদু, শ্রীমান্ ব্রজবাসীদিগের কনিষ্ঠেরও তুলনা পাইতে পারেন না। অথচ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ঐ সকল ব্রজবাসীদিগকে নিশ্চয়ই সাধারণত ভাবেই প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—ব্রজবাসীদের গৃহ, অর্থ, সুহৃদ, পত্নী, আত্মা, তনয়, প্রাণ এবং আশয় সকল পদার্থ তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) জন্য বিদ্যমান আছে। ধিক্ ধিক্? এই সত্রাজিতের মণি গৌরবের কথা থাক। নিজ লোক বহির্ভূত দেবগণও যে শ্রীকৃষ্ণের জন্য নিধি (রত্ন বিশেষ),

(ক) যস্মৈ বহিঃসর্ব্বৈরপি ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

"তুলা স্ত্রিয়াং পলশতং ভারঃ স্যাদ্বিংশতিস্তুলা" একশতপলে এক তুলা এবং কুড়ি তোলাতে এক ভার এইরূপ অষ্টভার সুবর্ণমণি প্রসব করিত (৮ ভার = ১৬০ তুলা, অথবা ১৬০০০ পল)

কানামাস্বাদ্যে কুল্যে কুল্যজনানামাদিৎসাস্তি। তে তু তানপি জাতু জাতকুতুকতয়া পুরঃস্ফুরতঃ প্রতিযুরন্তি। ভবতু স্বয়ং শান্তিমবাপ্স্যতি ॥ ৮ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—তত স্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—তদনন্তরমাবামাগতাবেব। তদুত্তরবৃত্তং পুনরন্যাভ্যাং বৃত্তং ভবিষ্যতীতি স্থিতে পুনরপরৌ সন্দেশহরৌ সঙ্গতৌ। সঙ্গত্য চ তন্মঙ্গলবৃত্তং সঙ্গময্য তৎপ্রসঙ্গশেষমেব

প্রত্যাখ্যানং কৃতবান্। নমু ইবেতি কথমুক্তং ভিক্ষমাণমিবেতি তত্রাহ—নহীতি। কৌলেয়কানাং কুক্কুরাণাং আস্বাদ্যে কুল্যে আমিষান্নে অস্থি বা কুল্যজনানাং সৎকুলোদ্ভবানাং আদিৎসা গ্রহণেচ্ছা অস্তি অত ইব শব্দঃ প্রযুক্তঃ। তেতু কুল্যজনাঃ তানপি শেবধিপারিজাতাদীন্ জাতকুতুকতয়া পুরোঽগ্রে স্ফুরতঃ প্রতিদ্র্যবন্তি অভিগচ্ছন্তি। ভবতু প্রত্যাখ্যানং চেৎ ভবতু শান্তিং দণ্ডং অবাপ্স্যতি প্রাপ্স্যতি ॥ ৮ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—তদনন্তরমিতিগদ্যেন। অত্র ব্রজে আগতাবেব তদুত্তরবৃত্তং তৎপরবৃত্তান্তং পুনরন্যাভ্যাং দূতাভ্যাং বৃত্তং জ্ঞাতং ভবিষ্যতীতিস্থিতে সন্দেশহরৌ দূতৌ সংগতৌ সংপ্রাপ্তৌ তন্মঙ্গলবৃত্তং কুশলবৃত্তান্তং সংগময্য তৎপ্রসঙ্গশেষং

পারিজাত এবং সুধর্ম্মাপ্রভৃতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন সত্রাজিতের ভাব পরীক্ষার জন্য উগ্রসেন ভূপপিতর নিমিত্ত বিনয়বাক্যাদি দ্বারা যাচকের মত ব্যবহার করেন, তখন সত্রাজিৎ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিজ ইচ্ছা ছিলনা বলিয়াই ভিক্ষুকের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন। কারণ কুকুরদিগের আস্বাদনযোগ্য আমিষান্নে বা অস্থিতে সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণের কখনও গ্রহণ লালসা হইতে পারে না। সেই সকল সৎকুলজাত ব্যক্তিগণ কখনও কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া সম্মুখে দীপ্তিশীল সেই সমস্ত নিধি এবং পারিজাত প্রভৃতি বস্তুর সমীপে গমন করিয়া ছিলেন। যাহাহৌক, সত্রাজিৎ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। তিনি স্বয়ং তাহার শাস্তি পাইবেন ॥ ৮ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পরই আমরা দুই জনে এই ব্রজে আগমন করিয়াছি। ইহার পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত অন্য

কথয়তঃ স্ম। শ্রীকৃষ্ণং তৃষ্ণকমিব পশ্যন্ সত্রাজিৎ সত্রাজনয়ে প্রসেনায় তং মণিং দত্তবান্। যৎখলু তদপবাদবঞ্চনায় প্রযুক্তং তদপবাদপ্রপঞ্চনায় জাতং। তথা হি।—স তু প্রসেনঃ কদাচিৎ কেবলস্তন্মণিগলঃ সমারূঢ়তুরগবরঃ পাপর্দ্ধিকৃতে কানন-* চরঃ প্রণষ্ট ইতি তত্র স্পষ্টং জনা বদন্তঃ সন্তি। তত্রাপ্যন্যৎ কষ্টমাপতিতং। স খলু সত্রাজিত্তৎসত্রাবাসিনশ্চ জনা মণিতৃষ্ণয়া কৃষ্ণস্তং নিঘাতিতবানিতিকৌলীনমুদ্ভাব্য সর্ব্বং লজ্জয়া

সমণিস ত্রাজিতঃ প্রসঙ্গস্য শেষং কথয়ামাসতুঃ। তদ্‌যথা—তৃষ্ণকং মণাবিচ্ছুকমিব সত্রাজনয়ে সোদরায় তদপবাদবঞ্চনায় তস্য সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণায় মণিং ন দত্তবানিতি যোঽপবাদো গর্হা তস্য বঞ্চনায় প্রযুক্তং সৎ তস্য সত্রাজিতঃ অপবাদোঽখ্যাতিস্তস্য প্রপঞ্চনায় বিস্তারায় জাতং। যথাপবাদো জাত স্তদ্বর্ণয়তি—তথাহীতি। কেবল একাকী তন্মণিগলঃ স মণির্গলে যস্য সঃ। সমারূঢ়তুরগবরঃ সমারূঢ়ঃ সমারোহ স্তুরগবরে অশ্বশ্রেষ্ঠে যস্য সঃ, পাপর্দ্ধিকৃতে পাপানাং যা ঋদ্ধির্বৃদ্ধি স্তস্যা নিমিত্তায়, কাননচরো বনগন্তা প্রণষ্টো মৃতঃ তৎ সত্রাবাসিন স্তস্য সভাবাসিনশ্চ নিঘাতিতবান্ মারিতবান্. কৌলীনং লোকবাদং সর্ব্বং কৌ পৃথিব্যাং লীনমিব কুর্ব্বন্তঃ সন্তি

দুইজন দূতদ্বারা কথিত হইবে। এইরূপ হইবার পর পুনর্ব্বার অন্য দুই জন দূত আসিয়াছিল। তাহারা আসিয়া সেই মঙ্গল বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, সত্রাজিতের মণিপ্রসঙ্গের শেষভাগ বলিতে লাগিল। সত্রাজিৎ যেন শ্রীকৃষ্ণকে মণিগ্রহণে অভিলাষী দেখিয়া আপনার সহোদর প্রসেনকে সেই মণি সমর্পণ করেন। "সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে মণি দান করেন নাই" এইরূপ লোকাপবাদ নিবারণ করিবার জন্য যাহা প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহাই শেষে সত্রাজিতের বিস্তারিত অপবাদের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রসেন একাকী সেই মণি গলদেশে অর্পণ করিয়া এক উৎকৃষ্ট ঘোটকের উপর আরোহণ পূর্ব্বক সমধিক পাপের জন্য অরণ্যে গিয়া বিনষ্ট হয়। তদ্‌বিষয়ে স্পষ্টই লোকগণ বলিতে লাগিল যে, নিশ্চয়ই তদ্‌বিষয়ের অন্য প্রকার কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ মণির লোভে সেই প্রসেনকে বধ করিয়াছে' এইরূপ লোকাপবাদ উদ্‌ভাবন করিয়া সেই সত্রাজিত এবং তদীয় সভাসদ লোকগণ সকলকেই যেন লজ্জায় পৃথিবীতে লীন

কৌ লীনমিব কুর্ব্বন্তঃ সন্তি ॥ তদেতদাকর্ণ্য সর্ব্বেঽপি ব্রজস্থা বর্ণয়ামাসুঃ।—বয়মিহ তদ্যশঃপ্রিয়া ইতি তস্য তত্তৎ-ক্রিয়াকর্ণনসুখশ্রিয়া তদ্বিরহমপি সহমানাঃ স্ম ॥ যদর্থং তস্য তত্তক্রিয়া তত্র পুনরিয়ং তত্তৎখলতাময়বিশৃঙ্খলতা জাতা। তস্মাদস্মাকং জীবনমিদমতীব দুঃখদং জাতং। ভবতু; তদনন্তরমুদন্তঃ কথ্যতাম্ ? ৯ ॥

দূতাবূচতুঃ—তদনন্তরমাবামাগতাবেব ইতি সর্ব্বেষু তদহরহর্বেদনাবিলতাবিরচিতমনশ্চর্চ্চেষু চিরং সন্দেশাগতিবিরতিরাসীৎ। তদ্গতিঃ পুনরপ্রতিহতা বভূব। চিরাদেব তু সহ

বিদধতি। তদ্যশঃপ্রিয়া স্তস্য কৃষ্ণস্য যশঃ প্রিয়ং যেষাং তস্য কৃষ্ণস্য তত্তৎক্রিয়াণাং কংসবধাদি-রুক্মিণীহরণাদীনাং যদাকর্ণনং শ্রবণং তদেব সুখশ্রীঃ সুখসম্পত্তি স্তয়া তস্য কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদং যদর্থং উগ্রসেনপ্রীত্যর্থং তস্য কৃষ্ণস্য তত্তৎক্রিয়া মণিযাচনাদি তত্তৎখলতাময়বিশৃঙ্খলতা তত্তৎ-খলতাময়ং খলতাপ্রচুরং যদ্বিশৃঙ্খলং বৈপরীত্যং ততো জাতা। তস্মাত্তাদৃশবৈষম্যেণ যশোহানেঃ উদান্তো বৃত্তান্তঃ ॥ ৯ ॥

ততো দূতবাক্যানন্তরং মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—সর্ব্বেষ্বিতিগদ্যেন। বেদনাবিলতা-বিরচিত-মনশ্চর্চ্চেষু বেদনয়া যা আবিলতা সমলতা তয়া বিরচিতা মনসশ্চর্চ্চা আন্দোলনং যেষাং তেষু সৎসু সন্দেশাগমস্য বিরাম আসীৎ। তদ্গতিঃ সন্দেশলাভেঽপ্রতিহতা বাধরহিতা সহ বহবঃ একদা বহব

করিয়াছিল। এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজবাসী সকলেই বর্ণন করিয়াছিল, আমরা এই স্থানে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের যশ প্রার্থনা করিয়া থাকি। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণের কংসবধ, রুক্মিণী হরণপ্রভৃতি তত্তৎক্রিয়া কলাপ শ্রবণ করিয়া সেই সুখরূপ সম্পত্তিদ্বারা আমরা তাঁহার বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া আছি। কিন্তু যাহার জন্য তাঁহার এইরূপ তত্তৎক্রিয়া কলাপ হইয়াছে, সেই সকল যেন তত্তৎ খলতাপূর্ণ বিশৃঙ্খলা মাত্র। অতএব আমাদের এইরূপ জীবন অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইয়াছে। যাহা হৌক, তাহার পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত বর্ণন কর ॥ ৯ ॥

দূতদ্বয় কহিল, তাহার পরেই আমরা আসিয়াছি। দিন দিন সকলেরই মনের আন্দোলন কার্য্য, বেদনাদ্বারা মালিন্যযুক্ত হইলে বহুদিন সংবাদ আগমন (খবর আসা) নিবৃত্তি হইয়াছিল। কিন্তু সংবাদ প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিই ছিল।

বহবস্তে জাঙ্ঘিকাস্তরস্বিতয়া সঙ্ঘশঃ সমাগতাঃ কিন্তু লব্ধ-নিদাঘচরাঃ স্থাবরা ইবাবগতাঃ। কুশলং কুশলমিতি বদন্তশ্চ সগদ্গদতয়াধিগতাঃ॥ ততশ্চ তেষাং সন্তর্পণমপ্যকৃত্বা করেণ তৎপ্রধানস্য করং ধৃত্বা ব্রজরাজঃ সামান্যতয়া পপ্রচ্ছ॥ ১০॥

স তূবাচ—

সিংহস্যাধিপদং প্রসেনমধিয়ন্ দীর্ণং তথা তং মহা-
ভল্লূকস্য তদীয়বর্ত্মগমনাত্তদ্গর্ত্ত-মধ্যং বিশন্।
অষ্টাবিংশদিনান্তমত্র সমরং কৃষ্ণঃ প্রচিত্যামুনা
রত্নং তচ্চ সুতাং চ তস্য জগৃহে গেহে চ সত্রাজিতঃ॥ ১১॥

পদাতয়ঃ তরস্বিতয়া বেগবত্ত্বয়া সংঘশো মিলিতাঃ সমাগতাঃ লব্ধনিদাঘচরা লব্ধো নিদাঘে গ্রীষ্মে চরো বর্ত্তনং যেষাং তে স্থাবরা ইব বেগেন গমনাৎ ইত্যর্থঃ। সগদ্গদতয়া কুশলং কুশলমিতি বদন্তোঽধিগতাঃ সন্তর্পণভোজনাদিনা তোষণং তৎপ্রধানস্য জাঙ্ঘিকানাং শ্রেষ্ঠস্য সামান্যতয়া সাধারণ্যেন॥ ১০॥

তস্য বাক্যং বর্ণয়তি—সিংহস্যেতি। কৃষ্ণঃ সিংহস্য অধিপদং পদং স্থানমধিকৃত্য প্রসেনং দীর্ণং বিদারিতং অধিগচ্ছন্ তথা তং সিংহং মহাভল্লূকস্য অধিপদং দীর্ণং অধিয়ন্ তদীয়বর্ত্ম-গমনাৎ ভল্লূকসম্বন্ধিনি পথি গমনাৎ তদগর্ত্তমধ্যং তস্য ভল্লূকস্য গর্ত্তমধ্যং অষ্টাবিংশদিনমন্তঃ সীমা যত্র তং সমরং অত্র তদগর্ত্তমধ্যে অমুনা মহাভল্লূকেন সহ প্রচিত্য নিষ্পাদ্য তচ্চ রত্নং মণিং তস্য সুতাং কন্যাঞ্চ জগৃহে গৃহীতবান্, তথা গেহে স্বালয়ে সত্রাজিতঃ সুতাঞ্চ জগৃহ॥ ১১॥

একদা অনেক দিনের পরে বহুসংখ্যক পদাতিগণ সবেগে দলে দলে মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীষ্মকালে অবস্থিত স্থাবর পদার্থের ন্যায় সবেগ গমনে ম্লান হইয়াছিল। তাহারা গদ্গদ স্বরে যেন "কুশল, কুশল" এই কথা বলিতেছে, এইরূপ জানা গেল। অনন্তর তাহাদের সন্তোষ না করিয়াও করদ্বারা পদাতি-শ্রেষ্ঠের কর ধরিয়া ব্রজরাজ সাধারণরূপে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন॥ ১০॥

দূত বলিলেন, সিংহ আপনার স্থানে প্রসেনকে বিদারিত করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া, এবং মহাভল্লূকের স্থানে সেই সিংহও বিনাশিত হইয়াছে

অথ ধীরতাং ধারয়িত্বা ভোজনাদিকং কারয়িত্বা পুনস্তং ব্রজসমাজ এব ব্রজরাজঃ পপ্রচ্ছ—কথয় বিস্তরতয়া ? ॥১২॥

দূত উবাচ—যদা রহঃকথনগতিভিরহরহঃ সত্রাজিদাদিজনস্তত্র সদাপবাদমদাত্তদা (ক) সুধীগণানাং নিধীয়মানধীঃ স তু ভবদীয়সুতস্তদবগত্য চানবগতবানিব নাতিস্বানুগতানি তদীয়সম্মতানি সতাং শতানি সমাহৃত্য কৃত্যমিদং বিবিক্তবান্ ॥ পশ্যতাকস্মাদস্মাকং মহাহানির্জাতা যদ্‌যাদবগণবরীয়াংসং

তদেবং নিশম্য ব্রজরাজঃ যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। ব্রজসমাজে ব্রজসভায়ামেব ॥১২॥

বিস্তারতয়া কথনে প্রেরিতঃ স যদাহ তদ্বর্ণয়তি—যদেত্যাদিগদ্যেন। রহঃকথনগতিভিঃ রহো নির্জ্জনস্থানে যৎ কথনং তত্র যা গতয় স্তাভিরুপলক্ষিতা স্তত্র কৃষ্ণে সদা অপবাদং অদাৎ তদা সুধীগণানাং নিধীয়মানধীঃ নিধিরিব আচরতি যা সা বুদ্ধি যস্য সঃ। যদ্বা আশ্রয়মাণধীঃ তদপবাদমবগত্য তদপবাদমবগম্য অনবগতবান্ অজানন্নিব সতাং শতানি সমাকৃত্য একীকৃত্য ইদং কৃত্যং বিবিক্তবান্ বিবেচ। তানি কিম্ভূতানি নাতিস্বানুগতানি নাতিনিজাধীনানি অথচ তদীয়সম্মতানি সত্রাজিৎপক্ষাণি। মহাহানিরিতি লোকাপবাদাৎ যশঃক্ষয়শ্চেতি ভাবঃ। যদ্‌যস্মাৎ

অবগত হইয়া, ভল্লূকের পথ দিয়া তাহার গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করেন। পরে ঐ গর্ত্তমধ্যে সেই মহাভল্লূকের সহিত অষ্টাবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, সেই (স্যমন্তক) নামে মণি ও জাম্ববতী নামে তদীয় কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং স্বকীয় আলয়ে সত্রাজিতের কন্যাও গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, এবং তাহাদের ভোজনাদি কার্য্য সমাপন করিয়া, শ্রীমান্ ব্রজরাজ সেই ব্রজ সভা মধ্যে পুনর্ব্বারই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সবিস্তরে বর্ণন কর ॥ ১২ ॥

একজন দূত কহিল, যৎকালে নির্জ্জনে নানাবিধ কথোপকথন করিয়া প্রত্যহ সত্রাজিৎপ্রভৃতি লোকগণ শ্রীকৃষ্ণের উপরে সর্ব্বদা অপবাদ প্রদান করিয়াছিল, তৎকালে সমস্ত সুধীগণের অগ্রগণ্য এবং সূক্ষ্মধীশক্তিসমপন্ন, আপনার সেই পুত্র সেই অপবাদ অবগত হইয়াও যেন জানিতে পারেন নাই, এইরূপভাবে, নিতান্ত

(ক) মদাদপবাদমদাত্তদা। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

কশ্চন পাটচ্চরশ্চরীকর্ত্তি স্ম। তস্মাদাগচ্ছত তস্য নষ্টস্য পদমনিষ্টং করবামেতি॥ তদেবং বিবিচ্য তাংস্তৎপ্রামাণিকানগ্রিমতয়াতিরিচ্য নিজানবরিচ্য তদশ্বপদান্যনুপদ্যমানস্তত্র যানাদিনা চিহ্নগতনিহ্নবমাশঙ্কমানশ্চরণসরসিজাভ্যামেব সঞ্চরন্ গতবান্ যত্র হয়সহিতঃ স নিহতঃ। তত্র সিংহগাত্রপদপাত্রং তৎপদমবলোচ্য তদনুযাত্রতয়া সিংহগাত্রমপি গোত্রমনু মহাভল্লূকলূনং বিলোকয়ামাস। যত্র সা হি ধরিত্রী তদ্দ্বয়গাত্রপদচিত্রীভবিত্রী কৃষ্ণ-কীর্ত্তিং পবিত্রীচকার॥১৩॥

যাদবগণবরীয়াংসং রাজানং মাং বা পাটচ্চরশ্চৌরশ্চরীকর্ত্তি স্ম ভৃশমাচ্ছিনৎ। তস্য নষ্টস্য প্রসেনস্য পদং স্বরূপং অনিষ্টং অন্বেষণীয়ং এবং বিবিচ্য বিবেচনং কৃত্বা তৎপ্রামাণিকান্ তস্য সত্রাজিতঃ মধ্যস্থজনান্ অগ্রিমতয়া অতিরিচ্য অর্থাৎ প্রেরয়িত্বা নিজানবরিচ্য পশ্চান্নিযোজ্য তস্য প্রসেনস্য অশ্বস্য পদানি উপপদ্যমানঃ সমীপে প্রাপ্নুবন্ চিহ্নগতনিহ্নবং পদচিহ্নগতং নিহ্নবং গোপনং যত্র স্থলে হয়েনাশ্বেন সহিতঃ স প্রসেনো নিহতঃ। সিংহমাত্রস্য পদং পাত্রমাধারো যস্য তৎপদং প্রসেনপদং শরীরং তদনুযাত্রতয়া তৎপদং লক্ষীকৃত্য যাত্রা গমনং যস্য তদ্ভাবতয়া সিংহগাত্রং সিংহশরীরমপি গোত্রং পর্ব্বতং। যদ্বা গোত্রামিতিপাঠঃ। গোত্রাং ধরিত্রীং মহাভল্লূকেন লূনং ছিন্নং বিলোকিতবান্। সাহি ধরিত্রী ভূমিঃ তদ্দ্বয়মাত্রস্য সিংহস্য মহাভল্লূকস্যৈবচ পদৈশ্চিত্রীভবিত্রী অচিত্রং চিত্রং আলেখ্যমিব ভবিত্রী পবিত্রীচকার লোকাপবাদপবিত্রামিব জাতাং পবিত্রীকৃতবতী॥ ১৩॥

আপনার অনুগত নহে, এইরূপ সত্রাজিৎ পক্ষপাতী শত শত জ্ঞানী লোক একত্র করিয়া এইরূপ কর্ত্তব্য বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তোমরা দেখ, অকস্মাৎ আমাদিগের অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিয়াছে। কারণ, কোন একজন তস্কর, যাদবগণের অগ্রগণ্য ভূপতিকে (অথবা আমাকে) অত্যন্ত ছেদন করিয়াছে। অতএব সকলেই আইস, আমরা সেই মৃত প্রসেনের স্বরূপ অন্বেষণ করিব।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া সত্রাজিতের মধ্যস্থদিগকে অগ্রে নিযুক্ত করিয়া এবং আপনার লোকদিগকে পশ্চাৎ নিযুক্ত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাহার অশ্বের পদচিহ্নের নিকটে গমন করিলেন। পরে তিনি যে স্থানে অশ্বের সহিত প্রসেন হত হইয়াছিল, সেইস্থানে যানাদিদ্বারা পদচিহ্ন গত গোপন আশঙ্কা করিয়া

ব্রজরাজ উবাচ—সন্দিগ্ধিদিগ্ধীকৃতসপত্নস্য রত্নস্য কা বার্ত্তা।

স উবাচ—রত্নং তু সযত্নতয়াপি ন লব্ধম্।

ব্রজরাজ উবাচ—হন্ত! কথমিব?

স উবাচ—হর্য্যক্ষমহর্ক্ষাবেব তদ্গ্রহীতারৌ জাতৌ।

ব্রজরাজ উবাচ—তয়োর্মণিনা কিমণীয়শ্চ ফলং জায়েত।

স উবাচ—হর্য্যক্ষস্য তাবত্তদ্বিলণতায়ামাখোরিব কৌতুকমেব। মহর্ক্ষঃ পুনরসৌ সাক্ষাজ্জাম্ববানেব।

ব্রজরাজ উবাচ—তর্হি মহৎস্থ পর্য্যবসিতং কার্য্যমিদং

তদেবং নিশম্য ব্রজরাজস্য দূতস্য চ বাকো বাক্যং বর্ণয়তি—তত্রাদ্যস্য। সন্দিগ্ধিদিগ্ধীকৃতসপত্নস্য সন্দিগ্ধ্যা সন্দেহেন দিগ্ধীকৃতঃ সপত্নঃ শত্রু র্যেন তস্য রত্নস্য মণেঃ। দ্বিতীয়স্য। সযত্নতয়াপি যত্নেন সহ বর্ত্তমান স্তস্য ভাব স্তয়াপি। আদ্যস্য। হন্তেতি খেদে। স হর্য্যক্ষঃ সিংহঃ মহর্ক্ষো মহাভল্লূক স্তাবেব তদ্গ্রহীতস্য রত্নস্য আদায়কৌ। আদ্যস্য। তয়ো র্হর্য্যক্ষমহর্ক্ষয়োরণীয়ঃ স্বল্পমপি। দ্বিতীয়স্য হর্য্যক্ষস্য তদ্বিলক্ষণতায়াং অনির্ব্বচনীয়শোভনতায়াং কৌতুকমেব ফলং যথা—আখোরিন্দূরস্য স্বর্ণমুদ্রায়ামিতি। জাম্ববানেবেতি তস্য মণে র্গুণানাং পরিচিতত্বাৎ মহাফলং। আদ্যস্য। ন পর্য্যয়ং ব্যতিক্রমং ন গচ্ছেত্তত্রৈব তিষ্ঠেৎ অহরতা অকৃপালুতেতি

পাদপদ্ম দ্বারাই সঞ্চরণ করিতে করিতে গমন করিলেন। তদনন্তর যে স্থানে সেই পৃথিবী সিংহ এবং ভল্লূকের পদচিহ্নদ্বারা বিচিত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি পবিত্র করিয়াছিল, সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র সিংহের স্থানে প্রসেনের দেহ দর্শন করিয়া, তাহাই লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করেন, এবং সিংহের শরীরও পর্ব্বত বা পৃথিবীর মত ভল্লূক দ্বারা ছিন্ন হইয়াছে, দর্শন করিলেন॥ ১৩॥

ব্রজরাজ কহিলেন, যাহার জন্য শত্রুগণ সন্দেহদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেই মণির সংবাদ কি? দূত কহিল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত যত্ন করিয়াও রত্ন লাভ করিতে পারেন নাই। ব্রজরাজ কহিলেন, হায়! তাহা কিরূপ? সেই দূত কহিল, সিংহ এবং মহাভল্লূক সেই রত্ন গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রজরাজ কহিলেন, সেই সিংহ এবং মহাভল্লূকের মণিদ্বারা স্বল্পমাত্রও কি ফল হইতে পারে? দূত কহিল, ইন্দুরের যেরূপ স্বর্ণমুদ্রাতে কৌতুক মাত্র ফল দেখা যায়, সেইরূপ

ন পর্য্যয়ং গচ্ছেৎ। অথবা ন জানে জাতিক্রূরতা তত্রাসূরতা স্যাদিতি। তদনন্তরমুদন্তস্তু কথ্যতাম্।

দূত উবাচ—ততশ্চ তস্মিন্নচ্ছভল্লপদান্যপ্যনুগচ্ছন্ গুহামেব তস্য প্রবেশদেশমূহাঞ্চক্রে।

ব্রজরাজাদয়ঃ সাবেগমূচুঃ—ততস্ততঃ?

স উবাচ—ততস্তস্য প্রত্যেকং স্বস্য তু সুতরাং তৎপ্রবেশায় খর্ব্বান্তরান্ সর্ব্বাংস্তদর্ব্বাগেব গতিভঙ্গিনঃ কৃত্বা কেবলমঙ্গলসঙ্গিতালব্ধসুখজাতঃ স ভবদঙ্গজাতস্তাং প্রবিবেশ।

যাবৎ উদন্তো বৃত্তান্তঃ। দ্বিতীয়স্য অচ্ছানি অমলিনানি যানি ভল্লস্য ভল্লূকস্য দেহপ্রবেশদেশং গুহামেব উহাঞ্চক্রে বিতর্কিতবান্। আদ্যস্য। সাবেগং ত্বরাসহিতং যথাস্যাৎ। দ্বিতীয়স্য। প্রত্যেকং স্বস্যতু সুতরাং তস্য ভল্লূকস্য তৎপ্রবেশায় গুহাপ্রবেশায় খর্ব্বান্তরানখর্ব্বং ক্ষুদ্রমন্তরং চিত্তং যেষাং তান্ তদর্ব্বাগেব তৎপশ্চাদেব গতৌ ভঙ্গবিশিষ্টান্ কৃত্বা কেবলেন মঙ্গলেন যা সঙ্গিতা তয়া লব্ধঃ সুখজাতঃ সুখসমূহো যস্য স ভবত্তনুজ স্তাং গুহাং প্রবিষ্টবান্।

সিংহের অনির্ব্বচনীয়ভাবে শোভা হইবে বলিয়া কৌতুক মাত্রই ফল ছিল। এবং সেই মহাভল্লূক সাক্ষাৎ জাম্ববান্। মণিরগুণ পরিচিত থাকাতে তাহার তাহাতে মহাফল। ব্রজরাজ কহিলেন, তাহা হইলে মহৎ লোকদিগের পরিণত এই কার্য্যের কোন ব্যতিক্রম হইবে না। অথবা জানিনা যে জাতীয় ক্রূরতা তদ্বিষয়ে কৃপালুতা হইবে। অতএব ইহার পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত বর্ণন কর। দূত কহিল, তাহার পর সেই স্থানে ভল্লূকের নির্ম্মল চিহ্ন সকল প্রাপ্ত হইয়া গুহকেই ভল্লূকের প্রবেশ স্থান বলিয়া বিতর্ক করিলেন। ব্রজরাজপ্রভৃতি ব্যাকুলতার সহিত বলিতে লাগিলেন, তারপর তারপর। সেই দূত কহিল, তাহার পর তাহার প্রত্যেক ব্যক্তির এবং সুতরাং নিজের গুহাপ্রবেশের জন্য ক্ষুদ্রাশায় সেই সকল ব্যক্তিদিগকে তাহার পরেই গমনে ভঙ্গ বিশিষ্ট করিয়া, কেবল মঙ্গল সঙ্গে সুখসমূহ লাভ পূর্ব্বক ভবদীয় পুত্র সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করেন। সেই পর্য্যন্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল (তারপর তারপর এইরূপ বক্তব্য বিষয়ে)

তদেতাবচ্ছ্রবণতঃ সর্ব্বে “ততস্তত” ইতি বক্তব্যে বাক্স্তম্ভমালম্বন্ত।

স তূবাচ—প্রবিশ্য চ তদন্ধঙ্করণমন্ধঙ্কারং করেণেব করেণ ভিত্ত্বা পুরঃ পুরঃ সর্ব্বমাশ্চর্য্যং হিত্বা গতবানেব পুরঃ পুরতস্তেন মণিনা ধাত্রীমনু বিহরন্তং সুকুমারং নাম তৎকুমারং বিলোকিতবান্। বিলোক্য চ স শ্লোক্যচরিতস্তং বালমনতিচরন্মণিমপি হরন্নবসরমনুচরংস্তদ্বিহরণবীক্ষণকুতুকীব তস্থৌ ॥

ধাত্রী তু তত্রাকস্মান্নরং তত্র চাপূর্ব্বিতাধরং বীক্ষ্য কম্পিতগাত্রী বভূব বিভাবয়াম্বভূব চ ॥ ১৪ ॥

এতাবৎ গুহাপ্রবেশবৃত্তান্তশ্রবণতঃ বাক্স্তম্ভং মৌনং। দ্বিতীয়স্য। অন্ধংকরণং চক্ষুষ্মন্তমন্ধং করোতীতি তং। করেণ হস্তেনৈব করেণ কিরণেন ভিত্ত্বা বিদার্য্য পুরঃ পুরঃ অগ্রাগ্রবর্ত্তী ধাত্রীমুপমাতরমনু লক্ষীকৃত্য মণিনা সহ বিহরন্তং ভল্লুকপুত্রং। শ্লোক্যচরিতঃ শ্লোক্যং কীর্ত্তনীয়ং চরিতং যস্য সঃ। অনতিচরন্ অনতিক্রামন্ অবসরং অনুচরন্ অপেক্ষমাণঃ তস্য বালকস্য ক্রীড়াদৃষ্টৌ কৌতুকবানিব। অপূর্ব্বিতাধরং বিস্ময়কতাজনকং কম্পিতং গাত্রং যস্যাঃ তথা বভূব বিভাবয়াম্বভূবচ বিশেষচিন্তাং চকার ॥ ১৪ ॥

বাক্যের স্তম্ভ বা মৌনভাব অবলম্বন করিল। সেই দূত কহিল, তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া সেই অন্ধতাকারী অন্ধকার, কিরণের মত করদ্বারা বিনাশ করিয়া, এবং সম্মুখে সম্মুখে সমস্ত আশ্চর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন, এবং অগ্রে অগ্রে সেই মণিদ্বারা ধাত্রীর সহিত ক্রীড়াশীল সুকুমার নামে সেই বালককে দর্শন করিলেন। তাহা দেখিয়া প্রশংসনীয় চরিত্র সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ সেই বালককে অতিক্রম না করিয়া, মণিকেও হরণ করিয়াছিলেন। অবসর অপেক্ষা করিয়াও বালকের খেলা দর্শন করিবার জন্য তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর ধাত্রী তথায় অকস্মাৎ বিস্ময় জনক মানব দর্শন করিয়া কম্পিত কলেবর হইয়াছিল। এবং বিশেষরূপে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

অহো ! যদ্যপ্যেষ স্ফুরতি নবজীমূতরুচিরঃ
সুধাংশূদ্যদ্বক্ত্রঃ কমনকমলালোচনপটঃ ।
মণৌ বালেঽপ্যস্মিন্ কুতুকিনমথাপ্যেতমধিয়-
দ্ভিয়া লোলং হৃন্মে ন বহতি বহির্ধীরপদবীম্ ॥১৫॥

তদেতদ্বিভাব্য চানুক্রোশবতী চুক্রোষ ক্রুষ্টবত্যাং চ তস্যামতিরুষ্টতয়া দষ্টনেত্রঃ স জাম্ববাংস্তল্লাবণ্যামৃতাস্বাদমনালম্বমানঃ কেবলং বলং বলমানস্তেন সহ যুযুধে ॥ ১৬ ॥

তস্যা স্তাদৃশদর্শনপ্রকারং বর্ণয়তি—অহো ইতি। অহো বিস্ময়ে। যদ্যপি নবজীমূত-রুচিরো নবঘনাৎ কমনীয়ঃ তথা শুভ্রাংশু শ্চন্দ্র ইব উদ্যদ্বক্ত্রং মুখং যস্য সঃ, তথা কমনং রম্যং কমলা যা লক্ষ্মা যদালোচনং স্বর্ণবদ্দর্শনং তদিব পটং যস্য সঃ, অথাপি মণৌ অস্মিন বালেঽপি কুতুকিনং এতং অধিয়ৎ অনুভবৎ ভিয়া লোলং চঞ্চলং মে মম হৃৎ বহির্বাহ্যে ধীরপদবীং ধৈর্য্যং ন বহতি ॥ ১৫ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং জাতং ইত্যপেক্ষায়াং হেতুং বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। অনুক্রোশবতী অনুগতবতী চুক্রোশ উচ্চৈররাব। অতিরুষ্টতয়া দষ্টনেত্রঃ অতিরোষতয়া দষ্টে প্রস্তে নেত্রে যস্য সঃ তল্লাবণ্যামৃতাস্বাদং তস্য কৃষ্ণস্য যল্লাবণ্যামৃতং তস্যাস্বাদমনালম্বমানঃ অনাশ্রয়মাণঃ বলমানোঽবলম্বনং কুর্ব্বন্ তেন কৃষ্ণেন ॥ ১৬ ॥

আহা ! কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! নবমেঘ অপেক্ষাও মনোহর, ইহাঁর মুখ খানী চন্দ্রের মত উদিত হইয়াছে, এবং লক্ষ্মীদেবীর মনোহর লোচন বা স্বর্ণবৎ দর্শনে ইহাঁর বসন সমুজ্জল ; যদ্যপি ইনি এইরূপ মনোহরভাবে প্রকাশ পাইতে-ছেন ; তথাপি বোধ হইতেছে যেন ইনি এই মণিতে অথবা এই বালকের উপরে কৌতুকের বশবর্ত্তী হইতেছেন। ইহাঁর এইরূপ অবস্থা অনুভব করিয়া আমার হৃদয় ভয়ে চঞ্চল হইয়া বাহ্য ধৈর্য্যও পরিত্যাগ করিতেছে ॥ ১৫ ॥

অতএব এইরূপে চিন্তা করত অনুগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। এইরূপে সে শব্দ করিলে সেই জাম্ববান্ অত্যন্ত কুপিত ভাবে নেত্রদ্বয় সঙ্কুচিত করত শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যরূপ অমৃতরসের আস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া, কেবল বল প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

ব্রজস্থাঃ সর্ব্বে সসম্ভ্রমমূচুঃ—ততস্ততঃ ? ১৭ ॥

দূতস্তু ততশ্চাষ্টবিংশতিমহোরাত্রানবিশ্রামসংগ্রামঃ সমজনীতি বদন্ দুঃখধূতঃ সম্ভূতবাক্স্তম্ভমাসীৎ। তদেতন্মাত্রস্য শ্রবণপাত্রশ্রবণতয়া মূর্চ্ছাম্ৃচ্ছতোর্ব্রজরাজয়োশ্চ সর্ব্বেঽপি সসম্ভ্রমমূচুঃ—

অস্তু তাবৎ প্রস্তুতা তদ্বার্ত্তা, তস্য বার্ত্ততাং তু শ্রাবয় ॥১৮॥

স উবাচ—ততশ্চ—

কৃষ্ণং তন্মুষ্টিনিষ্পাতপিষ্টাঙ্গঃ কষ্টমাসজন্।
আচষ্ট নষ্টদর্পশ্রীস্তুষ্টূষন্ স্পষ্টমৃক্ষরাট্ ॥ ১৯ ॥

ব্রজস্থা ইতি গদ্যং সুগমম্ ॥ ১৭ ॥

তদা দূতস্তু যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিগদ্যেন। অবিশ্রামসংগ্রামঃ নিরন্তরযুদ্ধং সম্ভূত উৎপন্নো বাক্ স্তম্ভো যত্র তদ্যথা দুঃখেন ধূতঃ খণ্ডিত আসীৎ, শ্রবণপাত্রশ্রবণতয়া শ্রবণে কর্ণাবেব পাত্রং ভাজনং তত্র শ্রবণং যয়ো স্তদ্ভাবতয়া মূর্চ্ছাম্ৃচ্ছতো গচ্ছতো র্ব্রজরাজয়োস্তয়োর্দ্দম্পত্যোঃ তস্য কৃষ্ণস্য বার্ত্ততাং নিরাময়তাম্ ॥ ১৮ ॥

তৎপ্রশ্নানন্তরং দূতো যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—কৃষ্ণমিতি। ঋক্ষরাট্ মহাভল্লুক তস্য কৃষ্ণস্য মুষ্টেঃ নিষ্পাতেন পিষ্টান্যঙ্গানি যস্য সঃ। কষ্টমাসজন্ সংগচ্ছমানঃ নষ্টা দর্পশ্রীর্দ্দর্পসম্পত্তি র্যস্য সঃ স্পষ্টং তুষ্টূষন্ স্তোতুমিচ্ছন্ আচষ্ট কথিতবান্ ॥১৯॥

ব্রজবাসী সকলে সবেগে বলিতে লাগিল, তারপর তারপর ॥ ১৭ ॥

দূত কহিল, তাহার পর অষ্টাবিংশতি দিবারাত্র সংগ্রাম হইয়াছিল। এই কথা বলিয়া দূতের বাক্য স্তম্ভিত হইল, এবং দুঃখে আক্রান্ত হইল। এইরূপ মাত্র কথা শ্রবণ গোচর করিয়া ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী মূর্চ্ছিত হইলে, সকলেই সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিল। এক্ষণে এই প্রস্তাবিত সংবাদ দূরে থাক, শ্রীকৃষ্ণের কুশল সংবাদ শ্রবণ করাও ॥ ১৮ ॥

দূত কহিল, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের মুষ্টি নিপাতে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পোষিত হইয়া যায়। তাহাতে সে তখন কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া এবং নিজের দর্পরাশি নষ্ট করিয়া ভল্লুকরাজ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে ইচ্ছা করত স্পষ্ট বলিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

তচ্চ নাস্মভ্যং রোচত ইতি শোচনীয়স্য তস্য নানুবদনীয়ম্। স তু কৃপণবৎসলঃ কৃপয়া তস্য স্তুতিবিসরমপ্যসহমানঃ সর্ব্ব-শঙ্করেণ করেণ তং পস্পর্শ। তেন স্পৃষ্টশ্চায়ং কষ্টং পরিহরং-স্তন্মাধুর্য্যমপি দৃষ্টবান্॥ দৃষ্টে চ তত্র শ্রীরঘুবর্য্যসৌন্দর্য্যেঽপি তদন্তঃপাতিতয়া পরামৃষ্টে ক্ষণকতিপয়মষ্টাপি স্পষ্টমেব সাত্ত্বি-কান্ ভাবানুবাহ। পুনশ্চ ভবন্নন্দনেন স্বস্থিতমনাঃ সমনা-স্তদাজ্ঞাবিজ্ঞানায় সাঞ্জলি তস্থৌ স তু স্বাগমনকারণং সঙ্ক্ষেপতঃ সর্ব্বমাচচক্ষে। ততশ্চ স পুনরচ্ছমতিরচ্ছভল্লতল্লজঃ সলজ্জং

তচ্চ ভক্তপীড়নং নানুবদনীয়ং ন বাচ্যং। সতু কৃষ্ণ স্তস্য মহাভল্লুকস্য স্তুতিবিসরং স্তবসমূহং সর্ব্ব-শঙ্করেণ সর্ব্বেষাং সুখকারণেন করেণ হস্তেন তেন করেণ তন্মাধুর্য্যমপি দৃষ্টবান্ ক্রোধাভিভূতাবেতি পূর্ব্বং তন্মাধুর্য্যাদিকং ন দৃষ্টমিতি ভাবঃ। তস্য কৃষ্ণমূর্ত্তৌ রামচন্দ্রসৌন্দর্য্যেঽপি দৃষ্টে তদন্তঃপাতি-তয়া কৃষ্ণসৌন্দর্য্যাস্যান্তঃপাতিতয়া অধীনতয়া পরামৃষ্টে ক্ষণকতিপয়ং ব্যাপ্য অষ্টাপি সাত্ত্বিকান্ স্তম্ভস্বেদাদীন্ ভাবান্ উবাহ দধার। স্বস্থিতং রামভক্তিনিষ্ঠং মনো যস্য সঃ, তদাজ্ঞাবিজ্ঞানায় কৃষ্ণস্য আজ্ঞয়া অববোধায় সাঞ্জলি অঞ্জলিনা সহ বর্ত্তমানঃ যথাস্যাৎ তথা তস্থৌ। সতু শ্রীকৃষ্ণ আচচক্ষে উদিতবান। অচ্ছা নির্ম্মলা মতি যস্য সোঽচ্ছতল্লজঃ ভল্লুকপ্রশস্তঃ সলজ্জং যথাস্যাত্তথা পরামৃশ্য

এইরূপ ভক্ত পীড়ন আমাদিগের রুচি জনক নহে। এই হেতু শোচনীয় ভল্লুকের বিষয় আমরা অনুবাদ করিব না। কিন্তু সেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিয়া ও মহাভল্লুকের স্তুতি সমূহও সহ্য করিতে না পারিয়া সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ হস্তদ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে স্পর্শ করিলে ভল্লুক কষ্ট পরিহার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও দর্শন করিল। সেই কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে শ্রীরাম চন্দ্রের সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইলেও শ্রীকৃষ্ণ সৌন্দর্য্যের অন্তঃপাতী বলিয়া সেই মূর্ত্তি বিবেচিত হইলে, কিছুক্ষণ সে স্তম্ভস্বেদপ্রভৃতি আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাব ধারণ করিল। পুনরায় আপনার পুত্র তাহার মনকে সুস্থ করেন, তাহাতেই তাহার মন রামচন্দ্রের উপর ভক্তি নিষ্ঠ হয়। তখন ভল্লুক মনের সহিত তদীয় আজ্ঞা জানিবার জন্য কৃতাঞ্জলিভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণও সংক্ষেপে আপনার আগমনের সমস্ত কারণ বলিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই নির্ম্মল মতি

পরামৃশ্য গৃহং প্রবিশ্য সকন্যারত্নং তদেব রত্নমানীয় তস্য পুরস্তাদর্পিতবান্। তর্পিতবাংশ্চ তং স্নপনস্পাপানাদিনা ॥ ২০ ॥

সা তু—

যদ্রূপং জন্মনো ধ্যাতং তদ্রূপবরলাভতঃ।
মূর্চ্ছন্তী জাম্ববৎকন্যা পিতুরাকুলয়ন্মনঃ ॥ ২১ ॥

তচ্চ ধ্যানমীদৃশং—

তাতঃ প্রাচীনভল্লঃ স্ফুটমথ জননী তাদৃগন্যে তদাভা
বাসঃ ক্ষ্মাভৃদ্গুহান্তঃ কথমপরপদং দৃষ্টিবর্ত্ম প্রয়াতু।
নীলেন্দ্রাণাং কুলেন্দ্রঃ স্মিতকমলবলস্তোত্রগীস্তোত্রনেত্রঃ
স্বর্ণাংশুস্রাবিদিব্যাংশুকরুচিরসকৃন্মাং বিকর্ষত্যসৌ কঃ ॥
ইতি ॥ ২২ ॥

কন্যারত্নং কন্যাশ্রেষ্ঠং তদেব রত্নং শুমন্তকং তং কৃষ্ণং স্নপনং স্নানং স্পা ভোজনং পানং পেয়দ্রব্যং তদাদিনা তর্পিতবান্ ॥ ২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণায় দত্তা জাম্ববতী যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—সাত্বিত্যাদি। জন্মতো জন্মকালাবধি যদ্রূপং ধ্যাতং চিন্তিতং তদ্রূপস্য বরস্য লাভতঃ মূর্চ্ছন্তী সা পিতুর্জাম্ববতো মন আকুলয়ৎ ব্যস্তমকরোৎ ॥ ২১ ॥

তয়া যদ্ধ্যাতং তন্নির্দ্দিশতি—তাত ইতি। তাতঃ পিতা প্রাচীনভল্লঃ বৃদ্ধভল্লূকঃ জননী মাতা তাদৃক্ প্রাচীনা অন্যে তদাভাতস্য তাতস্যেব আভা দীপ্ত যেষাং তিক্ষ্মাভৃদ্গুহান্তর্বাসঃ পর্ব্বতগুহামধ্যে

ভল্লূক শ্রেষ্ঠ লজ্জিত ভাবে পরামর্শ করিয়া, এবং গৃহে প্রবেশ করিয়া কন্যা রত্নের সহিত সেই রত্নই আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সন্মুখে অর্পণ করিলেন, এবং স্নানীয়, পানীয় এবং ভোজনীয় দ্রব্যাদিদ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্টও করিলেন ॥ ২০ ॥

জাম্ববানের কন্যা সেই বরের লাভ হওয়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া পিতার মন আকুল করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

সেই চিন্তাও এইরূপ, যথা—পিতা প্রাচীন ভল্লূক, জননী ও প্রাচীনা, এবং অন্যান্য যে সকল আত্মীয়বর্গ আছে, তাহারাও পিতার তুল্য প্রাচীন। পর্ব্বতের

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ তৎকরস্পর্শামৃতং স্মৃতবতস্তস্য জাম্ববতঃ প্রার্থনয়া শ্রীকৃষ্ণস্পর্শলেশাচেতিতায়াং মুহূর্ত্তান্মূর্ত্ত-ভাবাদুত্থিতায়াং তস্যাং সঙ্গীতমঙ্গলং বিধায় স ধন্যম্মন্যঃ

অপরপদপরস্বরূপং দৃষ্টিবর্ত্ম দৃষ্টিমার্গং কথং প্রয়াতু। নীলেন্দ্রাণাং কুলেন্দ্রোঽসকৃৎ বারং বারং মাং বিকর্ষতি অসৌ কঃ স কিম্ভূতঃ স্মিতকমলবলস্তোত্রগীঃ স্মিতং বিকলিতং যৎ কমলং পদ্মং তস্য বলং সামর্থ্যং সুকোমলতা তেন স্তোত্রা স্তুতিবিষয়া প্রশংসনীয়া গীর্বাণী যস্য সঃ, সুকোমল-বাগিত্যর্থঃ। স্তোত্রনেত্রঃ স্তোত্রে প্রশংসনীয়ে নেত্রে যস্য সঃ। স্বর্ণাংশুস্রাবিদিব্যাংশুরুচিঃ স্বর্ণাংশুং স্বর্ণকিরণং স্রোতুং ক্ষরিতুং শীলমস্য তচ্চ তৎ দিব্যাংশুকং প্রশংস্যবস্ত্রঞ্চেতি তেন রুচিঃ শোভা যস্য সঃ॥ ২২॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। তৎকরস্পর্শা-মৃতং তস্য কৃষ্ণস্য করস্পর্শ এব অমৃতং তৎস্মৃতবতঃ প্রার্থনয়া যথা মম তৎ করস্পর্শামৃতেন স কষ্টং নষ্টং তথাস্যাৎ মূর্চ্ছাশান্তির্ভবিষ্যতীতি যাচনয়া কৃষ্ণস্পর্শলেশেন চেতিতায়াং প্রাপ্তজ্ঞানায়াং মূর্ত্তভাবাৎ মূর্চ্ছিতভাবাৎ উত্থিতায়াং কায়চেষ্টাযুক্তায়াং তস্যাং সত্যাং আত্মানং ধন্যং মন্যতে ধন্য-

---

গুহার মধ্যে সকলেরই বাস। অতএব কিরূপে অন্য বস্তু দৃষ্টি পথে পতিত হইতে পারিবে। তথাপি বিকসিত কমলের কোমলতাদ্বারা যাঁহার বাক্য প্রশংসনীয়, যাঁহার দুইটি চক্ষু অত্যন্ত মনোহর, এবং স্বর্ণ কিরণ স্রাবী মনোহর দিব্য বসনদ্বারা যাঁহার শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে; সেই নীলকান্ত মণিদিগের কুল শ্রেষ্ঠ স্বরূপ যিনি আমার মন বারংবার আকর্ষণ করিতেছেন, ইনি কে? ॥ ২২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর আপনার পুত্রের করস্পর্শরূপ অমৃত স্মরণ করিয়া সেই জাম্ববান্ এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেমন আপনার করস্পর্শে আমার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল, সেইরূপ আপনার করস্পর্শে জাম্ববতীরও মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে করদ্বারা স্পর্শ করিলে, স্পর্শমাত্র তাঁহার চৈতন্য হইল। মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে মূর্চ্ছিত ভাব হইতে উত্থিত হইলে তাহার শারীরিক চেষ্টা হইল। তৎপরে জাম্ববান্ মাঙ্গলিক সঙ্গীত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল। তখন সে

সনিজকন্যং ভবন্নন্দনং স্কন্ধমনু নির্ব্বন্ধধৃতচতুর্দ্দোলধামনি নিধায় গর্ত্তদ্বার-পর্য্যন্তং স্বয়মাসসার ॥ ২৩ ॥

গর্ত্তদ্বারস্থা দ্বারকীয়াঃ পুনস্ত্রয়োদশাদহ্নঃ পুরস্তাদেব নির্ব্বিদ্য খিদ্যমানা গৃহায় প্রস্থানমাচেরুর্ন তু গুহায়াং সঞ্চেরুঃ ॥ ২৪ ॥

(ক) তদেতাবদাকর্ণ্য দূতমুখং নির্ব্বর্ণ্য সবৈবর্ণ্যং সর্ব্বেঽপি প্রোচুঃ—হন্ত! কিমর্থম্?

দূত উবাচ—নিজপ্রাণত্রাণার্থং দ্বারকাগারাণাং কেষাঞ্চিত্তু-ত্রাসনার্থমপীতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ সঃ নিজকন্যামিতি যস্তং স্কন্ধমনু নির্ব্বন্ধেন ধৃতং চতুর্দ্দোলং শিবিকা তদেব ধাম উপবেশ-স্থানং তস্মিন্ নিধায় আরোহ্য আসসার আজগাম ॥ ২৩ ॥

অষ্টাবিংশতিদিনপর্য্যন্তং যুদ্ধমভূত্তত্র গর্ত্তদ্বারস্থানাং কা বার্ত্তা জাতেত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়ন্তি—'গর্ত্তে'ত্যাদিগদ্যেন। দ্বারকীয়া দ্বারকায়াং ভবা জনা দ্বাদশদিনশেষযামে তৎপর্য্যন্তং পুনরাগমন-কালো নিরূপিতঃ আসীদিতি ভাবঃ। নির্ব্বিদ্য স্বাবমানং কৃত্বা খেদযুক্তাঃ সঞ্চেরুর্ন প্রবিষ্টাঃ ॥ ২৪ ॥

তদেবং নিশম্য দুঃখহতা ব্রজস্থা যচ্চক্রুস্তদ্বর্ণয়ন্তি—তদেতদিতিগদ্যেন। আকর্ণ্য শ্রুত্বা নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা সবৈবর্ণ্যং মানিল্যেন সহ বর্ত্তমানং যথাস্যাত্তথা প্রোচুঃ। ততো দূতো। নিজপ্রাণস্য

আপনার কন্যা জাম্ববতী এবং ভবদীয় তনয় শ্রীকৃষ্ণকে আগ্রহ সহকারে চতুর্দ্দোলার মত স্কন্ধদেশে আরোহণ করাইয়া গর্ত্তদ্বার পর্য্যন্ত স্বয়ং আগমন করিল ॥ ২৩ ॥

গর্ত্তদ্বারস্থিত দ্বারকাবাসী লোকগণ পুনরায় ত্রয়োদশ দিবসের পূর্ব্বে (অর্থাৎ দ্বাদশ দিবসের শেষ প্রহর পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের আগমন কাল নিরূপিত ছিল, কিন্তু না আসাতে) অবমাননা করিয়া খেদান্বিত মনে গৃহের উদ্দেশে গমন করিয়াছিল, কিন্তু গুহামধ্যে প্রবেশ করে নাই ॥ ২৪ ॥

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দূতের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, মলিনতার সহিত

(ক) তদেতদাকর্ণ্য। ইতি মাওপাঠঃ।

তদেবং দূতবচনমনূদ্য মধুকণ্ঠঃ স্বয়ং বদতি স্ম। যত্র খলু বক্ষ্যমাণশ্রীকৃষ্ণগমনান্তে দিনকতিপয়প্রান্তে তৎপ্রস্তাবমুপলভ্য সভ্যজনাননু তদিদং সোৎপ্রাসং শ্রীমদুদ্ধবেনানুশয্যতে স্ম। কালিয়কলহব্যাকুলগোকুলবাসিনামিব কথমস্মাকীনানাং কশ্চিদপ্যবিপশ্চিদ্ভবেদিতি ॥ ২৬ ॥

তদেতচ্ছ্রুত্বা ব্রজেশ্বরী প্রোবাচ—ব্রজরাজচরণান্ প্রতি

ত্রাণার্থঃ রক্ষার্থং দ্বারকাগারাণাং দ্বারকৈব আগার আশ্রয়ো যেষাং তেষাং উগ্রসেনার্থং উদ্গতং যৎ ত্রাসনং ত্রাসস্তদর্থমপীতি ॥ ২৫ ॥

তত্র প্রকরণসৌষ্ঠবার্থং মধুকণ্ঠো যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। অনূদ্য অনুবাদং কৃত্বা দিনকতিপয়ানাং প্রান্তে শেষে তৎপ্রস্তাবং তৎপ্রসঙ্গং সভ্যজনান্ অনু লক্ষীকৃত্য সোৎপ্রাসং সশব্দহাসং যথাস্যাত্তথা অনুশয্যতে অনুতাপঃ ক্রিয়তে। কালিয়েন সহ যঃ কলহস্তেন ব্যাকুলা যে গোকুলবাসিনস্তেষামিব অস্মাকীনানাং অস্মৎসম্বন্ধিনাং অবিপশ্চিৎ অতত্ত্বজ্ঞো ভবেৎ যেন উত্ত্রাসো ভবতি ॥ ২৬ ॥

তদা শ্রীব্রজেশ্বরী যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিত্যাদিগদ্যেন। ন্যায়েন বিচারেণ বসুদেবাদীন্ জিত্বা

ব্রজবাসী সকলেই বলিতে লাগিল; হায়! কি নিমিত্ত এইরূপ ঘটিয়াছিল? দূতদ্বয় কহিল, নিজ প্রাণরক্ষার্থ দ্বারকা নিবাসী কতিপয় লোকদিগের যে ভয় হইয়াছিল, তাহার জন্যও তাহারা প্রবেশ করে নাই ॥ ২৫ ॥

অতএব এইরূপ দূতের বাক্য অনুবাদ করিয়া মধুকণ্ঠ স্বয়ং বলিতে লাগিলেন। যে বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের গমনের পর যে যে বিষয় বলা হইবে, তাহার পরে কিছু দিন গত হইলে, সেই প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমান্ উদ্ধব সভ্যগণের উদ্দেশে সশব্দে হাস্য করিতে করিতে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কালিয় সর্পের সহিত কলহ হইলে গোকুলবাসী ব্যক্তিগণ যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহাদের ন্যায় আমাদেরও কোনও তত্ত্বজ্ঞান শূন্য অজ্ঞব্যক্তি থাকিতে পারে, যাহাদ্বারা অত্যন্ত ত্রাস হইবার কথা ॥ ২৬ ॥

এইরূপ শুনিয়া ব্রজেশ্বরী কহিলেন, তুমি ব্রজরাজের পদপ্রান্তে নিবেদন

কথয় কথং ন্যায়েন জিত্বা নাত্মনস্তনন্ধয়ং করে গৃহীত্বা সমানয়ন্তি, কথং ত্বং ক্ষীরকণ্ঠমনুপকণ্ঠবর্ত্তিনামুদাসীনবাসনানামন্তর্ব্বাসিনং কুর্ব্বন্তীতি। হন্ত! হন্ত! কিমহং ব্রুবে জঠরমিদং যন্নাদ্যাপি বিদীর্য্যতি। তন্নেদং জঠরং কিন্তু জরঠমেবেতি ॥

তদেবং শ্রুত্বা সর্ব্বেষু সাশ্রুতয়া স্বরতঃ খর্ব্বেষু সগদ্গদং ব্রজরাজঃ প্রাহ স্ম।—ততস্ততঃ? ॥

দূত উবাচ—ততশ্চ ভূরিদূরতয়া বিসূরিতপূরিততয়া চ চিরাদেব দ্বারকাগাগতেভ্যস্তেভ্যস্তদবকলয্য লব্ধধর্ষং সঙ্কর্ষণাদি-

স্তনন্ধয়ং পুত্রং ন সমানয়ন্তি। অনুপকণ্ঠবর্ত্তিনাং দূরস্থিতানাং উদাসীনবাসনানাং উদাসীনাং স্নেহাদিশূন্যবাসনানাং অন্তর্ব্বাসিনং মধ্যবর্ত্তিনং, ক্ষীরং কণ্ঠে যস্য তং ভবন্তঃ কুর্ব্বন্তীতি। জঠরমুদরং জরঠং কঠিনমেবেতি। অশ্রুভিঃ সহ বর্ত্তমানাঃ সাশ্রবস্তেষাং ভাবঃ সাশ্রবতা তয়া স্বরতঃ খর্ব্বেষু স্বরভঙ্গং গতেষু সগদ্গদং যথা স্যাৎ ॥ ২৭ ॥

ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতো যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। ভূরি প্রচুরং দূরং তস্য ভাবস্তয়া বিসূরিতং অনুতাপস্তেন পূরিতং পূরণং যেষাং তদ্ভাবতয়া চ চিরাৎ বিলম্বেন তৎ অষ্টাবিংশদিনং ব্যাপ্য কৃষ্ণস্য গর্ত্তস্থিতিং অবকলয্য বিবুধ্য লব্ধধর্ষং লব্ধো ধর্ষঃ সাহসো যত্র তৎ

কর, সেই ব্রজরাজাদি গুরুজন ন্যায় বিচারপূর্ব্বক আপনার পুত্রকে জয় করত করে ধরিয়া আপনার গৃহে কেন আনয়ন করিতেছেন না। এবং কেনও বা ইহাঁরা সেই ক্ষীরকণ্ঠ দূরস্থিত পুত্রকে, অথচ স্নেহাদি বাসনাশূন্য ব্যক্তিগণের অন্তর্গত করিতেছেন। হায়! হায়! আমি আর কি বলিব, যখন এই উদর অদ্যাপি বিদীর্ণ হইতেছে না। অতএব ইহা জঠর বা উদর নহে, কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই জরঠ অর্থাৎ কঠিন বস্তু। এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেরই নেত্র হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, এবং সকলেই স্বরভঙ্গ প্রাপ্ত হইল ॥ ২৭ ॥

তখন ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর অত্যন্ত দূরে থাকাতে এবং সমধিক অনুতপ্ত হওয়াতে বহুদিনের পর দ্বারকায় সমাগত সেই সকল ব্যক্তিগণের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাবিংশতি দিবস গর্ত্তমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া, উৎসাহের সহিত

যূদ্ধবসম্বন্ধতয়া তত্র প্রস্থানায় মিথঃ সম্বাদিষু কেষুচিচ্চ সর্ব্বমঙ্গলায় সর্ব্বমঙ্গলারাধনকৃৎসু সত্রাজিতং প্রতি চাতীতজীবনকারমাক্রোশৎসু সদ্যএব জাম্ববৎপ্রস্থাপিতানবদ্যবাদ্যাদিমঙ্গলসঙ্গতং শার্ঙ্গী পাঞ্চজন্য-ধ্বনিং প্রপঞ্চয়ামাস ॥ শ্রুতমাত্রে চ তত্র জাতানন্দকোলাহলহলহলায়মানতয়া হলিপ্রভৃতয়ঃ সুবহললোকাস্তমভিগম্য রম্যবিধানেন তদ্ভাসা খদ্যোতায়মানমণিকণ্ঠং নবরামাশোভিতোপকণ্ঠং হর্ম্ম্যমানিন্যুরিতি ॥ ২৭—২৮ ॥

যথাস্যাৎ উদ্ধবসংবদ্ধতয়া উদ্ধবেন উৎসবেন সংবদ্ধঃ সংমিশ্রণং যেষাং তদ্ভাবতয়া তত্র ভল্লূকগুহায়াং মিথঃ পরস্পরেণ সংবাদিতু° একমন্ত্রণামেব কর্ত্তুং সৎসু সর্ব্বমঙ্গলারাধনকৃৎসু সর্ব্বমঙ্গলায়া দুর্গায়া আরাধনং কুর্ব্বন্তীতি তেষু অতীতজীবনকারং অতীতং গতং জীবনং যস্য তং কৃত্বা ত্বং মৃতোঽসীত্যুক্ত্বা আক্রোশৎসু আক্রোশং কুর্ব্বৎসু সদ্য স্তৎক্ষণাদেব জাম্ববতা প্রস্থাপিতং সদনবদ্যং প্রশস্তং বাদ্যাদিমঙ্গলং তেন সঙ্গতং যথাস্যাত্তথা শার্ঙ্গী কৃষ্ণঃ নিজশঙ্খধ্বনিং প্রপঞ্চয়ামাস বিখ্যাপিতবান্. জাতো য আনন্দেন কোলাহলস্তত্র যৎ হলহলায়মানমব্যক্তরাব স্তস্য ভাব স্তয়া হলিপ্রভৃতয়ঃ বলরামাদয়ো বহুতরজনা স্তং কৃষ্ণমভিগম্য রম্যবিধানেন কদলীস্তম্ভপূর্ণকলসাম্রপল্লবাদিনা ধ্বজপতাকাদিভিঃ কৢপ্তেন তং হর্ম্ম্যং আনিন্যুঃ প্রাপয়ামাসুঃ। তং কিম্ভূতং তদ্ভাসা কান্ত্যা খদ্যোতায়মানমণিকণ্ঠ° খদ্যোতো জ্যোতিরিঙ্গণঃ স ইব আচরতি এবম্ভূতো যো মণিঃ স কণ্ঠে যস্য তং নবরাময়া জাম্ববত্যা শোভিতমুপকণ্ঠং সমীপং যস্য তম্ ॥ ২৮ ॥

বলরাম প্রভৃতি সকলেই উৎসবে মগ্ন হইয়া সেই ভল্লূকের গুহামধ্যে প্রস্থান করিবার জন্য পরস্পর একরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কতিপয় লোক সমস্তমঙ্গল হইবার জন্য সর্ব্বমঙ্গলার (দুর্গার) আরাধনা করিয়া, সত্রাজিতের প্রতি 'তুমি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলে পর, তৎক্ষণাৎ জাম্ববানের প্রেরিত প্রশস্ত বাদ্যাদি মঙ্গলচিহ্নের সহিত সমবেত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি শুনিবামাত্র বলরাম প্রভৃতি বহুতর লোক প্রচুর আনন্দে কোলাহল করিয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে দেখিলেন, তাঁহার দেহপ্রভা দ্বারা কণ্ঠস্থিত মণি-খদ্যোতের তুল্য প্রভাবিহীন হইয়াছে, এবং তাঁহার সমীপে এক নবীনা কামিনী (জাম্ববতী) শোভা পাইতেছে। তাহা

তদেতদাকর্ণ্য দূতগণং ধৃতবর্ণময়মণিভূষণং বিধায় তে পুনরুৎকতয়াতীবার্ত্তা বার্ত্তান্তরানয়নায় তদীয়ং দ্বয়ং দ্বয়ং সন্দধুঃ ॥ ২৯ ॥

আগতয়োঃ পুনরপরয়োঃ সন্দেশহরয়োঃ পূর্ব্ববদ্‌ব্রজরাজঃ পপ্রচ্ছ ॥ ৩০ ॥

তৌ চ কথয়ামাসতুঃ। আগতমাত্রং স খলু মঙ্গলযাত্রঃ (ক) সত্রাজিতং রাজসভায়াং ভূয়সাদরেণাহূয় তন্মুখ্যায় সর্ব্বস্মৈ সর্ব্বমাখ্যায় তস্মৈ মণিং স্ময়মানতয়া সমর্পিতবান্ ॥ ৩১ ॥

ততো ব্রজে কিং বৃত্তং জাতমিত্যপেক্ষায়াং তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। ধৃতানি স্বর্ণময়মণিভূষণানি যেন তং বিধায় উৎকতয়া ব্যাকুলতয়া অতীব আর্ত্তাশ্চিন্তয়া পীড়িতাঃ সন্তঃ বার্ত্তান্তরস্যানয়নায় প্রাপণায় তদীয়ব্রজরাজসম্বন্ধিনং দ্বয়ং দ্বয়ং দূতং সন্দধুঃ সংযোজিতবন্তঃ ॥ ২৯ ॥

আগতয়োরিতি গদ্যং সুগমম্ ॥ ৩০ ॥

ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং তৌ দূতৌ যদূচতুস্তদ্বর্ণয়তি—তৌচেতিগদ্যেন। স শ্রীকৃষ্ণঃ মঙ্গলায় যাত্রা উৎসবো যেন সঃ, তন্মুখ্যায় স সত্রাজিৎ মুখ্যঃ শ্রোতৃত্বে প্রধানং যত্র তস্মৈ তস্মৈ সত্রাজিতে স্ময়মানং মন্দহাস্যবিশিষ্টমাননং মুখং যস্য তদ্ভাবতয়া তং মণিং দদৌ ॥ ৩১ ॥

দেখিয়া তাঁহারা রমনীয় বিধানে, অর্থাৎ কদলীস্তম্ভ, পূর্ণকুম্ভ, আম্রপল্লবাদি এবং ধ্বজপতাকাদিদ্বারা শোভিত অট্টালিকায় তাঁহাকে লইয়া আসিলেন ॥২৮॥

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা দূতদিগকে স্বুবর্ণময় মণিভূষণদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পুনরায় উৎকণ্ঠার সহিত অত্যন্ত কাতরচিত্তে অন্যপ্রকার সংবাদ আনয়ন করিবার জন্য ব্রজরাজ সম্বন্ধীয় দুই দুইটী দূত নিযুক্ত করিলেন ॥২৯॥

পুনরায় অন্য দুইটী বার্ত্তাবহ আসিয়া উপস্থিত হইলে পূর্ব্বের মত ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩০ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, তিনি শ্রীকৃষ্ণ আসিবামাত্র মঙ্গলময় উৎসবে মগ্ন হইয়া বহুতর সমাদরের সহিত রাজসভায় সত্রাজিৎকে আহ্বান করিলেন। পরে সত্রাজিৎ প্রভৃতি সকলের নিকটে সেই সমস্ত বিবরণ বলিয়া, অবশেষে মৃদুহাস্যে তাঁহাকেই সেই মণি প্রদান করিলেন ॥ ৩১ ॥

(ক) মঙ্গলমাত্রঃ। ইতিমাওপাঠঃ।

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—

দ্রাক্* পরাঙ্মুখতাং কৃষ্ণাদথাবাঙ্মুখতাং মণিঃ।
দদৌ সত্রাজিতে কিন্তু বিমুখত্বং যথা তথা ॥ ৩২ ॥

ততশ্চায়ং পরামমর্শ—নূনং ময়ি নিগূঢ়তয়া রোষপ্রথনস্য কথং কেশিমথনস্য সন্তোষঃ স্যাৎ। কথং তদীয়ানাং শাপশ্চ নাপতেৎ। আং! আং! জাম্ববানিব চাতুরীমবলম্বেয়। যঃ খল্বিদং রত্নমস্মাদপ্যধিকেন কন্যারত্নেন দ্বিগুণীকৃত্য প্রদদানঃ সপত্নতায়াং কৃতচরযত্নায়ামপ্যমুমতোষয়ৎ। তদেবং সত্রাজিদ্বিচার্য্য স্বকার্য্যমাত্রসাধকঃ সত্যভামাং নাম স্বকন্যাং মণিনা

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—দ্রাগিতি। স মণির্দ্রাক্ ঝটিতি সত্রাজিতে কৃষ্ণাৎ পরাঙ্মুখতাং অথাবাঙ্মুখতাং লজ্জয়া অধোমুখতাং দদৌ কিন্তু যথা তথা উভয়-প্রকারেণ বিমুখত্বং দদাবিতি ॥ ৩২ ॥

ততঃ সত্রাজিদ্‌যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। নিগূঢ়তয়া দুর্জ্ঞেয়তয়া রোষস্য ক্রোধস্য প্রথনমাচরণং যস্য তস্য শাপো গালিঃ আং! আং! জ্ঞাতং জ্ঞাতং অবলম্বেয় আশ্রয়ে যো জাম্ববান্ দ্বিগুণীকৃত্যেতি তদ্রত্নদ্বয়স্য দানায় সংগ্রহণাৎ কৃতচরঃ পূর্ব্বস্মিন্ কৃতো যত্নো যত্র তস্যাং সপত্নতায়াং শত্রুতায়ামপি অমুং কৃষ্ণমতোষয়ৎ স্বকার্য্যমাত্রসাধকঃ স্বকার্য্যমাত্রং শ্রীকৃষ্ণেনোৎপাদ্য

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, সেই মণি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সত্রাজিৎকে পরাঙ্মুখতা এবং শেষে লজ্জায় অধোমুখতা প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু উভয় প্রকারেই তাহাকে বিমুখ করিয়াছিল ॥৩২॥

তাহার পর ঐ সত্রাজিৎ চিন্তা করিতে লাগিল, নিশ্চয়ই কেশিমথন শ্রীকৃষ্ণের আমার উপরে অলক্ষ্য ভাবে ক্রোধ বিস্তারিত হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপে তাঁহার সন্তোষ হইতে পারে? এবং কি করিলেই বা কৃষ্ণের আত্মীয়গণ আমার উপরে গালিপ্রদান না করিতে পারে? হাঁ হাঁ জানিয়াছি জানিয়াছি। আমি এক্ষণে জাম্ববানের মত চাতুরী অবলম্বন করি। কারণ, ঐ জাম্ববান্ এই রত্ন অপেক্ষাও

* প্রাগিতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপাঠঃ।

সহ সন্যায়ং দাতুমারব্ধবান্। জাম্ববতি সমুদ্বুদ্ধা প্রাচীনা ভক্তিরধিকাসীদিতি তু নোপলব্ধবান্ ॥ ৩৩ ॥

দীয়মানয়োস্তয়োর্দ্বয়োঃ শ্রীকৃষ্ণস্তু স্বমাত্রজীবনতয়া ধন্যাং কন্যামেবাঙ্গীকৃতবান্ ন তু মণির্মিতি তস্যা ভক্তিমেব তস্যা ভক্তিমেব চ ব্যক্তীকৃতবান্। তত্রাভক্তিস্তস্য বর্ণিতা ॥

ভক্তিস্তু তস্যাঃ স্বয়মেব নিরর্গলা সতী তত্র সংসর্গং চকার। পিত্রাদীনাং দ্বিত্রামিত্রাদয়স্তু তত্র চিত্রায়মাণতয়া নিমিত্তমাত্র-মেব ॥ ৩৪—৩৫ ॥

নিষ্ঠাভাবং তদীয়ানাং শাপদানহানিং সাধয়তীতি সঃ সন্ন্যায়ং বিবেচনাসহিতং যথাস্যাত্তথা। দৃষ্টান্তভূতে জাম্ববতি প্রাচীনা ভক্তিঃ সমুদ্বুদ্ধা সতী অধিকাসীদিতি তু স সত্রাজিন্নোপলব্ধবান্ ॥৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণ স্তদা কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং তদ্বৃত্তং বর্ণয়তি—দীয়মানয়োরিতি। তয়োর্মণিকন্যা-রত্নয়োঃ স্বমাত্রং জীবনং যস্য তদ্ভাবতয়া ধন্যাং ..ন্যাং নতু মণিমিতিহেতো স্তস্যাঃ সত্যভামায়া ভক্তিমেব ব্যক্তীচকার। তস্য সত্রাজিতঃ অভক্তিমেব ॥

তাং তাং বিবৃণোতি—তত্রেত্যাদিনা। তত্র শ্রীকৃষ্ণে সংসর্গং পতিভাবোচিতসেবনং তত্র সমণি-কন্যাদানে চিত্রায়মাণতায়াং বিস্ময়াপন্নভাবতয়া নিমিত্তমাত্রমেব নতু প্রযোজকাঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

অধিক কন্যারত্ন এই দুই রত্ন এক সঙ্গে দান করিয়া, পূর্ব্বে যত্নপূর্ব্বক যেরূপ শত্রুতা হইয়াছিল, সেইরূপ শত্রুতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, সত্রাজিৎ এইরূপ বিচার করিয়া, কেবলমাত্র স্বকার্য্যের সাধক হইয়া, সুবিচারে সেই মণির সহিত সত্যভামা নামে আপনার কন্যা দান করিতে উপক্রম করিলেন। কিন্তু জাম্ববানের উপরে প্রাচীন ভক্তি যে পরিমাণেই যে জাগরূক ছিল, সত্রাজিৎ ইহা জানিতে পারিল না ॥ ৩৩ ॥

সেই মণি এবং কন্যা, এই দুই বস্তু প্রদান করা হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র আপনার জীবনের জন্য সেই প্রশংসার পাত্রী কন্যাকেই গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মণি গ্রহণ করিলেন না। এই কারণেই তিনি কন্যার ভক্তিই ব্যক্ত করিলেন, এবং সত্রাজিতের অভক্তিকেই কেবল ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপরে সত্রাজিতের অভক্তি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

আর সত্যভামার ভক্তি স্বয়ং নির্গলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপরে সংসৃষ্ট

যতঃ—

জন্মাদ্যেন নিজেন সার্দ্ধমভবজ্জন্মাদি যস্যা রতেঃ
কৃষ্ণানন্যগতেরমূং পিতৃজনাদ্ভামাবৃণোল্লজ্জয়া।
পূর্ণত্বেন তু পূর্ণতাজনি যদামুষ্যাস্তদা সা কথং
বামূমাবৃণুয়াৎ কথং স চ জনস্তামাচরেদাবৃতাম্ ॥ ৩৬ ॥
বাল্যাদেব যদেতদদ্ভুতমভূদস্যাং হরিং সর্ব্বদা
পশ্যন্ত্যাং বড়ভীগবাক্ষ-নিচয়াদত্রাবধানং কুরু।
দৃগ্‌ভ্যামঞ্জনমঞ্জুলং জলকুলং যন্নির্য্যযাবঞ্জসা-
বিন্দত্তেন কলিন্দপর্ব্বততুলাং তস্মিন্নলিন্দস্থলম্ ॥ ৩৭ ॥

তত্র হেতুং বিবৃতবন্তো যত ইত্যাদি। কৃষ্ণানন্যগতেঃ কৃষ্ণাদন্যগতিশূন্যায়াঃ সত্যভামায়া নিজেন জন্মাদ্যেন সার্দ্ধং সহ যস্যা রতের্জন্মাদি অভবত্তদা ভামা সত্যভামা পিতৃজনাৎ লজ্জয়া অমূং রতিমাবৃণোৎ। অমুষ্যাঃ সত্যভামায়াঃ পূর্ণত্বেন যৌবনাবস্থত্বেন যদা রতেঃ পূর্ণতা অজনি জাতা তদা সা সত্যভামা অমূং রতিং কথমাবৃণুয়াৎ, সচ পিতৃজনস্তাং ভামামাবৃতামাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥

তস্যা রতিকার্য্যং বর্ণয়তি—বাল্যাদেবেতি। বড়ভী চন্দ্রশালিকাপ্রকারঃ গবাক্ষঃ ক্ষুদ্রদ্বার-প্রকারঃ তয়ো নিচয়ং সমূহং প্রাপ্য বাল্যাদেব সর্ব্বদা হরিং পশ্যন্ত্যা যদেতদদ্ভুতমভূৎ অত্রাদ্ভুতে অবধানং কুরু অস্যা দৃগ্‌ভ্যামঞ্জনমঞ্জুলং অঞ্জনেন রম্যং জলকুলং জলবৃন্দং যৎ নির্যযৌ নির্গতং তেন তস্মিন্ স্থানে অলিন্দস্থলং প্রাঙ্গণং কলিন্দপর্ব্বততুলাং কলিন্দপর্ব্বতসাদৃশ্যং দ্বয়ো র্জলকুল-প্রাঙ্গণয়ো বর্ণসাদৃশ্যাৎ অঞ্জসা অবিন্দৎ লেভে ॥ ৩৭ ॥

হইয়াছিল। জনক-প্রভৃতি আত্মীয়গণের দুই তিন জন মিত্রাদি লোক ঐরূপ মণিদানের সহিত কন্যাদান কার্য্যে বিস্ময়াপন্নরূপে নিমিত্ত মাত্র হইয়াছিল ॥৩৫॥

কারণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সত্যভামার অন্য আর কোন গতি ছিল না। তাহাতেই সত্যভামার নিজের জন্মাদির সহিত তাহার রতি অর্থাৎ অনুরাগেরও জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং সত্যভামা লজ্জাভরে পিতার নিকট হইতে ঐ রতি আবরণ করিয়াছিলেন। পরে যখন সত্যভামার যৌবনাবস্থা হওয়াতে তাহার রতিরও পরিপূর্ণ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তখন তিনি কিরূপে ঐ রতি ঢাকিয়া রাখিতে পারিবেন, এবং ঐ পিতাই বা কিরূপে সত্যভামাকে আবরণ করিতে পারিবেন ॥ ৩৬ ॥

চন্দ্রশালা (চিলের ছাদ) এবং গবাক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারদেশে আসিয়া

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—তত আবামাগতাবেবেতি পরৌ প্রতীক্ষ্যেতামিতি ॥ ৩৮ ॥

অথ কথকস্য কথায়ামন্তরমুপলভ্য ব্রজসভ্যবন্দিগণঃ শ্রীকৃষ্ণং পণতে স্ম। যত্র বর্ণয়িষ্যমাণং চ দূতবচনং সূচয়ামাস ॥ ৩৯ ॥

যথা ;—

অঘারিরথ সভ্যৈঃ সভান্তরুপবেশী।
প্রজাভিরভিযাতঃ সমেত্য শুভবেশী ॥ ৪০ ॥

অথ ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিতি। পরৌ দূতৌ ॥ ৩৮ ॥

অথ তদা যদ্বৃত্তমভূৎ স্বয়ং কবি স্তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। অন্তরমবকাশঃ পণতে স্ম তুষ্টাব। যত্র স্তবে দূতেনাবর্ণিতমপি সূচিতবান্ ॥ ৩৯ ॥

তৎকৃতস্তবনশ্লোকান্ বর্ণয়তি—অঘারিরিতি। অঘারিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সভ্যৈঃ সহ সভান্তঃ সভামধ্যং তত্রোপবেশিতুং শীলমস্য সঃ। স শুভবেশী সমেত্য মিলিত্বা প্রজাভিরভিযাতঃ প্রাপ্তঃ ॥ ৪০ ॥

সত্যভামা যখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেন, তখন তাঁহার ঐরূপ আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছিল। ঐরূপ আশ্চর্য্য বিষয়ে আপনি অবধান করুন! সত্যভামার নয়নদ্বয় হইতে কজ্জলদ্বারা মনোহর যে জলরাশি নির্গত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা সেই স্থানে প্রাঙ্গণ ভূমি, সত্বর কলিন্দ পর্ব্বতের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছিল অর্থাৎ চক্ষের কজ্জল ধুইয়া সমস্ত স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর, তারপর ? দূতদ্বয় কহিল, তাহার পরই আমরা দুই জনে আসিয়াছি। অপর দুইটি দূতের জন্য আপনি প্রতীক্ষা করুন্ ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর কথকের কথায় অবকাশ পাইয়া ব্রজসভাস্থিত বন্দিগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল। সে স্তবে ভাবী দূতবাক্য তাহারা সূচনা করিয়াছিল ॥৩৯॥

যথা—শুভবেশধারী অঘাসুরনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ সভ্যগণের সহিত সভামধ্যে উপবেশন করিয়া এবং প্রজাগণের সহিত মিলিত হইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৪০॥

অবাদি পুনরেতদ্রবিশ্চ তব পাদৌ ।
বিলোকয়িতুমাগাদিহোদ্যদুপসাদৌ ॥ ৪১ ॥
হসংস্তু হরিরূচে ন চায়মহিমাংশুঃ ।
পরং তু বত সত্রাজিদেষ মণিজাংশুঃ ॥ ৪২ ॥
তদেতদবকর্ণ্য প্রজাস্তু গতবত্যঃ ।
স কৃষ্ণমভিনাগাদ্‌যথাশু কৃতহত্যঃ ॥ ৪৩ ॥
হরিস্তদতিগর্ব্বপ্রকাশকৃতিকামঃ ।
নৃপায় মণিমস্মিন্নথার্দ্দিদনু রামঃ ॥ ৪৪ ॥

পুনরেতৎ প্রজাভিরবাদি কথিতবান্ তব পাদৌ বিলোকয়িতুং দ্রষ্টুং রবিঃ সূর্য্য আগাৎ, তৌ কিম্ভূতৌ উদ্যন্ উপসাদো নৈকট্যং যয়ো স্তৌ ॥ ৪১ ॥

হরি হসন্ সন্ ঊচে অয়ম্ হিমাংশুঃ সূর্য্যো ন পরন্তু মণের্জাতো মণিজঃ তেনাংশুঃ কিরণো যস্য এষ সত্রাজিৎ ॥ ৪২ ॥

তদেতদবকর্ণ্য শ্রুত্বা প্রজা গতবত্যঃ। স সত্রাজিৎ কৃষ্ণমভিলক্ষীকৃত্য নাগাৎ যথা আশু শীঘ্রং কৃতা হত্যা প্রাণনাশো যেন অপরাধিত্বাৎ যথা কৃষ্ণং নাগাৎ ॥ ৪৩ ॥

তস্য সত্রাজিতঃ অতিগর্ব্বস্য প্রকাশকৃতৌ কামো যস্য সঃ অস্মিন্ কালে অনু সহার্থে রামেণ সহ বর্ত্তমানো নৃপায় উগ্রসেনায় উগ্রসেনং সন্তোষয়িতুং মণিমর্দ্দৎ যাচিতবান্ ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর প্রজাগণ পুনরায় বলিয়াছিল, আপনার নিকটস্থিত চরণযুগল দর্শন করিবার নিমিত্ত সূর্য্যদেব এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, ইনি সূর্য্য নহেন। কিন্তু ইহার নাম সত্রাজিৎ, মণির কিরণে ইহার এইরূপ শোভা হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রজাগণ গমন করিল। কিন্তু আশু প্রাণ বিনাশ-কারী অপরাধীর মত সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিতে পারিল না ॥৪৩॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই সত্রাজিতের অত্যন্ত গর্ব্ব প্রকাশ করিবার বাসনায় বলরামের সহিত, উগ্রসেনকে সন্তোষ করিবার অভিপ্রায়ে সেই মণি প্রার্থনা করিলেন ॥ ৪৪ ॥

অদত্ত মণিমেষ প্রসেনমনু যর্হি।
প্রহাসমনুচক্রে মুরারিরপি তর্হি ॥ ৪৫ ॥
যদা তু সমণিং তং জঘান বনাসংহঃ।
গভীরমনসাসীত্তদা চ যদুসিংহঃ ॥ ৪৬ ॥
তদীয়জনসঙ্ঘস্তদাথ মুরশক্রং।
অপাবদদবেত্য প্রতিস্বমপি শক্রং ॥ ৪৭ ॥
হরিস্তু পুরুসদ্ভির্বিমৃগ্য পরিনষ্টং।
দদর্শ হয়যুক্তং তমেব হরিদষ্টং ॥ ৪৮ ॥

তদৈব গর্ব্বমাবিশ্চকারেতি বর্ণয়তি—এষ সত্রাজিৎ যর্হি যদা স মণিং প্রসেনং অনু লক্ষীকৃত্য অদত্ত দদৌ, তর্হি তদা সভ্যো জনঃ মুরারিরপি প্রকৃষ্টং হাসমনুকৃতবান্ ॥ ৪৫ ॥

তদপরাধফলং বর্ণয়তি—যদাত্বিতি। সমণিং মণিনা সহ বর্ত্তমানং তং বনস্থসিংহো জঘান তদাচ যদুসিংহঃ শ্রীকৃষ্ণঃ গভীরমনসা উপলক্ষিত আসীৎ ॥ ৪৬ ॥

বনং গচ্ছন্নপি প্রসেনো গৃহং ন জগাম তদা তদীয়জন সঙ্ঘঃ সত্রাজিৎপক্ষজনসমূহো মুরশক্রং কৃষ্ণং অপাবদৎ অপবাদং দদৌ, তত্রহেতুঃ স্বং প্রতি মুরশক্রং শক্রমবেত্যেতি ॥৪৭॥

তদপবাদখণ্ডনার্থং হরিযদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—হরিস্তিতি। পুরুসদ্ভির্বহুভিঃ সজ্জনৈঃ সহ পরিনষ্টং প্রসেনং বিমৃগ্য অন্বিষ্য হয়যুক্তং হরিণা সিংহেন দষ্টং তমেব প্রসেনং দদর্শ ॥৪৮॥

যৎকালে সত্রাজিৎ ঐ মণি প্রসেনকে দান করেন, তৎকালে সভ্যগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হাস্য করিলেন ॥ ৪৫ ॥

যৎকালে বনস্থিত সিংহ মণির সহিত সেই প্রসেনকে বধ করিল, তৎকালে যদু-সিংহ শ্রীকৃষ্ণের মন গাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৪৬ ॥

বনে গিয়াও প্রসেন যখন ফিরিয়া আসিল না, তখন সত্রাজিতের পক্ষীয় লোকসকল শ্রীকৃষ্ণকে অপবাদ দিয়া ছিল। কারণ, তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে শত্রু ভাবিয়াছিল ॥ ৪৭ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ বহুতর সাধুগণের সহিত অন্বেষণ করিয়া অশ্বযুক্ত সেই প্রসেনকে সিংহদ্বারা বিনাশিত দর্শন করিলেন ॥ ৪৮ ॥

মৃগেন্দ্র-পদচিহ্নৈঃ প্রপদ্য গিরি-দেশম্।
দদর্শ সহ সর্ব্বৈর্হতং চ স মৃগেশম্। ৪৯ ॥
অথাত্র পদমৃক্ষপ্রভোশ্চ স লুলোকে।
মণিং তু ন হি তচ্চ প্রতীতবতি লোকে ॥ ৫০ ॥
তদীয়পদমৃচ্ছন্ জগাম গিরি-রোকম্।
বিবেশ তদমত্বাখিলস্য নিজশোকম্ ॥ ৫১ ॥
প্রবিশ্য স মহর্ক্ষ-প্রকৃষ্টপুরগামী।
অপশ্যদথ রত্নং তদীয়হৃতিকামী ॥ ৫২ ॥

সিংহঃ প্রসেনং জঘান যেন মমাপবাদোঽভূৎ অতঃ সিংহোঽন্বেষ্য হন্তব্য এবেতি তৎপদচিহ্নৈ-র্গিরিদেশং পর্ব্বতস্থানং প্রপদ্য সর্ব্বৈঃ সহ মৃগেশং সিংহং হতঞ্চ দদর্শ ॥ ৪৯ ॥

অত্র ভল্লূকপদনিরীক্ষণাৎ ভল্লূকঃ সিংহং জঘানেতি অনুমিতবান্ তস্য ঋক্ষস্য পদং প্রতীতবতি লোকে সতি মণিস্তু নহি লুলোকে ন দদর্শ ॥ ৫০ ॥

অত তদীয় পদং ভল্লূকস্য পদং ঋচ্ছন্ গচ্ছন্ গিরিরোকং গিরিচ্ছিদ্রং গুহাং জগাম। অখিলস্য জনস্য নিজশোকং মত্বা ন বিবুধ্য তৎ গিরিরোকং বিবেশ ॥ ৫১ ॥

মহর্ক্ষস্য মহাভল্লূকস্য প্রকৃষ্টং পুরং গন্তুং শীলমস্য স কৃষ্ণো গিরিরোকং প্রবিশ্য তদীয়হৃতি-কামী রত্নহরণকামুকঃ সন্ অথ রত্নং মণিমপশ্যৎ ॥ ৫২ ॥

সিংহ প্রসেনকে মারিয়াছে, এবং তাহাতেই আমার এইরূপ অপবাদ ঘটিয়াছে। অতএব সিংহকে অন্বেষণ করিয়াই বধ করিব। এই অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাহার পদচিহ্নে চিহ্নিত পর্ব্বতপ্রদেশে গমন করিয়া সকলের সহিত সেই সিংহকেও হত দর্শন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

ঐ স্থানে ভল্লূকের পদচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া, ভল্লূকই সিংহকে বধ করিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিলেন। তখন লোকে ভল্লূক রাজের পদচিহ্ন প্রত্যয় করিলেও তিনি মণি দর্শন করিতে পারেন নাই ॥ ৫০ ॥

এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ সকল লোকের শোক হইবে না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভল্লূকের পদচিহ্ন পাইয়া গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন ॥৫১॥

মহাভল্লূকের উৎকৃষ্ট পুরে গমন করিতে অভিলাষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গিরিগুহা

যদেব কিল ধাত্রীমুপেত্য সুকুমারঃ।
বিহারপদমাগাত্তদৃক্ষকুলসারঃ ॥ ৫৩ ॥
সরত্নমজিহীর্ষন্মুরারিরিতি ধাত্রী।
অকূজদতিভীতা সকম্পতরগাত্রী ॥ ৫৪ ॥
স ভল্লকুল-মুখ্যস্তদাথ হতবুদ্ধিঃ।
বভূব সহ তেন প্রকৃষ্য কৃতযুদ্ধিঃ ॥ ৫৫ ॥
সহাষ্টদশযুগ্মং স তেন দিবসানাম্‌।
ব্যধত্ত যুধমুচ্চৈরনুদ্যদবসানাম্‌ ॥ ৫৬ ॥

তত্র রত্নং কিম্ভূতমাসীদিত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—যদেবেতি। ঋক্ষাণাং ভল্লূকানাং কুলসারঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ স সুকুমারঃ ধাত্রীমুপেত্য উপগম্য যদেব রত্নং বিহারপদং বিহারবস্তু আগাৎ ॥ ৫৩ ॥

তদা তস্য ধাত্রীকৃত্যং বর্ণয়তি—স রত্নমিতি। স মুরারিঃ রত্নমজিহীর্ষৎ হর্ত্তুমৈচ্ছৎ ইতি হেতোর্ধাত্রী অতিভীতা কম্পতরেণ সহ বর্ত্তমানং গাত্রং যস্যাঃ সা অকূজদব্যক্তশব্দং চকার ॥৫৪॥

তচ্ছ্রুত্বা জাম্ববান্ যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—স ইতি। স ভল্লকুলশ্রেষ্ঠ স্তদা হতবুদ্ধিঃ সন্ প্রকৃষ্য প্রকর্ষেণাকৃষ্য তেন কৃষ্ণেন সহ কৃতযুদ্ধিঃ কৃতা যুদ্ধির্যুদ্ধং যস্য তথা বভূব ॥ ৫৫ ॥

স জাম্ববান্ সহাষ্টদশযুগ্মং অষ্টাবিংশতি দিনং ব্যাপ্য তেন কৃষ্ণেন সহ উচ্চৈ র্যুধং ব্যধত্ত যুধং কিম্ভূতাং অনুদ্যদবসানাং অনুদ্যৎ উদয়ং ন প্রাপ্নুবদবসানং যস্যা স্তাম্ ॥৫৬॥

মধ্যে প্রবেশ করেন। তথায় প্রবেশ করিয়া তদীয় রত্ন হরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া পরে মণি দর্শন করিলেন ॥ ৫২ ॥

তথায় ভল্লূকদিগের বংশধর সুকুমার নামক বালক ধাত্রীর নিকট যে ক্রীড়াবস্তু রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তিনি শেষে তাহাকে দেখিতে পাইলেন ॥৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই রত্ন হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। এই কারণে সেই ধাত্রী অত্যন্ত ভীত হইয়া এবং কম্পিত কলেবরে চিৎকার করিতে লাগিলেন ॥৫৪॥

ভল্লূককুল শ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ হতবুদ্ধি হইয়া প্রকৃষ্ট রূপে আকর্ষণ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল ॥ ৫৫ ॥

সেই ভল্লূক সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত অষ্টাবিংশতি দিবস এইরূপ প্রবলবেগে যুদ্ধ করিয়াছিল যে, তাহার আর বিশ্রাম ছিল না ॥ ৫৬ ॥

বিহৃত্য মুরবৈরী স তেন চিরকালম্।
চকার করুণাক্তং স্বকীয়মিব বালম্ ॥ ৫৭ ॥
স চাথ হৃদি শুদ্ধ স্তমেত্য গতিসারম্।
নিবেদ্য নিজমাগঃ প্রসন্নমকৃতারম্ ॥ ॥ ৫৮ ॥
স্যমন্তমপি কন্যাং দদে তু বরভক্ত্যা।
স জাম্ববদভিখ্যঃ পরং চ পরশক্ত্যা ॥ ৫৯ ॥
সকন্যমণিরাগান্মুরারিরথ গেহম্।
সমর্প্য মণিমীশে ননন্দ বলিতেহম্ ॥ ৬০ ॥

মুরবৈরী তেন জাম্ববতা সহ চিরকালং যুদ্ধকৌশলেন বিহৃত্য স্বকীয়বালমিব করুণাক্তং করুণাব্যাপ্তিতং চকার ॥ ৫৭ ॥

তদা সোহপরাধং যথা ক্ষমাপয়ামাস তদ্বর্ণয়তি—স চেতি। তৎ করুণাপ্রক্ষিতত্বেন হৃদি হৃদয়ে শুদ্ধঃ গতিসারং তং শ্রীকৃষ্ণমেত্য নিজমাগোহপরাধং নিবেদ্য অরং শীঘ্রং প্রসন্নমকৃত ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চ জাম্ববানিতি অভিখ্যা নাম যস্য সঃ, বরভক্ত্যা শ্রেষ্ঠভক্ত্যা স্যমন্তং মণিং কন্যামপি দদে পরাং কন্যাঞ্চ পরশক্ত্যা বস্ত্রভূষণবাদ্যাদিরূপয়া সহ দদে দত্তবান্ ॥ ৫৯ ॥

ততঃ সকন্যমণিঃ কন্যয়া জাম্ববত্যা সহ বর্ত্তমানো মণি যস্য সঃ মুরারি র্গেহমাগাৎ জগাম, তৎ ঈশে মণিস্বামিনি মণিঃ সমর্প্য বলিতেহং বলিতা কৃতার্থা ঈহা চেষ্টা যত্র তদ্‌যথাস্যাৎ তথা ননন্দ হৃষ্টবান্ ॥ ৬০ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানের সহিত বহুকাল যুদ্ধকৌশল বিস্তার করিয়া আপনার বালকের মত তাহার উপরে করুণা প্রকাশ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর জাম্ববান্ বিশুদ্ধচিত্তে গতিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া, আপনার অপরাধ জানাইয়া তাঁহাকে শীঘ্র প্রসন্ন করিল ॥ ৫৮ ॥

জাম্ববান্ উৎকৃষ্ট ভক্তির সহিত স্যমন্তক মণি এবং কন্যাকেও দান করেন। বিশেষতঃ যেরূপ তাহার বসন, ভূষণ এবং বাদ্যপ্রভৃতির শক্তি ছিল ; সেইরূপ উদ্যম সহকারেই উৎকৃষ্ট কন্যা দান করিয়াছিল ॥ ৫৯ ॥

জাম্ববতী কন্যার সহিত স্যমন্তক মণি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গৃহে আগমন করেন।

ত্রপার্ত্তমতিসত্রাজিদত্র নিজ-কন্যাং।
মণিং চ মুরশত্রাবদিৎসদতিধন্যাং ॥ ৬১ ॥
মুরারিরথ কন্যামিয়েষ ন তু রত্নং।
সভক্তিরিহ সা যৎ পরং তু কৃতযত্নং ॥ ৬২ ॥
দ্রবন্তমথ সত্রাজিতস্তু কৃতঘাতং।
স্যমন্তহরমক্রূরকাদিমতযাতং ॥
উপেত্য শতচাপং জঘান বনমালী।
স্যমন্তমণিমক্রূরকাচ্চ মতিশালী ॥

ততঃ সত্রাজিদ্‌যদকরোত্তদ্দর্শয়তি—ত্রপেতি। ত্রপয়া লজ্জয়া আর্ত্তা ব্যাকুলা মতি র্যস্য স চাসৌ সত্রাজিচ্চেতি সঃ, নিজকন্যাং অতিধন্যাং সত্যভামাং আদিৎসৎ দাতুমৈচ্ছৎ ॥ ৬১ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ—মুরারিরিতি। কন্যামিয়েষ ঐচ্ছৎ নতু রত্নং মণিং তত্র কারণং সা কন্যা সভক্তিঃ ভক্ত্যা সহ বর্ত্তমানা যৎ পরন্তু রত্নং কৃতঃ স্বীকারে যত্নো যস্য তৎ ॥ ৬২ ॥

মহাপরাধ আং শ্বেব ফলতীতি দর্শয়িতুমাহ—দ্রবন্তমিতি। অথ কৃতো ঘাতো যেন তং স্যমন্তহরং অক্রূরকাদিমতযাতং আদিপদেন কৃতবর্ম্মাং তদাদের্ম্মতমভিপ্রায়ং যাতং অথ দ্রবন্তং পলায়মানং শতচাপং শতধন্বানং উপেত্য জঘানেতি পরশ্লোকার্দ্ধেনান্বয়ঃ ॥

ততো মতিশালী শ্লাঘনীয় বুদ্ধিঃ অক্রূরাৎ স্যমন্তমণিং সমেত্য সম্যক্ প্রাপ্য যদুবৃন্দং প্রতোষ্য

পরে মণির অধিপতিকে মণি সমর্পণ করিয়া তাঁহার চেষ্টা যে সফল হইয়াছে,তাহার জন্য আনন্দিত হইলেন ॥ ৬০ ॥

তখন সত্রাজিতের মন লজ্জায় কাতর হয়। এই কারণে তিনি তখন আপনার উৎকৃষ্ট কন্যা সত্যভামাকে এবং স্যমন্তক মণি, মুরশত্রু শ্রীকৃষ্ণকে দান করিতে ইচ্ছা করেন ॥ ৬১ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কন্যাকেই ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু রত্ন প্রার্থনা করেন নাই। যেহেতু কন্যার ভক্তি ছিল। আর রত্ন তিনি স্বীকার করিতে যত্ন করিয়াছিলেন মাত্র ॥ ৬২ ॥

অনন্তর সমধিক বুদ্ধি সম্পন্ন বনমালী শ্রীকৃষ্ণ,সত্রাজিতের বিনাশকারী স্যমন্তক

সমেত্য যদু-বৃন্দং প্রতোষ্য বহুকর্ম্মা ।
স এষ তব গোষ্ঠক্ষিতীশ ! কৃতশর্ম্মা ॥ ৬৩—৬৫ ॥
ব্রজস্য নয়নালিং বিভর্ত্তি জিততন্দ্রঃ ।
সদাপি পরিপূর্ণস্ত্বদীয়কুলচন্দ্রঃ ॥ ইতি ॥ ৬৬ ॥

অথ মধুকণ্ঠ উবাচ—

অথাপরৌ বার্ত্তাহরৌ সঙ্গত্য পূর্ব্ববদ্ব্রজরাজং প্রত্যভাষেতাং। তত্র সর্ব্বং সুখমেব, কিন্ত্বেকং দুঃখং দুঃখননমূলং (ক) জাতমস্তি। ন জানীবহে কিমায়ত্যাং প্রত্যাসীদেৎ ॥ ৬৭ ॥

বহুকর্ম্মা বহুনি কর্ম্মাণি যস্য স এব হে গোষ্ঠক্ষিতীশ ! তব কৃতঃ শর্ম্ম সুখং যেন সঃ পূর্ব্বশ্লোকার্দ্ধেনান্বয়ঃ ॥ ৬৩ —৬৫ ॥

স জিততন্দ্রঃ স্বাধীনো ব্রজস্য ব্রজজনস্য নয়নমেব অলিভ্র্মরস্তং যদ্বা নয়নশ্রেণীং বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি। যত স্বদীয়কুলচন্দ্রঃ সদাপি পরিপূর্ণঃ এতেন নয়নানাং কৈরবত্বং ধ্বনিতম্ ॥ ৬৬ ॥

স্বয়ং যদর্থং পূর্ব্ববৃত্তান্তং বর্ণিতং তৎ সাধয়িতুং প্রক্রমতে—অথ মধুকণ্ঠ উবাচেতি ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। বার্ত্তাহরৌ দূতৌ অভাষেতাং অবদতাং। দুঃখননমূলং দুঃখেন খননং মূলং যস্য তৎ, আয়ত্যামুত্তরকালে প্রত্যাসীদেৎ উপস্থিতো ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥

মণিহারী অক্রুর ও কৃতবর্ম্মাপ্রভৃতির অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী পলায়নোদ্যোত শতধন্বাকে দেখিয়া বিনাশ করেন। এবং তৎপরে হে ব্রজরাজ! শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের নিকট হইতে স্যমন্তক মণি প্রাপ্ত হইয়া এবং যাদবদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বহুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং শেষে আপনার সুখও উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ৬৩ — ৬৫ ॥

এ আপনার কুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ এবং আলস্য হীন। ইনি ব্রজবাসীদিগের নয়ন রূপ ভ্রমরকে সর্ব্বদাই পুষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ কহিল, তৎপরে অপর দুইটি বার্ত্তাবহ উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের মত ব্রজরাজকে বলিতে লাগিল। তথায় সকলই সুখ, কেবল একটি দুঃখ আছে, যাহার মূল উৎপাটন করা অত্যন্ত কষ্টকর। আমরা জানিনা ভবিষ্যতে কি ঘটিবে ॥ ৬৭ ॥

(ক) দুঃখনমূলং। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

ব্রজরাজ উবাচ—হন্ত! কিং তৎ ?

দূতাবূচতুঃ—তৎকন্যাদ্বয়ং নাদ্যাপি পরিণয়মাপন্নমিতি বিষণ্ণং সন্নিরন্নমেবাস্তে ॥ ৬৮ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—অপরিণয়ে কিং কারণম্ ?

দূতাবূচতুঃ—ভবদাজ্ঞানবধারণমেব লক্ষ্যতে। শ্রীবসুদেবাদয়শ্চ বারং বারং তদ্ভবন্তমবধারয়িতুং সঙ্কুচন্তঃ সন্তীতি চ তর্ক্যতে ॥ ৬৯ ॥

অথ ব্রজরাজঃ সর্ব্বান্ ব্যাজহার—সাম্প্রতমন্যাশ্চ কন্যা

ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—তদিতিগদ্যেন। তৎ কন্যাদ্বয়ং জাম্ববতী-সত্যভামে পরিণয়ং বিবাহমাপন্নং সঙ্গতমিতিহেতো র্বিষণ্ণং খেদিতং সৎ নিরন্নং নির্গতমন্নং খাদ্য-দ্রব্যং যস্মাত্তদেবাস্তে ॥ ৬৮ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—ভবদাজ্ঞেত্যাদিগদ্যেন। ভবতামাজ্ঞয়া অনুমত্যা অনবধারণং অলাভএব অবধারয়িতুং সঙ্কুচন্তঃ সঙ্কোচং কুর্ব্বন্ত স্তর্ক্যতে সন্দি-হ্যতে ॥ ৬৯ ॥

তদেবং নিশম্য ব্রজরাজঃ সন্তুষ্টপ্রায়ো যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। ব্যাজহার কথিতবান্, তস্মৈ কৃষ্ণায় রাজপ্রভৃতয়ো দাস্যন্ত্যেব অস্মত্তঃ সকাশাৎ সঙ্কোচশ্চ রোচিষ্যতে সমা-

ব্রজরাজ কহিলেন হায়! তাহা কিরূপ ? দূতদ্বয় কহিল, সেই জাম্ববতী এবং সত্যভামা এই দুইজন কন্যার অদ্যাপি পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। এই কারণে তাহারা খেদান্বিত হইয়া অন্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ৬৮ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, বিবাহ না হইবার কারণ কি ? দূতদ্বয় কহিল, আপনাদের অনুমতির অভাবই বোধ হয় বিবাহ না হইবার কারণ। শ্রীবসুদেবপ্রভৃতি সকলেই বারংবার আপনার (ব্রজরাজের) মত স্থির করিতে যে সঙ্কুচিত হইয়াছেন, ইহাও অনুমান করিতেছি ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ সকলেই বলিলেন, সম্প্রতি অন্যান্য ভূপতিগণ অন্যান্য প্রশংসনীয় কন্যাদিগকে শ্রীকৃষ্ণকে দান করিবেন। তাহাতেও আমাদের নিকট

ধন্যাস্তস্মৈ দাস্যন্তে বাস্মত্তঃ সঙ্কোচশ্চ রোচিষ্যত এবেতি যুগপ-ত্তদপত্রপাহত্রপরং (ক) পত্রং দাতব্যম্ ॥

সর্ব্বৈরপ্যূচুঃ—বাঢং, কিন্তূদ্ধবায় প্রহাতব্যম্।

ব্রজরাজ উবাচ—সম্যক্ তস্যাদিত্যং লিখ্যতাং ॥ ৭০ ॥

ইচ্ছা যাসীৎ পুরস্তান্মম তু বহুবিধা সা বিধাত্রাবকীর্ণা
সম্প্রত্যেতদ্বিধৎস্ব ত্বগতনুমদনুজ্ঞাবশাদুদ্ধবাখ্য।
তাসাং তদ্ভক্তিপাত্রীকৃতচরিতযুজা' যেন সাদ্‌গুণ্যলেশং
(খ)ধাত্রীভির্বৎসবৎসঃ প্রতিগৃহমভিতঃ সেব্যতে স স্নুষাভিঃ ॥
ইতি ॥৭১ ॥

পৎস্যতে যুগপদেকদা তস্য তেষাঞ্চ অপত্রপা অস্মভ্যো লজ্জা তাং হর্ত্তুং শীলমন্য এতদপরং পত্রং দাতব্যং তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বে বাঢং নাম্যং প্রহাতব্যং প্রেষণীয়ং। ততো ব্রজরাজ উবাচ—সম্যক্ সাধু ইত্থং বক্তব্যম্ ॥ ৭০ ॥

তল্লেখনপ্রকারং বর্ণয়তি—ইচ্ছেতি। পুরস্তাদগ্রে মম বহুবিধা যা ইচ্ছা আসীৎ সেচ্ছা বিধাত্রা অবকীর্ণা খণ্ডিতা, হে উদ্ধবাখ্য! প্রিয়জন! সংপ্রতি এতমুমদনুজ্ঞাবশাৎ অতনুর্ম্মহতী এতদ্বিধৎস্ব কুরুষ্ব এতদ্বিধানং নির্দ্দিশতি তাসামিত্যাদিনা তস্য বৎসস্য ভক্তেঃ পরিচর্য্যায়া অপাত্রী-কৃতং পাত্রী কৃতং যচ্চরিতং তেন যুক্তাং তাসাং মধ্যে সাদ্‌গুণ্যলেশং ধাত্রীভিঃ স্নুষাভিঃ পুত্রবধূভিঃ হে বৎস উদ্ধবাখ্য! প্রতিগৃহং স বৎসঃ কৃষ্ণঃ অভিতঃ সর্ব্বতো ভাবেন সেব্যতে ॥ ৭১ ॥

হইতে সঙ্কোচ হইবে। অতএব লজ্জাবিনাশক অন্য আর একখানি পত্র প্রদান করিতে হইবে। সকলেই কহিল, হাঁ, তাহাই হউক, কিন্তু উদ্ধবের উদ্দেশে প্রেরণ করিতে হইবে। ব্রজরাজ কহিলেন, অতএব সম্যক্‌রূপে এই প্রকার লিখ ॥ ৭০ ॥

হে বৎস উদ্ধব! পূর্ব্বে আমার যে বহুবিধ ইচ্ছা হইয়াছিল, বিধাতা আমার সেই ইচ্ছা খণ্ডন করিয়াছেন। সম্প্রতি আমার মহতী অনুজ্ঞার অনুরোধ এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। যাহারা বৎসের পরিচর্য্যার পাত্রী

(ক) অপত্রপা লজ্জা তস্যা হর্ত্তৃ মপরং। ইতি চ্ছেদঃ।

(খ) ধাত্রীভিঃ। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

অথ তৎপত্রিকায়াং তত্র গতায়ামুদ্ধদ্বারা চ শ্রীমাধবেনাগতায়াং পুনর্দূতদ্বারা প্রতিপত্রিকায়াং ব্রজেন্দ্রেণ চাস্বাদিততদনুগতায়াং পুনরপরৌ সন্দেশহরৌ ব্রজেশপুরঃসরান্ প্রতিলব্ধাবসরৌ(ক) বভূবতুঃ। তদনুযুক্তৌ চ তাবিদমুক্তবন্তৌ পরমমঙ্গলসঙ্গতাঃ কালিয়ভুজঙ্গভঙ্গদমহাশয়া নিজাগ্রজেন সহ নাগসাহ্বয়ং নগরমাগতবন্তঃ ॥ ৭২ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—কথমিব ?

দূতাবূচতুঃ—অহিভয়ং নিশম্য। যতঃ—ধৃতরাষ্ট্রকূট-

তৎপত্রপ্রেষণানন্তরং তত্র যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথ তদিত্যাদিগদ্যেন। তত্র দ্বারকায়াং আস্বাদিততদনুমতায়াং আস্বাদিতং তস্য কৃষ্ণস্য অনুমতং যত্র তস্যাং সন্দেশহরৌ দূতৌ লব্ধোঽবসরো যয়োস্তৌ তদনু যুক্তৌ নিয়োজিতৌ তৌ দূতৌ ইদং বক্তব্যং। কালিয়ভুজঙ্গস্য ভঙ্গং দদাতীতি কালিয়ভুজঙ্গভঙ্গদো মহান্ আশয়ো যেষাং তে চ তে নিজাগ্রজেন রামেণ নাগসাহ্বয়ং হস্তিনাপুরমাজগ্মুঃ ॥ ৭২ ॥

ততো ব্রজরাজ প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—অহিভয়মিতিগদ্যেন। অহিভয়ং বিপক্ষপ্রভবং ভয়ং তন্নির্দ্দিশয়তি—যত ইতি ধৃতরাষ্ট্রস্য যঃ কূটচ্ছলং অত্র দুর্য্যোধনাদিভি র্বিরোধো

হইয়া তাঁহার চরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সদ্‌গুণের কণা মাত্র ধারণ করিতেছে, সেই পুত্রবধূগণ প্রত্যেক গৃহে সর্ব্বতোভাবে যেন বৎস শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করে॥ ৭১ ॥

অনন্তর সেই পত্রিকা দ্বারকায় উপস্থিত হয়। পরে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবদ্বারা সেই পত্র অবগত হন। পুনর্ব্বার ব্রজরাজ দূতদ্বারা সেই প্রত্যুত্তর পত্রে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত বিষয় আস্বাদ করেন। তখন অন্য দুইজন দূত ব্রজরাজের অগ্রসর ব্যক্তিদিগের প্রতি অবসর লাভ করিল। যখন ব্রজরাজ অনুযোগ করেন, তখন দূতদ্বয় এইরূপ বলিতে লাগিল। পরম মঙ্গলে সঙ্গত হইয়া কালিয় সর্পের ভঙ্গ দায়ক মহাশয় ব্যক্তিগণ বলরামের সহিত হস্তিনাপুর নগরে আগমন করিয়াছেন॥ ৭২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তাহা কিরূপ। দূতদ্বয় কহিল, যেহেতু বিপক্ষ জনিত

(ক) পরিলব্ধাবসরৌ ইতি বৃন্দাবনানন্দগোরপাঠঃ।

কালকূটস্পৃষ্টনবকুটং প্রবিষ্টবন্তঃ পাণ্ডবা মাত্রা সত্রা শশ্বৎ-প্রশ্বয়দূষ্মণাকস্মিকশুষ্মণা ভস্মসাৎকৃতা ইতি নিশম্যতে স্ম ॥৭৩॥

ব্রজরাজ উবাচ—কষ্টমনভীষ্টং জাতং। সম্প্রতি তু হস্তিনাপুর এব পুনরপরৌ সন্দেশহরৌ গচ্ছতাং। ইতি তথাগতয়োস্তয়োঃ পুনরাগতয়োশ্চ মুখাৎপুনরুৎপাতান্তর-মাকর্ণিতং। যদ্দ্বারকান্তঃপুর এব সুপ্তঃ সত্রাজিৎ কেনচিত্তু সৌপ্তিকেন গুপ্তং হতঃ স মণিশ্চাপহৃত ইতি ॥ ৭৪ ॥

জায়তে অত ইন্দ্র প্রস্থং গত্বা সুখেন তিষ্ঠতেত্যেবং বিধঃ তস্মাৎ কালকূটেন স্পৃষ্টং যো নবকুটো নবগৃহং মাত্রা সত্রা মাত্রা সহ শশ্বৎ প্রশ্বয়ৎ বৃদ্ধিং গচ্ছৎ উষ্ম যস্য তেন আকস্মিক শুষ্মণা আকস্মি-কানলেন ॥ ৭৩ ॥

ততো ব্রজরাজঃ খেদ শোকান্তরো যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি—কষ্টমিত্যাদিগদ্যেন। অনভীষ্টমকাম্যং আকর্ণিতং শ্রুতং। দ্বারকা মধ্যপুর এব সৌপ্তিকেন রাত্রিযুদ্ধকৃতা গুপ্তং যথাস্যাত্তথা হত অপহৃতশ্চোরিত ইতি ॥ ৭৪ ॥

ভয় শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ছল (এইখানে থাকিলে দুর্য্যোধনাদির সহিত বিরোধ ঘটিবে, অতএব তোমরা ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া পরম সুখে বাস কর, এইরূপ ছল) হেতু কালকূট বিষ দ্বারা নির্ম্মিত নব গৃহে প্রবেশ করিয়া পাণ্ডবগণ জননীর সহিত নিরন্তর উত্তাপ বৃদ্ধিকারী আকস্মিক অনলদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে. ইহা শ্রবণ করা গিয়াছে ॥ ৭৩ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, হায়! কি কষ্ট! যাহা ইচ্ছা করি নাই, তাহাই ঘটিয়াছে। এক্ষণে কিন্তু হস্তিনাপুরেই অন্য দুইজন দূত গমন করুক। এই-রূপে দুই জন দূত তথায় গমন করে, এবং পুনর্ব্বার আগমন করে। তাহাদের মুখে অন্য আর একরূপ উৎপাত শ্রবণ করা হইয়াছিল। দ্বারকার অন্তঃপুর মধ্যেই সত্রাজিত যখন নিদ্রাগত ছিল, তখন একজন গুপ্তহন্তা ব্যক্তি রাত্রিকালে তাঁহাকে গোপনে বধ করেন এবং সেই মণি অপহরণ করেন ॥ ৭৪ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—হন্ত! কিং তদিদং তথ্যং?

দূতাবূচতুঃ—অথ কিং? যত্র স্বয়ং তত্র বধূরবধূতসামা সত্যভামা নাদৃতধামা তৈলদ্রোণ্যাং তং মৃতং (ক) প্রাস্য সবাষ্পাস্যতয়া সপ্রয়াসং যা সগাগতা স্বয়মেব তয়া সর্ব্বং কথিতং ॥৭৫॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ?

দূতাবূচতুঃ—ততো ভ্রাতরৌ কিল কাতরৌ ভূত্বা ক্ষণমপি ন তত্র স্থিতবন্তৌ। কিন্তু তয়া সহ দ্বারকামেব প্রস্থিতবন্তৌ ॥ ৭৬ ॥

ততো ব্রজরাজঃ হন্তেতি খেদে তথ্যং যথার্থং। ততো দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি অথকিমিতিগদ্যেন। অথ কিং সত্যমেতৎ তত্র গেহে স্বয়ং বধূঃ অবধূতসামা অবধূতং খণ্ডিতং সাম প্রিয়বাক যত্র সা অনাদৃতং ধামগৃহং যয়া সা সত্যভামা বাষ্পেণ অশ্রুজলেন সহ আস্যং মুখং যস্যা স্তদ্ভাবতয়া সপ্রয়াসং সশ্রমং সমাগতা বভূব স্বয়ং তয়া কৃষ্ণরাময়োঃ কথিতং ॥ ৭৫ ॥

ততো ব্রজরাজ প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতুস্তদ্বর্ণয়তি ততইতিগদ্যেন। ততস্তদ্দুঃখদবার্ত্তা শ্রবণানন্তরং অন্যৎ সুগমং ॥ ৭৬ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, হায়! এই ঘটনা কি সত্য? দূতদ্বয় কহিল, হাঁ ইহা সম্পূর্ণ সত্য। ঐ গৃহে স্বয়ং বধূ সত্যভামা সান্ত্বনাদি অগ্রাহ্য করিয়া এবং গৃহে অনাদর প্রকাশ করিয়া তৈলদ্রোণীতে (তৈল পাত্রে) সেই মৃত ব্যক্তিকে নিক্ষিপ্ত করিয়া অশ্রুপূর্ণ বদনে পরিশ্রমের সহিত (হস্তিনাপুরে কৃষ্ণ বলরামের নিকট) আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিই স্বয়ং কৃষ্ণবলরামের নিকটে ঐ সকল বিবরণ বর্ণন করেন * ॥ ৭৫ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর সেই ভ্রাতৃদ্বয়

(ক) তৈলদ্রোণ্যাং মৃতকস্থাপনং প্রাচীনরীতিঃ। দশরথমরণেঽপ্যেবং জাতং। তং বন্ধুতাণ্যক্ষিপদাশুতৈলে। ভট্টিঃ। ৩।২৩।

---

* শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব, গান্ধারী ও ভীষ্মাদির দুঃখ শুনিয়া দ্বারকা হইতে হস্তিনায় গমন করেন, এই অবকাশে অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধম্বাকে বলেন যে সত্রাজিৎ আমাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াও যখন নিজ কন্যা কৃষ্ণকে দান করিয়াছে তখন সে নিজভ্রাতা প্রসেনের অনুগামী কেন না হইবে? অর্থাৎ তাহাকে বধ কর। শতধম্বা এইরূপে উত্তেজিত হইয়া নিদ্রিত সত্রাজিৎকে বধ করে। ইত্যাদি ভাগবত কথা ১০।৫৭

ব্রজরাজ উবাচ—হন্ত! বৎসস্য স্বকসঙ্গভঙ্গঃ (ক) খল্বয়ং মঙ্গলায় কল্পতাং। সম্প্রতি তু দ্বারকাসম্ভূতানাং দূতানাং মুখাদ্বিশেষং জ্ঞাস্যামঃ। অথ তেষু কৌচিদাগতৌ পৃষ্টস্বাগতৌ বিজ্ঞাপয়ামাসতুঃ। শ্রীকৃষ্ণ-রাময়োর্দ্বারকাধামগমনং জাতং ॥৭৭॥

ব্রজরাজ উবাচ—গতয়োস্তয়োঃ কিং জাতং?

দূতাবূচতুঃ—গতৌ চ সত্রাজিদ্ধন্তারং সর্ব্বেণ সত্রা তর্কিতবন্তৌ। তর্কয়িত্বা চ নিশ্চিতবন্তৌ।

ব্রজরাজ উবাচ—কথমিব?

দূতাবূচতুঃ—তৎপাপমেবখলু তৎখ্যাপকং ॥ ৭৮ ॥

ততো ব্রজরাজো যদাচরত্তদ্বর্ণয়তি—হন্তেতিগদ্যেন। অস্বকানাঃ ধৃতরাষ্ট্রাদীনাং সঙ্গস্য ভঙ্গস্ত্যাগঃ। তেষু দ্বারকাসংভূত দূতেষু মধ্যে স্পৃষ্টং স্বাগতং সুখেনাগমনং যয়োস্তৌ বিজ্ঞাপিতবন্তৌ ॥ ৭৭ ॥

ততো ব্রজরাজ প্রশ্নানন্তরং দূতয়োর্ব্বাক্যং বর্ণয়তি—গতাবিতিগদ্যেন সর্ব্বেণ সত্রা সহ রামকৃষ্ণৌ নিশ্চয়ং চক্রতুঃ। ততো ব্রজরাজ প্রশ্নানন্তরং দূতয়োরুক্তিঃ। তৎপাপমেব মণিযাচনাবজ্ঞারূপমেব তৎখ্যাপকং তদপমৃত্যোঃ খ্যাপকং ॥ ৭৮ ॥

(কৃষ্ণ বলরাম) সত্যই নিতান্ত কাতর হইয়া ক্ষণকালের জন্যও তথায় অবস্থান করিলেন না, কিন্তু সত্যভামার সহিত দ্বারকাতেই প্রস্থান করিলেন ॥ ৭৬ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, হায়! আত্মীয় ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতি ব্যক্তিগণের সঙ্গ হইতে বৎসের যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাহাতে মঙ্গল হৌক। সম্প্রতি দ্বারকা-সম্ভূত দূতদিগের মুখ হইতে আমরা বিশেষ বিবরণ অবগত হইব। অনন্তর ঐ সকল দূতদিগের মধ্যে দুইটি দূত আসিয়াছিল, এবং তাহাদের স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা নিবেদন করিল, কৃষ্ণ বলরামের এক্ষণে দ্বারকা ভবনে গমন হইয়াছে ॥ ৭৭ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তথায় গমন করিলে তাহাদের কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। দূতদ্বয় কহিল, তথায় তাঁহারা গমন করিয়া সত্রাজিতের বিনাশকারীকে সকলের

(ক) বৎসস্য স্বকসঙ্গভঙ্গঃ, ইতি মাওপাঠঃ। স্বকস্বভঙ্গভঙ্গঃ, ইতি গৌরপাঠঃ।

ব্রজরাজ উবাচ—কথয়তং ?

দূতাবূচতুঃ—গূঢ়পুরুষঃ কোঽপি কৃষ্ণায় নিগূঢ়মিদং বর্ণিতবান্। দ্বারকায়া ভবদ্রহিততয়া ছিদ্রং নির্বর্ণ্য পাণ্ডবেষু ধৃতরাষ্ট্রকৌটিল্যমাকর্ণ্য তদেব গুরূকৃত্য স্বকৃত্যকৃতে ত্যক্তধর্ম্মাক্রূরঃ কৃতবর্ম্মণা সাকং নিঃশলাকং শতধন্বানমুবাচ। "মণিঃ কস্মান্ন গৃহ্যত" ইতি ॥ ৭৯ ॥

শতধন্বোবাচ—কস্য ?

অক্রূর উবাচ—যঃ খলু খলঃ কৃষ্ণাদ্বিভ্যদস্মাভিঃ স্বসাহায্যায় কন্যারত্নমস্মভ্যং পৃথক্‌পৃথগযড়ক্ষীণমক্ষীণং সম্প্রতিশ্রুত্য শ্রুত্যন্তমুখতারহিতঃ পুনঃ কৃষ্ণায় দত্তবান্।

ততো ব্রজরাজ প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—গূঢ়পুরুষইতিগদ্যেন। গূঢ়পুরুষো লুক্কায়িতদূতঃ দ্বারকায়াং যা ভবতো রহিততা স্থিতিশূন্যতা তয়া ছিদ্রমবকাশং দৃষ্ট্বা তদেব ধৃতরাষ্ট্রকৌটিল্যমাকর্ণ্য গুরূকৃত্য মহৎ কৃত্বা স্বকৃত্যকৃতে মণিলাভায় ত্যক্তো ধর্ম্মো যেন সচাসাবক্রূরশ্চেতি সাকং সহ নিঃশলাকং নিরর্গলং ॥ ৭৯ ॥

ততঃ শতধন্বাক্রূরয়োঃ ক্রমেণ বাক্যো বাক্যং বর্ণয়তি—কস্যেত্যাদি। কস্য মণিঃ। অক্রূরঃ যঃ সত্রাজিৎ স খলঃ ক্রূরঃ অস্মাভির্দ্বারা অস্মভ্যং দানপাত্রেভ্যঃ অযড়ক্ষীণং উভয় কর্ত্তৃক মন্ত্রণং

সহিত তর্ক করিয়াছিলেন। এবং তর্ক করিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। ব্রজরাজ কহিলেন, কিরূপে। দূতদ্বয় কহিল, মণি প্রার্থনা করাতে তিনি যে, অবজ্ঞা করেন, সেই পাপেই তাহার অপমৃত্যু প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ৭৮ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন তাহা বর্ণন কর। দূতদ্বয় কহিল, কোনও একজন গুপ্তচর শ্রীকৃষ্ণকে গোপনে এই বিষয় বর্ণন করিয়াছিল। দ্বারকাতে আপনি না থাকাতে অবকাশ পাইয়া ও পাণ্ডব দিগের নিকটে ধৃতরাষ্ট্রের কুটিলতা শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাই গুরুতর করিয়া তুলিয়াছিল। এবং মণিলাভরূপ নিজ কার্য্যের জন্য অক্রূর ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া কৃতবর্ম্মার সহিত নির্ব্বিঘ্নে শতধন্বাকে বলিতে লাগিল। "কেন তুমি মণি গ্রহণ করিলে না" ॥ ৭৯ ॥

শতধন্বা কহিল, কাহার মণি ? অক্রূর কহিল, যে নৃশংস শত্রাজিৎ নিশ্চয়ই কৃষ্ণভয়ে ভীত হইয়া, আমাদের দ্বারা নিজের সাহায্যের জন্য আমাদের উদ্দেশে

শতধন্বোবাচ—পরদ্রব্যগ্রহণে ভব্যং নশ্যেৎ ।

দ্বাবপ্যূচতুঃ—মূর্খ ! তদ্ব্যঞ্জিতমেব, যৎখলু তদ্দত্তকন্যা-রত্নপরীবর্ত্তেনৈবাশ্মরত্নং হর্ত্তব্যমিতি । ততঃ কোঽয়ং দোষঃ ।

শতধন্বোবাচ—সত্রাজিদসৌ স্বকণ্ঠ এবাবগুণ্ঠিতীকৃত্য তন্নিদ্রাতীতি কথং গৃহ্ণীয়াং ।

উভৌ বিহস্যোচতুঃ—মূঢ় ! নিদ্রাতীতি স্বয়মেব দদাসি চেদ্বয়ং তত্র কতরচ্ছিদ্রান্তরং ক্রমঃ ।

শতধন্বোবাচ—তস্য গ্রহণমনু যদি জাগরণমাসীদেৎ তর্হি গর্হিতং স্যাৎ ॥

অক্রূর উবাচ—মাতৃমুখ ! স কথং ভ্রাতরং নান্বিয়া-দিতি ॥ ৮০ ॥

অক্ষীণং পূর্ণং যথাস্যাত্তথা প্রতিশ্রুত্য স্বীকৃত্য বেদ বহির্ম্মুখতারহিতঃ ত্যক্তবেদশাসন ইত্যর্থঃ । শতধন্বোবাচ । ভব্যং মঙ্গলং । দ্বাপপ্যূচতুঃ অক্রূরকৃতবর্ম্মাণৌ তেন সত্রাজিতা দত্তং যৎ কন্যারত্নং তস্য পরীবর্ত্তেন প্রতিদানেনৈব অশ্মরত্নং শিলারত্নং মণিমিত্যর্থঃ । শতধন্বোবাচ । স্বকণ্ঠ এব অবগুণ্ঠিতীকৃত্য রুদ্ধীকৃত্য বস্ত্রেণ মুখাবরণং কৃত্বা চ তদা রাত্রৌ নিদ্রাতীতি তদা কথং গৃহ্ণীয়াং । উভৌ তৌ উচতুঃ তত্র মণিহরণে কতরচ্ছিদ্রান্তরং বয়ং ক্রমঃ । শতধন্বোবাচ । গর্হিতং নিন্দিতং স্যাৎ মম পরিচয়াদিতি শেষঃ অক্রূর উবাচ । মাতৃমুখ ! হে মূর্খ ! ভ্রাতরং প্রসেনং নান্বিয়াৎ নানুগচ্ছেৎ ॥ ৮০ ॥

কন্যারত্ন প্রদান করিতে সম্পূর্ণরূপে উভয় কর্ত্তৃক মন্ত্রণা অঙ্গীকার করিয়া শেষে বেদশাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে কন্যাদান করিয়াছিল। শতধন্বা কহিল, পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে মঙ্গল বিনষ্ট হইয়া যায়। অক্রূর এবং কৃতবর্ম্মা, দুই জনেই বলিতে লাগিল, মূর্খ! তাহা প্রকাশিতই হইয়াছে যে, সত্রাজিতের প্রদত্ত কন্যারত্নের পরিবর্ত্তে প্রস্তর রত্ন অর্থাৎ মণি হরণ করিবে অর্থাৎ কন্যা যখন ছিল না তখন মণিটীও লও। তাহা হইলে আর দোষ কি? শতধন্বা কহিল ঐ সত্রাজিৎ আপনার কণ্ঠে সেই মণি রুদ্ধ করিয়াই নিদ্রা গিয়া থাকেন। অতএব কিরূপে আমি গ্রহণ করিব? উভয়েই হাস্য করিয়া বলিল, মূর্খ! স্বয়ংই যখন বলিতেছ যে তিনি নিদ্রা গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা অন্যরূপ

তদেতদাকর্ণ্য সর্ব্বে ব্রজস্থা বিহস্য প্রোচুঃ—অস্য কোঽভিপ্রায়ঃ ? উপনন্দ উবাচ—সোঽপি তদ্বদজ্ঞাতব্যতয়া সংজ্ঞপয়িতব্য ইতি ॥

পুনরপি সর্ব্বে তে প্রোচুঃ—অক্রূরঃ খলু ধর্ম্মাত্মেতি তু ভূরিদূরগপ্রসিদ্ধিঃ সিদ্ধিং লব্ধবতী ॥ ৮১ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—তথাপি বৈষ্ণবস্য দৈববিদ্রববশাজ্জাতং ছিদ্রং ন দ্রববিষয়ীকার্য্যং। প্রস্তুতং তু প্রস্তূয়তাং ॥ ৮২ ॥

তদেতদাকর্ণ্য সর্ব্বেষাং ব্রজস্থানাং বাক্যমনু উপনন্দো যদাহ তদ্বর্ণয়তি সোঽপীত্যাদিগদ্যেন। সত্রাজিদপি তদ্বৎ প্রসেন ইব অজ্ঞাতব্যতয়া অগোচরতয়া সঙ্গপয়িতব্যশ্ছেদ্যোভবিষ্যতি। পুনরপি সর্ব্বেষাং প্রশ্নানন্তরং ভূরিদূরগাণাং জনানাং প্রসিদ্ধিঃ খ্যাতিঃ সিদ্ধিং লব্ধবতী প্রাপ ॥ ৮১ ॥

ততো ব্রজরাজ স্তত্র যৎ সমাদধে তদ্বর্ণয়তি—তথাপীতিগদ্যেন। বৈষ্ণবস্য অক্রূরস্য দৈববিদ্রব-বশাৎ দৈবগতিবশেন ছিদ্রং তাদৃগ্‌ দোষঃ ন দ্রববিষয়ীকার্য্যং ন পরিহাসবিষয়ীকরণীয়ং ॥৮২॥

ছিদ্রের (মারণোপায়ের) কথা আর কি বলিয়া দিব। শতধন্বা কহিল, গ্রহণ কালে তিনি যদি জাগরিত হন তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইবে। অক্রূর কহিল, হে মূর্খ ! ঐ সাত্রাজিৎ মৃতভ্রাতা প্রসেনের কাছে কেননা গমন করিবে অর্থাৎ সে মরিবে ॥ ৮০ ॥

এই পর্য্যন্ত কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজবাসী সকলেই হাস্য করিয়া বলিল, ইহার অভিপ্রায় কি ? উপানন্দ কহিলেন, প্রসেনের মত সত্রাজিতেরও সকলের অগোচরে ছেদন হইবে। অনন্তর পুনর্ব্বার সকলেই বলিল, অক্রূর নিশ্চয়ই যে ধর্ম্মাত্মা, এই খ্যাতি অত্যন্ত দূরবর্ত্তী ব্যক্তিগণের নিকটেও সিদ্ধিলাভ করিয়াছে অর্থাৎ অক্রূর যে ধার্ম্মিক তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥ ৮১ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তথাপি বৈষ্ণববর অক্রূরের দৈবঘটনা বশতঃ ঐ প্রকার যে দোষ ঘটিয়াছিল, তাহা পরিহাসের যোগ্য নহে। এক্ষণে তোমরা প্রকৃত বিষয়ের প্রস্তাব কর ॥ ৮২ ॥

দূতাবূচতুঃ—শ্রীমানুদ্ধবস্তু তত্র কারণং কার্য্যমপি পর্য্যালোচিতবান্। শ্রীমদ্ব্রজবাসিনাং তত্র শাপ আপতদিতি তাবদেব ন ফলমপি তু শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদস্তথা বহির্জনসম্ভেদস্তথা কর্ম্মখেদঃ সম্ভবিতা।

ব্রজরাজ উবাচ—আস্তাং তদপি, পশ্চাদ্গূঢ়পুরুষঃ স খলু কিং নিগমিতবাংস্তৎকথ্যতাং ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ শতধন্বা তদন্বাচরিতবানেব। কিন্তু মণিং তাভ্যাং যাচ্যমানমপি ন দত্তবানিতি ॥

সত্রাজিতমুদ্দিশ্য তু শ্রীমানুদ্ধবস্তদিদমুদ্বুদ্ধং চকার ॥ ৮৩ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—শ্রীমানিতিগদ্যেন। তত্র কারণং ব্রজবাসিনাং শাপঃ কার্য্যং শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদঃ শাপ আপতৎ আপন্নবান্। তাবদেব শাপএব তথা বহির্জনেন শ্রীকৃষ্ণবিমুখেন সংভেদঃ সংসর্গ স্তথা তেন কর্ম্মণা খেদঃ। ততো ব্রজরাজ বাক্যং বর্ণয়তি—আস্তামিতি গূঢ়পুরুষো রহস্য দূতঃ নিগমিতবান্ নিশ্চিকায়! ততো দূতৌ উচতুঃ শতধন্বা তত্তস্য মারণপূর্ব্বকমণিহরণমাচচার তাভ্যাং কৃষ্ণরামাভ্যাং যাচ্যমানং প্রার্থনীয়ং মণিং। উদ্বুদ্ধং জাগরিতং চকার ॥ ৮৩ ॥

দূতদ্বয় কহিল, শ্রীমান্ উদ্ধব কিন্তু কার্য্যকারণ-ভাবের পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ ব্রজবাসী ব্যক্তিগণের তথায় অভিশাপ ঘটিয়াছিল, কেবল ইহাই যে ফল, তাহা নহে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিরহ, কৃষ্ণপরাঙ্মুখ ব্যক্তির সহিত সংসর্গ এবং কার্য্য দ্বারা খেদেরও সম্ভাবনা আছে। ব্রজরাজ কহিলেন, এ কথা এখন থাক্। পশ্চাৎ সেই গুপ্তচর কি নিশ্চয় করিয়াছিল, তাহাই বর্ণনা কর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর শতধন্বা তাহাকে বিনাশ করিয়া মনি অপহরণ করিয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণবলরাম প্রার্থনা করিলেও মণি তাঁহাদিগকে দান করা হয় নাই। কেবল শ্রীমান্ উদ্ধব সত্রাজিতের উদ্দেশে এই বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৮৩ ॥

ধনার্থং সত্রাজিন্মণিমধিত গেহে মণিরপি
ব্যনশ্যন্নাশার্থং নিখিলবিপদাং চেচ্ছৃণুত ভোঃ!।
বনে ভ্রাতা নষ্টঃ স্বয়মথ গৃহে তৎস্ফুটমিদং
বিজানীধ্বং কৃষ্ণাদ্বিমুখমখিলং নশ্যতিতরাং ॥ ৮৪ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ তত্ত্বমধিজগন্বান্ শার্ঙ্গধন্বা শতধন্বানং হন্তুমারব্ধবান্। ন তু সহসা জঘান। যদ্যয়মেকাকিতাং প্রতিপদ্য বিদ্রবতি তচ্ছিদ্রমুপসদ্য চ দ্রুহ্যেত তর্হ্যেব ন দ্বারকায়ামুপদ্রবঃ সমুদ্ভবতীতি ॥

রাজদঘতয়া (ক) স্ফুরদঘঃ শতধন্বা তু ভয়ং মন্বানঃ কৃতবর্ম্মা-

তদুদ্বোধপ্রকারং বর্ণয়তি—ধনার্থমিতি সত্রাজিৎ ধনার্থং মণিমধিত ধৃতবান্ চেদ্ যদি নিখিল বিপদাং নাশার্থং গেহে মণিরপি স্থিতো ব্যনশ্যৎ বিনাশং প্রাপ। ভো জনাঃ! শৃণুত ভ্রাতা প্রসেনো বনে নষ্টঃ অথ গৃহে স্বয়মপি নষ্টঃ। ইদং তৎ স্বয়ং সপ্রকারং বিজানীধ্বং। কৃষ্ণাদ্বিমুখং নিখিলং সর্ব্বং নশ্যতিতরাং অতিশয়েন নশ্যতি ॥ ৮৪ ॥

ততো ব্রজরাজ প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। তত্ত্বং যথার্থং অধিজগন্বান্ অধিগচ্ছন্ নতু সহসা হতবান্ তত্র কারণং রামস্য মনোভঙ্গ ইতি ভাবঃ হেত্বন্তরমপি

মনিটী প্রতিদিন অষ্টভার স্বর্ণ প্রসব করে সুতরাং সত্রাজিৎ ধন-লালসার জন্য গৃহে মণি ধারণ করিয়াছিল। যদি সকল বিপদের বিনাশের জন্য গৃহে থাকিয়া মণিও নষ্ট হইয়া থাকে, হে লোকগণ! তোমরা সকলেই শ্রবণ কর। ভ্রাতা প্রসেন বনে বিনষ্ট হয়, এবং সত্রাজিৎ স্বয়ং গৃহে বিনষ্ট হন। অতএব তোমরা ইহাদ্বারা স্পষ্টই অবগত হও যে, কৃষ্ণপরাঙ্মুখ নিখিল বস্তু সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর তত্ত্ব অবগত হইয়া শার্ঙ্গধনু শ্রীকৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করিতে উপক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা বধ করেন নাই। যদি এই শতধন্বা একাকী পলায়ণ করে, তাহা

(ক) রাজঘ্নতয়া ইত্যানন্দপাঠঃ। রাজঘতয়া ইতি গৌরবৃন্দাবনপাঠঃ।

ক্রূরয়োঃ ক্রূরয়োরপি কৃষ্ণাল্লব্ধভয়পূরয়োঃ শরণভাবাদ্দূরয়োরাশ্রয়মনাসদ্য সদ্যএব শতযোজনব্রাজিনং বাজিনমারুহ্য দ্রুতবান্। দ্রুতবন্তং চ তং রাম-কৃষ্ণৌ রথেনানুদ্রুতবন্তৌ॥ ততশ্চ কংসপ্রমাথী তং মিথিলোদ্যানং প্রপদ্য বিপদ্যমানং হয়ং বিহায় পলায়মানমাততায়িনং পদ্ভ্যাং জবলীলয়াধিবলয্য চংক্রমণতুলিতচক্রবাতেন চক্রপাতেন তচ্ছির উচ্চকর্ত্ত। উৎকৃত্য চ কৃতবিচয়ং তস্য সিচয়দ্বয়মনু মণিমনুপলভ্য ভ্রাতরমুপলভ্য "বৃথা হতঃ শতধনুর্ন তু মণির্লভ্যতে স্মে"তি

নির্দ্দিশতি অয়ং শতধন্বা বিদ্রবতি পলায়তে তচ্ছিদ্রং অয়ং কৃষ্ণো মাং হনিষ্যতি এতদ্রূপং ছিদ্রং উপসদ্য প্রাপ্য মহ্যং দ্রুহ্যেত তর্হ্যেব তাদৃশ পলায়নে রাজদঘতয়া রাজমানমঘং পাপং যস্য তদ্ভাবতয়া স্ফূরদঘঃ স্পষ্টপাপ্মা তয়োঃ ক্রূরয়োরপি কৃষ্ণাল্লব্ধং ভয়স্য পূরং সমূহো যয়ো স্তয়োঃ সতোঃ শরণভাবাৎ রক্ষক ভাবাদ্দূরয়োরত আশ্রয়মনাসদ্য অপ্রাপ্য শতযোজনং ব্রজিতুং গন্তুং শীলং যস্য তং বাজিনমশ্বং আরুহ্য দ্রুতবান্ জগাম। কংসপ্রমাথী কংসহন্তা মিথিলোদ্যানং মিথিলায়া উপবনং বিপদ্যমানং মৃতপ্রায়ং হয়মশ্বং বিহায় ত্যক্ত্বা আততায়িনং শ্বশুরহন্তৃত্বাদ্বধার্হং জবলীলয়া জবন্তী বেগবতী চাসৌ লীলাচেতি তয়া অধিবলয্য আধিক্যেন নিকটং যোজয়িত্বা চংক্রমণতুলিতচক্রবাতেন কুটিলগতিশীলস্য তুলিতো যশ্চক্রবাতো ভ্রমিবাত স্তেন উপলক্ষিতো যশ্চক্রপাত

হইলে "কৃষ্ণ আমাকে বধ করিবে" এইরূপ ছিদ্র পাইয়া আমার হিংসা করিতে পারিবে। এইরূপে পলায়ণ করিলে কখনও দ্বারকাতে উপদ্রব হইবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে পাপ প্রকাশ পাওয়াতে যখন শতধন্বার সত্রাজিৎ রাজার বধরূপ পাপ স্পষ্টরূপে স্ফূর্ত্তি পাইল, তখন ভয় বিবেচনা করিল, এবং সেই কৃতবর্ম্মা এবং অক্রূর ক্রূর হইলেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভয়রাশি প্রাপ্ত হইয়া শতধন্বাকে রক্ষাকরণরূপ কার্য্য হইতে দূর গমন করায় শতধন্বা আশ্রয় না পাইয়া তৎক্ষণাৎ শত যোজনগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিল। সে যখন পলায়ন করে, তখন কৃষ্ণবলরাম রথে আরোহণ করিয়া তাহার অনুগমন করেন। অনন্তর কংসবিনাশী-শ্রীকৃষ্ণ মিথিলার উপবনে গিয়া মৃতপ্রায় সেই অশ্ব পরিত্যাগ করত যে পলায়ন করিতেছিল, সেই আততায়ী (শ্বশুর সত্রাজিতের বিনাশকারী বলিয়া বধযোগ্য) ব্যক্তিকে চরণদ্বয় দ্বারা বেগবতী লীলাসহকারে অত্যন্ত

বচনেন বিস্রম্ভ্য চ স কমললোচনঃ সঙ্কুচন্ কুঞ্চদ্বিলোচনেন কৃতানুশোচনেন চানেন প্রোচে—সোঽয়মচিৎ ক্বচিৎ পুরুষে পুরমম্বেব স্ববিশ্বস্তে ন্যস্তবান্মণিমিতি তত্রৈব ভবান্ ব্রজতু, সত্বরমহং পুনর্মৎপ্রেমশিথিলান্যগতিং মিথিলাপতিং দ্রষ্টু-মিচ্ছামীতি ॥ ৮৫ ॥

তদেতৎকথান্তরে স্বদূতৌ প্রতি সর্ব্বে পপ্রচ্ছুঃ।—

সাম্প্রতং রামস্যাপি প্রতীতিবিতথং কথনমুপলভ্যতে।

শ্চক্রনিক্ষেপণং তেন তস্য শতধনুষঃ শির উচ্চকর্ত্ত চিচ্ছেদ, উৎকৃত্য ছিদ্যন্ তস্য শতধনুষঃ কৃতো বিচয়োঽন্বেষণং যত্র এবম্ভুতং সিচ্যদ্বয়ং বস্ত্রযুগলমনু লক্ষীকৃত্য মণিমনুপলভ্য ভ্রাতরং রামমুপলভ্য সঙ্গম্য বিস্রম্ভ্যচ বিশ্বাসং কারয়িত্বা কুঞ্চৎ সঙ্কুচৎ বিলোচনং নেত্রং যস্য তেন কৃতমনুশোচনং যেন তেনানেন রামেণ স কৃষ্ণঃ প্রোচে প্রোক্তঃ। সোঽয়ং শতধন্বা অচিৎ জ্ঞানহীনঃ পুরমম্বেবং পুরমভি-লক্ষীকৃত্য সবিশ্বস্তে বিশ্বাসেন সহ বর্ত্তমানে সৎ প্রেমশিথিলান্যগতিং ময়ি প্রেম্নৈব শিথিলা অন্যা গতির্যস্য তং ॥ ৮৫ ॥

নমু শ্রীকৃষ্ণং হিত্বা রামস্যাপি মিথিলায়াং গমনং ন সঙ্গচ্ছতে ইত্যাশঙ্ক্য দূতৌ প্রতি সর্ব্বে যদ

নিকটে সংযোজিত করিলেন এবং কুটিলগতিশীল ঘূর্ণিবাতের সহিত চক্র নিক্ষেপ করিয়া সেই শতধন্বার মস্তক উচ্ছেদ করিলেন। তাহার মস্তক ছেদন করিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে বস্ত্র যুগল দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে মণি দেখিতে পাইলেন না। পরে ভ্রাতা বলরামের নিকটে গিয়া "শতধন্বাকে বৃথাই বধ করিলাম, কিন্তু মণি প্রাপ্ত হইলাম না" এইরূপ বাক্যে বিশ্বাস উৎপাদন করিলে, সেই বলরাম সঙ্কোচভাবে আকুঞ্চিতলোচন এবং অনুতাপ করত, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন এই জ্ঞানহীন শতধন্বা নগরের নিকটে কোনও বিশ্বস্ত পুরুষের নিকটে সেই মণি সমর্পণ করিয়াছে। অতএব তুমি সেই স্থানেই সত্বর গমন কর। আর আমি মিথিলাপতি জনকরাজকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি তিনি এক্ষণে আমার প্রতি প্রেম শিথিল করিয়া অন্য গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৮৫ ॥

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, ইহার মধ্যে সকলেই দুইজন দূতকে জিজ্ঞাসা

যত্তথা নিরুচ্য তমেকাকিনং বিমুচ্য গত ইতি। তদেতৎ-পুনরসম্ভাব্যং সম্ভাব্য ভণ্যতাং ॥ ৮৬ ॥

দূতাবূচতুঃ—অস্তি খল্বত্র স্বস্তিভাবার্থগবিশ্বস্তিনিবারণং কারণং। যতস্তস্যাত্রায়মভিপ্রায়ঃ। শতধন্বনো বিশ্বস্তৌ খলু কারিততৎকর্ম্মাণাবিতি তদ্বদভিশস্তৌ নাবক্রূরকৃতবর্ম্মাণাবেব। তত্র চ ধর্ম্মাত্মতয়া দূরলব্ধপ্রসিদ্ধিরক্রূর এবেতি সমণিস্তেন তস্মিন্নেব ন্যস্তঃ। স চায়মক্রূরঃ স্নিগ্ধতাদিগন্ধতয়া তদানীমাসন্নবিরহানলজ্বালাদগ্ধপ্রায়তাং ব্রজৎসু ব্রজসৎসু ক্রূরতা-

পৃচ্ছন্ তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিত্যাদিগদ্যেন। প্রতীতিঃ সত্যকথনং প্রতীতেঃ স্বরূপজ্ঞানস্য বিতথস্য অন্যথা রূপস্য কথনং যত্তথানিরুচ্য সৎ প্রেমেত্যাদিকং তং শ্রীকৃষ্ণং অসম্ভাব্যং ন সম্ভাবনা যোগ্যং সংভাব্য সঙ্গমিতং কৃত্বা ভণ্যতাং কথ্যতাং ॥ ৮৬ ॥

দূতৌ উচতুঃ তেষাং দুরূহ প্রশ্নং নিশম্য যদাখ্যাতং তদ্বর্ণয়তি—অস্তীত্যাদিগদ্যেন। স্বস্তিভাবার্থং মঙ্গলার্থং অবিশ্বাসনিবারণং কারণমত্র খল্বস্তি তস্য রামস্য বিশ্বস্তৌ তাবক্রূরকৃতবর্ম্মাণাবেবেত্যন্বয়ঃ তৌ কিম্ভুতৌ কারিতং তৎ কর্ম্ম সত্রাজিদ্বধপূর্ব্বকমণিহরণং ইতি হেতো তদ্বদভিশস্তৌ কলঙ্কিতৌ তত্র চ তয়োর্ম্মধ্যে তস্মিন্নক্রূরে সমণিস্তেন শতধন্বনান্যস্ত তত্র হেতু ধর্ম্মাত্মতয়া দূরেঽপি লব্ধা প্রসিদ্ধিযস্য সঃ অক্রূরস্য তত্ত্বং করণে হেতুং মীমাংসতে তদানীং শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরাগমনসময়ে

করিল। সম্প্রতি বলরামেরও বাক্য প্রকৃত জ্ঞানের অন্যথা ভাবে পরিপূর্ণ বা অপ্রকৃত বলিয়া জানা যাইতেছে। যে হেতু তিনি ঐরূপ বাক্য বলিয়া একাকী শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন। অতএব যাহা সম্ভাবনার যোগ্য নহে, তাহা সঙ্গত করিয়া বল ॥ ৮৬ ॥

দূতদ্বয় কহিল, এই বিষয়ে এমন একটী কারণ আছে, তাহা মঙ্গল জনক এবং তাহাতে অবিশ্বাসও থাকিতে পারে না। যে হেতু তাঁহার এই বিষয়ে এইরূপ অভিপ্রায় আছে। সেই অক্রূর এবং কৃতবর্ম্মা নিশ্চয়ই শতধন্বার বিশ্বস্ত। সত্রাজিৎকে বধ করিয়া মণি হরণরূপ কার্য্য, তাহাদ্বারাই সম্পাদিত হয়। এই হেতু ঐরূপে দুইজনে কলঙ্কিত হইয়াছিল। ঐ দুই জনের মধ্যে শতধন্বা কেবল অক্রূরের নিকটেই সেই মণি বিন্যস্ত করেন। যে হেতু তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বত্রই বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন সময়ে ব্রজবাসী প্রধান প্রধান

পদ্মদৃষ্টিরেব দৃষ্ট ইতি মহ্যং ন হ্যতিরোচতে! তথাপ্যনেন ধনাদিনাতীতসামান্যতয়া মান্যত এবেতি ন সস্ফুটমুট্টঙ্কনীয়ঃ। পশ্চাত্তু বিপশ্চিদ্ভির্নিশ্চেষ্যত এব। অতশ্চ মম তত্র গমনমপি ন রমণীয়ং। কিন্তু সর্ব্বসহিষ্ণোরস্য বিষ্ণোরেব তত্রৈকাকিনোঽপ্যস্য রথজবং ব্যস্যতঃ কশ্চিদাত্মনি পশ্চিমতাং বিধাতুং শক্ষ্যতি। শস্ত্রাণ্যস্যতঃ সম্মুখমুখতাং বাবক্ষ্যতীতি ন প্রতীমঃ। ততো মিত্রমিলনমিষান্ময়া প্রণয়ময়রোষ এব যোষণীয় ইতি ॥ ৮৭ ॥

স্নিগ্ধতাদিগ্ধতয়া স্নেহম্রক্ষিততয়া আসন্নবিরহানলস্য যা জ্বালা তয়া দগ্ধপ্রায়তাং ব্রজৎসু গচ্ছৎসু ব্রজস্থজনশ্রেষ্ঠেষু ক্রূরতাপন্না দৃষ্টির্দ্দর্শনমেব দৃষ্টো বভূবেতি মহ্যং নহ্যভিরোচতে ন মাং প্রীণাতি তথাপি তাদৃশ দোষাশ্রয়ত্বেঽপি অনেন শ্রীকৃষ্ণেন অতীতং সামান্যং যস্য তদ্ভাবতয়া ধনাদিনা মান্যতে পূজ্যতএবেতি ন সঃ অক্রূরঃ স্ফুটমুট্টঙ্কনীয়ঃ কুচোদ্যবিষয়ঃ বিপশ্চিদ্ভি র্বিদ্বদ্ভি র্নিশ্চয়ং করিষ্যতে অতো হেতো স্তত্র দ্বারকায়াং বিষ্ণোঃ কৃষ্ণস্য রথস্য জবং ব্যস্যতঃ প্রকটয়তঃ পশ্চিমতাং চরমতাং বিধাতুং শক্ষ্যতি, কশ্চিদপি শত্রুর্ন কিমপি কর্ত্তুং শক্নোতীতিভাবঃ। অস্যতঃ কৃষ্ণস্য সম্মুখমুখতাং সম্মুখে মুখং যস্য তদ্ভাবতাং বা কশ্চিদ্বক্ষ্যতীতি বয়ং ন প্রতীমঃ প্রত্যয়ং কুর্ম্মঃ। ততঃ কৃষ্ণস্য কথঞ্চিদনিষ্টাসম্ভবাদ্ধেতোর্মিত্রমিলনছলাৎ যোষণীয়ঃ সেবনীয় ইতি ॥ ৮৭ ॥

ব্যক্তিগণ স্নেহ রসে মগ্ন থাকাতে এবং উপস্থিত বিরহানলজ্বালাদ্বারা দগ্ধপ্রায় হইলে, অক্রূরকে দেখা গিয়াছিল যে, তাহার দৃষ্টি ক্রূরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কথায় আমার অত্যন্ত প্রীতি হইতেছে না। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ, সাধারণভাব অতিক্রম পূর্ব্বক ধনাদিদ্বারা নিশ্চয়ই সম্মানিত হইতেছেন; এই কারণে স্পষ্টই তৎসম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করা যাইবে না। পরে কিন্তু পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই স্থির করিবেন। অতএব আমার সেই স্থানে গমন করাও মনোহর কার্য্য নহে। কিন্তু সর্ব্বসহিষ্ণু ঐ শ্রীকৃষ্ণেরই তথায় গমন উপযুক্ত। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ একাকী হইয়াও যখন রথবেগ প্রকটন করিবেন, তখন কোনও শত্রু যে কখনও তাঁহার কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না, অথবা যখন তিনি শস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন, তখন তাঁহার সম্মুখে মুখ করিয়া কিছু বলিতে সমর্থ হইবে, ইহা আমরা প্রত্যয় করি না। যখন দেখিতেছি, কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই, তখন

ব্রজরাজ উবাচ—সঙ্গিমালিন্যাৎ স্ফটিকমণির্মালনতা-ঘটিত ইব প্রেক্ষ্যতে। স পুনরন্তঃ শুভ্র এব। তস্মাদাস্তাং তৎ-প্রস্তাবঃ। বৎসঃ কিং দ্বারকামানচ্ছের্তি তু পৃচ্ছ্যতে ॥ ৮৮ ॥

দূতাবূচতুঃ—তস্মিন্নাগত এব তু ততঃ প্রতস্থিবহে ॥ ৮৯ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—শতধন্বা খল্বধর্ম্মাদ্বীরহা জাতস্ততস্তস্যা-ন্ত্যেষ্টিরপি নষ্টিগবাপ। জাতাশর্ম্মণোঽক্রূরকৃতবর্ম্মণোঃ কা বার্ত্তা? ৯০ ॥

তদেবং নিশম্য শ্রীব্রজরাজো যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—সঙ্গিমালিন্যাৎ অঙ্গারাদের্মালিন্যাৎ মলিনতয়া ঘটিতোজটিতঃ অন্তঃ শুভ্রঃ শুক্ল এব। তথা রামস্য কৃষ্ণসঙ্গত্যাগে কারণং প্রণয়স্তু স্বাভাবিক এব তস্মাৎ স্বাভাবিক প্রণয়সত্বাৎ আনচ্ছর্ জগামেতি অস্মাভিঃ পৃচ্ছ্যতে ॥ ৮৮ ॥

তৎ প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—তস্মিন্নিত্যাদিগদ্যেন। তস্মিন্ কৃষ্ণে দ্বারকামাগতে সত্যেব ততো দ্বারকাতঃ আবাং প্রতস্থিবহে প্রস্থানং কৃতবন্তৌ ॥ ৮৯ ॥

ততো ব্রজরাজো যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—শতেত্যাদিগদ্যেন। অধর্ম্মাদ্ধেতোর্বীরহা নষ্টাগ্নির্জাতঃ মহাপাপিনোঽগ্নিনা দাহনিষেধাত্তদ্ধেতোরন্ত্যেষ্টির্দাহসংস্কারঃ। জাতমশর্ম্ম পাপং যয়ো স্তয়ো কা বার্ত্তা ॥ ৯০ ॥

বন্ধু জনকরাজের সহিত মিলিত হইবার ছল করিয়া অবশ্যই আমি প্রণয়-কোপ অবলম্বন করিব ॥ ৮৭ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, অঙ্গারাদি মলিন বস্তুর সংসর্গে স্ফটিকমণিও যেন মলিন বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে, আর তাঁহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল, অতএব তাঁহার প্রস্তাব এখন থাক্। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বৎস কি দ্বারকায় গমন করিয়াছেন? ॥৮৮॥

দূতদ্বয় কহিল, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আগমন করিলেই আমরা দুইজনে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিয়াছি ॥ ৮৯ ॥

ব্রজরাজ কহিল, শতধন্বার অধর্ম্ম হেতু নিশ্চয়ই সে বীরহা অর্থাৎ অগ্নিনষ্ট হইয়াছিল (ক)। কারণ মহাপাপীকে অগ্নিদ্বারা দাহ করিতে নাই। অতএব

(ক) যে ব্যক্তি পুত্রাদির উপর সেই পঞ্চাগ্নি-সমর্পণ পৃথক্ একবৎসরকাল প্রবাস করে তাহার নাম বীরহা। ইহাই শাস্ত্রীয় ধর্ম্মসঙ্গত মত। কিন্তু এখানে অধর্ম্মবশতঃ বীরহা, সুতরাং সে অপ্রাপ্ত্যাগ্নি হইতে পারে।

দূতৌ বিহস্যোচতুঃ—তৌ। তু তিগ্মবেগতয়া তস্মাদপ-জগ্মতুরিতি ॥ ৯১ ॥

তদেবং সন্দেশহরসমুদয়েষু মুহুরানীতকেশবাগ্রজাব্রজনাদি-সন্দেশচয়েষু কদাচিৎ কৌচিদাগত্য তত্রত্যবৃত্তং কিঞ্চিদপূর্ব্বং পূর্ব্ববন্নিবেদয়ামাসতুঃ। শ্রীব্রজমহেন্দ্র! সম্প্রতি বল-গোবিন্দাবিন্দ্রপ্রস্থমাগতৌ স্তঃ ॥ ৯২ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—কিমর্থং?

দূতাবূচতুঃ—সকুন্তীমাতৃকভ্রাতৃপঞ্চকস্য মিলনার্থং ॥

ব্রজরাজ উবাচ—হন্ত! কিং তে সকুন্তীকাঃ কুন্তী-সন্তানাস্তনূনপাতঃ শিষ্টতনূকাঃ সন্তি ॥

তস্য প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—তৌহিত্যাদিগদ্যেন। তৌ অক্রূরকৃতবর্ম্মাণৌ তিগ্মবেগতয়া তীক্ষ্ণবেগবত্ত্বেন তস্মাৎ দ্বারকানগরাৎ অপজগ্মতুঃ পলায়িতবন্তৌ ॥ ৯১ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং জাতমিত্যপেক্ষায়াং কথকো যদাহ—তদ্বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। আনীতঃ কেশবাগ্রজয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ আব্রজনাদেরাগমনাদেঃ সন্দেশচয়োবার্ত্তাসমূহো যৈ স্তেষু দূতেষু সৎসু তত্রত্য বৃত্তং দ্বারকাবৃত্তান্তং অপূর্ব্বমাশ্চর্য্যং ইন্দ্রপ্রস্থং শ্রীযুধিষ্ঠিরাবাসং ॥ ৯২ ॥

অথ ব্রজরাজ দূতানামুক্তিপ্রত্যুক্তী। ব্রজরাজ উবাচ, কিমর্থমিতি। দূতৌ উচতুঃ। কুন্তীমাতা যস্য স চাসৌ ভ্রাতৃপঞ্চকশ্চেতি তস্য। ব্রজরাজ উবাচ, কুন্ত্যা সহ বর্ত্তমানাঃ তনূনপাতোঽগ্নেঃ সকাশাৎ

তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই পাপিষ্ঠ অক্রূর এবং কৃত-বর্ম্মার সম্বাদ কি? ॥ ৯০ ॥

দূতদ্বয় হাস্য করিয়া বলিল, তাহারা দুইজনে প্রবলবেগে দ্বারকানগরী হইতে পলায়ন করিয়াছিল ॥ ৯১ ॥

অতএব এই প্রকারে দূতগণ বারংবার শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের বিবিধ সংবাদ আনয়ন করিলে, একদা দুইজন দূত আসিয়া পূর্ব্বের মত কোন অপূর্ব্ব দ্বারকার বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। হে ব্রজরাজ! সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম হস্তিনা-পুরে আগমন করিয়াছেন ॥ ৯২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, কি নিমিত্ত? দূতদ্বয় কহিল, জননী কুন্তীর সহিত যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার মিলন হইবার জন্য। ব্রজরাজ কহিলেন, আহা তবে

দূতাবূচতুঃ—অথ কিং ?

ব্রজরাজঃ সহর্ষমাহ—কথমিব ?

দূতাবূচতুঃ—বিদুরসূচিতবিদূরগামিবিলবর্ত্মানুবর্ত্তনেন ॥

ব্রজরাজ উবাচ—তর্হি দিষ্ট্যা বৎসস্য দগ্ধপ্রায়াশ্ছায়াভূমিরুহাস্তে ভূমিপর্য্যপ্ততাগুপ্তাঙ্গতয়া পুনঃ সাঙ্কুরা জাতাঃ ॥

দূতাবূচতুঃ—তাবদেব দেব ! কিং বক্তব্যং। যতস্তে দ্রুপদকন্যামপি পাণৌ গৃহ্য গৃহ্যমাণনিজগৃহা দত্তসমস্তস্পৃহা গৃহ এব বিরাজন্তে ॥

সর্ব্বে প্রোচুঃ—পাণৌগৃহ্যেতি সামান্যতঃ কথং কথ্যতে ॥

দূতাবূচতুঃ—তত্তু তথৈব কথৈব তু দ্রুতং ন প্রতীয়তে ॥

শিষ্টতনূকাঃ শিষ্টা অবশিষ্টা তনূর্যেষাং তে। দূতৌ উচতুঃ, অথ কিং অবশিষ্টাঃ সন্ত্যেব। ব্রজরাজ উবাচ, কথমিব কিংপ্রকারেণ। দূতৌ উচতুঃ, বিদুরেণ সূচিত বিদূরগামি যৎ বিলবর্ত্ম গর্ত্তমার্গ তস্মিন্ অনুবর্ত্তনেন প্রবেশেন। ব্রজরাজ উবাচ, বৎসস্য কৃষ্ণস্য তে ছায়াভূমিরুহাঃ প্রতিচ্ছবি বৃক্ষাদগ্ধপ্রায়া ভূমৌ গর্ত্তমধ্যে পর্য্যপ্ততা পরিপ্রবেশ তয়া গুপ্তানি রক্ষিতাণ্যঙ্গানি যেষাং তত্তাবত্তয়া সাঙ্কুরা অঙ্কুরেণ সহ বর্ত্তমানা জীবনাশাযুক্তাজাতাঃ। দূতৌ উচতুঃ, দেবেতি সম্বোধনং গৃহ্যমাণং নিজগৃহং যে স্তে দত্তা সমস্তা স্পৃহা লিপ্সা যেভ্য স্তে। সর্ব্বে প্রোচুঃ, সামান্যতঃ কথং কথ্যতে পঞ্চভিরেকস্যাঃ পাণিগ্রহণাণৌচিত্যাদিতিভাবঃ। দূতৌ উচতুঃ, তত্তু তথৈব পঞ্চভিঃ

কি কুন্তীর সহিত কুন্তীতনয়গণ অগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়াছেন ? দূতদ্বয় কহিল, হাঁ সকলেই রক্ষা পাইয়াছেন। ব্রজরাজ সহর্ষে কহিলেন, কিরূপে ? দূতদ্বয় কহিল, বিদুর যে দূরগামী গর্ত্তপথের সূচনা করিয়াছিলেন সেই পথের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা রক্ষা পান। ব্রজরাজ কহিলেন, তাহা হইলে সৌভাগ্যক্রমে বৎস শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যাহারা ছায়াতরু বা ক্লান্তি-নিবারণার্থ আশ্রয়বৃক্ষস্বরূপ সেই পাণ্ডবগণ দগ্ধপ্রায় হইয়াছিল, তাহাদের ভূবিবরে প্রবেশহেতু অঙ্গসকল গুপ্ত হওয়াতে পুনরায় যেন অঙ্কুরিত হইয়াছে অর্থাৎ ভূবরদ্বারা রক্ষা পাইয়াছে। দূতদ্বয় কহিল, মহারাজ ? তাহাই বা আর কি বলিব। কারণ তাঁহারা দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীরও পাণিগ্রহণ করিয়া, সকলেই নিজগৃহ প্রাপ্তহইয়া সকলের

ব্রজরাজ উবাচ—ভবেদত্র কশ্চিদ্বিপশ্চিন্মতগর্ভঃ সন্দর্ভঃ। ভবতু তয়োঃ সদেশ এব প্রবেশঃ সম্পন্ন ইতি তদর্থং গুপ্তং ভোজ্যভোগ্যমর্থজাতং পেটিকাপর্য্যাপ্তং বিধায় সন্দেশহরেষু নিধায় প্রহীয়তাং। ইতি প্রোচ্য স্বকশোচ্যতাং বর্ণয়তি স্ম ॥ ৯৩ ॥

দূরস্থেঽপি সুতে পিতুর্গতিরথো মাতুশ্চ দৃষ্টা দ্বয়ে
তস্মিংস্তস্য চ কিন্তু হন্ত! তদভূদস্মাকমেবান্যথা।
সোঢ়ুং তচ্চ সমর্থয়াম বত চেদ্দুর্গে স্থলে তৎ স্থিতি-
স্তৎকান্ত্যা মুহুরীক্ষণং চরগণা বিভ্রৎত্যগী নস্তু ধিক্ ॥৯৪॥

পাণিগ্রহণমেব কথাপ্রসঙ্গঃ। ব্রজরাজ উবাচ, বিপশ্চিতাং বিদুষাং মতং গর্ভে যস্য এবম্ভূতঃ সন্দর্ভঃ প্রবন্ধকল্পনা ভবেৎ ভবতু তয়োর্বলগোবিন্দয়োঃ সদেশে নিকট এব তদর্থং শ্রীকৃষ্ণার্থং গুপ্তং যথাস্যাত্তথা ভোজ্যং পরত্র ভোগবিষয়ং ভোগ্যং তদানীং খাদ্যং অর্থজাতং বস্তু সমূহং পেটিকাপর্য্যাপ্তং পেটিকায়াং স্থাপিতং প্রহীয়তাং প্রেষ্যতাং স্বকশোচ্যতাং নিজস্য শোচনীয়তাং ॥ ৯৩ ॥

তাং যথা দূরস্থেঽপীতি। দূরস্থেঽপি সুতে পুত্রে তত্র পিতুর্গতি গমনং মাতুশ্চ দৃষ্টা তস্মিন্ দ্বয়ে পিতরি মাতরিচ তস্য দূতস্য চ গতির্দৃষ্টা হন্তেতি খেদে কিন্ত্বস্মাকমেব তদ্দর্শন মন্যথাভূৎ।

উদ্দেশে সকল স্পৃহা বিসর্জ্জন করিয়া গৃহমধ্যেই বিরাজ করিতেছেন। সকলে বলিল, তবে কি করিয়া সাধারণভাবে বলিতেছ যে, সকলে পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। দূতদ্বয় কহিল, ইহা কেবল যে কথাপ্রসঙ্গমাত্র, ইহা আমরা শীঘ্র বিশ্বাস করিতে পারি না। ব্রজরাজ কহিলেন, এইবিষয়ে পণ্ডিতদিগের কোন সম্মতিপূর্ণ সন্দর্ভ থাকিতে পারে। তথাপি একথা এখন থাক্, নিকটেই কৃষ্ণবলরামের প্রবেশ হইয়াছিল। কৃষ্ণের নিমিত্ত খাদ্য এবং উপভোগ্য বস্তু নিচয় পেটিকার মধ্যে স্থাপিত করিয়া, গোপনে দূতগণের নিকটে তাহা সমর্পণ পূর্ব্বক 'প্রেরণ কর' এইরূপ বলিয়া নিজের শোচনীয় বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

পুত্র দূরবর্ত্তী হইলেও পিতা সেই দূরে গমন করেন, এবং মাতারও গমন দৃষ্ট হইয়াছে। অথবা পিতামাতা উভয়েই যুগপৎ পুত্রের নিকট চলিয়া যায়। আর পুত্রও কখনও পিতামাতার নিকটে আগমন করে, কিন্তু হায়! আমাদের

সর্ব্বৈঽপি সবাষ্পরোমপর্ব্বৈহ প্রোচুঃ—
এষাং নেত্রাণি বার্ত্তাং মুহুরুপহরতামস্মদীয়ানি নেত্রা-
ণ্যেব স্যুশ্চেত্তদা তন্মুখসরসিরুহাস্বাদকর্ত্তৃণ্যমূনি।
আগম্যাগম্য সম্যগ্গতিধরসরঘা-কেলিবল্গুনি দূর-
স্থিত্যাস্মান্নীরসাঙ্গান্ মধুপদসদৃশান্ পূরয়েয়ুঃ সদাপি ॥৯৫॥

যদি দুর্গে স্থলে তৎস্থিতি স্তদা অন্যথা ত্বং সোঢ়ুং সমর্থয়ামঃ, বত! চরগণা দূতসমূহা স্তস্য কান্ত্যা লাবণ্যস্য মুহুরীক্ষণং বিভ্রতি ধারয়ন্তি নতু বয়ং অতো নোঽস্মান্ ধিক্ ॥ ৯৪ ॥

ব্রজরাজস্য তাদৃশবাক্যং নিশম্য সর্ব্বেঽপি যদবোচন্ তন্নির্দ্দিশতি—সর্ব্বৈত্যাদিগদ্যপূর্ব্বক-শ্লোকেন। সবাষ্পরোমপর্ব্ব বাষ্পেণ সহ বর্ত্তমানং রোমপর্ব্ব রোম্নাং পর্ব্ব হর্ষো যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ ইহ সময়ে। চেদ্‌যদি বার্ত্তামুপহরতামেষাং নেত্রাণি অস্মদীয়ানি নেত্রাণ্যেব এবং মননাৎ তদামূনি নেত্রাণি তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুখমেব সরসিরুহং পদ্মং তস্য স্বাদং কর্ত্তুং শীলমেষাং তানি স্যুঃ আগম্যাগম্য সম্যগ্‌গতিধরসরঘানাং গমনবতীনাং মধুমক্ষিকাণাং যা কেলিরিব কলি-বিহার স্তয়া বল্গুনি মনোহরাণি নেত্রাণি দূরস্থিত্যা নীরসঙ্গান্ মধুপসদৃশান্ অস্মান্ সদাপি পূরয়েয়ু যথা মক্ষিকা মধুসঞ্চয়ং কৃত্বা মধুপান্ পূরয়তি তথা নেত্রমক্ষিকা অস্মানিতি ॥ ৯৫ ॥

ভাগ্যে সেই নিয়মের অন্যথা হইয়াছে অর্থাৎ পুত্রও আসে না আমরা যাইতে পারি না যদি দুর্গস্থলে কৃষ্ণের অবস্থিতি হয়। তাহা হইলে আমরা অন্যথাভাব (অনিষ্টাদি) সহ্য করিতে সমর্থ। আহা! দূতগণ বারংবার তাঁহার লাবণ্য দর্শন করিতেছে, কিন্তু আমরা তাহা পাইতেছি না অতএব আমাদিগকে ধিক্! ॥ ৯৪ ॥

এই সময়ে সকলেই সজল নয়নে এবং রোমাঞ্চিত কলেবরে বলিতে লাগিল। যে সকল দূত বারংবার সংবাদ আনয়ন করে, যদি তাহাদের নেত্র সকল আমা-দেরই নেত্র সমূহ হয়, তাহা হইলে এই সকল নেত্র সমূহও শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম আস্বাদন করিবে। বারংবার আসিয়া, সম্যক্‌রূপে গমনশীল মধুমক্ষিকাদিগের বিহারের মত বিহারদ্বারা মনোহর নেত্রপংক্তি, দূরে অবস্থিতি বশতঃ কৃষ্ণ-বিরহে নীরসাঙ্গ বা শুষ্ক দেহ আমাদিগকে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ করিবে। তাৎপর্য্য এই, যেরূপ মধুমক্ষিকা মধু সঞ্চয় করিয়া ভ্রমরদিগকে পূর্ণ করে, সেইরূপ নেত্রমক্ষিকাও আমাদিগকে পূর্ণ করিতেছে ॥ ৯৫ ॥

ইতি দূতৌ তত্তদুপায়নসম্ভূতৌ বিধায় সাস্রনেত্রবৎসু ব্রজসৎসু কৃষ্ণপ্রহিতৌ স্বহিতৌ কৌচিদাগম্য প্রণম্য পুনস্তৎ-প্রতিনিধিতয়াবনম্য রম্যমিমং স্বস্তিসুমুকৃতপ্রবেশং কৃষ্ণ-সন্দেশং দৃশি নিবেশমাসতুঃ ॥ ৯৬ ॥

যথা ;—

যাবদ্বৈরিনিবারণং স্ফুটমহং নাগন্তুমর্হস্ততঃ
সাক্ষান্নাগতমাচরামি রচয়াম্যন্যত্তু যন্নিত্যশঃ।
যূয়ং চেদ্বহিরীক্ষণাদ্বহিরদঃ সত্যং মনুধ্বে তদা
তেন প্রীতিময়ানি তন্ন যদি বা যুষ্মদ্বহুচ্চৈঃ ক্লমম্ ॥ ৯৭ ॥

ততোঽপ্যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—দূতাবিত্যাদিগদ্যেন। তত্তদুপায়নসম্ভূতৌ তত্তদুপায়নেন মিলিতৌ অস্রেণ সহ যে নেত্রে তাভ্যাং বিশিষ্টেষু ব্রজসৎসু সৎসু তস্য কৃষ্ণস্য প্রতিনিধিতয়া অবনম্য নতিং বিধায় স্বস্তিমুখে পত্রে কৃতঃ প্রবেশো যস্য তং দৃশি চক্ষুষি নিবেশিতবান্ ॥ ৯৬ ॥

তৎসন্দেশং বর্ণয়তি—যাবদিতি। যাবৎ বৈরিনিবারণং স্ফুটং গন্তুমহং নার্হঃ ন যোগ্যো ভবামি ততো হেতো স্তাবৎ সাক্ষাৎ আগতমাগমনং নাচরামি নিত্যশো যদন্যত্তু স্ফূর্ত্তিরূপং রচয়ামি চেদ্যদি বহিরীক্ষণাদদঃ স্ফূর্ত্তিরূপং মনুধ্বে তদা তেন প্রীতিময়ানি প্রাপ্নবানি তত্র যদি বা সত্যং ন মনুধ্বে তদা যুষ্মদ্বহুচ্চৈঃ ক্লমং গ্লানিং অয়ানি ॥ ৯৭ ॥

কৃষ্ণ বলরামের জন্য দূতদ্বয়কে সেই সেই উপঢৌকন বস্তুসকল প্রদান করত ব্রজের বিজ্ঞব্যক্তিগণ সজল নয়নে রোদন করিতে থাকিলে তাঁহার হিতকর কোনও দুইজন দূত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রজে উপস্থিত হওত প্রণাম করিল। পরে পুনর্ব্বার কৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে প্রণাম করিয়া পত্রদ্বারা নির্দিষ্ট এই রমণীয় কৃষ্ণসংবাদ তাঁহাদের নেত্রগোচর করিল ॥ ৯৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পত্রার্থ যথা—যে পর্য্যন্ত আমি সুস্পষ্ট শত্রু নিধন করিতে সমর্থ না হইতেছি, এই হেতু সেই পর্য্যন্ত আমি প্রত্যক্ষ ভাবে গমন করিতে পারিতেছি না বটে কিন্তু অন্য প্রকার অর্থাৎ নিত্য নিত্য স্ফূর্ত্তিরূপ গমনকার্য্যের যাহা অনুষ্ঠান করিতেছি বাহ্য দর্শনে আপনারা যদি এই স্ফূর্ত্তিরূপ কার্য্য সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাহইলে তাহা দ্বারা আমি প্রীত হই অর্থাৎ আজীবন দেহটী এখানে আছে কিন্তু মন প্রাণ আপনাদের নিকটেই অবস্থিত, ইহা যদি আপনারা

অথ রামসন্দেশমপি তথাবেশং নিবেদয়াসতুঃ।—

পিতা মে গোপেশ! ত্বমসি জননী কৃষ্ণ-জননী
নচান্যং নৈবান্যং মনসি মনুবেঽহং কথমপি।
বিলম্বং কৃষ্ণস্যাগমনমনুগন্তুং পরমহং
দধে কিং বাগচ্ছান্যচিরমপি তস্মিংশ্চিরয়তি॥ ৯৮॥

তদেবং মনসি ন্যস্য বিশ্বস্য নিঃশ্বস্য চ ব্রজেশঃ পপ্রচ্ছ।—
কুরুষু কঃ খলু রাম-কৃষ্ণয়োঃ স্নিগ্ধতাদিগ্ধঃ সংলক্ষ্যতে॥ ৯৯॥

শ্রীকৃষ্ণবৎ শ্রীরামস্যাপি ব্রজে প্রীত্যতিশয়ঃ স্বাভাবিক স্তঃ বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যপূর্ব্বক-শ্লোকেন। তথাবেশং তৎপ্রতিনিধিতয়া অবনমনপূর্ব্বকং যথা স্যাৎ। হে গোপেশ! ত্বমপি মে মম পিতা কৃষ্ণজননী গোপেশ্বরী মে জননী অন্যেন বসুদেবদেবকীদ্বয়েন অন্যং ভিন্নং কথমপ্যহং মনসি নচ মনুবে। তদা কথং ব্রজেনাগচ্ছসি তত্রাহ—কৃষ্ণস্যাগমনমনু লক্ষীকৃত্য গন্তুং পরমহং বিলম্বং দধে কিম্বা ভবৎসুহৃদাং যদূনাং সুখদানার্থং তস্মিন্ কৃষ্ণে চিরয়তি বিলম্বং করিষ্যতি সতি অহমচিরং শীঘ্রমাগচ্ছানি॥ ৯৮॥

ততো ব্রজেশঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং যদাহ—তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। ন্যস্য নিঃক্ষিপ্য তয়োর্বাক্যয়ো র্বিশ্বস্য বিশ্বাসং কৃত্বা তদানীন্তনবিরহেণ নিঃশ্বস্যচ স্নিগ্ধতাদিগ্ধঃ স্নিগ্ধতা-ম্রক্ষিতঃ॥ ৯৯॥

মনে করেন তবেই আমার আনন্দের কারণ হয়। অথবা যদি সেই বিষয়ে আপনারা সত্য বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে আপনাদের মত আমিও সাতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইব॥ ৯৭॥

অনন্তর দূতদ্বয় বলরামের সংবাদ ও তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল। হে গোপরাজ! আপনিই আমার পিতা, এবং কৃষ্ণজননী ব্রজেশ্বরীই আমার জননী। আমি মনে মনে কোনরূপে আপনাদের দুই জনকে বসুদেব এবং দেবকী হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করি না। আমি কেবল কৃষ্ণের আগমনের জন্য অত্যন্ত বিলম্ব করিতেছি অর্থাৎ তিনি আসিলেই আমি আসিব। অথবা ভবদীয় সুহৃদ যাদবদিগকে সুখদান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিলম্ব করিলেও আমি অচিরাৎ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বেই আগমন করিব॥ ৯৮॥

অতএব ব্রজরাজ এইরূপ অর্থ মনে স্থাপন পূর্ব্বক, বিশ্বাস করিয়া এবং নিশ্বাস

দূতাবূচতুঃ—কুন্ত্যপপঞ্চমাঃ পঞ্চাপি কুন্তীপুত্রাঃ ॥ ১০০ ॥

তত্র চ;—

কুন্তী সা কুরুতে ব্রজেশসুদৃশঃ প্রেমস্তুতিং সর্ব্বদা
গোষ্ঠেশস্য যুধিষ্ঠিরো হলভৃতো ভীমোঽর্জ্জুনস্যার্জ্জুনঃ।
স্তোকাগ্রাহ্বয়কৃষ্ণকস্য নকুলস্তস্যানুজশ্চেত্যমূন্
পশ্যন্তি মুনিসংহতির্ব্রজ-কথাং নির্ম্মাত্যমীষাং পুরঃ ॥ ১০১॥

যত্র বিদূরশ্চ তত্তদ্বিদুরতাং গতস্তাসু তাসু কথাসু পুরঃ-সরতামেবানুসরন্নস্তি ॥ ১০২ ॥

তৎপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতুস্তদ্বর্ণয়তি—তাবিত্যাদিগদ্যেন। কুন্ত্যপপঞ্চমাঃ কুন্তী উপ আধিক্যেন আনুকূল্যেন বা পঞ্চানাং পূরণং যেষাং তে কুন্তীসহিতাঃ ষট্ ॥ ১০০ ॥

তেষাং স্নিগ্ধতাদিগ্ধত্বং ব্রজভাবানুসারেণ বর্ণয়তি—কুন্তীতি। ব্রজেশসুদৃশঃ ব্রজরাজ্ঞ্যাঃ প্রেমস্তুতিং প্রেমপ্রশংসামনেন কুন্ত্যা বাৎসল্যং ব্যঞ্জিতং, এবং পরপরত্র স্তোকাগ্রাহ্বয়-কৃষ্ণকস্য স্তোকমগ্রে আহ্বয়ঃ খ্যাতি র্যস্য সচাসৌ কৃষ্ণশ্চেতি স্বার্থেকঃ, স্তোককৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। অনুজঃ সহদেবঃ, মুনিসংহতিঃ মুনিসমূহঃ, অমীষাং কুন্ত্যাদীনাং পুরোঽগ্রে নির্ম্মাতি বর্ণয়তি ॥ ১০১ ॥

কিঞ্চ যত্রেতি। যত্র কুরুষু মধ্যে বিদূরশ্চ তত্তদ্বিদুরতাং বাৎসল্যাদিভাবজ্ঞতাং অতএব তত্তৎকথাসু পুরঃসরতামগ্রগামিতামেবানুগচ্ছন্ ॥ ১০২ ॥

ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণ বলরামের নিকটে পাণ্ডবদিগের মধ্যে কাহাকে স্নেহপরায়ণ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছ ॥ ৯৯ ॥

দূতদ্বয় কহিল, কুন্তী এবং পাঁচজন কুন্তীপুত্রই স্নেহযুক্ত ॥ ১০০ ॥

তন্মধ্যে সেই কুন্তী সর্ব্বদাই ব্রজেশ্বরীর প্রেম-প্রশংসা করিয়া থাকেন, যুধিষ্ঠির গোপরাজনন্দের, ভীম বলরামের, অর্জ্জুন অর্জ্জুনের, এবং নকুল ও তদীয় কনিষ্ঠ সহদেব স্তোক কৃষ্ণের প্রেম প্রশংসা করিয়া থাকেন। মুনিগণ উহাদিগকে দর্শন করিয়া কুন্তী প্রভৃতির সম্মুখে ব্রজকথা বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ১০১ ॥

বিদুরও ঐ কুরুবংশীয়দিগের মধ্যে তত্তৎবাৎসল্যাদি ভাব অবগত হইয়া সুতরাং তত্তৎসকল কথাতে অগ্রসর হইয়াছেন ॥ ১০২ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—হন্ত! কথাশেষতামেব বয়ং গতাঃ। ভবতু সাম্প্রতং বৎসস্য কিং বিধিৎসিতং তথ্যং তৎ-কথ্যতাম্ ॥ ১০৩ ॥

তাবূচতুঃ—তদেবং দিনকতিপয়ে লব্ধব্যত্যয়ে শ্রীরামাদীন্ দ্বারকাং প্রস্থাপ্য সম্প্রতি সকৃষ্ণঃ স খলু কৃষ্ণঃ কাননক্রীড়া-সতৃষ্ণঃ কৃষ্ণা-তীরপথেন রথেন সঞ্চরমাণতামানঞ্চ। প্রথমং তাবদ্ভক্ষণার্থং ভিক্ষমাণায় সর্ব্বসুপর্ব্বমুখলক্ষণায় হুতভক্ষণায় যক্ষরক্ষঃস্পর্শনভক্ষ-হর্য্যক্ষপুণ্ডরীকাদিভিরুচ্চণ্ডং খাণ্ডববনং খণ্ডমণ্ডকায়মানং চকার। দিনান্তরে তু ভাস্করকন্যামাজহার।

তদেবং নিশম্য ব্রজরাজো যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—হন্তেত্যাদিগদ্যেন। কথাশেষতাং কথামাত্রেণ শেষোঽবশেষো যেষাং নতু কার্য্যেণ তস্য ভাবঃ কথাশেষতাং তাং বিধিৎসিতং কর্ত্তুমিষ্টম্ ॥ ১০৩ ॥

ততো দূতৌ যদাহতুস্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। লব্ধব্যত্যয়ে লব্ধো ব্যত্যয়োঽতিক্রমো যস্য তস্মিন্ কাননক্রীড়ায়াং কামুকঃ অভিলাষী, কৃষ্ণায়া যমুনায়াস্তীরমেব পন্থা যস্য তেন সঞ্চর-মাণতাং গমনকর্ত্তৃতামানঞ্চ প্রাপ। ভক্ষণার্থং ভিক্ষমাণায় হুতভক্ষণায় অগ্নয়ে খাণ্ডববনং খণ্ডমণ্ডকায়মানং চকারেত্যন্বয়ঃ। খণ্ডমণ্ডকায়মানং মণ্ডকং পিষ্টকাদিখণ্ডেন মৎস্যণ্ডিকয়া সহ বর্ত্তমানং খণ্ডমণ্ডকং তদিব আচরতি খণ্ডমণ্ডকায়মানং কিম্ভূতায় সর্ব্বেষাং সুপর্ব্বণাং দেবানাং মুখমেব লক্ষণং যস্য তস্মৈ,খাণ্ডববনং কিম্ভূতং যক্ষৈঃ রক্ষোভিঃ স্পর্শনভক্ষৈঃ সর্পৈর্হর্য্যক্ষৈঃ সিংহৈঃ

ব্রজরাজ কহিলেন, হায়! আমরা কেবলমাত্র কথাদ্বারাই এই বিষয় শেষ করিয়াছি, কিন্তু কার্য্যদ্বারা নহে। তাহা নাই হইল, এক্ষণে বৎস কি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাই যথার্থত বর্ণন কর ॥ ১০৩ ॥

দূতদ্বয় কহিল, অতএব এইরূপে কতিপয় দিবস গত হইলে বলরামপ্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে দ্বারকায় প্রেরণ পূর্ব্বক সেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের বনবিহার করিতে অভিলাষী হইয়া যমুনার তীরস্থ পথ দিয়া সঞ্চরণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ভক্ষণের জন্য ভিক্ষাকারী এবং সমস্ত দেবতাগণের মুখস্বরূপ অগ্নিকে ভোজন করাইবার জন্য যক্ষ, রক্ষ, সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লূক এবং হরিণাদিদ্বারা অতি ভীষণ খাণ্ডববন পিষ্টক খণ্ডাদির মত করিয়াছিলেন। অন্য দিবসে তিনি

যত্রাবামপি তদীয়সেবাসঙ্গিনৌ সঙ্গিনৌ বভূবিব। তথা হি।—তদা চ ধনঞ্জয়ং সঞ্জয়মানঃ কঞ্জনেত্রঃ কঞ্চন বনভাগং জগাম। তত্র চ ছত্রশোভামত্রপাত্রতরুদুষ্পরিহরপুষ্পফলসত্রতাভৃত-পতত্রভৃৎপ্রভৃতিনি সুখকৃতিনি নীরাদসমীপে ঘনবনদ্বীপে প্রবিশন্ কলিতাশ্রমে ক্বচিদাশ্রমে মুহূর্ত্তং নিবিবিশে। দিশে দিশে চ দৃশং নিদিদিশে। তত্র চ শুকশারিকাদিকানামপি কাকলীর্নিজানুরাগভাগবলাবলীনামিব বিলাপবলীর্বিস্ময়স্ময়ত্র-পাকৃপাশবলং কলয়ামাস ॥ ১০৪ ॥

পুণ্ডরীকৈ র্ব্যাঘ্রৈরাদিপদেন ভল্লূকহরিণাদয় স্তৈ রুচ্চণ্ডং প্রচণ্ডং। ভাস্করকন্যাং কালিন্দীং তদাহরণ-প্রকারং বর্ণয়তি—তথাহীতি। ধনঞ্জয়মর্জ্জুনং সঞ্জয়মানঃ সঙ্গে কুর্ব্বন্। তত্রচ বনভাগে ঘনবনদ্বীপে প্রবিশন্ কলিতাশ্রমে কলিতো নিবর্ত্তিতা সর্ব্বতো ভাবেন শ্রমো যত্র তস্মিন্ মুহূর্ত্তং বিনিবিবিশে ইত্যন্বয়ঃ। ঘনবনদ্বীপে কিম্ভূতে ছত্রশোভয়া অমত্রাণি পাত্রাণি পত্রাণি যেষাং তেচ তে তরবশ্চেতি তৈর্দুষ্পরিহরা যা পুষ্পফলসত্রতা সদাদানতা তয়া আভৃতাঃ পুষ্টা যে পতত্রভৃতঃ পক্ষিণ স্তৎপ্রভৃতয়ো যত্র তস্মিন্ সুখকৃতিনি সুখকরণবিশিষ্টে নীরাজ্জলাদসমীপে দূরে। দিশি দিশি সকলদিক্ষু দৃশং দৃষ্টিং নির্দিদিশে প্রেরয়ামাস। কাকলীঃ মুখরমধুরাস্ফুটধ্বনয়স্তা বিস্ময়ত্রপাকৃপাশবলং আশ্চর্য্যলজ্জাকৃপাণাং শবলং মিশ্রণং কলয়ামাস অনুভূতবান্, সা কিম্ভূতা নিজস্যানুরাগং ভজন্তে যা অবলাবলয়ঃ রমণীশ্রেণয়ঃ তাসাং বিলাপবাণীরিব খেদোক্তি-শ্রেণয় ইব ॥ ১০৪ ॥

সূর্য্যকন্যার আহরণ করিয়াছিলেন। যে সময়ে আমরা দুইজনেও তাঁহার সেবা করিতে সঙ্গী হইয়াছিলাম। দেখুন কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া কোন বনপ্রদেশে গমন করেন। সেই বনপ্রদেশে নিবিড় বনশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করেন। তথায় যে সকল তরু ছিল, তাহাদের পত্র সকল ছত্রের মত শোভা পাইত। ঐ সকল বৃক্ষ সর্ব্বদা অপরিহার্য্য পুষ্প ফল সকল সর্ব্বদা দান করাতে বিহঙ্গমগণও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। জলের বহুদূরস্থিত সেই সুখকর নিবিড় বনশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রমনিবারক কোনও এক আশ্রমে ক্ষণকালের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সকল দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন।

যথা ;—

হা ! গোষ্ঠাধিপগোত্রজাসিতমণে ! হা ! গোষ্ঠচিন্তামণে !
হা ! বৃন্দাবনচন্দ্র ! হা ! ব্রজরমাগোপ্যাতিগোপ্য ! প্রিয় ! !
হা ! তত্তীরবিলাসলাস্যকলনাত্রৈলোক্যসৌখ্যপ্রদ !
ক্লান্তং কান্ত ! কুমারিকাজনমিমং হা ! ত্বং কদা বীক্ষসে ? ॥
ইতি ॥ ১০৫ ॥

অত্র যদ্যপি হা ! মত্তীরেতি তৈরবকলিতং তথাপি বিকললপিততয়া তত্তীরতয়া কলিতম্ ॥ ১০৬ ॥

তাসাং খেদোক্তিং বর্ণয়তি—হেতি। হেতি খেদে। হে গোষ্ঠাধিপগোত্রজ ! ব্রজরাজসুত ! হে অসিতমণে ইন্দ্রনীলরত্ন ! ব্রজরমাগোপ্যাতিগোপ্যপ্রিয় ! ব্রজরমাণাং শ্রীরাধাদীনাং যদ্গোপ্যং জীবনং তস্যাতিগোপ্যরূপপ্রিয় ! তত্তীরবিলাসলাস্যকলনাৎ তৎপদেনার্থাদ্‌যমুনা তস্যা স্তীরে যৎ বিলাসলাস্যং ক্রীড়ানর্ত্তনং তস্য দর্শনাৎ ত্রৈলোক্যানাং সৌখ্যং প্রদদাতি যো হে স !। হে কান্ত ! ত্বং ইমং ক্লান্তং কুমারিকাজনং কদা বীক্ষসে পশ্যসি। অত্র প্রথমপাদে বিস্ময়ঃ, দ্বিতীয়পাদান্তে ত্রপা, তৃতীয়চতুর্থপাদে কৃপা বোধ্যা ॥ ১০৫ ॥

নন্বু তচ্ছব্দঃ পূর্ব্বোক্তং পরামৃশতি অত্র কস্যা স্তীরমিত্যাশঙ্কায়াং সমাধত্তে—অত্রেত্যাদি-গদ্যেন। হা মত্তীরেতি তৈঃ কুমারিকাজনৈরবকলিতং অভিলষিতং বিকললপিততয়া বৈকল্যেন যল্লপিতং তস্যা ভাব স্তয়া তত্তীরতয়া কলিতমুচ্চারিতম্ ॥ ১০৬ ॥

তথায় তিনি আপনার অনুরাগিনী কামিনী-শ্রেণীর খেদোক্তি সমূহের শুক শারিকা-প্রভৃতি বিহঙ্গমগণের কাকলী (সূক্ষ্ম মধুর অব্যক্ত) ধ্বনি সকল বিস্ময়, মন্দহাস্য, লজ্জা এবং কৃপার সহিত অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪ ॥

যথা—ব্রজরাজপুত্র ! হে ইন্দ্রনীলরত্ন ! হে রাধিকা-প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনা-দিগের জীবন অপেক্ষাও অত্যন্ত গোপনীয় প্রিয় পদার্থ ! হে গোষ্ঠের চিন্তামণি-রত্ন ! হা বৃন্দাবন শশধর ? হা যমুনাতীরে ক্রীড়ানৃত্য প্রদর্শনদ্বারা ত্রিভুবনের সুখপ্রদ ! হে কান্ত ! তুমি কবে এই ক্লান্ত কুমারীকে দর্শন করিবে ? ॥১০৫॥

এইস্থানে যদ্যপি "মত্তীর" (অর্থাৎ আমার তীর) ইত্যাদি বিষয়, ঐ সকল কুমারীদিগের অভিপ্রেত ছিল, তথাপি ব্যাকুলতা পূর্ব্বক কথা কহিতে গিয়া "মত্তীর" ইহার পরিবর্ত্তে "তত্তীর" এইরূপ উচ্চারণ করিয়াছে ॥ ১০৬ ॥

অথ সর্ব্বে পপ্রচ্ছুঃ—তদা কিং বৃত্তং বৃত্তম্ ? ১০৭ ॥

দূতাবূচতুঃ—তদা তদাজ্ঞয়া পারতঃ পরিয়ন্ পরিজনঃ কশ্চন শ্যামাং পতিবিশেষকামাং কাঞ্চিদ্দিব্যলাবণ্যাং কন্যাং তপস্যন্তীং বরিবস্যন্তীং নমস্যন্তীমপি দূরাৎ পশ্যতি স্ম ॥ ১০৮ ॥

দৃষ্ট্বা চ বিস্ময়ং স্পৃষ্ট্বা তেন নিবেদ্যমানঃ সতৃষ্ণঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদব্যবহিতদেশায় প্রবেশায় স্বহিতমর্জ্জুনমসিতমপি নিজস্মিতমহসা সিতং বিহিতবান্ প্রহিতবাংশ্চ ॥ অর্জ্জুনশ্চ তাং মন্দং

অথেতিগদ্যং প্রায়ঃ সুগমম্। বৃত্তং বৃত্তান্তঃ, দ্বিতীয়ং বৃত্তং ভূতম্ ॥ ১০৭ ॥

ততো দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—তদেত্যাদিগদ্যেন। তদাজ্ঞয়া শ্রীকৃষ্ণস্য আজ্ঞয়া সর্ব্বতো গচ্ছন্ কশ্চন পরিজনোঽর্থাদর্জ্জুনঃ কাঞ্চিৎ কন্যাং পশ্যতিস্মেত্যন্বয়ঃ। শ্যামাং শ্যামবর্ণাং পতিবিশেষে শ্রীকৃষ্ণে কামো যস্যা স্তাং দিব্যং লাবণ্যং দেহকান্তিবিশেষো যস্যা স্তাং তপস্যন্তীং তপশ্চরন্তীং বরিবস্যন্তীং পরিচর্য্যাং বিদধতীং নমস্যন্তীমিষ্টদেবং প্রণমন্তীং দূরাদ্দদর্শ ॥ ১০৮ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—দৃষ্ট্বেত্যাদিগদ্যেন। বিস্ময়ং স্পৃষ্ট্বা অভিগম্য স্থিত্বা তেন পরিজনেন নিবেদ্যমানঃ সতৃষ্ণঃ সাকাঙ্ক্ষ স্তদব্যবহিতদেশায় সচাসৌ অব্যবহিতো ব্যবধানশূন্যো দেশশ্চেতি তস্মৈ তমভিপ্রেত্যেত্যর্থে চতুর্থী। অসিতমপি কৃষ্ণবর্ণমপি নিজস্য যৎ স্মিতং মন্দহাসং

অনন্তর সকলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তৎকালে কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল ॥ ১০৭ ॥

দূতদ্বয় কহিল, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে কোনও একজন পরিজন, অর্থাৎ অর্জ্জুন, চারিদিকে গমন করিয়া কোনও এক শ্যামবর্ণা কন্যাকে দূর হইতে দর্শন করিল। ঐ কন্যা বিশেষ পতি (শ্রীকৃষ্ণ) পাইবার জন্য কামনা করিতেছে। তাহার দেহকান্তি অপূর্ব্ব। দেখিল, ঐ কন্যা তপস্যা করিতেছে, পরিচর্য্যা করিতেছে এবং ইষ্টদেবতার প্রণাম করিতেছে ॥১০৮॥

তাহাকে দেখিয়া অর্জ্জুন বিস্ময়াপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঐ সংবাদ নিবেদন করিল। শ্রীকৃষ্ণও অভিলাষী হইয়া সেই নিকটবর্ত্তী প্রদেশে প্রবেশ করিবার জন্য নিজ হিতকর অর্জ্জুন কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাহাকে আপনার মন্দ হাস্যের

মন্দং বিন্দন্নবনতকন্ধরতামৃচ্ছন্ পপ্রচ্ছ। কা ত্বমসি কিমর্থং বা সমর্থং তপস্তপ্যস ইতি ॥ ১০৯ ॥

সা চ নির্জ্জনবনমনু স্বানভিরুচিততাচিতপুরুষান্তরাবলোচনয়া চকিতা লজ্জামপ্যসজ্জন্তী সহসা নিজতত্ত্বং নিজগাদ ॥১১০

অয়ি ভ্রাতঃ! পূষ্ণস্তনুজনিরহং নাম যমুনা
তপস্যন্তী পিত্রা রচিতভবনে প্রাণিমি জলে।
স বৃন্দারণ্যান্তর্বিলসিতজগৎকামদগতিঃ
পতিঃ স্যাদিত্যেতং সময়মনুযামি প্রতিপদম্ ॥ ১১১ ॥

তস্য মহসা কান্ত্যা সিতং শুক্লবর্ণং বিহিতবান্ কৃতবান্ প্রহিতবান্ প্রেষয়ামাস। মন্দং মন্দং যথাস্যাত্তথা বিন্দন্ লভমানঃ অবনতা কন্ধরা যস্য তস্য ভাবঃ অবনতকন্ধরতা তামৃচ্ছন্ গচ্ছন্ পৃষ্টবান্। সমর্থং মহৎ ॥ ॥ ১০৯ ॥

তৎপ্রশ্নানন্তরং সা যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি—সাচেতিগদ্যেন। নির্জনবনমভিলক্ষ্য স্বস্য যা অনভিরুচিততা তয়া সহ আচিতা নিকটসঙ্গতা যা পুরুষান্তরস্য কৃষ্ণাভিন্নস্য অবলোচনা দর্শনং তয়া চকিতা সাধ্বীব্রতাপেক্ষয়া লজ্জামপি অসজ্জন্তী ন সঙ্গচ্ছমানা সহসা প্রশ্নানন্তরমেব নিজতত্ত্বং নিজগাদ ॥ ১১০ ॥

সা যথাকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—অয়ীতি। হে ভ্রাতঃ! পুষ্ণঃ সূর্য্যাৎ তনোঃ শরীরস্য জনির্জন্ম যস্যা স্তথাহং যমুনা নাম তপ আচরন্তী পিত্রা সূর্য্যেণ জলে রচিতভবনে প্রাণিমি জীবামি, ননু তপসা কিং

প্রভাদ্বারা শুক্লবর্ণ করিলেন, এবং তাহাকে প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুনও ধীরে ধীরে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া এবং গ্রীবা অবনত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এইরূপ কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছ? ॥ ১০৯ ॥

নির্জ্জন বনে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পুরুষ দর্শন করা ঐ কন্যার অভিপ্রেত নহে। তথাপি তিনি পর পুরুষকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া চকিত ভাবে লজ্জাও পরিত্যাগ করিলেন, এবং শেষে সহসা আপনার তত্ত্ব বলিতে লাগিলেন ॥ ১১০ ॥

অয়ি ভ্রাত! আমি সূর্য্যের তনয়া আমার নাম যমুনা, আমি তপস্যা করিতেছি। আপনার পিতা যে জলমধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, আমি

সর্ব্বে দূতৌ পপ্রচ্ছুঃ—

স্থানান্তরমন্তরা কথং সা তত্র পরং স্বমনোরথং পশ্যন্তী তপস্যন্তী বভূব ॥ ১১২ ॥

দূতাবূচতুঃ—তত্র হি কুন্তীসন্ততিসম্বন্ধেন নির্ব্বন্ধেন তস্য তদ্বনবিহারমবশ্যমধ্যবস্যন্তী বভূব ॥ ১১৩ ॥

ব্রজরাজঃ স্ববৃন্দাবনং শোচন্ নিশ্বস্য প্রোবাচ।—

ততঃ কিং জাতম্ ?। দূতাবূচতুঃ—

তদেবং তস্যাঃ ভাববশ্যায়াঃ সগদ্গদনিগদং জিষ্ণুঃ সার্দ্ধনয়-

সঙ্কল্পিতং তত্রাহ—স ইতি। বৃন্দারণ্যস্য অন্তর্ম্মধ্যে বিলসিতা জগতাং কামদা গতির্যেন স পতিরিত্যেবং সময়ং প্রতিজ্ঞাং প্রতিপদং প্রতিক্ষণং অনুযামি স্বীকরোমি ॥ ১১১ ॥

ততঃ সর্ব্বে যদপৃচ্ছন তদ্বর্ণয়তি—সর্ব্বে ইতি গদ্যেন। স্থানান্তরং মথুরাদিকং অন্তরা বিনা তত্র বনমধ্যে তপস্যন্তী তপশ্চরণে প্রবর্ত্তমানা বভূব ॥ ১১২ ॥

তৎপ্রশ্নান্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—তত্র হীত্যাদিগদ্যেন। কুন্ত্যাঃ সন্ততীনাং পুত্রাণাং সম্বন্ধঃ সংসর্গো যত্র তেন নির্ব্বন্ধেন তস্য কৃষ্ণস্য অধ্যবস্যন্তী নিশ্চয়ং কুর্ব্বন্তী ভূতা ॥ ১১৩ ॥

ততো ব্রজরাজস্য শোকসঙ্কৃতঃ প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। নিগদং কথনং জিষ্ণুরর্জ্জুনঃ সজলনেত্রতয়া রভসাৎ বেগাৎ অনুগত্য সংগম্য বিতত্য বিস্তারং কৃত্বা দনুজজিষ্ণুং শ্রীকৃষ্ণং কথিতবান্। সচ শ্রীকৃষ্ণঃ তদীয়সমীপমন্তরীপমাপেত্যন্বয়ঃ।

তাহাতেই বাঁচিয়া আছি। যাহার গতি ত্রিভুবনের অভীষ্টপ্রদ হইয়া বৃন্দাবনে বিলসিত আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণই যেন আমার পতি হন; আমি অনুক্ষণ এইরূপ প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়াছি ॥ ১১১ ॥

সকলেই দুইজন দূতকে জিজ্ঞাসা করিল, মথুরা প্রভৃতি স্থান পরিত্যাগ করিয়া কেন সেই কন্যা বনমধ্যে আপনার উৎকৃষ্ট মনোরথ দর্শন করিয়া তপস্যা করিয়াছিল ? ॥ ১১২ ॥

দূতদ্বয় কহিল, ঐ কন্যা এইরূপ স্থির করিয়াছিল যে কুন্তীর পুত্র অর্জ্জুনের সংসর্গে আগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অবশ্যই বনবিহারের সম্ভাবনা আছে ॥ ১১৩ ॥

অনন্তর সেই ব্রজরাজ বৃন্দাবনের উদ্দেশে শোক করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ

নতয়া রভসাদনুগত্য বিতত্য দনুজজিষ্ণুমনুজগাদ। স চ মম মমততাতিশয়সম্মতা রুচিসমতায়তা বৃন্দাবনবৃক্ষবাহিনী স্যাদিয়ং বাহিনীতি নীতিসতৃষ্ণস্তদীয়সমীপমন্তরন্তরীপমাপ॥ ১১৪॥

সা চ সহসা তদ্ভাসা চক্ষুষী চমৎকারয়ন্তী বিচিত্রভাববশা-ন্মুহুরপসারয়ন্তী মুহুরুপসারয়ন্তী চ তূর্ণমেব ঘূর্ণনমবাপ যত্র চ দ্বয়মেব পরস্পরমসিততায়াং বিততায়াং সিততাং বিততান॥১১৫

সা কিম্ভূতা মম সম্বন্ধে যো মমতাতিশয় স্তেন সম্মতা রুচিসমতায়ত্তা রুচিরভিলাষ স্তয়া যা মমতা পূর্ণতা তয়া আয়ত্তা অধীনা ইয়ং বাহিনী নদী বৃন্দাবনবৃত্তং বৃত্তান্তং বোঢ়ুং প্রাপয়িতুং শীলমস্যা এবং স্যাদিতি নীতৌ ন্যায্যব্যবহারে সতৃষ্ণঃ তদীয়সমীপং তস্যা যমুনায়াঃ নিকটং অন্তরীপং জলমধ্য-দ্বীপম্॥ ১১৪॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তস্যা যদ্‌বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—সাচেত্যাদিগদ্যেন। সাচ যমুনা তদ্ভাসা শ্রীকৃষ্ণ-দীপ্ত্যা চক্ষুষী নেত্রে চমৎকারয়ন্তী বিস্ময়ং জনয়ন্তী অপসারয়ন্তী চক্ষুষী আকৃষ্যন্তী অপসারয়ন্তী সমীপং গময়ন্তী চ ঘূর্ণনং মূর্চ্ছাং। যত্র চ মিলনে দ্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণো যমুনাচৈব অসিততায়াং কৃষ্ণবর্ণতায়াং বিততায়াং বিস্তারিতায়াং পরস্পরং সিততাং প্রেমাবদ্ধতাং বিস্তারয়া-মাস॥ ১১৫॥

পূর্ব্বক বলিলেন। তাহার পর কি ঘটিয়াছিল। দূতদ্বয় কহিল, অর্জ্জুন এইরূপে সজল নয়নে সবেগে নিকটে গিয়া এবং বিস্তারিত করিয়া, গদ্‌গদস্বরে সেই প্রেমাধীন রমণীর কথা, দৈত্য-নিসূদন শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিল। এই যমুনার উপরে আমার যে সমধিক মমতা হইয়াছে, এবং শ্যামবর্ণা বলিয়া ইহার প্রতি আমার সম্যক্ রুচি জন্মিয়াছে, সুতরাং আপনার যোগ্যরূপে আমি ইহাকে স্বীকার করি। অতএব এই নদী বৃন্দাবনের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইবে। এই প্রকার নৈতিক বিষয়ে উৎসুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যমুনার নিকটস্থ অন্তরীপে অথবা জল মধ্যস্থ দ্বীপে গমন করিলেন॥ ১১৪॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাদ্বারা যমুনার (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালিন্দীর) চক্ষু চমৎকৃত হইল তখন সে বিচিত্রভাব বশতঃ বারংবার চক্ষু আকর্ষণ করিতে লাগিল, এবং কখন বা চক্ষু তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিতে লাগিল। এইরূপে সে শীঘ্র মূর্চ্ছিত হইল। ঐরূপ মিলনে শ্রীকৃষ্ণ এবং যমুনা, উভয়েই পরস্পরের কৃষ্ণ-বর্ণতা বিস্তারিত হইলে পরস্পর প্রেমবদ্ধ হইয়াছিল॥ ১১৫॥

অস্রবত্তায়াঃ (ক) সত্তায়াং স্রবৎপ্রস্বেদতাং বিবেদ। স্তম্ভবত্তায়ামনায়ত্তায়ামস্তম্ভবদ্বিচারতামনুচচার। তত্র চ সতি সব্যসাচী সাচীব্যং বিধায় চিরায় চিত্রতায়া বিরামমাত্মমিত্রমানিনায় ॥ ১১৬ ॥

ততশ্চানুরাগমাত্রজাগরূকতৃষ্ণঃ স চ কৃষ্ণস্তাং তদবস্থাং রথমারোপ্য চিরেণ স্বস্থায়মানাং গোপ্যতয়া ফাল্গুনা নীতামন্তঃপুরপুরন্ধ্রিজনাবরোপ্যতয়া কুন্তীসমীপমাপয়ামাস ॥ ১১৭ ॥

তয়োস্তাদৃগ্ভাবং বর্ণয়তি—অস্রবদিতি। অস্রবত্তায়া নেত্রজলবিশিষ্টতায়াঃ সত্তায়াং বিদ্যমানতায়াং স্রবন্ ক্ষরন্ প্রস্বেদো যস্য তদ্ভাবতাং বিবেদ লেভে, স্তম্ভবত্তায়াং স্তম্ভবিশিষ্টতায়াং অনায়ত্তায়াং স্বাধীনতায়াং অস্তম্ভবদজড়বৎ বিচারতাং গমনযুক্ততামনুচচার চচাল। বিরোধাভাসালঙ্কারোঽয়ং। তত্র চ সতি তাদৃশভাবাক্রান্তত্বে সতি সব্যসাচী অর্জ্জুনঃ সাচিব্যং সাহায্যং বিধায় চিরায় চিত্রতায়া বিস্ময়তায়া বিরামঃ আত্মমিত্রং যত্র তদ্যথাস্যাত্তথা আনিনায় ॥ ১১৬ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। অনুরাগমাত্রেণ জাগরূকা জাগরণশীলা তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষা যস্য সঃ, তদবস্থাং ভাবব্যগ্রাং চিরেণ স্বস্থায়মানাং তাং কুন্তীসমীপমাপয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। গোপ্যতয়া ফাল্গুনা অর্জ্জুনেন নীতাং অন্তঃ পুরে যে পুরন্ধ্রিজনাঃ পুত্রবত্যঃ স্ত্রিয়স্তৈরবরোপ্যোঽবতরণং যস্যা স্তদ্ভাবতয়া প্রাপিতা ॥ ১১৭ ॥

যখন এক জনের চক্ষু জল পূর্ণ হইয়া বিদ্যমান থাকিত, তখন অপরের ঘর্ম্মজল ক্ষরণ হইত, এবং যখন অপরের স্তম্ভিতভাব স্বাধীন ভাবে বিদ্যমান থাকিত, তখন অন্যের অজড় (চেতন) পদার্থের মত গমন হইত। এইরূপ পরস্পর বিভাবাক্রান্ত হইলে অর্জ্জুন সাহায্য করিয়া বহুক্ষণে নিজ মিত্র শ্রীকৃষ্ণকে আশ্চর্য্য প্রভাব হইতে বিরত করিয়া দিলেন ॥ ১১৬ ॥

তখন কেবলমাত্র অনুরাগদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লালসা জাগরূক হইয়া উঠে। তাহাতে তিনি সেই অবস্থায় কালিন্দীকে রথে আরোহণ করাইয়া বহুক্ষণের পর সুস্থ করেন। পরে গোপনে অর্জ্জুন দ্বারা আনীত সেই কন্যাকে কুন্তীর নিকটে প্রেরণ করেন; অন্তঃপুরের পতিপুত্রবতী রমণীগণ ঐ কন্যাকে রথ হইতে অবতীর্ণ করিয়াছিল ॥ ১১৭ ॥

(ক) অপ্রবত্তয়া ইত্যানন্দপাঠঃ।

কুন্তী চ ফাল্গুনাত্তন্নর্ম্ম(ক)নিশম্য নিশাম্য চ নির্নিমেষাদিতয়া তদেব নির্ণীয় নির্নিমেষায়মাণা বিস্ময়াদরস্নেহকির্ম্মীরিততয়া (খ) তাং মুহুর্নির্ব্বর্ণয়ন্তী বরবর্ণিনীমধ্যমধ্যাসয়ামাসেতি ॥ ১১৮ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—অথ তৌ দূতৌ বস্ত্রালঙ্কারপ্রভৃতৌ বিরচয্য প্রস্থাপিতবান্ ব্রজরাজঃ পুনরপরাভ্যাং নিজসন্দেশহরাভ্যাং শ্রাবয়াঞ্চক্রে ॥ ১১৯ ॥

যথা ;—

পার্থানাং নগরং বিধায় দিবিষত্তক্ষা পুরাখণ্ডলা-
রণ্যং খাণ্ডবমর্জ্জুনপ্রিয়সখঃ স্বাহা বিধায়ার্চ্চিতাৎ।
উগ্রাগ্নেরভিরক্ষিতেন চ ময়েনার্পর্য্য তেভ্যঃ সভাং
নীত্বা দ্বারবতীমুবাহ রবিজাং গোপেন্দ্র ! পুত্রস্তব ॥ ১২০ ॥

তদা কুন্তী যৎকৃতবতী তদ্বর্ণয়তি—কুন্তীচেত্যাদিগদ্যেন। ফাল্গুনা অর্জ্জুনেন দ্বারা তন্নর্ম্ম কৌতুকং নিশম্য শ্রুত্বা নিশাম্য তাং দৃষ্ট্বা নির্নিমেষ আদির্যস্যা স্তদ্ভাবতয়া তদেব নিত্যদাম্পত্যং নির্ণীয় নির্নিমেষায়মাণা নির্গতে, নিমেষো যস্য তমিবাচরন্তী, বিস্ময় আশ্চর্য্যং আদরঃ প্রসিদ্ধঃ স্নেহঃ প্রেমবৈশিষ্টং তৈঃ কির্ম্মীরিততয়া কর্ব্বুরিততয়া ভাবশাবল্যতয়া নির্ব্বর্ণয়ন্তী পশ্যন্তী বরবর্ণিনী উত্তমা স্ত্রী তাসাং মধ্যং অধ্যাসয়ামাস নিবেশিতবতী ॥ ১১৮ ॥

অথ প্রকরণসঙ্গত্যর্থঃ মধুকণ্ঠো যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—অথ তাবিতিগদ্যেন। বস্ত্রৈরলঙ্কারৈশ্চ প্রভৃতৌ সম্পন্নৌ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রস্থাপিতবান্ শ্রাবয়াঞ্চক্রে শ্রাবিতবান্ ॥ ১১৯ ॥

তচ্ছ্রবণপ্রকারং বর্ণয়তি—পার্থানামিতি। হে গোপেন্দ্র ! তব পুত্রঃ পার্থানাং যুধিষ্ঠিরাদীনাং

কুন্তীও অর্জ্জুনের নিকট হইতে ঐ কৌতুক শ্রবণ পূর্ব্বক এবং তাহাকে দর্শন করত, নির্ণিমেষ প্রভৃতি ভাবে নিত্য দাম্পত্য নির্ণয় করিয়া, শেষে নির্ণিমেষ নয়নে বিস্ময়, আদর এবং এবং স্নেহ ইত্যাদি বিবিধভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাকে দর্শন করত উত্তমা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে নিবেশিত করেন ॥ ১১৮ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্র এবং অলঙ্কারদ্বারা সজ্জিত করিয়া দুইজন দূত প্রেরণ করেন। ব্রজরাজ ও অন্য দুইটি দূতদ্বারা সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন ॥১১৯॥

হে গোপরাজ ! আপনার পুত্র স্বর্গের স্থপতি অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা-দ্বারা

(ক) তন্মর্ম্ম। ইতি মাণ্ডপুস্তকমতপাঠান্তরম্।

(খ) কির্ম্মীরিতশব্দস্যেবার্থঃ নানাবর্ণ ইতি। স্তুতরাং "আনন্দ গৌরপুস্তয়োঃ টীকাপাঠ এব মলতয়া ধৃতং। সচ ন সঙ্গচ্ছতে। স পাঠস্তু এবং—"কির্ম্মীরিতনানাবর্ণতয়া"।

তত্রেদং চ তদ্বনস্বামিনং প্রত্যুপহসিতমিব জাতম্ ॥১২১॥

কোকিলাদিময়ং পূর্ব্বমাসীৎ খাণ্ডবকাননম্।

অধুনাপি তথেত্থং মা শক্রবক্রং মনঃ কৃথা ॥ ইতি ॥ ১২২ ॥

অথ ব্রজরাজঃ সসমাজঃ স্মিতবিরাজমানং বদতি স্ম।—

তয়া পরমধন্যয়া ত্রয়ীতনুকন্যয়া পুনরন্যদীয়া কুলীনরাজন্যকুল-

---

নগরং দিবিষত্তক্ষা বিশ্বকর্ম্মণাদ্বারা বিধায় পুরা অগ্রে আপণ্ডলারণ্যং ইন্দ্রবনং খাণ্ডবং অর্জ্জুনপ্রিয়সখঃ সন্ স্বাহা বিধায় অগ্নয়ে দত্ত্বা অর্চ্চিতাৎ খাণ্ডবদানেন সম্মানিতাৎ উগ্রাগ্নের্ভয়দবহ্নেঃ সকাশাদভিরক্ষিতেন ময়েন ময়দানবেন অম্বর্পা রচয়িত্বা তেভ্যঃ পার্থেভ্যঃ সভাং নীত্বা প্রাপয়িত্বা রবিজাং কালিন্দীং দ্বারবতীমুবাহ প্রাপয়ামাস ॥ ১২০ ॥

তয়োর্নগরসভয়োর্বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—তত্রেত্যাদিগদ্যেন। ইদং নগরসভাবিধানং তদ্বনস্বামিনমিন্দ্রং প্রতি উপহসিতমিব জাতং ইন্দ্রস্য এতাদৃশ্যাঃ সভায়া অভাবাৎ ॥ ১২১ ॥

উপহসিতে প্রকারং বর্ণয়তি—কোকিলেতি। পূর্ব্বং খাণ্ডববনং কোকিলাদিময়মাসীৎ অধুনাপি তথা পূর্ব্বোক্তপ্রকারং হে শক্র! ইত্থং বক্রং কৌটিল্যং মাকৃথাঃ, উপহাসপক্ষে কোকিলাদিময়ং জ্বলন্তাঙ্গারময়ম্ ॥ ১২২ ॥

তদেবং শ্রুত্বা ব্রজরাজো যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। স্মিতং মন্দহাসং বিরাজমানং যত্র তদ্যথাস্যাত্তথা ত্রয়ীতনুকন্যয়া বেদত্রয়ীতনুমূর্ত্তি যস্য তস্য সূর্য্যস্য কন্যয়া কালিন্দ্যা পুনরবধারণে অন্যদীয়া যা কুলীনং যৎ রাজকুলং তস্মিন্ জন্যমুৎপাদ্যমাত্মানং মন্যতে তস্য ভাবঃ কুলীনরাজন্য

যুধিষ্ঠিরাদির নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের খাণ্ডব নামক বন অগ্নিকে দান করিয়াছিলেন। এই খাণ্ডব বন দানে ভয়ঙ্কর বহ্নি সম্মানিত হন। এই অগ্নির নিকট হইতে ময়দানব রক্ষিত হইয়া এক সভা নির্ম্মাণ করে। সেই সভায় যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে লইয়া গিয়া সূর্য্যনন্দিনী যমুনাকে (কালিন্দীকে) দ্বারকায় প্রেরণ করেন ॥ ১২০ ॥

তথায় এইরূপ নগর এবং সভা নির্ম্মাণ হওয়াতে সেই খাণ্ডববনপতি ইন্দ্রের প্রতি যেন উপহাস করা হইয়াছিল ॥ ১২১ ॥

হে ইন্দ্র! পূর্ব্বে এই খাণ্ডব বন যেরূপ কোকিলাদিদ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এখনও সেইরূপই আছে অর্থাৎ এক্ষণে কোকিলাদি বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত অঙ্গারে পরিপূর্ণ আছে। এই প্রকার তুমি কুটিলতা করিও না ॥ ১২২ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ সভাস্থ ব্যক্তিগণের সহিত মন্দহাস্যে বিরাজিত হইয়া বলিতে

জন্যম্মন্যতা লীনতামানিন্যু এব। কিন্তু পিতরং বিনা তদ্বিতরং ন মন্যাগহ ইতি তদ্বিশেষশ্চ বর্ণ্যতাম্ ॥ ১২৩ ॥

দূতাবূচতুঃ ;—

সূর্য্যস্তন্নিশময্য ভূর্য্যপি সুখং সজ্জন্ সুপর্ব্বাবলিং
সর্ব্বাং পর্ব্বণি সম্বলয্য সমগাদ্গর্ব্বাদিবদ্দ্বার্ব্বতীম্।
দ্বার্ব্বত্যপ্যনুসদ্মচার্ব্বনুগতশ্রীভিস্তমপ্যাত্মসাৎ-
কুর্ব্বত্যুদ্যদপূর্ব্বপূর্ব্বরতয়া সাকর্ষদুর্ব্বীমপি ॥ ১২৪ ॥

কুলজন্যম্মন্যতা তস্যা লীনতাং পরাভূততাং তয়া আনিন্যে প্রাপয়ামাসে। পিতরং সূর্য্যং, বিতরং দানম্ ॥ ১২৩ ॥

তৎপ্রশ্নং নিশম্য দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—সূর্য্য ইত্যাদিপদ্যেন। সূর্য্য স্তৎ শ্রীকৃষ্ণেণ কন্যায়া আনয়নাদিকং শ্রুত্বা মহাসুখং সজ্জমানঃ সর্ব্বাং সুপর্ব্বাবলিং দেবশ্রেণীং পর্ব্বণি বিবাহোৎসবে সংবলয্য নিমন্ত্রণেনানীয় গর্ব্বাদিবৎ অহো বত স্বর্গশস্তিরস্করীত্যাদিনা বর্ণিতং যদ্গর্ব্বাদি তদ্বিশিষ্টাং দ্বার্ব্বতীং দ্বারকাং সমগাৎ। অনুসদ্মচার্ব্বনুগতশ্রীভিরনুসদ্মসু প্রতিগৃহেষু চারুণা রম্যরূপেণ অনুগতা যাঃ শ্রিয়ঃ শোভা স্তাভি স্তং সূর্য্যমাত্মসাৎ কুর্ব্বতী আত্মধীনং কুর্ব্বতী সতী উদ্যদপূর্ব্বপর্ব্বরতয়া উদ্যচ্চ তৎ অপূর্ব্বপর্ব্বমহোৎসবশ্চেতি তৎ রাতি দদাতীতি তস্যা ভাব স্তয়া স দ্বার্ব্বতী উর্ব্বীং পৃথিবীমপি আকর্ষৎ ॥ ১২৪ ॥

লাগিল। সেই সূর্য্যকন্যা কালিন্দী পরম ধন্যা। এবং অন্যান্য যে সকল রাজকন্যা উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্যা বলিয়া বিবেচনা করিত, তাহারাও নিশ্চয় কালিন্দীদ্বারা পরাস্ত হইয়াছিল। তথাপি তাহার পিতা সূর্য্য ব্যতীত অন্যদ্বারা তাহার সম্প্রদানকার্য্য সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল না, অতএব তদ্বিষয়ে বিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণনা কর ॥ ১২৩ ॥

দূতদ্বয় কহিল, শ্রীকৃষ্ণ যমুনাকে আনয়ন করিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় সূর্য্য শ্রবণ করিয়া মহা সুখ প্রাপ্ত হইলেন। সেই বিবাহোৎসবে সমস্ত দেবতাদিগকে নিমন্ত্রণদ্বারা আনয়ন করিয়া, "স্বর্গের কীর্ত্তিনাশিনী" ইত্যাদি গর্ব্ব বিশিষ্ট দ্বারকা নগরে আগমন করিলেন। দ্বারকাপুরী ও প্রত্যেক গৃহে রমণীয়ভাবে

জ্যোতির্বিদ্রবিরেব বেদবিহিতং বিদ্বান্ স এবাত্র যৎ
কন্যায়া জনকশ্চ স ক্ব নু ততশ্চিত্রং ভজেদ্বর্ণ্যতাম্।
যস্মিন্ পাণিসমর্পণং স দুহিতুশ্চক্রে তমেতং তদা
পশ্যংশ্চিত্রদশামসাবপি যযাবাস্তামিদং দূরতঃ॥ ১২৫॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—অথ পূর্ব্ববৎ পুনঃ পুনরাগম্য বার্ত্তাবর্ত্তিনঃ পঞ্চমাদাংস্তদুদ্বাহান্ প্রপঞ্চয়ামাসুঃ॥ ১২৬॥

কিঞ্চ রবিঃ সূর্য্যঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদেব স এব রবি র্বেদবিহিতং বিদ্বান্ অত্র বিবাহে স রবিঃ কন্যায়া জনকঃ পিতাচ ততশ্চিত্রমাশ্চর্য্যং ক্ব কুত্র বর্ণ্যতাং বর্ণনীয়তাং ভজেৎ, সর্ব্বাশ্চর্য্যং তত্রৈব রাজত ইতি। যস্মিন্ কালে স রবির্দুহিতুঃ পাণিসমর্পণং পাণিদ্বারা সমর্পণং দানং চক্রে তদা এতং তং জামাতৃরূপং কৃষ্ণং পশ্যন্ চিত্রদশাং পুত্তলিকাবস্থাং যযৌ ইদং চিত্রমাশ্চর্য্যং দূরত আস্তাং তিষ্ঠতু কুত্রাপ্যসম্ভবাৎ॥ ১২৫॥

মধুকণ্ঠস্তু পুনঃ প্রস্তাবান্তরং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। বার্ত্তাবর্ত্তিনো দূতাঃ প্রপঞ্চয়ামাসুর্বিস্তারিতবন্তঃ॥ ১২৬॥

অনুগত শোভাসমূহদ্বারা সেই সূর্য্যকেও নিজের অধীন করিয়, সমুদিত মহোৎসব-প্রদভাবে পৃথিবীকেও আকর্ষণ করিয়াছিল॥ ১২৪॥

সূর্য্যও জ্যোতিষ-শাস্ত্রবেত্তা, এবং তিনিই বেদবিহিত কার্য্য অবগত আছেন। এই বিবাহে সূর্য্যই আবার কন্যার পিতা। অতএব এইরূপ আশ্চর্য্য আর কোথায় বর্ণনা করা যাইবে? বস্তুতঃ আশ্চর্য্যই সেই স্থানে বিরাজ করিতেছে। যে সময়ে তিনি হস্তদ্বারা কন্যাদান করেন, সেই সময়ে জামাতা শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিরীক্ষণ করিয়া অন্যের কথা আর কি বলিব সূর্য্যদেব চিত্রলিখিত পুত্তলিকার মত অবস্থা প্রাপ্ত হন। অতএব এইরূপ আশ্চর্য্য আর কি বর্ণন করিব, যেহেতু কোনও স্থানে এইরূপ আশ্চর্য্য হয় না॥ ১২৫॥

মধুকণ্ঠ কহিল, অনন্তর বার্ত্তাবহ দূতগণ পূর্ব্বের মত বারংবার আগমন করিয়া পঞ্চমাদি বিবাহ সকল বিস্তার করিয়াছিল॥ ১২৬॥

তত্র পঞ্চমঃ। (৫)

রাজাধিদেব্যাস্তনয়াং পিতৃষ্বসুঃ স মিত্রবিন্দামহরদ্বৃতস্তয়া।
বিন্দানুবিন্দাখ্যতদগ্রজদ্বয়ে দ্বিষন্নৃপাণাং চ চয়ে নিরুন্ধতি ॥১২৭॥

যত্র বন্দিভিরিদং বন্দিতম্ ;—

সাজৈষীন্মিত্রবিন্দা হরিবরণবিধৌ ভ্রাতৃযুগ্মং নিরুন্ধ-
দ্যদ্বদ্ভ্রাতৃব্যবৃন্দং হরিরিহ হিতয়োর্বীরভাবঃ সদৃক্ষঃ।
কস্যাপ্যাত্মার্পণে বা প্রতিভটদলনে কস্যচিদ্বা ভবেদ্যঃ
সত্ত্বোদ্রেকস্তমেতং নিগদতি ভরতঃ শশ্বদুৎসাহমেব ॥১২৮॥

তত্র মিত্রবৃন্দাবিবাহং বর্ণয়তি—রাজেতি। পিতৃষ্বসুঃ পিতৃভগিন্যা রাজাধিদেব্যা স্তনয়াং কন্যাং স কৃষ্ণ স্তয়া মিত্রবৃন্দয়া বৃতঃ সন্ তামহরৎ, কদা তদগ্রজয়ো বিন্দানুবিন্দয়ো র্নিরুন্ধতোঃ সতোঃ মাতুলভ্রাত্রে ভগিনীদানানৌচিত্যাৎ তথা শত্রুঃ রাজবর্গে নিরুন্ধতি নিরোধং কুর্ব্বতি সতি তেষাং তস্যাঃ পাণিগ্রহণাভিলাষাৎ ॥ ১২৭ ॥

যত্র বিবাহে বন্দিভিঃ স্তুতিকারকৈরিদং বন্দিতং শ্লাঘিতম্। তদ্বর্ণয়তি—সেতি। সা মিত্র-বৃন্দা হরিবরণবিধৌ নিরুন্ধৎ ভ্রাতৃযুগ্মং বিন্দানুবিন্দো নিরোধং কুর্ব্বন্তৌ অজৈষীৎ জিতবতী, ইহ বিবাহে হরিভ্রাতৃব্যবৃন্দং শত্রুসমূহং অজৈষীৎ। হি যত স্তয়ো মিত্রবৃন্দয়োঃ হরেশ্চ বীরভাবো

(৫) তন্মধ্যে পঞ্চম বিবাহ যথা—বিন্দ এবং অনুবিন্দ এই দুইজন মিত্র-বিন্দার অগ্রজ-ভ্রাতা। ইহার (মাতুলপুত্র কৃষ্ণকে ভাগনীদান অনুচিত ভাবিয়া আপত্তি করিলে এবং বিপক্ষ ভূপতিগণ সেই কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী থাকাতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। এ জন্য শ্রীকৃষ্ণ, পিতৃষ্বসা অর্থাৎ পিসীমাতা রাজাধিদেবীর কন্যা মিত্রবিন্দাকে (ক) হরণ করিলেন ; কারণ মিত্রবিন্দা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ১২৭ ॥

ঐ বিবাহে স্তুতিপাঠকগণ এইরূপ বন্দনা করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাহাতে বিবাহ না হয়, সেই বিষয়ে বিন্দ এবং অনুবিন্দ আপত্তি করিয়াছিল।

(ক) বিন্দ ও অনুবিন্দ দুইজন শ্রীকৃষ্ণের পিস্তুত ভ্রাতা, অবন্তী দেশের রাজা। ইহারা দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণের সহিত অর্থাৎ মাতুলপুত্রের সহিত নিজভগিনী মিত্রবিন্দার বিবাহে বাধা দেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করেন। ভাগবত ১০।৫৮।৩০—৩১।

ব্রজরাজঃ সলজ্জং ব্যাজহার। যাদবক্ষত্রিয়াণাময়ং কিল কুলাচারঃ। যৎ খল্বতিনিকটসম্বন্ধিনামপি সম্বন্ধিতান্তরং ঘটতে। বৎসস্য চাস্মাকং গোত্রান্তরতাচিন্তনয়া তত্র প্রবৃত্তির্জাতা ॥১২৯॥

দূতাবূচতুঃ।—তস্যাং কন্যায়ামপি ন্যায়তা নান্যথা ন্যায্যা। যা

বিপক্ষজয়সামর্থ্যং সদৃক্ষ স্তুল্যঃ তয়ো স্তাদৃশভাবে কারণং নির্দ্দিশতি;—কস্যাপি সামান্যত্বান্ন-পুংসকত্বং। আত্মার্পণে যঃ সত্বোদ্রেকশ্চিত্তাভিলাষঃ ভবেৎ কস্যচিদ্বা প্রতিভটদলনে শত্রুনাশনে বলোদ্রেকো ভবেৎ তমেতং বীরভাবং ভরতো মুণিঃ শশ্বদুৎসাহমেব নিগদতি কথয়তি ॥ ১২৮ ॥

তদেবং নিশম্য সর্ব্বেষু সংশয়মাপন্নেষু ব্রজরাজো যৎ সমাদধৌ তদ্বর্ণয়তি—ব্রজেতিগদ্যেন। সম্বন্ধিতান্তরং সম্বন্ধভেদং ঘটতে। ননু ভবত্বন্যেষাং তথা নির্দ্দোষগুণশালিনঃ কৃষ্ণস্য কথং ঘটতে, তত্রাহ—বৎসস্যচ গোত্রান্তরতাচিন্তনয়া ভিন্নগোত্রে বিবাহবিধানাৎ স্বস্য গোপত্ববুদ্ধ্যা তৎসম্বন্ধা-ভাবচিন্তনে তত্র বিবাহে প্রবৃত্তি র্জাতেতি ॥ ১২৯ ॥

ননু ভ্রাতরি ভগিন্যাঃ কথং রতির্জাতা ইত্যাশঙ্কায়াং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—তস্যামিত্যাদি-গদ্যেন। তস্যাং অন্যথা ন্যায়তা অন্যপ্রকারেণ বরান্তরস্য পাণিগ্রহণেন ন্যায়তা যোগ্যতা ন ন্যায্যা

কিন্তু মিত্রবিন্দা উভয়কেই জয় করেন। ঐ বিবাহে শ্রীকৃষ্ণও বিপক্ষদিগকে জয় করেন। কারণ, মিত্রাবিন্দা এবং শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব বা বিপক্ষ জয় করিবার শক্তি তুল্য ছিল। দেখুন, কাহারও বা আত্মসমর্পণে সত্বোদ্রেক বা বিচিত্র অভিলাষ হইয়া থাকে, এবং কাহার বা শত্রুবিনাশনে সত্বোদ্রেক বা বলের উদ্রেক হইয়া থাকে; ভরত মুনি এইরূপ বীরভাবকেই অবিরত উৎসাহই বলিয়া থাকেন ॥ ১২৮ ॥

ব্রজরাজ লজ্জিতভাবে বলিলেন, যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের ইহাই কুলাচার যে, অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগেরও সম্বন্ধ ভেদ ঘটিয়া থাকে। তবে আমাদের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ যে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ আছে। ভিন্ন গোত্রে বিবাহ করা তিনি উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আপনাকে গোপ ভাবিয়া অন্য সম্বন্ধ চিন্তা করিয়া, সেই বিবাহে তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়াছিল ॥ ১২৯ ॥

দূতদ্বয় কহিল, সেই কন্যাও যে অন্য বরের পাণিগ্রহণ করিবে, ইহাও উচিত নহে। কারণ, যদিচ তাহার সহচরীগণ এইরূপ উপদেশ দিয়াছিল যে,

খলু তং বীক্ষ্য সহচরীভিরন্যথ. শিক্ষ্যমাণাপি গাঢ়মেব তদেক-গতিত্বমবগাঢ়াসীৎ ॥ ১৩০ ॥

যত্র চ ;—

কুলজে ! মাতুলজন্মা সোঽয়ং তব তোয়দপ্রখ্যঃ ।

ইতি সুখমদিশন্মহিলাঃ সা শশিসুমুখী

তু রবিমুখী কলিতা ॥ ১৩১ ॥

সর্ব্বে পপ্রচ্ছুঃ—তদবলোকনমবন্তীপুরাবরোধবশ্যায়াস্তস্যাঃ কুত্র পর্য্যবস্যতি স্ম ॥ ১৩২ ॥

নোচিতা। তত্র হেতুং নির্দ্দিশতঃস্ম—যেত্যাদি। তং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য সহচরীভিরন্যথা শিক্ষ্যমাণাপি তত্র কৃষ্ণে রতির্ন যোগ্যেতি, উপদিষ্টাপি গাঢ়ং দৃঢ়ং যথাস্যাত্তথৈব তদেকগতিত্বং স শ্রীকৃষ্ণ এবৈকা গতির্যস্যা স্তদ্ভাবত্বং অবগাঢ়া নির্দ্ধারয়ন্তী আসীৎ ॥১৩০॥

তাভিঃ শিক্ষণং তদেকগতিত্বঞ্চ বর্ণয়তি—কুলজে ইতি। হে কুলজে! সদ্বংশসম্ভবে! তোয়দপ্রখ্যঃ মেঘতুল্যঃ সোঽয়ং তব মাতুলজন্মা মহিলাঃ স্ত্রিয়ঃ ইতি সুখমিত্যাদিবাক্যমাদিশন্ সা শশিসুমুখী চন্দ্রবদনা মিত্রবৃন্দা রবিমুখী কলিতা রবিরিব রক্তবর্ণং ক্রোধেন মুখং যস্যা স্তথা: কলিতা দৃষ্টা ॥ ১৩১ ॥

নন্থ তং বীক্ষ্যাত্যুক্তং তদসম্ভবমিতি সর্ব্বে যদপৃচ্ছন্ তদ্বর্ণয়তি—সর্ব্বে ইত্যাদিগদ্যেন। অবন্তীপুরস্য অবরোধে অন্তঃপুরে বশ্যায়া অস্বতন্ত্রায়া স্তস্যা স্তদবলোকনং কৃষ্ণস্য দর্শনং কুত্র-স্থানে পর্য্যবস্যতি স্ম পর্য্যাপ্তম্ ॥ ১৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উপরে প্রেম বা অনুরাগ উপযুক্ত নহে, তথাপি সেই কন্যা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া দৃঢ়রূপে শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র গতি ভাবিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইয়াছিল ॥ ১৩০ ॥

যে বিবাহে মহিলাগণ ইহা ভালই হইয়াছে এইরূপ বলিয়া উপদেশ দিয়াছিল যে, হে সদ্বংশ সম্ভবে ! এই মেঘতুল্য শ্রীকৃষ্ণ তোমার মাতুলপুত্র। তখন শশিমুখী মিত্রবিন্দার মুখ ক্রোধে সূর্য্যের মত রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইয়াছিল ॥১৩১॥

যে রমণী অবন্তীপুরের অন্তঃপুরে পরাধীন হইয়া আছে, তাহার কৃষ্ণদর্শন কোথায় সম্ভবপর হইতে পারে ? ॥ ১৩২ ॥

দূতাবূচতুঃ—

তদিদমুদ্ধবেনানুদ্ধতমাবয়োর্বর্ণিতং,যৎ পূর্ব্বং নাম রামকৃষ্ণাবধ্যয়নসতৃষ্ণাবপহ্নুত্য তত্র গতবন্তাবাস্তাং কিন্তু ভবচ্ছঙ্কাশঙ্কাসক্ততয়া ন ব্যক্তং কারয়ামাসতুঃ। যত্র গুরুপুরুসেবাপ্রচয়াপ্রণয়ানুভাবাচ্চতুর্দ্দশাপিবিদ্যাশ্চতুঃষষ্টিমপি কলাস্তাবদ্ভিরেব দিনৈ র্গচ্ছদ্ভিরধিজগাতে। যত্র চ তাভ্যামারব্ধানি লব্ধপঞ্চত্বসত্ত্বতত্তনয়ানয়নময়পঞ্চজনশমনশমন-বিজয়কর্ম্মাণি যদপি রচিতশর্ম্মাণি তদপি পরজনকীয়পরমদুষ্করতয়া সদয়ানাং মর্ম্মাণি

তত্র দূতৌ যৎ সমাদধতু স্তদ্বর্ণয়তি তদিদমিত্যাদিগদ্যেন। উদ্ধবেনাবয়োঃ সম্বন্ধে অনুদ্ধতং সুস্থিরং যথাস্যাত্তথা বর্ণিতং। নাম প্রকাশ্যে পূর্ব্বং অধ্যয়নায় সতৃষ্ণৌ রামকৃষ্ণৌ অপহ্নুত্য লুক্কায়িত্বা তত্রাবন্তীপুরে গতবন্তামাস্তাং,ভবচ্ছঙ্কাসক্ততয়া ভবদ্ভ্যো যা শঙ্কা অতিদূরদেশে মমাগমনশ্রবণে তেষাং মহতী চিন্তা স্যাদিতি ত্রাস স্তস্যাং যা আশঙ্কা বিতর্ক স্তস্যাং যা আসক্ততা তয়া ন ব্যক্তং তত্র গমনমকারয়তাং। যত্রাবন্তীপুরে গুরোযঃ পুরুসেবাপ্রচয়ঃ প্রচুরসেবাসমূহ স্তস্মিন্ যঃ প্রণয়ঃ সশ্রদ্ধপ্রীতিঃ তেন যোঽনুভাবঃ প্রভাব স্তস্মাৎ গচ্ছদ্ভি স্তাবদ্ভিরেব দিনৈশ্চতুঃষষ্টিদিনৈরধিজগাতে অধিগতবন্তৌ। যত্রচ নগরে তাভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং লব্ধং পঞ্চত্বং মৃত্যুযস্য স চাসৌ সত্ত্ববান্ বলবান্ তনয়শ্চেতি তস্যানয়নময়ে,স্বরূপার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ঃ। পঞ্চজনস্য দৈত্যস্য শমনং নাশনং তথা শমনস্য যমস্য বিজয়কর্ম্মাণ্যারব্ধানি,যদপি যদ্যপি রচিতং গুরোঃ শর্ম্ম সুখং যেভ্য স্তানি তদপি তথাপি পরজনকীয়া পরজনসম্বন্ধিনী যা পরমদুষ্করতা সমুদ্রমধ্যজলপ্রবেশাদিতা তয়া সদয়ানাং

দূতদ্বয় কহিল, উদ্ধব সুস্থিরভাবে আমাদের নিকটে এই সংবাদ বর্ণন করিয়াছিলেন। ইহা পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, কৃষ্ণ এবং বলরাম অধ্যয়নের জন্য অভিলাষী হইয়া গোপনে অবন্তীপুরে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু অতি দূরদেশে গমনবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহাদের অত্যন্ত চিন্তা হইবার সম্ভাবনা, এইরূপ ভয়ের আশঙ্কা করিয়া এবং তদ্বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া আপনাদের নিকট অবন্তীগমন প্রকাশ করেন নাই। তথায় দুইজনে শ্রদ্ধাসহ কৃতপ্রণয়দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বিবিধ গুরুসেবা করাতে তাঁহাদের যে মহিমা প্রকাশ পায়, তাহাতে তাঁহারা চতুর্দ্দশ বিদ্যা, এবং চতুঃষষ্টি দিবসে চতুঃষষ্টি কলা (ক) অবগত হইলেন।

(ক) উত্তরচম্পূ ৮ম পূরণে ৬৪ কলার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভিন্দন্তি। যদনন্তরং তু রাজমহাদেব্যা রাজাধিদেব্যা জ্ঞাত-তত্ত্বয়োঃ স্নেহাদনয়োর্গেহানয়নপূর্ব্বমপূর্ব্বমাতিথ্যং চক্রে ॥১৩৩॥

ব্রজরাজঃ সাস্রমুবাচ—সদগ্রগণ্যশ্রীমৎপিতৃচরণপর্জ্জন্য-পুণ্যাচরণধন্যতাবশাদেব (ক) সাঙ্গমঙ্গলং সঙ্গংস্যত ইতি। অত্র বিশেষঃ কথ্যতাম্?

দূতাবূচতুঃ—স এষ পুনরীদৃগীদৃগিতি ॥ ১৩৪ ॥

সস্নেহানাং তানি মর্ম্মাণি ভিন্দন্তি। চতুর্দ্দশবিদ্যাচতুঃষষ্টিকলানামধিগমানন্তরং পিতৃষস্রা রাজাধি-দেব্যা জ্ঞাতং তত্ত্বং যয়োঃ স্নেহাদনয়োঃ রামকৃষ্ণয়োর্গেহে আনয়নং পূর্ব্বং যত্র তদ্‌যথাস্যাৎ অপূর্ব্বং মনোরমমাতিথ্যং চক্রে ॥ ১৩৩ ॥

তন্নিশম্য ব্রজরাজো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—রজেত্যাদিগদ্যেন। সতামগ্রগণ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ স চাসৌ শ্রীমান্ পিতৃচরণপর্জন্যশ্চেতি তস্য পুণ্যাচরণেন যা ধন্যতা তস্যা বশাদেব সাঙ্গমঙ্গলং সম্পূর্ণশুভং সঙ্গংস্যতে মিলনং ভবিষ্যতি অত্র বিবাহে বিশেষঃ কথ্যতাং। দূতৌ তু উচতুঃ, স এষ বিবাহঃ পুনরীদৃক ঈদৃগিতি রুক্মিণ্যাদিবিবাহবদিতি বিজ্ঞায়তাম্ ॥ ১৩৪ ॥

অবন্তীপুরে কৃষ্ণ এবং বলরাম মৃত গুরুপুত্রকে আনয়ন করিয়া পঞ্চজন নামক দৈত্যকে বধ এবং শমনবিজয় প্রভৃতি কার্য্যের প্রারম্ভ করাতে গুরুদেবের সুখ উৎপন্ন হইয়াছিল, তথাপি পরের জন্য সমুদ্রের মধ্যে জলপ্রবেশপ্রভৃতি পরম দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে দয়ালু ব্যক্তিগণের ঐ সকল কর্ম্মদ্বারা মর্ম্মভেদ হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ বিদ্যা এবং চতুঃষষ্টি প্রকার বিদ্যা অবগত হইবার পর রাজ-মহিষী রাজাধিদেবী (অর্থাৎ পিতৃষসা) উভয়ের তত্ত্ব অবগত হইয়া স্নেহবশতঃ গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব অথিতি সৎকার করিয়াছিলেন ॥ ১৩৩ ॥

ব্রজরাজ সজল নয়নে কহিলেন, সজ্জনগণের অগ্রগণ্য শ্রীমান্ পূজ্যপাদ পিতৃদেব পর্জ্জন্যের পুণ্যানুষ্ঠানের প্রশংসা বশতঃ সম্পূর্ণই মঙ্গল ঘটিবে। এক্ষণে এই বিবাহে বিশেষ বিবরণ বর্ণন কর। দূতদ্বয় কহিল, এই বিবাহও সেই সেই প্রকার, অর্থাৎ রুক্মিণী প্রভৃতির মত সম্পন্ন হইয়াছিল ॥ ১৩৪ ॥

(ক) পুণ্যানুচরণেতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

মধুকণ্ঠ উবাচ—তদেবং সর্ব্বতৎপর্ব্বশ্রবণাৎ সর্ব্ব এব ব্রজবাসী চিত্রমিবাসীদিত্যলং কথিতকথনেন ॥ ১৩৫ ॥

অথ ষষ্ঠঃ। (৬)

তত্র ব্রজরাজং প্রতি দূতৌ ব্যাজহ্রতুঃ।—নগ্নজিন্নাম্নঃ কোশলধাম্নঃ কন্যাসন্যায়মভিরুচিতবনদাম্না সমানীতা ॥ ১৩৬॥

ব্রজরাজ উবাচ—কথং কথমিতি কথ্যতাম্ ?

দূতাবূচতুঃ—সা খলু তস্য দুহিতা নাম সত্যা কৃষ্ণতৃষ্ণয়া সর্ব্বত্যাগপরাসীৎ ॥ ১৩৭ ॥

ততো মধুকণ্ঠ স্তৎপ্রসঙ্গং সমাপয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। সর্ব্বঞ্চ তৎ পর্ব্ব উৎসবশ্চেতি তস্য শ্রবণাৎ চিত্রমিব পটে লিখনমিব আসীৎ অলং ব্যর্থং কথিতস্য কথনেনেতি ॥ ১৩৫ ॥

তদেবং পঞ্চমবিবাহং কথয়িত্বা ষষ্ঠং কথয়িতুং প্রক্রমতে—অথেত্যাদিগদ্যেন। ব্যাজহ্রতুঃ কথয়ামাসতুঃ। কোশলং কোশলদেশঃ ধাম বাসস্থানং যস্য তস্য কন্যা সত্যা সন্যায়ং যথাযোগ্যং অভিরুচিতবলদাম্না বলমেবদাম রজ্জু স্তেন সমানীতা ॥ ১৩৬ ॥

ততঃ কথমিতি ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—সা খল্বিতিগদ্যেন। সর্ব্বত্যাগ পরা সর্ব্বেষাং সুখদানামুপভোগাদীনাং ত্যাগঃ পরঃ কেবলং যস্যাঃ সা বভূব ॥ ১৩৭ ॥

মধুকণ্ঠ কহিল, অতএব এই প্রকার সেই সমস্ত উৎসব শ্রবণ করিয়া ব্রজবাসী ব্যক্তিগণই চিত্রলিখিত পদার্থের মত নিশ্চলভাবে অবস্থান করিয়াছিল। অতএব যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিয়া আর কি হইবে॥ ১৩৫ ॥

(৬) ইহার পর ষষ্ঠ বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে—

তৎপরে তথায় দূতদ্বয় ব্রজরাজের প্রতি বলিতে লাগিল। কোশলদেশবাসী নগ্নজিৎ নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার এক কন্যা আছে। অভীষ্ট বলরূপ রজ্জু দ্বারা ন্যায় পূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করা হইয়াছিল ॥ ১৩৬ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, কেন কেন ? ইহা বর্ণন কর। দূতদ্বয় কহিল, সত্যানামে তদীয় তনয়া কৃষ্ণকামনা করিয়া সকল বস্তু পরিত্যাগ করিয়াছিল ॥১৩৭॥

যত্র চ ;—

উদয়তি নবমেঘে লোলদৃগ্‌বিদ্যুদালিঃ
স্বরবিবলনগর্জ্জা বিস্ফুরদ্‌বাষ্পবৃষ্টিঃ। (ক)
অভবদিতি পরং ন প্রাপ্য তস্য স্বভাবং
নিখিলমপি যদার্দ্রং নির্ম্মমে তত্র সত্যা ॥ ১৩৮ ॥

পিতাপি তস্যাস্তৎপশ্যন্ সুখবশ্যমনা বভূব। কিন্তু ভ্রাতৃব্যসদৃশভ্রাতৃব্যবৃহদ্‌বলপ্রবলবৃহদ্‌বল শবলমিত্রাণাং ভাববিচিত্রাণামনুরোধান্ন নিজবোধার্হকার্য্যায় পর্য্যাপ্নোতি স্ম ॥ ১৩৯ ॥

তস্যাঃ কৃষ্ণসতৃষ্ণত্বং বর্ণয়তি—উদয়তীতি। বর্ণসাদৃশ্যান্নবমেঘে উদয়তি সতি লোলদৃগ্বিদ্যুদালিঃ লোলা চঞ্চলা যা দৃক্ নেত্রং সৈব বিদ্যুৎশ্রেণির্যস্যা সা অভবৎ তথা স্বরস্য বিবলনং স্বরস্য ভঙ্গস্তদেব গর্জ্জা মেঘধ্বনি স্তস্মাদ্ধেতো র্বিস্ফুরন্তী সুস্পষ্টা বাষ্পবৃষ্টির্যস্যা সা অভবৎ ইতি হেতো র্যৎ যৎ তস্য কৃষ্ণস্য পরং স্বভাবং ন প্রাপ্য তত্র কালে সত্যা নিখিলমপি আর্দ্রং স্নপং নির্ম্মমে ॥ ১৩৮ ॥

তস্য তাদৃশি কৃষ্ণসতৃষ্ণত্বে জাতে তস্যাঃ পিতা কিমকরোদিত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—পিতাপীতিগদ্যেন। তৎকৃষ্ণসতৃষ্ণত্বং সুখেন বশ্যং মনো যস্য সঃ। ভ্রাতৃব্যসদৃশঃ শত্রুতুল্যঃ ভ্রাতৃব্যো ভ্রাতুষ্পুত্রঃ সচাসৌ বৃহদ্বলশ্চেতি তস্য প্রবলং যদ্‌বৃহদ্বলং ভূরিসেনা তেন শবলানি মিশ্রিতানি যানি মিত্রাণি তেষামনুরোধাৎ, তেষাং কিম্ভূতানাং ভাববিচিত্রাণাং ভাবোঽভিপ্রায়ঃ সএব বিচিত্রং

যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণতুল্য নবমেঘ উদিত হইলে সত্যার চঞ্চল দৃষ্টি বিদ্যুৎ সমূহের মত শোভা পাইয়াছিল এবং স্বরভঙ্গরূপ মেঘগর্জ্জনের ধ্বনিহেতু স্পষ্টই তাহার বাষ্প বৃষ্টি আবির্ভূত হইয়াছিল। এই হেতু সত্যা শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বভাব প্রাপ্ত না হইয়া তৎকালে সকল বস্তুই নেত্রজলে আর্দ্র করিয়াছিল ॥ ১৩৮ ॥

তাহার পিতাও যখন দেখিল যে, কৃষ্ণের প্রতি একান্ত আসক্তা হইয়াছে, তখন তাহার অন্তঃকরণ সুখের বশীভূত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার শত্রুতুল্য "বৃহদ্বল" নামে এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। এই বৃহদ্বলের প্রবল পরাক্রান্ত প্রচুর সৈন্য ছিল। সেই সকল সেনার সমবেত, বিচিত্র অভিপ্রায় যুক্ত (অর্থাৎ ইহাকে

(ক) বাষ্পদৃষ্টিঃ। ইত্যানন্দপাঠঃ।

(ক) ততশ্চ বহু বিচার্য্য তদিদং পর্য্যালোচয়তি স্ম ॥
যত্র ক্ষত্রিয়মাত্রাণাং ন শক্তিপরিপক্তিমতা ন চাভ্যাসব্যাসতঃ কৃত্রিমতা সজ্জতি কিন্তু সর্ব্বশক্তিসমতিরিক্তস্য শ্রীগোবিন্দতয়া সুরমথনপুরঃসরসুরসুরভিসমভিষিক্তস্য সজ্জেৎ। স এব সময়ঃ সময়িতব্য। স চ রভসপালিতানাং কেনাপ্যচালিতানাং

যেষাং ইয়মমুকায় দাতব্যা ইয়মমুকায় দাতব্যেত্যাদিরূপঃ অতএব নিজবোধার্হকার্য্যায় নিজস্য বোধো জ্ঞানং তেনার্হং যোগ্যং যৎ কার্য্যং তদর্থং স পিতা ন পর্য্যাপ্নোতি স্ম ন সমর্থবান্ বভূব ॥ ১৩৯ ॥

কিঞ্চ ততশ্চ স্বকার্য্যসাধনাদ্ধেতোরিদং পর্য্যালোচয়ামাস। যত্র কার্য্যে ন শক্তিপরিপক্তিমতা শক্তেঃ সুপক্বতা নচ অভ্যাসস্য ব্যাসতঃ বিস্তারতঃ কৃত্রিমতাকরণেন নিবৃত্তা সজ্জতি, কিন্তু পূর্ব্বশক্তিভিঃ সম্যক্‌প্রকারেণাতিরিক্তস্যাসাধারণস্য শ্রীগোবিন্দতয়া অসুরমথন ইন্দ্রঃ সএব পুরঃসরসরো যেষাং তে সুরা দেবাঃ সুরভি র্গবাং মাতা তাভিঃ সমভিষিক্তস্য পুরমথনেতি পাঠে সএবার্থঃ। পুরন্দরেতি, ইন্দ্রস্য নামান্তরাৎ শক্তিপরিপক্তিমতা সজ্জেৎ সঙ্গং লভেত। সএব সময়ঃ কালঃ সময়িতব্যঃ সম্যগ্‌গন্তব্যঃ। সচ সময়ঃ মম বৃষভাণাং যুগপদ্বন্ধনময় এব যুক্ততাঃ সন্ধত্তে ইত্যন্বয়ঃ। রভসপালিতানাং রভসেন হর্ষেণ পালিতানাং কেনাপি জনেনাচালিতানাং দৃঢ়স্থিতানাং দনুজতাপ্রবন্ধাবহানাং দনুজতা অসুরতা তস্যাঃ প্রবন্ধো বিশিষ্টতা

অমুক ব্যক্তিকে দান করিতে হইবে অমুককে দান করিতে হইবে, এইরূপ অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী) বন্ধুগণের অনুরোধে সত্যার পিতা আপনার জ্ঞানোচিত কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ১৩৯ ॥

অনন্তর তিনি বহুতর বিচার করিয়া এইরূপ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় মাত্রের শক্তির পরিপক্কতা, এবং বহু বিস্তৃত অভ্যাসও যাঁহার নিকট উপযুক্ত হইতে পারে না, অথচ যিনি পরিপূর্ণ সর্ব্ব শক্তি সম্পন্ন, এবং শ্রীগোবিন্দ নামে যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ধেনুগণের মাতা সুরভিকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারই সর্ব্ব শক্তির পরিপক্কতা সম্ভাবনাপর। সম্যক্‌রূপে সেই সময়ই জানিতে হইবে। কারণ, আমার যে সকল বৃষ সহর্ষে পালিত, এবং

(ক) ততশ্চ বহু বিচার্য্য তদিদং পর্য্যালোচয়তিস্ম। ইতি গদ্যাংশঃ গৌরপুস্তকে নাস্তি

দনুজতাপ্রবন্ধাবহানাং (ক) বীরগন্ধাসহানাং ক্রোধতপ্তানাং সপ্তানাং সর্ব্বদুর্দ্ধর্ষশক্তাবৃষভাণাং মম বৃষভাণাং যুগপদ্বন্ধনময় এব যুক্তাতাং সন্ধত্ত ইতি ॥ ১৪০ ॥

তদেবং পর্য্যালোচ্য প্রথমতস্তাবদ্‌বৃহদ্‌বলাদিসম্মত্যা তৎ-প্রত্যাসন্নানাং মুহুরাহূতানাং প্রভূতানাং পৃথিবীপুরুহূতানাং ক্ষত্রিয়যুথানামপ্যঙ্গভঙ্গকৌতুকমবলোচ্য স খলু সাধুনামশোচ্যঃ সভাবতয়া শ্রীকৃষ্ণমাজুহাব ॥ ১৪১ ॥

তমাবহন্তি যে তেষাং বীরগন্ধাসহানাং বীরাণাং গন্ধঃ সংসর্গমাত্রং তমসহানাং স্বাভাবিকেন ক্রোধেন তপ্তানাং সপ্তসংখ্যকানাং সর্ব্বেষাং যো দুদ্ধর্ষঃ সম্যগ্মর্দ্দনঃ এবম্ভূতা যা শক্তি স্তস্যা-মৃষভানাং শ্রেষ্ঠানাং যুগপদেকদা বন্ধনময়ো বন্ধনপ্রাচুর্য্যং যুক্ততামৌচিত্যং সন্ধত্তে পুষ্ণাতি ॥১৪০॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তৎপ্রত্যাসন্নানাং বৃহদ্বলাদিনিকট-সম্বন্ধিনাং প্রভূতানাং মহাবলিনাং পৃথিবীপুরুহূতানাং ভূমীন্দ্রাণাং অঙ্গভঙ্গকৌতুকং তৈঃ বৃষভৈঃ কর্ত্তৃভিঃ যোহঙ্গভঙ্গ স্তদ্রূপং কৌতুকং সভাবতয়া ভাবেন প্রীত্যা সহ বর্ত্তমান স্তস্য ভাব স্তয়া আজুহাব আকারয়ামাস ॥ ১৪১ ॥

যাহারা এইরূপ দৃঢ়ভাবে অবস্থিত যে, কেহই তাহাদিগকে চালাইতে পারে না, যে সকল বৃষ অসুরভাবের সম্বন্ধ বহন করিয়া থাকে, যাহারা বীরদিগের গন্ধ পর্য্যন্তও সহ্য করিতে পারে না, অর্থাৎ বীরগণকেও জয় করিতে উদ্যত হয় যাহারা সর্ব্বদাই ক্রোধে উত্তপ্ত হইয়া আছে, এবং তাহাদের এইরূপ প্রধান অজেয় শক্তি আছে যে, সেই শক্তিদ্বারা সকলেই উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইতে পারে। এক্ষণে সেইরূপ সময় অর্থাৎ আচারের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, যে সময়ে (আচারে) আমার পূর্ব্বোক্ত বৃষগণ এককালে উত্তমরূপে উপযুক্ত বন্ধনদ্বারা বদ্ধ হইতে অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাতটী বৃষকে বাঁধিতে পারিবে সেই কন্যা লাভ করিবে ইহাই সময় অর্থাৎ আচার বা পাঠ হইয়াছিল ॥ ১৪০ ॥

অতএব এই প্রকারে তিনি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রথমে বৃহদ্বলপ্রভৃতির

(ক) দনুজতা-প্রবন্ধাবহাণাং ইত্যনন্তরং "বীরগন্ধাবহানাং বীরগন্ধাসহানাং"। ইতি বৃন্দাবন-পাঠঃ।

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততঃ স তু পৃথুকুতুকতয়া মহাপৃতনাবৃতঃ সর্ব্বসুখারামঃ সঙ্গলসদর্জ্জুনরামঃ সমাজগাম। সমাগম্য চ তস্য সৌহার্দ্দং হার্দ্দভাবমপ্যধিগম্য জগদদম্যং বৃষসপ্তকং যম্যং কর্ত্তুমপি পরাকর্ত্তুমিব রহসি কেন কেনচিৎ প্রামাণিকেন দ্বারীকৃতেন নিবেদয়ামাস। নরেন্দ্র! তদিদং তবেন্দ্রপর্য্যন্তং (ক) পর্য্যবসিতমস্তি। যৎ খলু স্বার্থনিবন্ধনবৃষবন্ধনকন্যাশুল্কসনির্ব্বন্ধঃ

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—ততইতিগদ্যেন। তত আহ্বানানন্তরং সতু শ্রীকৃষ্ণ মহাকৌতুকেন মহাপৃতনাবৃতঃ অনেকসেনাভিরাবৃতঃ সর্ব্বসুখানামারাম আরমণং যত্র সঃ সঙ্গে লসন্তৌ রাজমানৌ অর্জ্জুনরামৌ যস্য সঃ। তস্য কোশলেন্দ্রস্য সৌহার্দ্দং প্রীতিং হার্দ্দভাবং চিত্তাভিপ্রায়ং জগদদম্যং ভুবনস্থজনানামদমনীয়ং যস্য, বশ্যং পরাকর্ত্তুং বিমোক্ষং ভঙ্গং বা কর্ত্তুমিব কেনচিৎ প্রামাণিকেন দলপতিনা দ্বারীকৃতেন অর্থাত্তন্মুখোন নিবেদিতবান্। হে নরেন্দ্র! তবেদং পর্য্যবসিতং সঙ্কল্পিতং ইন্দ্রপর্য্যন্তমস্তি তস্যাপি মহাশূরত্বাৎ স্বার্থনিবন্ধনং স্বার্থঃ মহাস্মলিষ্ঠে কন্যাদানং তদেব নিবন্ধনং কারণং যস্য তচ্চ তদ্বৃষবন্ধনং চেতি তদেবতু কন্যাশুল্কং কন্যায়াঃ পণঃ তেন সহ যো নির্ব্বন্ধঃ অভিনিবেশঃ স ব্যাজধুরন্ধরঃ ছলবাহকঃ। ক্ষত্রবন্ধোঃ

সম্মতিক্রমে বৃহদ্বলপ্রভৃতির নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট, বারংবার আহূত, প্রচুর ভূমীন্দ্র ক্ষত্রিয় যূথদিগকেও দর্শন করিলেন যে, ঐ সকল বৃষদ্বারা তাঁহাদের অঙ্গভঙ্গ ঘটিয়াছে। সত্যার পিতা এইরূপ কৌতুক অবলোকন করিয়া, সাধুগণের সম্মতি ক্রমে প্রীতি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিলেন॥ ১৪১॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর সেই শ্রীকৃষ্ণ বহুতর সৈন্যে পারিবেষ্টিত হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে আগমন করিলেন। সর্ব্ব সুখের আধার সেই শ্রীকৃষ্ণের আগমন কালে, তাঁহার সঙ্গে বলরাম এবং অর্জ্জুন বিরাজ করিতেছিল। তিনি আগমন করিয়া কোশলপতির প্রীতি এবং মনের অভিপ্রায়ও জানিতে পারিয়া, ভুবনবাসী সকলেরই অদমনীয় সেই সাতটি বৃষকে বশীভূত করিবার জন্য, যেন তাহাদিগকে পরাজয় বা মোচন করিতে, কোনও একজন দলপতিদ্বারা সেই সংবাদ নিবেদন করিলেন। হে মহারাজ!

(ক) সর্ব্বেন্দ্রপর্য্যন্তং। ইতিগৌরপাঠঃ।

স (ক)ব্যাজধুরন্ধর ইতি। ক্ষত্রবন্ধোরপি নায়ং সত্যসন্ধো ধর্ম্মঃ। যা খলু শৌল্কিকতা। তস্মাৎ স্নেহবশাদ্‌বরং দেবাদ্‌বরমিব ভবতস্তাং যাচামহে। ন তু শুল্কং দিৎসামহে। রাজা চ সলজ্জং তদ্দ্বারা তদিদং নিবেদয়ামাস।—যুক্তমেব তদিদং ভবদুক্তং। কিন্তু ময়া নায়ং শুল্কাচারঃ প্রচারিতঃ। পরং শুল্ক-কল্কতয়া ভবত্যেব বরতাপর্য্যবসানায় তথাচর্য্যতে স্মেতি ॥১৪২॥

ক্ষত্রিয়াধমস্যাপি নায়ং সত্যসন্ধঃ সত্যনিষ্ঠো ধর্ম্মঃ যা শৌল্কিকতা পণদানার্হতা বরমভিলষিতং তাং তব কন্যাং শুল্কং পণঃ দিৎসামহে দাতুমিচ্ছামঃ। তদ্দ্বারা প্রামাণিকদ্বারা শুল্কাচারঃ পণব্যবহারঃ শুল্ককল্কতয়া কল্কশ্ছদ্ম তদ্ভাবতয়া বরতাপর্য্যবসানায় বরভাবনিবর্ত্তনায় আচর্য্যতে স্ম। কন্যাপণছেতু সপ্ত বৃষা স্তথা নিরূপিতাঃ ॥ ১৪২ ॥

আপনার এইরূপ সঙ্কল্পে ইন্দ্র পর্য্যন্ত সীমা দেখিতেছি। যেহেতু মহাবলিষ্ঠ ব্যক্তিকে কন্যাদান করিতে হইবে, ইহাই আপনার স্বার্থের কারণ। এই কারণে বৃষবন্ধনরূপ কন্যার পণে আপনারা বিশেষ ছল করিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন অতএব কোন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মেরও ইহা সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম নহে, যদি সে পণ করিয়া দান করে অতএব দেবতার নিকট হইতে যেরূপ বর প্রার্থনা করে, সেইরূপ আপনার নিকট হইতে স্নেহবশতঃ বরং আমরা সেই কন্যা প্রার্থনা করি-তেছি। কিন্তু আমরা পণ দান করিতে অভিলাষী নহি। রাজাও লজ্জিতভাবে সেই দলপতিদ্বারা এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন। আপনার এই বাক্য, উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু আমি ইহা পণব্যবহার প্রচার করি নাই, কিন্তু আপনিই যাহাতে আমার কন্যার বর হন, ইহা সম্পাদন করিবার জন্য কন্যার পণছলে সাতটি বৃষ ঐরূপে নিরূপিত করিয়াছি ॥ ১৪২ ॥

(ক) স রাজধুরন্ধরইতি। ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপাঠঃ।

ব্রজরাজ উবাচ।—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ।—অথ শ্রীগোবিন্দঃ স্মিত্বা তদভীষ্টমেবানুতিষ্ঠতি স্ম ॥ ১৪৩ ॥

যথা।—

দুর্গে বজ্রৎকবাটে ব্যতিবিঘটনয়া পর্য্যটন্তঃ সমন্তা-
ত্তীব্রাস্তীব্রাগ্রশৃঙ্গাঃ শ্বসিতবিলসিতস্ফূর্জ্জদূর্জ্জস্বিগর্জ্জাঃ।
সপ্তারিষ্টাতিদিষ্টা দনুজতনুবৃষাঃ কংসহন্ত্রাথ বদ্ধা
যদ্ধাহাকারমন্ধা বিদধদুত জগন্নন্দনেত্রং বভূব ॥ ১৪৪ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতুস্তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। স্মিত্বা মন্দং হসিত্বা তদভীষ্টং রাজ্ঞঃ কাম্যং বৃষাণাং দাস্যত্বম্ ॥১৪৩॥

তদনুষ্ঠানপ্রকারং বর্ণয়তি—দুর্গে ইতি। দুর্গে সঙ্কটস্থানে বজ্রৎকবাটে বজ্রমিবাচরতীত্যর্থে আয়লুগন্তাৎ শতৃ। বজ্রৎ কবাটৌ যত্র তস্মিন্ ব্যতিবিঘটনয়া পরস্পরাস্ফালনেন সমন্তাৎ পর্য্যটন্তঃ সদাগচ্ছন্তঃ তীব্রা দুস্পর্শাঃ তীব্রঞ্চ তীক্ষ্ণঞ্চ তদগ্রং চেতি এবম্ভুতং শৃঙ্গং যেষাং তে, শ্বসিতেন বিলসিতঃ স্ফূর্জ্জন্ স্ফূর্ত্তিং গচ্ছন্ ঊর্জ্জস্বী বলবিশিষ্টো গর্জ্জো গর্জ্জনং যেষাং তে অরিষ্টাতিদিষ্টা মানিনামরিষ্টস্য হস্তপদাদিভঙ্গস্য দানে অতিদিষ্টা নিদেশিতাঃ দনুজতনুবৃষা দনুজতনবঃ অসুরপ্রকৃতয়শ্চ তে বৃষাশ্চেতি তে কংসহন্ত্রা কৃষ্ণেন বদ্ধা বভূবুঃ, যদ্‌যস্মাজ্জগৎ হাহাকারমন্ধা তৎক্ষণাৎ বিদধৎ নন্দনেত্রঃ মুষিতলোচনং বভূব ॥ ১৪৪ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর ? দূতদ্বয় কহিল, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মন্দহাস্য করিয়া, বৃষদমনরূপ রাজার অভীষ্ট বিষয়েরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১৪৩ ॥

যথা :—যে সাতটি বৃষ, বজ্রতুল্য কপাটযুক্ত সঙ্কটস্থানে পরস্পর আস্ফালন প্রকাশ করিয়া চারিদিকেই সর্ব্বদা পর্য্যটন করিতেছিল, যাহাদের শৃঙ্গাগ্র সকল দুঃস্পর্শ এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিতান্ত বলবিশিষ্ট গর্জ্জন স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল, এবং যাহারা অরিষ্টের তুল্য অর্থাৎ জনগণকে মারিবার উপায়রূপে স্থাপিত হইয়াছে, এইরূপ অসুর-প্রকৃতি বৃষদিগকে কংসনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কারণে জগৎ তৎক্ষণাৎ হাহাকার করিয়া অন্ধ হইয়াছিল ॥ ১৪৪ ॥

উক্ষ্ণাং নিবন্ধনকৃতে দনুজারিধাম
দামাভবৎপরমভূদুপলক্ষণায়।
যৎ স্তম্ভয়ৎ স্ফুটমমূনপরাংশ্চ শক্রা-
ন্মধ্যাহ্নসূর্য্যবদদীপ্যত তত্র তত্র ॥ ১৪৫ ॥

ব্রজরাজ উবাচ।—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ।—

তদা রাজা রাজ্ঞ্যঃ সকলনরনার্য্যশ্চ মুদিতাঃ
স্ফুরদ্বাদ্যপ্রোদ্যন্মহসি হরয়ে তামিহ দদুঃ।
অথাসৌ তস্যানুব্রজজনবিধয়ে যান্ নিযুযুজে
তদাসীকান্ দাসান্ বলসমুদয়াংস্তানপি দদে ॥ ১৪৬ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্য যদৈশ্বর্য্যং প্রাদুরভূত্তদ্বর্ণয়তি—উক্ষ্ণামিতি। উক্ষ্ণাং বৃষাণাং নিবন্ধনকৃতে দৃঢ়বন্ধনায় দনুজারিধাম শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির্দাম রজ্জুরভবৎ, তৎপরমমন্যদ্দাম উপলক্ষণায় অবলম্বনায় যদ্‌যস্মাৎ অমূন্ বৃষান্ স্ফুটং স্তম্ভয়ন্ তথা অপরাংশ্চ শক্রন্ স্তম্ভয়ন্ স্তব্ধতাং কারয়ন্ তত্র বৃষেষু তত্র শক্রষু অদীপ্যত, যথা মধ্যাহ্নকালীন-সূর্য্যো দীপ্যতে ॥ ১৪৫ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ উচতুঃ তদেতি। তদা সপ্তানাং বৃষাণাং দমনকালে রাজা কোশলেন্দ্রঃ মুদিতা হর্ষিতাঃ সন্তঃ হরয়ে তাং সত্যাং দদুঃ, কদেত্যত্রাহ—স্ফুরদ্ভির্বাদ্যৈঃ প্রোদ্যৎ রাজমানং যন্মহ উৎসব স্তস্মিন্ অদ্বা ইহ কোশলে তস্মিন্ কিম্ভূতে স্ফুরদ্বাদ্যৈঃ প্রোদ্যন্মহো যত্র।

বৃষদিগকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিই রজ্জুর মত হইয়াছিল। এবং অন্য রজ্জু কেবল উপলক্ষণ মাত্র ছিল। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ্যে বৃষদিগকে স্তব্ধ করিয়া এবং অন্যান্য শক্রদিগকে স্তম্ভিত করিয়া সেই সকল বৃষ এবং শক্রদিগের মধ্যে তিনি মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের মত দীপ্তি পাইয়াছিলেন ॥ ১৪৫ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর যৎকালে সাতটি বৃষকে দমন করা হয়, সেই সময়ে রাজা রাণীসকল এবং তাঁহার সমস্ত নরনারীগণ, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সত্যা দান করেন। ঐ সময়ে বিবিধ বাদ্যদ্বারা মহোৎসব শোভা পাইতে লাগিল। বিবাহের পর শ্রীকৃষ্ণের

বৃষভৈর্যে পুরা ভগ্নাস্তে তু লগ্না হরেঃ পথি।
বিদ্রাবিতাঃ পরং বীভৎস্থনা বাণৈর্ন দারিতাঃ ॥১৪৭॥

ব্রজরাজ উবাচ।—বৎসঃ কিং মঙ্গলসঙ্গিতয়া দ্বারকা-দ্বারং সঙ্গচ্ছতি স্ম ॥ ১৪৮ ॥

দূতাবূচতুঃ।—অথ কিং ? যস্মাত্রাদত্রোগগনায়াবাভ্যাং যাত্রা কৃতা ॥ ১৪৯ ॥

অথ বিবাহানন্তরমসৌ রাজা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকায়ামনুব্রজজনবিষয়ে সদাসীকান্ দাসীভিঃ সহ-বর্ত্তমানান্ দাসান্ যান্নিযুযুজে নিযুক্তবান্ তথা বলসমুদায়ান্ সেনাসমূহান্ তানপি দদে ॥১৪৬ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—বৃষভৈরিতি। পুরা যে রাজাদয় স্তে বৃষভৈর্ভগ্না বিকৃতাঙ্গাঃ তেতু হরেঃ পথি লগ্না যুদ্ধার্থং মিলিতা বীভৎস্থনা অর্জ্জুনেন বাণৈঃ পরং বিদ্রাবিতাঃ পলায়নপরাঃ সন্তঃ ন দারিতা ন বিদারিতা অমঙ্গলভয়াদিতি ভাবঃ ॥ ১৪৭ ॥

ততো ব্রজরাজো যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—বৎস ইত্যাদিগদ্যেন। মঙ্গলং সাঙ্গং যস্য তদ্ভাবতয়া মঙ্গলযুক্ততয়া সঙ্গচ্ছতে স্ম সংপ্রাপ্তঃ কিম্ ? ॥ ১৪৮ ॥

ততো দূতোক্তিং বর্ণয়তি অথ কিমিতিগদ্যেন। অথ কিং স্বীকারার্থে। যস্মাত্রাৎ দ্বারকাদ্বারে সংগমনমাত্রাৎ ॥ ১৪৯ ॥

দ্বারকা যাইবার সময়ে রাজা যে সমস্ত দাসদাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই সকল দাসদাসী এবং সেনাসমূহও দান করিয়াছিলেন ॥ ১৪৬ ॥

পূর্ব্বে বৃষগণ যে সকল রাজাদিগকে বিকলাঙ্গ (চূর্ণিত) করিয়াছিল, সেই সকল রাজা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পথে মিলিত হইলে, অর্জ্জুন বাণদ্বারা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু (বিবাহকার্য্যে) অমঙ্গল-ভয়ে তাহাদিগকে বিনাশ করেন নাই ॥ ১৪৭ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, বৎস কি মঙ্গলাচারে সমবেত হইয়া দ্বারকাদ্বারে গমন করিয়াছিলেন ? ॥ ১৪৮ ॥

দূতদ্বয় কহিল, হাঁ তাঁহারা দ্বারকাদ্বারে গমনমাত্র, আমরা দুই জনে এইস্থানে যাত্রা করিয়াছি ॥ ১৪৯ ॥

অথ সপ্তমঃ ॥ (৭)

যদনু দূতাবপরৌ ঝটিতি সম্ভূতৌ বদতঃ স্ম ॥ ১৫০ ॥

শ্রীবসুদেবস্বস্বতয়া কীর্ত্তিতায়াঃ শ্রুতকীর্ত্তে মূর্ত্তিজাশ্চামৃত-মূর্ত্তিপূর্ত্তিনিভকীর্ত্তিতয়া নগ্নজিতা তুলিতা জাতাঃ ॥ ১৫১ ॥

সর্ব্বে প্রোচুঃ ;—কথমিব ?

দূতাবূচতুঃ ;—তেঽপি সর্ব্বগুণভদ্রাং ভদ্রাং নাম ভগিনীং তয়া কৃততৃষ্ণায় কৃষ্ণায় প্রদদুরিতি ॥ ১৫২ ॥

অথ সপ্তমং বিবাহং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথ সপ্তম ইতি ॥

তদ্‌যথা—যদন্বিতিগদ্যেন। যদনু পূর্ব্বদূতদ্বয়গমনানন্তরং ঝটিতি শীঘ্রং সম্ভূতৌ মিলিতৌ বদতঃ স্ম কথিতবন্তৌ। শ্রীবসুদেবস্য স্বসৃত্বেন ভগিনীত্বেন খ্যাতায়াঃ শ্রুতকীর্ত্তিনাম্ন্যা অমৃতমূর্ত্তেশ্চন্দ্রস্য যা পূর্ত্তিঃ পূর্ণতা তস্যা নিভেন আহ্লাদেন সদৃশেন কীর্ত্তি যশো যেষাং তদ্ভাবতয়া নগ্নজিতা রাজ্ঞা তুলিতাঃ সদৃশা মূর্ত্তিজা অপত্যানি জাতাঃ ॥ ১৫০--১৫১ ॥

ততঃ সর্ব্বেষাং প্রশ্নানন্তরং দূতয়োরুক্তিং বর্ণয়তি—তেঽপীতিগদ্যেন। তেপি তৎপুত্রাঃ সর্ব্ব-গুণভদ্রাং সর্ব্বগুণেন শুভাং তয়া ভগিন্যা কৃতা তৃষ্ণা যত্র তস্মৈ কৃষ্ণায় প্রদদুঃ ॥ ১৫২ ॥

(৭) অনন্তর সপ্তম বিবাহ বর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্ব দূতদ্বয়ের গমনের পর অন্য দুইটি দূত শীঘ্র মিলিত হইয়া বলিয়াছিল। শ্রীবসুদেবের শ্রুতকীর্ত্তি নামে প্রসিদ্ধ এক ভগিনী আছে। নগ্নজিতের তুল্য তাঁহার কতিপয় অপত্য ছিল। পূর্ণচন্দ্র দেখিলে যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, সেইরূপ তাহাদের কীর্ত্তি আহ্লাদদায়িনী হইয়াছিল ॥ ১৫০—১৫১ ॥

সকলে বলিল, তাহা কি প্রকার। দূতদ্বয় কহিল, তাহারাও সর্ব্বগুণে

তথা হি,—

ভ্রাতৄণাং যা হরৌ ভক্তির্নূনং সৈব স্বসাজনি।
তত্তাদাত্ম্যাদসৌ তেষাং তত্র হি ব্যক্তিমাগতা ॥ ১৫৩ ॥

অথ দূতাবিব সূতাবমূ চেতসীদং বিবিচতুঃ ;—

বাল্যতস্তদ্ভক্তিশ্চাবাভ্যাং তত্র তত্র সবিবিক্তি শ্রুতাপি নাস্যাং গুরুসভায়াং ভাসনীয়া ॥ ১৫৪ ॥

তস্যা স্তস্মৈ দানে কারণং বর্ণয়তি—ভ্রাতৄণামিতি। নূনং বিতর্কে। সৈব ভক্তিঃ স্বসা ভগিনী জাতা তত্তাদাত্ম্যাৎ স্বস্বভেদেন অসৌ ভক্তি স্তেষাং ভ্রাতৄণাং তত্রাহ স্বসরি ব্যক্তিং প্রকাশমাগতা ॥ ১৫৩ ॥

ততো যদ্বৃত্তং বৃত্তং তদ্বর্ণয়তি—অথেতি গদ্যেন। সূতৌ মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠৌ চিত্তে ইদং বিবেচতুঃ বিবিক্তবন্তৌ বাল্যতঃ বাল্যকালাবধি তদ্ভক্তি স্তস্যা ভক্তি স্তত্র তত্র সভায়াং সবিবিক্তি বিবেচনাসহিতং যথাস্যাত্তথা শ্রুতাপি অন্যাং সভায়াং ন ভাসনীয়া ॥ ১৫৪ ॥

সুশোভিত (ক) ভদ্রা নামে ভগিনীকে ভদ্রারই অভিপ্রেত পতি কৃষ্ণকে দান করিয়াছিলেন ॥ ১৫২ ॥

দেখুন ভ্রাতৃগণের শ্রীকৃষ্ণের উপরে যে ভক্তি ছিল, তাহাই কি ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল ? ভ্রাতৃগণের ঐ হারভক্তি ভগিনীর সহিত অভিন্ন ছিল, সুতরাং সেই ভক্তি ভগিনীতেই প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ১৫৩ ॥

অনন্তর দূতদ্বয়ের ন্যায় মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিল। আমরা বাল্যকালাবধি তাহার ভক্তি, তত্তৎ সভাতে বিবেচনার সহিত শ্রবণ করিলেও এই গুরুসভাতে বলিব না ॥ ১৫৪ ॥

(ক) বসুদেবের ভগিনী শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা ভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের সপ্তমী পত্নী। ইনি সুভদ্রার পিসতুত ভগিনী। ভাগবত ১০।৫৮।৫৬।

যথা ;—

শ্যামাঙ্গীং প্রতিমাং বিধায় মধুরাং পীতাংশুকামালিভি-
র্দীব্যন্তী বিবিধক্ষিতীশবিভবেনাভ্যর্চ্চয়ন্তী স্ফুটম্।
চিত্তে যদ্যদিয়ং দধার কুলজা তত্তচ্চ চিত্তাদপি
ত্রপ্তা সা মুহুরাবৃতং বিদধতী প্রাপানবস্থাং মুহুঃ॥ ইতি ॥১৫৫॥

অথাষ্টমঃ॥ (৮)

তত্র লব্ধাবসরয়োরপরয়োরপি সন্দেশহরয়োঃ কথিতং প্রথিতং ক্রিয়তে। যথা তাবূচতুঃ—অস্তি মদ্রাধিপতিঃ পশ্চিমায়াং দিশি কশ্চিদচ্ছে সিন্ধুনদকচ্ছে বৃহৎসেননামা, তস্য কন্যা চ শুভলক্ষণতয়া লক্ষ্মণানামতাং জগাম। সম্প্রতি তু বিলক্ষণতয়া শুভক্ষণা জাতা॥ ১৫৬—১৫৭ ॥

তস্যা ভক্তিং বর্ণয়তি—শ্যামাঙ্গীমিতি। সা ভদ্রা শ্যামাঙ্গীং মধুরাং প্রতিমাং পীতাংশুকাং বিধায় আলিভিঃ সখীভিঃ সহ দীব্যন্তী ক্রীড়ন্তী বিবিধেন ক্ষিতীশস্য বিভবেন নানাবিধোপচারেণ স্ফুটমভ্যর্চ্চয়ন্তী ইয়ং চিত্তে যদ্যৎ কাম্যং দধার সা কুলজা চিত্তাদপি ত্রপ্তা লজ্জিতা তত্তচ্চ মুহুরাবৃতং বিদধতী মুহুরনবস্থাং অস্বাস্থ্যং প্রাপ ইতি॥ ১৫৫ ॥

অথাষ্টমং বিবাহং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথাষ্টম ইতি॥

লব্ধোঽবসরো যয়োস্তয়োঃ প্রথিতং বিস্তারিতং যথা যৎপ্রকারং অচ্ছে নির্ম্মলস্থানে

যথা সেই ভদ্রার অঙ্গ শ্যাম-প্রতিমা এবং মধুরা। পীতবসনে আবৃত করিয়া এবং সহচরীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে ভূপতির নানাবিধ উপচারে স্পষ্ট অর্চ্চনা করিয়া মনোমধ্যে যে যে কামনা করিয়াছিলেন, সেই সৎকুলভবা-কামিনী নিজ মনের নিকটেও লজ্জা পাইয়া বারংবার তত্তৎ বিষয় গোপন করত বারংবার অনবস্থা প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত পথে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই॥ ১৫৫ ॥

(৮) অনন্তর অষ্টম বিবাহ বর্ণিত হইতেছে।

অতঃপর, অবকাশ প্রাপ্ত অন্য দুইটি দূতেরও কথা বিস্তারিত করা যাইতেছে। ঐ দূতদ্বয় কহিল, পশ্চিমদিকে সিন্ধুনদের নির্ম্মল কূলে বৃহৎসেন নামে এক মদ্রে

যতঃ ;—

যদ্যপি কুলজা হরি-রতিমন্তঃস্থাং সা নন্বু ব্যনক্তি স্ম।
তদপি স্বাপ্নিকজল্পা স্তাং ব্যানঞ্জুর্জনে জনন্যাদৌ ॥ ১৫৮ ॥

যথা ;—

ভাস্বদ্দেব ! নমস্করোমি কৃপয়া গৃহ্ণীষ্ব হা ! মৎকরা-
দর্ঘ্যং শশ্বদনর্ঘ্যরত্নবলিতং পূজ্যাং চ পূজামিমাং।
কিং বাচ্যং বহুধা ময়াত্র ভবতে পুত্রীতয়াত্মার্পিত-
স্তস্মাত্তামিব মামপি প্রথয় ভোস্তেনেপ্সিতেনান্বিতাম্ ॥ ১৫৯ ॥

সিন্ধুনদকচ্ছে সিন্ধুনদকূলে শুভং লক্ষণং যস্যা সুস্তাবতয়া লক্ষণাখ্যতাং, শুভক্ষণা শুভঃ ক্ষণোঽবসরো যস্যাঃ সা ॥ ॥ ১৫৬—১৫৭ ॥

তস্যাঃ শুভক্ষণত্বং বর্ণয়তি—যদ্যপীতি। অন্তঃস্থাঃ চিত্তস্থাং হরিরতিং নতু ব্যনক্তি ন প্রকাশতে, স্বাপ্নিকজল্পাঃ স্বপ্নভবাঃ কথা জনন্যাদৌ জনে তাং হরিরতিং ব্যানঞ্জুঃ প্রকাশয়ামাসুঃ ॥ ১৫৮ ॥

তৎপ্রকাশনং নির্দ্দিশতি—ভাস্বদ্দেবেতি। ভাস্বদ্দেব ! হে সূর্য্য ! ত্বাং নমস্করোমি শশ্বদনর্ঘ্যাণি অমূল্যানি যানি রত্নানি তৈ র্ব্বলিতং যুক্তং মৎকরাৎ কৃপয়া গৃহ্ণীষ্ব ইমাং পূজাং যোগ্যাং পূজাং গৃহাণ, অত্র বিষয়ে ময়া বহুধা কিং বাচ্যং ময়া ভবতে পুত্রীতয়া কন্যাভাবেন আত্মা অর্পিতঃ তস্মাৎ পুত্রীত্বমননাৎ ত্বামিব কালিন্দীমিব ঈপ্সিতেন তেন কৃষ্ণেন অন্বিতাং পাণিগ্রহণেন সম্বদ্ধাং মামপি প্রথয় বিখ্যাপয় ॥ ১৫৯ ॥

দেশের রাজা আছেন। তাঁহার শুভ লক্ষণে চিহ্নিত "লক্ষণা" নামে এক কন্যা ছিল। এক্ষণে বিলক্ষণ রূপে তাহার শুভ চিহ্ন এবং শুভ উৎসব প্রকাশ পাইয়াছে ॥১৫৬ – ১৫৭॥

যদ্যপি সৎকুল জাতা কন্যা হৃদয়স্থিত কৃষ্ণপ্রেম কখনও প্রকাশ করে নাই, তথাপি তাহার স্বপ্নকালে কথা সকল জননীপ্রভৃতি লোক জনের নিকটে সেই কৃষ্ণ প্রেম প্রকাশ করিয়াছিল ॥ ১৫৮ ॥

যথা :—হে সূর্য্যদেব ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনি কৃপা করিয়া অবিরত অমূল্য রত্ন সংবলিত অর্ঘ্য এবং এই এই উপযুক্ত পূজা আমার হস্ত হইতে গ্রহণ করুন। এই বিষয়ে আমি আপনাকে বারংবার কি বলিব। আমি কন্যার মত আপনার উদ্দেশে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি। অতএব

হন্ত ! ব্যোমনি নীরদভ্রমকরদ্যোতঃ কিশোরাকৃতি-
র্মাং পশ্যন্ স্মিতমাতনোত্যি তদহং বিদ্যেয় লীনালিষু।
ইত্থং কিং বত ! লক্ষ্মণা তব সুতা নিদ্রায়মাণা মুহু-
র্গ্রস্তং জল্পতি ভদ্র ! ভূপ ! তদহং মাতাপি জানামি ন ॥

ইতি ॥ ১৬০ ॥

ততশ্চ—যস্তস্যা দেহজনকঃ স এব স্নেহজনকঃ সন্ মদ্র-পতির্ভদ্রমুপায়মিমমুপেয়ায়। সর্ব্বধানুষ্কদুষ্করকর্ম্মণঃ ফাল্গুনস্যাপি যঃ ফল্গুতামাধত্ত ॥

ব্যানগ্নর্জনস্যাদাবিত্যুক্তং, অতো জননী তাং প্রকাশিতবতীত্যাহতুর্হন্তেতি। হন্তেতি খেদে, ব্যোমনি আকাশে নীরদভ্রমকরদ্যোতঃ মেঘভ্রমং করোতি য এবম্ভূতো দ্যোতঃ প্রকাশো যস্য সঃ, কিশোরাকৃতির্নবযুবা মাং পশ্যন্ স্মিতং মন্দহাস্যমাতনোতি, আলিষু সখীষু মধ্যে লীলা আবৃতা অহং তদ্বিদ্যেয় জানীয়াং সত্বার্থস্যান্তর্ভূতজ্ঞানার্থত্বমস্তি। হে ভদ্র ! হে ভূপ ! নিদ্রায়মানা তব সুতা লক্ষণা বতেতি খেদে, কিমিত্থং মুহুর্গ্রস্তং অসংপূর্ণবাক্যং জল্পতি বদতি, মাতাপ্যহং তন্ন জানামি ॥১৬০॥

অদেবং রাজ্ঞ্যা বাক্যং নিশম্য স রাজা যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। তস্যা লক্ষণায়া ভদ্রং শুভং উপেয়ায় উপগতবান্। স উপায়ঃ কিম্ভূত ইত্যপেক্ষায়াং নির্দ্দিশতি—সর্ব্বেষাং ধনুষ্কাণাং ধনুর্দ্ধরাণাং দুষ্করং কর্ম্ম যস্য এবম্ভূতস্য ফাল্গুনস্যার্জুনস্যাপি ফল্গুতাং তুচ্ছতামাধত্ত পুপোষ। তত্র বিষয়ে তস্য রাজ্ঞঃ বিজ্ঞাপিকা বোধিকা ॥

কালিন্দীর মত আমাকেও আপনি সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণি গ্রহণ সম্বন্ধে সংযোজিত করুন ॥ ১৫৯ ॥

হায় ! আকাশে নব-মেঘ-দ্যুতি কোন এক নবযুবা আমাকে দেখিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিতেছেন। আমি সখীগণের মধ্যে লুকায়িত থাকিয়া তাহা জানিতে পারিতেছি। হে ভদ্র ? হে মহারাজ ! তোমার কন্যা লক্ষ্মণা নিদ্রাগত হইয়াও হায় ! কেন এইরূপ অসংপূর্ণ বাক্য বারংবার বলিতেছে, আমি জননী হইয়াও তাহা জানিতে পারি না ॥ ১৬০ ॥

অনন্তর তাঁহার দেহ জনক পিতা মদ্রপতিই স্নেহজনক হইয়া এমন একটী উপায় অবলম্বন করিলেন, সকল ধনুর্ধারীগণেরও দুষ্কর কর্ম্মকারী অর্জ্জুনেরও যে উপায়ে তুচ্ছত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছিল ॥

তত্র তস্য বিজ্ঞাপিকা তৎপ্রতিজ্ঞা যথা ;—
বিস্তীর্ণপ্রাঙ্গণান্তর্জলভৃতপরিখাদুর্গমাধঃপ্রদেশ-
স্তম্ভোপর্য্যাবৃতিস্থং বৃতিরহিততলং ভ্রাম্যদুচ্চৈর্ঝষাঙ্গম্।
যো দৃষ্ট্বা নীরমধ্যপ্রতিফলনবশাদেকবারং শরেণ
ছিন্দ্যান্মচ্চাপকর্ষান্মম পরমসুতা লক্ষ্মণাস্মৈ প্রদেয়া॥১৬১-১৬২॥

তদেবমেব নির্ণীয় চ বিতীর্ণীকৃততাদৃশপত্রিকঃ ক্ষত্রিয়ানয়-মাজুহাব॥ ১৬৩॥

তদ্বিজ্ঞাপনং বর্ণয়তি—বিস্তীর্ণেতি। বিস্তীর্ণং যৎ প্রাঙ্গণং তস্যান্তর্মধ্যে জলভৃতা জলেন পূর্ণা পরিখা তস্যাঃ দুর্গমো যোঽধঃপ্রদেশ স্তস্মিন্ যঃ স্তম্ভঃ স্থাপিতঃ তস্যোপরি যা আবৃতি রাবরণং তত্রস্থমুচ্চৈরতিশয়ং ভ্রাম্যৎ ঝষাঙ্গং মৎস্যশরীরং তৎ কিম্ভূতং বৃতিরহিততলং বৃত্যা-আবরণেন রহিতং তলং যস্য তৎ। যঃ ক্ষত্রিয়ো নীরমধ্যপ্রতিফলনবশাৎ নীরমধ্যে যৎ প্রতি-ফলনং প্রতিবিম্বং তস্য বশাদেকবারং দৃষ্ট্বা মচ্চাপকর্ষাৎ মম ধনুষঃ শরসন্ধানেন আকর্ষণাৎ তেনা শরেণ ছিন্দ্যাৎ অস্মৈ মম পরমসুতা উৎকৃষ্টকন্যা প্রদেয়া॥ ১৬১—১৬২॥

ততো যদ্বৃত্ত' জাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। বিতীর্ণীকৃততাদৃশপত্রিকঃ বিতীর্ণে বিতরণবিষয়ঃ ন বিতীর্ণাবিতীর্ণাকৃতা বিতীর্ণীকৃতা তাদৃশী পত্রিকা যেন সোঽয়ং ক্ষত্রিয়ান্ আজুহাব আহ্বানং কৃতবান্॥ ১৬৩॥

ঐ বিষয়ে রাজা এইরূপ প্রতিজ্ঞা বিজ্ঞাপন দিয়াছিল।

যথা :—বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে এক জলপূর্ণ পরিখা আছে। এই পরিখার অধঃপ্রদেশ অত্যন্ত দুর্গম। এই অধঃপ্রদেশে একটি স্তম্ভ স্থাপিত আছে। ইহার উপরে আবরণ মধ্যে একটি মৎস্যের শরীর অতিশয় ভ্রমণ করিতেছে। এই মৎস্যশরীরের নিম্ন প্রদেশ অনাবৃত আছে। যে ক্ষত্রিয় জলমধ্যে প্রতিবিম্ব বশতঃ একবারমাত্র দর্শন পূর্ব্বক :সন্ধানদ্বারা আমার এই ধনুকখানী আকর্ষণ করিয়া, সেই শরদ্বারা ঐ মৎস্যশরীর ছেদ করিতে পারিবেন ; আমি আমার এই উৎকৃষ্ট কন্যা তাঁহাকেই প্রদান করিব॥ ১৬১—১৬২॥

অতএব এইরূপে নির্ণয় করিয়া আমি তাদৃশ পত্র বিতরণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়দিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম॥ ১৬৩॥

মদ্রেশেনাঞ্চিতাস্তে নিজনিজবিজয়ং ব্যঞ্জয়ন্তঃ ক্ষিতীশাঃ
পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বান্নিজেষু স্ফুটবিজয়বিধিং প্রাপুরাসু ক্রিয়াসু
আদানং জ্যানিধানে হ্যস্খলনমধিকৃতজ্যাত্বমামৃষ্টবেধ্য-
(ক)প্রান্তত্বং চেতি জাতা ধনুরনু বত যা যা চ নির্ব্বাহিতার্থা॥ ১৬৪

তথা হি ;—

বন্দে তং মদ্রেন্দ্রং, যঃ কৃষ্ণস্য দ্বিষচ্চক্রম্।
কন্যালম্ভনদম্ভাৎ, ন্যকৃচক্রে তৎ ক্রমেণ তেনৈব ॥ ১৬৫ ॥

ততঃ কিমভূদিত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—মদ্রেশেনেতি। যে ক্ষিতীশা রাজানঃ পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বাৎ মাগধচেদিপাদেঃ সকাশাৎ আসু পরত্র বর্ণ্যমাণাসু ক্রিয়াসু নিজেষু স্ফুটবিজয়বিধিং প্রাপুঃ,তে নিজ-নিজবিজয়ং ব্যঞ্জয়ন্তঃ মদ্রেশেন অঞ্চিতাঃ সম্মানিতা বভূবুঃ। ক্রিয়াস্তু ধনুষ আদানং গ্রহণং জ্যানিধানে গুণারোপণে অস্খলনমপতনং অধিকৃতজ্যাত্বং অধিকৃতা আরোপিতা জ্যা গুণো যেন তদ্ভাবত্বং আমৃষ্টং পরামৃষ্টং বেধ্যস্য বেধার্হস্য প্রান্তং যেন তদ্ভাবত্বমিতি যা ধনুরনু হীনা জাতা সা।চ সাচ কিম্ভূতা যাচ নির্ব্বাহিতোঽর্থঃ প্রয়োজনং যয়া ॥ ১৬৪ ॥

এবমুপায়ং রচয়ন্তং রাজানং নমস্যতি—বন্দে ইতি। তং মদ্রেন্দ্রং মদ্রদেশাধিপং বন্দে, যঃ কন্যালম্ভনদম্ভাৎ কন্যাপ্রাপনচ্ছলাৎ কৃষ্ণস্য দ্বিষচ্চক্রং শত্রুবৃন্দং তেনৈব মদ্রেন্দ্রেণৈব তৎক্রমেণ পূর্ব্বপূর্ব্বক্রমেণ ন্যকৃচক্রে হীনং কৃতবান্ ॥ ১৬৫ ॥

যে যে ভূপতিগণ, মগধপতি এবং চেদি পতির নিকট হইতে এই সকল ক্রিয়াতে (যে সকল ক্রীড়া পরে বর্ণিত হইতেছে) আপনাদের স্পষ্ট বিজয়বিধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারা নিজ নিজ বিষয় ব্যক্ত করিলে মদ্রপতি তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়াছিলেন। প্রথমে ধনুক গ্রহণ, পরে অস্খলিতভাবে গুণারোপণ, তৎপরে জ্যাসংযোজন ; অনন্তর বেধযোগ্য বিষয়ের প্রান্তভাগ স্পর্শ, এইরূপ সামান্য ধনুক সম্বন্ধে যে যে ক্রিয়া হইয়াছিল, সেই সেই ক্রিয়াদ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধিও হইয়া থাকে ॥ ১৬৪ ॥

দেখুন যে মদ্রপতি কন্যাদানচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুবিন্দকে, পূর্ব্বক্রমে হীন করিয়াছিলেন ; আমি সেই মদ্রদেশাধিপতিকে বন্দনা করি ॥ ১৬৫ ॥

(ক) ইতি যা ক্রিয়া ধনুর্লক্ষীকৃত্য জাতা, আসু ক্রিয়াসু ইতি যোজনা। অত্র ধনুর্লক্ষী-কৃত্যাদানমিত্যাদিরূপা নির্ব্বাহিতার্থা আমৃষ্টবেধ্যপ্রান্তত্বরূপা। আ।

যস্মিন্মাগধ-চেদিপ-দুর্য্যোধন-ভীম-কর্ণাদ্যাঃ।
মৌর্ব্বীরোপণমাত্রং চক্রুস্তত্রাপরে বরাকাঃ কে ॥ ১৬৬ ॥

যত্র তু ;—

যেন ঝষাঙ্গমদৃষ্টং, স্পৃষ্টং বাণেন পশ্যতাং জগতাম্।
অপি জিষ্ণুং তং জিষ্ণুং, তচ্ছিদমজিতং নৃপো বরং মেনে ॥১৬৭॥
পরমর্জ্জুননামা প্রাক্, বপুষি চ পুনরর্জ্জুনত্বমায়াতঃ।
কৃষ্ণেনৈব স্বজয়াদিহ, হি স্মিতরোচিষা নিচিতঃ ॥ ১৬৮ ॥

তেন তেষাং ন্যক্কারং বর্ণয়তি—যস্মিন্নিতি। যস্মিন্ ঝষাঙ্গচ্ছেদনে মাগধো জরাসন্ধশ্চেদিপঃ শিশুপালঃ, দুর্য্যোধনো ধৃতরাষ্ট্রপুত্রঃ, ভীমঃ কৌন্তেয়ঃ, কর্ণো দুর্য্যোধনসেনাধ্যক্ষঃ তৎপ্রভৃতা যা মৌর্ব্বী মূর্ব্ব্যা নির্ম্মিতা রজ্জু স্তস্যারোপণমাত্রং সংযোজনকৈবল্যং কৃতবন্তঃ তত্র বিষয়ে অপরে জয়দ্রথাদয়ো বরাকাঃ ক্ষুদ্রাঃ কে ন কিঞ্চিৎ ॥ ১৬৬ ॥

অত্রচ অর্জ্জুনস্যাপি ন্যক্কারো যথা জাত স্তদ্বর্ণয়তি—যেনেতি। যেন্ জিষ্ণুণা অর্জ্জুনেন পশ্যতাং জগতাং অদৃষ্টং ঝষাঙ্গং বালেন স্পৃষ্টং তং জিষ্ণুমপি জিষ্ণুং জয়শীলমপি তচ্ছিদং ঝষাঙ্গচ্ছেত্তারমজিতং শ্রীকৃষ্ণং নৃপো মদ্রাধিপো বরং কন্যাপাণিগ্রহীতারং মেনে ॥ ১৬৭ ॥

তদেবং মানভঙ্গেঽপি অর্জ্জুনস্য শুদ্ধভাবং বর্ণয়তি—পরমিতি। প্রাক্ পূর্ব্বস্মিন্ পরমর্জ্জুননামা বপুষি চ দেহে পুনরর্জ্জুনত্বং শুদ্ধভাবত্বং শুক্লত্বঞ্চ আয়াত আগতবান্ ইহ ঝষাঙ্গচ্ছেদনে কৃষ্ণেনৈব স্বস্য জয়াৎ হি যতঃ কৃষ্ণস্য স্মিতরোচিষা মন্দহাস্যকান্ত্যা নিচিতো ব্যাপ্তঃ অতঃ শুদ্ধভাবত্বং শুক্লত্বঞ্চ ॥ ১৬৮ ॥

যে মৎস্যের অঙ্গচ্ছেদনে জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্য্যোধন, ভীম, এবং কর্ণপ্রভৃতি বীরগণ কেবলমাত্র মৌর্ব্বীযোজনা করিয়াছিলেন (কার্য্য সাধন করিতে পারেন নাই) সেই বিষয়ে জয়দ্রথপ্রভৃতি ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিগণ অকিঞ্চিৎকর মাত্র ॥ ১৬৬ ॥

যে বিষয়ে ত্রিভুবনবাসী সকলেই ঐ মৎস্যের অঙ্গ দেখিতে না পাইলে অর্জ্জুন বাণদ্বারা তাহাকে স্পর্শ করেন। তখন অর্জ্জুন জয়শীল হইলেও মৎস্যের অঙ্গ ছেদন করায় মদ্রপতি শ্রীকৃষ্ণকেই কন্যার বর বলিয়া মানিয়াছিলেন ॥ ১৬৭ ॥

পূর্ব্বে অর্জ্জুন নিজদেহে সম্পূর্ণ অর্জ্জুনত্ব (অর্থাৎ শুদ্ধভাব এবং শুক্লত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মৎস্যের অঙ্গচ্ছেদন কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে জয়

মীনং বৃহৎসেনকৃতং বকীরিপু-
শ্চিচ্ছেদ যত্তন্মিষমেব কেবলম্।
কিন্তু দ্বিষাং মানমিতি প্রতীয়তা-
মাকারভেদান্ন চ তত্র ভিন্নতা ॥ ১৬৯ ॥

ছেদনং চ তদেবং বর্ণয়ন্তি ;—

ধৃত্বা ধনুর্গুণযুতং বিদধদ্বিবৃংহ-
টঙ্কারঘোষমভিকৃষ্য কপোলমূলে।
বাণং জহদ্বৃতিবিভেদনপূর্ব্বমারা-
দন্তর্ঝষস্য চ খলস্য চ নির্ব্বিভেদ ॥ ১৭০ ॥

তত্র কৃষ্ণেন কেবলং ঝষাঙ্গচ্ছেদো ন কৃতঃ কিন্তু শত্রূণাং মানচ্ছেদ ইতি তদ্বর্ণয়তি—মীনমিতি। বৃহৎসেনো মদ্রাধিপঃ তেন কৃতং মীনং মৎস্যং বকারিপুঃ কৃষ্ণো যচ্চিচ্ছেদ তৎ কেবলং মিষং ছলমেব,তচ্ছলং বর্ণয়তি—দ্বিষাং মানমিতি। প্রতীয়তাং ননু মীনচ্ছেদে তেষাং মানস্য কথং ছেদস্তত্রাহ—আকারভেদাৎ আকারভেদং প্রাপ্যাপি তত্র ন চ ভিন্নতা ॥ ১৬৯ ॥

ছেদন প্রকারং বর্ণয়তি—ধৃত্বেতি। ধনুর্ধৃত্বা গুণযুতং বিদধৎ কুর্ব্বন্। বিবৃংহট্টঙ্কারঘোষং

করিয়াছিলেন। যেহেতু অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাস্যের কান্তিদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহার শুদ্ধভাব এবং শুক্লত্ব বিচিত্র নহে ॥ ১৬৮ ॥

বকাসুর নিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ মদ্রপতি বৃহৎসেনের কৃত মৎস্য দেহ যে ছেদন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার ছলমাত্র। কিন্তু তাহা শত্রুদিগে গর্ব্বচ্ছেদন বলিয়া বিশ্বাস যোগ্য। কারণ, আকারের ভেদ প্রাপ্ত হইলেও তদ্বিষয়ে কোনও বিভিন্নতা ঘটে নাই (ক) ॥ ১৬৯ ॥

ছেদন কার্য্যও এইরূপে বর্ণন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধনুর্ধারণ করিয়া

(ক) শ্রীকৃষ্ণ যে বাণদ্বারা মীন ছেদন করিয়াছিলেন, উহাদ্বারা শত্রুগণের মান ছেদন হইয়াছিল। ইহাতে আকার মাত্র পৃথক্ আকার অর্থাৎ কার্য্যের ঘটনা। অর্থাৎ এক কার্য্যদ্বারা আর এক কায্যও সাধিত হইল ইহাই আকার ভেদ। পক্ষান্তরে—মীন শব্দের দীর্ঘ ঈকারের স্থানে আকার করিলেই মান হয়। মীনশব্দের সহিত মানশব্দের আকার এই একটী বর্ণ মাত্রই পৃথক্।

ভিন্দন্ দীব্যদভেদ্যদিব্যকবচদ্বিত্রস্থিতিং প্রাবৃতিং
ছিন্দন্ বজ্রবিনির্ম্মিতং প্রতিলবং ভ্রাম্যন্তমন্তর্ঝষম্।
তত্তদ্ঘর্ষণধর্ষজাতহুতভুগ্বিস্ফারগর্জ্জশ্রিয়া
তর্জ্জন্ সর্ব্বগশত্রুখর্ব্বমসুরচ্ছেত্তুর্ব্বিজিগ্যে শরঃ॥ ১৭১॥

বিশেষেণ বৃংহন্ বর্দ্ধয়ন টঙ্কারঘোষো যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা কপোলমূলে কর্ণমূলপর্য্যন্তং বাণমভিকৃষ্য বাণং জহৎ ত্যজন্ বৃতিভেদনপূর্ব্বং বৃতেরাবরণস্য বিভেদনং পূর্ব্বং যত্র তদ্যথা স্যাৎ তথা ঝষস্য মৎস্যস্য অন্তর্মধ্যং খলস্য শত্রুবর্গস্য মধ্যং বক্ষঃস্থলং চ নির্ব্বিভেদ বিদারিতবান্॥ ১৭০॥

কিঞ্চ দিব্যদভেদ্যদিব্যকবচদ্বিত্রস্থিতিং দিব্যংশ্চাসৌ অভেদ্যদিব্যকচশ্চেতি তেন দ্বিত্রা স্থিতির্যস্যা স্তাং প্রাবৃতিং ভিন্দন্ প্রতিলবং প্রতিক্ষণং ভ্রাম্যন্তং বজ্রং হীরকং তেন বিনির্ম্মিতং ঝষং মৎস্যং অন্তর্মধ্যে ছিন্দন অসুরচ্ছেত্তুঃ কৃষ্ণস্য শরো বাণঃ সর্ব্বগশত্রুখর্ব্বং সর্ব্বত্র গতানাং শত্রূণাং খর্ব্বং অধিকসংখ্যাভেদং বিজিগ্যে কিং কুর্ব্বন্ তত্তদ্ঘর্ষণধর্ষজাতহুতভুগ্বিস্ফারগর্জ্জশ্রিয়া তর্জ্জন্ তস্যাং প্রাবৃতে স্তস্য ঝষস্য চ ঘর্ষণে যো ধর্ষঃ প্রাগলভ্যং তেন জাতো যো হুতভুক্ অগ্নি স্তস্য বিস্ফারো বিস্তীর্ণো যো গর্জ্জঃ গভীরশব্দ স্তস্য শ্রিয়া প্রভয়া তর্জ্জন্ ভয়ং জনয়ন্॥ ১৭১॥

তাহা গুণদ্বারা সংযুক্ত করেন। পরে অতি প্রবৃদ্ধ টঙ্কার ধ্বনির সহিত কর্ণমূল পর্য্যন্ত বাণ আকর্ষণ করেন অনন্তর বাণ ত্যাগ করিয়া আবরণ ছেদন পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী মৎস্যের মধ্যস্থল এবং শত্রুগণের মধ্য বা বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করেন॥ ১৭০॥

অসুর হন্তা শ্রীকৃষ্ণের শর প্রথমে মনোরম অভেদ্য দিব্য কবচদ্বারা দুই তিন রূপে অবস্থিত, প্রাবরণ ছেদন করিয়া ফেলে। পরে প্রতিক্ষণে ঘূর্ণমাণ এবং হীরক নির্ম্মিত মৎস্যের মধ্যস্থল ছেদন করিয়া ফেলে। সেই আবরণ এবং মৎস্যের ঘর্ষণে যে প্রগল্‌ভতা জন্মে, তাহাদ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেই অগ্নির বিস্তীর্ণ গম্ভীর শব্দ এবং তাহার প্রভাদ্বারা ভয় উৎপাদন করিয়া, অবশেষে সেই শরদ্বারা সর্ব্বত্র বিদ্যমান অসংখ্য শত্রু সকল পরাজিত হইয়াছিল॥ ১৭১॥

যদাভিজিৎ-খ্যাতিরভূন্মুহূর্ত্তক-
স্তদা বকারেঃ সময়োঽপ্যজায়ত।
যদা স জজ্ঞে স ঝষং তদাচ্ছিনদ্
(ক) যদাচ্ছিনদ্ দ্যোঃকুসুমং তদাপতৎ ॥ ১৭২ ॥
ততঃ পপাতাসকৃদেব তদ্‌যদা
তদা হরিং মদ্রপতেঃ সুতাবৃণোৎ।
বব্রে যদা সা ভুবি দিব্যপি স্ফুটং
বাদ্যানি বন্দ্যানি তদা চ জজ্ঞিরে ॥ ১৭৩ ॥

তদ্‌ঝষচ্ছেদানন্তরং যদ্‌বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—যদেতি। যদা অভিজিৎ খ্যাতি র্যস্য সঃ মুহূর্ত্তোঽভবৎ তদা বকারেঃ কৃষ্ণস্য সময়ো ঝষচ্ছেদনে অবসরোঽপি অজায়ত। যদা সময়ো জজ্ঞে তদা স বকারির্ঝষমচ্ছিনৎ যদাচ্ছিনত্তদা দ্যোঃ স্বর্গাৎ কুসুমং পুষ্পং জাতিপুরস্কারেণৈকত্বমপতৎ পপাত ॥ ১৭২ ॥

কিঞ্চ তৎ কুসুমং যদা অসকৃন্নিরন্তরং পপাত তদা মদ্রপতেঃ সুতা লক্ষণা হরিমবৃণোৎ বরয়ামাস। যদা সা বব্রে তদা ভুবি পৃথিব্যাং দিবি স্বর্গেঽপি বাদ্যানি বন্দ্যানি স্তোত্রাণিচ জজ্ঞিরে জাতানি ॥ ১৭৩ ॥

সে সময়ে অভিজিৎ নামে বিখ্যাত মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণেরও সময় উপস্থিত হইল। যখন সেইরূপ সময় হইয়াছিল, তখন তিনি মৎস্য ছেদন করেন, এবং যখন ছেদন করেন, তখন স্বর্গ হইতে বহুতর পুষ্প বৃষ্টি পতিত হইয়াছিল ॥ ১৭২ ॥

যখন অবিরত পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, তখন মদ্রপতির কন্যা শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিয়াছিল। এবং যখন মদ্রপতির কন্যা তাঁহাকে বরণ করেন, তৎকালে পৃথিবীতে এবং স্বর্গেও বন্দনীয় অর্থাৎ প্রশংসনীয় বাদ্য সকল বাজিতে লাগিল ॥ ১৭৩ ॥

(ক) যদাচ্ছিদদিতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ।

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ মাধবস্তান্ মাগধাদীন্ প্রকোপ্য তাং বদননয়নকরচরণরুচিভিঃ কঞ্জবনীমিব রথমারোপ্য শরপঞ্জরেণ সঙ্গোপ্য চ দ্বারকামটন্নগ্রতো ঘটমানাংস্তান্ রাজহংসান্ ঘনাগম ইব ঘনবাণপ্রক্ষেপবর্ষধারাভির্ব্বিদ্রাবয়ামাস। কাংশ্চন প্রাণৈর্ব্বিচ্যাবয়ামাস চ॥ ১৭৪॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। মাধবঃ কৃষ্ণো মাগধাদীন্ জরাসন্ধাদীন্ প্রকোপ্য প্রকর্ষেণ কোপয়িত্বা মুখনেত্রকরপদকান্তিভিঃ কঞ্জবনীং পদ্মবনীমিব এতেন বদনাদীনাং পদ্মত্বং ব্যঞ্জিতং, তাং লক্ষ্মণাং রথমারোপ্য শরপঞ্জরেণ সংগোপ্য সম্যক্ রক্ষণং কৃত্বা দ্বারকামটন্ গচ্ছন্ অগ্রতো ঘটমানান্ রণার্থং চেষ্টিতান্ তান্ জরাসন্ধাদীন্ ঘনাগমে বর্ষাকালে রাজহংসানিব ঘনং নিবিড়ং যথা স্যাৎ তথা বাণপ্রক্ষেপা এব বর্ষধারা স্তাভির্বিদ্রাপয়মাস পলায়নপরানকরোৎ॥ ১৭৪॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধপ্রভৃতি ভূপতিগণের সম্পূর্ণ কোপ উৎপাদন করিয়া মুখ, চক্ষু, হস্ত এবং চরণযুগলের কান্তিদ্বারা যিনি পদ্মবর্ণের মত শোভাবতী সেই লক্ষণাকে রথে আরোহণ করাইয়া এবং শর নির্ম্মিত পঞ্জর (পিঁজরা) দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিয়া দ্বারকায় যাইতে লাগিলেন। তৎকালে জরাসন্ধপ্রভৃতি সকলেই যুদ্ধের জন্য সম্মুখে চেষ্টা করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ বর্ষাকালে বাণ নিক্ষেপরূপ বৃষ্টিধারাদ্বারা রাজহংস সমূহের মত ঐ সকল ভূপতিদিগকে নিবিড়রূপে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, (ক) এবং কতিপয় ব্যক্তিদিগকে প্রাণশূন্য করিয়াছিলেন॥ ১৭৪॥

(ক) বর্ষাকালে হংসগণ দেশ হইতে চলিয়া গিয়া মানস-সরোবরে বাস করে। ইহা অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত কবিপ্রসিদ্ধি।

অথাগতঃ স্বপুরমসাবশোভয়-
দ্ব্রজেশিতস্তব তনুজঃ স্বয়া রুচা।
যথা ভজন্নবসরমাত্মতেজসা
স্বমণ্ডলং বলয়তি বিষ্ণুভাস্করঃ ॥ ১৭৫ ॥

ততশ্চ বৃহৎসেনয়া বৃহৎসেনস্তত্র সঙ্গম্য মহোৎসববলিত-বিবাহোৎসবমুচ্ছলয়ামাসেতি ॥ ১৭৬ ॥

অথ ভগবতো দ্বারকাপ্রবেশং বর্ণয়তি—অথেতি। অসৌ কৃষ্ণঃ স্বপুরমাগতঃ সন্, ব্রজেশিতঃ! হে ব্রজরাজ! তব তনুজঃ পুত্রঃ স্বয়া রুচা কান্ত্যা অশোভয়ৎ যথা বিষ্ণুরূপো ভাস্করঃ সূর্য্যোঽবসরং ভজন্ আত্মতেজসা স্বমণ্ডলং বলয়তি শোভয়তি তদ্বৎ ॥ ১৭৫ ॥

তদাচ বৃহৎসেনো যদকরোৎ তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। বৃহৎসেনো মদ্রাধিপো বৃহৎ-সেনয়া বহুলসৈন্যেন সহ তত্র দ্বারকায়াং সংগম্য মহোৎসববলিতবিবাহোৎসবং মহোৎসবেন বাদ্যাদিসংঘট্টেন বলিতো যুক্তো যো বিবাহোৎসবঃ মহানন্দ স্তমুচ্ছলয়ামাস সম্যক্ প্রকাশয়া-মাস ॥ ১৭৬ ॥

হে ব্রজরাজ! যেরূপ বিষ্ণুরূপী সূর্য্যদেব অবসর পাইয়া নিজতেজো-দ্বারা আপনার মণ্ডল সুশোভিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনার পুত্র দ্বারকায় আসিয়া নিজ কান্তিদ্বারা নিজপুর সুশোভিত করিয়াছিলেন ॥ ১৭৫ ॥

অনন্তর মদ্রপতি বৃহৎসেন বহুতর সৈন্যের সহিত তাঁহাদিগকে দ্বারকায় প্রেরণ করিয়া বাদ্যাদির মহোৎসবে সেই বিবাহোৎসব সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ১৭৬ ॥

অথ মধুকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম ;—

আজ্ঞয়ৈব ভবতাং ব্রজেশ্বর !
প্রাজ্ঞ এষ খলু তাঃ করেঽগ্রহীৎ।
সাম্প্রতং তব মনোরথস্থিতিং
তাং প্রতত্য বলতে ত্বদন্তিকম্ ॥ ১৭৭ ॥

তদেবমাকর্ণ্য বলাদ্ব্রজেশিতা
তমঙ্কমাকৃষ্য মুদাঙ্কপালয়ন্।
অস্রাণি সুস্রাব তদীয়মস্তকে
ব্রজেশ্বরী চাত্র যযৌ যদাত্মতাম্ ॥ ১৭৮ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ তৎপ্রসঙ্গং সমাপয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন ॥

সমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—আজ্ঞয়েতি। হে ব্রজেশ্বর ! ভবতামাজ্ঞয়ৈব এষ প্রাজ্ঞঃ কৃষ্ণ স্তাঃ কন্যাঃ করেঽগ্রহীৎ। সাম্প্রতং অধুনা তব তাং মনোরথস্থিতিং অভিলাষনিষ্ঠাং প্রতত্য বিস্তার্য্য ত্বদন্তিকং বলতে রঞ্জয়তি ॥ ১৭৭ ॥

ততো ব্রজেশ্বরেণ যৎ কৃতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতি। ব্রজেশিতা তদেবমাকর্ণ্য শ্রুত্বা বলাত্তং কৃষ্ণং অঙ্কে ক্রোড়ে আকৃষ্য মুদা হর্ষেণ অঙ্কপালয়ন্ অঙ্কে পালয়তীত্যর্থে শতৃপ্রত্যয়ঃ। তদীয়মস্তকে কৃষ্ণস্য শিরসি অস্রাণি নেত্রজলানি সুস্রাব ক্ষরিতবান্, ব্রজেশ্বরী চ অত্রাবসরে যদাত্মতাং যস্মিন্ কৃষ্ণে আত্মা যঃ কৃষ্ণো বা আত্মা যস্যা স্তস্যা ভাবস্তাং অর্থাৎ প্রলয়ভাবতাম্ ॥ ১৭৮ ॥

অতঃপর মধুকণ্ঠ কথা সমাপন করিয়া বলিলেন ; হে ব্রজেশ্বর ! আপনার আজ্ঞানুসারেই প্রাজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল পত্নীগণের পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি আপনার সেই মনোরথ প্রকটন পূর্ব্বক আপনার নিকটেই এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজরাজ বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে আকর্ষণ পূর্ব্বক সহর্ষে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কৃষ্ণের মস্তকে অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ব্রজেশ্বরীও শ্রীকৃষ্ণের উপরে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রলয়দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৭৭ ১৭৮॥

অথ ব্রজবন্দিনস্তং বন্দমানাঃ সর্ব্বমানন্দয়ন্তি স্ম ॥ ১৭৯ ॥

ইত্থমত্র ভীষ্মজাদিতিস্র এষ স দ্বিজাদি
লোকবর্গপর্ব্বগাহশর্ম্মকেলিভাগুবাহ।
তাং তপস্যদর্কজাং চ তত্র তর্ষভাজমাঞ্চ-
দঙ্গ ! মিত্রবিন্দয়া সবিন্দকানুবিন্দয়াস-
নাশনেন বভ্র এব (ক) শৃণ্বিদং চ গোষ্ঠদেব !
কোশলেশজাং চ তত্র তাং ববাজ সুষ্ঠু যত্র।
মত্তভদ্রসপ্তকং চ তন্নিবধ্য শং ববঞ্চ কিঞ্চ
ভদ্রিকাং চ নাগ সোদরাঃ প্রদানধাম-
যোগ্যতামবেত্য কৃষ্ণমন্বদুঃ স্বভক্তভৃষ্ণ-

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তং কৃষ্ণং বন্দমানাঃ স্তুবন্তঃ সর্ব্বং সুখয়ামাসুঃ ॥ ১৭৯ ॥

বন্দনপ্রকারং বর্ণয়তি—ইত্থমিত্যাদিবীরুচ্ছন্দোভেদেন। ইত্থং প্রকারেণ অত্র ঘোষে ব্রজেশং সুখং বিধায় এষ বর্ত্ততে সৎসমাজে রাজমান! হে গোপরাজ! তং পশ্য পশ্যেত্যন্বয়ঃ। এষ কৃষ্ণঃ সদ্বিজাদিলোকবর্গপর্ব্বগাহশর্ম্মকেলিভাক্ দ্বিজাদিভিঃ সহ যো লোকবর্গো লোকসমূহ স্তস্মিন্ যৎ পর্ব্ব উৎসব স্তং গাহতে প্রবিশতি যৎ শর্ম্ম সুখং কেলিঃ ক্রীড়া তাং ভজতে তাদৃশঃ সন্ ভীষ্মজাদিকন্যা স্তিস্র উবাহ। তথা তত্র কৃষ্ণে তর্ষভাজং তৃষ্ণাযুক্তাং তপস্যন্তী চাসৌ

অনন্তর বন্দিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিয়া সকলকেই সুখী করিয়াছিল ॥ ১৭৯ ॥

হে সাধুসমাজে বিরাজমান্! হে গোপরাজ! আপনি এই কৃষ্ণকে দেখুন দেখুন। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজমধ্যে সুখ উৎপাদন করিয়া বিদ্যমান আছেন। * ব্রাহ্মণাদির সহিত যে সকল লোক উৎসবে নিমগ্ন আছে,

(ক) বভ্র বভ্র ইতি পাঠদ্বয়ং মাণ্ডপুস্তকে।

(*) "হে সাধু" "বিদ্যমান আছেন" পর্য্যন্ত অনুবাদ টুকু গদ্যের শেষাংশের। ইহা পাঠক বুঝিয়া লইবেন।

মষ্টমে বিবাহ এবমুন্নয়স্ব গোপদেব !
লক্ষ্মণাখ্যমদ্ররাজকন্যকাং চ কৃষ্ণভাজ-
মুদ্বিতর্ক্য তং তু পাত্রমৈচ্ছদেব তৎপিতাত্র।
কিন্তু তত্র লক্ষমেষ নির্ম্মমেহল্পমৎস্যবেষ
মেতমত্র দৃষ্ট্যতীতমুদ্বিভেদ যঃ প্রতীত-
কীর্ত্তিরেনমানিনায় ঘোষ এষ শশ্বিধায়
পশ্য পশ্য গোপরাজ ! রাজমানসৎসমাজ ! ॥

ইতি ॥ ১৮০—১৮২

অর্কজাচেতি তামঞ্চৎ প্রাপ। অঙ্গেতি সম্বোধনং, হে গোষ্ঠদেব ! ইদঞ্চ শৃণু স এষ বিন্দকানুবিন্দয়া সনাশনেন বিন্দানুবিন্দয়োর্যোসোঽন্যেভ্যঃ প্রদানে প্রযত্ন স্তস্য নাশনেন বিন্দয়া মিত্রবিন্দয়া ব্রজে তথা তাং কোশলেশজাং সত্যাং সুষ্ঠু বভাজ সিষেব অঙ্গীকৃতবান্। যত্র সেবনে মত্তং যৎ ভদ্রসপ্তকং উন্মত্তবৃষভসপ্তকং নিবধ্য সংদম্য শং শুভং বরঞ্চ গতবান্। তস্যাঃ সোদরা ভ্রাতরঃ প্রদানস্য ধাম আশ্রয় স্তত্র যোগ্যতাং অবেত্য ভদ্রিকাং ভগিনীং স্বভক্তভৃষ্ণং স্বস্য ভক্তেষু তৃষ্ণা কামো যস্য তং কৃষ্ণং অনু অভিলক্ষ্য অদুঃ দদুঃ। হে গোপদেব ! অষ্টমে বিবাহে এবমুন্নয়স্ব বুদ্ধ্যস্ব কৃষ্ণভাজং লক্ষ্মণাখ্যকন্যকাঞ্চ উদ্বিতর্ক্য তস্যাঃ পিতা বৃহৎসেন স্তস্ত কৃষ্ণং পাত্রং বরং ঐচ্ছদেব এষ তৎপিতা তত্র কৃষ্ণস্য জামাতৃত্ববিধানে অল্পমৎস্যবেধো যত্র তল্লক্ষ্যং নির্ম্মমে। অত্র দুর্ব্বোধে দৃষ্ট্যাতীতং দুর্লক্ষ্যমেতং যঃ প্রতীতকীর্ত্তিরুদ্বিভেদ চিচ্ছেদ এনং কৃষ্ণমানিনায় ॥ ১৮০—১৮২ ॥

তাহাদের সুখ এবং ক্রীড়াপ্রদ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভীষ্মককন্যা রুক্মিণীপ্রভৃতি তিনটি কন্যাকে বিবাহ করেন। শ্রীকৃষ্ণের উপরে অভিলাষিণী তপোনিরতা সেই সূর্য্যকন্যাকেও তিনি প্রাপ্ত হন। হে গোষ্ঠদেব ! আপনি ইহাও শ্রবণ করুন। বিন্দ এবং অনুবিন্দের একান্ত চেষ্টা ছিল যে, অপর ব্যক্তিকে ভগিনী মিত্রবিন্দা দান করা হইবে। কিন্তু মিত্রবিন্দা সেই যত্ন পরিত্যাগ করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণকেই বরণ করেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কোশলপতির কন্যা সত্যাকেও উত্তমরূপে পত্নীত্বে স্বীকার করেন। যাহাতে তিনি উন্মত্ত সাতটী বৃষ দমন করিয়া মঙ্গলও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপিচ, ভ্রাতৃগণ ভগিনী ভদ্রাকে দান করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণকেই দান করেন। হে

তদেবং ব্রজেশ্বরসভান্তঃকথায়াং সমাপ্তপ্রথায়াং শ্রীরাধিকা-মাধবসভান্তঃপ্রথিতং কথিতং যথা—॥ ১৮৩ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—য এতে বিবাহাঃ প্রস্তুতাস্তান্ খলু তদানীং দূতমুখাদমূর্ব্রজচমূরুনয়নাঃ পূর্ণতয়া নানুভূতবত্যঃ কিন্তু পরম্পরয়া যৎ কিঞ্চিদেবেতি পূর্ব্বমেব ব্যঞ্জিতমস্তি। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্য তাৎপর্য্যং পর্যালোচ্যতে ॥ ১৮৪ ॥

তদেবং মধুকণ্ঠো দিবাকথাং সমাপ্য রাত্রৌ যাং কথাং কথয়িতুং প্রচক্রাম তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। ব্রজেশ্বরস্য সভান্তঃ সভামধ্যে সমাপ্তা প্রথা বিস্তারো যস্যা স্তস্যাং কথায়াং সত্যাং শ্রীরাধামাধবসভামধ্যে কথিতং কথাপ্রথিতং বিস্তারিতম্ ॥ ১৮৩ ॥

তত্র মধুকণ্ঠকথিতং বর্ণয়তি—য এতে ইতি গদ্যেন। ব্রজচমূরুনয়না ব্রজমৃগীলোচনাঃ পূর্ণতয়া সম্যগ্রূপতয়া নানুভূতবত্যঃ অনুভবং ন চক্রুঃ ব্যঞ্জিতং বিজ্ঞাপিতং পর্য্যালোচ্যতে পরামৃশ্যতে ॥ ১৮৪ ॥

গোপরাজ! অষ্টম বিবাহে আপনি এইরূপই অবগত হউন। লক্ষ্মণা-নামে নিজ কন্যাকে কৃষ্ণাভিলাষিণী অনুভব করিয়া তদীয় পিতা বৃহৎসেন শ্রীকৃষ্ণকেই বর বলিয়া মনোনীত করেন। যে বিখ্যাত কীর্ত্তি কোশলপতি এই সকল এই কৃষ্ণকে আনাইয়াছিলেন, কন্যার সেই পিতা, শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে জামাতা হন তদ্বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্যাকৃতি লক্ষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই অবোধ্য বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টির অগোচর এই দুর্লক্ষ্য মৎস্য শরীর ছেদন করেন ॥ ১৮০—১৮২ ॥

অতএব এইরূপে ব্রজরাজের সভামধ্যে সেই বিস্তারিত বিবাহ কথা সমাপ্ত হইলে, শ্রীরাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের সভামধ্যেও ঐ কথা বিস্তারিত হইয়াছিল ॥১৮৩॥

মধুকণ্ঠ কহিল, যে সময়ে ঐ সকল বিবাহ প্রস্তাবিত হয় তৎকালে ব্রজের ঐ সকল মৃগ-লোচনা কামিনীগণ নিশ্চয়ই বিবাহ সকল সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন নাই; কিন্তু পরম্পরা ক্রমে যৎকিঞ্চিৎ যে অনুভব করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে ॥ ১৮৪ ॥

বিবাহা যৎ কৃতাঃ কৃষ্ণেনাসীত্তৎকালয়াপনম্ ।
গোপজাঃ ক্ষত্রজাতাশ্চ যদমূরেকধর্ম্মিকাঃ ॥ ১৮৫ ॥

কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং হি শ্রীরুক্মিণ্যাদীনাং শ্রীকৃষ্ণপ্রবণতা-শ্রবণকারিগণনায়াং "শ্রুত্বা পৃথা সুবলপুত্র্যথে"ত্যাদা "বুত স্বগোপ্য" (ক) ইত্যনেন তাসামাসু স্বৈকরূপ্যমনুমোদনং চ দর্শিতম্ ॥ ১৮৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য তাৎপর্য্যং বর্ণয়তি—বিবাহা ইতি। যৎ কৃষ্ণেন বিবাহাঃ কৃতা স্তত্তস্য কালযাপনমাসীৎ কালক্ষেপং। ননু প্রতিনিধিসেবয়াপি কালযাপনং স্যাৎ কথং ভিন্নধর্ম্মাভি স্তাভিঃ কালযাপনং কৃতং তত্রাহ—গোপজাশ্চন্দ্রাবল্যাদয়ঃ ক্ষত্রজাতা রুক্মিণ্যাদয়ঃ যৎ যস্মাদেকধর্ম্মিকাঃ একঃ শ্রীকৃষ্ণ-সেবনমেব ধর্ম্মো যাসাং তা অমূরিতি অতঃ সমানধর্ম্মাক্রান্তত্বাৎ প্রতিনিধিত্বমুচিতম্ ॥ ১৮৫ ॥

তাসাং তাভিরৈকরূপ্যং যুক্ত্যা দর্শয়তি—কুরুক্ষেত্রযাত্রায়ামিতিগদ্যেন। শ্রীকৃষ্ণে যা প্রবণতা স্নিগ্ধতা তস্যাঃ শ্রবণং কুর্ব্বন্তি যাঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রবণতাকথ্য স্তাসাং গণনায়াং পৃথা কুন্তী সুবলপুত্রী গান্ধারী তাসাং স্বগোপীনাং আসু রুক্মিণ্যাদিষু ঐকরূপ্যং তত্রানুমোদনঞ্চ দর্শিতম্ ॥ ১৮৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত বিবাহ করেন, তাহা কেবল কাল যাপনের জন্যই হইয়াছিল। কারণ, চন্দ্রাবলীপ্রভৃতি গোপ কন্যা এবং রুক্মিণীপ্রভৃতি ক্ষত্রিয় কন্যা তাহারা একধর্ম্মিকা অর্থাৎ তাঁহাদিগের একমাত্র কৃষ্ণ সেবাই উদ্দেশ্য ছিল॥ ১৮৫ ॥

রুক্মিণীপ্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের উপর একান্ত অনুরক্তা। কুরুক্ষেত্রে যাত্রাকালে ইহা শ্রবণ করিয়া যখন উহাদের বিষয় গণনা করা হয়, তখন তাহা "শ্রবণ করিয়া

(ক) "শ্রুত্বা পৃথা ইত্যাদৌ উত স্বগোপ্যঃ" চম্পূতে এইমাত্র পাঠ উদ্ধৃত আছে। উহার সম্পূর্ণ পাঠ এই—"শ্রুত্বা পৃথা সুবল পুত্র্যাথ যাজ্ঞসেনী, মাধব্যথ ক্ষিতিপপত্ন্য উত স্বগোপ্যঃ। কৃষ্ণেঽখিলাত্মনি হরৌ প্রণয়ানুবন্ধং, সর্ব্বা বিসিস্ম্যুরলমশ্রুকলাকুলাক্ষ্যঃ ॥" ভাগবত। ১০ম ৮৪ অঃ। ১ শ্লোক কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, অপর রাজপত্নীগণ এবং নিজের গোপীগণ অখিলাত্মা কৃষ্ণে অষ্টমহিষীর নির্ম্মল প্রেমানুবন্ধ শ্রবণ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

কুন্ত্যাদির সহিত গোপীগণের সমান জাতীয়তা নাই, সম্পর্কও দূর এজন্য উত (অথবা) বলিয়া গোপীপদ পৃথক্‌ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতেও আবার স্বশব্দপ্রয়োগদ্বারা গোপীগণের ও তদীয় সখীবর্গের শ্রেষ্ঠতা কৃষ্ণের সহিত আত্মসাদৃশ্য কুন্ত্যাদির সহিত দৃঢ়তা প্রকাশিত হইয়াছে। এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া চরমকোটিতে পৃথক্ স্থানে রাখা হইয়াছে। (বৈষ্ণবতোষণী ও ক্রমসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

তথাহি ;—

চন্দ্রাল্যা ভীষ্মকন্যা বৃষরবিসুতয়া সত্যভামা বিশাখ্যা
নাম্ন্যা দ্যোরত্নকন্যা স্ফুরতি ললিতয়া জাম্ববদ্বর্ম্মজাতা ।
শ্যামাঙ্গ্যা লক্ষ্মণাখ্যা শিবিতনুজনুষা মিত্রবিন্দাভিধানা
ভদ্রাবল্যাথ ভদ্রা প্রকৃতিদরসমা * পদ্ময়া সা চ সত্যা ॥ ১৮৭ ॥

ন কেবলমেকধর্ম্মত্বমিতি কৃষ্ণস্যৈব শর্ম্মকারণতাসীৎ, কিন্তু চরণাভ্যঙ্গেন ন দৃষ্টীনামিব তত্তদ্ভোগনৈতাসামপি কথমপ্যৈক্যাংশবশাদ্যৎ কিঞ্চিৎ সন্তর্পণমেব জাতং । কালক্ষেপ এব তেন জজ্ঞে ন চাতিবিক্ষেপঃ ॥ ১৮৮ ॥

যাভিঃ সহ যাসামৈকরূপ্যং তদ্দর্শয়তি—চন্দ্রাল্যেতি । চন্দ্রাল্যা চন্দ্রাবল্যা সহ ভীষ্মকন্যা রুক্মিণী, বৃষরবিসুতয়া শ্রীরাধয়া সহ সত্যভামা, বিশাখয়া সহ দ্যোরত্নস্য সূর্য্যস্য কন্যা কালিন্দী, ললিতয়া সহ জাম্ববতী, শ্যাময়া সহ লক্ষ্মণা । শিবিতনুজনুষা শৈব্যয়া সহ মিত্রবৃন্দা, ভদ্রাবল্যা ভদ্রাবলী কাপি যূথেশ্বরী তয়া সহ ভদ্রা, পদ্ময়া সহ সত্যা স্ফুরতীত্যস্য সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ । এতাঃ প্রকৃতিদরসমাঃ প্রকৃত্যা স্বরূপেণ দেহেন চ দর ঈষৎ সমা তুল্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১৮৭ ॥

কিঞ্চ তত্তাৎপর্য্যমপি গদ্যেন বর্ণয়তি—ন কেবলমিত্যাদিনা । শর্ম্মকারণতা সুখহেতুতা তত্তদ্ভোগেন তত্তদুপভোগেন এতাসাং গোপীনামপি কথমপ্যৈক্যাংশবশাৎ কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যাৎ সন্তর্পণং প্রীতিঃ, তেন সন্তর্পণেন কালক্ষেপ এব জজ্ঞে জাতঃ, ন চাতিবিক্ষেপঃ ক্ষপণমাত্রম্ ॥ ১৮৮ ॥

কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী সুভদ্রা অপর রাজপত্নীগণ এবং নিজের গোপীগণ” ইত্যাদি স্থলে রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ গোপীদিগের নিজের একটী রূপ বিশেষ এবং তদ্বিষয়ে যে অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাহা দর্শিত হইয়াছে ॥ ১৮৬ ॥

চন্দ্রাবলীর সহিত রুক্মিণী, রাধিকার সহিত সত্যভামা, বিশাখার সহিত সূর্য্যনন্দিনী কালিন্দী, ললিতার সহিত জাম্ববতী, শ্যামার সহিত লক্ষ্মণা, শৈব্যার সহিত মিত্রবিন্দা, ভদ্রাবলীর সহিত ভদ্রা এবং পদ্মার সহিত সত্যা স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে । এই সকল নারীর স্বভাবের সহিত এবং দেহের সহিত শ্রীরাধাদির ঈষৎ তুল্যতা ছিল ॥ ১৮৭ ॥

পরস্পরের একরূপ ধর্ম্ম ছিল বলিয়া তাহাই যে শ্রীকৃষ্ণের সুখকারণ হইয়াছিল এমত নহে । কিন্তু চরণে তৈল মর্দ্দন করিলে তাহাতে যেমন নেত্র-

* প্রতিদরসমাঃ ইতি বিসর্গান্তঃ টীকাসম্মতপাঠঃ ।

আস্তামেকাংশভাজাং নৃপপদসুদৃশাং কৃষ্ণসঙ্গস্য গোপী-
ষ্বন্তঃস্ফূর্ত্তিঃ পরামপ্যনুভব দশমে যুগ্মকাধ্যায়দৃষ্ট্যা।
বংশীবল্লীনদীনাং যদি চ স কুরুতে দূরগশ্চুম্বনাদ্যং
তর্হ্যপ্যেতাঃ স্ফুরত্তৎপ্রমদজপুলকস্তম্ভতাং সম্ভবন্তি ॥ ১৮৯ ॥

নমু রুক্মিণ্যাদীন্ প্রতি কৃষ্ণস্য প্রীতির্জাতা নবা তেষাস্তু তত্র সাত্ত্বিকভাবা অস্ফুরন্ নবা ইত্য-পেক্ষায়ামাহ—আস্তামিতি। গোপীষু একাংশভাজাং নৃপপদসুদৃশাং নৃপেভ্যঃ পদং শরীরং যাসাং তাশ্চ তাঃ সুদৃশশ্চেতি তাসাং রুক্মিণ্যাদীনাং কৃষ্ণসঙ্গস্য অন্তশ্চিত্তে স্ফূর্ত্তিরাস্তাং। দশমে শ্রীভাগবতস্য দশমস্কন্ধে যো যুগ্মকাধ্যায়ঃ যুগ্মকশ্লোকযুক্তত্বাৎ পঞ্চত্রিংশদধ্যায় স্তস্য দৃষ্ট্যা পরামপি স্ফূর্ত্তিমনুভব, যদিচ দূরগঃ স কৃষ্ণো বংশ্যা মুরল্যা বল্লীনাং লতানাং নদীনাঞ্চ চুম্বনাদ্যং কুরুতে তত্র বংশ্যাশ্চুম্বনং বল্লীনাং করেণ স্পর্শনং নদীনাং চরণেন স্পর্শনং তর্হ্যপি এতা গোপ্যঃ স্ফুরত্তৎপ্রমদজপুলকস্তম্ভতাং স্ফুরন্ তস্য কৃষ্ণস্য যঃ প্রমদো হর্ষ স্তস্মাজ্জো জাতৌ পুলকস্তম্ভৌ যাসাং তদ্ভাবতাং সম্ভবন্তি ধারয়ন্তি পুষ্ণন্তীতি বা অত স্তাসাং ভাবাঃ সমুদিতা বভূবুরিতিব্যঞ্জিতম্ ॥ ১৮৯ ॥

সমূহের তৃপ্তি হয় সেইরূপ রুক্মিণ্যাদিকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকারে উপভোগ করাতে গোপীদিগের সহিতও ইহাদের কোনও রূপে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকাতে যৎকিঞ্চিৎ সন্তর্পণ ঘটিয়াছিল, এবং তাহাতেই কালক্ষেপ হইয়াছিল, কিন্তু কেবলমাত্র বিক্ষেপ (উন্মত্ততা) হয় নাই ॥ ১৮৮ ॥

গোপীদিগের সাদৃশ্যপ্রাপ্ত রাজকুমারী সুন্দরী রুক্মিণীপ্রভৃতির অন্তঃকরণে কৃষ্ণসংসর্গের স্ফূর্ত্তি হোক। ভাগবতের দশমস্কন্ধে যে দুইটী অধ্যায় (ক) আছে, তাহা দেখিয়া আপনি পরম স্ফূর্ত্তি অনুভব করুন। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ দূরে থাকিয়া বংশীর চুম্বন, করদ্বারা লতাস্পর্শ এবং চরণদ্বারা নদীস্পর্শ করিয়া থাকেন; তথাপি এই সকল গোপীগণ কৃষ্ণের প্রস্ফুরিত হর্ষজাত রোমাঞ্চ এবং স্তম্ভভাব ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১৮৯ ॥

(ক) এখানে দুইটী অধ্যায় বলিতে ভাগবত দশমের ৮৩।৮৪ এই দুইটী অধ্যায় বুঝিতে হয়। কারণ ঐ দুই অধ্যায়ে রাজমহিষী ও গোপীগণের অনেক কথা আছে এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তারতম্যও দৃষ্ট হয়।

তত্রৈব চোক্তম্ ;—

"এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্! কৃষ্ণ-লীলানুগায়তীঃ।

রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ॥ ইতি॥ ১৯০॥

তদেবং বক্ষ্যমাণশতাধিকশোড়ষসহস্রসঙ্খ্যেন (ক) পরিণয়নেনান্যাসামপি গম্যমিতি। গচ্ছতু তাবদ্গতম্॥ ১৯১॥

সাম্প্রতং তু ;—

রাধে! ত্বদালিঙ্গনসঙ্গিনো হরে-

দূরাৎ পুরস্থা বিরমন্তু তাঃ প্রিয়াঃ।

শ্রীমদ্ব্রজে সম্প্রতি সঙ্গতাশ্চ যা

নামূরপি ত্বত্তুলনাং হি বিভ্রতি॥ ইতি॥ ১৯২॥

প্রমাণত্বেন তত্রত্যপদ্যং লিখতি—এবমিতি। কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ গায়ন্ত্যঃ অহঃসু দিনেষ্বপি রেমিরে তত্র হেতব স্তচ্চিত্তা ইত্যাদয়ঃ॥ ১৯০॥

অন্যাসাং শতাধিকষোড়শসহস্রপত্নীনামেবমবস্থা জাতেতি বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তদেবং গম্যমিত্যন্বয়ঃ। তাবদ্বাক্যালঙ্কারে গতং বৃত্তং গচ্ছতু সাম্প্রতন্ত শৃণু॥ ১৯১॥

তদ্বর্ণয়তি—রাধে ইতি। হে রাধে! তবালিঙ্গনে যঃ সঙ্গঃ সংসর্গঃ তদ্বিশিষ্টস্য হরেঃ পুরস্থা স্তাঃ প্রিয়া বিরমন্তু তত্র হেতুঃ শ্রীমদ্ব্রজে সংপ্রতি সঙ্গতাঃ সাধকচর্য্যো মুনিকন্যাদয়ঃ অমূরপি তাসাং পুরপ্রিয়াণাং তুলনাং সাদৃশ্যং ন বিভ্রতি এতা অপি তাভ্যোঽধিকা ইতি ভাবঃ। কিমুত যূয় অতস্তা বিরমন্তু॥ ১৯২॥

ভাগবতেই (খ) উক্ত হইয়াছে যে, হে রাজন্! এইরূপে ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণলীলা-গান করিয়া দিবাভাগেও তদ্গতপ্রাণ এবং তদ্গতচিত্ত হইয়া মহা অভ্যুদয়ের সহিত বিহার করিয়াছিল॥ ১৯০॥

অতএব এই প্রকারে ষোড়শ সহস্র সংখ্যক কন্যার বিবাহ কথা পরে বলা হইবে, তাহাদ্বারা অন্যান্য নারীদিগেরও বিবাহ বুঝিতে হইবে। (গ) অতএব যাহাগত হইয়াছে, তাহা যাউক ; এক্ষণে শ্রবণ করুন ;

হে রাধিকে! আপনার আলিঙ্গনের স্পর্শ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের পুরস্থিত সেই

(ক) শতাধিকেতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপুস্তকে নাস্তি।

(খ) ভাগবত। ১০ম। ৩৫।২৬।

(গ) অষ্টাদশ পুরাণে নরকাসুর বধ ও পারিজাত হরণ কথার পর এক সময়ে এই ষোড়শ সহস্র কন্যার পাণিগ্রহণ কথা বর্ণিত আছে।

তদেবং প্রথয়িত্বা কথকৌ সর্ব্বৈঃ সহ বাসমাসন্নৌ শ্রীরাধা-মাধবৌ চ তদেতদতিরম্যং নিশম্য সম্যক্ সুখমধিগম্য (ক) তস্যান্তঃক্রম্য লীলাগৃহমেব শীলয়ামাসতুঃ ॥ ১৯৩ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু সমাপ্তপর-বিবাহসপ্তকং নাম সপ্তদশং পূরণম্ ॥ ১৭ ॥

তদেতৎপ্রসঙ্গসমাপ্ত্যনন্তরং যদ্‌বৃত্তমভূৎ স্বয়ং কবি স্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। এবং কথাঃ প্রথয়িত্বা বাসং গৃহমাসন্নৌ প্রাপ্তৌ অতিরম্যং বৃত্তান্তং নিশম্য শ্রুত্বা তস্যান্তঃ ক্রম্য তস্য মহাগৃহস্য অন্তর্মধ্যং ক্রম্য ন গৃহীত্বা অন্তরগৃহীতাবিতি শ্রদাদিত্বাৎ ক্ত্বাস্থানে যচ্, লীলাগৃহং বিলাসালয়ং শীলয়ামাসতুঃ সেবিতবন্তৌ ॥ ১৯৩ ॥ ০ ॥

ইতি সপ্তদশং পূরণম্ ॥ ০ ॥ ০ ॥

সকল দূরস্থিত প্রিয়াগণ বিরত হৌক। কারণ, সম্প্রতি শ্রীমান্ ব্রজের মধ্যে যাহারা সঙ্গত হইয়াছে, এই সকল মুনিকন্যাগণও তাঁহার পুরবাসিনী রমণীগণের সাদৃশ্য পাইতে পারেন না। অর্থাৎ ইহারাও তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক। সুতরাং আপনারা যে তাহাদের অপেক্ষা অধিক, তাহা কি আর বলিতে হইবে। অতএব তাহাদের বিরত হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ১৯১—১৯২ ॥

অতএব এইরূপে কথা বিস্তার করিয়া কথকদ্বয় সকলের সহিত বাসভবনে গমন করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকাও এইরূপ রমণীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, সম্যক্‌রূপে সুখ প্রাপ্ত হইয়া, এবং সেই মহাগৃহের মধ্যে গিয়া, সেই লীলা গৃহই অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥ ১৯৩ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূকাব্যে উৎকৃষ্ট বিবাহসপ্তকের সমাপ্তি-নামক সপ্তদশ পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ১৭ ॥

(ক) তস্যান্তঃ ক্রম্য। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

অষ্টাদশং পূরণম্।
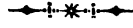
নরকবধ-পারিজাতহরণ-ষোড়শসহস্রকন্যাবিবাহঃ।

অথ শ্রীকৃষ্ণমুখসুষমাপানলব্ধসুখমহসি শ্রীব্রজেশপ্রমুখ-সদসি স্নিগ্ধকণ্ঠঃ কথয়ামাস ॥ ১ ॥

কদাচিদ্দূতান্তরয়োঃ পূর্ব্ববল্লব্ধান্তরয়োঃ শ্রীব্রজেশপ্রশ্নঃ। কথ্যতাং তথ্যমিদানীন্তনং শ্রীহরিচরিতম্ ॥ ২ ॥

অষ্টাদশে পূরণেতু সত্যভামাযুতেন হি। হরিণা সপরীবারনরকস্য বিনাশনং। তথা ষোড়শ-সাহস্রকন্যানাং পাণিপীড়নং। যুগপৎ প্রতিগৃহে চিত্রং বর্ণ্যতে বিস্ময়প্রদম্ ॥ • ॥

অথ স্বয়ং কবির্লীলান্তরং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। শ্রীব্রজেশপ্রমুখসদসি শ্রীব্রজেশঃ প্রমুখং প্রধানং যত্র তস্মিন্ সভায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠঃ কথয়ামাস। তস্মিন্ কিম্ভূতে শ্রীকৃষ্ণমুখস্য যা সুষমা পরমাশোভা তস্যাঃ পানেন লব্ধং মহ উদ্ধবো যস্মিন্ ॥ ১ ॥

তৎ স্নিগ্ধকথনং বর্ণয়তি—কদাচিদিতিগদ্যেন। দূতান্তরয়োর্দূতভেদয়োঃ পূর্ব্ববল্লব্ধমন্তরমবকাশো যয়োঃ। ইদানীন্তনং শ্রীহরিচরিতং তথ্যং যথার্থং কথ্যতাম্ ॥ ২ ॥

অষ্টাদশ পূরণে সত্যভামা এবং পরীবারবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করেন, ষোড়শ সহস্র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এবং সেই বিবাহে এককালে প্রত্যেক গৃহে যে আশ্চর্য্যজনক বিচিত্র ঘটনা হইয়াছিল, ইহাই বর্ণিত হইবে।

গ্রন্থকার বলিতে লাগিলেন—

শ্রীকৃষ্ণের মুখের পরম শোভা অনুভব করিয়া যে সভাতে পরম উৎসব উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীব্রজরাজপ্রভৃতি মহোদয়গণদ্বারা বিরাজিত সেই সভাতে স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

একদা পূর্ব্বের মত দুইজন দূত অবকাশ প্রাপ্ত হইলে শ্রীব্রজরাজ প্রশ্ন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের ইদানীন্তন সত্য চরিত্র বর্ণন কর ॥ ২ ॥

দূতাবূচতুঃ—

ইদানীমতীতনৃলোকঃ খলু তস্যদেবর্ষভ দেবর্ষিপ্রশ্নোত্তরময়-শ্লোকযুগলাত্মকঃ শ্লোকঃ সোঽয়মুদভূৎ ॥ ৩ ॥

কো নাম নরকচ্ছেত্তা ঘটতে সুরভূসুর ! ।
যো নাম্না নরকচ্ছেত্তা সুরলোকভুবাং সুর ! ॥ ৪ ॥
কুর্য্যাদপারিজাতং কঃ স্বর্গং স্বর্গতপোধন ! ।
কুর্য্যাদপারিজাতং যঃ স্বর্গং স্বর্গাধিনায়ক ! ॥ ইতি ॥ ৫ ॥

ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি —ইদানীমিতিগদ্যেন। নৃলোকং মনুষ্যলোকমতীতঃ অতিক্রান্তঃ অতীতনৃলোকঃ তস্য কৃষ্ণস্য সোঽয়ং শ্লোকো যশ উদভূদিত্যন্বয়ঃ। স কিম্ভূতঃ দেবর্ষভো মহেন্দ্রঃ দেবর্ষি র্নারদ স্তয়োঃ প্রশ্নোত্তরময়ং প্রশ্নোত্তরপ্রচুরং শ্লোকযুগলং পদ্যদ্বয়মাত্মা যস্য সঃ ॥ ৩॥

তৎ শ্লোকযুগলং লিখতি—কো নামেতি ।.সুরভূসুর ! হে নারদ ! নাম প্রাকাশ্যে, নরকচ্ছেত্তা অত্র নরকাসুরঃ তস্য চ্ছেত্তা কো ঘটতে, হে সুরলোকভুবাং দেবানাং সুর ! প্রধান ! যো নাম্না নরকচ্ছেত্তা অত্র নরকং যাতনাস্থানং তস্য ছেত্তা শ্রীকৃষ্ণো নরকজিদিতি নামশ্রবণাৎ ॥ ৪ ॥

হে স্বর্গতপোধন ! নারদ ! কঃ স্বর্গঃ পূর্ব্বার্দ্ধে অপারিজাতং অপগতোঽরীণাং শত্রূণাং জাতঃ সমূহো যত্র তং পরার্দ্ধে অপারিজাতং ন বিদ্যতে পারিজাতবৃক্ষো যত্র তং। হে স্বর্গাধিনায়ক ! হে ইন্দ্র ! ॥ ৫ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, ইদানীং শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যলোকঅতিক্রমকারী (অমানবীয়) যশ উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ যশের আত্মাই দুইটি শ্লোক, এবং ঐ দুইটি শ্লোক দেবর্ষি নারদ এবং ইন্দ্রের যথেষ্ট প্রশ্নোত্তরে পরিপূর্ণ ॥ ৩ ॥

হে দেবর্ষে ! নারদ ! কোন্ ব্যক্তি প্রকাশ্যে নরকাসুরের ছেদনকর্ত্তা হইতেছেন। হে দেবগণের প্রধান ! যিনি নাম মাত্র নরকের (যাতনা স্থানের) ছেদন কর্ত্তা, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই নরকজিৎ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র প্রশ্ন করিলেন হে স্বর্গতপোধন ! কোন্ ব্যক্তি স্বর্গকে 'অপারিজাত' অর্থাৎ অরি সমূহ শূন্য করিতে পারেন ? নারদ উত্তর করিলেন, হে স্বর্গের অধিনায়ক ! ইন্দ্র ! যিনি স্বর্গকে 'অপারিজাত' অর্থাৎ পারিজাত বৃক্ষশূন্য করিতে পারেন ॥ ৫ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—বিশেষঃ শেষশ্চেৎ কথ্যতাম্ ॥ ৬ ॥

দূতাবূচতুঃ—একদা সদা শুভধর্ম্মায়াং সুধর্ম্মায়াং ত্রিলোকী-পালনকর্ম্মা নর্ম্মাদিনা সর্ব্বেষাং শর্ম্মা(ণি)ন্যুরচয়ন্ বিরুরুচে। বিরোচমানে চ তস্মিন্নকস্মাদভ্রমভি শুভ্রাভ্রমিব কিমপি বিভ্রাজতে স্ম ॥ ন চাত্র বিভ্রাজিতামাত্রং কিং তর্হি ঘনাঘনগাত্রতামপি জগাম। ন কেবলং তন্মাত্রতামপিতু মন্দগর্জ্জিতামপ্যর্জ্জিতং চকার। তদেতন্নির্ব্বর্ণ্য সর্ব্বৈর্ব্বর্ণ্যতে স্ম—নেদমভ্রমাভ্রতি যস্মাদূর্দ্ধত এবাস্যাগমনমবগম্যতে ন তু তিরশ্চীনাদাকাশাদিতি। তদেবং বিচারণয়া সৎসু সভাসৎসু তস্মাদ্ধ্বনিরপি কর্ণাধ্বনি বর্ণাঙ্গতামবাপ ॥ ৭ ॥

ততো ব্রজরাজো যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—বিশেষ ইতি, শেষঃ কথাশেষঃ বিশেষঃ সামান্যাদতিরিক্তশ্চেৎ কথ্যতাম্ ॥ ৬ ॥

তত্র দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—একদেতিগদ্যেন। সদা শুভধর্ম্মো যস্যাং সুধর্ম্মায়াং সভায়াং শর্ম্মাণি সুখানি রচয়ন্ শুশুভে। অকস্মাৎ হঠাৎ অভ্রং মেঘমভি লক্ষীকৃত্য শুক্লমেঘ ইব কিমপি বিভ্রাজতে স্ম ররাজ। বিভ্রাজিতামাত্রং প্রকাশিতামাত্রং ঘনাঘনগাত্রতাং বর্ষুকমেঘ ইব গাত্রং যস্য তস্যাবতাং। মন্দগর্জ্জিতামপি অর্জ্জিতং সঞ্চিতং চকার। নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা বর্ণ্যতে স্ম বর্ণিতং। অভ্রং মেঘো ন আভ্রতি আগচ্ছতি য স্তস্যাভ্রস্য তিরশ্চীনাৎ আকাশাৎ। সভাসৎসু বিদ্যমানেষু তস্মাৎ ঘনাঘনগাত্রাৎ ধ্বনিঃ শব্দোঽপি কর্ণাধ্বনি কর্ণমার্গে বর্ণাঙ্গতাং বর্ণশরীরতাং প্রাপ ॥ ৭ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, কথার অবশিষ্ট যদি সামান্য হইতে অতিরিক্ত বা বিশেষ হয়, তবে তাহা বর্ণন কর ॥ ৬ ॥

দূতদ্বয় কহিল, একদা দ্বারকায় সর্ব্বকালীন শুভধর্ম্মবিশিষ্টা সুধর্ম্মা নামক সভাতে ত্রৈলোক্যের পালনকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসাদিদ্বারা সকলের সুখ উৎপাদন করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইলে অকস্মাৎ মেঘের কাছে শুক্ল মেঘের মত কোন এক বস্তু বিরাজ করিয়াছিল। কেবল এই বিষয়ে প্রকাশ মাত্র হয় নাই, কিন্তু বর্ষণশীল মেঘের শরীরের মত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেবল মাত্র যে ইহাই ঘটিয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু

যথা ;—

অস্মদ্রক্ষাকৃতে যঃ পুরুজনুরুররীকৃত্য বিভ্রাজমানঃ
সর্ব্বাংস্তান্ পূর্ব্বদেবানলমুপশময়ন্ ক্রীড়তি স্বৈরলীলঃ।
সোঽয়ং সূক্ষ্মাবধানং বিরচয়তি যদি স্বৈস্তদা লোকপালৈঃ
সার্দ্ধং জিষ্ণুঃ সহার্দ্দং যদু-সদসি বিশন্ পশ্যতাৎ পাদপদ্মম্ ॥৮॥

তদেতদাকর্ণ্য সর্ব্বৈর্ব্বর্ণ্যতে স্ম ॥ ৯॥

তস্যাগমনং বর্ণয়তি—অস্মদিতি। অস্মাকং রক্ষাকৃতে রক্ষণায় যঃ পুরুজনুঃ দেবলোকে জন্ম উররীকৃত্য স্বীকৃত্য রাজমানঃ পূর্ব্বদেবান্ অসুরান্ অলমতিশয়েন উপশময়ন্ বিনাশয়ন্ স্বৈরলীলঃ ক্রীড়তি। সোঽয়ং যদি সূক্ষ্মাবধানং ইন্দ্রাগমনমর্ম্ম বিরচয়তি তদা স্বৈর্লোকপালৈঃ সার্দ্ধং সহ জিষ্ণুরিন্দ্রঃ সহার্দ্দং সপ্রেম যদুসভায়াং বিশন্ প্রবিষ্টঃ পাদপদ্মং পশ্যতাৎ পশ্যতু ॥ ৮ ॥

তদেতদিতিগদ্যং সুগমম্ ॥ ৯ ॥

মন্দ গর্জ্জনও সঞ্চয় করিয়াছিল। ইহা দর্শন করিয়া সকলেই বর্ণন করিতে লাগিল। ইহা মেঘ আগমন করিতেছে না, যে হেতু ঊর্দ্ধ হইতেই মেঘের আগমন অবগত হওয়া যায়; কিন্তু বক্র আকাশ হইতে আগমন হইতে পারে না। এইরূপে সভাসদ্‌গণ বিচার করিয়া অবস্থিত থাকিলে, সেই বর্ষণশীল মেঘ-শরীর হইতে শব্দও কর্ণ-পথে অক্ষর দেহ অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

যিনি আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত দেবলোকে জন্ম স্বীকার করিয়া শোভা পাইতে পাইতে অসুরদিগকে সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে লীলাগ্রহণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তিনি যদি ইন্দ্রের আগমন কার্য্যও সংঘটন করেন, তাহা হইলে ইন্দ্র স্বকীয় লোকপালগণের সহিত যদুসভায় প্রেমে প্রবিষ্ট হইয়া পাদপদ্ম দর্শন করুন ॥ ৮ ॥

ইহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বর্ণন করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

ঐরাবতোঽয়ং ননু শুভ্রমেঘঃ শর্ম্মাশ্রুধারা ন তু বৃষ্টিবারি।
শব্দঃস্তুতীনাং ন তু মন্দ্রগর্জ্জঃ শক্রস্তদত্রাঞ্চতি চক্রপাণিম্ ॥ ১০ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ? ॥

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ ভবৎকুলরত্নাজ্ঞয়া পরিষদং পরিচরদ্ভির্যত্নাদাহূয়মানঃ পুরুহূতস্তু ভূয়সাদরেণ সুরবিস্তরেণ (ক) সম্ভূয়মানঃ সুধর্ম্মামাগচ্ছন্ দণ্ডবন্নমনমেবাগমনসাধনং চকার। আগতাশ্চ তে যথাবদাদৃত্য কৃত্যজিজ্ঞাসয়া তস্যাং নিবেশয়া-

তেষাং বর্ণনং বর্ণয়তি--কথয়তি ঐরাবতোঽয়মিতি। শর্ম্মাশ্রুধারা সুখনেত্রজলধারা। স্তুতীনাং শব্দঃ স্তোত্রোদীরণরাবঃ মন্দ্রগর্জ্জঃ মেঘস্য গম্ভীরগর্জ্জনং ন। তত্তস্মাৎ শক্র ইন্দ্রোঽত্র সভায়াং চক্রপাণিং কৃষ্ণমঞ্চতি গচ্ছতি ॥ ১০ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। কৃষ্ণাজ্ঞয়া পরিষদং সভাং পরিচরদ্ভি স্তাদৃশভৃত্যৈরাহূয়মান আমন্ত্রিতঃ পুরুহূত ইন্দ্রো মহাদরেণ সুরবিস্তরেণ দেবসমূহেন সম্ভূয়মানো মিলিতঃ সন্ সুধর্ম্মাং সভামাগচ্ছন্ সন্ আগমনসাধন-

ইহা ঐরাবত হস্তী, কিন্তু শুভ্রবর্ণ মেঘ নহে। ইহা আনন্দাশ্রু ধারা, কিন্তু বৃষ্টির জল নহে। ইহা স্তুতি সমূহের শব্দ, কিন্তু মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন নহে। অতএব সুররাজ ইন্দ্র সেই সভাতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আগমন করিতেছেন ॥ ১০ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর আপনার কুলরত্ন শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি ক্রমে সভার পরিচর্য্যাকারক ভৃত্যগণ ইন্দ্রকে যত্ন পূর্ব্বক আহ্বান করেন। ইন্দ্রও মহা সমাদরে বহুতর দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া সুধর্ম্মা-সভায় আগমন করেন। পরে তিনি দণ্ডবৎ (অষ্টাঙ্গে) প্রণাম কার্য্যকেই আগমনের উপঢৌকন স্বরূপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আগমন করিলে যথাবিধি আদর করিয়া 'কি নিমিত্ত আপনারা আগমন করিয়াছেন'

(ক) সুরবিসরেণে। ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপাঠঃ।

মাসিরে। কৃতনিবেশাশ্চ তে ত্রিদিবেশা নম্রগ্রীবতয়াতীব ভক্ত্যাবেশাদাশক্ত্যা ক্ষণকতিপয়ং তুষ্ণীকামেব পুষ্ণন্তি স্ম॥ তদেতস্মিন্নবসরে মুনি-ততির্ম্মনসীদং মন্যতে স্ম॥ ১১ ॥

সুধর্ম্মায়ামস্যাময়মপি বিড়োজাঃ পতিরভু-
দহো সম্প্রত্যেষ স্বয়মসুরবৈরী বিভবতি।
যথা মুক্তাবল্যাং তরলপদবীং কাচসকলঃ
পুরা যাতঃ সম্প্রত্যসিতমণিসম্রাড়্ বিজয়তে॥ ১২ ॥

অথ শ্রীবৃষ্ণীন্দ্রমহাশয়ঃ সবিনয়মাললাপ (ক)॥ ১৩ ॥

মুপঢৌকনং চকার। তে ইন্দ্রাদয়ঃ কৃত্যজিজ্ঞাসয়া কিমর্থমাগতা যূয়মিতি জিজ্ঞাসয়া তস্যাং সুধর্ম্মায়াং নিবেশিতবন্তঃ। নম্রগ্রীবতয়া নম্রা অনূর্দ্ধা গ্রীবা যেষাং তদ্ভাবতয়া তুষ্ণীকতাং মৌনতামেব মৌনাঃ স্থিতা ইত্যর্থঃ। মুনিততি র্মুনিসমূহঃ॥ ১১ ॥

তেষাং মননং বর্ণয়তি—সুধর্ম্মায়ামিতি। অস্যাং সুধর্ম্মায়াং অয়মপি বিড়োজা ইন্দ্রঃ পতিরভূৎ, অহো বিস্ময়ে, সম্প্রতি এষ স্বয়মসুরবৈরী বিভবতি প্রভুর্ভবতি। যথা মুক্তাবল্যাং মুক্তামালায়াং কাচসকলঃ কাচখণ্ড স্তরলপদবীঃ তরলো হারমধ্যগো মণি স্তস্য পদবীং পদ্ধতিং যাতঃ সম্প্রতি অসিতমণিরিন্দ্রনীলমণিরেব সম্রাট্ মহারাজো বিজয়তে॥ ১২ ॥

দেবানাং গমনান্তরং শ্রীকৃষ্ণো যদাচরিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেতি গদ্যেন। শ্রীবৃষ্ণীন্দ্রমহাশয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ররাট কথয়ামাস॥ ১৩ ॥

এইরূপ কার্য্যের জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক তাঁহারা সেই সভায় প্রবেশ করিলেন। দেবগণ উপবেশন করিয়া নতগ্রীব হইয়া অত্যন্ত ভক্তির আবেশে আসক্তচিত্তে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। এইরূপ অবসরে মুনিগণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ১১ ॥

যেরূপ মুক্তা মালাতে কাচখণ্ড হারমধ্যস্থিত মণির পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বে শোভা পাইয়াছিল এবং সম্প্রতি ইন্দ্র নীলমণিই সম্রাট বা মহারাজ হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সুধর্ম্মা নামক সভাতে এই ইন্দ্রও পতি হইয়াছেন। আহা! কি আশ্চর্য্যের বিষয় সম্প্রতি এই অসুরবৈরী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রভু হইতেছেন॥ ১২ ॥

অনন্তর যদুবংশীয় সদামনা শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন॥ ১৩ ॥

(ক) আললাপ ইত্যত্র ররাটেতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ।

ত্রিলোকীপালকা যূয়ং মর্ত্ত্যলোকং যদাগতাঃ।
তন্মন্মহে পালনার্থং শতমন্যো! বয়ং নরাঃ॥ ১৪॥
অথেদমাকর্ণ্য সবৈবর্ণ্যং স বর্ণয়তি স্ম।—
সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ত্তা স্যাৎ পরমাত্মা স কেবলঃ।
স্বাঙ্গাদিকর্ত্তৃতাদ্যর্থা-সমর্থস্তৎপরস্তু কঃ॥ ১৫॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—কামমাজ্ঞাপ্যতাম্॥

তস্য রটনপ্রকারং বর্ণয়তি—ত্রিলোকেতি। শতমন্যো! হে দেবরাজ! তৎ মর্ত্ত্যলোকানাং পালনার্থং, নমু তদা কথং ভবন্নিকটে আগতা স্তত্রাহ বয়ং নরা অতোঽস্মাকমপি পালনার্থং মন্মহে॥ ১৪॥

তাদৃশং ভগবদ্বাক্যং শ্রুত্বা সবৈবর্ণ্যমিন্দ্রো যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—সর্ব্বেষামিতি। যঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ত্তা স্যাৎ স পরমাত্মা কেবলঃ স্বতন্ত্রঃ স্বাঙ্গাদিকর্ত্তৃতাদ্যর্থাসমর্থঃ, স্বস্যাঙ্গাদৌ যঃ কর্ত্তৃতাদ্যর্থ স্তস্মিন্ অসমর্থঃ কো জনস্তু তৎপর স্তস্মাৎ শ্রেষ্ঠোঽস্তি, যদ্বা ভিন্নোঽস্তি তস্যাংশত্বাৎ॥ ১৫॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণবাক্যানন্তরমিন্দ্রোক্তিং বর্ণয়তি—তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ জনে লজ্জা কার্য্যা সা লজ্জা যমন্তরা যস্য নিকটে দ্রুতং শীঘ্রং শান্তিমুপশমমৃচ্ছতি গচ্ছতি তস্মিন্ জনে লজ্জা ন কার্য্যা সা লজ্জা যমন্তরা যস্য নিকটে দ্রুতং শীঘ্রং কান্তিং শোভাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি অতো ভগবতি লজ্জা ন কার্য্যেতি ভাবঃ॥

হে দেবরাজ! আপনারা ত্রৈলোক্যের পালনকর্ত্তা হইয়াও যখন মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছেন, তখন আপনারা যে মর্ত্ত্যলোকের পালনের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, তাহাই আমরা বিবেচনা করিতেছি। যে হেতু আমরাও মানব॥ ১৪॥

অনন্তর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ মলিনতার সহিত এইরূপ বর্ণন করিতে লাগিলেন। যিনি সকলের সকল কর্ত্তা, সেই পরমাত্মাই কেবল স্বতন্ত্র। আপনার অঙ্গাদি বিষয়ে যেন কর্ত্তৃত্বপ্রভৃতি বিষয় আছে, তদ্বিষয়ে অসমর্থ কোন্ ব্যক্তি, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আছে॥ ১৫॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যথেষ্টরূপে আজ্ঞা করুন॥

ইন্দ্র উবাচ;—

তস্মিল্লজ্জা কার্য্যা, দ্রুতমৃচ্ছতি সা যমন্তরা শান্তিম্।
নাস্মিল্লজ্জা কার্য্যা, দ্রুতমৃচ্ছতি সা যমন্তরা কান্তিম্॥

তস্মাদেবেদং নিবেদয়ামি॥

যঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষ(ষি)পত্তনেঽস্তি মলিনীভূতক্ষমাগর্ভজঃ
কিম্বান্যন্নরকাখ্যয়ৈব নিখিলা যস্মিন্ গুণা ব্যঞ্জিতাঃ।
সচ্ছত্রং বরুণস্য রত্নগিরিমপ্যস্মাকমাকৃষ্য য-
চ্চক্রে চক্রগদাধরান্যদপি কিং ব্রূমস্ত্রপা তেঽপি হি॥১৬—১৭॥

তস্মাৎ ভগবতি লজ্জানৌচিত্যাৎ তন্নিবেদনং বর্ণয়তি—য ইতি। প্রাগ্‌জ্যোতিষিপত্তনে প্রাগ্‌জ্যোতিষিপুরে পাপিনাং সংসর্গাৎ মলিনীভূতা যা ক্ষমা ভূমি স্তস্যা গর্ভজোঽস্তি নরকাখ্যায়া নরকস্য যা আখ্যা নাম তয়ৈব নিখিলা গুণা যস্মিন্ নরকে ব্যঞ্জিতাঃ, গুণা অত্র ক্লেশকারিত্বাদয়ঃ। স নরকো বরুণস্য ছত্রং অস্মাকমপি রত্নগিরিঞ্চ আকৃষ্য যল্লঘুত্বং চক্রে হে চক্রগদাধর! অন্যদপি মাতুঃ কুণ্ডলহরণাদিকং কিং ব্রূমঃ, তে তব সম্বন্ধে ত্রপা লজ্জা ভবতি॥১৬—১৭॥

ইন্দ্র কহিলেন, সেই লোকের নিকটেই লজ্জা করিতে হইবে কারণ, ঐ লজ্জা তাঁহার নিকটে শীঘ্রই উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং তাহার কাছে লজ্জা করা কর্ত্তব্য নহে, যাহার কাছে ঐ লজ্জা সত্বরই শোভা পাইয়া থাকে। এই কারণেই আমি এইরূপ নিবেদন করিতেছি।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশে (আসাম দেশে) একজন লোক বাস করিয়া থাকে। পাপিগণের সংসর্গে একান্ত মলিন ভূমিতে ইহার জন্ম হয়। তাহার নাম নরক। সকল গুণাক্লেশাদি সেই নরকে প্রকাশিত হইয়াছে। হে গদাচক্রধর! সেই নরক বরুণের ছত্র এবং আমাদিগেরও রত্নগিরি আকর্ষণ করিয়া লাঘব করিয়াছে। জননীর কুণ্ডল হরণাদি অন্য বিষয়ের কথা আমরা কি বলিব। তাহাতে আপনারও লজ্জা হইতেছে॥ ১৬—১৭॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—তেন যন্তাদৃশং ভৃশং কর্ম্ম নির্ম্মিতং তজ্জগদিবাধিজগদ্বর্ত্ততে। ত্রপা চ তদৈব স্যাদ্‌যদি নৈব তৎপ্রতিকর্ত্তুং শক্নুমঃ। যদি চ ভবতামভ্যুপগমঃ স্যাত্তদাকাশেঽপি গন্ধগুণতাং কর্ত্তুং ক্ষোণ্যামপি তদ্‌গুণতামপাকর্ত্তুং পারয়ামঃ। তস্মান্মাতুস্তদমৃতস্রাবি কুণ্ডলং তস্য মৃতস্রাবি রচয়িষ্যামঃ ॥১৮॥

ইন্দ্র উবাচ ;—

মাতুর্যৎ কুণ্ডলং তেন হৃতং তেন হৃতং শ্রবঃ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ বয়ং চ বধিরীকৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

তদেতন্নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যদাহ ; তদ্বর্ণয়তি—তেনেত্যাদি গদ্যেন। তেন নরকেণ ভৃশমতিশয়ং কর্ম্ম নির্ম্মিতং কৃতং তজ্জগদিব বায়ুরিব অধিজগৎ জগৎ বিশ্বমধিকৃত্য বর্ত্ততে, ত্রপা লজ্জা, অভ্যুপগমঃ স্বীকারঃ, শব্দগুণবত্বে আকাশেঽপি গন্ধগুণতাং তদগুণতাং গন্ধগুণতাং অপাকর্ত্তুং খণ্ডয়িতুং পারয়ামঃ সমর্থাঃ। তস্মাদেবম্ভূতশক্ত্যাশ্রয়াৎ মাতুরদিতেঃ অমৃতস্রাবি অমৃতক্ষরণশীলং কুণ্ডলং তস্য নরকস্য মৃতং মৃত্যুং স্রাবয়িতুং শীলমস্য তৎ রচয়িষ্যামঃ ॥ ১৮ ॥

তৎ শ্রুত্বা ইন্দ্রো যৎ স্বদুঃখমকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—মাতুরিতি। তেন নরকেণ তেন শ্রবঃ কর্ণো হৃতং। যস্য মাতৃকুণ্ডলহরণস্য শ্রবণমাত্রেণ বধিরীকৃতা অতঃ শ্রবো হৃতমিতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সেই নরক যে এইরূপ অতিশয় কার্য্য করিয়াছে, তাহা বায়ুর মত ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে। আর লজ্জা তখনই হইতে পারে, যদি আমরা তাহার প্রতিকার করিতে না পারি। যদ্যপি আপনারা স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমরা শব্দগুণ আকাশেও গন্ধগুণ করিতে পারি, এবং গন্ধগুণ পৃথিবীতেও তাহার গন্ধগুণ খণ্ডন করিতে সমর্থ। অতএব যখন এইরূপ শক্তি আছে, তখন জননী অদিতির অমৃতস্রাবী কুণ্ডলই যাহাতে তাহার মৃত্যু উৎপাদন করে, আমরা তাহাই করিব ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, সেই নরক যখন জননীর কুণ্ডল অপহরণ করিয়াছে, তাহাতে সে কর্ণও হরণ করিয়াছে। জননীর যে কুণ্ডলহরণের বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র আমরাও বধির হইয়াছি। সুতরাং সে আমাদের কর্ণও হরণ করিয়াছে ॥১৯॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—নানেন তদপহারঃ কৃতঃ কিন্তু স্বপ্রাণাপহার এবেতি স্বৈরং বৈরং জিতমিতি মত্বা ত্রিপিষ্টপায় প্রতিষ্ঠন্তাং তত্রভবন্ত ইতি ॥ ২০ ॥

অথ তে তৎপদপদ্মপদপর্য্যন্তভূমিং স্পৃষ্ট্বা শিরঃ স্পৃশন্তঃ প্রসাদস্পৃশং তদ্দৃশং দৃষ্ট্বা ভৃশং সুখমামৃশন্তশ্চেদং নিবেদয়ামাসুঃ ॥ ২১ ॥

সোঽয়মস্মদ্‌ভ্রাতাপন্নত্রাতা পন্নগাশনঃ স্বয়মত্র ভবদ্‌গমনাসনং ভবিতা ॥ ২২ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—নানেনেতিগদ্যেন। অনেন নরকেন তদপহারঃ কুণ্ডলাপহরণং ন কৃতঃ কিন্তু নিজপ্রাণানামপহারএব। ইতিহেতোঃ স্বৈরং স্বাতন্ত্র্যং যথাস্যাত্তথা বৈরং শত্রুবৃন্দং জিতমিতি মত্বা ত্রিপিষ্টপায় স্বর্গায় তত্রভবন্তঃ পূজ্যাঃ প্রতিষ্ঠন্তাং প্রস্থানং কুর্ব্বন্তাম্ ॥ ২০ ॥

ভগবতা অনুজ্ঞাপিতা স্তে যদাচরন্ তদ্বর্ণয়তি—অথ তে ইতি গদ্যেন। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপদ্মস্য পদং চিহ্নং তস্য পর্য্যন্তভূমিং পরিসরস্থানং স্পৃষ্ট্বা শিরঃ স্পৃশন্তঃ মস্তকং স্পৃশন্তঃ। প্রসাদস্পৃশং প্রসাদোঽনুগ্রহ স্তং স্পৃশতি যত্তস্য কৃষ্ণস্য দৃশং কৃপাদৃষ্টিং দৃষ্ট্বা ভৃশমতিশয়ং সুখমামৃশন্তোঽনুভবন্ত ইদং বক্তব্যং নিবেদিতবন্তঃ ॥ ২১ ॥

আপন্নানামাপদ্‌গ্রস্তানাং ত্রাতা রক্ষিতা গরুড়ঃ, স্বয়মত্র নরকবিজয়ে ভবদাসনং ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সেই নরক কেবল কুণ্ডলাপহরণ করে নাই, কিন্তু আপনার প্রাণও অপহরণ করিয়াছে। এই কারণে স্বতন্ত্রভাবে শত্রু সমূহ পরাজিত হইয়াছে বোধ করিয়া পূজ্যপাদ আপনারা স্বর্গে গমন করুন ॥ ২০ ॥

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-চিহ্নের পরিসর ভূমি স্পর্শ করিয়া ও মস্তক স্পর্শ করিয়া, অনুগ্রহপূর্ণ তদীয় কৃপাদৃষ্টি দর্শনে নিতান্ত সুখ অনুভব করত এইরূপ কর্ত্তব্য বিষয় বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

এই আমাদিগের ভ্রাতা, বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের ত্রাণকর্ত্তা গরুড়, এই নরকবিজয়-কার্য্যে স্বয়ং আপনি যখন গমন করিবেন তখন আসন হইবে অর্থাৎ গরুড়ারূঢ় হইয়াই নরকবিজয়ে যাত্রা করিবেন ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—নারায়ণাসনং নরাণামস্মাকং কথমাসনায় কল্পতাম্ ॥

তে সস্মিতমূচুঃ—অস্মদাশংসয়া নারায়ণতাপি ভবত্যধুনা সুষ্ঠু প্রত্যক্ষতামাপ্স্যতি ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—কিন্তু সঙ্কোচায় রোচতে ॥

পুনস্ত ঊচুঃ—অস্মদর্থং ভবদ্ভিরনর্থনীয়মপি সমর্থনীয়ম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—যথাজ্ঞাপয়ন্তি যজ্ঞাধিপতয়ঃ ॥ ২৩ ॥

তদেবং সর্ব্বে পর্ব্বেহ লভমানা যথাগতং প্রণমন্তস্তৎ-প্রসন্নতাং স্মরন্তঃ প্রতস্থিরে ॥ ২৪ ॥

তন্নিশম্য শ্রীকৃষ্ণঃ সসঙ্কোচমিব যদবক্তদ্বর্ণয়তি—নারায়ণাসনমিতি গদ্যেন। কল্পতাং যুনক্তু। ততঃ সস্মিতং তেষামুক্তিং বর্ণয়তি—অস্মদাশংসয়াকাঙ্ক্ষয়া ভবতি ত্বয়ি নারায়ণতাপি সুষ্ঠু প্রত্যক্ষতাং দৃষ্টিগোচরতামাপ্স্যতি গমিষ্যতি। ততঃ শ্রীকৃষ্ণোক্তিং বর্ণয়তি—সঙ্কোচায় মনুষ্যনাট্যে তদনৌচিত্যাৎ। ততো দেবানাং প্রত্যুক্তিং বর্ণয়তি—অনর্থনীয়মনভিলষিতমপি সমর্থনীয়ং সাধনীয়ং। ততঃ শ্রীকৃষ্ণোক্তিং বর্ণয়তি—যজ্ঞাধিপতয়ো যজ্ঞফলদাতারঃ ॥ ২৩ ॥

ততো যদ্বৃত্তং বৃত্তং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতি গদ্যেন। ইহাবসরে পর্ব্ব উৎসবং লভমানাঃ প্রণমন্তস্তস্য কৃষ্ণস্য প্রসন্নতাং স্মরন্তো যথাগতং তথা প্রতস্থিরে প্রস্থিতা বভূবুঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমরা মানব। অতএব নারায়ণের আসন কি প্রকারে মানবগণের আসনরূপে কল্পিত হইবে। দেবগণ মন্দহাস্যে কহিলেন, আমাদের ইচ্ছায় নারায়ণভাবও এক্ষণে আপনাতে উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তাহা হইলেও কিন্তু মানবের অভিনয়ে নারায়ণভাবের সঙ্কোচ করা হয়। পুনর্ব্বার দেবগণ কহিলেন, আমাদের জন্য আপনার যাহা অভিলষিত নহে, তাহাও সম্পাদিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যজ্ঞ-ফলদাতা আপনাদের যেরূপ আজ্ঞা ॥ ২৩ ॥

অতএব এইরূপে সকলেই ঐ সময়ে উৎসব প্রাপ্ত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা স্মরণ করত, যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়াই প্রস্থান করিলেন ॥ ২৪ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ যৎপূর্ব্বং সত্যভামাং প্রতি পারিজাত-তরুং দাতুং জাতু প্রতিজ্ঞাতমাসীত্তস্যায়মবসর ইতি সতীনামপ্যন্যাসাং প্রেমবতীনাং তস্যা এব তদ্দানস্য লক্ষ্যায় সর্ব্বশস্ত্রনিবারণতাভাসিবরাসিসম্বৃতয়া তয়া সহ সহসা হরির্ব্বিহঙ্গমরাজবাহিতেন বিহায়সা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং জগাম। কিন্তু ভার্য্যাযুতগমনং বৈরিণং প্রতি স্বৈরিতানুসার্য্যাত্মকেলিং গময়তি স্ম। তত্রান্যদপ্যাশ্চর্য্যং পর্য্যবলোকিতমাসীৎ ॥ ২৫ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতয়োঃ প্রত্যুক্তিং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। জাতু কদাচিৎ কৃষ্ণস্য প্রতিজ্ঞাতং প্রতিজ্ঞা অবসরঃ সময়ঃ তস্যা এব তস্যৈএব তদ্দানস্য পারিজাততরুদানস্য লক্ষ্যায় ছলায় সর্ব্বশস্ত্রাণাং নিবারণং যেন তস্য ভাবঃ সর্ব্বশস্ত্রনিবারণতা তাং ভাসিতুং প্রকাশয়িতুং শীলমস্য এবম্ভূতো যো বরঃ দেবতাব্রাহ্মণানাং প্রসাদঃ স এবাসিঃ খড়্গ স্তেন সংবৃতয়া তয়া সত্যভাময়া সহ সহসা মন্ত্রণাং সহায়কঞ্চ বিনা বিহঙ্গমরাজবাহিতেন বিহায়সা আকাশমার্গেণ বিহঙ্গরাজো গরুড় স্তেন বাহিতেন প্রাপিতেন তজ্জগাম। বৈরিণং নরকং প্রতি স্বৈরিতানুসার্য্যাত্মকেলিং স্বৈরিতা স্বাতন্ত্র্যং তামনুসর্ত্তুং শীলমস্যা এবম্ভূতা যা আত্মকেলিঃ ক্রীড়া তাং গময়তি স্ম বোধয়ামাস। তত্র গমনে সর্ব্বথা দৃষ্টমাসীৎ ॥ ২৫ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর পূর্ব্বে যে সত্যভামার প্রতি পারিজাত বৃক্ষদান করিবার জন্য কোন এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহারই এই অবসর। অন্যান্য যে সকল প্রেমানুরক্ত সতী রমণী আছে, তাহাদের মধ্যে সত্যভামাকেই পারিজাত বৃক্ষ দান করিতে হইবে। এইরূপ ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্র-নিবারণকারী অথচ উজ্জ্বল, খড়্গ-শ্রেষ্ঠ নন্দকদ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই সত্যভামার সহিত সহসা বিহঙ্গরাজ গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া আকাশ পথ দিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরে গমন করিলেন। কিন্তু ভার্য্যার সহিত গমনকার্য্য, (শ্রীকৃষ্ণ যে স্বাধীনতার অনুসরণ করিয়া আত্ম ক্রীড়া করিয়া থাকেন) ইহাই কেবল বিপক্ষ নরকের প্রতি বোধ করাইয়া দিয়াছিলেন। ঐরূপ গমন কার্য্যে আরও একটি অপর আশ্চর্য্য দৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—তদপি কথ্যতাম্ ॥

দূতাবূচতুঃ—যদা তমারুহ্য চক্রাদিচতুষ্টয়ং তুষ্টতয়া সমূহ্য প্রস্থিতবাংস্তদা ভুজদ্বয়প্রতিবিম্ববদপরং তদ্দ্বয়মপ্যালোকিতমিতি ॥

ব্রজরাজ উবাচ—পূর্ব্বত এবেদং জ্ঞায়ত ইতি নাপূর্ব্বং যন্নারায়ণপ্রসাদস্তত্র তৎসাম্যমাসাদয়তি। গর্গস্য চ সোঽয়ং বাক্‌সর্গঃ ॥

"তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈ" রিতি ॥

দূতাবূচতুঃ—সত্যং সত্যং সত্যভামাপি তদনুজং ভুজযুগলং দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ সম্বস্ত্রিতমুখতয়া কৃতরহা জহাস ॥

অথ ব্রজরাজস্য দূতয়োশ্চ উক্তিপ্রত্যুক্তী। যদা তং গরুড়মারুহ্য চক্রাদিচতুষ্টয়ং চক্রগদাশঙ্খপদ্মরূপং সমূহ্য যথাবদুপবিশ্য প্রস্থিতৌ তদান্যৈ র্জনৈ র্ভুজদ্বয়প্রতিবিম্ববৎ ছায়াবৎ অপরং তদ্দ্বয়ং ভুজযুগলমালোকিতং দৃষ্টং। ব্রজরাজ উবাচ—পূর্ব্বতঃ নামকরণকালতঃ নাপূর্ব্বং নাশ্চর্য্যং যদ্‌যস্মাৎ নারায়ণপ্রসাদ স্তত্র কৃষ্ণে তৎ নারায়ণসাম্যং আসাদয়তি সংগচ্ছতে বাক্‌সর্গো

ব্রজরাজ কহিলেন, তাহাও বর্ণন কর। দূতদ্বয় কহিল, যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ে আরোহণ করিয়া, সন্তুষ্টভাবে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এই চতুষ্টয় যথাবিধি ধারণ করিয়া প্রস্থান করেন, তৎকালে ভুজদ্বয়ের প্রতিবিম্বের মত অন্য দুইটি বাহু যুগলও দৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রজরাজ কহিলেন, পূর্ব্বেই অর্থাৎ নামকরণের সময়েই ইহা, আমরা অবগত আছি। ইহা আশ্চর্য্য ঘটনা নহে। কারণ, নারায়ণের প্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণের উপরে নারায়ণের সাদৃশ্য ব্যক্ত করিতেছে। গর্গমুনিও এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, "হে নন্দ! অতএব তোমার এই পুত্র সকলগুণেই নারায়ণের সমান (ক)।" দূতদ্বয় কহিল, সত্য সত্য, সত্যভামাও তাহার পরে সমুৎপন্ন বাহুযুগল দেখিয়া এবং স্পর্শ করিয়া,

(ক) ভাগবত ১০ম।৮।১৯ শ্লোক।

ব্রজরাজ উবাচ—তদস্তু তস্মাদন্যমপ্যস্মান্ সন্তোষং জোষয়তম্ ॥

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ হিরণ্ময়গরুত্মদুপরি গারুত্মতহিরণ্য-প্রতিমূর্ত্তী ইব ভবৎপুত্রস্নুষামূর্ত্তী বিলোক্য খেচরা বিচারয়ন্তি স্ম ॥ ২৬ ॥

পক্ষিসগে কনকাদ্রৌ নভসা গচ্ছত্যমূ কলয়।
দম্পতিতুল্যৌ বিদ্যুল্লেখাবিদ্যুত্বতাং সারৌ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বে প্রোচুঃ হন্ত! সা বধূটী কৃষ্ণসবর্ণতয়া কর্ণপুটী-বিষয়ীক্রিয়তে। কথমন্যথা বর্ণ্যতে ॥

বাক্যোচ্চারণং। ততো দূতৌ উচতুঃ। হিরণ্ময়গরুত্মদুপরি হিরণ্ময়শ্চাসৌ গরুত্মান্ গরুড়শ্চেতি তস্যোপরি গারুত্মত ইন্দ্রনীলমণিঃ হিরণ্যং সুবর্ণং তাভ্যাং প্রতিমূর্ত্তী যয়োস্তে ইব ভবৎ-পুত্রস্নুষামূর্ত্তী স্নুষাপুত্রবধূঃ তে বিলোক্য খেচরা দেবা বিচারয়ন্তি স্ম বিচারিতবন্তঃ ॥ ২৬ ॥

তং বিচারং বর্ণয়তি—পক্ষীতি। পক্ষিসমে কনকাদ্রাবিতি অয়মতিশয়োক্ত্যলঙ্কারঃ। পক্ষিসমে পক্ষিসদৃশে কনকপর্ব্বতে নভসা আকাশেন গচ্ছতি সতি অমূ দম্পত্যৌ কলয় পশ্য দম্পতিতুল্যৌ কিম্ভূতৌ বিদ্যুল্লেখা বিদ্যুচ্ছ্রেণী বিদ্যুত্বতাং বিদ্যুদ্বিশিষ্টানাং মেঘানাং সারাবুৎকৃষ্টৌ ॥ ২৭ ॥

ততঃ সর্ব্বে যদপৃচ্ছন্ তদ্বর্ণয়তি—হন্তেতিগদ্যেন। বধূটী অল্পা বধূঃ কৃষ্ণেন সহ সমানো বর্ণো যস্যাঃ তদ্ভাবতয়া কর্ণপুটী কর্ণচ্ছিদ্রে তদ্বিষয়ীক্রিয়তে কথমন্যথা স্বর্ণবর্ণত্বেন কথ্যতে।

বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক কৌতুক করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ব্রজরাজ কহিলেন, সে কথা থাক্। তোমরা দুইজনে তাহা ভিন্ন অন্য বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া আমাদিগকে সুখী কর। দূতদ্বয় কহিল, সুবর্ণময় গরুড়ের উপরে ইন্দ্র-নীলমনি এবং সুবর্ণের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ আপনার পুত্র এবং আপনার পুত্রবধূকে দর্শন করিয়া আকাশসঞ্চারী দেবগণ বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

পক্ষীর তুল্য কনক পর্ব্বত যেন আকাশ পথে গমন করিতেছে। অতএব এই দম্পতিকে দর্শন কর। বিদ্যুতের শ্রেণী এবং বিদ্যুদ্বিশিষ্ট মেঘ সমূহের সারভাগ তুল্য এই দম্পতি বিরাজ করিতেছে ॥ ২৭ ॥

সকলে কহিল, আহা! সেই ক্ষুদ্র বধূকে আমরা শ্রীকৃষ্ণের বর্ণতুল্য বলিয়া

দূতাবূচতুঃ—তদপি সদবগতং, কিন্তু নাবগন্তুং শক্যতে তন্নারীপরিপাটী ॥ (ক)

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—তদেবং দেবৈরপি দুর্গমান্তরং দুর্গাপুরমেব স প্রাপ্নোতি স্ম ॥ ২৮ ॥

যৎখলু ;—

শৈলৈঃ শস্ত্রৈঃ স(শ)রোভিঃ সহজহুতবহৈর্বায়ুভির্দুর্গরূপৈ-
স্তদ্বৎপাশৈশ্চ মৌরৈঃ পরিবৃতমভিতঃ কামরূপং নিবাতৈঃ।
তদ্দূরান্নাগশক্রূপরি পরিবিহরন্ শ্রীহরিঃ প্রেক্ষ্য চিত্রং
গচ্ছন্ শ্রীসত্যভামামপি স তু কুতুকা চিত্রগাত্রাং চকার ॥২৯॥

ততো দূতয়োরুক্তিঃ। তদপি সদবগতং সুবর্ণবর্ণত্বেঽপি সৎ সত্যমবগতং বুদ্ধং, কিন্তু নাবগন্তুং শক্যতে শ্যামবর্ণঃ সত্যঃ স্বর্ণবর্ণো বেতি, তন্নারীপরিপাটী পরিপাটী দেহে বর্ণান্তরোৎপাদিকা শক্তিঃ। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদ্"ইতি শাস্ত্রাৎ। ততো ব্রজরাজ-প্রশ্নানন্তরং দূতয়োরুক্তিঃ। দুর্গমান্তরং দুর্গমমন্তর্মধ্যে যস্য তৎ দুর্গাপুরমিতি নামান্তরং স শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ২৮ ॥

তৎ প্রাপ্তিং বর্ণয়তি—শৈলৈরিতি। শৈলৈঃ পর্ব্বতৈঃ শস্ত্রৈঃ শূলাদিভিঃ শরৈঃ বাণৈঃ সহজহুতবহৈর্নোপাধিজাতৈ দুর্গরূপৈ র্বায়ুভিঃ তত্র বায়ো মূর্ত্তিমত্ত্বাদ্দুর্গরূপৈঃ মৌরৈঃ পাশৈঃ

কর্ণগোচর করিয়াছি। তবে কি প্রকারে স্বর্ণবর্ণরূপে বর্ণন করিতেছ। দূতদ্বয় কহিল, সুবর্ণবর্ণ হইলেও আপনারা ইহা সত্যই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি শ্যামবর্ণ সত্য, কি স্বর্ণবর্ণ সত্য, ইহা অবগত হওয়া কঠিন। কারণ শ্রীকৃষ্ণের নাট্যের যে কি পরিপাটী তাহা অবগত হওয়া যায় না। ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, অতএব এইরূপে দেবগণও যাহার মধ্যে গমন করিতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণ সেই দুর্গাপুরে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

ঐ দুর্গাপুর পর্ব্বত, অস্ত্র, সরোবর, স্বাভাবিক অগ্নি, দুর্গস্বরূপ মূর্ত্তিমান্ বায়ু,

(ক) তন্নাটীপরিপাটীতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপাঠঃ

অথ বিবিবেচ চ নন্বমা দেবা দুর্গাণীমানিদুর্ল্লঙ্ঘ্যানি বীক্ষ্য মাং গরুড়ারূঢ়তামঙ্গীকারয়াঞ্চক্রুঃ ॥ ৩০ ॥

তদিত্থমাক্রমণং তু ছলাদেব ন তু বলাৎ বলমেব তু শূরাণাং ব্যবহর্ত্তব্যমতস্তদেব মম কর্ত্তব্যমিতি ॥ ৩১ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ।

ঊর্দ্ধাৎ প্রবেষ্টুং যদপীদমীষ্টে
পত্রীশপত্রঃ কুতুকাত্তথাপি।
দুর্গাণি দুর্গানগরস্থ বিষ্বগ্-
বিক্রম্য ভেত্তুং স মনশ্চকার ॥ ৩২ ॥

মুরোদৈত্যবিশেষ স্তান্নির্ম্মিতৈ রজ্জুভিঃ, তৈঃ কিন্তূতৈঃ অভিতঃ কামরূপং নিবাতৈঃ অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেন স্বেচ্ছারূপস্য আশ্রয়ৈঃ তেষাং দূরান্নাগশত্রো গরুড়স্য উপরি পরিবিহরন্ দীব্যন্ শ্রীহরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ চিত্রং বিস্ময়ং গচ্ছন্ সতু কুতুকী সত্যভামামপি চিত্রগাত্রাং পুলকাদি-যুক্তাং চক্রে ॥ ২৯ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণকৃত্যং বর্ণয়তি—অথেতি গদ্যেন। বিবিবেচ বিবেচনং কৃতবান্, গরুড়ারূঢ়তাং গরুড়ে আরূঢ় আরোহো যস্য তস্তাবতাং শ্রীকৃষ্ণং অঙ্গীকারয়াঞ্চক্রুঃ স্বীকারয়ামাসুঃ ॥ ৩০ ॥

তদিত্থং গরুড়ারূঢ়ত্বেন তদেব বলাৎ ব্যবহারঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ৩১ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ ঊচতুঃ। পত্রীশো গরুড়ঃ স পত্রং যানং যস্য স শ্রীকৃষ্ণ উর্দ্ধাদূর্দ্ধ-

---

এবং স্বেচ্ছাক্রমে সর্ব্বতোভাবে বিবিধরূপের আশ্রয়স্বরূপ মুরনামক দৈত্যদ্বারা নির্ম্মিত পাশাস্ত্র সমূহদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ইহাদের দূর হইতে সর্পশত্রু গরুড়ের উপরে শোভা পাইয়া এবং এই সকল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যভামাকেও রোমাঞ্চিতকলেবর করিয়া-ছিলেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন, অহো! এই সকল দেবগণ এই সকল দুর্গ অলঙ্ঘনীয় দর্শন করিয়া আমাকে গরুড়ের উপরে আরোহণ করিতে অঙ্গীকৃত করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

অতএব এইরূপে ছল করিয়াই গরুড়ের উপর আরোহণ পূর্ব্বক আক্রমণ করা হইয়াছিল, কিন্তু বলপূর্ব্বক হয় নাই। কারণ, বল প্রকাশ করাই বীরগণের উপযুক্ত। অতএব আমিও সেই বল প্রয়োগ করিব ॥ ৩১ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর যদ্যপি

ব্রজরাজ উবাচ—হন্ত! কথং কথম্?

দূতাবূচতুঃ—প্রথমং তাবদ্ভূতানাং সংহারক্রমমারব্ধবান্। তত্র গদয়াদ্রীন্ বাণেন চ শস্ত্রাণি বিদ্রাব্য পৃথিব্যংশং জলদুর্গে প্রবেশয়ামাস। ততশ্চ চক্রেণ জলমগ্নাবগ্নিং বায়ৌ বায়ুমাকাশে বিলাপয়ামাস ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বে ব্রজস্থাঃ সাশ্চর্য্যমূচুঃ—ততস্ততঃ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ যে পৃথিব্যংশাঃ ক্ষুরপ্রান্ততাহিংস্র-

মধিকৃত্য প্রবেষ্টুং যদপি যদ্যপি ঈষ্টে সমর্থ স্তথাপি কুতুকাৎ দুর্গানগরস্য দুর্গাণি বিক্রম্য বিষক্ ভেত্তুং বিদারয়িতুং মনশ্চকার ॥ ৩২ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতুস্তদ্বর্ণয়তি—প্রথমামিত্যাদিগদ্যেন। ভূতানাং পৃথিব্যাদিবায়ব্যন্তানাং সংহারক্রমং লয়ক্রমং অদ্রীন্ পর্ব্বতান্ শস্ত্রাণীতি শস্ত্রাণাং পৃথিবীবিকারত্বাৎ বিদ্রাব্য দ্রবীকৃত্য জলদুর্গে পুরাবরকজলে তজ্জলমগ্নৌ তমগ্নিং বায়ৌ তং বায়ুমাকাশে বিলাপয়ামাস নিবেশিতবান্ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ সর্ব্বেষাং ব্রজস্থানাং প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতি গদ্যেন। ক্ষুরইব তীক্ষ্ণং প্রান্তং যস্য তস্য ভাবঃ ক্ষুরপ্রান্ততা তয়া হিংস্রো হিংসাশীলঃ ষট্সহস্রপাশো

গরুড়বাহন শ্রীকৃষ্ণ উর্দ্ধ প্রদেশ অধিকার করিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেন, তথাপি কৌতুক করিয়া দুর্গাপুরের দুর্গ সকল চারিদিকে বিক্রম পূর্ব্বক বিদীর্ণ করিতে মনন করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, হায়! কিরূপে? কিরূপে? দূতদ্বয় কহিল প্রথমে তিনি পঞ্চভূতের সংহারক্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিনি গদাদ্বারা পর্ব্বত সকল এবং বাণ দ্বারা অস্ত্র সকল দ্রবীভূত করিয়া পৃথিবীর অংশপুরের আবরণকারী জলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর চক্রদ্বারা সেই জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, এবং বায়ু আকাশে বিলীন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

ব্রজবাসী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর যে সকল পৃথিবীর অংশ, ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণধার অথচ হিংসাশীল ষট্ সহস্র পাশাস্ত্রদ্বারা পৃথক্ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদিগকেও

ষট্‌সহস্রপাশতয়া পৃথক্স্থিতাংস্তানপ্যসিনৈব তূলবদ্বিতুস্তয়ামাস ॥ তদনন্তরং তদনন্তরমভি চ ॥ ৩৪ ॥

ন কেবলান্যস্য দরধ্বনিস্তদা
যন্ত্রাণি তস্মিন্ বিতথানি নির্ম্মমে।
মনস্বিনাং মঙ্ক্ষু মনাংসি চাসকৃ-
দ্দরোঽপ্যসৌ যদ্দরহেতুতাং গতঃ ॥ ৩৫ ॥
যৎপ্রাকারং নির্ব্বিভেদাঘবৈরী
কৌমোদক্যা তৎপরং চাচচার।
যেনোৎসৃষ্টান্যশ্মলোষ্টানি তেষাং
পৃষ্ঠাদ্যঙ্গং ভ্রষ্টনষ্টং বিতেনুঃ ॥ ৩৬ ॥

যেষাং তস্তাবতয়া বিতুস্তয়ামাস বিগতং তুস্তং সূক্ষ্মাংশমপি যস্য তং করোতীত্যর্থে লিঙ্ তেতো লিঙাম্। তদনন্তরং তৎপরং তদনন্তরমব্যবহিতং অভি ইত্থম্ভূতকথনে ॥ ৩৪ ॥

তৎপ্রকাশয়তি—ন কেবলেতি। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দরধ্বনিঃ শঙ্খধ্বনিঃ তদা মঙ্ক্ষু শীঘ্রং কেবলানি যন্ত্রাণি বিতথানি অযথার্থানি নির্ম্মমে কিন্তু মনস্বিনাং যুদ্ধে প্রশস্তমনসাং মঙ্ক্ষু মনাংসি চ বিতথানি ব্যাপাররহিতানি নির্ম্মমে। যদ্‌যস্মাদ্দরোঽপি শঙ্খমপি দরস্য ভয়স্য হেতুতাং গতঃ ॥ ৩৫ ॥

তৎপরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—যৎপ্রাকারমিতি। অঘবৈরী শ্রীকৃষ্ণঃ কৌমোদক্যা স্বগদয়া নির্ব্বিভেদ তৎপরং যচ্চ আচচার যেন প্রাকারাদিনা উৎসৃষ্টানি নিঃক্ষিপ্তানি অশ্মলোষ্ট্রানি শিলাখণ্ডানি তেষাং বিপক্ষাণাং পৃষ্ঠাদ্যঙ্গং ভ্রষ্টনষ্টং ভ্রষ্টেন পতিতেন সহ নষ্টং বিতেনুঃ চক্রুঃ ॥ ৩৬ ॥

তিনি খড়্গ দ্বারাই তূলার মত সূক্ষ্মাংশবিরহিত করিয়াছিলেন। যাহার পর এইরূপেই অব্যবহিতভাবে সকল বিষয় ঘটিয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খধ্বনি কেবল যন্ত্রদিগকেই বৃথা করে নাই; কিন্তু সেই শঙ্খধ্বনি যুদ্ধে প্রশস্তচেতা ব্যক্তিদিগেরও অন্তঃকরণ সকল বারংবার ও সত্বর ব্যাপারশূন্য করিয়াছিল। যেহেতু সেই শঙ্খও ভয়ের কারণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৌমোদকী নামক গদাদ্বারা যে প্রাচীর বিদীর্ণ করেন, তাহার পরেও সেই কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ প্রাচীরাদির দ্বারা নিক্ষিপ্ত প্রস্তর

কিন্তু জলদুর্গাতিক্রমণে যুদ্ধমপ্যুদ্বুদ্ধম্ ॥

যথা ;—

তস্মিন্ জলাবরণবারিধাববধীরিতকালঃ কশ্চিৎ করালঃ স মুরনামাসুরঃ পুরঃ শয়ানতয়াসীৎ। যদা তু প্রাঞ্চন্ কাঞ্চনাম্বর পাঞ্চজন্যধ্বন্যতিজবমুজ্জগার তদা স চ জজাগার ॥ ৩৭ ॥

তত্র তু ;—

দ্বয়মিহ মম মোহনং মুরারে-
র্দরনিনদঃ শয়নং তথা মুরস্য।
প্রলয়পবিনিনাদতুল্যবীর্য্যঃ
স খলু তদেককনাশ্যধাম তচ্চ ॥ ৩৮ ॥

তৎপরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—কিন্ত্বিতিগদ্যেন। তস্মিন্ জলাবরণবারিধৌ কশ্চিৎ করালোভয়ঙ্করো মুরনামাসুরঃ পুরঃ পূর্ব্বং শয়ানতয়া আসীৎ। স কিম্ভূতঃ অবধীরিতঃ অবজ্ঞাতঃ কালো যেন মৃত্যুভয়শূন্য ইত্যর্থঃ। কাঞ্চনাম্বরঃ কৃষ্ণঃ প্রাঞ্চন্ পর্য্যটন্ পাঞ্চজন্যস্য ধ্বনেরতিজবং অতিবেগমুজ্জগার উদ্ভাবয়ামাস তদা স চ মুরো জজাগার জাগরিতবান্ ॥ ৩৭ ॥

মুরৌ জাগ্রতি সতি কিং বৃত্তমভূদিত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—দ্বয়মিহেতি। ইহ নরকবিজয়ে দ্বয়ং মম মোহনং অভূৎ মুরারেঃ শঙ্খধ্বনিরেকং মুরস্য শয়নং দ্বিতীয়ং, মোহনত্বহেতুঃ প্রলয়ে যঃ পবিনাদো বজ্রধ্বনি স্তত্তুল্যং বীর্য্যং শক্তির্যস্য সঃ। তচ্চ শয়নং তস্য মুরস্য একঃ অসহায়ো নাশ্যং ধাম নাশ্যাশ্রয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

খণ্ড সকল বিপক্ষগণের পৃষ্ঠাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অগ্রে পাতিত এবং পরে বিনষ্ট করিয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

কিন্তু সেই জলদুর্গ অতিক্রম করাতে যুদ্ধও ঘটিয়া উঠিয়াছিল। সেই জলদুর্গরূপ সমুদ্রে যমের অবজ্ঞাকারক কোনও একজন মুর নামে ভীষণ অসুর প্রথমে শয়ন করিয়াছিল। যৎকালে পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যটন করিতে করিতে পাঞ্চজন্য শঙ্খের অতিশয় প্রবল বেগে ধ্বনি উদ্ভাবিত করিলেন, তখন সেই মুরদৈত্যও জাগরিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৭ ॥

সেই নরকবিজয় প্রসঙ্গে দুইটি বিষয়ই আমার মোহকর হইয়াছিল।

তত্র চ যদা জলাদুদ্গাম্য ত্রিশূলমুদ্যম্য স খলু পঞ্চমুখঃ সমুত্থিতবাংস্তদা সর্ব্বং সংহরন্ হর ইবাদৃশ্যত। যদা চ ক্রোধলব্ধোদ্বোধতেজসা সর্ব্বং রোধবিষয়ীচকার তদা চ কল্পান্তকল্পনায় মিথঃ সংঘৃষ্টধৃষ্টভানুবৃহদ্ভানুভানুবদ্ভাতি স্ম। যদা (ক) চ পঞ্চাপি মুখানি প্রপঞ্চয়ামাস, তদা সর্ব্বগ্রসনায় সম্যগ্রসনাপ্রসারণকৃৎকালাগ্নিরুদ্রবদুপদ্রবায় বভূব। যদা চ তার্ক্ষ্যং দিধক্ষন্নিবাভ্যদ্রবত্তদা তদ্রূপরুদ্রবক্ষঃপ্রভ্রষ্টদীর্ঘপৃষ্ঠ ইবালক্ষত। যদা চ পরিতঃ পরীততয়া গরুৎক্ষেপং কুর্ব্বতে গরুত্মতে শূলমস্যন্ পঞ্চভিরাস্যৈর্নির্ঘোষং ব্যস্যতি স্ম তদা ভবন্তশ্চ

কিঞ্চ উদ্গম্য উত্থায় পঞ্চ মুখানি যস্য সঃ হরঃ প্রলয়কালীনরুদ্র ইব। ক্রোধেন লব্ধ উদ্বোধো যস্য এবম্ভূতং যত্তেজ উগ্রতা তেন সর্ব্বং রোধবিষয়ীচকার, ন তদা কল্পান্তকল্পনায় কল্পশেষস্য কল্পনায় মিথঃ পরস্পরং সংঘৃষ্টং সংঘর্ষ স্তেন ধৃষ্টঃ প্রগল্ভো ভানুঃ করো যয়ো স্তৌ চ তৌ বৃহদ্ভানুরগ্নির্ভানুঃ সূর্য্যশ্চেতি তাবিব ভাতিস্ম দিদীপে। প্রপঞ্চয়ামাস বিস্তারয়ামাস, সর্ব্বগ্রসনায় প্রসারণং করোতি সচাসৌ কালাগ্নিরুদ্রশ্চেতি স ইব উপদ্রবায় বভূব। তার্ক্ষ্যং গরুড়ং দিধক্ষন্ দগ্ধুমিচ্ছন্নিব অভ্যদ্রবৎ অভিমুখমগচ্ছৎ তদ্রূপঃ কালাগ্নিরূপো যো রুদ্র স্তস্য বক্ষসঃ প্রভ্রষ্টঃ প্রচ্যুতো দীর্ঘপৃষ্ঠঃ সর্পঃ স ইব অলক্ষ্যত দৃষ্টঃ। পরিতঃ সর্ব্বতো ভাবেন পরীততয়া আবৃততয়া গরুৎক্ষেপং পক্ষক্ষেপং

প্রথম শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খধ্বনি, দ্বিতীয় মুরদানবের শয়ন। কারণ, প্রলয়কালে বজ্রধ্বনির মত তাহার শক্তি ছিল, এবং মুরদানবের শয়নও অসহায়ভাবে নাশের আশ্রয় হইয়াছিল॥ ৩৮॥

সেই স্থানে যখন সে জল হইতে উঠিয়া ত্রিশূল লইয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন পঞ্চমুখ মহাদেব সর্ব্ব সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যখন সে কোপদ্বারা প্রকাশিত উগ্রভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সকলকে রোধ করিল, তখন তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, প্রলয়ের শেষ হইবে বলিয়া পরস্পরের ঘর্ষণে অত্যন্ত ভীষণ অগ্নি এবং সূর্য্যের মত শোভা পাইতেছে। যৎকালে সে পাঁচটি মুখই বিস্তারিত করিয়াছিল, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, সকল পদার্থ গ্রাস করিবার জন্য রসনা বিস্তার করিয়া কালাগ্নিরূপী রুদ্রদেব যেন

(ক) যদাপি পঞ্চাপি। ইতি গৌরপাঠঃ।

স্ফুটং তমনুভবন্তস্তস্থুঃ। যতো ঘোষস্থানাং ভবতাং কা বার্ত্তা স খলু সর্ব্বানেবাণ্ডকটাহস্থানার্ত্তাংশ্চকার (ক) ॥ ৩৯ ॥

সর্ব্বে ব্রজসভাসদঃ সপ্রত্যভিজ্ঞং জিজ্ঞাসামাসুঃ।—ততস্ততঃ ? দূতাবূচতুঃ—ততঃ সমিচ্ছর্ম্মসম্পদাত্মস্তরিঃ শ্রীহরিস্তু যুগপদপি তত্তদুপদ্রবং বিদ্রাবয়ংস্তত্র কৌতুকং বভার। তীক্ষ্ণীকৃতমুখাভ্যাং শিলীমুখাভ্যাং তস্য ত্রিশূলং ত্রেধা বিধায় নির্ম্মূলং চকার। লব্ধদেহব্যূহপ্রপঞ্চকেন শিলীমুখপঞ্চকেন মুখপঞ্চকং তূণমিব পূরয়ামাসেতি ॥

কুর্ব্বতে গরুড়ায় শূলমস্তন্ ক্ষিপন্ পঞ্চমুখে নির্ঘোষং ব্যাপ্তিতস্ম নিক্ষেপং চকার, তদা ব্রজে স্থিত্বাপি ভবন্তস্তাং কিমিতি অনুভবন্তস্তস্থুঃ, অণ্ডকটাহং ব্যাপ্য সর্ব্বানার্ত্তান্ পীড়িতান্ চকার ॥ ৩৯ ॥

ততঃ সর্ব্বে ব্রজস্থাঃ সপ্রত্যভিজ্ঞং পূর্ব্বানুভবপূর্ব্বকং পপ্রচ্ছুঃ। ততো দূতৌ যদাহতু, তদ্বর্ণয়তি—তত ইতিগদ্যেন। সমিচ্ছর্ম্মসম্পদাত্মস্তরিঃ সমিধা সংগ্রামেণ যজ্ঞকাষ্ঠেন বা শর্ম্মসম্পৎ সুখসম্পত্তি র্যেষাং দেবতানাং আত্মস্তরিঃ স্বার্থসাধকঃ যুগপদেকদা বভার পুপোষ। তীক্ষ্ণীকৃতং মুখং যয়ো স্তাভ্যাং শিলীমুখাভ্যাং বাণাভ্যাং তস্য মুরস্য অগ্রে ত্রিধা বিধায় ততো নির্ম্মূলং নিঃশেষং চকার। লব্ধো দেহস্য ব্যূহো নানাত্বং তস্য প্রপঞ্চো যস্য তেন বাণপঞ্চকেন তূণং বাণাধার স্তমিব। ততঃ সর্ব্বেষাং সাশ্চর্য্যপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—মুমূর্ষুর্ম্মূর্ত্তিমিচ্ছুঃ সসর্জ্জ বিচিক্ষেপ উর্জ্জস্বতীং বলবতীং তামপি অবস্রস্তাং বিনাশং তৎপূর্ব্বাঙ্গসজ্যং মুখবক্ষো-হস্তাদিকং চেকীর্য্যমাণঃ অতিশয়েন বিক্ষেপং কুর্ব্বন্ সর্ব্বত্র ত্রিলোক্যামপূর্ব্বমাশ্চর্য্যং পূরয়ামাস ॥

উপদ্রবের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছেন। যৎকালে সে গরুড়কে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াই যেন অভিমুখে ধাবমান হইল, তখন তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, কালাগ্নিরূপী রুদ্রদেবের বক্ষঃস্থল হইতে পতিত হইয়া সর্পের মত বিরাজ করিতেছে। যৎকালে সর্ব্বতোভাবে আবৃতভাবে পক্ষক্ষেপ করিলে, গরুড়ের উপর শূল নিক্ষেপ করিয়া পঞ্চমুখে শব্দ বিস্তার করিতে থাকিল, তখন আপনারাও সুস্পষ্টরূপে সেই শব্দ অনুভব করিয়াছিলেন। কারণ, ব্রজবাসী আপনাদের কথা আর কি বলিব। নিশ্চয়ই সেই শব্দ, ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহ-মধ্যস্থিত সকলকেই কাতর করিয়াছিল ॥ ৩৯ ॥

সমস্ত ব্রজের সভ্যগণ পূর্ব্বানুভূত বিষয় স্মরণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,

(ক) অণ্ডকটাহমার্ত্তান্ ইতি টীকাকারসম্মতঃ পাঠঃ।

সর্ব্বে সাশ্চর্য্যমূচুঃ—ততস্ততঃ ? ॥

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ নিজমুৎকর্ষং চিকীর্ষুরপি বস্তুতঃ স খলু মুমূর্ষুর্যাং গদাং সসর্জ তামূর্জস্বতীমপি নিজগদয়া সহস্রধাবস্রস্তাং কুর্ব্বন্নেব তৎপূর্ব্বাঙ্গসজ্জমপি চক্রবীর্য্যেণ চেকীর্য্যমাণঃ সর্ব্বত্রাপ্যপূর্ব্বং পূরয়তি স্ম ॥ ৪০—৪১ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ? ॥

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ দিগ্মতঙ্গজানিব তদঙ্গজাংস্তদ্দার্ষ্ট্যান্তিকতয়া কৃতধার্ষ্ট্যান্ সপ্তাপি পীঠসাহিত্যেনাষ্টসঙ্খ্যতয়া

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদকথয়তাং তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন ॥ ৪০—৪১ ॥

ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতয়োর্ব্বাক্যং বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিগদ্যেন। দিঙমতঙ্গজান্ দিগ্দন্তিন ইব তদঙ্গজান্ মুরস্য পুত্রান্ তদ্দার্ষ্টান্তিকতয়া দিগ্দন্তিনাং তুল্যত্বেন কৃতং ধার্ষ্ট্যং প্রাগল্ভ্যং যৈ স্তান্ সপ্তাপি পীঠসাহিত্যেন পীঠ স্তেষাং সেনাপতি স্তৎসাহিত্যেন অষ্টৌ সংখ্যাঃ যেষাং তদ্ভাবতয়া

তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর সংগ্রাম অথবা যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা যাঁহাদের সুখসম্পত্তি ঘটিয়া থাকে, সেই সকল অমরবৃন্দের স্বার্থসাধনকারী শ্রীকৃষ্ণ, এককালেই তত্তৎ উপদ্রব সকল উপশম করিয়া সেই স্থানে কৌতুক অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্মমুখ বাণদ্বয়দ্বারা মুরদৈত্যের ত্রিশূল তিনভাগে বিভক্ত করিয়া নির্মূল করেন, এবং নানাবিধ বিস্তারিত আকৃতিধারী পাঁচটি বাণদ্বারা তূণের (শরের আধার) মত তাহার পাঁচটি মুখ পরিপূর্ণ করিলেন।

সকলে আশ্চর্য্যভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর আপনার উৎকর্ষ করিতে ইচ্ছা করিলেও, বাস্তবিক কিন্তু মরিতে অভিলাষ করিয়া সে যে গদা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা বলবতী হইলেও শ্রীকৃষ্ণ নিজের গদাদ্বারা তাহাকে সহস্রভাগে বিদীর্ণ করিয়া, এবং তাহার চক্রের শক্তি দ্বারা তাহার মুখ বক্ষঃস্থল হস্তাদি পূর্ব্বাঙ্গ সকল অতিশয় নিক্ষেপ করিয়া, ত্রৈলোক্যের সকল স্থানকেই আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ৪০—৪১ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর

তস্মাদপ্যখর্ব্বগর্ব্বস্পৃষ্টান্ লব্ধকষ্টান্ বিধায় কালদষ্টাংশ্চকার। তদেবং নরকঃ ত্রস্তনিজগর্ব্বং তত্তৎ সর্ব্বং লোকমতীতং কর্ম্ম ক্রমশশ্চিত্রবদবলোকয়ন্মর্ম্মণি চুক্ষোভ। গত্যন্তরাভাবতঃ স্বয়মেব নির্গত্য দ্রুতগত্যভিষেণয়ন্নত্রস্তমতিহস্তয়ন্নপ্যুদ্ধতং যুদ্ধমুদ্বুদ্ধং চকার। যত্র চ হরিঃ পরিতঃ সর্ব্বানপসব্যান্ শরব্যান্ ব্যতানীৎ ॥ ৪২ ॥

তস্মাৎ পীঠসাহিত্যাদপি অখর্ব্বগর্ব্বস্পৃষ্টান্ অখর্ব্বো মহান্ যো গর্ব্ব স্তেন মিলিতান্ লব্ধকষ্টান্ লব্ধং কষ্টং যৈ স্তান্ কৃত্বা কালদষ্টান্ কালচর্ব্বিতান্ মৃতান্ কৃতবান্। ত্রস্তো নিজগর্ব্বো যস্য তং তত্তৎ সর্ব্বং লোকমতীতং অতিক্রান্তং কর্ম্ম ক্রমেণ চিত্রবদবলোকয়ন্ মর্ম্মণি মর্ম্মস্থানে গত্যন্তরাভাবতঃ সেনাপতীনামভাবাৎ দ্রুতগতি যথাস্যাত্তথা অভিষেণয়ন্ সেনায়া অভিমুখং যন্ গচ্ছন্ অত্রস্তং ত্রাসরহিতঃ যথাস্যাৎ তথা অতিহস্তয়ন্ হস্তাভ্যামস্ত্রাণি অতিগৃহ্ণন্ উদ্ধতং দুরন্তং যুদ্ধমুদ্বুদ্ধং প্রকাশিতং। অপসব্যান্ প্রতিকূলান্ শরব্যান্ শরাণাং লক্ষ্যান্ ব্যতানীৎ কৃতবান্ ॥ ৪২ ॥

সমূহের মত মুরদৈত্যের পুত্রদিগকে দিক্‌হস্তিদিগের তুলনায় প্রগল্‌ভতাপূর্ণ সাত জনকে, সেনাপতির সহিত আট জনকে, সেনাপতির সংসর্গ হেতু মহাগর্ব্বপূর্ণ হইলেও কষ্টে নিপাতিত করিয়া কালকবলিত করিয়াছিলেন। অতএব এইরূপে নরকাসুর নিজ নিজ গর্ব্বশূন্য তত্তৎ সকল লোক, এবং অতীত কার্য্য ক্রমান্বয়ে চিত্রের মত দর্শন করিয়া মর্ম্মাহত হইল। অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া স্বয়ংই নির্গত হইয়া দ্রুতগতি সেনাদ্বারা সম্মুখে গমন করিয়া নির্ভীক চিত্তে হস্তিসমূহের সহিত আক্রমণ করিল, এবং তৎপরে ভীষণ যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিল। সেই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে সমস্ত প্রতিকূল বিপক্ষদিগকে শরদ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪২ ॥

তথা হি ;—

ভৌমঃ সিন্ধূত্থদন্তিপ্রযুতযুততয়া নির্গতঃ সৈনিকানাং
পদ্মৈঃ সত্রা শতঘ্নীসখবিশিখশিখানস্ত্রপূগান্ ব্যমুঞ্চৎ।
কৃষ্ণস্তাংস্তান্ সমস্ত্রিত্রিভিরিষুভিরনু স্বং সমন্তাদ্বিভিন্দন্
যোধাংস্তান্ দৃষ্টগাত্রান্ বিঘটিতনিটিলাদ্যঙ্গসঙ্ঘাংশ্চকার ॥৪৩॥

জিহ্মগেম্বরিসৈন্যেষু নিজাজিহ্মগশঙ্কয়া।
জিহ্মগারিং হরির্যুঞ্জন্ প্রসক্তকৃতিমক্তবান্ ॥ ৪৪ ॥

তদেতদ্বর্ণয়তি—ভৌম ইতি। ভৌমো নরকঃ সিন্ধোঃ সমুদ্রা দুত্থ উত্থানং যস্য তচ্চ তৎ দন্তিনাং হস্তিনাং যৎ প্রযুতং দশসহস্রং তেন যা প্রযুততা যুক্ততা তয়া সহ পদ্মৈঃ পদ্মানি সংখ্যাবিশেষাঃ তৈঃ সত্রং সমং শতঘ্নী সখবিশিখশিখান্ শতঘ্নী অস্ত্রং সখী যেষাং তেষাং বিশিখানাং বাণানাং শিখা অর্চ্চির্জ্বালা যেষাং তান্ তান্ অস্ত্রসমূহান্। সমমেকদা ইষুভির্বাণৈরনুস্বং স্বমাসন্নং কৃত্বা বর্ত্তমানঃ বিদারয়ন্ বিঘটিতনিটিলাদ্যঙ্গসঙ্ঘান্ বিঘটিতঃ প্রণাশিতো নিটিলাদি কপালাদি অঙ্গসঙ্ঘোঽঙ্গ-সমূহো যেষাং তান্ চকার ॥ ৪৩ ॥

কিঞ্চ জিহ্মগেম্বিতি। অরিসৈন্যেষু শত্রুবলেষু জিহ্মগেষু কৌটিল্যং গতেষু সর্পতুল্যেষু নিজস্য অজিহ্মগশঙ্কয়া সর্প ইবায়ং হিংসকো নেতি শঙ্কয়া জিহ্মগারিং গরুড়ং প্রসক্তকৃতিং যুদ্ধোদ্যমং অক্ত-বান্ জগাম ॥ ৪৪ ॥

দেখুন, নরকাসুর সমুদ্রোৎপন্ন দশ সহস্র হস্তীর সহিত সমবেত হইয়া নির্গত হইল। পরে পদ্মসংখ্যা পরিমিত সৈনিক পুরুষগণের সহিত "শতঘ্নী" নামক অস্ত্রযুক্ত বাণ সমূহের দীপ্তির সঙ্গে নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ এককালে তিন তিন বাণদ্বারা চারিদিকে আপনাকে নিকটবর্ত্তী করিয়া সেই সেই অস্ত্র সকল বিদারণ করিতে লাগিলেন, এবং দৃষ্টি মাত্রেই তত্তৎ বীরদিগের ললাটাদি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩ ॥

শত্রুসৈন্যগণ সর্পের মত কুটিল গতি প্রাপ্ত হইলে, 'ইনি সর্পের মত হিংস্রক নন' এইরূপ শঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধোদ্যত সর্পশত্রু গরুড়ের নিকট গমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

ক্ষিপ্তস্বপক্ষে তার্ক্ষ্যেঽথ শক্তিং চিক্ষেপ ভূমিজঃ।
স চ তত্রাপরাং যে দ্বে সংযোগসমবায়গে ॥ ৪৫ ॥

ততশ্চ ;—

অব্যর্থং শূলিশূলং দ্রুতমিহ বিকিরাণ্যেব মন্তর্ব্বিচারাৎ
প্রক্ষ্যং তং তদ্বিদূরাৎ ক্ষিতিতনয়মমুং শ্রীমুরারির্ব্বিতর্ক্য।
ধ্বস্তং চক্রে পুরস্তান্নিটিলমকুটিলং তস্য চক্রেণ তাদৃগ্-
যেনায়ং নাবিদদ্রয়ৎ ক্ব কথমথ কদা কেন কিং কশ্চকার ॥৪৬॥

কিঞ্চ ক্ষিপ্তেতি। ক্ষিপ্তৌ স্বস্য পক্ষৌ যেন তস্মিন্ তার্ক্ষ্যে গরুড়ে ভূমিজো নরকঃ শক্তিং চিক্ষেপ, সচ নরক স্তত্র গরুড়ে অপরাং শক্তিং চিক্ষেপ। যে দ্বে শক্তী সংযোগসমবায়গে অভেদতাং গতে ভবত স্তত্র কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন সমর্থে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

ততো গরুড়ং পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণেন সহ যুদ্ধং যথা চকার তদ্বর্ণয়তি—অব্যর্থমিতি। অব্যর্থং যথার্থ-ফলদং শূলিনঃ শিবস্য শূলং দ্রুতং শীঘ্রং ইহ কৃষ্ণে বিকিরাণি নিক্ষিপামি এবমন্তর্ব্বিচারাৎ চিত্তে বিবেচনাৎ তৎপ্রক্ষ্যং তং বিসর্জ্জনোদ্যতং ক্ষিতিতনয়ং নরকং বিদূরাৎ শ্রীমুরারি র্ব্বিতর্ক্য পুরস্তাৎ নিক্ষেপণাৎ প্রাক্ তৎ ধ্বস্তং নষ্টং চক্রে। চক্রেণ তস্য নরকস্য অকুটিলং প্রশস্তং নিটিলং ললাটং তাদৃক্ ধ্বস্তং চক্রে যেন ধ্বংসনেন অয়ং নরকো যদ্যথা নাবিদৎ কস্মিন্ ক্ব কস্মিন্ স্থানে কথং কিং প্রকারেণ কদা কস্মিন্ কালে কেন হেতুনা কিং কার্য্যং কো জনশ্চকার ইতি ॥৪৬॥

অনন্তর গরুড় নিজ পক্ষদ্বয় নিক্ষেপ করিলে নরকাসুর শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিল। সেই নরকও গরুড়ের প্রতি অন্য শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই দুইটি শক্তি অভিন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ তথায় কেহই কিছু করিতে পারে নাই ॥ ৪৫ ॥

তাহার পর "আমি এই শ্রীকৃষ্ণের উপর মহাদেবের অব্যর্থ শূল নিক্ষেপ করি" এইরূপ মনে মনে বিচার করিয়া ভূমিপুত্র নরকাসুর অস্ত্রমোচনে উদ্যত হইল, শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে ইহা নিরীক্ষণ করিয়া নিক্ষেপের পূর্ব্বেই তাহা ধ্বংস করিলেন, এবং চক্রদ্বারা নরকের প্রশস্ত ললাটও ঐরূপ বিনাশ করিলেন। ঐ প্রকার বিনাশ দ্বারা নরকাসুর জানিতে পারিল না যে, কোন্ স্থানে, কি প্রকারে, কোন্ সময়ে, কি হেতু, কি কার্য্য, কোন্ জন করিয়াছে ॥ ? ৪৬ ॥

ভৌমে তু নিহতে সর্ব্বোঽপ্যাহ স্ম ভুবি দিব্যপি।
অহহেত্যদ্ভুতাদ্ধর্ষাৎ খেদাদপি (ক) যথাযথম্ ॥ ৪৭ ॥

ততশ্চ নিজপ্রেষ্ঠাং তার্ক্ষ্যপৃষ্ঠাগ্রে সংরক্ষ্য স্বয়ং ক্ষৌণ্যামবতীর্য্য বীর্য্যবত্তরাণাং বিজয়কুঞ্জরাণাং পুঞ্জতাকৃতে জনান্ নিযুঞ্জানঃ কঞ্জলোচনঃ স তু ক্ষণং কুতুকমনুভূতবান্। অথ স্বভারাবতারাত্তুষ্যন্তী পুত্রশোকাচ্ছুষ্যন্তী চ পুত্রহৃততদদিতি-

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—ভৌমে ইতি। সর্ব্বঃ স্বপক্ষবিপক্ষোঽপি অদ্ভুতাৎ হর্ষাৎ অহহেতি খেদাদপি অহহেতি ॥ ৪৭ ॥

তদনন্তরং বৃত্তং বর্ণয়িতুং—প্রক্রমতে ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন। নিজপ্রেষ্ঠাং সত্যভামাং গরুড়-পৃষ্ঠাগ্রে ক্ষৌম্যাং ভূমৌ অবতীর্য্য অবরোহণং কৃত্বা পুঞ্জতাকৃতে একত্রমিলনীকরণায়। অথ ধরিত্রী স্বভারাবতারাৎ স্বস্য ভারো নরকাদিসংসর্গেণ যঃ তস্যাবতারাৎ সংহারাৎ পুত্রেণ নরকেণ হৃতঞ্চ তৎ তস্যা অদিতেঃ কর্ণালঙ্কৃতিপ্রভৃতিদিব্যবস্তুচেতি তস্য সমূহেন সহ নিজপুরো-নিজাগ্রদেশং পুষ্যন্তী বৃষ্যমাণাঃ সেচ্যমানাঃ নানাবর্ণবিচিত্রীকৃতাঃ স্রজো মালা যৈ স্তৈ র্বিশ্বসৃগ্ভিঃ

ভূমিপুত্র নরকাসুর নিহত হইলে ভূতলে সমস্ত বিপক্ষ পক্ষ এবং স্বর্গে সমস্ত দেবগণ যথাক্রমে খেদে এবং অদ্ভুত হর্ষে মগ্ন হইয়া পরস্পর খেদ এবং হর্ষ প্রকাশ করিতেছিল ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর নিজ প্রিয়তমা সত্যভামাকে গরুড়ের পৃষ্ঠোপরি বসাইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে অত্যন্ত বলশালী জয়হস্তিদিগকে একত্র মিলিত করিবার জন্য সেই কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়া ক্ষণকাল কৌতুক অনুভব করিলেন। অনন্তর নরকাদিসংসর্গে যে ভার হইয়াছিল, সেই ভারের অবতরণ হইলে পৃথিবী সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পুত্রশোকে শোকাকুলাও হইলেন। পরে পুত্রকর্ত্তৃক অপহৃত সেই অদিতির কর্ণাভরণ প্রভৃতি দিব্য বস্তুগুলি আপনার সম্মুখে তাহা স্থাপন করিলেন এবং ধরণীদেবী ও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ নানাবর্ণে বিচিত্রিত মালা সকল দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিলে, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে মিলিত হইয়া এবং সর্ব্বতোভাবে স্তব করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। এই আমার পুত্র যেরূপ মহাপাপী, ইহার নাম পর্য্যন্ত

(ক) খেদাদপি যথাযথম্। ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

কর্ণালঙ্কৃতিপ্রভৃতিদিব্যবস্তুব্রজেন নিজপুরঃ পুষ্যন্তী ধরিত্রী বৃষ্যমাণনানাবর্ণবিচিত্রীকৃতস্রগ্‌ভির্ব্বিশ্বস্রগ্‌ভিঃ স্তূয়মানং হরিং সম্ভূয় পরিষ্টূয় চ নিবেদয়ামাস। নাম চ গ্রহীতুমযুক্তস্য সানুগ্রহীভবতা ভবতা দেহবন্ধান্মুক্তস্য তস্য তনয়ঃ সোঽয়ং বালতয়া লব্ধভয়ঃ সর্ব্বস্যাপ্যনুকূলং ভবৎপদপঙ্কজমূলং সময়া ময়া সঙ্গময়ামাসে। তস্মাদস্য শিরসি করসরসীরুহং যদ্যর্পয়তি সর্পদর্পদলনবাহনস্তদাস্তাং তাবৎ প্রাচীনানাং কল্মষাণামপহননং প্রতীচীনানামপি স্যাদিতি। শ্রীকৃষ্ণস্ত্বভয়মাত্রং তস্যাস্তাৎপর্য্যমবধার্য্য বাঙ্‌মাত্রেণ তদ্দানং বিতীর্য্য সুরপুরজকীর্য্যমাণদিব্য-

ব্রহ্মাদিভিঃ সম্ভূয় মিলিত্বা পরিষ্টূয় সর্ব্বতোভাবেন স্তুত্বাচ নিবেদিতবতী। মহাপাপিত্বাৎ নাম গ্রহীতুমযুক্তস্য সানুগ্রহং যথাস্যাৎ ভবতা দেহবন্ধাদজ্ঞানকৃতবন্ধাৎ মুক্তস্য তস্য মম পুত্রস্য সোঽয়ং তনয়ঃ সময়া অন্তিকে সঙ্গময়ামাসে সঙ্গতবান্। তস্মাৎ শরণাগতত্বাদস্য মস্তকে যদি করপদ্মং গরুড়বাহনো ভবান্ অর্পয়তি তদা প্রাচীনানাং পাপানাং অপহননং নাশস্তাবদাস্তাং প্রতীচীনানাং ভবিষ্যৎ কল্মষাণামপি অপহননং স্যাদিতি। তস্যা ভূম্যা শুদ্দানমভয়মাত্রদানং বিতীর্য্য বিতরণং কৃত্বা সুরপুরজং স্বর্গজাতং কীর্য্যমাণং দিব্যকুসুমং যস্য পুষ্পং যত্র সঃ সুকুমারচরিতঃ ললিতচরিত্রঃ নরকভূপতিগৃহং প্রবিবেশ। বৃষণস্য ইন্দ্রধনং তস্য জয়েন সম্ভবো যস্য এবম্ভূতং দিব্যবিভবং দিব্যৈশ্বর্য্যং কল্পবল্লীনাং কল্পলতানাং অগ্রতশ্চন্দ্রবিম্বানীব দৃষ্টবান্।

গ্রহণ করিতে নাই। কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে দেহবন্ধ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আমার এই পুত্র বলিষ্ঠ বলিয়া অত্যন্ত বিখ্যাত। আপনার পাদপদ্মের তলপ্রদেশ সকলেরই অনুকূল আমি এক্ষণে এই পাদপদ্মের নিকটে এই পুত্রকে আনয়ন করিয়াছি। অতএব শরণাগত বলিয়া যদি আপনি গরুড়ে আরোহণ করিয়া ইহার মস্তকে করকমল সমর্পণ করেন, তাহা হইলে ইহার অতীত পাপরাশি বিনষ্ট হইবার কথা দূরে থাক, ভবিষ্যতেও যে সকল পাপ সঞ্চিত হইবে, তৎসমুদয়ও বিনষ্ট হইতে পারিবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর অভয়মাত্র তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া, কেবলমাত্র বাক্যদ্বারা অভয়মাত্র বিতরণ করিলেন, স্বর্গীয় মনোহর কুসুম সকল তাঁহার দেহে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তখন মনোহর চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ ভূমিপুত্র ভূপতি নরকের গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ

কুসুমঃ সুকুমারচরিতঃ ক্ষিতিজক্ষিতিপালবেশ্ম প্রবিবেশ। প্রবিশ্য চ বৃষণৃস্থ জয়সম্ভবং দিব্যবিভবং পশ্যন্ ক্ব চ ন কল্পবল্লীনামগ্রতশ্চন্দ্রবিম্বানীবাপশ্যৎ। কিন্তু তাশ্চ তানি চ ধূলিভীষ্মগ্রীষ্মবাত্যাভিরিব ম্লানতয়া পশ্যতস্তস্য সুখমনশ্যৎ। যদা তু মন্দমন্দলাবণ্যামৃতনিস্যন্দানির্ধূতরজস্তমস্কাকস্মিকবলাহকশকলতয়া তাসাং পুরতঃ স স্ফুরতি স্ম। তদা তত্র তত্র লক্ষণং বিলক্ষণমাসীৎ॥

তদেবং স্থিতে পুনরুভয়েষাং ক্ষণাৎ প্রত্যভিজ্ঞা চ জাতা। তা ইমাস্তা এবেতি। সোঽয়ং স এবেতি॥ ৪৮॥

তাঃ কল্পবল্ল্য স্তানি চন্দ্রবিম্বানি ধূলিভি ভীষ্মা ভয়ঙ্করা গ্রীষ্মকালীনবাত্যাঃ প্রবলতরবায়বঃ তাভিরিব ম্লানতয়া পশ্যত স্তস্য কৃষ্ণস্য সুখং নাশয়ামাস। মন্দমন্দো যো লাবণ্যামৃতনিস্যন্দ স্তেন নির্ধূতং রজসা ধূল্যা তমো মালিন্যং যস্য এবম্ভুতো যো বলাহকো মেঘ স্তস্য শকলতয়া খণ্ডতয়া তাসাং কল্পবল্লীনাং স কৃষ্ণঃ। বিলক্ষণমসাধারণং লক্ষণং তত্র কল্পবল্লীষু তত্র শ্রীকৃষ্ণে আসীৎ। উভয়েষাং কল্পবল্লীশ্রীকৃষ্ণাণাং প্রত্যভিজ্ঞা পূর্ব্বানুভবঃ তাএব নিত্যপ্রেয়স্য এব সএব নিত্যপতিরেব॥ ৪৮॥

করিয়া, ইন্দ্রের ধন জয় করিয়া যে সকল দিব্য ঐশ্বর্য্য ঘটিয়াছিল, তাহা দর্শন করিয়া কোনও স্থানে কল্পলতা সমূহের অগ্রে চন্দ্রবিম্বের মত দর্শন করিলেন। কিন্তু সেই সকল কল্পলতা এবং সেই সকল চন্দ্রবিম্ব, ধূলিপটলদ্বারা ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মকালীন বাত্যাদ্বারা যেন ম্লান হইয়া রহিয়াছে ইহা দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিনষ্ট হইল। কিন্তু মন্দ মন্দ লাবণ্যরূপ সুধা ক্ষরণদ্বারা ধূলির সহিত মেঘ খণ্ডের মালিন্য দূরীভূত হইলে; সহসা কল্পলতা সমূহের সম্মুখে যখন শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিলেন, তৎকালে সেই সকল কল্পলতার এবং সেই শ্রীকৃষ্ণের উপর এক অসাধারণ লক্ষণ ঘটিয়াছিল। অতএব এইরূপ ঘটনা ঘটিবার পরক্ষণকালের মধ্যে সেই সকল কল্পলতা এবং শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পূর্ব্বানুভব ঘটিয়াছিল যে সেই সকল নিত্য প্রেয়সীগণই এই সকল কল্পলতা, এবং এই শ্রীকৃষ্ণই সেই নিত্য পাত॥ ৪৮॥

ততশ্চ ;—

বাষ্পং দূরমবর্ষৎ, মুররিপুরমুকা দধুস্তু কম্পাদি।
তাদৃশতাপেঽপ্যাসাং, পশ্যত হিমতাকরত্বমাদ্যস্য ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বে প্রোচুঃ—অহো! বত! তা ইমাঃ কাঃ? ॥

দূতৌ সাস্রমূচতুঃ ;—

হন্ত! তা ইমা বাল্যতএব সন্ততকৃষ্ণভর্ত্তৃকতাসম্বিদনন্যা যুগপদন্যায়পরিণয়ায় নরকসংগৃহীততয়া লব্ধনরকম্মন্যা রক্ষিত-নিজব্রততয়া ধন্যাঃ সদুপদেব-দেব-নরদেব-কন্যাঃ। যাঃ খলু হারিবংশাঃ কেচিদ্বিপ্রবংশাস্তত্র প্রশংসন্তঃ সন্তি ॥ ৫০ ॥

তত্র তত্র বিলক্ষণলক্ষণং বর্ণয়তি—বাষ্পমিতি। মুররিপুঃ শ্রীকৃষ্ণো বাষ্পং নয়নাশ্রু দূরম-বর্ষৎ, অমুকা স্তাঃ কম্পাদি ভাবং দধুঃ। আসাং তাদৃশতাপে চিরবিরহতাপেঽপি আদ্যস্য মুরারে-র্হিমতাকরত্বং অহিমতায়া স্তাপদায়িতায়া আকরত্বমুৎপত্তিস্থানত্বং পশ্যত ॥ ৪৯ ॥

ততঃ সর্ব্বেষাং প্রশ্নানন্তরং দূতৌ সাস্রং যদাহতুস্তদ্বর্ণয়তি—হন্তেত্যাদিগদ্যেন। কৃষ্ণো ভর্ত্তা যাসাং কৃষ্ণভর্ত্তৃকতা সন্ততা নিত্যা চাসৌ কৃষ্ণভর্ত্তৃকতাচেতি তস্যা যা সংবিৎ জ্ঞানং তয়া অনন্যা অভিন্না নিত্যকৃষ্ণপ্রেয়সীরূপা ইত্যর্থঃ। যুগপৎ একদা অন্যায়েন যঃ পরিণয়ঃ তস্মৈ নরকেণ সংগৃহীততয়া লব্ধনরকম্মন্যা লব্ধো নরকো যেন তমাত্মানং মন্যন্তে যাঃ, রক্ষিতং নিজব্রতং যাভি শুদ্ধাবতয়া ধন্যাঃ। সন্তশ্চ তে উপদেবদেবনরদেবাশ্চেতি উপদেবোঽসুরযক্ষাদিঃ দেবো দেবতা নরদেবো ভূপতি স্তেষাং কন্যাঃ। হারিবংশা হরিবংশেন প্রোক্তাঃ বিপ্রবংশা বিপ্রবংশোদ্ভবাঃ তত্র হরিবংশে যাঃ কর্ম্মভূতাঃ প্রশংসন্তঃ প্রশংসাং কুর্ব্বন্তঃ সন্তি ॥ ৫০ ॥

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ দূরে নয়ন জল বর্ষণ করিলেন, এবং ঐ সকল প্রেয়সী কম্প-স্তম্ভাদি ভাব ধারণ করিলেন। ঐ সকল প্রেয়সীগণের চিরবিরহতাপ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের তাপদায়িত্বের আকর দর্শন করুন ॥ ৪৯ ॥

সকলই বলিতে লাগিল, হায়! এই উচ্ছৃঙ্খল নৃশংস নরকাসুরের এই সকল রমণী কে? দূতদ্বয় সজল নয়নে বলিতে লাগিল। হায়! এই সকল কন্যাগণের বাল্যকালাবধি সর্ব্বদা কৃষ্ণই যে একমাত্র পতি, এইরূপ জ্ঞান অভিন্ন-ভাবে বর্ত্তমান ছিল। পরে এককালে অন্যায়রূপে বিবাহের জন্য নরকাসুর গ্রহণ করিলে, তাহারা মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিল যে, আমরা নরক

"নিবসন্ত্যো যথা দেব্যঃ সুখিন্যঃ কামবর্জ্জিতাঃ।
পরিবব্রুর্ম্মহাবাহুমেকবেণীধরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বাঃ কাষায়বাসিন্যঃ সর্ব্বাশ্চ নিয়তেন্দ্রিয়াঃ।
ব্রতোপবাসতত্ত্বজ্ঞাঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ কৃষ্ণদর্শনম্ ॥" ইতি ॥৫২॥

সর্ব্বে প্রোচুঃ—তস্য বিশৃঙ্খলস্য খলস্য সমীপে কথমাসাং ব্রতমপি প্রততং জাতম্? ॥ ৫৩ ॥

তাসাং প্রশংসাং বর্ণয়তি—নিবসন্ত্য ইতি। কামবর্জ্জিতা ভোগবর্জ্জিতা সুখিন্যো দেব্যো দেবকন্যা যথাবৎ নিবসন্ত্য আসন্ তা একবেণীধরাঃ স্ত্রিয়ঃ মহাবাহুং কৃষ্ণং পরিবব্রুর্বেষ্টয়ামাসুঃ ॥৫১॥
তাঃ কিম্ভূতা স্তত্রাহ—সর্ব্বা ইতি। কাষায়বাসিন্যঃ কাষায়রক্তবস্ত্রপরিধানাঃ নিয়তানি সংযমিতানি ইন্দ্রিয়াণি যাসাং তাঃ, ব্রতোপবাসয়ো স্তত্বং জানন্তীতি ব্রততত্বজ্ঞাঃ কৃষ্ণদর্শনং কাঙ্ক্ষন্ত্য আসন্ ॥ ৫২ ॥
ততঃ সর্ব্বে যদপৃচ্ছন্ তদ্বর্ণয়তি—তস্যেতিগদ্যেন। বিশৃঙ্খলস্য উদ্ধতস্য খলস্য ক্রূরস্য প্রততং বিস্তৃতং জাতম্ ॥ ৫৩ ॥

প্রাপ্ত হইয়াছি। তখন নিজ নিজ ব্রত রক্ষা করাতে ধন্য হইল। ইহারা সকলেই যক্ষ অসুরাদি উপদেবতা, দেবতা এবং ভূপতিগণের কন্যা। হরিবংশে যে সকল ব্রাহ্মণবংশীয় কন্যাদের কথা উক্ত হইয়াছে তাঁহারা হরিবংশ গ্রন্থে ঐ সকল কন্যাদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

(ক) ভোগবর্জ্জিত, সুখিনী এবং একবেণী-ধারিণী দেবকন্যাগণ উপবেশন করিয়া মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়াছিল ॥ ৫১ ॥

রক্ত বসন পরিধান করিয়া জিতেন্দ্রিয়, এবং ব্রতও উপবাসের তত্বজ্ঞ সমস্ত কন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণকে ইচ্ছা করিয়াছিল ॥ ৫২ ॥

সকলে বলিল সেই উদ্ধত এবং নৃশংস নরকের নিকটে কিরূপে ঐ সকল কন্যার ব্রত বিস্তারিত হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

(ক) ৫১ ও ৫২ শ্লোক হরিবংশ গ্রন্থের। ভাগবত ১০।৫৯।২৬ বৈষ্ণবতোষণী দ্রষ্টব্য।

দূতাবূচতুঃ—কালিকাপুরাণপরায়ণপরায়ণাস্তত্রেদং শ্রাবয়ন্তঃ সন্তি। তাসু কৃষ্ণানুরাগজাগরবিসারদস্য শ্রীনারদস্যাগমনমেব তাভিস্তেন শিক্ষিতাভির্নারায়ণনাভিজন্মনা চ বিজ্ঞাততন্মরণমর্ম্মণা তদুপযমনমর্য্যাদা পর্য্যাপিতা। শ্রীনারদস্তু তদা তত্রাগতবান্। যদা তন্মরণং লব্ধানুশরণং জাতং। তদা চাহ স্ম।—

তেন নিবেদিতাত্মরাগঃ স মহাভাগঃ। অদ্য খলু পঞ্চমী বর্ত্ততে। যদি নবম্যাং তব বর্ত্তনমনুবর্ত্তেত তদা ত্রয়োদশ্যামেতাঃ পাণৌ কর্ত্তব্যা ইতি॥ ৫৪॥

তত্র দূতয়োরুক্তিং বর্ণয়তি—কালিকেতি। কালিকাপুরাণং পরায়ণেন অভীষ্টরূপেণ পরায়ণমাশ্রয়ো যেষাং তে তত্র ব্রতপ্রভৃতবিষয়ে কৃষ্ণানুরাগস্য জাগরে জাগরণে বিসারদস্য নিপুণস্য। তেন শ্রীনারদেন নারায়ণনাভিজন্মনা ব্রহ্মণা কর্ত্রা বিজ্ঞাতং তস্য নরকস্য মরণমর্ম্ম তত্ত্বং যেন তেন তদুপযমনমর্য্যাদা তস্য বিবাহমর্য্যাদা পর্য্যাপিতা সমাপিতা। শ্রীনারদস্তু যদা তন্মরণং লব্ধানুসরণং লব্ধমনুসরণমনুগমনং যস্য তৎ তদা তত্র দুর্গাপুরে আজগাম আহ স্ম চ। তেন নরকেণ নিবেদিতঃ আত্মরাগ স্তাসাং বিবাহরূপো যত্র স নারদঃ পঞ্চমী তিথির্বর্ত্ততে যদি নবম্যাং তিথৌ বর্ত্তনং তব সমক্ষে স্থিতিরনুবর্ত্ততে তদা ত্রয়োদশ্যাং এতাঃ কন্যাঃ পাণৌ কর্ত্তব্যা ইতি॥ ৫৪॥

দূতদ্বয় কহিল, কালিকা-পুরাণ যাহাদের একমাত্র অবলম্বন, এইরূপ পণ্ডিতগণ এই ব্রত বিস্তার সম্বন্ধে এইরূপ কথা শ্রবণ করাইয়া থাকেন। সেই সকল কন্যাগণের উপরে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকাশ্যে অনুরাগ ছিল, দেবর্ষি নারদ তাহা ভাল করিয়া জানিতেন। দেবর্ষি নারদ আপনার গমনদ্বারাই তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সকল রমণী এবং নারায়ণের নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মা নরকাসুরের মরণ তত্ত্ব অবগত হইয়া পরে তিনি ঐ সকল রমণীর বিবাহ-মর্য্যাদা সমাপিত করিয়াছিলেন। যে কালে তাহার মরণ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালে শ্রীমান্ নারদ সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। নরকাসুর তাহাদের সহিত বিবাহ হইবার জন্য যখন আপনার অনুরাগ নিবেদন করে, তখন সেই মহানুভাব নারদ

সর্ব্বে ক্ষণং বিহস্য প্রোচুঃ—কঞ্জলোচনস্যাবলোচনতঃ পশ্চাৎ কিং জাতম্ ? ॥

দূতাবূচতুঃ—তাভির্ম্মনসা বরণমেব ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বে প্রোচুঃ—মনসা বরণং ন খলু করণতামাপদ্যতে। যদি তত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণঃ তৃষ্ণঙ্ন স্যাৎ ॥

দূতাবূচতুঃ—শ্রীকৃষ্ণস্তু কারুণ্যবশতয়া তাসু সতৃষ্ণ এবাসীৎ। যদর্থমেব সত্যভামামপি তাং গরুড়ান্নাবতারয়ামাস। সম্প্রতি তু তাসাং তাদৃগীহয়া (ক) সমানং ভাবসমূহমূহমানঃ সর্ব্বা এব তাঃ স্নানালঙ্কৃতিভ্যাং সেবিতা দেবতা ইব নরযান-

ততঃ সর্ব্বেষাং প্রশ্নানন্তরং দূতয়োরুক্তিং বর্ণয়তি—তাভিরিত্যাদিগদ্যেন। তাভির্মনোদ্বারা শ্রীকৃষ্ণস্য বরণমেব জাতম্ ॥ ৫৫ ॥

ততঃ সর্ব্বে যদপৃচ্ছন তদ্বর্ণয়তি—মনসেতি। করণতাং কার্য্যসাধনতাং তৃষ্ণক্ কামুকঃ। তত্র দূতয়োরুক্তিং বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণস্ত্বিতি। কারুণ্যবশতয়া দয়ায়া বশত্বেন। তাদৃগীহয়া তাদৃশী যা ঈহা চেষ্টা তয়া তাসাং সমানং সম্মানেন সহভাবসমূহমূহমানো ধারয়ন্ নরযানং দোলাং সর্ব্বসম্পৎকোশৈঃ সর্ব্বসম্পদ্ধনাগারৈরর্থসমূহৈ জিতা বাজিনো বাণা যৈ স্তৈ র্ব্বাজিভিরশ্বৈ স্তিরস্কৃতা দিঙ্ মতঙ্গজা যৈ

এবং তৎকালে বলিয়াও ছিলেন, অদ্য পঞ্চমী তিথি, কিন্তু যদি তোমরা নবমী তিথিতে উপস্থিত হইতে, তাহা হইলে ত্রয়োদশী তিথিতে তুমি ইহাদের পাণি গ্রহণ করিবে ॥ ৫৪ ॥

সকলে ক্ষণকাল হাসিয়া বলিল, পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পশ্চাৎ কি ঘটিয়াছিল। দূতদ্বয় কহিল, তাহারা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিলে নিশ্চয়ই কার্য্য সাধন হইতে পারে না, কারণ, যদি শ্রীকৃষ্ণ সেই বরণে লভিলাষী না হইতেন দূতদ্বয় কহিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ করুণার বশবর্ত্তী হইয়া ঐ সকল নারীদিগের উপর অত্যন্ত অভিলাষীই হইয়াছিলেন। যাহার জন্যই সেই সত্যভামাকেও তিনি গরুড় হইতে অবতীর্ণ করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি তাহাদের ঐরূপ চেষ্টা দেখিয়া সম্মানপূর্ব্বক ভাবসমূহ অবধারণ পূর্ব্বক সুন্দর পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত

(ক) তাসাং দৃগীহয়া। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

মারোহমাণাঃ সর্ব্বসম্পৎকোশৈঃ কৌশৈর্জ্জিতবাজিভির্ব্বাজি-ভিস্তিরস্কৃতদিগ্গতঙ্গৈজর্গজৈর্ল্লব্ধমনোরথৈঃ রথৈঃ সহ বিবাহ-সম্পদর্হৈঃ পারিবর্হৈরিব দ্বারবতীং প্রতি সবেষং প্রেষয়ামাস। প্রেষ্য চ তয়া নিজব্যূঢ়য়া সহ গরুড়ারূঢ়তয়া গূঢ়াভিপ্রায়ঃ সমূঢ়-দেববর্গং স্বর্গং জগাম। গত্বা চ লব্ধদেবকী-ভাবমিতি-মদিতিং নমস্কৃত্য সত্যভামাকরেণ কুণ্ডল-দ্বয়ং তাং প্রত্যুপহৃত্য কুণ্ডলমণ্ডনয়া তাং পরিষ্কৃত্য তস্যাঃ শুভাশিষঃ সৎকৃত্য মহেন্দ্রয়ো-র্ব্বহুপূজামাদৃত্য ততশ্চচাল। চলনসময়ে চ হরিচন্দনাদিমিশ্র-মিশ্রকাবণাৎ পারিজাতং নিনায় ॥ ৫৬ ॥

স্তৈর্গজৈঃ লব্ধো মনোরথঃ কামো যৈ স্তৈরথৈঃ সহ বিবাহসম্পদর্হৈঃ বিবাহসম্পদ্যোগ্যৈঃ পরিবর্হৈ-রুপঢৌকনৈরিব সবেষং বেষসহিতং যথ. স্যাত্তথা প্রেষয়ামাস। গূঢ়ো দুর্জ্ঞেয়োঽভিপ্রায়ো যস্য স কৃষ্ণো নিজব্যূঢ়য়া অর্থাৎ সত্যভাময়া সহ গরুড়ে আরূঢ় আরোহো যস্য তদ্ভাবতয়া সমূঢ়াদেববর্গং সম্যগূঢ়ো-নিবিষ্টো দেববর্গো যত্র তং স্বর্গং গতবান্। লব্ধা দেবকীভাবস্য মাতৃভাবস্য মিতির্ম্মানং যত্র তামদিতিং উপহৃত্য সমর্প্য কুণ্ডলরূপা যা মণ্ডলা ভূষণং তয়া তং পরিষ্কৃত্য ভূষয়িত্বা তস্যা অদিত্যা মহেন্দ্রয়ো র্মহেন্দ্রশচ্যোর্বহুপূজামাদৃত্য স্বীকারেণ সৎকৃত্য ততো মহেন্দ্রভবনাৎ জগাম। হরিচন্দনাদি-কল্পবৃক্ষৈর্মিশ্রঃ যন্মিশ্রকানামবনং তস্মাৎ পারিজাতং বৃক্ষং নিনায় সংগৃহীতবান্ ॥ ৫৬ ॥

নারীদিগকে দ্বারকায় প্রেরণ করেন। তৎকালে দেবতার মত তাহারা স্নান এবং অলঙ্কারদ্বারা সুসজ্জিত হয়। সকলেই নরযানে অর্থাৎ দোলায় আরোহণ করিয়াছিল। যাইবার সময় সর্ব্বসম্পত্তির ধনাগারস্বরূপ অর্থসমূহ, বাণের গতিবিজয়ী, অর্থাৎ অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্ব সকল, দিক্‌হস্তী বিজয়ী মাতঙ্গ-সমূহ, এবং যাহাদ্বারা মনোরথ লব্ধ লয় এইরূপ রথসমূহ, তৎকালে সেই সঙ্গে গমন করিয়াছিল। এই সকল অশ্বরথাদি যেন বিবাহের সম্পত্তি যোগ্য উপ-ঢৌকন স্বরূপ হইয়াছিল। তাহাদিগকে দ্বারকায় প্রেরণ করিয়া যাঁহার অভিপ্রায় অগম্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ বিবাহিতা পত্নী সেই সত্যভামার সহিত গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক যে স্থানে দেবগণ উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই স্বর্গে গমন করিলেন। স্বর্গে গমন করিয়া দেবকীভাব বা মাতৃভাবের সম্মান প্রাপ্ত সেই অদিতিকে নমস্কার করত, সত্যভামার হস্তদ্বারা কুণ্ডল যুগল তাঁহার প্রতি

সর্ব্বে প্রোচুঃ—হন্ত ! কথমিব ? ॥

দূতাবূচতুঃ ;—তত্র হ্যেবং প্রসিদ্ধিঃ—

যাচিত্বা পারিজাতং তরুবরমৃষিণানাপ্নুবন্নপ্যঘারিঃ
শক্রে যত্র ক্ষমাবানভবদয়মনেনার্থিতঃ শত্রুনাশম্।
কৃত্বা তং ভার্য্যয়া তৎপরিবননকৃতৌ হেতুনা সার্দ্ধমাগা-
ত্তদ্‌গেহং তং তথাপি স্বয়ময়মদদান্নেতি গচ্ছন্নগৃহ্লাৎ ॥ ৫৭ ॥

ততঃ সর্ব্বেষাং প্রশ্নান্তরং দূতয়োঃ প্রত্যুক্তিং বর্ণয়তি—যাচিত্বেতি। অঘারিঃ শ্রীকৃষ্ণ ঋষিণা নারদেন তরুবরং পারিজাতং যাচিত্বা নাপ্নুবন্ অলভমানোঽপি যত্র শক্রে ইন্দ্রে ক্ষমাবান্ অভবৎ। অয়মঘারিরনেনেন্দ্রেণ শত্রুনাশমর্থিতঃ সন্ শত্রুনাশং কৃত্বা তং পরিবননকৃতৌ হেতুনা তস্য পারিজাতস্য পরিবননং গ্রহণং তস্য কৃতৌ ভার্য্যয়া সত্যভাময়া সহ তদ্‌গেহং ইন্দ্রালয়মাগাৎ। তথাপি স্বয়মিন্দ্রো ন অদদাৎ ইতি হেতোর্গচ্ছন্নপি ন গৃহ্লাৎ ॥ ৫৭ ॥

উপহার দিয়া এবং কুণ্ডলরূপ আভরণদ্বারা তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়া, তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ সকল গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্র এবং তদীয় পত্নী শচীর বহু সৎকার স্বীকার করত স্বর্গ হইতে গমন করেন। গমন কালে তিনি হরি-চন্দন-প্রভৃতি কল্প-বৃক্ষ মিশ্রিত, মিশ্রকানামক অরণ্য অর্থাৎ নন্দন কানন হইতে পারিজাত বৃক্ষও সংগ্রহ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ – ৫৬ ॥

সকলেই বলিল, আহা ! কিরূপে ? দূতদ্বয় কহিল, সেই বিষয়ে এইরূপ প্রসিদ্ধ জনরব আছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে নারদদ্বারা পারিজাত বৃক্ষ প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাহা না পাইয়াও ঐ ইন্দ্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে ইন্দ্র শত্রু-বিনাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করেন। তিনি শত্রু-বিনাশ করিয়া ভার্য্যা সত্যভামার জন্য পারিজাত বৃক্ষ গ্রহণ করিতে তাঁহারই সহিত ইন্দ্রালয়ে গমন করেন। তথাপি ইন্দ্র তাঁহাকে পারিজাত বৃক্ষ দান করেন নাই। পরে তিনি গমন করিবার সময় স্বয়ং পারিজাত বৃক্ষ গ্রহণ করেন ॥ ৫৭ ॥

যঃ সর্ব্বাং যস্য লক্ষ্মীমবিতুমবতরন্ যস্য শত্রূন্ বিমৃদ্নন্-
নধ্যাস্তে বিপ্রনীত্যা তরুমবৃণুত চানেন তস্মান্নিরস্তঃ।
স স্বীয়ং ক্ষত্রধর্ম্মং পুনরথ বিদধদ্ যোধিতস্তেন দেবৈঃ
সার্দ্ধং সর্ব্বান্ বিজিত্য স্বয়মহরত তং পশ্য কঃ কস্য ধর্ম্মঃ ॥
ইতি ॥ ৫৮ ॥

অত্রাবাভ্যাং তু তদিদং বিচার্য্য নির্দ্ধার্য্যতে। ভবতাং মাতামহস্য বৈশ্যাভীরবংশ্যতায়ামপি পিতামহস্য বসুদেবপিতামহতা মহতাং সদসি বিখ্যাতা। যথা চ।—

"যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া" ইত্যাদিষু

কিঞ্চ যস্যেন্দ্রস্য সর্ব্বাং লক্ষ্মীমবিতুং রক্ষিতুং যোঽবতরন্ যস্য ইন্দ্রস্য শত্রূং বিমৃদ্নন্ পীড়য়ন্ অধ্যাস্তে বিপ্রনীত্যা প্রতিগ্রহণনীত্যা তরুং পারিজাতং অবৃণুত প্রার্থিতবান্। অনেনেন্দ্রেণ তস্মাত্তরোর্নিরস্তঃ, স কৃষ্ণঃ স্বীয়ং ক্ষত্রধর্ম্মং শৌর্য্যত্বং বিদধৎ ধারয়ন্ দেবৈঃ সার্দ্ধং সহ তেনেন্দ্রেণ যোধিতঃ সর্ব্বান্ বিজিত্য তং তরুং স্বয়মহরত, কস্য কো ধর্ম্মঃ স্বভাবো রীতির্ব্বা তং পশ্য ॥ ৫৮ ॥

স্বীয়ং ক্ষত্রধর্ম্মমিতিশ্রুত্বা সর্ব্বেষু বিমনস্কেষু সৎসু দূতৌ যৎ সমাদধতু স্তদ্বর্ণয়তি—অত্রেত্যাদিগদ্যেন। বৈশ্যাভীরবংশ্যতায়াং বৈশ্যেষু য আভীর স্তস্য বংশে জাতত্বেঽপি ভবতাং পিতামহস্য

যিনি ইন্দ্রের সমস্ত ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার শত্রুসমূহ মর্দ্দন করিয়া উপবেশন করিয়া আছেন। পরে যিনি ব্রাহ্মণের নীতি অর্থাৎ পরিগ্রহনীতি (দান স্বীকার) অবলম্বন পূর্ব্বক পারিজাত বৃক্ষ যাচ্ঞা করেন। অথচ ইন্দ্র সেই বৃক্ষ প্রার্থনা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে নিরস্ত করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বা শৌর্য্য অবলম্বন করিলে দেবগণের সাহায্যে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে জয় করিয়া সেই পারিজাত বৃক্ষ স্বয়ং হরণ করেন। এক্ষণে কাহার কি স্বভাব, অথবা রীতি, তাহা আপনি দর্শন করুন ॥ ৫৮ ॥

দূতদ্বয় কহিল, এই বিষয়ে আমরা কিন্তু এইরূপ বিচার করিয়া নিশ্চয় করিতেছি যে, আপনাদের মাতামহ বৈশ্যজাতীয় আভীর বংশে জন্ম গ্রহণ

যাদবতা, "বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগত" মিত্যাদিষু তৎপিতৃব্যপ্রভবতা চ পুরাণবিদ্বদ্ভির্গীয়তে। তস্মাদধ্যাত্ম-শাস্ত্রানুমত্যা পুত্রেষু পিত্রংশাধিক্যাৎ ক্ষত্রিয়বীজ্যতায়ামপি লব্ধবীর্য্যতায়াং "মাতৃবদ্বর্ণসঙ্কর"ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রমতানুরোধাদাভী-রবৈশ্যতাধর্ম্মস্তত্র ভবদ্ভিরাত্মনি সমুদ্ভাবিতঃ। তদেবং সতি সম্প্রতি যাদবানন্দনস্য ভবন্নন্দনস্য স্ফুটমলৌকিকপ্রভাবাদ্বিশ্ব-কৃতবন্দনস্য যদপূর্ব্ববদাত্মনি ক্ষাত্রাবিষ্কৃতিঃ কৃতিবিষয়ীভবতি তত্তু পূর্ব্বপক্ষে ন প্রক্ষেপমাপ্নোতীতি ॥ ৫৯ ॥

বসুদেবপিতামহতা মহতাং সভায়াং বিখ্যাতা। যাদবানামিত্যুক্ত্যা ক্ষত্রধর্ম্মতা তৎপিতৃব্য-প্রভবতাচ তস্য বসুদেবস্য পিতুর্ভ্রাতুর্জন্মতাচ। অধ্যাত্মশাস্ত্রং আত্মনঃ স্বস্য কিং স্বরূপমিত্যধিকৃত্য যচ্ছাস্ত্রং তস্যানুমত্যা লব্ধবীর্য্যতায়াং লব্ধঃ বীর্য্যং যত্র তস্য ভাব স্তস্যাং 'মাতৃবদ্বর্ণশঙ্করা' ইতি বর্ণ-সঙ্করত্বং পিতৃমাত্রোর্ভিন্নজাতিত্বাৎ, তত্রভবদ্ভিঃ পূজ্যৈঃ সমুদ্ভাবিতঃ সমুৎপাদিতঃ। যাদবানন্দনস্য যাদবান্ আনন্দয়তীতি তস্য ক্ষাত্রাবিষ্কৃতিঃ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মস্যাবিষ্কারঃ কৃতিনাং বিজ্ঞানাং অবিষয়ো বিষয় আশ্রয়ো ভবতীত্যর্থে প্রয়োগঃ। পূর্ব্বপক্ষে ক্ষত্রধর্ম্মে প্রক্ষেপং সংশ্লেষং নাপ্নোতি ॥ ৫৯ ॥

করিলেও পিতামহ যে বসুদেবের পিতামহ, ইহা মহোদয়গণের সভাতে বিখ্যাত হইয়াছে। যথা—"আমি যাদবগণের হিতের জন্য গিরিবর ধারণ করিয়াছি।" ইত্যাদি বাক্য তাঁহার যাদবত্ব, এবং "বসুদেবভ্রাতা নন্দ উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া" ইত্যাদি বাক্যে বসুদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রত্ব, পুরাণজ্ঞগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। "আমার স্বরূপ কি, ইহা অধিকার করিয়া" যে শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে অধ্যাত্মশাস্ত্র বলে, অতএব এই অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অনুমতি ক্রমে পুত্রগণের উপরে পিতার অংশ অধিক থাকাতে তাঁহার ক্ষত্রিয় বীর্য্য অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে মাতার মত বর্ণসঙ্কর হইয়াছিল। কারণ, পিতা মাতা ভিন্ন জাতি। ধর্ম্মশাস্ত্র মতের অনুরোধে আভীর বৈশ্যজাতীয় স্বভাব, পূজ্য-পাদ মহোদয়গণও মনে মনে উদ্ভাবন করিয়াছেন। অতএব এইরূপ ঘটিবার পর সম্প্রতি যাদবদিগের আনন্দদায়ক ভবদীয় পুত্রের স্পষ্টই অলৌকিক মাহাত্ম্য বশতঃ তিনি সকলেরই পূজিত হইয়া যৎকালে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার মনে ক্ষত্রিয়

তদিদং সর্ব্বেঽপি সানুমোদং নিশম্য সপ্রমোদমূচুঃ ॥ ৬০ ॥
প্রস্তুতং প্রস্তূয়তাম্ ॥

দূতাবূচতুঃ—কেচিদেবং চ দেবেন্দ্রবঞ্চনং প্রপঞ্চয়ন্তি ॥

যদা সাত্রাজিতী পারিজাততরবে সযত্নীভবন্তী সুত্রাম-পত্নীসদনমাসসাদ। তদা বনদেব্যানীতং বাঞ্ছাভিনীতং সুজাত-পারিজাতকুসুমং তস্যাঃ পশ্যন্ত্যাঃ সা শচীনাম্নী সুত্রাম্নী নিজ-শিরসা যুক্তবতী। তদিদমুক্তবতী চ।—মনুজাদুদ্ভববত্যা ভবত্যা নাধিকৃতিরত্রেতি। কিন্তু ছন্দোময়শব্দগতেঃ খগ-সন্দোহপতে-রারোহণং মোহবিষয়ীচকারেতি ॥ ৬১ ॥

তন্নিশম্য সর্ব্বে কিমকুর্ব্বত ইত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়ন্তি—তদিদমিতিগদ্যেন। সানুমোদমনু-মোদনেন সহ বর্ত্তমানং সপ্রমোদং সহর্ষং। প্রস্তুতং শ্রীকৃষ্ণবিজয়ং প্রস্তূয়তাম্ ॥ ৬০ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়ন্তি—কেচিদিতিগদ্যেন। দেবেন্দ্রবঞ্চনমেবঞ্চ বিস্তারয়ন্তি। সাত্রাজিতী সত্যভামা পারিজাততরবে তাদর্থ্যে চতুর্থী। সযত্নী যত্নবিশিষ্টা সুত্রামপত্নীসদনং শচীগেহং প্রাপ। বনদেব্যা আনীতং প্রাপিতং বাঞ্ছয়া অভিনীতং যোজিতং প্রফুল্লপারিজাতপুষ্পং পশ্যন্ত্যা স্তস্যাঃ সত্যভামায়াঃ সুত্রাম্নী শচী নিজশিরসা যুক্তবতী স্বশিরসি ধৃত্বা তদিদমুবাচ। মনুজাদুদ্ভবো জন্ম যস্যাঃ সা চাসৌ ভবতী চেতি তস্যা অত্র পুষ্পে নাধিকৃতিরধিকারো নাস্তি, ছন্দোময়শব্দগতেঃ ছন্দোময়শব্দেন বেদোচ্চারণেন সহ গতি র্যস্য তস্য খগসন্দোহপতে গরুড়স্যা-রোহণং মোহবিষয়ীকরোতি বিমোহাশ্রয়ীকরোতীতি ॥ ৬১ ॥

ধর্ম্মের আবিষ্কার, সমস্ত বিজ্ঞগণেরও সম্মত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব পক্ষ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে সংশ্লিষ্ট নহে ॥ ৫৯ ॥

সকলেই ইহা অনুমোদন পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া আনন্দের সহিত বলিতে লাগিল, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ কর ॥ ৬০ ॥

দূতদ্বয় কহিল, কেহ কেহ এইরূপেও ইন্দ্রের বঞ্চনা বিস্তারিত করিয়া থাকেন। যৎকালে সত্রাজিৎ-কন্যা সত্যভামা পারিজাত বৃক্ষের জন্য যত্নবতী হইয়া ইন্দ্র-পত্নীর গৃহে গমন করেন, তৎকালে বনদেবীর আনীত ইচ্ছাযুক্ত সুন্দর পারিজাত-পুষ্প সত্যভামা দর্শন করিলে, শচীনামে ইন্দ্রপত্নী পারিজাত পুষ্প মস্তকে ধারণ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন, যে মানব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার অর্থাৎ মানবীর

তদেবম্ ;—

তেষাং কৃতঘ্নতাং বীক্ষ্য কৃততদ্বাঞ্ছিতো হরিঃ।
পারিজাতেন সহিতং রত্নাদ্রিং চানয়দ্‌গৃহম্ ॥ ৬২ ॥

সর্ব্বৈঃ পৃষ্ট্যচুঃ—আত্মানং পঙ্কসঙ্করমশঙ্কমাচরন্নসাবমুনা কং কং বারং বা ক্ষালয়িতব্যঃ। ততঃ স্বকথ্যং তু প্রথ্যমানতামানয়তম্ ॥ ৬৩ ॥

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ তাসাং কন্যানাং বিবাহে বিহিত-নির্ব্বাহে শ্রীনারদ-বচনমিদম্ ।—

"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥" ইতি ॥ ৬৪ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তেষামিতি। কৃতঘ্নতাং কৃতোপকারবৈপরীত্বং বীক্ষ্য কৃততদ্বাঞ্ছিতঃ কৃতং সম্পাদিতং তস্যোন্দ্রস্য বাঞ্ছিতং যেন সঃ। রত্নাদ্রিং রত্নপর্ব্বতং গৃহমনয়ৎ প্রাপয়ামাস ॥ ৬২ ॥

ততঃ সর্ব্বে যদপৃচ্ছন্ তদ্বর্ণয়তি—আত্মানমিতিগদ্যেন। অশঙ্কং যথা স্যাত্তথা আত্মানং পঙ্ক-সঙ্করং পঙ্কপতিতমাচরন্ অসাবিন্দ্রঃ অমুনা কৃষ্ণেণ কতিবারং ক্ষালয়িতব্যঃ ধৌতঃ কর্ত্তব্যঃ। ততো হেতোঃ স্বকথ্যং স্বেন বক্তব্যং। প্রথ্যমানতাং বিস্তার্য্যতামানয়তং প্রাপয়তম্ ॥ ৬৩ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। ইদং শ্রীভাগবতীয়ং। চিত্রমিতি

এই পারিজাত পুষ্পে অধিকার নাই। কিন্তু বেদোচ্চারণের সহিত যাহার গতি, সেই গরুড়ের আরোহণই সকলকে মোহিত করিয়াছিল ॥ ৬১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল কৃতঘ্নদিগের এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া, ইন্দ্রের মনোরথ সম্পাদন পূর্ব্বক, পারিজাত বৃক্ষের সহিত রত্নগিরি নিজগৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

সকলেই কহিল, ঐ ইন্দ্র অশঙ্কিতভাবে আপনাকে পঙ্ক পতিত ব্যক্তির মত বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কতবারই বা তাঁহাকে ধৌত করিবেন। অতএব তোমরা তোমাদের বক্তব্য বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন কর ॥ ৬৩ ॥

দূতদ্বয় কহিল, অনন্তর ঐ সকল কন্যাদিগের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে

ব্রজরাজ উবাচ—তদিদমপি গর্গবচনজাতনিসর্গং(ক) কিন্তু পরং কথ্যতাম্ ॥ ৬৫ ॥

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চাবাং সন্দেশমাদেশং কেশবেনাত্র-প্রহিতৌ। সর্ব্বৈরপৃচ্ছ্যত—কোঽয়ং সন্দেশঃ ॥ ৬৬ ॥

বতেতি হর্ষে। এতচ্চিত্রমাশ্চর্য্যং একেন বপুষা একমূর্ত্ত্যা যুগপদেকদা তত্রাপি পৃথগ্গৃহেষু এক এব কৃষ্ণঃ ষোড়শসাহস্রং স্ত্রিয় উদাবহৎ উবোঢ় ॥ ৬৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য তদৈশ্বর্য্যং শ্রুত্বা সর্ব্বেষু বিস্ময়ং প্রাপ্তেষু কথকঃ সমাধত্তে—তদিদমিতিগদ্যেন। গর্গস্য বচনজাতস্য বচনসমূহস্য নিসর্গং স্বাভাবিকম্ ॥ ৬৫ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চাবামিতিগদ্যেন। কেশবেন আদেশং সন্দিষ্টং সন্দেশমাদেশমনুজ্ঞা যথা স্যাত্তথাত্র প্রহিতৌ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীমান্ নারদ এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন (খ)। ইহাই আশ্চর্য্য যে, শ্রীকৃষ্ণ একাকী হইয়া, একমাত্র মূর্ত্তিদ্বারা, এককালে প্রত্যেক গৃহে ষোড়শ সহস্র রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, গর্গমুনি যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, সেই বাক্যের প্রকৃতি অনুসারেই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা বর্ণনা কর ॥ ৬৫ ॥

দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর, শ্রীকৃষ্ণ উপদিষ্ট সংবাদ আজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে এইস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। সকলেই কহিল, সেই আদিষ্ট-বাক্য কিরূপ? ॥ ৬৬ ॥

(ক) গর্গবচনজ্ঞাতনিসর্গং। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

(খ) ভাগবত ১০।৬৯।২।

দূতাবূচতুঃ ;—

যদ্‌ব্যাকারং বর্দ্ধয়ন্নত্র বর্ত্তে
তত্তৃপ্ত্যর্থং শূরপুত্রস্য বিত্ত।
দত্ত্বা স্বীয়ব্যূহমস্মৈ বিচিত্রং
লব্ধানুজ্ঞাভব্যমস্মা ব্রজামি ॥ ৬৭ ॥

অঙ্গস্য বহ্নিনা তাপস্তস্য তাপেন শাম্যতি।
এবং ব্যসনশান্ত্যর্থং ব্যসনং ক্রিয়তে ময়া ॥ ইতি ॥ ৬৮ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম ॥ ৬৯ ॥

ব্রজনৃপধরকর্ণযুগ্মমস্মিন্ বত সুতরূপ্যবিবাসবৃত্তবৃন্দে।
নয়নমধুকর-দ্বয়ং সুতস্যাননসরসীরুহমাধুরীষু ধেহি ॥
ইতি ॥ ৭০ ॥

ততঃ সর্ব্বেষাং প্রশ্নানন্তরং দূতোক্তিং বর্ণয়তি—যদ্ব্যাকারমিতি। অত্র ব্যাকারো বিশেষাকারঃ প্রকাশ ইতি যাবৎ, তং বর্দ্ধয়ন্ বর্ত্তে তৎশূরপুত্রস্য তৃপ্ত্যর্থং বিত্ত জানীত। অস্মৈ শূরপুত্রায় বিচিত্রং স্বীয়ব্যূহং দত্ত্বা অস্য শূরপুত্রস্য লব্ধা যা অনুজ্ঞা তয়া ভব্যং শুভং যথা স্যাত্তথা আব্রজামি আগচ্ছামি ॥ ৬৭ ॥

কিঞ্চ অঙ্গস্যেতি। বহ্নিনা অগ্নিনা তস্য বহ্নেঃ। ব্যসনশান্ত্যর্থং বিরহনিবৃত্তয়ে ময়া ব্যসনং বিচ্ছেদঃ ক্রিয়তে ॥ ৬৮ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গং সমাধত্তে—অথেতিগদ্যেন। তদ্বর্ণয়তি—ব্রজেতি। হে ব্রজনৃপ! সুতরূপ্যবিবাসবৃত্তবৃন্দে সুতস্য কৃষ্ণস্য ভূতপূর্ব্বো যো বিবাসো বিচ্ছেদস্তস্য বৃত্তবৃন্দে বৃত্তান্তসমূহে

দূতদ্বয় কহিল, আমি যে বিশেষ আকার বা প্রকাশ বর্দ্ধিত করিয়া এইস্থানে বর্ত্তমান আছি, তাহা আপনারা শূরপুত্র বসুদেবের তৃপ্তির জন্যই অবগত হইবেন। আমি ইহাঁকে আমার বিচিত্র ব্যূহ দান করিয়া ইহাঁর মঙ্গলময় অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিতেছি ॥ ৬৭ ॥

আর যদি অগ্নিদ্বারা শরীরের তাপ হয় বহ্নিতাপদ্বারাই তাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই কারণে আমিও বিরহ নিবৃত্তির জন্য বিচ্ছেদ অবলম্বন করিতেছি ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ কথা সমাপণ করিয়া বলিতে লাগিল, হে ব্রজরাজ! আহা!

তদেতদবধায় তদুত্তমাঙ্গমঙ্কে নিধায় স্বাশ্রুভিরভিষিক্তং বিধায় ক্ষণ-কতিপয়ং ব্রজরাজঃ স্তম্ভং সম্ভবতি স্ম ॥ ৭১ ॥

অথ ব্রজবন্দিনস্তত্র বন্দন্তে স্ম ॥ ৭২ ॥

শক্রশ্রাবিতভৌমাতিক্রম ! ।
বক্রক্ষ্মাপতিমাথিপ্রক্রম ! ॥
ভামালক্ষিততার্ক্ষ্যরোহণ ! ।
নামাভাসকপাপদ্রোহণ ! ॥

অস্মিন্ কর্ণযুগ্মং ধর, "ধৃঞ্ অনবস্থানে" অনবস্থিতং কুরু কৃষ্ণস্য মুখপদ্মমাধুরীষু নেত্রভৃঙ্গযুগ্মং ধেহি ধারয় ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥

তদেবং নিশম্য ব্রজরাজো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। অবধায় মনো নিবেশ্য তদুত্তমাঙ্গং শ্রীকৃষ্ণস্য মস্তকং ক্রোড়ে নিধায় স্বস্য নেত্রজলৈরভিষিক্তং কৃত্বা স্তম্ভং সম্ভবতি স্ম উৎপাদয়ামাস ॥ ৭১ ॥

ততো ব্রজবন্দিন স্তত্র প্রসঙ্গে বন্দন্তে স্ম শ্লাঘয়ামাসুঃ ॥ ৭২ ॥

তৎ বর্ণয়তি—শক্রেত্যাদিভিঃ। হে বীর! ত্বং জয়েতি সম্বন্ধঃ। তত্র বিশেষণানি শক্রেণে-ন্দ্রেণ শ্রাবিতো ভৌমস্য নরকস্য অতিক্রমোঽন্যায্যং যত্র হে স। বক্রাঃ যে ক্ষ্মাপতয়ো রাজান স্তান্ মথিতুং বিলোড়য়িতুং শীলমস্য এবম্ভূতঃ প্রক্রম আরম্ভো যস্য হে স। ভাময়া সত্যভাময়া লক্ষিতো-

---

আপনি পুত্রের ভূতপূর্ব্ব বিচ্ছেদ এবং বিচ্ছেদসংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ বিষয়ে কর্ণ-যুগল অর্পণ করিবেন না। এক্ষণে আপনি পুত্রের মুখপদ্মের মাধুরীতে আপনার নেত্ররূপ ভ্রমরযুগল অর্পণ করুন (ক) ৬৯ ॥ ৭০ ॥

অতএব এই বিষয়ে ব্রজরাজ মনোনিবেশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া এবং আপনার নেত্র জলে তাহা অভিষিক্ত করিয়া, ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ৭১ ॥

অনন্তর তৎকালে ব্রজের স্তব-পাঠকগণ স্তব করিতে লাগিল ॥ ৭২ ॥

হে বীর! আপনার জয় হৌক। ইন্দ্র নরকাসুরের অন্যায্য বিষয় আপনার নিকট ব্যক্ত করেন। কুটিল ভূপতিদিগকে মন্থন করিতে আপনার সর্ব্বদাই

(ক) স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠের কথায় সমস্ত লীলা বর্ণিত ইহাই চম্পূ। নন্দ মহারাজ বিরহ-কথায় পাছে দুঃখিত হন্ এই ভাবিয়া ইহা অতীত ঘটনা তাহা স্মরণ করাইলেন।

কামাদ্ভূমিজদুর্গপ্রেক্ষক ! ।
রামাকৌতুকদানাপেক্ষক ! ॥
বীরোৎকম্পকদুর্গামর্দ্দক ! ।
(ক) দুর্গালোচনচিত্রনিষেবক ! ॥
সৃষ্টক্ষ্মামুখভূতপ্রক্ষয় ! ।
দৃষ্টক্ষ্মাসুতসর্ব্বাস্তঃ ক্ষয় ! ॥
ক্ষৈতেয়ং প্রতি নির্জ্জিষ্ণু ক্রম ! ।
দৈতেয়ং লঘু তং ঘ্নন্নিষ্ক্লম ! ॥
তৎপুত্রায় চ রাষ্ট্রাদ্যর্পক ! ।
যৎকুত্রাপ্যনুভক্তং তর্পক ! ॥

হ্নিতঃ স চাসৌ তার্ক্ষ্যে গরুড়ে আরোহণং যস্য সঃচেতি হে স। নামাভাসেন পাপানি দ্রোহয়তি জিঘাংসয়তি হে স। কামান্মনোরথাদ্ভূমিজস্য নরকস্য দুর্গো গড়ইতিখ্যাত স্তস্য প্রেক্ষক। রামাণাং কৌতুকদানে অপেক্ষা যস্য হে স। বীরাণামুৎকম্পা যস্মাৎ এবম্ভূতো যো দুর্গ স্তস্য মর্দ্দক নাশক। দুর্গালোচনচিত্রনিষেবক দুর্গস্যালোকনেন চিত্রং বিস্ময়ং নিষেবতে যঃ হে স। সৃষ্টানি যানি ক্ষ্মামুখভূতানি ভূম্যাদিমহাভূতানি তেষাং প্রক্ষয়ো নাশো যস্মাৎ হে স। দৃষ্টশ্চাসৌ তৎপুত্রায় নরকাত্মজায় রাষ্ট্রাদীনাং দেশাদীনামর্পক ! দায়িন্ হে স। যৎ কুত্রাপি অনুভক্তং হীনভক্তানাং

উপক্রম হইয়া থাকে। আপনি সত্যভামাদ্বারা চিহ্নিত গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। আপনি নামের আভাসে পাপ সকল বিনাশ করিয়া থাকেন। আপনি ইচ্ছামাত্র নরকের দুর্গ দর্শন করিয়াছিলেন। রমণীদিগকে কৌতুক দান করিতে আপনি অপেক্ষা করিয়াছিলেন। বীরগণের হৃৎকম্পজনক দুর্গ, আপনাদ্বারাই বিনষ্ট হয়। সেই দুর্গ দর্শন করিয়া আপনার বিস্ময় জন্মিয়াছিল। আপনি যে সকল ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমস্তই আবার আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। আপনি ক্ষিতি-তনয় নরকাসুরকে দেখিয়া তাহার সমস্ত অবয়ব বিনাশ করিয়াছিলেন। নরকাসুরকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে আপনার শক্তি অজেয় ছিল। আপনি সত্বর নরককে বধ করিয়া ক্লান্তি শূন্য হইয়াছিলেন।

(ক) বীরোদ্যমুর তৎস্বর্দ্দক। ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবনপাঠঃ।

কন্যানামপি তাসাং পারক ! ।
ধন্যানাং নিজভাজাং তারক ! ॥
দেবক্ষ্মাপতিসচ্ছলপূজিত ! ।
দেবক্ষ্মারুহহৃতিবাঞ্ছাচিত ! ॥
তং কর্ষংস্তরুমিন্দ্রপ্রাবৃত ! ।
অঙ্কস্থাঙ্গন যুদ্ধে চাদৃত ! ॥
জিত্বা তং তরুমূর্জ্জদ্বিক্রম ! ॥
হিত্বা বাসবমুদ্যদ্বিভ্রম ! ॥
যত্নাপ্রাপিততচ্ছত্রাদিক ! ॥
রত্নাক্ষ্মাধরহৃল্লীলাধিক ! ॥

তর্পক তর্পণশীল হে স। তাসাং কন্যানামপি পারক তাদৃশব্রতসমাপক। নিজভাজাং স্বং ভজন্তে যা স্তাসাং ভক্তানাং ধন্যানাং তারক দ্বারকায়াং প্রেরক। দেবক্ষ্মাপতিনা দেবরাজেন সচ্ছলেন অকার্পণ্যেন পূজিত। দেবক্ষ্মারুহঃ পারিজাত স্তস্য হৃতৌ হরণে যা বাঞ্ছা তয়া চিত ব্যাপ্ত। তং তরুং পারিজাতং কর্ষন্ ইন্দ্রেণ যুদ্ধেচ্ছয়া প্রকর্ষেণ আবৃত। অঙ্কস্থা ক্রোড়স্থা সত্যভামা যস্য স যুদ্ধেচ আদৃত আদরযুক্ত। তং পারিজাতং তরুং জিত্বা উর্জ্জন্ বলবান্ বিক্রমো যস্য হে স। বাসবমিন্দ্রং হিত্বা ত্যক্ত্বা উদ্যন্ বিভ্রমো গতির্যস্য হে স। যত্নেন প্রাপিতং তস্য বরুণস্য ছত্রাদিকং যেন হে স। রত্নক্ষ্মাধরং রত্নাদ্রিং হরতীতি যদ্বা রত্নক্ষ্মাধরস্য হৃদাহরণেন লীলাধিক। ভক্তানাং

আপনি নরকের পুত্রকে রাষ্ট্র, দেশ এবং গ্রামাদি সমর্পণ করিয়াছিলেন। আপনি যে কোনও স্থলে হীন ভক্তগণের তৃপ্তির সাধন করিয়া থাকেন। সেই সকল কন্যাদেরও আপনি তাদৃশ ব্রত সমাপন করিয়া থাকেন। নিজের প্রতি অনুরক্ত সেই সকল প্রশংসার পাত্রী কন্যাদিগকে দ্বারকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অকপটে আপনাকে পূজা করিয়াছিলেন। দেবতরু পারিজাত হরণের বাঞ্ছাদ্বারা আপনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সেই পারিজাত তরু আকর্ষণ করিলে, ইন্দ্র যুদ্ধ করিবার বাসনায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়াছিলেন। তৎকালে আপনার ক্রোড়দেশে পত্নী সত্যভামা বর্ত্তমান ছিলেন, অথচ আপনার যুদ্ধ করিতে বিশেষ সমাদর ছিল। সেই পারিজাত বৃক্ষ জয় করিবার পর আপনার প্রবল

ভক্তপ্রীতিদ তত্তদ্দ্বিড্‌জয় ! ।

সক্তস্বব্রজমাপ্তস্ত্বং জয় বীর ! ॥ ইতি ॥ ৭৩ ॥

অথ পূর্ব্ববচ্ছ্রীরাধামাধব-সদসি কথেয়ম্ ।—

যথা স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ— ॥ ৭৪ ॥

যদা নানাসম্বদনসুখবশম্বদতত্তদ্‌যুদ্ধসমুদ্বুদ্ধকাময়া সত্যভাময়া সহ নরকবধং নিধায় মণিগিরি-পারিজাততরূ গরুত্মতি নিধায় সর্ব্বশর্ম্মনিধানরূপঃ স খলু দয়ালূনাং ভূপঃ স্বপুরং সমা-

---

প্রীতিং দদাতীতি হে স, তেষাং তেষাং শত্রূণাং জয়ো যেন হে স। সক্তস্বব্রজং নিত্যসংযোগযুক্তং ব্রজং গোষ্ঠমাপ্তঃ প্রাপ্ত ইতি ॥ ৭৩ ॥

তদেবং দিবাকথাং বর্ণয়িত্বা রাত্রিকথাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেতিগদ্যেন। যথা স্নিগ্ধকণ্ঠোঽবর্ণয়ৎ ॥ ৭৪ ॥

তাং স্নিগ্ধকণ্ঠোক্তিং বর্ণয়তি—যদেত্যাদিগদ্যেন। নানাসম্বদনেন সংলাপেন যৎ সুখং তেন বশম্বদা সা চাসৌ তেষাং তেষাং যুদ্ধে সমুদ্বুদ্ধঃ কামো যস্যাঃ সা চেতি তয়া সত্যভাময়া সহ মণিগিরিং রত্নাদ্রিং পারিজাততরুং। গরুত্মতি গরুড়ে সর্ব্বশর্ম্মণাং সকলসুখানাং নিধানরূপঃ আশ্রয়ী স্বপুরং

বিক্রম প্রকাশ পাইয়াছিল। ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিবার পর আপনার গতি প্রকাশ পাইয়াছিল। আপনি যত্ন পূর্ব্বক বরুণের ছত্রাদি তাঁহাদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আপনার তৎকালে রত্নগিরি হরণ করিবার লীলা সমধিক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। আপনি ভক্তদিগকে প্রীতিদান করেন, এবং সমস্ত শত্রুদিগকে জয় করিয়া থাকেন। ইহার পর নিত্য সংযোগযুক্ত আপনার গোষ্ঠে আপনি আগমন করিয়াছেন। অতএব পুনর্ব্বার বলি, হে বীর ! আপনার জয় হোক ॥ ৭৩॥

অনন্তর পূর্ব্বের মত শ্রীরাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের সভামধ্যে এইরূপ কথা হইয়াছিল। যথা –স্নিগ্ধকণ্ঠ বর্ণন করিতে লাগিল ॥ ৭৪ ॥

যৎকালে নানাবিধ নির্জ্জনে কথোপকথনের সুখে বশম্বদা এবং তত্তৎশত্রুগণের যুদ্ধে নিতান্ত অভিলাষিণী সত্যভামার সহিত নরকাসুরকে বধ করত, রত্নগিরি এবং পারিজাত তরু গরুড়ের উপর স্থাপন পূর্ব্বক, সকল সুখের আধার স্বরূপ, সেই দয়ালুগণের ভূপতি শ্রীকৃষ্ণ নিজপুরী দ্বারকায় আগমন করেন,

গতবাংস্তদা ব্রজসাধারণ্যেন রাধাদিষু চ দিব্যালঙ্কাররত্নানি যত্নাদ্বিহাপিতানি । যত্র সর্ব্বত্র দ্বিত্রবর্ণক্রমবলনয়া সমস্তকলনয়া তদিদং চিত্রিতমিব লিখিতং বিলক্ষ্যতে স্ম ॥ ৭৫ ॥

ব্যাকারা নিচিতা ময়া বহুবিধা যুষ্মচ্ছবিচ্ছায়য়া
কালং ক্ষেপ্তুমথাজনি প্রতিপদং নির্ব্বেদখেদঃ পরম্ ।
যাবদ্বন্ধনমাত্মনা বিরচিতং তত্তদ্বিচিত্রং বলা-
চ্ছিত্ত্বা তত্র সমেমি তাবদসকৃৎ প্রাণান্ প্রিয়া ! রক্ষত ॥ ৭৬ ॥

দ্বারকাং ব্রজসাধারণ্যেন সাধারণতয়া বিহাপিতানি নিয়োজিতানি । যত্র সর্ব্বত্র দিব্যালঙ্কাররত্নেষু দ্বিত্রাণাং শুক্লরক্তপীতাদীনাং বর্ণানাং ক্রমেণ বলনং সংযোজনং যত্র তয়া, সমস্তা চাসৌ কলনা রচনা চেতি তদিদং লিখিতং চিত্রিতমিব বিলক্ষ্যতে স্ম দৃষ্টং বভূব ॥ ৭৫ ॥

কিঞ্চ কালং ক্ষেপ্তুং যাপয়িতুং ময়া যুষ্মচ্ছবিচ্ছায়য়া যুষ্মাকং যা ছবির্মূর্ত্তি স্তস্যাশ্ছায়য়া প্রতিমূর্ত্তিরূপয়া উপলক্ষিতা যা বহুবিধা ব্যাকারা বিশিষ্ট আকারো যাসাং তা নিচিতাঃ সংগৃহীতাঃ, অথ অনন্তরং প্রতিপদং প্রতিক্ষণং পরঃ নির্ব্বেদখেদো নির্ব্বেদেন সহ খেদোঽজনি । সংপ্রতি ভবতীভিরেব তৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহ—যাবদাত্মনা তত্তদ্বিচিত্রং পিতৃজায়াপুত্রাদিকং বন্ধনং বিরচিতং । তত্র ব্রজে তৎ বলাচ্ছিত্ত্বা সমেমি সংগচ্ছ তাবৎ হে প্রিয়াঃ ! প্রাণান্ অসকৃৎ রক্ষত ॥ ৭৬ ॥

তৎকালে ব্রজের রাধিকাপ্রভৃতির নিকট সাধারণ জনগণ সযত্নে দিব্য অলঙ্কার মণিসকল প্রেরণ করিয়াছিল । যে সকল দিব্য অলঙ্কার রত্নের মধ্যে শুক্ল রক্ত পীতাদি নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের ক্রম পারিপাটীদ্বারা এই লিখিত বিষয় যেন চিত্রিতের মত দৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ৭৫ ॥

আমি কালযাপন করিবার জন্য তোমাদের মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ বহুবিধ বিশেষ আকৃতিযুক্ত রমণী সকল সংগ্রহ করিয়াছিলাম । অনন্তর প্রতিক্ষণে নিরতিশয় দুঃখজনিত খেদ হইয়াছিল । আমি পূর্ব্বে স্বয়ং তত্তৎ বিচিত্র পিতৃজায়া পুত্রাদির বন্ধন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া সেই ব্রজে গমন করিতেছি । হে প্রিয়তমাগণ ! যে পর্য্যন্ত না এই সকল কার্য্য শেষ হয়, সেই পর্য্যন্ত তোমরা নিরন্তর প্রাণ রক্ষা কর ॥ ৭৬ ॥

তদেতদপি বহির্দৃষ্ট্যপেক্ষয়া লিখ্যতে, বস্তুতস্তু ॥ ৭৭ ॥

যদ্‌যদত্র কিল রচ্যতে বহিস্তত্তদঙ্গ বহিরেব মন্যতাম্‌।
অন্তরেঽহমপি যূয়মপ্যহো ! কেলিমেব কলয়ামহে মিথঃ ॥
ইতি ॥ ৭৮ ॥

অথ সমাপনং চ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সোৎকণ্ঠমাহ স্ম ॥ ৭৯ ॥

ইন্দ্রজালমিব বিদ্ধি রাধিকে !
তত্তদাধিবলনং পুনঃ পুনঃ।
পশ্য কৃষ্ণ ইহ তৃষ্ণগন্তর-
স্ত্বন্মুখং সুখবশান্নিরীক্ষতে ॥ ৮০ ॥

ততঃ ফলিতং যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। বহির্দৃষ্ট্যপেক্ষয়া লোকরীত্যনুসারেণ বস্তুতঃ শৃণুত ॥ ৭৭ ॥

তৎ প্রকাশয়তি—যদ্‌যদিতি। অঙ্গ ! হে রাধিকে ! অত্র প্রবাসে যদ্‌যদ্বহির্বাহ্যে রচ্যতে ক্রিয়তে তত্তদ্বহিরেব মন্যতাং, অন্তরেতু অহমেব যূয়মপি মিথঃ পরস্পরং কেলিমেব ক্রীড়ামেব কলয়ামহে কুর্ম্মঃ ॥ ৭৮ ॥

অথেতি গদ্যং সুগমম্‌ ॥ ৭৯ ॥

তৎ স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—ইন্দ্রজালমিতি। হে রাধিকে ! তত্তৎ পুনঃ পুনরাধিবলনং বিরহেণ মনঃপীড়ারচনং ইন্দ্রজালং প্রতীতিমাত্রমিব। তৃষ্ণগন্তরঃ তৃষ্ণক্ তৃষ্ণাশীলং চিত্তং যস্য সঃ সুখবশাৎ সুখাধীনতয়া ॥ ৮০ ॥

এই সমস্তও কিন্তু বহির্ভাবে বহির্দৃষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া লৌকিক রীতি অপেক্ষা করত লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু আপনারা এই সম্বন্ধে শ্রবণ করুন ॥ ৭৭ ॥

হে রাধিকে ! আমি এই প্রবাসে যে যে বাহ্যিক বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতেছি, তুমি তৎসমুদয়ই বাহ্য বলিয়া বিবেচনা কর। কিন্তু আহা ! অন্তরে সেই তোমরা সেই আমি পরস্পরেই কেলি করিতেছি ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ উৎকণ্ঠার সহিত সমাপন করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৭৯ ॥

হে রাধিকে ! বিরহদ্বারা বারংবার যে মনঃপীড়া উপস্থিত হইতেছে ইহাকে

তদেবং সর্ব্বসুখপ্রথকয়োঃ কথকয়োঃ সর্ব্বেণ সহ স্বস্ব পথং গতয়োঃ শ্রীরাধামাধবাবপি মাধবী-মণ্ডপমেব সকেলি-সম্পদা মণ্ডয়ামাসতুঃ ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু নরকসংহরণ-
পারিজাতহরণযুগপদষ্টসহস্রযুগকন্যা-
পাণ্যাদানমষ্টাদশং পূরণম্ ॥১৮॥

স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গং সমাপয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। সর্ব্বসুখস্য প্রথকয়োর্বিস্তারকয়োঃ পথং মার্গং অর্থাদ্বাসগৃহং মণ্ডয়ামাসতু ভূষিতবন্তৌ ॥ ৮১ ॥ ০ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরচম্প্বাং অষ্টাদশং পূরণম্ ॥ ১৮ ॥ ০ ॥ ০ ॥

নিশ্চয়ই ইন্দ্রজালের মত বিবেচনা করুন। দেখ, এইস্থানে কৃষ্ণ সতৃষ্ণচিত্তে সুখের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল তোমার মুখই নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥ ৮০ ॥

অতএব এইরূপে সকল দুঃখের বিস্তারকারী কথকদ্বয় সকলের সহিত স্ব স্ব পথে অর্থাৎ বাসভবনে গমন করিলে শ্রীরাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণও স্বকীয় কেলিরূপ সম্পত্তিদ্বারা মাধবী লতার মণ্ডপই অলঙ্কৃত করিলেন ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূ কাব্যে নরকাসুরবিনাশ, পারিজাত তরুহরণ এবং একদা ষোড়শ সহস্র কন্যার পাণিগ্রহণ নামক অষ্টাদশ পূরণ ॥০॥০॥১৮॥

ঊনবিংশং পূরণম্।
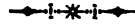
বাণযুদ্ধ-কথা।

অথ প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাজাতসুখলব্ধায়াং ব্রজরাজ-সভায়াং মধুকণ্ঠ উবাচ— ॥ ১ ॥

বহূনাং দিনানামনন্তরে দিনান্তরে চাপরৌ সন্দেশহরৌ প্রথমগতৌ বহুভিরনন্তরগতৈঃ সমং সমাগতৌ সমাগত্য চ তৎ-প্রশ্নপূর্ব্বকং পূর্ব্ববৎ কথয়ামাসতুঃ ॥

ভবদ্ভির্যত্তত্রকীয়ং কুশলং পৃষ্টং তৎ সুমৃষ্টমেব।
পরং চ কিমপি পূর্ব্বং যদপরামৃষ্টং তদেব দৃষ্টম্ ॥ ২ ॥

শ্রীমদুত্তরচম্প্বাং সত্যূনবিংশমপূরণে।
সহবাণপরীবারশম্ভোর্বিজয় ঈর্য্যতে ॥ ০ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য লীলান্তরং বর্ণয়িতুং প্রসঙ্গমারভতে—অথেত্যাদিগদ্যেন। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভাজাতেন কান্তিসমূহেন সুখস্য লব্ধঃ প্রাপ্তির্যস্যাং তস্যাং মধুকণ্ঠ উবাচ ॥ ১ ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—বহূনামিতিগদ্যেন। অনন্তরে বহির্ভূতে দিনান্তরে অন্যস্মিন্ দিনে, অনন্তরগতৈঃ পশ্চাদ্গতৈঃ সহ, তৎপ্রশ্নপূর্ব্বকং তেষাং প্রশ্নঃ পূর্ব্বো যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ তত্রকীয়ং দ্বারকাসম্বন্ধি সুমৃষ্টং সুশোভনং অপরামৃষ্টমনালোচিতম্ ॥ ২ ॥

এই ঊনবিংশ পূরণে বাণপরিবারবর্গের সহিত মহাদেবের বিজয় অর্থাৎ বাণযুদ্ধ বর্ণিত হইবে।

অনন্তর প্রভাতকালে ব্রজরাজের সভা, শ্রীকৃষ্ণের কান্তিসমূহদ্বারা সুখলাভ করিলে, মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥

বহুদিনের পর একদিন অন্য দুইজন বার্ত্তাবহ, প্রথম যাইবার জন্য পশ্চাৎ আগত বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছিল। দূতদ্বয় আগমন করিয়া তাঁহাদের প্রশ্নপূর্ব্বক পূর্ব্বের মত বলিতে লাগিল। আপনারা যে দ্বারকা-

শ্রীব্রজরাজ উবাচ—কথ্যতাম্ ? ॥

দূতাবূচতুঃ—শ্রীরুক্মিণ্যা জাতকঃ খলু জাতএব যঃ প্রনষ্ট-তয়া সর্ব্বং সকষ্টং চচার। স তু সম্প্রত্যাত্মনা প্রত্যাগত্য দৃষ্টতয়া হৃষ্টমাচচার। ন কেবলমাত্মনা কিন্তু কয়াচিদন্যয়া চ ধন্যয়া (নর)দেব-কন্যায়মানয়া ॥ ৩ ॥

সর্ব্বেঽপি সাশ্চর্য্যমূচুঃ—কথং কথমিতি কথ্যতাম্ ? ॥

দূতাবূচতুঃ—তদিদং শ্রীনারদবদনাদ্বিদিতম্ ॥ ৪ ॥

যথা ;—

মারমারাদুপানীয় পানীয়নিধিমাচ্ছ্র্য়ৎ।
শম্বরঃ শম্বরাত্তং তু সমারন্নিজমারকম্ ॥ ৫ ॥

ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—শ্রীরুক্মিণ্যাজাতক ইতিগদ্যেন। জাতকঃ পুত্র আত্মনা স্বয়ং হৃষ্টমানন্দিতং। দেবকন্যায়মানয়া দেবকন্যা ইবাচরতি যা তয়া ॥ ৩ ॥

ততঃ সর্ব্বেষাং সাশ্চর্য্যপ্রশ্নানন্তরং দূতয়োরুক্তিং বর্ণয়তি—তদিদমিতিগদ্যেন ॥ ৪ ॥

তন্নারদবচনং নির্দ্দিশতি—মারমিতি। শম্বরো দৈত্যো মারং কামং আরাৎ শীঘ্রমুপানীয়

সম্বন্ধে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা পরম সুন্দর, কিন্তু পূর্ব্বে যাহা কিছু আলোচিত হয় নাই, তাহাও দেখা গিয়াছে ॥ ২ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তাহা বর্ণন কর। দূতদ্বয় কহিল, শ্রীমতী রুক্মিণীর একটি পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে সকলেই দুঃখে নিমগ্ন আছেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি স্বয়ং প্রত্যাগমন করিয়া দৃষ্ট হওয়াতে সকলকেই আহ্লাদিত করিয়াছেন। কেবল স্বয়ং নহে, কিন্তু অন্য কোন এক নর দেবকন্যার মত ধন্যা রমণীর সহিত আগমন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

সকলেই আশ্চর্য্যভাবে বলিতে লাগিল, তাহা কি প্রকার, তাহা কি প্রকার, বর্ণন কর। দূতদ্বয় কহিল, ইহা কিন্তু শ্রীনারদের বাক্য হইতে জানা গিয়াছে ॥ ৪ ॥

যথা :—শম্বর নামে এক দৈত্য সত্বর কামদেবকে লইয়া সমুদ্রে প্রস্থান করে। পুনরায় নিজের মারক তাঁহাকে জল হইতে প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

তথাহি—যদা পরিণামতস্তাদৃশদনুজপ্রাণাকর্ষিসুজনসুখ-বর্ষিদেবর্ষিনিয়োগাদাত্মঘাতকতয়া নিশ্চিত্য বিচিন্ত্য চ শম্বর-নামা দানবঃ শাম্বরীসম্বলনয়াত্মসম্বরণমালম্বমানস্তং বরুণালয়-শম্বরমনুলম্বয়ামাস তদা স বালঃ সহসা মিলিতঃ, কেনচিদপূর্ব্ব-শকলিনা গিলিতঃ। স যদা গিলিতস্তদা স চ শকলী কেনচন জালিকেন কলিতঃ। স যদা চ কলিতস্তদা শম্বরবলিকৃতে বলিতঃ। স যদা চ বলিতস্তদা তদীয়মহানসাধিকারিণ্যা রতিনাগিন্যা দলিতঃ। স যদা চ দলিতস্তদা স বালকস্তত্র

পানীয়নিধিং সমুদ্রং আচচ্ছ'য়ৎ প্রাপয়ামাস। তু পুনঃ তং নিজমারকং শম্বরাজ্জলাৎ সমারৎ প্রাপ ॥ ৫ ॥

নমু কথং শম্বর সুথাকৃতবানিত্যপেক্ষয়া তৎকারণাদিকং বর্ণয়তি—তথাহীত্যাদিগদ্যেন। তাদৃশদনুজানাং প্রাণান্ আকর্ষিতুং শীলমস্য সুজনানাং সুখং বর্ষিতুং শীলমস্য এবম্ভু-তো যো দেবর্ষি র্নারদ স্তস্য নিয়োগাৎ পরিণামতঃ পরিণামে আত্মঘাতকতয়া নিশ্চয়ং কৃত্বা বিচিত্যচ অম্বিষ্য শাম্বরীসম্বলনয়া মায়ালম্বনেন আত্মসম্বরণমাত্মাচ্ছাদনং আলম্বমান আশ্রয়মানঃ তং রুক্মিণীজাতং বরুণালয়শম্বরং সমুদ্রজলমনুলম্বয়ামাস প্রবেশয়ামাস। অপূর্ব্বশকলিনা মহা-মৎস্যেন শকলী মৎস্যঃ জালিকেন কৈবর্ত্তেন কলিতো গৃহীতঃ শম্বরবলিকৃতে শম্বরস্যো-পঢৌকনায় বলিতঃ অর্পিতঃ। তদীয়মহানসাধিকারিণ্যা শম্বরস্য মহানসো রন্ধনশালা

দেখুন, যৎকালে যিনি ঐরূপ দৈত্যদিগের আকর্ষণ করেন, এবং সজ্জনদিগকে সুখ বিতরণ করিয়া থাকেন, সেই দেবর্ষি নারদের আদেশে শম্বর নামে সেই অসুর, পরিণামে তাহাকে আত্মবিনাশীরূপে নিশ্চয় করত তাঁহার অন্বেষণ পূর্ব্বক মায়াবলম্বন করিয়া আত্মগোপন করিয়াছে। এবং সেই রুক্মিণীর পুত্রকে সমুদ্রের জলে প্রবিষ্ট করে, তৎকালে সেই বালক সহসা উপস্থিত হইলে, এক মহা মৎস্য তাহাকে গিলিয়া ফেলে। যেমন সেই মহা মৎস্য তাহাকে গ্রাস করিল, অমনিই একজন জালিক আসিয়া ঐ মৎস্য গ্রহণ করে, যৎকালে মৎস্য গৃহীত হয়, অমনি শম্বরাসুরের উপঢৌকনের নিমিত্ত সেই মৎস্য অর্পিত হইল। যেমন সেই মৎস্য অর্পিত হইল, অমনি তাহা রন্ধনশালার অধিকারিণী রতি নামে কোনও

পর্য্যাকলিতঃ। পর্য্যাকলিতবতী চ সা তং শম্বরস্য দুর্ম্মর্য্যাদতাং বিচিন্ত্য গুপ্তং পালিতবতী। এষা হি পূর্ব্বং স্মর-ভার্য্যাসীৎ স্মরে তু হরেণ দগ্ধে পুনস্তৎপ্রাপ্তয়ে তমারাধয়ামাস। ততঃ শম্বরেণ স্মরহরং প্রসাদ্য নিজগৃহনীতাপি প্রাগ্‌লব্ধতদ্বরবলাদ-ভীতা মায়াময়কায়য়া কয়াচিদাত্মভ্রান্তিকারিকয়া তং বঞ্চয়ন্তী বভূব॥

তস্মিন্নতিবালে বলাৎ পতিভাবে মুহুর্ল্লব্ধভাবে তু ধিগ্-ধিগিত্যাত্মানং গর্হিতবতী। অথ কদাচিদেতাং শ্রীমান্ দেবর্ষিঃ

তস্মিন্নধিকারিণী যা তয়া রতিনামধেয়য়া দলিতো বিদারিত স্তত্র মৎস্যে পর্য্যাকলিতঃ সম্যগ্-দৃষ্টঃ। দুর্ম্মর্য্যাদতাং দূরাগ্রহতাং হিংসারততাং রতিং গুপ্তং যথা স্যাত্তথা পালিতবতী। ননু সা কথং তথা চকার তত্রাহ—এষেতি। স্মরঃ কন্দর্পঃ হরেণ শিবেন তস্য স্মরস্য প্রাপ্তয়ে তং হরং। শম্বরগৃহে তস্যা অবস্থানে হেতুং কথয়তি—তত ইতি। স্মরহরং হরং প্রসাদ্যেতি পতিপ্রাপ্তয়ে ইতি শেষঃ। শম্বরগৃহপ্রাপিতাপি প্রাগ্লব্ধো য স্তস্য হরস্য বর স্তস্মাৎ অভীতা পাতিব্রত্যনাশভয়রহিতা সতী আত্মভ্রান্তিকারিকয়া মায়াময়কায়য়া তং শম্বরং বঞ্চিতবতী। তস্মিন্ রুক্মিণী-পুত্রে বলাৎ প্রাক্‌স্বভাবাৎ লব্ধভাবে লব্ধসত্তাকে। এতাং রতিং সর্ব্বহর্ষি সর্ব্বহর্ষকারি অষট্‌কর্ণি ন বিদ্যন্তে ষট্‌কর্ণা যত্র রহস্যমিত্যর্থঃ। তদিদং বর্ণয়ামাস। অয়ি!

এক রমণী ঐ মৎস্য কাটিয়া ফেলিল। যেমন মৎস্য বিদলিত হইল, অমনি তাহার মধ্যে সেই বালক সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হইল। রতি তাহাকে দেখিয়া শম্বরাসুরের হিংস্রক স্বভাব চিন্তাপূর্ব্বক গোপনে তাহাকে পালন করিয়াছিল। এই পাচিকা রতিই পূর্ব্বে কামদেবের ভার্য্যা ছিলেন। মহাদেবের নেত্রানলে কামদেব দগ্ধ হইলে পুনর্ব্বার মদনকে পাইবার জন্য রতিদেবী মহাদেবের আরাধনা করেন।

অনন্তর শম্বর মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া রতিকে নিজ ভবনে লইয়া আইসে। তথাপি রতি পূর্ব্বে যে মহাদেবের বর লাভ করিয়াছিলেন, সেই বরের ক্ষমতায় নির্ভীকচিত্তে আত্মভ্রমকারী কোনও এক অপূর্ব্ব মায়াময় দেহদ্বারা সেই শম্বরকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন। সেই অত্যন্ত বালক রুক্মিণীর পুত্রে পূর্ব্বস্বভাব বশতঃ পুনর্ব্বার পতিভাবসত্তা প্রাপ্ত হইলে, "আমাকে ধিক্ আমাকে ধিক্" বলিয়া

সর্ব্বহর্ষি তদিদমষট্‌কর্ণি বর্ণিতবান্। অয়ি রতিদেবি! মন্মথতয়া লব্ধপ্রথিতিস্তব যঃ পতিঃ স খলু দুর্গাপতিনা প্রাপিতান্যথাগতিঃ সম্প্রতি সর্ব্বমন্মথগতিতা-শ্রেয়সি নিজাংশি-যদুপতি-তেজসি লব্ধসাত্ম্যাপত্তিঃ সন্নয়ং বর্ত্তত ইতি ॥ ৬ ॥

সা তু তদেতৎ কর্ণয়োরাসজ্য তস্মিন্নারোপিতং ভাবান্তরং পরিত্যজ্য পতিভাবমেব প্রসজ্য স্থিতবতী স তু শাবকঃ

কোমলসম্বোধনে। মন্মথতয়া কন্দর্পত্বেন লব্ধপ্রথিতিঃ প্রাপ্তখ্যাতিঃ দুর্গাপতিনা হরেণ প্রাপিতা অন্যথা গতির্দগ্ধরূপা যস্য সঃ, সর্ব্বমন্মথগতিতাশ্রেয়সি সর্ব্বেষাং মন্মথানাং যা গতিতা স্বাশ্রয়তা তয়া শ্রেয়সি শ্রেষ্ঠতমে নিজাংশিনো যদুপতে যত্তেজঃ দীপ্তি স্তস্মিন্ লব্ধসাত্ম্যাপত্তির্লব্ধাভেদসম্বন্ধঃ ॥ ৬ ॥

সাতু রতিঃ আসজ্য সংযুজ্য তস্মিন্ বালকে আরোপিতং অন্যথারূপং প্রসজ্য দৃঢ়ীকৃত্য শাবকো বালকঃ প্রতিশ্বঃ পরপরদিনে শুশাব বৃদ্ধিং প্রাপ্তবান্। টুওশ্বিগতিবৃদ্ধ্যোরিতিধাতোঃ।

আত্ম তিরস্কার করিয়াছিলেন (ক)। অনন্তর একদা শ্রীমান্ দেবর্ষি নারদ এই রতিকে সকলের হর্ষদায়ক, ছয়টী কর্ণ পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অত্যন্ত গোপনীয় এই বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন (খ)। হে রতি দেবি! তোমার যে পতি মন্মথরূপে বিখ্যাত ছিলেন দুর্গাপতি মহাদেব নিশ্চয়ই তাঁহার অন্য প্রকার (দগ্ধরূপ) গতি ঘটাইয়াছিলেন। সম্প্রতি সকল প্রকার মনোরথের একমাত্র গতিদ্বারা শ্রেষ্ঠতম, নিজের অংশ বিশিষ্ট যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের তেজোমধ্যে অভেদ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া এইস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥

সেই রতিও দেবর্ষি নারদের এইরূপ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, তাঁহার উপরে যে আরোপিত পুত্রভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে

(ক) কামদেব মহাদেবের নেত্রানলে জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই প্রদ্যুম্ন। পূর্ব্ব জন্মে পতি ছিল, তাহা না জানিলেও স্বতঃসিদ্ধ পতিভাব হৃদয়ে জাগিত, অথচ পালিত শিশুতে পুত্রভাব হওয়াই উচিত। ইহাই আত্মধিক্কারের হেতু।

(খ) কোন গুপ্ত বিষয় দুইজনে জানিলেও তাহাকে গুপ্ত বলা যায় অর্থাৎ তখন দুইজনের চারি কর্ণ পর্য্যন্তই থাকে। যখন তাহা তৃতীয় ব্যক্তি জানে তখন তাহাই প্রকাশ হয় গুপ্ত থাকে না ইহাকেই ষট্‌কর্ণি বলে। এখানে নারদ ভিন্ন কেহ জানিতেন না। সুতরাং ঐ বৃত্তান্তকে অষট্‌কর্ণি বলা যাইতে পারে।

প্রতিশ্বঃ শশ্বদেব শুক্লপক্ষশশীব শুশাব। প্রৌঢ়স্তু স কুমারপরিবৃঢ়স্তং তদ্ভাবং দৃঢ়ং বিবুদ্ধ্য তস্যৈ গাঢ়ং চুক্রোধ, স তু কথিতরহস্যতয়া তং বশ্যং চকার। স্বীয়াগনবদ্যাং বিদ্যা-ততিমপি তস্মিন্নাবিশ্চকার ॥

কিং বহুনা? যুদ্ধং সমুদ্বুদ্ধং বিধাপ্য তং দারকং তস্য দানবস্য দারকমেব চকার। অনন্তরঞ্চ সুরবর্ত্ম বর্ত্মনা তন্মারতয়া তত্র তত্র সুরবিসরলব্ধপ্রসারমারনামসারং কৃষ্ণ-

কুমারপরিবৃঢ়ঃ কুমারশ্রেষ্ঠঃ প্রৌঢ়ঃ সন্ বিবুদ্ধ্য বিজ্ঞায় তস্যৈ রত্যৈ চুক্রোধ। স তু রতিকথিতরহস্যতয়া কথিতং রহস্যং যাথার্থ্যং যয়া তদ্ভাবতয়া তং রুক্মিণীপুত্রং বশ্যং বশীভূতং। অনবদ্যাং প্রশংসনীয়াং বিদ্যাসমূহং আবিশ্চকার প্রকাশয়ামাস। বিধাপ্য কারয়িত্বা দারকং বালকং দারকং বিদারকং হন্তারং। সুরবর্ত্ম বর্ত্মনা আকাশমার্গেন তং দ্বারকামনুসারয়াঞ্চকারেত্যন্বয়ঃ। তং কিম্ভূতং তন্মারতয়া তস্য সম্বরস্য মারো হিংসা যেন তদ্ভাবতয়া সুরবিসরে দেবসমূহে লব্ধঃ প্রসারো ব্যাপকতা যস্য তং মারনামসারং মারয়তি জনান্ হিংসয়তীতি মার স্বরূপং যন্নাম তস্য সারঃ শ্রেষ্ঠাংশো যত্র তং কৃষ্ণপুত্রং অনুসারয়ামাস প্রাপয়ামাস। যঃ কৃষ্ণকুমারঃ ইন্দ্রইব সঙ্করতীতি সঙ্করন্ গচ্ছন্ তত্রত্যৈর্দ্বারকাস্থৈর্জনৈশ্চন্দ্রদর্শং চন্দ্রইব

পতিভাবই অবলম্বন করিলেন। কিন্তু সেই বালক পর পর দিবসে নিরন্তরই শুক্লপক্ষীয় শশধরের মত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই কুমারশ্রেষ্ঠ যখন প্রৌঢ় হইয়া উঠিলেন, তখন সেইভাব (পালিকা মাতা রতির, নিজপ্রতি পতিভাব) দৃঢ়রূপে অবগত হইয়া রতির উপরে অত্যন্ত কুপিত হইলেন। রতিও রহস্য বিষয় ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিলেন এবং স্বকীয় মনোহর বিদ্যাসমূহ ও তাঁহার উপরে প্রকাশিত করিলেন। অধিক কি বলিব, তৎকালে সেই বণিকদ্বারা একটা যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া, সেই শম্বরাসুরেরও বিনাশ করিয়াছেন (ক)। অনন্তর রতি আকাশপথ দিয়া শ্রীকৃষ্ণপুত্রকে (প্রদ্যুম্নকে) দ্বারকায় লইয়া গেলেন, আকাশপথে গমনকালে দেবগণ ঐ বালককে শম্বরাসুরের মারক বলিয়া

(ক) এই হইতে প্রদ্যুম্ন বা কামদেবের শম্বরারি নাম হয়।

কুমারং দ্বারকামনুসারয়াঞ্চকার। যঃ খল্বিন্দ্রসঞ্চারং সঞ্চরং-স্তত্রত্যৈশ্চন্দ্রদর্শং দৃশ্যতে স্ম। সান্দ্রানন্দকন্দকন্দর্পতয়া পরামৃশ্যতে স্ম চ ॥ ৭ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—কথ্যতাং তথ্যং কীদৃগাকারঃ স কুমারঃ? ॥ ৮ ॥

দূতাবূচতুঃ—তদেব নিবেদয়ন্তৌ স্বঃ ॥

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" ইতি যা শ্রুতিরাদৃতা।
রৌক্মিণেয়ে হরেঃ পুত্রে তদুদাহৃতিরীক্ষ্যতে ॥ ৯ ॥

দৃশ্যতে স্ম আলোকিতঃ। তথা সান্দ্রানন্দস্য নিবিড়ানন্দস্য যৎ কন্দং মূলং এবম্ভূতো যৎ কন্দর্প স্তদ্ভাবতয়া ॥ ৭ ॥

ততো ব্রজরাজো যদপৃচ্ছত্তদ্বর্ণয়তি—কথ্যতামিতি। তথ্যং যথার্থং কীদৃশ আকারো যস্য সঃ ॥ ৮ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—তদেবেতি। তদেব নিবেদয়ামাসতুঃ। নিবেদনং যথা আত্মেতি "আত্মাবৈজায়তে পুত্র" ইতি। যা শ্রুতিরাদৃতা সম্মানিতাস্তি তদুদাহৃতি স্তস্যা উদাহরণং রৌক্মিণেয়ে প্রদ্যুম্নে ঈক্ষ্যতে দৃশ্যতে ॥ ৯ ॥

জানিতে পারিলেন সুতরাং কৃষ্ণকুমারের "মার" এই সার নাম দেবগণমধ্যে বিখ্যাত হইল। ঐ কৃষ্ণকুমার যখন ইন্দ্রের মতন সঞ্চরণ করেন তখন সকলেই তাঁহাকে চন্দ্রের মত নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে নিবীড় আনন্দের মূল কন্দর্প বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিল ॥ ৭ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, সত্য করিয়া বল, সেই কুমারের আকৃতি কিরূপ? ॥ ৮ ॥

দূতদ্বয় তাহাই নিবেদন করিল, "আত্মাই পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে" এই যে শ্রুতির প্রশংসা হইয়া থাকে, রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রেই কেবল তাহার উদাহরণ লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

মনোজবস ইত্যাখ্যা যৎ খ্যাতা পিতৃসন্নিভে।
তস্যেদমেব বীজং কিং স তদ্বদ্বসতীতি যৎ ॥ ১০ ॥

সর্ব্বে পপ্রচ্ছুঃ—কীদৃগ্বয়াঃ সয়াগতঃ ॥ (ক)

দূতাবূচতুঃ—যাদৃগ্বয়াঃ শ্রীদামাদিসবয়াস্তাদৃগ্বয়াএব প্রতীয়তে। সাম্প্রতিকসংখ্যয়া তু ষড়্বর্ষ এব খ্যায়তে। যতঃ সর্ব্বেঽপি তং বিলোকমানা লোকাঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবায়মিতি সসম্ভ্রমং বংভ্রমন্তি কিং বহুনা? তন্মাতরোঽপি ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ পিতৃসান্নভে পিতৃতুল্যে পুত্রে মনোজবস ইত্যাখ্যা নাম যৎ খ্যাতা বিখ্যাতা বর্ত্ততে তস্য তন্নাম্নঃ কিমিদমেব বীজং কিংশব্দ উৎপ্রেক্ষাদ্যোতকঃ। যদ্ যস্মাৎ তদ্বৎ পিতৃবৎ বসতীতি মনোজে তস্য কামে বসতীতি তচ্ছব্দার্থঃ ॥ ১০ ॥

ততঃ সর্ব্বেষাং প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—যাদৃগিতিগদ্যেন। শ্রীদাম্না সহ সমানং বয়ো যস্য স যাদৃগ্বয়া যাদৃগ্বয়ো যস্য সঃ তাদৃগ্বয়াঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তুল্যাবস্থঃ প্রতীয়তে অনুভূয়তে। সাম্প্রতিকসংখ্যয়া লৌকিকসংখ্যয়া। কৃষ্ণতুল্যবয়স্ত্বং প্রতিপাদয়তি—যত ইতি। তং রতিনাথং সসম্ভ্রমং সচাঞ্চল্যং যথা স্যাত্তথা বংভ্রমন্তিস্ম অতিশয়েনানবস্থানং প্রাপ্তাঃ। তন্মাতরো রুক্মিণ্যাদয়ঃ ॥ ১১ ॥

পিতৃতুল্য পুত্রকে 'মনোজব' কহে, এই আখ্যা যে বিখ্যাত হইয়া আছে, সেই নামের ইহাই কি বীজ? যেহেতু পিতার ন্যায় মনোজে অর্থাৎ তাঁহার পুত্র কামদেবেও বাস করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

সকলে জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপ বয়সে তিনি আসিয়াছিলেন। দূতদ্বয় কহিল এক্ষণে তাহার যেরূপ বয়স তাহাতে শ্রীদাম প্রভৃতির সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এখানকার সংখ্যা ধরিলে তাঁহার বয়ঃক্রম ছয় বৎসর হইবে। যে হেতু সকল লোকেই তাঁহাকে অবলোকন করিয়া 'ইনিই শ্রীকৃষ্ণ' এইরূপে সসম্ভ্রমে বারংবার ভ্রমণ করিয়া থাকে। অধিক কি, তাঁহার মাতৃগণও এইরূপ সবেগে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

(ক) সচাগতঃ ইত্যানন্দপাঠঃ। স আগতঃ ইতি মাণ্ডপাঠঃ।

পুনঃ সর্ব্বেঽপি পপ্রচ্ছুঃ ;—

স চ খল্বস্মাকং জীবননামা শ্যামধামা সম্প্রতি কীদৃগ্মানঃ স্ফুরতি ? ॥ ১২ ॥

দূতাবূচতুঃ—স যথা গোকুলে জ্ঞায়তে স্ম সম্প্রত্যপি তথা প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তদেতদাকর্ণ্য সর্ব্বে দূতমুখং নির্ব্বর্ণ্য ক্ষণকতিপয়ং ফুল্লদৃগ্বর্ণমাসন্ ॥

ততশ্চ দূতাবূচতুঃ—অত্র কিমাশ্চর্য্যম্ ॥ ১৩ ॥

(ক) "তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজসঃ। পিবন্তোঽক্ষৈর্ম্মুকুন্দস্য মুখাম্বুজ-সুধাং মুহুঃ" ইতি কৈমুত্য-প্রত্যয়াৎ ॥ ১৪ ॥

তদেবং নিশম্য সর্ব্বে যদপৃচ্ছন্ তদ্বর্ণয়তি—সপস্থিতিগদ্যেন। কীদৃগ্মানঃ কীদৃগ্মানমাকারো যস্য সঃ স্ফুরতি প্রকাশতে ॥ ১২ ॥

তদা দূতৌ যদাহতুস্তদ্বর্ণয়তি—স যথেতিগদ্যেন। প্রত্যভিজ্ঞায়তে তত্তুল্যত্বেন প্রতীয়তে, আকর্ণ্য শ্রুত্বা নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা ফুল্লদৃগ্বর্ণং ফুল্লৌ নেত্রবর্ণৌ যত্র বর্ণোঽত্র রূপং তদ্‌যথা স্যাত্তথা আসন্ ততশ্চ দূতয়োর্ব্বাক্যং বর্ণয়তি—অত্র কিমাশ্চর্য্যমিতি ॥ ১৩ ॥

আশ্চর্য্যাসম্ভবার্থং শ্রীভাগবতীয়পদ্যমপঠতাং—তত্রেতি। প্রবয়স অতিবৃদ্ধা ইতি অপি অতি-

পুনর্ব্বার সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, সেই আমাদের জীবনতুল্য, শ্যামবর্ণ বণিক (শ্রীকৃষ্ণ) সম্প্রতি কিরূপ আকারে স্ফুর্ত্তি পাইতেছেন ॥ ১২ ॥

দূতদ্বয় কহিল, যেরূপ গোকুলে তাঁহার বয়স্ জানা গিয়াছিল, এখনও তত্তুল্য-রূপে প্রতীত হইতেছেন। এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে দূতদ্বয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্ল চক্ষে এবং উজ্জ্বল দেহে বিদ্যমান রহিল। তাহার পর দূতদ্বয় কহিল, এই বিষয়ে আশ্চর্য্য কি ? ॥ ১৩ ॥

চক্ষুর্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মের সুধা বারংবার পান করিয়া তথায় অত্যন্ত

(ক) অত্র প্রবয়সঃ। ইত্যানন্দগোরপাঠঃ

যস্য চানুভূতচরস্য মনসি সঞ্চরণাদ্ভবন্তশ্চ তথাভবন্তঃ সমস্তাদ্বিরাজন্ত ইতি ॥ ১৫ ॥

অথ ব্রজরাজস্তৎপত্নী চ মনসি চিন্তয়তি স্ম।—হন্ত! কিং তস্য জগৎপ্রশংস্যং মুখারবিন্দং তমনুবিন্দমানং তং দারকমপি বারমেকং পশ্যামেতি ॥

স্পষ্টং চ শ্রীব্রজরাজ উবাচ—তদাগমনানন্তরং কিন্তরাং জাতম্? ॥ ১৬ ॥

শয়েন বলঞ্চ ওজ স্তেজশ্চ যেষাং তে। তত্র হেতুঃ পিবন্ত ইতি। অক্ষৈঃ প্রকরণান্নয়নৈঃ কৈমুত্য-প্রত্যয়াৎ। যদি তন্মুখচন্দ্রসুধাপানে অতিবৃদ্ধানাং যুবত্বং তদা তদ্যোতি কিমু বক্তব্যম্ ॥ ১৪ ॥

তত্র তেঽপি দৃষ্টান্তীকৃতা ইতি বর্ণয়তি—যস্যেতিগদ্যেন। মনসি অনুভূতচরস্য পূর্ব্বমনুভূতস্য যস্য চ সঞ্চারণাৎ ভবন্তশ্চ তথা ভবন্তো যুবানোঽতিবলৌজসঃ সমস্তাৎ সর্ব্বতোভাবেন বিরাজন্তে ॥ ১৫ ॥

তদেবং নিশম্য ব্রজরাজদম্পতী যদাচরতাং তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তস্য কৃষ্ণস্য জগৎপ্রশংস্যং মুখপদ্মং বারমেকং পশ্যাম তমনুবিন্দমানং অনুসরন্তং দারকং বালকমপি যতঃ পিতৃপুত্রয়োরূপবয়োভ্যাং তুল্যত্বশ্রবণাৎ উভয়োর্দ্দর্শনং বাঞ্ছনীয়মিতি ভাবঃ। তদাগমনানন্তরং তস্য রুক্মিণীপুত্রস্য আগমনানন্তরম্ ॥ ১৬ ॥

প্রাচীনগণও যখন আনন্দবেগে অতিশয় বলবীর্য্য সম্পন্ন যুবা পুরুষের মত হইয়াছিল, তখন অপরের কথা আর কি বলিব? ॥ ১৪ ॥

আপনারা পূর্ব্বে যাঁহাকে অনুভব করিয়াছিলেন, আপনার মনোমধ্যে তাঁহার সঞ্চার হওয়াতে আপনারাও সেইরূপ অত্যন্ত বলবীর্য্য সম্পন্ন যুবা পুরুষের মত সর্ব্বতোভাবে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ এবং তদীয় পত্নী ব্রজেশ্বরী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায়! আমরা কি জগতের প্রশংসনীয় শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম, এবং সেই মুখের অনুরূপ সেই বালককেও একবার কি দর্শন করিতে পারিব? পরে ব্রজরাজ স্পষ্টই বলিলেন, রুক্মিণীর পুত্র আগমন (ক) করিলে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল? ॥ ১৬ ॥

(ক) এই আগমন অবশ্যই মরণান্তে পুনর্জ্জন্মে বুঝিতে হইবে।

দূতাবূচতুঃ—সর্ব্বতএবাখর্ব্বং পর্ব্ব জাতং। যত্র দিন-সপ্তকং যাবদ্বালকালোককানাং লোকানাং যাত্রাচ্ছিদ্রমাত্রায় ন জাতা। যতঃ এবাবয়োর্বিলম্বসম্বলনং বভূব। তদনন্তরমেবানু-জ্ঞাপনায়ামাবামন্তরমবাপাব ॥ ১৭ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—বালকস্য নাম কিং নাম কৃতম্ ?

দূতাবূচতুঃ—প্রদ্যুম্ন ইতি ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বৈঃপূচ্ছুঃ।—নিরুক্তসংযুক্ততাবগত্যা যুক্তমেব চ তন্নাম। যতঃ প্রকৃষ্টধনলাভমেব তস্মাত্তে মেনিরে।

দূতাবূচতুঃ।—লোকাস্তু কামং কামনামানি সমস্তানি চাম-নন্তীতি ॥

ততো দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—সর্ব্বতো ইতি গদ্যেন। সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্থানে অখর্ব্বং সুবহু পর্ব্ব মহোৎসবো জাতং। যত্র পর্ব্বণি বালকস্যালোকো দর্শনং যেষাং তেষাং যাত্রা উৎসবশ্ছিদ্যমাত্রায় বিচ্ছেদলেশমাত্রায় ন জাতা বিলম্বসম্বলনং বিলম্বস্য ঘটনা। কৃষ্ণস্যানু-জ্ঞাপনায়াং সত্যামাবাং অন্তরমবকাশং অবাপাব প্রাপ্নুব ॥ ১৭ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতয়োরুক্তিঃ প্রদ্যুম্ন ইতি ॥ ১৮ ॥

তচ্ছ্রুত্বানন্তরং সর্ব্বেষাং বাক্যং বর্ণয়তি—নিরুক্তেতিগদ্যেন। নিরুক্তা যা সংযুক্ততা সম্বন্ধ

দূতদ্বয় কহিল, সকল স্থানেই প্রচুর মহোৎসব ঘটিয়াছিল। ঐ মহোৎসবে সাত দিন ধরিয়া বালককে দেখিতে যে সকল লোক আসিয়াছিল, তাহাদের উৎসব অল্পমাত্রও বিচ্ছিন্ন হয় নাই অর্থাৎ সাত দিন একরূপেই উৎসব চলিয়াছিল। ঐ মহোৎসবে আমাদেরও আসিতে বিলম্ব ঘটিয়াছে। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি হইলে আমরা দুইজনে অবকাশ পাইয়াছি ॥ ১৭ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, বালকের কি নাম করা হইয়াছে ? দূতদ্বয় কহিল, বালকের নাম প্রদ্যুম্ন ॥ ১৮ ॥

সকলেই কহিল, যে নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সেই নামের নিরুক্ত অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত সম্বন্ধ অবগত হইলে ঐরূপ নামই উপযুক্ত। কারণ, যাহা হইতে 'প্র' প্রকৃষ্ট 'দ্যুম্ন' অর্থাৎ ধন লাভ হয়, তাহাকেই প্রদ্যুম্ন বলিয়া সকলে মানিয়া-

তদেবমুৎসুকতয়া সৎসু ব্রজসৎসু পুনরন্যৌ দূতৌ তত্র সম্ভূতৌ। সম্ভূয় চ তৎপ্রণামাদিপূর্ব্বকং সুখসংযূয়মানতয়া বদতঃ স্ম। তত্রান্যদপি কিমপি বর্য্যমাশ্চর্য্যং জাতম্ ॥১৯-২০॥

ব্রজরাজ উবাচ।—কথয়তং তৎ কিং তাবৎ ?

দূতাবূচতুঃ।—যদর্থং শ্রীমতি কৃষ্ণে সম্যগতৃষ্ণেঽপি দুর্ব্বাদমাচর্য্য বহুভিঃ কদর্থনমাচর্য্যমাণমাস্তে। তস্য খলু স্যমন্তকস্য

স্তস্যা অবগত্যা বোধেন দ্যুম্নং ধনং বলঞ্চ তস্মাৎ ধনবাচকাৎ তে জনাঃ প্রকৃষ্টধনলাভং মেনিরে, কেচিৎ প্রকৃষ্টং বলং যস্যেতি মেনিরে ॥

ন কেবলং প্রদ্যুম্নেতি কিন্তু অন্যানি নামানি, সন্তীতি দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—লোকাস্থিতি। কামং যথেচ্ছং কামনামানি কন্দর্পনামধেয়ানি সর্ব্বানিচ কথয়ন্তি ॥

তদনন্তরং যদ্বৃত্তং বৃত্তং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। সৎসু বিদ্যমানেষু ব্রজসৎসু ব্রজমান্যেষু সম্ভূতৌ মিলিতৌ সুখসংযূয়মানতয়া যুমিশ্রণে সম্পূর্ব্বাৎ কর্ম্মণি শানঃ। সুখেন কর্ত্রা যা সংযূয়মানতা সংশ্রিণতা তয়া উপলক্ষিতৌ কথয়ামাসতুঃ। তত্র দ্বারকায়াং বর্য্যং শ্রেষ্ঠম্ ॥১৯—২০॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নান্তরং দূতোক্তিং বর্ণয়তি—যদর্থমিতি গদ্যেন। সম্যগতৃষ্ণে সমাগন৷·

ছিলেন। দূতদ্বয় কহিল, সাধারণ লোকে কিন্তু যথেচ্ছা ক্রমে কামদেবের নাম বলিয়া থাকেন অর্থাৎ কামদেবের যতগুলি নাম আছে তৎসমস্তই ইহার প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকে। মদন, মন্মথ, মার, প্রদ্যুম্ন, মীনকেতন, কন্দর্প, দর্পক, অনঙ্গ, কাম, পঞ্চসর, স্মর, ইত্যাদি ॥

অতএব এইরূপে সমস্ত ব্রজসভাসদ্গণ উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থান করিলে, পুনর্ব্বার অন্য দুইটি দূত তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। তথায় মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণামাদি করিয়া সুখসংস্পৃষ্ট চিত্তে বলিতে লাগিল। সেই দ্বারকায় অন্য কোন শ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল ॥ ১৯—২০ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন তোমরা বল, সে আশ্চর্য্য ঘটনা কিরূপ ? দূতদ্বয় কহিল, যাঁহার নিমিত্ত শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্‌রূপে অনিচ্ছুক হইলেও বহুলোকে কুৎসা করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের উপরে নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। কোনও একজনঃ

কেনচিৎ কৃতং চৌর্য্যমাত্মচর্য্যয়া কমপি নিজাচার্য্যং ব্যঞ্জয়তি স্ম।

সর্ব্বে প্রোচুঃ।—কস্তাবদেবং মহান্ ? ॥ ২১ ॥

দূতাবূচতুঃ।—যস্তাবদ্ভবতামনীশীর্ব্বাদপাত্রতয়া(ক) কৃষ্ণমাদায় গোকুলতঃ কৃতযাত্র আসীৎ ॥ ২২ ॥

সর্ব্বে সোৎপ্রাসং প্রোচুঃ।—কথং কথমিতি কথ্যতাম্ ?

দূতাবূচতুঃ।—স যদা মণিমাদায় শিবসম্প্রদায়মনু স্বং বিধায় কৃষ্ণাদাত্মানং পিধায় কাশীমৃচ্ছন্নাসীৎ তদা তচ্চিন্তককৃতাবজ্ঞান্ কাম্যযজ্ঞানেব নিজসমজ্ঞা হেতূংশ্চকার। যত্র দানপত্যাখ্যয়াপ্যাত্মানং প্রত্যায়য়ামাস ॥ ২৩ ॥

কাজ্ঞেঽপি দুর্ব্বাদং বহুভিঃ কদর্থং নিন্দনমাচরিতমাস্তে। আত্মচর্য্যয়া আত্মস্বভাবেন নিজাচার্য্যং নিজপূজ্যং ব্যঞ্জয়তি স্ম প্রকাশয়ামাস ॥ ২১ ॥

ততঃ সর্ব্বেষাং প্রশ্নানন্তরং দূতোক্তিং বর্ণয়তি—যস্তাবদিতি গদ্যেন। অনাশীর্ব্বাদপাত্রতয়া বিদ্বেষস্থানতয়া মথুরায়াঃ কৃতা যাত্রা গমনং যস্য স আসীৎ ॥ ২২ ॥

ততঃ সোৎপ্রাসপ্রশ্নানন্তরং দূতোক্তিং বর্ণয়তি—স যদেতিগদ্যেন। শিবসম্প্রদায়ং শিবসমাজমনু লক্ষীকৃত্য স্বমাত্মানং কৃত্বা পিধায় আচ্ছাদ্য কাশীমৃচ্ছন্ গচ্ছন্ আস। তচ্চিন্তক কৃতাবজ্ঞানকাম্যযজ্ঞান্ তস্য মণেশ্চিন্তকো য কৃষ্ণ স্তস্মিন্ অবজ্ঞানং যেভ্য

লোক সেই স্যমন্তকমণি চুরি করিয়াছিল। পরে তিনি আপনার স্বভাবে কোনও একজন আপনার পূজ্য ব্যক্তির কাছে তাহা প্রকাশ করিয়াছিল। সকলেই বলিল এমন মহৎ কে ? ॥ ২১ ॥

দূতদ্বয় কহিল, যে ব্যক্তি আপনাদের বিদ্বেষ ভাজন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গোকুল হইতে যাত্রা করিয়াছিল অর্থাৎ অক্রূর ॥ ২২ ॥

সকলে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল কেন, কেন ? ইহা বর্ণন কর। দূতদ্বয় কহিল, সেই ব্যক্তি যখন মণিগ্রহণ পূর্ব্বক, শিবসমাজ লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আত্মগোপন করত কাশী গমন করিয়াছিল ; তৎকালে

(ক) ভবতামাশীর্ব্বাদপাত্রতয়া। ইতি আনন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

সর্ব্বে প্রোচুঃ ;—যুক্তমস্মন্নীলনিধিহরণং ন তস্য ভরণায় জাতং, তস্মাত্তু তন্নিধিহরণং নিস্তরণায় ভাতং। যুক্ততরং তু তেন পণ্যং পুণ্যমাত্মনি নৈপুণ্যমাবহতীতি।

তত্রাপর আহ ;—পূর্ব্বং খল্বসৌ তত্র পার্শ্বগ আসীৎ। অধুনা তু পার্শ্বক ইতি বর্গপ্রথমতাং (ক) প্রথিতবানতস্তস্য (খ) প্রথিমা পরং প্রথতে ॥ ২৪ ॥

এবম্ভূতা যে কাম্যযজ্ঞা স্তান্, যদ্বা তেন কৃতোহবজ্ঞানং যেষাং তান্ কাম্যযজ্ঞান্ নিজসমজ্ঞাহেতুন্ নিজযশোহেতূন্ কৃতবান্। যত কাশ্যাং প্রত্যায়য়মান জ্ঞাপয়ামাস ॥ ২৩ ॥

তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বে যদবোচন্ তদ্বর্ণয়তি—যুক্তমিচ। অস্মন্নীলনিধেঃ কৃষ্ণস্য হরণং তস্য ভরণায় পোষণায় জাতং, তন্নিধেঃ স্যমন্তকস্য হরণং নিস্তরণায় উপায়ায় ভাতং প্রকাশিতং। তেন তন্নিধিহরণেন পণ্যং প্রশংস্যং "পণ ব্যবহারে স্তুতৌ চ" পুণ্যং নৈপুণ্যং দক্ষতাং অসাবক্রূরঃ পার্শ্বগঃ পার্শ্ববর্ত্তী বর্গপ্রথমতাং কবর্গস্য আদিমতাং বিস্তারিতবান্ তস্মাক্রূরস্য পার্শ্বগস্য বা পরং প্রথিমা স্থূলতা প্রথতে খ্যাতা ভবতি ॥ ২৪ ॥

সেই অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ সকলযজ্ঞের অবজ্ঞা করেন, সেই সকল কাম্য যজ্ঞসমূহকে আপনার যশের কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। তখন সে ঐ কাশীতে আপনাকে 'দানপতি' এই নামে বিখ্যাত করে ॥ ২৩ ॥

সকলে বলিল, আমাদের নীল নিধি কৃষ্ণের যে মণিহরণ তাহা তাহার পক্ষে পোষণের নিমিত্ত হয় নাই ; কিন্তু কৃষ্ণের নিকট হইতে মণির হরণ দোষ-ক্ষালনের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা উপযুক্ত বটে। দ্বিতীয়তঃ ইহা আরও উপযুক্ত যে, সেই নিধিহরণদ্বারা প্রসংশনীয় পুণ্য আপনাতে দক্ষতা প্রকাশ করিতেছে। তন্মধ্যে অপরে বলিল, পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ঐ নৃশংস অক্রূর সেই স্থানে পার্শ্বগ (পার্শ্ববর্ত্তী) ছিল, কিন্তু এক্ষণে পার্শ্বক (শঠ) হইয়া কবর্গের প্রথমত্ব

(ক) গর্ব্বপ্রথমতাং ইত্যানন্দপাঠঃ। গর্ব্ব এতান্ অনাদৃত্য হরামীতি অভিমানঃ প্রথমে অস্মন্নীলনিধিহরণে যস্য তত্তাং। আ।

(খ) তস্য গর্ব্বস্য প্রথিমা পৃথুত্বং পরং চৌর্য্যধর্ম্মাদিকং মণিহরণং খ্যাতি কথয়তি। আ।

অথ সভাসৎসু হসৎসু ব্রজরাজ উবাচ ;—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ ;—পূর্ব্বমেবাপূর্ব্ববিদ্যানুসারী দনুজারী রম্যাতিশৌর্য্যগত্যা মত্যা তদায়চৌর্য্যং গোচর্য্যমাণং চকার। কিন্তু স খলু সকামভক্ত ইতি তৎকামপূরণাসক্তস্তত্রোদাসীনএবাসীৎ। সম্প্রতি তু পূতনাদীনামপি পূততাবিধায়ী সোঽয়ং সুখদায়ী কয়াপি বিদ্যয়া দ্বারকায়ামুৎপাতমুৎপাদ্য তচ্চাক্রূরপ্রবসনহেতুকং বৃদ্ধমুখেন প্রতিপাদ্য তস্য চাক্রূরতাং ব্যঞ্জয়িতুং কিল তং

অথ ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—পূর্ব্বমিত্যিগদ্যেন। অপূর্ব্ববিদ্যামনুসর্ত্তুমনুগন্তুং শীলমস্য স, দনুজনিহন্তা রম্যাতিশৌর্য্যগত্যা রম্যং যদ'তশৌর্য্যং মহাবলং তেন গতির্বস্থাস্তয়া মত্যা বুদ্ধ্যা তদীয়চৌর্য্যমক্রূরসম্বন্ধিনং চৌর্য্যং গোচর্য্যমাণং গোচরবিষয়তাং কৃতবান্। সোঽক্রূরঃ সকামভক্তঃ ধনাদ্যাকাঙ্ক্ষঃ ইতি হেতো স্তস্যাক্রূরস্য কামপূরণায় আসক্ত স্তত্র স্যমন্তকে উদাসীন এবাসীৎ। পূততাবিধায়ী পূততাং কর্ত্তুং শীলমস্য সঃ, কয়াপি অনিরুদ্ধয়াপি তস্য উৎপাতং অক্রূরস্য প্রবসনং দূরদেশগমনং হেতুর্যস্য তং, তস্য চাক্রূরস্য অক্রূরতামবক্রতাং প্রকাশিয়তুং

বিস্তার করিয়াছে (ক) অতএব সেই অক্রূর অথবা পার্শ্ববর্ত্তীর সম্পূর্ণরূপে স্থূলত্ব বিখ্যাত হইতেছে॥ ২৪॥

অনন্তর সভাসদ্গণ হাসিয়া উঠিলে ব্রজরাজ বলিতে লাগিলেন ; তারপর তারপর, দূতদ্বয় কহিল, পূর্ব্বেই অপূর্ব্ববিদ্যার অনুসরণ করিয়া দৈত্য-নিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ, অত্যন্তশৌর্য্যসম্পন্ন মনোহর বুদ্ধিদ্বারা অক্রূরের চৌর্য্যবৃত্তি গোচর করিলেন, অর্থাৎ অবগত হইলেন। কিন্তু সেই অক্রূর সকামভক্ত অর্থাৎ তাহার ধনাদি বিষয় অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা থাকাতে তিনি অক্রূরের মনোরথ পূরণ করিবার জন্য অসক্ত হইয়া সেই স্যমন্তক মণির উপরে উদাসীন হইয়াই ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে পূতনাপ্রভৃতি পাপিষ্ঠদিগেরও পবিত্রতাকারী, এই সেই সুখদায়ক শ্রীকৃষ্ণ,

(ক) পার্শ্বগ যদি পার্শ্বক হয় তবেই গ স্থানে ক হইবে। অর্থাৎ বর্গের তৃতীয় বর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ হইবে। "নীলনিধি-হরণ" পদে শ্লেষ লক্ষ্য হয়। সুতরাং ব্রজ হইতে কৃষ্ণ হরণ ও বুঝা যাইতে পারে। অর্থাৎ প্রথম কৃষ্ণরূপ নিধি হরণে যাহার কোন ভরণ সাধিত হয় নাই এক্ষণে মণিরূপ নিধিহরণ কার্য্য তাহার পক্ষেই নিস্তারের কারণ হইয়াছে।

সকৃতবর্ম্মাণং যদুসদঃ সমানায্য বাগ্‌ভিঃ সুসভাজ্য পূর্য্যমাণচাতুর্য্যতয়া তন্মুখমেব তস্য তদপহারং (ক) ব্যাহারয়ামাস। তত্রতে মণিপ্রসঙ্গসঙ্গজমৎকলঙ্কসঙ্করদুঃখতঃ ক্লেশং গতা মদগ্রজচরণাশ্চ ময্যকস্মান্মহাসম্পন্ময়তয়া প্রভবন্তং ভবন্তং শ্রুতবত্যপি মণিমন্বেষ্টুম্ সন্দিষ্টমকুর্ব্বতি কোপবন্তঃ সন্তি। স্বয়মহং তু তাদৃশসং-

কৃতবর্ম্মণা সহ বর্ত্তমানং তং যদুসদঃ যদুসভাং সম্যক্ প্রাপ্য বাগ্‌ভিঃ সুসভাজ্য সংমান্য পূর্য্যমানং চাতুর্য্যং যস্য তদ্ভাবতয়া, তন্মুখমেব তস্মিন্নক্রূরে মুখং যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ তস্যাক্রূরস্য তদপহারং তস্য স্যমন্তস্যাপহরণং ব্যাহারয়ামাস বাচয়ামাস। তত্রতে সভাসদঃ মণিপ্রসঙ্গস্য যঃ সঙ্গঃ সম্বন্ধস্তস্মাজ্জাতো যো মম কলঙ্ক স্তস্য সঙ্করো মিশ্রণং তেন যদ্দুঃখং তস্মাৎ, ক্লেশং মনঃকষ্টং গত মদগ্রজচরণাঃ শ্রীরামপাদাঃ ময়ি কোপবন্তঃ সন্তীত্যন্বয়ঃ। ময়ি কিম্ভূতে অকস্মান্মহাসম্পন্ময়তয়া প্রভবন্তং সুসমৃদ্ধং ভবন্তং শ্রুতবত্যপি মণিমন্বেষ্টুং তেষাং সন্দিষ্টং অকুর্ব্বতি তৎসন্দেশাপালনেনেত্যর্থঃ

একদা কোনও এক অনির্ব্বাচ্য বিদ্যা-প্রভাবে দ্বারকামধ্যে উপদ্রব উৎপাদন করিয়া বৃদ্ধগণের মুখদ্বারা তাহা প্রতিপাদন করেন, অর্থাৎ অক্রূর প্রবাসগমন করিয়াছিল বলিয়াই দ্বারকাতে উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে।

পরে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের অক্রূরতা (অবক্রতা) প্রকাশ করিবার জন্য কৃতবর্ম্মার সহিত অক্রূরকে যদু-সভায় আনাইয়া ও বিবিধ বচনে তাঁহার সম্মান করিয়া পরিপূর্ণ চাতুরীর সহিত অক্রূরের মুখ দিয়াই স্যমন্তকমণির অপহরণ বিষয় প্রকাশ করিলেন। আরও বলিলেন যে,—এই সকল সভাসদ্‌গণ এবং পূজ্যপাদ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার উপরে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আছেন। মণি প্রসঙ্গের সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আমার যে কলঙ্ক হয়, এবং সেই কলঙ্কের মিশ্রণে যে আমার দুঃখ ঘটে, তাহাতে সমস্ত সভ্য এবং মদীয় অগ্রজ অত্যন্ত মনঃ কষ্ট পাইয়াছিলেন। আমার প্রতি জ্যেষ্ঠভ্রাতার কোপ করিবার কারণ এই, মহা সম্পত্তি-রাশিদ্বারা আপনাকে হঠাৎ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া শ্রবণ করিলেও আমি মণি অন্বেষণ করিবার

(ক) তদপহরং। ইতি মাওপাঠঃ।

কর্ম্মণি ভবত্যেব মণিঃ শর্ম্মণে চকৢপে ইতি বিভাবয়ন্নাতিযত্ন-মাচরন্নস্মীতি বচঃ প্রচারয়ামাস চ ॥ ২৫ ॥

অথাক্রূরস্তদানীমপি তদ্‌গোপনানুচিততয়া সঙ্কুচিতচিত্ত-স্তদিদং চিন্তয়ামাস। সোঽয়ং সম্প্রতি ময়ি শর্ম্মবানালোচ্যতে। সঙ্কর্ষণস্য ন শঙ্করতা পর্য্যালোচ্যতে। তথা মম মর্ম্ম তু নর্ম্মণামীভিঃ সভাসদ্ভিরুদ্ধৃতবর্ম্ম নির্ম্মিতমস্তি সম্প্রতি চামীষা-মন্তঃপটপটিতমপি রত্নসম্পুটং প্রতিদৃক্‌পাতয়ন্তং প্রতীমঃ। তস্মান্মণিব্যঞ্জনা পরমঞ্জসা সমঞ্জসা জঞ্জনীতীতি। স্পষ্ট-

কোপহেতুরিতিভাবঃ। তাদৃশং সৎকর্ম্ম যস্য তস্মিন্ ভবতি ত্বয্যেব মণিঃ শর্ম্মণে সুখায় চ কৢপে সমর্থোঽভবৎ ইতি স্বয়মহং বিভাবয়ন্ অতিযত্নমনাচরন্ অস্মীতি বচঃ প্রচারয়ামাস ॥ ২৫ ॥

তদেবং নিশম্যাক্রূরঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং তদ্‌বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। তদ্গোপনানুচিততয়া তস্য মণেঃ গোপনে যা অনুচিততা যোগ্যতারাহিত্যং তয়া। চিন্তনপ্রকারং নির্দ্দিশতি—সোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণো ময়ি শর্ম্মবান্ শুভবিশিষ্ট আলোচ্যতে দৃষ্টঃ। ন শঙ্করতা ন শুভদায়িতা পর্য্যালোচ্যতে আলোকিতা। মর্ম্ম অভিপ্রায়ঃ নর্ম্মণা পরিহাসেন উদ্ধৃতবর্ম্ম উদ্ধৃতং বর্ম্ম

নিমিত্ত আপনাকে (ক) আদেশ করি নাই। এদিকে "ঈদৃশ সৎকর্ম্মশীল আপনার নিকটেই এই মণি সুখ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে, আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ইহা স্বয়ং চিন্তা করিয়া অত্যন্ত যত্নের অনুষ্ঠান করিতেছি", এইরূপ বাক্যও শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

অনন্তর ঘটনা যখন এইরূপ সুতরাং সেরূপ সময়ে সেই মণি গোপন করা কিছুতেই উচিত হয় না। অক্রূর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগি-লেন। "সম্প্রতি এই শ্রীকৃষ্ণ যে আমার উপরে শুভ বিশিষ্ট হইয়াছেন, ইহা দর্শন করিতেছি। কিন্তু সঙ্কর্ষণ যে শঙ্কর (মঙ্গলকর) হইবেন, অর্থাৎ বলরাম যে শুভদায়ী হইবেন, ইহা আলোচনা করিতে পারি না। কিন্তু এই সকল সভ্যগণ

(ক) যাহার নিকট মণি থাকিবে তাহার সম্পত্তি অনিবার্য্য, সম্পত্তি দেখিয়া মণি আছে ইহা বুঝিতে হইবে। আমি অক্রূরকে সম্পত্তিশালী দেখিলাম অথচ তাহাকে মণির জন্য কিছুই বলিলাম না। ইহাই বলদেবের কোপের কারণ।

শ্চাচষ্ট। সত্রাজিৎ খলু ভবদপরাধীতি কথমনপরাধী ভবিতু-মর্হতি (ক)। ততঃ শতধন্বানং বা কথমন্যথা মন্বানা ভবামঃ। অক্রূরকৃতবর্ম্মাণাবাবাং তু ভবন্মায়য়ারব্ধবিরুদ্ধকর্ম্মাণাবপি লব্ধধর্ম্মাণাবধুনা জনিষ্বহি। যতঃ কৃপাবতা (খ) ভবতা-পসার্য্যাবারাদাকার্য্যাবহে স্ম। তত্র সোঽয়ং কৃতবর্ম্মা মৎ-

তনুত্রমিবাচ্ছাদনং যত্র তথা নির্ম্মিতমস্তি। অমীষাং সভাসদাং অন্তঃপটেন অন্তর্বস্ত্রেণ পুটিতং সন্নদ্ধমপি রত্নসংপুটং রত্নাধারং প্রতিদৃক্ প্রতিনেত্রং পাতয়ন্তং সংগচ্ছমানং প্রতীমঃ প্রত্যয়ং কুর্ম্মঃ। তস্মাত্তেষাং নেত্রে পাতাৎ মণিব্যঞ্জনা অঞ্জসা পরং সমঞ্জসা জজ্ঞনীতি অতিশয়েন জায়তে ইতি। আচষ্ট অকথয়ৎ, অনপরাধী ভবিতুং অপরাধশূন্যো ভবিতুং যোগ্যো ভবতি। অন্যথা মন্বানাঃ সোঽপ্যপরাধীতি ভাবঃ। আরব্ধবিরুদ্ধকর্ম্মাণৌ আরব্ধং যদ্বিরুদ্ধকর্ম্ম তাদৃশতুর্ম্মন্ত্রণাদিরূপং যাভ্যাং তৌ অধুনা লব্ধো ধর্ম্মো যাভ্যাং তাবাবাং অজনিষ্বহি জনিতাস্ব। তত্র হেতুঃ দির্দ্দিশ ত—যত ইত্যাদি। অপসার্য্যৌ দূরীকৃতৌ সন্তাবারাৎ শীঘ্রং আকার্য্যাবহে স্ম আকারিতবন্তৌ আহূতবন্তৌ। তত্র তয়োর্ম্মধ্যে পশ্চাদ্বর্ত্তিতুং শীলমস্য স, ন বরিবর্ত্তি পুনঃ পুনঃ পৃথক্ ন বর্ত্ততে। ভবন্নির্দেশং

আমার অভিপ্রায়টীকে যেন অচ্ছেদ্য বর্ম্ম বা শরীরাচ্ছাদনরূপ পরিহাস বাক্য-দ্বারা আবৃত করিয়া ছিল। সম্প্রতি মণটী এই সকল সভাসদ্দিগের চিত্তরূপ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত থাকিলেও এই রত্নের আধার যেন প্রতি নেত্রের গোচর হইতেছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতেছি। অতএব সকলের যখন নেত্র রত্নাধারের উপর পতিত হইতেছে, তখন উচিতরূপে অতিশীঘ্র মণি প্রকাশ হইবে।" পরে অক্রূর স্পষ্টই সকলের গোচর করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল, "সত্রাজিৎ নিশ্চয়ই যখন আপনার নিকট অপরাধী, কিরূপে তিনি বাধাশূন্য বা অনপরাধী হইতে পারেন। অনন্তর শতধন্বাকেও কিরূপে আমরা অন্যপ্রকারে বিবেচনা করিতে পারি, অর্থাৎ শতধন্বাও অপরাধী। আর অক্রূর এবং কৃতবর্ম্মা, এই আমরা দুইজনে আপনার মায়াদ্বারা কুমন্ত্রণারূপ বিরুদ্ধ কর্ম্মের আরম্ভ করিলেও এক্ষণে ধর্ম্মলাভ করিতে পারিব। যেহেতু আপনি দয়া

(ক) কথমন্যাধী ভবিতুং। ইতিবৃন্দাবনপাঠঃ।

(খ) ভবতা তামপসার্য্যারাদাকার্য্যাবহে স্ম। ইত্যানন্দবৃন্দাবনগৌরপাঠঃ।

পশ্চাদ্বর্ত্তীতি ন পৃথগ্বারিবর্ত্তি। সোঽহমপি ভবন্নিদেশমুদ্দেশমুদ্দেশং তং দেশমনু নিবেশং কৃতবান্। অধুনা তু ভবন্নিদেশং ভবদভিনিবেশং চ বিদন্নিদং করকলিতং করবাণীতি ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বে ব্রজসভাসদ ঊচুঃ;—তদিদং বচনমপি দুরূহরচনং ভাতি। ততস্তনুতম্ (ক) ॥ ২৭ ॥

দূতাবূচতুঃ। তদেবং লজ্জামিব সম্পুটকৃতসজ্জাং মণিং

ভবদাজ্ঞাং উদ্দেশমুদ্দেশং পুনঃ পুনরনুসন্ধানং কৃত্বা তং দেশং কাশীরূপং অনু লক্ষীকৃত্য নিবেশং প্রবেশং কৃতবান্। ভবদভিনিবেশং ভবৎপ্রণিধানং বিন্দন্ লভমানঃ ইদং রত্নপুটং করকলিতং করমিলিতং করবাণি ॥ ২৬ ॥

তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বে ব্রজসভাস্থা যদপৃচ্ছন্ তদ্বর্ণয়তি—তদিদমিতিগদ্যেন। দুরূহরচনং দুরূহা দুর্ব্বিতর্ক্যা রচনা বর্ণনং যত্র তৎ ভাতি প্রকাশতে, ততো হেতোঃ তন্নুতং বিস্তারং কুরুতম্ ॥ ২৭ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। সম্পুটেন কৃতা সজ্জা সন্নদ্ধো যস্য তং. ব্যঞ্জিতবতি প্রকাশং কুর্ব্বতি তস্মিন্ অক্রুরে সতি শ্রীকৃষ্ণম ভ লক্ষীকৃত্য বিশ্বস্তপ্রশস্তা বিশ্বাসেন

করিয়া আমাদের দুইজনকে দূর করিয়া দিতে ইচ্ছা থাকিলেও শীঘ্র আমাদের দুইজনকে আহ্বান করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই সেই কৃতবর্ম্মা আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। অতএব কৃতবর্ম্মা বারংবার পৃথক্ হইয়া বর্ত্তমান নহে। আর আমিও বারংবার আপনার আজ্ঞার অনুসন্ধান করিয়া, সেই কাশী প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া তথায় প্রবেশ (গমন) করিয়াছিলাম। এক্ষণে কিন্তু আপনার আদেশ এবং আপনার আগ্রহ লাভ করিয়া এই রত্নাধার হস্তে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি" ॥ ২৬ ॥

ব্রজের সমস্ত সভ্যগণ বলিল, এই বাক্যের রচনা তর্কাতীত বা দুরূহ বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। অতএব বিস্তারিত রূপে বর্ণন কর (তার পর তার পর) ॥ ২৭ ॥

দূতদ্বয় কহিল, অতএব এই প্রকারে লজ্জাকে যেমন মনে গোপন করিয়া রাখা হয় অক্রূর কৌটা মধ্যে সেই লজ্জারমত নিহিত সেই মণিটীকে প্রকাশ

(ক) ততস্ততঃ। ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপাঠঃ।

ব্যঞ্জিতবতি তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণগাভ বিশ্বস্তিপ্রশস্তা জয় জয় শব্দ-মবিশ্বস্তিবিগতশস্তাস্তু নিঃশব্দমাচেরুঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রজরাজ উবাচ। ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ। ততশ্চ ধৃতমণিযোগ্যতাগর্ব্বেষু সর্ব্বেষু সত্যভামাজাম্ববত্যপত্যেষু তু তৎপ্রত্যাসন্নতয়া ধৃতপ্রত্যাশা-সাতত্যেষু শ্রীকৃষ্ণস্তু পরমশুভবতস্তত্র ভবত এব মণেরস্য ধারণং সাধারণমিতি প্রোচ্য সর্ব্বানালোচ্য নিষ্কলঙ্কঃ শ্বফল্কসূনব এব তং সস্মিতমর্পয়ামাস ॥ ২৯ ॥

প্রসস্তা যে জনা স্তে জয় জয় শব্দমাচেরুঃ, অবিশ্বস্তিবিগতশস্তাস্তু কৃষ্ণমভিযোঽবিশ্বাস স্তেন বিগতং শস্তং কল্যাণং যেষাং তেতু নিঃশব্দমাচেরুর্মূকা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। ধৃতমণিযোগ্যতা গর্ব্বেষু ধৃতো মণির্যয়া এবম্ভূতা যা যোগ্যতা তয়া গর্ব্বো যেষাং তেষু সত্যভামায়া জাম্ববত্যাশ্চ-অপত্যেষু পুত্রেষু তৎপ্রত্যাসন্নতয়া তস্য মণের্যা প্রত্যাসন্নতা নৈকট্যং তয়া তত্র সত্রাজিত স্তস্মিন্ স্বামিত্বেন জাম্ববতঃ সিংহনাশেন সহাদতঃ উভয়ো স্তয়োঃ কন্যাত্বাৎ তয়োশ্চ পুত্রাণাং তত্র প্রত্যাসন্নতা তয়া ধৃতা যা প্রত্যাশা তস্যাঃ সাতত্যং নৈরন্তর্য্যং যেষু তেষু সৎসু তত্রভবতঃ পূজ্যস্য এব অস্য মণের্ধারণং সদৃশমিতি প্রোচ্য সর্ব্বান্ সভাস্থজনানালোচ্য দৃষ্ট্বা নিষ্কলঙ্কঃ নির্গতং কলঙ্কং মনঃ-কলঙ্কো যস্মাৎ সঃ, শ্বফল্কসূনবে অক্রূরায়ৈব সস্মিতং মন্দহাস্যং যথা স্যাত্তথা তং মণিমর্পয়ামাস দদৌ ॥ ২৯ ॥

করিলে, শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বিশ্বাসদ্বারা প্রশস্ত লোকগণ "জয় জয়" শব্দ করিতে লাগিল, এবং কৃষ্ণের উপরে যাহাদের অবিশ্বাস ছিল, এবং সেই অবিশ্বাসে যাহাদের কল্যাণ নষ্ট হইয়াছিল, তাহারা লজ্জায় মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল ॥ ২৮ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তার পর তার পর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর, যে যোগ্যতা-দ্বারা মণি ধারণ করা হইয়াছিল, সেই যোগ্যতা দ্বারা গর্ব্বিত, সত্যভামা এবং জাম্ববতীর পুত্রগণ, মণির নৈকট্য সম্বন্ধে নিরন্তর প্রত্যাশা ধারণ করিলে অর্থাৎ মণি লইবার জন্য আশান্বিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কলঙ্ক হইয়া পরম শুভপ্রদ

ব্রজরাজ উবাচ। ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ। ততশ্চ।

গলে বহন্মণিমথ গান্দিনী-সুত-

স্তদর্চ্চিষা দধদপি শুভ্রকান্তিতাম্।

মনোমিলন্মলিনদশাতমশ্ছটা-

ঘটাবৃতঃ স্ফুরতি ন স স্ম সম্প্রতি ॥ ৩০ ॥

তদেবং বহুষু রহোবার্ত্তাহর্ত্তৃষু গতাগতং কর্ত্তৃষু কদাচিৎ কৌচিদাগত্য কথয়তঃ স্ম ॥ ৩১ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—গলে ইতি। স গান্দিনীসুতঃ গলে কণ্ঠে মণিং বহন্ ধারয়ন্ তদর্চ্চিষা তস্য কান্ত্যা শুভ্রকান্তিতাং দধদপি সংপ্রতি ন স্ফুরতি স্ম। অস্ফুরণে হেতুং বর্ণয়তি—মনসি মিলন্তী যা মলিনদশা সৈব তমঃ কামনারূপমজ্ঞানং তস্য ছটা-প্রকাশঃ সৈব ঘট স্তেনাবৃতঃ সন্ যথা ঘটেন আবৃতো মণির্ন স্ফুরতি তদ্বদেতদর্থঃ ॥ ৩০ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—তদেবমিতিগদ্যেন। রহোবার্ত্তাহর্ত্তৃষু গোপ্যবার্ত্তাপ্রাপকেষু কৌচিৎ দূতাবাগম্য কথিতবন্তৌ ॥ ৩১ ॥

এবং পূজনীয় এই মণির ধারণ কার্য্যকে সাধারণ বলিয়া প্রকাশপূর্ব্বক সকলকে দেখাইয়া সফল্কপুত্র অক্রূরকেই সহাস্যমুখে সেই মণি অর্পন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তার পর তার পর। দূতদ্বয় কহিল, গান্দিনীপুত্র অক্রূর গলদেশে মণি বহন করিয়া এবং তাহার প্রভায় শুভ্রকান্তি ধারণ করিলেও স্ফূর্ত্তি পাইলেন না। স্ফূর্ত্তি না পাইবার কারণ এই, অক্রূরের মনোমধ্যে যে মালিন্য দশা বা অজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রকাশরূপ ঘটনাদ্বারা সেই অক্রূর আবৃত হইয়াছিল। সম্প্রতি ঘটাবৃত মণির মত অক্রূর প্রকাশ পাইল না ॥ ৩০ ॥

অতএব এইরূপে বহুতর নির্জ্জন সংবাদ বাহকগণ গতায়ত করিলে একদা অন্য দুইটি দূত আসিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বং রুক্মিণীদাক্ষিণ্যাল্লব্ধায়াং রুক্মি-কন্যায়াং রুক্মবত্যাং রৌক্মিণেয়াজ্জাতকঃ সঞ্জাতঃ। সা চ নকেবলং তমসবিষ্ট কিন্তু সর্ব্বেষাং বিশিষ্টং সুখমপি ॥ ৩২ ॥

ব্রজরাজঃ সমুৎসুকমুবাচ।—নাম কিং নাম ধৃতম্?

দূতাবূচতুঃ।—অনিরুদ্ধ ইতি।

ব্রজরাজঃ স্বগতমুবাচ।—নূনং বৈদুষ্যং পুষ্পাম্মতমিদং বসুদেবস্য পর্য্যবস্যতি যেন কৃষ্ণস্য বাসুদেবতাং রামস্য স সঙ্কর্ষণতাং খ্যাপয়িত্বা প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাবিতি তৌ বিখ্যাপিতৌ। তথা প্রভাবা এব তএত ইতি।

স্পষ্টমুবাচ।—রূপং কীদৃশম্?

দূতাবূচতুঃ।—পিতৃবদেব।

তৎকথনং বর্ণয়তি—পূর্ব্বমিত্যাদিগদ্যেন। রুক্মিণীদাক্ষিণ্যাৎ রুক্মিণ্যা আনুকূল্যাৎ রৌক্মিণেয়াৎ প্রদ্যুম্নাৎ জাতকঃ পুত্রঃ সঞ্জাতঃ। সাচ রুক্মবতী তং জাতকং অসবিষ্ট প্রসূতবতী ॥ ৩২ ॥

ততো ব্রজরাজস্য দূতয়োশ্চ উক্তিপ্রত্যুক্তী বর্ণয়তি। তত্র ব্রজরাজ উবাচ—সমুৎসুকঃ বাঞ্ছিত-শ্রবণে উদ্যতো নাম প্রকাশ্যে। দূতাবূচতুঃ। অনিরুদ্ধ ইতি। ব্রজরাজ উবাচ। নূনং বিতর্কে বৈদুষ্যং পাণ্ডিত্যং পুষ্যৎ মতমিদং পর্য্যবস্যতি। যেন বৈদুষ্যেণ তৌ কৃষ্ণস্য পুত্রপৌত্রৌ খ্যাপিতৌ প্রকাশিতৌ,এতেন কৃষ্ণস্য চতুর্ব্যূহত্বং সিদ্ধং,তত্র হেতুং নির্ণয়তি—তথেতি। তথা প্রভাবা নারায়ণ-চতুর্ব্যূহস্যেব প্রভাবা এব ত এতে ইতি। অনিরুদ্ধস্য রূপং কীদৃশং কিং প্রকারকং। দূতাবূচতুঃ।

পূর্ব্বে রুক্মিণীর আনুকূল্যে রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীকে প্রাপ্ত হইলে রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্নের ঔরসে এবং রুক্মবতীর গর্ভে এক পুত্র হইয়াছিল। সেই রুক্মবতী কেবল যে সেই পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু তিনি সকলের বিশিষ্ট সুখও প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

ব্রজরাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, তাহার কি নাম রাখা হইয়াছিল? দূতদ্বয় কহিল, তাহার নাম অনিরুদ্ধ। ব্রজরাজ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয়ই ইহা বসুদেবের পাণ্ডিত্যপূর্ণমতপ্রকাশ পাই-তেছে। যেরূপ পাণ্ডিত্যে শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেবত্ব এবং বলরামের সঙ্কর্ষণত্ব বিখ্যাত

ব্রজরাজঃ সহাসমুবাচ।—তত্তৎ সর্ব্বং ঘটমানমপি জাতম্

পুনঃ স্বগতমুবাচ।—হন্ত! মনঃ! কথমুন্মনস্তামাপ্নোষি। পুত্রস্য দর্শনমেব তাবৎ কুত্র কিমুত পৌত্রপ্রপৌত্রাণা মিতি॥ ৩৩॥

মধুকণ্ঠ উবাচ।—অথ সময়ান্তরদূত্যমনুভূত্যন্তরমানয়ধ্বম্।

যথা দূতাবূচতুঃ।—প্রদ্যুম্ন-পুত্রায় রুক্মিণী-ভ্রাত্রা পুত্র-পুত্রী দত্তেতি।

পিতৃবদেব প্রদ্যুম্নস্যেব। ব্রজরাজ উবাচ। ঘটমানং নিত্যসিদ্ধমিতি যাবৎ। হন্তেতি খেদে হে মনঃ! উন্মনস্তাং উদ্গতং মনো মনীষা স্থিরবুদ্ধিযস্য তস্তাবতাং লভসে। পুত্রস্য কৃষ্ণস্য দর্শনমেব কুত্র ন কুত্রাপি কিমুত পৌত্রপ্রপৌত্রাণাং প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাদীনাং বহুবচনমাদরার্থম্॥ ৩৩॥

অথ মধুকণ্ঠোক্তিং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। সময়ান্তরদূত্যং কালান্তরদূতকর্ম্ম অনুভূত্যন্তরং অনুভববিষয়ং আনয়ধ্বং প্রাপয়ত। রুক্মিণীভ্রাত্রা রুক্মিণা পুত্রপুত্রী পৌত্রী। ভদ্রং যথা স্যাত্তথা

করিয়া পুত্র এবং পৌত্রের প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এইরূপ নাম বিখ্যাত হইয়াছিল। নারায়ণের চতুর্ব্যূহের মত ইহাঁদেরও সেইরূপ প্রভাব আছে। পরে স্পষ্ট বলিতে লাগিলেন, কি প্রকার রূপ? দূতদ্বয় কহিল, পিতারই মত। ব্রজরাজ সহাস্যে কহিলেন, তত্তৎ সমস্ত বিষয় নিত্য সিদ্ধ হইলেও ঘটিয়াছে। পুনর্ব্বার মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ওরে মন! কেন তুমি উৎকণ্ঠিত হইতেছ। পুত্রের দর্শনই বা এখন কোথায়, তাহাতে আবার পৌত্র এবং প্রপৌত্রের দর্শন অনেক দূরে॥ ৩৩॥

প্রকাশ করিয়া কহিলেন, সময়ান্তরে কিরূপ দূতের কার্য্য, তাহা তোমরা অনুভব করাইয়া দাও। দূতদ্বয় বলিল, রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মী প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধকে (ভাগিনীর পৌত্রকে) পৌত্রী (পুত্রের কন্যা) দান করিয়াছিলেন। (ক) ব্রজরাজ কহিলেন, রুক্মী যে শ্রীকৃষ্ণের উপরে ভাল মন করিয়াছেন, ইহা

(ক) রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্ন মাতার ভ্রাতা রুক্মির কন্যা রুক্মবতীকে অর্থাৎ মাতুলকন্যাকে বিবাহ করেন। আবার প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধও মাতুল কন্যা বিবাহ করেন। এরূপ প্রথা প্রাচীনকালে ছিল। অদ্যাপি কোন কোন দেশে ঐ প্রথা প্রচলিত আছে।

ব্রজরাজ উবাচ।—ভদ্রং জাতং যদ্রুক্মিণী কৃষ্ণে ভদ্রং মনঃ কৃতম্।

দূতাবূচতুঃ।—নেয়মপি তস্য ভদ্রতা, কিন্তু রুক্মিণ্যা এব ভদ্রঙ্করণী যুক্তিঃ।

ব্রজরাজ উবাচ।—ভবতু যথাকথঞ্চিদ্ভদ্রমেব মৃগ্যতে।

দূতাবূচতুঃ।—স্বপক্ষস্য তু ভদ্রমেব জাতম্।

ব্রজরাজ উবাচ।—সম্প্রতি রুক্মী চ স্বপক্ষ এব।

দূতাবূচতুঃ।—স্বপক্ষো ভবতু বা মা বা তস্য তু ভদ্রমেব জাতম্, কিন্ত্বমুত্র।

ব্রজরাজঃ সবিচিকিৎসমুবাচ।—অমুত্রেত্যমঙ্গলমিব কথং সঙ্গময়থঃ।

দূতাবূচতুঃ।—সঙ্গতমেব তৎ কথং ভঙ্গমাপয়িতা স্বঃ।

মনঃ কৃতম্। তস্য রুক্মিণঃ ভদ্রঙ্করণী মঙ্গলজনিকা যুক্তিঃ। তস্যাতু রুক্মিণস্তু ভদ্রমেব জাতং। কিন্ত্বমুত্র পরলোকে নত্বিহলোকে। সবিচিকিৎসং সঙ্গশয়ং যথা স্যাত্তথাবদৎ। সঙ্গময়থঃ সংগমিতং কুর্ব্বন্তৌ। ভঙ্গমাপয়িতা স্বঃ ভঙ্গং কারয়িষ্যাবঃ। ব্রজরাজ উবাচ। অপরস্পরং আনিতরং অবিচ্ছেদং যথা স্যাত্তথা পরস্পরসম্বন্ধঃ বৈবাহিকসম্বন্ধ. তত্র পরস্পরসম্বন্ধে ভদ্রতয়া সুসভ্যতয়া তর্হি তদা তস্য রুক্মিণঃ কুত্র জাতা কাস্মিন্নাশ্রয়ে জাতা। দূতাবূচতুঃ। বলভদ্রস্য বলমেব স্থলনো

ভালই হইয়াছে। দূতদ্বয় কহিল, কেবল ইহাই তাঁহার ভদ্রতা নহে, কিন্তু রুক্মীর মঙ্গলজনিকা যুক্তিও ছিল। ব্রজরাজ কহিলেন, যে কোন প্রকারে হোক, আমি কেবল মঙ্গলই অনুসন্ধান করিতেছি। দূতদ্বয় কহিল, স্বপক্ষের ভদ্রই ঘটিয়াছে। ব্রজরাজ কহিলেন, সম্প্রতি রুক্মীই স্বপক্ষ। দূতদ্বয় কহিল, স্বপক্ষ হোক, আর না হোক, তাঁহার কিন্তু ভদ্রই ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার পরলোকে। ব্রজরাজ সংশয় পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, পরলোক বলিয়া যেন তোমারা অমঙ্গলই ঘটাইতেছ। দূতদ্বয় কহিল, তাহাও সঙ্গত। তবে কি করিয়া আমরা তাহার ভঙ্গ ঘটাইয়া দিব। ব্রজরাজ কহিলেন, যদি এইরূপে অবিচ্ছেদে পরস্পরের বৈবাহিক সম্বন্ধ

ব্রজরাজ উবাচ।—যদ্যেবমপরস্পরং পরস্পরসম্বন্ধঃ সিদ্ধস্তথা বলভদ্রশ্চ তত্র ভদ্রতয়া প্রতীতস্তর্হি তস্যামুত্র গতিঃ কুত্র জাতা।

দূতৌ বিহস্যোচতুঃ।—বলভদ্রবলজ্বলন এব।

ব্রজরাজউবাচ।—কথমিব?

দূতাবূচতুঃ।—গোপীতকোপস্যাপি তস্য তেনৈব প্রকোপিততয়া।

ব্রজরাজ উবাচ।—কথ্যতাম্।

দূতাবূচতুঃ।—রুক্মি-নপ্ত্রী-পাণিপীড়নং নাম রুক্মিপ্রাণানাং

বহ্নি তদাশ্রয়ে। ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ। কৃষ্ণদ্বেষেণ গোপিতঃ কৃষ্ণদ্বেষজঃ কোপো যস্য তস্য বলভদ্রস্য তেনৈব রুক্মিণৈব প্রকোপিততয়া প্রযোজিত স্তেন। তৎপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ।

প্রকোপকারণং বর্ণয়তি—রুক্মিণঃ পৌত্র্যা বিবাহো নাম যঃ কালিঙ্গঃ কলিঙ্গদেশরাজঃ তস্য দন্তানাঞ্চ পীড়নায় জাতং। লিপ্সিতকলিরুক্মিকালিঙ্গাদিভিঃ লব্ধুমিষ্টঃ কলিঃ কলহো যৈ স্তেচ তে রুক্মিকালিঙ্গাদয়শ্চেতি তৈঃ, কলিতদন্তে কলিতো মিশ্রিতো দম্ভঃ কাপট্যং যত্র তস্মিন্ দ্যূতারম্ভে বহুপহসিতদূষিতবলভদ্রঃ অনেকাপহাসেন দূষিতঃ বলস্য ভদ্রং প্রাশস্ত্যং যস্য সঃ প্রমাণীকৃতা,

সিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং সেই পরস্পরের বিবাহ সম্বন্ধে বলরাম সুসভ্যরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে রুক্মীর পরলোকে গতি, কোন্ আশ্রয়ে ঘটিল। দূতদ্বয় হাস্য করিয়া বলিল, বলরামের বলরূপ অগ্নিতেই ঘটিয়াছে। ব্রজরাজ কহিলেন, কি প্রকারে? দূতদ্বয় কহিল, কৃষ্ণের উপরে দ্বেষ করাতে বলরাম সেই কৃষ্ণদ্বেষজনিত কোপ গোপন করিয়া রাখেন পরে রুক্মীই তাহাকে কুপিত করান। তাহাতেই ঐরূপ ঘটিয়াছে। ব্রজরাজ কহিলেন, তাহা বর্ণন কর। দূতদ্বয় কহিল, রুক্মীর পৌত্রীর বিবাহে রুক্মীর প্রাণ এবং কলিঙ্গ দেশের রাজা ও তাঁহার দন্ত সকল পীড়িত হইয়াছিল। যেহেতু সেই স্থানে কলহপ্রার্থী রুক্মী এবং কলিঙ্গ দেশাধিপতিপ্রভৃতির সহিত কপটতা মিশ্রিত পাশ ক্রীড়ার আরম্ভ

কালিঙ্গদন্তানাঞ্চ পীড়নায় জাতম্। যতস্তত্র লিপ্সিত-কলিরুক্মিকালিঙ্গাদিভিঃ কলিতদম্ভে দ্যূতারম্ভে বহূপহসত-দূষিতবলভদ্রঃ স শ্রীবলভদ্রঃ প্রমাণীকৃতস্বর্ব্বাণীকতালব্ধবলস্তথা বলয়াম্বভূব ॥ ৩৪ ॥

অথ স্ব-সভাসংসু হসৎসু ব্রজরাজ উবাচ—অত্র বৎসঃ কিং বিধিৎসিতবান্? ॥

দূতাবূচতুঃ—রুক্মি-হস্তঃ রুক্মি-স্বসুশ্চ স্নেহো ন দুঃখং কুষ্ণীয়াদিতি (ক) তূষ্ণীকামেব পুষ্ণাতি স্মেতি। তদেবং সময়ান্তরাণি গময়াঞ্চক্রাণেষু গোপগীর্ব্বাণেষু পুনরপ্যন্যাব-

স্বর্ব্বাণী দেববাণী যেন তস্য ভাব স্তয়া লব্ধং বলং যস্য সঃ তথা বলয়াম্বভূব। রুক্মিপ্রাণানাং কালিঙ্গদন্তানাঞ্চ নাশনে সমর্থিতো বভূব ॥ ৩৪ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—রুক্মীত্যাদিগদ্যেন। রুক্মিহস্তর্বল-ভদ্রস্য রুক্মিস্বসুঃ রুক্মিণ্যাশ্চ স্নেহঃ প্রণয়ঃ বলভদ্রসম্বন্ধে স্নেহো রুক্মিণীসম্বন্ধে দুঃখং ন কুষ্ণীয়াৎ ন বহির্নিঃসরেৎ, তয়োঃ প্রকাশো ন ভবেদিতিহেতো স্তূষ্ণীকাং মৌনমেব পুপোষ। সময়ান্তরাণি

করিলে, বহুতর উপহাসে শ্রীমান্ বলরাম তাহাদের মঙ্গলকে দূষিত করিয়াছিলেন। প্রমাণস্বরূপ দৈববাণীদ্বারা শক্তি লাভ করিয়া রুক্মীর প্রাণ এবং কলিঙ্গদেশপতি ও তদীয় দন্তসমূহকে বিনাশ করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর আপনার সভাসদ্‌গণ হাসিয়া উঠিলে ব্রজরাজ কহিলেন, এই বিষয়ে বৎস কিরূপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। দূতদ্বয় কহিল, রুক্মীর হন্তা বলরামের এবং রুক্মীর ভগিনী রুক্মিণীর প্রণয়, বলরাম সম্বন্ধে স্নেহ এবং রুক্মিণী সম্বন্ধে দুঃখ, বহির্গত হইবে না, অর্থাৎ এই উভয়ের বাহিরে প্রকাশ হইবে না, এই কারণে তিনি মৌনাবলম্বন করিয়াই ছিলেন। অতএব এইরূপে গোপদেবগণ কিছু কিছু সময় যাপন করিলে পর, পুনর্ব্বার অন্যান্য যুগ্ম যুগ্ম (যোড়া যোড়া) দূত আসিয়া

(ক) কুষগ নিষ্কর্ষে বিধিলিঙ্ বাৎ।

ন্যাবাগত্য রুক্মিণ্যাদীনামপত্যগন্যদন্যদ্‌গণ্যং চক্রতুঃ। পূর্ব্বপূর্ব্বস্ত পূর্ব্বমপি তন্নিবেদয়ামাসতুঃ। কিন্তু কথান্তরাবেশেনৈবাবাভ্যাং ন কথিতম্। শ্রীব্রজভূভর্তৃপ্রভৃতয়স্তু লব্ধসুখসম্ভৃতয়স্তচ্ছ্রবণমারভ্য বিহিতযত্নানি তেভ্যস্তদা তদা রত্নানি দত্তবন্তঃকিন্তু তত্তদ্বালং প্রতি তত্তদ্দ্বারাপি ন প্রভবন্তঃ। স্বেন সম্বন্ধং গোপয়িতুং কলিতযুক্তিজালেন শ্রীগোপালেন (ক) লব্ধসন্ধং নির্ব্বন্ধং স্মরন্ত ইতি ॥ ৩৫ ॥

কালভেদান্ গময়াঙ্ক্রান্তেষু যাপনং কুর্ব্বাণেষু গোপগীর্ব্বাণেষু গোপদেবেষু অন্যাবন্তৌ ভিন্নভিন্নৌ অপত্যং গণ্যং গণনাবিষয়ং কৃতবন্তৌ। পূর্ব্বপূর্ব্বং জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠরূপং আভ্যাং দূতাভ্যাং। শ্রীব্রজরাজাদয়স্তু লব্ধা সুখানাং সংভৃতিঃ পূর্ণতা যৈ স্তে বিহিতো যত্নো যেষু তানি রত্নানি তদা দদুঃ। তত্তদ্দ্বারা দূতগণদ্বারাপি ন প্রভবন্তঃ ন প্রদদুঃ তত্র কারণং নির্দ্দিশতি—স্বেনেত্যাদি। স্বেন সহাত্মকং সম্বন্ধং গোপয়িতুং কলিতো যুক্তজালঃ যুক্তিসমূহো যেন শ্রীকৃষ্ণেন লব্ধসন্ধং লব্ধা সন্ধা সর্ব্বেষু গোপনরূপা সন্ধানং যত্র তং নির্ব্বন্ধং চিন্তয়ন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

রুক্মিণী প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন পুত্রদিগকে গণনা করিয়াছিল। ইহারা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের বিষয় জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ক্রমে নিবেদন করিয়াছিল। কিন্তু অন্য কথার আবেশে দূতদ্বয় তাহা বর্ণন করে নাই। শ্রীমান্ ব্রজরাজপ্রভৃতি সকলেই সুখরাশি লাভ করত তত্তৎ বিষয় শ্রবণ করিয়া, তত্তৎ সময়ে সেই সকল দূতদিগকে বিশেষ যত্ন সহকারে বিবিধ রত্ন দান করিয়াছিলেন। নিজ সম্বন্ধ গোপন করিতে যিনি যুক্তিজাল অবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ সম্বন্ধ আগ্রহ স্মরণ করিয়া ব্রজরাজ প্রভৃতি মহোদয়গণ তত্তৎ বালকের প্রতি, তত্তৎ দূতগণদ্বারাও রত্নরাশি প্রদান করেন নাই (খ) ॥ ৩৫ ॥

(ক) শ্রীগোপালেন। ইতি তু গৌরপুস্তকে নাস্তি।

(খ) "আমি গোপজাতি ও নন্দমহারাজের পুত্র। ইহাই অন্তর্গত ভাব। বাহিরে তিনি ক্ষত্রিয় সাজিয়া থাকিতেন, গোপজাতিকে গোপন রাখিতেন, সময়ে প্রকাশ পাইত। শ্রীকৃষ্ণের এইভাব স্মরণ করিয়া নন্দমহারাজ সন্তুষ্ট হইতেন। এবং তিনি শীঘ্রই আসিবেন বলিয়া দূতগণ দ্বারা রত্নাদি প্রেরণ করেন নাই। অর্থাৎ নিজ পুত্র যেন বিশেষ কার্য্যে বিদেশ গিয়াছে, ইহাই নন্দের হার্দ্দ ভাব। তবে খাদ্যাদি প্রেরিত হইত।

অথানিরুদ্ধস্যান্তঃপুরাদেবান্তর্দ্ধানমবধার্য্য নিদানমনবধার্য্য শ্রীগোপরাজাদিষু মিথো দুঃখসম্বাদিষু কৌচিদ্দূতৌ চিরায় সম্ভূতৌ দৃষ্টৌ পৃষ্টৌ চ তাবনিরুদ্ধস্যাপি নিরুদ্ধতাং প্রোচ্য চ শোচ্যতাং বিনা তত্রোচতুঃ ॥ ৩৬ ॥

বাণস্যোষাহ্বকন্যা স্বপনমনু যযৌ রৌক্মিণেয়াঙ্গজাতম্
নাজানাজ্জাগ্রতা তং পুনরবিদদসৌ চিত্রিতাদাত্মসখ্যা।
যোগিণ্যা চানয়াজাহরত বরমনু দ্বারকায়াঃ সসঙ্গা-
প্যেতজ্‌জ্ঞাত্বা স দৈত্যঃ প্রধনমনু চিরাদেনমুচ্চৈর্ব্ববন্ধ ॥৩৭॥

অথানিরুদ্ধস্য লীলান্তরং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে--অথেতিগদ্যেন। অন্তর্দ্ধানমদর্শনং অবধার্য্য জ্ঞাত্বা নিদানং তত্র কারণং অজ্ঞাত্বা দুঃখসম্বাদিষু দুঃখং সম্বদিতুং শীলমেষাং তেষু সৎসু চিরায় চিরকালানন্তরং সংভূতৌ মিলিতৌ নিরুদ্ধতাং বাণগৃহে আবদ্ধতাং প্রোচ্য উদিত্বা শোচ্যতাং শোকবিষয় ত্বং বিনা তত্র কথয়ামাসতুঃ ॥ ৩৬ ॥

দূতয়োর্বাক্যং বর্ণয়তি—বাণস্যেতি। উষা আহ্বা নাম যস্যাঃ সা চাসৌ কন্যাচেতি সা, স্বপনমনু স্বপ্নমাশ্রিত্য রৌক্মিণেয়াঙ্গজাতং অনুরুদ্ধমনুযযৌ অনুজগাম। সা জাগ্রতী সতী তং নাজানাৎ ন জ্ঞাতবতী, অসৌ উষা আত্মসখ্যা চিত্রিতাৎ চিত্রিতং নিরীক্ষ্য পুনরবিদৎ অজানৎ, ততো যোগিন্যা মন্ত্রাদ্যুপায়জ্ঞয়া অনয়া আত্মসখ্যা বরং পতিং অনু লক্ষীকৃত্য সসঙ্গা আসক্তাপি দ্বারকায়াঃ সকাশাৎ

অনন্তর অনিরুদ্ধের অন্তঃপুর হইতে অন্তর্দ্ধান জানিতে পারিয়া এবং সেই বিষয়ে কোন কারণ স্থির করিতে না পারিয়া শ্রীমান্ ব্রজরাজপ্রভৃতি সকলেই পরস্পর দুঃখালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বহুদিনের পর অন্য কোন দুইজন দূতকে আসিতে দেখা গিয়াছিল, এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বাণরাজার গৃহে তিনি আবদ্ধ হইয়া আছেন, ইহা বলিয়া এবং শোকের বিষয়ব্যতীত তদ্‌বিষয়ে বলিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

অথ বাণযুদ্ধ-কথা।

বাণরাজার উষা নামে এক কন্যা আছে। ঐ কন্যা স্বপ্নাবস্থায় অনিরুদ্ধের অনুগমন করে। কিন্তু জাগরিত হইয়া তাঁহাকে জানিতে পারে নাই। পরে আপনার প্রিয় সখীর চিত্র নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার জানিতে পারেন। অনন্তর

শ্রুত্বা দেবর্ষিবর্য্যাত্তদসুরবিজয়ী তৎপুরং শোণিতাখ্যং
গত্বাসৌ দ্বাদশাক্ষৌহিণিবলবলিতস্তং সরুদ্রং বিজিত্য।
ছিত্ত্বা তদ্বাহু-সঙ্ঘং পরিবলিতচতুঃশেষমূষানিরুদ্ধা-
বানীয়াথ স্বপুর্য্যাং পরিণয়মনয়োর্নির্ম্মমে শর্ম্মশালি ॥৩৮॥

সর্ব্বে ব্রজ-সভাসদ ঊচুঃ—

চিত্রং চিত্রং রুদ্রমপি কথমুপক্রান্তবান্ তৎ কথয়তম্ ॥৩৯॥

অজীহরত হারিতবতী স দৈত্যো বাণ এতদ্বৃত্তান্তং জ্ঞাত্বা প্রধনং যুদ্ধমনু প্রতি চিরাদেনমনিরুদ্ধং উচ্চৈঃ পাশেন ববন্ধ ॥ ৩৭ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং জাতমিত্যপেক্ষায়াং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—শ্রুত্বেতি। দেবর্ষিবর্য্যাৎ শ্রীনারদ-বচনাৎ তদ্বৃত্তান্তং শ্রুত্বা অসুরবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণঃ শোণিতাখ্যং তৎপুরং গত্বা অসাবসুরবিজয়ী দ্বাদশাক্ষৌহিণীপরিমিতবলেন সৈন্যেন বলিতঃ পরিবৃতঃ সরুদ্রং শিবসহিতং তং বাণং বিজিত্য পরিবলিতচতুঃশেষং পরিবলিতা ভূষণাদ্যঙ্কিতাশ্চত্বারঃ শেষা অবশিষ্টা যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ তথা তস্য বাণস্য বাহুসমূহং ছিত্ত্বা উষানিরুদ্ধৌ স্বপুর্য্যাং দ্বারকায়ামানীয় শর্ম্মশালিঃ শর্ম্মণঃ সুখস্য শালিঃ শ্লাঘা যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা অনয়োরুষানিরুদ্ধয়োঃ পরিণয়ং বিবাহং নির্ম্মমে সাধয়া-মাস ॥ ৩৮ ॥

তদেবং সরুদ্রং বিজিত্যেতি শ্রুত্বা সর্ব্বে যদপৃচ্ছন্ তদ্বর্ণয়তি—চিত্রং চিত্রমিতিগদ্যেন। উপক্রান্তবান্ পরাজয়ামাস ০.২ বদতম্ ॥ ৩৯ ॥

মন্ত্রাদির উপায়জ্ঞ সেই আত্মসখীদ্বারা পতি লক্ষ্য করত আসক্ত হইয়াও দ্বারকা হইতে হরণ করে না। ইহা জানিতে পারিয়া সেই দৈত্যপতি বাণরাজ যুদ্ধ করিয়া বহু সময়ের পর তাঁহাকে পাশদ্বারা বন্ধন করেন ॥ ৩৭ ॥

তৎপরে অসুর-বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ, দেবর্ষি নারদের বাক্যে এই বিষয় শ্রবণ করিয়া বাণদৈত্যের শোণিত-নামক পুরে গমন করেন। তথায় তিনি গমন করিয়া দ্বাদশ অক্ষৌহিণী পরিমিত সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া রুদ্র অর্থাৎ শিবের সহিত সেই বাণকে জয় করেন। পরে যাহাতে ভূষণাদি চিহ্নিত চারিটি বাহু অবশিষ্ট থাকে, এইরূপে বাণের বাহুসমূহ ছেদন করিয়া উষা এবং অনিরুদ্ধকে দ্বারকায় আনয়ন করেন। অনন্তর সুখের শ্লাঘাপূর্ব্বক ঐ উষা এবং অনিরুদ্ধের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন ॥ ৩৮ ॥

ব্রজের সমস্ত সভাসদ্‌গণ বলিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য? কি আশ্চর্য্য? বৎস কোন রুদ্রকেও পরাজয় করিয়াছিলেন? তাহা তোমরা বর্ণন কর ॥ ৩৯ ॥

দূতাবূচতুঃ—যত্র চাদৌ—

বিদ্যুত্বানদ্য বিদ্যুৎপরিধিরুপসরত্যত্র বিশ্ব-ক্ষয়ার্থং
কিম্বা কিম্বাভিচারজ্বলনমধিবসন্ কজ্জলস্তোম এষঃ।
কিম্বা কালাগ্নিরুদ্রঃ প্রতিলববিসরজ্জ্বালমধ্যস্থদেহঃ
পশ্যেত্যাচষ্ট কৃষ্ণে দিবিজমণিরথে লোকিতে বাণলোকঃ ॥৪০॥

যদাক্ষৌহিণীভির্ব্বিক্ষোভয়ন্নধোক্ষজঃ সুদর্শনেন সুদর্শনেন নন্দকেন চ নন্দকেন ক্ষতজপুরং ক্ষতজপুরং চকার, তদা বাণ ইব বাণঃ সর্ব্বস্থাপি ভীমং ভামং পুরস্কৃত্য তদ্‌গণৈঃ পশুভিঃ স্বগণৈশ্চ পশুভিরিব সম্বৃতঃ কৃতরভসং নির্জ্জগাম ॥ ৪১ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি বিদ্যুত্বানিতি। অদ্য বিদ্যুত্বান্ মেঘো বিদ্যুতঃ পরিধয়ো বেষ্টনানি যস্য সঃ, কিম্বা বিশ্বক্ষয়ার্থমত্র উপসরতি আগচ্ছতি, কিম্বা অভিচারযজ্ঞস্য জ্বলনমগ্নিমধিবসন্ তত্র তিষ্ঠন্ কজ্জলস্তোমঃ কজ্জলসমূহ এষ নরাকারঃ। প্রতিলববিসরজ্জ্বালমধ্যস্থদেহঃ প্রতিলবে প্রতিক্ষণে বিসরন্ যো জ্বালো বহ্নিজ্বালা তস্য মধ্যস্থো দেহো যস্য স কালাগ্নিরুদ্রঃ, কিম্বা দিবিজো মণিনির্ম্মিতো রথো যস্য তস্মিন্ কৃষ্ণে লোকিতে সতি বাণস্য লোক ইত্যাচষ্ট ত্বং পশ্যেতি ॥ ৪০ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—যদেতিগদ্যেন। সুন্দরদর্শনং যস্য তেন সুদর্শনেন চক্রেণ, নন্দয়তীতি নন্দকেন খড়্গেন, ক্ষতজপুরং শোণিতপুরং ক্ষতজপুরং ক্ষতজেন রক্তেন পূর্য্যতে ইতি তচ্চকার। যদাচ পুরং রক্তপূর্ণং তদা বাণঃ শরস্যেব বেগবান্ বাণো ভীমং ভয়ঙ্করং ভীমং শিবং পুরস্কৃত্য

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, যে স্থানে প্রথমেই বাণের লোক সকল বলিতে লাগিল, অদ্য মেঘ কি বিদ্যুন্মালাদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে? কিম্বা বিশ্ববিনাশের নিমিত্ত মেঘ আগমন করিতেছে? কিম্বা শত্রু বিনাশক অভিচার যজ্ঞের অগ্নিমধ্যে এই কজ্জলরাশি নরদেহ ধারণ করিয়া আগমন করিতেছে? কিম্বা কালাগ্নিরূপী মহাদেব প্রতিক্ষণে বিস্তারিত অগ্নি জ্বালার মধ্যে দেহ রাখিয়া বিরাজ করিতেছেন? অথবা স্বর্গীয় মণিনির্ম্মিত রথে শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্ট হইতেছেন? অতএব ইহা আপনি দর্শন করুন ॥ ৪০ ॥

যখন শ্রীকৃষ্ণ অক্ষৌহিণীদ্বারা ক্ষুব্ধ করিয়া সৌম্য দর্শন "সুদর্শন চক্র" এবং আনন্দদায়ক "নন্দক" নামক গদাদ্বারা শোণিতপুর শোণিতদ্বারা পরিপূর্ণ

ব্রজরাজ উবাচ - শঙ্করস্য কথমত্রাশঙ্করতা জাতা ?।

দূতাবূচতুঃ—পুত্রায়মাণস্য বাণস্যাপত্রাণায়, স্মরসম্বন্ধস্মরণতঃ পুনরাত্মনঃ স্মরহরতাগ্রহণায় চেতি প্রেক্ষাবতামুৎপ্রেক্ষামাত্রং। তত্ত্বং তু স্বয়মেব বক্ষ্যতি। সর্ব্বে সসম্ভ্রমং পপ্রচ্ছুঃ।—ততঃ কিং জাতম্ ?॥

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ কৃষ্ণমনু কৃষ্ণলোহিতঃ সংযুগং যুগলতয়া যুযোজ। স্মরমনু চ স্মরহরপুত্রবর ইত্যাদিনি স্থিতে

তদ্গণৈঃ পশুভিঃ প্রাণিভিঃ স্বগণৈ নিজপরিকরৈঃ পশুভি রৈবিব সংবৃতঃ কৃতরভসং জনিতবেগং যথা স্যাৎ তথা নির্যযৌ নির্গতবান্ ॥ ৪১ ॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নে অশঙ্করতা অশুভকারিতা। ততো দূতয়োরুক্তিং বর্ণয়তি—পুত্রায়েতিগদ্যেন। পুত্রায়মাণস্য পুত্রইব আচরতঃ তস্য বাণস্য আপত্রাণায় যুদ্ধে পরাজয়হানায় স্মরসম্বন্ধস্মরণতঃ প্রদ্যুম্নরূপস্মরস্য পুত্ররূপেণ সম্বন্ধাৎ স্মরহরতা-গ্রহণায় চ স্মরনাশকতা-স্বীকারায় চ ইত্যেবং প্রেক্ষাবতাং বুদ্ধিমতামুৎপ্রেক্ষামাত্রং। অন্যথাবস্থিতঃ বস্তু চান্যথোৎপ্রেক্ষ্যতে যয়া। উৎপ্রেক্ষালঙ্কৃতিঃ। সাহি ইতি তল্লক্ষণাৎ তত্ত্বং যথার্থস্তু স্বয়মেব শিব এব। ততঃ সর্ব্বেষাং সসম্ভ্রমপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। কৃষ্ণমনু লক্ষীকৃত্য কৃষ্ণলোহিতঃ

করিলেন ; তখন বাণের মত বেগবান্ বাণদৈত্য সকলেরই ভয়ঙ্কর মহাদেবকে অগ্রে করিয়া তদীয় পরিষদ পশুগুণ-দ্বারা (প্রাণিগণ দ্বারা) এবং পশুগণের মত নিজ পরিজনবর্গে পরিবৃত হইয়া সবেগে নির্গত হইল ॥ ৪১ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, মহাদেব কেন এই বিষয়ে অমঙ্গল ঘটাইয়াছিলেন ? দুতদ্বয় কহিল, পুত্রের মত বাণকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য,এবং প্রদ্যুম্নরূপী কামের পুত্ররূপে সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া "স্মরহরতা" অর্থাৎ কামনাশন শক্তি গ্রহণ করিবার জন্যই যেন মহাদেব অমঙ্গল ঘটাইয়া ছিলেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের ইহাই কেবলমাত্র উৎপ্রেক্ষা। কিন্তু স্বয়ং মহাদেবই তত্ত্বকথা ব্যক্ত করিবেন। সকলেই সবেগে বলিতে লাগিল, তাহার পর কি হইয়াছিল ? দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর, মহাদেব শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যুগ্মভাবে যুদ্ধ করিতে

জগতি তু দুঃস্থিতে ব্রহ্মাদয়ঃ সদয়তয়া শান্তিব্রহ্মাধীয়ানাঃ সমধিগতসম্ভ্রমতয়া সায়াসভ্রমমভ্রমভিতস্থুঃ ॥

অথ সর্ব্বভূতপ্রমথনভূতভূতপ্রথমাদিতদ্দুর্গণে দুর্গণে রচিতাবরণতয়া সর্ব্বেষাং লোমহর্ষণে জাতে যুধি জাতেচ্ছঃ স মহেচ্ছঃ শার্ঙ্গসঙ্গতশরৈঃ কৃতয়া ধৃতপ্রত্যঙ্গচ্ছিন্নতাভিন্নতয়া তত্র সুষ্ঠু দুর্গণতামাসাদয়ামাস। ততশ্চ জটাঘটাসঙ্ঘট্টনভরললাটবাট-

শিবঃ যুগলতয়া যুগ্মভাবেন স্বংযুগং যুদ্ধং যুযোজ। স্মরঃ প্রদ্যুম্নমনু সহ স্মরহরপুত্রবরঃ কার্ত্তিকেয় ইত্যাদিনি স্থিতে জগতি ভুবনে তু দুঃস্থিতে শান্তিব্রহ্ম স্বস্ত্যয়নরূপবেদং অধীয়ানাঃ পঠন্তঃ,সমধিগতঃ সম্ভ্রমো যেষাং তদ্ভাবতয়া সায়াসভ্রমং আয়াসেন.যত্নেন সহ ভ্রমো গতি র্যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ অভ্রং গগনং অভিতস্থুঃ গগনে স্থিতা বভূবুঃ। সর্ব্বভূতানি প্রমথয়তি বিলোড়য়তি এবম্ভূতো যঃ ভূতপ্রমথাদিঃ স চাসৌ তদ্দুর্গণশ্চেতি স প্রসিদ্ধো দুষ্টো গণঃ সমূহঃ দুর্গণো দুঃখেন গণঃ সংখ্যানং যস্য তস্মিন্ রচিতাবরণতয়া রচিতমাবরণং যেষাং তদ্ভাবতয়া লোমহর্ষণে রোমাঞ্চে জাতে, যুধি যুদ্ধে জাতা ইচ্ছা যস্য সঃ,মহতী ইচ্ছা যস্য সঃ,শার্ঙ্গসঙ্গতশরৈঃ শার্ঙ্গং কৃষ্ণস্য ধনু স্তস্মিন্ সঙ্গতৈঃ শরৈর্বাণৈঃ কৃতয়া ধৃতে প্রত্যঙ্গেষু ছিন্নভিন্নে যেষাং তদ্ভাবতয়া দুর্গণতাং দুঃখযুক্তো গণো দুর্গণ স্তস্য ভাবো দুর্গণতা তামাসাদয়ামাস প্রাপয়ামাস। তয়োঃ কৃষ্ণশিবয়োর্যুদ্ধমুদ্বদ্ধং প্রকাশিতং। তয়োঃ কিম্ভূতয়ো র্যথাস্বং

লাগিলেন। প্রদ্যুম্নের সহিত তাঁহার প্রধান পুত্র কার্ত্তিকেয় যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি ঘটনা ঘটিলে এবং জগৎ দুর্দ্দশাপন্ন হইলে, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সদয়ভাবে স্বস্ত্যয়নরূপ বেদ পাঠ করিতে করিতে অত্যন্ত বেগের সহিত এবং যত্নপূর্ব্বক গমন করিয়া আকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলপ্রাণীর হিংসাকারক অথচ অগণ্য প্রমথপ্রভৃতি দুষ্ট ভূতসমূহ আসিয়া সকলকে আবরণ করিলে সকলেরই দেহে রোমাঞ্চ হইয়াছিল। তখন যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সেই মহোদয় শ্রীকৃষ্ণ, শার্ঙ্গনামক নিজধনুতে শর সংযোজন করিয়া এবং তাহাদারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল ধরিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিলে তথায় উত্তম রূপে সেই সকল সঙ্গীদিগকে দুঃখান্বিত করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ এবং

দৃগ্বিভাবসুজ্বালবাত্যা-পাংশুচক্রবালদ্রবাদুপদ্রাবণয়া শ্যামতা-রামস্নিগ্ধধামধামলসিতবামস্মিতামৃতবর্ষাদন্তর্ব্বহিরপি দ্রাবণায়া চ যথাস্বং নিদাঘমেঘাগময়োরিব তয়োর্যুদ্ধমুদ্বুদ্ধং। যত্র চ হরঃ সর্ব্বং সংহরন্নিব স্বয়মস্ত্রাণি মুমোচ—সর্ব্বং পালয়ন্নিব তু তৎপ্রত্যস্ত্রাণি হরিঃ ॥ ৪২ ॥

যথাযোগ্যং নিদাঘমেঘাগময়োরিব। তত্র দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—জটাঘটায়া জটাশ্রেণ্যাঃ সংঘট্টনস্য ভরোঽতিশয়ো যত্র এবম্ভূতো যো ললাটবাটঃ কপালমার্গস্তস্মিন্ দৃগ্ভাব স্তৃতীয়নেত্রত্বং তস্য সুজ্বালঃ অগ্নিশিখা স এব বাত্যা মহাবায়ুস্তয়া যৎ পাংশুচক্রবালং পাংশুমণ্ডলং তস্য যো দবাদি স্তাপাদি স্তস্য উপদ্রাবণয়া প্রাপণয়া শিবো নিদাঘ ইব শ্যামতায়াঃ আরামো যত্র তচ্চ তৎ স্নিগ্ধ-ধামচেতি তত্র লসিতং দীপ্তং যৎ স্মিতং মন্দহাস্যং তদেবামৃতং তস্য বর্ষাৎ অন্তশ্চিত্তে বহিরপি-দ্রাবণয়া আর্দ্রীকরণত্বেন কৃষ্ণো মেঘাগমইব। যত্র যুদ্ধে অস্ত্রাণি বাণান্ তৎপ্রত্যস্ত্রাণি শিবাস্ত্র-নিবারকাণি মুমোচ ॥ ৪২ ॥

মহাদেবের যুদ্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উভয়েই যেন যথাযোগ্য গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাদেবের ললাট-পথে অতিশয় জটাশ্রেণী আসিয়া সংঘটিত বা মিলিত হইতেছে। এই ললাটপ্রদেশে তাঁহার তৃতীয় নেত্র আছে। সেই নেত্রের অগ্নিশিখাই যেন বাত্যা বা মহাবায়ুর ন্যায় বিদ্যমান ছিল। এই বাত্যা-দ্বারা যে পাংশু অর্থাৎ ধূলি সমূহ উড়িতে ছিল, তাহাদেরও ইহাদ্বারা উত্তাপ ঘটিয়াছে। সুতরাং মহাদেব যেন গ্রীষ্মকালের তুল্য হইলেন।

শ্যামভাবের আরামযুক্ত সুস্নিগ্ধ ধাম বা প্রভায় যে মন্দহাস্য দীপ্তি পাইতে-ছিল, তাহাই যেন অমৃত বর্ষণ হইতেছে। এই অমৃত বর্ষণদ্বারা আন্তরিক এবং বাহ্যিক সকল বিষয়ই গলিত হইয়া যায়, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যেন বর্ষাকালরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। যে যুদ্ধে মহাদেব সমস্ত সংহার করিবার জন্যই যেন স্বয়ং অস্ত্র সকল মোচন করিয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ সকল পালন করিবার জন্যই যেন শিবের অস্ত্র-নিবারক বাণ সকল মোচন করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

যথা ;—

বায়ব্যে পার্ব্বতং স ব্যকিরদঘরিপুর্ভর্গমুক্তেঽস্ত্রমস্ত্রে
বাহ্নে পার্জ্জন্যমন্যত্র চ বহুনি বহুব্রাহ্ম উচ্চৈস্তদেব।
সর্ব্বধ্বংসায় রৌদ্রে তদমিতশমনং স্বীয়মিত্যেবমুচ্চৈ-
স্তং শশ্বল্লজ্জয়িত্বামুচদচিরতদুজ্জৃম্ভণং জৃম্ভণাখ্যম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্রজরাজঃ সাশ্চর্য্যমুবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—

বিজিতে (ক) তু তদা রুদ্রে তণ্ডটানার্দ্দয়দ্ধরিঃ।
হস্তিযূথপতৌ যদ্বদর্দ্দয়েৎ কলভাদিকান্ ॥ ৪৪ ॥

তদস্ত্রপ্রত্যস্ত্রাণি দর্শয়তি—বায়ব্যে ইতি। শিবনির্ম্মুক্তে বায়ব্যে বাণে অঘরিপুঃ পার্ব্বতং বাণং ব্যকিরৎ বিক্ষিপ্তবান্, ভর্গঃ শিবস্তেন মুক্তে বাহ্নে আগ্নেয়ে অস্ত্রে পার্জ্জন্যং জলবর্ষুকমেঘবাণং অন্যত্র বহুনি অস্ত্রে মুক্তে তদেব উচ্চৈর্ব্বহু অস্ত্রং সর্ব্বস্য ধ্বংসায় নাশায় রৌদ্রে শৈবাস্ত্রে নির্ম্মুক্তে অমিতানি অসংখ্যানি অস্ত্রাণি শময়তীতি তৎ স্বীয়ং নারায়ণাস্ত্রং ব্যকিরৎ, এবমুচ্চৈ স্তং শিবং শশ্বন্নিরন্তরং লজ্জয়িত্বা অচিরং শীঘ্রং তস্য শিবস্য উদ্গতং জৃম্ভণং যেন তজ্জৃম্ভণাখ্যমস্ত্রং অমুচৎ নিক্ষিপ্তবান্ ॥ ৪৩ ॥

ততো ব্রজরাজস্য সাশ্চর্য্য-প্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—বিজিতেত্বিতি। তদা রুদ্রে

যথা :—শিব যখন বায়ব্য অস্ত্র মোচন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন পার্ব্বত্য অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়া তাহা ছেদন করেন। শিব যখন আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন জলবর্ষী মেঘবাণ মোচন করিয়া তাহা ছেদন করেন। এইরূপে অন্যান্য বহুতর অস্ত্র মোচন করিলে, সেইরূপ প্রতিপক্ষেও অন্যান্য বহুতর অস্ত্র মোচন করা হইয়াছিল। ব্রাহ্ম অস্ত্র মোচন করা হইলে, সেইরূপ বহুতর ব্রাহ্ম অস্ত্রই মোচন করা হইয়াছিল। সকলকে ধ্বংস করিবার জন্য শৈব অস্ত্র নিঃক্ষেপ করা হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য অস্ত্রের ধ্বংসকারী সেই স্বকীয় নারায়ণাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন। এইরূপে নিরন্তর অধিকরূপে মহাদেবকে লজ্জিত করিয়া অচিরাৎ প্রকাশমান মহাদেবের জৃম্ভনাস্ত্র মোচন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

ব্রজরাজ আশ্চর্য্যভাবে বলিতে লাগিলেন তারপর তারপর। দূতদ্বয় কহিল,

---

(ক) নির্জ্জিতেতু। ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

(ক)আমুক্তা বারবাণেনাপ্যমুক্তা বাণবৃষ্টিভিঃ।
শিরস্ত্রেণ সমেতাশ্চ প্রাপ্ন ুবন্ন শিরস্ত্রতাম্ ॥ ৪৫ ॥
সন্নদ্ধাস্তত্র নদ্ধাস্তে দংশিতা দংশিতাঃ শরৈঃ।
অসিকাঙ্গযুজস্ত্বন্যে ছিন্নাঙ্গত্বমুপাগতাঃ ॥ ৪৬ ॥
অত্র কাবচিকান্যাসন্নন্যেভ্যঃ প্রাঙ্ মৃতিং প্রতি।
কৃষ্ণাদানাং যতঃ পূর্ব্বত্রৈব গ্রহিলতা মতা ॥ ৪৭ ॥

শিবে বিজিতে সতি হরি স্তস্তটান্ সেনা আর্দ্দয়ৎ পীড়য়ামাস। হস্তিযূথপতৌ বিজিতে সতি হরিঃ সিংহঃ কলভাদিকান্ হস্তিশিশুপ্রভৃতীন্ যদ্বদর্দ্দয়েৎ পীড়য়েৎ ॥ ৪৪ ॥

তস্তটানামবস্থাং বর্ণয়তি—আমুক্তা ইতি। বারবাণঃ কবচঃ তেন আমুক্তা বদ্ধা অপি বাণবৃষ্টিভিরমুক্তাঃ সন্তঃ শিরস্ত্রেণ উষ্ণীষেণ সমেতাঃ সংযুক্তা অপি শিরস্ত্রতাং শিরসো রক্ষণতাং ন প্রাপ্ন ুবন্ ॥ ৪৫ ॥

কিঞ্চ যত্র যুদ্ধে সন্নদ্ধা ধৃতকবচা অপি শরৈর্নদ্ধা বদ্ধা স্তে দংশিতাঃ কবচাবৃতদেহা অপি শরৈর্দ্দংশিতা বিদারিতা বভূবুঃ। অন্যে অধিকাঙ্গযুজঃ ত্রিপাদাদিভির্যুক্তা শ্ছিন্নাঙ্গত্বং একপাদাদিনাশিত্বং উপাগতাঃ ॥ ৪৬ ॥

অত্র যুদ্ধে কাবচিকানি কবচেন পরিবৃতানি বলানি অন্যেভ্যঃ কবচরহিতেভ্যঃ প্রাঙ্ মৃতিং মৃত্যুং প্রতি আসন্ পূর্ব্বত্রৈব কাবচিকেষু গ্রহিলতয়া আগ্রহযুক্ততা অভীষ্টা ॥ ৪৭ ॥

যেরূপ হস্তিযূথপতি পরাস্ত হইলে সিংহ-শাবকদিগকে পীড়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ তৎকালে মহাদেব পরাজিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় সৈন্যদিগকে পীড়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

যদিচ ঐ সকল সৈন্যের দেহ কবচদ্বারা বদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তাহাদের দেহে অবিরত শরবৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। এবং যদিচ তাহাদের মস্তকে শিরস্ত্রাণ (উষ্ণীষ পাগুড়ি) ছিল, তথাপি তাহারা মস্তক রক্ষা করিতে পারে নাই ॥ ৪৫ ॥

ঐ যুদ্ধে সৈন্যগণ কবচ ধারণ করিলেও শরদ্বারা বদ্ধ হইয়াছিল, এবং কবচদ্বারা আবৃত দেহ হইয়াও বিদারিত হইয়াছিল। যাহাদের তিন পাদ, তিন বাহু ইত্যাদি ক্রমে অধিক অঙ্গ ছিল, তাহাদেরও অঙ্গ সকল ছিন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৬ ॥

এই যুদ্ধে যে সকল সৈন্য কবচদ্বারা আবৃত ছিল, তাহারা কবচ বিরহিত সৈন্য

(ক) আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চ পিনদ্ধশ্চাপিনদ্ধবৎ। সন্নদ্ধো বর্ম্মিতঃ সজ্জো দংশিতোহপ্যূঢ়কণ্টকঃ। ইত্যমরঃ। অ।

তেষাং চ কৃষ্ণাদীনাম্। (ক)

অপরাদ্ধপৃষৎকা যে যে চাসন্ কৃতহস্তকাঃ।

তে সর্ব্বে তুলনাং যাতা যতঃ শত্রুষু সান্দ্রতা ॥ ৪৮ ॥

(খ)প্রদ্যুম্নমাগতঃ পূর্ব্বং শিখী স শিখিবাহনঃ।

মেঘং মত্বেব তদ্বাণং ত্বিরম্মদমপদ্রুতঃ ॥ ৪৯ ॥

কুম্ভাণ্ডঃ কূপকর্ণশ্চ যথার্থাখ্যাবিমৌ মতৌ।

মুসলেন বলস্তত্তদঙ্গং তত্রান্যথা ব্যধাৎ ॥ ৫০ ॥

কিঞ্চ অপরাদ্ধেতি। অপরাদ্ধপৃষৎকা ব্যর্থসায়কাঃ কৃতহস্তকা কৃত্তো হিংসিত শ্ছিন্নৌ হস্তৌ যেষাং তে সর্ব্বে তুলনাং কার্য্যাক্ষমত্বেন সাদৃশ্যং, যতঃ যতো হেতোঃ শত্রুষু সান্দ্রতা মৃদুতা আসিৎ ॥ ৪৮ ॥

কিঞ্চ স শিখিবাহনঃ কার্ত্তিকঃ শিখী বাণবিশিষ্টঃ পূর্ব্বমগ্রে মেঘং মত্বা প্রদ্যুম্নমাগতঃ তদ্বাণং তস্য বাণং তু পুনঃ ইরম্মদং বজ্রাগ্নিং অপদ্রুতঃ পলায়িতঃ ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চ কুম্ভাণ্ডমিতি। কুম্ভমিব অণ্ডং অণ্ডকোষো যস্য সঃ, কূপাবিব কর্ণাবস্য সঃ, অতএব যথার্থা আখ্যা নাম যয়োস্তৌ তত্তদঙ্গং অণ্ডকর্ণরূপমঙ্গমন্যথা ব্যধাৎ ছেদয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

গণের পূর্ব্বেই মরিয়া যায়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতির কবচধারীদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ বিদ্যমান ছিল ॥ ৪৭ ॥

সমস্ত শত্রুগণের মধ্যে কোমলত্ব থাকাতে, যাহাদের বাণ লক্ষ্য হইতে চ্যুত হইয়াছে; এবং যাহাদের হস্ত ছিন্ন হইয়াছে; এই সকলেই কার্য্যাক্ষম বলিয়া পরস্পর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪৮ ॥

সেই ময়ূরবাহন কার্ত্তিকেয় বাণধারণপূর্ব্বক মেঘ বোধ করিয়া পূর্ব্বে প্রদ্যুম্নের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার বাণকে বজ্রাগ্নি বোধ করিয়া পলায়ন করেন ॥ ৪৯ ॥

কুম্ভের অণ্ডকোষ থাকাতে যাহার কুম্ভাণ্ড নাম সার্থক হইয়াছিল, এবং কূপের মত কর্ণ থাকাতে যাহার কূপকর্ণ নাম সার্থক হইয়াছিল, এই দুইজনকেই বলরাম, মুসলদ্বারা তথায় ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

(ক) তেষাঞ্চ কৃষ্ণাদীনাম্। ইতি মাণ্ডপুস্তকে নাস্তি।

(খ) স প্রসিদ্ধঃ শিখিবাহনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রদ্যুম্নং মেঘমিব মত্বা শিখীব পূর্ব্বমাগতঃ, পশ্চাৎ তদ্বাণং ইরম্মদং মেঘজ্যোতির্ম্মত্বা অপদ্রুতঃ পলায়িতঃ। আ।

ইতি দ্রুতে নিখিলচমূপতিব্রজে
বলেঃ সুতঃ স সপদি সাত্বকিং জহৎ।
হরিং দ্রবন্ ভুজশতপঞ্চকে ধনূং-
স্যধাত্তথা দ্বিগুণতয়ামিতানিষূন্ ॥ ৫১ ॥
চাপং বিনা চেদিষবো দ্রবন্ত্যমী
তদা সহস্রং ঘটনায় শক্যতে।
(ক)তন্নেতি কিম্বার্দ্ধসহস্রপাণিভি-
র্দধ্রে পরৈর্ব্বাণক এষ তান্ দ্বিশঃ ॥ ৫২

নন্বু, তদা বাণঃ কিমকরোদিত্যপেক্ষায়াং তদ্বৃত্তং বর্ণয়তি—ইতীতি। ইত্যেবং প্রকারেণ সমগ্রসেনাপতিসমূহে দ্রুতে পলায়িতে সতি, স বলেঃ সুতো বাণঃ সপদি তৎক্ষণাৎ প্রতিযোদ্ধারং সাত্বকিং জহৎ ত্যজন্ সন্ হরিং দ্রবন্ গচ্ছন্ ভুজশতপঞ্চকে ধনূংষি অধাৎ ধারয়ামাস, তথা দ্বিগুণতয়ামিতান্ সহস্রাণি ইষূন্ বাণান্ অধাৎ ॥ ৫১ ॥

ধনুঃষু সহস্রবাণধারণং বৃথৈব জাতমিতি বর্ণয়তি—চাপং বিনেতি। চেদ্‌যদি চাপং ধনু-র্ব্বিনা অমী ইষবো বাণা দ্রবন্তি গচ্ছন্তি তদা সহস্রং ঘটনায় শক্যতে। কিম্বেত্যুৎপ্রেক্ষায়াং। কিম্বা পরৈর্ভিন্নৈরর্দ্ধসহস্রপাণিভিঃ শঙ্খশতৈরেষ বাণ স্তানিষূন্ দ্বিশো দধ্রে তদা সহস্রং ঘটনায় শক্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

এইরূপে সমগ্র সেনাপতি পলায়ন করিলে, সেই বলিপুত্র বাণনামক দৈত্য তৎক্ষণাৎ প্রতিযোদ্ধা সাত্বকিকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করে, এবং তৎপরে পাঁচ শত বাহুতে পাঁচ শত ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক তাহার দ্বিগুণ, অর্থাৎ সহস্র সংখ্যক বাণও ধারণ করিল ॥ ৫১ ॥

যদি ধনুক ব্যতীত ঐ সকল বাণ গমন করিত, তাহা হইলে সহস্র বাণ ঘটিতে পারিত। অথবা যদি বাণ দৈত্য, অন্য পাঁচশত বাহুদ্বারা দুইবারে এই সকল শর ধারণ করিত, তাহা হইলেও সহস্র বাণ ঘটিতে পারিত ॥ ৫২ ॥

(ক) তন্নেতি কিং ইতি মাওপাঠঃ।

প্রত্যেকং করমনু চেদ্দ্বিশঃ পৃষৎকান্
বাণ ! ত্বং দধিথ তথা ভবন্তু চাপাঃ।
ইত্যেবং কিল মুরজিচ্ছরৈঃ প্রতিস্বং
তাবৎকান্ ব্যধিত স তান্ দ্বিধা বিভিদ্য ॥ ৫৩ ॥
যদা চাপাংশ্ছিন্নান্ মুররিপুশরৈঃ পশ্যতি পুরা।
তদা সূতং সাশ্বং রথমপি তথা পশ্যদভিতঃ ॥
যদাদ্রাক্ষীত্তত্তদ্বলিতনুজনুস্তর্হি মুরজি-
দ্দর-ধ্বানাদ্ধ্বস্তঃ সপদি ন দদর্শ স্বমপি সঃ ॥ ৫৪ ॥

কিঞ্চ তত্র দেবানাং বাক্যং বর্ণয়তি—প্রত্যেকমিতি। হে বাণ ! ত্বঞ্চেদ্‌যদি প্রত্যেকং করং অনু লক্ষীকৃত্য দ্বিশঃ পৃষৎকান্ সহস্রবাণান্ দধিথ ধারয়ামাসে, তথা চাপা ধনূংষি তথা ভবন্তু পঞ্চশতানীত্যর্থঃ। মুরজিৎ কৃষ্ণঃ প্রতিস্বং প্রত্যেকং তান্ দ্বিধা বিভিদ্য তাবৎকান্ ব্যধিত কৃতবান্ ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চ যদেতি। যদা মুররিপুশরৈশ্চাপান্ ছিন্নান্ পুরা অগ্রে পশ্যতি, তদা অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেন সূতং সারথিং সাশ্বং অশ্বৈঃ সহ রথমপি তথা ছিন্নান্ পশ্যতি। যদা বলিতনুজনুর্বাণস্তত্তদদ্রাক্ষীত্তর্হি তদা মুরজিদ্দরধ্বানাৎ শ্রীকৃষ্ণশঙ্খধ্বনেঃ সকাশাৎ ধ্বস্তো বিক্লবঃ সন্ সপদি সাক্ষাৎ স স্বমপি আত্মানমপি ন দদর্শ ॥ ৫৪ ॥

দেবগণ বলিতে লাগিলেন, হে বাণ ! তুমি যদি প্রত্যেক হস্ত লক্ষ্য করিয়া দুইবারে বাণ সকল অর্থাৎ সহস্র বাণ ধারণ করিয়াছ, তাহা হইলে ধনুক সকল সেইরূপ অর্থাৎ পঞ্চশতই হউক। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকে সেই সকল বাণ দুইভাগে ছেদন করিয়া সেইরূপই করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

যখন অগ্রে ধনুক সকল শ্রীকৃষ্ণের শরদ্বারা ছিন্ন দর্শন করিল, তখন সর্ব্বতোভাবে সারথি এবং অশ্বের সহিত রথও ছিন্ন দর্শন করিল। যৎকালে বলিপুত্র বাণ এই সকল বিষয় দর্শন করিল, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খধ্বনিহেতু বিহ্বল হইয়া সে তৎক্ষণাৎ আপনাকেও দর্শন করিতে পারিল না ॥ ৫৪ ॥

ব্রজরাজ উবাচ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ যদা কৌট্টবীত্বং গতা তদ্‌গৃহকোটরান্নির্গতা কোটরানামদেবী স্বপুত্রায়মাণং বাণং ব্যবধায় পুরঃসরতামবাপ তদা হরিঃ স্বাং দৃষ্টিং পিধায় পরাং হরিতং পশ্যতি স্ম ॥ ৫৫ ॥

অথ সর্ব্বে ব্রজস্থাঃ সহাসমূচুঃ—তদিত্থমপি শিবস্য লজ্জাপরং সঞ্জায়তে স্ম। ভবতু তদুত্তরং কিং জাতম্ ? ॥৫৬॥

দূতাবূচতুঃ— তদেতদন্তরমবাপ্য বলিজন্মাপ্যন্তঃপুরমন্বন্ত-

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ। কোটরানাম দেবী চণ্ডিকা কৌট্টবীত্বং নগ্নত্বং যাতা তদ্‌গৃহং কোটরাৎ বাণগৃহরন্ধ্রাৎ নির্গতা সতী স্বস্যাঃ পুত্র ইবাচরতি যো বাণ স্তং ব্যবধায় ব্যবধানং কৃত্বা পুরঃসরতামগ্রগামিতামবাপ। তদা হরির্নগ্নায়া দর্শননিষেধাৎ তাং দৃষ্টিং পিধায় আচ্ছাদ্য পরাং ভিন্নাং হরিতং দিশমপশ্যৎ ॥ ৫৫ ॥

তদেবং নিশম্য সর্ব্বব্রজস্থানাং বৃত্তং বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তদিত্থং স্বপত্ন্যাশ্চণ্ডিকায়া নগ্নত্বং শিবস্য লজ্জাপরং লজ্জা পরা শ্রেষ্ঠা যত্র তৎ সঞ্জাতং, তদ্ভবতি চেদ্ভবতু তদুত্তরং তৎপরং কিং জাতম্ ॥ ৫৬ ॥

ততো দূতৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিতিগদ্যেন। এতদন্তরমবকাশমবাপ্য প্রাপ্য বলি-

---

ব্রজরাজ কহিলেন, তার পর তার পর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর যৎকালে কোটরা নামে চণ্ডিকাদেবী নগ্নভাব (উলঙ্গভাব) প্রাপ্ত হওত বাণ-গৃহ ছিদ্র হইতে নির্গত হইয়া আপনার পুত্রের মত বাণকে ব্যবধান করিয়া অগ্রসর হইলেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ (নগ্নাকে দর্শন করিতে নাই বলিয়া) সেই দৃষ্টি আচ্ছাদন পূর্ব্বক অন্যদিক্ দর্শন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর সমস্ত ব্রজবাসিজনগণ সহাস্যে বলিতে লাগিলেন। অতএব এই প্রকারে স্বীয় পত্নীর নগ্নভাব দর্শনে মহাদেবেরও যদি অত্যন্ত লজ্জা জন্মিয়া থাকে, তাহাও হৌক; তথাপি তাহার পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত বর্ণন কর ॥ ৫৬ ॥

দূতদ্বয় বলিতে লাগিল, অনন্তর এইরূপ অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া বলিপুত্র

রধাৎ। তস্মিন্নন্তর্হিতে পিহিতে চ সর্ব্বস্মিন্ ভূতপতিহিতে বিহিতসর্ব্বজ্বরঃ স্মরহরজ্বরস্তু প্রাদুরভূৎ। প্রাদুর্ভূতং চ তং ত্রিশিরস্ত্রিপাদ্ভূতং বিলোক্য শ্লোক্যচরিতঃ প্রহসন্ স হরির্বৈষ্ণবং জ্বরং সসর্জ্জ সসর্জ্জ চ তং প্রতি। সৃষ্টশ্চায়ং পরমধৃষ্টং তং প্রতি সংসসর্জ্জ। যদা তু তেন সংসৃষ্টকলেবরঃ স খলু মাহেশ্বরজ্বরস্তদা ভুবি দিবি চ হাসকোলাহলঃ সম্বলতে স্ম। জ্বরোঽপি জ্বরিতদশয়া চেষ্টমানঃ কস্য নেষ্টকুতুকায় স্যাৎ॥ ৫৭॥

অস্মা বাণোঽপি অন্তঃপুরমনু লক্ষীকৃত্য অন্তরধাৎ অদৃশ্যো বভূব। তস্মিন্ বাণে অন্তর্হিতে ভূতপতিঃ শিব স্তস্য হিতে সর্ব্বস্মিন্ পিহিতে অন্তর্হিতে সতি বিহিতসর্ব্বজ্বরঃ বিহিতঃ সর্ব্বেষাং জ্বর স্তাপো যেন সঃ শিবজ্বরঃ প্রাদুরভূৎ। ত্রিণি শিরাংসি যস্য, ত্রয়ঃ পাদা যস্য তং তথাভূতং দৃষ্ট্বা শ্লোক্যচরিতঃ শ্লোক্যং কীর্ত্তনীয়ং চরিতং কৃত্যং যস্য স হরিঃ প্রহসন্ তং প্রতি বৈষ্ণবং জ্বরং সসর্জ্জ সৃষ্টবান্। সৃষ্টোঽয়ং বৈষ্ণবজ্বরঃ পরমধৃষ্টং পরমপ্রগল্ভং তং প্রতি সসর্জ্জ আজগাম। তেন বৈষ্ণবজ্বরেণ সংবলতে স্ম প্রফুল্লো জাতঃ। জ্বরিতদশয়া জ্বরিতা উত্তপ্তা বা দশা অবস্থা তয়া চেষ্টমানঃ কস্য জনস্য কৌতুকায় ন স্যাদপিতু সর্ব্বস্যৈব॥ ৫৭॥

বাণও অন্তঃপুর লক্ষ্য করিয়া অন্তর্হিত হইল। সেই বাণ অন্তর্হিত হইলে এবং ভূতপতি মহাদেবের হিতকর সকলেই অদৃশ্য হইলে, সকলেরই উত্তাপপ্রদ শিবজ্বর আবির্ভূত হইয়াছিল। এই আবির্ভূত জ্বরের তিন মস্তক এবং তিন চরণ দর্শন করিয়া প্রশংসনীয়-চরিত্র সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া তাহার প্রতি বৈষ্ণবজ্বর সৃষ্টি করিলেন। বৈষ্ণব জ্বর উৎপন্ন হইবামাত্র পরম প্রগল্ভ সেই শিবজ্বরের নিকটে আগমন করিল। কিন্তু যৎকালে বৈষ্ণবজ্বরদ্বারা শিবজ্বর আক্রান্ত হইল তৎকালে স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে হাস্যের কোলাহল ধ্বনি প্রচারিত হইয়াছিল। জ্বরও যদি জ্বরযুক্ত দশা পাইবার চেষ্টা করে, তবে কোন্ ব্যক্তির তাহাতে অভীষ্ট কৌতুক না জন্মে? অর্থাৎ সকলেরই তাহাতে কৌতুক হইয়া থাকে॥ ৫৭॥

সর্ব্বে সকৌতুকমূচুঃ—ততস্ততঃ ?

দূতাবূচতুঃ—ততশ্চ স খলু জ্বরঃ সজ্বরঃ সন্ শ্রীব্রজেশ্বর-কুলপ্রবরমেব শরণমাগতবান্। শরণাগতিমাত্রতস্তৎপ্রসাদ-মাসাদ্য মুনিবদ্গুণিতামাপদ্য স্তুতবাংশ্চ। স তু শুকোক্তি-ব্যক্তসুকোমলস্বভাবঃ স্বভাবকজন ইব তত্র ভৃশং প্রসসাদ। প্রসদ্য চ সদ্যস্তং মুমোচ। স চ প্রসাদস্তস্য বিধোরিব সর্ব্ব-মাসসাদ ॥ ৫৮ ?

ততঃ সর্ব্বেষাং কৌতুকপ্রশ্নানন্তরং দূতৌ যদবোচতাং তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেতিগদ্যেন। স-জ্বর স্তাপসহিতঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণমেব শরণং জগাম। তৎপ্রসাদং শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসন্নতামাসাদ্য প্রাপ্য মুনিবদ্গুণিতাং বিনয়িতামাপদ্য তুষ্টাব। শুকস্য ব্যাসপুত্রস্য যা উক্তি স্তয়া ব্যক্তঃ প্রকাশিতঃ সুকোমলঃ স্বভাবো যস্য সঃ স্বভাবকজনঃ স্বং ভাবয়তি চিন্তয়তি এবং যো ভক্তো জন স্তস্মিন্নিব, তত্র শিবজ্বরে ভৃশমতিশয়ং প্রসসাদ সন্তুষ্টো বভূব, তং মুমোচ বৈষ্ণবজ্বরাদিতিশেষঃ। বিধোশ্চন্দ্রস্য প্রসাদঃ প্রসন্নতেব সর্ব্বমাসসাদ গতবান্ তত্র হেতুর্যত ইতি ॥ ৫৮ ॥

সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বলিতে লাগিল, তার পর তার পর। দূতদ্বয় কহিল, তাহার পর সেই শিবজ্বর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া শ্রীব্রজরাজের বংশধর শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন হইল। এবং তাঁহার অনুগ্রহ পাইয়া, অবশেষে মুনির মত বিনয়ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সেই শিবজ্বর স্তব করিতে লাগিল। কিন্তু শুকদেবের উক্তিদ্বারা যাহার কোমলস্বভাব ব্যক্ত হইয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণ, নিজের চিন্তা-কারী ভক্তজনের মত, সেই শিবজ্বরের উপরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া সদ্যই তাহাকে বৈষ্ণবজ্বর হইতে মুক্ত করিলেন। চন্দ্রের মত সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতাও সকলের নিকটে আগমন করিল অর্থাৎ সকলেই প্রসন্ন হইলেন ॥ ৫৮ ॥

যত ইদঞ্চোবাচ ;—

"ত্রিশিরস্তে প্রসন্নোঽহং ব্যেতু তে মজ্জ্বরাদ্ভয়ম্।
যো নৌ স্মরতি সম্বাদং তস্য ত্বন্নো ভবেদ্ভয়ম্॥"

ভা ১০।৬৩।২৯॥ ইতি॥ ৫৯॥

ব্রজরাজ উবাচ—বাণস্ততঃ কিমকরোদ্ধরো বা কথমাসীৎ।

দূতাবূচতুঃ—চিরাল্লব্ধজাগরঃ স হরস্তত্তৎসর্ব্বজ্ঞানধর ইতি শান্তিপরএবাসীদ্বাণস্তু গর্ব্বমাত্রং বিভ্রাণশ্চক্রপাণিং প্রতি রথেনাভিচারযজ্ঞদানব ইব কৃতপ্রয়াণস্তং বাণপ্রধানশস্ত্রবিস্তৃতিভিরাস্তৃতং কুর্ব্বাণস্তচ্চক্রেণ নির্ব্বাণবাহুহুতবহচক্রশ্চক্রে॥৬০॥

তত্র প্রসন্নত্বং সর্ব্বানুগ্রাহকত্বঞ্চ শ্রীভাগবতীয়পদ্যেন বর্ণয়তি—ত্রিশির ইতি। ব্যেতু বিগতং ভবতু, নৌ আবয়োঃ তস্য জনস্য ত্বৎ ত্বত্তো ভয়ং ন ভবেৎ॥ ৫৯॥

ততো ব্রজরাজপ্রশ্নানন্তরং দূতাবূচতুঃ—চিরাদিতি। তত্তৎসর্ব্বজ্ঞানধরঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বে তং কৃষ্ণং বাণপ্রধানশস্ত্রবিস্তৃতিভিঃ বাণঃ প্রধানং যত্র এবম্ভূতা যাঃ শস্ত্রবিস্তৃতয়ঃ শস্ত্রবিস্তারা স্তাভিরাবৃতং ব্যাপ্তং কুর্ব্বাণঃ নির্ব্বাণবাহুহুতবহচক্রঃ নির্ব্বাণঃ নির্ব্বর্ত্তিতং বাহুরূপং হুতবহচক্রং অগ্নিমণ্ডলং যস্য স চক্রে কৃতো বভূব॥ ৬০॥

যে ঘটনার পর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপও বলিয়াছিলেন; (ভাগবতে ১০।৬৩।২৯) হে ত্রিশির? আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আমার জ্বরজনিত ভয় তোমার নষ্ট হৌক। যে ব্যক্তি আমাদের দুই জনের এই সংবাদ স্মরণ করিবে, তাহারও তোমার নিকট হইতে কোন ভয় হইবে না॥ ৫৯॥

ব্রজরাজ কহিলেন, তাহার পর বাণ কি করিয়াছিল,এবং মহাদেবই বা কিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন? দূতদ্বয় কহিল, সেই মহাদেব বহু দিবসের পর জাগরিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে (সর্ব্বজ্ঞানাধাররূপে বোধ করত আপনার পরাজয়াদি সকল বিষয়ের আলোচনাপূর্ব্বক) বাণের সাহায্যে শান্তিপরায়ণই হইয়াছিলেন। কিন্তু বাণ কেবলমাত্র গর্ব্বরূপ মন্ত্রীর সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিচার যজ্ঞে উত্থিত দানবের মত রথদ্বারা গমন করত, বাণপ্রভৃতি বিবিধ

যদা চ তস্য চত্বারএব বাহবঃ শিষ্টাস্তদা শিষ্টানাং বর্গণীঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স তু ভর্গঃ স্ফুটমীশ্বরোঽপ্যনীশ্বরঃ সন্নুগ্রোঽপ্যনুগ্রতয়া নিজশিবতাং পুরস্কুর্ব্বন্নেব চ স্বয়ং সঙ্গম্য কপর্দ্দগাত্রং যন্নিজধনং তদ্বিসর্গমপি তস্মিন্ কুর্ব্বন্নিব প্রণম্য নিরর্গলভক্ত্যা তুষ্টাব। তুষ্টাবস্য পুষ্টায়াং তু বিজ্ঞাপয়ামাস ॥৬১॥

সোঽয়ং মদ্বরগর্ব্ববান্ মম বিভুং ত্বামপ্যমংস্তান্যথে-
ত্যাত্মানং বিজিতং ত্বয়াবগময়ন্নেতং তথাবোধয়ন্।
তস্মাদস্ম্যপরাধবীজমহমিত্যস্মিন্ ময়ি ক্ষম্যতাং
মূর্খোঽপ্যেষ উপেক্ষতাং যদিয়মপ্যজ্ঞাদ্ভিদা ধীগতি ॥৬২॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—যদাচেতিগদ্যেন। শিষ্টা অবশিষ্টাঃ, শিষ্টানাং বর্গনীঃ শিষ্টজনমুখ্যঃ সতু ভর্গঃ শিবঃ ঈশ্বরো গুণাবতারত্বাৎ সোঽপি অনীশ্বরোঽসমর্থঃ সন্ উগ্রোঽপি সর্ব্বসংহারকোঽপি অনুগ্রতয়া শান্ততয়া নিজশিবতাং শুভঙ্করতাং পুরস্কুর্ব্বন্নেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণং সঙ্গম্য কপর্দ্দঃ জটাজুট স্তন্মাত্রং যন্নিজধনং তদ্বিসর্গং প্রদানমপি তস্মিন্ কৃষ্ণে কুর্ব্বন্নিব প্রণম্য নিরর্গলভক্ত্যা উত্তমভক্ত্যা তুষ্টাব অস্য কৃষ্ণস্য তুষ্টৌ পুষ্টায়াস্ত বিজ্ঞাপিতবান্ ॥ ৬১ ॥

তস্য বিজ্ঞাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—সোঽয়মিতি। সোঽয়ং বাণো মম বরেণ গর্ব্ববিশিষ্টঃ মম বিভুমীশ্বরং ত্বামপি অন্যথা বিশিষ্টনরং অমংস্ত অমন্যত, অতস্ত্বয়া আত্মানং স্বং বিজিতমবগময়ন্

অস্ত্ররাশিদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদিত করিলে, সেই নিজ চক্র দ্বারাই তাহার বাহু সমূহরূপ অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন ॥ ৬০ ॥

যৎকালে তাহার চারিটি বাহুমাত্র অবশিষ্ট ছিল, তৎকালে শিষ্টগণের অগ্রগণ্য সেই সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব, প্রকাশ্যে ঈশ্বর হইয়াও যেন অসমর্থের মত, এবং সর্ব্ব সংহারক হইয়াও শান্তভাবে নিজের শুভঙ্করভাব অগ্রে করিয়াই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করেন। তখন আপনার যে জটাজুট মাত্র নিজ সম্পত্তি ছিল, তাহাই যেন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে দান করিয়া, অবশেষে প্রণামপূর্ব্বক উত্তম ভক্তি সহকারে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ পরিপুষ্ট হইলে মহাদেব নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

এইবাণ আমার বরে গর্ব্বিত হইয়া আমার প্রভু আপনাকেও সামান্য বলিয়া মনে করিয়াছে। অতএব আপনি যে আমাকে জয় করিয়াছিলেন, তাহা জানা-

নৃত্যং মে কুর্ব্বতঃ সোঽয়ং ত্বয্যাবিষ্টস্য তুষ্টয়ে ।
বিধত্তে দোঃসহস্রেণ বাদ্যানাং শত-পঞ্চকম্ ॥ ৬৩ ॥
ময়ায়ং ন পরং স্বীয়ভক্তবুদ্ধ্যানুগৃহ্যতে ।
(ক)প্রহ্লাদন্বয়দৃষ্ট্যা চ প্রহ্লাদো হি তব প্রিয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

বোধয়ন্ এবং বাণং তথা ত্বয়া বিজিতমবোধয়ন্ তস্মাদস্মৈ বরদানাৎ অপরাধস্য বীজং কারণম্ ইদমস্মি ইতি হেতোরস্মিন্ ময়ি ভবতা ক্ষম্যতাং, এষ মূর্খোঽপি উপেক্ষ্যতামতিতুচ্ছবুদ্ধ্যা ত্যজ্যতাং যদ্‌যস্মাৎ ধীমতি ত্বয়ি অজ্ঞাদজ্ঞানাৎ ইয়ং ভিদা আবয়োর্ভেদ আস ॥ ৬২ ॥

বরদানে কারণং বর্ণয়তি—নৃত্যমিতি ত্বয়ি আবিষ্টস্য নৃত্যং কুর্ব্বতো মে মম তুষ্টয়ে সোঽয়ং বাণো দোঃসহস্রেণ বাদ্যানাং শতপঞ্চকং বিধত্তে, বর্ত্তমানপ্রায়ে লট্ ॥ ৬৩ ॥

কিঞ্চায়ং বাণঃ স্বীয়ভক্তবুদ্ধ্যা পরং নানুগৃহ্যতে, কিন্তু প্রহ্লাদান্বয়দৃষ্ট্যা চ হি যতঃ প্রহ্লাদ স্তব প্রিয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

ইয়া শেষে আপনি যে এই বাণকে জয় করিয়াছেন, তাহাও বাণকে জানাইয়াছিলাম। অতএব বাণকে বরদান করাতে আমিই অপরাধের মূলীভূত-কারণ হইতেছি। এই কারণে আমার প্রতি ক্ষমা করুন ; এবং এই মূর্খকেও উপেক্ষা করুন, অর্থাৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করুন। যে হেতু অজ্ঞ হইতে বুদ্ধিমানের এইরূপ প্রভেদই হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

আপনাতে মনোনিবেশ করিয়া যখন আমি নৃত্য করি, তখন আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই বাণ সহস্র বাহুদ্বারা পাঁচশত বাদ্য করিয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

আর আমিয়ও পরকীয় ভক্ত বিবেচনা করিয়া ইহাকে অনুগ্রহ করি নাই কিন্তু বাণ প্রহ্লাদের বংশজাত বলিয়া আমি ইহাকে অনুগ্রহ করিয়াছি। কারণ প্রহ্লাদ আপনার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৬৪ ॥

(ক) প্রহ্লাদেতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

আথ ত্বং ভগবন্! যদ্বত্তথা ব্যবসিতং মম।
তদেবমাবয়োরৈক্যে জ্ঞাপকজ্ঞাপ্যতা কুতঃ॥ ৬৫॥

গর্ব্বস্য খর্ব্বতার্থং তু পূর্ব্বং কুর্ব্বে স্ম দোশ্ছিদাম্।
চত্বারোঽস্য ভুজাঃ শিষ্টাঃ শিষ্টাঃ স্যুঃ সেবয়া তব॥
॥ ইতি॥ ৬৬॥

তদেবং শঙ্করস্যাপি ভদ্রঙ্করঃ স তব নন্দনঃ স্বেষামানন্দনতাং বিন্দতি স্ম॥ ৬৭॥

তদেবং নিশম্য শিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণো যদাহ তৎ কথয়তি—আথ ত্বমিত্যাদি। হে ভগবন্! ত্বং যদ্বদাথ তথা মম ব্যবসিতং নির্দ্ধারিতং তদেবমভিপ্রায়স্য তুল্যত্বেনাবয়োরৈক্যং অতঃ কুতো জ্ঞাপকজ্ঞাপ্যতা অভেদে তদনৌচিত্যাৎ॥ ৬৫॥

নমু, তদা কুতোঽস্য হস্তানাং ছেদনং কৃতং তত্রাহ—গর্ব্বস্যেতি। খর্ব্বতার্থং হ্রাসার্থং দোশ্ছিদাং বাহূনাং ছেদনং শিষ্টা অবশিষ্টাঃ স্যু স্তব সেবয়া শিষ্টা গর্ব্বরহিতাঃ স্যুঃ॥ ৬৬॥

অথ মধুকণ্ঠোক্তিং বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। ভদ্রঙ্করঃ ক্ষেমঙ্করঃ আনন্দনতাং আনন্দয়তি য স্তস্য ভাব স্তামলভত লব্ধবান্॥ ৬৭॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ভগবন্! (ক) আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমারও অভিপ্রায়। অতএব এইরূপে আমাদের তুল্য অভিপ্রায় হইলে এই জ্ঞাপ্যজ্ঞাপক ভাব কি হেতু ঘটিতে পারে। অর্থাৎ আপনি আর এইরূপভাব নির্দ্দেশ করিবেন না॥ ৬৫॥

ইহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য পূর্ব্বে আমি ইহার বাহু ছেদন করিয়াছি। কেবল আপনার সেবার জন্য চারিটি গর্ব্ব রহিত বাহু অবশিষ্ট আছে॥ ৬৬॥

অতএব এইরূপে মহাদেবেরও মঙ্গল কর, সেই আপনার পুত্র, আত্মীয়গণেরও আনন্দ দায়ক হইয়াছেন॥ ৬৭॥

(ক) উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স জ্ঞেয়ো ভগবানিতি। উৎপত্তি, প্রলয় জীবের সৃষ্টি ও নাশ এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে যিনি জানেন তিনি ভগবান্। এইটী মুনি ঋষিপ্রভৃতি প্রভূত জ্ঞান সম্পন্ন ঐশ্বর্য্যযুক্ত পুরুষের লক্ষণ। ইহারাও ভগবৎ-শব্দে উক্ত হইতে পারেন। যেমন ব্যাস, নারদপ্রভৃতি। মহাদেব যোগিশ্রেষ্ঠ অথচ পৃথক্‌গুণ সম্পন্ন এজন্যও ভগবৎ শব্দের যোগ্য। ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবৎ লক্ষণ পৃথক্, তাহা এক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যত্র প্রযুক্ত হইতে পারে না।

অথোষয়া সমমনিরুদ্ধমানয়ন্
(ক) নিজং পুরং বিবহনমাবহত্তয়োঃ।
তদা তু নৌ হরিরবধায় সান্ত্বয়ন্
(খ) ভবৎপদাম্বুজ-যুগমন্বযাপয়ৎ ॥ ৬৮ ॥

সান্ত্বনং যথা—

পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ মে স্যুঃ স্ফুটমিহ মম নৈবান্তরীণোঽভিমানঃ
কিন্তু প্রাগ্‌যেন গোষ্ঠান্নিরগমমধুনাপ্যস্মি তত্রাভিমানে।
তৎস্থানাং ভাববদ্ধঃ স কথমিতরকং শক্নুয়াং ভাবমেতং
তাদৃঙ্মূর্ত্ত্যাদিকং মে বহিরপি সুতরাং দৃশ্যতামত্র সাক্ষি ॥৬৯॥

আনন্দনতাপ্রকারং বর্ণয়তি—অথেতি। উষয়া সমং সহ অনিরুদ্ধং নিজং পুরং দ্বারকামানয়ন্ প্রাপয়ন্ তয়োরুষানিরুদ্ধয়ো র্বিবহনং বিবাহং আবহৎ সাধয়ামাস। তদা বিবাহে সম্পন্নে সতি হরিঃ সান্ত্বয়ন্ সান্ত্বয়িতুমবধায় নৌ আবাং ভবৎপদাম্বুজযুগং প্রতি অন্বযাপয়ৎ প্রেষয়ামাস ॥ ৬৮ ॥

তৎ সান্ত্বনং বর্ণয়তি—পুত্রা ইতি। মে মম পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ স্যুঃ, ইহ পুত্রাদৌ আন্তরীণোঽন্তর্বর্ত্তী অভিমানো মম নৈব কিন্তু প্রাক্ মথুরাগমনকালে যেন গোপাভিমানেন গোষ্ঠান্নিরগমং নির্গতবানহং তত্রাভিমানে ইদানীমপ্যস্মি। তৎস্থানাং গোষ্ঠস্থানাং ভাববদ্ধঃ সোঽহং কথমিতরকং ভাবমেতুং গন্তুং ক্ষত্রিয়ত্বাভিমানং শক্নুয়াম্ অত্র সাক্ষি অক্ষ্ণা সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাত্তথা মে তাদৃঙ্মূর্ত্ত্যাদিকং বহিরপি সুতরাং ভবদ্ভিরত্র দৃশ্যতাম্ ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ উষার সহিত অনিরুদ্ধকে নিজদ্বারকা পুরীতে আনয়ন করিয়া উভয়ের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করেন। তৎকালে তিনি সান্ত্বনা করিবার জন্য অবধারণ করিয়া আমাদের দুইজনকে আপনার পাদপদ্ম-প্রান্তে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

সান্ত্বনা যথা :—আমার এইস্থানে সত্যই পুত্র এবং পৌত্রগণ বিদ্যমান আছে। তদ্বিষয়ে আমার কোন অন্তর্ব্বর্ত্তী অভিমান নাই। কিন্তু পূর্ব্বে মথুরাযাত্রাকালে আমি যেরূপ গোপাভিমানে গোষ্ঠ হইতে নির্গত হইয়াছিলাম, এখনও আমি সেইরূপ অভিমানেই বিদ্যমান আছি। আমি গোষ্ঠস্থিত ব্যক্তিগণের ভাববদ্ধ হইয়া

(ক) নিবহনেতি গৌরপাঠঃ। আবহন্। ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

(খ) অন্বযাপতৎ ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ। অন্বপাপতৎ। ইতি গৌরপাঠঃ।

তাতং প্রত্যেবমুক্তং মম যদিদমহং বন্ধুতাং নন্দয়িত্বা
জ্ঞাতীনাং বঃ সমীক্ষাং পরমফলতয়া তত্র নিত্যং করিষ্যে।
তৎসম্পত্ত্যর্থমেব ব্যবহৃতিমমুকাং তত্র বিঘ্নায়মান-
সর্ব্বাসিদ্বিড়্বিঘাতপ্রভৃতিমথ জবাৎ সুষ্ঠু কুর্ব্বন্নিহাস্মি ॥ইতি॥ ৭০

তদেবমনবদ্যদূতবদ্যমনূদ্য মধুকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম ॥৭১॥

"আয়াস্যামী"তি যৎ প্রোক্তং হরিণা তৎ কথাগতম্।
সমাগতং তু গোপেশ! পশ্য তং সুতমাত্মনঃ ॥ ইতি ॥৭২॥

স্ববাক্যমবশ্যমেব পালনীয়মিত্যভিপ্রেত্যাহ—তাতমিতি। মম তাতং জনকং প্রতি যদেবমুক্তং অহমিদং বন্ধুতাং বন্ধুসমূহং নন্দয়িত্বা হর্ষয়িত্বা পরমফলতয়া জ্ঞাতীনাং বো যুষ্মাকং সমীক্ষাং দর্শনং তত্র ব্রজে নিত্যং করিষ্যে। তৎসম্পত্ত্যর্থং তস্য ব্রজস্য বৃদ্ধ্যর্থমেব তত্র বিঘ্নায়মান-স্বর্ব্বাসি দ্বিড়্বিঘাতপ্রভৃতিং বিঘ্নায়মানাং যে স্বর্ব্বাসিনাং দেবানাং দ্বিষঃ শত্রবঃ তেষাং বিঘাতো নাশ স্তদাদিমমুকাং ব্যবহৃতিং ব্যবহারং জবাৎ শীঘ্রাৎ সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ ইহ দ্বারকায়ামস্মীতি ॥ ৭০ ॥

ততো যদুক্তং তাতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। অনবদ্যৌ প্রশস্তৌ যৌ দূতৌ তাভ্যাং বদ্যং বক্তব্যং অনূদ্য অনুবাদং কৃত্বা ॥ ৭১ ॥

তৎ সমাপনং বর্ণয়তি—আয়াস্যামীতি। হরিণা তব পুত্রেণ আয়াস্যামীতি যৎ প্রোক্তং তৎ কথাগতং কথায়াং প্রাপ্তং, হে গোপেশ! সংপ্রত্যাত্মন স্তঃ সুতং সমাগতং পশ্য ॥ ৭২ ॥

কিরূপে অন্যরূপ ভাব (ক্ষত্রিয়ত্বাভিমান) প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইব। এই বিষয়ে এইরূপ মূর্ত্তিপ্রভৃতি বাহ্য বিষয়ও সুতরাং আপনারা দর্শন করুন, অর্থাৎ আমার মনেই গোপাভিমান আছে তাহা নহে, বাহিরেও দেখুন সেই গোপমূর্ত্তি গোপত্য-ভাবের সাক্ষ্য দান করিতেছে ॥ ৬৯ ॥

আমার পিতার প্রতি এইরূপ বাক্য উক্ত হইয়াছে যে, আমি বন্ধুদিগকে আনন্দিত করিয়া পরম সফলতার সহিত, সেই ব্রজে নিত্যই আপনাদিগকে (জ্ঞাতিদিগকে) দর্শন করিব। সেই ব্রজের বৃদ্ধির জন্যই স্বর্গবাসী দেবগণের বিঘ্নকারী শত্রুগণের শীঘ্র বিনাশপ্রভৃতি যে সকল ব্যবহার হইয়াছে তাহা উত্তম-রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য এই দ্বারকায় বিদ্যমান আছি ॥ ৭০ ॥

অতএব এইরূপে প্রশংসনীয় দূতদ্বয়ের বক্তব্য অনুবাদ করিয়া মধুকণ্ঠ সমাপন করিতে লাগিল ॥ ৭১ ॥

হে ব্রজরাজ! শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছিলেন, "আমি আগমন করিব" তাহা

অত্র ব্রজবন্দিনোঽপ্যবন্দন্ত—

অনিরুদ্ধবন্ধবিষয়ানুসন্ধ! গতবাণধাম! বিততাত্মধাম!

হরবদ্ধযুদ্ধযশসাতিশুদ্ধ! ততশস্ত্রজালভববৃন্দকাল!

ভবজৃম্ভকাস্ত্রজিতলোকশাস্ত্র! মুহুরুপ্তবাণজিতজৈত্রবাণ!

যুধি মধ্যযাতৃবলিপুত্র-মাতৃনিভকোটরাঙ্গ-কলনাতিসাঙ্গ-

পরিজাতলজ্জ! বিমুখত্বসজ্জ! রচিতজ্বরান্তরপরজ্বরান্ত-

কৃততৎপ্রসাদ! পৃথুকীর্ত্তিবাদ! পুনরাগতস্য বলিদুঃস্থতস্য

অত্র ব্রজস্থবন্দিনো বীরুদা যদ্বন্দনং চক্রুঃ স্তুবর্ণয়তি—অত্রেত্যাদি॥

তদ্বর্ণয়তি—অনিরুদ্ধেত্যাদিভিঃ, হে গোপরাজকুলজাধিরাজ বীরেত্যন্তেন। সপর্ব্ব সুখসহিতং যথা স্যাত্তথা জয়। ত্বং কিম্ভূত অনিরুদ্ধস্য যো বাণগৃহে বন্ধ স্তস্মিন্ বিষয়ে অনুসন্ধা অনুসন্ধানং যস্য হে স। গতং প্রাপ্তং বাণস্য ধাম পুরং যেন হে স। হরেণ শিবেন বদ্ধমারব্ধং যদ্যুদ্ধং তত্র যশসা কীর্ত্ত্যা অতিশুদ্ধ হে স। ততং বিস্তৃতং যৎ শস্ত্রজালং শস্ত্রসমূহ স্তেন ভবস্য বৃন্দানি সেনাঃ কালয়তি পরাজিতং করোতীতি হে স। ভবং শিবং জৃম্ভয়তি জৃম্ভণং কারয়তীতি হে স। অস্ত্রেণ জিতানি লোকানাং শস্ত্রাণি যেন হে স। মুহুরুপ্তো নিক্ষিপ্তো যো বাণ স্তেন জিতা জৈত্রা জয়শীলা বাণা যেন হে স। যুধি যুদ্ধে মধ্যং যাতি গচ্ছতি যা সা চাসৌ বলিপুত্রস্য বাণস্য মাতৃনিভা মাতৃতুল্যা কোটরা দেবী চেতি তস্যা অঙ্গস্য কলনেন দর্শনেন অতিসাঙ্গা সম্পূর্ণা পরিজাতলজ্জা যস্য হে স। তস্মাৎ বিমুখত্বে সজ্জা আসক্তি র্যস্য হে স। রচিতো জ্বরদ্য অন্তশ্চিত্তে অপরো বৈষ্ণবো জ্বরো যেন হে স। অন্তে শরণাগতে কৃত স্তস্মিন্ জ্বরে প্রসাদো যেন হে স। পৃথুঃ স্থূলঃ কীর্ত্তিবাদো

কেবল কথা মাত্র। আপনার পুত্র সভাতে উপস্থিত হইয়াছেন, আপনি দর্শন করুন॥ ৭২॥

অনন্তর ব্রজের স্তুতিপাঠকগণও বন্দনা করিতে লাগিল। হে গোপরাজ-পুত্র! হে অধিরাজ! হে বীর! সুখের সহিত আপনার জয় হৌক। বাণের গৃহে অনিরুদ্ধ বদ্ধ থাকিলে আপনি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। পরে আপনি বাণদৈত্যের গৃহ প্রাপ্ত হন, এবং তথায় আপনার তেজ বিস্তার করেন। সেই সময়ে মহাদেব যুদ্ধ আরম্ভ করেন, এবং সেই যুদ্ধে আপনি যশোদার অভাব বিশুদ্ধ হইয়াছেন তখন আপনি অস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া মহা-দেবের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করেন। আপনি মহাদেবকে জৃম্ভনযুক্ত অর্থাৎ যে হাঁই তোলে সেইরূপ করেন। আপনি অস্ত্রদ্বারা সকল লোকের শস্ত্রজয়

ভুজবৃন্দলাববলিতপ্রভাব ! শিবসূক্ততুষ্ট ! কৃপয়াভিজুষ্ট-
ভবপার্ষদত্বমনুদত্তসত্ত্ব ! বলিসূনুপালকৃপয়াবিশাল !
শরপাশরুদ্ধসুতজানিরুদ্ধপরিমোক্ষদক্ষ ! সুখিতস্বপক্ষ !
সবধূকমেবমনিরুদ্ধদেবমুপনীয় গেহমতিমানুষেহ !
পুনরাত্মগোষ্ঠমিত ! বেণুকোষ্ঠ ! পরিপূর্য্য সর্ব্বমকৃথাঃ সপর্ব্ব !
জয় গোপরাজকুলজাধিরাজ ! । বীর ইতি ॥ ৭৩ ॥

যস্য হে স। ভুজবৃন্দস্য লাবে ছেদনে বলিতঃ প্রকটিতঃ প্রভাবো যস্য হে স। শিবস্য সূক্তেন স্তুতিরূপশোভনবাক্যেন তুষ্ট হে স। কৃপয়া অভিজুষ্টং সম্যক্ মিলিতং ভবপার্ষদত্বমনু লক্ষীকৃত্য দত্তঃ সত্ত্বঃ সত্ত্বগুণো যেন হে স। বলিসূনুং বাণং পালয়তি যা কৃপা তয়া বিশাল খ্যাত হে স। শরপাশরুদ্ধঃ সুতজঃ প্রদ্যুম্নপুত্রোঽনিরুদ্ধ স্তস্য পরিমোক্ষে পরিমোচনে দক্ষ ! নিপুণ। সুখিতঃ স্বপক্ষো যেন হে স। বধ্বা সহ বর্ত্তমানমনিরুদ্ধদেবং গেহমুপনীয় প্রাপয্য অতিমানুষেহ অতিক্রান্তা মানুষস্য চেষ্টা যেন হে স। পুনরাত্মগোষ্ঠং ব্রজমিত প্রাপ্ত হে স। বেণুঃ কোষ্ঠে কুক্ষৌ যস্য হে স। সর্ব্বং পরিপূর্য্য সপর্ব্ব পর্ব্বণা সুখেন সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাত্তথাকৃথাঃ ॥ ৭৩ ॥

করেন। তখন আপনি যে বারংবার বাণ নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাদ্বারা বাণ-দানবকে জয় করেন। যুদ্ধকালে তাহার মধ্যে বাণের জননীর তুল্য যখন কোটরাদেবী সমাগত হন, তাঁহার অঙ্গ দর্শন করিয়া আপনার সম্পূর্ণরূপে লজ্জা হইয়াছিল। সুতরাং তাহা হইতে বিমুখ হইবার জন্য আপনার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। আপনি শিবজ্বরের মধ্যে অন্য বৈষ্ণব জ্বর নির্ম্মাণ করেন। পরে সেই শিবজ্বর শরণাপন্ন হইলে তাহার উপরে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহাতে আপনার প্রচুর পরিমাণে সাধুবাদ ঘটিয়াছে। পুনর্ব্বার বলির কুসন্তান (বাণ) আগমন করিলে তাহার বাহুসমূহ ছেদন করাতে আপনার অদ্ভুত প্রভাব প্রকটিত করেন। পরে আপনি মহাদেবের স্তুতিরূপ শোভন বাক্যদ্বারা পরিতুষ্ট হন। কৃপা করিয়া সম্যক্‌রূপে মিলিত মহাদেবের পারিষদভাব লক্ষ্য করিয়া আপনি সত্ত্বগুণ প্রদান করেন। বলিপুত্র বাণকে রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ কৃপা অবলম্বন করেন, তাহাতেই আপনি বিখ্যাত। আপনি শরপাশদ্বারা বদ্ধ প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধকে মোচন করিবার জন্য একান্ত সুনিপুণ। পরে আপনি স্বপক্ষদিগকে সুখী করেন। আপনি বধূর সহিত অনিরুদ্ধদেবকে গৃহে আনয়ন

অথ রজন্যামপি মধুকণ্ঠঃ পূর্ব্ববচ্ছ্রীরাধিকাদিকারাধন-প্রথনে কথনে সুবলপত্রান্তঃকান্তকৃতসান্ত্বনামত্রং (ক) পত্রং যথা ঃ—॥৭৪॥

(খ) আরব্ধং যৎ পুরা কর্ম্ম বন্ধুরক্ষাদিলক্ষণম্।
তৎকৃতব্যসনং ছিন্দন্নেষ্যাম্যেবাত্র বঃ শপে ॥ ইতি ॥৭৫॥
বিশেষতঃ শ্রীরাধায়ামপি স্বস্তিসুখঃ সোয়ঽমস্তি স্ম ॥৭৬॥

অথ রাত্রিকথাঃ বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথ রজন্যামপীতিগদ্যেন। পূর্ব্ববৎ শ্রীরাধিকাদিকানামারাধনস্য প্রথনং বিস্তারো যত্র তস্মিন্ কথনে সুবলস্য যৎ পত্রং তস্যান্তর্ম্মধ্যে কান্তঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তেন কৃতং সান্ত্বনামত্রং সান্ত্বনাভাজনং পত্রম্ ॥ ৭৪ ॥

তৎ পত্রং বর্ণয়তি—আরব্ধমিতি। পুরা অগ্রে বন্ধুরক্ষাদিলক্ষণং যৎ কর্ম্ম আরব্ধং। তৎকৃতব্যসনং বন্ধবু কৃতং ব্যসনমুপদ্রবং ছিন্দন্ অত্র এষ্যাম্যেব বঃ শপে বো যুষ্মাকং শপথং করোমি ॥ ৭৫ ॥

বিশেষত ইতি গদ্যং প্রায়ঃ সুগমং, স্বস্তিমুখো লেখ্যঃ ॥ ৭৬ ॥

করিয়া অমানবীয় চেষ্টা প্রকাশ করেন। পরে পুনর্ব্বার নিজ গোষ্ঠে উপস্থিত হন। আপনার কুক্ষিপ্রদেশে বেণু রহিয়াছে। অবশেষে আপনি সুখের সহিত সকলকেই পরিপূর্ণ করিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর রাত্রিকালেও মধুকণ্ঠ পূর্ব্বের মত শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি নারীগণের আরাধনা-সূচক বিস্তারিত বাক্যে সুবল পত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনার মন্ত্রস্বরূপ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

আমি পূর্ব্বে যে বন্ধুরক্ষাদিরূপ কার্য্যের উপক্রম করিয়াছিলাম, এক্ষণে বন্ধুগণের উপরে যেরূপ উপদ্রব করা হইয়াছিল; সেই উপদ্রব নাশ করিয়া নিশ্চয়ই এই ব্রজে আগমন করিব ইহা আমি তোমাদের নিকট শপথ করিতেছি ॥ ৭৫ ॥

বিশেষতঃ শ্রীরাধিকার উদ্দেশে এই একখানি পত্র রহিয়াছে ॥ ৭৬ ॥

(ক) সান্ত্বনামন্ত্রং। ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।
(খ) প্রারব্ধং। ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

রামঃ ক্লেশমরণ্যজং সহিতয়া নিস্তীর্ণবান্ সীতয়া
শূন্যে তত্র চ রোদনং গতিমিতস্তস্যাং হৃতায়ামপি।
তামাপ্তামসদুক্তিহ্রীর্ব্বিজহদপ্যর্চ্চাং শ্রিতস্তন্নিভাং
হা! রাধাবিযুগপ্যনিষ্টসুখযুক্ কৃষ্ণস্ত্বহং দুঃস্থিতিঃ ॥ইতি॥৭৭

অথ কথকেন সমাপনম্।

যং পূর্ব্বং শপথং কুর্ব্বন্ সান্ত্বয়ামাস বঃ প্রিয়ঃ।
তং প্রতীত্থং (ক) নবা পূর্ব্বং শঙ্কধ্বে কথমদ্য চ ॥৭৮॥

রামো দাশরথিঃ অরণ্যজং বনজাতং ক্লেশং সহিতয়া সীতয়া নিস্তীর্ণবান্, রাবণেন তস্যাং সীতায়াং হৃতায়ামপি তয়া শূন্যে অরণ্যে রোদনং গতিং রোদনরূপামবস্থাং ইতঃ প্রাপ্তঃ, অসতো রজকস্য উক্ত্যা হ্রীর্লজ্জা যস্য সঃ, আপ্তাং প্রাপ্তাং বিজহৎ ত্যজন্নপি তন্নিভাং তত্তুল্যামর্চ্চাং প্রতিকৃতিং শ্রিতঃ আশ্রয়ামাস। হেতি খেদে। রাধাবিযুগপি রাধাবিয়োগযুক্তোঽপি অনিষ্টসুখযুক্ ষোড়শসহস্রপত্নীজনিতসুখযুক্ কৃষ্ণ স্ত্বহং দুঃস্থিতিঃ দুঃখেন স্থিতিরবস্থানং যস্য স ইতি ॥ ৭৭ ॥

অথ কথকেন যৎ সমাপনং কৃতং তদ্বর্ণয়তি—যমিতি। বো যুষ্মাকং প্রিয়ঃ কৃষ্ণোঽয়ং পূর্ব্বং শপথং কুর্ব্বন্ সান্ত্বিতবান্, তৎপ্রতি প্রিয়ং প্রতি অদ্যচ কথং ইত্থং নবা পূর্ব্বং নবা শঙ্কধ্বে নিত্যসংযোগস্য বিচ্ছেদানৌচিত্যাৎ তদপূর্ব্বমেব ॥ ৭৮ ॥

দশরথপুত্র রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে লইয়া বনবাসজনিত ক্লেশ উত্তীর্ণ হন। পরে দুর্বৃত্ত দশানন সীতাকে হরণ করিলেও সীতা বিরহিত সেই শূন্য অরণ্যমধ্যে রোদনরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তৎপরে দুর্বৃত্তজনগণের বচনে তাঁহার লজ্জা হইলে তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া সীতার তুল্য এক প্রতিমূর্ত্তি (স্বর্ণসীতা) অবলম্বন করিয়াছিলেন। হায়! আমি কিন্তু রাধিকার বিরহযুক্ত হইয়াও যদিচ আমার অনভিপ্রেত অষ্টাধিক (ষোড়শ সহস্র পত্নী জনিত) সুখে মগ্ন হইয়াছি, তথাপি আমি পরম কষ্টে অবস্থান করিতেছি ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর কথক সমাপন করিয়া বলিল, পূর্ব্বে তোমাদের যে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সপথ করিয়া তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, অদ্য সেই প্রিয়ের প্রতি কেন তোমরা এইরূপ নূতন অপূর্ব্বভাব আশঙ্কা করিতেছ। নিত্য-সংযোগের বিচ্ছেদ হয় না বলিয়াই ইহা অপূর্ব্ব ॥ ৭৮ ॥

(ক) তৎ প্রতীয়। ইতি গৌরবৃন্দাবনানন্দপাঠঃ।

তদেবং কথাং সমাপ্য গতয়োস্তয়োঃ সূত-সুতয়োঃ শ্রীরাধা-কৃষ্ণৌ পরস্পরসতৃষ্ণৌ (ক) মদনকুঞ্জসদনমেব রঞ্জয়া-মাসতুঃ ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূমনু সবাণেশ-
বিজয়নির্দ্দেশনমেকোনবিংশং
পূরণম্ ॥ ১৯ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গং সমাধত্তে—তদেবমিতিগদ্যেন। পরস্পরস্মিন্ তৃষ্ণয়া সহ বর্ত্তমানৌ ॥ ৭৯ ॥

স বাণেশবিজয়নির্দ্দেশনং বাণেন সহ বর্ত্তমানো য ঈশঃ শিব স্তস্য বিজয়স্য পরাজয়স্য নির্দ্দেশনং প্রকথনং যত্র তৎ ॥ ০ ॥ ০ ॥

ইত্যূনবিংশং পূরণম্ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥

অতএব এইরূপে কথা সমাপন করিয়া সেই সুতপুত্র কথকদ্বয় গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা পরস্পর পরস্পরের উপরে অভিলাষী হইয়া মদনকুঞ্জের গৃহ রঞ্জিত করিলেন ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীউত্তর গোপালচম্পূকাব্যে বাণেশ্বর বিজয়নির্দ্দেশ-
নামক ঊনবিংশ পূরণ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥ ১৯ ॥

(ক) পরস্পরসতৃষ্ণৌ। ইতি গৌরপুস্তকে নাস্তি।

বিংশং পূরণম্ ।

—◆—।—✱—।—◆—
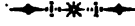
বলদেবস্য ব্রজগমনম্ ।

অথ প্রাতঃকথায়াং স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সম্যগুৎকণ্ঠতয়া শ্রীমদ্-বলভদ্রব্রজগমনপ্রসঙ্গমঙ্গলং সঙ্গময়িতুং চেতসি চিন্তয়ামাস। শ্রীমদ্বলস্য ব্রজং প্রতি চলনায় নিদানং খলু সাদরং বাদরায়ণির্ব্বদতি স্ম ॥ ১ ॥

"বলভদ্রঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ! ভগবান্ রথমাস্থিতঃ ।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দ-গোকুলম্" ॥ ইতি ॥২॥

শ্রীমদুত্তর-গোপালচম্প্বাং বিংশমপূরণে । শ্রীরামস্য ব্রজে যানং তত্র ক্রীড়াচ বর্ণ্যতে ॥ • ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ শ্রীবলভদ্রস্য ব্রজে প্রীতিং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথ প্রাতরিতিগদ্যেন। সম্যগুৎকণ্ঠা যস্য তদ্ভাবতয়া :শ্রীমদ্বলভদ্রস্য ব্রজাগমনপ্রসঙ্গএব মঙ্গলং তৎ সঙ্গময়িতুং নিবেশয়িতুং চেতসি চিত্তে চিন্তিতবান্ । নিদানং কারণং সাদরমাদরেণ সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাত্তথা বাদরায়ণিঃ শ্রীশুকঃ কথিতবান্ ॥ ১ ॥

তদ্বাদরায়ণিকথনং নির্দ্দিশতি—বলভদ্র ইতি। কুরুশ্রেষ্ঠেতি পরীক্ষিৎ সম্বোধনং, সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ সুহৃদাং ব্রজেশ্বরাদীনাং দর্শনেচ্ছুকঃ, উৎকণ্ঠ উৎকলিকাকুলঃ ॥ ২ ॥

এই বিংশপূরণে বলরামের ব্রজে গমন এবং তথায় তাঁহার ক্রীড়া বর্ণিত হইবে।

অনন্তর প্রাতঃকালের কথায় স্নিগ্ধকণ্ঠ সম্যক্ উৎকণ্ঠিত চিত্তে শ্রীমান্ বলরামের ব্রজাগমন প্রসঙ্গের মঙ্গলকার্য্য সঙ্গত করিবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। শ্রীমান্ বলরামের ব্রজে যাইবার কারণ, শুকদেব সমাদর পূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১ ॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ বলভদ্র সুহৃদ্‌গণকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া নন্দ রাজের গোকুলে প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

তদেবমপি তত্র চাত্র চ যৎ কিঞ্চন তেন বিহিতং তৎ খলু নিজানুজমন্ত্রগত্যা ন তু স্বতন্ত্রমত্যা ॥

যথা ঃ—হরিবংশপারায়ণমনু বৈশম্পায়নঃ—

"কস্যচিত্ত্বথ কালস্য স্মৃত্বা গোপেষু সৌহৃদম্।

জগামৈকো ব্রজে রামঃ কৃষ্ণস্যানুমতে স্থিতঃ"॥ ইতি ॥৩-৪॥

তদেবমেব কথয়িষ্যামীতি। অথ স্পষ্টমেব শ্রীব্রজরাজ-যুবরাজাদীনুৎকণ্ঠয়ন্নুবাচ—॥

যথা ঃ—ব্রজ-কৃষ্ণয়োঃ পরস্পরসন্দেশময়ী সতৃষ্ণতা বর্ণিতা,

নন্দগোকুলপ্রয়াণে শ্রীকৃষ্ণস্যাভিপ্রায়এব কারণমিতি বর্ণয়তি—তদেবমপীতিগদ্যেন। তত্র দ্বারকায়ামত্র চ গোকুলে তেন বলভদ্রেণ বিহিতং কৃতং নিজানুজস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মন্ত্রগত্যা মন্ত্রণা-প্রয়েণ স্বতন্ত্রমত্যা স্বাধীনবুদ্ধ্যা। হরিবংশকথনমনু লক্ষীকৃত্য বৈশম্পায়নো মেঘাজ্জাতঋষি-বিশেষঃ।

তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—কস্যচিদিতি। কালস্যেত্যাধারাধেয়সম্বন্ধে ষষ্ঠী। অনুমতে অভি-প্রায়ে ॥ ৩—৪ ॥

বলভদ্রস্য ব্রজাগমং সপ্রসঙ্গং বর্ণয়তি—তদেবমেবেতিগদ্যেন। তদেবং হরিবংশোক্ত-প্রকারং। শ্রীব্রজরাজযুবরাজাদীন্ শ্রীকৃষ্ণাদীন্ আদিপদেন শ্রীরোহিণ্যুদ্ধবাদয়ঃ। ব্রজপদেন ব্রজস্থজনঃ।

এইরূপে কি ব্রজপুরী কি দ্বারকাপুরী সর্ব্বত্রই বলরাম যে কোন কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা অনুজ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণানুসারেই করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীন বুদ্ধিতে কিছুই করেন নাই ॥

যথা :—হরিবংশের পারায়ণ মধ্যে বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন—

অনন্তর বলরাম শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি অনুসারে গোপগণের সৌহার্দ্দ স্মরণ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য একাকী ব্রজধামে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩—৪ ॥

অতএব এইরূপই আমি বর্ণন করিব—অনন্তর স্পষ্টভাবে শ্রীব্রজরাজ ও যুবরাজপ্রভৃতিকে উৎকণ্ঠিত করিয়া বলিলেন ॥

তথা ব্রজ-রাময়োরপি তদা তদা নির্ব্বর্ণ্যা। তদা তদা চ রামঃ কৃষ্ণং প্রতি সনিহ্নবমহ্নায় ব্রজগমনায় সম্যগাগৃহ্নন্নাসীৎ। কৃষ্ণশ্চাদ্য শ্বঃ প্রস্থাস্যাবহে ইতি তং স্বস্থয়ামাস ॥

অথ কদাচিদুৎকণ্ঠাবাষ্পকুণ্ঠকণ্ঠতয়া বলস্তং প্রতি গুপ্তমাললাপ ॥ ৫ — ৭ ॥

ইচ্ছামনয়োঃ পিত্রোঃ,
রক্ষন্ সকৃদপি ন যাসি তদ্গোষ্ঠং,
দহসি তয়োঃ পুনরন্ত-
র্জ্জানে ন তবেদমীহিতং কিমপি ॥ ৮ ॥

পরস্পরসন্দেশময়ী পরস্পরসন্দেশরূপা সতৃষ্ণতা তৃষ্ণয়া সহ বর্ত্তমানা সতৃষ্ণা তস্যা ভাবঃ সতৃষ্ণতা, তদা তদা তত্তৎকালে নির্ব্বর্ণ্যা সম্যগ্বর্ণনীয়া। রাম স্তদা সনিহ্নবং গোপনসহিতং যথা স্যাৎ অহ্নায় শীঘ্রং সম্যগাগ্রহং কুর্ব্বন্ আস, আবাং প্রস্থাস্যাবহে প্রস্থানং করিষ্যাব ইতি প্রকারেণ তং রামং স্বস্থং কারিতবান্। উৎকণ্ঠাবাষ্পকুণ্ঠকণ্ঠতয়া উৎকণ্ঠয়া যৎ বাষ্পং হৃত্তাপজন্যং তেন কুণ্ঠঃ বাক্যোচ্চারণাক্ষমঃ কণ্ঠো যস্য তদ্ভাবতয়া তং কৃষ্ণং গুপ্তং গোপনং যথা স্যাত্তথাললাপ রপিতবান্ ॥ ৫—৭ ॥

তদালাপং বর্ণয়তি—ইচ্ছামিতি। অনয়োঃ পিত্রোরিচ্ছাং কামনাং রক্ষন্ পূরয়িতুং সকৃদেকবারমপি তদ্গোষ্ঠং ত্বং ন যাসি, পুনর্নিশ্চিতং তয়োঃ পিত্রো র্ব্রজরাজদম্পত্যোরন্তর্হৃদয়ং দহসি, তবেদমীহিতং চেষ্টিতং কিমপ্যহং ন জানে। কিম্বা তত্রত্যং ব্রজস্থিতং সর্ব্বং ত্বয়া বিস্মৃতমেব ॥ ৮ ॥

ব্রজধাম ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরস্পর সংবাদদ্বারা সে প্রবল তৃষ্ণা বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপে ব্রজধাম ও শ্রীবলরামের সম্বন্ধেও বর্ণনা বুঝিতে হইল। শ্রীবলরাম সেই সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গুপ্তভাবে ব্রজগমন জন্য যে ঝটিতি সম্যক্ প্রকারে, আগ্রহ-প্রকাশ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ “অদ্য বা কল্য তোমাকে ব্রজে পাঠাইব” বলিয়া বলরামকে সুস্থ করিতেন ॥

অতঃপর একদিন বলরাম ব্রজ গমনার্থ উৎকণ্ঠা করতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে কুণ্ঠিতস্বরে শ্রীকৃষ্ণকে গুপ্তভাবে জানাইলেন ॥ ৫ ৭ ॥

হে কৃষ্ণ! পিতা নন্দ মাতা যশোদার কামনা পূর্ণ করিতে তুমি একবারও

কিম্বা প্রস্মৃতমেব এতৎ সর্ব্বমিতি ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—হন্ত! হন্ত! নিরন্তরমন্তরিতং কথমন্তরিতং করবাণি। কিন্তু পিত্রোর্য়োরিচ্ছাভঙ্গঃ খলু ন মঙ্গলায় স্যাদিতি তয়োঃ পিত্রোরিচ্ছা। অনয়োস্তু মম তত্র গমনে সর্ব্বথা নেচ্ছা। তস্মাদহমুভয়েষামিচ্ছা ভঙ্গভয়ান্ন তত্র গচ্ছামি, দুঃখং চাবচ্ছমানঃ সময়ং প্রতীচ্ছন্নস্মি ॥ ৯ ॥

তদ্যদি ভবাননয়োঃ সামঞ্জস্যতামঞ্চতি তদাঞ্জসা ব্রজব্রজনমেব রঞ্জয়িষ্যামীতি।

অথ রামস্তৌ পিতরৌ স্বস্য কৃষ্ণস্য চ ব্রজাগমনায়

তদেবং নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যদবদত্তদ্বর্ণয়তি—হন্তেত্যাদিগদ্যেন। হন্ত হন্তেতি মহাখেদে। নিরন্তরং সর্ব্বদা অন্তরিতং অন্তশ্চিত্তমিতং প্রাপ্তং কথমন্তরিতং ব্যবহিতং করবাণি। অনয়োঃ পিত্রোঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যোঃ সমঞ্জসতাং সমীচীনতাং অঞ্চতি গচ্ছতি, অঞ্জসা অক্লেশেন ব্রজব্রজনং ব্রজগমনমেব রঞ্জয়িষ্যামি সাধয়িষ্যামীতি ॥ ৯ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। দত্তাজ্ঞাবিতরৌ দত্তা আজ্ঞায়া বিতরো দানং যাভ্যাং তথা ইতি তয়োঃ পিত্রোঃ শ্রীব্রজরাজয়োরিচ্ছা। অনয়োঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যোঃ মম তত্র ব্রজে গমনে সর্ব্বথানেচ্ছা তস্মাদ্ধেতোস্তত্র ন গচ্ছামি দুঃখঞ্চাদদে গৃহ্লামীতি সময়ং কালং প্রতীচ্ছন্

সেই গোষ্ঠে গমন করিলে না, ইহাতে তাঁহাদের অন্তঃকরণকে দগ্ধ করাই হইল। জানিনা তোমার মনের ভাব কিরূপ? ॥ ৮ ॥

অথচ ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যেন তুমি সেই ব্রজধামের সমস্ত বিষয়ই বিস্মরণ গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হায়! হায়! সেই ব্রজভাব নিরন্তর অন্তরে (মনে) অবস্থিত করিতেছে, তাহা কিরূপে অন্তরিত (দূরীভূত) করিব। কিন্তু দেখ, "এই পিতামাতা (বসুদেব দেবকীর) ইচ্ছা-ভঙ্গ করাও মঙ্গলের বিষয় নহে" ইহাও সেই পিতামাতা (নন্দ যশোদার) ইচ্ছা। পরন্তু এই বসুদেব দেবকীরও সর্ব্বথা ইচ্ছা নয় যে, আমি সেই ব্রজধামে গমন করি। অতএব আমিও উভয় মাতা পিতার ইচ্ছাভঙ্গভয়ে সেই ব্রজধামে যাইতে পারিতেছিনা অথচ সেজন্য দুঃখও প্রাপ্ত হইতেছি। সুতরাং সময় প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি ॥ ৯ ॥

অতএব হে অগ্রজ! আপনি যদি ইহাঁদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন,

দত্তাজ্ঞাবিতরৌ চিকীর্ষন্ননুজং প্রতি ন তদনুজ্ঞাং প্রাপয়দিতি পরমাপদং ভাবয়িত্বা স্বঃ প্রত্যেব ব্রজগমনানুজ্ঞাং কথমপি যাপয়িত্বা তৌ প্রতিসরোষং দোষমুদ্ভাবয়ন্ বিজ্ঞাপয়ামাস।

পিতরাবাবয়োর্ভেদঃ কোঽয়ং বা কৃষ্ণ-রাময়োঃ।
অহং চাত্মজএব স্যাং শ্রীমন্নন্দ-যশোদয়োঃ॥ ইতি ॥১০॥

অথ ভ্রাতরমপি বিজ্ঞাপয়ামাস—ভবদনুরোধেনাহং পদয়োঃ প্রতিরোধেনেব চিরং ব্রজগমনান্নিরুদ্ধএবাসম্। পিতরৌ চ ভবন্তং প্রতি নানুজ্ঞাপরৌ দৃশ্যেতে। তস্মান্মামেব কেবলং ভবান্ ব্রজভবান্ দ্রষ্টুংগন্তুমনুতাগিতি ॥ ১১ ॥

প্রতীক্ষাং কুর্ব্বন্নপি, তত্তম্মাদনয়োঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যোঃ চিকীর্ষন্ কর্ত্তুমিচ্ছন অনুজং কৃষ্ণং তয়োরনুজ্ঞাং ন প্রাপয়দিতি হেতোঃ পরমাপদং মহাবিপত্তাং ভাবয়িত্বা কথমপি যাপয়িত্বা প্রাপ্য তৌ পিতরৌ প্রতিক্রোধসহিতং যথা স্যাত্তথা দোষমুদ্ভাবয়ন্ জনয়ন্ বিজ্ঞাপিতবান্ ॥

বিজ্ঞাপনপ্রকারং বর্ণয়তি—পিতরাবিতি। কৃষ্ণরাময়োরাবয়োঃ কোঽয়ং বা ভেদঃ। অহং চকারাৎ কৃষ্ণশ্চ শ্রীমন্নন্দযশোদয়োরাত্মজএব স্যাৎ ॥ ১০ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যদাহ তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। অহং পদয়োঃ পিতরাবাবয়োর্ভেদ

তবে আমি ব্রজগমনও অনুমোদন করিব। অতঃপর বলরাম সেই মাতা পিতাকে নিজের এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে গমন জন্য অনুজ্ঞা দান করাইতে ইচ্ছা করিলেন। অনুজ শ্রীকৃষ্ণকেও সেই পিতা মাতার অনুজ্ঞা বিষয়ে কিছুই বলিলেন না, পরন্তু মহাবিপদ চিন্তা করিয়া অতিকষ্টে নিজের প্রতি ব্রজগমনের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন, এবং পিতা মাতার প্রতি সরোষে দোষোদ্ভাবন পূর্ব্বক জানাইলেন—

হে মাতঃ! হে পিতঃ! আমি ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের মধ্যে আমাদের কি প্রভেদ আছে। অপিচ আমি শ্রীল নন্দ যশোদার আত্মজ ॥ ১০ ॥

অতঃপর ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকেও জানাইলেন। দেখ কৃষ্ণ! তোমার অনুরোধেই যেন আমার চরণ দুখানি ব্রজগমনে প্রতিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং আমি অনেক দিন হইতেই ব্রজগমনের জন্য যেন অবরুদ্ধ হইয়া আছি। পিতা মাতাও তোমার প্রতি ব্রজগমনের অনুজ্ঞা দিবেন না, ইহা বেশ দেখা যাইতেছে

শ্রীকৃষ্ণস্তু শ্রীরোহিণ্যনুজ্ঞাপনয়াপি তদ্বিশিষ্য তমাশ্লিষ্য হ্রিয়মাণনিজচরিত্রঃ পিত্রাদ্যনুস্মৃতিমুখবিচিত্রদুঃখতয়া নিবেদয়ামাস ॥

তত্র চ প্রথমং সাহচর্য্যময়চর্য্যাশীলায়াং গোচারণলীলায়াং "অহো অমী দেববরামরার্চ্চিত" মিত্যেতৎপ্রকরণগত

"গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ"

ইত্যুল্লেখাৎ প্রতিরোধেনেব নিষেধেনেব চিরকালং ব্যাপ্য পিত্রাভ্যাং নিরুদ্ধ এবাসম্। অনুজ্ঞাপয়ৌ অনুমতিদাতারৌ ন দৃষ্টৌ। তস্মাদ্ধেতোর্ভবান্ ব্রজভবান্ ব্রজজাতান্ দ্রষ্টুং কেবলং মামেব অনুমনুতাং অনুজানতাম্ ॥ ১১ ॥

তদেতচ্ছ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণো যদকরোৎ তদ্বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণস্ত্বিতিগদ্যেন। শ্রীরোহিণ্যা যা অনুজ্ঞাপনা তয়াপি তদ্বিশিষ্য রামস্য ব্রজাগমনং বিশেষেণ নিধার্য্য তং, রামং সখ্যভাবেনাশ্লিষ্য হ্রিয়মাণনিজচরিত্রঃ হ্রিয়মাণং দোষবিষয়ং নিজচরিত্রং যেন সঃ, ব্রজস্থানাং পিত্রাদীনাং অনুস্মৃতিঃ সৈব মুখমাদির্যস্য এবং বিচিত্রং দুঃখং যস্য তস্তাবস্তয়া নিবেদিতবান্। তত্রচ প্রথমং পরগদ্যোক্তমমুনা সার্দ্ধং সখ্যময়হার্দ্দং স্মারয়ামাসেত্যন্বয়ঃ কার্য্যঃ। সাহচর্য্যময়চর্য্যাশীলায়াং সাহচর্য্যময়ী যা চর্য্যা ব্যবহারঃ সৈব শীলং স্বভাবো যস্যা তস্যাং গোচারণলীলায়াং,গোপীশব্দঃ শ্যামলতাবাচী গোপজাতিস্ত্রীবাচী চ।

অতএব কেবল একাকী আমাকেই সেই ব্রজবাসিগণকে দর্শন করিতে যাইবার জন্য অনুমোদন কর ॥ ১১ ॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্তা রোহিণীমাতাকে জানাইবার জন্য বিশেষ প্রকারে অগ্রজকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিজ চরিত্রের দোষকীর্ত্তন করিলেন, এবং নন্দ পিতামাতা যশোদা প্রভৃতি ব্রজবন্ধুগণের স্মরণাদি জন্য দুঃখ উপস্থিত হওয়ায় কাতরে নিবেদন করিলেন ॥ ১২ ॥

সেই ব্রজধামে প্রথমতঃ সুহৃদ্বর্গের সহচরত্ব প্রচুর পরিচর্য্যাশীল গোচারণলীলা, সেই লীলাতে "আহা এই সকল গোগণ দেবরাজ ও অপর দেবগণেরও অর্চ্চিত" এই প্রকরণ মধ্যে আবার "যে পাদপদ্মকে গোপীগণ ভুজমধ্যে ধারণ

ইতি স্বনির্ম্মিতনর্ম্মবচন-রীতিং তথা লোকশাস্ত্রাবলোকতঃ স্খলিতব্রীড়ায়াং শঙ্খচূড়বধাবধিকহোরিকাক্রীড়ায়াং—

"কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।

বিজহ্রতুর্ব্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্" ॥ ইতি গাননর্ম্মবিলোকনশর্ম্মমাত্রতৎপর্ব্বস্থিতিমপ্যুপলক্ষ্য নিরন্তরায় কার্য্যান্তরায় সার্দ্ধমমুনা সখ্যময়হার্দং স্মারয়ামাস, তদনন্তরমেব বিবক্ষিতং প্রকাশয়ামাস ॥ ১২—১৩ ॥

স্বনির্ম্মিতনর্ম্মবচনরীতিঃ স্বেন নির্ম্মিতং যৎ পরিহাসবচনং তস্য রীতিঃ প্রচারঃ লোকশাস্ত্রং শিষ্ট লোকব্যবহার স্তস্যাবলোকতো দর্শনাৎ স্খলিতা ব্রীড়া লজ্জা যত্র তস্যাং, শঙ্খচূড়স্য বধোহবধিঃ সীমা যত্র সা চাসৌ হোরিকা ক্রীড়াচেতি তস্যাম্ ॥

তত্র প্রমাণত্বেন শ্রীভাগবতীয়পদ্যমুখাপয়তি—কদাচিদিতি। অদ্ভুতোহনির্ব্বাচ্যো বিক্রমো যস্য সঃ য, এবতু উভয়োর্ব্বিশেষণম্। ব্রজযোষিতাং গোপীনাং মধ্যগতৌ বিহরন্তৌ ॥

তত্তাৎপর্য্যার্থং বর্ণয়তি—গানেত্যাদিগদ্যেন। গানং গীতং নর্ম্ম পরিহাসঃ বিলোকনং দর্শনং তৈঃ, শর্ম্মমাত্রং সুখমেব যত্র সা চাসৌ তৎপর্ব্বস্থিতিশ্চেতি তামপি উপলক্ষ্য। নিরন্তরায় বিচ্ছেদ রাহিত্যায় স্বপ্রেয়সীগণসান্ত্বনায়েত্যর্থঃ ॥ সতু তদনন্তরমেবেত্যনেন প্রকাশিতঃ ॥ ১২—১৩ ॥

করেন, এবং লক্ষ্মীদেবীও যাহাকে স্পৃহা করিয়া থাকেন" ইত্যাদি প্রকার নিজকৃত পরিহাসবাক্যের রীতি স্মরণ করাইয়াছিলেন, এবং লোকবিখ্যাত শাস্ত্র-বিখ্যাত শঙ্খচূড়-বধান্ত হোলী খেলাতে উক্ত আছে যে—

"অনন্তর গোবিন্দ এবং অদ্ভুত বিক্রমশালী বলরাম ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যগত হইয়া বৃন্দাবনে নিশাকালে বিহার করিয়াছিলেন। এইরূপ সঙ্গীত, পরিহাস-বাক্য এবং দর্শনদ্বারা যাহাতে কেবলমাত্র সুখ ঘটে, সেই উৎসবের এই প্রকার অবস্থিতি উপলক্ষ্য করিয়াও তিনি যাহাতে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত না হন তাহার জন্য এবং অন্য কার্য্যের নিমিত্ত, তাঁহার সহিত সখ্যপূর্ণ সৌহার্দ্দ স্মরণ করাইয়া ছিলেন, এবং তাহার পরেই বলিবার অভিপ্রেত বিষয় প্রকাশ করিলেন ॥ ১৩ ॥

যথা—

ময়ি বিধেরধুনা প্রতিকূলতা ব্রজমনু (ক) ব্রজ তৎপুরতঃ স্বয়ম্।
অনয়দগ্রজতা তব মাং ব্রজং ত্বরিতমগ্রগতাপ্যুপ নেষ্যতি ॥১৪॥
যদপি সান্ত্বিতবানহমুদ্ধবপ্রমুখদূত-মুখাত্তদপি স্বয়ম্।
মধুরমাদিশতাং স ভবান্ ব্রজং যদপি তত্র সদাপি হি রজ্যতি
॥ ১৫ ॥
তদপি চেন্ন ভবেৎ পরিসান্ত্বনং মম সমাগমনং শপথৈর্ব্বদ।
বিকলতাথ তথাপি যদীক্ষ্যতে নিজবলেন মম স্ফুরণং কুরু ॥১৬॥

তৎপ্রকাশনং বর্ণয়তি—ময়ীতি। অধুনা ময়ি বিধেঃ প্রতিকূলতা অভূৎ, তত্তস্মাৎ পুরতো দ্বারকায়াঃ সকাশাৎ ত্বং স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রজমনু ব্রজ অনুগচ্ছ। ননু কিং ভবান্ তত্র ন গচ্ছে-ত্তত্রাহ—তবাগ্রজতা অগ্রজত্ব ত্বং মাং ব্রজমনয়ৎ প্রাপয়ামাস এবমগ্রগতা প্রাগ্‌গমনকর্ত্তৃতাপি ত্বরিতং শীঘ্রং মাং ব্রজমুপনেষ্যতি প্রাপয়িষ্যতি ॥ ১৪ ॥

কিঞ্চ যদপীতি। যদ্যপ্যহমুদ্ধবপ্রমুখদূতমুখাদুদ্ধবপ্রধানভূতমুখদ্বারা তাঃ সান্ত্বিতবান্ তদপি তথাপি স্বয়ং ভবান্ ব্রজং প্রতি মধুরং সান্ত্বনমাদিশতাং, হি যতঃ স ভবান্ মৎ মত্তোঽপি তত্র ব্রজে সদাপি রজ্যতি ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ তদপি ভবৎসান্ত্বনাবাক্যেনাপি চেদ্‌যদি পরিসান্ত্বনং ন ভবেৎ, তদা মম সম্যগাগমনং শপথৈর্ব্বহুভি র্দিব্যৈর্ব্বদ। তথাপি শপথৈরপি যদি বিকলতা বৈকল্যমীক্ষ্যতে তদা নিজবলেন মম স্ফুরণং কুরু ভবৎস্মরণমাত্রাদহং তত্র স্ফূর্ত্তিং প্রাপ্স্যামি ॥ ১৬ ॥

বলিলেন, সম্প্রতি আমার প্রতি বিধাতা প্রতিকূল হইয়াছেন। এই কারণে তুমি স্বাধীনভাবে দ্বারকাপুরী হইতে ব্রজে গমন কর। যখন তোমার অগ্রজ হইয়াছি, এবং সেই জ্যেষ্ঠভাব যখন আমাকে ব্রজে প্রেরণ করিয়াছিল, তখন সেইরূপ অগ্রগমন কর্ত্তৃত্বই শীঘ্র আমাকে ব্রজে লইয়া যাইবে ॥ ১৪ ॥

যদিচ আমি উদ্ধবপ্রভৃতি দুতগণের মুখদ্বারা এই সমস্ত ব্রজবাসিনীদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলাম, তথাপি স্বয়ং তোমার ব্রজের উদ্দেশে সুমধুর উপদেশ দান করা কর্ত্তব্য। কারণ তুমি আমা অপেক্ষাও, সর্ব্বদাই সেই ব্রজের প্রতি অনুরক্ত আছ ॥ ১৫ ॥

কিন্তু তোমার সান্ত্বনা-বাক্যদ্বারাও যদি উত্তম সান্ত্বনা না হয়, তাহা হইলে

(ক) ব্রজমথ। ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

যদি চ সিদ্ধিমিতং তদিদং তদা মম নিবেদনয়াপরমাচর।
স্বয়মু(র)রীকুরু তাঃ স্বকৃতে তু যা নিজকুমারদশাবশতাং
গতাঃ ॥ ১৭ ॥
অথ ময়াপি তদীয়সমাহ্বয়াদভিহিতাঃ কুতুকাত্তব শারিবাঃ।
উরসি গোপ্য ইতি স্ফুটহোরিকামহসি তাশ্চ ভবদ্দৃশি
শর্ম্মদাঃ ॥ ১৮ ॥

যদিচ তদিদং পরিসান্ত্বনং সিদ্ধিমিতং প্রাপ্তং স্যাত্তদা অপরং কৃত্যমাচর,যা নিজকুমারদশাবশতাং গতা নতু সংপূর্ণযৌবনদশাং স্বকৃতে স্বস্য নিমিত্তায় তাঃ স্বয়ং উররীকুরু অঙ্গীকারং কুরু ॥ ১৭ ॥

নন্থ, তাঃ কা ইতি ময়াপি ন স্মর্য্যতে তত্রাহ—অথেতি। তদীয়সমাহ্বয়াৎ গোপীনাম্না ময়াপি কৌতুকাৎ তব সম্বন্ধে শারিবাঃ শ্যামলতাঃ অভিহিতাঃ কথিতাঃ, উরসি গোপ্যইত্যনেন স্ফুট-হোরিকামহসি স্পষ্টহোরিকামহোৎসবে তাশ্চ ভবদ্দৃশি ভবতো দর্শনে শর্ম্মদাঃ সুখদাঃ ॥ ১৮ ॥

তুমি বিবিধ শপথ দিয়া বল যে, নিশ্চয়ই আমার আগমন হইবে। এইরূপ বিবিধ দিব্যদ্বারাও যদি তাহাদের ব্যাকুলতা দর্শন কর তাহা হইলে নিজবলে আমার স্ফুরণ অর্থাৎ তোমার স্মরণ মাত্রেই আমি সেই স্থানে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হইব ॥ ১৬ ॥

যদিচ এইরূপ উৎকৃষ্ট সান্ত্বনাকার্য্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ সফল হয়, তাহা হইলে আমার নিবেদন জানাইয়া অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। যে সকল নারীগণ, নিজের কৌমার দশার অধীন হইয়াছিল, (কিন্তু সম্পূর্ণ যৌবনদশা প্রাপ্ত হয় নাই) নিজের জন্য স্বয়ং তাহাদিগকে (পত্নীরূপে) স্বীকার কর ॥ ১৭ ॥

যদি বল "সেই সকল রমণী যে কে ? তাহা আমার স্মরণ হয় না" আমি তৎসম্বন্ধে বলিতেছি। অনন্তর আমিও গোপীদিগের নামে কৌতুক করিয়া তোমার সম্বন্ধে শারিবা অর্থাৎ গোপীর কথা বলিয়াছিলাম। "বক্ষঃস্থলে গোপীগণ যেন লতা বিশেষ ইহাদ্বারা স্পষ্টই হোরী মহোৎসবে, সেই সকল নারীগণই তোমার চক্ষে সুখদায়িনী। অপিচ সেই সকল নারী বারংবার নব-

অপি নবং প্রণয়ং মুহুরাশ্রিতা নিজমভীষ্টময়ুর্ন তু কর্হিপি।
সততমদ্‌ব্রজকেলিসুখাচিতে(তা) ন হৃদি জগ্ম যতঃ পরমণ্বপি ॥১৯
(যুগ্মকম্)

কথমহো! ব্রজবাসিনি সজ্জনে তব বিয়োগহুতে পরিপশ্যতি।
ইদমহং তনুয়ামিতি মা বদ স্বয়মসাবপি তৎ স্ফুটমীহিতা(ক)॥২০

কিন্তু তাবত্তত্র তাস্তত্রভবৎকৃপণীয়াসু কাসুচিদপি তাসু স্বয়ং স্থাপনীয়া যাবন্ময়া সহ সন্ততব্রজবাসায় গন্তব্যং স্যাৎ।

কিঞ্চ নবমপি প্রণয়ং মুহুরাশ্রিতাঃ সত্যঃ কর্হিপি নিজমভীষ্টং ভবৎসেবনং ন অয়ুর্নজগ্মুঃ। যতঃ সততমদ্‌ব্রজকেলিসুখাচিতে'সততঞ্চ তৎ মম ব্রজকেলিসুখঞ্চেতি তেনাচিতে ব্যাপ্তে হৃদি অণ্বপি ঈষদপি পরং ন জগ্মুঃ যূয়ং, গৌরবাৎ বহুবচনম্॥ ১৯॥

নন্বু, বিরহব্যাকুলে তত্র ব্রজে কথমিদং সম্ভবেত্তত্রাহ—কথমিতি। অহো বিস্ময়ে। তব বিয়োগেন দুতে উত্তপ্তে সজ্জনে ব্রজবাসিনি পরিপশ্যতি সতি, অহং কথমিদং তনুয়াং রচয়েয়মিতি মা বদ কথয়। যতঃ স্বয়মসৌ ব্রজবাসিজনোঽপি স্ফুটং প্রকাশং তৎ ভবদিষ্টং ঈষিতা সাধয়িষ্যতি॥ ২০॥

তত্র যাং মন্ত্রণাং ব্যধাত্তদ্বর্ণয়তি—কিন্ত্বিতিগদ্যেন। তত্র ব্রজে তত্র ভবতঃ পূজ্যস্য কৃপণীয়াসু কৃপাবিষয়ভূতাসু কাসুচিদপি তাসু মৎপ্রেয়সীষু মধ্যে তাবত্তাঃ স্বয়ং স্থাপনীয়াঃ, ভবতো গন্তব্যং স্যাৎ, পর্য্যাপ্তং রক্ষণং বিধেয়ং কর্ত্তব্যং। তচ্চ সর্ব্বং পরালক্ষিততাকৃতে পরেষাং যা

প্রেম অবলম্বন করিয়াও, কদাপি কিন্তু স্বীয় অভীষ্ট বিষয় (অর্থাৎ তোমার সেবা) প্রাপ্ত হয় নাই। কারণ অবিরত ব্রজকেলি সুখদ্বারা পরিব্যাপ্ত মদীয় হৃদয়ে, তুমি অনুমাত্রও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হও নাই॥ ১৮—১৯॥ (যুগ্মক)

আহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় তোমার বিরহতাপে ব্যথিত সজ্জন ব্রজবাসিজনগণ ইহা দর্শন করিলে, আমি কি প্রকারে ইহা রচনা করিতে পারি; ইহা বলিও না। কারণ স্বয়ং সেই ব্রজবাসী লোকেই, প্রকাশ্য তোমার সেই অভীষ্ট সাধন করিবে॥ ২০॥

কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার সহিত সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবার জন্য তোমার গমন না হয়, তাবৎকাল সেই ব্রজে, পূজনীয় তোমার, কৃপার বিষয়ীভূত সেই সমস্ত কতিপয় মদীয় প্রেয়সীদিগের মধ্যে, কোন কোন প্রেয়সীদিগকে স্বয়ং স্থাপন

(ক) ঈষিতেতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ।

সর্ব্বমপ্যেতৎ খলু খলানাং বঞ্চনায় গুপ্ততয়া পর্য্যুপ্তং বিধেয়ম্। তচ্চ পরালক্ষিততাকৃতে স্বয়মেকরথিতয়া পথিপরমদ্রুত-গমনাত্তত্র চ গত্বা গোপতয়া সদেশরূপবন্যবেশনিয়মনাৎ পরং সেৎস্যতীতি ॥ ২১ ॥

তদেবং প্রোচ্য স্বীয়ং গমনমনুশোচ্য দূরানুব্রজেন তমভি-রোচ্য স্বয়ং সাস্রং কেশবঃ স্বাশ্রয়ং বিবেশ ॥ ২২ ॥

অথ বলদেবঃ পুনরতিরথগতিতূর্ণতয়া নীয়মানঃ পথিকৈঃ পূর্ণমপরিচীয়মানঃ শ্রীমদুপব্রজসদনমাসসাদ। আসদ্য চ সদ্য-

অলক্ষিততা দর্শনাভাব স্তদর্থং পথি একরথিতয়. একশ্চাসৌ রথীচেতি তদ্ভাবতয়া পরমদ্রুতগমনাৎ মহাবেগেন গমনাৎ তত্র ব্রজে গত্বা গোপভাবেন সদেশরূপবন্যবেশনিয়মনাৎ সদেশরূপে ব্রজৈ-কদেশস্বরূপে বন্যাভির্গুঞ্জাদিভি র্বেশস্য নিয়মনাৎ অনুষ্ঠানাৎ পরমুৎকৃষ্টং যথা স্যাত্তথা সেৎস্যতি সিদ্ধিং প্রাপ্স্যতি ॥ ২১ ॥

তদেবমুক্ত্বা যৎ কৃতং তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। তমভিরোচ্য সুসন্তোষ্য অস্রেণ রোদনেন সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাত্তথা স্বাশ্রয়ং স্বালয়ং প্রবিষ্টবান্ ॥ ২২ ॥

ততো বলভদ্রস্তু যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। অতিরথগতিতূর্ণতয়া অতিশয়া যা রথগতি স্তস্যাং যা তূর্ণতা শৈঘ্র্যং তয়া পূর্ণং যথার্থরূপং যথা স্যাত্তথা অপরিচীয়মানঃ ন পরিচিত-

করিবে। কিন্তু নিশ্চয়ই এই সমস্ত বিষয়, নৃশংসদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য, গোপনভাবে, রক্ষা করিতে হইবে। যাহাতে অপরে না দেখিতে পায়, তাহার নিমিত্ত স্বয়ং একাকী রথে আরোহণ করিয়া, পথে মহাবেগে গমন করিবে। পরে ব্রজে গমন করিয়া গোপভাবে ব্রজের একদেশরূপ স্থানে বনজাত গুঞ্জাদি ফলদ্বারা বেশ-রচনার অনুষ্ঠান হইলে, সেই সমস্ত বিষয়ই উৎকৃষ্টভাবে সিদ্ধ হইবে ॥ ২১ ॥

অতএব এই প্রকার বলিয়া, এবং স্বকীয় গমনের জন্য তাঁহাকে শোকাকুল করিয়া, অবশেষে অনেক দূর পর্য্যন্ত অনুগমনদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সজলনয়নে নিজালয়ে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর বলরাম পুনরায় অতিশীঘ্র রথ-গতিদ্বারা চালিত হইলেন। এত

স্তদ্ভাবাবেশসদেশরূপতয়া গোপনানুরূপতয়া চ গোপরূপমেব সেবতে স্ম ॥ —

যথোক্তং হরিবংশে ;—

"স প্রবিষ্টস্তু বেগেন তং ব্রজং কৃষ্ণপূর্ব্বজঃ।

বন্যেন রমণীয়েন বেশেনালঙ্কৃতঃ প্রভুঃ" ॥ ইতি ॥ ২৩-২৪

অথ তথা তস্মিন্নাগচ্ছতি চাচ্ছ সঙ্গতা যে ব্রজগতাস্তেষাং তদঙ্কপাল্যা হর্ষস্তদনুজস্য পশ্চাদ্ভাবিতাশঙ্কয়া তর্ষস্তদলাভেন

বিষয়ঃ সন্ শ্রীমদুপব্রজসদনং ব্রজসমীপগৃহং আসসাদ প্রাপ। তদ্ভাবাবেশসদেশরূপতয়া তদ্ভাবে গোপভাবে য আবেশ স্তেন যা যোগ্যরূপতা তয়া স্বস্য শৈঘ্র্যং তয়া পূর্ণং যথার্থরূপং যথা স্যাত্তথা অপরিচীয়মানঃ ন পরিচয়বিষয়ঃ সন্ শ্রীমদুপব্রজসদনং ব্রজসমীপগোপনং তদনুরূপতয়া চ গোপ-রূপমেব নতু ক্ষত্রিয়রূপং সেবয়ামাস। হরিবংশে যথোদিতম্ ॥—

তদ্বচনমুত্থাপয়তি—স প্রবিষ্টস্ত্বিতি। কৃষ্ণপূর্ব্বজো বলভদ্রঃ, বন্যেন বনভবপুষ্পগুঞ্জাদিনা ॥ ২৩—২৪ ॥

নমু বলভদ্রে ব্রজং প্রাপ্তে ব্রজস্থাঃ কিমাচরন্নিত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—অথ তথেতিগদ্যেন। আগচ্ছতি সতি অচ্ছ সঙ্গতা অচ্ছেত্যব্যয়মাভিমুখ্যে। আভিমুখ্যেন মিলিতা স্তেষাং তদঙ্কপাল্যা তস্য বলভদ্রস্য বন্যবেশচিহ্নশ্রেণ্যা হর্ষঃ সুখং তদনুজস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাদ্ভাবিতা যা আশঙ্কা তয়া

শীঘ্র গমন করিলেন যে, পথিকগণ পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণভাবে পরিচয় পাইল না। এইরূপে তিনি শোভা সম্পন্ন ব্রজের সমীপবর্ত্তী গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় গমন করিয়া তৎক্ষণাৎ গোপভাবে আসক্তি থাকা প্রযুক্ত যোগ্যরূপ ধারণদ্বারা আত্মগোপন, এবং তদনুসারে কেবল গোপরূপই ধারণ করিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়-রূপ ধারণ করিলেন না ॥ ২৩ ॥

এই সম্বন্ধেও হরিবংশে উক্ত হইয়াছে। যথা :—নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ সমর্থ সেই শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলদেব, মনোহর বন্যবেশে অলঙ্কৃত হইয়া, অতিশয় বেগে সেই ব্রজে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর এইরূপে বলরাম আগমন করিলে, যে সকল ব্রজবাসী তাঁহার সম্মুখে একত্র মিলিত হইয়াছিল, বলরামের দেহে নানাবিধ বন্যবেশের চিহ্ন দেখিয়া

[ধর্ষশ্চ জাত ইতি তদুট্টঙ্কয়তঃ স্ফুটতি মম বুকেতি তদর্থতৎ-প্রশ্নাদিবিস্তারণয়া কৃতম্ ॥ ২৫ ॥

অথ তদববুধ্য সুধ্যগ্রণীর্দূরত এব সূরততয়া ব্রজরাজাদীনধিকৃত্য কেবলং নিজাগমনমধিগময়ামাস। তদধিগতবন্তশ্চ তে সন্তস্তন্মাত্রেণাপি সন্ততসুখমনসস্তং (ক) সন্ততিদারাদিভিরাদরাদভিব্রজ্য প্রসজ্য চ হৃদি সরসতাসমুৎকর্ষেণ বহির্ব্বাষ্পবর্ষেণ চ জলধরবদেব হলধরদেবধরণীধরমার্দ্রয়ামাসুঃ। স চ স্নেহাতিশয়ী তথা কথাবিষয়ী বভূব। যথা সর্ব্বমদ্যাপি

তর্ষ তৃষ্ণা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অলাভেন ধর্ষঃ পরিভূতত্বং ব্যাকুলত্বং তদুট্টঙ্কয়ত তস্য শ্রীকৃষ্ণলাভস্য প্রস্তাবং কুর্ব্বতো মম বুকং স্ফুটতীতি হেতো স্তদর্থ-তৎপ্রশ্নাদিবিস্তারণয়া তদর্থে শ্রীকৃষ্ণস্য লাভে যত্তৎপ্রশ্নাদি তস্য বিস্তারেণ কৃতং ব্যর্থম্ ॥ ২৫ ॥

ততো বলভদ্রো যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তদববুধ্য শ্রীকৃষ্ণানাগমনেন যৎ তর্ষাদিকং তদ্বিজ্ঞায় সুধীনামগ্রণীঃ শ্রেষ্ঠঃ সূরততয়া কৃপালুতয়া অধিগময়ামাস বোধিতবান্। তন্মাত্রেণাপি কেবলেন বলভদ্রেণাপি সদা সুখচিত্তাঃ সন্ততিদারাদিভিঃ সন্ততিঃ পুত্রকন্যে দারা পত্নী আদিপদেন কুটুম্বাদি তৈঃ সহ অভিব্রজ্য অভিগম্য প্রসজ্য চ মিলিত্বা হৃদি সরসতা সদ্রবতা তস্যাঃ সমুৎকর্ষেণ বহির্ব্বাষ্পবর্ষেণ অশ্রুজলবর্ষেণচ জলধরবৎ মেঘবৎ

তাহাদের হর্ষ, তদীয় অনুজ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ ব্রজাগমন অবশ্যম্ভাবী ইহা বোধ করিয়া তাহাদের দর্শন তৃষ্ণা, এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের অলাভে তাহাদের ব্যাকুলতাও হইয়াছিল। আমি এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের অলাভসম্বন্ধে প্রস্তাব করিতেছি। তাহাতে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণের অলাভসম্বন্ধে যে সকল প্রশ্নাদি হইবে, তাহা বিস্তার করিবার কোন প্রয়োজন নাই ॥ ২৫ ॥

অনন্তর সুধীজনাগ্রগণ্য বলদেব, শ্রীকৃষ্ণের আগমন না হওয়াতে তাহাদেরা তৃষ্ণা ব্যাকুলতাপ্রভৃতি অবগত হইয়া, দূর হইতেই দয়ালুভাবে ব্রজরাজ-প্রভৃতি সমস্ত ব্যক্তিদিগকে কেবল নিজের আগমন জানাইলেন। তাঁহারা সেই বিষয় অবগত হওত কেবলমাত্র তাহদ্বারাই অবিরত হৃষ্টচিত্তে স্ত্রী পুত্র কন্য

(ক) সন্ততিদারাদিভিরারাদভিব্রজ্য। ইতি গৌরবৃন্দাবনপাঠঃ।

তৎকীর্ত্তিনদ্যাঃ পদ্যায়মানং বর্ব্বর্ত্তি। তদেবং ক্ষণকতিপয়ে লব্ধব্যত্যয়ে পুরোহিতাদিকৃতসান্ত্বনাময়ে তস্মিন্ সময়ে সুতানাং সময়ং সময়ন্নুত্থায় সর্ব্বাশীরুত্থায় তেভ্যো নিজনাম্নানুজনাম্না-চাম্নাতং সমনস্কারং নমস্কারং চরীকরীতি স্ম। তে চাভিবদন্ত-স্তস্য পথি প্রথিতং শ্রমং চরীকৃততি স্ম (ক)॥ ২৬॥

হলধরদেবএব ধরণীধরোঽনন্ত স্তমার্দ্রয়ামাস্ স্তিমিতং চক্রুঃ। স চ বলভদ্রঃ স্নেহাতিশায়ী স্নেহাতিশয়বিশিষ্টঃ কথাবিষয়ী কথাশ্রয়বান্। তস্য বলভদ্রস্য কীর্ত্তিনদ্যাঃ পদ্মায়মানং পদ্মমিব আচরৎ সর্ব্বং জনবৃন্দমদ্যাপি বর্ব্বর্ত্তি পুনঃ পুনর্ব্বর্ত্ততে। লব্ধব্যত্যয়ে লব্ধবিপর্য্যয়ে পুরোহিতাদিকৃতসান্ত্বনাময়ে পুরোহিতাদিকৃতা যা সান্ত্বনা তস্যাঃ প্রাচুর্য্যং যত্র তস্মিন্ সময়ে সময়ং কালং সময়ন্ সংগচ্ছমান উত্থায় সর্ব্বাশীরুত্থায় সর্ব্বেষাং যা আশিষ স্তাসামুত্থা উত্থানং তদর্থং তনুজস্য নাম্না কৃষ্ণনাম্না চ আম্নাতং কথিতং, সমনস্কারং চিত্তসুখসহিতং নমস্কারং প্রণামং চরীকরীতি স্ম পুনঃপুনরকরোৎ। অভিবদন্তঃ প্রণামং কুর্ব্বন্ত স্তস্য রামস্য প্রথিতং শ্রমং চরীকৃততি স্ম "কৃতী ছেদনে" অতিশয়েন ছিন্দন্তি স্ম। কচিৎ পুস্তকে চরীকরীতি স্মেতি পাঠো দৃশ্যতে স লিপিকরপ্রমাদাজ্জাতঃ॥ ২৬॥

এবং আত্মীয়বর্গের সহিত বলরামের নিকটে গমন পূর্ব্বক মিলিত হইয়া হৃদয় মধ্যে সরসভাবের উদ্রেকে এবং বাহ্যে অশ্রু-জলমোচনদ্বারা মেঘের মত হলধর-দেবরূপ অনন্তকে আর্দ্র করিলেন। এবং সেই বলদেব অতিশয় স্নেহবিশিষ্ট হইয়া সেইরূপে সেই কথা অবলম্বন করিলেন, যেরূপে অদ্যাপি লোক সকল সেই বলরামের কীর্ত্তিনদীর কমল কুসুমের মত আচরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপে কতিপয়ক্ষণ অতীত হইলে, পুরোহিতাদি মহোদয়-গণের অনুষ্ঠিত সান্ত্বনাপূর্ণ সেই সময়ে পুত্রদিগের সময় প্রাপ্ত হইয়া এবং উঠিয়া সকল লোকের আশীর্ব্বাদ উত্থিত হইবার জন্য আপনার নামে এবং অনুজের নামে কথিত অথচ হৃদয়ানন্দপ্রদ নমস্কার তাঁহাদের উদ্দেশে বারংবার প্রকটন করিলেন। অভিবাদন করিয়া সেই সকল ব্যক্তিগণ, বলরামের পথের বিপুল শ্রম সম্যক্‌রূপে ছেদন করিল॥ ২৬॥

(ক) চরীকিরন্তি স্মেতি আনন্দপাঠঃ।

তত্র পিতরৌ তু ;—

অনুজমনু সদাস্মান্ পাহি-দাশার্হ ! বিষ্বগ্-
জগদপি বিভবেন প্রাপয়ন্ শর্ম্ম-জাতম্।
ইতি সরুদিতবাচা (ক) বাষ্পভাজা তমেতং
স্নপিতমিতমিব সুধানাং ধারয়া চক্রতুস্তৌ ॥ ২৭ ॥

ব্যবাহরদ্যা গুরুষু যথা বলস্তথা
বলে মুদা লঘুবয়সঃ সমাচরন্।
সমাশ্চ যে কিল বয়সা তদা চ তে
মিথোঽমুনা ব্যবহৃতিসাম্যমাহরন্ ॥ ২৮ ॥

তং প্রতি পিতরৌ যদাহতু স্তদ্বর্ণয়তি—অনুজমিতি। হে দাশার্হ! বিভবেন বৈভবেন জগদপি বিষ্বক্ শর্ম্মজাতং সুখসমূহং প্রাপয়ন্ অনুজমনু অনুজেন কৃষ্ণেন সহ অস্মান্ সদা পাহীত্যন্বয়ঃ। ইতি বাষ্পভাজা অশ্রুজলসহিতয়া চ বাচা তমেতং দাশার্হং সুধানাং ধারয়েব স্নপিত-মভিষিক্তং তৌ চক্রতুঃ ॥ ২৭ ॥

ততোঽন্যৎ যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—ব্যবাহরদিতি। গুরুষু উপনন্দাদিষু বলো যথা প্রণামাদি ব্যবাহরৎ ব্যবহারং কৃতবান্, তথা লঘুবয়সো রক্তকাদয়ো মুদা হর্ষেণ তথা প্রণামাদি সমাচরন্; যে বয়সা সমা তুল্যা স্তে মিথঃ পরস্পরং অমুনা বলেন সহ ব্যবহৃতিসাম্যং তুল্য-ব্যবহারমাহরন্ আচরিতবন্তঃ ॥ ২৮ ॥

হে দাশার্হ ! তুমি বৈভবদ্বারা সমস্ত বিশ্ব সংসারকে সুখরাশিতে আনয়ন করিয়া, অনুজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা কর। এইরূপে তথায় নন্দ এবং যশোদা অমৃতধারার তুল্য, অশ্রুজলপূর্ণ সরোদন বচনদ্বারা সেই বলরামকে যেন স্নান করাইয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

বলরাম যেরূপ উপনন্দপ্রভৃতি গুরুজনদিগের উপরে প্রণামাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেইরূপ অল্পবয়স্ক রক্তকপ্রভৃতি ব্যক্তিগণ বলদেবের প্রতি সহর্ষে প্রণামাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিল। এবং যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সমবয়স্ক ছিল, তাহারা পরস্পর বলরামের সহিত, তুল্যব্যবহার করিয়াছিল ॥ ২৮ ॥

(ক) সরুদিতবাচা ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

তত্র চ,—

যদা স্বনাম্না নমনাদ্যমাচর-
ন্বলস্তদা তে বিবিদুস্তমেব তম্।
কৃষ্ণাখ্যয়া যর্হি তদামুমপ্যমু-
দৃশং বিদন্তঃ সুখসম্ভ্রমং যযুঃ ॥ ২৯ ॥

অথ গৃহমানীয় সুরভিপানীয়মুখনীয়মানং সুখং প্রণীয় ক্রমশঃ ক্লমশমনায় স্নপনপ্সাপানাদিকমাপাদয়ামাসুঃ (ক) ॥ ৩০ ॥

কিঞ্চ যদা বলঃ স্বনাম্না বলভদ্রোঽহং প্রণমামীত্যেবং নমনাদ্যমাচরত্তদা তে গুরুপ্রভৃতয়ঃ তমেব তং বলভদ্রং বিবিদুর্জ্ঞাতবন্তঃ। যর্হি যদা কৃষ্ণাখ্যয়া কৃষ্ণো যুষ্মান্ প্রণামং কৃতবান্ ইত্যুক্ত্বা নমনাদ্যমাচরত্তদামুং বলমপি অমুদৃশং কৃষ্ণসদৃশং বিদন্তো জানন্তঃ সুখেন সম্ভ্রমমনবস্থানং যযুঃ ॥ ২৯ ॥

ততস্তে গৃহমাগতং তং যথা সম্মাননং চক্রুস্তদ্বর্ণয়তি—অথ গৃহমিতিগদ্যেন। গৃহমানীয় প্রাপয্য সুরভিপানীয়মুখেন সুগন্ধিজলাদিনা নীয়মানং প্রাপনীয়ং সুখং প্রণীয় প্রাপয্য ক্রমশঃ ক্রমপরম্পরয়া গ্লানিশান্তয়ে স্নপনং স্নানং প্সা ভোজনং পানং জলং তদাদিকং আপাদয়ামাসুঃ সম্পাদিতবন্তঃ। ৩০ ॥

তথায় যৎকালে বলদেব "আমি বলরাম প্রণাম করিতেছি" এইরূপ বলিয়া প্রণামাদি কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎকালে উপনন্দপ্রভৃতি গুরুগণ তাঁহাকে সেই বলদেব বলিয়াই জানিতে পারিয়াছিলেন। এবং যৎকালে কৃষ্ণের নাম করিয়া "কৃষ্ণ আপনাদিগকে প্রণামকরিতেছে" বলিয়া প্রণামাদি কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহারা বলদেবকেও শ্রীকৃষ্ণের তুল্য জানিয়া সুখসম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর তাঁহারা সকলে বলরামকে গৃহে লইয়া গিয়া সুগন্ধ জলাদিদ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সুখ সম্পাদন করিয়া, ক্রমে ক্রমে ক্লেশশান্তির নিমিত্ত স্নান, ভোজন এবং পানপ্রভৃতি সন্তর্পণ কার্য্য সম্পাদন করিলেন ॥ ৩০ ॥

(ক) আপয়ামাসুরিতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপাঠঃ।

ততঃ একান্তে নিশান্তে ক্ষণং বিশ্রম্য সমুন্নতে তু তস্মিন্নন্তঃপুর্য্যাং গতে শ্রীব্রজেশ্বর্য্যাদয়ঃ পুনঃ সভায়াং সঙ্গতে ব্রজেশ্বরাদয়স্তত্তৎকুশলপ্রশ্নমুদস্রং বিশ্রাবয়ামাসুঃ ॥ ৩১ ॥

তত্র ব্রজেশ্বরী যথা ;—

কিন্তে মাতা বল ! কুশলতাং ধারয়ন্তী সমস্তাত্ত্বাং ত্বৎপ্রাণানুজমপি সদা লালয়ন্তী বিভাতি।
হন্ত ! ত্বং চেন্মম সবিধতাং যাসি তস্যাঃ পুনঃ স
স্বৈরং তর্হ্যপ্যনুভবসুখং বাং সমক্ষং লভেয় ॥
ইত্যাদি ॥ ৩২ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তত ইতিগদ্যেন। একান্তে রহস্যে নিশান্তে গৃহে সমুন্নতে সমুত্থিতে তু তস্মিন্ বলভদ্রে তত্তৎকুশলপ্রশ্নং উদস্রং সরোদনং যথা স্যাত্তথা বিশ্রাবয়ামাসুঃ শ্রবণং কারিতবন্তঃ ॥ ৩১ ॥

তত্রাদৌ শ্রীযশোদাপ্রশ্নং বর্ণয়তি—কিন্তে ইতি। হে বল ! তে মাতা শ্রীরোহিণী সমন্তাৎ কুশলতাং ধারয়ন্তী ত্বাং ত্বৎপ্রাণানুজং শ্রীকৃষ্ণমপি সদা কিং লালয়ন্তী বিভাতি রাজতে। হন্তেতি খেদে। চেদ্যদি ত্বং মম সবিধতাং নৈকট্যং যাসি তস্যা স্বমাতুঃ পুনঃ স তবানুজঃ সবিধতাং স্বৈরং স্বেচ্ছয়া যাতি, তর্হ্যপি তদা বাং যুবয়োরনুভবসুখং সমক্ষং সাক্ষাৎ লভেয় লাভং কুর্ব্বীয় ॥ ৩২ ॥

অনন্তর বলদেব নির্জ্জন গৃহে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া উত্থিত হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলে, এবং পুনরায় তথা হইতে আসিয়া, তিনি সভামধ্যে মিলিত হইলে, শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীপ্রভৃতি নারীগণ এবং শ্রীমান্ ব্রজরাজপ্রভৃতি পুরুষগণ, সজল নয়নে তত্তৎ কুশল-প্রশ্ন শ্রবণ করাইতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

তন্মধ্যে প্রথমে ব্রজেশ্বরী যশোদা প্রশ্ন করিলেন। হে বলদেব ! তোমার জননী শ্রীমতী রোহিণী সম্যক্‌রূপে মঙ্গলযুক্ত হইয়া তোমাকে এবং তোমার প্রাণের অনুজ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনও সর্ব্বদা পালন করিয়া কি বিরাজমান আছেন ? হায় ! যদ্যপি তুমি আমার নিকটে থাক, এবং তোমার অনুজ যদি স্বেচ্ছাক্রমে তোমার জননীর নিকটে থাকে, তাহা হইলেও আমি তোমাদের দুইজনের সাক্ষাৎ অনুভব সুখ লাভ করিতে পারি ইত্যাদি ॥ ৩২ ॥

অত্র তস্যোত্তরম্ ;—

মাতস্ত্বং চেন্মম সবিধতামেষি কিং মে জনন্যা

মাতস্ত্বঞ্চেন্মম সবিধতাং নৈষি কিং মে জনন্যা ।

ত্বামানেতুং সততমনুজং কালযাপং বিতন্ব-

ন্নস্মি চ্ছিদ্রং লবমপি ভজন্নাযযাবেব তেন ॥ ৩৩ ॥

অথ শ্রীব্রজেশ্বরো যথা ;—

অদ্যাপি বৎস ! রিপবঃ কতি সন্তি ঘাত্যা

যদ্‌ঘাতনাদ্‌যদুগণাঃ সুখমাব্রজন্তি ।

তেঽমী বয়ং চ যুগপন্মিলিতৌ ব্রজে বাং

প্রাগ্বন্নিরীক্ষ্য নিতরাং মৃতিমুত্তরামঃ ॥ ৩৪ ॥

তত্র শ্রীবলস্যোত্তরবাক্যং বর্ণয়তি—মাতরিতি। হে মাত শ্চেদ্‌যদি ত্বং মম সবিধতাং নৈকট্যমেষি আগচ্ছসি, মে জনন্যা প্রসূত্যা কিং ? ন কিঞ্চিৎ, ত্বং যদি নৈষি নাগচ্ছসি তদা মে জনন্যা কিং ? তত্র ত্বত্তুল্যস্নেহাভাবাৎ। নম্বেবমেতাবৎ কালং কিন্নাগতবান্ তত্রাহ—ত্বামিতি। তেন হেতুনা তামনুজং কৃষ্ণং প্রাপয়িতুং কালযাপং কালক্ষয়ং বিতন্বন্ রচয়ন্ অস্ম্যহং নবমল্লমপি ছিদ্রমবকাশং ভজন্ লভমান আযযাবেব ॥ ৩৩ ॥

তত্র শ্রীব্রজরাজস্যোক্তিং বর্ণয়তি—অদ্যাপীতি। হে বৎস ! অদ্যাপি ঘাত্যা হননীয়াঃ কতি রিপবঃ শত্রবঃ সন্তি, যদ্‌ঘাতনাৎ বিনাশনাৎ যেষাং বিনাশনাৎ যদুগণাঃ আব্রজন্তি

এই বিষয়ে বলদেবের উত্তর বাক্য যথা,—হে জননি ! তুমি যদি আমার নিকটে থাক, তাহা হইলে আমার জননীতে (রোহিণীতে), প্রয়োজন কি ? মা ! তুমি যদি আমার নিকটে না থাক, তাহা হইলেও আমার জননীতে প্রয়োজন কি ? কারণ তিনি আপনার তুল্য স্নেহ করিতে জানেন না সেই হেতু আমি আপনাকে অনুজের নিকটে লইয়া যাইতে কালযাপন করিয়া যেমন অল্পমাত্র অবকাশ পাইয়াছি। অমনি আগমন করিয়াছি ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর শ্রীব্রজরাজ প্রশ্ন করিলেন যথা :—হে বৎস ! যে সকল শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে যদুবংশীয় ব্যক্তিগণ সুখ লাভ করিতেছে, অদ্যাপি এমন কত শত্রু

অথ তস্যোত্তরম্ ;—

কংসাদিভূমিতনয়াবধিবীরবর্য্যান্
হন্তি স্ম যস্তমনু কে বিভবন্তি শিষ্টাঃ।
কারূষ-চেদিপতি-পুণ্ড্রক-কাশিরাজ-
সাল্বা-জরাসুতমুখদ্বিবিদান্তদুষ্টাঃ ॥ ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

তদেবং সুখদুঃখপ্রথাভির্ব্বহ্বীভিঃ কথাভিরহোরাত্রেঽতি-

লভস্তে, তেঽমী বিরহব্যাকুলা বয়ং ব্রজে যুগপদেকদা মিলিতৌ বাং যুবাং প্রাগ্বন্নিরীক্ষ্য নিতরাং নিশ্চয়ং মৃতিং মৃত্যুমুত্তরাম উত্তীর্ণা ভবামঃ ॥ ৩৪ ॥

তদেবং নিশম্য বলভদ্রো যদুত্তরং দত্তবান্ তদ্বর্ণয়তি—কংসাদীতি। কংস আদি যেষাং, ভূমিতনয়ো নরকোঽবধিঃ সীমা অন্তো যেষাং তেচ তে বীরবর্য্যাঃ বীরশ্রেষ্ঠাশ্চেতি তান্ যঃ কৃষ্ণো হন্তি স্ম জঘান, তমনু তং কৃষ্ণং প্রতি শিষ্টা অবশিষ্টাঃ কে বিভবন্তি সমর্থা ভবন্তি, তান্ শিষ্টান্ পরিচায়য়তি স্ম, কারূষঃ পৌণ্ড্রকঃ, চেদিপতিঃ শিশুপালঃ, পুণ্ড্রক স্তন্নামকোঽপি রাজা, কাশিরাজঃ কাশ্যাধিপতিঃ, সাল্বঃ স্বনামপ্রসিদ্ধঃ, জরাসুতো জরাসন্ধো মুখমাদি যেষাং দ্বিবিদো বানরোঽন্তঃ শেষো যেষাং তেচ তে দুষ্টাশ্চেতি তে ॥ ৩৫ ॥

তদেবং ব্রজরাজং সান্ত্বয়িত্বা বলভদ্রো যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিতিগদ্যেন। সুখ-

বিনাশ করিতে অবশিষ্ট আছে ? এই আমরা সকলেই এক্ষণে বিরহে কাতর হইয়াছি। যদি এককালে তোমরা দুইজনে ব্রজে মিলিত হও, তাহা হইলে আমরা তোমাদের দুইজনকে পূর্ব্বের মত নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয়ই মৃত্যু উত্তীর্ণ হইব ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর বলরামের উত্তর বাক্য বর্ণিত হইতেছে। যথা :—যিনি কংস আদি করিয়া পৃথিবীর পুত্র নরকাসুর পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান বীরদিগকে বধ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অবশিষ্ট আর কোন্ সকল ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারে ? পৌণ্ড্রক, চেদিপতি শিশুপাল, কাশিরাজ, শাল্ব, জরাসন্ধপ্রভৃতি এবং বানরান্ত সেই সকল দুষ্টগণ কেবল অবশিষ্ট আছে ॥ ৩৫ ॥

অতএব এই প্রকারে সুখদুঃখপূর্ণ বিবিধ-কথাদ্বারা দিবারাত্রি অতিবাহিত

বাহিতে ব্রজহিতেপ্সুরসাবতিস্পৃহয়া গৃহং গৃহং পৃথগপি তত্ত্বন্মিলনায় পরেদ্যবি বভ্রাম ॥ ৩৬ ॥

তত্র তু ;—

গুরূন্ গুরুস্ত্রীশ্চ লঘূন্ সখীংশ্চ
মিলন্ (ক) পুরাবৎ কুশলাদ্যপৃচ্ছৎ।
বলস্তথা তং প্রতি তেঽপ্যপৃচ্ছন্
সতাং মতিঃ স্যান্নিজ মেকরূপা ॥ ৩৭ ॥

দুঃখানাং প্রথা বিস্তারো যাভিঃ কথাভিঃ অতিবাহিতে অতিক্রান্তে, ব্রজহিতেপ্সুঃ ব্রজহিতং ব্যাপ্তুমিচ্ছুরসৌ বলভদ্রোঽতিস্পৃহয়া মহেচ্ছয়া পৃথগপি তত্তন্মিলনায় বন্ধুবর্গসংসর্গায় পরেদ্যবি পরদিবসে গৃহং গৃহং বভ্রামেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

তেষাং মিলনপ্রকারং বর্ণয়তি—গুরূনিতি। বলঃ পুরাবৎ গুরূন্ গুরুবর্গান্ তেষাং স্ত্রীশ্চ লঘূন্ কনিষ্ঠান্ সখীন্ মিত্রাণি মিলন্ কুশলাদি অপৃচ্ছৎ, তথা পূর্ব্বরূপেণ মিলস্তস্তং প্রতি কুশলাদি অপৃচ্ছন্; যতঃ সতাং নিজমাত্মীয়ং প্রতি একরূপা মতিঃ স্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

হইলে, ব্রজহিতাকাঙ্ক্ষী সেই বলদেব অত্যন্ত ইচ্ছার সহিত প্রত্যেক গৃহে পৃথক্ পৃথক্ হইলেও বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইবার জন্য পর দিবসে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

কিন্তু তথায় বলদেব পূর্ব্বের মত মিলিত হইয়া প্রথমে গুরুগণ, পরে গুরুপত্নীদিগকে, শেষে কনিষ্ঠদিগকে এবং তৎপরে মিত্রদিগকে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও সকলে পূর্ব্বের মত মিলিত হইয়া বলদেবের প্রতি কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কারণ আত্মীয়ের প্রতি সজ্জনদিগের মতি একই প্রকার হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

(ক) মীলন্। ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ।

বলস্তদাঽমূন্ বলয়ন্ ব্রজস্থান্
কৃষ্ণার্থমন্তঃক্ষপিতাত্মভোগান্।
বহিঃ পরং তৎপরিতোষহেতো-
র্গবাদিপালানবহদ্ঘনাশ্রু ॥ ৩৮ ॥

যথা চ স্বয়মাহ মহামুনিঃ—
"বিশ্রান্তং সুখমাসীনং পপ্রচ্ছুঃ পর্য্যুপাগতাঃ।
পৃষ্টাশ্চানাময়ং স্বেষু প্রেমগদ্গদয়া গিরা ॥
কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সংন্যস্তাখিলরাধসঃ" ॥ ইতি ॥৩৯॥

কিঞ্চ তদা মিলনানন্তরে অমূন্ ব্রজস্থান্ কৃষ্ণার্থং কৃষ্ণপ্রাপ্তয়ে তৎসন্তোষার্থং বা অন্তর্হৃদয়ে ক্ষপিত আত্মভোগো যেষাং তান্ বহিঃ পরং তস্য কৃষ্ণস্য পরিতোষহেতো র্গবাদীন্ পালয়ন্তি এবম্ভূতান্ কলয়ন্ অববুদ্ধ্যন্ ঘনাশ্রু অশ্রুধারামবহৎ ধারয়ামাস ॥ ৩৮ ॥

তত্র শ্রীভাগবতীয়প্রমাণং দর্শয়তি—যথাচেত্যাদি। পর্য্যুপাগতাঃ পরি সর্ব্বতো ভাবেন সমীপমাগতাঃ সন্তঃ অনাময়ং কুশলং, সংন্যস্তাখিলরাধসঃ সংন্যস্তা অখিলা রাধসো ভোগ-সাধনানি যেষাং তে ॥ ৩৯ ॥

মিলনের পর বলদেব ঐ সকল ব্রজবাসিলোকদিগকে জানিতে পারিলেন যে, উহারা কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য অথবা তদীয় সন্তোষ বর্দ্ধনার্থ হৃদয়ে আত্মভোগ ক্ষীণ করিয়া, কিন্তু বাহে কৃষ্ণ সন্তোষার্থ গবাদি পশুদিগকে পালন করিয়া থাকে। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি নেত্রযুগলে অশ্রুধারা ধারণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৫।৫) এইরূপ বলিয়াছেন। বলদেব বিশ্রাম করিয়া পরম সুখে আসনে আসীন হইলে, যাহারা কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের জন্য সমস্ত ভোগ সাধন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন সেই ব্রজবাসিগণ সর্ব্বতোভাবে সমীপে আসিয়া এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া আত্মীয়বর্গের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তত্র তস্মিন্ পৃচ্ছতি গুরূণামুত্তরং যথা ॥ ৪০ ॥

যৎ কংসো নিহতস্ততশ্চ সুহৃদস্তে যদ্বিমুক্তাস্তথা
সর্ব্বেঽমী কুশলং দধত্যথ যুবাং দুর্গং যদেতৈঃ শ্রিতৌ।
তস্মিন্ যচ্চ সুতাদিবৈভবযুতা যূয়ং রমধ্বে বয়ং
তন্মাত্রেণ শুভং গতাঃ কিমুত বস্তত্র স্মৃতিং সঙ্গতাঃ ॥৪১॥

লঘূনাং যথা—

অদ্য শ্বঃ সমিয়াদ্ভবদ্‌যুগলমিত্যেবং কৃতাশা বয়ং
হন্তাদ্যাবধি কালযাপকৃতিনঃ প্রাণান্ বহামশ্চিরম্।
এবং তেঽঙ্ঘ্রি-যুগং বিধৃত্য বৃণুমঃ সঙ্কর্ষণ! ত্বং ততঃ
কৃষ্ণঃ চানয় ন স্বয়ং চ নিতরাং যাহি ক্বচিৎ কর্হিচিৎ ॥৪২॥

ততঃ পরস্পরং ক আলাপো জাত ইত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—তত্রেতিগদ্যেন। তস্মিন্ বলে পৃচ্ছতি সতি ॥ ৪০ ॥

তেষামুত্তরবাক্যং বর্ণয়তি—যদিতি। সুহৃদো বসুদেবাদয় স্ততঃ কংসনাশাৎ অমী বসুদেবাদয় এতৈঃ সহ দুর্গং দ্বারকাং শ্রিতৌ সেবিতবন্তৌ, তস্মিন্ দুর্গে রমধ্বে দীব্যথ, তন্মাত্রেণ যুষ্মাকং রমণমাত্রেণ বয়ং মঙ্গলং প্রাপ্তাঃ কিমুত বো যুষ্মাকং তত্র রমণে স্মরণং সঙ্গতাঃ শুভং গতাঃ ॥ ৪১ ॥

তত্র কনিষ্ঠানামুত্তরং বর্ণয়তি—অদ্যেতি। ভবদ্‌যুগলং বলকৃষ্ণরূপং অদ্য শ্বঃ আগতদিনে

তথায় বলদেব জিজ্ঞাসা করিলে গুরুজনদিগের উত্তর বাক্য বর্ণিত হইতেছে। যথা:—শ্রীকৃষ্ণ যে, কংস বধ করিয়াছেন, তাহাতেই বসুদেবাদি সুহৃদ্বর্গকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছেন। ঐ কংসের নিধন বশতঃ এই সমস্ত বসুদেব-প্রভৃতি মঙ্গল লাভ করিয়াছেন। ইহাদের সহিত তোমরা দুই ভাই স্বর্গস্বরূপ দ্বারকা অবলম্বন করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা সেই দুর্গে পুত্রাদিরূপ বৈভবযুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছ। তোমাদের এইরূপ লীলমাত্রেই আমরা মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু তোমাদের বিষয় স্মরণ করিলে যে আমরা কিরূপ শুভলাভ করিব তাহা বলা যায় না ॥ ৪০—৪১ ॥

তথায় কনিষ্ঠদিগের উত্তরবাক্য যথা:—কৃষ্ণ বলরাম এই যুগল-মূর্ত্তি অদ্য

অথ সখীনাম্—

ত্বং কৃষ্ণশ্চ বল! ক্ব চাপি মিলথঃ প্রত্যেকমস্মাসু কিং
ত্বেকান্তে ন ততঃ সুখং প্রথমবৎ ক্রীড়াসু সজ্জামহে।
প্রাণান্ গাশ্চ পরং গতাগতদশামাসাদয়ামঃ স্বয়ং (ক)
শ্রীমংস্তৎ কুরু যেন পূর্ব্ববদমী জীবন্তি দীব্যন্তি চ ॥৪৩॥

এজং সমিয়াদিত্যেবং কৃতা আশা যেষাং তে বয়ং। হন্তেতি খেদে। অদ্যাবধি মথুরাপ্রস্থান-দিনাবধি কালযাপে কালক্ষেপণে কৃতিনো নিপুণাঃ সন্তশ্চিরং প্রাণান্ বহামো ধারয়ামঃ। হে সঙ্কর্ষণ! তে তব চরণযুগলং বিধৃত্য এবং বৃণুমঃ। ততো দ্বারকাতঃ কৃষ্ণং ত্বমানয় স্বয়ঞ্চ ক্বচিৎ কর্হিচিৎ নিতরাং তত্র ন যাহি ॥ ৪২ ॥

তত্র সখীনামুত্তরং বর্ণয়তি—ত্বমিতি। হে বল! ত্বং কৃষ্ণশ্চ ক্বচাপি অস্মাসু কিং প্রত্যেকং মিলথঃ, একান্তে নির্জ্জনে ক্রীড়াসু প্রথমবৎ মথুরাগমনাৎ পূর্ব্ববৎ সুখং কিং ন সজ্জামহে ন প্রাপ্নুমঃ, অধুনা বয়ং প্রাণান্ গাশ্চ গতাগতদশাং যাতায়াতাবস্থাং আসাদয়ামঃ প্রাপয়ামঃ, হে শ্রীমন্! স্বয়ং তৎ কুরু, যেনামী বয়ং গাশ্চ পূর্ব্ববজ্জীবন্তি ক্রীড়ন্তি চ ॥ ৪৩ ॥

অথবা আগামী কল্য, ব্রজে আগমন করিবে, আমরা সকলে এইরূপ আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু হায়! মথুরায় প্রস্থান করা অবধি নিপুনভাবে কালযাপন পূর্ব্বক, চিরকাল প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছি। হে বলরাম! আমরা তোমার চরণযুগল ধারণ করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি দ্বারকা হইতে কৃষ্ণকে আনয়ন কর, এবং নিজে একবারও কোন স্থানে যাইও না ॥ ৪২ ॥

অনন্তর সখাদিগের প্রত্যুত্তর বাক্য যথা:—হে বলদেব! তুমি এবং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মধ্যে কোনও লোকের নিকটে কি মিলিত হইবে? মথুরা গমনের পূর্ব্বের ন্যায় নির্জ্জনে যে সকল ক্রীড়া আছে, সেই সমস্ত ক্রীড়া-বিষয়ে পরম-সুখে আমরা কি আসক্ত হইব না? এক্ষণে আমরা আমাদের জীবন এবং ধেনু-দিগকে যাতায়াতের অবস্থা পাওয়াইতেছি। হে শ্রীমন্! যাহাতে এই ধেনুগণও আমরা পূর্ব্বের মত জীবিত থাকিতে পারি, এবং ক্রীড়া করিতে পারি, তুমি স্বয়ং তাহা সম্পাদন কর ॥ ৪৩ ॥

(ক) স্বীয়ম্। ইতি মাঃপাঠঃ।

অত্র চ শ্রীহরিবংশাদ্বিশেষো জ্ঞেয়ঃ—
"তমূচুঃ স্থবিরা গোপাঃ প্রিয়ং মধুরভাষিণম্।
রামং রময়তাং শ্রেষ্ঠং প্রবাসাৎ পুনরাগতম্" ॥ ইত্যাদৌ ॥
"স্বাগতং তে মহাভাগা"ইত্যারভ্য ॥
"দিষ্ট্যা তে নিহতা মল্লাঃ কংসশ্চ বিনিপাতিতঃ।
উগ্রসেনোঽভিষিক্তশ্চ মাহাত্ম্যেনানুজেন বৈ
সমুদ্রে চ শ্রুতোঽস্মাভিস্তিমিনা সহ বিগ্রহঃ।
গোমন্তে চ শ্রুতোঽস্মাভিঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ বিগ্রহঃ" ॥
ইত্যাদিকং মধ্যে প্রোচ্য প্রোক্তম্ ॥ ৪৪ ॥

অত্র প্রামাণ্যার্থং হরিবংশবিশেষোক্তিং বর্ণয়তি—তমূচুরিতি। স্থবিরা বৃদ্ধা মাহাত্ম্যেন মহান্ আত্মা স্বরূপাদি যস্য তস্য ভাব স্তেন অনুজেন কৃষ্ণেন। তিমিনা তিমিঃ শতযোজন-বিস্তৃতমৎস্য স্তেন তাৎপর্য্যাৎ শঙ্খাসুরেণ। গোমন্তে পর্ব্বতবিশেষে ॥ ৪৪ ॥

এই সম্বন্ধের প্রামাণ্য বিষয়ে শ্রীহরিবংশ হইতে বিশেষ বিবরণ অবগত হইবে। "আনন্দদায়কদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রিয় অথচ মধুরভাষী সেই বলরাম যখন বিদেশ হইতে আগমন করিলেন, তখন প্রাচীন গোপগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিল।" ইত্যাদি স্থলে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইবে। "হে মহাভাগ! তুমি সুখে আগমন করিতেছ ত?" এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া "সৌভাগ্য-ক্রমে তোমার কনিষ্ঠ মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্ব্বক মল্লদিগকে বধ করিয়াছেন। কংস-বধ করিয়াছেন, উগ্রসেনকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, এবং আমরা আরও শুনিয়াছি যে—(অর্থাৎ দ্বারকাপুরীতে) তোমার কনিষ্ঠ শতযোজন বিস্তৃত তিমি মৎস্যের (অর্থাৎ তাৎপর্য্যাধীন শঙ্খাসুরের) সহিত যুদ্ধ এবং গোমন্তনামক পর্ব্বতে নানাবিধ ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন।" মধ্য ভাগে ইত্যাদি বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

"প্রত্যুবাচ ততো রামঃ সর্ব্বাস্তানভিতঃ স্থিতান্।
যাদবেষ্বপি সর্ব্বেষু ভবন্তো মম বান্ধবাঃ" ॥ ইত্যাদি ॥৪৫॥

অথ কথকঃ স্বান্তশ্চিন্তয়ামাস। অত্র প্রবাসাৎ পুনরাগতমিত্যনেন চ তথা ভানং সূচয়িত্বা শ্রীকৃষ্ণং প্রতি তু কৈমুত্যমেবানীতং! "যাদবেষ্বপি সর্ব্বেষু" ইত্যাদৌ সপ্তমীনির্দ্দেশেন পুরুষেষু ক্ষত্রিয়ঃ শূর ইত্যত্র ক্ষত্রিয়েঽপি পুরুষত্ববত্ত্বেষ্বপি যাদবতা মতা। ভেদে তু মাথুরাঃ শ্রৌঘ্নেভ্য আঢ্যতরা ইতিবৎ পঞ্চম্যেব নির্দ্দিশ্যেত। তদেবমুপনন্দাদয় ইব পরে চ কেচন যদুবংশজা গম্যন্ত ইতি॥

তত স্তত্রোক্তং বলস্য প্রত্যুত্তরং বর্ণয়তি—প্রত্যুবাচেতি। অভিতশ্চতুঃপার্শ্বেষু স্থিতান্ ভবন্তো যাদবেভ্যো মম বান্ধবাঃ পরমমিত্রাণি ॥ ৪৫ ॥

অত্র কথকঃ শ্রীহরিবংশোক্তপদ্যমর্ম্মার্থং ব্যাকুর্ব্বন্ চিত্তে যচ্চিন্তিতবান্ তৎ কথয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন। গোপগ্রামস্য গোপসমূহস্য তথা পূর্ব্ববৎ ভাবরূপাদিকং কৈমুত্যমিবানীতমিতি তস্য গোপকুলোদ্ভবত্বাৎ সুতরাং তত্তৎসিদ্ধিঃ, তেষ্বপি গোপেষ্বপি যাদবতা যদুবংশভবতা ভেদে যাদবাৎ পৃথক্তে তদেবং এবঞ্চ সতি তাদৃশলঘুসম্ভাষণয়া তত্র গুরুষু বিনয়রূপয়া লঘুষু সস্নেহরূপয়া সখিষু হাস্যহস্তগ্রহণশস্ততয়া হাস্যহস্তগ্রহণে শস্তে প্রশস্তে যত্র তদ্ভাবতয়া

"অনন্তর বলরাম চারিদিকে অবস্থিত, সেই সমস্ত গোপদিগকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন যে, যে সমস্ত যদুবংশীয় ব্যক্তি আছে, তাহাদের অপেক্ষা আপনারাই আমার বান্ধব" ইত্যাদি ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর কথক নিজমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এস্থলে, "প্রবাস হইতে পুনরায় আগত" এই কথাদ্বারা শ্রীবলরামের এবং গোপসমূহের পূর্ব্বের মত রূপাদি নিরূপণ করিয়া, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কেবল কৈমুতিকভাব (অর্থাৎ কৃষ্ণের সম্বন্ধে কি আর ঐরূপ ভাবের কথা বলিতে হয়) এই তাৎপর্য্য আনীত হইয়াছিল। "যাদবেষ্বপি সর্ব্বেষু" অর্থাৎ সমস্ত যাদবদিগের মধ্যে, ইত্যাদি স্থলে সপ্তমী বিভক্তি নির্দ্দেশ করাতে "পুরুষেষু ক্ষত্রিয়ঃ শূরঃ" অর্থাৎ পুরুষদিগের

অথ স্পষ্টং চাচষ্ট—তদেবং তদ্দিনার্দ্ধং গুরুলঘুষু তাদৃশ-লঘুসম্ভাবণয়া সখিষু তু হাস্যহস্তগ্রহণশস্ততয়া সমাপ্য শ্রীব্রজেশ্বর-সদনং প্রাপ্য ভোজনাদিপূর্ব্বকং সভামবাপ্য স্বানুজ-বিজয়-কথাভিঃ সভাসৎসু মুদং নিধাপ্য তান্ বাহিরবহিঃ শ্রীব্রজেশ্বরী-মপ্যনুজ্ঞাপ্য শয়নলীলাং শীলয়ামাস ॥ ৪৬ ॥

সম্ভাষণয়া তদ্দিনার্দ্ধং সমাপ্য সভামবাপ্য সঙ্গস্য স্বানুজস্য কৃষ্ণস্য বিজয়কথাভি মুদং হর্ষং নিধাপ্য সংস্থাপ্য বহিঃস্থিতান্ তান্ অনুজ্ঞাপ্য অবহিরন্তঃপুরি শ্রীব্রজেশ্বরীমনুজ্ঞাপ্য শীলয়ামাস সম্পাদিতবান ॥ ৪৬ ॥

ক্ষত্রিয় বীর এইস্থানে পুরুষত্বের মত তাহাদের উপরেও যাদবভাব স্বীকৃত হইয়াছে। অভেদ স্বীকার না করিয়া যদি ভেদ স্বীকার করা যাইত, তাহা হইলে "মাথুরাঃ শ্রৌঘ্নেভ্য আঢ্যতরাঃ" অর্থাৎ মথুরা-দেশবাসী ব্যক্তিগণ শ্রুঘ্নদেশবাসী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিকতর ধনাঢ্য ইহার মত পঞ্চমী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিত। অতএব এইরূপে উপনন্দপ্রভৃতির মত অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি যদুবংশজাত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

অতঃপর স্পষ্টরূপে বলিতে লাগিল, এইরূপ ঘটিলে, সেই দিনের অর্দ্ধ ভাগ কেবল গুরুজনদিগের সহিত বিনয়রূপ সম্ভাষণে, কনিষ্ঠদিগের সহিত সস্নেহ সম্ভাষণে এবং বন্ধুগণের সহিত প্রশস্ত হাস্য এবং হস্ত ধারণপূর্ব্বক আলাপ করিয়া অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে শ্রীব্রজরাজের গৃহপ্রাপ্ত হইয়া ভোজনাদি কার্য্য সমাপন করিলেন। অবশেষে সভায় উপস্থিত হইয়া স্বকীয় কনিষ্ঠের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া সভাসদ্ ব্যক্তিগণের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক বহিঃস্থিত সেই সকল ব্যক্তিগণের এবং অন্তঃপুরস্থিত শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীর অনুমতি লইয়া শয়ন-লীলা সম্পাদন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

কিন্তু—

যদ্যপি গোপালানাং, বাসে রামঃ পুনর্বিচিক্রীড়।
তদপি স নান্তর্মুমুদে, কৃষ্ণশ্চক্ষুর্হি তস্য তেষাং চ ॥৪৭॥
প্রাতঃ সায়ং পরমিহ, ধেনুসমীক্ষাং সমাচরদ্রামঃ।
ন পুনরমূষাং চারণ, মনুজবিনাভাবনির্বিন্নঃ ॥ ৪৮ ॥

কথান্তরং তু প্রাতঃ কথয়িষ্যাম ইতি স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সমাপনমাহ স্ম ॥ ৪৯ ॥

নন্বু, ব্রজে একাকিতয়া রমমাণস্য রামস্য কিয়ৎসুখং জাতমিত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি—যদ্যপীতি। বাসে ব্রজে বিচিক্রীড় ক্রীড়িতবান্। স রামঃ অন্তশ্চিত্তে ন মুমুদে ন হৃষ্টবান্। হি যত স্তেষাং গোপালানাং তস্য রামস্য চ কৃষ্ণশ্চক্ষুর্নেত্রমন্ধো যথা নানাবিষয়ভোগং কুর্বন্নপি চিত্তে ন মোদতে তদ্বৎ ॥ ৪৭ ॥

রামস্য পূর্ব্বস্মাৎ কিঞ্চিদ্বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি—প্রাতরিতি। রাম ইহ ব্রজে প্রাতঃ সায়ংকালে চ পরং কেবলং ধেনূনাং সমীক্ষাং সমাচরৎ. পুনরমূষাং ধেনূনাং চারণং ন সমাচরৎ, তত্র হেতুঃ মনুজস্য কৃষ্ণস্য বিনাভাবো বিচ্ছেদ স্তেন নির্ব্বিন্নঃ খেদাতুরঃ ॥ ৪৮ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গং সমাধত্তে—কথান্তরমিতি—গদ্যেন ॥ ৪৯ ॥

কিন্তু অন্ধ যেমন নানাবিধ বিষয় ভোগ করিয়াও (দর্শনাভাবে) হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ বলরাম গোপগণের আবাসে পুনর্ব্বার ক্রীড়া করিলেন সত্য, তথাপি তিনি অন্তরে আনন্দ লাভ করিলেন না। তাহার কারণ, সেই সকল গোপদিগের এবং বলরামের শ্রীকৃষ্ণই চক্ষুঃস্বরূপ ছিলেন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে দুঃখিত হইয়া বলরাম সেই ব্রজে প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে কেবল ধেনুদিগকে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু আর গোচারণ-কার্য্যে ব্রতী হন নাই ॥ ৪৮ ॥

অন্যকথা আমরা প্রাতঃকালে বর্ণনা করিব, এই বলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠ সমাপন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

নাত্মানং যো বলং মেনে সর্ব্বপ্রাণমিমং বিনা।
সোঽয়ং ভগেনমাসজ্য ধিনুতে ত্বাং ব্রজেশ্বর ! ॥ ইতি ॥৫০॥

অথ শ্রীরাধামাধব-সদসি কথা, যথা স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—

যদা যাদবেন্দ্রঃ স্ব-ব্রজং ব্রজন্তং স্বাগ্রজং রামং (ক) প্রতি স্ব-প্রেয়সীর্ব্বিনা সর্ব্বেষামেব ব্রজজন্মনামিষ্টং সান্ত্বনমুপাদিষ্টবাং-স্তদা স খল্বিদং সাস্রমশ্রাবয়ৎ। হন্ত ! সন্ততং যাঃ সন্তপ্ততয়া লুপ্তপ্রাণা ইব শ্রূয়ন্তে তাঃ প্রতি কথমব্যথবন্ন কিঞ্চিৎ প্রথয়সীতি ॥ ৫১ ॥

সমাপনপ্রকারং লিখতি—নাত্মানমিতি। যো বলঃ সর্ব্বেষাং প্রাণমিমং কৃষ্ণং বিনা আত্মানং বলং ন মেনে। সোঽয়ং বল স্তমেনং কৃষ্ণং আসজ্য নিকটং সংগম্য হে ব্রজেশ্বর ! ত্বাং ধিনুতে প্রীণতি ॥ ৫০ ॥

অথ স্বয়ং কবিঃ রাত্রিকথাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে—অথেত্যাদিগদ্যেন। যাদবেন্দ্রঃ কৃষ্ণ ইষ্টমভিলষিতং সান্ত্বনমুপদিদেশ. স রামঃ সাস্রং সরোদনমশ্রাবয়ৎ শ্রাবিতবান্। হন্তেতি খেদে, লুপ্তপ্রাণা লুপ্তা অলক্ষিতাঃ প্রাণা যাসাং তা ইব শ্রূয়ন্তে, অব্যথবৎ ব্যথারহিতবৎ ন কিঞ্চিৎ প্রথয়সি বিস্তারেণ ন বদসীতি ॥ ৫১ ॥

যে বলরাম সকলের প্রাণতুল্য যে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত আপনাকে বলরাম বলিয়া বিবেচনা করেন নাই, সেই বলরাম সেই শ্রীকৃষ্ণের উপর আসক্ত হইয়া অথবা তাঁহাকে নিকটে উপস্থিত করিয়া হে ব্রজরাজ! আপনাকে প্রীত করিতেছে ॥ ৫০ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের সভাতে রাত্রিকালীন কথা উত্থাপিত হইতেছে। যথা :—স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিতে লাগিল। যৎকালে যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ নিজ ব্রজ গমনোদ্যত স্বীয় অগ্রজ বলরামের প্রতি কেবল নিজ প্রেয়সিগণ ব্যতীত ব্রজবাসী সকল ব্যক্তিদিগকেই সমুচিত সান্ত্বনা বাক্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎকালে বলরাম নিশ্চয়ই রোদন পূর্ব্বক ইহা শোনাইয়াছিলেন। হায় ! সর্ব্বদা যাহাদিগকে সন্তপ্তভাবে হত জীবনের মত শ্রবণ করিয়া থাকি, সেই সকল রমণীদের প্রতি কেন তুমি ব্যথা রহিতের মত কিছুই বলিতেছ না ॥ ৫১ ॥

(ক) রামমিতি আনন্দবৃন্দাবনগৌরপুস্তকে নাস্তি

অথ কঞ্জাক্ষঃ সমন্দাক্ষমুদ্ধবমুখমীক্ষতে স্ম, সতু চতুরঃ প্রোবাচ—ময়েদং নিবেদয়িতব্যমিতি ॥

অথ নিজগৃহে যান্তং রোহিণ্যঙ্গজাতমনুগত্য স্বগোকুল-গত্যবসরলব্ধযদুপত্যভিহিতপ্রতিপত্ত্যনুসারাদমূষাং তন্নিজ-প্রেয়সীরূপতাদিকং নিরূপয়ামাস, তস্মান্নিবৃত্ত্য চ স্বপ্রভুং নিবেদয়ামাস।

শ্রীমান্ সঙ্কর্ষণঃ খলু গত্বা তাসামুন্মাদধর্ষং দ্রক্ষ্যত্যেবেতি ময়া তত্র তত্ত্বং সূচিতমস্তি। যথা—চায়মমূষাং সান্ত্বনায় সম্পৎস্যতে, তথা নান্য ইতি সন্দেশহরতায়াং সদেশরূপঃ সএষ এবেতি ॥ ৫২ ॥

তদেবং নিশম্য শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। কঞ্জাক্ষঃ পদ্মলোচনঃ সমন্দাক্ষঃ সলজ্জং যথা স্যাৎ। সতূদ্ধবঃ ইদং রহস্যবৃত্তান্তং অথ অনন্তরং রোহিণ্যঙ্গজাতং রৌহিণেয়মনুগম্য স্বস্য গোকুলে যো গত্যবসরস্তেন লব্ধং যৎ যদুপত্যভিহিতং শ্রীকৃষ্ণকথিতং তস্য যা প্রতিপত্তিঃ স্ফূর্ত্তি স্তস্যানুসারাদমূষাং ব্রজগোপীনাং নিজপ্রেয়সীরূপতাদিকং তৎ প্রসিদ্ধং নিরূপয়ামাস। তস্মাৎ রামসকাশাৎ নিবৃত্ত্য স্বপ্রভুং শ্রীকৃষ্ণং নিবেদয়ামাস। নিবেদনপ্রকারং বর্ণয়তি—তাসাং ভবৎপ্রেয়সীনামুন্মাদধর্ষমুন্মাদেন হাস্যাদিপ্রাগল্ভ্যং তত্র ব্রজে তত্ত্বং প্রোষিতভর্ত্তৃকাদিলক্ষণং। অয়ং সঙ্কর্ষণঃ সম্পন্নো ভবিষ্যতি তথা নান্যোঽস্মদাদিরিতি। সন্দেশহরতায়াং দৌত্যকর্ম্মণি সদেশরূপো যোগ্যঃ সএব রামএব ॥ ৫২ ॥

তৎপরে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিতভাবে উদ্ধবের মুখ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সুচতুর উদ্ধব বলিয়াছিল, আমি এই রহস্য-বৃত্তান্ত নিবেদন করিব। অনন্তর রোহিণী নন্দন বলদেব যখন নিজগৃহে গমন করেন, তখন তাঁহার অনুগমন করিয়া, নিজের (উদ্ধবের) গোকুলে যাইবার অবসর ক্রমে যে শ্রীকৃষ্ণ বাক্য লব্ধ হইয়াছিল, তাহার স্ফূর্ত্তি অনুসারে ঐ সমস্ত ব্রজবাসিনী গোপীদিগের নিজ প্রেয়সীর মত প্রসিদ্ধ সেই সমস্ত রূপলাবণ্যাদি নিরূপণ করিয়াছিলেন। বলরামের নিকট হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ঐ বিষয় নিবেদন করা হয়। যথা :—শ্রীমান্ বলরাম নিশ্চয়ই ব্রজে গমন করিয়া আপনার সেই সমস্ত

অথ তচ্ছ্রীমুখগিরা স্বস্তিমুখং বিলিখ্য তস্মিন্ সমর্পিতবতা তেন মন্ত্রিবরেণ যথা সমুপদিষ্টং তদ্বদন্বিষ্টং বিধায় তৃতীয়েঽহ্নি স তৎপ্রেয়সীনামেকীভাবদেশমেব বিবেশ ॥ ৫৩ ॥

ততশ্চ—

বলমপি বত ! দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধ্নি শাটীমকৃষ্ট্বা
হসিতময়মিহাখ্যন্ যত্তু গোপালরামাঃ।
অহহ ! তমিমমাসাং ভাবমুন্মাদভাজাং
মনসি বিদধতুচ্চৈঃ প্রাণঘাতং প্রয়ামি ॥ ৫৪ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীমুখস্য গিরা বচনেন স্বস্তিমুখং পত্রং বিলিখ্য তস্মিন্ শ্রীরামে সমর্পিতবতা সমর্পকেন তেনোদ্ধবেন সমুপদিষ্টং নিগদিতং তদন্বিষ্টং কৃতানুসন্ধানং কৃত্বা স রাম স্তৎপ্রেয়সীনাং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াণাং একীভাবদেশমেকীভাবঃ সংমেলনং যত্র স চাসৌ দেশশ্চেতি তং বিবেশ প্রবিষ্টবান্ ॥ ৫৩ ॥

ততস্তাঃ শ্রীরামং দৃষ্ট্বা যদাচরন্ তদ্বর্ণয়তি—বলমপীতি। বতেতি খেদে, বলং দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধ্নি শাটীমকৃষ্ট্বা অনাকৃষ্য গোপালরামা হসিতময়ং হাস্যপ্রচুরং যথা স্যাত্তথা যত্তু আখ্যন্ কথয়ামাসুঃ,

প্রেয়সীদিগের উন্মাদদ্বারা হাস্যাদির প্রগল্‌ভতা দর্শন করিবেন, আমি ব্রজে ইহার তত্ত্ব (অর্থাৎ প্রোষিত-ভর্তৃকাদি লক্ষণ) পূর্ব্বেই সূচনা করিয়াছি। এবং আপনার প্রেয়সীদিগকে সান্ত্বনা করিতে এই বলরাম যেমন উপযুক্ত পাত্র হইবেন, এমন আর কেহই নহে। অতএব দৌত্য-কার্য্যে এই বলরামই কেবল যোগ্যব্যক্তি ॥ ৫২ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য এবং পত্র লিখিয়া সেই মন্ত্রিবর উদ্ধব বলরামের হস্তে সমর্পণ করেন। সমর্পণ কালে যে কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল; আবকল তাহার অনুসন্ধান করিয়া তৃতীয় দিবসে বলরাম, যে স্থানে কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ একত্র মিলিত হইয়া আছেন, সেই প্রদেশে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর হায়! বলদেবকে দর্শন করিয়াও শিরঃশাটী (মস্তকের শাড়ী) আকর্ষণ না করিয়া (ক) সমধিক হাস্যের সহিত গোপবধূগণ যাহা বলিয়াছিল,

---

(ক) বলরাম কৃষ্ণের অগ্রজ সুতরাং কৃষ্ণপত্নীগণের পক্ষে গুরুতর ব্যক্তি। তাঁহার নিকট কৃষ্ণপ্রিয়াগণের লজ্জাবশতঃ মস্তকে আবরণ থাকাই উচিত, তাহা যে হয় নাই ইহা কেবল কৃষ্ণবিরহে উন্মাদেরই চিহ্ন।

তত্র হাসমেবমপ্যুৎপ্রেক্ষামহে ॥ ৫৫ ॥

সঙ্কল্পং কৃতবান্ হরির্ব্রজমুপাগন্তুং ততস্তা ধৃতি-
প্রায়াং সোঽয়মুপাব্রজেদ্বলসখঃ স্রাগিত্থমূহাং গতাঃ।
প্রত্যাজগ্মুষি কেবলে বত ! বলে তত্রাদৃতাবপ্যমূ-
র্দুঃখেঽপ্যুচ্ছ্বসিতাদসুব্যসনিতাং স্বেষাং তদাসূসুচন্ ॥
॥ ইতি ॥ ৫৬ ॥

অহহেতি খেদে, উন্মাদভাজাং তাসাং তমিমং ভাবং মনসি বিদধৎ উচ্চৈরতিশয়েন প্রাণঘাতং প্রাণবিনাশং প্রয়ামি ॥ ৫৪ ॥

নমু, কান্তাগ্রজং দৃষ্ট্বা মহালজ্জাবতীনাং তাসাং হাসো মহানুচিতএব তত্র সমাদধতে—তত্রেতি গদ্যেন। উৎপ্রেক্ষামহে। তল্লক্ষণং যথা—অন্যথাবস্থিতং বস্তু অন্যথোৎপ্রেক্ষ্যতে যয়া। উৎপ্রেক্ষালঙ্কৃতিঃ সাহীতি। অন্যধর্ম্মসম্বন্ধিনিমিত্তেন অন্যস্যান্যতাদাত্ম্যে সম্ভাবনা উৎপ্রেক্ষেতি ফলিতার্থঃ ॥ ৫৫ ॥

তামুৎপ্রেক্ষাং বর্ণয়তি—সঙ্কল্পমিতি। হরির্ব্রজমুপাগন্তুং সঙ্কল্পং কৃতবান্, তত স্তাঃ প্রেয়স্যঃ বলঃ সখা যস্য সোঽয়ং স্রাক্ ঝটিতি উপাব্রজেৎ, ইত্থং ধৃতিপ্রায়াং ধৃতির্ধৈর্য্যং প্রায়া বহুলা যত্র তামূহাং বিতর্কং গতাঃ। বতেতি খেদে কেবলে বলে রামে প্রত্যাজগ্মুষি প্রত্যাগমনং কুর্ব্বতি সতি তত্র বলে আদৃতৌ গৌরবাদাদরবিষয়েঽপি অমূ স্তৎপ্রেয়স্যঃ উচ্ছ্বসিতাদুচ্ছ্বসিতাৎ স্বেষাম-সুব্যসনিতাং প্রাণপীড়ামসূসুচন্ সূচিতবত্যঃ ॥ ৫৬ ॥

হায়! উন্মাদিনী কৃষ্ণকামিনীগণের ঐ প্রকার ভাব মনে করিয়া একবারে আমার প্রাণনাশ হইতেছে ॥ ৫৪ ॥

তথায় আমরা হাস্যকেও উৎপ্রেক্ষা (ক) করিতেছি ॥ ৫৫ ॥

যথা :—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন। অনন্তর প্রেয়সীগণ, "বলরামের সখা শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র উপস্থিত হইতে পারেন," এইরূপ ধৈর্য্যপূর্ণ বিতর্ক করিয়াছিল। হায়! কেবল বলরাম প্রত্যাগমন করিলে, এবং তিনি গৌরব অপেক্ষা আদরের বিষয় হইলেও, ঐ সকল কৃষ্ণপ্রিয়াগণ দুঃখেও উচ্ছ্বাস অপেক্ষা কেবল আপনাদিগের প্রাণপীড়ার সূচনা করিয়াছিল ॥ ৫৬ ॥

(ক) উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের লক্ষণ এই। যথাঃ—অন্যপ্রকারে অবস্থিত বস্তুকে যাহাদ্বারা অন্যপ্রকার উৎপ্রেক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার নাম উৎপ্রেক্ষালঙ্কার।

তথাপি তাসাং তল্লালসা নালসা জাতেতি তেন সমং সম্বাদশ্চ সম্পন্নঃ ॥ ৫৭ ॥

তত্র লালসা নিদানং যথা--

উদ্ধবঃ খলু বিদূরসম্ভবস্তস্য তত্ত্বমপি নঃ স বেত্তি ন।
জন্মনাঘজয়িনা সহ স্থিতিঃ শ্রীবলঃ পুনরবৈতি সর্ব্বশঃ ॥ইতি॥৫৮॥

সম্বাদে ক্রমস্তু যথা—যত্র ব্রজং পরিত্যজ্য গোকুলকুল-চন্দ্রমসং রজ্যমানমনসং সম্ভাব্য সোৎপ্রাসস্মিতং তাবদাচখ্যুঃ ॥৫৯

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—তথাপীতিগদ্যেন। তথাপি কৃষ্ণস্যানাগমেঽপি তল্লালসা তস্মিন্ মহামনোরথঃ অলসা ন জাতা বিরতিং ন সংগতা ইতি হেতো স্তেন বলেন সহ সম্বাদঃ পরস্পরকথনং সম্পন্নঃ সিদ্ধোঽভূৎ ॥ ৫৭ ॥

তল্লালসাকারণং বর্ণয়তি—উদ্ধব ইতি। বিদূরে সম্ভব উৎপত্তি যস্য স, তস্য কৃষ্ণস্য নোঽস্মাকমপি তত্ত্বং স্বরূপং ন বেত্তি ন জানাতি,পুনরবধারণে, জন্মনা জন্মনা অঘজয়িনা কৃষ্ণেণ সহ স্থিতিরবস্থানং যস্য স শ্রীবলঃ সর্ব্বশোঽবৈতি জানাতি ॥ ৫৮ ॥

তাসাং সম্বাদে ক্রমং বর্ণয়তি—যত্রেতিগদ্যেন। গোকুলচন্দ্রমসং কৃষ্ণং রজ্যমানং স্বাসু আসজ্যমানং সম্ভাব্য সোৎপ্রাসস্মিতং সেঙ্গিতমন্দহাসসহিতং যথা স্যাত্তথা আচখ্যুঃ কথিতবত্যঃ ॥ ৫৯ ॥

তথাপি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আগমন না করিলেও শ্রীকৃষ্ণের উপরে গোপাঙ্গনাদিগের সমধিক বাসনার ঔদাসীন্য ঘটে নাই। এই কারণে বলরামের সহিত পরস্পর কথোপকথন সুসম্পন্ন হইয়াছিল ॥ ৫৭ ॥

বলরামের প্রতি লালসার কারণ এই যে, উদ্ধবের দূরদেশে জন্ম হইয়াছে। সুতরাং উদ্ধব, কৃষ্ণ এবং আমাদের তত্ত্ব নিশ্চয়ই জানিতে পারে না কিন্তু অঘাসুর-বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণের সহিত জন্মাবধি বলরামের অবস্থান এবং সংসর্গ, তাই তিনি সকল বিষয়ই অবগত আছেন ॥ ৫৮ ॥

গোপাঙ্গনাদিগের কথোপকথন বিষয়ে ক্রমদর্শিত হইতেছে। যথা :—যে ক্রমে ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া গোকুলচন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় নারীগণের উপর আসক্ত হইয়াছেন ভাবিয়া, ইঙ্গিত ও মন্দহাস্যেরসহিত গোপনীয়-বিষয় বলিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

কচ্চিৎ কৃষ্ণঃ সমন্তান্মুদমনুভবতি দ্বারকায়াং স্বপুর্য্যাম্ ॥ ইতি ॥

(পুনঃ সহাসমাচচক্ষিরে)

চিত্রং কিং তত্র যস্মান্নিখিলপুরজনীবল্লভঃ সৈষ একঃ ॥ ইতি ॥

(পুনঃ সপরামর্শমিব প্রোচুঃ)—

পৃচ্ছ্যং তাবৎপুরস্তাত্তদিদমহহ ! নঃ কিন্তু বন্ধূংস্তথা কিম্।
তাতং কিং বা কদাচিৎ ক্বচিদপি জননীং কিঞ্চিদধ্যেতি সদ্ম (ক)
॥ ইতি ॥

(পুনঃ সনির্বেদমূচুঃ)—

বন্ধূংস্তাতং কদাচিদ্যদি কিল জননীং স স্মরেদ্বা ন বেত্তি
প্রত্যাশায়াং বিকল্পঃ স্ফুরতি ননু তদা কা বরাকী স্মৃতির্নঃ।
হা ধিক্ ! চিত্তং পুরস্তাত্তদপি চ তদিদং প্রষ্টুমিচ্ছত্যবাধম্
কিং নঃ সেবানুচর্য্যাতিমহহ ! মহাবাহুরধ্যেতিপূর্ব্বাম্(খ) ॥৬০॥

তদাখ্যানং বর্ণয়তি—কচ্চিদিতি কচ্চিৎ প্রশ্নে, কৃষ্ণঃ স্বপুর্য্যাং দ্বারকায়াং সমন্তাৎ সর্ব্বতো-ভাবেন মুদং হর্ষমনুভবতি। পুনর্হাসেন সহিতং যথা স্যাৎ চিত্রমাশ্চর্য্যং কিং তত্র দ্বারকায়াং যস্মাৎ নিখিলপুরজনীবল্লভঃ সমগ্রপুরসীমন্তিনীকান্ত একঃ সৈষ ইতি। অহহেতি খেদে, পুরস্তাদ-গ্রে তদিদং তাবৎপৃচ্ছ্যং জিজ্ঞাস্যং নোঽস্মান্ কিমধ্যেতি স্মরতি, তথা বন্ধূন্ কদাচিৎ কিম্বা তাতং পিতরং ক্বচিদপি জননীং মাতরং কিঞ্চিদল্পং সদ্ম গৃহং। সনির্ব্বেদং সবিরাগং তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, শ্রীকৃষ্ণ নিজ রাজধানী দ্বারকায় কি সর্ব্বতোভাবে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন ? পুনর্ব্বার সহাস্যে বলিতে লাগিল, সেই দ্বারকায় আশ্চর্য্য কি ? কারণ; সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত পুরসীমন্তিনীদিগের কান্ত (পুনর্ব্বার তাহারা যেন পরামর্শ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল) হায় ! প্রথমে আমাদের এই জিজ্ঞাস্য, তিনি কি আমাদিগকে, কি বন্ধুদিগকে, কি কখন পিতাকে, কিম্বা কখন জননীকে, অথবা অল্পমাত্র নিজগৃহকে কি স্মরণ করিয়া থাকেন ?

(পুনর্ব্বার তাহারা বৈরাগ্যভাবে বলিতে লাগিল) সেই শ্রীকৃষ্ণ কখন কি

(ক) সদ্ম স্থলে রাম ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপাঠঃ

(খ) পূর্ব্বং ইতি মাণ্ডপাঠঃ।

ইতি তদ্বাহুমাধুর্য্যস্মরণেন ক্ষণকতিপয়ং বিমুহ্য পুনরূহ্যমান-চেতনাঃ শনৈরূচিরে ॥ ৬১ ॥

প্রসূ-তাতৌ ভ্রাতৃনহহ ! ভগিনার্য্যাতৃজমুখান্
গৃহাধ্যক্ষান্ হিত্বা স্বমনুভজমানা ন ইহ যঃ ॥
জহৌ ছিন্নপ্রেমা তদপি হৃদয়ং নস্তদনুগম্
(ক) কথং তাং তদ্বাণীং প্রভুবরবরাঙ্গা ন মনুতাম্ ॥ ৬২ ॥

বন্ধূনিতি। স কৃষ্ণঃ স্মরেদ্বা ন বেতি প্রত্যাশায়াং বিকল্পঃ স্মরণাস্মরণরূপঃ। নন্ু, তদা নোঽস্মাকং বরাকী তুচ্ছা স্মৃতিঃ কালযোগ্যা ইতি ভাবঃ। হা ধিক খেদে, পুরস্তাদগ্রে তদপিচ চিত্তমবাধং বাধরহিতং যথা স্যাত্তথা প্রষ্টুং ইচ্ছতি। অহহো ইতি খেদে, স মহাবাহু র্নোঽস্মাকং সেবানুচর্য্যা ভক্তিং সেবাচরণ, সমূহং পূর্ব্বং কিমধ্যেতি স্মরতি ॥ ৬০ ॥

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—ইতীত্যাদিগদ্যেন। উহ্যমানচেতনা বিতর্কবিষয়চিত্তাঃ সঙ্কল্পপাঠে সঙ্গমিতচিত্তাঃ সত্যঃ ঊচিরে উক্তবত্যঃ ॥ ৬১ ॥

তাসাং তদ্বাক্যং বর্ণয়তি—প্রসূতাতাবিতি। প্রসূ তাতৌ পিতরৌ মাতৃজমুখান্ পতিভ্রাতৃ-পুত্রপ্রভৃতীন্ গৃহাধ্যক্ষান্ গৃহস্বামিনঃ হিত্বা ত্যক্ত্বা স্বয়মনুভজমানান্ জনান্ যশ্ছিন্নপ্রেমা জহৌ

বন্ধুদিগকে, পিতাকে এবং জননাকে কি স্মরণ করেন ? অথবা স্মরণ করেন না ? এইরূপ প্রত্যাশায় স্মরণও অস্মরণরূপ বিকল্প উদিত হইতেছে। যদি এইরূপ ঘটে, তাহা হইলে আমাদের তুচ্ছ স্মৃতিকে কি হইবে, অর্থাৎ এইরূপ স্মৃতি যোগ্য নহে। হায় ! তাহা হইলেও প্রথমে সেই চিত্ত অবাধে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইতেছে। হায় ! সেই মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বের মত কি আমাদের নানাবিধ সেবানুষ্ঠান স্মরণ করিয়া থাকেন ? ॥ ৬০ ॥

এইরূপে তাঁহার বাহুর মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া কিয়ংক্ষণ মুগ্ধ হইয়া, পুনর্ব্বার তাহারা সতর্কচিত্তে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥

হায় ! পিতা মাতা ভাই, ভগিনী, পতির ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি গৃহস্বামীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং যাহারা তাঁহার ভজনা করিত হায় ! তিনি প্রেমের বিচ্ছেদ

(ক) অত্রায়মর্থঃ। ননু কল্যাণ্যো যুষ্মাভির্বৈতেতাদৃশার্ত্তিপ্রদং তস্মিন্ সৌহার্দ্দং কিমিতি কৃতং তাদৃশোক্তিশ্রুতিহেতুত্বাদিনাহঃ কথমিতি। তাং মধুরস্বরশিনয়শপথাদিসম্বলিতাং "ন পারয়েঽহং"মিত্যাদিলক্ষণামিতি। আ।

তত্র কাশ্চিদাচক্ষত—

অস্মাকং চেদ্দশাং স ব্যরচয়দমুকাং ধিক্ কথং তর্হি তস্য
শ্রদ্ধত্তে বাচমুচ্চৈরনিয়তমনসস্তাং পুরস্ত্রাজনশ্চ।

(ইতিবাগসমাপ্তাবন্যা ভণন্তি স্ম)—

যশ্চিত্রাং বেত্তি বাণীং কথয়িতুমতুলাং মাধুরীং সন্দধান-
স্তস্মিন্নম্ভোজনেত্রে স্মরবশগতয়া কা বশা বাস্তি ন স্ত্রী॥

॥ ইতি ॥ ৬৩ ॥

ত্যক্তবান্, তদাপি নোঽস্মাকং তদনুগং হৃদয়ং হে প্রভুবর! কথং তাঃ তদ্বাণীং নাথস্য বাক্যং ন মন্বতাম্॥ ৬২॥

তত্র কাসাঞ্চিদ্বাক্যং বর্ণয়তি—অস্মাকমিতি। চেদ্যদি সঃ অস্মাকমমুকাং বিরহদশাং ব্যরচয়ৎ, কথং তর্হি তস্য উচ্চৈরনিয়তমনসঃ কৃষ্ণস্য তাং বাচং শ্রদ্ধত্তে পুরস্ত্রীজনশ্চ শ্রদ্ধত্তে শ্রদ্ধাং কুরুতে॥

তত্রান্যাসাং বাক্যং বর্ণয়তি—য ইতি। যোঽতুলাংমাধুরীং সন্দধানশ্চিত্রাং বিচিত্রাং বাণীং

করত সেই সকল অনুরক্ত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাপি আমাদের হৃদয়, তাঁহার অনুগামী। হে প্রভুবর! বরবর্ণিনী কোন্ রমণী সেই নাথের বাক্যকে কেন না স্বীকার করিবে? ॥ ৬২ ॥

যদি শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এইরূপ বিরহদশা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, হায়! ধিক্ তাহা হইলে পুরবাসিনীস্ত্রীলোক সকল নিতান্ত অস্থিরচিত্তে সেই শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্য কেন শ্রদ্ধা করিবে? এইরূপে তাঁহার বাক্য সমাপ্ত না হইতেই অন্যান্য নারীগণ বলিতে লাগিল। যিনি অনুপমমাধুরী করিয়া বিচিত্র বাক্য প্রয়োগ করিতে জানেন, এমন কোন স্ত্রীলোকই নাই যে, সেই স্ত্রী সেই কমল-নেত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কামাধীন হইয়া বশীভূতা হয় নাই॥ ৬৩॥

তদেবং সতি।—

(ক) যা পশ্চাদাহ সর্ব্বাঃ স্বয়মুপদিশতী হন্ত! সাক্ষেপমস্যা বাণীং বাণায়মানাং হরিহরিতমিমা প্রাপয়ন্নস্মি মাং ধিক্। অস্মাকং তৎকথাভিঃ কিমিহ সুকথনং রচ্যতামন্তরা নঃ কালশ্চেত্তস্য যায়াৎ কথমথ বত! নস্তং বিনা যাতু নেতি॥৬৪॥

কথয়িতুং বেত্তি জানাতি, তস্মিন্ পদ্মনেত্রে কৃষ্ণে কা স্ত্রী স্মরবশগতয়া কন্দর্পাধীনতয়া বশা বশীভূতা নাস্তি॥ ৬৩॥

তাস্ত পুনর্যদাহ তদ্বর্ণয়তি-যেতি। যা অন্যা গোপী সর্ব্বাঃ সাক্ষেপমুপদিশতী সা স্বয়ং পশ্চাদাহ, হন্তেতি খেদে, অস্যা বাণায়মানাং শরইব প্রাণঘাতিনীং ইমাং বাণীং হরিহরি খেদে। জনান্ প্রাপয়ন্নস্মি অহং বর্ত্তে, তং মাং ধিক্। তাং বাণীং নির্দ্দিশতি—তৎকথাভিরস্মাকং কিং নোঽস্মাকমন্তরা মধ্যে ইহ সুকথনং তস্য কথয়াভিন্নঃ বচনং রচ্যতাং, তত্র হেতুং নির্দিশতি—তস্য কৃষ্ণস্য নোঽস্মান্ অন্তরা বিনা চেদ্যদি কালো যায়াৎ গচ্ছেৎ, বতেতি খেদে, তং কৃষ্ণং বিনা কথমস্মাকং কালো ন যাতু ন গচ্ছত্বিতি॥ ৬৪॥

এইরূপ ঘটিবার পর যে গোপীদিগকে তিরস্কার করিয়া উপদেশ দিতেছিল, সেই গোপী স্বয়ং পশ্চাৎ বলিতে লাগিল। হায়! আমি বাণের মত প্রাণঘাতিনী যাহার বাণী (হায়!) সকলকে প্রয়োগ করিতে ছিলাম, এক্ষণে আমার মত সেই পাপিষ্ঠাকে ধিক্! আমি যাহার বাক্য বলিতে ছিলাম, সেই বাক্য এইরূপ, যথাঃ—এক্ষণে তাঁহার সেই সকল কথায় কি হইবে। এক্ষণে আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য যে, ইহার মধ্যে তাহার কথা বাদ দিয়া অন্য কথার প্রসঙ্গ আনয়ন করা কর্ত্তব্য। তাহার কারণ এই যে, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণের কাল অতিবাহিত হইতে পারে, হায়! তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কেন আমাদের সময় অতিবাহিত হইবে না? ॥ ৬৪॥

(ক) অস্য মূলপ্রমাণপদ্যং যথা। কিং ন স্তৎকথয়া গোপ্যঃ কথাঃ কথয়তাপরাঃ। যাত্যস্মাভির্ব্বিনা কালো যদি তস্য তথৈব নঃ। আ।

ইতি যদপি নিজান্তর্দ্দারুণীকৃত্য তস্থু-
র্ব্ব্রজকুলমহিলাস্তা হন্ত ! বাঢ়ং তথাপি।
হসিত-গমন-জল্প-প্রেক্ষিতালিঙ্গিতানাং
স্মরণমনু মুরারেঃ রোরুদামাসুরাশু ॥ ৬৫ ॥

অথ সঙ্কর্ষণঃ পরমকরুণয়া লম্ভিতবেত্র ইব বাষ্পধারাভি-ররুণনেত্রঃ ক্ষণকতিপয়ং কর্ত্তব্যমূঢ়তামূঢ়বান্ ॥

পুনশ্চ স বাৎসল্যসম্বোধনমুদ্রয়া তাসাং তত্তন্নিবেদনশ্লাঘয়া সানুতাপতদাগমনবিলম্বকারণনানোপদ্রবসূচনয়া যুষ্মাকমীদৃ-শার্ত্তিশ্রবণেন স তু মহান্তং মোহং প্রাপ্স্যতীতি বিভীষিকয়া চ নানানুনয়কোবিদস্তাদিদমুবাচ— ॥ ৬৬ ॥

অত্র কথকো বর্ণয়তি—ইতীতি। হন্তেতি খেদে. ইত্যেবং প্রকারেণ যদপি ব্রজকুলমহিলা নিজান্তর্নিজচিত্তং দারুণীকৃত্য কঠিনীকৃত্য তস্থু স্তথাপি মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হসিতঞ্চ গমনঞ্চ জল্প আলাপশ্চ প্রেক্ষিতং দর্শনঞ্চ আলিঙ্গিতমালিঙ্গনঞ্চ তেষাং স্মরণং চিন্তনমনু আশু শীঘ্রং রোরুদামাসুঃ পুনঃপুনারুদিতবত্যঃ ॥ ৬৫ ॥

তদেবং তাসাং তদ্দুরন্তভাবং দৃষ্ট্বা শ্রীসঙ্কর্ষণো যদাচরত্তদ্বর্ণয়তি—অথেত্যাদিগদ্যেন ; সঙ্কর্ষণঃ পরমকরুণয়া ক্ষণকতিপয়ং লম্ভিতং স্তম্ভিতং যদ্বেত্রং তদেব জড়ভাবেন কর্ত্তব্য-মূঢ়তাং কর্ত্তব্যে অক্ষমতামূঢ়বান্ ধারয়ামাস। পুনশ্চ তদিদমুবাচেত্যন্বয়ঃ। কথনপ্রকারং বর্ণয়তি—বাৎসল্যেন যা সম্বোধনমুদ্রা অম্বেত্যাদিরূপা তয়া তাসাং তত্তন্নিবেদনে যা শ্লাঘা প্রশংসা তয়া অনুতাপেন সহ বর্ত্তমানো যস্তস্যাগমনে বিলম্ব স্তস্য কারণং তচ্চ তন্নানোপদ্রব-

এই বিষয়ে কথক বলিতে লাগিল, হায় ! যদাপি ব্রজকুলাঙ্গনাসকল নিজ হৃদয় অত্যন্ত কঠিন করিয়াছিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের হাস্য, গমন, আলাপ, দর্শন এবং আলিঙ্গন স্মরণ করিয়া শীঘ্র বারংবার রোদন করিতে লাগিল ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর বলদেব অত্যন্ত দয়ার সহিত, স্তম্ভিতনেত্রের মত জড়ভাবে অশ্রু-প্রবাহে রক্তবর্ণচক্ষে কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। পুনরায় তিনি বাৎসল্যপূর্ণ সম্বোধন চিহ্নদ্বারা সেই সকল নারীদিগকে তত্তৎবিষয় নিবেদন করাতে প্রশংসা লাভ করিলেন। কিন্তু অনুতাপের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আগমনবিষয়ে বিলম্বের কারণ এবং নানাপ্রকার উৎপাত সূচনাদ্বারা তোমাদের এইরূপ মানসিকপীড়া

যুষ্মাসু বৎসলতয়াহমিহাস্মি বাল্যাৎ
কৃষ্ণো যথা কিল তথাত্র করোমি সত্যম্ ।
হন্ত ! স্নুষা হৃদয়মস্য মম স্বহৃদ্বৈ-
রর্চ্চির্ভিরুদ্ধততমৈর্ব্বত মাস্ম দগ্ধে ॥ ৬৭ ॥

জানন্নেব নিজানুজস্য হৃদয়ং প্রত্যাব্রজং শ্রীব্রজং
বিদ্বানেব চ তৎপ্রগাঢ়মভিতঃ সান্ত্বেন যুষ্মান্ ব্রুবে ।
ঔদাসীন্যমবেৎস্যমস্য যদি বা তত্তন্ন কর্ত্তুং তদা ।
ক্ষন্তা স্যামথ নালপেয়মপি হৃৎপ্রীণীত তস্মিন্ন মে ॥ ৬৮ ॥

সূচনা চেতি তয়া ঈদৃশী যা আর্ত্তি র্মনঃপীড়া তস্যাঃ শ্রবণেন সতু মমানুজো মহামোহং প্রাপ্স্যতীতি বিভীষিকয়া ভয়প্রদর্শনেনেচ নানানুনয়েষু কোবিদো নিপুণঃ ॥ ৬৬ ॥

তস্য সবাৎসল্যমনুনয়বাক্যং বর্ণয়তি—যুষ্মাস্বিতি । যথা কৃষ্ণে বাল্যাৎ বাল্যাবধি বৎসলতয়া উপলক্ষিতোঽহমস্মি তথাত্র যুষ্মাসু অস্মি, অত্র সত্যং শপথং করোমি, হন্তেতিখেদে, হে স্নুষা মৎকনিষ্ঠবধ্বঃ মম স্বহৃদ্যোরুদ্ধততমৈরত্যুচ্চৈরর্চ্চির্ভিরস্য মৎকনিষ্ঠস্য হৃদয়ং মাস্ম দগ্ধে দাহং মা কুরুত ॥ ৬৭ ॥

তাসু স্বাভিপ্রায়ং যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি— জানন্নেবেতি । নিজানুজস্য কৃষ্ণস্য হৃদয়মভিপ্রায়ং জানন্নেব শ্রীব্রজমহং প্রত্যাব্রজং প্রত্যাগচ্ছং, তত্তস্য হৃদয়ং প্রগাঢ়ং সুদৃঢ়ং যথা স্যাত্তথা অভিতো বিদ্বান্নেবাহং সান্ত্বেন সান্ত্বনারূপেণ যুষ্মান্ ব্রুবে, যদি অস্য নিজানুজস্য ঔদাসীন্য-

শ্রবণ করিলে সেই শ্রীকৃষ্ণ সাতিশয় মোহপ্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ বিভীষিকাদ্বারা বিবিধ বিনয়পণ্ডিত সেই বলরাম এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥৬৬।

আমি যেরূপ বাল্যাবধি কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের উপর স্নেহপরতন্ত্র হইয়া আছি, সেইরূপ এই তোমাদের উপরেও আমার প্রগাঢ় স্নেহ আছে। আমি এই বিষয়ে শপথ করিতেছি। হায়! হে কনিষ্ঠভ্রাতৃবধূগণ! আমার স্বকীয় হৃদয়স্থিত নিতান্ত প্রবল স্ফুলিঙ্গরাশিদ্বারা আমার কনিষ্ঠের হৃদয় দগ্ধ করিও না ॥ ৬৭॥

আমি নিজকনিষ্ঠের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াই এই শ্রীব্রজে আগমন করিয়াছি। আমি তাঁহার হৃদয় দৃঢ়রূপে ও সর্ব্বতোভাবে জানিয়াই সান্ত্বনা বাক্যদ্বারা তোমাদিগকে বলিতেছি। আমি যদি নিজ কনিষ্ঠের ঔদাসীন্য অবগত

ভ্রাতাসৌ মম বৈরিণামপি গতিং শুভ্রাং দদাতি স্বয়ম্
সোঽয়ং হন্ত! পরিত্যজেদহহ! বঃ প্রত্যেমি নৈতদ্বচঃ।
যা যূয়ং বত! লোকধর্ম্মপরতাং তৎকামনাদৌজ্ঝত
স্বৈরং গেহমনূজ্ঝ্য দেহমপি হা! দ্রাগুজ্ঝিতুং বাঞ্ছথ ॥ ৬৯ ॥

মুদাসীনতামেবেৎসমনগতমকরবম্ তত্তন্নকর্ত্তুং ন ক্ষন্তা স্যাং ন ক্ষান্তো ভবেয়ম্ তথা নালপেয়ং আলাপং ন করোমি, তথা তস্মিন্ কৃষ্ণে মে মম সচ্চিত্তং ন প্রীণীত প্রীতো ন ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥

ননু, মহাশয়স্য তস্য হৃদয়ং ভবান্ নৈব জানাতি তত্রাহ—অসৌ সম্প্রতি দ্বারকাদিস্থঃ বৈরিণাং শত্রূণামপি শুভ্রাং মুক্তিলক্ষণাং গতিং দদাতি, স্বয়ং সোঽয়ং হন্তাহহপদদ্বয়ং খেদে, যো যুষ্মান্ পরিত্যজেৎ, এতদ্বচঃ পরিত্যাগবচনং নৈব প্রত্যেমি যথার্থতয়া ন স্বীকরোমি, তত্র হেতু-বিশেষং নির্দিশতি—বতেতি। বতেতি খেদে, যা যূয়ং তৎকামনা তস্মিন্মনোরথাৎ লোকধর্ম্ম-পরতামৌজ্ঝত ত্যক্তবত্যঃ, স্বৈরং স্বেচ্ছয়া গেহমনূজ্ঝ্য অবিতর্ক্য হেতি খেদে, দেহমপি দ্রাক্ ঝটিতি উজ্ঝিতুং ত্যক্তুং যূয়ং বাঞ্ছথ ॥ ৬৯ ॥

হইতাম, তাহা হইলে তত্তৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে ক্ষান্ত হইতাম না; এবং আলাপও করিতাম না। এবং সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হইত না ॥ ৮ ॥

সেই ভ্রাতা দ্বারকাদি স্থানে থাকিয়া (অন্যের কথা দূরে থাক,) শত্রুদিগকেও শুভগতি অর্থাৎ মুক্তিদান করিতেছেন, হায়! হায়! তিনি স্বয়ং যে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন, তোমাদিগের এই পরিত্যাগ বাক্য আমি যথার্থরূপে স্বীকার করিতে পারি না। তাহার কারণ এই, হায়! তোমরা সেই শ্রীকৃষ্ণের কামনা করিয়া লোকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ, এবং স্বেচ্ছাক্রমে গৃহের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অবিলম্বে দেহপরিত্যাগ করিতেও তোমরা ইচ্ছা করিতেছ ॥৬৯॥

যুষ্মাকং গুণতস্তথা পরবশঃ কংসারিরাস্তে যথা
মাং জ্যায়াংসমপি প্রসত্তিবিধয়ে প্রাস্থাপয়দ্বঃ প্রতি।
সন্দেশাস্ত ইমে বিভান্তি রচিতাস্তেন স্বয়ং যত্র বঃ
সৌখ্যং ভাবি তদস্তু তস্য ভবিতা সন্দেষ্টুরপ্যাগতিঃ ॥ ৭০ ॥

তথাত্র স্বস্তিমুখশ্চায়ং সুখদো ভবিতা।

যথা।—

প্রস্থানাবসরে যদেব বহুলং প্রস্থাপিতং বাচিকং
প্রত্যায়াতিময়ং ততশ্চ্যববশাৎপ্রাহৈষমপ্যুদ্ধবম্।
হা! ধিক্ তত্র চ বিঘ্নানিঘ্নদশয়া শঙ্কা তু সঙ্কর্ষণম্
সন্দিশ্য প্রহিণোমি কিন্তু মম ধার্ষ্ট্যদ্ধিয়া লজ্জতে ॥৭১॥

ময়াসহ সখ্যতয়া তস্য হৃদয়বেদনং ন দুষ্করমিতি বেদয়তি—যুষ্মাকমিতি। যুষ্মাকং গুণতঃ কংসারি স্তথাপরবশ স্তাদৃগধীন আস্তে, তথা পরবশত্বং বর্ণয়তি—যথা জ্যায়াংসং জ্যেষ্ঠমপি মাং প্রসত্তিবিধয়ে যুষ্মান্ প্রসন্নতাং কর্ত্তুং বো যুষ্মান্ প্রাস্থাপয়ৎ। তেন কৃষ্ণেন রচিত স্ত ইমে সন্দেশাঃ স্বয়ং ভান্তি রাজন্তে, যত্র সন্দেশে বো যুষ্মাকং সৌখ্যং ভাবি ভবিষ্যতি, তৎ অস্তু সন্দেশকর্ত্তু স্তথাপি অত্রাগতি র্ভবিতা ॥ ৭০ ॥

স্বস্তিমুখঃ পত্রঃ সুখদো ভবিতা তৎস্বস্তিমুখং বাচয়তি—প্রস্থানাবসরে যদেব বহুলং বাচিকং পত্রং প্রস্থাপিতং বাচিকং প্রত্যায়াতিমুখং প্রত্যাগমনে প্রত্যায়াতিপ্রচুরং ততশ্চ্যবশাৎ যষ্ঠ্যাঃ স্থানে তসিঃ। তস্য বাচিকস্য বিঘটনাৎ উদ্ধবমপি প্রাহৈষং নিয়োজিতবান্

অধিক কি বলিব, কংসহন্তা শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের গুণে এরূপ বশীভূত হইয়া আছেন যে, আমি জ্যেষ্ঠ হইলেও তিনি আমাকে তোমাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য, তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে সকল বাক্য আদেশ করিয়াছেন, এই সেই সকল আদেশ বাক্য শোভা পাইতেছে। ঐ আদেশবাক্যে তোমাদের সুখ হইবে। তাহা নাই হৌক আদেশকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের এইস্থানে শুভাগমন হইবে ॥ ৭০ ॥

অনন্তর এই বিষয়ে এই পত্রখানিও তোমাদের সুখদায়ক হইবে। যথা—প্রস্থান কালে আমি যে সকল বহুতর আদেশবাক্য প্রেরণ করিয়াছিলাম, সেই

আত্মানং যদি বা মৃষা রচিতবান্ ধিক্ কিন্তরামুদ্ধবং
সাধূনাং পরমং তথা বিরচয়াম্যাস্তাং চ তত্তদ্বত।
স্বজ্যায়াংসমহো! মহামহিমযুগ্ বিখ্যাতিমেতং কথং
তাদৃক্ষং রচয়ানি তেন দয়িতা! মদ্বাচিকং নান্যথা॥ ৭২॥

তত্র বিঘ্ননিঘ্নদশয়া বিঘ্নায়ত্তদশয়া অবশ্যয়া শঙ্কাং শঙ্কাবিশিষ্টঃ সঙ্কর্ষণঃ সন্দিশ্য প্রাহিণোমি প্রেষয়ামি, কিন্তু মম ধীর্বুদ্ধি যুষ্মদ্ধিয়া যুষ্মাকং চিন্তয়া কথং ভবতীনাং সান্ত্বনা ভবেদিতি লজ্জতে॥ ৭১॥

তত্র স্বদার্ঢ্যং বর্ণয়তি—আত্মানমিতি। বা শব্দঃ কটাক্ষে, যদ্যাত্মানং মিথ্যারূপেণ রচিতবান্ তদা তং ধিক্, তথা সাধূনাং পরমমুদ্ধবং কিন্তরাং ধিক্ বদেতি খেদে, তথা বিরচয়ামি মৃষা কল্পয়ামি, তচ্চাস্তাং, অহো! মহামহিমযুগ্ বিখ্যাতিং মহামহত্ত্বেন প্রসিদ্ধং স্বজ্যায়াংসং স্বজ্যেষ্ঠমেতং শ্রীসঙ্কর্ষণং কথং তাদৃক্ষং মিথ্যাভিশংষিণং রচয়ানি, তেন হেতুনা হে দয়িতাঃ! প্রিয়া! মদ্বাচিকং অন্যথা ন মৃষ্যা ন অপিতু সত্যমেব॥ ৭২॥

সকল বাক্য প্রত্যাগমনের কথায় পরিপূর্ণ ছিল। তৎপরে সেই আদেশবাক্য বলিবার জন্য চররূপে আমি উদ্ধবকেও প্রেরণ করিয়াছি। হায়! ধিক্! তদ্বিষয়ে বিঘ্নপূর্ণ দশাকে অবশ্যম্ভাবিনী বোধ করিয়া, বলদেবকে উপদেশ দিয়া প্রেরণ করিতেছি। কিন্তু আমার বুদ্ধি তোমাদের বুদ্ধিদ্বারা (কিরূপে তোমাদের সান্ত্বনা হইবে, তাহাতেই) লজ্জিত হইতেছে॥ ৭১॥

অথবা যদি আমি আপনাকে মিথ্যাবাদী করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে ধিক্! কিন্তু হায়! সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে কিরূপে আমি মিথ্যাবাদী করিতে পারি। হায়! সে কথাও এখন থাক। কিন্তু যিনি মহামহিমশালী বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সেই মদীয় অগ্রজ শ্রীবলদেবকেও কিরূপে মিথ্যাবাদী করিতে পারি। অতএব হে প্রেয়সীগণ! আমার বাক্য কখন অন্যথা অর্থাৎ মিথ্যা হইবার নহে॥ ৭২॥

যুষ্মৎসন্নিধিমাবসামি যদহং তত্র প্রমাণং মিথঃ
স্ফূর্ত্তিঃ স্যাদুভয়ত্র তর্হ্যপি ন চেৎ পূর্ত্তির্দ্বয়ানামপি।
শৈঘ্র্যাদুৎকমনা নিহত্য সুহৃদাং শত্রূন্ সতামপ্যসৌ
সপ্তাষ্টানবশিষ্টতামিব গতানস্ম্যাব্রজন্ গোব্রজম্ ॥
ইতি ॥ ৭৩ ॥

এবমেবোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।—
"সন্দেশৈঃ সামমধুরৈঃ প্রেমগর্ভৈরগর্ব্বিতৈঃ।
রামেণাশ্বাসিতা গোপ্যঃ কৃষ্ণস্যাতিমনোহরৈঃ" ॥ইতি ॥৭৪
শ্রীভাগবতেঽপ্যেতদেব সঙ্ক্ষিপ্যাহ।—"সন্দেশৈর্হৃদয়-ঙ্গমৈ"রিতি ॥ ৭৫ ॥

ততশ্চ কলিতং বর্ণয়তি—যুষ্মদিতি। যদ্যস্মাদহং যুষ্মৎসন্নিধিমাবসামি, তত্র প্রমাণং মিথঃ পরস্পরস্য স্ফূর্ত্তিঃ স্যাৎ, উভয়ত্র ব্রজে দ্বারকায়ামপি পূর্ত্তির্দ্বয়ানামপি দ্বয়ানাং তর্হ্যপি পূর্ত্তি র্ন ভবেৎ। ননু, কেবলং ন স্ফূর্ত্ত্যা অস্মাকং সান্ত্বনা নৈব স্যাত্তত্রাহ—শৈঘ্র্যাৎ উৎকমনা উৎকণ্ঠিতং মনো যস্য সঃ, সতাং সুহৃদাং শত্রূন্নিহত্য অসৌ কৃষ্ণোঽহং শত্রূণাং সপ্তাষ্টানবশিষ্টতামিব গতান্ গোব্রজং গোকুলং আব্রজন্ আগংস্যমানং ভূতকালপ্রত্যয়ঃ, আগমিষ্যামি ॥ ৭৩ ॥

অত্র প্রমাণত্বেন শ্রীবিষ্ণুপুরাণপদামুত্থাপয়তি—সন্দেশৈরিতি। সুগমম্ ॥ ৭৪ ॥

অত্র শ্রীভাগবতসম্মতত্বং দর্শয়তি—শ্রীভাগবতেঽপীত্যাদিনা ॥ ৭৫ ॥

কারণ আমি তোমাদের সন্নিধানেই বাস করিয়া রহিয়াছি। সেই বিষয়ে প্রমাণ এই যে, ব্রজ এবং দ্বারকায় এই দুই স্থানেই পরস্পরের স্ফূর্ত্তি হইতেছে। নচেৎ তাহা হইলে, দুই বস্তুর পূরণ হইত না। দেখ, শীঘ্রতাবশতঃ আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, আমি এক্ষণে সাধু সুহৃদ্বর্গের শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া যেন অবশিষ্ট সাত আট দিনের মধ্যে গোকুলে আগমন করিব ॥ ৭৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এইরূপবাক্য উক্ত হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ প্রেম-পূর্ণ গর্ব্বশূন্য এবং অতীব মনোহর সান্ত্বনাময় মধুর আদেশবাক্যদ্বারা বলরাম গোপীদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও (১০।৬৫।১৬) ঐরূপ বাক্য সংক্ষেপ করিয়া উক্ত হইয়াছে।

তাস্তু তদেবমাকর্ণ্য তৎপ্রভাবেণ মধ্যে মধ্যে লব্ধমিব কৃষ্ণং নির্ব্বর্ণ্য দিনান্তরে লজ্জাসজ্জন্মানসাঃ সজ্জনীদ্বারা তদিদং নিবেদয়ামাসুঃ। তদা ভবদ্বচনং নিজানুজানয়নরচনং প্রতীমঃ।

যদি ভবন্নিমিত্তমদ্যাবধি রক্ষিতকৌমারযোগাঃ সম্যগবধীরিতভোগা রোগাক্তদেহা ইব গেহান্তরেব বর্ত্তমানাঃ কাশ্চিদস্মৎসঙ্গিনীস্তম্বঙ্গীরঙ্গীকুরুথ। তাশ্চাস্মাকং সন্নিধাবেব নিধায় স্বানুজমানেতুং গচ্ছথেতি ॥ ১৬ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তা স্ত্বিতি। তাঃ কৃষ্ণপ্রেয়স্যঃ তদেবং শ্রুত্বা তৎপ্রভাবেণ লেখনপ্রভাবেণ নির্ব্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা লজ্জয়া সজ্জৎ সম্মিলন্মানসং যাসাং তাঃ সজ্জনীদ্বারা উত্তমসীমন্তিনীদ্বারা, নিবেদনপ্রকারং বর্ণয়তি—তদেত্যাদিনা। নিজানুজস্য কৃষ্ণস্য যদানয়নরচনং যত্র তদ্ভবদ্বচনং প্রতীমঃ প্রত্যয়ং কুর্ম্মঃ। যদি কাশ্চিদস্মৎসঙ্গিনী স্তম্বঙ্গীরঙ্গীকুরুথেত্যন্বয়ঃ। তাঃ পরিচায়য়ন্তি ভবন্নিমিত্তং রক্ষিতাঃ কৌমারযোগাঃ কৌমারাবস্থা যাসাং তাঃ, সম্যগবধীরিতভোগা সম্যক ত্যক্তো ভোগো যাসাং তাঃ. রোগাক্তদেহাঃ রোগেণাক্তো ম্রক্ষিতো দেহো যাসাং তাঃ তা ইব গৃহমধ্যে বর্ত্তমানাঃ। সন্নিধৌ নিকট এব নিধায় স্থাপয়িত্বা গচ্ছথেতি গৌরবাৎ বহুবচনম্। ১৬ ॥

যথা :—"মনোহর আদেশ বাক্যদ্বারা গোপীগণকে বলরাম সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

সেই সকল রমণী এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লিখনের মাহাত্ম্যে মধ্যে মধ্যে যেন কৃষ্ণকে লাভ করা হইয়াছে দেখিয়া, অন্যদিবসে লজ্জাকুল চিত্তে উত্তম রমণীদ্বারা এইরূপ তাহারা নিবেদন করিল। তোমার নিমিত্ত অদ্যাবধি যাহারা কৌমার দশা রক্ষা করিয়াছে, যাহারা সম্পূর্ণরূপে সুখভোগ বিসর্জ্জন দিয়াছে, এবং যাহাদের দেহ রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গৃহের মধ্যে বর্ত্তমান আছে; যদি তুমি সেই সকল ক্ষীণাঙ্গী আমাদের সহচরীদিগকে স্বীকার কর, তাহা হইলে যে বাক্যে নিজ কনিষ্ঠের আনয়ন বার্ত্তা উক্ত হইয়াছে; মহাশয়ের সেই বাক্য আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। এবং সেই সমস্ত নারীদিগকে আমাদের নিকটে রাখিয়া আপনি আপনার কনিষ্ঠকে আনয়ন করিতে গমন করুন। ১৬ ॥

অথ রামঃ সাভ্যুপগমমাহ স্ম ।—সম্প্রত্যকৃত্যমপি তদিদং ভবতীনাং সান্ত্বনং বিদন্তঃ কথঞ্চিদ্‌যদ্যপি করবাম। তথাপি গুর্ব্বনুজ্ঞাগমনুজ্ঞাতুং কাময়ামহে ॥ ৭৭ ॥

তাসু কাশ্চিৎ পুনশ্চ তথা নিবেদয়ন্তি স্ম ।—গুরবশ্চ তে জাতমস্মাকমন্যত্র পরিণয়কলঙ্কমপি শঙ্কমানাঃ সম্প্রতি নঃ কায়বচোমনঃসু কৃষ্ণমাত্রতৃষ্ণানির্ব্বন্ধমন্দোহয়া সম্ভাব্যসীদন্মনসঃ সন্তি। তদর্থং তু সুতরামেব ভবন্তমর্থয়িষ্যন্তে ॥ ৭৮ ॥

তদেবমবগম্য রামো যদাহ তত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। সাভ্যুপগমং সাঙ্গীকারং যথা স্যাত্তথা তদিদং ভবতীনাং সান্ত্বনং বিদন্তোঽকৃত্যমপি যদ্যপি করবাম তথাপি গুর্ব্বনুজ্ঞাং গুরূণামনুমতিং অনুজ্ঞাতুং বোদ্ধুং কাময়ামহে বহুত্বেন শ্রীকৃষ্ণং সংগৃহ্নাতি ॥ ৭৭ ॥

তদেবং গুর্ব্বনুজ্ঞাপ্রাপ্তিকামনাং শ্রুত্বা তাসু প্রেয়সীষু মধ্যে কাশ্চিদ্‌যথা নিবেদিতবত্যস্তদ্বর্ণয়তি—তাস্বিতিগদ্যেন। তে গুরবশ্চ অন্যত্র গোপেষু জাতং পরিণয়কলঙ্কং বিবাহকলঙ্কমপি শঙ্কমানাঃ সম্প্রত্যধুনা নোঽস্মাকং কায়বচোমনঃসু কৃষ্ণমাত্রে যা তৃষ্ণা তস্যা নির্ব্বন্ধং গাঢ়তাং অমন্দোহয়া আচারেণ সম্ভাব্যসীদৎ অবসাদং প্রাপ্নুবন্মনো যেষাং তে সন্তি। তদর্থং শ্রীকৃষ্ণানয়নার্থং অর্থয়িষ্যন্তে যাচনাং করিষ্যন্তি, বর্ত্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লৃট্ ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর বলরাম তাহাদের বাক্য সাভ্যুপগম অর্থাৎ (ক) তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া বলিতে লাগিলেন। সম্প্রতি আপনাদিগকে এইরূপে সান্ত্বনা করিতে হইবে, ইহা জানিতে পারিয়াও যদাপি আমরা অকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলেও আমরা গুরুদিগের অনুমতি লইতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৭৭ ॥

গুরুজনদিগের অনুমতি কামনা শ্রবণ করিয়া সেই সকল প্রেয়সীদিগের মধ্যে কতিপয় রমণী সেইরূপ নিবেদন করিল। সেই সকল গুরুগণ অন্যান্য গোপদিগের সহিত আমাদের যে বিবাহ-কলঙ্ক ঘটিয়াছে, তাহা আশঙ্কা করিয়াও এক্ষণে আমাদের কায়মনোবাক্যে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপর যে গাঢ়

(ক) অভ্যুপগম শব্দে তর্ক স্থানে আপাততঃ স্বীকার বুঝায়। ইহা সাঙ্খ্যদর্শনের "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্রের ভাষ্যে বিবৃত আছে। প্রথমাধ্যায়ের ৯১ সূত্রের ভাষ্য শেষে "ঈশ্বরাভ্যুপগমেতু" এই বাক্যেই তাহা পরিস্ফুট হয়।

অথ তথানুমত্য মত্যতিশয়বতি তস্মিন্ ব্রজেশবাসমাসন্নে রাধিকাদিকাস্তু কাশ্চিদুত্তরসাধিকা বিধায় তদ্বিধানায় শ্রীব্রজ-পুরপুরন্ধ্রীশ্বরীমুররীকৃত্য গুরূনপি তদর্থমর্থয়িতুমনুবর্ত্তয়ামাসুঃ। তে চ (ক) কঞ্চিদ্দ্বারীকৃত্য তৎকৃত্যং যযাচিরে॥ ৭৯॥

অথ তত্র চাম্রেড়িতবশাদসাবিদং নিবেদয়ামাস। যদ্যপি সম্প্রতি নসাম্প্রাতং তথাপি যথাজ্ঞাপরমমঙ্গলাচরণানাং

তত স্তাসাং কার্য্যান্তরং বর্ণয়তি—অথ তথেত্যাদিগদ্যেন। তথা অনুমত্য তাসাং প্রার্থনে অনুমতিং দত্ত্বা মত্যতিশয়বতি মতে বুদ্ধেরতিশয়বিশিষ্টে তস্মিন্ সঙ্কর্ষণে ব্রজেশবাসমাসন্নে ব্রজরাজালয়ং প্রাপ্তে রাধিকাদিকাঃ কর্ম্মভূতাঃ উত্তরসাধিকা অভীষ্টসাধিকা বিধায় তদ্বিধানায় সঙ্কর্ষণেন রক্ষিতকৌমারযোগানাং তাসাং স্বীকরণায় ব্রজরাজ্ঞীমুররীকৃত্য আশ্রয়ঃ কৃত্বা তদর্থং তাসাং সঙ্কর্ষণেন স্বীকারার্থং অর্থয়িতুং অনুবর্ত্তয়ামাসুঃ। তেচ গুরবো দ্বারীকৃত্য দূতবিশেষং দ্বারং কৃত্বা তৎকৃত্যং তাসাং স্বীকাররূপং সঙ্কর্ষণং যযাচিরে॥ ৭৯॥

তদ্যাচনং নিশম্য স যদকরোত্তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। আম্রেড়িতং দ্বিস্ত্রিরুক্তং তস্য বশাৎ অসৌ সঙ্কর্ষণ ইদং নিবেদিতবান্, নসাম্প্রতং নযোগ্যং পরমমঙ্গলমাচরণং যেষাং শ্রীচরণানাং

বাসনা আছে, আমাদের ব্যবহারে তাহা জানিতে পারিয়া বিষণ্ণচিত্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই আপনাকে প্রার্থনা করিবেন॥ ৭৮॥

অনন্তর সেই সমধিক বুদ্ধিশালী বলরাম তদ্বিষয়ে অনুমতি দিয়া ব্রজরাজের ভবনে গমন করিলে, রাধিকাপ্রভৃতি রমণীগণ কতিপয় নারীকে অভীষ্টসাধিকা করিয়া বলরাম যাহাদের কৌমারদশা রক্ষা করিয়াছেন, তাহাদিগকে স্বীকার করিবার জন্য শ্রীব্রজপুরীর পতি,পুত্র,নারীগণের ঈশ্বরী ব্রজরাজ্ঞীকে আশ্রয় করতঃ বলরাম যাহাতে তাহাদিগকে স্বীকার করেন, তাহার নিমিত্ত তাহারা গুরুজনদিগেরও অনুগমন করিল। সেই সকল গুরুজনও কোন এক দূতবিশেষদ্বারা সেই কার্য্য অর্থাৎ বলরাম যাহাতে স্বীকার করেন, তাহার জন্য বলরামের নিকট প্রার্থনা করিলেন॥ ৭৯॥

তৎপরে তাহাদের দুই তিনবার বলাতে বলদেব নিবেদন করিলেন। যদ্যপি

(ক) কিঙ্কিদ্দ্বারীকৃত্য। ইত্যানন্দপাঠঃ।

শ্রীচরণানাং কিন্তু ভ্রাতুরাগমনপর্ব্ব যাবন্ন পর্ব্বপূর্ব্বকমঙ্গীকুর্ম্মঃ। অথ তেঽপি পরমমানন্দং বিন্দমানাস্তদেবানুমুমুদিরে ॥৮০॥

অথ রামশ্চ তাঃ সর্ব্বা গান্ধর্ব্ববিধিনা সন্দধানঃ শ্রীমদ্ভাণ্ডীর-বনখণ্ডমুত্তরেণ বামে ক্বচিদেকান্তরামে স্বীচকার। যত্র চ যমুনাখ্যা সা স্রবন্তী বিদূরে স্রবন্তী সহস্রধা সিস্রাবয়িষতা তেন জাতধর্ষা তস্য সন্নিকর্ষায় কর্ষমুবাহ। ততো ব্রজতট-নিকটং সঙ্গতয়া তয়া ব্রজজনশ্চ হর্ষং বব্রাজ। কৃষ্যমাণা তু যমুনা তং তুষ্টাবেতি ॥ ৮১ ॥

ভ্রাতুঃ কৃষ্ণস্য আগমনপর্ব্ব আগমনোৎসবং পর্ব্বপূর্ব্বকং মহোৎসবপূর্ব্বকং যাবৎ ন অঙ্গীকুর্ম্মঃ। তেঽপি গুরবোঽনুমুমুদিরে ॥ ৮০ ॥

নন্বেবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীনাং তাদৃশপ্রার্থনালঙ্ঘনং কৃতং স্যাত্তত্তু ন যুক্তং তত্রাহ অথেত্যাদি-গদ্যেন। সন্দধানোঽঙ্গীকুর্ব্বন্ শ্রীমদ্ভাণ্ডীরবনখণ্ডমুত্তরেণ "এনপাদ্বিতীয়া চে"তি ষষ্ঠীস্থানে দ্বিতীয়া। রামে রমণীয়ে একান্তরামে নির্জ্জনে স্বীচকার। স্রবন্তী বিদূরে স্রবন্তী প্রবাহরূপেণ বহন্তী সহস্রধা সিস্রাবয়িষতা সহস্রপ্রকারঃ কারয়িতুমিচ্ছতা তেন রামেণ জাতধর্ষা জাত-প্রগল্ভা মহাবেগবতী সতী তস্য রামস্য সন্নিকর্ষায় নৈকট্যায় আকর্ষং তেনাকর্ষণমুবাহ প্রাপ। ততো হেতো স্তয়া যমুনয়া ব্রজজনশ্চকারাৎ সরামশ্চ হর্ষং বব্রাজ জগাম। কৃষ্যমাণা যমুনা তং রামমস্তৌৎ ॥ ৮১ ॥

এক্ষণে তাহা উপযুক্ত নহে, তথাপি পরম মঙ্গল বিধাতা পূজ্যপাদদিগের (আপনাদের) যেরূপ আজ্ঞা। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ভ্রাতার আগমনোৎসব ঘটে, তাবৎ কাল আমি মহোৎসবের সহিত এই কার্য্য স্বীকার করিতে পারি না। অনন্তর সেই সমস্ত গুরুগণও পরম আনন্দ লাভ করিয়া সেই বাক্যেরই অনুমোদন করিলেন ॥ ৮০ ॥

অনন্তর বলরাম সেই সমস্ত নারীদিগকে গান্ধর্ব্ববিধানানুসারে (ক) অঙ্গীকার করিয়া মনোহর ভাণ্ডীর বনের উত্তরে, রমণীয় কোন এক নির্জ্জনস্থানে তাহাদিগকে বিবাহ করিলেন। সেই স্থানে যমুনা-নদী দূরে প্রবাহিত হইতেছিল। যখন বলরাম তাহাকে সহস্র প্রকারে বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত করিতে ইচ্ছা

(ক) "গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ" পরস্পরের মনে মনে সঙ্ঘটন হইলে যে বিবাহ হয় তাহার নাম গান্ধর্ব্ব-বিবাহ।

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠং প্রতি কথায়াং সখ্যঃ পপ্রচ্ছুঃ—যমুনা খলু দ্বারকা-পতিং পতিমাসাদ্য দ্বারকাং গতা। সেয়ং কা ? ॥৮২॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—

সংজ্ঞায়া ইব তস্যাশ্ছায়া পয়োনিধিজায়া তৎপ্রতিনিধিতয়া তৎপ্রবাহমধিতিষ্ঠতি। তথা চাকৃষ্টাং যমুনাং প্রতি রামবচনং হরিবংশে—

"এষ তে সুভ্রু ! সন্দেশঃ কথিতঃ সাগরাঙ্গনে !" ॥ইতি॥৮৩

ততো যদ্বৃত্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি—অথেতিগদ্যেন। সখ্যঃ শ্রীললিতাদয়ঃ, দ্বারকাপতিং শ্রীকৃষ্ণং সম্প্রাপ্য সেয়ং কেতি ॥ ৮২ ॥

তং প্রশ্নং নিশম্য স্নিগ্ধকণ্ঠো যদবোচত্তদ্বর্ণয়তি—সজ্ঞায়া ইবেতি। সজ্ঞা সূর্য্যস্য পত্নী তস্যা শ্ছায়া ইব তস্যা যমুনায়াশ্ছায়া সমুদ্রপত্নী তৎপ্রতিনিধিতয়া তস্যাঃ সমুদ্রপত্ন্যাঃ প্রতিনিধিতয়া তৎপ্রবাহমধিতিষ্ঠতি আশ্রয়তে। তস্যাঃ সমুদ্রপত্নীত্বং দ্যোতয়তি—তথা চেতি। সুভ্রু ইতি সম্বোধনং। সাগরাঙ্গনে সমুদ্রজায়ে ॥ ৮৩ ॥

করেন, তখন সেই বলরামের সহিত যমুনা-নদীর প্রগল্‌ভতা জন্মে। পরে মহা বেগে বলরামের নিকটবর্ত্তিনী হইবার জন্য বলরামকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইল (ক) সেই কারণে যমুনানদী ব্রজতটের নিকটে আসিলে বলদেব এবং ব্রজবাসী লোকসকল আনন্দিত হইল। যমুনা বলরামকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া বলরামকে স্তব করিতে লাগিল ॥ ৮১ ॥

অনন্তর ললিতাপ্রভৃতি সখীগণ কথার মধ্যে স্নিগ্ধকণ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল। যমুনা নিশ্চয়ই দ্বারকাপতিকে পতি পাইয়া দ্বারকায় গমন করিয়াছে। তবে এই নদী কে ? ॥ ৮২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিল, ছায়া যেরূপ সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার প্রতিনিধি, সেইরূপ এই সমুদ্রপত্নী যমুনার প্রতিনিধি অর্থাৎ তৎসদৃশী নদী। সুতরাং এই নদী এক্ষণে যমুনার প্রতিনিধিরূপে তাহার প্রবাহ অবলম্বন করিতেছে। হরিবংশে আকৃষ্টা যমুনার প্রতি বলদেবের যেরূপ বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দর্শিত হইতেছে,

(ক) বলরাম লাঙ্গলাগ্রদ্বারা দূর প্রবাহিতা যমুনাকে নিকটে আকর্ষণ করেন। এই কথা ভাগবত ১০।৬৫।২৫—৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

অথ কথকঃ স্বমনস্যেবং বিবিবে—

তদিদং তাবদস্তু। তদেবমেব। শ্রীভাগবতপ্রস্তুতং বস্তুতত্ত্বমজানন্নেকস্তু নির্ব্বিবেকগণঃ সমনন্তরপ্রস্তূয়মানসমানশব্দমাত্রতস্তয়োর্ভ্রাত্রোর্গোষ্ঠগতকলত্রাণ্যভিন্নান্যেব প্রলপিষ্যতি, যাঃ খলু শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্যস্তাদৃগুন্মাদবশ্যতয়া ভ্রশ্যন্মতয়োঽপি

নমু, গোপীশব্দঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীষু প্রযুক্তঃ শ্রূয়তে, কথং তাসু রামস্য রতির্জাতা ইত্যাশঙ্ক্য মনসি যদ্বিবেচিতবান্ কথক স্তদ্বর্ণয়তি—তদিদমিত্যাদিগদ্যেন। বস্তুতত্ত্বং যথার্থসিদ্ধান্তং, নির্ব্বিবেকগণো বিবেচনারহিতো জনসমূহঃ, সমনন্তরপ্রস্তূয়মানশব্দমাত্রতঃ সমাভেদেন প্রস্তূয়-

---

যথা :—"হে সুভ্রু! হে সাগরপত্নি! এই তোমার প্রতি আদেশ বাক্য ইত্যাদি ॥ ৮৩ ॥

অনন্তর কথক আপনার মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিবার কারণ এই, গোপীশব্দ কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অদ্য তাহাদের উপরে বলরামের কেন রতি জন্মিল, তাহাতেই কথকের চিন্তা। প্রথমে এই বিষয় এক্ষণে থাক। অতএব এই প্রকারেই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে (১০।৬৫) যেরূপ বস্তু সিদ্ধান্ত প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা জানিতে না পারিয়া কোন কোন বিবেক বিহীন লোকগণ এ বিষয়ে প্রলাপ করিয়াও থাকিবে তাহার কারণ এই, যে সময় ভেদে সমান অর্থাৎ একাকার গোপীশব্দই প্রস্তাবিত হইয়া থাকে। সেই একমাত্র গোপীশব্দে কৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভ্রাতার ব্রজস্থিত রমণীদিগকে অভিন্ন বা সাধারণ (ক) বলিয়াই ঐ বিবেক বিহীনগণ ধারণা করে।

(এস্থলে গ্রন্থকারের মীমাংসা যথা—) যে সকল কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ

(ক) ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৬৫ অধ্যায়ে বলরামের ব্রজাগমনে ৯ শ্লোকে "গোপ্যো হসন্ত্যঃ পপ্রচ্ছুঃ" গোপীগণ হাস্যপূর্ব্বক কৃষ্ণ-বৃত্তান্ত বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আবার ১৭ শ্লোকে "রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্" ভগবান্ বলরাম নিশাকালে গোপীগণের রতি জন্মাইয়া বিহার করেন। এই উভয় স্থলে একাকার গোপীশব্দ দেখিয়া মূর্খলোকের ভ্রম হয় যে, কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীর সহিত বলরাম বিহার করেন। ইহাই গ্রন্থকারের আশঙ্কার কারণ। তাহা নিজেই সমাধান করিয়াছেন। রাধা যশোদা সকলেই গোপীশব্দে উল্লিখিত আছে। কেহ পত্নী কেহ মাতা। কেহ রামপত্নী কেহ কৃষ্ণপ্রিয়া। ইহাই বুঝিতে হইবে।

"কচ্চিদাস্তে" ইত্যনেন লব্ধপ্রামাণ্যাবস্থেন শ্রীভাগবতস্থেন স্বীয়বদ্যেন পদ্যেন শ্রীকৃষ্ণস্য সুখাদেব তদীয়হিতবর্গসুখাদেব চ নিজসুখং শ্রাবিতবত্যঃ ॥ (ক)

যাশ্চ "অপি বা স্মরতে" ইত্যর্দ্ধপদ্যেন স্বকর্ত্তৃক-প্রাক্তনতদীয়সেবায়াস্তৎকর্ত্তৃকস্মরণমাত্রেণ কৃতকৃত্যতাং বিভাবিতবত্যঃ ॥ (খ)

যাশ্চ "মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্" ইতি পদ্যেন সম্প্রতি তদর্থং মাত্রাদিকমপি ত্যক্ততয়া বিখ্যাপিতবত্যঃ ॥ (গ)

মানঃ শব্দঃ গোপীরূপ স্তন্মাত্রত স্তয়োর্ভ্রাতোঃ কৃষ্ণরাময়োঃ গোষ্ঠগতকলত্রাণি রজগতরমণী-রভিন্নান সাধারণাস্থেব প্রলপিষ্যতি। ত্রশ্চন্মতয়ঃ অবশ্র সিতবুদ্ধয়োঽপি লব্ধপ্রামাণ্যাবস্থেন লব্ধপ্রামাণ্যে অবস্থা অবস্থানং যস্য তেন, স্বীয়ো বদো বাদবিষয়ো যেন পদ্যেন তদীয়হিত-বর্গসুখাদেব কৃষ্ণসম্বন্ধী যো হিতবর্গ স্তস্য সুখাদেবচ নিজানাং কৃষ্ণপ্রেয়সীরূপাণাং নিজসুখং শ্রাবিতবত্যঃ শ্রাবয়মাসুঃ (ক)। অপি বেত্যর্দ্ধপদ্যেনেতি। "অপি বা স্মরতে ঽস্মাকমনুসেবাং মহাভুজ" ইতি স্বকর্ত্তৃকায়াঃ প্রাক্তনতদীয়সেবায়া স্তৎকর্ত্তৃকস্মরণমাত্রং স কৃষ্ণঃ কর্ত্তা যত্র তচ্চ তৎ-স্মরণঞ্চেতি তন্মাত্রেণ কৃতার্থতাং বিভাবিতবত্যঃ প্রকাশয়ামাসুঃ (খ)। মাতরমিতিপদ্যেনেতি, "মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বসৄরপি। যদর্থে জহিম দাশার্হ! দুস্ত্যজান্ স্বজনান্

উন্মাদ-দশাগ্রস্ত এবং ভ্রান্তমতি হইয়াও বলদেবকে বলিয়াছিলেন যে (ভা, ১০।৬৫।৯) "পুরস্ত্রী জনবল্লভ কৃষ্ণ সুখে আছেন ত?" এই ভাগবতীয় পদ্যদ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই গোপীগণের "স্বীয়বৎ" আত্মার তুল্য এবং কৃষ্ণের এবং তাহার বন্ধুবর্গের সুখে গোপীদিগের সুখ। এই বিষয় বলরামকে গোপীগণ শ্রবণ করাইয়া ছিলেন। (ক)

যে সকল কৃষ্ণ প্রেয়সীগণ (ভা, ১০।৬৫।১০) বলদেবকে বলিয়াছিলেন যে, "সেই মহাভুজ কৃষ্ণ কি আমাদিগের আনুগত্য সেবা স্মরণ করেন।" এস্থলে "নিজের অনুষ্ঠিত পূর্ব্ব সেবাকে কৃষ্ণ স্মরণ করিলেই গোপীগণ কৃতকৃত্য" এই অর্দ্ধ পদ্যদ্বারা ইহাই তাহারা প্রকাশ করিয়াছেন। (খ)

যে সকল কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ (ভা, ১০।৬৫।১১) বলদেবকে বলিয়াছিলেন,

তচ্চ স্বয়ং সর্ব্বজ্যায়সে তস্মা এব তজ্জ্যায়সে নিবেদ্য স্বেষাং তদেকনিষ্ঠতাং প্রতিষ্ঠাপিতবত্যঃ ॥ (ঘ)

যশ্চ "তা ন সদ্যঃ পরিত্যজ্য" ইতি পদ্যার্দ্ধেন স্বেষাং তস্মিন্ সৌহৃদ্যমনুচ্ছিদ্যমানং বিজ্ঞাপিতবত্যঃ (ঙ)

তত্র চ কথং নু তাদৃশং ইতি পদ্যার্দ্ধেন স্বীয়ভাবাতিরেকস্য তদেকপরতাকৈমুত্যায় স্ত্র্যন্তরভাবমপি প্রমাপিতবত্যঃ (চ)

যাশ্চ "কথং নু গৃহ্নন্তী"তি পদ্যার্দ্ধান্তরেণ তস্যানবস্থিত-

প্রভো" ইতি (গ—ঘ)। স্বেষাং প্রেয়সীরূপাণাং তস্মিন কৃষ্ণে অনুচ্ছিদ্যমানং প্রবাহবদ্বর্ত্তমানং সৌহৃদ্যং বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ (ঙ)। কথং স্বিতি পদ্যার্দ্ধেনেতি,কথং নু তাদৃশং স্ত্রীভির্ন শ্রদ্ধীয়েত ভাষিত-মিতি স্বীয়ভাবাতিরেকস্য স্বকীয়ভাবস্য যোঽতিরেকোঽত্যতিশয় স্তস্য তদেকপরতা কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা তস্যাঃ কৈমুত্যায় স্ত্র্যন্তরভাবং অন্যরমণীজনভাবমপি প্রমাপয়ামাসুঃ (চ)। কথং নু গৃহ্ণন্তীতি,

"কৃষ্ণ কি মাতা পিতা ও ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করেন।" এইস্থলে এই পদ্যদ্বারা গোপীগণ দেখাইলেন যে, জননীপ্রভৃতিকেও সেজন্য ত্যাগ করিলেন। (গ)

গোপীগণ হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ অথচ কৃষ্ণেরও জ্যেষ্ঠ সেই বলরামকে গোপীগণ এই সকল কথা নিবেদন করিয়া "আমরা একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠ" ইহাই প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। (ঘ)

যে সকল কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ (ভা, ১০,৬৫।১২) বলদেবকে বলিলেন "কৃষ্ণ সেই সকল আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্নেহবন্ধন ছেদন করিয়া গমন করিয়াছেন।" এই পদ্যার্দ্ধদ্বারা গোপীগণ বিজ্ঞাপিত করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্নেহচ্ছেদন করিয়াও আমাদের স্নেহ তাঁহার উপর কখনই উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে পারেনা। (ঙ)

যেসকল কৃষ্ণ প্রেয়সীগণ বলরামকে বলিলেন (ভা, ১০।৬৫ ১২) "শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল পূর্ব্ববাক্যে স্ত্রীগণ কেননা বিশ্বাস করিবে।" এই পদার্দ্ধদ্বারা গোপীগণ প্রমাণ করিলেন যে, একান্ত কৃষ্ণের উপরেই আমাদের অতিশয় ভাব বর্ত্তমান আছে, তাহা আর বলিয়া কি হইবে। তিনি অন্য স্ত্রীগত হইতে পারেন, কিন্তু আমরা অন্য পতিগত হইতে পারিব না। (চ)

যে সকল কৃষ্ণপ্রেয়সী বলরামকে বলিয়াছিলেন (ভা ১০।৬৫।১৩) "সেই অস্থির চিত্ত কৃতঘ্নের বাক্য কিরূপে বিদুষী পুরস্ত্রীগণ গ্রহণ

মনস্তাং কৃতঘাতিতাবস্থামপি স্থাপিতাং বিধায় স্বেষাং তদব্যভিচারিচরিত্রতাং নিশ্চিতবত্যঃ ॥ (ছ)

তত্র চ যা "গৃহ্ণন্তীতি" পদ্যার্দ্ধান্তরেণ স্বেষাং তদেকহৃতচিত্ততাং সূচিতবত্যঃ ॥ (জ)

যাশ্চ "কিং নস্তৎকথয়া" ইত্যুক্ত্যা মহাতদ্বিরহাসহিষ্ণুতাযুক্ত্যা স্বমনঃকঠিনীকরণায় প্রবৃত্তপ্রায়তয়া ব্যবসিতবত্যঃ ॥ (ঝ)

পদ্যার্দ্ধান্তরেণেতি, "কথং নু গৃহ্ণন্ত্যনবস্থিতাত্মনো বচঃ কৃতঘ্নস্য বুধাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ" ইতি তস্যানবস্থিতমনস্তাং অনবস্থিতং চঞ্চলং মনো যস্য তস্য ভাব স্তাং কৃতঘাতিতাবস্থাং কৃতঘ্নতাবস্থামপি স্থাপিতাং নিবেশিতাং কৃত্বা তদব্যভিচারিচারিত্রতাং তস্মিন্ কৃষ্ণে অব্যভিচারি নিশ্চলং চারিত্রং যস্য তদ্ভাবতাং নিশ্চয়ং কারয়ামাসুঃ (ছ)। গৃহ্ণন্তীতি পদ্যার্দ্ধান্তরেণেতি, "গৃহ্ণন্তি বৈচিত্রকথস্য সুন্দর স্মিতাবলোকোচ্ছ্বসিতস্মরাতুরা" ইতি। তৎপ্রেয়সীরূপাণাং তেনৈকেন কৃষ্ণেন হৃতং চিত্তং যেষাং তেষাং ভাব স্তাং (জ)। কিং ন স্তৎকথয়েতি, "কিং ন স্তৎকথয়া গোপ্যঃ কথাঃ কথয়তা-

---

করিবে" এই শ্লোকার্দ্ধদ্বারা তাঁহার চিত্তের অব্যবস্থা এবং কৃতঘ্নভাবের অবস্থা ব্যাখ্যা করিয়া আপনাদের কৃষ্ণের উপর নিশ্চল চরিত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছিল (ছ)।

অপর কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ বলরামকে বলিলেন যে, (ভা, ১০।৬৫।১৩) "মধুরভাষী শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মৃদু হাস্য দর্শনে আশ্বাসিত এবং কামাতুর হইয়া স্ত্রীগণ তাঁহার কথা গ্রহণ করিয়া থাকে।" এই শ্লোকার্দ্ধদ্বারা যে সকল নারী, আপনাদের চিত্ত যে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তাহাই সূচনা করিয়াছিল (জ)।

যে সকল কৃষ্ণ-প্রেয়সী বলরামকে বলিয়াছিলেন যে (ভা ১০।৬৫।১৪) "হে গোপীগণ" আমরা যখন উৎকৃষ্ট কথা বলিতেছি, তখন আমাদের তাঁহার কথায় প্রয়োজন কি? যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কালাতিপাত হইতে পারে। তবে আমাদের ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সেইরূপে কালাতিপাত হইবে।" তবে তাঁহার কাল সুখেই কাটিবে আর আমাদের দুঃখে কাটিবে,

তাঃ খলু। "ইতি প্রহসিত"মিতি মুনীন্দ্রবচনেন সর্ব্বসুখরচনেন প্রত্যুত তদীয়স্নেহবারিধিনিমগ্নতয়া জবাদ্দ্রবাঙ্গতাং গতা ইত্যবগতাস্তস্মাদন্যথাসম্ভাবনং যথাজাতানামেব জাতানাং (ক) সম্ভাব্যতে ॥ ঞ ॥

তদেবং তাসাং তদেকপরতাকুরুক্ষেত্রযাত্রায়ামপি সম্বদিষ্যতে।

"গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্ট" মিত্যারভ্য

পরাঃ। যাত্যস্মাভিবিনা কালো যদি তস্য তথৈব ন" ইতি। তদ্বিরহাসহিষ্ণুতাযুক্ত্যা কৃষ্ণমহাবিরহস্য অসহিষ্ণুতায়াঃ যা যুক্তিঃ যাত্যস্মাভিরিত্যাদি তয়া প্রবৃত্তপ্রায়তয়া প্রবৃত্তঃ প্রায়ো বাহুল্যং যত্র তদ্ভাবতয়া নিশ্চয়ং কৃতবত্যঃ ইতি (ঝ)। প্রহসিতমিতীতি, "ইতি প্রহসিতং শৌরে র্জল্পিতং চারুবীক্ষিতং। গতিং প্রেমপরিষঙ্গং স্মরন্ত্যো রুরুদুঃ স্ত্রিয়"ইতি। সর্ব্বসুখরচনেন সর্ব্বসুখানাং রচনং যেন তেন তদীয়স্নেহবারিধিনিমগ্নতয়া কৃষ্ণসম্বন্ধী যঃ স্নেহঃ সএব তস্মিন্নিমগ্নতয়া জবাৎ শীঘ্রাৎ দ্রবাঙ্গতাং আর্দ্রগাত্রতাং গতা ইত্যবগতা বুদ্ধাঃ তস্মাদুক্তব্যাখ্যানাৎ অন্যথাসম্ভাবনং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীষু রমণরূপং যথাজাতানাং মূর্খাণামেব সম্ভাব্যতে (ঞ)। তদেবং সতি তাসাং কৃষ্ণপ্রেয়সীনাং কৃষ্ণৈকপরতা সম্বদিষ্যতে কথয়িষ্যতে। "গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু

এহমাত্র প্রভেদ। এই উক্তিদ্বারা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রবল ও অসহ্য বিরহ-বেদনা প্রাপ্ত হইয়া, স্ব স্ব অন্তঃকরণ কঠিন করিবার জন্য সাতিশয় প্রবৃত্ত হইয়া নিশ্চয় করিয়াছিল। (ঝ)

(এক্ষণে ইহাই বক্তব্য যে যাঁহারা ব্রজাগত বলরাম যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্য বলিয়াছিলেন) সেই সকল কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ নিশ্চয়ই 'শ্রীকৃষ্ণের হাস্য, কথন, সুন্দর দর্শন, গমন এবং প্রেমালিঙ্গন স্মরণ করিয়া রোদন করিয়াছিল।" এইরূপ মহর্ষি শুকদেবের সর্ব্বসুখজনক বাক্যদ্বারা জানা যায় যে, গোপীগণ প্রত্যুত শ্রীকৃষ্ণের স্নেহরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যেন অতিশীঘ্র আর্দ্র কলেবর হইয়াছিল, আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। অতএব এই প্রকার উক্ত বচনের ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীদিগের প্রতি অপরের (বলরামের) রতি হইয়াছিল, এইরূপ অন্যথা ভাবনা কেবল মূর্খদেরই সম্ভাবিত হইয়া থাকে। (ঞ)

অতএব এই প্রকারে কৃষ্ণ প্রেয়সীদিগের অন্তঃকরণ যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের

(ক) যথাজাতানামেব সম্ভাব্যতে। ইতি বৃন্দাবনচন্দ্রগোস্বামিপাদাঃ।

"আহুশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দ" মিত্যন্তেন শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে চ

"রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তা" ইত্যারভ্য

"মৎকামা রমণং জার"মিত্যাদিপদ্যেন (০)

কিঞ্চ—

"সঙ্কর্ষণস্তাঃ কৃষ্ণস্য সন্দেশৈ র্হৃদয়ঙ্গমৈঃ।
সান্ত্বয়ামাস ভগবান্নানুনয়কোবিদঃ॥" ইত্যত্র

পদ্মকৃতং শপন্তি। দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপ"-মিত্যাদি "আহুশ্চতে নলিননাভপদারবিন্দং যোগেশ্বরৈ র্হৃদিবিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ। সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং গেহং যুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা ন" ইতি। "রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তা। বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায়।" "তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ। ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ! তাসাং হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ।" তা নাবিদন্ময্যনুসঙ্গ বদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মমদ স্তথেদং। যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে॥" "মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ। ব্রহ্ম মাং

উপর আসক্ত ছিল, তাহা আমরা কুরুক্ষেত্র যাত্রাতেও বর্ণনা করিব। যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮২।৩৯। "গোপীগণ বহুকালের পর আপনাদের অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া" এইস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া (১০।৮২।৪৮) পদ্মনাভের পাদপদ্ম অগাধ জ্ঞান সম্পন্ন যোগিগণের মনোগম্য, যাহা তাঁহারা বলিয়া থাকেন" এই পর্য্যন্ত শেষ বাক্যদ্বারা ঐ সকল বিষয় প্রমাণিত হইবে।

শ্রীভগবান্ এবং উদ্ধবের সংবাদেও, "বলরামের সহিত অক্রূর মথুরায় প্রেরিত হইলে, আমার উপরে তাঁহাদের চিত্ত অনুরক্ত হইয়াছিল।" এই হইতে আরম্ভ করিয়া "হে অবলাগণ! তোমরা আমাকে কামনা করিতেছ। আমি তোমাদের রমণ অথবা উপপতি, এবং আমিই পরব্রহ্ম, অথচ আমার স্বরূপ তোমরা জান না। এক্ষণে তোমরা সকলেই আমাকে প্রাপ্ত হও।" এই পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা উক্ত বিষয় কথিত হইবে।

---

(০) ইত্যাদ্যন্তেন। ইতি মাণ্ডানন্দবৃন্দাবনপাঠঃ।

তাসাং সান্ত্বনে কৃষ্ণসন্দেশানামেব সাধকতমতা মতা. যতস্তেষামেব হৃদয়ঙ্গমতা সম্মতা। "নানানুনয়কোবিদ" ইত্যস্য তদধিকারিবিশেষণস্য তু গৌণতাভিমতা। যত্র ভগবানপি নানানুনয়কোবিদঃ সন্নিতি ততোঽপি ভগবত্তায়া গৌণতাধিগতা তস্মাদন্যথাকথা মূর্খতামাত্রমিত্যভিযুক্তা এবাত্র প্রামাণ্যপাত্রম্ ॥ ৮৪ ॥

পরমং প্রাপুঃ সঙ্গচ্ছেত সহস্রশঃ" ইতি। তেষাং কৃষ্ণসন্দেশানাং। তদধিকারিবিশেষণস্য তস্মিন্ সান্ত্বনে যে অধিকারিণঃ কৃষ্ণসন্দেশা স্তেষাং বিশেষণস্য। যদ্বা তস্মিন্ সান্ত্বনে যোঽধিকারী রাম স্তস্য বিশেষণস্য। যত্র সান্ত্বনে ততোঽপি নানানুনয়কোবিদেতি বিশেষণাদপি ষড়ৈশ্বর্য্যবত্তায়াঃ। তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তহেতুকলাপাৎ অন্যথা উভয়রমণীর্বাঞ্ছিকা কথা অভিযুক্তাঃ শ্রীস্বামিপাদাদয়ো মম গুরুবর্গাশ্চ প্রামাণ্যপাত্রং প্রমাণবিষয়াধারঃ ॥ ৮৪ ॥

অপিচ, "নানাবিধ অনুনয় পণ্ডিত ভগবান্ সঙ্কর্ষণ বলরাম, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ঙ্গম আদেশ বাক্যদ্বারা ঐ সকল নারীদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন" (ভাগবত ১০।৬৫।১৬) এই স্থলে সান্ত্বনা কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ বাক্যগুলি দ্বারস্বরূপ বা অত্যুৎকৃষ্ট সাধক কারণ, ঐ সকল কৃষ্ণাদেশ-বাক্যগুলি যে হৃদয়ঙ্গম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। "নানাবিধ অনুনয় পণ্ডিত" এই বাক্যের যিনি অধিকারী অর্থাৎ বলরাম, সেটী বিশেষণ পদ, তাহার গৌণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণই প্রধান সান্ত্বনাকারী, বলরাম সেই বাক্যবাহী দূতবিশেষ, সুতরাং তিনি অপ্রধান। যেহেতু বলরাম ভগবান্ হইলেই ত সকল বিষয়েই পণ্ডিত তাহা বুঝা যায় তথাপি তাঁহাকে যখন "নানাবিধ অনুনয় পণ্ডিত" এই বাক্য উল্লেখ করা হইয়াছে তখন সেই শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা বলরামের ভগবদ্ভাবের গৌণত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে। এই সকল উক্ত প্রমাণসিদ্ধ কারণ সত্ত্বে অন্যথা কথন (অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীতে বলদেবের রতি বর্ণন। কেবলমূর্খতামাত্র। এই কারণে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানিগণ অথবা পূজ্যপাদ স্বামী এবং মদীয় গুরুগণ এই বিষয়ে নিশ্চয়ই প্রামাণ্যের পাত্র অর্থাৎ আমার মীমাংসার যাথার্থ্য জ্ঞানিগণ নির্ণয় করুন ॥ ৮৪ ॥

ন চ গোপীশব্দসাধারণ্যাদমূরন্যাসু ন গণ্যাঃ। "গোপ্যশ্চাকর্ণ্য মুদিতা যশোদায়াঃ সুতোদ্ভব"মিতি ১০।৫।৯ "গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলা" ইতি তথাত্র চ ১০।৬।২১ "পরিষ্বক্তশ্চিরোৎকণ্ঠৈর্গোপৈর্গোপীভিরেব চে"ত্যাদিষু "নেমং বিরিঞ্চো ন ভব"ইত্যাদিষু চ তন্মাতৃপ্রভৃতিষ্বপি তচ্ছব্দঃ সর্ব্বত্রাপ্যতিপ্রসিদ্ধঃ। ন চাব্যব্যহিতপাঠতয়া চ তয়া তাবৎ তা এবাবগম্যাঃ॥

যতঃ—

"ক্ষেত্রজ্ঞএতা মনসো বিভূতী"রিতি "ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণ" ইত্যাদিষু লব্ধানন্তর্য্যনিবন্ধশালিষু পঞ্চসস্কন্ধ-

---

নম্বেব বিশেষঃ কথং ব্যাপ্যাতঃ, সামান্যগোপীশব্দস্য প্রয়োগো দৃশ্যতে ইত্যাশঙ্কাং পরিহর্ত্তুমারম্ভতে—নচেত্যাদিগদ্যেন। অন্যাসু গোপীষু গণ্যা গণনীয়েতি ন বাচ্যং সর্ব্বত্রাপি তচ্ছব্দঃ অতি প্রসিদ্ধঃ। সংশয়ান্তরং নিরস্যতি—নচেত্যাদিনা। অব্যবহিতো বিচ্ছেদরহিতঃ পাঠো যস্য তদ্ভাবতয়া তা এব কৃষ্ণপ্রেয়স্য এবা বগতা ইতি নচ বাচ্যং "ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী জীবস্য মায়া রচিতস্য নিত্যাঃ। আবির্হিতাঃ কাপি তিরোহিতাশ্চ শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ।" ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং জ্যোতি রজঃ পরেশঃ। নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মান" ইতি। লব্ধানন্তর্য্যনিবন্ধশালিষু লব্ধং আনন্তর্য্যং নিবন্ধঃ

সাধারণ গোপী শব্দের প্রয়োগ থাকাতে অন্যান্য রমণীদিগের মধ্যে কখন উহাদিগকে গণনা করা যাইবে না (ক) গোপীশব্দের প্রয়োগ যথা :—গোপীগণ যশোদার পুত্রজন্ম শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিল (ভা ১০।৫।৯)।" এবং গোপীগণ জলস্পর্শ করিয়াছিল (ভা ১০।৬।২১)।" ইত্যাদি। ঐরূপ সেই স্থানে "গোপ এবং গোপীগণ চিরকাল উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল।" ইত্যাদি স্থলে এবং না ব্রহ্মা না মহাদেব এই প্রসন্নতা লাভ করিতে

(ক) দশমে ৬৫ অধ্যায়ে বলরামকে কৃষ্ণ, কুশল জিজ্ঞাসাকালে গোপীশব্দ আবার বলরামের রমণকালে গোপীশব্দ এই উভয় গোপীশব্দ এক নহে। গোপীশব্দ গোপজাতীয়া স্ত্রীবাচক। নতুবা ভাগবতে যশোদা রোহিণীপ্রভৃতি মাতৃবর্গকে, রাধা ললিতাদি পত্নীবর্গ ক আবার বলরাম পত্নীকেও একমাত্র সাধারণ গোপীশব্দে ধরা হইয়াছে। উহার শ্রেণী ভেদ থাকে।

প্রমুখবচনালিষু ক্ষেত্রজ্ঞাদিশব্দানাং ক্রমতঃ পৃথগাত্মপরমাত্মতা ব্যাকৃতা। তথাপি যদি দ্বয়োরপি ভগবত্ত্বান্ন ভেদ ইত্যস্মান্ন দোষ ইতীদমন্যে মন্যেরন্, তর্হি দ্বারকাগতদারা অপি তদ্দোষারোপাস্পদানি জায়েরন্। সোঽয়ং শ্রীবলদেবস্তু ন তরামুদ্ধববন্নতমাং শ্রীকৃষ্ণবচ্চ তেষাং সান্ত্বনার্থমপি ব্রহ্মত্বেনেশ্বরত্বেন চাভেদবাদঃ, স্বস্য ন তত্র সমঞ্জস ইতি মত্বা ক্বচিদপি ন তং প্রত্যাকৃতবান্ প্রত্যাহৃতঃ। (ক) তদপ্যস্তু, মাসদ্বয়-

---

কারণং যস্ত তেন শালিষু শ্লাঘাযুক্তেষু ক্রমত ইতি আদ্যশ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞো জীবাত্মা, দ্বিতীয়শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মা। দ্বয়োরপি কৃষ্ণরামযোরপি ন ভেদো ন পৃথক্ অস্মাদ্ধেতোর্ন দোষ ইতীদমন্যে বিদূষকাঃ তৎ খণ্ডয়তি—তর্হীত্যাদিনা। দ্বারকাগতা অস্য কৃষ্ণস্য দারা রমণ্যোঽপি তদ্দোষারোপাস্পদানি উভয়রমণীস্বরূপদোষারোপস্থানানি জায়েরন। সোঽয়মিত্যাদি, ব্রহ্মত্বেন ঈশ্বরত্বেনচ স্বস্য অভেদবাদো ন তত্র সমঞ্জসো ন সঙ্গত ইত্যববুদ্ধ্য তমভেদবাদং প্রত্যাহৃতবান্ প্রত্যাচখ্যৌ, অতঃ সোঽয়ং বাদঃ প্রত্যাহৃত স্মৃক্তঃ। তদপ্যস্তু বিচারেণ তৎখণ্ডনমপ্যস্তু।

পারেন নাই, গোপী যে প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি স্থলেও, এবং তাঁহার জননীপ্রভৃতি নারীতেও এইরূপ সর্ব্বত্রই গোপীশব্দ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ আছে। ঐরূপ বিচ্ছেদ রহিত পাঠ থাকাতে ঐ সকল গোপীগণ যে নিশ্চয়ই সকলেই এক প্রতীয়মান হইবেন, তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, "ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ জীবাত্মা, এই সকল নারীগণের মনের বিভূতি সমূহ" ইত্যাদি স্থলে, এবং "তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি পরমাত্মা, তিনি পুরাণ পুরুষ" ইত্যাদি স্থলে ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধোক্ত যে সকল বচনরাশি আনন্তর্য্যরূপ কারণ লাভ করিয়া শোভা পাইয়া থাকে, সেই সকল বচনে ক্ষেত্রজ্ঞপ্রভৃতি শব্দের যথাক্রমে, অর্থাৎ আদ্য শ্লোকে "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দে জীবাত্মা এবং পরশ্লোকে "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দে পরমাত্মা এইরূপভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐরূপে যদ্যপি কৃষ্ণ বলরাম এই উভয়েরই ভগবদ্ভাব থাকাতে কোন প্রভেদ নাই বলিয়া কোন কারণে দোষ ঘটিতে পারে না, অন্যান্য পণ্ডিত

(ক) তং প্রত্যাকৃতবান্ ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপুস্তকে নাস্তি।

মজস্রমপরাণামপি পর-দারাণাং সহস্রসঙ্খ্যয়া সহ বিহারঃ স খলুঃ ঘস্রপতিজাতস্রবন্তী কৃষ্টিপর্য্যন্তধৃষ্টিব্যবহারতঃ প্রস্থত-প্রচারঃ শ্রীমন্নন্দাদ্যানামানন্দনায়াগতস্য মন্দতাং বিন্দমানঃ কথমানন্দং দধীত ॥ ৮৫ ॥

মাসদ্বয়ং ব্যাপ্য অজস্রং নিরন্তরং অপরাণাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীব্যতিরিক্তানাং পরস্ত্রীণাং ঘস্রপতিঃ সূর্য্য তস্মাজ্জাতা যা স্রবন্তী নদী যমুনা তস্যাঃ কৃষ্টিরাকর্ষণং সা পর্য্যন্তঃ সীমা যস্য এবম্ভূতো যো ধৃষ্টিব্যবহারো ধর্ষণাচরণং তস্মাৎ প্রস্থতো বিস্তারতঃ প্রচারো যস্য সঃ মন্দতাং হেয়তাং বিন্দমানো লভমানঃ দধীত পুষ্ণীয়াৎ ॥ ৮৫ ॥

গণ যদি এইরূপ বিবেচনা করেন ; তাহা হইলে দ্বারকাস্থিত কৃষ্ণরমণীগণও এইরূপ দোষের আস্পদ হইতে পারে অর্থাৎ রুক্মিণ্যাদি বিরহিত কৃষ্ণ পত্নীগণও বলদেব পত্নী হইয়া পড়েন। কিন্তু এই সেই বলদেব উদ্ধবের ন্যায় অধিকতর নহেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের মত অধিকতম নহেন। গোপীদিগকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্তে ব্রহ্মভাবে এবং ঈশ্বরভাবে, আপনার অভেদ বা ঐক্যবাদ, তথায় সমঞ্জস হইতে পারে না, অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ভাব ধরিলে কৃষ্ণতত্ত্বে বলদেব তত্ত্ব পর্য্যাসিত হয়েন বলিয়া লীলাতত্ত্বে অর্থাৎ এখানে বিরহাতুর গোপী সান্ত্বনা কার্য্যে ঐ ঐক্যভাব সঙ্গত নহে। ইহা মনে করিয়া কোনও স্থলে ঐ অভেদবাদকে প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই অর্থাৎ লীলাতে স্বীকৃত না হইলেও তত্ত্বে স্বীকৃত আছে, যাহা কৌতুহলে মাস ধরিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ প্রেয়সী ব্যতিরিক্ত অন্যান্য সহস্র সংখ্যক পর স্ত্রীদিগের সহিত যে বিহার হইয়াছিল, সূর্য্য দুহিতা যমুনা নদীর আকর্ষণ পর্য্যন্ত ধৃষ্টতাচরণে নিশ্চয়ই সেই বিহারের বিস্তৃত প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীমান্ নন্দপ্রভৃতি মহোদয়দিগকে আনন্দিত করিবার জন্য যিনি আসিয়াছেন, তাঁহার নিকটে হেয়তা লাভ করিয়া কিরূপে এক্ষণে ঐ বিহার আনন্দের পুষ্টি সাধন (ক) করিতে পারে ? ॥ ৮৫ ॥

(ক) চৈত্র বৈশাখ দুই মাস বলরাম ব্রজে ছিলেন। নন্দাদির আশ্বাসই তখন প্রধান কার্য্য, তথায় সর্ব্বত্র নিজপত্নী কৃষ্ণপত্নী নির্ব্বিশেষে যদি বলরামের বিহার হয় তবে নন্দ মহারাজ কখনই আনন্দিত হইবেন না সুতরাং বলরামের মূঢ়তা প্রকাশ পাইবে। সুতরা° তাহার যথেচ্ছ বিহার কখনই শাস্ত্রকারোক্তি লিখিত নহে।